# ব্যবসা ও বাণিজ্যের

## ১৩৩৩ সালের বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

## খ



## গ

## প



## ফ



## ভ

স



হ

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

# আবার আসিলাম।

নমস্কার !

আবার আসিলাম। দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর আবার তোমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। নির্ব্বাসন হইতে মুক্তিলাভের পর যখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, সে আজ আঠার বৎসর আগেকার কথা। তখন আসিয়া দেশের যে দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়াছিলাম তাহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশের যুবকদিগের সম্মুখে নানারূপ উপার্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দিবার জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলাম। যখন এই কাগজ প্রকাশ করি, তখন গুরুস্থানীয় কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"এরকম কাগজ বে'র ক'রোনা: নাটক নভেল প্লাবিত দেশে কে তোমার শুক্নো নীরস কাগজের কথা প'ড়তে যাবে? একি বিলেত না আমেরিকা পেয়েছ, যে নাটক নভেলের পাশে অমন হাজার হাজার ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজ বিকুবে! তা'রা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা লক্ষ্মীকে করায়ত্ত কোরে ঘরে বাহিরে হাসি ও আনন্দের বাজার বসিয়েছে, তেমনি অবসর মত নাটক নভেল ও ললিতকলার চর্চ্চাও ক'রে থাকে। এদেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের মত কাগজ বের করার সময় এখনও আসেনি।"

তখন গুরুজনদিগের নিষেধ বাণী শুনি নাই।

কানে কেবল বেকার ভাইদের হাহাকার শুনিতাম, চোখে কেবল প্রতিভাবান, মেধাবী, শিক্ষিত, হাজার হাজার যুবকের শুষ্ক, মলিন এবং বিবর্ণ মুখ দেখিতাম। ইহারা পিতামাতার সঞ্চিত অর্থ খোয়াইয়া পরিবারের সকলকে নানা অসুবিধা ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে ফেলিয়া ইউনিভারসিটীর ধাপ্‌গুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এবং বি,এ, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদি নানা ছাড়পত্র অর্জ্জন করিয়াছে। অথচ এই সকল ছাড়-পত্র সত্ত্বেও তাহারা নিজের অথবা পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের উপযোগী কোনও বৃত্তি খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু এই কলিকাতা মহানগরীতেই কত লক্ষ লক্ষ মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, গুজরাটী, পার্শী, বোরা আর্ম্মানী, ইহুদি, দিল্লীওয়ালা, চীনেম্যান প্রভৃতি নানা দেশের নানা লোক কাজ কারবার করিয়া পরমসুখে দিন পাত করিতেছে!

হাবড়ার পুল পার হইয়া কলিকাতায় পা দিলেই আগে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দোকান ও আড়ৎ দেখা যাইত। এই সকল বড় বড় কারবারের মালিক ছিলেন কলিকাতার শেঠ বসাক, পাল, দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়ীর দল। কলিকাতার বড় বড় হাউসের মৎসুদ্দি বেনিয়ান ছিলেন বাঙ্গালীরা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরাই নেতৃত্ব করিতেন। কিন্তু ভাঙ্গন তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল। এখন হাওড়ার পুল পার হইয়া হ্যারিসন রোড দিয়া শিয়ালদহ মুখে আসিতে হইলে কিম্বা সেন্ট্রাল এভি-নিউএর রাস্তার দুইধারে আকাশস্পর্শী যে সকল প্রাসাদ দেখা যায়, উহার প্রায় সমস্তগুলিরই মালিক মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গলার বাইরের বিদেশী ব্যবসায়ী-গণ; অথচ উহারা কেহই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ের চাপরাস্ কেনে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বিদ্যাবাগীশেরা কেহ মনে করেন যে ইহারা বুদ্ধিতে কোনও বাঙ্গালী অপেক্ষা রতি মাসা কম, তবে তাঁর চেয়ে হস্তিমূর্খ দুনিয়ায় আর নাই।

ইহারা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই কিম্বা ইকনমিক্সের মাষ্টারও নহে; অথচ এই সকল বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র সমূহ ইহারা ইহাদিগের প্রতিদিনের কাজ কারবারের মধ্যে এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে ইকনমিক্সের মহামহোপাধ্যায়েরাও বিস্ময়ে অবাক হইয়া যান। ইহাদিগের ঘরে ঘরে হাসি ও আনন্দের তুফান,—লক্ষ্মী ইহাদিগের অঙ্গনে বাঁধা;—অভাব অনটনের ছায়াও ইহাদিগের জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে না;—আমিত আজ পর্য্যন্ত কোনও মাড়োয়ারীকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া রাস্তায় ঘুরিতে দেখি নাই, কিম্বা চাকুরীর উমেদার হইয়া দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিতে দেখি নাই। তোমরা কেহ দেখিয়াছ কি?

যা'ক, নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি আমার এই সকল বেকার যুবক ভাইদের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক আন্দোলনের গরম গরম চা, পেয়ালা ভরিয়া অনেক পান করিয়াছি, এবং হাজার হাজার যুবককে পান করাইয়াছি, কিন্তু তাহার ফলে জীবনে কেবল উত্তেজনা পাইয়াছি মাত্র, শরীরে কোনও পুষ্টি বা বল লাভ করি নাই। বাঙ্গলা দেশের নগরে নগরে বক্তৃতার আগুন ছুটাইয়া দেখিয়াছি,—স্বদেশ হিতৈষণার মাদকতায় নিজে মাতিয়া এবং পরকে মাতাইয়া দেখিয়াছি,—পশ্চাতে গঠনমূলক কাজের কোনও ব্যবস্থা করিতে না পারিলে যত নাচা কোঁদা সব ছুঁচোর কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম,

"তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"।

বহু বৎসরব্যাপী অহোরাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াও দেখিলাম দেশকে আমরা এক ইঞ্চিও

উপরে তুলিতে পারি নাই; বরং এই দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে এমন অবসাদ আনিয়া দিয়াছে যে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন বিষবড়ির উত্তেজনা না দিলে সে জীবনের কোনও সাড়া বা স্পন্দনই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেবল বিষবড়ি দিয়া রোগীকে আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়, সেই জন্য দেহে নূতন বল সঞ্চারের ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন। যুবকেরাই দেশের একমাত্র সম্বল এবং আশা ভরসাস্থল। ইহারাই দেশের মুক্তির জন্য প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিবে। কিন্তু অভাব ও অনটনের চিন্তায় ইহারা জগতের নিকট মুখ হেঁট করিয়া রহিয়াছে;—দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে ইহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহাদের অভাব ঘুচানোই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। ইহাদিগকে নানারূপ উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দেওয়াই দেশ সেবার প্রথম এবং প্রধান সোপান।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই গুরুজনদিগের নিষেধ না মানিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। আশাহীন উদ্যমহীন বেকার যুবকদিগের নিকট নানা দেশের নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কাজে প্রবুদ্ধ করাই আমার ব্রত ও উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই সঙ্কল্প লইয়াই সতেরো বৎসর পূর্ব্বে এই কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও নাটক, নভেল, ও লঘু সাহিত্য পাঠের নেশা হইতে যুবকদিগের মন ফেরে নাই। পাঁচ বৎসর যাবত একাকী, অসহায় এবং অপরের সহানুভূতির অপেক্ষা না রাখিয়া বাঙ্গলার যুবকদিগের নিকট ব্যবসা ও বাণিজ্যের নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তাহা দ্বারা বহু যুবক বিশেষরূপে উপকৃত হইতেছিলেন। দেশের নানাস্থান হইতে সর্ব্বদা পত্র পাইতাম "আপনার কাগজখানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে।" "আপনার কাগজখানি নানারূপ জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ থাকে, ইহা দ্বারা আমাদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে।" এইরূপ কত পত্র যে নানাস্থান হইতে পাইতাম তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কেবল পত্র এবং প্রশংসায় ত আর পেট ভরে না। যেরূপ সাহায্য পাইলে এইরূপ প্রয়োজনীয় কাগজখানা বাঁচাইয়া রাখা যাইত তাহার কিছুই পাইলাম না।

নাটক, নভেল, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি, দুর্নীতি, হাসি, ঠাট্টা, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি সব বিষয়েরই কোনও না কোন কাগজ এদেশে আছে। কেবল কিসে দেশের আশা ভরসাস্থল এই যে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক দুমুঠা অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে মাথা ভাঙ্গিতেছে, ইহাদিগকে কোন্ পথে পরিচালিত এবং কি ভাবে প্রবুদ্ধ করিলে ইহারা নিজেদের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারে সে বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একখানিও পত্রিকা নাই।

আমি তখন সবেমাত্র নির্ব্বাসনের ফেরৎ, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের চোখে দাগী আসামী। আমি যেখানে যাই আমার পশ্চাতে Alsatian watch dog এর ন্যায় সফেদ্ পোষ ডিটেক্টিভ ঘুরিতেছে। কাগজ বাহির করিলাম, কিন্তু তাহা সংবাদ পত্র আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিতে পারিলাম না; কারণ, পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুকূল রিপোর্ট পাইলাম না। সংবাদ পত্র আইনের সহায়তায় অন্যান্য সকল কাগজ অল্প মাশুলে গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইত, কিন্তু আমাকে পুরা মাশুল দিয়াই সাধারণ বুকপোষ্টের ন্যায় গ্রাহকদিগের নিকট কাগজ পাঠাইতে হইত; প্রতি মাসে ইহার জন্য কম টাকা লাগিত না। তথাপি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাগজখানি চালাইতে লাগিলাম; আমি ভাবিয়াছিলাম গভর্ণমেণ্ট বিমুখ হইলেও দেশের

লোকের প্রচুর সাহায্যে কাগজখানাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব। কিন্তু দেশের লোকের মনোভাব (mentality) তখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহারা কাগজখানিকে বাঁচাইয়া রাখিবার সাহায্য করিবে কি, তাহারাই কাগজখানির বোঝা আরও বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

দেশে যেখানে যত স্থাপিত, অস্থাপিত, ফুটন্ত, অফুটন্ত, আধফোটা, এবং ফুটনোন্মুখ লাইব্রেরী বা পাঠাগার আছে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষ অম্লানবদনে বিনা মূল্যে কাগজের গ্রাহক করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহারা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া কাগজখানির বার্ষিক মূল্য কয়েকটী টাকা দিতে পারেন না, আর আমি একাই কাগজখানি চালাইবার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া বিনামূল্যে খয়রাত করিব। ছাত্রেরা, যেহেতু তাঁহারা ছাত্র, এই অজুহাত দেখাইয়া বিনামূল্যে কাগজের দাবী করিয়া পাঠাইলেন। তাহার উপর যে গ্রামে কাগজখানা যাইত তাহার আশে পাশে অন্যন দশ মাইলের মধ্যে আর কাহাকেও গ্রাহক পাইবার আশা ছিল না। কারণ, যিনি গ্রাহক হইতেন তাঁহার নিকট হইতে এই দশ মাইল সীমার মধ্যে যত লোক পাঠার্থী ছিলেন তাঁহারা কাগজখানি চাহিয়া লইয়া যাইতেন; সুতরাং প্রকাশকের সে অঞ্চলে আর গ্রাহক পাইবার আশা থাকিত না। অথচ ইঁহারা কেহই একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন না যে, যাহারা এই কাগজ খানা চালাইতেছে তাহাদের চলিবে কি করিয়া। দাম দিয়া কাগজ কিনিতে হয়, দাম দিয়া ছাপিতে হয়, আবার দাম দিয়া ছবি তৈয়ারী করিতে হয়;—অনেক সময় দাম দিয়া প্রবন্ধ আনিতে হয়, এবং সর্ব্বোপরি দাম দিয়া কাগজ খানা গ্রাহকদের ঘরে পৌছাইয়া দিতে হয়। দেশের লোক যদি বিনামূল্যে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় থাকেন, তবে এই অনুষ্ঠান এবং প্রচেষ্টাটীকে বাঁচাইয়া রাখা যায় কি করিয়া?

এইখানে পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী গল্প মনে পড়িতেছে। তিনি বিলাতের একটী শ্রমিক পরিবারে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাহারা একেবারে দরিদ্র শ্রমজীবি;—স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই কলে চাকুরী করে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় এই ক্ষুদ্র পরিবার যখন আপনাদের গৃহে আসিয়া মিলিত হইত এবং স্নানান্তে আহারাদি করিয়া আগুনের পাশে সকলে আসিয়া উপবিষ্ট হইত, তখন সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যাইত। স্ত্রী আরাম কেদারায় বসিয়া বুনন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; স্বামী চীন দেশের আচার ব্যবহারমূলক একখানা বই পড়িয়া স্ত্রীকে শুনাইতে লাগিলেন; ছেলে একখানি পেনি কাগজ পাঠে নিবিষ্ট, এবং মেয়ে নারী-দিগের উপযোগী একখানি মাসিক পাঠে নিমগ্না। এইরূপে তাহাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত। এইরূপ জ্ঞান পিপাসার মধ্যে প্রতি শনিবারে সকলের উপার্জ্জনের হিসাব করিয়া সপ্তাহের সমুদয় ব্যয় সঙ্কলান করতঃ যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, তবে তাহা দ্বারা আবার নূতন কোনও বই কেনা হইত।

এইরূপ এক শনিবারের সন্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বেড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখেন যে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই মহাতর্কে নিমগ্ন। স্ত্রী কাগজ পেন্সিল লইয়া নানারূপ হিসাব কাটাকুটী করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রমজীবিদিগের সম্বন্ধে সেই সপ্তাহে একখানি নূতন বহি বাহির হইয়াছে সেইখানি কি করিয়া কেনা যায় তাহারই চিন্তায় সমস্ত পরিবার মগ্ন। মাতা গৃহস্থালীর সেই সপ্তাহের সকল অভাব মিটাইয়া যে সঞ্চয়টুকু দেখাইতেছেন, তাহাতে পুস্তকের দাম কুলায় না। কন্যা তখন হতাশ হইয়া বলিলেন,

"তবে থাক্, আমরা আর এ পুস্তক কিনিব না"।

পিতামাতা উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"সে কি হয়, সেকি হয়?—গ্রন্থকার কত কষ্ট

করিয়া শ্রমজীবিদের কল্যাণের জন্য বইখানি লিখিয়াছেন—আমরা যদি না কিনি তবে গ্রন্থকারেরা আমাদের জন্য মাথা ঘামাইয়া এই সব মূল্যবান বই লিখিবেন কেন? তাঁহাদের চলিবে কি করিয়া?—তাঁহারা যাহাদের কল্যাণের জন্য অন্ন উপার্জ্জনের চিন্তা ছাড়িয়া আমাদের জন্য মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের মজুরী যদি আমরা না দেই, তবে আর গ্রন্থকারেরা শ্রমজীবিদের কল্যাণের জন্য বই লিখিতে উৎসাহিত হইবেন না। আমাদের এ বই কিনিতেই হইবে। আচ্ছা, দেখা যা'ক, আমরা সকলে কয়েক সপ্তাহ আর চা খাইব না। এইরূপে চা, দুধ ও চিনির খরচ বাঁচাইয়া যে উদ্বৃত্ত হইবে তাহাদ্বারা বইখানি কেনার বাঁকী দাম কুলাইয়া যাইবে।"

সমস্যার সমাধান হইল, আর গৃহের মধ্যে আনন্দের তুফান বহিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে এই দৃশ্য দেখিয়া কিছুকাল আমি অবাক হইয়া রহিলাম এবং ভাবিলাম এই দরিদ্র শ্রমজীবিদের সহিত আমাদের তথাকথিত শিক্ষাভিমানী উচ্চ সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা যায়!—অপরের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই তাহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন করিয়া সংগ্রাম করিতে পারে এবং সসাগরা ধরিত্রীকে আপনাদের করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

যা'ক—এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া, নানা দুঃখ ও দুরবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কাগজ খানি পাঁচ বৎসর ধরিয়া চালাইলাম। তেলের যথেষ্ট অভাব হইলেও প্রদীপটী তখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল; কিন্তু এই সময় জগদ্ব্যাপী জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং কাগজের দাম দেখিতে দেখিতে বিশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই ঝড়ের দম্‌কা হাওয়ায় আমার সাধের প্রদীপটী নিভিয়া গেল এবং আমিও মহানগরীর বিরাট অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইলাম।

দ্বাদশ বৎসর পরে আবার তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন আসিলাম, তবে তাহার কোনও কৈফিয়ৎ বা সদুত্তর দিতে পারিব না। পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। পরিবার পরিজনের অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া, সাধু সজ্জনদিগের হাজার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া মাতাল কেন মদ খাইতে ছোটে বলিতে পার?—গাজনের বাদ্য বাজিয়া উঠিলে চড়ুকে সন্ন্যাসী পীঠ ফোঁড়াইবার জন্য পাগল হইয়া ছুটীয়া যায় কেন বলিতে পার?—তা' যদি বলিতে পার তবে আমাকে কেন আবার কাগুজে ভুতে পাইল তাহার সদুত্তর পাইবে। শারীরিক আকাঙ্খার (ইংরাজীতে যাহাকে Physical Craving বলে) যেমন একটা নেশা এবং মাদকতা আছে, মানুষের মনে যে একটা আদর্শ আছে তাহারও তেমনি একটা নেশা এবং মাদকতা আছে। সেই নেশায় পাগল হইয়া আবার তোমাদের নিকট ছুটীয়া আসিলাম।

দেশে এখন নাটক, নভেল, নগ্নচিত্র, এবং লঘু সাহিত্যের প্লাবন দেখিতেছি। যত দুঃখ, দারিদ্র্য বাড়িতেছে ততই এই সকল লঘু সাহিত্য যুবকদিগের মনে মায়ামরীচিকার সৃষ্টি করিয়া জীবন সংগ্রামে তাহাদিগকে আরও অপটু করিয়া তুলিতেছে। স্বর্গীয় আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় পাশের বাজার সস্তা করিয়া দেওয়ায় আজ কাল বি, এ, এবং এম, এ, হাটে বাজারে গড়াগড়ি যাইতেছে। আগে পাশ করাই ছেলেদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল, এখন ফেল করাই মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে সমগ্র দেশটা পাশের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া যুবকেরা একদিকে যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে অন্যদিকে তেমনি আবার জীবন সংগ্রামে যুঝিবার সমুদয় শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। কারণ, ইউনিভারসিটীর ঐ যে আকমাড়া কল উহার পেষণের মধ্যে পড়িলে শুধু যে অর্থ যায় তাহা নহে,

শরীরের সমুদয় শক্তি, আশা, উৎসাহ, এবং পরমায়ু সবই পিষ্ট হইয়া যায়। যাহা থাকে সে একটা শোচনীয় নরকঙ্কাল মাত্র যাহা এই বাংলাদেশের শ্মশানে "ম্যাঁয় ভুঁখা হুঁ", "ম্যাঁয় ভুঁখা হুঁ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখন যে দিকে তাকাও সেই দিকেই দেখিবে অসংখ্য বেকার যুবক মহানগরীর জনস্রোতে বিষন্নমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশের মধ্যে চাকুরীর যে কয়েকটা বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান, তাহাতে এত ভিঁড় যে লোকচলাচলের উপায়ত নাই-ই এমন কি দাঁড়াইবার স্থান পাওয়াই দুরূহ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের আপিসে একজন লোকের দরকার হওয়ায় খবরের কাগজে একদিনের জন্য ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। মাহিয়ানা মাত্র পঁচিশ টাকা,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও খেতাবধারী চাওয়া হয় নাই। অথচ এই বিজ্ঞাপনের ফলে উপাধিধারী যুবকদিগের নিকট হইতে যে সকল রাশি রাশি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিব না। পরদিন আপিসে যাইয়া দেখি যে সিঁড়ি হইতে আপিসের দরজা পর্য্যন্ত লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আপিসে ঢোকাই দায়। আমি সকলের নিকট জোড় হাত করিয়া বলিলাম আমাদের আপিসের মধ্যে ৪।৫ খানি ব্যতীত বসিবার চেয়ার নাই, এত লোককে কেমন করিয়া বসিতে দিব এবং সে স্থানই বা কোথায়?

একজন ম্লান মুখে বলিলেন,

"আপনার ভদ্র ব্যবহারে খুসী হইলাম, কিন্তু আপনি বড় অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। একেবারে ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়াছেন—এখন সামাল্ দিবেন কি করিয়া?"

বাস্তবিক আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। প্রার্থীদিগের সকলেই প্রায় উপাধিধারী, সকলেই উপযুক্ত, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখি। ইচ্ছা হইতেছিল যদি সুযোগ এবং সুবিধা থাকিত তবে এই সকল প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবকদিগের প্রত্যেককে এক একটা কাজে বসাইয়া দিতাম। আমি আমার মনোভাব সকলকে জানাইলাম। তখন কয়েকজন বলিলেন,

"আপনি এক কাজ করুন,—আমরা কেহ কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিব না, আমাদের মধ্যে আপনি লটারী করুন, যাহার ভাগ্যে থাকে সেই কাজ পাইবে, আমাদের আর তাহা হইলে কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।" ফলে তাহাই করিতে হইল।

সম্প্রতি সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের আফিসের কাজ করার জন্য ৭৫৲ টাকা বেতনে একজন লোক রাখার কথা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পরে সেক্রেটারী কমিটীর সম্মুখে এক বস্তা দরখাস্ত রাখিয়া বলিলেন যে এই রাশি রাশি দরখাস্তের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া নিয়োগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তিনি কমিটীর নিকট দরখাস্তের বাণ্ডিল ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর কমিটী হইতে আমার উপর লোক বাছাই করিবার ভার দেওয়া হইল। আমি বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিলাম বি, এ, এম, এ, বি, এল, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদির ত সংখ্যা নাই, সবচেয়ে অবাক হইলাম একজনের দরখাস্ত পড়িয়া। ইনি বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন, এবং এখন এই পঁচাত্তর টাকা বেতনের চাকুরীটী পাইবার জন্য একজন প্রার্থী!

এখনও কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে, ওগো দেশ প্রেমিক! ওগো স্বদেশ সেবক!—তোমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যাই এই বেকার সমস্যা;—ওই যে হাজার হাজার শিক্ষিত, প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান যুবক অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে বিষণ্ণ মুখে ফিরিতেছে উহাদিগকে ডাকো,—

উহাদের নিরাশ প্রাণে আশার বাণী শুনাও। দুঃখে, দৈন্যে, অভাবে উহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে ;—উহারা দেখিতেছে, এই যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশ, এদেশের সমুদয় প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে তাহাদের কোনও স্থান নাই ; –বাংলার বাহির হইতে মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, গুজরাটী, বোম্বাই-ওয়ালা, আম্মানী, ইহুদী প্রভৃতি আসিয়া এই সকল ব্যবসায় তাহাদিগের করায়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে জাহ্নবীজলধৌতা মহানগরী ইহার কুলে কুলে একদিন কত শিবমন্দির, কত পান্থশালা, কত দেবায়তন, বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের যশোগাথা কীর্ত্তন করিত এবং বিত্তবিভবের সাক্ষ্য দিত। আজ সে মন্দির ও দেবায়তন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার স্থানে বিরাট চটের কল, তেলের কল, ময়দার কল ইত্যাদি নানা কলকারখানা মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল রাক্ষসের উদর হইতে অহোরাত্র যে ধুম উদ্গীর্ণ হইতেছে তাহা দিকদিগন্তে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগেরই লক্ষ্মী শ্রীর বিজয় ঘোষণা করিতেছে, আর বাঙ্গালীর মুখ মসী-মলিন করিয়া দিতেছে। তাহাদিগের ক্লাইভ ষ্ট্রীট, তাহাদিগের বড়বাজার, তাহাদিগের সুতাপটী, তাহাদিগের ময়দাপটী, তাহাদিগের দর্মাহাটা, তাহাদিগের কয়লাঘাটা, তাহাদিগের সাধের কলিকাতার এই সকল বিরাট ব্যবসা কেন্দ্রে বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী কই ? বড়বাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে ওই যে অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদ সকল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে উহার বাসিন্দারা ত বাঙ্গালী নহে। একি বাঙ্গালা দেশ ?—বাঙ্গালী !—তুমি সত্যসত্যই আজ

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হোলে।"

আজ কবির আকুল কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

"ওগো ! কে কেঁদেছ নীরবে ?"

বাঙ্গালী ! ওঠ, জাগো, এখনও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ। মহানগরীর জনস্রোতের মধ্যে ওই যে হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক দিশাহারা লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উহাদিগকে ডাকিয়া বিবেকানন্দের মাভৈঃ বাণী শুনাও,—বল প্যাট্ ! তুইও মানুষ,—তোর মধ্যেও অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম ঘুমাইয়া আছেন ;— একবার এই ঘুমন্ত ব্রহ্মকে জাগাও,—দেখিবে জীবনে নূতন আলো এবং নূতন বল পাইবে।—

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্যাবরান্নিবোধত"।

উঠ, জাগো, এবং যাবত সিদ্ধি লাভ করিতে না পার তাবত ক্ষান্ত হইও না। ভগবান কি কাহাকেও ফেলিয়া দেন ?—তাঁহার রাজ্যে কেহ কি না খাইয়া মরে ?— কবি বলিয়াছেন—"না ছুটে চিটা না ছুটে হাতী"

তিনি বিশাল অরণ্যে হাতীরও খোরাক জোগাইতেছেন আবার ওই ক্ষুদ্র পিপড়াটীকেও ভোলেন না। হাতীর মত ধীর, স্থির ও পিপড়ার মত পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী একবার হও ত, দেখিবে বাংলা দেশ আবার বাঙ্গালীরই হইবে।

কি উপায়ে কেমন করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইবে ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রতিমাসে তাহারই আলোচনা হইবে। দেশের সর্ব্বসাধারণকে এই আলোচনায় যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। বাঙ্গলার শক্তিমান যুবক ভাইগণ ! তোমরাই বাংলার আশা ও ভরসা, তোমাদিগকে আবার

নমস্কার।

# আম্‌শী, কাসুন্দী, ও আম্‌চুর।

বৈশাখ মাস আসিয়াছে। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির কাননে, কান্তারে, পথিপার্শ্বে, গৃহপ্রাঙ্গণে আম্র বৃক্ষগুলি সুফলিত হইয়া আজ ফলভারে অবনত। ঝোপে ঝাড়ে কাঁচা আম অনাদৃতঅবস্থায় গড়াগড়ি যাইতেছে। এত সহজে এরূপ প্রচুর ভাবে আম ফলে বলিয়াই কি আমের এত অনাদর? কত রাশি রাশি অর্থ এমনি ভাবে অপব্যয়িত হইতেছে, বাঙ্গালী তাহার খোঁজ রাখে কি? অর্থাভাবে অন্নাভাবে এই জাতটা শুকাইয়া মরিতেছে, আর তাহাদের গৃহে এরূপ অপচয়! ইহা দেখিয়া কে বিশ্বাস করিবে এই জাতিটা জগতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র জাতি? কে বিশ্বাস করিবে—এই জাতির অধিকাংশ লোকেরই দুই বেলা ভাতের উপর নূনটুকুও জুটে না?

প্রচুর ভাবেই আম ফলে। কত লক্ষ বা কত কোটি টাকার আম ফলে, বাঙ্গালী তাহার হিসাব রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। সত্য বটে, হাজার হাজার ছাত্র প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সত্য বটে বহু যুবক অর্থনীতি শাস্ত্রে দিগগজ পণ্ডিত হইয়া অন্নের উমেদারী করিয়া আফিসের বড় বাবুর পদ লেহন করিয়া ফিরিতেছে কিন্তু তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছে কি, আমকে অবলম্বন করিয়া কত লোকের কত রূপে অন্নের সংস্থান, এবং অর্থের সমাগম হইতে পারে?

লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষদের প্রতিই বিশেষ পক্ষপাতীত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই অলস, উমেদার, পরমুখাপেক্ষীদের নিকট তিনি চঞ্চলা নামে অভিহিতা। পার্শী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী এবং বোম্বেওয়ালা বাঙ্গালীদের মত শিক্ষিত নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর চাপরাশ তাহাদের নামের পাশে আঁটা নাই, কিন্তু অর্থের দিক দিয়া কয়টা বাঙ্গালী তাহাদের সমকক্ষ? অশিক্ষিত হইয়াও তাহারা কাহারও নিকট চাকরির উমেদারী করে না, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহাদের নিকটেই পঁচিশ তিরিশ টাকার চাকরি পাইলেই কৃতার্থ হইয়া যায়। শিক্ষার কি শোচনীয় পরিণাম! শুধু শোচনীয় পরিণাম নহে, শিক্ষার অপমান ও বটে।

কাঁচা আম এবং পাকা আম বিক্রয় করিয়া, ফেরি করিয়া অনেক লোক অর্থ উপার্জ্জন করে বটে; কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক উপায়ে আম বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে টিনে রক্ষা করিয়া তাহার ব্যবসায় করিবার মতলব অনেকেই আঁটিয়া থাকেন। এবং অনেকে এই ব্যবসায়ে নামিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ব্যবসায়ের গোড়ার কথা জানা প্রয়োজন।

মানুষ মাত্রেই ফল খাইতে ভালবাসে। কিন্তু প্রকৃতির অপার করুণায় আমরা প্রতি ঋতুতেই নানা ফলসম্ভার পাইয়া থাকি। গ্রীষ্মে আম, বরষায় জাম, জামরুল, লীচু, আনারস, শীতে নানা কাবুলী ফল এবং কমলা নেবু ও পেয়ারা। সুতরাং অসময়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত আম খাইবার বাসনা বলবতী হইবার সুযোগ পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, এ দেশে ও ব্যবসায় চলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা নাই—একেবারে যে নাই তাহা বলিতেছি না, কেননা টীনে সুরক্ষিত আমের ব্যবসায় যে একেবারে চলিতেছেনা তাহা নহে।

ব্যবসায় দুই প্রকারের আছে ; চাহিদা সৃষ্টি করিয়া ব্যবসায় চালান এবং যে জিনিসের চাহিদা আছে সেই দ্রব্যের ব্যবসায় করা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত আমের চাহিদা এদেশবাসীর মধ্যে নাই ; উহার ব্যববসায় করিতে হইলে চাহিদার সৃষ্টি করিতে হইবে। উহা প্রচুর মূলধন এবং ধৈর্য্য সাপেক্ষ।

কল্পনা-প্রিয় বাঙ্গালী কল্পনা-চক্ষে দেখিয়া থাকেন আমের মত ফল বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত করিয়া বিদেশীদের নিকট যদি হাজির করা যায়, তাহা হইলে উহা হু হু করিয়া কাটিয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তবে ও কল্পনায় স্বর্গ মর্ত্তের প্রভেদ।

আমাদের নিকট আম অতি সুন্দর ফল, আমের আদর আমাদের নিকট অত্যন্ত। কিন্তু খাস বিলাতি সাহেবদের নিকট আমের তেমন আদর নাই। তাঁহারা এপেল, ষ্ট্রবেরি, গুসবেরি, পিচ, আনারস, কলা প্রভৃতি ফলের যতটা ভক্ত, আমের তেমন নহেন। আমাদের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা হাস্যকর। খাস বিলাতি সাহেবদের নিকটও ঠিক এমনিতর হাস্যকর ব্যাপার যে ষ্ট্রবেরী, গুসবেরী, পিচ প্রভৃতি সুন্দর ফল গুলি আমরা মোটেই ভাল বাসি না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত আম তাঁহাদের সম্মুখে হাজির করিলে তাঁহারা যে সাদরে তুলিয়া লইবেন, তাহা নহে। আমরা যেমন টিনে রক্ষিত বিলাতি ফলগুলি সাদরে তুলিয়া লইবার কথা স্বপ্নেও ভাবি না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা এই জ্ঞানই লাভ করিয়াছি। কেমন করিয়া সে সৌভাগ্য ঘটিল তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি।

বহুদিন পূর্ব্বে আমার পরিচিত পেন্সন প্রাপ্ত জনৈক কর্ম্মচারী বৈজ্ঞানিক উপায়ে আম রক্ষা করিয়া আমার নিকট কয়েক টিন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় তাহার কাটতি করিয়া দিবার জন্য বিশেষ ধরিয়া পড়িলেন। দেখিলাম তাঁহার আমগুলি সুন্দর ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে ; এত সুন্দর যে আজও তাঁহার আমের কথা ভুলিতে পারি নাই। টাট্‌কা আমের সুগন্ধটুকুও তাহাতে বর্ত্তমান। আস্বাদও খুব সুন্দর। এখানে সেখানে দুই এক কৌটা কাটাইলাম সত্য কিন্তু কেহই বেশী রাখিতে চায়না, কারণ বাঙ্গালী টীনের আম অত দামে কিনিতে চায় না। তখন ইংরাজদের হোটেলে আম কাটাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময় আমাদের কোম্পানীর জাহাজ মঙ্গোলিয়া কলিকাতায় আসিল ; জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তান মিল্‌নের সহিত গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের ম্যানেজারের খুব বন্ধুত্ব ছিল, কারণ উভয়েই স্কট ল্যাণ্ডের একই স্থানের লোক। আমি কাপ্তেন মিলনেকে আমার এই বন্ধুর আমের টীন গুলি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে কাটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কাপ্তান মিল্‌নে আমাকে ম্যানেজারের নিকট লইয়া গেলেন এবং উভয়ে টীন খুলিয়া আম খাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাকে হতাশ করিয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন preserved mango (রক্ষিত আম) আমাদের হোটেলে চলিবে না। কাপ্তান মিলনের খাতিরে আপনার এক ডজন কৌটা না হয় রাখিলাম, কিন্তু এই এক ডজন কাটাইতে আমার এক মাস লাগিয়া যাইবে। কারণ যাঁহারা আহেন বিলাতি সাহেব, তাঁহারা আম পছন্দ করেন না ; আপনারা কি পিচ, গুসবেরি, ষ্ট্রবেরি পছন্দ করেন? তাঁহারা বলেন, আম খাইলে তাঁহাদের পেটের অসুখ হয়।

খরিদ্দার যদি পিচ ফল চায়, এবং আমি যদি তাহার নিকট আমের গুণ বর্ণনা করিতে বসি, তাহা হইলে খরিদ্দার মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে আমার ব্যবসায় বুদ্ধির প্রশংসা করিবে না এবং ভাবিবে আমার এটা হোটেল নয়—এটা ফলের ব্যবসায় চালাইবার প্রচেষ্টা

মাত্র। আমাদের হোটেলের মূল নীতি হ'চ্ছে লোকে যে খাদ্য খেতে ভালবাসে তাই জোগান্ দেওয়া। নূতন খাদ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য এবং এলাকার বাহিরে। আপনাদের দেশের আনারস ইউরোপীয়েরা খুব পছন্দ করে তাই আমরা আনারস খুব কিনিয়া থাকি ; কলা পছন্দ করে, আমরাও রাশী রাশী কলা জোগান দেই। আম ইউরোপীয়েরা চায় না এবং দিলেও পছন্দ করে না, সুতরাং টীনের আম আমরা লইনা।

ফিরিঙ্গি সাহেব এবং যে সকল সাহেব এখানকার বহু দিনের অধিবাসী তাঁহারা আম খান বটে, কিন্তু মাত্র সেই কজনের মধ্যে আপনার ব্যবসায় চলিবে কি ?

কথাটা খুব সত্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে কি উহা একবারও মনের কোনে উদয় হইয়াছিল, না স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারিয়াছিলাম ? কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতেছি, কাঁচা এবং পাকা আম বিক্রয় ছাড়াও বহু লাখ লাখ টাকার আমের ব্যবসায় অন্য উপায়ে চলিতেছে এবং আরও বহু লাখ লাখ টাকার ব্যবসায় চলিতে পারে। কিরূপে চলিতে পারে, সে কথা বলিবার পূর্ব্বে হোটেলের ম্যানেজারের সংস্পর্শে আমার আরও কি অভিজ্ঞতা লাভ হইল তাহা বলিতেছি।

সাহেব বলিলেন, "বাবু, আমের চাট্নি করিবার জন্য আমাদের বছরে যে আমের চাক্লার দরকার তাহা যোগাইতে পারিবেন ? আমি আপনাকে ৫০ হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট দিতেছি, আপনি আমাদের আমের চাক্লা যোগান দিন।"

আমি বলিলাম, "পঞ্চাশ হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট লইতে পারিবনা, আপনি আমায় ত্রিশ হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট দিন।"

ত্রিশ হাজার টাকার আমের চাক্লা ! বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িয়া গেল, যখন টেংরায় গিয়া দেখিলাম প্রাচীর ঘেরা ত্রিশ বিঘা জমির উপর চেটাই বিছাইয়া চেরা আম রৌদ্রে শুকাইয়া চাট্নির উপযোগী আম্সী করা হইতেছে এবং অন্ততঃ তিন শত স্ত্রীলোক আম্সির খবরদারি করিতেছে। একবার ভাবিয়া দেখুন, কি বিরাট ব্যাপার ! ত্রিশ বিঘা জমি ঘিরিয়া আম শুকাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, এরূপ ব্যবসায়ের কথা আমার কল্পনাতেও ছিল না। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমের চাট্নির কি বিরাট ক্ষেত্র আছে।

গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেলের দুইটী বিভাগ আছে। একটী হোটেল, যেখানে লোকজন খায় ও থাকে, আর একটা ষ্টোরস যেখানে নানাপ্রকার জ্যাম্, জেলী, চাট্নী প্রভৃতি বিক্রয়, আমদানী ও রপ্তানী হয়। আম, পেয়ারা, মটরসুটী প্রভৃতি এদেশজাত নানা ফল এই stores বিভাগ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত হইয়া পৃথিবীর নানা দেশে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। একমাত্র গ্রেটইষ্টার্ণ ষ্টোরস্ বছরে দেড়লাখ দুইলাখ টাকার আমের চাকলা লইয়া থাকে। কারণ পৃথিবীময় তাহারা আমের চাট্নী সরবরাহ করিয়া থাকে ; কেবল গ্রেটইষ্টার্ণই চাট্নীর ব্যবসায় করেনা আরও শত শত ব্যবসায়ী আছেন ; এখন বুঝিয়া দেখুন, আমের চাকলা বা আম্সি যোগাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার কি বিপুল পথই পড়িয়া আছে। বাঙ্গালী চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে নির্ব্বোধ, শক্তি থাকিতেও দুর্ব্বল, শিক্ষা থাকিতেও মুর্খ। অথচ আমাদেরই চোখের সম্মুখে বহুলোক এই আমের মরশুমে আমের চাকলা ও আমচুর বা আম্সী যোগাইয়া বিস্তর টাকা অর্জ্জন করিতেছে ; দুঃখ এই যে ইহার কেহই আমার জাতভাই বাঙ্গালী হিন্দু নহে।

বেশী দূরে যাইব না ; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যশোহর

ষ্টেশনে নামিলেই আমের টক্‌ গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিবে। চাহিয়া দেখিবেন, অদূরে টিনের ছাওনির নীচে সান-বাঁধান চাতালে গাড়ী গাড়ী নুন মাখান আমের চাকলা চাঙ্গারিতে বাহিত হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে, এবং সেই রাশীকৃত আম্র পিপায় ভরিয়া রেলে চালান দেওয়া হইতেছে। ট্যাংরায় গ্রেটইষ্টার্ণের যে মাঠ আছে, সেখানে আনীত হইয়া উহা শুষ্ক হয় এবং পরিশেষে চাটনিতে পরিণত হয়। যশোহরে আমের চাকলার ঐ কারখানা ফাঁদিয়া বসিয়াছে একজন ইহুদি এবং সে এই আমের সময় কুড়ি পচিশ হাজার টাকা অবহেলায় অর্জ্জন করিতেছে।

হায় বাঙ্গালী যুবক! তুমি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিবে? প্রকৃতির এই অপর্য্যাপ্ত দানের সদ্‌ব্যবহার করার মত মনের শক্তি কি তোমার নাই? বড়বাজারে এতগুলি আচারের দোকান চলিতে পারে, হগসাহেবের বাজারে এতগুলি চাটনী এবং জ্যাম ও জেলীর দোকান চলিতে পারে, মুরগী হাটার মুসলমানেরা আচারের ব্যবসায় করিয়া বড় লোক হইতে পারে, এমনকি বঙ্গমহিলা আমের জ্যাম জেলির ব্যবসায় ফাঁদিয়া সুনামও অর্থ অর্জ্জন করিতেছেন, আর বাঙ্গালী যুবক দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে বিফল হইবে ইহাই কি সম্ভব? স্বাধীন উপজীবিকাকে অন্তরের সহিত কামনা করা চাই, হৃদয়ের দৃঢ়তা চাই, ধৈর্য্য চাই, তবেই সার্থকতা মিলে।

এই ব্যবসায়ের মূল কথা হইতেছে পরিচ্ছন্নতা। বিশেষতঃ মানুষের আহারের সঙ্গে যেখানে কারবার, সেখানে এই গোড়ার কথাটুকু ভুলিলে ব্যবসায়ে বিফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আচার বা চাটনি মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই ব্যবসায়ে সৌন্দর্য্য এবং পরিচ্ছন্নতা-জ্ঞানের যতই পরিচয় পাওয়া যাইবে ততই তাহার ব্যাবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইবে। শিশিটি দেখিতে সুন্দর ও লেবেলটি সুদৃশ্য হওয়া চাই এবং শিশির মুখটি গালা দিয়া পরিচ্ছন্নভাবে আঁটা উচিত। এই গালা প্রস্তুতের ব্যবসায়ও বিরাট ব্যবসায়। এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। কিরূপ ভাবে গালা প্রস্তুত করিতে হয় তাহার ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এই সম্বন্ধে এই সংখ্যাতেই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি। অনেকে এই সামান্য ব্যাপারগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। অনেকে আবার এরূপ শিশিতে আচার পুরেন যে, সে শিশিতে চামচ প্রবেশ করে না। কাহারও বা শিশির ছিপিটি এতই পচা যে, ছিপি ভাঙ্গিয়া শিশির ভিতর ঢুকিয়া যায়। এই ত্রুটিগুলি সামান্য হইলেও উহা মারাত্মক। একবার দুইবার ব্যবহার করিয়া যদি খরিদ্দার এই সকল সামান্য অসুবিধাগুলি ভোগ করে, তাহা হইলে সে আর পুনর্ব্বার তাহার জিনিষ ক্রয় করিতে চাহিবে না। খরিদ্দারের সন্তুষ্টির উপরই ব্যবসায় নির্ভর করে। এমনি ভাবে ক্রেতা চটিলে ব্যবসায় কয় দিন টিকিবে? বাস্তব ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছে অনেক। সুতরাং যাঁহারা নূতন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদের এসব সামান্য বিষয়ে সতর্ক হইয়া প্রবেশ করা উচিত।

আম্‌সীর কথা বলিলাম বলিয়াই কেবল যেন ইহাকেই বড় করিয়া না ধরেন। আমের নানারূপ আচার ও চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকটিরই বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমের কাসুন্দি বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয়। কলিকাতার বাজারে অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েরা কাসুন্দি আনিয়া বিক্রয় করিতেছে এবং খরিদ্দারেরা উহা লইবার জন্য তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, সুন্দর শিশির মধ্যে সুদৃশ্য লেবেল আঁটিয়া যদি উহা ক্রেতাদের সম্মুখে আনা যায় তাহা হইলে উহার প্রচুর কাটতি হইতে পারে। আমচুর, আমের মোরব্বা, আম তেল প্রভৃতি

আমের নানারূপ চাট্‌নিই বাঙ্গালী,—শুধু বাঙ্গালী কেন—ভারতবাসী মাত্রেই ভালবাসে। এই ব্যবসায় করিয়া নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীরা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন।

দি বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস লিঃ

দি পাওনিয়ার ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস লিঃ

ঈশ্বর চন্দ্র কুণ্ড এণ্ড কোম্পানী

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল ও ষ্টোরস্ লিমিটেড্

হগ সাহেবের বাজারে অনেক মুসলমান চাট্‌নি তৈয়ার করিয়া কলিকাতায় ২।৩ খানা বাড়ী করিয়াছেন; আরও বহু লোকের ব্যবসায় চলিতে পারে। এই ব্যবসায় অতি অল্প মূলধনেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। কারণ ইহার মধ্যে ব্যয়সাপেক্ষ কিছুই নাই। বেশী পরিমাণে বোতল কিনিলে গড়ে এক একটির দাম চার পাঁচ পয়সার অধিক পড়িবে না। লেবেল ছাপাইতে বেশী খরচ নহে এবং মূলধনের অনুপাতে আচার করিলেই চলিতে পারে। অনেক স্ত্রীলোক ইহার ব্যবসায় করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছেন। বাঙ্গালী যুবকও ইহা অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, Where there is a will, there is a way ইচ্ছা যদি থাকে, মানুষ যদি দৃঢ় সংকল্প হয়, তাহা হইলে তাহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয়, জীবনে সে কৃতকার্য্য হয়। বাঙ্গালী যুবকের ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা যদি থাকে দৃঢ়সঙ্কল্প নাই, দৃঢ়সঙ্কল্প যদিই বা থাকে, সকল বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য নাই, সাহস নাই।
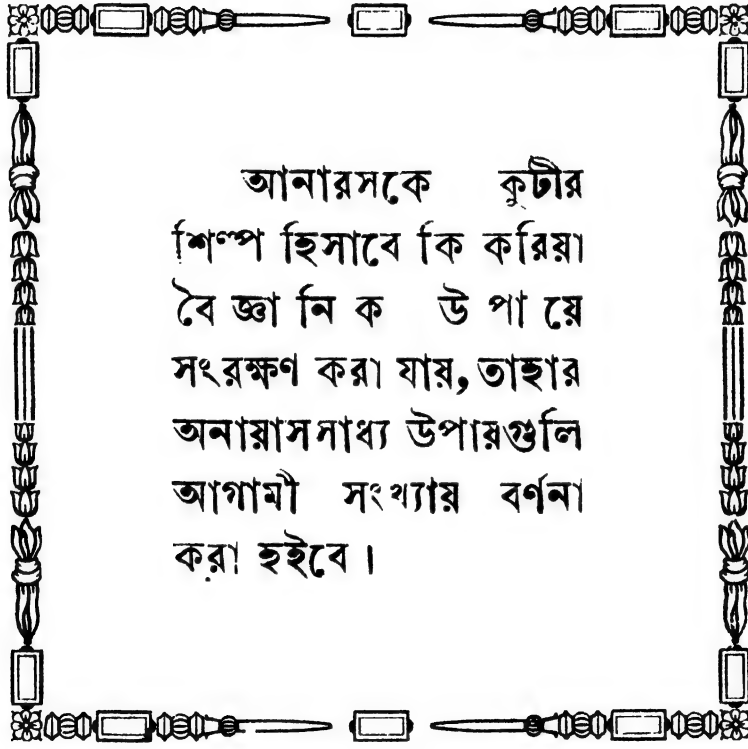
"মানুষ আমরা নহিত মেষ" বলিয়া গলাবাজী করিলেই ত মানুষ আর মানুষ হইয়া উঠে না। মানুষ তখনই মানুষ নামে পরিচিত হয়, যখন সে সকল বিপদের সম্মুখে, সকল বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে ভয় পায় না। জীবনে হার-জিত আছেই। হারিবার ভয়ে যাহারা গোলামী বরণ করিয়া লয় তাহারা আর যাহাই হউক, মানুষ নামের অযোগ্য।

যুক্ত প্রদেশে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, সেখানকার দোকানে দোকানে আমচুর ও আম্‌সী বিক্রয় হইতেছে। সারা ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছি, সারা ভারতবর্ষময়ই ইহার ক্ষেত্র রহিয়াছে। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সারা বাংলায় আমের সময় কি আমটাই না নষ্ট হয়, আর বাংলা দেশের ছেলেরা অর্থের জন্য হাহাকার করিয়া মরে! এই দুর্ভাগ্য নিবারণ করিবার ভার দেশের ছেলেদের উপরই ন্যস্ত। এতটা অপচয় তাহারাই নিবারণ করিতে পারে। অন্ন সমস্যার সমাধান ইহাতে কতক পরিমাণে হইতে পারে। অর্থাভাব-প্রপীড়িত বাঙ্গালী যুবক এই পন্থা অবলম্বন করিবে কি?

আগামী সংখ্যায় কি করিয়া ঘরে ঘরে অতি অল্পব্যয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল সংরক্ষণ করা যায় তাহার বিবরণ প্রকাশ করা হইবে। বর্ষাকালে সুজলা সুফলা বাংলাদেশে কোটী কোটী আনারস হয়। পৃথিবীময় ইহার খরিদ্দার রহিয়াছে। এই আনারস অতি অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। ঝুড়ীতে পুরিয়া কিম্বা বস্তাবন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিতে গেলে পথে কুলীদিগের অসাবধানতায়, ঘেঁসাঘেঁসিতে, গরমে এবং ঝুড়ি ছোঁড়াছুঁড়িতে আনারস গুলি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাদের গা ছড়িয়া যায়, অথবা কোথাও খোঁচা লাগিয়া সামান্য দাগী হইয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবে আনারস দাগী এবং আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই আনারসের সমস্ত ভিতর অংশ পচিয়া অখাদ্য হইয়া পড়ে। অথচ ইহা নিবারণের কোনও সহজ সাধ্য উপায় নাই। এই জন্য আনরসকে

সংরক্ষণ করিয়া পৃথিবীর এই বিরাট ব্যবসায়টীর কিয়দংশ দখল করিতে হইলে সহরে বিরাট কারখানা করিতে গেলে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কুটীর শিল্প হিসাবে যেখানে আনারস অপর্য্যাপ্ত জন্মে সেই সকল কেন্দ্রে আনারস সংরক্ষণের কারখানা করিলে সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করিয়া টীনে পুরিয়া কেরোসিনের কেসে ইহা কলিকাতায় সহজেই বাজারস্থ করা যায় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর যে কোনও প্রদেশে উহা চালান দেওয়া যায়।

আনারসকে কুটীর শিল্প হিসাবে কি করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করা যায়, তাহার অনায়াসসাধ্য উপায়গুলি আগামী সংখ্যায় বর্ণনা করা হইবে।

# সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি ও দুঃস্থা রমণীদিগের অর্থোপার্জ্জনের উপায়।

স্বর্গগতা সরোজনলিনী দত্ত। ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতায় সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি নামে একটি কেন্দ্র সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

দরিদ্র বাঙ্গালী চিরদিনই দরিদ্র ছিল না। ছিল একদিন, যেদিন তাহার গোলা-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, পুকুর-ভরা মাছ ছিল। তাই তখন বাঙ্গালী দুধ-ভাতে পরম সুখে দিন যাপন করিত; আর আজ নিরন্ন বাংলা, অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে। যে পাপেই এ দুর্দ্দশা হউক, একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ একটু একটু করিয়া অন্তর্হিত হইতেছে। যেখানে ভা'য়ে ভা'য়ে সমান উপার্জ্জনক্ষম, সেখানে মিল কতকটা আজও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যত্র হয় বিচ্ছেদ, না হয় অশান্তি বিরাজমান।

হইবারই কথা; অর্থের যেখানে অনটন, অন্নের যেখানে অপ্রাচুর্য্য, সেখানে অশান্তি আপনা আপনি আসিয়া হাজির হয়। তাহার ফলে বাংলার বিধবাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারে তাহারা আশ্রয় পাইত, বাপ-দাদার অন্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে পারিত, আজ একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং বাপ-দাদার অন্নে অপ্রচুরতা জন্মিয়াছে। পিতা এবং পিতৃব্য অর্থ লইয়া লাঠালাঠি করিতেছে এবং যুবকেরা পঁচিশ ত্রিশটাকা বেতনের চাকুরীর জন্য অফিসের দ্বারে দ্বারে বড় বাবু ও বড় সাহেবের তাড়না খাইয়া ফিরিতেছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালীর সংসারের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী আপন স্ত্রী পুত্রকেই সম্যকরূপে
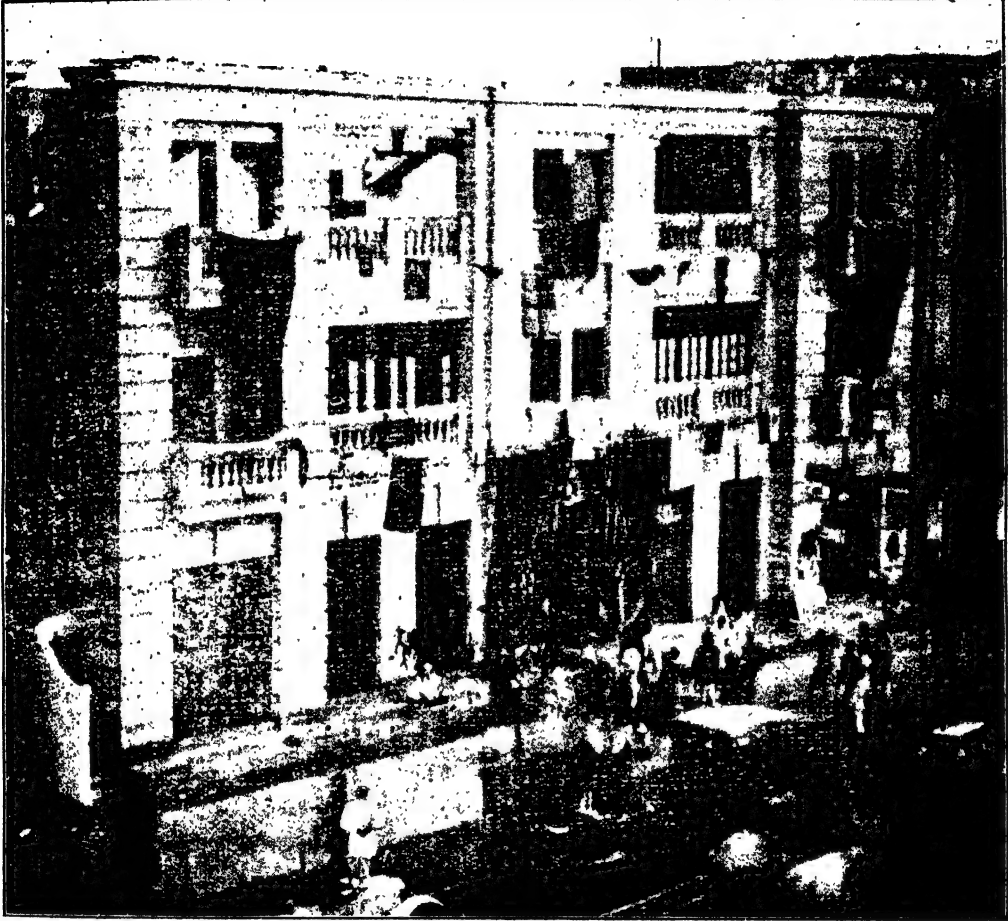
সরোজ নলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির স্থাপিত মহিলা শিল্প বিদ্যালয়। বহুবাজার ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল এভিনিউএর মোড়ের সন্নিকটে ৩১ নম্বর বাড়ীতে এই শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও বেতন লওয়া হয় না; কেবল মাত্র যাতায়াতের জন্য মোটর বাসের ভাড়া লওয়া হয়।

প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহার উপর বিধবার ভার লওয়া তাহার পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দরিদ্র বাঙ্গালীর নিকট অন্ন আজ দুর্ম্মূল্য, তাই রোজগেরে স্বামীর স্ত্রী বিধবা ননদকে উঠিতে বসিতে ভাতের খোঁটা দিয়া তাহার জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সমাজ নির্ব্বিকার। বিধবাদের কোথাও এতটুকু ভুল-ত্রুটি হইল কিনা, ইহার দিকেই তাহার তীব্র দৃষ্টি। কিরূপে তাহারা জীবনটাকে জিয়াইয়া রাখিবে, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরের গলগ্রহ না হইয়া কেমন করিয়া তাহারা জীবন যাপন করিবে, সমাজ তাহা ভাবে না—বুঝি ভাবিবার প্রয়োজন-বোধ করে না। বিধবারা আজ যেন সমাজের বোঝা, সংসারের ভার। ভগ্নী বা কন্যা, কোন আত্মীয়া বিধবা হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা বলিতেন, "বিধবা মেয়ে যাবে কোথায়? আমার যদি ক্ষুদ-কুঁড়ো জোটে, তাহা হইলে তাহারও জুটিবে।" তখন বিধবাদের বাপ-ভায়ের অন্নের উপর একটা দাবী ছিল। তাহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বাংলাদেশের বিধবাগণ সংসারের বা সমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন কাটাইয়া দিত।

বর্ত্তমানে একে অন্নাভাব, তাহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব—উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গালীর সংসারকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। ইহারই ফলে, বিধবা কন্যা বা ভগ্নীকে প্রতিপালন করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। একটা প্রাচীন প্রথায় অভ্যস্ত বাঙ্গালী চক্ষু লজ্জার খাতিরে ঔষধ গেলার মত নাক-চোখ বুজিয়া বিধবা ভগ্নী বা কন্যা পালনের মত অকাজ আজও কোনমতে করিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিধবাদের জীবন তাহাতে সোয়াস্তিরও নয়, সুখেরও নয়।

দুষ্ট লোকেরা এই অবসরই খুঁজিয়া বেড়ায়। তরুণী বিধবাদের অশান্তিপূর্ণ জীবনের সম্মুখে প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া, নানারূপ সুখের এবং বিলাসিতার বিচিত্র কথায় তাহাদের মনকে বিপথে প্রধাবিত করিতে চেষ্টা পায়। অশান্তির অসহ্য জ্বালায় জীবন যখন ভরিয়া উঠে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মানুষ তখন হলাহল পান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, মরীচিকার দিকে ছুটিতে ইতস্ততঃ করে না। এইরূপ কুহকে পড়িয়া হিতাহিত জ্ঞান হারা হইয়া হতভাগিনীদের একবার যদি পদস্খলন হয় তাহা হইলে সমাজ-শাসনে তাহাদের আর ক্ষমা নাই। সে তখন ঘরেরও বাহিরে, সমাজেরও বাহিরে। এইরূপে সে যখন দেখে যে তাহার সব কুলই জন্মের মত গিয়াছে তখন একপা একপা করিয়া সে আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। এমনি করিয়া হিন্দু বারনারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

সমাজের শাসনকে কঠোরতর করিয়া তুলিতে পারিলেই যে এই সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে। যে পরিবারে তাহারা আশ্রিত, সেই পরিবারের যদি তাহারা গলগ্রহ স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে উহার কতকটা সমাধান হইতে পারে। ইহা করিতে হইলে এমন কোন উটজ শিল্প তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা আপন জীবিকা গৃহে বসিয়াই উপার্জ্জন করিতে পারে। দর্জ্জির কাজ, কার্পেট বোনা, মোজা বোনা, চিত্রবিদ্যা, ব্লকতৈরী প্রভৃতি কাজগুলি তাহাদের শিখাইলে বিধবারা সহজেই অবসর সময়ে কাজ করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। ইহাতে বিধবারা পরের গলগ্রহ নহে বলিয়া একদিকে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, অন্য দিকে পরিবারের লোকেরাও তাহাকে গলগ্রহ বোধ না করিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে এবং উপার্জ্জনক্ষম পুরুষদের মতই তাহাদিগকে সংসারের অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে। ভাজ এবং ননদেরা তাহাদিগকে আর ভাতের খোঁটা দিতে সাহস করিবে না, কারণ তাহারাও
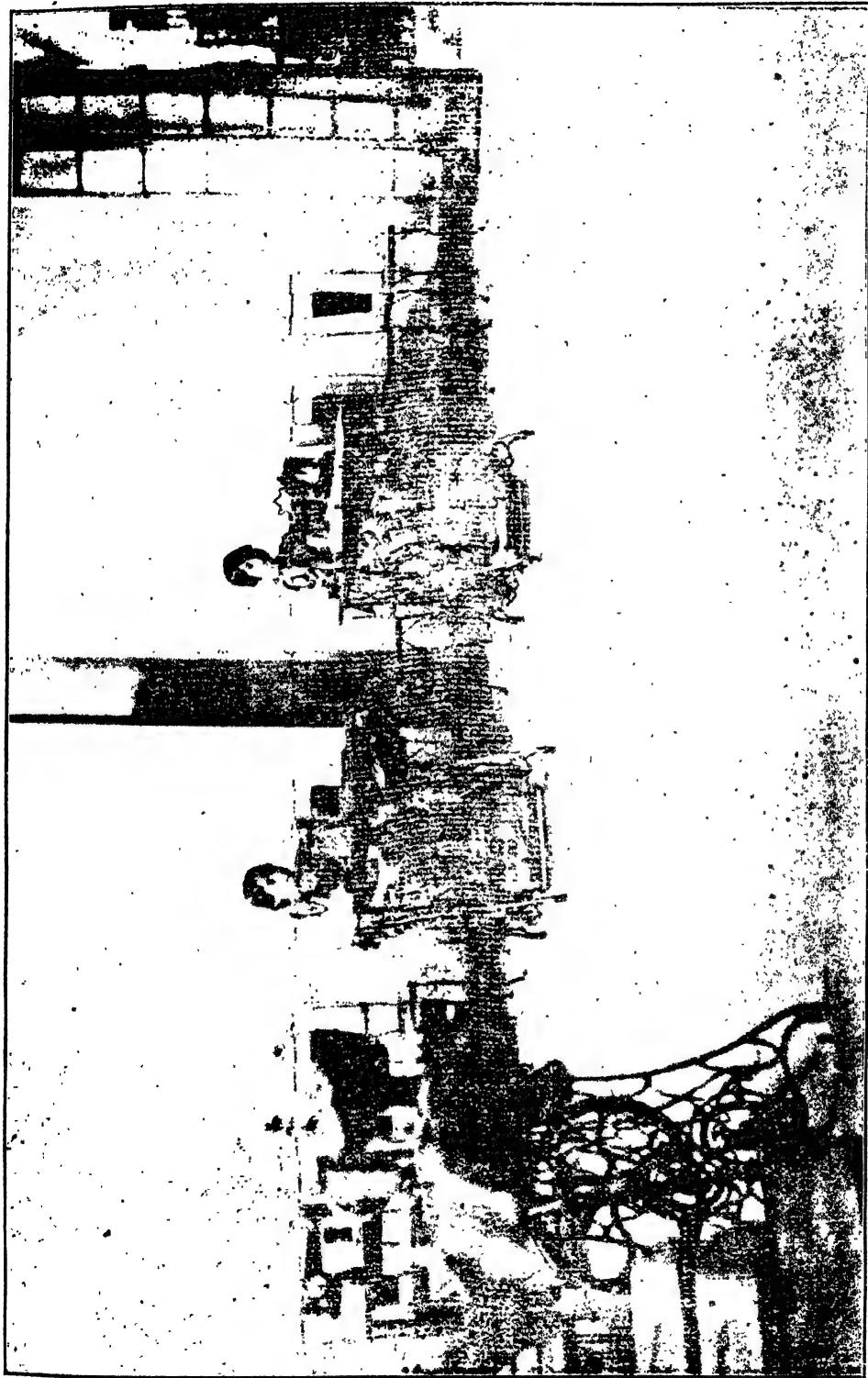
স্কুলের ভিতরের দৃশ্য।

মেয়েরা সেলাইয়ের কলে সেলাই এবং কাপড় কাটা শিখিতেছেন।

এখন সংসারে অন্নবস্ত্র যোগাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং দেশাচার বার বার করিয়া নারীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে সর্ব্বাবস্থায় এবং সব সময়েই সে পুরুষের আশ্রয়ে থাকিবে; বাল্যে পিতামাতার ক্রোড়ে, যৌবনে স্বামীর আশ্রয়ে এবং বার্দ্ধক্যে সন্তানের নিকট নারী বাস করিবে। আশ্রয়চ্যুত হইলেই তাহার দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। এত বড় আদর্শ এবং সামাজিক ব্যবস্থা জগতের আর কোনও দেশে কোনও জাতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিল কিনা জানিনা। যাহারা সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিবে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান এবং পরিবার পরিজনের সেবা শুশ্রূষা করিয়া সংসারকে সুব্যবস্থার সহিত রক্ষা করিবে, জগতের সেই মাতৃজাতিকে সর্ব্বাবস্থায় সম্মানের সহিত রক্ষা এবং পালন করিবার এমন মহৎ আদর্শ আর কোনও জাতির সমাজ-ব্যবস্থায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু আজ জগতের নব অভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অহরহঃ যে ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে তাহার সংঘাতে ভারতের এই প্রাচীন আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। এখন নারীকে সর্ব্বাবস্থায় এবং সব সময়ে সম্মানের সহিত রক্ষা করিবার দায়ীত্ব এবং গৌরব-বোধ এদেশের মধ্যে কয়জন লোক করিয়া থাকেন, বা করিবার সামর্থ্য আছে তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই।

নারী বাল্যে যদি পিতামাতা হারাইয়া ভাইয়ের সংসারে লালিত পালিত হইতে বাধ্য হয়, যৌবনে যদি স্বামী হারাইয়া দেবর অথবা ভাশুরের সংসারে বাস করে, অথবা পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তবে সেখানে আজ কি ভাবে তাহার দিন কাটে, তাহা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে ওই যে দীনা, হীনা, রুক্ষকেশা, ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা তরুণী বিধবা অর্দ্ধাশনে কিম্বা একাশনে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া হাহাকার করিয়া মরিতেছে উহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর। ধূমাচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখার ন্যায় অসহায়া বিধবাদিগের মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস্ বাংলাদেশের সংসার এবং সমাজকে কেমন করিয়া পুড়াইয়া খাক্ করিয়া দিতেছে তাহা ওই অন্ধকার কক্ষে যাইয়া দেখিয়া এসো।

এদেশের প্রাচীন গৃহ-প্রণালী, পরিবার-বন্ধন, এবং সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান দেশকালের উপযোগী কোনও ব্যবস্থা আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। যাহা স্বাভাবিক তাহা হইতেছে এবং হইবে। রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, তারহীন বার্ত্তা ইত্যাদি নানারূপ ব্যবস্থা দ্বারা বিজ্ঞান প্রতিদিন আমাদিগকে নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীর সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছে। জগতের নানাজাতি এবং লোকের সহিত প্রতিনিয়ত আমাদিগের ভাবের এবং ব্যবহারের আদান প্রদান হইতেছে; মানুষ ত জড় পদার্থ নহে; মানুষ সচল, চিন্তাশীল, প্রকাণ্ড একটা dynamic শক্তি। নানাজাতি এবং নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আমাদের প্রতিনিয়ত এই যে ভাবের, ভাষার, ব্যবহারের, এবং রীতিনীতির লেন্ দেন্ এবং আদান প্রদান হইতেছে, ইহাতে কেহই আর অচল হিমালয়ের মত জড়ভরত হইয়া প্রাচীন সেই একই আসনে স্থাণু হইয়া বসিয়া নাই।

সব দেশে এবং সব জাতির মধ্যেই প্রাচীন ব্যবস্থা ও আদর্শ ভাঙ্গিতেছে, আবার নবীন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে। এই ভাঙ্গা গড়ার কাজ লোকচক্ষুর অগোচরে সকল জাতির মধ্যেই প্রতিনিয়ত চলিতেছে। আমাদিগের দেশটাও ত আর পৃথিবীর বাহিরে নহে, কিম্বা পাচিল ঘিরিয়া আমরা আমাদিগের

এই দেশকে বাহিরের সংঘাত এবং সংস্পর্শ হইতে ত রক্ষা করিতে পারি নাই! কাজে কাজেই অন্যান্য দেশের ন্যায় অচল ভারতবর্ষেও বেজায় ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের দেশের বিশেষত্ব এই যে অপরাপর দেশ এই ভাঙ্গনকে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী এবং হয়ত বিধাতার অভিপ্রেতানুযায়ী আবশ্যক মনে করিয়া গঠনের কার্য্যে তখনই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে—আর আমরা আর্য্য ঋষিদিগের সন্তান, ধর্ম্মরত, যোগরত, ধ্যানরত, তপস্যারত আরও কত কি রত বলিয়া গতমত খাইয়া কেবল বুক্ পিঠ চাপ্ড়াইয়া "গেল" "গেল" করিয়া মরিতেছি, আর গঠনের কাজটাকে একেবারে ভবিতব্যের হাতে সমর্পণ করিয়া যন্ত্রবিষ্য হইয়া বসিয়া আছি এবং সেকালে আমরা খুব একটা হোম্‌রা চোম্‌রা জাতি ছিলাম বলিয়া আস্ফালন করিয়া লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছি।

যা'ক যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অভাবের তাড়নায় এবং বিলাসিতার আদর্শে। মানুষ যে কেবল পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ইহসর্ব্বস্ব একক জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে; জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় তাহার আর পারিয়া উঠিবার জো নাই। সে নিজেকেই সাম্‌লাইতে পারিতেছেনা। বি, এ, এবং এম, এ, পাশ করিয়া ২৫।৩০্ টাকার চাকুরী জুটাইতেই তাহার কাল ঘাম বাহির হইয়া যায়; এবং যদিই বা জুটাইতে পারে তবে তাহা মেসের খরচ দিতেই ফুরাইয়া যায়। এই জন্য অনেকে অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া আর এক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে।

ইহার উপর যাহারা মাসে একশত টাকার মত চাকুরী করে কিম্বা উপার্জ্জন করে তাহাদের নিজের স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাদিগের আহার, পরিধেয় বস্ত্র, ও শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কাজেই ইহাদের ঘাড়ে যখন একটী বা ততোধিক বিধবা প্রতিপালনের চাপ আসিয়া পড়ে তখন সহজেই ইহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, এবং ইহাদের অভাবগ্রস্ত পরিবার ছুতায়নাতায় এই সকল অসহায়া বিধবাদিগকে বাক্য যন্ত্রনা দেয় এবং প্রত্যেক দিনের ব্যবহারে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে তাহারা তাহাদের স্বামীর ঘাড়ে একটা মস্ত বোঝা এবং তাহাদের অন্নবস্ত্র জোগাইবার চিন্তায় "কর্ত্তার" হাড় কালী হইয়া গেল।

জগতে যত রকম অপমান আছে তা'র মধ্যে সব চেয়ে অসহনীয় অপমান—অন্নবস্ত্রের খোঁটা। এই অন্নবস্ত্রের খোঁটা সহ্য করিতে না পারিয়া লোকে গলায় দড়ী দেয়, বিষ পান করে, অথবা কুলটা হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় অল্প লোকেই কুলটা হয়; অভাবের তাড়নাতেই লক্ষ লক্ষ নারী আপনার জীবন বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে যাঁহারা নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, অথবা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই স্বীকার করিবেন যে নারী চরিত্রে এমন একটা মাধুর্য্য ও শালীনতা ভগবান দিয়াছেন যে তাহার প্রভাবে নারী সহজে আত্মবিক্রয় করিতে অগ্রসর হয়না। পাপের কুহক হইতে তাহাকে যদি দূরে রাখা যায় এবং নানারূপ সৎকার্য্যে, সৎ চিন্তায়, এবং সৎ সঙ্গে তাহাকে ব্যাপৃত রাখা যায় তবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু দুঃখ, দৈন্য ও অভাবের কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া আশ্রয় দিতে না পারিলে সহজেই সে দুষ্ট লোকের কবলে যাইয়া পড়ে এবং এইরূপে সে তাহার সর্ব্বস্ব হারায়।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতিকে দুঃখ ও দৈন্যের হাত হইতে রক্ষা করাই সমাজ সেবকদিগের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধবাই হউক,

কুমারীই হউক, আর বিবাহিতাই হউক, অভাবের হাত হইতে নারীকে রক্ষা করিতে না পারিলে কেবল সীতা সাবিত্রীর দেশ বলিয়া বেশী দিন আর বড় গলায় বক্তৃতা করিবার সার্থকতা থাকিবে না। বাংলার এই ব্যথিতা, অভাবগ্রস্তা নারী জাতির কল্যাণের জন্য কলিকাতার মধ্যে ধীরে যে একটি মহিলা অনুষ্ঠান মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে আমরা আজ তাহাকে স্বাগত বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেছি।

কোথা হইতে কি হয় তাহা এক বিশ্বকর্মাই বলিতে পারেন। আমি শুধু অবাক হইয়া ভাবিতেছি যে একটী বাঙ্গালী মহিলার মৃত্যুতে ভোজবাজীর মত কেমন করিয়া এই মহৎ আয়োজন গড়িয়া উঠিল।

পরলোকগতা সরোজ নলিনী দত্ত পেন্সন প্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ বি. দে মহাশয়ের কন্যা এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী সিবিলিয়ান মিঃ গুরু সদয় দত্ত মহাশয়ের পত্নী। স্বামীর আদরে পদগৌরবে এবং সম্মানে এই সতী লক্ষ্মী পরম সুখে দিন পাত করিতেছিলেন; কিন্তু বাংলা দেশের নারী জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া বিধাতা তাঁহার প্রাণে কি যে এক গভীর বেদনা জাগাইয়া দিলেন যে কেবল নিজের ভোগে এবং সুখে তিনি আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। যে রুদ্ধ বেদনার উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে গুমরিয়া উঠিতেছে, কেমন করিয়া সেই হাহাকার সিবিলিয়ানের বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার পত্নীকে চঞ্চল ব্যাকুল করিয়া তুলিল তাহা তিনিই জানেন। কারণ যাহাই হউক আমরা দেখিতেছি যে সরোজ নলিনী তাঁহার স্বামীর সহিত যেখানে যেখানে ছিলেন সেই স্থানেই নারী জাতির কল্যাণের জন্য নানারূপ উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন। বাংলার নারী জাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে কত জায়গায় কত অনুষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনীতে তাঁহার স্বামী প্রকাশ করিয়াছেন।

বিধাতার রাজ্যে এক অপূর্ব্ব লীলা দেখি। দুঃখিনী নারী জাতির জন্য যিনি এত করিতেছিলেন উদ্যোগ পর্বের প্রথমেই বিধাতা তাঁহাকে আচম্বিতে ইহলোক হইতে লইয়া গেলেন। কেন লইয়া গেলেন সে প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে?—এই যবনিকার অন্তরালে যিনি খেলা করিতেছেন কে তাঁহাকে ভ্রূকুটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি এ কী করিলে?—আর কেনইবা করিলে?"

যাক, ৩৭ বৎসর বয়সে নারীজাতির সেবার সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া সরোজ নলিনী ইহলোক হইতে হঠাৎ চলিয়া গেলেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা সকলে হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে এইবার সরোজ নলিনীর স্থাপিত মহিলা সমাজগুলি অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আর। সরোজ নলিনীর তিরোধানের পর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের প্রাণে যেন এক বন্যার প্রবাহ আসিল। যতদিন সরোজ নলিনী বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি এই পতিগত-প্রাণা রমণীর মনস্তুষ্টির জন্যেই বোধহয় এই সকল মহিলা সমিতির সহিত সহানুভূতি দেখাইতেন, কারণ কোথাও তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখি নাই। কিন্তু পত্নী বিয়োগের পর তিনি তাঁহার অনুষ্ঠিত সমিতিগুলিকে একেবারে আপনার করিয়া লইলেন। শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া মনে হইল এ মানুষত কখনও স্ত্রী হারা হয় নাই।—ইঁহার প্রত্যেক অনু পরমানুতে সরোজ নলিনীর ছাপ দেখিতে পাইতেছি—ইঁহার গাত্র হইতে সরোজ নলিনীর গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে! এদেশে চিরকাল পতি ভক্তির কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু পত্নীভক্তি এই নুতন
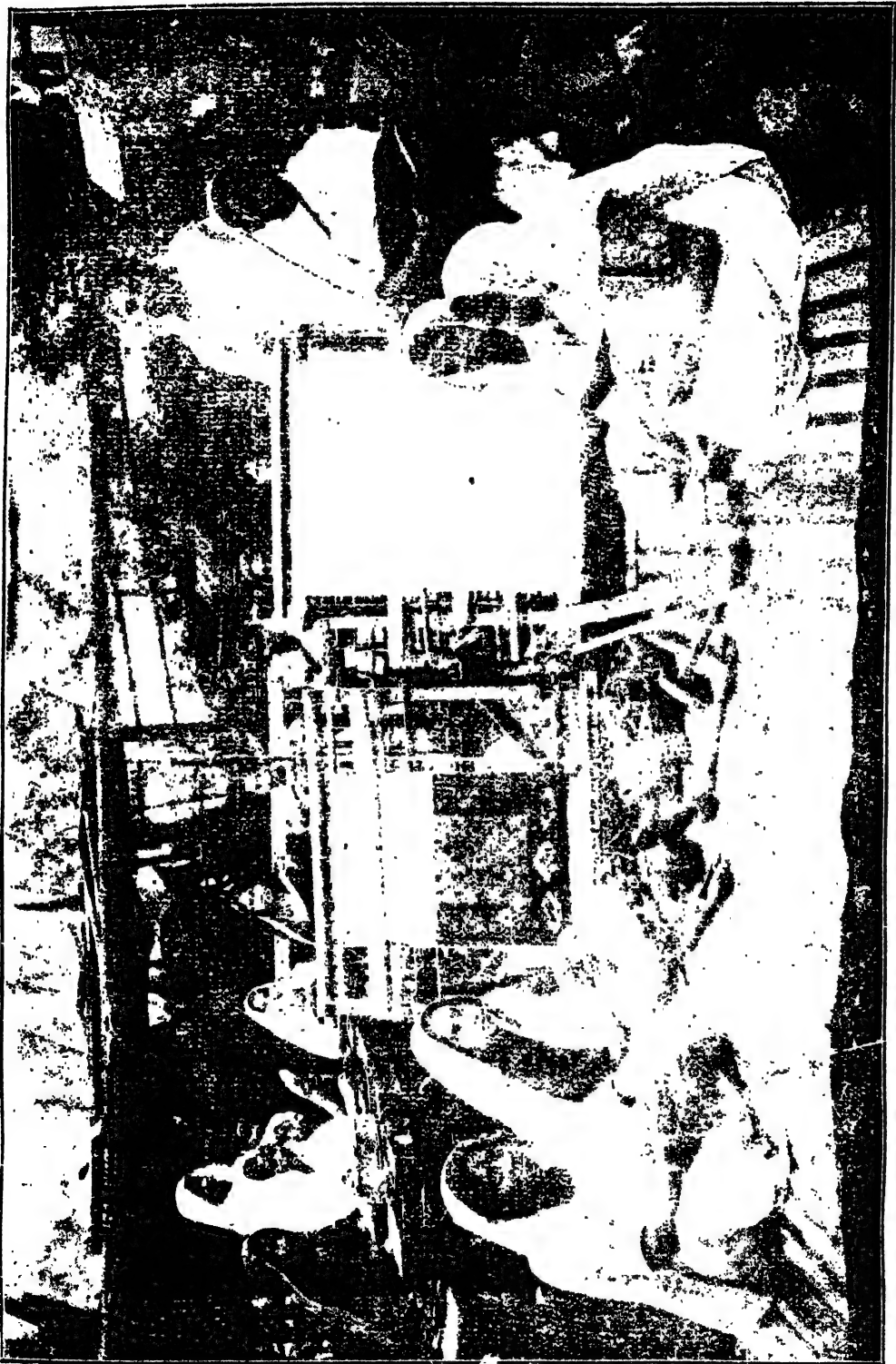
দার্জ্জিলিঙ্গ মহিলা সমিতির সভ্যাগণ এবং তাঁহাদিগের শিল্প বিভাগ।

দেখিলাম, এবং তাহাও আবার একেবারে দৈত্যকুলে— অর্থাৎ পাশ্চাত্য অনুকরণে বিভোর সূর্য্যপক্ক বিউরোক্রাট্ সিভিলিয়ানদিগের মধ্যে। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সিভিলিয়ান। সুখ, মান, সৌভাগ্য, পদমর্য্যাদা এবং অর্থের দিক দিয়া দেখিলে সিভিলিয়ানদের চাকুরীর ন্যায় চাকুরী সারা দুনিয়ায় আর নাই। সিবিলিয়ান হইয়া বহুবাঙ্গালী বহু অর্থ উপায় করিয়াছেন এবং ভোগের চরম করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া বেদনা অনুভব করার দুর্ব্বলতা এ যাবত অতি অল্প লোককেই প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ও এই সিবিলিয়ানদলের একজন। কিন্তু পত্নী বিয়োগের পর ভগবান তাঁহার মনের গতি এমন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহাকে দেখিলে আর মনে হয় না যে ইনি সিবিলিয়ান কুলের একজন তিলক্।

পত্নী বিয়োগের পর তাঁহার অনুষ্ঠিত সমুদয় সৎকার্য্যে তিনি অর্থ দান করিয়া সেগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার পত্নীর আকাঙ্ক্ষিত কলিকাতায় একটী কেন্দ্র সমিতি স্থাপন করিবার জন্য অর্থদান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

আজ তাঁহার আয়োজন ও চেষ্টা সফল হইয়াছে। কলিকাতার বহু গণ্য মান্য পদস্থ লোক সমবেত হইয়া সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি নামে একটী বৃহৎ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং গভর্ণমেন্ট হইতে এই সমিতি যথারীতি রেজেষ্ট্রীকরা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের নানা স্থান হইতে বহু লোক ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। মফঃস্বলের নানা স্থানে ইতিমধ্যেই বহু শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় সেণ্ট্রাল এভিনিউ এবং বহুবাজারের মোড়ের নিকট একটা বাড়ী লইয়া সমিতি বিধবা এবং দুঃস্থা নারীদিগের জন্য একটী শিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইতিমধ্যেই পঞ্চাশজন ছাত্রী এইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং আরও প্রায় দুই শতের অধিক দরখাস্ত আসিয়াছে। সমিতির ছাত্রীদিগের স্কুলে আনিবার এবং বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দুইখানি মোটর গাড়ী খরিদ করা হইয়াছে। স্কুলে শিল্পকার্য্যাদি শিখিবার জন্য কাহারও নিকট হইতে কোনও ফি লওয়া হয় না। কেবল যাতায়াত খরচ বাবদ গাড়ী ভাঁড়া লওয়া হয়। সমিতির কার্য্যালয় ৮নং জ্যাক্সন্ লেনে পত্র লিখিলেই মুদ্রিত নিয়মাবলী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

# সরোজ নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য কি?

১। বাংলার সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া উহার ভিতর দিয়া নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি বিধানের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা।

২। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে একটী মহিলা প্রতিষ্ঠান স্থাপন—যাহা বাংলার বিভিন্ন মহিলা সমিতিগুলির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উহাতে প্রাণের সঞ্চার করিবে ও উহাদের পরিচালনে সহায়তা করিবে।

৩। ঘরে ঘরে নারীদিগকে—বিশেষভাবে বিধবাদিগকে—গৃহ-শিল্পের শিক্ষাদান এবং তাহাদের তৈয়ারী জিনিষপত্র বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত।

৪। স্থানে স্থানে শিশু-মঙ্গল সমিতি ও ধাই-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং শিক্ষিতা ধাইদিগকে মহিলা-সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা।

৫। স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শিক্ষিত লোকদ্বারা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

৬। দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সহায়তার জন্য বিনা বেতনে স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

৭। বাংলা দেশের স্কুল ও কলেজ সমূহে যাহাতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং গৃহ-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

৮। আবশ্যকীয় স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা।

৯। বাংলার সমস্ত হাঁসপাতালে "মাতৃ-নিকেতন" (Maternity Ward) খুলিতে সাহায্য করা।

১০। সমগ্রভাবে নারীজাতির উন্নতির চেষ্টা।

# গালার ব্যবসায়।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় গালা জিনিষটা কতকগুলি বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রনে প্রস্তুত। গালার ব্যবহার আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তখন ইহা আমাদের দেশেই প্রস্তুত হইত। এখনও ইহা আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার অধিকাংশই এখন বিদেশ হইতে সুদৃশ্যাকারে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। অথচ ইহার মালমসলা raw materials সবই এদেশ হইতে বিদেশে যায় এবং সেখানে ব্যবসায়ীদের হাতে অন্যান্য জিনিষের সংমিশ্রনে নানারঙ্গ এবং নানা আকারের কাঠীগালা বা sealing wax তৈয়ারী হইয়া এদেশের বাজারে বিক্রয় হয়; পূর্ব্বে চিঠিপত্র আটকান অথবা প্রয়োজনীয় দলিলাদি-শীলমোহর করার জন্য নানান্ রঙের গালা ব্যবহৃত হইত। লাক্ষা ভারতবর্ষের কয়েক জাতীয় বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে পলাশ বৃক্ষ অন্যতম। আমাদের দেশের গ্রাম সমূহে এই বৃক্ষ বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীগণ যদি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এই সকল বৃক্ষে লাক্ষার চাষ করেন তবে যে তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাঁওতালপরগণা, ছোটনাগপুর, রাঁচী, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের বড় বড় জঙ্গলে প্রভূত পরিমাণে লাক্ষার চাষ হইয়া থাকে। অনেক স্থলে মাড়োয়ারীগণ পূর্ব্ব হইতে দাদন দিয়া জঙ্গল ইজারা লইয়া লাক্ষার চাষ করিতেছে। তাহা ছাড়া পাহাড়ীয়া-গণ নিজ হইতেও লাক্ষার চাষ করিয়া থাকে। এই

সকল অঞ্চলের হাটে ঠিক ধান চাউলের ন্যায় লাক্ষার বেচা কেনা হইয়া থাকে। যাঁহারা সাঁওতালপরগণার ডুমকা অথবা রাঁচি ও হাজারিবাগ অঞ্চলের কোনও হাটে, হাটবারের দিন উপস্থিত থাকিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে অসংখ্য পাহাড়ীয়া স্ত্রীপুরুষ ধান চাউলের ন্যায় ঝুড়ি ঝুড়ি লাক্ষা হাটে আমদানী করিয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই মাড়োয়ারীগণ অনেক সস্তায় এই সকল কাঠিগালা ইহাদিগের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইতেছে। সিংহভুম, মানভুম এবং সাঁওতালপরগণায় এখনও অজস্র জঙ্গল পড়িয়া আছে যেখানে অল্প মূলধন লইয়া যে কোনও উদ্যোগী বাঙ্গালী এই সকল পাহাড়ীয়াদিগের সাহায্যে লাক্ষার চাষে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং স্বাস্থ্য, সম্বল এবং সুখ এই তিনই অর্জ্জন করিতে পারেন। বাংলা দেশের জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে পড়িয়া থাকিয়া কেবল ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত না হইয়া অল্পপুঁজি লইয়া যদি কেহ লাক্ষার চাষে নিযুক্ত হইতে চা'ন তবে আমরা তাঁহাদিগকে বহু জঙ্গলের সন্ধান দিতে পারি যেখানে অতি অল্প পুঁজিতে অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সাঁওতালপরগণায় শুধু লাক্ষা নহে, প্রভূত পরিমাণে তুলার চাষও হইয়া থাকে। সাঁওতালদের কাপড়, চাদর মেয়েদের কুর্ত্তা প্রভৃতি সমস্ত পরিধেয় বস্ত্রই তাহাদের জঙ্গলে উৎপন্ন তুলা হইতে নির্ম্মিত। তাহাদের ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত আছে; অবসর সময় শুধু পরচর্চ্চা এবং পরনিন্দায় অতিবাহিত না করিয়া তাহারা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র নিজেরাই তৈয়ারী করিয়া লয়।

যাহা হউক যে লাক্ষার কথা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। ইহার ব্যবহার ও চাষের প্রণালী হিন্দুগণ স্মরণাতীতকাল হইতে অবগত ছিলেন। ইউরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুগণ তাঁহাদের হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি শীলমোহর করিবার জন্য লাক্ষার ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। ইউরোপে পূর্ব্বে লাক্ষার প্রচলন ছিলনা। সেখানে মোমের দ্বারাই শীলমোহরের কাজ চলিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সর্ব্বপ্রথম লাক্ষা ভিনিসে আমদানী হয় এবং সেখান হইতে স্পেনে উহা প্রচলিত হয়। তখন ইউরোপের মধ্যে স্পেনের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ এবং স্পেনের বাজারে যাহা প্রচলিত হইত তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। ভিনিস্ হইতে স্পেনে লাক্ষার আমদানী হইলে ইউরোপের বাজারে তখন লাক্ষা স্পেনের গালা বলিয়া পরিচিত হইল।

লাক্ষাকে যে কেন গালা নামে পরিচিত করা হইল তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না তবে খুব সম্ভব ইহার পূর্ব্বে লাক্ষার পরিবর্ত্তে মোম ব্যবহার করা হইত বলিয়াই এই দুইটা জিনিষকে একই নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

গুণানুসারে গালাকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—অত্যুৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট ও সাধারণ বা চলন সই। অত্যুৎকৃষ্ট গালা বিশুদ্ধ উপায়ে ও বিশুদ্ধ জিনিষের সংমিশ্রণে প্রস্তুত; ইহাতে কোন প্রকার অবান্তর পদার্থ সংযোগ করা হয় না।

ছোট ছোট গালার কাঠির ব্যবহার খুব সহজ বলিয়া চিঠিপত্র আটকানের কার্য্যে এক সময়ে ইহাদের যথেষ্ট আদর ছিল। কিন্তু আঠা সংযুক্ত খামের প্রচলনের পর হইতে উক্ত কার্য্যে ইহাদের ব্যবহার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। বর্ত্তমানে যদিও কোন কোন সৌখীন পুরুষ ইহাকে একেবারে ঘৃণার চক্ষে দেখেন না বটে কিন্তু তথাপি বলিতে হয় গালার কাঠির ব্যবহার আজকাল সাধারণতঃ শীলমোহর কাজেই আবদ্ধ।

একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শীলমোহরের ছাপ লইতে যথেষ্ট বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির আবশ্যক। যে হেতু একটি গালার কাঠিকে আগুণের শীসের উপর ধরিলে

কাগজের উপর যে গালা গলিয়া পড়ে তাহার সাহায্যে অবিকৃত ভাবে শীলমোহর গ্রহণ করা একেবারে অনায়াসসাধ্য নয়। আনাড়ী লোক যদি এই গালার কাঠিকে আগুণের শীসের যেখানে সেখানে ধরে তবে গলিত গালার রঙ্‌ ধূমের ঝুলে বিকৃত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কেবল অত্যুৎকৃষ্ট গালার সাহায্যেই সুশ্রী এবং সুদৃশ্য শীলমোহর গ্রহণ করা সম্ভব।

অনেকেই জানেন গালাকে অ্যালকোহলের (Alcohol) সাহায্যে দ্রবীভূত করা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এপর্য্যন্ত কেহই ইহাকে তরল অবস্থায় বোতলে পুরিয়া বাজারে বাহির করেন নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ত বছর বছর ঝাঁকে ঝাঁকে বি, এস্‌সি, এম, এসসি বাহির হইতেছেন; তাঁহারা কি এবিষয়ে একটু মনোযোগ দিতে পারেন না? বৈজ্ঞানিক-কেও যদি বিজ্ঞান চর্চ্চা ছাড়িয়া চাকুরীর উমেদারী করিতে হয় তবে যে বেকার কথাটা চিরদিনই একটা 'সমস্যা' হইয়া থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আশাকরি আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা বি, এস্‌সি, এম, এসসি আছেন তাঁহারা এবিষয়ে একটু অবহিত হইবেন।

গালাকে যদি তরল অবস্থায় বোতলে পুরিয়া রাখা যায় তবে ইহাকে শীলমোহরাদি কার্য্যে ব্যবহার করিতে অনেকটা অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। কেহ এই কাজ করিতে পারিলে তাঁহার নিজের পক্ষেও যথেষ্ট লাভবান হইবার কথা; কেননা তরল গালার বোতল বা শিশি পাইলে গালার কাঠি কেহই কিনিবে না। এখন শীলমোহর করিতে গেলে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। একটা প্রদীপ অথবা বাতী আনো, দেশলাই আনিয়া তাহা জ্বালাও, এই দীপের উপর কাঠীগালাটীকে ধর, তাহার নীচে যে জিনিষের উপর শীলমোহর করিবে সেই জিনিষটী রাখো, যাহাতে তাহার উপর গলিতগালা ফোঁটা ফোঁটা যথাস্থানে পড়িতে পারে। সর্ব্বোপরি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখো যেন জ্বলন্ত গালা পড়িয়া যে জিনিষটাকে শীলমোহর করিতেছ সেই জিনিষটা আবার জ্বলিয়া না উঠে এবং বাড়ীতে একটা লঙ্কাকাণ্ড না হইয়া যায়; ইহা ছাড়া নিজেকেও যথেষ্ট সাবধানে থাকিতে হয় যেন জ্বলন্ত গালা লাগিয়া আঙ্গুল কিম্বা পরিধেয় বস্ত্রাদি পুড়িয়া না যায়। ইহার পরিবর্ত্তে যদি কোনও রাসায়নিক গালাকে তরল অবস্থায় শিশিতে পুরিয়া বাজারে বাহির করিতে পারেন তাহা হইলে পৃথিবীতে গালার দ্বারা শীলমোহর করার যে দারুণ হাঙ্গামা দেখা যায় তাহা জন্মের মত চুকিয়া যায় এবং লোকে শিশি হইতে আঠা ঢালার ন্যায় গালা ঢালিয়া শীল মোহর করিয়া আবার গালার শিশির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। যদি কোনও রাসায়নিক পণ্ডিত এই জিনিষটা বাহির করিতে পারেন তবে তিনিত লক্ষপতি হইবেনই উপরন্তু এই জিনিষ বাজারে চালাইয়া হাজার হাজার লোক পেট ভরিয়া দুমুঠা খাইতে পারে। যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রে ডিগ্রী লইয়া বাহির হইয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?—

চিঠি পত্র শীলমোহরের জন্য যে গালা ব্যবহৃত হয় তাহা যে উৎকৃষ্ট ধরণের একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আর এক প্রকার গালা আছে যাহা নাকি পার্শ্বেল ও শিশিবোতলের ছিপি আঁটিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গালা অনেকটা নিকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত। পার্শ্বেলের জন্য যে গালা ব্যবহৃত হয় তাহা পার্শ্বেল বাঁধিবার দড়ির উপর লাগান হয়। এই গালা ব্যবহারে দড়িগুলি বেশ মজবুত হয় এবং সহজে ঢিলা বা আলগা হইয়া যাইতে পারে না। শীলমোহরের গালা হইতে এই গালার কাঠি আকারে বড়। ইহার আকার সাধারণতঃ পৌনে এক ইঞ্চ হইতে এক ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ইহা অনেকটা ডিম্বাকৃতি। শিশিবোতলের জন্য যে গালা ব্যবহৃত হয় তাহা আরও নিকৃষ্ট ধরণের।

শিশিকে বায়ুশূন্য করিয়া এই গালার সাহায্যে ছিপি আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর গালা খুব সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া ইহা প্রস্তুতের রঙ বা অন্যান্য মাল মশলাও খুব সস্তাদরের হইয়া থাকে।

লাক্ষা কথাটা গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত। গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ দুগ্ধ। Coccus lacca নামক কীট কর্ত্তৃক এই তৈলাক্ত পদার্থ সৃষ্ট হয় বলিয়া ইহার এই নাম। লাক্ষাকীট ভারতবর্ষের কুল, পলাশ, প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ সমূহে সংলগ্ন থাকিয়া লাক্ষা উৎপন্ন করিয়া থাকে—কিন্তু কেবল মাত্র স্ত্রী কীট দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হয়। সে একবার বৃক্ষের কচি শাখায় সংলগ্ন হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থিতি করে। এইরূপে স্ত্রী কীট নিজের বংশ বৃদ্ধির জন্য আত্মজীবন দান করিয়া থাকে।

গালা জিনিষটা ঠিক বৃক্ষের শরীর নিঃসৃত রস নয়—ইহা স্ত্রী কীটের মুখ ও দেহ নিঃসৃত লালা বিশেষ। স্ত্রী কীট বৃক্ষের শাখায় সংলগ্ন হইয়া লালার সাহায্যে স্বীয় শরীরের চারিদিকে এক আবরণের সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যেই ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। ইহার নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য উপর দিকে দুইটী ক্ষুদ্র ছিদ্রও থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত না একটি সম্পূর্ণ লালায় আবরণ শেষ হয় এবং যতদিন না ডিম্ব প্রসব কার্য্য সম্পূর্ণ হয় তত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী কীট এই আবরণের মধ্যেই জীবিত থাকে। ডিম্ব প্রসব শেষ হইলেই ইহার নিজের জীবনেরও শেষ হয়। লালার আবরণ তৈয়ার ও ডিম্ব প্রসব শেষ করিতে আড়াই মাসের অধিক লাগে না, কাজেই লাক্ষা স্ত্রী কীটের জীবন লীলা এই আড়াই মাস পর্য্যন্তই। স্ত্রী কীটের বাচ্চাগুলি তাহাদের ডিম্বকোষ বিদীর্ণ করিয়া ছিদ্র পথে বাহির হইয়া আসে।

লাক্ষা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে পুরুষ কীটের যে কোনই প্রয়োজন নাই এ কথা বলা যায় না ; কারণ পুরুষ কীট কর্ত্তৃক যখন স্ত্রী কীটগুলি গর্ভিণী হয় কেবল মাত্র তখনই তাহারা লালার আবরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন অনুভব করে ; কীটগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বলিয়া এক একটা বৃক্ষে বহু সংখ্যক স্ত্রী কীট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই তাহারা সকলে মিলিয়া বৃক্ষের ত্বক আবৃত করিয়া ফেলায় বৃক্ষটি শীঘ্রই তাহার জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে।

যাহাতে লাক্ষার সৃষ্টি কিছুমাত্রও হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে এইজন্য একটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে। ডিম্বকোষ হইতে কীট বাহির হইবার প্রায় সপ্তাহ দুই পূর্ব্বে লাক্ষার বাসা সমেত ছোট ছোট শাখাগুলিকে ভাঙ্গিয়া আনিতে হইবে এবং নূতন বৃক্ষের শাখায় শাখায় সেগুলিকে বাঁধিয়া দিতে হইবে ; এইরূপ করিলে লাক্ষার চাষ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিবে। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে যে সব গাছে লাক্ষা জন্মে তাহা পাখী অথবা অন্যান্য কীট পতঙ্গের সাহায্যেই হইয়া থাকে। পাখীরা লাক্ষা গাছ হইতে কীটের ডিম্বকোষ গুলিকে মুখে করিয়া আনিয়া অন্য গাছে রাখিয়া দেয়—তাহাতেই এই নূতন গাছে লাক্ষার সৃষ্টি হয় ; কিন্তু এই ভাবে দুই একটা ডিম্বকোষ বৃক্ষে সংলগ্ন হইলে লাক্ষার চাষ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় না। প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা পাইতে হইলে পাখীদের উপর নির্ভর না করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া নিজেদের কার্য্য ক্ষেত্রে নামিতে হইবে এবং উপরোক্ত ভাবে প্রকৃতরূপে লাক্ষার চাষ করিতে হইবে।

কয়েক প্রকার ডুমুর জাতীয় গাছ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরণের লাক্ষা পাওয়া যায়। ইহা বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বা বিভিন্ন প্রকার আকৃতিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ইহাকে ডিম্বাকারে বৃক্ষের শাখায় বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আবার কখন কখন ইহা বৃক্ষের শাখাকে বল্কলের মত আবৃত করিয়াও থাকে। লাক্ষার সহিত লাক্ষা কীটের ডিমের খোসা ইত্যাদি লাগিয়া থাকে বলিয়া ব্যবহারের

উপযুক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ইহা হইতে অপরিস্কৃত জিনিষ গুলি বাছিয়া ফেলিতে হয়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে লাক্ষাকে নিম্ন লিখিত কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) লাক্ষা কাঠি—বৃক্ষ হইতে আহরণ করিবার পর মুহূর্ত্তে লাক্ষাকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকেই এই নামে অভিহিত করা হয়।

লাক্ষাযুক্ত বৃক্ষের শাখাগুলিকে তিন ইঞ্চি হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা করিয়া কাটা হইয়া থাকে। কিন্তু এ অবস্থায় ত আর এই গুলিকে বিদেশে রপ্তানি করা যায় না, কাজেই এই শাখাগুলিকে কোন সমতল স্থানে রাখিয়া পেষণ যন্ত্রের সাহায্যে পেষণ করা হয়। ইহাতে কঠিন লাক্ষা পিণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া শাখা হইতে সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়ে। ইহার পর ইহাকে গরম জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া সুন্দর ভাবে মর্দ্দন করিয়া ইহা হইতে রঙটা বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই রঙের জল বাহির হইলে ইহা যে অবস্থায় থাকে তাহাকে বীজ-লাক্ষা বলে। ঐ রঙিন জলটা লাক্ষা কীটের দেহের সঙ্গে একত্রিত করিয়া উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করা হইয়া থাকে এবং ইহাকে পিষ্টকাকারে পরিণত করা হয়। ব্যবসায়ীরা এই পিষ্টকগুলিকে Lac-take নামে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই আল্‌তা প্রস্তুত হইত। Anilin dye প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রচলন কমিয়া যাইতেছে। এখন বাজারে তুলার চাপটী আল্‌তা কম বিক্রয় হয়। বিদেশজাত কেমিক্যাল রঙ্গের তরল আল্‌তা তাহার স্থান দখল করিয়া লইতেছে।

(২) বীজলাক্ষা—বীজলাক্ষাকে অবিকৃত অবস্থায় বাজারে প্রায়ই পাঠান হয় না। সাধারণতঃ ইহাকে শুষ্ক করিয়া গলান হইয়া থাকে। ইহাকে কাপড়ের ছালার ভিতর পুরিয়া দুইজনে ছালার দুই কোন্ ধরিয়া আগুণে উত্তপ্ত করিতে থাকে। উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজলাক্ষা ছালার ছিদ্রপথে গলিয়া পড়িতে থাকে। তখন ঐ দুই ব্যক্তি ছালার দুই দিক ধরিয়া সজোরে মোচড় দিয়া গলিত লাক্ষাকে নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লয়। আগুণের নিকটেই একটি পাত্র থাকে—গলিত লাক্ষা তাহারই ভিতর পতিত হয়। গলিত লাক্ষাকে কদলী পত্র অথবা অন্য কিছুর উপর ঢালিয়া দিয়া পেষণ যন্ত্রের সাহায্যে Shellএর মত করিয়া প্রস্তুত করা হয়—ইহারই নাম Shell lac বা Shellac অথবা পাত গালা। কমলালেবুর মত বর্ণের পাত গালাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে কোন প্রকার ময়লা থাকে না।

(৩) বোতাম লাক্ষা—কোন ঠাণ্ডা যায়গায় উত্তপ্ত Shellacকে ফোটা ফোটা করিয়া ফেলা হয়। শুষ্ক হইয়া উহাই বোতাম লাক্ষা (Button-lac) নামে পরিচিত হইয়া থাকে; ইহার এক একটার আকার:প্রায় দেড় ইঞ্চি। ইহা পাত গালা হইতে পুরু এবং ইহার রঙও কমলার মত না হইয়া গাঢ় লাল বর্ণের হইয়া থাকে।

(৪) Garnet-lac—বোতাম লাক্ষা বা Button-Lac এরই অন্য নাম Granet Lac তবে বোতাম-লাক্ষার চেয়ে ইহা বেশী পুরু হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুইটা জিনিষের একটাও পাত গালার মত বিশুদ্ধ নয়।

ব্যবসা বাণিজ্য হিসাবে লাক্ষা খুব দরকারী জিনিষ। পালিশ এবং রঙের কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ করা যখন উদ্দেশ্য নয়, তখন বোতাম-গালা বা গারনেট গালা রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রঙ করাই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন একমাত্র বিশুদ্ধ পাত গালাই ব্যবহার্য্য।

## তার্পিণ তৈল

যে সকল পদার্থের মিশ্রণে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তার্পিণ তৈল তন্মধ্যে অন্যতম। পাইন গাছের আটাল রসকে টার্পেণটাইণ (Turpentine) বা তার্পিন বলা হয়। যে টার্পিণ তৈল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত এই টার্পেণটাইনের অনেক প্রভেদ। পাইন গাছের চটচটে রস পরিশ্রুত করিয়া যে স্বচ্ছ তৈলময় তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাই টার্পিণ তৈল। গালা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশুদ্ধ টার্পিণ তৈল প্রয়োজন।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেখা গিয়াছে, হাইড্রোজেন ও কার্বন নামক দুইটি মূল পদার্থই টার্পিণ তৈলের প্রধান উপাদান ($C_{10}$ $H_2$) এই মূল উপাদান দুইটি যে পরিমানে ইহাতে আছে, আরও কয়েকটি জিনিসেও উহারা ঠিক ঐ একই অনুপাতে বর্ত্তমান। এই জিনিষগুলিকেও টার্পিণ নামে অভিহিত করা হয়। যাঁহারা আসল টার্পিণ চেনেন না, তাঁহাদের পক্ষে আসল নকলের প্রভেদ বুঝা দুস্কর। অথচ আসলের উপরই গালার ভাল মন্দ অনেকটা নির্ভর করে।

টার্পিণ সহজ দাহ্য পদার্থ। সাধারণতঃ জল যতটা উত্তাপে ফুটিয়া উঠে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ উত্তাপেই টার্পিণ জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং উত্তপ্ত লাক্ষার সহিত টার্পিণ মিশাইবার সময় খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ইহার বাষ্প অগ্নির সংস্পর্শে আসিবা মাত্র জ্বলিয়া উঠে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার শিখা বিস্তৃত হয়। তবে ইহার বাষ্প বেঞ্জিন, ন্যাপথা প্রভৃতির ন্যায় বিস্ফোরক নহে। গালা প্রস্তুত করিবার সময় যদি টার্পিণ জ্বলিয়া ওঠে, তাহা হইলে ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন না হইয়া তৎক্ষণাৎ গামলা বা থালা বা গালা প্রস্তুতের পাত্রে অন্য কোন পাত্র ঢাকা দিয়া দিবে; তাহা যদি না থাকে তাহা হইলে মোটা কাঁথা ধোকড়া চাপা দিয়া দিবে। অর্থাৎ বাহিরের বাতাস যাহাতে জ্বলন্ত টার্পিণের সংস্পর্শে না আসে তাহারই ব্যবস্থা করিবে। আগুন লইয়া যাহাদের কারবার তাহাদের সর্ব্বদাই একথা মনে রাখা উচিত, বাতাসের সাহায্য না পাইলে আগুন জ্বলিতে পারে না।

এই কারণে কাঁথা দাহ্য পদার্থ হইয়াও আগুনকে নিভাইয়া দেয়। বাতাসের মধ্যে যে oxygen অক্সিজেন আছে তাহার সংস্পর্শ না পাইলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আগুণ জ্বলিতে পারে না। সুতরাং লাক্ষা প্রস্তুত করিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ যদি কোনও কারণে আগুণ জ্বলিয়া ওঠে তবে ব্যস্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ পাত্রটী গামলা, ধামা বা অন্য কোনও পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ আগুণ নিভিয়া যাইবে। হাতের কাছে কিছু না থাকিলে পাত্রের মধ্যে ধূলা বালি নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে পাত্রের গালা নষ্ট হইয়া যাইবে সত্য, কিন্তু তাহা যে একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে। বোতলের মুখ আঁটিবার জন্য যে গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা খুব ভাল গালা নহে। ধূলা বালি মিশান উক্ত গালা সেই কাজে সুন্দর চলিতে পারিবে। টার্পিণ মিশাইবার সময় আগুণ সরাইয়া লইলেও আগুণের হাত হইতে কতকটা নিস্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু লাক্ষার সহিত নানারূপ রঙ মিশাইয়া উত্তপ্ত লাক্ষায় টার্পিণ ঢালিয়া দিলে আর আগুণ জ্বলিবার সম্ভাবনা থাকে না

তার্পিণের সহিত নানা রকম ভেজাল মিশান হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পেট্রোলিয়ম স্পিরিট, শেল নেপথা, বেঞ্জিণ স্পিরিট, কোলটার নেপথা প্রভৃতিই প্রধান। টার্পিণ আসল কিনা তাহা ধরিবার সহজ উপায় হইতেছে উহা গরম করা। খাঁটি টার্পিণ যত ডিগ্রি উত্তাপে ফুটিতে আরম্ভ করে, ভেজাল টার্পিণে তাহার যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়।

অনেক প্রকার তরল পদার্থের সঙ্গেই লাক্ষা মিশ্রিত হয় বটে কিন্তু একেবারে গলিয়া যায় না, আলকোহলে ইহা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয় না, আংশিক ভাবে গলে মাত্র। মেথিলেটেড স্পিরিটের বেলায় ও ঠিক এই নিয়ম, একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পিরিটের সহিত গলিয়া যায় না। ক্লোরফরম অথবা তার্পিন তৈলের সঙ্গেও ইহা আংশিক ভাবে মিশে বটে, কিন্তু কষ্টিক পটাস, সোডা, আমোনিয়া এবং বোরাক্স প্রভৃতি আলকালিতে (alkalis) ইহা সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায়। আল্‌কালি লাক্ষার রঙ্‌ ও তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক করিয়া দিতেও সমর্থ। আলকালির সাহায্যে লাক্ষা দ্রবীভূত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করিলে এই তরল পদার্থের কোন রঙই থাকে না। অবিশুদ্ধ অবস্থায় লাক্ষার সহিত কোন্ কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে থাকে তাহা বলা যাইতেছে।

| | লাক্ষা-কাটি | বীজলাক্ষা | পাতগালা |
|---|---|---|---|
| রঞ্জন জাতীয় পদার্থ ... ... | ৬৮—০ ... ... | ৮৮—৫ ... ... | ৯০—৭ |
| রঙ জাতীয় পদার্থ ... ... | ১০·—০ ... ... | ২—৫ ... ... | ০—৫ |
| মোম জাতীয় পদার্থ ... ... | ৬—০ ... ... | ৪—৫ ... ... | ৪—০ |
| আঠা জাতীয় পদার্থ ... ... | ৫—৫ ... ... | ২—০ ... ... | ২—৮ |
| অন্যান্য পদার্থ ... ... | ৬—৫ ... ... | — | ০—২ |
| বাঁকি যাহা নষ্ট হইয়া যায়... ... | ৪—০ ... ... | ২—৫ ... ... | ১—৮ |

কেবল মাত্র সিঁদুর দিয়া গালা করিলে পড়্‌তা অত্যন্ত বেশী পড়ে বলিয়া কার্ব্বনেট অব ম্যাগনেসিয়া মিশ্রিত করা হয়। ইহা শুভ্র পদার্থ। তাহা সত্ত্বেও ইহা মিশাইয়া ভাল জিনিষই প্রস্তুত হয়। মাঝারি গালা করিবার জন্য জিপসাম সালফেট (Gypsum Sulphate) বেরিয়াম সালফেট (Barium Sulphate) বা খড়ি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে সিঁদুরের সহিত এইগুলির মধ্যে যে কোন একটি জিনিষ বেশ করিয়া মিশাইয়া লইতে হয়। তারপর টার্পিন তৈল মিশাইয়া আটাল কাদার মত করা উচিত। অন্যদিকে আগুণে পাত গালা, কলোফনি ও ভেসিন টার্পেনটাইন একটি পাত্রে চড়াইয়া দিতে হইবে। সমস্ত জিনিষ যখন গলিয়া যাইবে, তখন সিঁদুর মিশ্রিত কাদার মত পদার্থ একটু একটু করিয়া পাত্রে দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে। গালাকে সুগন্ধ করিতে হইলে যখন উহা বেশ তৈয়ারী হইয়া আসিবে এবং ছাঁচে ফেলিয়া আকার দিবার সময় হইবে, তখন উহাতে কোনও সুগন্ধী তৈল মিশ্রিত করিতে হইবে।

সিঁদুরের পরেই রেড লেডের ব্যবহার। সিঁদুর হইতে ইহার দাম সস্তা। সুতরাং সস্তায় ভাল গালা করিতে ইহাই ব্যবহৃত হয়। রঙে এবং গুণে সিঁদুর দিয়া প্রস্তুত গালা হইতে ইহা খুব বেশী নিকৃষ্ট নয়। ইহা ওজনে খুব ভারি। রঙও প্রায় সিঁদুরের মতই উজ্জ্বল। পার্শেল করিবার জন্য যে গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণতঃ রেড লেড দিয়া প্রস্তুত।

## কাল গালা

গালার রঙ্গ কাল করিবার জন্য ভুষা ব্যবহৃত হয়। ভুষা দুই রকমের আছে। তৈল, চর্ব্বি প্রভৃতি জ্বালাইয়া যে ভুষা পাওয়া যায়, তাহাই সাধারণ এবং নিকৃষ্ট ভুষা। পেট্রোল এবং অন্যান্য পেট্রোলজাতীয় তরলপদার্থ পুড়াইয়া যে ভুষা পাওয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট। সাধারণতঃ যে সব

কাল গালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নিকৃষ্ট ভুষাই মিশ্রিত হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট কাল গালা প্রস্তুত করিতে একরূপ কাঠ কয়লা ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ভাইন ব্লাক্ (Vine Black) বলা হয়। পশুর হাড় পোড়ান কয়লাও সাধারণ গালায় ব্যবহার করা হয়। এই সকল কয়লা গুড়াইয়া ন্যাকড়ায় চালিয়া লইলে খুব ভালরূপ গালার সহিত মিশিয়া যায়।

## হলদে গালা

উৎকৃষ্ট হরিদ্রা বর্ণের গালা প্রস্তুত করিতে চারিরকম হরিদ্রা রঙ্গ ব্যবহৃত হয়—ক্রোম ইয়োলো (chrome yellow), কিংস্ ইয়োলো (King's yellow), ক্রোমেট্ অব কাডমিয়াম্ (chromate of cadmium) ও ইয়োলো ওকার (yellow ochre) বা হলদে মাটি। ক্রোম ইয়োলো ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ নহে, কারণ উত্তাপে উহা বিবর্ণ হইয়া যায়। ক্রোমেট অব কাডিয়াম অত্যন্ত দামী, কিংস্ ইয়োলো ব্যবহার করাই ভাল। ইহার রাসায়নিক নাম সাল্‌ফাইড অব আর্‌সেনিক (Sulphide of arsenic), ইহা বিষাক্ত। উৎকৃষ্ট গালা প্রস্তুত করিতে ইহাই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ গালায় হলদে মাটি মিশ্রিত করা হয়।

## সবুজ গালা

ক্রোমিয়াম অক্স'ইড গালায় সবুজ রঙ করিতে ব্যবহৃত হয়। যতই উত্তাপ প্রয়োগ করা হউক না কেন, রঙ তাহাতে বিবর্ণ হয় না। কিন্তু সেঁকো বিষ ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত এমারল্ড গ্রীন (Emerald green) একটু বেশী উত্তপ্ত হইলেই বিবর্ণ হইয়া যায়। অল্পদরের গালায় প্রুসিয়ান ব্লু (Prussian blue) ও ক্রোম ইয়োলো কিংবা আলট্রামেরাইন ব্লু ও হলদে মাটি মিশান হইয়া থাকে।

## নীল গালা

নীল গালা প্রস্তুত করিতে আলট্রামেরাইন ব্লু, কোবাল্ট ব্লু (Cobalt blue), মাউন্‌টেন্ ব্লু (Mountain blue), বার্লিন ব্লু (Berlin blue) প্রুসিয়ান ব্লু (Prussian blue) ব্যবহৃত হয়। আলট্রামেরাইন ব্লু নানা রকমের আছে এবং দরও সেই অনুপাতে কম বেশী আছে। সাধারণ গালায় ব্যবহার করিবার মত কম দরেও উহা মিলে। কোবাল্ট ব্লু ব্যয় সাপেক্ষ। খারাপ কোবাল্টকে স্মল্ট (Smalt) বলা হয়। সাধারণ গালায় ইহাও ব্যবহৃত হয়। বার্লিন ব্লু বা প্রুসিয়ান ব্লু সস্তা, কিন্তু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা বাদামী রঙের হইয়া যায়।

## বাদামী গালা

বাদামী গালা করিতে বাদামী মাটি (Brown earth) ও লাল রং ব্যবহার করা হয়। এম্বার (Amber) ও কয়েক প্রকার হলদে মাটির মিশ্রণকে বাদামী মাটি বলে। বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট, জিপ সাম্, খড়ি, কার্ব্বনেট অব লেড, এবং হোয়াইট লেড মিশাইয়া সস্তা দরের গালা প্রস্তুত করা হয়।

যে কোন রঙের উৎকৃষ্ট গালা প্রস্তুত করিতে কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগনেসিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে সাদা ম্যাগনেসিয়া গুঁড়াও (oxide of magnesium) কখন কখন ব্যবহার করা হয়, সাদা দস্তা গুঁড়াও (Zink white) ব্যবহার করা হয়। ইহা দামেও সস্তা এবং জিনিষও ভাল হয়। উত্তাপে ইহা হরিদ্রা বর্ণের হইয়া যায় বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা হইলেই উহার সাদা রঙ ফিরিয়া আসে।

গালা তৈয়ারি করিবার ইহাই প্রধান উপাদান।

যখন আমরা গালা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা পত্র দিব তখন হয়ত আরও কয়েকটি দ্রব্যের নাম থাকিবে। কিন্তু সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে।

আজ আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আগামী সংখ্যায় গালা প্রস্তুতের প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং ব্যবসায়ের উপযোগী নানারূপ গালা প্রস্তুত করিতে কোন কোন জিনিষ কি কি পরিমাণে ব্যবহার হয় তাহার আমূল বিবরণ প্রকাশ করিব।

# আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান।

বড়লোকের অপচয় করা বরং সাজে, কিন্তু গরীবের তাহা সাজে না। অথচ মজা এমনি যে বাস্তব জগতে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত দেখিতেছি। ইয়োরোপ ধনী, ভারত দরিদ্র। ইয়োরোপে এতটুকু জিনিষের অপচয় হইতে পারে না, কিন্তু দরিদ্র ভারতে কত রূপে কত দিক দিয়া কত জিনিসের যে অপচয় হইতেছে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবে কে? এখানে অনেক জিনিসই বাজে বলিয়া পথের আবর্জ্জনায় আশ্রয় লাভ করে। ইয়োরোপ ও মার্কিনে আবর্জ্জনা হইতেও বহু কাজের জিনিস প্রস্তুত হয়, এবং তাহাতে বহু লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। শুধু যে নির্জীবনায় উদরান্নের সংস্থান হয় তাহা নহে, বাজে জিনিসকে কাজে পরিণত করিয়া বহু লোকে লাখপতি হইয়াছে এবং ক্রোরপতি হইয়াছে। কবি বলিয়া গিয়াছেন,

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।"

ইহা নিছক কবির কল্পনা নহে। জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহা কবির কল্পনাকেও হার মানাইয়া দেয়। আবর্জ্জনা এবং রাবিশ নাড়া চাড়া করিয়া যাঁহারা কলিকাতা সহরেই লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন, এবং লাখ্‌পতি হইবার বণিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন আজ তাঁহাদের কয়েকজনের নাম করিব এবং তাঁহারা যে সকল আবর্জ্জনা ঘাঁটীয়া সোণার তাল্ পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহার কথা বলিব। সুখের বিষয় এই যে, এই সকল উদ্যোগী পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাংলা দেশে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

যে যুগে ইঁহারা জন্মিয়াছিলেন সে যুগে ইউনিভার্‌সিটীর আখ্‌ড়া তেমন জমিয়া উঠে নাই এবং ইঁহাদের পেটেও বেনো জল মোটেই ঢোকে নাই। আমরা সব সময় ইউনিভার সিটীর উপর যে ঠেস্ ঠসক্ দিতেছি তাহার মানে ইহা নয় যে আমরা ইউনিভারসিটীর শিক্ষা চাই না। দেশটা নীরেট মূর্খ হইয়া থাকুক, ইহা কাহারও অভিপ্রেত বা উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ইউনিভার্‌সিটী যে শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেশের যুবকদিগকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহাতে যুবকেরা মানুষত হচ্ছেই না উপরন্তু পেটের ভাত ক'রে খাবার মত বিদ্যা, শক্তি, বা সামর্থ্য কিছুই তাহাদের নাই।

Knowledge for knowledge's sake অর্থাৎ জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানানুশীলন হাজারের মধ্যে

২।৪ জন করিতে পারে যাহাদের রাত্রি প্রভাতেই "ঘৃততণ্ডুল বস্ত্রেন্ধনের" চিন্তা করিতে হয় না, অথবা যাহাদের স্কন্ধে এক পাল অসহায়া বিধবা এবং উপার্জ্জন-হীন, অক্ষম, আত্মীয়-স্বজন চাপিয়া বসিয়া নাই। আমাদের দেশে বুনো রামনাথ এবং তিন্তিড়ীপত্র ভক্ষণকারী অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উদয় সম্ভব হইয়াছিল, কারণ তদানীন্তন কালের সমাজ ব্যবস্থা একেবারে অন্তরকমের ছিল। অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের মনে কোনও বিলাস ব্যসনের ভাব ছিল না সুতরাং অনাবশ্যক অভাবের তাড়নাও ছিল না। এখনও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্যায় প্রকৃত পণ্ডিতদিগের প্রাণে কোনও রূপ অনাবশ্যক অভাবের ক্ষোভ বা চঞ্চলতা নাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দৈনন্দিন অভাব মোচনের জন্য রাজা এবং সম্পন্ন গৃহস্থেরা তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণ নিষ্কর জমি দান করিতেন; ইহা ছাড়া সকলকেই নানা ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে খাদ্য, পরিধেয়, গাভী এবং বলদ দান করা হইত। এই সকল জমি হইতে তাঁহাদের সকলের ভরণপোষণের উপযোগী উদরান্নের সংস্থান হইত, গাভী সকল প্রচুর দুগ্ধদান করিত; তাহা ছাড়া বার মাসে তের পার্ব্বণের যে ব্যবস্থা ছিল তাহার উপকরণাদি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগকে সম্মানের সহিত প্রতিপালন করাই এই সকল সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে রাজা বিদেশী; তাহা ছাড়া ভারতের অধিবাসী এখন আর শুধু হিন্দু নহে; সুতরাং কেবল হিন্দুর সুবিধার জন্য রাজা কোনও বিধি প্রণয়ণ করিতে পারেন না; তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেতর জাতির কথাও ভাবিতে হয় যথা মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্যারিয়া, পার্শী প্রভৃতি। রাজার দিক্ দিয়া কোনও ব্যবস্থা হওয়া দুরূহ, আবার আমাদিগের সনাতন সমাজ পদ্ধতিও আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি অথবা কালের প্রভাবে আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একটা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথচ দেশকালের উপযোগী আর একটা নূতন ব্যবস্থাও আমরা আজিও গড়িয়া তুলিতে পারি নাই।

এইরূপ সন্ধি সময়ে দেশ যখন নিঃস্ব, কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে এবং অভাবের তাড়নায় দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ যুবকগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইউনিভার্‌সিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কখনও আশা করিতে পারেন না যে প্রতিবৎসর এই যে ২০।২৫ হাজার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে ইহারা বুনো রামনাথের মত জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানানুশীলন করিতে আসে। হইতে পারে হাজারের মধ্যে ২।৪টী ছেলে এই মহৎ লক্ষ্য মনে পোষণ করিয়া বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ করে, কিন্তু বাঁকী আর সকলেই আসে এবং তাহাদের অভিভাবকেরা পাঠায় যে পাঠসমাপনান্তে তাহারা যেন পেটের ভাত অর্জ্জন করিয়া খাইতে পারে। কথা উঠিতে পারে যে ইউনিভার্‌সিটী তাহার ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াই খালাস; তাহাদিগের জন্য চাকুরী খুঁজিয়া দেওয়া ইউনিভার্‌সিটীর কাজ নহে। এই উত্তর খানিকটা সত্য বটে কিন্তু সব সত্য নহে। চাকুরী খুজিয়া দেওয়া ইউনিভার্‌সিটীর কাজ নহে সত্য, কিন্তু যেরূপ শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ জীবনে উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারে—যেরূপ শিক্ষায় তাহাদের মনোবৃত্তি সকল এমন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে যাহাতে জীবন সংগ্রামে তাহারা জয়যুক্ত হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই বিশ্বপণ্ডিতদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখা পড়া শিখিতে আসিয়া বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার নীচে বসিয়া ছাত্রেরা এত বিলাসী, অলস ও অপটু হইয়া পড়ে যে dignity of labour বা শ্রমের মর্য্যাদা একেবারেই ভুলিয়া যায়। তাই

শিক্ষিত যুবক বাজার হইতে মাছের থলেটী আনিতে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু আমরা আজ যে সকল বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি, তাঁহারা শরীর খাটাইয়া শ্রম করাই সব চেয়ে সম্মানের বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ কয়েকজন বাঙ্গালীর কথা আজ ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

## শিশি-বোতল

শিশি করিয়া ঔষধ বা অন্য কোন জিনিস আসিলে গৃহস্থ শিশির মধ্যস্থ জিনিসটী ব্যবহার করিয়া শিশিটিকে বাজে বলিয়াই মনে করেন এবং গৃহের আবর্জ্জনা মনে করিয়া অনেক সময় ফেলিয়া দেন। কিন্তু স্বর্গীয় মতিলাল শীল এই বাজে জিনিস সংগ্রহ করিয়া কি বিপুল অর্থেরই না অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ, তাই তিনি বাজে জিনিস অবলম্বন করিয়াও স্বগৃহে লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গোটা শিশিটাকেও আমাদের দেশে বাজে জিনিসের সামিল ধরা হইত কিন্তু জাপান বহুকাল পূর্ব্ব হইতেও ভাঙ্গা কাচ ব্যবহারে লাগাইত। সেখানকার লোকেরা শুধু গোটা শিশি নয়, ভাঙ্গা কাচও সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। উহা গলাইয়া ব্যবসায়ীরা গোটা শিশি প্রস্তুত করে। মতিলাল শীল পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া শিশি-বোতলের একটা কারবার চলিতেছে। তাই এখন আমাদিগের দেশে আজ সকালে উঠিয়াই আমরা শুনিতে পাই ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে,

"শিশি বোতল্ বি—ক্—কী—রি,—পুরাণো
কাগজ আছে বি—ক্—কী—রি ?"

## বাতিল পাট

এইবার পাটের প্রসঙ্গে আসা যাক। সারা জগতে কেবল মাত্র এক বাংলা দেশেই পাট জন্মে এবং সারা দুনিয়ার ব্যাপারিরা ছালা ও থলের জন্য বাংলার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। কিন্তু এমনি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে বাংলার লোক কেবল মাত্র পাট উৎপাদনই করে। পাট উৎপন্ন ছাড়াও পাটের যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতেও আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী এতটুকু স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। এতগুলা পাটের কল বাংলা দেশে চলিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী কি একটা কলও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে? ইহা কি কম লজ্জার কথা! কম অকর্ম্মণ্যতার পরিচয়! অথচ বাংলাদেশে বাঙ্গালী জমিদারদের মহলে বাঙ্গালী চাষীরা পাট চাষ করে; জমিদারেরা দলবদ্ধ হইলে কেবল তাঁহাদের দ্বারাই কয়েকটী পাটের কল স্থাপন করা যাইতে পারে।

সে কথা যাক্। পাটের আবর্জ্জনাগুলাও যে অকেজো নয়, সেই কথাই এখানে বলিব। পাটের গোড়ার দিকটা অত্যন্ত শক্ত বলিয়া পূর্ব্বে উহা বাতিল করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। কত লাখ্ লাখ্ গাড়ী বাতিল পাট (Jute cuttings) যে পাটের কল হইতে পূর্ব্বে ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আহিরিটোলা নিবাসী জনৈক বাঙ্গালীর মনে হইল এই বাতিল পাটও কাজে লাগাইতে পারা যায়। কলের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে তিনি এই বাতিল পাট লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলে তিনি তাহা বিদেশে রপ্তানী করিতে আরম্ভ করিলেন। জার্ম্মাণীতে তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইতেছে। তাহার ফলে, যাহা একদিন আবর্জ্জনা বলিয়া গরুর গাড়ী করিয়া পয়সা দিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত, আজ সেই বাতিল পাট গাঁইট বাঁধিয়া বিক্রয় হইতেছে। এবং হার্ট (Heart) মার্কা বাতিল পাটের গাঁইট অনেক দামে বিক্রয় হয়।

## বাতিল সূতা

এইবার বাতিল সূতার কথা বলিব। কাপড়ের কলে কাপড় বোনা হইবার পর অনেক সূতা নষ্ট হইয়া

যায়। ইহাকে (Cotton waste)বা বাতিল সূতা বলে। এই সূতা কাপড় বোনার কাজে লাগে না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা আবর্জ্জনায় বিক্ষিপ্ত হয় না। কল পরিষ্কার করিবার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু বস্ত্র ব্যয় সাপেক্ষ। তাই কাপড়ের পরিবর্ত্তে বাতিল সূতা ব্যবহৃত হয়। সারা জগত ব্যাপিয়া কত রকমের কত যে কল কারখানা আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। জাহাজ আছে, ষ্টিমার আছে, রেলের ইঞ্জিন আছে মোটর গাড়ী আছে, কাপড়ের কল, ময়দার কল, পাটের কল আছে এবং দিন দিন যে উহা কত বাড়িতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সুতরাং বাতিল সূতার বা cotton waste এর ব্যবহারের অন্ত নাই।
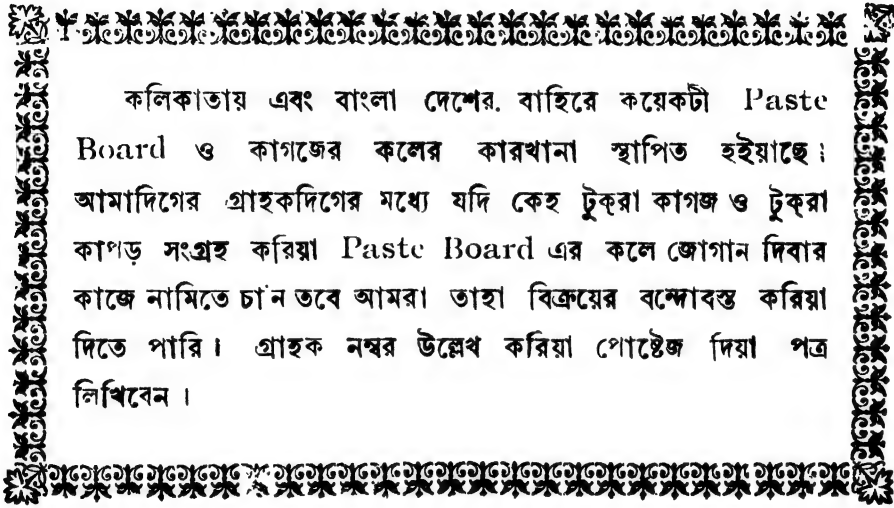


ইহার বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখনও বহুলোক কেবল এই বাতিল সূতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বড়লোক হইতে পারেন। প্রতিবৎসর প্রত্যেক কাপড়ের কলের cotton waste কিনিবার জন্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইয়া থাকে এবং অনেক উচ্চ দামে cotton wasteএর গাইট বিক্রয় হয়। ইহার যেমন টান্ তেমনি বিক্রী।

### খবরের কাগজ

খবরের কাগজওয়ালারা খবর যোগাইয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। পাঠক সমাজ তাহা পাঠ করিয়া বাতিল দিতেছেন। এই বাতিল দেওয়া পুরাণো খবরের কাগজেরও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। রাস্তায় একজাতীয় ফেরিওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা পুরাণো কাগজ কিনিয়া লইয়া যায়। এই পুরাণো কাগজ কিনিয়া লইয়া গিয়া কি করে, তাহার সংবাদ অনেকেই রাখেন না।

মুদির দোকানে কোন কিছু কিনিতে যাইলে তাহারা সেই ক্রীত দ্রব্য একটি কাগজের থলেতে ভরিয়া দেয়। এই থলে আপনা আপনি আসে না। মুদিদের উহা পয়সা দিয়া ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে একদল লোক কাগজের থলে বা ঠোঙা প্রস্তুত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। যাহারা থলে প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে কাগজ কিনিতে হয়। যাহারা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে আসিয়া কাগজ কিনিয়া লইয়া যায়, তাহারাই উহাদের নিকট পুরাণো কাগজ বিক্রয় করে। এমনি করিয়া পুরাতন খবরের কাগজের একটা বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে। এই ব্যবসায়কে বিরাট বলিবার

হেতু আছে। কাগজের থলের চাহিদা এতই বেশী যে, যোগান দিবার জন্য বিলাত হইতে পুরাতন সংবাদ পত্র জাহাজে করিয়া আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি কাগজের ব্যবসায় সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে কাগজের ঠোঙা বা থলে করার জন্য কয়েক লক্ষ টাকার পুরাতন খবরের কাগজ এক বোম্বাই এবং করাচীর বন্দরে আমদানী হইয়া সেই অঞ্চলেই সমস্ত কাটিয়া যায়, এদিকে আর আসে না। এখন পাঠকবর্গ বুঝুন, পুরাতন খবরের কাগজ হইতে কত লোকে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, এবং এখনও কত লোকের হইতে পারে।

অনেকেই বোধহয় জানেন যে সুপ্রসিদ্ধ বটকৃষ্ণ পাল পুরানো কাগজের ঠোঙ্গা লইয়াই প্রথমে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ারী করাইয়া সেই ঠোঙ্গা বাজারের দোকানদারদিগের নিকট তিনি বিক্রয় করিয়া আসিতেন এবং জীবনের প্রারম্ভে এই রূপেই তিনি ব্যবসায়ে হাতে খড়ি দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার উপযোগী যথেষ্ট মূলধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

এত গেল আস্ত গোটা খবরের কাগজের কথা যাহা হইতে বেনেমসলা এবং মুদীর দোকানের উপযোগী

বারান্তরে আরও অনেক আবর্জ্জনার বিবরণ প্রকাশ করিব এবং আমাদিগের দেশের এমন কয়েকটী আবর্জ্জনার সন্ধান দিব, যাহা আমাদের আনাচে কানাচে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে অথচ যাহার মধ্যে লক্ষ্মী লুক্কাইত আছেন।

ঠোঙ্গা তৈরী হয়। ইহা ছাড়া ছেঁড়া, ফাটা, টুক্‌রা কাগজ যাহা পথে ঘাটে গৃহের আবর্জ্জনারূপে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাও অর্থোপার্জ্জনের অমূল্য উপায়। এই সকল আবর্জ্জনার কাগজ সংগৃহীত হইয়া যাবতীয় কাগজের কলে, পেষ্টবোর্ডের কলে (Paste Board) বিক্রীত হয়; একটুক্‌রা কাগজ কোথাও ফেলা যায় না, অন্ততঃ বিলাতে ফেলা যায় না।

বিলাত কথাটা আমরা ব্যাপক শব্দে ব্যবহার করিয়া থাকি। অর্থাৎ ভারতের বাহিরে জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, সুইডেন, নরওয়ে হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে কাগজের অথবা Paste Boardএর অনেক কল আছে সেই সকল দেশে একটুক্‌রা কাগজও ফেলা যায় না। এখানেও Paste Board এর কয়েকটী কল স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ রদী কাগজের সেখানে অপরিমিত টান্। যদি কেহ ইহা সংগ্রহের কাজে লাগেন, তবে আমরা তাহা বেচিয়া দিতে পারি।

## দর্জ্জীর দোকানের কাটা কাপড়

দর্জ্জীর দোকানের কাটা কাপড় বহু পরিমাণেই ফেলা যায়, অতি সামান্য মাত্র সংগৃহীত হয়। এই টুক্‌রা কাপড় হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। উহা সংগ্রহ করিয়া কাগজের কলে যোগান দিতে পারিলে অনেক টাকা উপায় হইতে পারে। বেকার যুবকেরা অনেকেই এ কাজ করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিতে পারেন। কেহ এ পথে অগ্রসর হইবেন কি?

## ন্যাকড়া

পুরাতণ কাপড় বা ছেঁড়া নেকড়াও বাজে নহে। নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরা বাসন বিক্রয় করিয়া ছেঁড়া কাপড় লইয়া যায়। ছেঁড়া কাপড়ের নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন আছে, তাই না ছেঁড়া কাপড়েরও ঐরূপভাবে একটা ব্যবসায় চলিতেছে? অনেকে কলিকাতার পথেও হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, মেথর জাতীয় স্ত্রীলোকেরা আবর্জ্জনার মধ্য হইতে ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগ্রহ করিতেছে। এই সকল ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগৃহীত হইলে বেশী করিয়া একটু Bleaching powder জলে দিয়া কাচিলেই যত ময়লা ন্যাকড়া হউক না কেন উহা সাদা ধপ্ ধপে হইয়া যায়। কাচিয়া উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই ব্যবসায় করিয়া মানুষ শুধু কোনমতে জীবন যাপন করে, তাহা নহে। ইহার দ্বারা মানুষ লাখপতি হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ কম্বুলিয়া টোলার "ন্যাক্‌ড়া হরিশ"। ছেঁড়া কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া তিনি সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

জগতের কোনও জিনিসই আবর্জ্জনা নহে। ব্যবহার করিতে জানিলে যাহা আজ নিতান্ত আবর্জ্জনা ব্যতীত কিছুই নহে, তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবহার না জানিলে কুক্কুটের নিকট মুক্তাফলের ন্যায় অমূল্য জিনিসেরও কোন দামই থাকে না। নহিলে বাড়ীর ময়লা জলের মত খারাপ জিনিষও জার্ম্মাণীর কাছে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে কেন? জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক দেখিলেন, বাড়ীর ময়লা জলে চর্ব্বি ভাসিয়া যাইতেছে; সে চর্ব্বিটুকুও যাহাতে বাজে না যায়, তাহার জন্য কোমর বাঁধিলেন। চর্ব্বি হইতে এখন জার্ম্মাণিতে মোমবাতী সাবান ইত্যাদি কত প্রয়োজনীয় ব্যবসায় চলিতেছে।

## সান্‌কী ভাঙ্গা

রাধাবাজার এবং চীনাবাজারে যাঁহারা ঘোরেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সেখানকার দোকানে চায়ের প্লেট্, পেয়ালা, ডিনার সেট্ মুসলমানদের ভাত খাবার ডিস্ বা সান্‌কী শত শত কেস্ রোজ বেচা কেনা হয় এবং মাল লেনা দেনার সময় অনেক চীনা

বাসন ভাঙ্গিয়া যায়। হ্যারিসন রোডের গাড়াতলার নিকটে মুসলমানদিগের আগে খুব বড় মহল্লা ছিল; সেখানে এত সান্‌কী ভাঙ্গা থাকিত যে কালে লোকে ওই অঞ্চলের নাম সান্‌কীভাঙ্গা দিয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে চায়ের সেট্, পেয়ালা প্লেট্ ইত্যাদি কত যে ভাঙ্গা পড়ে তাহার সংখ্যা নাই।

আগে এই সব ভাঙ্গা প্লেট আবর্জ্জনা কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইত। ইহার কোনও মূল্য ছিল না। গৃহস্থ এই ভাঙ্গা প্লেটের আবর্জ্জনা হইতে মুক্তি পাইলে রক্ষা পাইতেন। একজন ইটালীয়ান সওদাগরের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি আসিল যে মার্ব্বেলের মেজে (marble floor) অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাহা করা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ব নহে। তাহার স্থানে ঘরের মেজেতে সীমেণ্ট বিছাইয়া তাহার উপর যদি নানা রঙ্গ বেরঙ্গের শান্‌কী ভাঙ্গা বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে যেমন শক্ত পাকা মেজে হইবে তেমনি ইচ্ছানুরূপ নানা প্রকার লতা পাতা ও ফল ফুলের সুন্দর সুদৃশ্য মেজে প্রস্তুত হইবে।

যেমন মাথায় আইডিয়া আসা অম্‌নি তাহার experiment বা পরীক্ষা সুরু হইল, আর যেখানে যত ধনীলোক এবং বাড়ীঘর করার বড় বড় কণ্ট্রাক্টর ছিল তাহারা সকলে এই সান্‌কী ভাঙ্গা বা crazy china র মেজে তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এখন সমগ্র ভারত কেন সমগ্র পৃথিবীতে সান্‌কী ভাঙ্গা বা crazy chinaর এত টান্ যে ইহার দাম প্রায় মার্ব্বেলের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর এদেশের সান্‌কী ভাঙ্গায় এ দেশের টান্ সংকুলান হয় না; ব্রহ্ম এবং চীন দেশ হইতে জাহাজে করিয়া অনেক সওদাগর crazy china র আমদানী করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র ইহার কাটতী হইতেছে। ব্রহ্ম এবং চীন দেশের লোক খুব বেশী পরিমাণে চীনা এবং পোর্সিলেনের porcelain বাসন ব্যবহার করে। সুতরাং সান্‌কী ভাঙ্গাও ঐ সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাই ঐ সকল দেশ হইতে সান্‌কী ভাঙ্গা এদেশে আমদানী হইতেছে।
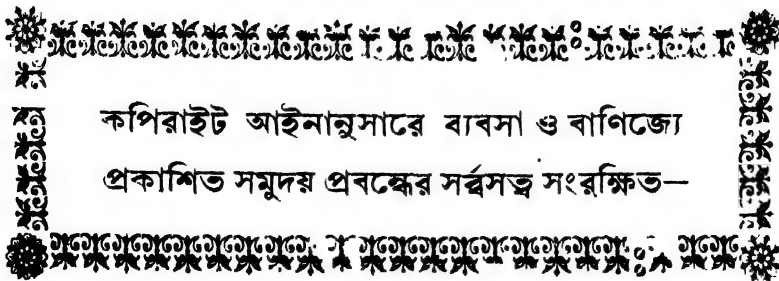
# ব্যবসায়ের সন্ধান।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোনও জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলাবাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক, নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে রাজী হয় না।

৩। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ চা'ন কিম্বা সরবরাহ করিতে চা'ন তবে তাহাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

৪। উত্তর দিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৫। এ সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন ; সকলের পোষ্টেজ দিতে গেলে আমরা ফতুর হইয়া যাইব।

৬। কোন্ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজ দেখিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন তাহাও লিখিবেন, তাহা হইলে আমাদের রেজিষ্টারি বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

( ০—৪৬৮ ) মৌচাকের মোম্—

জনৈক বিদেশীয় বণিক ভারতীয় মোমের ব্যবসায়ীদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

( ০—৪৬৯ ) খনিজ ধাতু ও বৃসিল বা শূকরের চুল—

পাঞ্জাবের অন্তর্গত জনৈক ব্যবসায়ী বৃসিল্ (Bristles), এবং খনি হইতে উত্তোলিত অবিশুদ্ধ তাম্র শিসা, দস্তা, ও উলফ্রামের ব্যবসায়ীদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

( ০—৪৭ ) লিথারেজ—

কোন্নগরের জনৈক বণিক লিথারেজের ব্যবসায় করেন। যাঁহার প্রয়োজন তিনি অনুসন্ধান করুন। লিথারেজ রৌপ্য মিশ্রিত শীসাবিশেষ।

( ০—৪৭৭ ) ক্রেপ রবার সোল।

কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী ক্রেপ রবার সোল যাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

( ০—৪৭৮ ) গাম্ অলিবেনাম—

স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী গাম অলিবেনাম (Gum Ollibanum) যাঁহারা যোগাইতে পারেন তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন।

( ০—৪৭৯ ) অভ্র, চিনেমাটি, ও বোরাক্স—

কলিকাতাস্থ যে সকল ব্যবসায়ী এ, চিনেমাটি, বোরাক্স ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন।

( ০—৪৮০ ) পশুর লোম (Raw Furs)—

খেকশিয়ালী, ষ্টোনমার্টেন বা উদ্ বেড়াল এবং পারস্য দেশীয় ভেড়ার লোমযুক্ত চাম্ড়া যাঁহারা ক্রয় করিতে চাহেন, অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে উৎসুক।

( ০—৪৮৭ ) গর্জ্জন তৈল ও গর্জ্জন তৈলের তলানি।

জনৈক ব্যবসায়ী গর্জন তৈল ও গর্জন তৈলের তলানি (Sediment), বিক্রয় করিতে চাহেন। যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অনুসন্ধান করুন।

( ০—৪৮৮ ) মহুয়া ও সরিষার খইল।—

যাঁহারা মহুয়া ( Mowha ), ও সরিষার খইল (Rape meal) ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট তাহা পাইবেন।

( ০—৪৮৯ ) ভেড়া ও ছাগলের অন্ত্র।—

যাঁহারা ভেড়া ও ছাগলের শুষ্ক অন্ত্র যোগাইতে পারিবেন, শিয়াল-কোটের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। এই অন্ত্র হইতে টেনিস খেলার ব্যাট প্রস্তুত হয়।

( ০—৪৭৪ ) তৈলবীজ, গোটা নারিকেল শাঁস (copra) প্রভৃতি—

জার্ম্মানির অন্তর্গত জনৈক ব্যক্তি তৈলবীজ (oil seeds), গোটা নারিকেল শাঁস্ (copra), সোয়া বিন্স্ Soya Beans অর্থাৎ চীনে সীম্, রেড়ির বীজ (castor seeds) চিনেবাদাম (Ground

nuts), পাট ও তুলার রপ্তানিকারকদের সেলিং এজেণ্ট হইতে চাহেন।

(০—৪৭৫ ) চিনি, তুলা, চট—

সাংঘাইয়ের এক বণিক উপরোক্ত দ্রব্যের রপ্তানিকারকদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

(০—৪৭৬) গম, ময়দা ও তৈল—

নরওয়ের জনৈক বণিক তাঁহার আপনার দেশে গম, ময়দা ও তৈল আমদানি করিতে চাহেন।

# বৈদেশিক

(০—৪৮১ ) কাপড় ও চট।—

যাঁহারা কাপড় ও চটের ব্যবসায় করেন, সিঙ্গাপুরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

(০—৪৮২ ) সার, তৈল, চটের থলে, চাউল ও শস্য।

যাঁহারা জমির সার তৈল, চটের থলে, চাউল ও শস্য বিদেশে রপ্তানি করিবার ব্যবসায় করিয়া থাকেন, মরিশাসের অন্তর্গত পোর্ট লুইসের এক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

(০—৪৮৩) ময়দা, চা, চাউল, সরিসা প্রভৃতি।—

ময়দা, সরিসা, চা, চাউল, হেসিয়ান, চট, সূতা, কটন সিটিং (cotton sheeting) বা ছিটের কাপড় যাঁহারা বিদেশে রপ্তানি করেন, মিশরের অন্তর্গত আলেকজেন্দ্রিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

(০—৪৮৪ ) তৈল।—

জাপানের অন্তর্গত কোবের এক ব্যবসায়ী তৈল রপ্তানিকারকদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

( ০—৪৮৫ ) পশুর ছাল, চামড়া ও তৈলবীজ।

—স্পেনের অন্তর্গত টারাগোনার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহার নিজের দেশে পশুর ছাল skin, চামড়া ও তৈলবীজ আমদানী করিতে চাহেন।

( ০—৪৮৬ ) সূতা, সিল্ক ইত্যাদি।

যাঁহারা সকল প্রকারের সূতা, ফ্যান্সি সিল্ক, সাটিং ফ্লানেল, খাকি ও সাদা ড্রিল, লন সিট ও চিকনের কাজ করা কাপড় রপ্তানী করেন, সায়ামের অন্তর্গত এক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

( ০—৪৯০ ) পিতলের বাসন।

জ্যামায়িকার অন্তর্গত কিংসটাউন হইতে (British West Indies) জনৈক ব্যক্তি জানাইতেছেন যে, তিনি ভারতীয় পেটা পিতলের বাসনের এজেন্সি লইতে পারেন।

( ০—৪৯১ ) চুনি, পান্না।

সানফ্রান্সিস্‌কো হইতে জনৈক ব্যবসায়ী জানাইয়াছেন, যে, ভারত হইতে যাঁহারা চুনি, পান্না (Star Saphires and Star Rubbies) রপ্তানি করেন, তিনি তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন

চুনি, পান্নার ওজন দশ ক্যারেট বা ততোধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**(০–৪৭১) কফি, নারিকেল তৈল ও শস্য—**

নরওয়ের অন্তর্গত জনৈক বণিক উপরোক্ত দ্রব্যগুলি তাঁহার নিজের দেশে আমদানি করিবার জন্য এজেন্সী লইতে চাহেন।

**(০–৪৭২) তুলাজাত বস্ত্র ও রেশমের বস্ত্র—**

আর্জেনটাইনের অন্তর্গত বুনোজ এয়ার্সের (Bunos Aires) জনৈক বণিক উপরোক্ত দ্রব্যের রপ্তানিকারকদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

**(০–৪৭৩) শিমুলতুলা, গালা প্রভৃতি—**

মেলবোর্ণের জনৈক ব্যবসায়ী শিমুলতুলা (kapoc), গালা (shellac) উদ্ভিদের আঁশ (Fibres), হেম্প (Hemp), চাউল, টার্পেনটাইন, চিনেবাদাম, ও চিনেবাদামের তৈলের রপ্তানিকারকদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

---

# টেলিফোনের ডাক্

আলিপুরের এই পল্লীটিই সর্ব্বাপেক্ষা এরিষ্টক্র্যাটিক্। যত সম্ভ্রান্ত পরিবারের এইখানেই বাস। পথের দুই পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উন্নতশীর্ষ বৃক্ষগুলি নিস্তব্ধ পথের গাম্ভীর্য্য এমন বাড়াইয়া তুলিয়াছে যে পথিকেরাও যেন এই পথে চলিতে চলিতে গম্ভীর নীরবতায় অভিভূত হইয়া চুপে চুপে চলিয়া যায়। কচিৎ যে দুই একখানি গাড়ী চলে, তাহার ঘড় ঘড় শব্দ নীরবতা ভঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই ডুবিয়া যায়। মোটরের নিঃশব্দ সঞ্চার গভীর রাত্রে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দের মত মুহূর্ত্তের জন্য উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়।

এমনিতর নিঝুম পথের ধারে মিঃ রায়ের বাড়ীখানি —ঝকঝকে তকতকে ছবির মত।

বাহ্যিক আড়ম্বরে, বেশভূষায়, পারিপাট্যে, পরিচ্ছন্নতায় মিঃ রায় এবং রায়-গৃহিণী সমান কায়দা দুরস্ত। দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর আসবাব-পত্রগুলি পর্য্যন্ত সবই কেতা দুরস্ত, ফিট্‌ফাট্। বাহির হইতে দেখিলেই মনে হয়, রায় পরিবারের মত সচ্ছল, অবস্থাপন্ন লোক সংসারে খুব কমই আছে।

পৈত্রিক সম্পত্তির জোরে মিঃ রায় বাহিরের ঠাট এ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি ত আর অফুরন্ত নয়,—কলসীর জলের মত ঢালিতে ঢালিতে উহা একদিন নিঃশেষে ফুরাইয়া যায়।

বাপের পয়সায় ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়া

মিঃ রায়ের হাইকোর্টে যাতায়াতই সার হইয়াছে ; আজ পর্য্যন্ত বাহিরের একটি কাণা কড়িও তাঁহার পকেটে আশ্রয় লাভ করে নাই।

সিগারটি ঠোঁটে চাপিয়া সোফার উপর দেহখানি এলাইয়া দিয়া মিঃ রায় দিন ভোর কেবলই ভাবেন, কি হইবে? ব্যারিষ্টার না হইলেই হইত ; বিলাতে পড়িতে এবং ব্যারিষ্টারি চাল বজায় রাখিতে যে টাকাটা খরচ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছুকাল নির্ভাবনায় চলিতে পারিত।

এখন উপায় কি ?

ইহার উপর রায়-গৃহিণীর তাড়না আছে ; তাঁহার যে ক্রমশঃ এরিষ্টক্র্যাটিক্ সোসাইটিতে মেলা-মেশা ভার হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং স্বামীকে সময়ে অসময়ে লাঞ্ছিত করা ছাড়া তাঁহার আর কোনও কাজ নাই।

মিঃ রায় ভাবিয়া ভাবিয়া কুল-কিনারা পান না। আয়ের কোন পথই নাই, দেনার উপর দেনা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে, মুদি আর ধার দিতে চাহিতেছে না। বাড়ীর দাস দাসী কয়েক মাসের মাহিনা পায় নাই বলিয়া ছাড়িয়া যাইবে যাইবে করিতেছে।

নির্ব্বাপিত সিগারে কয়েকটা সজোরে টান দিয়া মিঃ রায় ভাবিতে লাগিলেন উপায় কি, উপায় কি ?

উপায় মিলিল, বাড়ীর একটা ফ্লাট যদি ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মাসে দুই তিন শত টাকা আয় হইতে পারে। মন্দ কি ?

তাড়াতাড়ি "ষ্টেট সম্যান" আফিসে বিজ্ঞাপন পাঠাইলেন—

আলিপুরের সম্ভ্রান্ত কোয়ার্টারে প্রচুর আলো ও বাতাস যুক্ত সুসজ্জিত একটি ফ্লাট ভাড়া দেওয়া যাইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন। টেলিফোন নং—"

( ২ )

রমেশ ওরফে মিঃ আর সি সেন, আসানসোল কয়লার খনিতে বড় সাহেবের ম্যানেজার। সাহেব বশ করিবার মন্ত্রে সে একেবারে পাকা ; বড় সাহেব তাহার হাতের মুঠার মধ্যে।

গ্রীষ্ম পড়িতে না পড়িতেই সাহেবের গরম অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এ হেন দারুণ গ্রীষ্মে পাহাড়ের মাথায় চাপিয়া মাথাটা যদি ঠাণ্ডা করিয়া না আনা যায়, তাহা হইলে সারা বৎসর ধরিয়া মস্তিষ্ক যে গরমই থাকিয়া যাইবে! সাহেব রমেশের হাতে অফিসের কাজের ভার দিয়া শৈল বিহারে চলিলেন।

প্রকাণ্ড এক সেলাম ঠুকিয়া সাহেবকে বিদায় দিবার পর একটা সুমধুর সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া রমেশ আপনা আপনি বলিল, বৎসরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে যদি তিনশ চৌষট্টি দিনই শৈল বিহার চলিত, তাহা হইলেই ছিল ভাল। যাক্, কয়েকটা দিন অন্ততঃ ফুর্ত্তিতে কাটিবে।

আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া টেবিলের উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া "ষ্টেট সম্যান" কাগজখানা সে তুলিয়া লইল।

সংবাদ অপেক্ষা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন পাঠ করাতেই সে বেশী আমোদ পাইত। ম্যাডান থিয়েটার, এল্‌ফিনষ্টোন বায়স্কোপ, প্যালেদে দাঁসে, ষ্টার, মিনার্ভা ইত্যাদির বিজ্ঞাপন পড়া শেষ করিয়া সর্ব্বশেষে তাহার নজর পড়িল বাড়ী ভাড়ার একটা ছোট বিজ্ঞাপনের উপর—

"প্রচুর আলো ও বাতাসযুক্ত সুসজ্জিত একটী ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া যাইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন। টেলিফোন নং—"

রমেশ একবার দুইবার তিনবার বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিল। পাঠ করিতে করিতে তাহার মাথার মধ্যে একটা বেজায় দুষ্টামীর প্লান্ জমাট বাঁধিয়া উঠিল, এবং সেই ফন্দীর পরিকল্পনায় একটা চাপা হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে স্ফুরিত হইতে লাগিল।

কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল—

"ভোলা সিং, ভোলা সিং ?"

ভোলা সিং বড় সাহেবের মোটর ড্রাইভার,জাতিতে শিখ। ছুটি পাইয়া নিশ্চিন্তমনে চুলের চূড়াটি সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাণ্ড দাড়ীটারও একটা ব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হাঁক্ আসিল,

"ভোলা সিং, ভোলা সিং ?"

সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী ; তাই বড় সাহেবের চেয়ে রমেশের প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক। ভোলা সিং একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া মুখ খানা বাড়াইয়া দিল।

রমেশ বলিল, কাল সকালে প্রাতরাশ করিয়া সে মোটরে কলিকাতায় যাত্রা করিবে, ভোলা সিং যেন যথা সময়ে সাহেবের মোটর লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাহেবের হুকুম অমান্য করা চলিতে পারে, কিন্তু রমেশের নয়। কোথায় ছুটি পাইয়া কয়েকদিন আরামে আমোদে দিন কাটাইবে, তা নয় ছোটো কলিকাতায়।

ভোলা সিং যো হুকুম, হুজুর! বলিয়া চলিয়া গেল।

( ৩ )

মিঃ রায়ের কাণটি সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকে টেলিফোনের কাছে। এদিকে টেলিফোন কোম্পানী গত মাসের বিলের তাগিদ দিয়াছে, অনতিবিলম্বে বিল শোধ করিতে না পারিলে টেলিফোনের লাইন কাটিয়া দিবে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পর একদিন, দুইদিন করিয়া কয়েকদিন কাটিল ; ভাড়াটীয়া আসিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

মিঃ রায় ভারাক্রান্ত মনে সোফার উপর পড়িয়াছিলেন। রায়-গৃহিণী অদূরে একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ নিঃশব্দেই কাটিয়া গেল। পরিশেষে মিঃ রায় স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"আজই বোধ হয় টেলিফোন্ কোম্পানী লাইন কেটে দেবে ?"

রায় গৃহিণী কোন উত্তরই দিলেন না। কোন মতেই ত বিল শোধ করিতে পারা গেল না, কোম্পানীরই বা দোষ কি ?

এমন সময় বেল বাজিয়া উঠিল। মিঃ রায় কতকটা শঙ্কিতচিত্তে টেলিফোন তুলিয়া লইলেন।

"হ্যালো, আপনি কে ?—হ্যাঁ—হ্যা—"

মিঃ রায়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—"নিশ্চয়। কালই আসতে পারেন, আমি বাড়ীতে থাকব।"

সুসংবাদ তা' হ'লে। গৃহিণীর ঔৎসুক্য বাড়িয়া উঠিল। মিঃ রায় বলিতে লাগিলেন,

"না—না, আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। আচ্ছা, আপনি টেলিফোনটা ধরে একটু অপেক্ষা করুন।"

টেলিফোনের Mouth pieceটা হাত দিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মিঃ রায় সাগ্রহে ও সহাস্যে পত্নীকে চাপা গলায় বলিলেন,

"ওগো শুনছ, আসানসোল থেকে এক ভদ্রলোক টেলিফোন করছেন—এখন তিনমাসের জন্য বাড়ীভাড়া নেবেন, পরে চাই কি আরও কিছুদিন থেকে যেতে পারেন। বাড়ীর বর্ণনা শুনে তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে।"

টেলিফোন মুখে তুলিয়া লইয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—

"হ্যালো, আপনি তা'হলে কাল দুপুরেই আসছেন ? —বারোটা থেকে একটার মধ্যে ? তা—তা—যদি

কিছু মনে না করেন,—আপনি ও আপনার স্ত্রী যদি অনুগ্রহ ক'রে এখানেই আহারাদি করেন তা' হ'লে খুব খুসী হব। দুপুরে আমার বাড়ীতে অদ্দূর থেকে এসে আবার হোটেলে খেতে যাওয়া—সেটা কেমন লাগে!—বেশ, তা' হ'লে এখানেই খাবেন। খুব খুসী হলুম।"

যথাস্থানে টেলিফোন রাখিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,

"সবই ঠিক্ ঠাক্। একটার মধ্যেই এসে তাঁরা এখানেই আহারাদি করবেন। কয়লার খনির মালিক, অতদূর থেকে মোটরে ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী পছন্দ ক'রতে আস্‌ছে! একটা রুই কাৎলা গোছের মছ্‌ছে! দুপুরে ভাল ক'রে যদি খাওয়াতে পার তবে এমাছ জালে পড়বেই। তাই এখানে আহারাদি করার চার্ দিলাম। এখন ভাল ক'রে তোয়াজ ক'রতে পারলেই মাছটা গাঁথা যায়—দিন কয়েক পাওনাদারের তাগাদা থেকে মুক্ত হ'য়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি! যেমন ক'রে হোক কালকের দিনটা চালিয়ে নিও, বুঝেছ?"

মিসেস্ রায় আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন,

"আমারও তাই মনে হয়। বড়দরের লোক, দুই তিন শো'র স্থানে চাই কি চার পাঁচশো'ও পাওয়া যেতে পারে।"

পর দিন প্রভাত হইতে না হইতেই রায় পরিবারে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। অতিথির অভ্যর্থনার জন্ত প্রচুর রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। ঝাড়িয়া মুছিয়া ঘরগুলিকে সুসজ্জিত করা হইল। ফুলদানিগুলিতে টাট্‌কা ফুল ভরিয়া রায় গৃহিণী আপনার সাজ সজ্জায় মন দিলেন।

মিঃ রায় সারাক্ষণ অধীরভাবে অতিথিদিগের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘড়ীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে তাঁহার চক্ষু অবসন্ন হইয়া পড়িল, তবু তাহাদের আগমনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল না। তিনি আজ স্পষ্টই উপলব্ধি করিলেন, সময়ের গতি শামুকের গতির চেয়েও ধীর।

যাহা হউক সময় ধীরে সুস্থে অগ্রসর হইয়াও যথা সময়ে অতিথি আগমনের শুভ মুহূর্ত্তের সূচনা করিল। বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। মিঃ রায় এবং রায় গৃহিণী জানালার পর্দ্দা সরাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—একটা পুলক শিহরণ তাঁহাদের সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া খেলিয়া গেল।

রমেশ গাড়ী হইতে নামিয়া হাত ধরিয়া স্ত্রীকে নামাইল। অনভ্যাস বশতঃ হাই হিল জুতা পরিয়া প্রথম পদবিক্ষেপেই পড়িতে পড়িতে রমেশের স্ত্রী নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। রমেশ বলিল, "হুসিয়ার। সব মাটি ক'রবে দেখ্ছি।"

"না গো না, কিছু মাটি করব না,—তোমাকে আমি এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিন্‌তে পারি তা জানত।"

কথাটা খুব সত্য;—অত্যন্ত চালাক্ বলিয়া রমেশের খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু তাহার পত্নী তদপেক্ষা চতুর। স্বামীর সহিত বিদেশে থাকিয়া এবং বিদেশ পর্য্যটন করিয়া তাহার জড়তা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। পাছে হাই হিল জুতার কল্যাণে আবার পা মচকাইয়া পড়িতে হয়, সেই ভয়ে সে স্বামীর বাম হাতখানি বেশ করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইল।

সাম্‌নের লন্ পার হইয়া হল ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"বাড়ীখানি খুব সুন্দর কিন্তু, কি বল?"

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

ভৃত্য আসিয়া তাহাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। মিঃ রায় এবং রায়-গৃহিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

মিঃ রায় রমেশকে তাঁহার ঘরে লইয়া বসাইলেন

এবং রায়-গৃহিণী রমেশের পত্নীকে লইয়া অন্য ঘরে যাইয়া বসিলেন।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আহারাদি সমাপ্ত হইলে গৃহপরিদর্শনের পালা আরম্ভ হইল। বাড়ী দেখিয়া সানন্দে রমেশ বলিল,

"এমনি বাড়ীই আমি চাই। মনের মত বাড়ী পেলে দু'একশ টাকা বেশী দিতেও আমার আপত্তি নেই।

মিঃ রায় এবং রায়-গৃহিণী পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দের আবেগটুকু কোনও মতে চাপিয়া রাখিলেন। এমন না হইলে ভাড়া দিয়া সুখ!

রমেশ বলিল,

"এরকম বাড়ী যে পাব তা আমরা আশা করি নি। এখন তিন মাসের জন্যে ভাড়া করতে চাই —কল্‌কাতায় যদি মন টিকে যায়, তা হ'লে কিছুকাল থেকে যাব। কি রকম কি পড়বে?"

মিঃ রায় দেখিলেন, চারে বড় রুই পড়িয়াছে, এখন গাঁথিতে পারিলেই হয়। প্রকাশ্যে বলিলেন,

"আপনাদের মত লোকের সঙ্গ পাওয়া, সে ত আমাদের বাড়ীরই গৌরব। আপনার সঙ্গে আর কি দরদস্তর করব—দু দ'শটাকা কম বেশীতে এমন আর কি এসে যাবে। আপনি মাসে পাঁচ শ টাকাই দেবেন। আর জানেনই ত এক মাসের টাকা অগ্রিম দেওয়াই আজকালকার রীতি।"

রমেশ পাঁচ শত টাকাতেই রাজি হইয়া বলিল,

"এক মাসের কেন, আমি তিনমাসের ভাড়াই অগ্রিম দিয়ে দিচ্ছি।"

বলিয়া পকেট হইতে চেক বই বাহির করিল।

মিঃ রায় বলিলেন,

"না, থাক, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি?"

বলিতে বলিতে তিনি কালী কলম আগাইয়া দিলেন। রমেশ দেড় হাজার টাকার চেক কাটিয়া দিল।

আশাতীত ফল লাভে মিঃ রায় ও রায় গৃহিণীর আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের আতিশয্যে অতিথির কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না; কখনও দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা করেন, কখনও স্বরাজীদের কার্য্যের সমালোচনা করেন, কখনও আর্টের জটিল তত্ত্ব বুঝাইতে থাকেন, কখনও বা থিয়েটারের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করেন—এমনি করিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের আলোচনা করিতে করিতে বায়স্কোপের কথায় আসিয়া মিঃ রায় প্রস্তাব করিলেন,

"চলুন—পিক্‌চার প্যালেসে চার্লি চ্যাপ্‌লিনের একখানা খুব সুন্দর ছবি দেখান হচ্ছে, দেখে আসা যাক।"

বলিয়াই টেলিফোনে বক্স রিসার্ভ করিয়া ফেলিলেন।

বায়স্কোপ দেখিয়া রমেশ বলিল,

"মিঃ রায়, আমরা একটু মার্কেট ঘুরে আসি, আপনারা অগ্রসর হ'ন। ডিনার না খাইয়ে যখন ছাড়বেন না, তখন রাত্রিরটা আপনার ওখেনেই কাটায়ে যেতে হবে।"

ডিনারের বন্দোবস্ত চাকরেরা কিরূপ কি করিল তাহা দেখার জন্য রায়েরাও উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুতরাং রমেশের এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহারা গৃহাভিমুখে রওণা হইলেন। রমেশও মোটরে উঠিয়া বলিল,

"ভোলা সিং, আসান্‌সোল্ মুখো গাড়ী চালাও; রাতেই বাড়ী ফিরব।"

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল,

"সাহেবের মোটার চেপে কলিকাতা ভ্রমণ এবং পরের ঘাড় ভেঙ্গে ভুরিভোজন, ও বায়স্কোপ দেখা অর্থাৎ এক সঙ্গে রথ দেখা ও কলা বেচা সবই হ'ল।"

স্ত্রী বলিল, "খুব খাইয়েছে কিন্তু, কি বল।"

"হ্যাঁ—খ্যাঁটটা খুব গুরু রকমেরই হ'য়েছে; এখন অম্বল না হ'লে বাঁচি?"

"হ্যাগা, চেক্ কেটে দিয়ে এলে, কোন ফ্যাসাদে পড়বে না ত?"

"কিচ্ছু না:—আমি চেক দিয়ে কোন consideration ত পাই নি। কিম্বা কাউকে ঠকাইও নি। পরের ঘাড় ভেঙ্গে শুধু একটু আমোদ ক'রে গেলাম।" এই বলিয়া রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

---

# বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর ও বিবরণ

প্রতি বৎসরই ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকার নানারূপ জিনিষ ক্রয় করিতে হয়। এই হিসাবে ভারত সরকার যে এক জন খুব বড় দরের খরিদ্দার, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে সকল দ্রব্য এ দেশেই পাওয়া যায়, আইন অনুসারে ভারত সরকার তাহা এদেশেই ক্রয় করিতে বাধ্য। ১৯২৬ সালের জন্ম ভারত সরকার কোন্ জিনিষ কোন্ কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিবার জন্ম কত টাকার কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। এই তালিকা হইতে বোঝা যাইবে ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়। অনেকেই হয়ত ইহার খবরও রাখেন না বা জানেন না। তাঁহারা এখন হইতে জানিয়া রাখুন এবং আগামী বর্ষের জন্ম প্রস্তুত হউন যাহাতে গবর্ণমেণ্টের এবং অন্যান্য বড় বড় কোম্পানীর কণ্ট্রাক্ট লইতে পারেন।

এবার কেবল মাত্র ভারত সরকারের কণ্ট্রাক্ট সমূহের আংশিক বিবরণ মাত্র প্রকাশ করিলাম, কারণ সমুদয় বিবরণ দিবার স্থানাভাব এবং তেমন কোনও প্রয়োজনও এখন দেখি না। ভারত সরকার ব্যতীত প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যথা বোম্বাই, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, আসাম এবং বাঙ্‌লা দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার কণ্ট্রাক্ট দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে না আছে এমন জিনিষ নাই। ঝাঁটা এবং ঝাড়ন হইতে কল কব্জা নানা জিনিষের টেণ্ডার লওয়া হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত, মিউনিসিপ্যালিটী, রেলওয়ে কোম্পানী সমূহ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, দেশীয় এবং করদ রাজ্য সমূহেও এইরূপ নানা জিনিষ সরবরাহ করিবার টেণ্ডার লওয়া হয় ও যথাসময়ে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। আমাদের গ্রাহকদিগের অবগতির জন্ম প্রতি সংখ্যাতেই আমরা এই সকল বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করিব। এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু বলিবার অথবা জানিবার থাকে তবে আমাদিগকে জানাইলে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

## ষ্টেশনারি বিভাগ

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| চামড়া | ১০,০০০ | বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস, কলিকাতা | ১৮,৭৫০৲ |
| ঐ | ৪০০০ | ঐ | ৬,৫০০৲ |
| ঐ | ১০০০ | ঐ | ২০০০৲ |
| ঐ | ৫০০ | ঐ | ৯০০৲ |
| কোবরা ক্লথ | ২০০০ | যদুনাথ পাল এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১৩০০৲ |
| ওয়াক্স ক্লথ বা মোমজান্ | ১০,০০০ | এস, পি, মল্লিক এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১৬২৫০৲ |
| পিন কুশন | ৫০০০ | এন কে এণ্ড আর এল সরকার এণ্ড কোং কলিকাতা | ১২৪৲ |

যাহাতে কাগজ খানিকে সর্ব্ব বিষয়ে সাধারণের উপযোগী করিতে পারি আমরা তাহার বিশেষ চেষ্টায় আছি। এজন্য সকলের নিকট অনুরোধ যে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত, suggestions এবং আইডিয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইব এবং সাধারণের যাহাতে প্রকৃত উপকার হয় তদনুযায়ী কাগজ পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিব।

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| গঁদ | ৪০০ মণ | বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস, কলিকাতা | ১৫,৬০০৲ |
| ঐ | ২০০ মণ | ঐ | ৯,০০০৲ |
| দোয়াত দানি | ১২০০০ | আর, টি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, কলিকাতা | ৪১২৫৲ |
| ঐ | ৬০০ | ঐ | ৪৫০৲ |
| গুলি সূতা | ১৭৫মণ | ইলাহি বক্স পাত্তোয়ার এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১৬,৬২৫৲ |
| রুল | ৭৫ | আর, টি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, কলিকাতা | ৯৪৲ |
| ঐ | ৬০ | ঐ | ৬০৲ |
| ঐ | ২৪০০ | ঐ | ১২০০৲ |
| ঐ | ৪০০০ | ঐ | ১৫০০৲ |
| ঐ | ১৫০০ | ঐ | ৭৫০৲ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| দোয়াত | ১২০০০ | দি ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস কলিকাতা | ৭৫০৲ |
| আঙ্গুলের টিপ লইবার পাথর | ২৫০০ | দাস এণ্ড কোং কলিকাতা | ২৩৪৲ |
| হোন্‌স বা সান দেওয়ার পাথর | ৬০০ | বিশ্বেশ্বর বসু এণ্ড কোং, মুজাফরপুর | ৩৬৯৲ |
| হাড়ের কাগজ কাটা ছুরি | ২৪০০ | ঐ | ৯৫০৲ |
| কলম | ৮০০ গ্রোস | এফ, এন গুপ্ত এণ্ড কোং কলিকাতা | ৭২০০৲ |
| ঐ | ২০০ গ্রোস | ঐ | ৬৫০০৲ |
| ক্রোকুইল ষ্টিলপেন হোল্ডার | ২৫ গ্রোস | ঐ | ১৫০ |
| ম্যাপিং পেন | ২৫ গ্রোস | ঐ | ১১৯৲ |
| রবার ষ্ট্যাম্প প্যাড | ১২০০০ | জে, কেলার ম্যান কলিকাতা | ৬৩৭৫৲ |
| গঁদের বোতল | ১০০০০ | দাস এণ্ড কোং কলিকাতা | ২৫০০৲ |
| গঁদের তুলি | ১০০০০ | ঐ | ৪২৫ |
| বোতল ভরা গঁদ | ৫০০০ | ঐ | ৪৫৮ |
| কস | ৪০০ | দি প্লান্টাস ষ্টোর এণ্ড এজেন্সি কোং কলিকাতা | ৪০ |
| টাট পরিষ্কারের ব্রস | ৪০০ | বোনার এণ্ড কোং কলিকাতা | ৭০৲ |
| ব্রস | ২০০ | দি ক্যালকাটা ব্রাস এণ্ড ফাইবার কোং কলিকাতা | ৫ |
| ঐ | ৫০০ | কে, এন, দত্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১০০ |
| ল্যাম্প | ৬০০ | দি গোয়ালিয়র পটারি লিঃ, গোয়ালিয়র | ৪৫০৲ |
| ঐ | ১০০০ | ঐ | ৪০০ |
| সসার | ২৫০০ | ঐ | ৯২৫ |
| ক্যাবিনেট | ২৫০ | ঐ | ৩১২৲ |
| ব্লু-ব্ল্যাক কালির গুঁড়া | ১৬৬৬৬৬ টিন | দি বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং, কলিকাতা | ১২,৯৮৬ |
| ঐ | ৮১,৩১৪ টিন | দি বেঙ্গল মিসলেনি লিঃ কলিকাতা | ১৬,৪৯৩৲ |
| লাল কালির গুঁড়া | ৫০,০০০ প্যাকেট | ঐ | ৫,৫৯৯৲ |
| ব্লু-ব্ল্যাক কালি | ৫০০০ বোতল | দি বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং কলিকাতা | ১৬১৮ |
| ষ্টাইলো ঐ | ১২০০ শিশি | ঐ | ২৫০০৲ |
| ঐ লাল কালি | ২৫০০ শিশি | দি বেঙ্গল মিসলেনি লিঃ কলিকাতা | ৫৯৯৲ |
| কাল কালি | ৭০০০ শিশি | ঐ | ৫৬৮৭৲ |
| ব্লু-রুলিং পেষ্ট | ৩০০ | ঐ | ১৭৬২৲ |
| আঙ্গুল ছাপের জন্য কাল কালি | ১০০০০ শিশি | ঐ | ৪৬২৲ |
| কাপড় চিহ্নিত করিবার কালি | ৬০০ সেট | ঐ | ১৩১ |
| ষ্টেনসিল কালি | ১০০ গ্যালন | জি ব্রাদার্স, কলিকাতা | ৮৮৭৲ |
| রবার ষ্ট্যাম্পের কালি | ১,২০,০০০ | জে কেলার ম্যান, কলিকাতা | ১৮৭২০৲ |
| লাল গালা | ১১০ মণ | দি বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং, কলিকাতা | ১৩০৮০৲ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| লালগালা | ১১০ মণ | দি বেঙ্গল মিসলেনি লিঃ, কলিকাতা | ১৪০৮০৲ |
| ছুরি | ৩৫০০০ | বিশ্বেশ্বর বোস এণ্ড কোং, মুজাফরপুর | ৮৭৫০৲ |
| কাঁচি | ১২০০০ | বোস ব্রাদার্স লিঃ, মুজাফরপুর | ৮৬১৫৲ |
| কাল গালা | ১৩১০ মণ | এন, সি, কোম্পে, কলিকাতা | ১৩১০০৲ |
| সবুজ ঐ | ৭১০ মণ | মিঃ বি কে বিশ্বাস, কলিকাতা | ১০৬৫০৲ |
| লাল ঐ | ৭৮০ মণ | দি বেঙ্গল মিসলেনি লিঃ, কলিকাতা | ১১২৬০৲ |
| বাতিল সূতা বা cotton waste | ২৪০০ হন্দর | আবদে আলি সামসুদ্দিন এণ্ড কোং কলিকাতা | ৭০,০৫০৲ |
| ঐ | ৭০০ ,, | ঐ | ২০৪৩১।০ |
| ঐ | ৬০০০ ,, | ঐ | ৯৫,৬১৫৲ |
| ঐ | ২০০০ ,, | ঐ | ৩১,৮৭৫৲ |
| কেরোসিন তৈল | ১২০০০ কেস | দি ষ্টাণ্ডার্ড ওয়েল কোং, বোম্বে | কেশ প্রতি ৮৶০ |
| ঐ | ১০০০০ টিন | ঐ | টিন প্রতি ৩।৶০ |

## বস্ত্র ও বয়ন বিভাগ

| | | | টাকা |
|---|---|---|---|
| পাগড়ীর কাপড় | ৩৬২ গজ | দি বাকিংহাম এণ্ড করনাটিক কোং লিঃ, মান্দ্রাজ | ৪২১৲ |
| লাল সাল | ২৭০ গজ | দি সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, নাগপুর | ১২১৲ |
| খাকি পটি | ১০০ জোড়া | দি আটার্সলি মিল লিঃ, বোম্বে | ১৯৪৲ |
| বাতিল সূতা | ২০ টন | মুন্নালাল এণ্ড কোং, কানপুর | ১১,৭১৯৲ |
| টোয়াইন সূতা | ১০০ পাউণ্ড | দি কানপুর কটন মিলস কোং, কানপুর | ৫৮৭৲ |
| সবুজ ডুরি | ৪ | দি এলগিন মিলস কোং লিঃ, কানপুর | ১১০৲ |
| নীল ডুরি | ৩৭৫০ | দি কানপুর ডাইং এণ্ড এণ প্রিণ্টিং কোং লিঃ কানপুর | ১০,০৭৮৲ |
| ঐ | ৩৭৫০ | জে, সি ম্যাকন্সার এণ্ড কোং, কানপুর | ১০,০৬৯৲ |
| জলের বোতল কেরিয়ার | ৩০০ | ঐ | ২১৪৲ |
| ঐ | ৩১১ | হোয়াইট ফিল্ড এণ্ড কোং কানপুর | ২৪৯৲ |
| ঐ | ৩১৩ | দি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস্ কোং লিঃ, দিল্লী | ২৪৯৲ |
| বলষ্টার কেস | ৩৪৮ | দি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস কোং লিঃ, দিল্লী | ২৬০৲ |
| লাল কুল্লা | ২০০ | মিঃ লাভরি মল, লুধিয়ানা | ১১৩৲ |
| ফিডিং ক্লথ | ৯৬০ | এস সি দাস এণ্ড কোং, কলিকাতা | ২৮২০৲ |
| ষ্ট্রাপ স | ৭০০ | আর, বি, বুটা সিং এণ্ড সন্স লিঃ, রাওয়ালপিণ্ডি | ১৭৫০ |
| স্যাণ্ড ব্যাগস বা বালীর থ'লে | ৫৭২০০০ | এফ হারলে এণ্ড কোং কলিকাতা | ১,১৩,৪৮৬৲ |
| ঐ | ২০০০০০ | জি, ডি, বানার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা | ৩৯৫৬৩৲ |
| পশম | ১১২০ পাউণ্ড | | [illegible] |
| কর্ডিগান জ্যাকেট | ১৫০ | দি নিউ | |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| দস্তানা | ২৯১০ জোড়া | ঐ | ৩০১৭৲ |
| কম্বল | ৫৪ | দি বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিণ্ড মিল কোং লিঃ, বাঙ্গালোর | ২৯৭৲ |
| ঐ | ১৯১৭ | ঐ | ১১৫০২৲ |
| কাপড় | ৮০ গজ | বি, সি, নান এণ্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা | ১২৯৲ |
| ক্যাম্বিস থলে | ৩৫০ | জি, ডি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা | ৬২৮৸৵০ |
| লগ ল'ইন | ৪ হন্দর | ভগবান দাস এণ্ড সন্স কলিকাতা | ১৯৬৲ |
| লংক্লথ | ২০০ গজ | বি, সি, নান এণ্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা | ১১৩৲ |
| চটের থলে | ৩০০ | জি, ডি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১৯৫৸০ |
| ফিস লাইন | ১মণ সাড়ে ৩৭ সের | ডি, সি, নিয়োগী এণ্ড সন্স, কলিকাতা | ১০৬৷৴৩ |
| বাতিল সূতা | ১ টন | ভগবান দাস এণ্ড সন্স, কলিকাতা | ৭৩০৲ |
| জাল | ১৯০০ | এস, সি, দাস এণ্ড কোং, কলিকাতা | ৯২০৷৴০ |
| টোয়াইন | ৮ মণ | [illegible] এণ্ড কোং কলিকাতা | ১৮৮ |

বর্ত্তমান সংখ্যায় cotton waste ( বাতিল সুতা ) এবং গালার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার সহিত এই কণ্ট্রাক্টের বিবরণটী মিলাইয়া দেখিবেন এক ভারত গভর্ণমেণ্টই কত টাকার গালা ও বাতিল সুতার কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন।

# কৌশলে কাজ হাঁসিল

মিঃ সেন ( চক্ষু আরক্ত করিয়া )। দেখো, কুকুরওয়ালা! তোম্‌হারা কুত্তা বহুৎ খারাব্‌ হ্যায়। হামারা কোঠীমে ঘুস্‌কে হাঁস মুরগী সব কোইকো রোজ্‌ ঠোঁক্‌তা হ্যায়। হাম্‌ উসকো আউর নেহি ছোড়েগা।

কুকুরওয়ালা। মাফ্‌ কিজিয়ে হুজুর! আজ ছোড়্‌ দিজিয়ে, আজ্‌হি হাম্‌ উস্‌কো বেচ্‌ দেঙ্গে ; উস্‌কো খরিদ্দার ঠিক্‌ হো গিয়া।

মিঃ সেন। তব্‌ দোস্‌রাকো কেঁও দেঙ্গে, হামারা পাছ্‌ঠি বেচো।

# চাএ ভেজাল

চা এখন এদেশে অন্নপানীয়ের অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক বেলা আহার না করিলেও চলে, কিন্তু প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক পেয়ালা চা না হইলে প্রাণ রাখাই দায় হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার রাস্তার অলিতে গলিতে এখন চায়ের দোকান দেখা যায় এবং সকাল সন্ধ্যা সব সময়েই মৌমাছির মত চাখোরগণ এই সব দোকানে ভন্ ভন্ করিতে থাকে।

এসবত বাবুদের জন্য ব্যবস্থা। আবার কুলী, মজুর ও ক্যাব্ম্যান্দের জন্যেও চা'র অনেক দোকান আরম্ভ হইয়াছে। মিল অঞ্চলের কুলীদিগের জন্য অনেক ফেরীওয়ালা আবার চা ফেরী করিয়া বিক্রী করে। একটা পিতলের কলসীর নীচে একটা লোহার উনুন বসানো থাকে; কলসীর মধ্যে চা উনুনের আগুনে সব সময় গরম থাকে; কলসীর গায়ে একটা stopper বা কল লাগানো থাকে; সেই কলের মুখ খুলিয়া ফেরীওয়ালারা মাটীর গেলাসে করিয়া চা বিক্রয় করে। সহস্র সহস্র কুলী দিনে ৩।৪ বার করিয়া এই গরম চা পান করিয়া থাকে। চায়ের টান্ বা চাহিদা যখন এত বাড়িয়া গিয়াছে তখন ভেজালও অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে জিনিষটার টান্ যত বেশী তাহার জোগান্ সেই অনুপাতে না হইলে ব্যবসাদারেরা ভেজালের সাহায্যে বাজারের টান্ মিটাইতে চেষ্টা করে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই দুধ খাইতে চায়, অথবা দুধের কোনও না কোনও রূপান্তরিত খাদ্য যথা সন্দেশ, রসগোল্লা, দই রাবড়ী, ক্ষীর, ইত্যাদি খাইতে চায়; কিন্তু এই বিশ্বগ্রাসী টানের সমান জোগান্ নাই। দোকানদার তখন দুধে জল মিশাইয়া এই বিশ্বগ্রাসী তৃষ্ণার নিবারণ করিতে আরম্ভ করে। খাঁটী ঘি খাইবার জন্য ভারতবর্ষের লোক পাগল, এবং যথেষ্ট দাম দিতেও প্রস্তুত; কিন্তু বাজারে সে পরিমাণ ঘিয়ের জোগান্ নাই, সুতরাং ঘিয়ের কারবারী মহুয়ার তেল অথবা গরু, শূকর, কিম্বা সাপের চর্ব্বি যাহা সস্তায় পায় তাহাই মিশাইয়া ঘি বলিয়া বাজারে বিক্রয় করে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ীরা ঘিয়ের নানারূপ substitute বা বদল বাহির করিয়া তাহার নানা বৈজ্ঞানিক গুণ গান করিয়া বাজারে চালাইতে চেষ্টা করেন। দুনিয়ার সকল কারবারেরই নিয়ম এই।

চায়ের টান্ আজ ভারতবর্ষে দুধ ঘির টান্ অপেক্ষা বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ অবস্থানুসারে দুধ ঘি অনেকে হয়ত খান না অথবা খাইবার সঙ্গতি নাই; কিন্তু চায়ের সম্বন্ধে দেখিতেছি ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র অধিকাংশ লোকেই চায়ের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই ভারতের বাজারে চায়ের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। টান্ যখন এত বেশী তখন ভেজাল্ কারকেরও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে দুই রকমের চা'র কাটতি। এক ভাল চা যাহা বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে মানুষকে চায়ের ভক্ত করিয়া তোলে। আর এক রকমের চা যাহার স্বাদ অথবা গন্ধ তেমন নাই কিন্তু উত্তেজক গুণগুলি যথেষ্ট আছে। দার্জ্জিলিঙ্গ, নীলগিরি, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশের মাটীর গুণে সে দেশে খুব সুগন্ধযুক্ত চা উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিঘা প্রতি জমিতে এই সকল চা'য়ের ফলন অত্যন্ত কম। আবার আসাম, জলপাইগুড়ী, এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের

জমিতে চায়ের ফলন খুব বেশী হয় কিন্তু সে চা'র গন্ধ ও আস্বাদ উপরোক্ত চা'য়ের তুলনায় কিছুই নহে।

ফলতঃ দার্জ্জিলিঙ্গের অরেঞ্জ পিকো কিম্বা অরেঞ্জ ফ্লাওয়ারী পিকো প্রথম নম্বরের চা যাহারা পান করিতে একবার অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আসাম অথবা ডুয়ার্সের চা কখনও মুখে দিতে পারিবেন না। যেমন গয়া অথবা বিষ্ণুপুরের ৩০।৪০৲ টাকা মণ দরের তামাক যাহারা সেবন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পাড়াগায়ের দা কাটা গুড় মিশানো তামাক কখনও ছুঁইতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ পাড়াগেয়ে তামাকের কি কোনও গ্রাহক নাই—না তাহার সমজদার নাই? বরং ব্যবসায় ক্ষেত্রে গয়াও বিষ্ণুপুরের তামাক কয়েকজন বড় লোক খরিদদারের মধ্যে চলে, কিন্তু ঐ পাড়াগায়ের দাকাটা তামাকের খরিদদার লক্ষ লক্ষ কৃষি ও শ্রমজীবি। সুতরাং এই নিকৃষ্ট তামাকের কারবার করিয়া বহু লোকের উপজীবিকা চলে এবং বহু লক্ষ টাকা ইহাতে খাটিয়া থাকে।

চায়ের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ভাল দার্জ্জিলিঙ্গের চা কেবল অবস্থাপন্ন লোকেরাই খাইতে পারেন, কারণ ইহার দাম খুব বেশী। কিন্তু নিকৃষ্ট চায়ের খরিদদার পৃথিবীর কোটী কোটী গরীব চাষী ও শ্রমজীবিগণ। আমাদের দেশে যাহারা মধ্যবিত্ত বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের অবস্থা আধুনিককালের চাষী ও শ্রমজীবিদিগের চেয়েও খারাপ, সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকেরাও এই নিকৃষ্ট চায়ের খরিদদার এবং ইঁহাদের জন্যই কলিকাতায় ও অন্যান্য সহরে অসংখ্য চায়ের দোকান গজাইয়া উঠিয়াছে।

উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিঙ্গ চায়ে ভেজাল দেওয়া শক্ত; কারণ এই চায়ের এমন একটি সুগন্ধ আছে, যাহার ভেজাল বাহির করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কেমিষ্ট্রির সাহার্য্যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, লেবু, কলা, ভ্যানিলা, অরেঞ্জ ইত্যাদির কৃত্রিম এসেন্স যখন বাহির হইয়া বাজারের সর্ব্বত্র চলিতেছে, তখন এমন দিনও আসিতে পারে যখন দার্জ্জিলিঙ্গ চায়ের সৌরভ যুক্ত কৃত্রিম এসেন্স বাজারে আমদানী হইবে এবং দার্জ্জিলিঙ্গ চায়ের অনুকরণে ভেজাল চা বিক্রয় হইবে। কিন্তু সে যখন হইবে তখন দেখা যাইবে। এখন যে চায়ে ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে তাহার কথা বলি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আসাম, জলপাইগুড়ি এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে নিকৃষ্ট চা জন্মে; কিন্তু তাহার ফলন যেমন খুব বেশী, দামও তুলনায় প্রথম শ্রেণীর চা অপেক্ষা অনেক কম। ব্যবসায়ের হিসাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই চায়েরই চলন খুব বেশী এবং ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভেজাল চলিতেছে। এই চায়ের পাতা এবং গুঁড়া দুই সমান চলে।

দেশের সর্ব্বত্র যে সকল চায়ের দোকান দেখা যায়, তাহার অধিকাংশ দোকানেই চায়ের গুঁড়া ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলিতে করিয়া গরম জলের কেট্‌লির মধ্যে রাখা হয় এবং এই পুটুলীর মধ্যস্থিত গুঁড়া হইতে চায়ের আরক বাহির হইয়া আসিলে পেয়ালায় খরিদদার দিগকে দেওয়া হয়। এই গুঁড়ার সহিত ভেজাল দেওয়া খুব সোজা।

১। সকলেই জানেন যে চা ওজন দরে বিক্রয় হয়; গুঁড়া চায়ের সহিত সূক্ষ্ম রঙ্গীন বালী অথবা রঙ্গীন কেওলিন্ সচরাচর মিশানো হইয়া থাকে। কেওলিন ও বালি খুব ভারী বলিয়া ইহাতে চায়ের ওজন খুব বাড়িয়া যায় অথচ ক্রেতা কিছুই বুঝিতে পারেনা।

বালী অথবা কেওলিনের ( যাহা হইতে চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি তৈয়ারী হয় ) রং সাদা। এই সাদা রং বদলাইয়া চায়ের মত না করিলে চায়ের গুঁড়ার সহিত উহা মিশে না, এবং সহজেই ধরা পড়ে; এইজন্য

কেওলিন এবং বালী কে রং দিয়া রঙ্গানো হয়। সচরাচর প্রুশিয়ান ব্লু (Prussian blue), নীল রঙ্গ (Indigo) অথবা অন্যান্য Edible chemical colours অর্থাৎ যে সকল কেমিকেল রঙ্গ নানারূপ খাদ্য দ্রব্যে মিশাইয়া তাহাকে রং করা হয় সেই সকল রঙ মিশাইয়া কেওলিন এবং বালীকে রঙ্গাইয়া চায়ের গুড়ার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

এই চা বাজারে সাধারণতঃ Teadust, Fluff, Sweepings ইত্যাদি নামে বিক্রীত হয় এবং এক ভারতবর্ষেই বহুলক্ষ টাকার কাটতি হয়। প্রত্যেক পাউণ্ড চায়ের গুঁড়ার সহিত অনেক সময় অর্দ্ধপাউণ্ড কিম্বা তাহার বেশীও এই সকল জিনিস ভেজাল দেওয়া হয়। এক পাউণ্ডের ওজন আমাদের আধসের। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে চায়ের ভেজালদারেরা অন্যায় উপায়ে কি অপরিমিত লাভ করিয়া থাকে।

দুইটা কারণে সাধারণ লোকে সহজে এই ভেজাল ধরিতে পারে না। চা'র কৃত্রিমতা ধরা পড়ে যদি তাহার গন্ধ অথবা বর্ণে বিভিন্নতা দেখা যায়; কিন্তু বর্ণ ধরিবার জো নাই কারণ বালী অথবা কেওলিনকে এমন করিয়া চায়ের রঙ্গে রঙ্গানো হয় যে উহার গায়ে গরম জল লাগিলেই সে জলের রঙ্গ ঠিক চায়ের রঙ্গে পরিণত হয়। সুতরাং রঙ্গের দিক্ দিয়া ধরিবার উপায় নাই।

এখন বাকী গন্ধের দিক্ দিয়া দেখা যাক্। Tea dustএ অর্থাৎ গুঁড়া চা'য়ে সচরাচর চায়ের সুগন্ধ খুব বেশী থাকে। সুতরাং চা যখন তৈয়ারী হয় তখন এই ভেজাল চায়েতেও যথেষ্ট পরিমাণে চায়ের গন্ধ পাওয়া যায় সুতরাং ক্রেতা কিছুই বুঝিতে পারেন না। তারপর ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে যাহা থাকে তাহার মধ্যে কোন্‌টা বালী, কোন্‌টা কেওলিন, আর কোন্‌টাইবা গুঁড়া চা তাহা বোঝা যায় না, কারণ সকলেই রঞ্জিত বলিয়া কাহাকেও ধরা যায় না।

তবে যদি কেহ চাখিয়া দেখেন তবে বালী দাঁতে পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহারও আবার কাটান্ আছে। কারণ Tea dust অথবা Tea sweepings চা'র Factory বা কারখানার মেজে ঝাঁট দিয়া সংগ্রহ করা হয়। এখন সহজে তর্ক উঠিতে পারে যে কুলিরা কর্ম্মোপলক্ষে খালি পায়ে কারখানা ঘরে এবং বাগানে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং তাহাদের পায়ের ধূলা বালিও এই চায়ের sweepings বা ঝাঁটার সহিত একত্রে সংগৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং দাঁতে বালী লাগা অসম্ভব নহে। বালী ধরা পড়িলেও, কেওলিনের ভেজাল সহজে ধরা পড়ে না, কারণ কেওলিন দাঁতে লাগিলে দাঁত কির্ কির্ করে না।

২ চায়ের পাতার সহিত যে কত রকম পাতা মিশানো হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমরা প্রধান কয়েক প্রকার ভেজালের বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি প্রত্যেক দোকানে চায়ের পাতা সিদ্ধ করিবার পর উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়; ঐ সিদ্ধ পাতা এক দল লোকে কুড়াইয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আমড়া তলার কয়েক জন চা ব্যবসায়ীর নিকট অতি অল্প দামে বিক্রয় করে। উহারা ঐ সকল পাতায় আবার রঙ্গ দিয়া শুকাইয়া খাঁটী চায়ের পাতার সহিত ভেজাল দিয়া বিক্রয় করে। এই সিদ্ধ চায়ের পাতা ক্রয় বিক্রয়ের একটি Organised business, অর্থাৎ নিয়মিত ব্যবসায় চলিতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, কানপুর, দিল্লী, নাগপুর অঞ্চলে এই ভেজাল চা প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয়।

৩। বাঁধাকপি, সিমুল এবং পলাশের পাতাও এইরূপ শুকাইয়া এবং রং দিয়া চায়ের পাতার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

৪। সিংহলের চায়ের সম্বন্ধে (ceylon tea) সর্ব্বা-

পেক্ষা গুরুতর ভেজালের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহল দেশে চা এবং কফির ন্যায় যথেষ্ট রবারের চাষ আছে। রবার গাছের পাতা শুপাইয়া তাহাতে রঙ্গ দিয়া চায়ের সহিত মিশাইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ceylon tea নামে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রয় হইতেছিল। এই জুয়াচুরী ধরা পড়ায় বিলাতের বাজারে ceylon teaর কাট্‌তি এত কমিয়া গিয়াছে যে সিংহল দেশের গভর্ণমেণ্ট ইহার সমুদয় বিষয় তদন্ত করার জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কমিটীর রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই কমিটীর মন্তব্য হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"An infusion of prepared rubber leaves alone is most unpalatable and nauseating; they mix therefore a certain proportion of tea with rubber leaves. For instance 2000 lbs of ordinary tea would be mixed with 2000 lbs of prepared rubber leaves and the whole packed and exported as "pure ceylon Broken pekoe."

অর্থাৎ কেবলমাত্র রঞ্জিত রবারের পাতার চা তৈয়ারী করিলে তাহা একেবারে বিশ্রী, বিস্বাদময় লাগে এবং খেতে বমি আসে এই জন্য ব্যবসায়ীরা চায়ের সহিত

খাদ্যদ্রব্যে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে কোথায় কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহা ব্যবসাও বাণিজ্যের প্রত্যেক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিব। এ সম্বন্ধে যদি কেহ কোন সন্ধান রাখেন তাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলে সাদরে তাহা প্রকাশ করিব।

পরিমাণ মত রবারের পাতা ভেজাল দেয়। সাধারণতঃ দুই হাজার পাউণ্ড আসল চায়ের সহিত দুই হাজার পাউণ্ড রঞ্জিত রবারের পাতা ভাল করিয়া মিশাইয়া ছোট ছোট প্যাকেট তৈয়ারী করা হয়। ইহাই—pure ceylon Broken pekoe অর্থাৎ সিংহলের বিশুদ্ধ Broken pekoe বলিয়া নানা দেশে চালান দেওয়া হয়।

রিপোর্টের প্রকাশিত এই বিবরণের উপর আর টীকা টীপ্পনীর প্রয়োজন নাই।

৫। অতঃপর আর এক প্রকার ভেজালের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের শেষ করিব। যাঁহারা চা ব্যবহার করেন তাঁহারা জানেন যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চায়ের মধ্যে ডাল পালার সংখ্যা ( ইংরাজীতে যাহাকে stick বলে ) আদৌ নাই। ইহার পাতাগুলি অতি ক্ষুদ্র; চা গাছের পল্লবাগ্র অতি ক্ষুদ্র কোমল রক্তাভা কিম্বা তাম্রাভা যুক্ত। যে কয়েকটী নূতন নূতন কিশলয় বাহির হয় তাহা যদি আলাদা করিয়া তুলিয়া শুকাইয়া এবং ভাজিয়া তৈরী করা যায়—তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর চা তৈরী হয়। এই পত্র বা পত্র মুকুলের আশে পাশে যে সকল কচি কচি পাতা থাকে তাহা হইতে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট রকমের চা তৈরী হয়। তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট চা করার জন্য আরও বড় বড় পাতা তোলা হয়, যাহার বর্ণ ও গন্ধ উপরোক্ত ভাল চা অপেক্ষা খুব খারাপ। এতদ্ব্যতীত এই গ্রেডের চায়ের সহিত চা গাছের পল্লবের ছোট ছোট ডাল পালা ( ইংরাজীতে যাহাকে stick বলে ) প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। এই রকমের পাতা এবং ডাল চা বলিয়া বাজারে বিক্রয় করা কখনও উচিত নহে। কিন্তু চায়ের টান পৃথিবীতে যতই বাড়িতেছে ততই মুকুল এবং পল্লবের কচি পাতা ছাড়িয়া ব্যবসায়ীরা বড় বড় পাতা এবং ডাল পালা সংগ্রহ করিয়া মিশাল দিতেছে। এ সকলও এতদিন চলিয়া আসিতেছিল এবং ব্যবসায়ের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি নূতন আরও এক প্রকার ভেজালের বিবরণ সিংহল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটী প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রত্যেক চা বাগানে ( prunning ) বা পাতা ছাঁটার সময় ( season ) প্রত্যেক গাছের নীচে অসংখ্য ডাল পাতা কাটিয়া ছাটিয়া ফেলা হয়। সিংহলের সমুদয় বাগানে এই সকল পাতা এবং ডালপালা এতদিন বাগানেই পচাইয়া জমির সারে লাগান হইত অথবা বাগানের বাহিরে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সম্প্রতি এই ( prunning ) বা পাতার ছাঁট হইতে এক বৃহদাকারের নূতন ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ চাবাগানের কর্ত্তৃপক্ষ এখন আর চায়ের পাতার ছাঁট আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া দেন না। ইহা এখন রীতিমত দামে বিক্রয় হয়। আরবদেশীয় মূরগণ প্রধানতঃ ইহার খরিদদার। ছালায় বস্তাবন্দী করিয়া গাড়ীতে করিয়া বাগান হইতে এই সকল পাতা ও ডালের ছাট্ ইহারা খরিদ করিয়া আনে এবং রৌদ্রে শুকাইয়া কাঠের উদুখল বা হামানদিস্তায় কাঠের মুগুর দিয়া এই সব পাতা ও ডাল গুড়া করিয়া সূক্ষ্ম চালুনীতে ছাঁকিয়া লয়। কাঠের খল এবং কাঠের মুগুর ব্যবহার করার মানে আছে। লোহা কিম্বা অপর কোনও ধাতুপাত্রে গুঁড়া করিলে চায়ের ট্যানিনের সহিত ধাতুর সংস্পর্শ হইয়া চায়ের রঙ্গ খারাপ হইয়া যায়; এইজন্য উহারা কাঠের খল ও কাঠের মুগুর ব্যবহার করে। ছাঁকনীতে ছাঁকিবার পর বড় বড় ডাল পালা, আঁস এবং ছাট বাহিরে ফেলিয়া দেয় এবং নীচে যে চায়ের গুড়া পড়ে তাহাই সংগ্রহ করে। এই চায়ের গুঁড়ার রঙ্গ অনেকটা কটা তামাটে রঙ্গের মত হয়। ইহাকে কালো চক্ চকে চায়ের রঙ্গে আনিবার জন্য ইহারা নিম্নের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে।

একটা বড় মাটীর গামলা অথবা কাঠের টবে কোচিনিল ( একরূপ রঙ্গ ) জলে গুলিয়া তাহার মধ্যে প্রথমে এই গুড়া চা ফেলিয়া বেশ করিয়া রঞ্জিত করা হয়। আর একটা গামলায় চুন জল ভিজানো থাকে। কোচিনিলের গামলায় গুঁড়া চাগুলি প্রথমেরঙ্গাইয়া শেষে চূনের গামলায় ফেলিলেই উহার রঙ্গ ঠিক চায়ের রঙ্গের মতো হয়। তখন এই চায়ের গুঁড়ার তাল বা মণ্ড পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই Tea dust বা চায়ের গুঁড়া তৈরী হইল; এই চাই তখন প্যাকেট করিয়া লেবেল আঁটীয়া বাজারে Pure Ceylon tea বা বিশুদ্ধ সিংহলের চা নামে বিক্রয় হয়

এবং প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়। কোন কোন ব্যবসায়ী ইহার সহিত দয়া করিয়া উৎকৃষ্ট কোয়ালিটীর আসল চাও কিছু পরিমাণে মিশাইয়া থাকেন যাহাতে চা তৈরী করিলে ক্রেতা চায়ের একটু সুগন্ধ উপভোগ করিতে পারেন। সিংহলে যাহা হইতেছে তাহা অচিরেই হয়ত আসামে ও বাংলা দেশেও আরম্ভ হইবে।

# বঙ্গে কচুরী পানার সমস্যা

বাংলা দেশে সমস্যার আর সীমা নাই। অন্ন সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, ম্যালেরিয়া সমস্যা বাঙ্গালীকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। কচুরি পানা সামান্ত পানা মাত্র হইয়াও যেরূপ ভীষণ ভাবে বাংলা দেশকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাংলার কৃষককুল উদ্বাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কচুরি পানা বাঙ্গালীর নিকট আজ এক বিরাট সমস্তার আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহার আদি নিবাস ব্রেজিলে। কিন্তু বাংলা দেশে কচুরি পানা আজ যেরূপ ভাবে শিকড় গাড়িয়াছে এবং বংশ বৃদ্ধি করিতেছে তাহাতে বাংলার নদী, নালা খাল, বিল, পুষ্করিণী একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে নৌকা চলাচলও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই ইহার বিক্রম বেশী। শীত প্রধান দেশে যেখানে তুষার পাত হয়, সেখানে কচুরি পানা বংশ বিস্তার করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উহা মানব চক্ষুর গোচরীভূত হয়। অনেকে সন্দেহ করেন যে, উহার সুন্দর ফুল দেখিয়া বাগান সাজাইবার জন্ত লোকে আপন আপন বাগানে উহা আমদানী করে। তাহারই ফলে উহা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ফ্লোরিডার জন কয়েক সৌখিন লোক তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ নদী কচুরি পানায় সজ্জিত করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই সজ্জা সমস্তায় পরিণত হইল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কুইন্সল্যাণ্ডের লোক কচুরি পানার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কোচিন চায়নার অধিবাসীরা সমস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল; ১৯১৩ সালে ব্রহ্মদেশ মাথায় হাত দিয়া বসিল; ১৯১৪ সাল হইতে বাঙ্গালী আজও ভাবিতেছে, কেমন করিয়া এ সমস্তার সমাধান করা যায়। ১৯১৪ সালে যখন ইয়োরোপে মহাসমর আরম্ভ হইল, তখন পূর্ব্ব বঙ্গে কচুরি পানার প্রকোপ এতই বাড়িল যে, অনেকেই মনে করিল, জার্ম্মাণদের কারচুপিতেই উহা ঘটিয়াছে, তাই স্থানীয় অধিবাসীরা "জার্ম্মান পানা" বলিয়া উহার নামকরণ করিল।

কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, কোন ব্যক্তি ১৯১০ সালে পূর্ব্ববঙ্গে উহা আনেন, এবং তাহার ফলেই কচুরি

পানার বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু বরিশালের খাঁ বাহাদুর মৌলভী হেমায়তুদ্দিন আমেদ বলেন যে, তিনি তাঁহার বাল্যকালে বাখরগঞ্জের বিলে উহা দেখিয়াছিলেন। মিঃ এ এল গডেন ( Mr A L Godden) বলেন যে, ১৮৯৮ বা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিল পথে সার জন উডবর্ণকে ষ্টিমারে করিয়া আনিবার সময় পানা সাফ করিয়া তবে তাঁহাকে আনিতে পারা যায়। সুতরাং ১৮৯৮ বা ৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কচুরি পানা ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। যাহা হউক, ১৯১৪ সালে নারায়ণগঞ্জের বণিক সভা ( Narayanganj Chamber of Commerce ) কচুরি পানার বিপদ-বার্ত্তা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনেন।

একটা মজার ব্যাপার এই যে বঙ্গীয় কৃষক কুলের কত হিতাকাঙ্খী সভা আজ কাল দেশের নানা স্থানে ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু ইহাদের কেহই এই কচুরী পানা সমস্যার কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহে। কৃষক সভা, রাইয়ৎ সভা ইত্যাদি কত সভা হইতেছে, ইহাদের সকলেরই ধুয়া জমিদার অত্যাচারী, অবিচারী, অনাচারী, সুতরাং উহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগো। এই সকল নবজাত সভা সমিতিগুলির মূল খুঁজিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও ব্যক্তি বা দল বিশেষ এক একটা মতলব লইয়া কৃষকদিগকে চেতাইয়া তুলিতেছে। রিফর্ম্ম কাউন্সিলে কৃষকদিগের ভোট যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই সকল সভা সমিতির অস্তিত্ব কেহই দেখিতে পাইত না। কাউন্সিলে সভ্য নির্ব্বাচনের সময় কৃষক ভোটারের বাড়ীতে হবু মালসীদিগকে অথবা তাঁহাদের এজেণ্টদিগকে ধন্না দিতেই হইবে; সুতরাং কিছু পূর্ব্ব হইতেই কৃষকদিগের অথবা রাইয়তদিগের বন্ধু সাজিয়া বন্ধুত্বের রিহার্সেল দেওয়া দরকার। নচেৎ চাষী ভাইদিগকে নির্ব্বাচনের সময় হাত করা যাইবে না। এই রকমের একটা না একটা মতলব লইয়াই এদেশে কৃষক সভা, প্রজাবন্ধু সভা, রাইয়ত সভা ইত্যাদি নানা সভা গড়িয়া উঠিতেছে; তাই আসল কাজ কিছুই হইতেছে না, লাভের মধ্যে কেবল হিন্দুতে মুসলমানে, জমিদারে প্রজায়, মহাজনে খাতকে নানারূপ বিবাদ বিসম্বাদ বাধিয়া উঠিতেছে। এই বিদ্বেষের বীজ চারিদিকে যেরূপ ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কৃষকদিগের কোন হিতসাধন হউক আর না হউক জমিদার এবং প্রজার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবারই অধিক সম্ভাবনা।

সভাসমিতি ত এই করিতেছেন। আর জমিদারেরা কলিকাতায় বসিয়া উচ্চাঙ্গের রাজনীতি চর্চ্চা করিতেছেন, অথবা রাজধানীর নৃত্যগীত এবং বিলাস বিভ্রমের মধ্যে মগ্ন হইয়া আছেন। এদিকে সহস্রবাহু রাক্ষসের ন্যায় কচুরী পানা তাঁহাদের কৃষকের ক্ষেত, খামার, খাল, বিল যে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে সে খবর রাখাও তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না।

কারণ, কবুলতীর সর্ত্ত অনুসারে প্রজাকে ভূমির রাজস্ব দিতেই হইবে, তা' সে জমিতে ধান হউক, আর কচুরী পানার ফুলই ফুটুক। চৈত্র মাসের মধ্যে যদি খাজনা পরিশোধ করিতে না পারে, তবে প্রজার নামে তামাদী আরজী দাখিল করার জন্য নায়েব গোমস্তার উপর কড়া হুকুম আছে এবং আইনের আঁকমাড়া কলে প্রজার নিকট হইতে যথা সময়ে খাজনা সুদে আসলে আদায় হইয়া আসিবেই, তা'তে তার হাল, গরু, ভিঁটা, মাটী থাকুক্ আর যা'ক। এইরূপ একটা হৃদয়হীন ব্যবস্থার ফলে জমিদারের রাজস্ব এবং মুনাফা যখন আদায় হইয়া আসিতেছে তখন, দুত্তোর তোমার কচুরী পানা—কে আবার ঐ বিদ্‌ঘুটে জিনিষটার জন্যে মাথা ঘামায়! তা'র চেয়ে

নাচো, গাও

ঢালো, খাও।

এইরূপে জমিদার এবং প্রজাবন্ধুর দল সকলেই যখন এই কচুরী পানার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ বা

উদাসীন, তখন বিদেশী বণিকসভাই এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইঁহারা যে কৃষকদিগের দুঃখে কাতর হইয়া গভর্ণমেণ্টকে খোঁচাইতে সুরু করিলেন তাহা বিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। ইংরাজ চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে ইহারা বাধাকে সহজে মানিতে চায় না এবং যেখানেই তাহাদের স্বার্থে ঘা লাগে সেইখানেই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য লাগিয়া যায়।

তাহারা যেই দেখিল যে কচুরী পানার প্রকোপে কৃষক তাহার জমিতে পাট বুনিতে পারিতেছে না, খালবিল দিয়া পাটের নৌকা সহজে চলা ফেরা করিতে পারিতেছে না, তখনই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের চেম্বার অব্ কমার্সের সাহায্যে গভর্ণমেণ্টকে এমন করিয়া চাপিয়া ধরিল যে সেই চেষ্টা এবং আন্দোলনের ফলে কচুরী পানা সমস্যা নিরাকরণের জন্য গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগে একটী স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই রাক্ষসের হাত হইতে বাংলার খাল, বিল, ক্ষেত, খামার রক্ষা করিবার আয়োজন হইতেছে। জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই। কচুরীপানায় বাংলার সর্ব্বনাশ করিতেছে কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর হুঁস্ নাই।

তাহাকে খোঁচাইলেও সে নিদ্রালু নয়নে বলিতেছে

"কেবা আঁখি মেলে?"

কৃষকেরা এত অজ্ঞ যে এই জিনিষটা জার্ম্মানদের কারচুপী বলিয়াই ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে জন্মগত সংস্কারের চাপে তাহারা হয়ত বলিয়া বসিবে যে তাহাদের অদৃষ্টে ইহা লেখা আছে, সুতরাং কচুরী পানার হাত এড়াইবার সাধ্য কি? তাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক পরিহাসের ব্যাপার এই যে যাহাদিগকে আমরা উঠিতে বসিতে শোষক এবং শয়তান বলিয়া পরিচয় দেই, সেই বিদেশীয় বণিকেরাই এই বিরাট রাক্ষসের নিঃশব্দ অভিযানের বিবরণ দেশের এবং গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করিয়াছে।

কচুরি পানা ধ্বংশ করিবার জন্য পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল আয়োজন হইয়াছে তাহার বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

১৯১৭ সালের আগষ্টমাসে সারা পূর্ব্ববঙ্গ ব্যাপিয়া বন্যা হয়। তাহাতে বহু পানা বন্যার জলে ভাসিয়া

সমুদ্রে পতিত হয়। ইহার ফলে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে উহার দৌরাত্ম্য কতকটা কম ছিল। কিন্তু ১৯২০ ও ১৯২১ সালে পানা ভীষণ ভাবে বাড়িয়া গিয়া ধান্য ক্ষেত্রেরও অপকার করিতে আরম্ভ করে। যে সকল জিলায় খাল পথ দিয়া যাতায়াত করিতে হয়, সে সকল স্থানে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রতিপদে পানার প্রতিবন্ধকতায় নৌকা অগ্রসর হইতে পারে না। যে নদীর স্রোত কম, তাহাতে গমনাগমন বন্ধ হইয়া গেল। নদীয়া জেলার চূর্ণী, জলাঙ্গী, ভৈরব, গোরাই প্রভৃতি নদী কচুরী পানার আক্রমণে এবং অত্যাচারে যাতায়াতের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

# কচুরি পানার জীবনেতিহাস

শুধু বাংলা দেশে নহে, ফ্লোরিডা, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কচুরি পানা তদ্দেশীয় লোকেদের অত্যন্ত ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এই পানার শিকড় বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্রুতবেগে বংশ বিস্তার করে। যখন এই পানা জলে ভাসিতে থাকে, তখন পাতার ডালগুলি ব্লাডারের মত বেশ ফাঁপিয়া থাকে; তাহাতে সমগ্র পানাটি বয়ার Buoya মত ভাসিয়া থাকে। পাতাগুলি নৌকার পালের মত কাজ করে অর্থাৎ বাতাস লাগিয়া ভাসিতে ভাসিতে পানা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহা যখন কাদার মধ্যে জন্মে, তখন ডালগুলি ব্লাডারের মত ফাঁপিয়া থাকে না। এক একটি পানায় দশ বারটি সুদৃশ্য ফুল জন্মে। ফুল ফুটিবার সময় পানা যেখানে জন্মে, সেখানে যদি জল তিন চার ইঞ্চি গভীর হয় তাহা হইলে উহা মাটি পর্য্যন্ত শিকড় নামাইয়া দেয়। অনুকূল অবস্থায় পানা বাংলা দেশে তিন ফুট পর্য্যন্ত উচু হয়। ইহা বীজ এবং শিকড় উভয়ের মধ্য দিয়াই বংশ বিস্তার করে। ফুল যখন ম্লান হইয়া আসে, তখন পানা পুষ্প কোরকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া পড়ে এবং যে স্থানে বীজ থাকে, সে স্থান জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়। বীজ পাত্রটি জলের মধ্যে খুলিয়া যাওয়ায় বীজ ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহা কয়েক মাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্পে সুশোভিত হয়।

বীজ হইতে পানা কিরূপভাবে অঙ্কুরিত হয়, তাহা নানাভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই বীজ পরীক্ষা সফল হয় নাই। অধিকন্তু বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য যে সকল ফুল আহরণ করা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশের মধ্যেই বীজ পাওয়া যায় নাই। শতকরা ১০০টি ফুলের মধ্যে মাত্র একটিতে বীজ পাওয়া গিয়াছিল এবং প্রাপ্ত বীজের সংখ্যা একটি দুইটির অধিক নহে। যাহা হউক উহা লইয়াই চারি প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। কতকগুলি বীজ ভিজা ব্লটিং পেপারে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কতকগুলি জলে, কতকগুলি কাদায় এবং কতকগুলি ভিজা মাটিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং একমাস ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় নাই।

কচুরি পানা হইতে পটাস কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে ১৯১৮।১৯ সালে নারায়ণগঞ্জে তাহার পরীক্ষা করিবার সময় হাজার হাজার পানা সংগ্রহ করিয়া দেখা যায় যে উহারা আর একটি পানা হইতে বিচ্যুত

হইয়াছে। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, একটি পানা আপন দেহ হইতে অন্য পানার জন্ম দেয়, তাহা হইতে আবার অন্য পানা জন্মে, এমনি করিয়া পানার বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সকল পানাই পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

প্রত্যেক পানা হইতে একটি শাখা বহির্গত হয়। ইহা ছয় হইতে আট ইঞ্চি লম্বা হয়। এই শাখার মুখে কয়েকটি পত্রগুচ্ছ জন্মে। ইহাই নবজাত কচুরি পানা। যতক্ষণ না গাছের মধ্য হইতে শিকড় বাহির হয়, ততক্ষণ উহা জন্মদাতা পানার নিকট হইতে রস সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হয়। শিকড় জন্মাইলেই নিজে নিজেই রস সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হয়। উপরি উক্ত শাখা ভাঙ্গিয়া যাইলেও বংশ বিস্তারের ক্ষতি হয় না। ভগ্ন শাখা ভাসিয়া যাইয়া স্থানান্তরে কচুরি পানার সৃষ্টি করে।

অষ্ট্রেলিয়ার এক বিবরণে প্রকাশ, উক্ত ভগ্ন শাখা এক মাসের মধ্যে ৬০০ বর্গ মিটার স্থান কচুরি পানায় ছাইয়া ফেলিয়াছিল। একটি মাত্র পানা কয়েক মাসের মধ্যে ৩০ বর্গ ফুট স্থান ছাইয়া ফেলিয়াছে—মিঃ ম্যাক-সুইনি ইহা আসাম প্রদেশে স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছেন। পটাস সংগ্রহ করিবার জন্য নারায়ণগঞ্জের এক পুষ্করিণী হইতে পানা তুলিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে উক্ত পুষ্করিণী আবার পানায় ঢাকিয়া গিয়াছিল।

পানার ডালগুলি ফাঁপিয়া থাকে ও বাতাসে বড় বড় পাতাগুলি পালের কাজ করে বলিয়া উহা সহজেই দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার সুযোগ পায়। লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে, বাতাসের বেগে পানা ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে ভাসিয়া যাইতেছে।

# পানার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৯১৪ সালে নারায়ণগঞ্জের বণিকসভা বঙ্গের তদানীন্তন লাট লর্ড কারমাইকেলের নিকট কচুরি পানার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাহার ফলে সরকারী কৃষি বিভাগ পানা-সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন। জেলা বোর্ড ও জেলা কর্ম্মচারীরা ও ঐ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন।

**সার সংগ্রহ :**—কৃষি বিভাগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, পানাকে কোনরূপে মানুষের উপকারে আনিতে পারা যায় কিনা। নানারূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা জানিতে পারেন, সার হিসাবে কচুরি পানার মূল্য আছে। কৃষি কার্য্যে উহা সার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারা যায়। অনুসন্ধানে, শুষ্ক পানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পটাস বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানিতে পারা গেল। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া কৃষি বিভাগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, পানা-পচা বা পানা পোড়ান ছাই উভয়ই কৃষি কার্য্যে সার রূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই তথ্য সুপ্রমাণিত করিবার জন্য ঢাকায় এক বিরাট ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করা হইল এবং তাহাতে কচুরি পানা সার রূপে ব্যবহার করা হইল। ইহাতে দেখা গেল, কচুরি পানা গোবর হইতে সার হিসাবে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সারের জন্য কচুরি পানা ব্যবহার করিলে গোবর হইতে অতি সামান্যই বেশী খরচ পড়ে। কৃষি বিভাগ পুস্তিকা ছাপাইয়া কৃষকদের মধ্যে এই তথ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সারা পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষকেরা পানা পুড়াইয়া ছাই করিয়া এবং পচাইয়া ক্ষেতের সার

রূপে ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু পানা গুলিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া না ফেলার জন্য যে সমস্যার সমাধান কল্পে এত কাণ্ড কারখানা করা হইল, তাহার বিশেষ কিছুই হইল না ; কচুরি পানা পূর্ব্বের মতই বিপুল বিক্রমে নদী জলাশয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। পানা যদি সম্পূর্ণরূপে পুড়াইয়া ফেলা না হয়, বা সম্পূর্ণ রূপে পচিয়া যদি না যায়, তাহা হইলে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে নূতন পানা জন্মায়। কৃষকেরা পানা পুড়াইয়া এবং পচাইয়া সার করিয়াছিল বটে, কিন্তু অবশিষ্ট থাকিয়া গিয়াছিল অনেক।

**পোটাসিয়াম ক্লোরাইড সংগ্রহ।**—বিশেষজ্ঞেরা যখন জানিতে পারিলেন যে, কচুরি পানাতে প্রচুর পোটাসিয়াম ক্লোরাইড বা পটাস বর্ত্তমান আছে, তখন তাঁহারা কি পরিমাণে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধের সময় পটাসের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। পটাস সংগ্রহ করিবার জন্য মেসার্স সা ওয়ালেস কোম্পানী উচ্চ মূল্যে কচুরি পানার ছাই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। দালালেরা অতিরিক্ত লাভের আশায় ছাইয়ের সহিত ভেজাল মিশাইতে আরম্ভ করিল ; ফলে উপযুক্ত পটাস বাহির না হওয়ায় উক্ত কোম্পানীকে অনেক টাকার ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময় বারুদে ব্যবহারের জন্য এবং কৃষি কার্য্যের জন্য মিত্রপক্ষীয় দেশবাসীদের মধ্যে পটাসের প্রচুর চাহিদা ছিল। দালালেরা যদি ভেজাল না মিশাইত তাহা হইলে কচুরি পানা হইতে পটাস সংগ্রহ করা একটা লাভের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইতে পারিত।

জনৈক বিশেষজ্ঞ পটাস সংগ্রহ করিবার জন্য পরীক্ষা হিসাবে নারায়ণগঞ্জে একটি কল প্রস্তুত করেন। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে উহা ব্যর্থ বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছিল যদিচ কচুরি পানা হইতে পটাশ বাহির করা নিতান্তই সহজ। কারণ পুকুর হইতে কচুরি সংগ্রহ করিবার জন্য লোক জন লাগান দরকার। পানা উত্তোলিত হইলে গরুরগাড়ী করিয়া কারখানায়, তাহা আনিতে হইবে। তাহার পর শুকাইয়া উহা পোড়ান হইলে কলের সাহায্যে উহা হইতে পটাস বাহির করিতে হইবে। নারায়ণগঞ্জে জন-মজুরের দর বেশী। সুতরাং পরীক্ষা হিসাবে যে কল বসান হইয়াছিল, ব্যবসা হিসাবে তাহার কোন সার্থকতা রহিলনা। আমেরিকায় যেমন যেখানে স্তুপীকৃতভাবে কচুরি সংগৃহীত হইয়াছে, সেইখানে কল বসাইয়া পটাস বাহির করা হয়, উহাও যদি সেইরূপ হইত তাহা হইলে অর্থের দিক দিয়া কিছু আশা করিতে পারা যাইত।

১৯২০ সালে ঢাকার কালেক্টর পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্টদের সহায়তায় পানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—একটা দিন পানা সংগ্রহের দিন (Hyacinth day) বলিয়া ধার্য্য হইল। অনেক ইউনিয়ন (unions) স্বেচ্ছায় এই সংগ্রামে যোগদান করিলেন, কিন্তু প্রতিবেশী ইউনিয়নদের উৎসাহের অভাবে এবং তাহাদের এই সংগ্রামে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য কোন কাজই হইলনা—যাহারা পানা পরিষ্কার করিল প্রতিবেশী ইউনিয়নদের ঔদাস্য হেতু, পরিষ্কৃত স্থান আবার আক্রান্ত হইল।

১৯২১ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য ঢাকায় এক পঞ্চায়েত কনফারেন্সের অধিবেশন হইল। সেই সভায় কলেক্টরের আদেশের আলোচনা হয় এবং তাহাতে সকলেই একমত হইয়াছিলেন যে যাহারা পানা তুলিবেনা, তাহাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

যেখানে আদেশ প্রতিপালন না করিলে শাস্তির বিধান নাই, সেখানে আদেশ প্রায়ই প্রতিপালিত হয় না। ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় সরকার সকল বিভাগীয় কমিশনর, সকল সাধারণ সভা সমিতি, বোর্ড-ইউনিয়ন, রেলওয়ে কোম্পানিকে কচুরিপানার প্রতিকার করিবার অনুরোধ করিয়া ঘোষনা জারি করেন। ১৯১৯ সালের ১২ই

ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের এজেণ্ট লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"হাওড়া এবং খড়গপুরের মধ্যে এবং বাঙ্গলার বাহিরে অন্যান্য লাইনেও পিট গুলি হইতে অনেক টাকা খরচ করিয়া কচুরি পানা সাফ করা হইয়াছিল, কিন্তু লাইনের বাহিরের জমির সত্বাধিকারিদের অবহেলার ফলে পরিষ্কার করা সত্ত্বেও কোন ফলই হইলনা; পিটগুলির অবস্থা যথাপূর্ব্বম্ তথাপরম্ রহিয়া গিয়াছে"। ই-বি রেলের এজেণ্টও ঠিক এই কথাই লিখিয়া পাঠান।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে গবর্মেণ্টকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করা হয় যে, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ বে সরকারী ও সরকারী সভ্যদের লইয়া আইন বিধিবদ্ধ করিয়া কচুরি পানা দূর করিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে অন্য কোন উপায়ে কচুরি পানার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি গঠণ করা হউক। এই প্রস্তাব অনুসারে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা এপর্য্যন্ত কচুরি পানা ধ্বংশের কোন সহজ ও স্থায়ী উপায় বাহির করিতে সক্ষম হয়েন নাই।

সৌম্যেনবাবু। বাঃ! কি সুন্দর ফুলই এনেছ তোমরা! যেমন গন্ধ, তেমনি রঙ্গ। কোথায় পেলে এত ফুল?—কে দিলে?

প্রতিবেশী ছেলেরা। আজ্ঞে, আপনার বাগান থেকে মালীকে লুকিয়ে তুলে এনেছি। আরও আনব?

# কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনে দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায় এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায় এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায় সে দুই চারি পয়সার মাম্লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাষ পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি পয়সা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

## ক্যাপক্ ( সিমুল তূলা )

বাজারে মজুদ মাল এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী উভয়ই অল্প। রপ্তানী পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। দর চড়া। এপ্রিল হইতে জুনের মধ্যে ডেলিভারি দিবার জন্য দুইবার ধুনা Double ginned বীজহীন কাপাকের ১৬৫ পাউণ্ডের কাঁচা বেলের দর ৪৮৷৷০ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। এখানকার জন্য সাধারণ কোয়ালিটির মাল কাঁচা দেড় মনী গাইট ২০৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। আকন্দ তুলা বিশেষরূপ রপ্তানী হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। বিলাতের বাজারের উন্নতি হইয়াছে। এপ্রিল হইতে জুলাইয়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবার জন্য নূতন কাপড় স্বল্প পরিমাণে উপরি উক্ত দরে রপ্তানীর জন্য বিক্রয় করা হইতেছে।

## রবার।

বাজার অত্যন্ত মন্দা। ক্রয় বিক্রয় আদৌ নাই। যে আসাম রবার তাড়াতাড়ি প্রেরণ করা যাইতে পারে, তাহার কাঁচা বেলের বর্ত্তমন বাজার দর ১৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা। কিন্তু গুদাম হইতে মাল গ্রহণ করিতে হইবে। বিলাতের বাজারও সুবিধার নয়। চা বাগানের এসটেড (assorted) রবারের চাহিদা আদৌ নাই। এখানকার বাজারে ইয়োরোপ বা আমেরিকার খরিদ্দার নাই। স্থানীয় চাহিদাও অল্প। বিলাতের বাজার দরের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই; প্রত্যহই উঠা নামা হইতেছে।

## নারিকেলের ছোবড়া

বাজার নরম। কিন্তু একভাবেই আছে। আড়ৎদারেরা শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। দর অত্যন্ত চড়া। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। মফঃস্বল হইতে যে মাল আসিতেছে তাহা অনিয়মিত। মজুদ মালের ও তাহা যোগান দেওয়ার পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট। ইয়োরোপ বা বাহিরের অন্য কোন স্থান হইতে মালের চাহিদা তেমন নাই। ৫ ও ৬ এক ব্রাণ্ডের উৎকৃষ্ট মাল মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে বাহিরে—বিশেষভাবে কেপের (Cape) দিকে যাইতেছে। যে সকল দেশী খরিদ্দারের তাড়াতাড়ি প্রয়োজন, তাদের জন্য ২০০ পাউণ্ডের পাকা গাঁইট ৫৷৵০ হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ২৫০ পাউণ্ডের কাঁচা গাঁইট ও বাজারে আছে, উহা রপ্তানি হয় না।

---

# তৈল

## রেড়ির তৈল

অত্যধিক মূল্যের জন্য খরিদ্দারের সংখ্যা অল্প। ডাক্তারি ব্যবহারের জন্য ১ নং তৈল ২০৵০, মাঝারি ১৭৸৵০ হইতে ১৮৷৵০ পর্য্যন্ত, সাধারণ ১৭৷৷৵০ দর। তাড়াতাড়ি চালান দিবার জন্য দু মন পিপা বা টিন আছে। আধমন বা একমন পিপাও পাওয়া যায়, তবে তাহার দর মন প্রতি ৶০ আনা বেশী। পাঁচ গ্যালন লোহার পিপায় মাঝারি তৈলের দর ১১৷৷৵০, সাধারণ ১১৷০ দর। বীজের চড়া দর এবং পর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কল পুরা দমে চলিতেছে না।

## সরিষার তৈল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে যোগান খুব বেশী নয়। দর চড়া। রপ্তানী পরিমিত। এখানকার জন্য বিক্রয়ের দর ২০৷৷০ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। রপ্তানীর দর ২৩৵০ হইতে ২৭৷৷৵০ পর্য্যন্ত। দুমন পিপা বা টিনে উহা রক্ষিত। আধ মন বা এক মন পিপাও পাওয়া যায়, মন পিছু ৶০ দর বেশী। দেশী কারখানার তৈলই সাধারণতঃ রপ্তানী হইয়া পাকে। সাহেবদের

কারখানার তৈল ঔষধে ব্যবহারের জন্য এখানেই চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে।

## নারিকেল তৈল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বলে যোগান মাঝারি রকম। অন্য স্থান হইতে যাহা আসিয়াছে, তাহা নিয়মিত নয়। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ প্রচুর নহে। দর অত্যন্ত চড়া। ইউরোপের জন্য আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্য যে তৈল বিক্রয় হইতেছে, তাহার দর ২৩৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা মন। রপ্তানীর দর ২৫৷৵০ হইতে ২৭৷৵০। রেড়ির তৈল এবং সরিষার তৈল যেভাবে টিনে রক্ষিত, ইহাও সেইভাবে রক্ষিত। ছোট টিনের দর মন করা ৵০ বেশী। কোচিন এবং কলম্বো হইতে যে তৈল আসিয়াছে, তাহা প্রচুর এবং নিয়মিত নহে। ভাল কোচিন তৈলের দরই সব চেয়ে চড়া। কারবার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই চলিতেছে।

## চীনা বাদামের তৈল

মজুদ এবং চাহিদা অল্প। মফঃস্বল হইতে তৈলের আমদানী অনিয়মিত. স্থানীয় উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ অল্প। দর চড়া। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দেশ হইতে উহার চাহিদা আদৌ নাই। এখানকার বাজার হইতে রপ্তানি একেবারে নাই। এখানে ২১৲ হইতে ২৩৲ দরে উহা বিক্রয় হইতেছে। এখানকার খুচরা ক্রেতাদের লইয়াই বাজারে কেনা-বেচা চলিতেছে।

## তিষির তৈল

চাহিদা অত্যন্ত অল্প। প্রায় সকল দেশী কলই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাহেবদের কারখানার তৈলের রপ্তানীকারকেরা আস্তে আস্তে দর নামাইতেছে। গ্যালন প্রতি স্পেশাল পেল বয়েলড (pale boiled) তৈলের দর ৩৷০, পেল বয়েলড ৩৷৵০, ডবল বয়েলড ৩৷০ এবং কাঁচা (raw) ৩৵০। ৪০ গ্যালন পিপা বা আরও বেশী মালের দর আরও কম। যোগান এবং মজুদ অল্প। কম পরিমাণে উৎপন্ন করা হইতেছে।

## তিল তৈল—

দর অত্যন্ত চড়া। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। উহার আমদানী অনিয়মিত। রপ্তানীও নিয়মিত নহে, মাঝে মাঝে কিছু কাজ হয়। এখানকার জন্য বাজার দর ২৩৲ হইতে ২৯৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় খুচরা ক্রেতারাই কেনা বেচা করিতেছে। উৎকৃষ্ট তৈল সুগন্ধ তৈলের জন্য এবং ঔষধে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়।

---

# তৈল বীজ—

## তিষি

রপ্তানী মৃদু মন্দ চলিতেছে। স্থানীয় কল গুলির জন্যই বেচা কেনা বেশী হইতেছে। রপ্তানীর জন্য নূতন দুই মন বস্তায় ছোট দানার দর ৬৸০ আনা। মাঝারি দানার দর মন পিছু দুই আনা বেশী। তিষির কোয়ালিটি এবার খারাপ হইয়াছে। যদিও দর প্রত্যহই উঠা নামা করিতেছে, তাহা সত্বেও দর চড়া।

## সরিষা

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে যোগান বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী মাঝে মাঝে হইতেছে। এখানকার জন্য হলদে সরিষার বস্তা ৮৸০ হইতে ৯৸০এবং রাই ৮৲ হইতে ৯৲। এই দরে গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে এবং কি পরিমাণ ভেজাল আছে তাহার গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। শত করা চার ভাগ ভেজাল মিশান ইয়োরোপের জন্য লাল সরিষা জাহাজ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিবার ব্যয় সমেত ৪৷৵০ দর। মাল সন্তোষজনক নহে। হলদে সরিষার দরই অধিক।

## পোস্তাদানা—

বাজারে মজুর এবং মফঃস্বল হইতে যোগান অল্প। দর চড়া। রপ্তানী বেশী নহে। দুর দেশ হইতে চাহিদা আদৌ নাই। বস্তার দর ৯॥০ হইতে ১১৲ টাকা পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে খালাস লইতে হইবে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারান্টি নাই। ইয়োরোপের জন্য শতকরা পাচ ভাগ ভেজাল পোস্তার দর ১০॥০। নগদ দাম চাই। মাল সন্তোষজনক নহে। স্থানীয় খুচরা ক্রেতারা ক্রয় করিতেছে।

## তিল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে যোগান অল্প দর চড়া। রপ্তানীও অল্প। তিলের কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। দূর দেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্য বস্তা পিছু ৭॥০ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে তিল বিক্রয় হইতেছে। মাদ্রাজ হইতে তিল অল্প পরিমাণে আসিতেছে। এখানকার খরিদ্দাররাই বাজার রাখিয়াছে।

## রেড়ির বীজ

রপ্তানী নিৰ্দ্দিষ্ট পরিমাণ। বাজার মন্দা। যোগান এবং মজুদ অল্প। দর আস্তে আস্তে কমিলেও এখনও অত্যন্ত চড়া। এখানকার জন্য বঙ্গদেশীয় এবং পশ্চিম দেশীয় রেড়ীর বীজ ৬৲ টাকা হইতে ৬৸০ দরে বিক্রয় হইতেছে। দূরদেশ হইতে মালের আদৌ চাহিদা নাই। বিমলিপটম রেড়ির বীজের দুইমন বস্তার দর ১৫৲ টাকা।
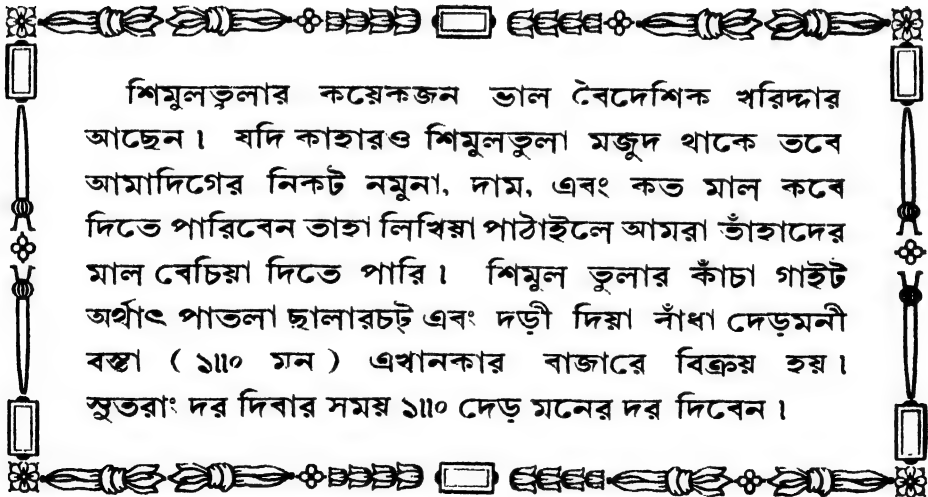
## রেড়ির খইল

বাজারে খুব টান আছে। স্থানীয় ক্রেতারা যাহা পাইতেছে তাহাই ক্রয় করিয়া লইতেছে। প্রতি মনের বাজার দর ৪৸০ হইতে ৪৸৵০ আনা পর্য্যন্ত। রেল মাশুল সমেত দুই মন বস্তার দর ১০।৵০ হইতে ১০॥০ টাকা পর্য্যন্ত। সার বিক্রেতারা শত করা পাচ ছয় ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারান্টি দিয়া থাকেন।

## সরিষার খইল

রপ্তানীর জন্য কয়েকটা অনুসন্ধান আসিয়াছিল বটে, কিন্তু রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় চাহিদা প্রচুর। প্রতি মনের বাজার দর ২॥/০ হইতে ২॥৵০ আনা পর্য্যন্ত। নূতন বস্তায় ভরা দুই মণের দর বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সমেত ৫।৵০ হইতে ৫॥৵০ পর্য্যন্ত। সার বিক্রেতারা শত করা ৪।৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## মহুয়ার খইল

বাজার দর ১॥০ মণ। বস্তায় ভরা দুই মনের দাম বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সমেত ৩॥০ বাজারে অল্প পরিমাণ মহুয়ার খইল আছে।

## চীনাবাদামের খইল

অল্প পরিমাণ মজুদ আছে। প্রতি মণ ৩॥০ হইতে ৩॥/০ পর্য্যন্ত। বস্তায় ভরা ।০ আনা দাম সমেত ৭৸০। সার বিক্রেতারা শত করা ৬।৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## হাড়ের গুঁড়া

এক ইঞ্চিকে ৩২ ভাগ করিয়া তাহার তিন ভাগ করিলে যতটা মোটা হইতে পারে তদ্রূপ সূক্ষ্ম চালুনিতে চালিয়া যে হাড়ের গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহার এবং এক ইঞ্চিকে ষোল ভাগ করিয়া তাহার তিনটির একত্রিত গর্ত্তের অনুরূপ গর্ত্তযুক্ত চালুনিতে চালিয়া যে হাড় পাওয়া যায় তাহার বাজার দর টন (১ টন = প্রায় ২৮ মণ) প্রতি ১০৫৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা। ৩/১৬ ও ৩/৩২ আনষ্টিমড় (3/16th and 3/32 unsteamed) হাড়ের গুড়া যথাক্রমে ১০০৲ টাকা ও ৯৫৲ টাকা। দুই হন্দর ব্যাগে করিয়া চালান দেওয়া হয়। ৩/১৬ গুড়া বাজারে নাই। শত করা ৪½ ভাগ এমোনিয়া ও ৫০ হইতে ৫২ ভাগ ট্রাইবেসিক ফস্ফেট অব লাইম (Tribasic phospate of lime) থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। চা বাগানের জন্য হাড়ের গুড়ার (steamed Bonemeal দর প্রতি টন ১২০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উহাতে শত কর ৩½ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত নাইট্রোজেন ও ২০।২২ ভাগ ফসফোরিক এসিড থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। বোন ডাষ্টের Boue dust ১০০৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা প্রতি টনের দর।

## কৃত্রিম ও জৈবিক সার

ব্রিটিস সালফেট অব এমোনিয়া ফেডারেসন লিঃ সালফেট অব এমোনিয়া ২ হন্দর ব্যাগেভরা এক টনের দর ১৯১৲ টাকা। শত করা ২০০.৫ ভাগ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। নাইট্রেট অব সোডায় শত করা ১৫।১৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ২০০৲ টাকা টন।

## ফিস গুয়ানো অর্থাৎ মাছ পচা এবং পশু পক্ষী ইত্যাদির বিষ্ঠা।

শতকরা ৭ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮ ভাগ ফসফোরিক এসিড, ১৬।১৮ ভাগ বেসিক শ্লাগ আছে; দর ১২৫৲ টাকা টন। ফসফোরিক এসিডের দর জাহাজে বা রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত ৮০৲ টাকা টন। সিঙ্গেল সুপার ফসফেট—জাহাজে বা রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ৯০৲ হইতে ৯৫৲ টাকা টন। ডবল সুপার ফসফেট—শতকরা ৪০।৪৫ ভাগ ফস-ফোরিক এসিড আছে, দর ১৮০৲ টাকা হইতে ১৮৫৲ টাকা টন। মিউরিয়েট অব পটাশ—শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ আছে, রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ১৮০৲ টাকা টন সিলভিনাইট—শতকরা ২০

ভাগ পটাশ আছে, দর ৯০৲ টাকা টন। নাইট্রেট অব পটাশ—৯২।১০ ভাগ নাইট্রোজন, ৩০।৩৫ ভাগ পটাশ আছে, রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ২৪০৲ টাকা টন। উপরে যে দর দেওয়া হইল, তাহা রেলে এবং আন্তর্দেশীক বাণিজ্যের জন্য জাহাজে (Inland steamer) তুলিয়া দিবার খরচ খরচা সমেত দর।

## গম

রপ্তানী অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। এখানকার জন্য মালের ওজন সমেত বস্তার দর ৬৲ টাকা হইতে ৭।০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হইবে না। ১০০ মনে আড়াই মণ ভেজাল দেওয়ার গ্যারাণ্টি-যুক্ত ২নং ক্লাব হুইটের বস্তা ৬৸৶০ হইতে ৫৶০, গুদাম বা রেলওয়ে শেড হইতে নগদ দাম দিয়া লইতে হইবে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় চাহিদাতেই বাজার বেশ চলিতেছে।

## সাদা মটর

বাজারে মজুদ খুব বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী নাই বলিলেও হয়, মাঝে মাঝে দু একটা খরিদ্দার মিলে। এখানকার জন্য যে ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে, তাহাতে উহার দর ৪॥০ হইতে ৫৶০ পর্য্যন্ত বস্তা। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না, গুদাম হইতে নগদ দাম দিয়া মাল খালাস লইতে হইবে। রপ্তানীর জন্য ১০০ মনে পাঁচ মন ভেজাল দেওয়া জাহাজের ডেকে পৌঁছছিয়া দেওয়ার খরচ সমেত দর ৪৸৶০ হইতে ৪৶০ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা প্রয়োজন মত ক্রয় করিতেছে। কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। নূতন সনের এপ্রিল ও মে মাসের ডেলিভারির জন্য কম দর পাওয়া যাইতেছে।

## কাঁচা মটর

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী নিতান্তই অল্প। দর চড়া। রপ্তানী নাই বলিলেই হয়। এ দেশের জন্য তৈরী বস্তা ৪৲ হইতে ৪॥০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না। সহরে গুদাম হইতে এবং মফঃস্বলে রেলওয়ে শেড হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানীর জন্য ১০০ মনে পাচ মন ভেজাল দেওয়া মালের ডকে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত দর ৪।৴ হইতে ৪।৵ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই।

## খেঁসারি মটর

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানীর জন্য বিক্রয় অল্প। এখানকার জন্য উহা ৩॥০ হইতে ৪।০ বস্তা বিক্রয় হইতেছে। উহাতে ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া নাই। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ১০০ মনে পাঁচ মন ভেজাল দেওয়া খেঁসারির ডকে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত দর ৩৸৵ হইতে ৩৸৶। কোয়ালিটি খারাপ হইয়াছে। বাহির হইতে চাহিদা নাই।

## কুলত্থ কড়াই

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় একেবারে নাই। এখানকার জন্যও কেনা বেচা অল্পই হইতেছে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়, এরূপ মালের ৩॥০ হইতে ৩৶০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা গুদাম হইতে মাল লইতেছে। বাজার মন্দা।

## যব

দর চড়া। বাহির হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানী

বিক্রয় নাই বলিলেও হয়। ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৩৸০ হইতে ৪৷৷০ পর্য্যন্ত। ইয়োরোপে রপ্তানীর জন্য ১০০ মনে পাঁচ মন ভেজাল দেওয়া মালের ডকে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত নগদ দর ৪৶০ হইতে ৪।০। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা রীতিমত ক্রয় করিতেছে। যাবা রপ্তানী করে, তাদের কাজ মন্দা।

## মুসুর কড়াই

রপ্তানী বিক্রয় মন্দা। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নয়। দর চড়া। কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৪৸০ হইতে ৬৲ টাকা। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ১০০ মনে ৫ মন ভেজাল দেওয়া মালের ডকে পৌছাইয়া দেওয়ার খরচ সমেত নগদ দর ৫।৵০ হইতে ৫৷৷০ পর্য্যন্ত; স্থানীয় ব্যবসাদারেরা বেশ মাল কিনিতেছে।

## অড়হর কড়াই

রপ্তানী বিক্রয় অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। বাহির হইতে চাহিদা নাই। এখানকার জন্য মাল গুদাম হইতে লইতে হইবে, ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়, দর ৪৸৵০ হইতে ৫৸০ পর্য্যন্ত। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ১০০ মনে পাঁচ মন ভেজাল দেওয়া মালের জাহাজে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত দর ৫।৴০ হইতে ৫।৶০ পর্য্যন্ত। ডক হইতে নগদ মাল খালাস লইতে হইবে। কোয়ালিটি ভাল নহে। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই বাজার রাখিয়াছে।

## মটর

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী মন্দ নহে। এখানকার বিক্রয়ের জন্য ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়, মালের দর ৪।০ হইতে ৪।৴০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে নগদ লইতে হইবে। কোয়ালিটি খারাপ। বাহির হইতে চাহিদা নাই। এখানকার জন্যই মাল কেনা হইতেছে।

## ছোলা

চাহিদা বেশী নহে। দর চড়া। বাহির হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানী বিক্রয় অল্প। এখানকার জন্য যে মাল বিক্রয় করা হইতেছে, তাহা ভেজাল দেওয়ার গ্যারাণ্টি দেওয়া নহে, সহরে গুদাম হইতে এবং মফঃস্বলে রেলওয়ে শেড হইতে খালাস লইতে হইবে, দর ৫৲ টাকা হইতে ৬৷০ পর্য্যন্ত। পরিষ্কার ছোলার বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অত্যন্ত অল্প। কোয়ালিটিও খারাপ। সাধারণ কোয়ালিটির চাহিদা মন্দ নহে। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা ক্রয় করিতেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের জন্য মাল ক্রয় করা হইতেছে কিনা, তাহা জানা যায় নাই।

## ভুট্টা

মজুদ খুব বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় বেশী নাই। এখানকার জন্য ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নয় মালের দর ৩৷০ হইতে ৩৸০, গুদাম হইতে খালাস লইতে হইবে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। যাহারা আটা-ময়দা প্রস্তুত করে, তাহারাই ইহার প্রধান ক্রেতা। রেঙ্গুনে ভুট্টা আমদানী এবং বাজারে মজুদ অল্প।

## ডাল

রপ্তানী বিক্রয় বেশী নয়। কোয়ালিটি সুবিধার নয়। দর চড়া। এদেশী বিক্রয়ের জন্য মাল সহরে গুদাম হইতে এবং মফঃস্বলে রেলওয়ে শেড হইতে খালাস লইতে হইবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং যেখানে কুলী আছে সেখানে ডাল রপ্তানী হইতেছে। বাজার মন্দা। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা মাল ক্রয় করিতেছে। দর এইরূপ :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মুগের ডাল | ভাজা ও কাঁচা | ৯৲ | হইতে | ১৫৲ |
| খাঁড়ি মুসুর | | ৯৲ | ,, | ১০৲ |
| কলাই | দেশী ও পশ্চিমে | ৬৷৷০ | ,, | ৮৲ |
| অড়হর | ,, ,, | ৬৲ | ,, | ৮৲ |
| ছোলা | ,, ,, | ৫৷৷০ | ,, | ৬৷৷০ |
| মটর | ,, ,, | ৫৷৷০ | ,, | ৬৷০ |
| মুসুর | ,, ,, | ৬৲ | ,, | ৮৷০ |
| খেঁসারি | ,, ,, | ৪৷৷০ | ,, | ৫৲ |

## ময়দা, আটা ও ভুষি

এদেশের জন্ম চাহিদা এখন স্বাভাবিক। বাজারে মজুদ অল্প। রপ্তানীর বাজার মন্দা। বস্তাবন্দী মালের দর :—

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পেটেণ্ট | ময়দা— | ৯৷৷০ | হইতে | ৯৷৷৵০ | মণ। | কল | হইতে | খালাস | লইতে | হইবে |
| অত্যুৎকৃষ্ট | ,, | ৯৷ঃ | ,, | ৯৷৵০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| মাঝারি | ,, | ৮৸৵০ | ,, | ৯৲ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| খারাপ | ,, | ৮৷৷০ | ,, | ৮৷৷৵০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| সুজি | ,, | ৯৷০ | ,, | ৯৷৵০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| আটা ঘি | | ৯৵০ | ,, | ৯৷০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| আটা ১নং | | ৮৸৵০ | ,, | ৯৲ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ,, ২নং | | ৮৷৷৵০ | ,, | ৮৸০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ,, ৩নং | | ৭৲ | ,, | ৭৵০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ভুসি | | ৩৷৷০ | ,, | ৩৷৷৵০ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |

## সাদা পাটনাই চাউল

বাজার বেশ টান। দর চড়া। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী খুব বেশী নহে। ১নং সীতা —৮৷৷০, ২নং সীতা—৮৷০, ৩নং সীতা—৮৲। আকাঁড়া চাল—৭৷৷০ হইতে ৮৲ পর্য্যন্ত। মাজা আকাঁড়া চাল-৭৷০ হইতে ৭৷৷০ পর্য্যন্ত। নগদ গুদাম হইতে খালাস লইতে হইবে। আকাঁড়া চালের ব্যবসা কিছু কিছু চলিতেছে। কোয়ালিটি মাঝারি। খরিদ্দার যে দরে চাহিতেছে, তাহাতে বনিতেছে না বলিয়া রপ্তানী কারকেরা বেশী চালানের কাজ করিতেছে না। রপ্তানীর পরিমাণ বেশী নহে।

## ভাঙ্গা মেজের চাউল (Tablo rice)

চাহিদার জোর নাই। (বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। দর চড়া)। রপ্তানী বিক্রয় অল্প। এখানকার জন্য বাজার দর ৪৷৷০ হইতে ৫৵০ পর্য্যন্ত। ইয়োরোপের জন্য ১নং এর দর ৫৲ টাকা, ২নং—৪৸৵০, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় ক্রেতারা নিয়মিত কিনিতেছে।

## পুরাতন চাউল

দর চড়া বলিয়া রপ্তানীর চাহিদা অল্প। রপ্তানী কারকদের চালানের কাজ অল্প। বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। কোয়ালিটী মাঝারি। স্থানীয় ক্রেতারাও কিনিতেছে না।

রপ্তানী বিক্রয়ের দর ৮৸০ হইতে ৮৸৵০ পর্য্যন্ত ; চেতলা হাটের গুদাম হইতে নগদ মাল খালাস করিয়া লইতে হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ১নং সীতার দর মণকরা ৷৷০ আনা বেশী। আকাঁড়া চালই সাধারণতঃ রপ্তানী হয়। সবচেয়ে সরেস চালের বিক্রয় অল্প।

## চিনি সক্কর চাল

বাজারে মজুদ মাল এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী

অল্প। দর অত্যন্ত চড়া। চাহিদা অল্প। রপ্তানী বিক্রয়ের চাহিদা বিশেষ ভাবে কম। এখানকার জন্য গুদাম হইতে খালাস লইয়া ১০৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা দরে মাল বিক্রয় হইতেছে। নতুন চালের কোয়ালিটি মন্দ নহে। পুরাণ চালের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। স্থানীয় ক্রেতারা চড়া দরেও পুরাণ চাল কিনিতে চাহে। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা আদৌ নাই।

## দাদখানি চাউল, সিদ্ধ চাউল

হাঁসপাতালে ব্যবহারের উপযোগী কোয়ালিটি বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা আদৌ নাই। রপ্তানী বিক্রয় অল্প। এখানকার জন্য বিক্রয়ের দর ৮॥০ হইতে ৯৲ টাকা, গুদাম হইতে খালাস লইতে হইবে। নূতন চালের কোয়ালিটি মাঝারি। পুরাতন চাউলের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। স্থানীয় ক্রেতারা কিনিতেছে। চড়া দর সত্ত্বেও এখানকার ক্রেতারা পুরাণ চাল পছন্দ করে। রপ্তানীকারকেরা নতুন চাল চাহে।

## বাঁক তুলসী চাল

চাহিদা অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয়ও অল্প। ইয়োরোপ বা অন্য দূর দেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্য গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৮৲ টাকা হইতে ৮৸০। রপ্তানী অত্যন্ত অল্প। রপ্তানীকারকেরা নূতন ফসলই চাহে, এখানকার ক্রেতারা চড়া দরেও পুরাণ চাল ক্রয় করে। নূতন চালের কোয়ালিটি মাঝারি। পুরাতন চাউলের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প।

## সিদ্ধ পাটনাই চাউল

বিক্রেতার সংখ্যা মাঝামাঝি। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় বেশী নহে। চাহিদা অল্প। এখানকার জন্য দর ৭I৵০ হইতে ৭৸৵০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস করিয়া লইতে হইবে। সরেস ১নং সাতাভোগ চাউলের দর মণ পিছু ॥০ আনা বেশী। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা নাই। আছাঁটা চাউল বিক্রয়ের জন্য প্রচুর আছে। স্থানীয় ক্রেতারা কিনিতেছে।

## বালাম চাউল

চাহিদা বেশী নহে। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। বেলিয়াঘাটার গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইলে ৭॥০ হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। পুরাণ চাউলের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। সত্বর যোগানের জন্য স্থানীয় ক্রেতার কিনিতেছে! ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও অন্যান্য কুলী প্রধান স্থানে কিছু পরিমাণে রপ্তানী করা হইয়াছে। নূতন চালের কোয়ালিটি মাঝারি।

## নাগরাই চাল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া, রপ্তানী বিক্রয় মাঝামাঝি। এখানকার জন্য সহর ও সহরতলীতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৬॥০ হইতে ৭I০ পর্য্যন্ত। আসল ভেজালহীন নাগরাই চাউলের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। নানা রকম দেশী চাউল মিশাইয়া তাহাই ১নং, ২নং ৩নং নাগরাই চাল বলিয়া চালান হয়। ৩নং চাল কুলীপ্রধান দেশে চালান দেওয়া হয়। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় ক্রেতারা সত্বর যোগান দিবার জন্য ক্রয় করিতেছে।

## রাড়ী চাল

বাজারে টান নাই। চারিদিকেই বিক্রয় মাঝামাঝি চলিতেছে। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশে চাহিদা নাই। এখানকার জন্য

রাঢ়ীর দর ৬।৷০ হইতে ৬৮০ পর্য্যন্ত। আছাঁটা রাঢ়ীর দর ৬৲ টাকা হইতে ৬।৷০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। কলে ছাঁটা চাউলের দর ৬৮০ হইতে ৭৲ পর্য্যন্ত। নগদ গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। কলে ছাঁটা রাঢ়ী চালই সাধারণতঃ রপ্তানী করা হয়। স্থানীয় ক্রেতারা সত্বর যোগান দিবার জন্য উহা ক্রয় করিতেছে।

## দুধকল্মা, বাণপুর, শ্রীহট্ট ও হরিখালি চাউল

এই চালের মাঝামাঝি চাহিদা আছে। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী খুব বেশী নহে। দর চড়া। পুরাতন চালের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। এখানকার জন্য দর ৬৲ টাকা হইতে ৬৮০। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ১নং দুধকল্মার দর ১নং নাগরাইএর সমান। এখানকার লোকেরাই উহার ক্রেতা। রপ্তানী বিক্রয় বেশী নহে। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশে উহার চাহিদা নাই।

## জাবরা ও কাজলা চাল

বিশেষ টান নাই। রপ্তানি বিক্রয় বেশী না। দর চড়া। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানীর পরিমাণ খুব বেশী নয়। দর ৫।০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। জাবরা চালের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। বাহির বন্দর এবং চাবাগানের জন্য মাজা জাবরার দর ৬।৵০, মাজা কাজলার দর ৫৮০। রেল বা জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ বাবদ এই দর। নগদ টাকা দিয়া ডক হইতে মাল খালাস করিতে হইবে। উহার সহিত রপ্তানীর মাসুল ( মন প্রতি ৶০ ) ধরা হয় নাই। ইয়োরোপের জন্য চাহিদা নাই।

## ক্ষুদ

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী নাই। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দেশ হইতে চাহিদা নাই। ১৲ টাকা হইতে ১।০ দরে বিক্রয় হইতেছে। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। গৃহপালিত পশুদের জন্য স্থানীয় ক্রেতারা উহা ক্রয় করিতেছে। ইয়োরোপীয় সার প্রস্তুতকারকেরা সারের জন্য উহা কিনিতেছে। রপ্তানী বিক্রয় অতি অল্প।

## নক্সভমিকা

বাজার বড় মন্দা। মাঝে মাঝে কেনা হইতেছে। বস্তা ৩৮০ হইতে ৪।০ দর। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। নিয়মিত চাহিদার অভাবে বাজারে অল্প মাল মজুদ আছে এবং মফঃস্বল হইতে অল্প মাল আমদানী হইতেছে। শুষ্ক পরিষ্কার মালের যোগান অল্প। এখানকার কেনা বেচাও অল্প। শুষ্ক পরিষ্কার জিনিষ যুক্তপ্রদেশ ( united kingdom ) ও আমেরিকায় চালান হয়। রপ্তানীকারকদের চালানের কাজ জোর চলিতেছে না।

## সুঁঠ

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে যোগান অল্প। দর চড়া। চাহিদা, বিশেষতঃ রপ্তানীর চাহিদা অল্প। গুদাম হইতে ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। সত্বর যোগানের জন্য স্থানীয় ক্রেতারা কিনিতেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বস্তা রপ্তানী হইতেছে। দূর দেশ হইতে চাহিদা নাই।

## মৌচাকের মোম

যদিও বিক্রয় কম, তবুও বাজার টান। দর চড়া এবং রোজই উঠা নামা করিতেছে। ইউরোপ

আমেরিকায় রপ্তানী হয় নাই। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে যোগান অল্প; এখানে পরিস্কৃত মোমের দর ৭৭৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা। কাঁচা মোম—৬৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। খাঁটি হলদে কাঁচা মোম অস্তরঙের কাঁচা মোম অপেক্ষা ব্যবসাদারেরা বেশী পছন্দ করে। অল্প পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে।

## হরিতকি

বাজার মন্দা। রপ্তানি অল্প। দর চড়া। জব্বলপুরের এক নম্বর কোয়ালিটীর মাল বাজারে নাই বলিলেই হয়।

## হরিতকি

বাজার মন্দা। রপ্তানী অল্প। দর চড়া। বাছা হরিতকির বিক্রেতারা অল্প পরিমাণ বিক্রয় করিতে চাহে। আ-বাছাই হরিতকির বিক্রেতা অনেক। দর ৩।০ হইতে ৪॥০, গুদাম হইতে মাল লইতে হইবে। ভাঙ্গা হরিতকির দর ৪।৵০ হইতে ৫৸০ পর্য্যন্ত। হল্‌দে রঙের হরিতকির বেশী দর। স্থানীয় চামড়া প্রস্তুতকারকেরা উহা ক্রয় করিতেছে।

## হলুদ

বাজারে বেশ টান। বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। দর চড়া। রপ্তানী কম। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী হয় নাই। উপনিবেশে মসলিপত্তম্ হলুদ রপ্তানী হইতেছে। গুদাম হইতে নিম্নলিখিত দরে উহা বিক্রয় হইতেছে :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| মসলিপত্তম | ৮৸৵০ | হইতে | ১৪৲ |
| মাদ্রাজ ও গোপালপুর | ৮॥০ | „ | ১৪৲ |
| পাবনা ও কুষ্টিয়া | ৮৲ | „ | ১২৲ |
| দেশী ও জগন্নাথপুর | ৮৲ | „ | ১০৲ |

## সোরা

বাজার মন্দা। বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। স্থানীয় বিক্রয় অল্প। রপ্তানীর জন্য শতকরা ১০ ভাগ ভেজালের গ্যারান্টি দেওয়া ফারাক্কাবাদ সোরার কারখানার মনের দর ১২৲ হইতে ১৩৲ টাকা। ধোয়া ( washed and crude ) শতকরা ৫ ভাগ ভেজালের গ্যারান্টিযুক্ত সোরার দর ৯৲ হইতে ১১॥০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে লইতে হইবে। শতকরা ২০, ২৫, ৩০ ভাগ ভেজাল দেওয়া সোরার যথাক্রমে দর ৬৸০, ৬।০ এবং ৫৸০। কম ভেজালযুক্ত সোরা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়।

## সোহাগা

বাজার সুবিধা নয়। বিক্রয় অল্প। দর চড়া। বাজারে মজুদ ও মফস্বলের যোগান অল্প। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিক্রয় নাই। দর ১৪৲ টাকা হইতে ১৭৸০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে লইতে হইবে। মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে।

## সেয়ার মার্কেট

বাজারের অবস্থা বড়ই মন্দা, কাজ অতি অল্পই চলিতেছে। গবরমেণ্ট সিকিউরিটির কাজ মন্দ চলিতেছে না। পোর্ট ট্রাষ্টের কর্ত্তৃপক্ষ শতকরা ৫॥০ টাকা সুদের ঋণ ৯৭৲ টাকায় দিতেছেন। গ্রাহকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া আসিয়াছে।

## গবরমেণ্ট সিকিউরিটী

| | |
|---|---|
| শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ... | ৬৩।০ |
| „ ৩॥০ „ „ „ ... | ৭৪৴ |
| „ ৪৲ টাকা সুদের কনভার্সন লোন ( ১৯১৬-১৭ ) ... | ৯০॥০ |
| „ ৫৲ „ „ বণ্ড ( ১৯৩৩ ) ... | ১০২॥৴০ |
| „ ৫৲ „ „ ওয়ার লোন (১৯২৭-৪৭) | ৯৯॥০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ,, | ৫৲ | ,, | ,, | ,, | ,, (১৯৪৫-৫৫) | ১০৪৲ / ১০৪৶ / ১১৪।০ |
| ,, | ৫৷৷০ | ,, | ,, | | ওয়ার বণ্ড (১০২৮) | ১০৬.০ |
| ,, | ৬৲ | ,, | ,, | | বণ্ড ( ১৯২৬ | ১০০৸০ |
| ,, | ৬৲ | ,, | ,, | | ,, ( ১৯২৭ ) | ১০১৸৶০ / ১০০৸৶০ |
| ,, | ৬৲ | ,, | ,, | | ,, ( ১৯৩০ ) | ১০৫'৶০ |
| ,, | ৬৲ | ,, | ,, | | ,, ( ১৯৩১ ) | ১০৫৷৷৶০ |
| ,, | ৭৲ | ,, | ,, | | ,, ( ১৯৩২ ) | ১০৫:৶০ |

## পাটের সেয়ার

বাজারের দালালেরাই কেবল কেনা-বেচা করিতেছে। দর ৩১৸০ এবং ২৯৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে উহা যথাক্রমে ৩১৸০ ও ২৮৷০ বিক্রয় হয়। অবস্থা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। যদিও ইহা সকলেই জানে যে বর্ত্তমানে ক্ষতি সহ্য করিয়াও কল চালান হইতেছে, তথাপি অনেকেই আশা করিতেছে, খারাপ যা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন অবস্থা ভালর দিকে। তাহার ফলে কেহ কেহ টাকা ফেলিতেছে। চড়াদরের সেয়ারের মধ্যে এণ্ডরু ইয়ুলের সেয়ারেরই সবাই পক্ষপাতী। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, ১০০৲ টাকা সেয়ারের খরিদ্দার নাই বলিলেও চলে।

## তুলা

তুলার বাজার মন্দা। দরের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।
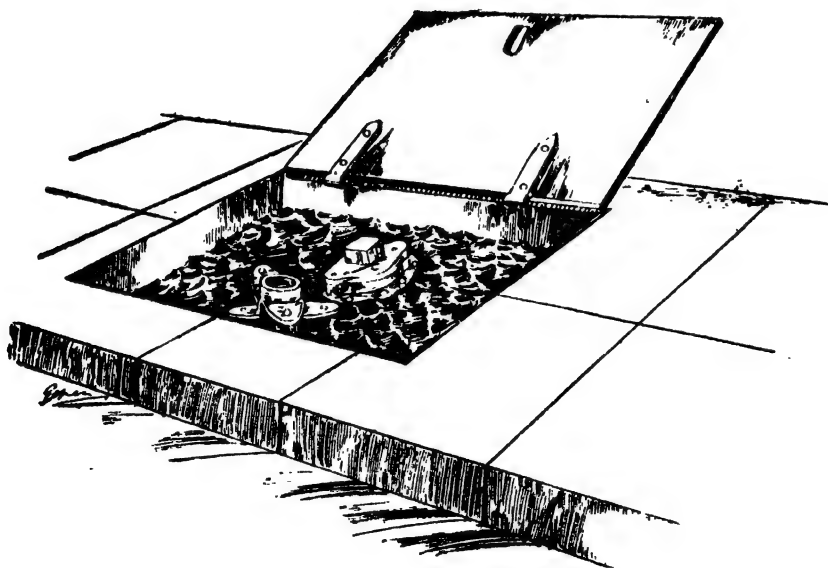
ফুট পাথের উপর হাইড্রাণ্ট বা জলাধারের ঢাকনী খোলা রহিয়াছে এবং জলাধারে জল পূর্ণ রহিয়াছে।

# কলিকাতায় মৃত্যু ও মড়কের বীজ

প্রত্যেক দশবৎসর অন্তর লোক গণনার সময় দেখা যায় যে, কলিকাতার লোক সংখ্যা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের নানা দেশ হইতে নানা লোক কলিকাতায় জীবিকার্জ্জনের জন্য আসিতেছে; সেই জন্য কলিকাতার লোকসংখ্যাও প্রতি বৎসর নিঃশব্দে বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯২৭ সালের লোক গণনায় দেখা যায় যে, কলিকাতা এবং কলিকাতার সহরতলীর লোকসংখ্যা ১৩,২৭,৫৪৭ হইয়াছে, তাহার পর আরও ৪ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতি দশবৎসরের গণনায় যে হারে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে কষিয়া দেখিলে এই ৪ বৎসরে অন্যূন আরও ৫০ হাজার লোক

জলাধারের জলে মেথরাণী তাহার ময়লা ফেলা বাল্‌তী, ঝাঁটা ও খুরপী ধুইতেছে।

বাড়িয়াছে। যে সহরের লোক সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ এবং প্রতি বৎসরেই যেখানে লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, সেখানকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার এবং দায়ীত্বপূর্ণ কাজ তাহা বলিবার নহে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর উপর এই বিরাট জনসঙ্ঘের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী বলিতে সাধারণ লোকে করপোরেশন ষ্ট্রীটের বড় বড় চতুষ্কোণ ডোম্‌ওয়ালা লাল বাড়ীগুলিই বুঝিয়া থাকে এবং এই বাড়ী হইতে যে সকল ট্যাক্স
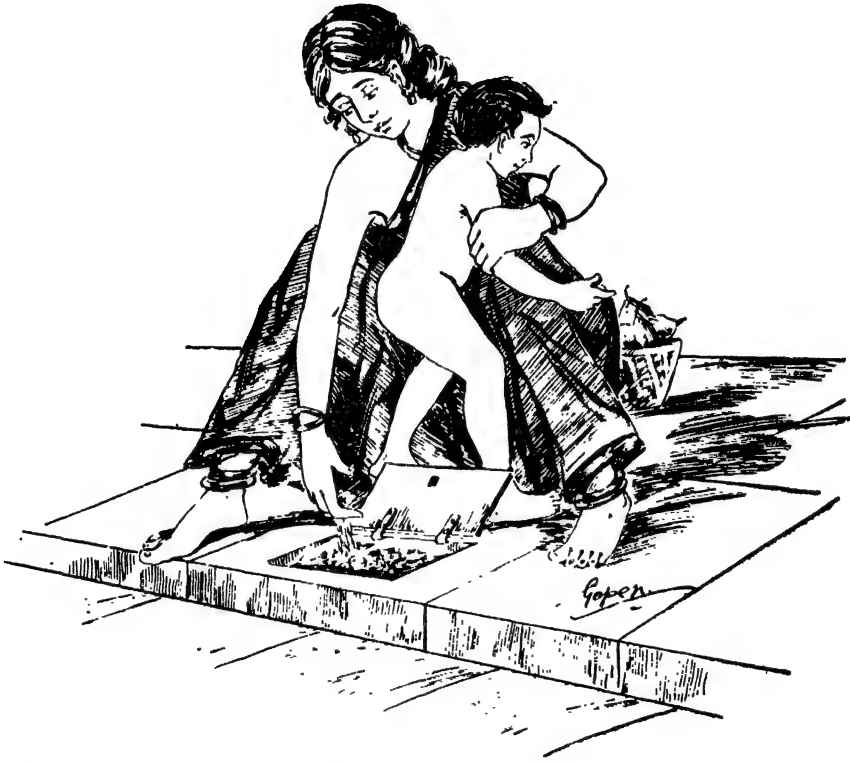
জলাধারের জলে ফলওয়ালী তাহার ছেলের শৌচকার্য্য সারিতেছে।

দারোগা এবং চাপরাসী টাকা আদায় করিতে এবং নানারূপ নোটীশ ও ওয়ারেন্ট জারী করিতে বাহির হয় তাহাদিগকেই সকলে জানে। এই বাড়ীগুলি এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ কর্ম্মচারীগণ যে এক হিসাবে তাহাদিগের নিয়োজিত কর্ম্মচারী ও কমিশনার এবং সেই জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর সকল ব্যবস্থায় এবং ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদিগের সাহায্য, সহানুভূতি, এবং সহকারীতা প্রয়োজন সে কথা সাধারণ লোক আদৌ জানেনা।

গণবাদ মূলক শাসনতন্ত্র যে সকল দেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে সে সকল দেশের ভোটারগণ ভোটের মর্ম্ম এবং মূল্যও যেমন বোঝে, তেমনি দলবদ্ধ এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া নিজ নিজ দলের

মতাবলম্বী লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া শাসন যন্ত্রকে আপনাদের মনের মতন করিয়া গড়িয়া নিতে হয় তাহাও তাহারা বিলক্ষণ বুঝে। আমাদিগের দেশে এতকাল রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, অথবা দয়ামূলক যথেচ্ছাচার (ইংরাজিতে যাহাকে Benevolent despotism বলে) শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। এরূপ স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনেকটা পাশা খেলার মত অনিশ্চিত। রাজা যদি ভাগ্যগুণে রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাবৎসল, এবং ন্যায়বান হন, তাহা হইলে দেশে রাম রাজত্ব আরম্ভ হইল, আর তিনি যদি ভাগ্যদোষে সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় যথেচ্ছাচারী হ'ন তবে প্রজারও আর দুর্গতির সীমা থাকে না। কিন্তু গণতন্ত্রে এসকল যথেচ্ছাচারীতার স্থান ও সুবিধা হয় না যদি গণবাদী জনসাধারণ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে।

আমাদিগের দেশে গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালী সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ভোটারগণ এখনও তাহাদিগের অধিকার এবং দায়ীত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না; তাই তাহাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী শাসন যন্ত্র পরিচালনার যন্ত্র মাত্র না হইয়া তাহারাই তাহাদিগের প্রতিনিধির হস্তে ক্রীড়ণক মাত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বেশী দিন এ অবস্থা থাকিতে পারে না, অন্ততঃ থাকা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে কয়েকজন অর্থশালী এবং শক্তিশালী লোক গণতন্ত্রের নামে দেশের মধ্যে Autocracy এবং Plutocracy অর্থাৎ স্বৈরশাসন এবং দলশাসনের রাজত্ব বসাইয়া দিবেন।

ইঁহারা তখন দেশের ও দশের নামে নিজেদের ইচ্ছানুসারেই শাসন যন্ত্র পরিচালনা করিতে থাকিবেন। এই জন্য গণতন্ত্রবাদী দেশ সমূহে সর্ব্বত্রই এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে সে সকল দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শুধু অবৈতনিক নহে, পরন্তু বাধ্যতামূলক। স্ত্রী পুরুষ সকলকেই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে লেখাপড়া শিখিতে হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষার সামাজিক নিয়ম সকল পালন করিয়া চলিতে হয়। নচেৎ আইনানুসারে কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। এই জন্যই ভোটের অধিকার এবং দায়ীত্ব সম্বন্ধে তাহাদের সকলেরই যথেষ্ট জ্ঞান এবং ধারণা আছে। আমাদিগের দেশেও গণতন্ত্রমূলক শাসন সফল করিতে হইলে শিক্ষাকে জনসাধারণের সহজায়ত্ব করিতে হইবে এবং অবস্থানুসারে পরে ইহা অবৈতনিক এবং বাধ্যতা মূলকও করিতে হইবে। ইহা করিতে যত দেরী হইবে, গণতন্ত্র লাভের আসল সফলতা এবং সার্থকতা লাভ করিতেও আমাদিগের তত দেরী হইবে।

জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের যেমন এই সকল কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব রহিয়াছে তেমনি প্রতিনিধিদিগকেও নানারূপ সৎপরামর্শ দিয়া এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যে সাহায্য ও সহকারীতা করিয়া স্বায়ত্বশাসনকে সফল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব জনসাধারণের উপরেও যথেষ্ট ন্যস্ত রহিয়াছে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের বর্ত্তমান সংখ্যায় আজ আমরা একটী গুরুতর বিষয়ের প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। কিরূপে এই ব্যাপারের প্রতীকার হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কলিকাতা এবং সহরতলীর লোক সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ। প্রতি স্কোয়ার মাইলে এখানকার লোক সংখ্যা এখন ২১, ৪১২। যেখানে এইরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট লোকের বাস সেখানে অতি সহজেই নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারী ও কমিশনারদিগের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্য দিয়াই সাধারণতঃ সংক্রামক রোগের বীজ মানব দেহে প্রবেশ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে খাদ্য দ্রব্যের

কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল পানীয়ের সম্বন্ধে আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিব।

কলিকাতা কর্পোরেশন জনসাধারণকে দুই প্রকার জল সরবরাহ করিয়া থাকেন। এক, বিশুদ্ধ কলের জল যাহা গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার এবং পানীয়ের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং গঙ্গার অবিশুদ্ধ ঘোলা জল (unfilterd water) যাহা পায়খানার ট্যাঙ্কে (tank) এবং রাস্তায় দেওয়া হয়। কর্পোরেশনের Health officer বা স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী গঙ্গার এই অবিশুদ্ধ ঘোলা জলের সরবরাহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল মাত্র filtered বা বিশুদ্ধ গঙ্গা জলই রাস্তায়, বাড়ীতে এবং সর্ব্বত্র সকল কাজের জন্য সরবরাহ করিবার জন্য কর্পোরেশনকে অনেক বার পরামর্শ দিয়াছেন; যদিও ইহাতে কর্পোরেশনের জল সরবরাহের ব্যয় অনেক বাড়িয়া যাইত তথাপি ইহাদ্বারা কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি জলবাহী নানারূপ সংক্রামক রোগের হাত হইতে করদাতাদিগকে রক্ষা করা যাইত। কিন্তু খরচের ভয়ে কর্পোরেশন এই ব্যবস্থা কাজে লাগাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী বিশুদ্ধ কলের জল লোকের বাড়ীতে সরবরাহ করা হয়, আর ঘোলা অবিশুদ্ধ জল পাইখানার ট্যাঙ্ক এবং রাস্তায় জল দিতে
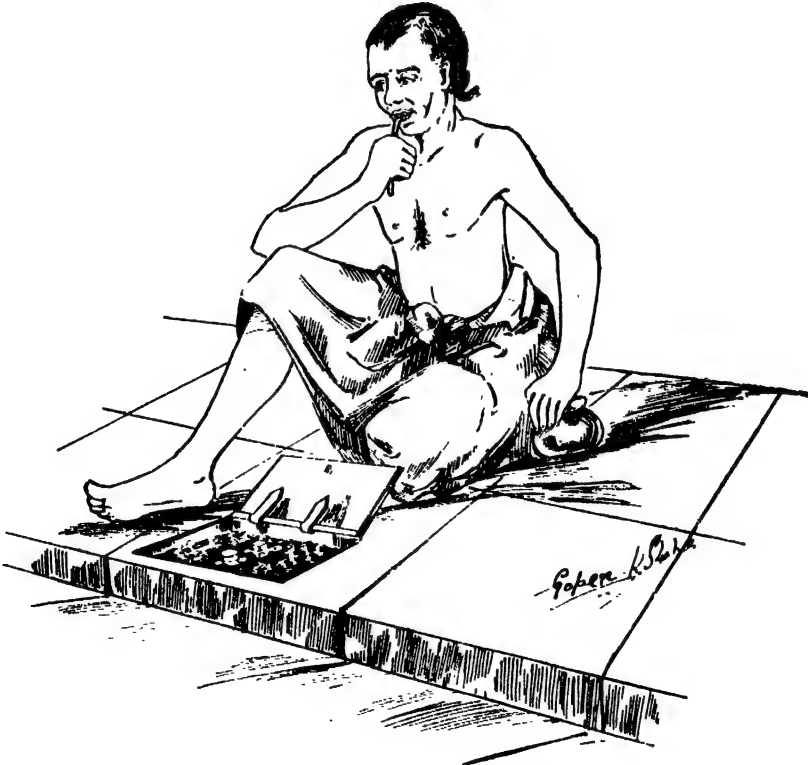
জনৈক কুলী দাঁতন করিয়া জলাধারের জলে মুখ ধুইতেছে।

ব্যবহার করা হয়। এই ঘোলা জল পান করিলে কলেরা, টাইফয়েড্, আমাশায় উদরাময়াদি রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে এই মর্ম্মে কর্পোরেশন হইতে অনেকবার ইস্তাহার জারী হইয়াছে, অথচ কর্পোরেশন আপিসের চোখের সাম্‌নে জনসাধারণ কি জঘন্য অবস্থায় এই ঘোলা জল পান করিতেছে তাহা অবহিত হইয়া শুনুন।

২ নম্বর ডিষ্ট্রিক্টে আমাদের বাস। আমাদের বাড়ীর দরজার ঠিক সম্মুখে রাস্তায় জল দিবার জন্য ফুটপাতের উপর একটী হাইড্রাণ্ট (Hydrant) আছে। কর্পোরেশনের উড়ে কুলীরা প্রাতে এবং অপরাহ্নে এই হাইড্রাণ্টের ঢাক্‌নী খুলিয়া ক্যানভাসের নল দিয়া (Hose Pipe) রাস্তায় জল দেয়। এই জল দিবার উদ্দেশ্য এই যে রাস্তার ধুলা বালী অন্ততঃ কিছুকালের জন্য দমন থাকিবে এবং পথিপার্শ্বস্থ গৃহস্থ, দোকানদার, এবং তাহাদিগের রক্ষিত খাদ্যাদি ধূলার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। কলিকাতার রাস্তায় ফুটপাথের উপর যে লোহার বাক্স গুলি দেখা যায় উহারই নাম হাইড্রাণ্ট। উহার ঢাক্‌নি খুলিলে বাক্সের মধ্যে জলের যে নল আছে তাহার মুখে চতুস্কোণ বিশিষ্ট লোহার একটা করিয়া ছিপি থাকে; ঐ ছিপি ঘুরাইয়া খুলিলেই প্রবল বেগে জল বাহির হয়। উড়িয়া কুলিরা প্রত্যহ এইরূপে ছিপি খুলিয়া রাস্তায় জল দিয়া আবার ছিপি বন্ধ করিয়া লোহার ঢাক্‌নি ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঐ ঢাক্‌নীর গায়ে ছোট একটা ছিদ্র আছে; তাহার মধ্যে আঙ্গুল, লাঠি, ছড়ী, বা লোহার বেঁকা একটা কাঁটা দিয়া টানিবা মাত্রই ঢাক্‌নীটি সহজে খোলা যায় এবং হাইড্রাণ্ট বা লোহার বাক্সে যে জল সর্ব্বদা মজুদ থাকে তাহা যে কেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। আর একটা সাঁড়াশী বা তজ্জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নলের ছিপিটা খুলিলেই হাইড্রাণ্টের মধ্য হইতে প্রবল বেগে জল বাহির হয় এবং সেই জলের দ্বারা সবরকম কাজ করা যায়।

হাইড্রাণ্টের যে ছবি দেওয়া হইল তাহা দেখিলেই কলিকাতার ফুটপাথে আসল হাইড্রাণ্টের ব্যবহার প্রণালীর কথা সকলেরই মনে পড়িবে।

অতি প্রত্যুষে উড়ে কুলিরাত রাস্তায় জল দিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর এই হাইড্রাণ্ট লইয়া যে কীর্ত্তি আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধে যাহা প্রত্যহ চোখের সম্মুখে দেখিতেছি তাহাই এখানে বর্ণনা করিব। এই প্রবন্ধে যে ছবিগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা জীবন্ত দৃশ্য হইতে চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। অতি প্রত্যুষে ফটোগ্রাফ তোলা যায়না বলিয়া ফটোগ্রাফ দিতে পারা গেল না। যাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি তাহা যে অসংখ্য লোক নিয়ত কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন ইহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্রত্যুষে উড়ে কুলীরা রাস্তায় জল দিয়া যাবার পরে দেখি যে আমাদের অঞ্চলের মেথরাণী ময়লা ফেলা বালতী ময়লা ঝাঁট দেওয়া ঝাঁটা এবং ময়লা চাঁছিয়া তোলার জন্য তাহাদের নিকট যে লোহার একএকটা খুরপী থাকে তাই লইয়া হাইড্রাণ্ট বা জলাধারের নিকট আসিল। আসিয়া একটা বেঁকা লোহার কাঁটা দিয়া ঢাকনীটা খুলিয়া জলাধারের জলের মধ্যে প্রথমে ঝাঁটাটী বেশ করিয়া ধুইল; তাহার পর লোহার খুরপী খানা এবং সর্ব্বশেষে বালতীর মধ্যে ঝাঁটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বালতীও বেশ করিয়া ধুইয়া লইল। মেথরাণীরা প্রত্যেক বাড়ীতে শুধু এঁটো, কাঁটা, ময়লা এবং আবর্জ্জনাই পরিস্কার করে না; বাড়ীর পায়খানা এবং প্রস্রাবের জায়গাও ঝাঁটা দিয়া ঘসিয়া পরিস্কার করে। বাড়ীর মল, মূত্র, ময়লা, আবর্জ্জনাদি যে ঝাঁটার দ্বারা পরিস্কার করে এবং যে বালতীতে করিয়া এই সকল বহিয়া নিয়া রাস্তার ময়লাধারে ফেলিয়া দেয় সেই ঝাঁটা, বালতী আদি আবার রাস্তার জলাধারে আনিয়া ধুইয়া পরিস্কার করে।

রূপে কত রোগের বীজাণু যে এই জলাধারে প্রত্যহ ক্ষিপ্ত হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

থরাণী চলিয়া যাইবার একটু পরেই একজন ফলওয়ালী তাহার ছেলে মেয়ের শৌচ ক্রিয়া করার জন্ম রোজ কালে এই জলাধারের নিকট আসে। আমাদের রাস্তার মোড়েই এই ফলওয়ালী বসিয়া ফল বেচে; ৪।৫টী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রায়ই তাহার সঙ্গে থাকে; পায়খানার বেগ আসিলে ছেলেমেয়েদের ফুটপাথের উপরেই বসাইয়া দেয় এবং তৎপরে জলাধারে আসিয়া তাহাদিগের শৌচক্রিয়া সমাধা করে।

খানিক বাদে দেখি রাস্তার কুলীরা ঐ জলাধারের নিকট বসিয়া দাঁতন করিতেছে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে সে জল দিয়া মুখ ধুইতেছে।

আমাদের বাড়ীর পাশে একটী নূতন বা উঠিতেছে; সেই বাড়ীর মাল মসালা যোগান দিবা জন্য রোজ গাড়ী গাড়ী ইঁট, সুঁরকী, চুন ইত্যা আসে। গাড়োয়ানেরা হাইড্রান্টের নলের ছিপি খুলি জল বাহির করিয়া সেই জলাধারের নিকট মহিষ লই যাইয়া তাহাদিগকে বেশ করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া স্না করাইয়া লয় এবং শেষে নিজেরাও স্নান করিয়া কাপ
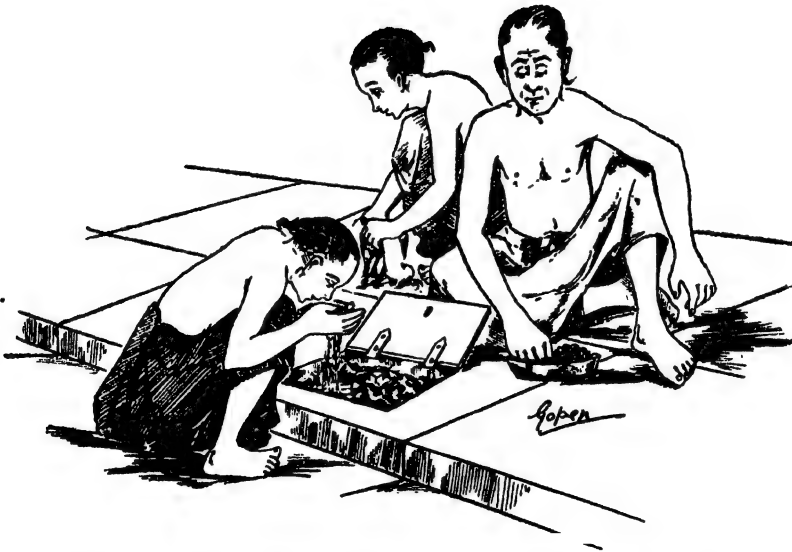
জলাধারের পাশে একজন বসিয়া কাপড় কাচিতেছে, একজন ছাতু ও গুড় মাখিয়া খাইতেছে এবং অপর একজন আহারান্তে জলাধার হইতে জল লইয়া আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতেছে।

কাচিয়া সেই জলাধারের পাশে বসিয়া ছাতু, গুড় ইত্যাদি পেট ভরিয়া আহার করে এবং সেইখান হইতেই হাতে করিয়া প্রাণ ভরিয়া জল খাইয়া লয়। এখন গাড়োয়ানেরাই এই জল পান করিতেছে; কিন্তু অন্য সময়ে এই অঞ্চলে যে সকল ভিখারীরা ফুট পাথ জুড়িয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগকেই তাহাদের ভিক্ষালব্ধ খাদ্যাদি খাইবার পর এই সকল হাইড্রান্ট হইতে অকাতরে জল পান করিতে দেখিয়া থাকি। ইহারা প্রায়ই দুপুরে তাহাদের ভিক্ষালব্ধ খাদ্যাদি খায়; রাস্তার কলে সে সময় আদৌ জল থাকে না। হয় সেই জন্য, অথবা কল অপেক্ষা হাইড্রান্টের জল সহজ লভ্য এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাই বলিয়াই বোধহয় এই সব ভিখারীরা হাইড্রান্টের জল খায়।

গঙ্গার জল সেপ্টিক্ ট্যাঙ্কের ময়লার জন্য একেই অত্যন্ত দূষিত; তাহার উপর অসংখ্য ষ্টীমার, জাহাজ নৌকা, গাধাবোট ইত্যাদির হাজার হাজার মাঝি মাল্লা, আরোহী এবং নাবিকের শৌচ প্রস্রাবে প্রতিনিয়ত দূষিত হইতেছে। সেই জলই অবিশুদ্ধ unfiltered এবং অবিকৃত অবস্থায় এই সকল রাস্তার হাইড্রান্ট বা জলাধারে সঞ্চিত থাকে; এই জল পান করা আর নানাবিধ সংক্রামক রোগের বীজাণু শরীরের মধ্যে আনয়ন করা একই কথা। মিউনিসিপ্যালিটার হেল্থ অফিসারেরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে এই অপরিস্কৃত জল যখন রাস্তায় দেওয়া হয় তখন সেই অপরিস্কৃত জলের সহিত নানা সংক্রামক রোগের বীজাণুও রাস্তায় যাইয়া পড়ে এবং রাস্তার ধূলার সহিত যাইয়া মিলিত হয়। পরে রাস্তার ধূলা বাতাসে বাহিত হইয়া আবার বাড়ীর ভিতরে দুধ এবং অন্যান্য খাদ্যাদির সহিত যাইয়া মিলিত হয়। এই খাদ্যাদির দ্বারাই কলেরা, টাইফয়েড উদরাময় ইত্যাদি নানা সংক্রামক ব্যাধি সহরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই সব কারণ দেখাইয়া তাঁহারা গঙ্গার ঘোলা জল একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এতকাল শুধু গঙ্গার ঘোলাজলের আতঙ্কে অস্থির হইয়াছেন কিন্তু ঘোলা জল তবুওত পদে আছে। রাস্তার হাইড্রান্টের ন্যায় ক্ষুদ্র একটী জলাধারের ঘোলা জলের মধ্যে যখন পাইখানা পরিস্কার করা ঝাঁটা, ময়লা এবং আবর্জ্জনা বাহী বালতী ধোওয়া হয়, সেই জলে যখন ছেলেমেয়েদের শৌচ প্রস্রাব করান হয়, গরুমহিষকে স্নান করান হয় এবং কুলীও গাড়োয়ান দিগের পূতিগন্ধময় বস্ত্রাদি কাচা হয় তখন সেই জল কি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার আর প্রয়োজন নাই। এই বীজাণুপূর্ণ দূষিত জল কলিকাতার কুলী, গাড়োয়ান এবং ভিখারীর দল আকণ্ঠ পান করিয়া আপাততৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে বটে, কিন্তু ইহারা সহরের মধ্যে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির বীজ কি ভীষণ ভাবে ছড়াইয়া দিতেছে তাহা ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে।

কলিকাতা সহরকে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যে প্রাচ্য দেশের শীর্ষ স্থানীয় সহরে পরিণত করিবার আকাঙ্খা মনে পোষণ করিলে সর্ব্বাগ্রে সহরের এই সকল দূষিত ক্লেদপূর্ণ ক্ষুদ্র স্থানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গরীব কুলী মজুরেরা এইরূপ জঘন্য জল পান করিয়া মরিবে তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায় এই ভাবিয়া যদি কেহ এই সকল বিষয় উপেক্ষা করেন তবে তাঁহার ন্যায় অপরিণামদর্শী স্থূলবুদ্ধি আর কেহ নাই। কারণ গরীব মরিলেই যদি সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইত তবে না হয় চোখ কান্ বুজিয়া এক রকম করিয়া এই সব জঘন্য দৃশ্য সহিয়া থাকিতাম। কিন্তু গরীব বহু লোককে মারিবার বীজ সহরের নানাস্থানে ছড়াইয়া তবে মরে। মিউনিসিপ্যালিটীর চৌহদ্দীর মধ্যে ধনীর প্রাসাদের পার্শ্বে গরীবের খাপ্‌রার চালা যখন রহিয়াছে এবং তাহা যখন জোর করিয়া অথবা আইনের বলে উঠাইয়া দিবার উপায়

তখন গরীবের স্বাস্থ্যের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেটা গরীবের প্রাণ বাঁচাইবার জন্যও যদি না হয় তথাপী ধনীর স্বাস্থ্য, সুখ, এবং শরীর রক্ষার জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ কথা ভুলিলে চলিবে না ; কারণ, এই সকল গরীব কুলী, মজুর, এবং ভিখারীর দল গঙ্গার ঘাটে, রাজ প্রাসাদ সকলের সিঁড়ী এবং অলিন্দার পাশে, যে সকল স্কুল কলেজে ধনী দিগের নন্দদুলালেরা লেখাপড়া করে সেই সকল স্কুল কলেজের আশে পাশে ভিড় জমাইয়া দুই একটী পয়সার আশায় পড়িয়া থাকে। ইহাদিগের অন্ন পানীয়ের প্রতি একেবারে উপেক্ষা করিলে ইহারা নানাস্থানে, নানা আকারে, নানা সংক্রামক বীজ ছড়াইয়া বেড়াইবে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ সময় থাকিতে সতর্ক হউন।

কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিবেচনার জন্য আমরা এই স্থানে তাহা প্রকাশ করিলাম।

১। রাস্তার হাইড্রান্ট গুলির ঢাকনীতে এমন কোনও কাচ (catch) লাগাইয়া দেওয়া যায় কিনা যাহাতে ঢাকনীটা ফেলিয়া দিলেই জলাধারটী আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে, বাহির হইতে কেহ তাহা খুলিতে পারিবে না। কেবল কোনও universal key দ্বারা খুলিবে যাহা জলের কুলীদিগের নিকট থাকিবে।

২। রাস্তায় জল দিবার পর জলাধারের মধ্যে যাহাতে একটুও জল না থাকে এইরূপ ভাবে জলাধারটী গঠন করা। জলাধারের বাক্সের চারিধারে এবং গায় যদি কয়েকটী করিয়া ছিদ্র থাকে তবে রাস্তায় জল দিবার সময় জলাধারে যে জল সঞ্চিত হয় তাহা এই সকল ছিদ্রপথে তৎক্ষণাৎ আবার বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে ঢাকনীটী খুলিলেই এখন যেমন সব সময়েই লোকে জল পায় এবং সেই জন্য জলে শৌচ প্রস্রাব করে তাহা করিতে পারিবে না।

৩। অনেক সময় দেখিয়াছি যে জলাধারের জলের মুখে যে চতুষ্কোন ছিপিটা থাকে তাহা অতি সহজেই রাস্তার লোকেরা খুলিয়া ফেলে এবং সেই জলে গরুমহিষ স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদি সব কাজ সারে এবং এবং তাহার পর ছিপিটা খোলাই থাকিয়া যায় এবং জলের কুলীরা না আসা পর্য্যন্ত সারা দিন জল নষ্ট হয়। জলের ছিপিটা এমন ভাবের হওয়া উচিত যাহাতে রাস্তার লোক অত সহজে উহা খুলিয়া জল এবং জলাধার ময়লা করিতে না পারে।

৪। তাহার পর জনসাধারণের নিকট ছায়াচিত্র বক্তৃতা ইত্যাদির দ্বারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাতথ্য প্রচার করাও মন্দ নহে। কিন্তু ইহা সময় ও অর্থ সাপেক্ষ এবং এসব করিলেও কিছু ফল হইবেনা যতক্ষণ মিউনিসিপ্যালিটী নিজের চেষ্টার দ্বারা রোগ বিস্তারের পথ রোধ করিয়া না দেন।

৫। রাস্তার হাইড্রান্টের ঢাকনা মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহ খুলিলেই তাহাকে আইনানুসারে দণ্ডনীয় করা। যাহার বাড়ী অথবা দোকানের সম্মুখে এইরূপ জলাধার আছে তাহার তত্ত্বাবধানে উহা রাখাও মন্দ ব্যবস্থা নহে। বারান্তরে অপর একটী বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিবার ইচ্ছা রহিল।

———

# জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে কি কি থাকিবে

১। বঙ্গদেশের তেলের কল।

( কি উপায়ে বর্ত্তমান তেলের কলগুলির উন্নতি করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা। )

২। নানাবিধ গালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও ফরমুলা।

( বিলাতে এবং এদেশের বাজারে প্রচলিত নানাবিধ গালা প্রস্তুত করিবার বিশদ প্রণালী এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে। )

৩। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বন্দর সমূহের বিবরণ।

( ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের কোথায় কোন বন্দর আছে এবং সেই সকল বন্দরে কি কি জিনিষ আমদানি রপ্তানি হয় তাহার বিশেষ বিবরণ এই প্রবন্ধে পাইবেন। )

৪। আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান ; পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ; এবার আরও একটী নূতন আবর্জ্জনা হইতে কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে তাহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

৫। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আনারস সংরক্ষণ প্রণালী।

( বৈশাখ মাসে যে প্রবন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা এই মাসে প্রকাশিত হইবে। )

৬। নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ।

( এই অধ্যায়ে গৃহী এবং ব্যবসায়ী সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। )

৭। নানারূপ মাল ক্রয় বিক্রয়ের সন্ধান।

৮। বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর।

৯। কচুরী পানার ব্যবহারিক প্রয়োগ।

১০। গোবন্ধুর আবিস্কার।

( গরু এবং বাছুর যাহাতে একসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে পারে তাহার এক নূতন উপায়। ইহাতে বাছুর ঘাস, নাড়া, মাড়, জল, ইত্যাদি সব খাইতে পারে কেবল গরুর বাঁটে মুখ দিতে পারে না। )

১১। ইনকিউবেটার বা তাপ কলের সাহায্যে মুরগী এবং হাঁসের ব্যবসায়।

১২। জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষির মাসিক ডায়েরী।

১৩। কলিকাতার বাজার দর।

১৪। পত্রাবলি।

( এই অধ্যায়ে ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক দিগের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। )

১৫। গ্রীষ্মে সরবতের ব্যবসায়।

( এই প্রবন্ধে সরবত সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। )

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ [ ২য় সংখ্যা


## কৃষির মাসিক ডায়েরী

### বৈশাখ মাস

শীতকালে যে সকল ফল, ফুল, সব্জী জন্মিয়া থাকে তাহার সকল গুলির ফসল নিঃশেষিত হইয়াছে। এখন এই সকল গাছের বীজ সংগ্রহ করিবার সময়। যে গাছগুলি বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত নয়, সেগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ঐ জমির মাটি আলগা করিয়া উহাতে গোবর ও পচা পাতার সার দিতে হইবে। কারণ সারা শীতকাল ধরিয়া ফসল দিবার পর মাটির তেজ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; উহাতে নূতন সার দিয়া জমির উৎপাদিকাশক্তি এই সময় বাড়াইয়া লইতে হইবে।

এই সময় বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে পরবর্ত্তী বৎসরে তাহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। ভাল করিয়া বীজ রক্ষা করিলে তাহা হইতে পুনরায় যে ফসল হয় তাহা উত্তরোত্তর ভালই হইয়া থাকে। তবে বীজ সংগ্রহ বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেমন স্বাস্থ্যবান দম্পতির সন্তান সবল ও সুস্থ হয় তেমনি উৎকৃষ্ট বীজ হইতে উত্তম ফসলই জন্মিয়া থাকে। সৃষ্টির নিয়ম পশুজগতে যেমন, উদ্ভিদ জগতেও তেমনি একইরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই কথাটি মনে রাখিয়া বীজ সংগ্রহ করা উচিত। বীজ সংগ্রহ করিয়া উহার মধ্যে যেগুলি পরিপুষ্ট এবং নিখুঁত তাহাই আগামী ফসলের জন্য রাখিয়া দিতে হয়, বাকী যাহা অপুষ্ট, পোকায় খাওয়া অথবা ফাপ বা তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে হয় কিম্বা গরু

অথবা মুরগীকে দিতে হয়। ফসলের বীজে কাঠ পোড়ান ছাই মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাঁচের ছিপিযুক্ত বোতলে এমন ভাবে রাখিতে হয়, যাহাতে বাহিরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। বর্ষাকালের জলীয় বাতাস কিম্বা স্যাঁতা লাগিলেই বীজ খারাপ হইয়া যায়। তজ্জন্য গালা দিয়া বোতলের মুখ আঁটিয়া রাখা উচিত। এরূপভাবে রক্ষিত বীজ বাজার হইতে কিনিয়া আনা বীজ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেকবার নূতন ফসলের জন্য বীজ ক্রয় করিতে যে পয়সা খরচ হয়, সেই ব্যয়ও বাঁচিয়া যায়।

এই বীজ হইতে যে ফসল হইবে, তাহা গত বৎসরের ফসল হইতে উৎকৃষ্ট হইবে। ফসল শেষ হইবার পর আবার ভাল পরিপুষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে পর বৎসরে আরও ভাল ফসল হইবে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ফসলের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন লোক ইহা করিয়া থাকে? অপুষ্ট বা অর্দ্ধপুষ্ট বীজও তাহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাহা হইতে যে ফসল হয়, তাহাও অতি নিকৃষ্ট কোয়ালিটীর ফসল হয়। অন্ধ, খঞ্জ, রোগগ্রস্ত মানবের সন্তান যেমন রুগ্ন ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তেমনি অপুষ্ট বীজ হইতে জাত উদ্ভিদের ফসলও অপুষ্টই হইয়া থাকে।

এই সময়ে বৈশাখের প্রখর রৌদ্র তাপে ফুলগাছ গুলি সাধারণতঃ শুকাইয়া যায়। এই জন্য ফুলগাছ গুলিতে নিয়মিত ভাবে জল দেওয়া প্রয়োজন। গোলাপ গাছের বিশেষ করিয়া যত্ন লওয়া উচিত। এই সময়ে গোলাপ গাছগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল না পাইলে উহাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকে গোলাপ গাছে ভাল ফুল ফুটিতেছে না বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা হয়ত জানেন না, প্রচুর জল না পাইলে গোলাপের পুষ্পিত হইবার শক্তি কমিয়া যায় এবং গাছে ভাল ফুল না ফোটার কারণ হয়ত ইহাই। গোলাপ গাছে জল না দিলে রস শোষণের জন্য উহার শিকড় বহু নিম্নে নামিয়া যায়। শিকড় বেশী ভিতরে চলিয়া গেলে গাছে আর ফুল ফটে না। এই কারণে নিয়মিত ভাবে গাছে জল দেওয়া প্রয়োজন, তাহাতে শিকড় উপরিভাগে থাকিবে। গোলাপ গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে মাটি আলগা করিয়া দিয়া তাহাতে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন বালতি বালতি জল দেওয়া প্রয়োজন। এই সময় গোলাপ ফুল ফুটিবার সময়। ফুল যেন গাছের গোড়ার দিকে না জন্মে; যখনই গোড়ার দিকে কুড়ি উদ্গত হইতে দেখা যাইবে, তখনই তাহা ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। নহিলে সমস্ত গাছটি নষ্ট হইয়া যাইবে।

টেনিস খেলিবার লন্‌ও এই সময়ে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কাঁটা দিয়া মাটি আলগা করিয়া দিয়া উহাতে জল দিতে হইবে, তাহার পর অল্প পরিমাণে কাল মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে লন্ প্রস্তুত হইয়া যাইবে। তৎপরে রোলার দিয়া পিটিয়া লইলেই উহা খেলিবার উপযুক্ত হইবে।

যে সকল লিলি জাতীয় ফুলগাছ টবে থাকে, তাহাদের ফুলদিবার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের কোনরূপ নাড়ানাড়ি করিতে নাই। উহাতে গাছের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। তবে খানিকটা পাতা পচা সারের সহিত উহার সিকি ভাগ গোবরের সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় আস্তে আস্তে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে গাছ খুব সতেজ হইবে। গাছ ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হইবে। সপ্তাহে দুইবার কি তিনবার জল দিলেই চলিবে। কোন একটি গাছের নীচে রাখিলেই ভাল হয়, তাহাতে আলো ও বাতাস প্রচুর পরিমাণে পাইবে, কিন্তু রৌদ্রে রাখিবে না। এইরূপ অবস্থায় থাকিলে সারা বৎসরই ফুল ফুটিবে। জানুয়ারি মাসেই বেশী ফুল হয়। অনেকে না জানিয়া গাছ

রৌদ্রে রাখে, তাহাতে গাছের পাতা ছোট হইয়া যায়, ফুল হয় না, কখন কখন গাছের পাতা একেবারে অন্তর্হিত হয়।

এই সময়ে ক্রসেল এবং লীক ভিন্ন অধিকাংশ বিলাতী শব্জী শুকাইয়া যায়। এখন শসা, কুমড়া, স্কোয়াস, ফুটি, পালং প্রভৃতি লাগাইতে হয়। অতঃপর নিয়মিতরূপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল দিতে হইবে। বেগুন গাছেও এখন ভাল করিয়া জল দিতে হয়। যে জমিতে দেশী শব্জী লাগান হইবে না, তাহা কর্ষণ করিয়া সার দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

যে সকল গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে পাখী এবং কাঠবিড়ালীতে উহা নষ্ট না করে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আনারস ও ফুটি গাছে উত্তমরূপে জল সেচন করিতে হইবে।

## পার্ব্বত্য প্রদেশ

গত মাসে যে সকল শব্জী বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকিলে উপযুক্তভাবে রোপন করিতে হইবে। এখনও মটর কড়াই বপন করিবার সময় আছে। ফুলকপি, বাঁধা কপি প্রভৃতি এখন তুলিয়া ফেলিতে হয়। বিলাতী বেগুন ও আলুর চারা রোপন করিবার সময় আসিয়াছে।

## সমতলভূমি

শীতকালে যে সকল ফুল গাছে ফুল ফুটিয়াছিল, এখন তাহারা আর ফুল দিবে না। যদি গাছে এখনও ফুল ফুটিতে থাকে, তাহা হইলে উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করা উচিত। তাহাতে চাই কি, আরও কিছু দিন ফুল ফুটিতে পারে। বর্ষাকালে যে সকল গাছে ফুল ফুটিবে, এখন তাহাদের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মাটি বেশ করিয়া খুঁড়িয়া তাহা হইতে মরা গাছের শিকড় বাছিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর উহাতে সার দিতে হইবে। কারণ শীতকালে উক্ত জমিতে ফুল ফুটিয়াছিল বলিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়াছে। সার না দিলে বর্ষায় ফুলের ফসল ভাল হইবে না।

বাংলা দেশের শব্জী বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার নাই, কেবল যে গাছ গুলিতে এখনও ফলন হইতেছে তাহাতে জল দিতে হইবে। পিয়াজের বীজ পাকিয়াছে, তাহা এখন সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া বোতলে করিয়া রাখিতে হইবে। কেমন করিয়া উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোয়জন।

ফুটি গাছে ভাল করিয়া জল দেওয়া প্রয়োজন। লিচু গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাখী এবং কাটবিড়ালীর দৌরাত্ম্য হইতে ফল রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। শীঘ্রই আতা গাছে ফুল ধরিবে, এখন হইতে জল দেওয়া দরকার।

এই মাসে আমন ও শরৎকালীন ধান্য, পাট, আদা, মুখী কচু, শাঁখালু, অড়হর, মানকচু, হরিদ্রা, আমআদা, বরবটি, কুষ্মাণ্ড, মিষ্টিকুমড়া, শশা, লাউ, ঝিঙা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। চৈত্র মাসে কোন কারণে ইক্ষুর ডগা রোপন না হইয়া উঠিলে এখন করিতে হয়। এই মাসে কলা, পান ও পিপুল চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

## জ্যৈষ্ঠমাস

কুমুদ, কহ্লার জাতীয় ফুল গাছ এখন প্রচুর জন্মে; লিলি জাতীয় ফুলগাছ গুলিকে এখন জমি হইতে তুলিয়া টবে বসাও। প্লাম্বিগ্লোরা ফুল গাছ ছাঁটিয়া দিতে হইবে। গোলাপ ফুলের জন্য মাটি বেশ করিয়া আল্‌গা করিয়া দিয়া গোবর বা ঘোড়ার গুয়ের সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে; অতঃপর কাল মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই সময় গোবরের সরবত গোলাপ গাছের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। শুক্‌নো গোবরের সার গাছের গোড়ায় দিয়া তাহাতে জল দিলে, গোলাপ গাছ সহজে সার টানিয়া লইতে পারে না। এই কারণে পচা গোবর জলে গুলিয়া দিবার ব্যবস্থা—গোবর গোলা জলকেই গোবরের সরবত বলে।

কেলাডিয়াম ফুল গাছ পাতলা করিয়া খড়ে ছাওয়া ঘরে আওতার মধ্যে রাখিয়া উহাতে প্রচুর জল দিতে হইবে। টবে যেন জল জমিয়া না থাকে। বেশী জল দেওয়া হইলে যাহাতে উহা টব হইতে সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই। এই জন্য টবের তলায় ছিদ্র থাকা চাই; যাহাতে টবের মাটী ভিজাইয়া দিয়া অনাবশ্যক জল ঐ ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে; নতুবা জল বসিয়া গাছের গোড়া পচিয়া যাইবে।

ফার্ণ গুলিকে পৃথক টবে তুলিয়া বসাইতে হইবে। গাছের গোড়া যদি ভিন্ন মাটি হইতে রস শোষণ করিবার উপযোগী হয়, তাহা বুঝিয়া তবেই ভিন্ন টবে তুলিয়া বসান উচিত, নচেৎ নহে। যে পর্য্যন্ত নূতন মাটিতে উহা ভাল করিয়া না বসে ততক্ষণ জল দেওয়া উচিত নহে। যে সকল গাছের শিকড় বেশী বড় হইয়াছে, তাহাদের পৃথক টবে তুলিয়া বসান তত হিতকর নয়। যে সকল ফার্ণের শিকড় বেশী তাহাদের পৃথক টবে বসাইলে উপকার দর্শে; কিন্তু টবে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে অন্য গাছের পক্ষে কুফল হয়। মেডেন হেয়ার নামক ফার্ণের আবাদ এখন বেশী হয় এবং লোকে উহাই ভালবাসে। যে সকল ফার্ণ দেখিতে খারাপ, তাহাদের গোড়া পর্য্যন্ত ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। কিছুদিন ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিবার পর কয়েকটি নূতন পাতা ও শাখা গজাইলে অন্য টবে তুলিয়া বসাইবে এবং যে পর্য্যন্ত না প্রচুর পাতা ও শাখা গজায়, সে পর্য্যন্ত উহা ঠাণ্ডায় রাখিয়া দিতে হইবে।

কতকগুলি গাছ যদি একত্রে গজায়, তাহা হইলে সে গুলি পৃথক করিয়া দুই তিন জায়গায় বসাইবে। মেডেন হেয়ার ও আরও কতকগুলি ফার্ণ টবে বসাইবার সময় পৃথক করা যাইতে পারে। দোয়াশ মাটি ফার্ণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। দোয়াস মাটি এবং পচা পাতার সারমিশান মাটি সমান ভাগে লইয়া তাহা দিয়া ফার্ণের মাটি প্রস্তুত করিবে; ইহা সকল প্রকার ফার্ণের পক্ষে উপযোগী। উহা একত্রে এরূপ ভাবে মিশাইতে হইবে যাহাতে গাছ বসাইলে গাছ বেশ শক্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। গাছ তুলিয়া ফেলিবার পর গাছের গোড়ায় গোলাকার ভাবে যে মাটি থাকে, তাহার ও বিশেষ যত্ন আবশ্যক। গাছটি মাটিতে বসাইবার সময় উক্ত গোলাকার মাটার ঢেলা আস্তে আস্তে আল্‌গা করিয়া পিটিয়া উহা বসাইতে হইবে। নহিলে গাছ হয়ত এমন ভাবে বসান হইবে যে জল দিলে গাছের গোড়ায় যে গোলাকার মাটি ছিল তাহার মধ্যে উহা পৌছিবে না, এরূপ হইলে গাছের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। বেশী জল দেওয়া হইলে গাছের গোড়ায় যাহাতে জল জমিয়া না থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ নজর থাকা চাই। অনেকে মনে করেন, ফার্ণের পক্ষে বেশী জল প্রয়োজন এবং তাহার ফলে অত্যধিক জল দেওয়া হইয়া থাকে। ওসমুণ্ডা নামক ফার্ণের জল বেশী প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহারও জল খুব বেশী

দরকার হয় না—যাহাতে মাটি ভিজা থাকে সেই পরিমাণ জল হইলেই উহার চলে। পরিষ্কার পাত্রে গাছ বসাইবে, গাছ তুলিয়া বেশীক্ষণ উহার গোড়া আলগা রাখিবে না।

সিলিয়াম অরেটাম ফুলও পৃথক পাত্রে তুলিয়া বসাইতে হইবে। পাত্রের আকার বাল্‌বের অনুযায়ী হওয়া চাই। লিলি জাতীয় ফুলের দুই প্রকার শিকড় আছে—প্রথম প্রকার মোটা এবং বাল্‌বের ভিতর দিয়া বাহির হয়। এই শিকড়টির ভাল রূপ যত্ন লওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের শিকড় গাছের গোড়া হইতে প্রচুর পরিমাণে সরু সরু আকারে জন্মিয়া থাকে। পৃথক টবে তুলিয়া বসাইবার সময় উহা অপসারিত করিতে হয়। যে বাল্‌বগুলিকে সবে পৃথক টবে তুলিয়া বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দেওয়া উচিত নহে। উহাদের ভিজা ছাই পূর্ণ বাক্সের মধ্যে রাখা উচিত। গাছের গোড়ার উপরকার মাটির উপরও দুই ইঞ্চি পুরু ভিজা ছাই চাপা দেওয়া উচিত। যেই ডাল গজাইতে সুরু করিবে, অমনি ছাই সরাইয়া ফেলিয়া ছায়াঘরে রাখিয়া দিতে হইবে, এবং নিয়মিত জল ও উপরিভাগে কাল মাটি দিতে হইবে।

উহাদের প্রচুর আলো প্রয়োজন; এই কারণে মাঝে মাঝে ছায়াঘর হইতে বাহির করিয়া কোন ছায়া যুক্ত স্থানে বসান ভাল। গ্রীষ্মকালে বেশী জল দেওয়া প্রয়োজন। শীত কালে প্রাতে একবার জল দিবে, কিন্তু গ্রীষ্ম কালে দিনে তিনবারও জল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যদি মাটি অত্যন্ত শুকাইয়া যায় এবং গাছ নেতাইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার অনিষ্ট হইতে পারে। আবার মাটির গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে মাটি তাহাতে খারাপ হইয়া যাইতে পারে, শিকড় উহাতে প্রবেশ করে না এবং গাছ মরিয়া যায়। টবে গাছ বসাইবার পর উহার বেশী জল দরকার হয় না, কিন্তু যখন গোড়ায় প্রচুর শিকড় বাহির হইবে তখন বেশী জল প্রয়োজন হইবে।

পাম্ গাছের জন্ম তিন ভাগের দুভাগ দোআঁশ মাটি এবং একভাগ পচাপাতার সার ও বালি দিয়া মিশাইয়া মাটি প্রস্তুত করিতে হইবে। পৃথক পাত্রে তুলিয়া বসাইবার সময় গোড়ায় নূতন মাটি চাপা দিতে হইবে। বেশী গভীর করিয়া গোড়া পুঁতিবার দরকার নাই। এমন ভাবে পুঁতিবে যাহাতে গোড়ায় সহজেই জল যায়, গোড়ায় যদি জল না পৌছায়, তাহাহইলে গাছের ক্ষতি হইবে। মাটিতে কিছু ঝামা মিশাইয়া দিলে গাছের পাতার স্বাভাবিক বর্ণ সহজে ফিরিয়া আসিবে। যতক্ষণ না শিকড় নূতন মাটির মধ্যে প্রবেশ করে ততক্ষণ সাবধানে জল দেওয়া উচিত।

বেগুন, খোসাল, সীম, নটেশাক, শসা প্রভৃতির বীজ এখন বপন করিবার সময়। আদা, এরারুট, রাঙ্গালু রোপন করিবার ইহাই সময়।

আনারস এবং অন্যান্য ফল গাছে উত্তমরূপে জল দিতে হইবে।

## পার্ব্বত্য প্রদেশ

সকল ফল গাছে এক্ষণে গোবরের সরবত দিতে হইবে। এষ্টার, বালসাম, সিমুলাস প্রভৃতি ফুল গাছ গুলি পৃথক পাত্রে তুলিয়া বসাইতে হইবে। বিগনিয়া ফুল গাছও অন্য পাত্রে তুলিয়া বসাইতে হইবে। ডালিয়া এবং ভায়োলেট ফুল গাছের ঝাড় পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। সাইক্লামেন জল সেচন বন্ধ করিতে হইবে। যে জমিতে জল নিকাশের ভালরূপ বন্দোবস্ত আছে, সেই জমিতে ডালিয়া এবং বাল্‌বের জন্ম মাটি তৈয়ারি করিতে হইবে। ক্রসানথেমামস্ ফুল গাছকে পৃথক পাত্রে তুলিয়া বসাইতে হইবে। সিনেরারিয়ান, সিমলান এবং অন্যান্য ইংরাজি ফুল গাছে ফুল শীঘ্র ফুটিবে, সুতরাং প্রচুর জল দেওয়া প্রয়োজন। হাইড্রানগিয়ানে জুন মাসে ফুল ফুটিবে সুতরাং এখন উহাতে ভাল করিয়া

গোবর সরবত দেওয়া প্রয়োজন। রোডোডেনড্রাম্ গাছে শীঘ্রই ফুল ফুটিবে।

সব্জী বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার নাই। সীম, বীট প্রভৃতির বীজ এখনও বপন করা যাইতে পারে। এস্পারেগাস্ সব্জীর জন্য এখন হইতে মাটি তৈয়ারী করিতে হইবে। যে জমির মাটি বেশ হালকা এবং জল নিকাশের বন্দোবস্ত আছে, সেই জমিই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। তাহার পর এক ফুট গভীর এবং এক গজ প্রশস্ত একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি গভীর ভাল পচা সার দিতে হইবে। গর্ত্তের মধ্য ভাগ খুঁড়িয়া সার মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে। আবার উক্তরূপ আর একটি গর্ত্ত করিয়া উহার মধ্যস্থ মাটি পূর্ব্ববৎ সার দিয়া প্রস্তুত করিয়া প্রথম গর্ত্তের মধ্যস্থিত মাটি দিয়া উহা ভরাট করিতে হইবে। তৃতীয় গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া দ্বিতীয় গর্ত্তের মাটি দিয়া ভরাট করিতে হইবে এইরূপে সমস্ত জমি প্রস্তুত হইলে এস্পারেগাস সব্জীর জমি প্রস্তুত হইবে। কিন্তু রোপনের সময় আসিলে বেশ করিয়া কাঁটা দিয়া মাটি আলগা করিয়া তাহার পর রোপন করা উচিত। প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হইবে। কপি গাছে যদি পোকা ধরে তাহা হইলে একটা ডিমের আকারে এমোনিয়া লইয়া এক গ্যালন জলে উহা গুলিয়া পিচকারী করিয়া গাছে দিলে আর পোকা ধরিবে না।

## বঙ্গদেশ

বৈশাখ মাসের দারুণ গরমে সকল জিনিসই শুকাইয়া আসে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়া উদ্ভিদগণকে বাঁচিয়া থাকিবার সহায়তা করে। এখন গাছে জল দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কিছু করিবার নাই। এই সময়ে নানারকম সুদৃশ্য গাছও পুষ্পিত হয়। পয়েনসিরানা রিগিয়ার নাম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েক প্রকারের অরকিডের এই সময়ে ফুল ফুটিয়া থাকে, তাহাদের বেশ করিয়া জল দিতে হইবে। ক্যালডিয়াম ও এচিমাইনের এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহাদের গোড়ার মাটি যেন ভিজা অবস্থায় থাকে, কিন্তু সাবধান অতিরিক্ত জল যেন দেওয়া না হয়, তাহা হইলে শিকড় পচিয়া যাইবে। এমারিলিসের ফুল দেওয়া শেষ হইয়াছে, এখন তাহাদের শুকাইয়া মরিতে দিতে হইবে।

নানারূপ দেশীয় সব্জীর বীজ বপন করিবার ইহাই সময়। আতা গাছে নতুন পাতা গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন ভাল করিয়া জল দিতে হইবে। আনারসেও প্রচুর জল সেচন করিতে হইবে। আম, গোলাপজাম, ফুটি, তরমুজ, নাগপুরী কমলালেবু ইত্যাদি এখন হইবার সময়।

———

# বঙ্গদেশে তেলের কল

তিল হইতে উদ্ভব এই হেতু নাম তৈল বা তেল। তেল বলিলে জীবজ স্নেহ ব্যতীত অন্য সকল স্নেহ পদার্থ বুঝাইলেও বঙ্গ দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কেবল তেল বলিলে সর্ষপ তৈলকে বুঝায়। বিশেষতঃ "তেল কল" বলিলে তথা কথিত সর্ষপ তৈলের কলই বুঝায় যদিও ইহার সহিত চিনা বাদাম প্রভৃতির তেল অল্প বিস্তর পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তৈল ব্যবহারের প্রারম্ভ হইতে কাষ্ঠ, বা কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত, হস্ত বা গো মহিষাদি দ্বারা চালিত যন্ত্র বিশেষ সাহায্যে এই তৈল নিস্পিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পরে এই যন্ত্র ভারতে ঘানি গাছ রূপে পরিণত হয়।

এদেশে বিদেশীয় গণের শুভ আগমনের পরেই বাস্প শক্তির আবির্ভাব হয় এবং বঙ্গদেশে তৈল ব্যবহারের আধিক্য হেতু এই নব শক্তির প্রয়োগের সাফল্যের জন্য এই ঘানি গাছের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া এক নূতন কলের সৃষ্টি হয়। এই কলে কেবল উদুখলটি মাত্র কাঠের রাখিয়া বাকী অংশ লৌহ নির্ম্মিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ এই উদুখলের বহির্ভাগ লৌহ আবরণ দ্বারা দৃঢ় করিতেছে, কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ লৌহের উদুখল ব্যবহার করিতেছে। এই কলের গাছে ঢালা লোহার উদুখলের সহিত সর্ষপ কণার ঘনিষ্ঠ ঘর্ষণ ও স্পর্শ হেতু তৈলের বর্ণ কলুষিত হয় ও এই কলে ঘানি গাছ অপেক্ষা ঘর্ষণের প্রাবল্য হেতু বীজকণা সমূহে তাপ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় স্বাদ ও ঘ্রাণের ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ব্যবসায়ের চক্ষে দেখিতে হইলে এই সামান্য বৈলক্ষণ্য উপেক্ষা না করিয়া থাকা যায় না। পক্ষান্তরে কলে তৈলের পরিমাণ অধিক জন্মে।

ঘানি গাছের সহিত তুলনা করিলে কলের ঘানিতে এই কয়টি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) সময় অল্প লাগে।

(২) সহজে ও একসঙ্গে অনেক কাজ পাওয়া যায়।

(৩) তৈলাংশ অধিক জন্মে।

এই জন্য যে যত অধিক কল বসাইতে পারে তাহার তত অধিক লাভ হইতে পারে। এই জন্য কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে সন্ধ্যাকালের তারকা রাজির ন্যায় এক দুই তিন করিয়া ক্রমান্বয়ে অনেক তেলের কল স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে এই তেলের কল অর্থাৎ তেল প্রস্তুত ব্যবসা একটি খুব ভাল লাভ জনক ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্য এই কলের তেলের প্রতিযোগিতা হেতু সুদূর পল্লীগ্রামের গো মহিষ পালিত প্রাচীন ঘানি গাছের লোপ পাইতেছে। পল্লীগ্রামের কলুগণ কলের তেল লইয়া নিজের প্রস্তুত তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। এইজন্য কলিকাতার কল গুলির অবস্থা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে বঙ্গদেশের নানা স্থানে ও বিহার এবং আসামের যে যে কেন্দ্রে তৈলপ্রদ বীজ জন্মে সেই সেই স্থানে এক বা ততোধিক কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই জন্য কলিকাতাস্থ তেল কলগুলির একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই সকল কলের অবস্থা এরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে যে অনেক গুলি কল কার্য্য বন্ধ করিয়া কল কব্জা তুলিয়া দিয়াছে, কেহ বা অন্য ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে সম্যক আলোচনা না করিয়া বা বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ না করিয়া একটী উত্তম লাভ জনক ব্যবসা বন্ধ করা হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে সকল বিষয়েই দৌড় (race)

চলিতেছে। আজ যাহা ভাল বা সুবিধা জনক বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কাল তাহা পুরাতন বা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। প্রতিনিয়তই নূতন যন্ত্র বা নূতন প্রণালীর আবির্ভাব হইতেছে। এই সকলের সন্ধান রাখিতে হইলে অভিজ্ঞ শিল্পী বা এঞ্জিনীয়ারের নিকট সর্ব্বদা সংবাদ লইতে হয়। মিস্ত্রী শ্রেণীর লোক এ সকল বিষয়ের সংবাদ রাখে না, এবং যদিও বা রাখে তথাপি বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কলের অধিকারী গণকে কুপথ প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে কল ব্যবসায়ীর নিকট কেহ কখন নিরপেক্ষ উপদেশ পাইতে পারে না কারণ তাহারা নিজ নিজ কলেরই প্রশংসা করিতে থাকে। সুতরাং নিরপেক্ষ ব্যক্তির উপদেশ এ স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য।

এখন দেখা দরকার যে এই বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে হইলে কোন স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দিতে হইবে। স্থূল ভাবে দেখিতে হইলে শিল্প ব্যবসায়ের ( Manufacturing trade ) লাভ দুইটা জিনিসের উপর নির্ভর করিতেছে। একদিকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাঁচা মাল (Raw material) সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন মূল্যে অর্থাৎ সস্তায় ক্রয় করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা অল্প স্থানে, অল্প সময়ে, অল্প শ্রমে, ও অল্প ব্যয়ে, যত অধিক পরিমাণে পারা যায় ( অর্থাৎ কাঁচা মালের অপব্যয় যত কম হয় ) দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঐ প্রস্তুত সামগ্রী ( finished product) মজুদ করা, ও অন্যদিকে সেই দ্রব্য শীঘ্র সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা।

আলোচ্য বিষয়ের বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল কোথায় জন্মে দেখা উচিত। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তৈল বিরাজমান এরূপ তৈলপ্রদ বীজ হিমালয়ের সানুদেশে অর্থাৎ গঙ্গার পুতপ্রবাহের উত্তরস্থ ভূভাগে জন্মে। এই বীজে শতকরা ৪৫—৪৭ তৈলাংশ, কিন্তু বঙ্গজাত বীজে সাধারণতঃ ৪০ অংশ, কোন কোন বীজে মাত্র ৩৭ অংশ তৈল থাকে। সিংহভূম, মানভূম ও মধ্য প্রদেশ জাত বীজ ও অপকৃষ্ট নহে। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে বহু কল প্রতিষ্ঠিত; যথা—রাইপুর, সম্বলপুর, খরগপুর, পুরুলিয়া, রাণীগঞ্জ, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, বর্দ্ধমান, কাটীহার, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, পিরপৈতী, দানাপুর, মোকামা, দানাপুর, দুগাছিয়া, নির্ম্মাণি, দ্বারভাঙ্গা, কাশী, মোগলসরাই, বাহারাইচ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এই সকল স্থানীয় কলগুলি স্থানীয় বীজের অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরন্তু সরকারী হিসাব পাঠে জানা যায় যে বিগত ১৯২৪ সালে বঙ্গে জন্মিয়াছিল সর্ষপাদি ১১৮০০০ টন, তিল ২৫০০০০ টন ও তিসি ১৭০০০০ টন ও ঐ বর্ষে কলিকাতা বন্দর হইতে সমুদ্র পথে রপ্তানী হইয়াছে সর্ষপাদি ২৭১৮২ টন, তিল ৩৭১ টন, ও তিসি ১৭১৩৭৬ টন। নিজ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত কল সমূহের প্রয়োজনীয় বীজ কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত হয় তাহা এখন চিন্তা করা অতি সহজ। এই বীজ কি দরে আনা হয় তাহা সকল কলের অধিকারী ও ক্রেতাগণ সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন; তাহার উপর বহনের ব্যয় আছে।

কারখানার ( factory ) তলস্থ মৃত্তিকার মূল্য ও তদুপরিস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যয় বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে মফঃস্বল বাসীদেরই পক্ষে এই অঙ্ক সুবিধা জনক; কারণ, মফঃস্বলে জায়গা জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত নাম মাত্র অথবা অনেক কম। কিন্তু সহরে কল স্থাপন করিতে হইলে কি উপায়ে অল্প স্থানের উপর বেশী কাজ হইতে পারে ইহা নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয় ও এই চিন্তাই ইঞ্জিনীয়ারগণের করনীয়। অল্প সময়ে কিরূপে বেশী কাজ হয় ইহাও চিন্তনীয়।

গোচালিত ঘানি গাছে একবারে প্রদত্ত বীজ (charge) নিস্পীষ্ট হইতে ৪ হইতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে; কাষ্ঠের উড়খল যুক্ত কলের ঘানিতে ১॥—১৫ ঘণ্টা সময় লাগে ও লৌহময় ঘানিতে ১।০ ঘণ্টায় কার্য্য শেষ হয়।

এখন কি উপায়ে ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে কার্য্য হইতে পারে ইহাই চিন্তনীয় বিষয়।

তেলের কল প্রস্তুত করিতে ব্যয় আছে। প্রথম যন্ত্রাদির মূল্য, দ্বিতীয় যন্ত্রাদির ক্ষয় হেতু মূল্য হ্রাস (depreciation), তৃতীয় কল চালাইবার খরচ। বাষ্প শক্তি বা Steam engine দ্বারা কল চালাইতে হইলে কয়লার মূল্য, অয়েল এঞ্জিন হইলে তেলের মূল্য ও তাড়িৎ হইলে তাহার মূল্য; চতুর্থ কলের শ্রমিকদিগের বেতন; পঞ্চম প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খরচ। একটা নিৰ্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা মাল হইতে প্রস্তুত দ্রব্য যত অধিক হইতে পারে এইটি দেখাই কলের প্রধান লক্ষ্য। অতঃপর জিনিষ প্রস্তুত করিয়া যত অল্প ব্যয়ে মজুদ রাখিতে পারা যায় তাহারও ব্যবস্থা করা চাই।

মজুদ মাল যখন বিক্রয় করিতেই হইবে অর্থাৎ বিক্রয় করার গরজ যখন কলের অধিকারীর তখন বাজার দরের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। কাজেই লাভের দিক ছাড়িয়া দিয়া উৎপন্নের খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয় গুলির মধ্যে কলিকাতার কল সমূহ অনেক গুলি হইতে বঞ্চিত। কলিকাতার কল গুলির অধিকাংশ বহু দিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত এই জন্য এগুলি পুরাতন প্রণালীর কল দ্বারা চালিত। কলিকাতার বাহিরে যে সকল কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলি প্রায় সবই অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রণালীর। বাহিরে জমির মূল্য, শ্রমিকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি সবই কম। কলিকাতার কলগুলি কেবল সহজে এবং অল্প মূল্যে কয়লা পাইয়া থাকে।

আজ কাল সকলেই বিশেষতঃ কলকারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অশ্বশক্তি বা horse power কি তাহা বুঝেন। যে অশ্ব শক্তির কথা বলা হইবে তাহা স্থির অশ্ব শক্তি বা Brake Horse Power।

ঘানি গাছে ১ ঘণ্টায় এক অশ্বশক্তিতে ৫ সের বীজ পেষন করে; কলের গাছে ৮ সের, এক্‌সপেলারে (expeller) ১৫-২০, সের ও হাইড্রলিক প্রেসে ২০ সের পেষণ করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সর্ষপাদি তৈলপ্রদ বীজের ১০০ অংশের মধ্যে ৪২-৪৫ অংশ তৈল থাকে। এই শতকরা ৪৫ ভাগের মধ্যে ঘানি গাছে শতকরা ৩০-৩২, কলের গাছে ৩৩-৩৪, এক্‌সপেলারে ৩৬-৩৭, ও পূর্ণ আকারের হাইড্রলিক প্রেসে ৪০-৪১ অংশ তেল পাওয়া যায়; রাসায়নিক বা সল্‌ভেণ্ট solvent প্রণালীতে ৪৩ ভাগ পাওয়া যায়। এই গেল তেল কলের ক্রিয়ার কথা।

এখন শক্তি দাতা কলের (power plant) বিষয় দেখা যাউক। পুরাতন প্রণালীতে গঠিত ষ্টীম এঞ্জিনের সহিত তৎকালীন বইলারের প্রতি স্থিরঅশ্বশক্তির জন্য (for each brake horse power) প্রতি ঘণ্টায় ৫ পাউণ্ড কয়লার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আধুনিক এঞ্জিনে ২ পাউণ্ড কয়লার দরকার হয় এবং বৃহৎ আকারের অয়েল এঞ্জিনে কেবলমাত্র অৰ্দ্ধপাউণ্ড ক্রুড অয়েলের প্রয়োজন হয়। যে দাহ্য পদার্থের হিসাব দেওয়া হইল তাহা কেবল অনুপাত দেখাইবার জন্য। একটা নিৰ্দ্দিষ্ট পরিমাণ কার্য্য করিতে হইলে কেবল সেই কার্য্যের জন্য কত শক্তির প্রয়োজন কেবল তাহাই দেখিলে চলিবেনা। এঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রাদি চালনা করিতে আরো শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যাঁহারা তেলের কলের কারবার করেন তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ভুল ধারণা আছে। যে রীতি অবলম্বনে কলটি গঠিত বা আবিষ্কৃত সেটির সম্বন্ধে অনেকেরই তেমন জ্ঞান বা পরিচয় নাই। অনেক লোকের মনে ধারণা যে হাইড্রলিক প্রেসে তেল নষ্ট হয়। আমিও স্বীকার করি হয়, কিন্তু যাহাতে না হয় তাহারও উপায় আছে। ঘানি গাছে পিষ্ট হইলে সর্ষপ ১৩৫-১৩৭ ডিগ্রী ফাঃ পরিমাণে উষ্ণ

হয়। তৈল নিপাড়নের পূর্ব্বে কিঞ্চিত তাপ প্রয়োগ করা দরকার নচেৎ তৈলাংশ তরল বা দ্রব হয় না কাজেই যথা নিয়মে নিঃসরণ হয় না। কলের গাছে ১৪০ ডিগ্রী ফাঃ পর্য্যন্ত তপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বিশেষজ্ঞেরা নিষেধ করিয়াছেন যে খাদ্য-তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে ১৫০ ডিগ্রী ফাঃ এর অধিক তাপ প্রয়োগ উচিত নহে।

এক্স্পেলার বা হাইড্রালিক প্রেস ব্যবহারের সময়ে শুধু এই টুকু লক্ষ্য রাখা দরকার যে বীজকণা পিষ্ট হইবার সময় কলের তাপ যেন ১৫০ ডিগ্রী অতিক্রম না করে। এই উভয় যন্ত্র পরিচালনে এই রূপ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে বীজ বা বীজ কণা পেষিত হইবার সময় যেন জলীয়বাষ্প (live steam) বা উহার গাত্র সঞ্চিত তাপ (steam jacket) দ্বারা উত্তপ্ত হইতে পারে। খাদ্য তৈল প্রস্তুত করিবার সময় প্রথম উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে। সর্ষপাদি বীজ নিপীড়ন কালে যাহাতে বীজ কণার মধ্যে (যাহাকে meal কহে) শতকরা ১৪ ভাগ জল বর্ত্তমান থাকে এই রূপ ভাবে-জল সেক করা দরকার। জল তৈল নিঃসরণের সহায়তা করে; আর বীজের অর্থাৎ রাই সর্ষপের যে অংশে তীব্র ঘ্রাণপ্রদ তৈল নিহিত থাকে সেই অংশের সহিত জলের সংস্পর্শ হেতু ঐ নিহিত তৈল বাষ্পীভূত হইয়া (volatalised) যায়। যদি ঐ জল এত উষ্ণ হয় তবে ঐ বাষ্পীভূত তৈল তৈলাধারে গৃহীত না হইয়া বায়ু মণ্ডলে মিলিত হয়।

আর এক কথা; উষ্ণ জল বা বাষ্প প্রয়োগে বীজের এলবুমিনাস্ (abluminous) অংশ পক্ক (cooked) হইয়া যায় ও তীব্র চাপের অধীন হওয়ায় তৈলের সহিত বাহির হইয়া যায়। ইহাতে তৈল কলুষিত অর্থাৎ ঘোলা ভাব ধারণ করে; আর যদি এই অংশ ফিল্টার প্রেস দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া না হয় তবে তাহা বিকৃত হইয়া তৈলকে নষ্ট করিয়া দেয়। আলোচ্য দুইটি যন্ত্রের সাহায্যে অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়।

প্রথম নিষ্কাসনে অল্প চাপ প্রয়োগ করিয়া, দ্বিতীয় বারে পূর্ণ তাপ ও চাপ দ্বারা অবশিষ্ট গ্রহনীয় তৈলাংশ হস্তগত করণান্তর, সেই তৈল filter press দ্বারা ছাকিয়া লইয়া প্রথম বারের তেলের সহিত মিশাইলে কোনই দোষ থাকে না। একটি যুক্ত প্রদেশে ও একটি বিহারে এই রূপ কল পরিচালনাকরিয়া সাফল্য লাভ করিয়া তবে এই কথা জোর করিয়া বলিতে সমর্থ হইতেছি।

অয়েল এঞ্জিন সম্বন্ধে এ অঞ্চলে লোকের এক ভুল ধারণা ছিল। কিন্তু আজ কাল সুদূর পল্লিগ্রামেও এই এঞ্জিনের দ্বারা ছোট ছোট ধান ও তেল কল চালিত হইতেছে। বৃহৎ আকারের অয়েল এঞ্জিন ষ্টীম এঞ্জিন হইতে সস্তা ও চালাইবার খরচও ইহাতে কম লাগে। তেলের কলে ইহার প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুই একটি স্থলে কলিকাতায় এই এঞ্জিন চলিতেছে এবং অধিকারী গণও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া লাভবান হইতেছেন।

পুরাতন প্রথা রহিত করিয়া নূতন পথে চলাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং তাহা তেলের ব্যবসায়ে কেনই বা না হইবে। যে সকল কল বহুকালের পুরাতন তাহাদের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। একটা ব্যবসায় স্থাপন করিয়া কিছুদিন পরে তাহা উঠাইয়া দেওয়া সমিচীন বোধ হয় না। পৃথিবীর উন্নত জাতি-দিগের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাহারা কি প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে সামান্য দুইটি জিনিষের কথা এইখানে উল্লেখ করি যাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই পরিচিত—রবিনসনের বার্লি, ও পীয়ার্সের সাবান।

দুইটি জিনিষ সকলের পরিচিত। ইহারা কত কালের পুরাতন! দেশ বিদেশে ইহাদের খ্যাতি কত! ইহাদের নাম ও standard ঠিক আছে কেবল যুগ

যুগান্তরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল কারখানা পরিচালিত হইতেছে। তবে কেন আমাদের দেশের তেল-কলের অধিকারীগণ এই শিল্প সমরের যুগে পিতৃ পিতামহের প্রতিষ্ঠিত কারবার উঠাইয়া দিবেন! যথারীতি পুনর্গঠন করিলে তলস্থ জমি বিক্রয়েই নূতন কারখানা পত্তন করার খরচ উঠিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া আরো সঙ্কেত আছে যাহা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য নহে। কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া এই পত্রিকার সম্পাদকের পরিচয় পত্র লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে দ্বাবিংশতি বর্ষ ব্যাপী অভিজ্ঞতা ও সুদূর ডিব্রুগড় হইতে কানপুর, রাইপুর, বিলাসপুর, প্রভৃতি কেন্দ্রস্থিত বিভিন্ন প্রণালীর কলের সহিত সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা হেতু যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহার ফলের অংশ দান করিয়া জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব।

এই সঙ্গে আর এক কথাও বলিয়া রাখি। আজ কাল সর্ষপ তৈল যে কেবল বাঙ্গালী জাতিই ব্যবহার করে তাহা নহে। যে যে দেশে ভারতবাসী যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে সেই সেই দেশেও এই তৈল রপ্তানি হইতেছে। সরিষার তৈলের জন্য তাহারা এদেশের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তৈল ব্যবসায়ে যাঁহারা বসিয়া আছেন অর্থাৎ ধনী, ভারতের দুর্ভাগ্য যে তাঁহাদের সে দিকে দৃষ্টি নাই।

এ, রায়

# কচুরিপানার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত লুসিয়ানায় ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরিডায় কচুরিপানা প্রথম দৃষ্ট হয়। কচুরিপানাব প্রতিকারের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব ইঞ্জিনিয়ার আফসার্স (Board of Engineer officers) নামক একটি সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক ষ্টেটে তাঁহারা একই পন্থা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ক্রমশঃই তাঁহাদিগকে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হইল।

**সমুদ্রে নিক্ষেপ।**—লোণা জলে কচুরিপানা জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন কচুরিপানা টানিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। নদীতে যদি স্রোত থাকে তাহা হইলে স্রোতে ভাসাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা অল্প ব্যয়ে সহজেই হইতে পারে, কিন্তু যেখানে স্রোত নাই সেখানে সম্ভব নহে। দেখা গেল যে, জাল দিয়া ঘিরিয়া নৌকার সাহায্যে উহা সমুদ্রে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু জালের ফাঁক দিয়াই হউক বা অন্য প্রকারেই হউক, কচুরিপানা বা তাহার শাখা বাহির হইয়া পড়ে। কোন মতেই উহা আটক করিতে পারা গেল না; সুতরাং এ পথ ত্যাগ করিতে হইল।

**স্থানে স্থানে বুম নির্ম্মাণ।**—কচুরিপানা খালে প্রবেশ করিতে না পারে এবং নদীর যে স্থান সাফ করা হইয়াছে, সে স্থানে উহা আবার প্রবেশ না করে, তাহার জন্য স্থানে স্থানে বুম (Boom) নির্ম্মাণ করিয়া পানা সংগ্রহ করা হয় ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এ প্রণালী কতকটা সফল হইয়াছে। আজও এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা হয়। তবে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, নহিলে বিক্ষিপ্ত পানা খালে প্রবেশ করিতে পারে।

**যাঁতায় পেষণ।**—বোর্ড অব ইঞ্জিনিয়ার্স বলেন, যদি কচুরি পানা যাঁতায় পিষিয়া ফেলা যায়, তাহা

হইলে উহা একেবারে নির্ব্বংশ হইতে পারে। কিন্তু উহা অসাধ্য বলিয়া এ পথ পরিত্যক্ত হয়।

**পানার পক্ষে হানিকর দ্রাবক।**—নানা রাসায়ণিক পদার্থের সংমিশ্রণে দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া তাহা যদি পানার উপর ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কচুরিপানার একটা প্রতিকার হইতে পারে। ১৯০৬ *সাল হইতে এই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।* (১) কোন্ রাসায়ণিক দ্রাবণ পানা নষ্ট করিতে সমর্থ (২) দ্রাবণ ছড়াইয়া দিবার পরও গৃহপালিত পশুরা উহা ভক্ষণ করে কি না, (৩) এমন কোন রাসায়ণিক দ্রাবণ আছে কি না, যাহা ব্যবহার কারিলে গৃহপালিত পশু তাহা স্পর্শও করিবে না, এই কয়টি উদ্দেশ্য লইয়া পরীক্ষা আজও চলিতেছে। ২৩টি রাসায়ণিক পদার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ছয়টির দ্বারা পানা নির্ম্মূল হইতে পারে। কিন্তু এগুলি সবই পশুদের পক্ষে হানিকর। নিম্নে উহাদের নাম দেওয়া হইতেছে :—

(১) ফাউলার্স সলিউসন (Fowler's Solution)
(২) সালফেট অব কপার (Sulphate of copper)
(৩) বাইকারবনেট অব পটাসিয়াম (Bi-carbonate of Potassium)
(৪) লণ্ডন পার্পল (London Purple)
(৫) আর্সেনাইট অব লাইম (Arsenite of Lime).
(৬) আর্সেনাইট অব সোডা (Arsenite of Soda).

প্রথম তিনটি জিনিষ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সস্তা বলিয়া শেষোক্ত তিনটি দ্রব্যই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। রাসায়ণিক দ্রাবণ ছড়াইবার পর উহা যাহাতে পশুরা না খায় এমন কোন জিনিষ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

**লুসিয়ানায় দ্রাবণ ব্যবহার**—রাসায়ণিক দ্রাবণ ব্যবহার করিয়া কচুরিপানা নষ্ট করিলে গৃহপালিত পশুরা উহা আহার করিয়া বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া ফ্লোরিডায় রাসায়ণিক দ্রাবণ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু লুসিয়ানায় উহারই সাহায্যে কচুরি পানা ধ্বংস করা হইতেছে। উহা এতদুর সফল হইয়াছে যে, লুসিয়ানায় দ্রাবণ ব্যবহারের একরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। কচুরি পানার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন একেবারে অসম্ভব। লুসিয়ানার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার তিনখানি নৌকার সাহায্যে কচুরি পানার ধ্বংস বিস্তার ও বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বের মধ্যে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। লুসিয়ানার সর্ব্বত্রই কচুরি পানা দৃষ্ট হয়, সুতরাং উক্ত তিনখানি নৌকাকেই চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া সর্ব্বদা ধ্বংস কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। একখানি নৌকার নাম হায়সিন্থ (কচুরি পানা), আর একখানির নাম চেন (chene), আর একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া কার্য্য চালান হইতেছে। কচুরি পানা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যেই হায়সিন্থ নির্ম্মিত হইয়াছে, ব্যয় পড়িয়াছে ১,২০,০০০ টাকা। উহাতে যে আধারটি আছে, তাহাতে ৩৩৬৬ গ্যালন (গ্যালন ৫ সের) দ্রাবণ ধরিতে পারে। দ্রাবণ ছড়াইবার জন্য যে যন্ত্রটী আছে তাহা কলের দ্বারা চালিত হয়, এবং উহা এককালে নৌকার উভয় পার্শ্বে ৪০ফুট পর্য্যন্ত দ্রাবণ ছিটাইয়া দেয়। কচুরি পানা যত ঘন সন্নিবিষ্ট হয় ততই কার্য্য কম হয়। একদিন খুব কম কাজ হইলেও যেটুকু স্থানে দ্রাবণ ছড়ান হয়, তাহার পরিমাণ প্রস্থে ৮০ফুট ও দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন মাইল; যে দিন খুব বেশী কাজ হয় সেদিন ১০ মাইল স্থান দ্রাবণে সিক্ত হয়।

উক্ত দ্রাবণ হোয়াইট আর্শেনিক ও সোডা মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। যে দিন রৌদ্র ওঠে, সে দিন এক গ্যালন দ্রাবণে ১০বর্গ গজ স্থানের ঘনসন্নিবিষ্ট কচুরি পানা ধ্বংস হয়, কিন্তু মেঘলা দিনে আরও বেশী ও শক্তিশালী দ্রাবণের প্রয়োজন হয়।

১৯১৭ সালে দ্রাবণ ছিটাইতে ৪৮০০০ টাকা ব্যয়

পড়িয়াছিল এবং তিনখানি নৌকা ৫০২১ একার স্থানের পানা নষ্ট করিয়াছিল। এই হিসাবে প্রতি একারে ৯৷৴০ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু মিঃ লিটি (Leete) বলিতেছেন, প্রতি একার স্থানে হায়সিন্তের খরচ পড়িয়াছিল ২৪ টাকা।

ফ্লোরিডার নদীতীরে পানা সংগ্রহ।—ফ্লোরিডায় দ্রাবণ ছিটান নিষিদ্ধ বলিয়া এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ কলের সাহায্যে পানা সংগ্রহ করিতেছেন। ১৯০৬ সাল হইতে এই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯১৬ সালে গ্র্যাপলারের সাহায্যে এই কার্য্য করা হয়, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ বেশ সফলকাম হইয়াছেন। গ্র্যাপলারের কার্য্য হইতেছে জল হইতে কচুরি পানা তুলিয়া ফেলিয়া তীরে বা খালের মধ্যে উহা স্তূপীকৃত করা এবং সেইখানে থাকিয়া পানা পচিতে থাকে। তীরের নিকট কোন নৌকায় "গ্র্যাপলার" স্থাপন করা হয়। দড়ি দিয়া কচুরি পানা টানিয়া উহার নিকট আনা হয়। গ্র্যাপলার তখন উহা ধরিয়া তীরের উপর নিক্ষেপ করে। ইহার সাহায্যে প্রতি একর ভূমি সাফ করিতে ৩৩ টাকা ব্যয় পড়ে।

## ব্রহ্মদেশ

বুম নির্ম্মাণ।—১৯১৪ সালে জানুয়ারি মাসে কচুরি পানা ধ্বংস করিবার জন্য প্রথম আদেশ জারি হয়। সেই আদেশ-উপদেশের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ১৯১৫ সালে আবার ঘোষণা জারি হয়। এই ঘোষণার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, নদী ও খালের মাঝে বুম তৈয়ারি করিয়া সেইখানে পানা সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে তাহা তীরে আনিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই কার্য্যের দায়িত্ব গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম সংক্রান্ত আইনে বার বৎসরের উর্দ্ধ বলিষ্ঠ নরনারীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য গ্রামের মোড়লদের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহাতে বিশেষ কিছু কাজ হয় না। তখন ১৯১৭ সালে কচুরিপানা ধ্বংস করিবার জন্য একটি বিশেষ আইন (Burma Hyacinth act) বিধিবদ্ধ হয়।

## কোচিন

বুম নির্ম্মাণ।—১৯০৮ সালের পূর্ব্বেও কোচিন চায়নার কর্ত্তৃপক্ষের কচুরিপানার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ১৯০৮ সালে ১২ মার্চ্চ তারিখে যে ঘোষণা জারি হয়, তাহাতে পূর্ব্বের ঘোষণার কথাও উল্লিখিত আছে। যাহা হউক, যে সকল স্থানে তখনও কচুরিপানা বিস্তার লাভ করে নাই, যাহাতে সেইসব স্থানে পানা ভাসিয়া না যায়, এবং পানা সংগৃহীত হয় এবং সেই পানা শুকাইয়া দগ্ধ করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে বুম নির্ম্মাণের আদেশ জারি হয়। এই সঙ্গে আরও বলা হয় যে, কৃষক, ভূম্যাধিকারী ও অন্যান্য লোকেদের আয়ত্তের মধ্যে যে সকল কচুরিপানা জন্মিবে, তাহা তাহাদিগকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রতি মাসের প্রথম তিন দিবস এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠে। কিন্তু লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সে সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আরও তীব্র পন্থা অবলম্বন করিতে জেদ ধরেন এবং পানা ধ্বংস করিবার জন্য ওভারসিয়ার নিয়োগ করিতে বলেন।

১৯১১ সালের ২৬শে জুন তারিখে তিনি যে ঘোষণা জারি করেন, তাহাতে প্রকাশ যে ৫০০ বুম নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং কাজও বেশ হইয়াছে এবং উহা আরও বাড়াইবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। তিনি ঘোষণার উপসংহারে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যে আইনের বলে পানা ধ্বংস করিবাব জন্য অধিকারীদিগকে বাধ্য করিতে পারা যায়, সেই আইন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

## অষ্ট্রেলিয়া

**টানিয়া লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ।—** ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেও যে নিউ সাউথ ওয়েলসে কচুরি পানা ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একর প্রতি ১২০ ৲ টাকা ব্যয় করিয়া উলনড্রি লাগুনে (Wollondry lagoon) সাড়ে সাত একর পরিমিত স্থান কচুরি পানার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত করা হয়। আমেরিকার কোন কোন স্থানে যেমন কচুরি পানা টানিয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলা হয় ব্রীমার নদীতে (Bremer) সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বেশ কাজ পাওয়া গিয়াছে। টানিয়া লইয়া যাইবার সময় যে সকল পানা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, নৌকায় করিয়া সেইগুলি সংগ্রহ করা হয়। যাহাতে জোয়ারের স্রোতে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পাতাগুলি আবার ভাসিয়া না আসে, তজ্জন্য মাঝে মাঝে বুম তৈয়ারী করিয়া তাহার গতিরোধ করা হয়। ব্রিসবেন নদীতেও এইভাবে কাজ করিয়া বেশ কাজ পাওয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ই এ কালেন বলিতেছেন, "উল্লিখিত নদী দুইটি এক সময়ে ৩০ মাইল ব্যাপিয়া পানায় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। মোটরবোট এবং ষ্টীমার একেবারেই চলাফেরা করিতে পারিত না। অপেক্ষাকৃত স্থির জলস্থিত পানাগুলি টানিয়া আনিয়া স্রোতের টানে ভাসাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তাহার ফলে নদী একেবারে পরিষ্কার করিতে পারা গিয়াছে। যেখানে যেখানে সামান্য পানা জন্মে তখনই সেখানে সাফ এবং মাঝে মাঝে পরিদর্শন করার ফলে কয়েক বৎসর ধরিয়া নদী আর পানায় আবৃত হইতে পারে নাই। এক্ষণে বাৎসরিক মাত্র ৭৫০ ৲ টাকা ব্যয় করিয়া নদী বেশ পরিষ্কার রাখিতে পারা গিয়াছে।"

পানা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে পটাস বাহির করিবার ব্যবসায় ফাঁদিয়া কিরূপ কি হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার নানাস্থানে গবেষণা চলিতেছে।

## ভূম্যধিকারী ও রায়তদের বাধ্য করিয়া পানা ধ্বংসের আইন।

# কোচিন চায়নায়

ফরাসী অধীনস্থ কোচিন চায়নায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কোচিন চায়নার অধিবাসীদের কচুরি পানা ধ্বংস করিবার জন্য আইন প্রণয়নের প্রথম চেষ্টা হয়। এই আইন অনুসারে রায়ত এবং ভূম্যধিকারীদের যে কেবল পানা ধ্বংসই করিতে হইত, তাহা নহে; ভাসমান পানা সংগ্রহ করিবার জন্য জলপথে বেড়া দিবার এবং তাহা রক্ষা করিবার ব্যয়ভারও বহন করিতে হইত। এই আইনে আরও বলা হয়, যে, প্রতি মাসের প্রথম তিন দিন পানা সংগ্রহ ও ধ্বংস করিতে হইবে। রায়ত বা ভূম্যধিকারী উহা না করিলে জেলা কর্ম্মচারীদের উপর তাহাদের হইয়া কার্য্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আইন পালন না করিলে কোন প্রকার শাস্তি পাইবার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে আইন শ্লথ করিবার ব্যবস্থা ছিল। পরে একটি ঘোষণায় স্বত্বাধিকারীদের উপর উক্ত আইন প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যায়, উক্ত আইন প্রতিপালিত হওয়া কঠিন। সায়গণের সায়ন্‌টিফিক ইন্সটিটুটের ডিরেক্টর

(The Director of the scientiffic Institute, Saigon ) বলেন, উক্ত আইন ভালরূপে প্রয়োগ করা হয় নাই, সুতরাং উক্ত আইনে কতটুকু কাজ হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

## ব্রহ্মদেশে ১৯১৭ সালের আইন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কচুরি পানার ধ্বংস সাধনের জন্য ব্রহ্মদেশে এক আইন (The Burma Hyacinth Act) প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনে কচুরি পানা জনসাধারণের ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং যদি কেহ উহা রাখে বা কাহারও অধীনে উহা থাকে এবং উহা ধ্বংস করিবার জন্য জিজ্ঞাসিত করা সত্ত্বেও সে আদেশ প্রতিপালন না করিবে, তাহার ১০০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। একবার এই অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হইবার পর যদি সে আবার অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ৫০০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। কি উপায়ে এবং কোন সময়ের মধ্যে পানা ধ্বংস করিতে হইবে, স্থানীয় সরকার তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন। কার্য্যক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করাও কষ্টসাধ্য বলিয়া দেখা যাইতেছে।

## ঢাকা জেলাবোর্ডের আইন।

১৯১৯ সালে ঢাকা জেলাবোর্ড কচুরি পানা ধ্বংসের জন্য একটি আইন লিপিবদ্ধ করেন। আইন এইরূপ :—

"৩১ বি। কোন জলভাগ বা স্থলভাগ কিম্বা এমন কিছু যাহাতে কচুরি পানা আছে, তাহার উপর যাহার অধিকার বা আয়ত্ত থাকিবে, জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ড বা ইউনিয়ান কমিটির চেয়ারম্যান বা ভাইসচেয়ারম্যানের কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ারের স্বাক্ষরিত নোটীশ পাইলে নোটীশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহাকে কচুরি পানা সরাইতে বা ধ্বংস করিতে হইবে। তবে এই সর্ত্ত থাকিবে যে, জেলাবোর্ড লোকালবোর্ড বা ইউনিয়ন কমিটি কচুরি পানার দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া যে স্থান নির্দ্দেশ করিবেন, সেই স্থানের সকলকেই একসঙ্গে নোটীশ দিতে হইবে এবং এইরূপ নোটীশ বৎসরে একবারের অধিক জারি করা হইবে না।

এই আইন ভঙ্গ করিলে দশটাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত আইনের সঙ্গে আর একটু যোগ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এই প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ, কাহারও উপর নোটীশ জারি করা হইলে যদি সে আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে তাহার আয়ত্বাধীন স্থান হইতে কচুরি পানা সরাইতে বা নষ্ট করিতে যে খরচ হইবে, তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

১৯২২ সালের প্রারম্ভে ঢাকা জেলা বোর্ডের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়, তাহাতে সকলেই এই মত প্রকাশ করেন যে, খানিকটা স্থানের উপর প্রযুজ্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া কোন ফল হইবে না। কারণ উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কচুরি পানা আসিয়া আবার আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং উক্ত প্রতিনিধি সভায় সকলেই একমত হইয়া স্থির করেন যে, সারা ভারতের উপর প্রযুজ্য আইন যদি না হয়, তাহা হইলে জেলা বোর্ডের আইনে কিছুই হইবে না, তাহারা শক্তিহীন। ১৯২১ সালে জানুয়ারি মাসে সারা বাংলাদেশের জেলা বোর্ডের প্রতিনিধিদের লইয়া কলিকাতায় একটি সভা হয়। এই সভায় একটি প্রস্তাবে ব্রহ্মদেশের কচুরি পানা সংক্রান্ত আইনের অনুরূপ একটি আইন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যতদিন পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে পানা ধ্বংস করিবার পন্থা দেখাইয়া দিতে না পারিবেন ততদিন শাস্তি দিতে পারিবেন না।

## পানা সংগ্রহ

বাংলাদেশ আজ পর্য্যন্ত পানা সংগ্রহের জন্য মৌলিক কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। সকল ক্ষেত্রেই মজুরেরা হাতে করিয়া উহা সংগ্রহ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা বোর্ড মজুরদের পয়সা দিয়া জলপথ পরিষ্কার করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চাষের ক্ষতি হইবার ভয় দেখাইয়া কৃষকদের দিয়া পানা পরিষ্কার করা হয়। পচা পানায় সারের কাজ হইবে জানিয়া অনেক স্থলে কৃষকেরা পানা সংগ্রহে উৎসাহও প্রকাশ করিয়াছে।

আমেরিকায় কলের সাহায্যে পানা সংগ্রহ করা হয়, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলার জলপথেও ঐরূপ কল ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই কলের সাহায্যে পানা সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়েও লাগাইতে পারা যায় এবং তাহাতে কলের পিছনে যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার অনেকটা উঠিয়া আসিবে।

হাত দিয়া পানা সাফ করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার অপেক্ষা পুকুর সাফ করিবার এবং গুল্ম কাটিবার যে যন্ত্র আছে; তাহা ব্যবহার করিলে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। যেখানে স্রোতের টানে পানা ভাসিয়া যায় সেখানে বুম নির্ম্মাণ করিয়া যাহাতে আবার উহা ভাসিয়া না আসে তাহার গতিরোধ ও সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

## বঙ্গদেশে পানা ধ্বংসের প্রণালী

বঙ্গদেশে দুই প্রকার পদ্ধতিতে পানা ধ্বংস করা হয়। প্রথমে পানা সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক ভূমিতে আনা হয়, তাহার পর উহা শুষ্ক হইলে দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে পানা গর্ত্তের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া পচাইয়া ফেলা হয়। কোন প্রকারে যদি সজীব পানা না থাকিয়া যায়, তাহা হইলে উভয় পদ্ধতিই ভাল। কিন্তু কোন প্রকারে যদি একটিও সজীব থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বৃষ্টি পাইলেই উহা গজাইয়া উঠিয়া বংশ বিস্তার করিতে কৃষকই ক্ষেত হইতে টানিয়া উহা নদীতে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা ভাবে উহা সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ভাসিয়া গিয়া মরিয়া যাইবে। কিন্তু ভাসিয়া যাইবার পথে তাহারা যে চতুর্দ্দিকে বংশ বিস্তার করিয়া যাইতে পারে, সে হুঁস তাহাদের থাকে না।

## দ্রাবণ ছিটাইয়া ধ্বংস সাধন

আমেরিকায় আর্সেনিকের দ্রাবণ ছিটাইয়া কচুরি পানা ধ্বংস করা হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশে এরূপভাবে ধ্বংস করা চলিবে না, কারণ আর্সেনিক বিষ, এবং বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই নদীর জল মানুষ এবং পশু সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে।

## পানা হইতে কাগজ প্রস্তুত

শুষ্ক কচুরী পানা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নমুনা স্বরূপ যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে। উহা হইতে শত করা ২৫ ভাগ মাত্র কাগজ প্রস্তুতের উপকরণ মিলে। সুতরাং ব্যবসায় হিসাবে উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করা যাইবে কিনা, তাহা সন্দেহস্থল। ইংলণ্ডের জনৈক প্রসিদ্ধ কাগজ প্রস্তুতকারক বলিতেছেন, "এ পর্য্যন্ত কাগজ প্রস্তুতের জন্য যত প্রকার জিনিস পাওয়া গিয়াছে, কচুরি পানাই তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

## কচুরি ফুল হইতে কালি প্রস্তুত

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সাব ডিভিসনাল অফিসার বলেন, কচুরি পানার ফুল হইতে বেশ সুন্দর ব্লুব্ল্যাক কালি প্রস্তুত হইতে পারে। উহার সহিত এসিড ব্যবহার করায় উহার রং মেজেণ্টা রঙ্গের মত লাল আকার ধারণ করিয়াছে এবং লাল রঙ্গের সহিত সোডা ব্যবহার করায় উহা সবুজ হইয়াছে। রঙ স্থায়ী করিবার কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নাই এবং আর

## গৃহপালিত পশুর খাদ্য

যেখানে প্রচুর কচুরি পানা পাওয়া যায় ঘাসের যখন ভাব হয়, তখন গৃহপালিত পশুদিগের জন্য খাদ্য হিসাবে কচুরিপানা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল হইতে তুলিয়া পশুদিগের সম্মুখে স্তূপাকারে উহা রাখিতে হয়, এবং পশুরা তাহা স্বেচ্ছামত খাইয়া থাকে। পশুদিগের খাদ্য হিসাবে কচুরি পানা শুকাইয়া রাখা হয় কিনা, তাহা কোথাও শুনা যায় নাই। যখন ভাল ঘাস পাওয়া যায় না, তখন পশুরা জলাশয়ে নামিয়া কচুরি পানা খাইতেছে ইহা প্রায়ই দেখা যায়।

## ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহার

অনেক কৃষক কচুরি পানা শুকাইয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। শীতের প্রারম্ভে তাহারা পানা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখে। শুকাইয়া যাইলে প্যাকাটির সহিত উহা জ্বালাইয়া রন্ধনাদি করিয়া থাকে এবং সেই ছাই সাররূপে ব্যবহার করে।

## অন্য দেশে ইহার ব্যবহার

ব্যবসায় হিসাবে কচুরি পানা কোন কাজে লাগাইতে পারা যায় কি না, এই সম্বন্ধে অন্যান্য দেশেও অনেক অনুসন্ধান চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ কিছুই হয় নাই। অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু পটাস বাহির করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। কোচিন চায়নায় উহা হইতে নানা আসবাব পত্র, দড়ি, থলে ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। পরিশেষে ইহাই স্থির হয় যে, কচুরি পানায় প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে, অতএব উহাতে সারের কাজ বেশ চলিবে। নিউ সাউথ ওয়েলসের কাগজ প্রস্তুতকারকেরা বলেন যে, উহা হইতে নিকৃষ্ট ধরণের পিজবোর্ড (straw board) প্রস্তুত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রতি টন ১০ শিলিং দরে অন্যান্য ভাল কাঁচা মাল পাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং কচুরি পানা ব্যবহারের সার্থকতা কি? যাঁহারা ঘর সাজাইবার জন্য কাগজ ব্যবহার করেন, সেই সকল ব্যবসায়ীদের নমুনাস্বরূপ উহা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা হয় উহার নিন্দা করিয়াছেন, না হয় বলিয়াছেন, সস্তাদরের কাজগুলি সারিবার পক্ষে উহার ব্যবহার করিলেও করা যাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার সারকুলারে (Commonwealth of Australia) প্রকাশ যে, জনৈক আবিষ্কার কর্ত্তা নূতন উপায়ে কচুরিপানা হইতে পটাস বাহির করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং তিনি তাহা পেটেন্ট করিয়া লইতেছেন।

## উপসংহার

পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, ঘাটাল, কাঁথি প্রভৃতি স্থানে কচুরি পানার দৌরাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বগুড়া, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা, নদীয়া, মেদিনীপুরের খানিকটা স্থানে উহার উপদ্রব কিছু কম।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও কচুরি পানা অল্প বিস্তর আছে। বর্ষাকালে পূর্ব্ব বঙ্গের লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূমি জলে জলময় হইয়া যায়। সুতরাং এই সময়ে কচুরি পানা যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া জল পথ বন্ধ করিয়া ধান্য এবং অন্যান্য ফসলের প্রচুর ক্ষতি করিতে পারে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি অনতিবিলম্বে উহার প্রতিকার করা না হয়, তাহা হইলে অচিরে উহা যে বাংলার সমূহ বিপদ ঘটাইবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভাবিতেছেন, কিরূপে ধ্বংস সাধনের জন্য ব্যয় কমাইতে পারা যায়। বিপদের কথা এই যে, ব্যবসায়ের দিক দিয়া যদি কচুরি পানার সার্থকতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহা উপযুক্ত ভাবে ধ্বংস করা হইবে না, এবং তাহাতে উহার ব্যাপকতা বাড়িবার সুযোগ থাকিয়াই যাইবে। উহাদের যদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা হয়, তাহা হইলে বাংলার রক্ষা নাই।

কচুরি পানা ধ্বংসের জন্য নানা দেশে নানা পন্থাই

অবলম্বিত হইয়াছে। কোন্ পথ ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে বাংলা দেশকে পানার কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা আজও সঠিক ভাবে নির্ণিত হয় নাই। রাসায়নিক দ্রবণ ছড়াইয়া পানা ধ্বংস করা এখানে চলিবেনা; ডোবা, পুকুর, দীঘী, নদী, প্রভৃতি জলাশয়ের জল মানুষ এবং পশু কোন না কোন প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকে: ইহার উপর গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরা কচুরি পানা ভক্ষণ করিয়া থাকে। পানা ধ্বংসের জন্য প্রাণকে বিপন্ন করা চলিতে পারেনা। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, সমুদ্রের লবণাক্ত জলে কচুরি পানা নিক্ষেপ করিতে পারিলে উহা ধ্বংস হইতে পারে—কোন কোন দেশে এই পন্থা অনুসৃত হইয়া কাজও বেশ হইতেছে। বাংলা দেশের নদীগুলা হইতে পানা সমুদ্রে লইয়া নিক্ষেপ করিলে কচুরি পানার কতকটা প্রতিকার হইতে পারে। বাংলা দেশের অধিকাংশ নদীতেই বিরাট পানা সমষ্টি স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। ভৈরব নদে এবং অন্যান্য নদীতে ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এইরূপ ভাবে স্রোতের টানে যদি পানা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং উহা যাহাতে আবার জোয়ারের স্রোতে ঠেলিয়া না আসে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে সহজেই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। বাংলা দেশের পক্ষে এই পন্থাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। দেশের হিতকর যে সকল অনুষ্ঠান আছে, তাঁহাদের এবং দেশবাসীকে আমরা অনুরোধ করি, এই পন্থাই যাহাতে অনতিবিলম্বে অবলম্বিত হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হউন এবং গবরমেণ্টকেও প্ররোচিত করুন।

শ্রীরামপুর গবর্ণমেণ্ট বয়নবিদ্যালয়ে কচুরি পানা হইতে নানারূপ প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। আমরা নিজে যাইয়া তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। বারান্তরে এই সকল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত প্রনালী সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে।

# গোবন্ধু

কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশে এক নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকার গোশালা সমূহে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পাছে সব দুধ খাইয়া ফেলে এই জন্য সব দেশেই বাছুরকে দুগ্ধবতী গরুর নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়া থাকে। নবজাত বাছুরকে গরুর নিকট হইতে পৃথক করার সময় মা ও শিশু উভয়ের প্রাণে সব দেশেই আঘাত দেওয়া হয় এবং এইরূপ পৃথক করিয়া রাখার ফলে গরুরও যেমন মনে মনে আঘাত লাগিয়া তাহার দুগ্ধ দানের প্রবৃত্তি কমিয়া যায়, বাছুরও তাহার মাতার অদর্শনে দুঃখে মন মরা হইয়া থাকে। ফলে গরুর নিকট হইতে বেশী দুধ পাওয়া যায় না এবং বাছুরগুলিও অকালে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়।

কিন্তু এই নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে বাছুরকে গরুর নিকট হইতে আর পৃথক করিয়া রাখার দরকার নাই। গোবন্ধু মুখে পরিয়া বাছুর দিন রাত গরুর সহিত একসঙ্গে থাকিয়া ঘাস, ভাতের মাড়, জল ইত্যাদি সবই খাইতে পারিবে অথচ কিছুতেই গরুর বাঁটে মুখ দিয়া দুধ খাইতে পারিবে না। এই যন্ত্রের যে নাম করা হইযাছে তাহার বাংলা অনুবাদ করিলে "গোবন্ধু" নামই সার্থক দেওয়া হইয়াছে। বারান্তরে আমরা এই যন্ত্রের সবিশেষ পরিচয় দিব।
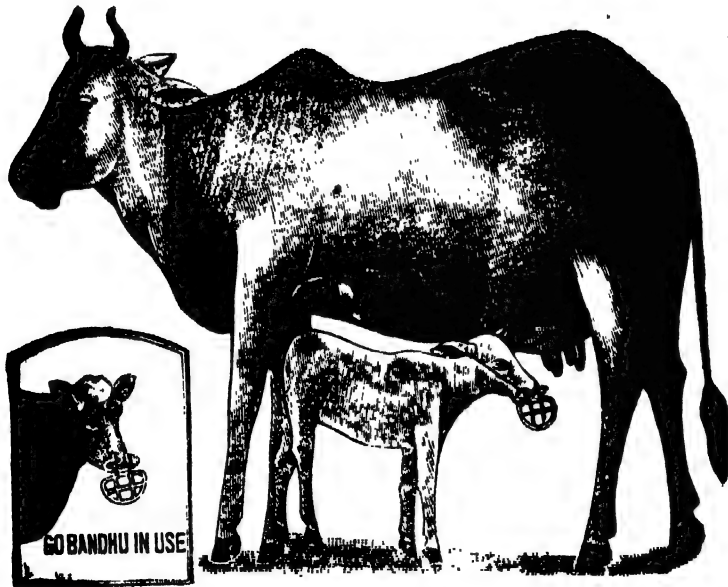
# টাকা খাটাইবার উপায়

## ( জনৈক বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত )

সর্ব্বদেশেই ব্যবসায়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও লোকে নিরাপদে টাকা খাটাইয়া দুই পয়সা আয় করিতে চাহে, এবং সেই কারণে সুযোগ ও সুবিধা যাঁহাদের ঘটে, তাঁহারা ব্যাঙ্কার বা দালালদের পরামর্শ লইয়া টাকা খাটাইয়া থাকেন; অভিজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া যে ভালই করেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু কিরূপে টাকা খাটাইতে হইবে, তাহার বিবেচনার ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহারা পরামর্শদাতাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কার বা দালাল কোন্‌টা কিনিতে হইবে এবং কোন্‌টা বেচিতে হইবে, নির্দ্দিষ্টরূপে তাহা কিছুতেই বলেন না; কারণ তাহার ফলে যদি টাকা লোকসান যায়, তাহা হইলে দোষ যে তাঁহারই উপর পড়িবে। সেই জন্য তাঁহারা কেবল উপদেশই দেন। কিন্তু উপদেশ শুনিয়া আশান্বিতভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যদি কেহ টাকা খাটান, তাহা হইলে অল্পবিস্তর ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

এই কারণে, কিরূপে নিরাপদে টাকা খাটাইতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। যদিও আজ পনের বৎসর যাবৎ এই কারবারে লিপ্ত আছি, এবং যদিও আমি আমার এই প্রবন্ধে কণ্ট্রাক্ট এবং ব্যবসায়ের অনেক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব, তথাপি একথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমি জাঁদরেল ব্যবসায়ী নই। আমি একজন সাধারণ লোক মাত্র, সাধারণ লোকের মতই আমি অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক, এবং শেষ জীবন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে কাটে ও মৃত্যুর পর যাহাতে স্ত্রী এবং সন্তানেরা বিপদে না পড়ে তজ্জন্য টাকা খাটাইতে অভিলাষী। ব্যাঙ্কার, এটর্ণী, বা দালালের নিকট উপদেশ লইয়া তাহা কার্য্যে খাটাইতে হইলে, কি কি বিবেচনা করিতে হইবে, কতটুকু যত্ন লইতে হইবে, এবং কি পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, আমি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তোমার টাকা যেখানে খাটান হইবে, সেখানে লোকসান যাইবার ভয় আছে কি না, এভাবনা ভাবিবার জন্য অন্য লোকের মাথা ব্যথা পড়ে নাই। এই সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন, যাহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, ব্যাঙ্কার তাহাদেরই সাহায্য করেন।

টাকা নিরাপদে খাটাইবার জন্য যাহা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। দশ বৎসর ধরিয়া আমি ষ্টক-এক্সচেঞ্জ লইয়া স্পেকুলেট (speculate) করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমি যথেষ্ট ক্ষতি সহিয়া আসিয়াছি। লোকসান সহিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, আমার বিবৃতির বিশেষত্বটুকু তাহাতেই নিহিত। আমার সকল রকম সুবিধা ছিল; পূর্ব্বাহ্নে আমি সংবাদ পাইতাম; দালালরা আমাকে বন্ধুভাবে উপদেশ দিত; ষ্টক এক্সচেঞ্জের সহিত সরাসরি টেলিফোনে আমার কথার আদান প্রদান চলিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক সময় বাহিরের কড়ি ঘরে আনিতে পারি নাই ত বটে, অধিকন্তু গাঁটের কড়ি পথে ফেলিতে হইয়াছে। অবশেষে আমি আবিষ্কার করিলাম, অর্থ উপার্জ্জন করা বরং সহজ, কিন্তু অর্থ সঞ্চিত রাখা অত্যন্ত কঠিন।

যে ব্যাঙ্ক জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছে, এবং সত্যই বিশ্বাসযোগ্যও বটে, এরূপ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে, টাকা যে "সঞ্চিত" রাখা হইল, তাহা সত্য; কিন্তু যদি নূতন ব্যাঙ্ক বা ছোট খাট ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া সঞ্চিত অর্থ যে কখন অপচিত হইবে, তাহা কে বলিবে? অবশ্য ব্যাঙ্ক যে

ফেল হইবেই, তাহা ঠিক নহে ; কিন্তু এরূপ ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখা নিরাপদ নহে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা যুক্তি সঙ্গত, তাহা নিজের বিচার-বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে হইবে।

ভাল ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বৎসরে শতকরা তিন টাকার অধিক সুদ পাওয়া যায় না। ইহাকে টাকা খাটান বলে না। কিরূপে টাকা খাটাইতে হইবে, কিম্বা টাকা আদৌ খাটান হইবে কি না, সে বিষয়ে যখন সন্দেহ আছে, বা আদৌ কিছু স্থির হয় নাই, তখন ব্যাঙ্কে টাকা রাখা ভাল—যাহা পাওয়া যায় ; তাহাই লাভ। কিন্তু ইহাকে ব্যবসায় বলে না। ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে তুমি হয়ত ষ্টক বা সেয়ারে অর্থ নিয়োগ করিলে, কিন্তু ইহাত ব্যবসায় নহে।

তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতেছে, তুমি কি করিবে? অধিকাংশ লোকে যাহা করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। জগতে এমন কোন দুঃসাহসিক রকমের ব্যবসায় নাই, যাহার জন্য লোকের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায় না। এই টাকা যে কেবল বিধবাদের নিকট হইতেই পাওয়া যায় তাহা নহে, বড় বড় জমিদারীর যাহারা অছি নিযুক্ত হইয়া কার্য্য পরিচালনা করেন তাঁহারাও অনেক সময় এই সকল অনুষ্ঠানে টাকা খাটাইয়া থাকেন। জন কয়েক নামজাদা ব্যবসায়ীর নাম যদি কোনও কোম্পানীর ডিরেক্টররূপে সংগ্রহ করা যায়, তবে চারিদিক হইতে এরূপভাবে টাকা আসিতে থাকে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, তা' সে কোম্পানীর বনিয়াদ যতই কেন বালীর উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন। গবর্ণমেণ্ট ষ্টক, রেলওয়ে ষ্টক এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য কাগজ কিনিতে লোকের যেমন আগ্রহ দেখা যায়, তেমনি আজগুবি এবং অদ্ভুত ব্যবসায়ের সেয়ার কিনিবার জন্যও লোকের কম ঔৎসুক্য প্রকাশ পায় না। উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্য জগতের উটপাখীর চাষ, (ostritch farming), South Sea Company প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য জগতের ধরণ-ধারণই অদ্ভুত বলিয়া যে এই সকল ব্যবসায়ে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা নহে ; পাশ্চাত্যবাসীর যে মনোভাব তাহাদিগকে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারে টাকা খাটাইতে প্ররোচিত করে, সেই মনোভাব পাশ্চাত্যবাসীরই একচেটে নহে, এই মনোবৃত্তি প্রাচ্যজগতবাসীর অন্তরেও তেমনি প্রবল ; টাকার বাজারের সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। প্রত্যেক মানব মনেরই একটা পাগলামীর দিক আছে, ইহাকেও সেই পাগলামি বলা যাইতে পারে। মানুষ যাহাতে পাগলামিতে না মাতিয়া ওঠে, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

আমি যে সামান্য মাত্র অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছি, তাহা খাটাইয়া কেমন করিয়া কিছু পাইতে পারি, অথচ টাকাটাও নিরাপদে থাকে, সেই সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিরত চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, টাকা নিরাপদে খাটাইবার কোন পন্থাই আমি দেখিতে পাই না। অবশ্য কোনও ক্ষেত্রে টাকা খাটান কম নিরাপদ, কোনও ক্ষেত্রে বেশী নিরাপদ, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু **সম্পূর্ণ নিরাপদে** টাকা খাটান যায় না।

যে ক্ষেত্রে টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে কিছুই লাভ হয় না। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে টাকা যত নিরাপদে থাকিবে, সে ক্ষেত্রে লাভ তত কম হইবে, এবং যেখানে টাকা খাটান যত কম নিরাপদ, সেখানে তত বেশী লাভ হইবার সম্ভাবনা। ইহাই যে চিরন্তন সত্য তাহা নহে ; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ স্বরূপ বিলাতের

গবর্ণমেণ্ট কাগজ কনসলসের (consols) উল্লেখ করিতে পারা যায়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সেখানকার অধিবাসীরা ১০০ পাউণ্ড দরের কনসলস্ ১১৪ পাউণ্ড দরে ক্রয় করিয়া ভাবিলেন, তাঁহাদের টাকা নিরাপদে খাটিবে। তাঁহারা কনসলস্ কিনিয়া টাকা নিরাপদে খাটাইতে এতই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শতকরা ১৪ পাউণ্ড বেশী দিলেনই অধিকন্তু শতকরা ২ পাউণ্ড মাত্র সুদ পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আজ সে কনসলসের মূল্য ৬০ পাউণ্ডও নয়।

আমাদের দেশের কোম্পানীর কাগজের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ টাকা নিরাপদে থাকিবে ভাবিয়া শতকরা ৩৲ সুদের ১০০৲ টাকার কাগজ আরও কিছু বেশী দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ উহার মূল্য ৬০৲।৬২৲ টাকার অধিক নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একশত টাকার কাগজে ৪০৲ টাকা লোকসান হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা একলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ৪০ হাজার টাকা লোকসান সহিতে হইয়াছে। নিরাপদে টাকা খাটাইতে গিয়া প্রায় অর্দ্ধেক মূলধন নষ্ট হইল।

সুতরাং যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদের সহজ পথে চলিলে হইবে না, জটিল পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে টাকা খাটান অসম্ভব; কিন্তু যদি কয়েকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা খাটান যায়, তাহা হইলে মূলধন কতকটা নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা। কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার লোকসান হইবে, আবার কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার লাভ হইবে—লাভ এবং লোকসান খতাইয়া মোটের উপর তাঁহার মূলধন বজায় থাকিবে এবং আয়েরও যে বিশেষ ইতর-বিশেষ হইবে, তাহাও নহে।

গত তিন বৎসর যাবৎ আমি এই পথ ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছি—চৌদ্দটি ক্ষেত্রে টাকা খাটাইয়া নয়টী ক্ষেত্রেলাভ করিয়াছি, এবং পাঁচটি ক্ষেত্রে লোকসান সহিয়াছি। লাভ লোকসান খতাইয়া আমার যে লোকসান হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। টাকা যখন সম্পূর্ণ নিরাপদে খাটান যায় না, তখন মোটের উপর ইহা সন্তোষজনক। যে সকল ষ্টকের দর কমিবার সম্ভাবনা নাই, বুদ্ধিমান লোকে স্বভাবতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে টাকা খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ করিতে চাহেন, তাঁহাদের উচিত, যাহার দর চড়িবারও সম্ভাবনা নাই, সেই ক্ষেত্রে টাকা খাটান। এই হেঁয়ালির তাৎপর্য্য কি, কেন লোকে স্বেচ্ছায় লাভের সুযোগ পরিহার করিবে, ইহার কারণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, তাঁহারা টাকা খাটাইয়া কিছু আয় করিতে চাহেন, মূলধন বাড়িয়া যাউক ইহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য মূলধন যদি বাড়িয়া যায়, সে ত ভালই, কিন্তু মূলধনে যাহাতে টান না পড়ে, লোকসান না সহিতে হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া টাকা খাটান উচিত। এই উদ্দেশ্য লইয়া টাকা খাটাইতে হইলে যে সকল ক্ষেত্রে ষ্টক বা সেয়ারের দড় চড়িবার সম্ভাবনা নাই, সেই সকল ক্ষেত্রেই অর্থ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ যাহার দর চড়িতে পারে, তাহার দর নামিতেও পারে। কিন্তু যাঁহারা টাকা খাটাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে কি চাহেন? তাঁহারা চাহেন, টাকা খাটাইয়া যতদূর সম্ভব বেশী আয় হউক, কিন্তু সেই সঙ্গে টাকাটাও নিরাপদে থাকুক। সামর্থ্য অনুসারে যিনি যাহা পারেন, তিনি তাহা খাটাইয়া থাকেন, কিন্তু টাকা খাটাইতে যাইয়া তাঁহার দেখা উচিত যে, তাঁহার বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট আয় হইবে এবং সেই সঙ্গে কুড়ি বৎসর পরে

তাঁহার মূলধনটাও ঠিকই থাকিবে। এইটুকু পর্য্যন্ত আশা করা তাহার পক্ষে সাজে, ইহার অধিক যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা স্পেকুলেটর (Speculator)

টাকা খাটান এক ব্যাপার, অর্থ নিয়োগ করিয়া মূলধন বাড়াইয়া লওয়া ভিন্ন ব্যাপার। যাঁহারা টাকা খাটাইয়া মূলধন বাড়াইতে চাহেন, তাঁহারা স্পেকুলেটর, তাঁহারা বেশ কিছু আয় করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু যাঁহাদের স্পেকুলেটর হইবার শক্তি নাই, সাহস নাই, সামর্থ্য নাই,—কেবল টাকা খাটাইয়া কিছু আয় করিয়া থাকেন, অথচ অত্যধিক লাভের আশায় ও লোভের বশে স্পেকুলেটর হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুই নৌকায় পা দিয়া কে কবে জয়ী হইয়াছে?

যাঁহারা ষ্টক এক্সচেঞ্জে স্পেকুলেট করেন, তাঁহারা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই সকল স্পেকুলেটরদিগকে পাকা জুয়াড়ী বলিতে পারা যায়। তাঁহারা একজাতীয় ব্যারিষ্টারদের মত দশটা হইতে ছয়টা অবধি কোর্টে হাজির দিয়া বাকী সময় স্পেকুলেট করিয়া ব্যারিষ্টারী করার ভান করিয়া থাকেন না,—স্পেকুলেট করাকেই তাঁহারা জীবনের ধ্যান এবং ধারণা করিয়া লন। এইরূপে একটি বিষয়ের উপর জীবনের সমস্ত চিন্তা, সাধনা, শক্তি ও উৎসাহ যদি নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কৃতকার্য্য যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই যাঁহারা প্রকৃত স্পেকুলেটর, তাঁহাদিগকে অতি অল্পই ক্ষতি সহিতে হয়, কিন্তু যাহারা টাকা খাটাইতে যাইয়া অত্যধিক লাভের লোভে অর্থ নিয়োগ করিয়া বসেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়; অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে উহা সত্য তাহা নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা ঠিক।

স্পেকুলেটরের সংখ্যা অল্প, টাকা খাটাইয়া আয় যাঁহারা বাড়াইতে চাহেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক। সুতরাং স্পেকুলেটরদের কথা না ধরিয়া শেষোক্তদলের কথাই এখন বলিতে চাই। টাকা খাটাইতে হইলে প্রথমেই ভাবিতে হইবে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থের কতটা পরিমাণ তিনি খাটাইতে পারেন, বা খাটান যুক্তিসঙ্গত। কেহ কেহ যতটা টাকা খাটান উচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক খাটাইয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ যে পরিমাণ টাকা খাটাইলে চলিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা অল্প টাকা খাটাইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখাকে টাকা খাটান বলে না। যাহারা অল্প টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ভীতু, না হয় তাঁহাদের মনে একটা অবহেলার ভাব বর্ত্তমান, না হয় তাঁহারা মনে করেন, টাকা খাটাইলে যদি উহা লোকসান যায়। তা'র চেয়ে ব্যাঙ্ক হইতে যাহা পাওয়া যাইতেছে সেই ভাল। তাঁহাদের টাকাটা যে নিরাপদে আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যদিক দিয়া তাঁহারা সুযোগ হারাইতেছেন; সুযোগেরও ত একটা মূল্য আছে। সুযোগের মূল্য উশুল করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক অতিরিক্ত টাকা লাগাইয়া থাকেন। ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। ধরুণ, একজন লোকের ৩৫০০৲ টাকা আছে, তিনি যদি তিন হাজার টাকার সেয়ার কিনিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির তারিফ করিতে পারা যায় কি? হয়ত তাঁহার টাকার এমন অনটন উপস্থিত হইল যে, দেনাদারের পাওনা শোধ করিবার উপায় নাই; কিম্বা বাড়ীতে এমন একটা ভারী রোগ আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তাহার জন্য মোটা রকম টাকা ব্যয় করিতেই হইবে, অথচ বেশী টাকা খাটাইতে যাইয়া হাতে আর টাকা নাই। তখন হয় সেয়ার বিক্রয় করিতে হইবে, না হয় ব্যাঙ্কে সেয়ার মর্টগেজ রাখিতে হইবে। তাড়াতড়ি বিক্রয় করিতে যাইয়া লোকসান হইবারই বেশী সম্ভাবনা, লাভ যে না হইতে পারে, তাহাও নহে; তবে লাভের আশা কম। ব্যাঙ্কে মটগেজ রাখিতে যাইলে ব্যাঙ্ক টাকা নাও দিতে পারে, কারণ সেয়ার নিরাপদ বলিয়া মনে না হইলে

ব্যাঙ্ক কেন টাকা দিবে? বিশেষতঃ খনির সেয়ারে (mining share) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা পাওয়া যায় না। তখন মূলধনের কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়া সেয়ার বিক্রয় করিতে হয়। যদিই বা ব্যাঙ্ক সেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা দেয়, তাহা হইলে শতকরা ৪৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ আদায় করিয়া হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহাদিগকে হয়, খানিকটা মূলধন, না হয় সুদ না পাওয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যদি সেয়ারের দর চড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্য ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু সৌভাগ্য কচিৎ কখন আসে, সকল সময়ে আসে না।

কতটা টাকা খাটাইতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে প্রত্যেক নরনারীর একটা সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে সকল লোকের আয় নির্দ্দিষ্ট—যেমন চাকুরিজীবীরা, তাঁহাদের বৎসরের কত টাকা আয় হইবে, তাহার হিসাব থাকা উচিত। তাহা হইলে বৎসরে কত টাকা তাঁহারা খাটাইতে পারিবেন, এবং কখন খাটাইতে পারিবেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। হিসাব রাখার আর একটা সুবিধা এই যে, কত টাকা ব্যয় করিতে পারা যাইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারা যায়। যাঁহারা টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের হিসাব রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ধরুন, জুলাই মাসে মোটা রকম একটা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে; হিসাব রাখিলে প্রয়োজন মত টাকা রাখিয়া টাকা খাটান চলিবে, কিন্তু হিসাব না রাখিলে এমন হইতে পারে যে' জুলাই মাসের মোটা খরচের কথা খেয়াল না থাকার জন্য পূর্ব্বেই সমস্ত টাকা খাটাইতে দেওয়া হইল। সুতরাং প্রয়োজন কালে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল, তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে।

যাঁহারা টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ব্যবসায়ী, কিম্বা টাকা খাটানই তাহাদের পেশা, সুতরাং হিসাব রাখার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিলেও চলিবে, কারণ তাঁহাদের হিসাব না রাখিলে চলে না। প্রতি বৎসরই ব্যবসায়ীদের আয়ের পরিমাণ কমে বাড়ে, এমনকি বৎসরের ভিতরেই আয়ের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বৎসরে হয়ত তাহারা দেখিলেন, খরিদদারের নিকট হইতে হালখাতার পূর্ব্বেই তাঁহারা সমস্ত চুকাইয়া পাইয়াছেন, আবার কোন বৎসরে হাল খাতা উত্তীর্ণ হইয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল, তথাপি খরিদ্দারের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা পাওয়া গেল না। আয়ের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি হয়, ব্যয়েরও তেমনি হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং প্রতি বৎসরের প্রথমে আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া প্রস্তুত করা মন্দ নহে। বৎসরে কত টাকা আয় হইবে, কখন সে টাকা আসিবে, কত টাকা ব্যয় হইবে, এবং কখন যে কত টাকা ব্যয় হইবে, এই খসড়ায় মোটামুটি তাহার একটা হিসাব থাকিবে।

যদি তাঁহারা সাবধানে এই হিসাবটি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে প্রতি মাসেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা কিরূপ এবং ব্যবসায়ে চলতি টাকার কতটা অংশ ষ্টক-সেয়ারে খাটাইতে পারেন।

প্রয়োজন কালে টাকার যাহাতে অনটন না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষ্টক সেয়ারে টাকা খাটাইতে হইবে, নচেৎ অবস্থার অতিরিক্ত টাকা খাটাইয়া ব্যবসায়ের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা হইবে এবং তাহার চাল মারাত্মক হইতে পারে। ষ্টক-সেয়ারে টাকা খাটাইয়া সমস্ত টাকা আবদ্ধ রাখা ব্যবসায়ীর পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে। অব্যবসায়ীর পক্ষেও একথা সত্য, তা তিনি যতই ধনী হউন না কেন। দুর্ঘটনা, অসুখ, ইত্যাদি নানা ব্যাপারে টাকার হঠাৎ প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার সংস্থান রাখিয়া টাকা খাটান উচিত। সাধারন লোকে যেন অন্ততঃ তিন মাসের সংস্থান রাখিয়া টাকা খাটায়, কারণ সাধারণ লোকে মোটামুটি ভাবে পরবর্ত্তী তিন মাসের অবস্থার একরূপ ধারণা করিতে

পারে। এই তিন মাসে তাহার কি পরিমাণ ব্যয় হইবে বা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা সে বুঝিতে পারে।

ষ্টক-সেয়ার কোন সময়ে কিনিতে হইবে, তাহাই হইতেছে বিশেষ ভাবনার কথা। টাকা খাটাইবার পক্ষে ইহাই বড় বিঘ্ন। আবার বলি, যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, মূলধন বাড়াইয়া লওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। যে ষ্টক সেয়ারের দর চড়িতেছে, তিনি তাহা কিনিতে চাহেন না; যাহার দর কমিতেছে, তিনি তাহাও ক্রয় করেন না, কারণ যদি তাঁহাকে উহা বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে লোকসান দিতে হইবে। কিন্তু ষ্টক সেয়ারের দর অল্প বিস্তর হ্রাসবৃদ্ধি হইবেই হইবে; সুতরাং চড়া দরে না কিনিয়া যাহার দর কম, তাহাই ক্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কতকটা বোঝায় যে, কম দিয়া বেশী চাওয়া হইতেছে। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে টাকা খাটাইতে চাহেন তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

কিন্তু যখন অন্য দশ জনে ষ্টক সেয়ার কিনিতে আরম্ভ করে, তখন উহা ক্রয় করিবার লোভ সম্বরন করা কঠিন। একটা বিপুল উত্তেজনা সেয়ার মার্কেটের সকলকে মাতাইয়া তোলে; প্রত্যেকেই কিনিতেছে এবং লাভ করিতেছে; ক্রয় করিবার জন্য কেহ বন্ধুভাবে উপদেশ দিতেছে; সাহসের অভাব বলিয়া কেহ বিদ্রূপ করিতেছে; অবশেষে লোভ সম্বরণ করা দায় হইয়া উঠে। ক্রয় করিবার সময় এমনি ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে

আবার সেয়ারের বাজার যখন নামিয়া যায়, তখনও এমনি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। হয়ত শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া গুজব রটিল, কিম্বা একটা আন্দোলনের ফলে দেশের শাসন ব্যাপার টলমল করিতে লাগিল। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা নৈরাশ্য পুর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, অমুক অর্থশাস্ত্রবিৎ অমুক কথা বলিয়াছেন; কেহ বলিল, অমুক বড় ব্যবসাদার তাহার সমস্ত সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আর রক্ষা আছে কি—সেয়ার বিক্রয়ের ধূম পড়িয়া গেল। যাহা আসে তাহাই লাভ মনে করিয়া ক্ষতি সহিয়াও সেয়ার বিক্রয় হইতে লাগিল। আপনি যদি সেয়ার ক্রয় করিয়া থাকেন, এ সময়ে আপনিও হয়ত লোকসান সহিয়া উহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইবেন। হয়ত এমন সময়ে উহা বেচিয়া ফেলিলেন যে, তার পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল বাজার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা কল্পনা নহে, বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা নিত্যই ঘটিয়া থাকে।

বিলাতের একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবারের সেয়ার কিনিবার ধূম পড়িয়া গেল; আনাচে কানাচে সবাই বলিতে আরম্ভ করিল, রবারের সেয়ার কিনিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা লাভ করা যাইতে পারে। সকলেই কিনিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পরিশেষে ব্যাপার এই দাঁড়াইল যে, দু'পয়সা লাভের আশায় লোক যে সেয়ার কিনিবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগাইয়াছিল, কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাতে তাহারা আদৌ লাভ পাইলনা।

( ক্রমশঃ )

# বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর ও বিবরণ

প্রতি বৎসরই ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকার নানারূপ জিনিষ ক্রয় করিতে হয়। এই হিসাবে ভারত সরকার যে এক জন খুব বড় দরের খরিদ্দার, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে সকল দ্রব্য এ দেশেই পাওয়া যায়, আইন অনুসারে ভারত সরকার তাহা এদেশেই ক্রয় করিতে বাধ্য। ১৯২৬ সালের জন্য ভারত সরকার কোন্ জিনিষ কোন্ কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিবার জন্য কত টাকার কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। এই তালিকা হইতে বোঝা যাইবে ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়। অনেকেই হয়ত ইহার খবরও রাখেন না বা জানেন না। তাঁহারা এখন হইতে জানিয়া রাখুন এবং আগামী বর্ষের জন্য প্রস্তুত হউন যাহাতে গবর্ণমেণ্টের এবং অন্যান্য বড় বড় কোম্পানীর কণ্ট্রাক্ট লইতে পারেন।

এবার কেবল মাত্র ভারত সরকারের কণ্ট্রাক্ট সমূহের আংশিক বিবরণ মাত্র প্রকাশ করিলাম, কারণ সমুদয় বিবরণ দিবার স্থানাভাব এবং তেমন কোনও প্রয়োজনও এখন দেখি না। ভারত সরকার ব্যতীত প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যথা বোম্বাই, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, আসাম এবং বাঙ্গলা দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার কণ্ট্রাক্ট দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে না আছে এমন জিনিষ নাই। ঝাঁটা এবং ঝাড়ন হইতে কলকব্জা প্রভৃতি নানা জিনিষের টেণ্ডার লওয়া হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত, মিউনিসিপ্যালিটী, রেলওয়ে কোম্পানী সমূহ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, দেশীয় এবং করদ রাজ্যসমূহেও এইরূপ নানা জিনিষ সরবরাহ করিবার টেণ্ডার লওয়া হয় ও যথাসময়ে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। আমাদের গ্রাহকদিগের অবগতির জন্য প্রতি সংখ্যাতেই আমরা এই সকল বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করিব। এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু বলিবার অথবা জানিবার থাকে তবে আমাদিগকে জানাইলে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ভারত সরকার কি পরিমাণ কাগজ ক্রয় করিয়া থাকেন এসংখ্যায় আমরা তাহার বিবরণ দিলাম।

| কি প্রকার কাগজ | পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| এজিয়োর লেড | ৬০ টন | টিটাগড় পেপার মিল কোং লিঃ, কলিকাতা | ৩৪,৬৫০৲ |
| ব্যাঙ্ক ক্রিম ওভ | ১০ ,, | ,, | ৬,৩৫৮৲ |
| হোয়াইট্ প্রিণ্টিং | ১২৬০ ,, | ,, | ৬,৬৮,৮৫০৲ |
| ক্যালেনডার্ড সুপার হোয়াইট | ৫ ,, | ,, | ২,৭৭১৲ |
| আনব্লিচ্ড্ প্রিণ্টিং | ৫৫০ ,, | ,, | ২,৭২,৭০৮৲ |
| কলার্ড প্রিণ্টিং | ২৮০ ,, | ,, | ১,৪৮,৬৩৩৲ |

| কি প্রকার কাগজ | পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| াদামী | ৫০০ ,, | ,, | ১,১২,৯১৭৲ |
| াউন র‍্যাপিং | ২৫০ ,, | ,, | ৯৩,৩৩৩৲ |
| াউন কার্টরিজ | ৫ ,, | টিটাগড় পেপার মিল কোং লিঃ | ১১৮৭৲ |
| াইপ রাইটিং কাগজ | ২০ ,, | ,, | ১২,৭১৭৲ |
| াদা পাল্‌প বোর্ড | ৫০ ,, | ,, | ১৬,৫৪২৲ |
| াল্‌প বোর্ড | ২৫ ,, | ,, | ১৩,৪১৭৲ |
| য়াটার প্রুফ পাল্‌প বোর্ড | ১০ ,, | ,, | ৫৯৫০৲ |
| াজিয়োর লেড | ১০০ ,, | দি বেঙ্গল পেপাব মিল কোং লিঃ, কলিকাতা | ৫৭,৭৫০৲ |
| গয়াইট প্রিণ্টিং | ৯০০ ,, | ,, | ৪,৭৭,৭৫০৲ |
| গয়াইট কার্টরিজ | ২০০ ,, | ,, | ১,০৬,১৬৭৲ |
| াফব্লিচ ড কার্টরিজ | ৬০ ,, | ,, | ৩১,৮৫০৲ |
| ানব্লিচ ড প্রিণ্টিং | ৬০০ ,, | ,, | ২,৯৭,৫০০৲ |
| াদামী | ৮০০ ,, | ,, | ৩,৪০,৬৬৭৲ |
| াইপ রাইটিং কাগজ | ২০ ,, | ,, | ১২,৭১৭৲ |
| ল্লার্ড পাল্‌প বোর্ড | ১০ ,, | ,, | ৫৯৫০৲ |
| ক্রম লেড | ৪০ ,, | দি ইণ্ডিয়া পেপার পাল্‌প কোং লিঃ কলিকাতা | ২২,৬৩৩৲ |
| ক্রম ওভ | ১৬০ ,, | ,, | ৯০,৫৩৩৲ |
| গয়াইট প্রিণ্টিং | ৫০০ ,, | ,, | ২,৬৫,৪১৭৲ |
| ানব্লিচ ড প্রিণ্টিং | ১৫০ ,, | ,, | ৭৪,৩৭৫৲ |
| ্লিকেটিং | ৫০ ,, | ,, | ৩১,৭৯২৲ |
| ানব্লিচ ড প্রিণ্টিং | ৩০০ ,, | দি আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিল কোং লিঃ লক্ষ্ণৌ | ১,৩৬,৫০০৲ |
| াদামী | ২০০ ,, | ,, | ৮৬,৩৩৩৲ |
| াদা ব্লটিং | ৮০ ,, | ,, | ৪২,০০০৲ |
| াউন র‍্যাপিং | ২৫০ ,, | দি মীনাক্ষী পেপার মিল কোং, কুড়ালুর, মাদ্রাজ | ৯৩,৩৩৩৲ |

## বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

রেল কোম্পানীগুলিও বড় খরিদ্দার। প্রতিবৎসর তাঁহারাও লাখে লাখ টাকার নানা জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকেন। নিম্নে আমরা বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টের বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

## ( ক ) দড়ি, তুলা, ম্যানিলা, তেরপল ইত্যাদি—

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| কয়ার | ১২ হন্দর | মেসার্স ডবলিউ এইচ হারটন এণ্ড কোং | ৪৯২০৲ |
| কর্ড | ৪ ,, | ,, | ২৪৮৲ |
| লগলাইন | ১২ ,, | মেসার্স টারনার মরিসন এণ্ড কোং লিঃ | ৬৭২৲ |
| মারলাইন | ১ টন | ,, | ১১২০৲ |
| দড়ি | ২ ,, | ,, | ১০০০৲ |
| দড়ি | ১২ হন্দর | ,, | ২৫৮৲ |
| দড়ি | ৮ ,, | ,, | ১৩৩৪৲ |
| দড়ি | ৮ ,, | ,, | ১৩৩৪৲ |
| দড়ি | ৮ ,, | ,, | ১৩৩৪৲ |
| দড়ি | ১২ ,, | ,, | ২০১৬৲ |
| ম্যানিলা দড়ি | ৪ টন | ,, | ৪১৬০৲ |
| ম্যানিলা দড়ি | ৪ ,, | ,, | ৪১৬০৲ |
| ম্যানিলা দড়ি | ১৬ হন্দর | ,, | ৮৩২৲ |
| তেরপল | ৩৫০ ,, | মেসার্স এক হালে এণ্ড কোং | ৫৫,৭১০৵১০ |

## ( খ ) রঙ, বার্নিস, ও তার্পিনতৈল।

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| শুষ্ক ব্লাক লেড | ৯ হন্দর | মেসার্স জোসেপ এণ্ড কোং | ১২২৷৵ |
| তৈল মিশ্রিত কাল রঙ | ১০০ টন | দি মুরারকা পেন্ট এণ্ড বানিস ওয়ার্কস | ২৭০০০৲ |
| ব্লাক আইভরি ড্রপ | ২ ,, | মেসার্স গ্লাডষ্টোন্ উইলি | ১২২০৲ |
| ব্লাক জাপান | ৩৬০ গ্যালন | ,, | ১৩৫০৲ |
| ব্রাউন | ১৮০০ ,, | মেসার্স আর জে এণ্ড কোং | ১৯৮০০৲ |
| তৈল মিশ্রিত চকোলেট রঙ | ৭ টন | দি মুরারকা পেন্ট এণ্ড বানিস ওয়ার্কস | ২২৪০৲ |
| তৈল মিশ্রিত গাঢ় ধূসর রঙ | ৪০ ,, | মেসার্স হ্যাডফিল্ড লিঃ | ২৮৮০৲ |
| গ্রীন অলিভ | ২২৮০ গ্যালন | মেসার্স আর গে এণ্ড কোং | ২০৫২০৲ |
| গাঢ় সবুজ | ৬ টন | মেসার্স টারনার মরিসন এণ্ড কোং | ২২২০৲ |
| লাল | ৬ টন | মেসার্স রবার্ট কিয়ার্সলে এণ্ড কোং | ৩৪৫০৲ |
| রেড লেড | ১২ ,, | মেসার্স হোকমিলার এণ্ড কোং | ৯৬৬০৲ |
| রেড অক্সাইড | ৪৫ ,, | দি শান্তি মাইনিং কনসার্ণ, ভুবনেশ্বর | ৬৩০০৲ |
| বিটুম্যাষ্টিক ব্লাক সলিউসন | ১২০০০ গ্যালন | মেসার্স জোসেপ এণ্ড কোং | ৩৩০০০৲ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| হোয়াইট এনামেল | ৬০০ „ | মেসার্স আর জে এণ্ড কোং | ৯৬০০৲ |
| হোয়াইট লেড | ৭॥ টন | মেসার্স গোরমিলার এণ্ড কোং | ৬২২৫৲ |
| হোয়াইট লেড তৈল মিশ্রিত | ৭৮ „ | „ | ৬১,৭৯০৲ |
| হোয়াইট জিঙ্ক তৈল মিশ্রিত | ৪৮ „ | মেসার্স টারনার মরিসন এণ্ড কোং | ৩৮০০৲ |
| হোয়াইট আইভরি | ১০০ গ্যালন | মেসার্স আর গে এণ্ড কোং | ১১০০৲ |
| গোল্ড সাইজ | ১০০০ „ | মেসার্স আমুটি এণ্ড কোং | ৪৬৫৬৲ |
| | ১০০০ „ | মেসার্স রবার্ট কিয়ার্সলে এণ্ড কোং | ৬১২৫ |
| বার্নিস | ৬০০ „ | মেসার্স আমুটি এণ্ড কোং | ৩১৯৬৸৴০ |
| | ৬০০ „ | মেসার্স রবার্ট কিয়ার্সলে এণ্ড কোং | ৪৩৫০৲ |
| কোপাল বার্নিস | ২৭৫ „ | মেসার্স আমুটি এণ্ড কোং | ১৯৬৩॥৶৲১৫ |
| | ২৭৫ „ | মেসার্স রবার্ট কিয়ার্সলে এণ্ড কোং | |
| কলারলেস বার্নিস | ৭৫০ „ | মেসার্স আমুটি এণ্ড কোং | ৭৮৫১॥৴ |
| | ৭৫০ „ | মেসার্স রবার্ট কিয়ার্সলে এণ্ড কোং | ৭৬৮৭॥ |
| কলারলেস বার্নিস | ১৪০০ „ | মেসার্স আমুটি এণ্ড কোং | ৭৮৯৬৸৴ |
| | ১৪০৯ „ | মেসার্স রবার্ট কিয়ার্সলে এণ্ড কোং | ১২,২৫০৲ |
| পাউডার | ৩ টন | „ | ১২৪৫৲ |
| তার্পিন | ৭৬৯০ গ্যালন | মেসার্স ডিওয়ালডি এণ্ড কোং | ৪৫২২০৲ |

## ( গ ) চামড়ার জিনিষ।

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| চামড়ার ব্যাগ | ৭০০ | মেসার্স মেহের বক্স এণ্ড কোং | ১২২৫৲ |
| শ্যাময় লেদার | ১৩০০ | „ | ৪৫০৯।৶০ |
| গরুর চামড়া | ১৮টন | „ | ৩১২৩৸০ |
| মহিষের চামড়া | ৫ „ | মেসার্স জে এফ ম্যাডান | ৬৮৭৯॥৶০ |
| চামড়া | ২ টন | মেসার্স মেহের বক্স এণ্ড কোং | ৬৪০০৲ |
| পাউচ | ১৬৮০ | „ | ৪০৯৫৲ |
| ভেড়ার চামড়া | ২৬০ | „ | ৬৫০৲ |
| ষ্ট্রাপ | ৫০০ | „ | ২৮৯।০ |
| ষ্ট্রাপ | ২০০০ | „ | ১১৫৬।০ |
| ষ্ট্রাপ | ৪০০ | „ | ২৩১।০ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কন্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| ষ্ট্রাপ | ৩০০ | মেসার্স মেহের বক্স এণ্ড কোং | ১৭৩।√০ |
| ষ্ট্রাপ | ৩০০ | " | ২৭৬॥/০ |
| ষ্ট্রাপ | ৩০০ | " | ২৭৬॥/০ |
| ষ্ট্রাপ | ৬০০ | " | ১৪০॥৵০ |
| ওয়াসার | ১৮০০ | " | ৯০০৲ |
| ওয়াসার | ৯০০০ | " | ৮৫৭৮৵০ |
| ওয়াসার | ৪৫০০ | " | ২৯৩৭॥০ |
| ওয়াসার | ১০,০০০ | " | ৬৭১৮৸০ |
| ওয়াসার | ১২০০ | " | ২৬২৫৲ |
| ওয়াসার | ১১০০ | " | ২৪০৬।০ |
| ওয়াসার | ৬৮ | " | ১৪৮৸০ |
| ওয়াসার | ১০০ | " | ২৫০৲ |
| ওয়াসার | ৪০০০ | " | ৩৭৫৲ |
| ওয়াসার | ১০০,০০০ | " | ৬২৫০৲ |
| ওয়াসার | ৪০০০ | " | ৩৭৫৲ |

## ( ঘ ) নানাবিধ জিনিষ।

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কন্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| ঝুড়ি | ৮০০ | দি বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ | ১৭৫৲ |
| ঝুড়ি | ৬০০ | " | ১৬৮৸০ |
| বেতের ঝুড়ি | ১৮০০০ | মেসার্স চুনিলাল হেমরাজ | ১০,৫৯৩৸০ |
| বাথ ব্রিক্স | ৩০০০ | মেসার্স ডাবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ৫৬২॥০ |
| বালতি | ৩০০ | মেসার্স রবার্ট ম্যাকলীন এণ্ড কোং | ১০৬৮৸০ |
| বালতি | ১৮০০ | মেসার্স জে এফ ম্যাডান | ৪৩০৩৵০ |
| বার্ণার | ৬৬০০ | মেসার্স ঘোষ মণ্ডল এণ্ড কোং | ৩৩০০৲ |
| বোতাম | ২০০০ | মেসার্স ডাবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ১৫০৲ |
| হাত ধুইবার পাত্র | ৮০ | মেসার্স টি ই টমসন এণ্ড কোং | ১২৫৲ |
| বুরুস | ৯৬০ | দি প্ল্যাণ্টার ষ্টোর্স এজেন্সি লিঃ | ৯৬০৲ |
| বোতাম | ৫০০ গ্রোস | মেসার্স গোকুলচাঁদ রাধারমণ | ৮৭৫৲ |
| স্প্রিং ক্যাচেস | ১০০০ | মেসার্স এ হামিদ এণ্ড সন্স | ৩৫৯।৵০ |
| বিব কক | ২০০ | মেসার্স ডাবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ১৭৫৲ |
| বিক কক | ১০০ | " | ১৭৫৲ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | দর | |
|---|---|---|---|
| বিব কক | ১১০ | ” | ৩৩০৲ |
| বিব কক | ১৫০ | ” | ৩৩৭৷৹ |
| কাট্‌ল্‌ফিস বোন | ১৸০ টন | মেসার্স এন পি মাষ্টার এণ্ড কোং (বোম্বে) | ১৫৬৬৷০ |
| মোম বাতি | ১৮০০ | মেসার্স রায় এণ্ড সন্স | ১৬৮৸০ |
| বেত | ১ টন | মিঃ ই এম কুরিম | ১৮০০৲ |
| খড়ি | ৬ টন | মেসার্স বি এ ভাণ্ডারি এণ্ড সন্স | ৪৬৫৲ |
| ডোল্‌স | ১২০ | মেসার্স ডে এণ্ড কোং | ১৫৭৷৹ |
| কাঠের তাতল | ১৪০০ | মেসার্স ডাবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ১২৫০৲ |
| কাঠের বাঁট | ১৬০০ | মেসার্স মুখার্জ্জি সরপেল এণ্ড কোং | ১২৫০৲ |
| কাঠের বাঁট | ১৪০০ | মেসার্স দাঁ এণ্ড কোং | ৯০০৲ |
| কাঠের বাঁট | ১০০০ | মেসার্স টি ই টমসন এণ্ড কোং | ১৮১৷৴১০ |
| ছোট কাঠের বাঁট | ৭১০০ | ” | ৪৫০৲ |
| ছুরি | ১২০ | ” | ৪৫০৷৴০ |
| চাবি | ২৮০০ | মেসার্স মুরলীধর এণ্ড সন্স ( আলিগড় | ১৭৫৲ |
| দেরাজের তালা | ১৮০ | মেসার্স হীরালাল বনী ( আলিগড় ) | ১২৯৶০ |
| তালা | ১০০ | ” | ১১৫৲ |
| তালা | ১০০০ | ” | ১৭৫০৲ |
| তালা | ২৫০০ | ” | ৫১৫৬৷১ |
| তালা | ২৪০ | ” | ৬৭৫৲ |
| নারিকেল তৈল | ৪৮০ গ্যালন | দি প্লাণ্টার্স ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি লিঃ | ১৩৮০৲ |
| প্যান | ৯০০ | মেসার্স বামার লরি এণ্ড কোং | ৫৬২৫৲ |
| প্যান | ১৬০০ | মেসার্স গোকুলচাঁদ রাধারাম | ১৬৫০৲ |
| কার্পেণ্টার পেন্সিল | ২৫০০ | মিঃ ই এ করিম | ১০৪৶১৫ |
| মেটাল পালিস | ১৯০০ | মিঃ ডবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ৫৩৪৷৶০ |
| পিউমিস ব্রিক | ৬০০০ | মেসার্স ম্যাক্ গ্রেগার এণ্ড বালফুর, লিঃ | ১৩২৮৶০ |
| পিউমিস ব্রিক | ৫০০০ | ” | ৯৩৭৷০ |
| পিউমিস ষ্টোন | ১৷০ টন | মেসার্স ঘোষ মণ্ডল এণ্ড কোং | ৪১০৲ |
| পিউমিস ষ্টোন পাউডার | ২ ” | মেসার্স ডাবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ৩৪২৷০ |
| মেটল রিফ্লেক্টর | ৩০০০ | ” | ১৪০৬৷০ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| রঞ্জন | ৯ হন্দর | মেসার্স দেওয়ান চাঁদ এণ্ড সন্স | ১৫৭৬৶০ |
| সিগনাল ফগ | ১৬০০০ | মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোং | ১৯১৬৷৵৲১০ |
| সাবান | ৯ টন | দি ক্যালকাটা কেমিকাল কোং | ২৯২৫৲ |
| সোপ ষ্টোন | ৬ টন | মেসার্স মনিলাল ব্রাদার্স | ৪৮৭৷৷০ |
| সাবান | ৯০০০ খণ্ড | দি নর্থ ওয়েষ্ট সোপ কোং | ৮০১৫৷৷৵০ |
| সাবান | ১৮০০ | মিঃ এস এন সা | ৩৫১৷৷/০ |
| গায়ে মাখা সাবান | ৫৬০ খণ্ড | দি সুবারবন ট্রেডিং কোং | ১০৫৲ |
| স্প্রাগ্স | ১২০০ | মেসার্স মুখার্জ্জি ব্রাদার্স | ১১৬২৷৷০ |
| সাজিমাটি | ১৷৷০ টন | মেসার্স চাটার্জ্জি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং | ১২৩৸০ |
| চর্ব্বি | ২৯ " | বিলিমোরিয়া ব্রাদার্স | ১৪৭০০৲ |
| টাম্বলার | ৩৬০ | মেসার্স চম্পালাল ধমনলাল | ১১২৷৷০ |
| গালা | ৫ টন | মেসার্স এন কে মিত্র ব্রাদার্স | ১৮০০৲ |
| হোয়াইটিং | ৯ " | মেসার্স ডাবলিউ লেসলি এণ্ড কোং | ১০৩৫৲ |

## ই, আই, রেলওয়ে

| | | | |
|---|---|---|---|
| বল্ট্ | ৩০ | ৮৲ | প্রত্যেকটি |
| বল্ট্ | ১০০ | ১৷৶০ | " |
| কম্বল | ২০০০ | ৫৸০ | " |
| কম্বলের ওভারকোট | ১০০০ | ৫৷৷৵৲১০ | " |
| বালিসের ওয়াড় | ৬০০ | ৷৷/০ | " |
| ব্যাণ্ডেজ | ৮০০০ গজ | ৷১৲৭৷৷০ | প্রতিগজ |
| দোসুতি সাদা কাপড় | ৪০০০ | ৷৷৵৲১৫ | " |
| নীল ড্রিল কাপড় | ১২০০০ | ৷৷৵৲২৷৷০ | " |
| ধূসর ড্রিল কাপড় | ১৬০০০ | ৷৶৲৲১৫ | " |
| খাকি ড্রিল কাপড় | ২৫০০০ | ৷৷৵৲৫ | " |
| সাদা ড্রিল কাপড় | ৩০০০০ | ৷৶০ | " |
| গাড়া ( Garrah ) কাপড় | ৫০০০ | ৷/৲৫ | " |
| হেসিয়ান কাপড় | ৮০০০ | ৷/০ | " |
| লাল খেরো | ৩০০০ | ৷৶৲৫ | " |
| লংক্লথ | ১২০০ | ৷৵০৷৷০ | " |
| মাটাবালাম | ৫০০০ | ৷০ | " |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| মলমল কাপড় | ১০০০ গজ | ।/৻১৫ | প্রতিগজ |
| লাল সাল্ | ৮০০০ ,, | ।৶৭॥০ | ,, |
| নীল সার্জ | ৩০০ ,, | ৬।/০ | ,, |
| নীল সার্জ | ২০০০ ,, | ৩৷৶০ | ,, |
| নীল সার্জ | ১০০০০ ,, | ৩।/০ | ,, |
| টিকিং কাপড় | ৮০০ গজ | ।৶১৭॥০ | প্রতিগজ |
| ঝাড়ন | ১০,০০০ | ২৸৶ | প্রতি ডজন |
| টুপি | ৩০ | ।৵ | প্রত্যেকটি |
| টুপি | ১৫ | ১॥ | ,, |
| টুপি | ১১ | ৸৻১৫ | ,, |
| টুপি | ১০ | ৩৵ | ,, |
| ইজের বন্ধ | ৫০০ | ৻১৫ | ,, |
| নীল ড্রিল কাপড়ে অক্ষর | ১২০০ | /১০ | ,, |
| হেলমেট | ১০০ | ৪।০ | ,, |
| বালিস | ২০০ | ২৸৶০ | ,, |
| খাকি পাগড়ী | ১০০০ | ২৵০ | ,, |
| পশমের পটি | ১০০০ জোড়া | ১॥৶১৭॥০ | প্রতি জোড়া |
| খাকি পটি | ১০০ ,, | ১॥৫ | ,, |
| বিছানার চাদর | ৪০০ | ২॥৶০ | প্রত্যেকটি |
| তোয়ালে | ২০০ | ১।০ | ,, |
| তোয়ালে | ৮০০ | ৫৸০ | প্রতি ডজন |
| ব্যাজ | যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ যোগাইতে হইবে | ॥/১৫ | প্রত্যেকটি |
| টিউনিক | মাঝে মাঝে যেমন দরকার হইবে, সেই রকম যোগাইতে হইবে | ১০৲ | প্রত্যেকটি |
| ওভার অল | ,, | ৩৲ | ,, কাপড়ের দাম সমেত |
| টিউনিক | ,, | ১১৲ | ,, ,, ,, ,, |
| ওভার অল | ,, | ৮৲ | ,, ,, ,, ,, |
| ব্লাউস | ,, | ৶০ | ,, কাপড় দেওয়া হইবে |
| সর্ট | ,, | ।/০ | ,, ,, ,, ,, |
| চাপকান | ,, | ।৵০ | ,, ,, ,, ,, |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কন্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| কোট | ,, | ।৵০ | ,, ,, ,, ,, |
| ট্রাউজার | ,, | ।৶০ | ,, ,, ,, ,, |
| পাজামা | ,, | ৶১০ | ,, ,, ,, ,, |
| কোর্ত্তা | ,, | ।০ | ,, ,, ,, ,, |
| কোট | ,, | ১॥০ | ,, ,, ,, ,, |
| ওভার অল | ,, | ১৲ | ,, ,, ,, ,, |
| চাপকান | ,, | ১৶০ | ,, ,, ,, ,, |
| কোট | ,, | ১॥৵০ | ,, ,, ,, ,, |

# বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইনকিউবেটর ও ব্রুডারের সাহায্যে মুরগীর ব্যবসা

সকল সভ্য দেশে বহুকাল হইতেই পক্ষী খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া আসিতেছে এবং অনেকে ব্যবহার জন্যেও পক্ষী পালন করিয়া থাকেন। হাস, মুর্গী, পায়রা প্রভৃতি অধিকাংশ লোকেরই অতি প্রিয় খাদ্য; অনেকে এই সব আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকেন; কিন্তু পক্ষীগুলির বংশগত উৎকর্ষ সাধন করিতে অতি অল্প লোকেরই আগ্রহ দেখা যায়। আহারের জন্য ইহাদিগের যে পরিমাণে ধ্বংস সাধন হইতেছে সে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি না হওয়ায় ইহাদের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে; বাজারে ইহাদের টান যতই বাড়িতেছে ব্যবসায়ীরা তদনুরূপ যোগাইতে না পারায় রুগ্ন, শীণ, ব্যাধিগ্রস্থ সব রকমেরই পাখী চালাইতেছে এবং লোকে বেশী দরে তাহাই কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাতে কাহারও উপকার নাই, অধিকন্তু যাহারা এই সব রোগা,দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্থ পক্ষী আহার করেন তাঁহাদের শরীর অসুস্থ হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

জিনিষের টান যথেষ্ট, যোগাইতে পারিলে কাটতি খুব হয়, ব্যবসায় করিতে পারিলে লাভ প্রচুর, অথচ সে সকল বিষয়ে নির্ব্বিকার থাকা আমাদের দেশের বিশেষত্ব। মুর্গী প্রভৃতি খাওয়া শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, মনু অনুমোদন করেন নাই বা পরাশর করিয়াছেন কিনা তাহার বিচার আমরা এখানে করিতে বসি নাই। তবে লুকাইয়া হোক, প্রকাশ্যে হোক খান অনেকেই দেখিতে পাই। হাঁস মুর্গী প্রভৃতির এত টান অথচ ইহাদিগকে উৎপন্ন করিবার ভাল বিজ্ঞান সম্মত কারবার এদেশে একটাও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি বুঝিয়া শুঝিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে লোকে সুললিত মাংসও খাইতে পারেন এবং ব্যবসায়ী

অত্যল্প দিনের মধ্যে নিজের ভাগ্য ফিরাইতে পারেন।

আমাদের দেশে প্রধান অভাব চিন্তাশক্তির, দ্বিতীয় অভাব কর্ম্ম করিবার উদ্যমের। যে দুইটি জিনিষ ব্যতীত নরাকৃতি সত্ত্বেও মানুষ পশু বলিয়া গন্য হয় সেই দুইটিরই আমাদের দেশে একান্ত অভাব। পাশ্চাত্য দেশে উদ্যমশীল উদ্যোগী পুরুষসিংহরা সামান্য হাস্যজনক নগন্য বিষয় হইতে প্রচুর লাভ জনক পৃথিবীব্যাপি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; তাঁহাদের নব নব চিন্তা নব নব ভাবের উন্মেষ এবং কর্ম্মোপযোগিতা একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিত্য ধন সম্পৎ উপহার দিতেছে। তাঁহাদের পরশপাথরের হাত যাহাতে লাগিতেছে তাহাই সোনা হইয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্যদেশে মৎস্য পালন, পক্ষী পালন, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতির চাষ করিয়া এক একটা লোক লক্ষপতি হইয়া গিয়াছে, এক একটা কোম্পানী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাট ব্যবসায়ের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা লাভ করিতেছে। আমেরিকার Cypher Incubator Company মুর্গীর ব্যবসা করিয়া ক্রোড় টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাহাদের কোম্পানীর বিশালতার কথা শুনিলে আমাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। তাহাদের কারখানা আমেরিকার 'বার্কেলো'সহরে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান কারখানা ছাড়া আমেরিকাতেই নিউইয়র্ক, বোষ্টন, সিকাগো, কানসাস সিটি, ওকল্যাণ্ড এই পাঁচ যায়গায় পাঁচটি শাখা আছে। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে একটি শাখা আছে এবং ইউরোপের নানা স্থানে, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, কানাডা, মরক্কো, কিউবা প্রভৃতি নানাস্থানে এজেন্সি আছে।

ইহা ছাড়া এই কোম্পানী ডিম ফুটাইবার কল (incubator) এবং শীতকালে অত্যধিক শৈত্য হইতে মুর্গী হাঁস প্রভৃতির ছানাকে নিরাপদে উত্তাপে রাখিবার যন্ত্র (Brooder), পক্ষীদিগের উপযুক্ত খাদ্য (যাহাতে উহারা সত্বর মোটা সুপুষ্ট হয়) প্রভৃতি পক্ষী পালন সম্বন্ধীয় নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন।

ইহাদের পন্থাবলম্বন করিয়া অন্যান্য আরো অনেকে আপন আপন ভাগ্য ফিরাইয়া লইয়াছেন। বিলাত অপেক্ষা আমেরিকায় পক্ষীর চাষ অনেক বেশী পরিমানে হইয়া থাকে। ম্যাসাচুসেট্, বষ্টন, রোড আইল্যাণ্ড, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক প্রভৃতি অঞ্চলে কোটি কোটি মুর্গীর ছানা প্রতিবৎসর ইনকিউবেটার কল সাহায্যে উৎপাদিত হইয়া নিকটস্থ বাজারে প্রত্যহ সন্ধ্যা ও সকালের রেলে নীত হইয়া থাকে। কোটি কোটি গ্রোস ডিম প্রতি সপ্তাহে বড় বড় নগরে বিক্রয়ের জন্য এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের জালিয়া, কৈবর্ত্ত, কাওরা, বাগদী, নমঃশুদ্র প্রভৃতি জাতিগণ পাড়াগায়ে ২০।২৫টা হাঁস রাখিলেই আমরা আশ্চর্য্য হইয়া বলি ইহারা কত হাঁস পালিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগণ কি প্রকারে সামান্য সামান্য জিনিসের বিরাট কারবার করেন তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

আমাদের দেশ, জলবায়ু, সমস্তই আমেরিকা অপেক্ষা এই ব্যবসার অনুকূল, তথাপি জীবন সংগ্রামে আমরাই সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। হাঁস, মুর্গী, পেরু, গিনি, টার্কি প্রভৃতির ব্যবসা করিতে পারিলে কলিকাতার মত স্থানে চক্ষের নিমিষে বিক্রয় হইয়া যায়। কলিকাতার আশে পাশে এমন অনেক বাগানবাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে যাহা ব্যবসায়েচ্ছুকগণ ইচ্ছা থাকিলে বন্দোবস্ত করিতে পারেন বা কিনিয়া লইতেও পারেন। এই সকল বাগান বাড়ী প্রভৃতিতে প্রচুর যায়গা পড়িয়া রহিয়াছে; অসংখ্য পক্ষী এক একটি বাগানের মধ্যে প্রতিপালন করা যাইতে পারে। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে এই সকল স্থান হইতে কলিকাতার বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিবার ও ক্রেতাদিগকে তাজা জিনিষ দিবার সুবিধা এত ও বাজার জাত করিবার

খরচ এত অল্প যে ব্যবসায়ী নির্ঝঞ্ঝাটে প্রতি বৎসর প্রচুর লাভ করিতে পারেন। এই সকল বাগান বাড়ীতে দুই. চারিটী করিয়া পুষ্করিণীও আছে; এই সকল পুষ্করিণীতে মৎস্য পালনের ব্যবস্থা করিলেও আর একটা নূতন লাভের উপায় হইতে পারে। কলিকাতায় ভাল তাজা মাছ যে কিরূপ দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য তাহা বোধ করি জানিতে আর কাহারো বাকি নাই। প্রতিদিন নানাপ্রকার উপাদেয় টাটকা মাছ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে তাহাতে কম লাভ হয় না।

মৎস্য ও পক্ষী পালন ছাড়া এই বাগানে ফল মূলাদি তরিতরকারীও অতি অল্প আয়াসে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এইরূপ যতপ্রকার অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইতে পারে সব দ্বারগুলি খুলিয়া দিলেই ভাল হয়। কোনো জিনিষের অপব্যবহার বা কোনো সুযোগের অসদ্ব্যবহার কখনো করিতে নাই। এই সব বাগানের অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে খাঁটি উৎকৃষ্ট মধুর জন্য মৌমাছি পালন করিতে পারা যায়। অনেক জিনিষই অবশ্য পারা যায় যদি উহাতে উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতা থাকে।

ডিম্ ফুটাইবার প্রথম অবস্থা।
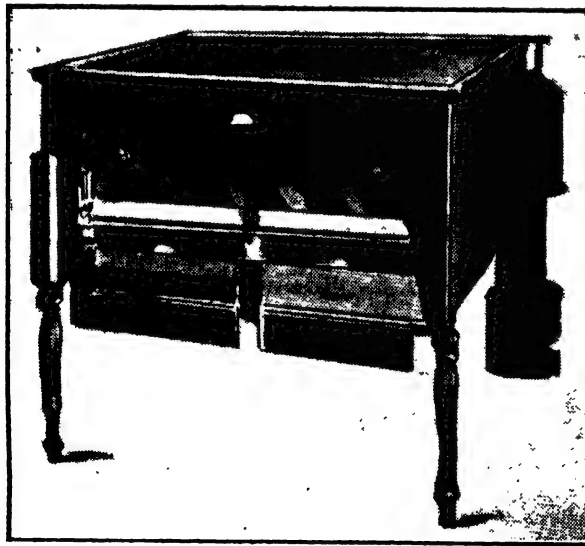
জগদ্বিখ্যাত ইনকিউবেটার বা ডিমে তা দেওয়ার যন্ত্র। এই যন্ত্রের ভিতর ডিম পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যন্ত্রের উত্তাপে ডিমে তা' দেওয়ার কাজ চলিতেছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটিমাত্র উৎকৃষ্ট প্রচুর ডিম্ব প্রসবক্ষম মুর্গী লইয়া আরম্ভ করিলে ২য় বৎসর অন্ততঃ সাড়ে ছয়শত মুর্গীর পালের অধিকারী হইতে পারা যায়। খুব ভাল, উঁচু দরের মুর্গী যাহার ডিম প্রসবের সামর্থ্য যথেষ্ট আছে, সে মাসে অন্ততঃ ১৬টি করিয়া ডিম পাড়িতে পারে। সব ডিমগুলিই যদি তা' এ বসান যায় তাহা হইলে গড়ে বারটি করিয়া ডিম ফুটিয়া ছানা হইতে পারে। এই ছানা গুলি যদি যত্নপূর্ব্বক পালন করা যায় এবং সব গুলি বাঁচে তাহা হইলে প্রথম মুর্গীটির নিজের ডিম হইতেই বৎসরে ১৪৪টি ছানা হয়। এই ছানাগুলি আবার ছয় মাস বয়স হইতে না হইতে ডিম পাড়িবার ক্ষমতা লাভ করে। এইরূপে যদি প্রথমে ১৬টি ডিম তা' এ বসাইয়া বৈশাখ মাসের প্রথমে অন্ততঃ বারটি ডিম ফুটিয়া বারটি ছানা হয় তাহা হইলে ঐ ছানাগুলি আবার আশ্বিন মাস নাগাদ ডিম পাড়িতে সুরু করিবে।

প্রথম দফার ছানাগুলির মধ্যে যদি অন্ততঃ দশটি মুর্গী হয় তাহা হইলে যথা কালে তাহাদের প্রত্যেকে গড়ে ১৬টি হিসাবে মোট ১৬০টি ডিম একমাসে জ্যৈষ্ঠ মাসের ছানাগুলি কার্ত্তিক মাসে, আষাঢ়ের ছানাগুলি অগ্রহায়ণ মাসে, ও শ্রাবণের গুলি পৌষ মাসে, ভাদ্রেরগুলি মাঘে, আশ্বিনেরগুলি ফাল্গুনে এবং কার্ত্তিকের গুলি চৈত্রে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিবে। এই সমুদয় ডিম ফুটাইয়া গড়ে মাসে বারটি করিয়া ছানা হইলে বৎসরের শেষে অন্ততঃ আড়াই হাজার তিন হাজার ধাড়ী, মাঝারি ও ছানার একটি প্রকাণ্ড পালের স্বত্বাধিকারী হইতে পারা যায়। তবে অবশ্য সব গুলিই মুর্গী হইবে না; মোরগও তাহার মধ্যে হইবে নিশ্চয়ই। এই সমস্ত বিষয় ধরিয়া ন্যূনতম হিসাবেও বৎসরে দুই হাজার পক্ষী সর্ব্বসমেত নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে। সুতরাং একটি মুর্গী হইতে আরম্ভ করিলে যত্ন ও চেষ্টার সাহায্যে বৎসরের শেষে দুই হাজার মুর্গীর স্বত্বাধিকারী হইতে পারা যায়।

তবে বৃহৎ আকারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে যন্ত্রাদি ব্যতীত এক পা চলিবার উপায় নাই। মুর্গীর দ্বারা এত ডিম ফুটান সম্ভব নয়। Incubator বা ডিম ফুটাইবার যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফুটাইতে হইলে ছানাগুলিকে Brooder বা ছানা পালন করিবার প্রকোষ্ঠে রাখিয়া পালন করিতে হইবে। ব্রুডারকে বাংলায় "ধাইমা" বলা যাইতে পারে। উপযুক্ত খাদ্য দ্বারা তাহাদিগকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, কেবল চরিয়া যা পারে খাইবে বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; প্রত্যেক মুর্গীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে; প্রত্যেকটির পিছনে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাহাদের ডিম পাড়িবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে; এক স্থানে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বায়ুহীন কোটরে সবগুলিকে একত্র বন্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না।

মোটামুটী হিসাবে ৬ ফুট উঁচু, ৫ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট লম্বা এক একটি ঘরের মধ্যে দশটি ধাড়ী মুর্গী ও মোরগ বাস করিতে পারে। এই সকল ঘরে যাহাতে ইঁদুর, সাপ বা অন্য কিছুর উপদ্রব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে ইচ্ছামত বা প্রয়োজন মত হাওয়া আলো ও রৌদ্র অবাধে এই ঘরে প্রবেশ করান যাইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। যে স্থানে ইহারা থাকিবে বা চরিবে তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দ্বারা ঘেরিয়া রাখা দরকার। ইহা ছাড়া বৎসরের কোন্ সময়ে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডিম পাড়িয়া থাকে তাহা জানিয়া সেই সময়ে ব্যবসায় আরম্ভ করা ও উহাদিগকে ডিম্‌পাড়া সুরু করান দরকার। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারবার আরম্ভ করিতে হইলে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন ও সব বিষয়ে বাঁধাবাধি নিয়ম দরকার। বিস্তৃত আকারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে বা ব্যবসায় বিস্তৃত আকার ধারণ করিলে বড় Incubator ও Brooder এরও দরকার।

উপরের হিসাব হইতে পাঠকবর্গ কতকটা বুঝিতে

পারিতেছেন যে ব্যবসাটায় লাভ বড় নিতান্ত কম নয়। ইহাকে কেহ আলনাস্কারের কল্পনা ভাবিয়া উড়াইয়া দিবেন না; ইহাতে কল্পনার কিছু নাই। নানা দেশের অসংখ্য কোম্পানী এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

মুর্গী ও হাঁসের কারবারের সঙ্গে পেরু, গিনি, ফাউল, টার্কি, রাজহাঁস এমনকি পায়রা বা যে কোন পাখীর ব্যবসা করা যাইতে পারে। **Cypher incubator company**র উদ্ভাবিত ডিম ফুটাইবার কলে অতি ক্ষুদ্র টিকটিকির ডিম অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ডিম হইতে উট পাখী (**Ostrich**) কুম্ভীর প্রভৃতির ডিম ফুটান যাইতে পারে। এরূপ ব্যবসায়ে যদি কেহ টাকা লাগাইতে পারেন ও চেষ্টা করিতে পারেন তবে তাঁহার প্রচুর লাভ অবশ্যম্ভাবি। উট পাখীর ব্যবসায়ও খুব লাভ জনক। তবে ইহাতে প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। উট পাখীর পালকের জন্যই লোকে ইহা পালন করিয়া থাকে। ইহার ক্ষুদ্র ডানার নিম্নদেশে যে শ্বেত বর্ণ পালক জন্মায় তাহা নৃপতি দিগের বহুমূল্য শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হয়; অষ্ট্রীচের পালক অনেক সম্রাটের মুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে এই পালক গুলিকে কোমল, পেলব, মসৃণ, এবং উভয় দিকের সমতাবিশিষ্ট করিয়া তোলাই উটপাখী পালনের প্রধান কৌশল। আল্‌পাকার ব্যবসা করিয়া পাশ্চাত্য দেশে অনেকে ধনবান হইয়াছেন একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

এইরূপ যে সকল ব্যবসায় আমরা অতি উপেক্ষার সহিত দূরে রাখি ও করিতে দ্বিধা বোধ করি, মাথা খাটাইলে সেই সব ব্যবসায় দ্বারাই লক্ষপতি হইতে পারা যায়। আমরা চিরকাল মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া আসিয়াছি ও আসিতেছি এবং ভগবান তদুপযুক্ত ফলও দিয়াছেন এবং দিতেছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী দিগের মতই কাজে লাগিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা করি না। দারিদ্র্যের পীড়ন আমাদের নিকট পরিশ্রম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

আমাদের দেশের মুসলমান অধিবাসীগণ অল্প পুঁজিতে এই ব্যবসা সহজেই করিতে পারেন। এই সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আমাদের দেশের মুসলমান জমিদার, কাউন্সিলের সভ্য, গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ ও সংবাদ পত্র সমূহের আশু মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। চাকুরীর জন্য মিছা হাহাকার করিয়া দেশের মধ্যে অশান্তি বর্দ্ধন করার পরিবর্ত্তে এই সকল নির্দ্দোষ কলা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশের দৈন্য দূর করা কি সমীচীন নহে? গভর্ণমেণ্টের এদিকে আশু দৃষ্টি পাত করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের মধ্যে যে সকল রাজ নৈতিক অশান্তির কথা শুনা যায় তাহার অপরাপর কারণের মধ্যে দেশের লোকের উদর সংস্থানের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাওয়াই প্রধান বলিয়া আমার মনে হয়। কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সত্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমার মনে হয় যে পাঁচ ছয় শত টাকা মূলধনে মুর্গীর ব্যবসায় আমাদের দেশে বেশ চলিতে পারে। গভর্ণমেণ্ট, সায়েন্স এসোসিয়েশন, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিকাল বা অপর কোন বিদ্যালয়ের সহিত যদি মুরগীর চাষ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে চাকুরীর হাহাকার অনেকটা কমিতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ রিফর্ম্ম এ্যাক্ট অনুসারে এতদিন হস্তান্তরিত বিভাগেই ছিল এবং জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে যাহাকে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করা হইত তিনিই কৃষিবিভাগের সকল পলিসি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। কিন্তু স্বরাজ্যদলের চেষ্টায় মন্ত্রী মনোনয়ন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কৃষিবিভাগ পুনরায় সরকারের হস্তে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে মুসলমান চাষীদিগের সংখ্যা শতকরা প্রায় আশীজনেরও বেশী। এই কৃষিজীবি প্রজাপুঞ্জের কল্যাণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাঁস, মুরগী প্রভৃতির ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কৃষিপ্রতিষ্ঠান এবং কৃষিবিদ্যালয় সমূহে অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। এবিষয়ে কৃষিবিভাগের কর্ত্তা মাননীয় নবাব বাহাদুরের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বঙ্গীয় শাসন পরিষদে যখন তিনি মন্ত্রীত্ব করিতেন তখন তাঁহার সাহস, তেজস্বীতা এবং কর্ম্মদক্ষতার অনেক সংবাদ আমরা জানি। মন্ত্রীত্ব হারাইলেও শাসনপরিষদের তিনি একজন অতি সম্মানিত সভ্য। তিনি যদি অগ্রণী হইয়া কৃষিবিভাগকে এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন তবে বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। প্রকৃতিকে জয় করাই পাশ্চাত্য জাতি সমূহের উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই তাহারা এত উন্নত। প্রকৃতি তাহাদের দাস। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের প্রভু, ও সেই জন্যই আমাদের এই অবস্থা। প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই রেল, জাহাজ, কল, কারখানা ও বিমান যান প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থল দূরত্বকে জয় করিবার জন্যই টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেল, মটরকার, সাইকেল প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে ও ইহাদের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে কিরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এইরূপ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই ইনকিউবেটারের সৃষ্টি। এই যন্ত্রের মধ্যে ডিম রাখিয়া দিলে নিয়মিত সময়ের মধ্যেই ডিম হইতে মুরগীর বাচ্চা বাহির হয় এবং এইরূপে যাঁহারা মুরগীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন তাঁহাদের মুরগীর পাল দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার বাড়িয়া যায়। মুরগী নিজে তা'দিতে বসিলে একসঙ্গে ৮।১০টার বেশী ডিম লইতে পারে না এবং এই সকল ডিম ফুটাইতে ন্যূনকল্পে ২১।২২ দিনের দরকার হয়; এই ২১।২২ দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মুরগী যেরূপ ক্লেশের সহিত বসিয়া থাকে তাহা দেখিলে বাস্তবিকই কষ্ট হয় এবং ইতর প্রাণীর

মধ্যে মাতৃত্বের বিকাশ ও মাতৃস্নেহের অদ্ভুত পরিচয় দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

যে সকল মুরগী এইরূপ তায়ে বসে এবং ডিম হইতে বাচ্চাফুটায় তাহারা পরবর্ত্তী ৩মাস কাল আর ডিম দেয় না পরন্তু মাসাধিক কাল তায়ের উপর এক ক্রমে বসিয়া থাকায় ইহাদিগের শরীরের রক্ত খারাপ হইয়া যায় এবং শরীরে নানারূপ কীট প্রবেশ করে; যাহারা মুরগী পালন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই সময় মুরগী মাতা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেবলমাত্র একবার তায়ের উপর হইতে উঠিয়া আসে এবং বাহ্যে প্রস্রাব করিয়া তাড়াতাড়ি ২।১ গ্রাস দানা খাইয়া ধুলার উপর অথবা ছাইয়ের গাদায় ক্রমাগত গড়াগড়ি দেয় ও স্নান করিতে থাকে; ইহার একমাত্র কারণ এই যে তাহার শরীরে যে সকল কীট জন্মিয়াছে তাহাদিগকেই ঝাড়িয়া ফেলিতে মুরগী মাতা প্রাণপণে চেষ্টা করে; কিন্তু মাতৃত্বের অদ্ভুত বিধানে বেশীক্ষণ সে বাহিরে থাকিতে পারে না, পাছে তাহার ডিম গুলির উত্তাপ কমিয়া যায় এবং তজ্জন্য বাচ্চা নষ্ট হইয়া যায়। বড় জোড় ৫ মিনিট কাল এইরূপে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া মুরগী মাতা আবার তাহার ডিমের উদ্দেশ্যে ছোটে এবং আবার নিবিষ্ট মনে তায়ের উপর যাইয়া বসে।

বাচ্চা বাহির হইবার পর মুরগীর পালক ঝরিতে আরম্ভ হয়; ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাস যাবত ক্রমাগত এক ভাবে বসিয়া থাকায় এবং কোনওরূপ ব্যায়ামক্রিয়া না থাকায় তাহার শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া যায় এবং পোকায় তাহার পালক সমুদয় নষ্ট করিয়া দেয়; এত কষ্ট করিয়া বাচ্চা ফুটানোর পর আবার বাচ্চা পালনের সময় উপস্থিত হয়; সেও এক বৃহৎ ব্যাপার; ইহাতেও মুরগীর মাতাকে প্রায় ৪।৫ মাস বিব্রত থাকিতে হয় এবং এই সময়ের মধ্যে ইহারা কোনও মোরগকে নিকটে আসিতে দেয় না। এইরূপে মুরগীকে তায়ে

ডিম ফুটাইবার দ্বিতীয় অবস্থা।
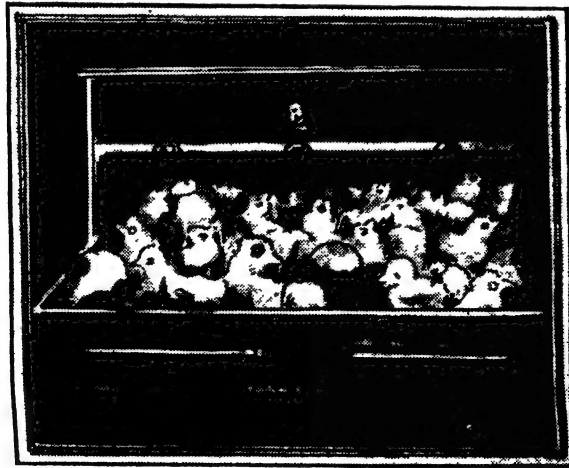
কয়েক সপ্তাহ পরে যন্ত্রের মধ্যে ডিমের খোলা গুলি ফাটিয়া ছানাগুলি আপনিই বাহির হইতেছে।

বসিতে দিলে মুরগীর ডিম্ব উৎপাদন শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং বৎসরের মধ্যে ডিম্ব দেওয়ার কালও সংক্ষেপ হইয়া আসে; ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা সমূহ ক্ষতিজনক।

এইজন্যই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা ডিম ফুটাইবার জন্য ইনকিউবেটার যন্ত্র ও বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য ব্রূডার ( Brooder ) যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; এই দুই যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া অবধি পাশ্চাত্য জগতে মুরগীর ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে এবং বহুলোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন। যন্ত্রগুলির মূল্য কিছুই নহে; এক শত পঁচিশ, ত্রিশ টাকা মূল্যে ছোট আকারের একটি যন্ত্র আনা যাইতে পারে এবং শেষে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সহিত যন্ত্রের সংখ্যা ও আয়তন বাড়ানো যাইতে পারে।

আমেরিকার অনেক মুরগী বৎসরে ১৭২ হইতে ১৮৬, ২৪২ ও ২৪৮টি পর্য্যন্ত ডিম দেয়; মুরগীকে যত বেশী ডিম দেওয়ান যায় ততই ব্যবসা লাভজনক হয়। কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিতে মুরগী পালন করিলে অত অধিক ডিম পাওয়ার কিছুমাত্রও আশা নাই। ইনকিউবেটার ও ব্রূডারের সাহায্যে মুরগী পালন, নানারূপ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা, এই তিনটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখিলে এ দেশের মুরগীকেও ঐরূপ ডিম প্রসব করানো যাইতে পারে।

এ দেশে আবার এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা মুরগীর ডিম খান না কিন্তু হাঁসের ডিম পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ করেন; অথচ জীবরাজ্যে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি পার্থক্য তাহা আমরা বুঝি না। পার্থক্যের ভিতর এই দেখি যে হাঁস মহার্ঘ্য, মুরগী সস্তা, হাঁসের মাংস গুরুপাক এবং বাত বর্দ্ধক, মুরগীর মাংস অপেক্ষাকৃত লঘু, সহজ পাচ্য, মুখরোচক, এবং বল কারক; হাঁসের মাংসের আঁস্‌টে গন্ধ অত্যধিক মসল্লা না দিলে কিছুতেই যায় না, আর মুরগীর মাংসে কোনও গন্ধ নাই। হাঁসের ডিমের গন্ধ কিছুতেই যায় না, এমন কি পুডিং করিলে তাহাতেও আঁস্‌টে গন্ধ থাকে, আর মুরগীর ডিমে আদৌ কোন গন্ধ নাই, এমন কি কাঁচা খাইলেও টের পাওয়া যায় না।

এইত গেল খাদ্যের হিসাবে; তারপরে নোংরার কথা তুলিলে উভয়েই সমান; এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। অখাদ্য ভক্ষণ করিতে দুই জনেই সমান; কেঁচো, শামুক, পোঁটা প্রভৃতি উভয়েই সমান আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে; বিষ্ঠা ত্যাগ উভয়েই যেখানে সেখানে করে, কিছু মাত্রও ভদ্রতার খাতির রাখে না; তবুও কি এক দুর্জ্জেয় কারণে হিন্দুর নিকট হাঁস পবিত্র, আর মুরগী অস্পৃশ্য; আমাদিগের দেশে প্রচলিত নানারূপ অচার ব্যবহারের ন্যায় ইহারও রহস্য দুর্জ্জেয়।

যা'ক যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। হাঁসের ডিম অনেকে খান কিন্তু হাঁসের বংশ মুরগীর ন্যায় বাড়ে না, যেহেতু হংসমাতা একাদিক্রমে ৪।৫টির বেশী ডিম তায়ে রাখিতে পারে না; অথচ এই ডিম একত্রে অনেকগুলি লইয়া তায়ে বসাইবার কোনও উপায় হিন্দুরা আবিষ্কার করেন নাই; অধুনা অনেকে মুরগীর নীচে হাঁসের ডিম বসাইয়া বাচ্চা বাহির করিয়া লইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা গোঁড়া, তাঁহারা মুরগী ছুইবার ভয়ে এ প্রথাও অবলম্বন করিতে পারেন না; ইহাদিগের নিকট ইনকিউবেটার যন্ত্র বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইবে। আমেরিকায় কেবল যে ব্যবসায়ীরাই এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন তাহা নহে; গৃহস্থেরাও ইনকিউবেটার ও ব্রূডারের সাহায্যে বাচ্চা ফুটাইতেছেন; যাঁহারা এই সকল দেশে গিয়াছেন তাঁহারা স্বচক্ষে এই সব ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছেন।

ডিম হইতে বাচ্চা ফুটাইবার যন্ত্রকে ইনকিউবেটার বলে এবং হাঁস বা মুরগীর বাচ্চাগুলিকে মায়ের ন্যায় সর্ব্বদা গরমে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিবার যন্ত্রকে ব্রূডার ( Brooder ) কহে।

এই যন্ত্র গুলির গঠন ও নিম্মাণ অতি সহজ। যে কেহই ইহা চালাইতে পারেন। উত্তাপ বাড়িয়া যাইতেছে কি কমিয়া যাইতেছে অর্থাৎ সমভাবে উত্তাপ আছে কিনা ইহা জানিবার জন্য পূর্ব্বে যন্ত্রগুলির উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইত; কিন্তু এখন Thermostat ব্যবহার করায় ইহা automatic হইয়াছে। অর্থাৎ তাপ আবশ্যকানুযায়ীর অধিক হইলে কল আপনিই উত্তাপ বাহির করিয়া দিবে।

যন্ত্র বিক্রেতারা কি করিয়া যন্ত্র চালাইতে হয় তাহা বিশেষ ভাবে লিখিয়া দেন। তাঁহারা মুরগী সম্বন্ধেও দুই এক খানি বই অমনি দেন। এই যন্ত্র চালাইতে কোন অভিজ্ঞতার দরকার হয় না কেবল সতর্কতার প্রয়োজন। ইহাদের দাম ও খুব অল্প।

এই সব উন্নতি সত্বেও যাঁহারা Incubator বা Brooder ব্যবহার না করিবেন তাঁহারা এখনও ব্যবসায়ের উপযুক্ত হ'ন নাই একথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে অনেক গরীব ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি পরিবার ইনকিউবেটার সাহায্যে বিস্তৃত মুরগীর ব্যবসায় করিতেছেন। কেবল আমরাই বসিয়া বসিয়া হা অন্ন হা অন্ন রবে গগন মেদিনী ফাটাইতেছি এবং দরখাস্ত হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে চাকুরী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছি এবং যাহারা এই সকল ব্যবসায় লইয়া আলাপ ও আলোচনা করিতেছে তাহাদিগকে জাতিনাশা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছি ও নাক সিটকাইতেছি।



এইবার ইনকিউবেটারের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে প্রথমে দেখা যাউক ডিম্বের অভ্যন্তরে কি পদার্থ আছে। ডিম্বের উপরি ভাগ শ্বেত খোলাদ্বারা আবৃত। উহার অভ্যন্তরে দুইটি পদার্থ দৃষ্ট হয়। একটি শ্বেতবর্ণ পদার্থ অন্যটি রক্ত বর্ণ পদার্থ। যেটি শ্বেত বর্ণ পদার্থ উহা হইতে ডানা পালক ইত্যাদি, এবং রক্ত বর্ণ পদার্থ হইতে হাড় ও মাংসের সৃষ্টি হয়। এই জন্য রক্তবর্ণ পদার্থটী অধিকতর পুষ্টিকর।

মুগী বা অন্যান্য প্রাণী ডিমে তা' দিয়া শ্বেত ও রক্ত বর্ণ পদার্থ হইতে বাচ্চা উৎপাদন করে। ডিমে তা' দিবার কারণ এই যে মুগী বা অন্যান্য প্রাণীর শরীরের উত্তাপে ডিম্ব অভ্যন্তরস্থ শ্বেত ও রক্ত বর্ণ পদার্থ

হইতে ডানা, পাখা, হাড়, মাংসের সৃষ্টি হইয়া উপরিস্থিত খোলা ভাঙ্গিয়া বাচ্চা বাহির হয়। অভ্যন্তরস্থ শ্বেত ও রক্ত বর্ণ পদার্থ মুরগীর দেহ হইতে সমভাবে তাপ লইয়া থাকে। কখনও কম বা বেশী হয় না। কখন কম বেশী হইলে ডিম হইতে ভাল বাচ্চা হয় না, কখন বা বাচ্চা আদৌ ফোটে না।

এমন সচরাচর দেখা যায় যে একটি মুরগী ৮।১০টা ডিমে তা দিতে থাকে; বসিবার সময় সবগুলি ডিম এক করিয়া লইতে পারে না, আবার কোনটিকে বা যাতায়াতের সময় মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে উহাতে ঐ ডিমটী নষ্ট হইয়া যায়। এই সব কারণে অর্দ্ধেক বাচ্চা ফোটে আবার অর্দ্ধেক বাচ্চা ফোটে না; মুরগী বা ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী মানুষের ন্যায় জ্ঞানী নহে, কাজেই তাহাদের এইরূপ বাচ্চা নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার মুরগী বা ঐ জাতীয় প্রাণী একবারে অনেকগুলি ডিমে তাপ দিতে পারে না। ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা অনেক সময় ক্ষতিকর হইয়া থাকে। আবার যে মুরগী ডিমে তাপ দিয়া বাচ্চা উৎপাদন করিবে তাহার নিকট হইতে শীঘ্র ডিম প্রত্যাশা করা যায় না। যতক্ষণ না বাচ্চাগুলি খুটিয়া খাইতে শিখে ততদিন মুরগী মোরগকে নিকটেই আসিতে দেয় না।

মানুষের সহিত তুলনা করিলেও দেখা যায় যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত জননীর কামস্পৃহা থাকে না। প্রাণীর ভিতরেও এইরূপ। একবার তা'য়ে বসিয়া বাচ্চা বাহির করিলে কয়েক মাসের মধ্যে মুরগীর আর সঙ্গমেচ্ছা থাকে না, সুতরাং কোনও মোরগকে কাছে আসিতে দেয় না অথবা মোরগ দেখিলে দূরে পালাইয়া যায়; সুতরাং পুনরায় অনেক বিলম্বে ইহারা ডিম দেয়।

ব্যবসা হিসাবে এক একটি মুরগী যদি ডিমে তা' দিয়া অন্ততঃপক্ষে তিন মাস আর ডিম না দেয় তবে ব্যবসায়ীর বিশেষ ক্ষতি হয়। যদি মুরগীকে ডিম ফোটাইতে না হয় তাহা হইলে ঐ তিন মাসে অন্ততঃপক্ষে ৪৫টী ডিম দিতে পারে। ৭।৮টী বাচ্চার জন্য আরও ৩০টী ডিম নষ্ট হয়। যদি একটী মুরগী ডিম ফোটাইতে যাওয়ায় ৩০টী করিয়া ডিম ক্ষতি হয় তবে তাহা কি ব্যবসায়ীর পক্ষে মহাক্ষতি নয়? ঐ ৩০টী ডিম্ব হইতে আরও ত্রিশটী ছানা হইতে ত পারিত? কিন্তু মুর্গীকে ডিম ফোটাইতে গিয়া সেই ৩০টী করিয়া নষ্ট হইতে লাগিল। যে ৭।৮টী বাচ্চা বাহির হইবে তাহাও আবার বাঁচিবে কিনা ঠিক নাই। কেননা সব গুলি উত্তমরূপে তাপ না পাওয়ায় কোন কোনটী ক্ষীণ ও নির্জীব হইয়া বাহির হয়। সে গুলি প্রায় সব বাঁচে না। যে গুলির নিতান্ত পরমায়ু সেই-গুলিই বাঁচিয়া যায় নতুবা সবই মরিয়া যায়।

এই সকল কারণে ব্যবসায়ীর পক্ষে মুরগীর দ্বারা ডিম ফোটাইয়া মুর্গীর ব্যবসা করা সুকঠিন; সুকঠিন কেন একেবারেই অসম্ভব। আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে মুর্গীর ব্যবসা অত্যধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এরূপ ভাবে মুরগীর দ্বারা ডিম ফোটাইয়া মুরগীর ব্যবসা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে এমন যন্ত্র বাহির করা যায় কিনা যাহার দ্বারা মুরগীর দেহের অনুযায়ী তাপ রক্ষা করিয়া, মুরগীর ডিম ফোটান যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষার পর ইনকুবেটার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনায়াসেই মুরগীর ডিম ফোটাইতে পারা যায় এবং যে সকল ডিম কলে দেওয়া হয় তাহার একটীও নষ্ট হয় না। যদি ডিমগুলি বেশ ভাল থাকে অর্থাৎ ডিমের ভিতরস্থিত পদার্থ কোনরূপে খারাপ না হইয়া থাকে তাহা হইলে সমস্ত ডিমই ফুটিবে। আর যদি ডিমের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে ফুটিবে না। কারণ যাহা হইতে রক্ত মাংসের গঠন হইবে তাহা যদি নষ্ট বা খারাপ হয় তাহা হইলে কিরূপে একটী প্রাণী উদ্ভব হইতে পারে। আবার এক একটী যন্ত্রে এক সঙ্গে ৭০ হইতে ২৮০০০ হাজার পর্য্যন্ত ডিম এক সঙ্গে ফোটাইতে পারা যায়। উপরি লিখিত কারণ

ব্যতীত একটা ডিমও বৃথায় যাইবে না সকল গুলিই ফুটিবে। ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরে এমন ভাবে তাপ রক্ষিত হইয়াছে যে উহা সকল সময়েই সমভাবে তাপ দিতে থাকিবে। সকল সময়েই সমভাবে তাপ পাইয়া ডিমগুলি ক্রমশঃ অবস্থান্তরিত হইয়া ২১ একুশ দিনে ডিমের ভিতর হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া পড়ে। এই যন্ত্রের তাপ ঠিক মুরগীর শরীরের তাপের সমতুল্য। তাপে না বসিয়া মুরগীগুলি যদি কেবল ডিম পাড়ে তাহা হইলে ইহারা অধিক ডিম দিতে পারে এবং ঐ ডিম অত্যন্ত তেজস্কর হয়। মুরগীর তাপ পাইয়া যে বাচ্চা বাহির হয়, ইনকুবেটর যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন বাচ্চা তাহা অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুরগীর তাপ দ্বারা উৎপন্ন বাচ্চা হৃষ্টপুষ্ট ত হয়ই তাহা ছাড়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে।

## ডিম্ ফুটাইবার শেষ অবস্থা
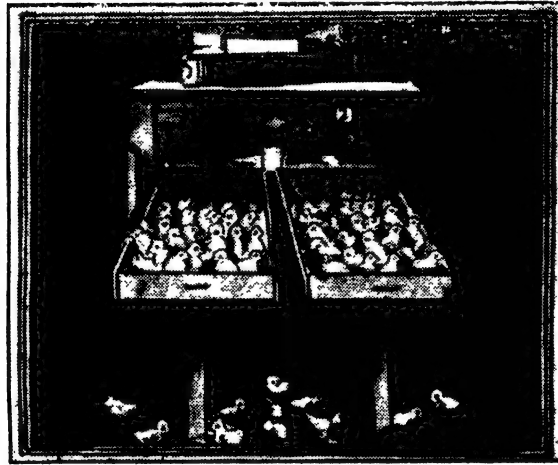
ডিমের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যন্ত্রের মধ্যস্থিত Tray বা ডিম্বাধারের উপরে জীবন্ত ছানাগুলি চিঁ চিঁ করিতেছে।

ফল কথা ইনকুবেটর যন্ত্রের তাপ দ্বারা উৎপন্ন বাচ্চা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে মুরগীর ডিম একটীও নষ্ট হয় না এবং বাচ্চাগুলি হৃষ্টপুষ্ট হয় সে যন্ত্র যে ব্যবসায়ীর পক্ষে কতই প্রয়োজন তাহা পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন।

ইনকুবেটর যন্ত্রের সাহায্যে বাচ্চা উৎপাদন করিবার পর, সেগুলিকে পালন করিবার জন্য পালন-গৃহ বা ব্রুডারের প্রয়োজন। এই ব্রুডারের প্রয়োজনীয়তা এই যে যখন বাচ্চাগুলি ইনকুবেটর হইতে বাহির হইয়া আসিবে তখন উক্ত ব্রুডার যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা ও শীত হইতে রক্ষা করা যায়। উক্ত যন্ত্রের

ভিতরে এমন একটি তাপ যন্ত্র রক্ষা করা হইয়াছে যে ঐ যন্ত্রের তাপে বাচ্চাগুলি অতি ঠাণ্ডা ও শীত অনুভব করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে ঐ যন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় না, কেন না এ দেশে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম হয়। তখনকার সূর্য্যতাপই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বর্ষা ও শীত কালে এই ব্রুডার যন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। যদিও পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশে তত শীত বা ঠাণ্ডা অনুভব হয় না, তথাপি ব্যবসায়ীরা সব সময় উহাদের প্রতি যত্ন ও শুশ্রূষা দেখাইতে পারিয়া উঠেন না। এজন্য অধিক সংখ্যক বাচ্চাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সে কারণ শীত ও বর্ষাকালে ব্রুডারের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহারা ইনকুবেটর হইতে উৎপন্ন বাচ্চার প্রতি বিশেষ যত্ন লইতে পারেন তাঁহাদের ব্রুডার না হইলেও চলিতে পারে; একটী পালন ঘর প্রস্তুত করিয়া সময় সময় উহার ভিতর উত্তাপ দিয়া বাচ্চাগুলিকে গরমে রাখিলে চলিতে পারে। কিন্তু এরূপ যত্ন ও শুশ্রূষা অতিশয় কষ্টদায়ক। অনেকে পারিয়া উঠেন না। সে কারণ ব্রুডারের প্রয়োজন; এক্ষণে ইনকুবেটর ও ব্রুডারের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষের দেশীয় মুরগী ব্যবসায়ীগণ এইরূপ এক একটী ইনকুবেটর ও ব্রুডার লইয়া ব্যবসা করিলে তাঁহাদের ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতে থাকিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

---

## কলে ডিম ফুটাইবার প্রক্রিয়া

কলে বা তায়ে ডিম ফোটানোর জন্য রক্ষিত ডিমগুলি একটু সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই ডিমগুলিকে ৪০ হইতে ৬৫ ডিগ্রি টেম্পারেচারযুক্ত স্থানে রক্ষা করা উচিত এবং ডিমগুলি ঠাণ্ডা অথচ সরস ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিবে, যাহাতে আভ্যন্তরীণ আদ্রতা নষ্ট এবং বাহিরের গরম বাতাসে শুষ্ক হইয়া কুসুমটি খোসায় লাগিয়া নষ্ট না হইয়া যায়। এই অবস্থায় ডিমগুলিকে মধ্যে মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিবে। বায়ু মণ্ডল খুব বেশী শুষ্ক বোধ হইলে ডিমগুলি ন্যাকড়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে ডিমগুলিকে বেশ পরিষ্কার করিয়া (অর্থাৎ যাহাতে ডিমের খোসাগুলিতে কোনরূপ ময়লা না থাকে) ছায়ের গাদার ভিতর রক্ষা করা হয়। এখন কলটী এমন স্থানে রাখিবে যেখানে সদা সর্ব্বদা অর্থাৎ রাত্রে ও দিনে টেম্পারেচারের তাপের বড় বেশী তারতম্য না ঘটে। ঘরে যেন আলো আসে এবং ঘরটী যেন স্বাস্থ্যকর হয়। ঘরের দেওয়াল, মাটী, পাথর, বাঁশের বা ইটের হওয়া চাই এবং ছাত পাকা বা মোটা খোলার কিম্বা খড়ের ছাউনী হইলেই ভাল হয়। করোগেটের বা লোহার ছাতযুক্ত ঘরে "ডিমের কল" বসান উচিত নহে, যেহেতু এই সকল ঘরের টেম্পারেচারের রাত্রে এবং দিনে বড় বেশী তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। কলের বাতিটি সমান ভাবে কাটা চাহি যাহাতে আলোর "কোনা" না হয় এবং চিম্‌নিতে কালী না পড়ে।

বাক্‌সের ডিমগুলি মধ্যে মধ্যে উলটাইয়া দিবে নচেৎ খারাপ হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ডিমাভ্যন্তরস্থ এলব্‌মেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং কাজে কাজেই ডিম নষ্ট হইয়া যায়। আঠার দিন পর হইতে আর ডিম উলটাইবে না যেহেতু এই সময়ে ভ্রুণ ডিমাভ্যন্তরে ছানাতে পরিণত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলের সংযোগে অথবা পরিষ্কার হস্তের দ্বারা ডিম উলটাইলে ভাল হয়। ডিম কলের ভিতর "তা" পাইবার পর প্রত্যহ ১৫ হইতে ৩৫ বা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইতে দিবে যেহেতু এই প্রক্রিয়ার দ্বারায় বাহিরস্থ ঠাণ্ডা বায়ু ডিমাভ্যন্তরে সংকোচের দ্বারায় প্রবিষ্ট হইয়া খোলাটিকে ক্ষণভঙ্গুর করে এবং ছানার বহিঃপ্রকাশের সহায়তা করে। এই জন্য আমরা তা দেওয়া মুরগীকে দেখি যে তা দিতে দিতে সময় সময় উঠিয়া যায় এবং

ডিমে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠাণ্ডা লাগায়। আঠার দিনের পর হইতে ডিমগুলি আর উলটাইবে না কারণ তাহা হইলে ভ্রূণ বা অণ্ডস্থ ছানা খোলায় জড়াইয়া গিয়া মারা পড়িয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। এই আঠার দিনের পর হইতে ডিমের ড্রয়ারটী যদিচ্ছা অথবা সদা সর্ব্বদা খুলিবে না। এই সময় তাপ সদাই যাহাতে ড্রয়ারে সমভাবে থাকে ও রক্ষিত হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহা কদাচ যেন ১০৩ হইতে ১০৪ ডিগ্রির উপরে বর্দ্ধিত না হয়।

অনুর্ব্বর (Unfertile) ডিমগুলি খাদ্যরূপে ব্যবহার করাই ভাল; সেই জন্য অযথা পরিশ্রম ও অর্থ যাহাতে ব্যয় না হয় সেই জন্য ডিমগুলিকে সপ্তম ও অষ্টম দিনে একবার এবং পুনশ্চ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ দিনে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। ডিম বসাইবার সময়ও পরীক্ষা করিয়া ডিম বসান দরকার। টাটকা ডিম জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়; অনুর্ব্বর ও বাসী ডিম ভাসিয়া উঠে।

একটি মোটা কাগজের পিচ বোর্ডের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার বাহিরে ও চক্ষের মধ্যে ডিমটি ধরিলে এবং ছিদ্রের অপর দিকে একটি তীব্র আলো দিয়া দেখিলে ডিমের উর্ব্বরতা বেশ পরীক্ষা করা যায়। ডিমের মোটা মুখটি এই আলোর সম্মুখে ধরিলে ৫ দিনের পাড়া ডিমে একটি লাল শীরাযুক্ত মাকড়সার আকৃতি দেখিলে বুঝিবে যে ডিমটি উর্ব্বর বটে; তাহা না হইলে এবং স্বচ্ছ হইলে বুঝিবে যে ডিমটি অনুর্ব্বর এবং উৎপাদিকা শক্তি-হীন। ডিম পরীক্ষার লণ্ঠন বিলাতে Egg Tester নামে অভিহিত হয় এবং Sprat's Patent Ltd 24&25 Fenchurch Street এর ঠিকানায় পাওয়া যায়। অথবা ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

ছানাগুলি ডিম হইতে ফুটিলে তাহাদিগকে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোনরূপ খাবার দিবার আবশ্যক হয় না, যেহেতু ডিমের আভ্যন্তরিক এলবুমেন বা সাদা অংশটি তলপেটের সহিত মিশিয়া গিয়া তাহার পরিপুষ্টিসাধন করে এবং ইয়োক (Yolk) বা কুসুম সদ্যজাত ছানার ২৪ ঘণ্টার খাদ্য সংস্থানে ব্যয়িত হইয়া থাকে। তার পর ছানাগুলিকে "কৃত্রিম ধাই মাতে "Artificial Brooder) স্থানান্তরিত করিয়া তাপ দিতে হয়।

ব্রুডারের টেম্পারেচার প্রথমে ১০০ ডিগ্রী রাখা দরকার, তাহার পর তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহ নাগাৎ তাহা ৭০ বা ৭৫ ডিগ্রীতে নামাইয়া সমভাবে রক্ষা করিবে। ফলকথা ছানা গুলির যেন ঠাণ্ডা বা সঁ্যাতা না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মুরগী উৎপাদকের আর একটী প্রধান কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তাহা "পরিচ্ছন্নতা"। পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষরূপ নজর না রাখিলে পালে সংক্রামক বা অপর মারাত্মক রোগ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

ছানাগুলিকে ২৪ ঘণ্টার পর কিছু খাবার দিবার আবশ্যক হয়। প্রথম প্রথম ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর খাবার দিবে; পরে এক মাসের হইলে দিনে তিনবার করে খাবার দিবে। প্রথম খাদ্যটি খুব সকালে এবং শেষটি খুব বিলম্বে দিবে। ছানা ফোটার প্রথম ২।৩ দিন শক্ত সিদ্ধ ডিম (কল হইতে স্থানান্তরিত অনুর্ব্বর ডিমেই কাজ হইবে) খুব ছোট ছোট করিয়া ছুরী দিয়া কাটিয়া খাইতে দিবে। অথবা শুষ্ক রুটীর গুড়ার সহিত সামান্য দুগ্ধ মিশাইয়া মুড়কী মাখার মত করিয়া দিলে মন্দ হয়না। ৮।১০ দিনের পর হইতে যত বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য দিবে ততই ভাল।

চাউল অথবা ডাইলের খুদ কিম্বা সুজি কিম্বা গমের ভুসিও খুব উত্তম খাদ্য। ছানাদিগের জন্য স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবে।

# নানাবিধ গালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও ফরমুলা।

বাজারে অনেক রকমের গালা পাওয়া যায়। উহার মধ্যে কোন্‌টি খারাপ এবং কোন্‌টি ভাল তাহা চিনিয়া লইবার সহজ উপায়ও আছে। যে গালার উপরি ভাগ খুব মসৃণ, ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আঁকিয়া বাঁকিয়া বা এবড়ো খেবড়ো হইয়া ভাঙ্গে না এবং ভগ্ন স্থানে বুদ্বুদ দেখা যায় না, তাহাই ভাল গালা। ভাল গালা চকচকে হইবে; কিন্তু ভঙ্গুর হইবে না এবং উহাতে বেশী মাত্রায় রজন থাকিবে না। যে গালা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা খারাপ গালা তাহাতে বেশী মাত্রায় রজন আছে। ভাল গালা উত্তাপে নরম হইয়া যাইলেও একেবারে গলিয়া বহিয়া যাইবে না এবং উহা শীতল হইবার পরও উহাতে সামান্য পরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা বর্ত্তমান থাকিবে। ভাল গালা গরম করিলেও উহার রঙ বিবর্ণ হয় না। তবে ক্রোম ইয়োলো গালার বর্ণ উত্তাপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই রং গালায় ব্যবহার না করাই ভাল। উত্তম গালা শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এবং শীল মোহর করিবার সময় সহজেই শীল হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও উহাতে আদৌ লাগিয়া থাকে না।

গালা প্রস্তুত করিবার সময় ইহা মনে রাখা উচিত যে, পাত গালা ও রজন আগুণে গলিয়া আসিলে তাহাতে শুধু টার্পিন তৈল না দিয়া রঙ ও টার্পিন তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে উত্তপ্ত রজন ও পাত গালার সহিত উহা ভালরূপে মিশিবে।

শীলমোহরের গালা সুগন্ধ করিবার জন্য গাম বেঞ্জন (Gum Benzoin) বালসাম অব পেরু (Balsam of Peru), মাস্ক (Musk), মাষ্টিক (Mastic), প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। শতকরা দুই ভাগ বেঞ্জিনের সহিত এক ভাগ বালসাম অব পেরু মিশাইয়া দিলে গালায় খুব সুগন্ধ হয়। আতর মিশাইলেও গালায় বেশ সুগন্ধ হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গালা প্রস্তুত করিতে হইলে সকল মাল-মসলাই ভাল হওয়া চাই। শীতল হইয়া আসিলে উহাতে তরল ষ্টোরাক্স (Storax) বা বালসাম অব পেরু মিশাইয়া উহাকে সুগন্ধ করা হয়। নানা রঙের সুদৃশ্য গালা সুগন্ধ করিতে মাস্ক ব্যবহার করা হয়।

ভাল গালা প্রস্তুত করিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) অধিক মাত্রায় রজন ব্যবহার করিবে না।

(২) প্রত্যেক দ্রব্যটা যেন ভাল রকম শুষ্ক হয়।

(৩) নিম্নে যেরূপ ভাবে গালা প্রস্তুত করিতে এবং যাহার পর যে দ্রব্যটা মিশাইতে বলা হইতেছে, তাহা যেন সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপালিত হয়।

(৪) ভাল পাত গালা ব্যবহার করিবে।

প্রথমে পাত গালা বেশ করিয়া উত্তাপে গলাইতে হইবে। তাহার পর উত্তাপ যতদূর সম্ভব কম করিয়া দিয়া উহার সহিত টার্পিন মিশাইতে হইবে। উহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে চাখড়ি বা ম্যাগনিসিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। অতঃপর রঙ ঢালিয়া দিতে হইবে। যখন এ-গুলি সমস্ত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন টার্পিন তৈল এবং গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া ছাঁচে ফেলিয়া ইচ্ছামত আকারে গড়িয়া ফেলিবে। রঙ উত্তপ্ত গলিত দ্রব্যে মিশাইবার পূর্ব্বে একবার গরম করিয়া লওয়া উচিত। যখন কয়েকটি দ্রব্য মিশাইয়া রঙ তৈয়ারী করিয়া গালায় মিশাইতে হইবে, তখন রঙের দ্রব্যগুলি এবং চাখড়ি বা ম্যাগ্নেসিয়া একত্রে মিশাইয়া গরম করিয়া উত্তপ্ত গলিত পদার্থে ঢালিয়া দিবে। যতদূর সম্ভব অল্প উত্তাপে গালা প্রস্তুত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপে

উহা হইতে যে বাষ্প বাহির হইতে থাকে, তাহা সহজেই জ্বলিয়া উঠে। যদি অসাবধানতা বশতঃ পাত্র হইতে উত্থিত বাষ্প জ্বলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কোন কিছু দিয়া পাত্রের মুখ তখনই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপভাবে জ্বলিয়া যাওয়া গালা বোতলের মুখে বা পার্শেল করিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। এককালে ২০৷২৫ পাউণ্ডের অধিক গালা প্রস্তুত করিতে যাওয়া উচিত নয়। কারণ বেশী পরিমাণে এক সঙ্গে সামাল্ দেওয়া যায় না।

দ্রব্যগুলি একত্রে গরম করিবার জন্যে অনেকে অনেক রকম পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে—কেহ এনামেলের পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, কেহ ধাতু নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করে। কেহ আবার গালা প্রস্তুতের জন্য বিশেষ ধরণের পাত্র ব্যবহার করে। সাধারণতঃ এই সকল পাত্র ৩৷৪ ফুট লম্বা, তলা ৮৷১০ ইঞ্চি চওড়া, এক ফুট উঁচু এবং উহার উপরিভাগ ১২৷১৪ ইঞ্চি চওড়া হয়। পাত্র খুব বড় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাত্র বেশ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে উহা পরিষ্কার করা উচিত।

অল্প উত্তাপে পাত গালা যখন গলিয়া আসিতে থাকিবে, তখন উহা বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে। সমস্ত পাত গালা গলিয়া যাইলে উহাতে তাপিন ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া চাখড়ি বা ম্যাগনেসিয়া অল্প অল্প করিয়া ঢালিতে হইবে এবং নাড়িতে হইবে। রঙের দ্রব্যও ঐরূপ আস্তে আস্তে ঢালিতে হইবে এবং নাড়িতে হইবে। সমস্ত দ্রব্য মিশান হইবার পরও কিছুক্ষণ নাড়িতে হইবে। যখন মনে হইবে যে সমস্ত দ্রব্য বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন পরীক্ষা করিবার জন্য একটুখানি গলিত দ্রব্য ঠাণ্ডা লোহার প্লেটের উপর ফেলিতে হইবে। উহা তখনই শীতল হইবে এবং ভাঙ্গিলে লম্বালম্বীভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে। শীল করিবার উপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য উহা গলাইয়া মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। পরীক্ষা সফল হইলে বুঝিতে হইবে সমস্ত জিনিষটি প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বাতি গালা (sticks) এইরূপ ভাবে করা হইত:—প্রথমে খানিকটা গলিত গালা তুলিয়া লইয়া গরম লোহার পাতের উপর উহা ঢালা হইত। উহা শীতল হইয়া আসিলে হাতে করিয়া গোল বাতির আকারে করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা টিন বা পিতলের ছাঁচে ফেলিয়া প্রস্তুত করা হয়। গোল ছাঁচগুলি দ্বিখণ্ডিত এবং যত বড় বাতিগালা, ছাঁচ তাহার দ্বিগুণ লম্বা। চৌকণা ছাঁচের উপর দিকটা নিম্নদিকের চেয়ে ফাঁদে বড়। ইহার কারণ গালা ছাঁচে ফেলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে তলা হইতে ঠেলিয়া সহজেই বাহির করা যায়। বাতি গালায় নাম লিখিতে হইলে ছাঁচে উহা খোদাই করিয়া লইতে হয়, এই ছাঁচ কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হওয়া চাই। লেখাটি সোনালি বা রূপালি করিতে হইলে ছাঁচে গালা ঢালিবার পূর্ব্বে লেখার স্থানে সোণালি বা রূপালি পাউডার মাখাইয়া দিতে হয়।

কাজের সুবিধার জন্য অক্ষর খোদাই ছাঁচে অক্ষরের উপর টাপিন তৈল পালকে করিয়া মাখাইয়া দেওয়া হয়। ছাঁচে গালা ঢালিয়া তাড়াতাড়ি উহা ঠাণ্ডা করিবে না, তাহাতে গালা ভঙ্গুর হয়।

অতঃপর বাতি গালা পালিশ করা হয়। বাতি গালা পালিশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সাধারণ বাতি গালার দ্বিগুণ থাকে। পালিশের পর উহা অর্দ্ধেক করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। বাতি পালিশ করিবার জন্য একটি বিশেষ রকম ষ্টোভ ব্যবহার করা হয়। বাতাস গরম করিবার জন্য উহাতে একটি কক্ষ সংযুক্ত আছে। বাতি গালার অর্দ্ধেকটা উহাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উহা উত্তাপে থাকিয়া যাইলে বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে দোলান হয়। শক্ত হইয়া আসিলে অপরার্দ্ধ প্রবেশ করাইয়া নরম হইয়া আসিলে আবার উহা দোলান হয়। ইহার ফলে

গালার উপরিভাগ চক চকে হইয়া ওঠে। যদি বাতি গালার কোন অংশ সোণালি বা রূপালি করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অংশ ব্রুস দিয়া ঘসিয়া মেথিলেটেড স্পিরিটে ডুবাইয়া সোণালী বা রূপালি পাউডার মাখাইতে হয়। এই সকল কাজ শেষ হইলে বাতি গালার মাঝখানে উখা দিয়া দাগ দিয়া উহা আধখানা করিয়া ফেলা হয়। ভাঙ্গাদিক আগুণের উত্তাপে ধরিয়া মসৃন করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর উহা বাক্সে ভরিয়া বাজারে প্রেরণ করা হয়।

## বিচিত্র রঙের গালা।

বিচিত্র রঙের গালা করিবার দুই রকম ভাগ দেওয়া হইতেছে; উহার সহিত সোণালী বা রূপালি পাত মিশাইলেই বিচিত্র রঙের গালা হয়।

১। শুভ্র (Bleached) গালা — ৮ আউন্স
ভেনিস টার্পেনটাইন — ৮ „
ম্যাষ্টিক রজন — ১৬ „
চাখড়ি — ৫¼ „

২। শুভ্র পাতগালা — ৩ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটিন — ৪ „
ম্যাষ্টিক রজন — ৫ „

প্রিসিপিটেটেড সালফেট বেরিয়াম ৩ ভাগ

(সালফেট বেরিয়ামের পরিবর্ত্তে নাইট্রেট অব বিসমার ৩ আউন্স দেওয়া যাইতে পারে।)

## উৎকৃষ্ট কাল গালা

১। পাত গালা — ৬ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটিন — ২ „
সূক্ষ্ম আইভরি ব্ল্যাক ৩ „

২। পাত গালা — ৩২ আউন্স
কলোফনি — ১৬ „
আইভরি বা কার্ব্বন ব্ল্যাক ১৬ „

৩। পাত গালা — ২৩ পাউণ্ড
ভেনিস টার্পেনটিন — ১ „
কলোফনি — ২ আউন্স
কার্ব্বন ব্ল্যাক — ১০ „

টার্পিন তৈলের সহিত কার্ব্বন ব্ল্যাক বেশ করিয়া মিশাইয়া অন্য তিনটি পদার্থ অগ্নির উত্তাপে বেশ গলিয়া যাইলে উহার সহিত মিশাইবে।

## সাধারণ কাল গালা

১। রজন — ৩ ভাগ
কুষি পাত গালা ১ „
ভেনিস টার্পেনটিন ১ „
ভুষা — যথাপরিমাণ

২। পাত গালা ৫ ভাগ
কলোফনি ৪ „
চাখড়ি ১ „
কার্ব্বন ব্ল্যাক ৪ „
টার্পিন তৈল ১ „

৩। পাত গালা — ১ পাউণ্ড
টার্পিন তৈল — ¾ „
কাল রজন — ¾ „
খড়ি — ৩ „
জিপসাম — ২ „
ভাইন ব্ল্যাক — ৭ „

৪। গালা ১২ ভাগ
কলোফনি ১১¼ „
ভেনিস টার্পেনটিন ১৩ „
চাখড়ি ৭ „
ভুষা ২ „

| | | |
|---|---|---|
| | সূক্ষ্ম ইঁট চূর্ণ | ৭ ,, |
| | এ্যাসফালটাম | ২ ,, |
| ৫। | ভেনিস টার্পেনটিন | ৪ আউন্স |
| | গালা | ৮ ,, |
| | ভূষা ও টার্পিন তৈল | যথা পরিমাণ |

## অত্যুৎকৃষ্ট কাল গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অরেঞ্জ পাত গালা | ৩½ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ২½ ,, |
| | কলোফনি | ৩ ,, |
| | কার্ব্বন ব্ল্যাক ও টার্পিন তৈল যথা পরিমাণ | |

## উৎকৃষ্ট কাল গালা

| | | |
|---|---|---|
| ২। | রুবি পাতগালা | ১০ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ১০ ,, |
| | বোন ব্ল্যাক | ৫ ,, |

১০ আউন্স ভেনিস টার্পেনটিনের পরিবর্ত্তে ৫ আউন্স [illegible] ও ৫ আউন্স টার্পেনটিন ব্যবহার করিতে প[illegible]।

## সাধারণ কাল গালা

| | | |
|---|---|---|
| ৩। | রুবি পাত গালা | ২৯ আউন্স |
| | রজন | ১৮ ,, |
| | ভেনিস টার্পেন টিন | ১৯ ,, |
| | চাখড়ি | ৭ ,, |
| | বোন ব্ল্যাক | ৩১ ,, |

## নীল গালা

### অত্যুৎকৃষ্ট

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অরেঞ্জ পাত গালা | ১৪ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ১২ ,, |
| | কলোফনি | ৭ ,, |
| | কার্ব্বনেট ম্যাগনেসিয়া | ২ ,, |
| | চাখড়ি | ১১ ,, |
| | নীল রঙ করিবার দ্রব্য | ৪৫ ,, |

### সাধারণ

| | | |
|---|---|---|
| ২। | কলোফনি | ২ পাউণ্ড |
| | স্মল্ট | ১ ,, |

### ঘোর নীল

| | | |
|---|---|---|
| ৩। | ভেনিস টার্পেনটিন | ৩ |
| | অরেঞ্জ পাত গালা | ৭ ,, |
| | কলোফনি | ১ ,, |
| | মিবারেল ব্লু | ১ ,, |
| ৪। | পাত গালা | ১ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ½ ,, |
| | বারগাণ্ডি পিচ | ½ ,, |
| | ডামার (Dammer) রজন | ১ ,, |
| | নীল (Indigo) | ২ ,, |

### ফিকে নীল

| | | |
|---|---|---|
| ৫। | শুভ্র পাত গালা | ৩১½ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ১০৫ ,, |
| | ম্যাষ্টিক রজন | ৭৭ ,, |
| | চূর্ণ অভ্র | ৭০ ,, |
| | আল্ট্রাম্যারাইন ব্লু | ৫২½ ,, |

### অত্যন্ত ঘোর নীল

| | | |
|---|---|---|
| ৬। | শুভ্র পাত গালা | ২৪½ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ৪২ ,, |
| | চাখড়ি | ২১ ,, |
| | ম্যাষ্টিক রজন | ১৫০ ,, |
| | চূর্ণ অভ্র | ১৪ ,, |
| | কোবাল্ট ব্লু | ৮৪ ,, |

## সস্তার গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মৌচাকের মোম | ২ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ৬ আউন্স |
| | অলিভ অয়েল | ২ ,, |
| | রেড লেড | ৬ ,, |

মোম বেশ করিয়া গলাইয়া অন্যান্য পদার্থগুলি উহার সহিত মিশাইতে হইবে। তাহার পর উহাকে বেশ করিয়া ফুটাইয়া যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ নাড়িতে হইবে। অতঃপর উহাকে জলে ডুবাইতে হইবে। নরম থাকিতে থাকিতে যেরূপ ইচ্ছা ছাঁচে ফেলিয়া আকার দিতে হইবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২। | রজন | ... | ৮ ভাগ |
| | পাত গালা | ... | ৪ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | | ৩ " |
| | রেড লেড | ... | ৩ " |

## লাল গালা

(Crimson red sealing wax)

| | | |
|---|---|---|
| পাত গালা | ... | ১৩৩ ভাগ |
| কলোফনি | ... | ৩৩ " |
| ভেনিস টার্পেনটাইন | ... | ৬৬ " |
| কারমাইন | ... | ৫০ " |
| ম্যাগনেশিয়া | ... | ৩ " |
| টাপিন তৈল | | পরিমাণ মত। |

কারমাইন এবং ম্যাগনেসিয়া পরিমাণ মত টাপিন তৈলের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত গলিত পদার্থে ঢালিয়া দিতে হইবে।

## গোলাপী গালা

| | | |
|---|---|---|
| পাত গালা | ... | ৬১ ভাগ |
| মিউনিক লেক | ... | ৪ " |
| টিন এ্যাস | ... | ১৭ " |
| ফ্লেক হোয়াইট | ... | ৫২ " |
| কারবনেট অব লেড | ... | ১৭ |

## বর্ণহীন গালা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বিবর্ণ (pale) পাত গালা | ... | ১৬ ভাগ |
| | এম্বার রজন বা কলোফনি | .. | ৫ " |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ৮ " |

সকল জিনিষগুলি একত্রে গলাইয়া বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে। ইহার কোন বর্ণই নাই, কিন্তু যে কোন রঙের সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইলেই উহা সেই রং ধারণ করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২। | মৌচাকের মোম | ... | ১১ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ৩ " |
| | বাইন অয়েল | ... | ১ " |
| | পাত গালা | ... | ৫ " |

## চকোলেট ব্রাউন রঙের গালা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | এম্বার রজন | ... | ১ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ১০ আউন্স |
| | অরেঞ্জ পাত গালা | ... | ১॥ " |
| | কার্ব্বনেট ম্যাগনেসিয়া | | ২ " |
| | ভারমিলন | ... | ৫ " |
| | দগ্ধ আম্বার (Burnt Amber) | | ৩ |

প্রথমোক্ত তিনটি জিনিষ একত্রে মিশাইয়া লও। অতঃপর শেষোক্ত তিনটি জিনিষ একত্রে একটি পাত্রে করিয়া মিশাইয়া গলিত পদার্থে ঢালিয়া দাও।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২। | কাল রজন | ... | ২০৪ ভাগ |
| | কলোফনি | ... | ৫৩ " |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ৫৩ " |
| | চাখড়ি | ... | ১৯৮ " |
| | রেড ওকার | ... | ১৯৮ " |

## সাধারণ ব্রাউন গালা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | পাতগালা | ... | ২১৩ ভাগ |
| | রজন | ... | ১১২ " |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ১৪২ " |
| | ভারমিলন | ... | ৩৭ " |
| | জিপসাম | ... | ১০৫ " |
| | ভূষা | ... | ২৪॥ " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪। | পাতগালা | ... | ২১৭ ভাগ |
| | রজন | ... | ১৩৭ ,, |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ১৬৮ ,, |
| | রেড বোল | ... | ২৮ ,, |
| | জিপসাম | ... | ৯৮ ,, |
| | রেড লেড | ... | ২৮ ,, |
| ৫। | পাতগালা | ... | ২৫০ ভাগ |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ১৩৩ ,, |
| | ভারমিল | ... | ১৬॥ ,, |
| | লেভিগেটেড চাখড়ি | ... | ১৬॥ ,, |
| | দগ্ধ আম্বার | ... | ৩৩ ,, |
| | ম্যাগনেসিয়া | ... | ৩ ,, |
| ৬। | পাতগালা | ... | ২৩৩ ভাগ |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ১৩৩ ,, |
| | কলোফনি | ... | ১০০ ,, |
| | ট্রিপলি পাউডার | ... | ৫০ ,, |
| | ভারমিলন | ... | ৮ ,, |
| | চাখড়ি | ... | ৩৩ ,, |
| | ম্যাগনেসিয়া | ... | ৩ ,, |

## ফিকে ব্রাউন গালা

| | | |
|---|---|---|
| পাতগালা | ... | ৭॥ পাউণ্ড |
| ভেনিস টারপেনটিন | ... | ৪ ” |
| লাইট ব্রাউন ওকার | ... | ১ ” |
| ভারমিলন | ... | ॥ ” |

## ঘোর ব্রাউন গালা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | রুবি পাত গালা | ... | ১ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ৩ ” |
| | কারবন | ... | ২ ,, |
| | জিপসাম | ... | ৯ ,, |
| | প্রিসিপিটেটেড ক্লে | ... | ৯ ” |
| | সূক্ষ্ম আম্বার চূর্ণ | ... | ১ ,, |
| ২। | ভেনিস টার্পেনটিন | ... | ৪ পাউণ্ড |
| | পাতগালা | ... | ৭॥ ” |

## দলিলপত্রে ব্যবহারের গালা

### সাধারণ

| | | |
|---|---|---|
| এম্বার রাওর কলোফনি | ... | ॥ পাউণ্ড |
| টার্পিন তৈল | ... | ৭ ” |
| পরিষ্কার চর্ব্বি | ... | ৬ ” |
| লেভিগেটেড চক | ... | ৮ ” |
| রেড লেড | ... | ৬ ” |

কলোফনি গালাইয়া টার্পিনতৈল মিশাও। চর্ব্বি ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাক। অতঃপর চাখড়ি (Levigated chalk) ও রেড লেড একত্রে মিশাইয়া ঢালিয়া দাও।

### মাঝারি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২। | কলোফনি | ... | ¾ পাউণ্ড |
| | চর্ব্বি | ... | ৬ আউন্স |
| | টার্পিন তৈল | ... | ¾ পাউণ্ড |
| | খড়ি | ... | ১ ,, |
| | রেড লেড বা চীনে সিঁদুর | | ১ ,, |

### উৎকৃষ্ট

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | সাদা মোম | ... | ১০ ভাগ |
| | টার্পিন তৈল | ... | ৩ ,, |
| | ভারমিলন বা সিঁদুর | | ২ ,, |
| | জিপ সাম | ... | ১ ,, |

# গ্রীষ্মে সরবতের ব্যবসায়

জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িতে না পড়িতেই দারুণ গ্রীষ্ম অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দুপুরের রৌদ্রে যখন মাটি ফাটিতে থাকে, এবং উত্তপ্ত বাতাসে দেহ ঝলসিয়া যায়, তখন পিপাসায় প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, অথচ জল পান করিয়াও সে পিপাসার নিবৃত্তি হইতে চাহে না। এহেন প্রখর দ্বিপ্রহরে মানুষ স্বতঃই ডাবের জল কিম্বা সরবত খাইয়া দেহ শীতল করিতে চাহে। কলিকাতার রাজ পথের দুই পার্শ্বে তখন ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য সরবতের দোকান গজাইয়া উঠে এবং এই সুযোগে তাহারা বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লয়।

সরবত যদি ঠিক ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে উহা আদৌ ক্ষতিকর নহে বরং উপকারী। কিন্তু সাধারণতঃ পথিপার্শ্বে পানের দোকান এবং সরবতের দোকানে, সরবত নামে যাহা বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা ঠিক ভাবে প্রস্তুত ত নহেই, অধিকন্তু এমন সব দ্রব্য দিয়া উহা তৈয়ারী হয়, যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী এবং আইন অনুসারে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। অনেকেই হয়ত জানেন না, বাজারের অধিকাংশ দোকানেরই সরবত চিনি দিয়া প্রস্তুত নহে। অনেকেই হয়ত স্যাকারিনের নাম শুনিয়া থাকিবেন—রাসায়নিক উপায়ে উহা প্রস্তুত, কিন্তু উহা চিনি বা চিনি জাতীয় দ্রব্য হইতে আদৌ প্রস্তুত নহে। উহা সামান্য পরিমাণে জলে মিশ্রিত করিলে প্রচুর জল মিষ্ট হইয়া থাকে। অতিরিক্ত লাভের আশায় সাধারণতঃ স্যাকারিণ গোলা জল দিয়া বাজার চলিত সরবত প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং পাশ্চাত্য দেশে আইন অনুসারে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইতেছে।

ইহাই হইল সরবতের প্রথম এবং প্রধান ভেজাল।

সিরাপের সহিত কি কি কেমিক্যাল্ মিশাইলে কোন্ ফলের গন্ধ পাওয়া যায় বারান্তরে সিরাপ প্রস্তুতের প্রবন্ধে আমরা তাহা আমূল প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয়তঃ, ফলের সরবত চাহিলে যাহা পাওয়া যায়, সাধারণ লোকে তাহা পান করিয়া মনে করেন, সরবতের সহিত তাঁহারা খানিকটা টাটকা ফলের রসও পান করিলেন। কিন্তু সত্যই কি তাহাই?

ধরুন, এক জন লোক সরবতের দোকানে গিয়া আনারসের সরবত চাহিল। সরবত যখন তাহার কাছে হাজির করা হইল, আনারসের ভুরভুরে গন্ধে তাহার মন কৃতার্থ হইয়া গেল—সে ভাবিল তাহার পয়সা ব্যয় সার্থক। কিন্তু কয়জন লোক জানে, বৈজ্ঞানিক যেমন বিশ্বের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন, তেমনই অনেক ফাঁকিরও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন? ঐ যে লোকটি আনারসের সরবত পান করিল, সত্যই কি উহাতে এক ফোঁটাও আনারসের রস আছে?

বৈজ্ঞানিক বলিয়া দিয়াছেন দশভাগ এমিল বুট্রিক ইথার, পাঁচভাগ বুট্রিক ইথার, তিন ভাগ গ্লিসারিন, একভাগ আলডিহাইড এবং একভাগ ক্লোরোফরম মিশাইলেই যে দ্রব্য প্রস্তুত হইল, তাহা দিয়া যদি সরবত প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের ধরিবার সাধ্য নাই যে, সে আনারসের সরবত খাইতেছে না; অথচ, এই আনারসের সরবতে এক ফোঁটাও আনারসের রস নাই।

গত কয়েক বৎসর হইতে অনেকেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কলার সিরাপ নামে কয়েক প্রকার সিরাপ বাজারে এবং সরবতের দোকানে অজস্র বিক্রয় হইতেছে। এই সকল সিরাপের বোতলের গায়ে প্রকাণ্ড মর্তমান কলার কাঁদী সহ কলা গাছের সুদৃশ্য লেবেল আঁটা থাকে। ইহার সিরাপেও টাট্‌কা মর্তমান কলার চিত্ত বিমোহনকারী সুগন্ধ বর্তমান। কাজেই সাধারণ গ্রাহক মাত্রেই মনে করিয়া থাকেন যে কলার সিরাপ যখন খাইতেছি এবং সিরাপে যখন মর্তমান কলার টাট্‌কা গন্ধ বর্তমান তখন নিশ্চয়ই এই সিরাপ একেবারে কলা দিয়াই তৈয়ারী। বাস্তবিক এই সকল গ্রাহক "কলাই" পাইয়া থাকেন। কারণ এই সকল সিরাপে কলার নাম গন্ধও নাই।

জার্ম্মানীতে সিন্‌থেটীক্ কেমিক্যাল প্রক্রিয়া দ্বারা যে সকল fruit essence বা ফলের এসেন্স তৈয়ারী হইয়া থাকে কলার এসেন্স তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এক বোতল সিরাপের মধ্যে কয়েক ফোঁটা কলার এসেন্স দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেই কলার সিরাপ তৈয়ারী হইল। বারান্তরে কোন্ কোন্ কেমিক্যালের মিশ্রনে কি কি ফলের এসেন্স তৈয়ারী করা যায় আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

বৈজ্ঞানিক যে কেবল কলা এবং আনারসের গন্ধেরই অনুকরণ করিয়াছেন তাহা নহে—লেবু, কমলা-লেবু, আপেল, পীচ প্রভৃতি অধিকাংশ ফলের গন্ধই হুবহু নকল করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝুন, পয়সা খরচ করিয়া সরবত পান করিতে গিয়া কি খাইয়া থাকেন। কয়েক ফোঁটা রাসায়নিক পদার্থ এবং খানিকটা স্যাকারিণ গোলা জল—ইহাই বাজার চলিত সরবত।

বাঙ্গালা দেশের প্রতি ভগবানের নাকি অসীম করুণা, তাই এদেশের অধিবাসীদের জন্য নারিকেল গাছের ফলের মধ্যে বিধাতা একটুকরা রুটী এবং এক গ্লাস সুপেয় সুশীতল বারি সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। বাংলার সমুদ্র-প্রান্ত-স্থিত দেশগুলিতে অসংখ্য নারিকেল গাছ এবং তাহাতে কাঁদি কাঁদি নারিকেল ফলে। উহার আবাদ করিলে সোণা ফলিতে পারে এবং বেকার যুবকগণ যদি এই দারুণ গ্রীষ্মে নারিকেল বহুল স্থান হইতে কলিকাতায় নারিকেল আমদানী করিতে পারেন, তবে তাঁহাদেরও অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

কলিকাতার অফিস অঞ্চলে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে

সোডা, লিমনেড, সরবত, নারিকেল প্রভৃতির যেরূপ কাটতি সহরের আর কোথাও সেরূপ নয়। এ অঞ্চলের পানওয়ালা এবং দু'চার জন ফেরিওয়ালা বেশ দুপয়সা উপার্জন করিয়া থাকে। বাজারে যে নারিকেল চার পাঁচ পয়সায় বিক্রয় হয়, এখানে তাহা /১০ পয়সা হইতে দুই আনার কমে বিক্রয় হয় না। তাহা সত্বেও এখানে ডাব-নারিকেলের কাটতি এতই অধিক যে, অধিকাংশ দিনই দ্বিপ্রহর না হইতে হইতে আর উহা মিলে না। সুতরাং এই অফিস অঞ্চলেই ডাব-নারিকেল বিক্রয়ের যে একটা বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহই নাই।

খুলনা, উলুবেড়ে, যশোহর, ডায়মণ্ডহারবার এবং সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে প্রচুর নারিকেল মিলে। যদি জন কয়েক যুবক মিলিত হইয়া এই সকল স্থান হইতে নারিকেল আমদানী করিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রচুর লাভবান হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতা হইতে এই সকল স্থানে জলপথে যাতায়াতের খুব সুবিধা আছে। আপন শক্তি ও মূলধন অনুসারে একখানা কি দুইখানা কি ততোধিক নৌকা ভাড়া করিয়া যদি প্রত্যহ কলিকাতায় নারিকেল আনিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এই জনবহুল নগরীতে প্রত্যহই যে উহা কাটিয়া যাইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। উদ্যোগ, উৎসাহ এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। উদ্যোগী পুরুষ কখনও সম্মুখের সুযোগ ত্যাগ করে না। বর্ত্তমান বেকার সমস্যা ও অন্নসমস্যার দিনে অনাহার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উদ্যোগ চাই, উৎসাহ চাই।

দারুণ গ্রীষ্মে লেবুর রস পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া দেহকে যেরূপ স্নিগ্ধ রাখিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। সারা জগত ব্যাপিয়া কোন না কোন আকারে নেবুর চাহিদা আছে। ভারতে, চীনদেশে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ও দক্ষিণ ইয়োরোপে লেবুর চাষ হইয়া থাকে। মণ্টসেরাট দ্বীপ লেবুর জন্য জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোনও সভ্যদেশ নাই যেখানে মণ্টসেরাটের লেবুর রস (Montserrat Lime juice) বোতলে পূরিয়া বিক্রয় হয় না। বাঙ্গলা দেশে লেবু অনায়াসে জন্মিয়া থাকে। অনায়াস-লব্ধ বলিয়াই বুঝি বাঙ্গালী একবার ভাবিয়াও দেখে না এবং চাহিয়াও দেখে না, কত আকারে নেবুর কি বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে।

কাঁচা লেবুই যে, বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা নহে। কাঁচা লেবু লবন দিয়া জরাইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে এবং উহা হইতে রস বাহির করিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। লবন দিয়া জরাণ লেবুকে জারক লেবু বলে এবং বোতলে ভরা লেবুর রস লাইম জুস নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। বাজারে যত প্রকার লাইম জুস পাওয়া যায় তন্মধ্যে মণ্টসেরাট লাইম জুসের নাম অধিক। উহা মণ্টসেরাট দ্বীপের লেবু হইতে প্রস্তুত। উক্ত দ্বীপের অধিবাসীরা কেবল মাত্র লেবুর চাষ করিয়া কোটী কোটী টাকা উপায় করিতেছে। বাঙ্গালী বোধ হয়, স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না, লেবুর চাষ করিয়া লাখপতি হওয়া যায়। জগতে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই, আজ যাহা অসম্ভব, চেষ্টার দ্বারা কাল তাহা সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; আজ যাহা স্বপ্নের অগোচর, কাল তাহা দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

একমাত্র ইংলণ্ডে লেবুর রসের কি বিপুল চাহিদা আছে তাহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের লিভারপুল জারনাল অব কমার্স (Liverpool Journal of Commerce) হইতে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি:—"গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে লাইম জুসের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। বড়দিনে "হিলডা" জাহাজ ৬০,০০০ গ্যালন লাইম জুস লইয়া লিভারপুল বন্দরে লাগিয়াছে।

একমাত্র ইভান সন্স এণ্ড কোম্পানী ১৮০,০০০ গ্যালন লাইম জুস আমদানী করিয়াছেন।"

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে লাইম জুসের এইরূপ চাহিদা ছিল। তাহার পর প্রতিবৎসরেই উহার চাহিদা বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা হইলে বুঝুন একমাত্র ইংলণ্ডেই লাইম জুসের কাটতির কি বিরাট ক্ষেত্রই পড়িয়া আছে। ইংলণ্ডের কথা ছাড়িয়া দেই, এক ভারতবর্ষের চাহিদা মিটাইতে বিদেশ হইতে বহু লক্ষ টাকার লাইম জুসের আমদানী হইতেছে। নিজের দেশে লেবুর গাছ থাকিতে বাঙ্গালী কি লাইম জুস প্রস্তুত করিয়া দেশের চাহিদা মিটাইতে পারে না?

লাইম জুস বলিলেই মনে হইতে পারে, না জানি কি জটিল বৈজ্ঞানিক পন্থায় লেবু হইতে রস বাহির করিয়া লাইম জুস প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বা জটিলতা কিছুই নাই। লেবু কাটিয়া রস বাহির করিয়া কয়েক দিন রৌদ্রে রাখিয়া অথবা সামান্য জ্বালাইয়া গাঁজা মারিয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেই লাইম্‌জুস্ তৈয়ারী হইয়া গেল। তাহার পর বোতলে ঝকঝকে সুদৃশ্য লেবেল আঁটিয়া এবং বোতলের মুখে গালা দিয়া বাজারে প্রেরণ করা হয়। ইহাই লাইম জুস। গালা প্রস্তুত করিবার কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এখন যাহার চেষ্টা আছে, উদ্যোগ আছে, তিনিই স্বাধীন ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

জগতে শত শত রাস্তা পড়িয়া আছে, শত শত উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষ আপনাপন জীবিকার সংস্থান করিয়া লইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী চাকুরি ভিন্ন অন্য পথ দেখিতে পায় না, কারণ চক্ষু মেলিয়া বিশ্বের দিকে সে চাহিয়া দেখে না—গড্ডালিকা প্রবাহে চোখ বুজিয়া চলিয়াছে। তাই ডাব-নারিকেলের ব্যবসায় করিয়া সোণা ফলাইতে পারা যায়, তাহা বাঙ্গালী ভাবিতে পারে না, লেবুর ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, ইহা সে বুঝিতে পারে না—নহিলে এই শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বাঙ্গলার অধিবাসীর আজ এদুর্দ্দশা হইবে কেন? একদিন যাহা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ছিল, আজ তাহা অন্নশূন্য হইবে কেন?

বারান্তরে কেমন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লেবু হইতে লেবুর রস বাহির করিয়া লাইম্‌ জুস্ (Lime Juice) এবং লাইম জুস্ কর্‌ডিয়াল (Lime Juice Cordial) ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয় এবং পৃথিবীর কোথায় কোথায় তাহার কাটতি হয় তাহা প্রকাশ করা হইবে।
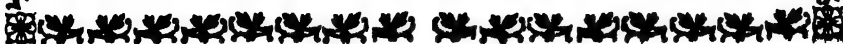
# নববর্ষের সঙ্কল্প

কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল উদ্যানগুলির চারিদিকে, ফুটপাথে, স্কুল ও কলেজগুলির সম্মুখে, গঙ্গার ঘাট সমূহের রাস্তায়, দলে দলে ভিখারী ভিঁড় পাকাইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতক অবশ্য অন্ধ, খঞ্জ, নুলো, আতুর অথবা কাজ করিতে অশক্ত, কিন্তু বাকী সকলেই হৃষ্ট, পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের সারা বছরের ঘর বাড়ী হয় ফুটপাথের উপর, আর না হয় গাছতলা। হাত পাতিলেই যখন মুষ্টিভিক্ষা এবং একটী পয়সা বা আধেলা মিলে তখন কে আর গতর খাটাইয়া কাজ করিতে চায়?—হাইকোর্টের পরলোকগত বিচার পতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতে ইহাদের সংখ্যা ৭৫ লক্ষের উপর। ইহারা ভারতবর্ষের নানা সহরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ভিক্ষার অন্নে নির্ভর করিয়া একেবারে অলস জীবন যাপন করে এবং অনেকে আবার দাগী বদমায়েস।

নববর্ষের প্রথম দিবসে পথের উপর এমনি দুই ভবঘুরে জাত্ ভিখারীর দেখা সাক্ষাৎ।

প্রথম। আবারত নতুন বছর ঘুরে এল। এবার নতুন কিছু মত্‌লব, টত্‌লব্ এঁটেছিস্ নাকি? —আমিত ভাই গেল বছরের সংকল্প রাখ্‌তে পারি নি?—

দ্বিতীয়। ক্যানে রে?— ভিখ্ মাগা ছেড়ে দিবি সংকল্প নিইছিলি নাকি?—

প্রথম। আরে দূর! সঙ্কল্প নিইছিলুম্ যে একটা পাও ন'ড়ে বসব না।

# ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বন্দর সমূহের বিবরণ

ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে ৪১টী বন্দর অবস্থিত। কতকগুলি বন্দরে বিদেশের সহিত আদান প্রদান হয় না; এগুলিতে কেবল উপকূলস্থিত এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে আমদানী রপ্তানী হয়। অবশিষ্ট বন্দর গুলিতে পৃথিবীর নানা দেশের সহিত পণ্য দ্রব্য আদান প্রদান হয়।

১। **করাচী**—সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত। ভারতীয় বন্দর সমূহের মধ্যে করাচী ইউরোপের নিকটবর্ত্তী। গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম ভারত, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানের বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বাররূপে বিরাজ করিতেছে। লোক সংখ্যা ২লক্ষ ১৭ হাজার। ইহাকে ভারতবর্ষের লিভারপুল বলে। করাচী প্রথম শ্রেণীর বন্দর এবং বন্দর সমূহের মধ্যে ৫ম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৪৩ খ্রীঃ ইংরাজেরা এই বন্দর অধিকার করেন; সে সময়ে এই বন্দরে বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার কাজ হইত। ১৮৬৩ খৃঃ ৬৬৬ লক্ষ টাকার কারবার হয়। এই বন্দরে রেলের কারখানা এবং ৩টী ময়দার কল আছে। করাচী শিল্প দ্রব্যের কেন্দ্র স্থল না হইলেও বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে (North Western Railway) একটী সামুদ্রিক বন্দর হইতে বাহির হইয়া সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব তীর দিয়া হায়দ্রাবাদ ও রোহরী হইয়া পাঞ্জাবের লাহোরে গিয়াছে। অন্য একটী শাখা পশ্চিম তীর দিয়া পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। এই রেল হায়দ্রাবাদে গিয়া যোধপুর বিকানীর রেল লাইনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

পোর্ট ট্রাষ্টের (Port trust) দ্বারা বন্দরের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮৮৭ খৃঃ পোর্ট ট্রাষ্ট স্থাপিত হয়। ট্রাষ্টের সদস্য সংখ্যা ১১, করাচী বণিক সভা এবং করাচী মিউনিসিপালিটী দ্বারা কয়েক জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন, অবশিষ্ট গভর্ণমেণ্টের মনোনীত। ১৮৮৭—৮৮ সালে এই বন্দরের আয় ৭৬৩ ৬৯৫, টাকা এবং ব্যয় ৫১১ ১৫৫ টাকা ছিল। ১৯১৭—১৮খৃঃ আয় ৬৬৭৬ ৯৬৫, এবং ব্যয় ৫০৭১১২৪৫, টাকা; ১৯২ —২৩ সালে আয় ৬১৯৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৬২৭২ হাজার টাকা হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে ৮॥০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বন্দরের কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে সুয়েজ খাল দিয়া যে সকল পণ্য দ্রব্য ইউরোপে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মধ্যে গমের শত করা ৪৫ ভাগ, এই করাচী বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে যত গম রপ্তানী হইয়াছিল তাহার শতকরা ৯০ ভাগ করাচী হইতেই রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ১৯২২ সাল অপেক্ষা ১৯২৪ সালে ২১৫১ হাজার টন পণ্য দ্রব্য বেশী সুয়েজ খাল দিয়া রপ্তানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে করাচী বন্দর হইতেই ১২৫৬ হাজার টন বেশী রপ্তানী হইয়াছিল। বৎসরে প্রায় তিন হাজার জাহাজ এই বন্দরে যাতায়াত করে। শুকুর (Sukkar) জলাধার নির্ম্মাণ শেষ হইলে করাচীর রপ্তানী আরও বৃদ্ধি হইবে। ১৯১৭ খৃঃ পোর্ট ট্রাষ্টের ২৬১ লক্ষ টাকা দেনা ছিল। বর্ত্তমানে দেনা ৩॥০ কোটী টাকা ট্রাষ্টের সম্পত্তির মূল্য ৬ কোটী টাকা। তিন কোটী টাকা ব্যয়ে বন্দরের উন্নতি সাধন হইতেছে।

আমদানী দ্রব্য :—সুতা, পশমের বস্ত্র, চিনি, লৌহ, ইস্পাত, কেরোসিন তৈল, কয়লা।

রপ্তানী দ্রব্য :—গম, ছোলা, যব, ভুট্টা, সুতা, বার্লী, তৈলবীজ, পশম, চামড়া, হাড়।

২। **কেটী বন্দর**—সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত;

ইহা একটী ক্ষুদ্র বন্দর। এখান হইতে বিদেশে পণ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয়।

৩। **শিরগঞ্জ**—সিন্ধু প্রদেশে অন্যতম ক্ষুদ্র বন্দর। সামান্য পরিমাণ মাল বিদেশে আমদানী রপ্তানী হয়।

৪। **মাণ্ডী**—কচ্ছ প্রদেশের প্রধান বন্দর।

৫। **দ্বারকা**—বরদা রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র বন্দর। ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদের তীর্থ স্থান।

৬। **পোর বন্দর**—কাটীবার প্রদেশের প্রধান বন্দর; এক সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা পশ্চিম উপকূলের বন্দরের সহিত আদান প্রদান হয়।

৭। **ডিউ**—পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত ডিউদ্বীপে অবস্থিত। এই স্থানে উৎকৃষ্ট জেটী আছে।

৮। **সুরাট**—সমুদ্রোপকূল হইতে ১৪ মাইল দূরে নদী তীরে অবস্থিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে প্রথমে কুঠী স্থাপন করেন; বিগত শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তুলা ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য এই বন্দর হইতে রপ্তাণী হইত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এখানে দেড় কোটী টাকার কারবার হয়। ইহার একশত বৎসর পরে এই বন্দরে মোট ৩০ লক্ষ টাকার কারবার হয়। গত পনের বৎসর ইহার আরও অবনতি হয়। বোম্বাই সুরাটের স্থান অধিকার করিয়াছে। সুরাটের সে সমৃদ্ধি নাই।

৯। **ডমন**—পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের রাজধানী। এই উপনিবেশের পরিমাণ ১৪৯ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৪৭ হাজার। ভারতে পর্ত্তুগীজদের শক্তি হ্রাস হইলেও এই বন্দর হইতে গুজরাটের তুলা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ব্ব আফ্রিকায় রপ্তানী হইত। এই বন্দর হইতে মাকাওএ আফিম রপ্তানি হইত। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এখন আর বিদেশের সহিত আদান প্রদান নাই।

১০। **বোম্বাই**—পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই দ্বীপে অবস্থিত। ভৌগলিক অবস্থার অনুকূল ও বহির্বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা হওয়ায় এ বন্দরের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। দ্বিতীয় চার্লস এই দ্বীপ বিবাহে উপঢৌকন পাইয়াছিলেন; ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই দ্বীপ বার্ষিক ১৫০৲টাকা খাজানায় বন্দোবস্ত করেন। ইহার দেড়শত বৎসর পরে ইংরাজেরা দাক্ষিণাত্য জয় করিলে বোম্বাইয়ে এই প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহা একটী ক্ষুদ্র বন্দর ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও বোম্বাইয়ের মধ্যে নিয়মিত ভাবে মিশর দিয়া ডাক প্রেরণের বন্দোবস্ত হয়।

ইহার ১২ বৎসর পরে বোম্বাই সহর হইতে রেল লাইন নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। পশ্চিম উপকূলে যে সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুলা জন্মে এবং পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের যেসকল স্থানে গমের আবাদ হয়, বোম্বাই হইতে সেই সকল স্থানে রেল লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। রেল বিস্তারে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হওয়ায় বোম্বাইর দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। আমেরিকার গৃহবিবাদে বোম্বাইর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। এই সময় বোম্বাইর তুলার বাজার উন্নতির বিশেষ সুযোগ পায়। কিন্তু মাল ধরিয়া রাখার জন্য অনেক বড় মহাজন নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

১৮৬৮-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দরে ৯২॥ কোটি টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হয়। ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমদানী রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ ২৪৬ কোটী টাকা। বোম্বাইর এই শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার প্রতি-বন্ধক আসিয়া উন্নতিতে বাধা দিয়াছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইএ প্লেগ হয়। প্লেগে বহু লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। বোম্বাই বরদা

সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া উত্তর ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে এবং গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে এখান হইতে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। এই রেলওয়ে কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

প্রতিবৎসর বোম্বাই হইতে ভারতের বহু মুসলমান যাত্রী মক্কা তীর্থে যান। বোম্বাইএ পারস্য ও মেসোপটামিয়ার সহিত বাণিজ্যের আদান প্রদান হয়। বোম্বাইএ পার্শী, গুজরাটি বোরা ও ভাটীয়া মহাজনদের আধিপত্য বেশ এখানের অধিকাংশ কলকারখানা ভারতীয়ের মূলধন ভারতীয়ের তত্বাবধানে পরিচালিত। বোম্বাই ভারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। এইখানের বাণিজ্যে কলকারখানায় এদেশীয়দিগের শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে। পারস্য উপকুলে ভারতীয় মহাজনের সংখ্যাই বেশী।

পশ্চিম উপকুলে করাচী, কাটীবার, মালবার উপকুল ও গোয়ার সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পন্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি হয়। এই বন্দরে বৎসরে ১৫০০ জাহাজ নঙ্গর করে। বন্দরটী উত্তর দক্ষিণে দশ মাইল দীর্ঘ। প্রস্থ ৫।৬ মাইল। প্রিন্স, ভিক্টোরিয়া ও আলেকজান্দ্রা এই তিনটি ডক প্রধান। ইহা ব্যতীত আরও ২টা ডক আছে। বন্দরের কার্য্য পোর্ট ট্রাষ্টের দ্বারা সম্পাদিত হয়। গভর্ণমেণ্টের বন্দরের বার্ষিক আয় দুই কোটী ষাট লক্ষ টাকা। দেনা ২০৭০ লক্ষ টাকা। ১৫ কোটী টাকা ব্যয়ে বন্দরের বিস্তৃত সাধন হইয়াছে। আমদানী দ্রব্য কেরোসিন ও জ্বালানি তৈল, কয়লা, তুলা, কাপড়, ইট, টালি, বালি, চুন, শস্য, লোহা, ইস্পাত চিনি, কলকব্জা, রেলের যন্ত্রপাতি, লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য, কাঠ, জ্বালানি কাঠ, সুতা, পশু, বিচালি, পশম প্রভৃতি।

রপ্তানী দ্রব্য—কেরোসিন তেল, তুলা, বীজ, manganese ore, শস্য, চামড়া, সুতা, কাপড়, কয়লা, চিনাবাদাম, চিনি, হরিতকী, লৌহ, হাড়, আফিম প্রভৃতি।

১১। **মারমোগোয়া**—বোম্বাইএর দক্ষিণে কঙ্কন উপকূলে বোম্বাইর পরেই এই বন্দর অবস্থিত। পর্ত্তুগীজ অধিকৃত পাঞ্জিম এই বন্দরের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গত কয়েক বৎসরে এই বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মহিশূর, হায়দাবাদ ও দাক্ষিণাত্যের উৎপন্ন দ্রব্য প্রধানতঃ তুলা ও ম্যাঙ্গানিজ এই বন্দর হইতেই বিদেশে রপ্তানী হয়। পর্ত্তুগীজ অধিকৃত স্থানের লবণ, কাচ, নারিকেল, সুপারি রপ্তানি হয়। এই বন্দরে বৎসরে ৭২॥ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হয়। এবং ১২ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১২। **মাঙ্গালোর**—গোয়ার দক্ষিণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর কানারা জেলায় গোরপুর ওনেত্রাবতী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। মারমোগোয়া হইতে এই বন্দর ১৩০ মাইল। ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের উত্তর পশ্চিম সীমা। সহরের লোক সংখ্যা ৫৪ হাজার। মহিশুরের কফি ও চন্দন কাঠ এবং পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহ হইতে গোল মরিচ এই বন্দর হইতে ইউরোপে রপ্তানী হয়। টালি, চাল, নোনা মাছ, শুষ্ক ফল, মাছের সার, সিংহল, গোয়া, ও পারস্য উপসাগরে রপ্তানি হয়। পোজা দ্বীপ ও আমিডীভী দ্বীপের অধিবাসীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ এই বন্দরে লইয়া আসে। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১১৪টী জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে।

১৩। **তেলিচেরী**—মাঙ্গালোরের ৯৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার ১৪ মাইল উত্তরে ক্যানানোর সহর। লোক সংখ্যা ৩০ হাজার। মাইশূর ও কুর্গের কফি, গোলমরিচ এই বন্দর হইতে রপ্তানী হয় (copra) নারিকেলের শাঁস, চন্দন কাষ্ঠ ও চা এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২৮টী জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। আমদানী ও রপ্তানী

দ্রব্যের পরিমাণ ৩৮১ হাজার টন। সময়ে সময়ে এই বন্দরে বাংলা দেশ হইতে চাউল আমদানী হয়।

১৪। **মাহে**—তেলিচেরীর ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ফরাসী অধিকৃত স্থান। পরিমাণ ৫ মাইল লোক সংখ্যা ১০ হাজার। মাহি নদীর তীরে একটী পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। সহরটী দেখিতে সুন্দর। পার্শ্বস্থিত স্থানের সহিত আদান প্রদান হয়।

১৫। **কালিকট**—কোচীনের ৯০ মাইল উত্তরে এবং তেলীচেরীর ৪২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মালাবর জেলার প্রধান সহর। মান্দ্রাজ হইতে রেলে এই সহর ৪১৭ মাইল। লোক সংখ্যা ৮২ হাজার। সমুদ্রোপকুল হইতে ৩ মাইল দূরে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করে। নৌকাযোগে তীরে মাল নীত হয়। এখানে লাইট হাউস (আলোকস্তম্ভ) আছে। সমুদ্রে ১২ মাইল দূর হইতে এই আলোক হাউস দৃষ্ট হয়। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৭ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে।

**আমদানী দ্রব্য**—নারিকেলের ছোবড়া, নারিকেলদড়ি, কফি, চা, গোলমরিচ, আদা, রবার মাছের সার। রপ্তানি দ্রব্য—ধাতু দ্রব্য, কলকব্জা, খাদ্য দ্রব্য। বাংলা দেশ হইতে এই বন্দরে চাউল রপ্তানী হয়।

১৬। **কোচীন**—বোম্বাই ও কলম্বোর মধ্যে এই বন্দরই প্রধান। মান্দ্রাজ প্রদেশে মান্দ্রাজ ও তুতীকোরীণের পরই কোচিনের স্থান। কোচীন দেশীয় রাজ্য হইলেও বন্দরটী ইংরাজের অধিকারে আছে। লোক সংখ্যা ২১ হাজার। ইহার ২॥০ মাইল দূরে কোচীনের রাজধানী এর্ণাকুনাম, লোক সংখ্যা ২৩ হাজার। রেলষ্টেসন এই এর্ণাকুলামে অবস্থিত। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পণ্য দ্রব্য এই বন্দর হইতে আমদানী রপ্তানি হয়। বৎসরে ২২৫ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। রপ্তানি দ্রব্য নারিকেল ছোবড়া, শুনা নারিকেল, নারিকেল তৈল, চা, রবার চানাবাদাম। বাংলা দেশ হইতে এই বন্দরে চাউল রপ্তানী হয়।

১৭। **এলেপী**—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান বন্দর। কোচীনের ৩৫মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোক সংখ্যা ৩২ হাজার বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ টন মাল আমদানী রপ্তানি হয়। রপ্তানি দ্রব্য নারিকেল, নারিকেল ছোবড়া, দড়ি, চট, ঝুনানারিকেল, আদা, গোলমরিচ, এলাচি।

১৮। **কুইলন**—এলেপীর, ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্যতম বন্দর। সমুদ্র উপকুল হইতে ৩ মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। আমদানী দ্রব্য নারিকেলতৈল, ছোবড়া, দড়ি, কাঠ, মাছ।

১৯। **তুতিকোরীন**—দক্ষিণভারতে মান্দ্রাজের পরেই এই বন্দর। লোকসংখ্যা ৪৪ হাজার। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা। উপকুল হইতে ৫ মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। বন্দরে ২টী জেঠী আছে। এক কোটী টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রস্তাব হইয়াছে। সিংহলের সহিত এই বন্দরে আদান প্রদান হয়। এই বন্দর হইতে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, লঙ্কামরিচ, অশ্ব, গবাদি পশু সিংহলে রপ্তানি হয়। বিলাতে ও জাপানে তুলা রপ্তানি হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মনিতে ও তুলা রপ্তানি হইত। চা, কফি, সোনামুখির পাতা এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫২৬ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর হয়। আমদানি রপ্তানি পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ ১২ লক্ষ টন। মূল্য ১০ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৬৭৫ লক্ষ টাকা।

২০। **ধনুস্কড়ী**—রামেশ্বরম দ্বীপে মানর উ ও পক প্রনালীর সংযোগ স্থলে সাউথ ইণ্ডিয়ান সীমায় অবস্থিত। সিংহলের তালাইমানার এখান ২১ মাইল প্রত্যহ ষ্টীমার যাতায়াত করে। বন্দরে জেটী আছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর খো এই সময় হইতেই এই বন্দরের দ্রুত উন্নতি

সিংহল যাত্রী এই বন্দর দিয়াই যাতায়াত করে। ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ৮২৩ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। এই বৎসর এই বন্দর হইতে ৩২০ লক্ষ টাকার পন্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। কফি, শুষ্ক ও নোনা মাছ, চাল, রবার, চা ও কাপড় রপ্তানী হয়। রেল, পোষ্টআফিস ও শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ এখানকার অধিবাসী। রামেশ্বরম দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে পাম্বাস বন্দর। এখানে আলোক স্তম্ভ (Light house) আছে। সমুদ্রের পরপারে মাণ্ডাপম বন্দর। এখানে সিংহল সরকারের স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী (Healthofficer) থাকেন; সিংহল যাত্রীদিগকে তাঁহার নিকট হইতে ছাড় পত্র লইয়া যাইতে হয়।

২১। **নেগাপট্টম**—তাঞ্জোর জেলার প্রধান বন্দর লোকসংখ্যা ৬০ হাজার। বন্দরে জেটী আছে। সাউৎ ইণ্ডিয়ান রেলের একটি শাখার শেষ সীমা। বন্দর পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছে। যে সকল স্থানে তামাকের আবাদ হয় সেই সকল স্থানের সহিত নদী ও নালা দিয়া এই বন্দরে মাল আমদনি হয়। ইহার উত্তরে ৫ মাইল দূরে নাগোর অবস্থিত। ইহা মুসলমানদের তীর্থ স্থান ইয়োরোপের মেল বাহি জাহাজ বোম্বাই হইতে সিঙ্গাপুর যাইবার কালে এইখানে নঙ্গর করে। বৎসরে প্রায় আড়াই শত জাহাজ এখানে নঙ্গর করে। এখান হইতে মার্শেলিস্ ও ত্রিয়েষ্ট সহরে চীনাবাদাম রপ্তানী হয়। পিনাঙ্গ, সিঙ্গাপুর ও কলম্বোতে রঙ্গিন কাপড়, তামাক সাকসব্জী রপ্তানী হয়। সিংহল ও ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটে চা ও রবার ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য বহু কুলী এই বন্দর হইতে রওনা হইয়া থাকে।

২২। **কারীকল**—নেগাপটমের ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ফরাসিদের অধিকৃত উপনিবেশ। আয়তন ৫৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬০ হাজার। কারিকল এই উপনিবেশের রাজধানী। আরাশালায় নদীর উত্তর তীরে মোহনা হইতে ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বন্দরে ১৪২ ফুট উচ্চ আলোকস্তম্ভ আছে। পেরালাম হইতে এখানে রেল আসিয়াছে। কারিকল ফরাসীদের অধীন হইলেও ফ্রান্সের সহিত কোন কারবার হয় না। এখান হইতে সিংহল এবং প্রণালী উপনিবেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি হয়।

২৩। **কুডালোর**—পন্দিচেরীর ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোক সংখ্যা ৫৬ হাজার। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের মান্দ্রাজ তুতিকোরীন লাইনের একটী ষ্টেসন। জেটী পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছে। উপকুল হইতে ১মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। এখানে আলোক স্তম্ভ আছে। এখান হইতে মার্শেলাসে চিনাবাদামের তেল, এবং সারের জন্য সিংহল ও জাভায় খৈল এবং প্রনালী উপনিবেশ সমূহে রঙ্গিন কাপড় রপ্তানি হয়। এখান হইতে উপকূলের বন্দরে পণ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্য উল্লেখযোগ্য নহে। বৎসরে প্রায় দুই শত জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে।

২৪। **পণ্ডিচেরী**—ফরাসি অধিকৃত ভারতের রাজধানী এখানে ফরাসী বড়লাট বাস করেন। করমণ্ডল উপকূলে এই বন্দর অবস্থিত। রেল রাস্তায় মান্দ্রাজ হইতে ১০ মাইল। লোক সংখ্যা ৪৭ হাজার ইলেক্ট্রিক লাইট ও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে। জেটী হইতে দুই তিন শত গজ দূরে জাহাজ নঙ্গর করে। এখানে বণিক সমিতি আছে। ফরাসী অধিকৃত এই স্থানের আয়তন ১১৫ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২॥০ লক্ষ। এখানে লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা আছে। চারিটী কাপড়ের কল আছে। এই কলে ১২ হাজার লোক কাজ করে। হাড় গুঁড়া করিবারও কল আছে। এই বন্দরটী ফরাসীদের হইলেও এখানের কলগুলা ইংরাজের তত্বাবধানে পরিচালিত। এই কলের কাপড় ফরাসী প্রণালী উপনিবেশ সমূহে রপ্তানী হয়। ষ্টাণ্ডার্ড তৈল কোং এবং এসিয়াটিক্ পেট্রলিয়াম কোংর তৈলের টাঙ্কী আছে। এখানে বরফ তৈয়ারীর কল আছে। সাউত ইণ্ডিয়ান রেলের একটী

শাখা লাইন এখান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পণ্ডিচারী কারিকল ও মাহি এই তিন বন্দরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য আমদানী হয় এবং ১২২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হয়। বৎসরে দুই শত জাহাজ পণ্ডিচেরিতে নঙ্গর করে। বিদেশ কি বৃটীশ ভারত হইতে এই বন্দরের আমদানী রপ্তানীর দ্রব্যের উপর কোন শুল্ক দিতে হয় না। পণ্ডিচেরী হইতে বৃটীশ রাজ্যে নানা পণ্য দ্রব্য আমদানী হয়। শুল্ক দিতে হয়। রেল ষ্টেসনে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের শুল্ক কর্ম্মচারী থাকেন।

২৫। মান্দ্রাজ—

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী। লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিমে ১০৩০ মাইল দূরে অবস্থিত বন্দরে ৬টী জেটী আছে মান্দ্রাজ ও সাউদার্ণ মারহাট্টা এবং সাউৎ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বাহির হইয়া এই প্রদেশে নানা জেলায় বিস্তৃত হইয়াছে। উভয় রেলই জেটি পর্য্যন্ত গিয়াছে। জাহাজ হইতে বরাবার একেবারে রেলে মাল বোঝাই দেওয়া হয়। পোর্টট্রষ্টের দ্বারা বন্দরের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। গভর্মেণ্টের ছয় জন এবং বালক সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত ৮জন সদস্য এবং সভাপতির সমবায়ে ট্রষ্ট গঠিত। বন্দরের দেনা ১৩৬ লক্ষ টাকা। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এই দেনা পরিশোধ হইবে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বন্দরের উন্নতির জন্য কল্পনা হইতেছে। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে এই বন্দরে ১৪৯৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানী এবং ১২৬২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হয়। এই বৎসরে বন্দরের আয় ১৯৬২ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১৪১৮ হাজার টাকা। বৎসরে ৫শত জাহাজ নঙ্গর করে। আমদানী দ্রব্য বস্ত্র, সুতা, ধাতুদ্রব্য, খনিজবিভিন্ন ধাতু (Ore) রেলের দ্রব্য যন্ত্রপাতি, কলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, চিনি মসলা, তৈল, লোহার দ্রব্য, পরিচ্ছদ। রপ্তানী দ্রব্য চামড়া, বীজ, তুলা, শস্য, দাল, কফি, চা, কাপড়, নারিকেল ছোবড়া, বিমলীপট্টম পটি এবং মসলা।

২৬। মছলিপট্টম—

কৃষ্ণানদীর মোহনার বদ্বীপে অবস্থিত প্রধান বন্দর। কলিকাতা মান্দ্রাজ রেলের বেজওয়াদা হইতে এক শাখা লাইন এখানে গিয়াছে। বন্দর হইতে ৫মাইল দূরে বড় জাহাজ নঙ্গর করে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ঝড়ে এই বন্দরের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখনও পুরণ হয় নাই। এই দুঃসময়ে তাহাদের বহু লোকক্ষয় হয়। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৪৪ হাজার। বৎসরে প্রায় ৩৫০ জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। রপ্তানী দ্রব্য দাল, চাউল, তুলার বীজ ও তিল।

# ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়

সকলেই জ্ঞাত আছেন কলিকাতায় এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাতে ভেজাল মিশান হয় না। ইহার প্রতিকার হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। যাঁহারা খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া থাকেন, তাঁহারা যে অপরাধী, এবং খরিদ্দারদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং উহাদের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কতগুলি ব্যবসায়ী ভেজাল দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি পাইয়াছে, নিম্নে আমরা তাহার একটা তালিকা প্রদান করিলাম।

## জানুয়ারি মাসের তালিকা।

| ব্যবসায়ীর নাম | ঠিকানা | ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্য | শাস্তি পাওয়ার তারিখ | জরিমানা |
|---|---|---|---|---|
| হীরামন সা | ২২-৪ কলাবাগান নিউ বস্তি রোড | সরিসার তৈল | ২-১-২৬ | ৬৲ টাকা |
| সতীশ চন্দ্র দে | ৫০ চাঁদনী চক ষ্ট্রীট | সাগু | ৩০-১-২৬ | ৮৲ ,, |
| বি বি দত্ত প্রভৃতি | ২২ চাঁদনী চক ষ্ট্রীট | চা | ৯-১-২৬ | ৫০৲ ,, |
| মহানন্দ দাস | ৩৮ ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট | সাগু | ১১-১-২৬ | ১০৲ ,, |
| বেহারী শা | ৫ ওয়াটারলু ষ্ট্রীট | ঘি | ২৩-১-২৬ | ২০৲ ,, |
| মঙ্গীলাল | ৬ হনুমানজী লেন | ঘি | ২৫-১-২৬ | ৫০৲ ,, |
| নন্দলাল ঘোষ<br>প্যাঁচুগোপাল ঘোষ | বৈঠকখানা বাজার | দুধ | ২৯-১-২৬ | ৩৫৲ |
| পান্নালাল শীল | ১৯ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট | ঘি | ৯-১-২৬ | ১০৲ |
| প্রসাদ চন্দ্র ঘোষ | ৬০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট | খোয়া ক্ষীর | ২৯-১-২৬ | ২০৲ |
| নেপালচন্দ্র ঘোষ | ১১৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট | মাখম | ১৫-১-২৬ | ২৫৲ |
| নবিবক্স | ৭ গ্যাস ষ্ট্রীট | ঘি | ২২-১-২৬ | ৩০৲ |
| অধর ঘোষ | ৯ আপার চিৎপুর | দুধ | ২৩-১-২৬ | ২৫৲ |
| পঞ্চানন ঘোষ | ঐ | দুধ | ৩০-১-২৬ | ২৫৲ |
| উপেন ঘোষ | ঐ | দুধ | ৩০-১-২৬ | ৩০৲ |
| হরিদাস ঘোষ | ঐ | দুধ | ২৩-১-২৬ | ১০৲ |
| অক্ষয়কুমার ঘোষ | ১৫৬।৫৮ বৌবাজার ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ৩০-১-২৬ | ৪০৲ |

## ফেব্রুয়ারি মাসের তালিকা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| রামদাস হালোয়াই | ১৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড | ঘি | ৬-২-২৬ | ২০৲ | „ |
| ভবতারণ দত্ত | ১১৪।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট | সান্টোমাইন | ৬-২-২৬ | ১৫৲ | „ |
| লক্ষণ ঘোষ } সতীশ ঘোষ | ৬১ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট | দুধ | ১৩-২-২৬ | ১০৲ | „ |
| সিউগোবিন্দ সা | ৪৩ উল্টাডিঙ্গি রোড | ঘি | ১৩-২-২৬ | ১০৲ | „ |
| রহিমুদ্দিন | ২২ কলাবাগান বস্তি | ঘি | ৫-২-২৬ | ২০৲ | „ |
| বৈকুণ্ঠ সাহু | ১৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট | ছানা | ... | ১৫০৲ | „ |

# গতবৎসরের ফসলের হিসাব

১৯২৪—২৫ সালে কি রকম ফসল হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে কিরূপ ফলিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সরকারী রিপোর্টের প্রকাশিত ফসলের আভাষ বা **crop forecast** ব্যবসায়ীর পক্ষে কত প্রয়োজনীয়।

| ফসল | কতটা স্থান চাষ করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। | কিন্তু কতটা স্থান প্রকৃত পক্ষে চাষ করা হইয়াছিল | কিরূপ ফসল হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল | বাস্তবিক পক্ষে কিরূপ ফসল ফলিয়াছিল |
|---|---|---|---|---|
| | একার | একার | | |
| পাট | ২৯২৬০০০ | ২৭৭০০০০ | ৭৮৫১০০০ গাঁট | ৮১২০০৯০ গাঁট |
| আঁক | ২৬৪৮০০০ | ২৫৩২০০০ | ২৯২৩০০০ টন | ২৫৪৮০০০ টন |
| তুলা | ২৭৮৩৫০০০ | ২৬৮০১০০০ | ৬০৫১০০০ গাঁট | ৬০৯১০০০ গাঁট |
| তিল | ৪৬৭৬০০০ | ৫১৩৮০০০ | ৩৬৩০০০ টন | ৫০১০০০ টন |
| চীনাবাদাম | ৩৮৮৬০০০ | ২৮৮৫০০০ | ১৯০৮০০০ টন | ১৪৮৫০০০ টন |
| চাল | ৮১৪৬১০০০ | ৪১৪৬৬০০০ | ৩০৩৫৭০০০ টন | ৩১০৮২০০০ টন |
| নীল | ১২৯২০০ | ৯৯৩০০ | ২৭০০০ হন্দর | ১৮৭০০০ হন্দর |
| রেড়ির বীজ | ১৩৬৫০০০ | ১৪০৯০০০ | ১৩৮০০০ টন | ১২৪০০০ টন |
| রাই ও সরিষা | ৩২৯৯০০০ | ৬৩৭৬০০০ | | ১১৭২০০০ টন |
| তিসি | ২৯১৮০০০ | ৩৬৯৫০০০ | | ৫৪১০০০ টন |
| গম | ২৯৭১১০০ | ৩১৭৯০০০ | | ৮৭০২০০০ টন |

# ব্যবসায়ের সন্ধান।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলাবাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাঙ্গলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী, অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত তাহা ব্যবসা ও বাণিজ্যের **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকেই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন" তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন তাহা লিখিবেন তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন তবে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

# ভারতীয়

## মৌচাকের মোম

( ০—৪৯৭ ) ভারতবর্ষের যে সকল ব্যবসায়ী মৌচাকের মোম সরবরাহ করিয়া থাকেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T.J.14.III)

## জ্যাম, পিকেল ইত্যাদি

( ০—৪৯৮ ) ভারতবর্ষে যে সকল পাইকার জ্যাম, পিকেল, ও ভিনিগার ক্রয় করিয়া থাকেন, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ডেরাডূনের জনৈক জ্যাম-ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. J. 18. III)

## যবের নাড়া

( ০—৪৯৯ ) যাঁহারা যবের নাড়া (Oaten Hay) ক্রয় করিতে চাহেন, রাজসাহী জিলার অন্তর্গত জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. J. I8. III)

## দস্তার গুঁড়া ও ছাই।

( ০—৫০০ ) যাঁহারা জিঙ্ক এ্যাস (Zink ashes) ও জিঙ্ক ডাষ্ট (Zink dust) সরবরাহ করিয়া থাকেন, কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. j. 18 III)

## হস্তীদন্ত

( পি—১৪ ) ভারত হইতে যাঁহারা হস্তীদন্ত রপ্তানী করিয়া থাকেন, কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

## ভেষজ বৃক্ষ ঔষধ ইত্যাদি

( পি—১৫ ) যাঁহারা ভেষজ গাছ গাছড়া, ঔষধ, ফুল এবং বীজের কারবার করেন, কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. j. 15 IY)

## চুম্বক

( পি—১৬ ) যাঁহারা চুম্বক সরবরাহ করিয়া থাকেন, কাশীর জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন ( T. j. 15 IV )

## বুন-ওচড়া

( পি—১৭ ) বুন-ওচড়া (Urena Locata) এক প্রকার বৃক্ষ। উহার ছাল হইতে টোয়াইণ দড়ি প্রস্তুত হয়। যাহারা বুন-ওচড়া কিনিতে চাহেন বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বন্দরা রাজ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন। T. j. 15 IV

## কাপড় কাচা সাবান

( পি—১৮ ) যাঁহারা কাপড় কাচা সাবান ক্রয় করিতে চাহেন, কলিকাতার জনৈকব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। T. J. 15 IV.

---

# বৈদেশিক

## সূতার কলের আবর্জ্জনা

( পি—১৯ ) যাঁহারা সূতার কলের cotton waste আবর্জ্জনা রপ্তানী করেন, নিউইয়র্কের অন্তর্গত ব্রুকলীনের এক কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। সীটিং (sheeting), তুর্কী তোয়ালে (Turkish towellings), ফ্লানেল ও লন (Lawn) প্রভৃতির আবর্জ্জনা ব্যতীত অন্যকোন আবর্জ্জনার দরকার নাই। (T. J. 15 IV)

## সূতা

( পি-২০ ) লণ্ডনের এক কারখানার শাখা কুনষ্টান্টিনোপল ও সালোনিকায় আছে। ভারতের যে সকল কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিযোগীতায় সূতা যোগাইতে পারিবেন, লণ্ডনের কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. J. 15 IV)

## ছোলা মটর ইত্যাদি

( পি-২১ ) ভারতে যাঁহারা করাচীর ছোলা, মটরাদির ( Karachi grams and pulses ) এবং কলিকাতার শুটি, মটরাদির ( Calcutta beans and peas ) রপ্তানীর কাজ করেন, লণ্ডনের এক কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T.J.15IV)

( পি-২২ ) লণ্ডনের এক কারখানার প্রধান মালিক (principal) শীঘ্রই ভারত পরিদর্শন করিবেন। উক্ত কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেন যে, ভারতে যাঁহারা পাট, পাটের জিনিষ ও তিসি রপ্তানীর কারবার করেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা যেন উক্ত কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। (T.J.15IV)

## তৈল ও খইল

( পি-২৩ )—লণ্ডনের এক কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে যাঁহারা রেড়ির তৈল, মালাবার মাছের তৈল ও বোম্বায়ের খইল সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন। ( T, J. 15, iv )

## গোল মরিচ

( পি-২৫ )—ভারতে যাঁহারা তেলিচেরি গোলমরিচের ( Tellicherry pepper ) রপ্তানীর কারবার করেন, লণ্ডনের এক কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। T. J. 15 iv )

## তৈলবীজ

( পি-২৪ )—তুলার বীচি, তিসি, সরিষা, তিল চীনা বাদাম, রেড়ির বীজএবং পোস্ত দানা প্রভৃতি যাঁহারা রপ্তানী করিয়া থাকেন, লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। ( T. J. 15. iv)

## সেনা পাতা

( পি-২৬ )—যাঁহারা সেনা পাতা ( Senna leaves ) রপ্তানী করিয়া থাকেন, মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত ব্রিজপোর্টের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। ( T. J. 15 iv )

---

## লিমন গ্রাস

( •—৫০১ ) দারজিলিং হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, যাঁহারা লিমন গ্রাস ( Lemon grass একরূপ সুগন্ধ তৃণ, ইহা হইতে গন্ধ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে), ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করুন। (T. J. 25. III.)

## কুমীর জাতীয় প্রাণীর চামড়া

( •—৫০২ ) দেশী প্রথায় ট্যান করা (bark tanned) কুমীর জাতীয় প্রাণীর চামড়া (Lizard skin) যাঁহারা যোগাইতে পারিবেন, বোম্বায়ের এক ফার্ম্ম তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 5. iii )

## তুলাজাত দ্রব্য

( •—৫০৩ ) যাঁহারা তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানী করিয়া থাকেন, আর্জেনটাইনের বুনো এয়ারের Buenos Aires ) এক ফার্ম্ম তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 25. iii )

# কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, মুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনে দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায় এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায় এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দরের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায় সে দুই চারি পয়সার মামূলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাষ পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি পয়সা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

### ক্যাপক ( সিমুল তুলা )

বাজারে মজুদ মাল এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী উভয়ই অল্প। দর চড়া। নূতন তুলার রপ্তানী পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। এপ্রিল হইতে জুনের মধ্যে ডেলিভারি দিবার জন্য দুইবার ধুনা ( Double ginned ) বীজহীন ক্যাপকের ১৬৫ পাউণ্ডের কাঁচা বেলের দর ৪৭৲ হইতে ৪৮৲ টাকা পর্য্যন্ত। এখানকার জন্য সাধারণ কোয়ালিটির কাঁচা দেড়মণী গাইট ১৭৲ হইতে ২০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। আকন্দ তুলা ও সিমুল তুলার বিশেষরূপ রপ্তানী হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এপ্রিল হইতে জুলায়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবার জন্য নূতন ক্যাপক স্বল্প পরিমাণে উপরি উক্ত দরে রপ্তানীর জন্য বিক্রয় করা হইতেছে।

### রবার

বাজার অত্যন্ত মন্দা। ক্রয় বিক্রয় আদৌ নাই। যে আসাম রবার তাড়াতাড়ি প্রেরণ করা যাইতে পারে, সেই রবারের কাঁচা বেলের বর্ত্তমান বাজার দর ১৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা। কিন্তু গুদাম হইতে মাল লইতে হইবে। বিলাতের বাজারও সুবিধার নয়। চা বাগানের এসর্টেড ( assorted মিশ্রিত ) বাজারের চাহিদা আদৌ নাই। এখানকার বাজারে ইয়োরোপ বা আমেরিকার খরিদ্দার আদৌ নাই। এখানকার জন্যেও যে বাজারে বেশী কেনা বেচা চলিতেছে, তাহাও নহে। বিলাতের বাজার দরের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। দর প্রত্যহই উঠা নামা করিতেছে।

### নারিকেলের ছোবড়া

খরিদ্দার নাই, কিন্তু বাজার একই ভাবে আছে। আড়তদারেরা শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। দর অত্যন্ত চড়া। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। মফঃস্বল হইতে যে মাল আসিতেছে, তাহার কোন স্থিরতা নাই—কখন কম আসিতেছে, কখন বেশী আসিতেছে, কখন বা আসিতেছে না। মজুদ মালের পরিমাণ অল্প এবং তাহা যোগান দেওয়ার পরিমাণও কম। ইয়োরোপ বা বাহিরের অন্য কোন স্থান হইতে মালের চাহিদা তেমন নাই। ৫ ও ৬ এক ব্রাণ্ডের উৎকৃষ্ট মাল মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে বাহিরে, বিশেষ ভাবে কেপের দিকে যাইতেছে। যে সকল দেশী খরিদ্দারের তাড়াতাড়ি প্রয়োজন, তাহাদের জন্য ২০০ পাউণ্ডের পাকা গাইট ৫৸০ হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ২৫০ পাউণ্ডের কাঁচা গাইটও বাজারে আছে, উহা রপ্তানী হয় না।

# তৈল

### রেড়ির তৈল

অত্যধিক মূল্যের জন্য খরিদ্দারের সংখ্যা অল্প। ঔষধাদিতে ব্যবহারের জন্য ১নং তৈল ২০৷৶০, মাঝারি ১৮৷৶০ হইতে ১৮৷৷৶০, সাধারণ ১৮৶০ দর। বড় পিপা বা টিনে দুই মণ তৈল ধরে। একমণ ও আধমণ পিপাও আছে, তবে তাহার দর মণ পিছু ৶০ আনা বেশী। পাঁচ গ্যালন লোহার পিপায় মাঝারি তৈলের দর ১১৸০, সাধারণ তৈলের ১১৶০ দর। বীজের দর চড়া এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কল পুরা দমে চলিতেছে না।

### সরিষার তৈল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী খুব বেশী নয়। দর চড়া। রপ্তানী পরিমিত। এখানকার

অন্য বিক্রয়ের দর ২২৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। রপ্তানীর দর ২৪৷৷৵০ হইতে ২৭৷৷৵০ পর্য্যন্ত। দুই মণ পিপা বা টিনে করিয়া রপ্তানী হয়। আধমন বা একমণ পিপাও পাওয়া যায়, মণ পিছু ১০ দর বেশী। দেশী কারখানার তৈলই সাধারণতঃ রপ্তানী হইয়া থাকে। সাহেবদের কারখানার তৈল ঔষধে ব্যবহারের জন্য এখানেই চড়া দরে বিক্রয় হয়।

## নারিকেল তৈল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী মাঝারি রকম। বাহির হইতে যে তৈল আসিতেছে, তাহার কোন ঠিক নাই, কখন কম আসিতেছে, কখন বেশী আসিতেছে, কখনবা আসিতেছে না। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ প্রচুর নহে। দর চড়া। বিদেশ হইতে উহার আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্য যে তৈল বিক্রয় হইতেছে, তাহার দর ২৪৲ টাকা হইতে ২৫৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত। রপ্তানীর দর ২৬৷৷৵০ হইতে ২৮৵ পর্য্যন্ত। রেড়ির বা সরিষার তৈল যে ভাবে টিনে বা পিপায় রক্ষিত হয়, ইহাও সেইভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। ছোট টিনের দর মণ করা ১০ আনা বেশী। কোচিন ও কলম্বোর তৈলের আমদানী প্রচুর নহে এবং উহা নিয়মিত আসে না। ভাল কোচিন তৈলের দর সব চেয়ে চড়া। কারবার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

## চীনা বাদামের তৈল

মজুদ এবং চাহিদা অল্প। মফঃস্বল হইতে তৈলের আমদানী নিয়মিত নহে। স্থানীয় উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ অল্প। দর চড়া। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দেশ হইতে উহার চাহিদা আদৌ নাই। এখানকার বাজার হইতে রপ্তানী একেবারে নাই। এখানে ২১৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকা দরে উহা বিক্রয় হইতেছে। এখানকার খুচরা ক্রেতাদের লইয়া বাজারে কেনা বেচা চলিতেছে।

## তিসির তৈল

চাহিদা অত্যন্ত অল্প। রপ্তানী বিক্রয় নাই বলিয়া প্রায় সকল দেশী কলই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাহেবদের কারখানার তৈলের রপ্তানীকারকেরা আস্তে আস্তে দর নামাইতেছে। গ্যালন প্রতি স্পেশাল পেল বয়েল্ড (special pale boiled) তৈলের দর ৩।৵০, পেল বয়েল্ড ৩৵০, ডবল বয়েল্ড ৩।০ এবং কাঁচা (raw) ২৸৵০ হইতে ২৸৶০ পর্য্যন্ত। ৪০ গ্যালন পিপা বা আরও বেশী মালের দর আরও কম। যোগান এবং মজুদ অল্প। উৎপন্নের পরিমাণ কমান হইতেছে। মাল কাটান ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

## তিল তৈল

দর অত্যন্ত চড়া। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। উহার আমদানী নিয়মিতভাবে হইতেছে না, রপ্তানীও বেশী হইতেছে না। এখানকার বাজার দর ২৪৲ টাকা হইতে ২৯৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় খুচরা ক্রেতারাই কেনা-বেচা করিতেছে। উৎকৃষ্ট তৈল সুগন্ধ তৈলের জন্য এবং ঔষধে ব্যবহার করিবার জন্য ক্রয় করা হয়।

# তৈলবীজ

## তিসি

রপ্তানী মৃদুমন্দ চলিতেছে। স্থানীয় কলগুলির জন্যই বেচা কেনা বেশী হইতেছে। রপ্তানীর জন্য নূতন দুই মণ বস্তায় ছোট দানার দর ৭/০ আনা। ইহাতে শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী ভেজাল থাকিবে না বলিয়া গ্যারিন্টি দেওয়া হয়। মাঝারি দানার দর মণ পিছু দুই আনা বেশী। তিসির কোয়ালিটির উন্নতি

হইতেছে। দর যদিও প্রত্যহই উঠা নামা করিতেছে, তাহা সত্ত্বেও দর চড়া।

### সরিষা

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী মাঝে মাঝে হইতেছে। ভেজালের গ্যারাণ্টি না দিয়া এখানকার জন্য ১০৲ টাকা হইতে ১১৲ টাকা দরে হলদে সরিষার বস্তা বিক্রয় হইতেছে। বাদামী রঙের সরিষার দর ৯৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা। রাই সরিষার দর ৮॥০ হইতে ৯॥০ টাকা সরিষার কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। হলদে সরিষার দরই অধিক।

### পোস্তদানা

বাজারে মজুদ এবং মফস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। রপ্তানী বেশী নহে। বিদেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না; দর ৯৲ টাকা হইতে ১১৲ টাকা পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ইয়োরোপে রপ্তানী করিবার জন্য শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী ভেজাল নাই এইরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া পোস্তদানার দর ১০৵আনা। নগদ দাম চাই। পোস্তর কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। স্থানীয় খুচরা ক্রেতারাই কেনা বেচা করিতেছে।

### তিল

বাজারে মজুদ এবং মফস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। রপ্তানীও অল্প। তিলের কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। বিদেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্য বস্তা পিছু ৭॥০ টাকা হইতে ১॥০ টাকা দরে তিল বিক্রয় হইতেছে। মান্দ্রাজ হইতে তিল অল্প পরিমাণে আসিতেছে। এখানকার খরিদ্দাররাই বাজার রাখিয়াছে।

### রেড়ীর বীজ

অল্পই রপ্তানী হইতেছে। বাজার মন্দা। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানীর পরিমাণ অল্প। দর চড়া। এখানকার জন্য বাংলা দেশের এবং যুক্তপ্রদেশের রেড়ির বীজ বিক্রয় হইতেছে—দর ৬॥০ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতে ভেজালের কোন রকম গ্যারাণ্টী দেওয়া হয় না। নগদ টাকা দিয়া গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। রেড়ীর কোয়ালিটি মন্দ নহে, কিন্তু বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। বিমলিপটম রেড়ীর বীজের দুই মণ বস্তার দর ১৬৲ টাকা।

# সার

## রেড়ির খইল

প্রতি মনের দর ৪৵ আনা হইতে ৪৵৮ আনা পর্য্যন্ত। রেল মাশুল সমেত দুই মণ বস্তার দর ১০৷০ হইতে ১০॥০ টাকা পর্য্যন্ত। গুঁড়া খইলের জন্য বস্তা পিছু ।০ আনা বেশী দর। সার বিক্রেতারা শত করা পাঁচ ছয়ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

### সরিষার খইল

প্রতি মণের বাজার দর ২৷৵০ হইতে ২৵০ পর্য্যন্ত। নূতন বস্তায় ভরা দুমণের দর বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সমেত ৬৲ টাকা হইতে ৬।০ আনা পর্য্যন্ত। সার বিক্রেতারা শত করা ৪।৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

### মহুয়ার খৈল

খোলা মহুয়া খৈলের বাজার দর ১।০ টাকা মণ। দুই মণ বস্তায় ভরা বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা দাম

সমেত ৩৮০ আনা। বাজারে অল্প পরিমাণ মহুয়ার খইল আছে।

## চিনাবাদামের খইল

বাজারে অল্প মজুত আছে। খোলা মালের দর ৩৷৹ হইতে ৩৷৵০ পর্য্যন্ত। বস্তার জন্য অতিরিক্ত।০ আনা ও রেল মাশুল সমেত দুই মন বস্তার দর ৭৮০ আনা। সার বিক্রেতারা শতকরা ৬৷৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## হাড়ের গুঁড়া

এক ইঞ্চিকে ৩২ ভাগ করিয়া তিনটি ভাগকে একত্রিত করিলে যত মোটা হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম চালুনিতে চালিয়া যে হাড়ের গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহার এবং এক ষোলভাগ করিয়া তাহার তিনটি ভাগ একত্রিত করিলে যত মোটা হয়, তদ্রূপ মোটা চালুনিতে চালিয়া যে হাড় পাওয়া যায়, তাহার বাজার দর টন প্রতি ( ১ টন = প্রায় ২৮ মণ ) ১০০৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। ৩/১৬ ও ৩/৩২ আনষ্টিমড় (3/16 and 3/32 nd unsteamed) হাড়ের গুঁড়া যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৯৭৲ টাকা। দুই হন্দর ব্যাগে করিয়া চালান দেওয়া হয়। ৩/১৬ গুঁড়া বাজারে নাই। শত করা ৪৷৹ ভাগ এমোনিয়া ও শত করা ৫০ হইতে ৫২ ভাগ ট্রাইবেসিক ফসফেট্‌ অব লাইম (Tribasic Phosphate of Lime) থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। চা বাগানের জন্য রেলে বা নদীগামী জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত হাড়ের গুড়ার (steamed bone meal) টন প্রতি দর ১২০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উহাতে শত করা ৩৷৹ হইতে চারভাগ নাইট্রোজেন ও ২০।২২ ভাগ ফসফোরিক এসিড থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। রেল মাশুল সমেত প্রতি টন বোন ডাষ্টের (Bone dust) দর ১০০৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা পর্য্যন্ত

## কৃত্রিম ও জৈবিক সার

ব্রিটীশ সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এমোনিয়া ফেডারেশন লিঃ সালফেট অব এমোনিয়া ২ হন্দর ব্যাগে ভরা একটনের দর ১৯৬৲ টাকা। শত করা ২০।২৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারান্টী দেওয়া হয়। নাইট্রেট অব সোডায় শত করা ১৫।১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। রেল মাশুল সমেত টন প্রতি দর ২১০৲ টাকা; ফিস গুয়ানো বা পচা মাছের সারের প্রতি টনের দর ১৬৫৲ টাকা হইতে ১৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত। উহাতে শত করা ৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৮ ভাগ ফসফোরিক এসিড থাকার গ্যারান্টী দেওয়া হয়। বেসিক স্লাগে শতকরা ১৬ হইতে ১৭ ভাগ ফসফোরিক এসিড থাকে। রেলে বা জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ৮০ টাকা টন। রেলে বা জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত সিঙ্গল সুপারফস্‌ফেটের এক টনের দর ৯০৲ টাকা হইতে ৯৫৲ টাকা। ডবল সুপার ফস্‌ফেটে ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ ফসফোরিক এসিড থাকার গ্যারান্টী দেওয়া হয়। উহার প্রতি টনের দর ১৮০৲ টাকা হইতে ১৮৫৲ টাকা। মিউরিয়েট অব পটাশ ( শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ আছে ) রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত ১৩৫৲টন। সালফেট অব পটাশ ( শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ আছে ) রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ১৮০ টাকা টন। সিলভিনাইট [ শতকরা ২০ ভাগ পটাশ আছে ] রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত ৯০ টাকা টন। নাইট্রেট অব পটাশ ৯৷৹ হইতে ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩০।৩৫ ভাগ পটাশ আছে। রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ২৩৫ টাকা টন।

## গম

রপ্তানী অল্প। বাজারে মজুদ ও মফঃস্বল হইতে অমদানী অল্প। দড় চড়া। এখানকার জন্য থলের ওজন সমেত গমের দর প্রতি মণ ৫৷৹ টাকা হইতে ৭৲ টাকা

গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ১০০ মণ গমে ২॥০ মণের বেশী ভেজাল দেওয়া নাই এইরূপ গ্যারান্টী দেওয়া ২নং ক্লাব হুইটের দর ৬।০ আনা হইতে ৬॥০ পর্য্যন্ত। স্থানীয় চাহিদাতেই বাজার বেশ চলিতেছে।

## সাদা মটর

বাজারে মজুদ খুব বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী অল্প। এখানে বিক্রয়ের জন্য বস্তাবন্দী মটর ৪॥০ টাকা হইতে ৫।০ টাকা মণ দরে হাত ফেরতা হইতেছে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারান্টি দেওয়া হয় না, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। রপ্তানীর জন্য ১০০ মনে পাঁচ মনের বেশী ভেজাল থাকিবে না এইরূপ গ্যারান্টিযুক্ত মটর জাহাজের ডেকে পৌছাইয়া দেওয়ার খরচ সমেত দর ৪॥৵০ হইতে ৪৸০ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা প্রয়োজন মত ক্রয় করিতেছে। নূতন ফসলের কোয়ালিটি ভাল, বাহির হইতে চাহিদা নাই।

## কাঁচা মটর

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অত্যন্ত অল্প। দর চড়া। রপ্তানী নাই বলিলেও হয়। এখানকার জন্য ৩॥৵০ হইতে ৪৲ টাকা মন দরে উহা বিক্রয় হইতেছে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারান্টি দেওয়া হয় না, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। কোয়ালিটি সন্তোষ জনক নহে, বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানীর জন্য ডকে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত ১০০ মনে পাচ মণ ভেজাল দেওয়া মালের দর ৩৸৵০ হইতে ৩৸৶০ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই।

## খেঁসারি মটর

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। এখানকার জন্য উহা ৩।০ হইতে ৪।০ বস্তা বিক্রয় হইতেছে। উহাতে ভেজালের কোনরূপ গ্যারান্টি দেওয়া নাই। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ডকে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত খেঁসারির দর ৩৸৵০ হইতে ৪৲ টাকা। কোয়ালিটি খারাপ। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই।

## কুলত্থ কলাই

বাজার মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় একেবারে নাই। এখানকার জন্যও কেনা বেচা অল্প হইতেছে। দর ২॥৵০ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। ভেজালের জন্য কোনরূপ গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। বিদেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই।

## যব

দর চড়া। বাহির হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানী বিক্রয় নাই বলিলেও হয়। ভেজালের গ্যারান্টি দেওয়া নয়, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা। ইউরোপে রপ্তানী করিবার জন্য ১০০ মণে পাঁচ মণ ভেজাল দেওয়া যবের দর ৪॥০ হইতে ৪॥৵০ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা রীতিমত ক্রয় করিতেছে। যাহারা রপ্তানী করে, তাহাদের মন্দা যাইতেছে।

## মসুর কড়াই

রপ্তানী বিক্রয় মন্দা। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নাই। কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। গ্যারান্টি না দেওয়া মাল এখানকার বিক্রয়ের জন্য ৪৸০ হইতে ৬৲ টাকা দরে হাত ফেরতা হইতেছে। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে লইবে। রপ্তানী বিক্রয়য়র জন্য ডকে পৌছাইয়া দেওয়ার খরচ সমেত নগদ দাম ৫॥৵০ হইতে ৫৸০ পর্য্যন্ত। স্থানীয় ব্যবসাদারেরা বেশ মাল কিনিতেছে।

## অড়হর কড়াই

রপ্তানী বিক্রয় অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল

হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়, গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৪৸৹ হইতে ৫।৶৹ পর্য্যন্ত। কোয়ালিটি ভাল নহে। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই বাজার রাখিয়াছে।

## মটর

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী মন্দা। এখানকার বিক্রয়ের জন্য ভেজালের গ্যারাণ্টি না দেওয়া মালের দর ৩৸৹ আনা হইতে ৪৸৹ আনা পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে নগদ মাল খালাস লইতে হইবে। ইয়োরোপে রপ্তানীর জন্য ২০০ মণে ১০ মণ ভেজাল দেওয়ার গ্যারাণ্টিযুক্ত মালের ডকে তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত দর ৪৶৹ হইতে ৪।৹ পর্য্যন্ত; কোয়ালিটি পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে বিদেশ হইতে চাহিদা নাই, এখানকার জন্যই মাল কেনা হইতেছে।

## ছোলা

চাহিদা অল্প। দর চড়া। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানী অল্প। এখানকার জন্য যে মাল বিক্রয় হইতেছে, তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ৫॥৹ হইতে ৬॥৹ পর্য্যন্ত। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। কোয়ালিটি খারাপ। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই ক্রয় করিতেছে।

## ভুট্টা

দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় বেশী নাই। এখানকার বিক্রয়ের জন্য দর ৩॥৶৹ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। উহাতে ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না। নগদ গুদাম হইতে খালাস লইতে হইবে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। যাহারা আটা-ময়দা প্রস্তুত করে, তাহারাই উহার প্রধান ক্রেতা। রেঙ্গুনের ভুট্টার আমদানী এবং বাজারে মজুদ অল্প।

## ডাল

রপ্তানী বিক্রয় বেশী নয়। কোয়ালিটি সুবিধার নয়। দর চড়া। এখানকার জন্য মাল নগদ দামে গুদাম হইতে নিম্নলিখিত মূল্যে ডেলিভারী দেওয়া হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং ভারতের বাহিরে যে সকল স্থানে কুলি উপনিবেশ আছে, সেখানে ডাল বেশী রপ্তানী হইতেছে। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই মাল ক্রয় করিতেছে।

# নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ।

এই অধ্যায়ে ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা সংবাদ ডাইরেক্টরীর ন্যায় আমরা প্রতিমাসে প্রকাশ করিব। এই সংবাদ গুলি প্রতিমাসেই মুদ্রিত থাকিবে যাহাতে হঠাৎ কোনও বিষয় জানিবার দরকার হইলে গ্রাহকদিগকে আবার পুরাতন সংখ্যার কাগজ হাতড়াইয়া বেড়াইতে না হয়। যদি আর কোনও নূতন জ্ঞাতব্য সংবাদ এই অধ্যায়ে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় এবং দরকার বলিয়া কোনও গ্রাহকের মনে হয় তবে তাঁহার বা তাঁহাদিগের আইডিয়া এবং মনোগত ভাব আমাদিগকে জানাইলে সে বিষয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ মনোযোগী হইতে পারি। আশাকরি গ্রাহকগণ এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

# বর্ত্তমান বৎসরের পর্ব্বদিন এবং তদুপলক্ষে আফিস বন্ধের তালিকা

## হিন্দু পর্ব্বদিন।

| পর্ব্বের নাম | বাংলা তারিখ | ইংরাজী তারিখ | বার | গবণমেণ্ট আফিস | কলিকাতা | | মফঃস্বল | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | হাইকোর্ট | স্মল কজেস্ কোর্ট | দেওয়ানী আদালত | ফৌজদারী আদালত |
| দশহরা | : আষাঢ় | ২০ জুন | রবিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| অম্বুবাচী | ৬ আষাঢ় | ২১ জুন | সোমবার | ০ | ১ | ০ | . | ০ |
| স্নানযাত্রা | ১০ আষাঢ় | ২৫ জুন | শুক্রবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| রথযাত্রা | ২৭ আষাঢ় | ১২ জুলাই | সোমবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| পুনর্যাত্রা | ৪ শ্রাবণ | ২০ জুলাই | মঙ্গলবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| ঝুলনযাত্রা | ২রা ভাদ্র | ১৯ আগষ্ট | বৃহস্পতিবার | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ |
| রাখী পূর্ণিমা | ৬ ভাদ্র | ২৩ আগষ্ট | সোমবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| জন্মাষ্টমী | ১৩ ভাদ্র | ৩০ আগষ্ট | সোমবার | ১ | ২ | ২ | ২ | ১ |
| মহালয়া | ১৯ আশ্বিন | ৬ অক্টোবর | বুধবার | ১ | ৬০ | ৩৩ | ৩৩ | ১ |
| দুর্গোৎসব | ২৬ আশ্বিন | ১৩ অক্টোবর | বুধবার | ১২ | অন্তর্গত | অন্তর্গত | অন্তর্গত | ১২ |
| লক্ষ্মীপূজা (কোজাগর) | ৩ কার্ত্তিক | ২০ অক্টোবর | বুধবার | অন্তর্গত | ,, | ,, | ,, | অন্তর্গত ২ |
| শ্যামাপূজা | ১৮ কার্ত্তিক | ৪ নভেম্বর | বৃহস্পতিবার | ১ | ,, | ,, | ,, | |
| ভ্রাতৃদ্বিতীয়া | ২১ কার্ত্তিক | ৭ নভেম্বর | রবিবার | ০ | ,, | ,, | ,, | ০ |
| জগদ্ধাত্রীপূজা | ২৮ কার্ত্তিক | ১৪ নভেম্বর | রবিবার | ১ | ,, | ১ | ১ | ১ |
| কার্ত্তিকপূজা | ৩০ কার্ত্তিক | ১৬ নভেম্বর | মঙ্গলবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| রাসযাত্রা | ৩ অগ্রহায়ণ | ১৯ নভেম্বর | শুক্রবার | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ |
| শ্রীপঞ্চমী | ২৩ মাঘ | ৬ ফেব্রুয়ারী | রবিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| শিবরাত্রি | ১৮ ফাল্গুন | ২ মার্চ্চ | বুধবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| দোলযাত্রা | ৪ চৈত্র | ১৮ মার্চ্চ | শুক্রবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| চড়ক পূজা | ৩০ চৈত্র | ১৩ এপ্রিল | বুধবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |

## ইংরাজী পর্ব্বদিন।

| পর্ব্বের নাম | বাংলা তারিখ | ইংরাজী তারিখ | বার | গবণমেণ্ট আফিস | হাইকোর্ট | স্মল কজেস্ কোর্ট | দেওয়ানী আদালত | ফৌজদারী আদালত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এম্পারাস বার্থডে | ২০ জ্যৈষ্ঠ | ৩ জুন | বৃহস্পতিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| দরবারডে | ২৬ অগ্রহায়ণ | ১২ ডিসেম্বর | রবিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| খ্রীষ্টমাসডে | ১০ পৌষ | ২৫ ডিসেম্বর | শনিবার | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ |
| নিউইয়ারস ডে | ১৭ পৌষ | ১লা জানুয়ারী | শনিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |

## মুসলমানী পর্ব্বদিন।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইদল্‌ফেতর্‌ | ২ বৈশাখ | ১৫ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ইদুজ্জোহা | ৭ আষাঢ় | ২২ জুন | মঙ্গলবার | ১ | ২ | ২ | ২ | ১ |
| মহরম্‌ | ৫ শ্রাবণ | ২১ জুলাই | বধবার | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| আখেরিচাহার্‌ | ২২ ভাদ্র | ৮ সেপ্টেম্বর | বুধবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ফাতেহাদোয়াজ | ৪ আশ্বিন | ২১ সেপ্টেম্বর | মঙ্গলবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| সবেরাৎ | ৫ ফাল্গুন | ১৭ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ইদল্‌ফেতর্‌ | ২১ চৈত্র | ৪ এপ্রেল | সোমবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |

**পোষ্টাফিস বন্ধ**—রবিবার, খ্রীষ্টমাসডে, নিউইয়ার্স ডে, এম্পারার্স বার্থডে, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, স্বরস্বতীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তি, ইদল্‌ফেতর্‌, ইদুজ্জোহা।

# বৌদ্ধদিগের পর্ব্বদিন।

### মহামুনিমেলা বিষুবসংক্রান্তি চৈত্র

বুদ্ধদেবের জন্মমহোৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রতারম্ভ বা বর্ষমাস আষাঢ়ী পূর্ণিমা ৯ই শ্রাবণ। ঐ ব্রত সমাপন আশ্বিনী পূর্ণিমা ৪ঠা কার্ত্তিক। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ কার্ত্তিকী অমাবস্যা ১৯শে কার্ত্তিক। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সুত্রপাঠ মাঘীপূর্ণিমা ৪ঠা ফাল্গুন।

# জৈনদিগের পর্ব্বের তালিকা।

বৈশাখ—শুক্লাতৃতীয়া—অক্ষয়তৃতীয়া।

জ্যৈষ্ঠ—শুক্লাপঞ্চমী—শ্রুতপঞ্চমী।

আষাঢ়—শুক্লাষ্টমী—অষ্টাহ্নিকা ব্রতারম্ভ, চতুর্দ্দশী—চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ, পূর্ণিমা ঐ—অষ্টাহ্নিকা পূর্ণ।

শ্রাবণ—শুক্লাসপ্তমী—মুকুটসপ্তমী ব্রত, দশমী—অক্ষয় দশমী ব্রত, পূর্ণিমা—রাখীবন্ধন।

ভাদ্র—শুক্লাপ্রতিপদ—লব্ধিবিধান ব্রত, তৃতীয়া—জিন চতুর্ব্বিংশ ব্রত, চতুর্থী—দশ লক্ষণ বা পর্য্যুষণ পর্ব্বারম্ভ, পঞ্চমী—পঞ্চমেরু স্থাপন, পুষ্পাঞ্জলী ব্রতারম্ভ, ঋষি পঞ্চমী, সপ্তমী—নির্দ্দোষ সপ্তমী, নবমী—পঞ্চমেরু বিসর্জ্জন, পুষ্পাঞ্জলি ব্রতপূর্ণ, দশমী—সুগন্ধ দশমী ব্রত, অনন্ত ব্রতারম্ভ, দ্বাদশী—রত্নত্রয় ব্রতারম্ভ, অনন্ত চতুর্দ্দশী, দশলক্ষণ ব্রত পূর্ণ,

আশ্বিন—কৃষ্ণা প্রতিপদ ষোড়শ কারণ ব্রত পূর্ণ জলযাত্রাবিধান, উত্তম ক্ষমা বনী দিন, শুক্লা প্রতিপদ—নবরাত্রি আরম্ভ, নবমী—নবরাত্রি পূর্ণ।

কার্ত্তিক—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিশেষে মহাবীর নির্ব্বাণোৎসব, অমাবস্যা—নির্ব্বাণ লক্ষ্মীপূজা, শুক্লাপঞ্চমী—জ্ঞানপঞ্চমী, অষ্টমী—অষ্টাহ্নিকা প্রারম্ভ, চতুর্দ্দশী—চাতুর্ম্মাস পূর্ণ, পূর্ণিমা—অষ্টাহ্নিকা পূর্ণ, রথযাত্রা ( এই দিন কলিকাতায় পরেশনাথের মিছিল বাহির হয়। )

পৌষ—কৃষ্ণাদশমী—পার্শ্বনাথ জন্মোৎসব।

মাঘ—কৃষ্ণা একাদশী আদিনাথের মোক্ষগমন।

ফাল্গুন—শুক্লাষ্টমী—অষ্টাহ্নিকা প্রারম্ভ, পুর্ণিমা—অষ্টাহ্নিকা পূর্ণ।

চৈত্র—কৃষ্ণানবমী—আদিনাথের জন্মোৎসব, শুক্লাত্রয়োদশী—মহাবীর জয়ন্তী বা মহাবীরের জন্মোৎসব।

# শিখদিগের পর্ব্বদিন।

শ্রীশ্রী৺গুরু নানকের ( ১ম গুরু ) জন্মোৎসব কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ৩রা অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রী৺গুরুগোবিন্দ সিংহের ( ১০ম গুরু ) পাটনা সহর হরমন্দিরে জন্মোৎসব পৌষী শুক্লাসপ্তমী ২৬শে পৌষ

# বর্ত্তমান বৎসরে যে যে দিন গঙ্গাস্নানের যোগ আছে তাহার তালিকা।

৭ই বৈশাখ অশোকাষ্টমী।

২৮শে বৈশাখ গোসহস্রীগঙ্গাস্নানাৎ সহস্র গোদানতুল্যফলং।

৪ঠা আষাঢ় হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং দশজন্মাজ্জিতদশবিধপাপক্ষয়ফলং।

৫ই আষাঢ় দশহরা দশবিধপাপক্ষয়ফলং।

৩১শে মহালয়া।

২৩শে শ্রাবণ ব্যতীপাতযোগে গঙ্গাস্নানাৎ ত্রিকোটীকুলোদ্ধারফলং।

২১শে ভাদ্র গোসহস্রী গঙ্গাস্নানাৎ সহস্রগোদানতুল্যফলং।

১৮ই আশ্বিন গোসহস্রী গঙ্গাস্নানাৎ সহস্রগোদানতুল্যফলং।

৪ঠা অগ্রহায়ণ রোহিনীযুক্তপ্রতিপদ।

১৮ই মাঘ গোসহস্রী গঙ্গাস্নানাৎ সহস্রগোদানতুল্যফলং।

২৫শে মাকরী সপ্তমী।

৩০শে ফাল্গুন গোবিন্দদ্বাদশী গঙ্গাস্নানাৎ মহাপাতকপাপক্ষয়ফলং।

১৭ই চৈত্র বারুণী গঙ্গাস্নানাৎ বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনস্নানজন্যফলসমফলং

২৬শে অশোকাষ্টমী।

# বর্ত্তমান বৎসরে যে যে দিন একাদশীর উপবাস করিতে হইবে তাহার তালিকা।

বৈশাখ ১০।২৫, জ্যৈষ্ঠ ৯।২৩, আষাঢ় ৭।২১, শ্রাবণ ৫।১৯, ভাদ্র, ২।১৬,আশ্বিন ১।১৫,কার্ত্তিক ১৫।৩০,অগ্রহায়ণ ১৫।২৯, পৌষ ১৫।২৯, মাঘ ১৫।২৯ ফাল্গুন ১৬।৩০, চৈত্র ১৫।২৯।

গোস্বামীমতে ঃ—১১ই বৈশাখ পক্ষবর্দ্ধিনীমহাদ্বাদশী ব্রত। ৭ই আষাঢ় নির্জ্জলৈকাদশ্যুপবাসঃ। ৩রা ভাদ্র একাদশীর উপবাস। ১৬শে পৌষ একাদশী ও জয়ন্তী মহাদশীর উপবাস।

# দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব।

**এই টেবিলের সাহায্যে অতি সহজে দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব করা যায়।**

| মাসিক বেতন। | ২৮ দিনের হিসাবে। | ৩০ দিনের হিসাবে। | ৩১ দিনের হিসাবে। |
|---|---|---|---|
| টাকা | টা—আ—পাই | টা—আ—পাই | টা—আ—পাই |
| ১ | ৭ | ৬ | ৬ |
| ২ | ১—২ | ১—১ | ১—০ |
| ৩ | ১—৯ | ১—৭ | ১—৭ |
| ৪ | ২—৩ | ২—২ | ২—১ |
| ৫ | ২—১০ | ২—৮ | ২—৭ |
| ৬ | ৩—৫ | ৩—২ | ৩—১ |
| ৭ | ৪—০ | ৩—৯ | ৩—৭ |
| ৮ | ৪—৭ | ৪—৩ | ৪—২ |
| ৯ | ৫—২ | ৪—১০ | ৪—৮ |
| ১০ | ৫—৯ | ৫—৪ | ৫—২ |
| ২০ | ১১—৫ | ১০—৮ | ১০—৪ |
| ৩০ | ১— ১—২ | ১—০—০ | ১৫—৬ |
| ৪০ | ১— ৬—১০ | ১—৫—৪ | ১— ৪—৮ |
| ৫০ | ১—১২—৭ | ১—১০—৮ | ১— ৯—১ |
| ৬০ | ২— ২—৩ | ২—০—০ | ১—১৫—৬ |
| ৭০ | ২— ৮—০ | ২—৫—৪ | ২— ৪—২ |
| ৮০ | ২—১৩—৯ | | ২— ৯—৩ |
| ৯০ | ৩— ৩—৫ | ৩ | ২—১৪—৫ |
| ১০০ | ৩— ৯—২ | ৩— ৫—৪ | ৩— ৩—৭ |

## কলিকাতার এবং হাবড়ার পারে গঙ্গার ঘাট সমূহের তালিকা।

যাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে নৌকাপথে মাল আমদানী রপ্তানি করিতে হয়। এই জন্য কলিকাতা এবং হাবড়ার পারে যতগুলি ঘাট আছে তাহার সন্ধান রাখা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে অনেক সময়ে বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে। আমরা এইখানে সমুদয় ঘাটের তালিকা প্রকাশ করিলাম। আশা করি, কারবারীদিগের ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে।

# কলিকাতায় গঙ্গার ঘাট সকল

**উত্তর দিক হইতে বরাবর দক্ষিণে কাশীপুর**—হরিপোদ্দারের ঘাট, বাঁশতলা ঘাট, রাণী হেমলতা ঘাট, সর্ব্বমঙ্গলা ঘাট, চৌধুরী ঘাট, রতন বাবুর ঘাট।

**কলিকাতা**—দেবীপ্রসাদ ঘাট, বাগবাজার ঘাট, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ঘাট, রাজা নবকৃষ্ণ ঘাট, অন্নপূর্ণা ঘাট, ঠাকুরবাড়ী ঘাট, রসিক নিয়োগী ঘাট, গোলাবাড়ী ঘাট, কাশীমিত্রের ঘাট, রাজাঘাট, কুমারটুলি ঘাট, পোর্টকমিশনারের ফেরি ঘাট, চাঁপাতলা ঘাট, রথতলা ঘাট, শোভাবাজার ঘাট, মহান্তনী ঘাট, বেণিয়াটোলা ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, কলিকাতা ষ্টিমনেভিগেশন কোংর শান্তিপুর লাইনের এবং পোটকমিশনারের ফেরিঘাটের জেটি, মাণিকবসুর ঘাট, নিমতলা ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট, মীরবহর ঘাট, লাহা ঘাট (কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য) শ্রাদ্ধঘাট, মল্লিক ঘাট, গোয়েঙ্কা ঘাট, চটুলাল ঘাট, (পাকাঘাট) এখানে হাওড়া ব্রিজ।

**ব্রিজের দক্ষিণে**—আর্ম্মানি ঘাট, এখানে কাছার সুন্দরবন লাইনের এবং কলিকাতা ষ্টিমন্যাভিগেশন কোম্পানীর জেটি ও বি, এন,রেলের মালগুদাম, মতিলাল শীল ঘাট, ১নং হইতে ১৮নং পর্য্যন্ত বিলাতী মালের জেটি, কয়লাঘাট, (এখানে রেঙ্গুনের ষ্টীমার ছাড়ে) কাপলিন ঘাট, বাবুঘাট, চাঁদপাল ঘাট, (এখানে পোর্ট কমিশনারের রাজগঞ্জ ষ্টীমারের জেটি) আউটরাম ঘাট, পানীঘাট, প্রিন্সেপস্ ঘাট, বালুঘাট, তক্তাঘাট।

**ভবানীপুর**—অঘোর দত্ত ঘাট, ব্যানার্জ্জি ঘাট, দেবনারায়ণ ব্যানার্জ্জি ঘাট, মহিলা ঘাট, আগরওয়ালা ঘাট, কালীমন্দির ঘাট, শেঠঘাট, প্রসন্নময়ী ঘাট, নেপাল ভট্টাচার্য্য ঘাট, মহীশূর রাজঘাট, ক্ষীরোদমিত্র ঘাট, মণ্ডলঘাট, রাধামোহন ঘাট, মাধবঘাট, মদনপাল ঘাট, উপেন্দ্র ঘোষ ঘাট, গোলকগয়া ঘাট, গিরীশ ব্যানার্জ্জি ঘাট, চৌধুরীঘাট, রাণী রাসমণি ঘাট, ত্রিগুণেশ্বর ঘাট।

## হাবড়ার পারে গঙ্গার ঘাট সকল।

**উত্তরদিক হইতে**—ভোটবাগান ঘাট, ব্যানার্জ্জির ঘাট, বঙ্কিম জমিদার ঘাট, বান্ধা ঘাট, মড়াপোড়া ঘাট, মুদির ঘাট, ছাতুবাবুর ঘাট, চাউলপটি ঘাট, কয়লা ঘাট, গোলাবাড়ী ঘাট, লবণগোলা ঘাট, (এখানে হাওড়ার পুল) চাঁদমারি ঘাট, তেলকল ঘাট, মল্লিক ঘাট, চিন্তামণি ঘাট, রামকৃষ্ণপুর ঘাট, বাঁশতলা ঘাট, কাউস ঘাট, কেওড়াপাড়া ঘাট, শিবপুর জগৎ বন্দ্যোর ঘাট, বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘাট।

# কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গায় জোয়ার ভাটার সময় নির্ণয়।

যাঁহাদের নৌকায় সর্ব্বদা মালপত্রাদি আনা নেওয়া করিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সংবাদগুলি কাজে লাগিতে পারে।

| তিথি | জোয়ার আরম্ভ | | | | ভাঁটা আরম্ভ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | দিবা | | রাত্রি | | দিবা | | রাত্রি | |
| | ঘ | মি | ঘ | মি | ঘ | মি | ঘ | মি |
| দশমী | ৬ | ৮ | ৬ | ১৩ | ১০ | ৫৮ | ১১ | ৩ |
| একাদশী | ৬ | ৫৬ | ৭ | ১ | ১১ | ৪৬ | ১১ | ৫১ |
| দ্বাদশী | ৭ | ৪৪ | ৭ | ৪৯ | ১২ | ৩৪ | ১২ | ৩৯ |
| ত্রয়োদশী | ৮ | ৩২ | ৮ | ৩৭ | ১ | ২২ | ১ | ২৭ |
| চতুর্দ্দশী | ৯ | ২০ | ৯ | ২৫ | ২ | ১০ | ২ | ১৫ |
| পূর্ণিমা, অমাবস্যা | ১০ | ৮ | ১০ | ১৩ | ২ | ৫৮ | ৩ | ৩ |
| প্রতিপদ | ১০ | ৫৬ | ১১ | ১ | ৩ | ৪৬ | ৩ | ৫১ |
| দ্বিতীয়া | ১১ | ৪৪ | ১১ | ৪৯ | ৪ | ৩৪ | ৪ | ৩৯ |
| তৃতীয়া | ১২ | ৩২ | ১২ | ৩৭ | ৫ | ২২ | ৫ | ২৭ |
| চতুর্থী | ১ | ২০ | ১ | ২৫ | ৬ | ১০ | ৬ | ১৫ |
| পঞ্চমী | ২ | ৮ | ২ | ১৩ | ৬ | ৫৮ | ৭ | ৩ |
| ষষ্ঠী | ২ | ৫৬ | ৩ | ১ | ৭ | ৪৬ | ৭ | ৫১ |
| সপ্তমী | ৩ | ৪৪ | ৩ | ৪৯ | ৮ | ৩৪ | ৮ | ৩৯ |
| অষ্টমী | ৪ | ৩২ | ৪ | ৩৭ | ৯ | ২২ | ৯ | ২৭ |
| নবমী | ৫ | ২০ | ৫ | ২৫ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৫ |

# ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের বাজার প্রচলিত মাপ

যাঁহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মাপ কোথায় কিরূপ প্রচলিত এবং ইংরেজী মাপের সহিত বাংলা মাপের পরিমাণ কি এই সকল বিষয় লইয়া অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়। এই জন্য আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রত্যেক সংখ্যায় নানা জিনিষের প্রচলিত মাপ কি তাহা স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত রাখিয়া দিব। যে কোনও মাসের কাগজ দেখিলেই এই সকল মাপের বিষয় গ্রাহকেরা জানিতে পারিবেন।

## কাপড়ের মাপ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ যবে | বা | ৸০ ইঃ | ১ অঙ্গুলি |
| ৩ অঙ্গুলিতে | বা | ২।০ ইঃ | ১ গিরা |
| ৮ গিরাতে | বা | ১৮ ইঃ | ১ হাত |
| ২ হাতে | বা | ৩৬ ইঃ | ১ গজ |
| ১॥ ফিটে | বা | ১৮ ইঃ | ১ হাত |
| ৩ ফিটে | | | ১ গজ |

বহুস্থানে ২৪ ইঞ্চিতেও গজ হয়।

## ঐ প্রকারান্তর।

| | |
|---|---|
| ৩ দীর্ঘ যবে | ১ বুরুল |
| ১২ বুরুলে | ১ ফুট |

## বাজার ওজনের প্রণালী।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ সিকিতে | | | ১ কাঁচ্চা ৴৫ |
| ৫ কাঁচ্চায় | | | ১ ছটাক ৴০ |
| ৪ ছটাকে | বা | ২০ তোলায় | ১ পোয়া ৴।০ |
| ৪ পোয়ায় | | | ১ সের ৴১ |
| ৫ সেরে | | | ১ পশুরি ৴৫ |
| ৮ পশুরিতে | | | ১ মণ ১৴০ |

## কলিকাতায় চাউল মাপিবার প্রণালী।

| | |
|---|---|
| ৫ ছটাকে | ১ কুণিকা |
| ৪ কুণিকাতে | ১ রেক |
| ৪ রেকে | ১ পালি |
| ৮ পালিতে | ১ মণ |

## ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

| | |
|---|---|
| ৪ ফার্দ্দিংএ | ১ পেনি |
| ১২ পেন্সে (পেনিতে) | ১ শিলিং |
| ২ শিলিংএ | ১ ফ্লোরিণ |
| শিলিংএ | ১ ক্রাউন |
| ২০ শিলিংএ | ১ পাউণ্ড |
| ২১ শিলিংএ | ১ গিনি |
| ২৭ শিলিংএ | ১ মইডোর |

## ধান্যাদি মাপিবার প্রণালী।

| | |
|---|---|
| ১০ ছটাকে | ১ খুঁচি |
| ২ খুঁচিতে | ১ রেক |
| ২ রেকে | ১ পালি |
| ২ পালিতে | ১ দ্রোণ |
| ২ দ্রোণে | ১ কাটি |
| ৮ দ্রোণে | ১ মণ |
| ৮ কাটিতে | ১ আড়ি |
| ২০ আড়িতে | ১ বিশ |
| ১৬ বিশে | ১ কাহণ |
| ২০ দ্রোণে | ১ সলি |

### দক্ষিণ অঞ্চলের ধান্যাদি মাপিবার ক্রম।

| | |
|---|---|
| ৪ পালিতে | ১ দ্রোণপশুরি |
| ৪ দ্রোণে | ১ আড়ি |
| ৫ আড়িতে | ১ সলি |
| ৪ সলিতে | ১ বিশ |
| ১৬ বিশে | ১ পৌটী |

### সোণা ও রূপার ওজন।

| | |
|---|---|
| ৬ রতিতে (বা কুঁচে) | ১ আনা |
| ৮ রতিতে | ১ মাসা |
| ১২ মাসায় (বা ১৬ আনায়) | ১ ভরি (তোলা) |

### বাজার ওজন বাঙ্গালা।

| | |
|---|---|
| ৫ সিকিতে | ১ কাঁচ্চা |
| ৪ কাঁচ্চায় | ১ ছটাক |
| ৪ ছটাকে | ১ পোয়া |
| ৪ পোয়ায় | ১ সের |
| ৪০ সেরে | ১ মণ |

### ইংরাজী।

| | |
|---|---|
| ৮ ড্রামে | ১ আউন্স |
| ১৬ আউন্সে | ১ পাউণ্ড |
| ২৮ পাউণ্ডে | ১ কোয়ার্টার |
| ৪ কোয়ার্টারে | ১ হণ্ড্রেড ওয়েট |
| ২০ হণ্ড্রেড্‌ওয়েট ( হন্দরে ) | ১ টন |

### ইংরাজী ওজনের বাজার মণ।

| | |
|---|---|
| ২॥০ তোলায় | ১ আউন্স |
| প্রায় অর্দ্ধ সেরে | ১ পাউণ্ড |
| ।৩॥৶ (তের সের দশ ছটাকে) | ১ কোয়ার্টার |
| ১।৪॥০ (এক মণ সাড়ে চৌদ্দ সেরে) | ১ হন্দর |
| ৮২ পাউণ্ডে | ১।০ মণ |
| ২৭।০ মণে | ১ টন |

### কালবিভাগ।

| | | |
|---|---|---|
| ৬০ অনুপলে | | ১ বিপল |
| ৬০ বিপলে | | ১ পল |
| ৪৮ মিনিটে | | ১ মুহূর্ত্ত বা দ্বাদশক্ষণ |
| ৬০ পলে | বা ২৪ মিঃ | ১ দণ্ড |
| ২॥০ দণ্ডে | | ১ ঘণ্টা |
| ৭।০ দণ্ডে | বা তিন ঘণ্টায় | ১ প্রহর |
| ৮ প্রহরে | | ১ দিন (অহোরাত্র) |
| ৭ দিনে | | ১ সপ্তাহ |
| ১৫ দিনে | | ১ পক্ষ |
| ৩০ দিনে বা দুই পক্ষে | | ১ মাস |
| ১২ মাসে বা ৬ ঋতুতে | | ১ বৎসর |
| ১২ বৎসরে | | ১ যুগ |
| ১০০ বৎসরে | | ১ শতাব্দী |

### পথের ইংরাজী মাপ।

| | |
|---|---|
| ১২ ইঞ্চিতে | ১ ফুট |
| ৩ ফুটে | ১ ইয়ার্ড (গজ) |
| ১৭৬০ ইয়ার্ডে (গজে) | ১ মাইল |

### পথের বাঙ্গালা মাপ।

| | |
|---|---|
| ৩ অঙ্গুলিতে | ১ মুষ্টি বা মুট |
| ৩ মুষ্টিতে | ১ বিঘত |
| ৬ মুষ্টিতে | ১ হস্ত (হাত) |
| ৪ হস্তে | ১ ধনু |
| ২০০০ ধনুতে | ১ ক্রোশ |

### জমির মাপ।

| | |
|---|---|
| ৮ যবে | ১ অঙ্গুলি |
| ৩ অঙ্গুলিতে | ১ মুষ্টি |
| ৩ মুষ্টিতে | ১ বিঘত |
| ২ বিঘতে | ১ হাত |
| ৫ বর্গহাতে | ১ কাঁচ্চা ৎ৫ |

৪ কাঁচ্চায় বা ৪৫ বর্গফিট বা ২০০ বর্গগজে ১ ছটাক

৫ হাত দীর্ঘে × ৪ হাত প্রস্থে = 45 Sq ft. ১ ছটাক

১৬ ছটাকে বা 720 Sq ft, ১ কাঠা /১

| | |
|---|---|
| ২০ কাঠায় বা 14400 Sq. ft. | ১ বিঘা ১/ |
| ৩ পূর্ণ একেরচল্লিশ বিঘায় | ১ একর |

### ডাক্তারী ওজন।

| | |
|---|---|
| ২০ গ্রেণে | ১ স্ক্রুপল |
| ৩ স্ক্রুপলে | ১ ড্রাম |
| ৮ ড্রাম বা আড়াই ভরিতে | ১ আউন্স |
| ১২ আউন্সে | ১ পাউণ্ড |

১৮০ গ্রেণ, ১ তোলার সম ওজন।

### ডাক্তারী মাপ।

| | |
|---|---|
| ৬০ মিনিমে ( ফোঁটায় ) | ১ ড্রাম |
| ৮ ড্রামে | ১ আউন্স |
| ১৬ আউন্সে | ১ পাইণ্ট |
| ১২ আউন্সে | ১ ছোট পাইণ্ট |

এক আউন্স প্রায় আধ ছটাক এবং এক পাউণ্ড ও এক পাইণ্ট প্রত্যেকে প্রায় আধ সেরের সমান; কোথাও বা কুড়ি আউন্সে পাইণ্ট ধরে।

### বৈদ্যক ওজন।

| | |
|---|---|
| ৪ ধানে | ১ রতি |
| ৮ রতিতে | ১ মাসা |
| ১২ মাসায় | ১ তোলা |

### ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ওজন।

| | | |
|---|---|---|
| ৮০ তোলায় | কলিকাতার | /১ সের |
| ৮০ ও ৮২ | ঐ হুগলীর | ঐ |
| ৮৪ | ঐ বারাণসীর | ঐ |
| ৯৩ | ঐ লক্ষ্ণৌর | ঐ |
| ৮৪ | ঐ মৃজাপুরের | ঐ |
| ৯৬ | ঐ এলাহাবাদের | ঐ |
| ৯৬ | ঐ বাখরগঞ্জের | ঐ |

### কাগজের মাপ।

| | |
|---|---|
| ফুলস্ ক্যাপ | ১৭X১৩॥০ ইঞ্চ |
| ডবল ফুলস্‌ক্যাপ | ১৭X২৭ ইঃ |
| ক্রাউন | ১৫X২০ ইঃ |
| ডবল ক্রাউন | ২০X৩০ ইঃ |
| ডিমাই | ১৮X২২ ইঃ |
| ডবল ডিমাই | ২২X৩৬ ইঃ |
| মিডিয়ম | ১৮X২৬ ইঃ |
| রয়েল | ২০X২৭ ইঃ |
| ডবল রয়েল | ২৭X৪০ ইঃ |
| সুপার রয়েল | ২২X২৮ ইঃ |
| ডবল সুপার রয়েল | ২৮X৪৪ ইঃ |

**টাকার বিষয়**—আধ পয়সা ও সিকি পয়সার সঙ্গে সঙ্গে সিকি পয়সা অপেক্ষা বড় "পাই" নামক এক প্রকার তামার পয়সার চলন হইয়াছে, তাহা ৩ টায় ৫ পয়সা ও ১২ টায় /০ আনা হয়।

এক ফাদ্দিঙে ৩ পাই, ৪ ফাদ্দিঙে বা এক পেনিতে /০, ১২ পেন্সে ১ শিলিং বা ৸০, ২০ শিলিংএ এক পাউণ্ড বা এক গিনিতে ১৫৲। ইংরাজী বাটা ( এক্সচেঞ্জ ) অনুসারে দর কম বেশী হয়।

**বাঙ্গালা ওজনকে ইংরাজী ওজনে আনিবার উপায়**—যত মণ থাকিবে, তাহা ১৬ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৯ দিয়া ভাগ কর; যত সের তাহাকে ৭২ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৬ দিয়া ভাগ কর। ১ম ভাগফল ইংরাজী হন্দর ও দ্বিতীয় ভাগফল পাউণ্ড হইবে।

**ইংরাজী ওজনকে বাঙ্গালা ওজনে আনিবার উপায়**—যত হন্দর থাকিবে, তাহাকে ৩৯ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৬ দিয়া ভাগ কর, যত পাউণ্ড হইবে ( lb ) তাহাকে ৩৬ দিয়া গুণ কর, পরে ৭২ দিয়া ভাগ কর; ১ম ভাগফল মণ এবং ২য় ভাগফল সের হইবে।

# বঙ্গদেশের

## বিভাগ, জেলা ও মহকুমা সমূহ।

### ব্যবসা করিতে হইলে এগুলিও জানা বিশেষ প্রয়োজন।

**প্রেসিডেন্সি বিভাগ**—ইহাতে ৬টী জেলা আছে:—(১) কলিকাতা। (২) ২৪ পরগণা, (আলিপুর)। মহকুমা:—আলিপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বারাসত, বসিরহাট ও ব্যারাকপুর। (৩) নদীয়া (কৃষ্ণনগর)। মহকুমা:—কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাট। (৪) মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)। মহকুমা:—বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দী। (৫) যশোহর। মহকুমা:—যশোহর, নড়াইল মাগুরা, ঝিনাইদহ ও বনগ্রাম। (৬) খুলনা। মহকুমা:—খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

২। **বর্দ্ধমান বিভাগ**—ইহাতে ৬টী জেলা:—(১) বর্দ্ধমান। মহকুমা:—বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল। (২) বীরভূম (সিউরি)। মহকুমা:—সিউড়ি ও রামপুরহাট। (৩) বাঁকুড়া। মহকুমা:—বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর। (৪) মেদিনীপুর। মহকুমা:—মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল ও তমলুক। (৫) হুগলী (চুঁচুড়া)। মহকুমা:— হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ। (৬) হাওড়া মহকুমা:—হাওড়া, উলুবেড়িয়া ও আমতা।

৩। **ঢাকা বিভাগ**—ইহাতে ৪টী জেলা:—(১) ঢাকা। মহকুমা:—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ। (২) ময়মনসিংহ। মহকুমা:—ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ। (৩) ফরিদপুর। মহকুমা:—ফরিদপুর, মাদারিপুর, গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ। (৪) বাখরগঞ্জ (বরিশাল)। মহকুমা:—বরিশাল, পটুয়াখালি, পিরোজপুর ও ভোলা।

৪। **চট্টগ্রাম বিভাগ**—ইহাতে ৪টী জেলা:—চট্টগ্রাম। মহকুমা:— চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। (২) নোয়াখালী। মহকুমা:—নোয়াখালী ও ফেণী। (৩) ত্রিপুরা (কুমিল্লা)। মহকুমা:—ত্রিপুরা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (৪) চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্ট (রাঙ্গামাটী)।

৫। **রাজসাহী বিভাগ**—ইহাতে ৮টী জেলা:—(১) রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়া)। মহকুমা:—রামপুর বোয়ালিয়া, নাটোর ও নওগাঁও। (২) দিনাজপুর। মহকুমা:—দিনাজপুর, বালুরঘাট ও ঠাকুরগাঁও। (৩) জলপাইগুড়ি। মহকুমা:—জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দুয়ার। রঙ্গপুর। মহকুমা:—রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নিলফামারী। (৫) বগুড়া। (৬) পাবনা। মহকুমা:—পাবনা ও সিরাজগঞ্জ। (৭) মালদহ। (৮) দার্জ্জিলিং। মহকুমা:—দার্জ্জিলিং, কাসিয়ং ও শিলিগুড়ি।

# পোষ্টাফিস সংবাদ

আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদের ব্যবসায় ব্যপদেশে বা অন্য কারণে বিলাত এবং অন্যান্য দেশের সহিত পত্রের আদান প্রদান করিতে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা নিয়ে বিলাতযাত্রী মেলে চিঠি পত্রাদি প্রেরণের সময়ের তালিকা প্রদান করিলাম :—

| বিলাতী মেল কোন্ কোন্ দেশে যাইবে, তাহার নাম | মেলে দিবার শেষ দিন | জেনারেল পোষ্ট আফিসে দিবার শেষ সময় | |
|---|---|---|---|
| | | যে সকল পত্র বা প্যাকেট রেজেষ্টারি করা নয় | রেজেষ্টারি করা পত্র ও প্যাকেট |
| ইউনাইটেড্ কিংডম, ইয়োরোপ, এডেন, ইজিপ্ট, ইষ্ট আফ্রিকা, ওয়েষ্ট আফ্রিকা, আমেরিকা, ( উত্তর ও দক্ষিণ )। | বৃহস্পতিবার | অপরাহ্ন<br>৫—৪৫<br>৬—৪৫ * | ৪—৪৫<br>৫—১৫ * |
| সিংহল | প্রত্যহ | ৩—০<br>৩—১০ * | ১—৩০<br>২—০ * |

বিলাতযাত্রী ইংলিশ মেলে মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইলে বুধবার অপরাহ্ন ৩টার মধ্যে পোষ্টাফিসে টাকা জমা দিতে হইবে এবং পার্শ্বেল পাঠাইতে হইলে বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে কাজ সারিতে হইবে।

* এই চিহ্নিত সময়ে বিলাতী ডাকে চিঠি পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত পয়সা (Late fee) দিতে হয়। ধরুন, বিলাতে চিঠি পাঠাইতে হইবে। ৫-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস নিয়মিত ভাবে চিঠি লইবে, উহার পরও ৬-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস পত্র গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু প্রতি পত্রের জন্য অতিরিক্ত চারি আনা ফি দিতে হইবে। সিংহলে চিঠি পাঠাইতে দেরি হইলে সাধারণ পত্রের জন্য দুই পয়সা, এবং রেজিষ্টারি করা পত্রের জন্য দুই আনা অতিরিক্ত ফি দিতে হয়।

# রেলওয়ে টাইম্‌ টেবল

মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেণগুলি কখন হাবড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছায় এবং কখন সেখান হইতে রওনা হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :—

**বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে :—**

| | হাবড়ায় পৌঁছাইবার সময় | | হাওড়া হইতে ছাড়িবার সময় | |
|---|---|---|---|---|
| মাদ্রাজ মেল···১২-৫৬ | | দ্বিপ্রহর | ৫-২৪ | অপরাহ্ন |
| বোম্বে মেল...৭-৩৪ | | সকাল | ৩-৫৪ | ,, |
| পুরি এক্সপ্রেস...৭-৫৪ | | ,, | ৮-৩০ | রাত্রি |
| রাঁচি এক্সপ্রেস···৬-৩৪ | | ,, | ৯-৪৪ | ,, |

**ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে :—**

| | হাবড়ায় পৌঁছাইবার সময় | | হাওড়া হইতে ছাড়িবার সময় | |
|---|---|---|---|---|
| পাঞ্জাব মেল...৬-৫৪ | | সকাল | ৮-৩০ | রাত্রি |
| বোম্বে মেল···৩-৪৯ | | অপরাহ্ন | ৭-৩৪ | ,, |
| দিল্লী এক্সপ্রেস···৭-৪৯ | | রাত্রি | ৫-০ | অপরাহ্ন |

**ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে :—**

| | শিয়ালদহে পৌঁছাইবার সময় | | শিয়ালদহ হইতে ছাড়িবার সময় | |
|---|---|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং মেল...৬-৩০ | | সকাল | ৯-১৮ | রাত্রি |
| শিলং মেল···১২-৩৯ | | অপরাহ্ন | ৩-২৪ | অপরাহ্ন |
| ঢাকা মেল...৫-৪৪ | | ,, | ১০-১৪ | রাত্রি |

## টিকিট কিনিবার ও মাল পাঠাইবার স্থান—

সাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় রেলওয়ে বুকিং অফিস আছে। এখানে বেলা ৯টা—৬টা পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়া যায় ও পার্শেলাদি পাঠান যায়।

### ই, আই রেলের—

( ১ ) হ্যারিসন রোড, ( ২ ) ফেয়ালি প্লেস, ( ৩ ) কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, ( ৪ ) ৪১ চৌরঙ্গী, আর্ম্মেনেভি ষ্টোরস্, ( ৫ ) ১২৯।৪-A কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—শ্যামবাজার, (৬) ১০৪।১ বিডন ষ্ট্রীট, (৭) A।১ কিড ষ্ট্রীট। **ই, বি, রেলের**—(১) বড়বাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ( ২ ) ৪১ চৌরঙ্গী, আর্ম্মিনেভী ষ্টোরস্, ( ৩ ) ১২ এসপ্লানেড, ( ৪ ) ১২।২B লিণ্ডসে ষ্ট্রীট। **বি, এন, রেলের**—( ১ ) বড়বাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ( ২ ) ৯ ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, টমাস্ কুকের বুকিং অফিস ( এখানে পার্শেল করা হয় না ) ( ৩ ) ২ এসপ্লানেড ওয়েষ্ট, ( ৪ ) আর্ম্মেনেভি ষ্টোরস্, ( ৫) গার্ডেন রিচ।

৩। রবিবার, বড়দিন ও গুডফ্রাইডে ব্যতীত প্রত্যহই ৭টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পার্শেল প্রভৃতি আদান-প্রদানের জন্য রেল অফিস খোলা থাকে। দিল্লী ও হাওড়াতে ৫টার পরেও ৭টা পর্য্যন্ত পার্শেল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ৫টার পর প্রত্যেক পার্শেলে ৵০ হিসাবে বেশী লাগে। কেবল বাজার বাস্কেট, রুটী ও বরফের জন্য উক্ত ৵০ বেশী লাগে না। ৪। কোন ষ্টেশনে নামিয়া তখনই পুনশ্চ নূতন টিকিট কাটিয়া সেই ট্রেণে যাইবার নিয়ম নাই। ৫। তিন বৎসরের বালক-বালিকাদিগের মাশুল দিতে হয় না—তিন বৎসরের উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাশুল দিতে হয়।

**প্রথম শ্রেণী**—প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ২৪ পাই হিসাবে, তাহার অধিক প্রত্যেক মাইল ১৮ পাই হিসাবে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**—প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ১২ পাই হিসাবে, তাহার অধিক প্রতি মাইল ৯ পাই হিসাবে। **ইণ্টার শ্রেণী ডাকগাড়ী কিংবা এক্সপ্রেসে**—প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ৭ পাই হিসাবে তাহার অধিক প্রতি মাইল ৩॥০ পাই হিসাবে। **সাধারণ যাত্রীর গাড়ীতে**—প্রথম ৩০০ মাইল ৫ পাই হিসাবে, তদূর্দ্ধে প্রতি মাইল ৩॥০ পাই হিসাবে। **তৃতীয়শ্রেণী ডাকগাড়ী কিংবা এক্সপ্রেসে**—প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ৫ পাই হিসাবে, ৩০১ হইতে ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত ৩॥০ পাই, তদূর্দ্ধে ৩ পাই হিসাবে। সাধারণ যাত্রীর গাড়ীতে—প্রথম ৩০০ মাইল প্রতি মাইল ৩॥০ পাই হিসাবে তদূর্দ্ধে ২॥০ পাই হিসাবে। ৩ বৎসরের কম বয়সের শিশুর জন্য ভাড়া দিতে হয় না। ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভাড়া অর্দ্ধেক। উইক্ এণ্ড রিটার্ণ টিকেট—প্রতি শুক্রবার দিন ১২টার পর হইতে শনিবার রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই টিকিট দেওয়া হয়। মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার মধ্যে কলিকাতায় আসা চাই। একবারের ভাড়া ও তাহার এক চতুর্থাংশ ধরিয়া এই টিকিটের ভাড়া স্থির করা হয়। যে শ্রেণীর টিকিট তাহা হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে যাইলে অধিক ভাড়া দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী—১৷৷০ মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—৸০ সের, ইণ্টার শ্রেণীর যাত্রী—৷৷০ সের, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ।৫ সের দ্রব্যাদি সঙ্গে লইতে পরেন।

**ব্রেকজর্নি**—থ্রু সিঙ্গেল জর্ণির যাত্রিগণ মধ্য পথে যাত্রা ভঙ্গ করিয়া প্রতি ১০০ মাইলে ১ দিন করিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। একশ' মাইলের কমে যাত্রা ভঙ্গ চলিবে না।

**ফ্রি লগেজ**—প্রথম শ্রেণীর আরোহী ১৷৷০ মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৸০ সের, মধ্যম শ্রেণীর ৷৷০ মণ ও তৃতীয় শ্রেণীর ।৫ সের মাল বিনা মাশুলে সঙ্গে লইতে পারেন।

**গচ্ছিতলগেজ**-যাত্রিগণ সুবিধার জন্য ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট লগেজ গচ্ছিত রাখিতে পারেন। প্রথম ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রতি মণ বা উহার আংশিক ওজনের জন্য চার্জ্জ ৵০

পরবর্ত্তী প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টা বা আংশিক সময়ের জন্য ৴০।

**রিজার্ভ করিবার নিয়ম**—একটি কামরা কিংবা একটি ক্যাজে রিজার্ভ করা যাইতে পারে। যে দিন রিজার্ভ গাড়ী আবশ্যক, তাহার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দরখাস্ত দিতে হইবে। হাওড়া আসানসোল প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশনে ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিলেই হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ নাম পূর্ব্ব হইতে রেজেষ্টারী বা রিজার্ভ করিবার জন্য বলিতে পারেন। তজ্জন্য অতিরিক্ত ৷০ আনা দিতে হয়। রিজার্ভের পর গাড়ী ব্যবহার না করিলে ডিমারেজ চর্জ্জ অর্থাৎ লোকসানী খরচ দিতে হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ যেখানে নামিবেন, তাহা গার্ডকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের কামরায় প্রত্যেক বার্থের ভাড়া ১০৲ টাকার কম হইলে রিজার্ভ করা বা স্বতন্ত্র রাখা হয় না। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লিখিত জন সংখ্যার পূর্ণ ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়, কিন্তু ঐ ভাড়া ৫৲ টাকার কম হইলে রিজার্ভ করা হয় না। দার্জ্জিলিং ও ঢাকা মেলে সীট রিজার্ভ রাখিবার জন্য অতিরিক্ত ৷৷০ চার্জ্জ দাখিল করিতে হয়। কুকুর—প্রত্যেক ৫০ মাইল বা আংশিকের জন্য মাশুল ।০। যাত্রী গাড়ীতে কুকুর লইয়া যাইবার নিয়ম নাই।

**বাই ও ট্রাইসাইকেল**—স্বত্বাধিকারীর সহিত যাইলে প্রতি বাইসাইকেলে ১৴ মণ ও ট্রাইসাইকেলে ২৴ মণের ভাড়া দিতে হয়। প্যাক করা থাকিলে ওজন হিসাবে লগেজের দাম দিতে হয়।

—০—

## সাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ষ্টেশন গুলিতে সকল সময়েই টিকিট পাওয়া যায়।

আগরা সহর, আলিগড়, এলাহাবাদ, আরা, আসানসোল, বালি, ব্যাণ্ডেল, বিন্ধ্যাচল, বর্দ্ধমান, বক্সার, কলিকাতা, কানপুর, চন্দননগর, দিল্লী, দানাপুর, এটোয়া, গয়া, হুগলীঘাট, হাওড়া, জসিডি, জব্বলপুর, মেমারী, মির্জ্জাপুর, মোগলসরাই, মোকামা, পাটনা সহর, পাটনা জংসন, শ্রীরামপুর, টুণ্ডলা।

রিটার্ণ টিকিটের শেষাংশ কিম্বা কোন টিকিট কিনিয়া ব্যবহার না করিলে বিশেষ কারণ দেখাইয়া দরখাস্ত করিলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

সংক্রামক রোগ লইয়া কেহ রেলওয়ে গাড়ীতে যাইবেন না, যাইলে যেখানে ধরা পড়িবেন সেইখানে নামাইয়া দেওয়া যাইবে। অন্য রোগ থাকিলে ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে।

চলন্ত গাড়ী হইতে নামিলে বা উঠিলে কিম্বা চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলিলে ২০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

প্রত্যেক ১০০ মাইল বা তাহার কোন অংশের জন্য আরোহিগণ ১ দিন হিসাবে বিশ্রামের জন্য মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসন সকলে থাকিতে পারেন। এই বিষয় ষ্টেসন-মাষ্টারকে জানাইয়া টিকিট করিলে ভাল হয়। কলিকাতায় বুকিং অফিস হইতে টিকিট ক্রয় করিলে একদিন পূর্ব্বে টিকিট কিনিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমে সময় রাখা হয়। উক্ত সময় কলিকাতা অপেক্ষা ২৪ মিনিট কম, মান্দ্রাজ অপেক্ষা ৯ মিনিট, দিল্লী অপেক্ষা ২১ মিনিট, এবং বোম্বাই অপেক্ষা ৩৯ মিনিট বেশী।

ই, বি, রেলে প্রথম, দ্বিতীয় ও ইণ্টার শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। একবার যাইতে যে ভাড়া লাগে, তাহার দেড় গুণ দিলে যাইবার ও আসিবার অর্থাৎ রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যায়। উক্ত টিকিট ৬৫ মাইল পর্য্যন্ত ২দিন, ৬৫ মাইলের অধিক হইলে ১৪ দিন মধ্যে ফিরিতে হয়।

ই, আই, রেলে প্রসিদ্ধ কতকগুলি ষ্টেশনের প্রথম, দ্বিতীয় ও ইণ্টার শ্রেণীর ৪৫ দিনের রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যায়। উহার ভাড়া সাধারণ ১বারের এবং একতৃতীয়াংশ।

রেলওয়ের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী টিকিট দেখিতে চাহিলেই দেখাইবেন,না দেখাইলে জরিমানা হইতে পারে।

ই, আই, রেল। ই, বি, রেল। এ, বি, রেল, বি, এন, রেল। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল। বি, এণ্ড এন, ডব্লিউ রেল। ও, এণ্ড আর রেল। এম, এণ্ড এএস্, এম্ রেলওয়ে সমুহের পার্শেল রেট্

/২॥ সের পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০ বা তন্ন্যূন মাইলে ৵ আনা, ১॥০ টাকার অধিক চার্জ্জ নাই; /৫ সের পর্য্যন্ত ২৫০ বা তন্ন্যূন মাইলে ৵০, ৩৲ টাকার অধিক চার্জ্জ নাই। বিপজ্জনক দ্রব্যের অথবা যে সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়, তাহার ভাড়া অগ্রেই দিতে হয়। গাড়ী ছাড়িবার অন্ততঃ ২০ মিনিট পূর্ব্বে পার্শেল ষ্টেসনে পৌছান আবশ্যক। টাট্কা মাছ ও ফলাদি শাক সব্জী, মাংস, বরফ ও যে সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়, তাহাদিগের পার্শেল ভাড়া অর্দ্ধেক। কেবল দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়েতে পূর্ণ ভাড়া লওয়া হয়।

| মাইলের দূরত্ব। | ।০ দশ সের বা ১ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত। | ॥০ বিশ সের বা ২ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত। | ৸০ ত্রিশ সের বা ৪ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত | ১/ এক মণ বা ৬ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত। | ১/ মণের উপর যত অংশ। |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫ পর্য্যন্ত | ৷৵০ | ৷৵০ | ৷৵০ | ৷৵০ | মণের উপর যত সের হইবে কলমে সেই হিসাব অনুসারে চার্জ্জ। |
| ২৫ উর্দ্ধ হইতে ৫০ … | ৷৵০ | ৷৵০ | ৸০ | ৸০ | |
| ৫০ … ৭৫ … | ৷৵০ | ৸০ | ১/০ | ১/০ | |
| ৭৫ .. ১০০ … | ৷৵০ | ৸০ | ১/০ | ১৷৶০ | |
| ১০০ … ১২৫ … | ৸০ | ১/০ | ১৷৶০ | ১৸/০ | |
| ১২৫ .. ১৫০ … | ৸০ | ১/০ | ১৷৶০ | ২৵০ | |
| ১৫০ … ১৭৫ … | ৸০ | ১৷৶০ | ১৸/০ | ২॥০ | |
| ১৭৫ … ৩০০ … | ৸০ | ১৷৶০ | ২৵০ | ২৸/০ | |
| ৩০০ … ৩২৫ .. | ১/০ | ১৸/০ | ২॥০ | ৩৶০ | |
| ৩২৫ … ৩৫০ .. | ১/০ | ১৸/০ | ২৸/০ | ৩॥/০ | |
| ৩৫০ ৩৭৫ … | ১/০ | ২৵০ | ৩৶০ | ৩৸৴০ | |
| ৩৭৫ … ৪৫০ … | ১/০ | ২৴০ | ৩৶০ | ৪।০ | |
| ৪৫০ … ৪৭৫ … | ১৷৶০ | ২॥০ | ৩॥/০ | ৪॥৵০ | |
| ৪৭৫ … ৫০০ … | ১৷৶০ | ২॥০ | ৩৸৵/০ | ৪৸৵০ | |
| ৫০০ .. ৫২৫ .. | ১৷৶০ | ২৸/০ | ৪।০ | ৫।/০ | |
| ৫২৫ .. ৬০০ … | ১৷৶০ | ২৸/০ | ৪।০ | ৫॥৵০ | |
| ৬০০ … ৬২৫ .. | ১৸/০ | ৩৶০ | ৪৴০ | ৬৲ | |
| ৬২৫ .. ৬৫০ … | ১৸/০ | ৩৶০ | ৪৸৶০ | ৬।৴০ | |
| ৬৫০ … ৬৭৫ … | ১৸/০ | ৩॥/০ | ৫।/০ | ৬॥৶০ | |
| ৬৭৫ … ৭৫০ … | ১৸/০ | ৩।/০ | ৫।/০ | ৭/০ | |
| ৭৫০ … ৭৭৫ … | ২৲ | ৩৸৵০ | ৫॥৵০ | ৭৷৶০ | |
| ৭৭৫ … ৯০০ … | ২৲ | ৩৸৵০ | ৫৸৵০ | ৭৸০ | |
| ৯০০ … ৯২৫ … | ২৶০ | ৪।০ | ৬৶০ | ৮৵০ | |
| ৯২৫ … ৯৫০ … | ২৶০ | ৪।০ | ৬॥/০ | ৮।৶০ | |
| ৯৫০ … ১০৫০ … | ২৶০ | ৪।৶০ | ৬॥৶০ | ৮৸/০ | |
| ১০৫০ … ১০৭৫ … | ২॥০ | ৪৸/০ | ৭/০ | ৯৶০ | |
| ১০৭৫ … ১১০০ … | ২॥০ | ৪৸/০ | ৭৷৶০ | ৯॥০ | |
| ১১০০ … ১১২৫ … | ২॥০ | ৪৸৶০ | ৭॥৵০ | ৯৸৵০ | |
| ১১২৫ … ১২০০ … | ২॥০ | ৪৸৶০ | ৭॥৵০ | ১০/০ | |
| ১২০০ ১২২৫ | ২৸/০ | ৫।/০ | ৮৲ | ১০৷৶০ | |
| ১২২৫ … ১২১০ .. | ২৸/০ | ৫।/০ | ৮।/০ | ১০৸/০ | |
| ১২৫০ … ১২৭৫ … | ৩৶০ | ৫॥৵০ | ৮৷৶০ | ১১৵০ | |
| ১২৭৫ … ১৩০০ … | ৩৶০ | ৬৲ | ৮৷৶০ | ১১।০ | |
| ১৩০০ … ১৪০০ … | ৩৶০ | ৬।৵০ | ৮৸/০ | ১১॥৴০ | |
| ১৪০০ … ১৫০০ … | ৩॥/০ | ৬॥৶০ | ৯৶০ | ১২৲ | |
| ১৫০০ … ১৫৫০ … | ৩৸৵০ | ৭/০ | ৯॥০ | ১২।/০ | |
| ১৫৫০ … — … | ৩৸৵০ | ৭/০ | ৯৸৵০ | ১২॥৶০ | |

# ধর্ম্মশালা বা পান্থনিবাস।

কলিকাতা—(১) ফুলচাঁদ মুকিম জৈন ধর্ম্মশালা—৯ শ্যামা বাই লেন, বড়বাজার, হিন্দু ও জৈন যাত্রীরা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। (২) "বড়ি-সঙ্গত" শিখমন্দির, ৭৯ ক্রস ষ্ট্রীট। (৩) বাবু শ্যামদেও ভুটিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১৫০ হ্যারিসন রোড। (৪) রায় সুরযমল বাহাদুরের ধর্ম্মশালা—৬ মল্লিক ষ্ট্রীট। (৫) বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ধর্ম্মশালা—৫১ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, ৫।৬ শত লোক এক সঙ্গে থাকিতে পারে। পাকের ব্যবস্থা নিজেদের করিয়া লইতে হয়। (৬) হাজি বক্স ইলাহির মুসাফিরখানা, মুসলমানদিগের জন্য—৭৬ কলুটোলা ষ্ট্রীট। (৭) হাজি ইব্রাহিম সুলেমান সাবজি ও হাজি মুসাজি আহম্মদ সাবজি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১০৭ ও ১০৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, ২০০ লোকের একত্র থাকার স্থান আছে, স্ত্রীলোকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। (৮) ধনসুকদাস জৈতমল প্রতিষ্ঠিত জৈন এবং হিন্দু-দিগের জন্য—৪৪ বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, হালসীবাগান।

হাওড়া—রাজা শিউবক্স বগলার ধর্ম্মশালা, ষ্টেশনের নিকট।

তারকেশ্বর—মোহান্ত মহারাজের ধর্ম্মশালা।

কাটোয়া কালীবাড়ী—ষ্টেশন হইতে ১ মাইল, গুরুগঙ্গাঘাটের নিকট। শ্রীযুক্ত দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত।

বর্দ্ধমান—মিঃ শশিভূষণ বসুর ধর্ম্মশালা।

রাণীগঞ্জ—জয়নারায়ণ গুরুদয়াল বাজাজ ধর্ম্মশালা।

আজিমগঞ্জ—ষ্টেশনের দুই পার্শ্বে রায় বুদ্ধ সিং ও রায় গণপত সিংহের দুইটী ধর্ম্মশালা আছে।

কোলগাঁ—ষ্টেশনের নিকটে বাবু গিরীধারীলাল মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা।

সুলতানগঞ্জ—ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মিনিটের পথ। গোবীনাথের মন্দিরের সম্মুখে ৬০০ লোকের বাসোপযোগী শেঠমল বৈজনাথের সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা।

ইসরি—ষ্টেশনের নিকটে জৈন এবং হিন্দুদিগের জন্য ২টী ধর্ম্মশালা আছে।

মুঙ্গের—ষ্টেশনের নিকটে রায় বাহাদুর বৈজনাথ গোয়েঙ্কার ধর্ম্মশালা।

বরিয়ারপুর—ষ্টেশনের উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে শোভারাম শিউদত্ত রায়ের ধর্ম্মশালা।

ভাগলপুর—ষ্টেশনের নিকট জৈন ধর্ম্মশালা। টোরমল ধর্ম্মশালা ও ভুদারমল ধর্ম্মশালা নামে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে।

আসানসোল—ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল মুন্সী-বাজারের নিকট একটী ধর্ম্মশালা আছে।

গিরিডি—ষ্টেশনের দক্ষিণে পরেশনাথ যাত্রীদিগের জন্য একটী ধর্ম্মশালা।

কিউল—ষ্টেশনের দক্ষিণে ওঙ্কারমল হাজারীমলের স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

মোকামা—ষ্টেশনের নিকটে লালা ভগবানদাস বগলার স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

পাটনা সিটি—এখানে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। একটী ষ্টেশনের নিকট। একটী ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং একটি চকের মধ্যে।

গুলজারবাগ—ষ্টেশনের বহির্ভাগে কিশোরীলাল চৌধুরীর স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

পাটনা জং—ষ্টেশনের দুই ধারে লালাজয় এবং লালা ছোটিলালের ২টী ধর্ম্মশালা।

মানপুর—ষ্টেশনের এক মাইল দূরে আমাউরি প্রেমরাজের ধর্ম্মশালা।

গয়া—তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেশনের সম্মুখে

শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা কেবল হিন্দুদিগের জন্ম। ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে প্রাচীন গয়ায় সুরজমল ধর্ম্মশালা। বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধদিগের একটী ধর্ম্মশালা।

পামারগঞ্জ—ষ্টেশনের নিকটে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা।

পুনপুন্—ষ্টেশনের নিকটে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা।

মোগলসরাই—ষ্টেশনের সন্নিকট রামজীদাস জেঠিয়ার ধর্ম্মশালা।

মির্জ্জাপুর—ষ্টেশনের নিকট ভিরামল বংশীধরের ধর্ম্মশালা।

বিন্ধ্যাচল—ষ্টেশনের নিকট শিউনারাণ বলদেও দাসের ধর্ম্মশালা।

নাইনি—ষ্টেশনের নিকট বিহারীলাল কাঞ্জীলালজীর ধর্ম্মশালা।

আগরা—আগরা সিটি ষ্টেশনের নিকট ৪।৫টি ধর্ম্মশালা আছে। আগরা সিটি এবং আগরা কোট হইতে ১০ মিনিটের পথ কালিবাড়ী।

অযোধ্যা—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ—ষ্টেশনের বাহিরে বিহারীলাল কাঞ্জীলালজীর ধর্ম্মশালা। যমুনা নদী হইতে ১০ মিনিটের পথ কায়স্থ ধর্ম্মশালা। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে খসরুবাগের নিকট কল্যাণী দেবীর ধর্ম্মশালা। আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

আলিগড়—ষ্টেশনের নিকট লালা অযোধ্যাপ্রসাদ স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

কাশী—এখানে অনেক ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে।

কানপুর—ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে বৈজনাথ রামনাথজীর ধর্ম্মশালা। তুলসীরাম শিউপ্রসাদজীর ধর্ম্মশালা। ষ্টেশনের এক মাইল দূরে লালা রাধাকিষণ কান্নুদিয়ার ধর্ম্মশালা। আরও অনেক ধর্ম্মশালা আছে।

দিল্লী—ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল দূরে লালা চন্নামলজীর ধর্ম্মশালা। লালা লছমীনারায়ণের ধর্ম্মশালা। আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

হাতরাস সিটি—হিন্দুদিগের জন্ম আটটী ধর্ম্মশালা আছে।

এটোয়া—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী ধর্ম্মশালা।

গাজিয়াবাদ—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল এবং সিকি মাইল দূরে দুইটী সরাই আছে।

বৈদ্যনাথ ( দেওঘর )—এখানে দুইটা বড় ধর্ম্মশালা আছে, একটী সূর্য্যকুণ্ডের পাড়ে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্র—ষ্টেশনের অতি নিকটেই বাঙ্গালীর স্থাপিত একটী ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।

বৃন্দাবন—ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সাহাজীর মন্দিরের নিকটে "দিল্লীওয়ালা" ধর্ম্মশালায় থাকা যায়। ষ্টেশনের সংলগ্ন একটী ও সহরের মধ্যে আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

মথুরা—যমুনা তীরবর্ত্তী "হাতরাস ওয়ালে" ধর্ম্মশালা ও আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

হরিদ্বার—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

কাট্‌নি—ষ্টেশনের নিকটে শিউলাল জহরমল স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

জব্বলপুর—রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালা।

রাঁচি—এখানে দুইটি ধর্ম্মশালা আছে।

পুরী—গণপত রায় ক্ষেমকা ও হরেরাম গোয়েঙ্কার দুইটী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালা আছে।

চক্রধরপুর—ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল দূরে রঘুরাম মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা।

সাক্ষীগোপাল—ষ্টেশন হইতে ১০ মিনিটের মধ্যেই মন্দিরের নিকটে রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লালের অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা।

ভুবনেশ্বর—ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বিন্দু সরোবরের পাড়ে বিশ্বেশ্বর লালের ধর্ম্মশালা।

# কলিকাতা ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী।

## ( বর্ণানুক্রমিক )

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত—কলিকাতা, আলিপুর, বালিগঞ্জ, কাশীপুর, ইটালি, বেলিয়াঘাটা, গার্ডেনরীচ ও খিদিরপুর ৩২টী ওয়ার্ডে বিভক্ত।

ওয়ার্ড নং ১।—শ্যামপুকুর। উত্তরে—সার্কুলার কেনাল। দক্ষিণে—গ্রে ষ্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি রোড। পূর্ব্বে—অপার সারকুলার রোড এবং সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড এবং চিৎপুর ব্রিজ।

ওয়ার্ড নং ২।—কুমারটুলি। উত্তরে—গঙ্গা। দক্ষিণে—নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—অপার চিৎপুর রোড এবং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৩।—বড়তলা। উত্তরে—গ্রে ষ্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি রোড। দক্ষিণে—বিডন ষ্ট্রীট এবং মাণিকতলা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড এবং অপার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ৪।—সুকিয়া ষ্ট্রীট। উত্তরে—বিডন ষ্ট্রীট এবং মাণিকতলা রোড। দক্ষিণে—মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং গ্যাস ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল এবং অপার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ৫।—জোড়াবাগান। উত্তরে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে কটন ষ্ট্রীট এবং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে অপার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৬।—জোড়াসাঁকো। উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট। দক্ষিণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে অপার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৭।—বড়বাজার। উত্তরে—কটন ষ্ট্রীট এবং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার নর্থ, ফেয়ার্লি প্লেশ এবং তথা হইতে সোজা গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে লোয়ার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৮।—কলুটোলা। উত্তরে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—লোয়ার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৯।—মুচিপাড়া। উত্তরে—মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং গ্যাস ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট এবং বেলিয়াঘাটা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—কলেজ ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১০।—বহুবাজার। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—বেন্টিক ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১১।—পদ্মপুকুর। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্ব—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১২।—ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট। উত্তরে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার, ফেয়ার্লি প্লেশ এবং ফেয়ার্লি প্লেশ হইতে সোজা গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—এসপ্লানেড রো (পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে)। পূর্ব্বে—বেন্টিক ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ১৩।—ফিনিকবাজার। উত্তরে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—কিড ষ্ট্রীট এবং রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড এবং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের কতকাংশ।

ওয়ার্ড নং ১৪।—তালতলা। উত্তরে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৫।—কলিঙ্গা। উত্তরে—রিপণ

ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং উডষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৬।—পার্কষ্ট্রীট। উত্তরে—কিড ষ্ট্রীট এবং রিপণ ষ্ট্রীট।দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং উড ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড।

ওয়ার্ড নং ১৭।—বামনবস্তি—উত্তরে—থিয়েটার রোড। দক্ষিণে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড।

ওয়ার্ড নং ১৮।—ট্যাংরা। উত্তরে বেলিয়াঘাটা কেনাল এবং পাগলাডাঙ্গা রোড। দক্ষিণে—তিলজলা রোড এবং তপসিয়া রোডের দক্ষিণ। পূর্ব্বে—পাগলাডাঙ্গা রোড, চিংড়িহাটা রোড, ট্যাংরা রোড, তপসিয়া রোডের উত্তরাংশ, হিউঘেষ রোড এবং তপসিয়া রোড দক্ষিণ। পশ্চিমে—কাঁকুড়গাছি কর্ড ই, বি, রেল।

ওয়ার্ড নং ১৯।—ইটালি। উত্তরে—বেলিয়াঘাটা রোড, সার্কুলার রোড এবং বেলিয়াঘাটা কেনাল। দক্ষিণে ক্রীষ্টোফার রোড, সাউথ রোড ইটালি, ফুলবাগান রোড এবং বেণিয়াপুকুর রোড। পূর্ব্বে—কাঁকুড়গাছি কর্ড এবং ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২০।—বেণিয়াপুকুর। উত্তরে—বেণিয়াপুকুর রোড, ফুলবাগান রোড, সাউথ রোড ইটালি এবং ক্রীষ্টোফার রোড। দক্ষিণে—কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা, বেকবাগান লেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে পার্ক সার্কাস ও দর্গা রোড সঙ্গমস্থল, ই, বি, রেল পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—কাঁকুড়গাছি রোড এবং ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২১।—বালিগঞ্জ। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা, বেকবাগান লেন ও লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে বাহির হইয়া পার্ক সার্কাস ও দর্গারোডের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত এবং ই, বি, রেল, তিলজলা রোড ও তপসিয়া রোড দক্ষিণ সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—হাজরা রোড, বণ্ডেল রোড এবং ই, বি, রেল হইতে সোজা গিয়া তিলজলা মসজিদবাড়ী লেনের দক্ষিণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে তপসিয়া রোড দক্ষিণ তিলজলা মসজিদ বাড়ী এবং ই, বি, রেল লাইন। পশ্চিমে—ল্যান্সডাউন রোড।

ওয়ার্ড নং ২২—ভবানীপুর। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড। দক্ষিণে—হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালীর নালা। পূর্ব্বে—ল্যান্সডাউন রোড এবং রসা রোড সাউথ। পশ্চিমে—টালীর নালা এবং জিরেট ব্রিজ এপ্রোচ।

ওয়ার্ড নং ২৩।—আলিপুর। উত্তরে টালীর নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পোর্ট কমিসনারের ডকের দক্ষিণ সীমানা হইতে ডায়মণ্ড-হারবার রোড পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—টালীর নালা। পশ্চিমে—ডায়মণ্ডহারবার রোড এবং খিদিরপুর ব্রিজ এপ্রোচ।

ওয়ার্ড নং ২৪।—খিদিরপুর ও একবালপুর। উত্তরে—সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড। দক্ষিণে—শাপুর রোড, গরাগাছা রোড এবং তারাতলা রোড। পূর্ব্বে—ডায়মণ্ডহারবার রোড।—পশ্চিমে—হাইডরোড।

ওয়ার্ড নং ২৫।—ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস। উত্তরে ক্লিডিরোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডের দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড এবং পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—সেণ্ট জর্জ গেট রোড, খিদিরপুর ব্রিজ এপ্রোচ এবং হাইড রোড। পশ্চিমে পুরাতন তারাতলা রোডের পশ্চিম দিক এবং গঙ্গা পর্য্যন্ত।

ওয়ার্ড নং ২৬।—গার্ডেন রিচ। উত্তরে—সাহাপুর রোড, গরাগাছা রোড, পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ দিক এবং গঙ্গা। দক্ষিণে—পোর্ট কমিশনারের জমি। পূর্ব্বে—পুরাতন তারাতলার

রোডের পশ্চিম দিক এবং গঙ্গা। পশ্চিমে—পোর্ট কমিশনারের জমি।

ওয়ার্ড নং ২৭। টালিগঞ্জ। উত্তরে—বণ্ডেল রোড, গাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালীর নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এবং ই, বি, রেল বজবজ ব্রাঞ্চ। পূর্ব্বে—রসারোড সাউথ এবং ই, বি রেল লাইন। পশ্চিমে—রসারোড সাউথ এবং টালীর নালা।

ওয়ার্ড নং ২৮।—বেলিয়াঘাটা। উত্তরে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। দক্ষিণে—বেলিয়াঘাটা কেনাল। পূর্ব্বে—নূতন কেনাল। পশ্চিমে—সার্কুলার কেনাল।

ওয়ার্ড নং ২৯।—মাণিকতলা। উত্তরে—নূতন কেনাল। দক্ষিণে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। পূর্ব্বে—নূতন কেনাল। পশ্চিমে সার্কুলার কেনাল।

ওয়ার্ড নং ৩০।—বেলগাছিয়া। উত্তরে—পাইকপাড়া রোড এবং বেলগাছিয়া রোড। দক্ষিণে—সার্কুলার কেনাল এবং নূতন কেনাল। পূর্ব্বে—ই, বি, রেল। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩১।—সাতপুকুর। উত্তরে—কালী চরণ ঘোষ রোড এবং রামকৃষ্ণ ঘোষের লেন। দক্ষিণে—পাইকপাড়া রোড এবং বেলগাছিয়া রোড। পূর্ব্বে—ই, বি, রেল। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩২।—কাশিপুর। উত্তরে—প্রামানিক ঘাট রোড, কাশীপুর রোড এবং কাশীনাথদত্তের রোড। দক্ষিণে—সার্কুলার কেনাল। পূর্ব্বে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

## কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডিস্পেন্সারী ও হাঁসপাতাল সমূহ।

১। বেঙ্গল পুলিশ হাঁসপাতাল—আলিপুর ও ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোড। ২। কলিকাতা হোমিও-প্যাথিক কলেজ এণ্ড আউটডোর ইস্পিটাল—১৫০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ৩। কাম্পবেল্ হস্পিটাল—শিয়ালদহ দক্ষিণাংশে। ৪। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল—১ বেলগাছিয়া রোড। ৫। ইডেন হস্পিটাল—১৫ মেডিকেল কলেজ ষ্ট্রীট। ৬। এজরা হস্পিটাল—কলেজ ষ্ট্রীট। ৭। কিংস হস্পিটাল ৩০১ অপার সার্কুলার রোড। ৮। লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হস্পিটাল—(স্ত্রীলোকদিগের জন্য) আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নেবুতলার মোড়। ৯। মেয়োহস্পিটাল—৬৭।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড নর্থ। ১০। মেডিকেল কলেজ ও হস্পিটাল ৮৮ কলেজ ষ্ট্রীট। ১১। প্রেসিডেন্সী জেনারেল্ হস্পিটাল—৩ ভবানীপুর রোড। ১২। রায় ভগবানদাস বাগলা বাহাদুরের মাড়ওয়ারী হিন্দু হস্পিটাল—১২৮ ও ১৩০ হ্যারিসন রোড ১৩। সাগর দত্তের চারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী ও হস্পিটাল—কামারহাটী। ১৪। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতাল—১১ এলগিন রোড, ভবানীপুর। ১৫। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়ওয়ারী হাঁসপাতাল—১১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ১৬। সেণ্ট কাথরিনস্ হস্পিটাল—৬৮ ডায়মণ্ডহারবার রোড, খিদিরপুর। ১৭। ষ্টেশন হস্পিটাল (সামরিক)—১৪৬ লোয়ার সার্কুলার রোড। ১৮। ভলাণ্টারী ভেনেরিয়াল হস্পিটাল—আলিপুর। ১৯। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়—১৭। ১৯ শ্যামবাজার ব্রিজ রোড। ২০। এলবার্ট ভিক্টর এসাইলাম (কুষ্ঠরোগীর জন্য)—১৮ গোবরা রোড সাউথ। ২২। বেচুলাল ডিস্পেন্সারী—৬ বেচুলাল রোড। ২২। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল—১১০ মাণিকতলা মেন রোড। ২৩। নর্থ সুবার্ব্বন্ হস্পিটাল—৮৫ কাশীপুর রোড। সার গুরুদাস ইন্সটিটিউট ও নীরোদ চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী—৩৩ নং ষষ্ঠীতলা রোড নারিকেলডাঙ্গা।

## কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-তন্ত্র।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৮৫ জন কাউন্সিলার

( পূর্ব্বে ইঁহারা কমিশনার নামে অভিহিত হইতেন ) ইঁহাদের কার্য্যকাল তিন বৎসর করিয়া। ইঁহাদের মধ্যে ৬৩ জন করদাতাগণ কর্ত্তৃক প্রতি ওযার্ড হইতে নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গীয় চেম্বার অফ কমার্স ৬ জনকে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠান, কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েশন হইতে ৪ জন নির্ব্বাচিত হন, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার্স নির্ব্বাচন করেন ২ জনকে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ১০ জনকে মনোনীত করিয়া থাকেন। ৮৫ জন কাউন্সিলারের মধ্য হইতে ১৫ জন মুসলমান নির্ব্বাচিত হওয়া চাই। ইঁহারা প্রথম ৯ বৎসর ( ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ) মুসলমান জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, পরে মুসলমান ও অমুসলমান—উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই মনোনীত হইতে পারিবেন। কাউন্সিলার ব্যতীত ৫ জন অলডারম্যান্ কর্পোরেশন গঠনকার্য্যে সহায়ক হইবেন। ইঁহারা কাউন্সিলারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন কাউন্সিলার ও অলডারম্যান কর্ত্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রধান কার্য্য,—কর্পোরেশনের আহুত প্রতি সভায় সভাপতির কাজ করা। ইঁহাদের কার্য্যকাল মাত্র ১ বৎসর করিয়া। কর্পোরেসনের শাসন-পরিচালন-শীর্ষে একজন কাউন্সিলারগণ-নির্ব্বাচিত ও গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন, তাঁহার নাম চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁহার অধীনে দুইজন ডেপুটি কর্ম্মচারী আছেন।

## মিউনিসিপ্যাল ট্রেড্ লাইসেন্স।

১ম শ্রেণী—জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী যাহার মূলধন দশলক্ষ বা ততোধিক টাকা বার্ষিক ... ২০০৲

২য় শ্রেণী—অন্যান্য জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী সওদাগর, বেঙ্কার, পাইকারী বিক্রেতার কমিশন এজেণ্ট, গৃহাদি নির্ম্মাণকারক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টার ক্যাবিযিং কোম্পানী, থিয়েটার বা নাচঘরের অধিকারী, বাজারের অধিকারী, অকসনার বা নীলাম কারক, হোটেল বা বাসাবাটীর অধিকারী ও দোকানদার যাহাদের ব্যবসায় বা কর্ম্মস্থানের ৩৫০ বা তদূর্দ্ধ টাকা মাসিক ভাড়া ... ১০০৲

৩য় শ্রেণী—সওদাগর, বেঙ্কার, বেনিযান, কুঠিওয়ালা, মহাজন, আড়তদার, সাজ্জন, ফিজিসিয়ান, দন্ত-চিকিৎসক, গৃহাদি নির্ম্মানকারক, ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টর, কৌন্সিল, বড় আদালতের উকিল, বাজারের অধিকারী, ক্যাবিযিং কো°, গাইটবন্দী কারবার, কলের অধিকারী এবং হোটেল বা বাসাবাটীর অধিকারী, প্লাম্বর, গ্যাসফিটার, শিল্পকর, দোকানদার যাহাদের ব্যবসায় বা কর্ম্মস্থানের ১০০ বা তদধিক টাকা মাসিক ভাড়া ... ৫০৲

৪র্থ শ্রেণী—দালাল, ঔষধালয় কারী লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তার, অশ্ব চিকিৎসক, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য বিক্রেতা পঞ্চহাউস বা বিলিযার্ড হাউসের অধ্যক্ষ, ষ্টীম ফেরীবোট বা কার্গোবোটের অধিকারী তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত নহে এবং উকীল, মোক্তার ইত্যাদি তামাক ও পাটের মহাজন ও যে কোন হোটেল কিপার বা বাসাবাটীর অধ্যক্ষ, প্লাম্বর গ্যাস ফিটার, দোকানদার, বন্দুকের কারবারী গাড়ী ও ঘোড়া বিক্রেতা, যাহাদের কর্ম্মস্থানের মাসিক ২৫৲ টাকার অধিক ১০০৲ অনধিক ভাড়া ... ২৫৲

৫ম শ্রেণী—হোটেল ও বাসাবাটীর অধিকারী, গাড়ী পাল্কীর অধিকারী, বাজীওয়ালা, প্লাম্বর, গ্যাসফিটার, দোকানদার ইত্যাদি যাহারা ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকার ন্যূন মাসিক ভাড়া দেন বাজার ও চকের প্রত্যেক স্থায়ী দোকান দার, পোদ্দার, হাকিম, কবিরাজ, মুটিয়ার সর্দ্দার ও ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ১২৲

৬ষ্ঠ শ্রেণী। উপরি উক্ত শ্রেণীগণের বহির্ভূত দোকানদার, দালাল, পোদ্দার, বাক্সওযালা এবং ধাত্রী। ৮৲

৭ম শ্রেণী—ফেরিওয়ালা ... ... ... ১৲

**ইন্‌কমট্যাক্স অর্থাৎ আয়ের উপর কর।**

১। বাৎসরিক ২০০০৲টাকার ন্যূন আয়ের উপর কর নাই।

২। বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা অথবা উহার উপর আয় অথচ ৫০০০৲ উপর নয় তখন প্রতি টাকায় পাচ পাই Five pies হিসাবে ট্যাক্স দিতে হইবে।

৩। বাৎসরিক আয় ৫০০০৲ টাকা অথবা উহার উপর আয় কিন্তু ১০,০০০উপর নয় তখন প্রতি টাকায় ছয় পাই Six pies হিসাবে।

৪। বাৎসরিক আয় ১০,০০০৲ টাকা বা তাহার উপর কিন্তু ২০,০০০৲ উপর আয় না হইলে প্রতি টাকায় নয় পাই Nine pies হিসাবে।

৫। বাৎসরিক আয় ২০,০০০ টাকা বা তাহার ঊর্দ্ধে কিন্তু ৩০,০০০ টাকার উপর না হইলে প্রতি টাকায় একানা হিসাবে।

৬। বাৎসরিক আয় ৩০,০০০ টাকার উপর কিন্তু ৪০,০০০ টাকার উপর না হইলে প্রতি টাকায় পাচ পয়সা হিসাবে।

৭। বাৎসরিক আয় ৪০,০০০ অথবা ৪০,০০০ টাকার উপর হইলে প্রতি টাকায় দেড় আনা হিসাবে।

৮। কোন অফিস কিংবা রেজিষ্টার্ড ফার্ম্ম তাহাদের আয় যাহাই হউক না কেন প্রতি টাকায় দেড় আনা হিসাবে।

---

## রাজকীয় ডাকবিভাগ।

ডাকঘর রবিবার, নিউইয়ার্স ডে, গুড্‌ফ্রাইডে, এম্প্রারর্স বার্থডে এবং বড়দিনে বন্ধ থাকে। টেলিগ্রাফ বিভাগেও ঐ সময়ে ছুটী থাকে। ইহাভিন্ন শ্রীপঞ্চমী ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, মহালয়া, দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রত্যেকের জন্য ১ দিন বন্ধ।

এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার বৎসরে সকল দিনই হয়।

ডাক ঘরে কোন বিষয় জানিতে হইলে ( ছুটীর দিন ব্যতীত )—প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা এবং দুপুর ১২টা হইতে বৈকালে ৫টা।

---

## কোন্ বিষয় কাহার নিকট দরখাস্ত করিতে হয় ?

অসুস্থ ও আহত জন্তুর এম্বুলেন্সের জন্য বা মৃত জন্তু বহন করিবার লরির জন্য দরখাস্ত গৃহীতা—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গোখানা ডিষ্ট্রিক্ট নং ৩। ১৬৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।

এসেসমেণ্টের কাগজপত্র বহি সার্চ্চ করিবার বা নকল লইবার ( বর্ত্তমান বর্ষের ) অথবা গৃহের এসেস্‌মেণ্টের ভ্যালুয়েসন্ নির্দ্ধারক সমস্ত বিষয়ের জন্য দঃ গৃঃ—এসেসর।

এসেস্‌মেণ্টের পুরাতন কাগজপত্র বহি সার্চ্চ করিবার বা নকল লইবার জন্য, জন্মরেজিষ্টার সার্চ্চ বা ইন্সপেকসন করিবার জন্য, মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত ছাপা পুস্তক, তালিকা, রিপোর্ট, বাই-লজ, নিয়মাবলী, মিটিং প্রসিডিংস প্রভৃতি দেখিবার বা ক্রয় করিবার জন্য দঃ গৃঃ—সেণ্ট্রাল রেকর্ড কীপার।

সর্ব্বপ্রকার বিল, দঃ গৃঃ—চীফ একাউণ্টেণ্ট।

জন্ম সার্টিফিকেট, দঃ গৃঃ—হেলথ অফিসার।

জন্ম রেজিষ্ট্রেসন্, দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার।

বিল্ডিং স্যাংসন করাইবার জন্য দঃ গৃঃ—বিল্ডিং সার্ভেয়ার ও সিটি আর্কিটেক্ট

গরু বা মহিষের গাড়ী সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দঃ গৃঃ ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার, কার্ট রেজিষ্ট্রেশন।

মৃত্যু সার্টিফিকেট, দঃ গৃঃ—হেল্‌থ অফিসার।

মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশন, দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার।

মৃত্যু রেজিষ্ট্রারী সার্চ্চ বা ইন্‌স্পেক্‌সন করিবার জন্য দঃ গৃঃ—সেণ্ট্রাল রেকর্ড কীপার।

নূতন বা পুরাতন ইট, বালি, চূণ, সুরকী প্রভৃতি গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান প্রকাশ্য রাস্তায় জমা করিবার জন্য, গৃহগত ড্রেন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের জন্য দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সম্বন্ধে অভাব, অভিযোগ, প্রস্তাব প্রভৃতি উপস্থাপিত করিবার জন্য দঃ গৃঃ—হেল্‌থ অফিসার।

নিষিদ্ধ এলাকায় কুঁড়ে, বা চালা ঘর, বা মালগুদাম নির্ম্মাণ অথবা দোকান খুলিবার জন্য অথবা কুঁড়ে বা চালাঘরের প্লান নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য (গরিবের সুবিধার্থে ২৲ ফি দিলেই করিয়া দেওয়া হয়), স্যাংসণ্ড প্ল্যানের কপি সরবরাহের জন্য দঃ গৃঃ—সিটি আর্কিটেক্ট।

লাইব্রেরী সমূহে, প্রাইমারী ও টেক্‌নিক্যাল স্কুলে গ্র্যাণ্ট দান করিবার জন্য দঃ—এডুকেসন্ অফিসার কিম্বা সেক্রেটারী।

সকল প্রকার লাইসেন্স ট্যাক্সের জন্য দঃ গৃঃ—লাইসেন্স অফিসার।

সকল প্রকার মিটিংয়ের জন্য ও টাউন হল ভাড়া লইবার জন্য দঃ গৃঃ—সেক্রেটারী।

রাস্তায় আবর্জ্জনাদির জন্য দঃ গৃঃ-ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার

পায়খানার পরিবর্ত্তন, উন্নতি সাধন, নূতন নির্ম্মাণের স্যাংসন্ জন্য বা স্যাংসণ্ড প্ল্যানের কপি সরবরাহের জন্য দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার।

বাড়ীতে ড্রেনের পায়খানা সংযোগ করিবার জন্য, দোকানে পর্দ্দা টাঙ্গাইবার লাইসেন্সের জন্য, রাস্তায় মাচা বা বাড়ী নির্ম্মাণের ভারা বাঁধিবার জন্য, সকল প্রকার প্রকাশ্য স্কোয়ার বা পার্ক এবং কন্সার্ভেন্সী সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

রাস্তার আলো সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য দঃ গৃঃ—লাইটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ফিল্টার করা বা অপরিষ্কৃত জল সরবরাহ সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য দঃ গৃঃ—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস্।

ডাকটিকিট বিক্রয়—ডাকঘর খোলা থাকিলেই টিকিট বিক্রয় হইবে।

রেজিষ্ট্রী বিমা বা ইনসিওরেন্স পোষ্ট পার্শেল ভেল্‌পেয়েবেল ডাক, ডাকে চিঠি দেওয়ার সময় প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এবং ১২টা হইতে ৫টা। কেবল শনিবারে ৩টা পর্য্যন্ত। মণিঅর্ডার সেভিংব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া বা লওয়া ও বিলাতী ডাকের টিকিট বিক্রয়—১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, শনিবারে ১টা পর্য্যন্ত।

টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার—প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত। টেলিগ্রামের টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার মত। পত্র সকল দিনমানে লওয়া দেওয়া হয়। ইহাই সাধারন নিয়ম।

সকল প্রকার পত্র ও পুলিন্দার উপরে যেরূপ শিরোনামা লেখা থাকে ঠিক তাহাই পৃথক কাগজে লিখিয়া ও একখানি দুই পয়সার টিকিট লাগাইয়া দিলে পোষ্টমাষ্টার নিদর্শন স্বরূপ তাহাতে একটি মোহর করিয়া দেন, সেটী পত্র বা পুলিন্দা ডাকে পাঠান হইয়াছে তাহারই প্রমাণ। পাঠানের নিদর্শন সূচক এরূপ দুই পয়সায় একখানি রসিদে ৩টা পর্য্যন্ত পত্র বা পুলিন্দা যাইতে পারে।

---

## টেলিগ্রাম—এক্সপ্রেস্ ও অর্ডিনারী

এক্সপ্রেসের প্রথম ১২ কথায় ১৶, অপর প্রত্যেক অধিক কথার জন্য ৵০, অর্ডিনারী প্রথম ১২ কথায় ৮০, তদূর্দ্ধে প্রতি কথার জন্য ⁄০ আনা মাত্র। নাম ও ঠিকানা ধরিয়া হিসাব করা হয়।

---

## প্যাটার্ণ পোষ্ট বা নমুনার ডাক।

ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি নমুনার মত (বিক্রয়ের যোগ্য

নহে ) এই ডাকে পাঠান যাইতে পারে ; পুলিন্দা ৮০ তোলার অধিক ওজন ও ২ ফিট দীর্ঘ ১ ফুট প্রস্থ ও ১ ফুট উর্দ্ধ মাপের অধিক হইবে না।

পুলিন্দার দ্রব্য পরীক্ষার জন্য ঐ সকল এরূপ প্যাক করিতে হইবে যাহাতে সহজে উহা দেখা যায়। মাশুল পাঁচ তোলায় ৴১০ অগ্রে দেয়, তাহা না দিলে বা ইনসফিসেন্ট হইলে পশ্চাৎ দ্বিগুণ লাগে। ঐ নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে পত্র প্রেরণের মাশুল দণ্ড স্বরূপ লওয়া যায়।

---

## ভেলুপেয়েবল ডাক।

রেজেষ্টারী পার্শেলে, রেজেষ্টারী পত্রে সম্পূর্ণ অগ্রিম মাশুল দেওয়া এবং রেলওয়ে রসিদ ভ্যালুপেয়েবল করা যাইতে পারে ; অর্থাৎ বিলির সময় পোষ্ট আফিসের দ্বারাই গৃহীতার নিকট হইতে দাম আদায় করা যাইতে পারে ; এরূপ পাঠান কেবল যে স্থানে মণিঅর্ডারের টাকা পাওয়া যায় সেই স্থানেই হইতে পারে। এরূপ পাঠাইতে হইলে পাঠানর সময় কত আদায় করিতে হইবে তাহা পোষ্ট আফিস ফরমে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হয় ইহার একখানি রসিদ পাওয়া যায়। বিমা করিয়া পাঠাইলে একখানি বিমার রসিদ পাওয়া যায়।

কমিশনের হার প্রতি ১০৲ টাকায় ৵আনা হিসাবে কমিশন দিতে হয়। কিংবা ১০ উপর হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত ।০ আনা। ৪০ উপর হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত ॥০, ৬৫ উপর হইতে ৭৫৲ পর্য্যন্ত ৸০ আনা এবং ৯০ উপর হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত ১৲। রেজেষ্টারী প্যাকেট কমিশনের খরচা প্যাকেটের উপর অগ্রে টিকিট বসাইয়া দিতে হয়। ১০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্য পাঠান যায় না। প্যাকেট বিলি করিবার সময় মণিঅর্ডার কমিশন গৃহীতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। দ্রব্যাদি নষ্ট হইলে পোষ্ট আফিস দায়ী নহে।

বিলির নিয়ম।—যে তারিখে ভিঃ পিঃতে দ্রব্য প্রেরিত হয় সে তারিখ হইতে ৬ মাস কাল পোষ্ট আফিস ঐ দ্রব্যসংক্রান্ত দাবী দাওয়া গ্রাহ্য করেন। তৎপরে কোন প্রকার দাবী দাওয়া চলিবে না।

হাজার টাকার অনধিক মূল্যের দ্রব্যাদি রেলওয়ে দ্বারা অথবা বুলক ট্রেণ দ্বারা স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া তাহার রসিদ দুই আনার ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া ভ্যালুপেয়েবলের নিয়মানুসারে প্রেরণ করিলে তাহার টাকা পোষ্টাফিস দ্বারা আদায় হইয়া প্রেরকের নিকট প্রেরিত হয়।

---

## ইন্সিওরেন্স বা বিমা।

যাহার যেরূপ পাঠানর নিয়ম বিমা করিলে সেরূপ পাঠাইতে হয়, তবে মজবুত ও ভাল করিয়া মুড়িতে হয় ও সেলাইয়ের মুখ ঘন ঘন গালা মোহর করিতে হয়।

বিমা করিলে যদি খোয়া যায় আর প্রেরকের পাঠানর কোন দোষ না থাকে তাহা হইলে দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট ২ মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন। পাঠানর পর তিনমাস মধ্যে খোয়া যাওয়া কি নষ্ট হওয়ার দরখাস্ত দিতে হয় বিমা করিয়া দ্রব্য বিলি করিয়া গৃহীতার রসিদ প্রেরয়িতাকে পাঠান হয়।

বিমার হার।—৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্যের উপর ৴০ অতিরিক্ত প্রতি ৫০ টাকার অনধিক ৴০ তদুর্দ্ধে প্রতি অংশ উহার অর্দ্ধেক খরচ। বিনা দ্রব্যে টিকিটের দ্বারা সম্পূর্ণ মাশুল ও রেজেষ্টারী ও বিমার খরচা দিতে হয়, বিমা পোষ্ট আফিসে গিয়া করিতে হয়। বিমা পত্রের এনভেলাপ সকল পোষ্ট আফিসে বিক্রয় হয়।

---

## মণিঅর্ডার।

কমিশন। ১০ টাকায় ৵০, ১০ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত ।০ তদুর্দ্ধে প্রতি ১০ টাকায় ৵০ লাগে। ৬০০ টাকার অধিক মনিঅর্ডার করিতে দেওয়া হয় না। দুই আনার কম সাধারণ মণিঅর্ডার হয় না।

করমে লিখিয়া কমিশন সহিত জমা দিলে টাকার রসিদ পাওয়া যায় এবং পরে গৃহীতার নিকট হইতে রসিদ আনাইয়া ডাকঘরের লোক দিয়া আসে। ফারম ডাকঘর হইতে পাওয়া যায়। মণিঅর্ডারের টাকা ঘরে বসিয়া পাওয়া যায়, টাকা শীঘ্র পাঠাবার জন্য ডাকঘরে তারে খবর দিলে তৎক্ষণাৎ টাকা পৌঁছায়। তাহার কমিশন সাধারণ মণিঅর্ডারের ন্যায় তবে টেলিগ্রামের ফি স্বতন্ত্র দিতে হইবে। মণিঅর্ডারে টাকা প্রেরয়িতা ও গৃহীতা উভয়েরই অনুসন্ধান না পাইলে গভর্ণমেণ্টে জমা থাকে এবং একবৎসর মধ্যে উহা দরখাস্ত করিয়া ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পর আর ঐ টাকা পাওয়া যায় না।

# পোষ্টাফিস সেভিংস্ব্যাঙ্ক

টাকা জমাইবার অভিপ্রায়ে পোষ্টাফিসে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। চারি আনার কম বা বৎসরে ৩৫০ টাকার অধিক জমা রাখা যায় না। সাবালক পক্ষে ৫০০০৲ হাজার ও নাবালক পক্ষে ১০০০৲ এক হাজার পর্য্যন্ত জমা রাখা যায়। সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার হইতে শনিবারের মধ্যে একবারমাত্র টাকা ফেরৎ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যদি কেহ শনিবার টাকা ফিরাইয়া লন, তাহার পর সোমবার আবার টাকা ফিরাইয়া লইতে পারেন। গচ্ছিত টাকা জমা ৩৲ টাকা শতকরা হিসাবে বাৎসরিক সুদ পাওয়া যায়। পোষ্টাফিসে গিয়া জমা রাখিতে হয়। বিশেষ নিয়মাদি সেইখানে জানিতে পারা যায়।

মাশুল বেয়ারিং ইনসফিসেণ্ট।—অগ্রে মাশুল না দিলে বা কম দিলে যাহা বাকী হইবে তাহার দ্বিগুণ গৃহীতার নিকট হইতে আদায় করা হয়, ফেরৎ আসিলে প্রেরকের নিকট হইতে হইতে মাশুল আদায় করা হয়, মাশুলের হার অর্দ্ধ তোলা ৲১০, একতোলা ৲১৫, আড়াই তোলা ⁄১০ তদূর্দ্ধে প্রতি আড়াই তোলা তোলা বা তদংশ ⁄০ এক আনা।

ব্যারিং পত্রের মাশুল ফেরত। ভুবভিসন্ধিতে পত্র ব্যারিং পাঠাইলে তাহা মাশুল দিয়া গ্রহণ করিলে মাশুল ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে।

নালিশ।—পোষ্ট আফিসের নামে নালিশের পত্রে মাশুল লাগে না।

রেজেষ্টারী পত্র পোষ্টকার্ড, বুক ও প্যাটরণ প্যাকেট রেজেষ্টারী করিতে হইলে সম্পূর্ণ মাশুল ও রেজেষ্টারী খরচা ⁄৹ দিতে হয়। পোষ্টমাষ্টার তজ্জন্য একখানি রসিদ দেন, যাহাকে পাঠান হইতেছে তাহার নিকট হইতে রসিদ আনাইতে হইলে আরও ⁄০ দিতে হয়। রেজেষ্টারী হইলে পত্রাদি নিরাপদে যায়।

——

## বুকপোষ্ট

প্রতি ৫ তোলায় ৲১০, ব্যারিং মাশুলে ও রেজেষ্টারীর নিয়মাদি পত্রের ন্যায়। সংবাদ বা সাময়িকপত্র—৮ তোলা ওজনের হইলে ৲৫, তদূর্দ্ধ ২০ তোলা পর্য্যন্ত ৲১০, কিন্তু সেই স্থলে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আফিসে রেজেষ্টারি করিয়া লইতে হয় এবং রেজেষ্টারীর নম্বর পত্রের উপর ছাপিতে হয়।

——

## পার্শেল পোষ্ট

সকল পার্শেলই রেজেষ্টারী করিতে হয়। তজ্জন্য পোষ্টাফিস হইতে রসিদ পাওয়া যায়। পার্শেলের মধ্যে একখানি মাত্র পত্র দেওয়া যাইতে পারে। পার্শেল ৮০০

বা।০ সের পর্য্যন্ত যাইতে পারে। মাশুল ২০ তোলার অনধিক ওজনে ৴০, ৪০ তোলা ৶০, ৮০ তোলা ৷৶০ ১২০ তোলা ৷৷/০, ১৬০ তোলা ৷৷৵০, ২০০ তোলা ৸৶০ ২৪০ তোলা ১৵০, ২৮০ তোলা ১।/০, ৩২০ তোলা ১৷৷০ ৩৬০ তোলা ১৷৷৶০, ৪০০ তোলা ১৵, ৪৪০ তোলা ২/০। ৪৪১ তোলা হইতে ৪৮০ তোলা পর্যন্ত ৩৲ টাকা অর্দ্ধে প্রতি ৪০ তোলায় বা অংশে ।০ দিতে হয়। মাশুল অগ্রে দিতে হইবে। ব্যারিং লওয়া হয় না।

## ইন্‌ল্যাণ্ড (ভারতবর্ষীয়) পোষ্টের মাশুল

| পোষ্টকার্ড। | | পত্র (খাম) | | পুস্তক বা প্যাটার্ণ প্যাকেট | পার্শেল (মাশুল অগ্রিম দিতে হইবে) | | | | প্রতি ৪০ তোলার কিম্বা আংশিক ওজনের [illegible]—৮০০ তোলা পর্যন্ত। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ৪৪০ তোলার অতিরিক্ত নহে। | | ৪৩৩ তোলার উপর হই লেই রেজিঃ করিতে হয়। | | |
| এক খণ্ড মাত্র। | রিপ্লাই। (জোড়া ১) | আড়াই তোলার অনধিক | অতিরিক্ত আড়াই তোলা তোলা বা আংশিক | প্রতি পাঁচ তোলা বা আংশিক। | ২০ তোলার (এক পোয়া) অতিরিক্ত। | ২০ তোলার অতিরিক্ত ৪০ তোলার অনতিরিক্ত। | অতিরিক্ত প্রতি ৪০ তোলা বা আংশিক ওজনে। | ৪৪০ তোলার অতিরিক্ত কিন্তু ৪৮০ তোলার অনতিরিক্ত। | |
| ৻১০ | ৴০ | ৴০ | ৴০ | ৻১০ | ৵০ | ৶০ | | ৩ | ।০ |

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] আষাঢ় ১৩৩৩ [ ৩য় সংখ্যা

## নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ।

এই অধ্যায়ে ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় নানা সংবাদ ডাইরেক্টরীর ন্যায় প্রতিমাসে আমরা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যাহাতে হঠাৎ কোনও বিষয় জানিবার দরকার হইলে গ্রাহকদিগকে আর পুরাতন সংখ্যার কাগজ হাতড়াইয়া বেড়াইতে না হয়। যদি আর কোনও নূতন জ্ঞাতব্য সংবাদ এই অধ্যায়ে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় এবং দরকার বলিয়া কোনও গ্রাহকের মনে হয় তবে আমাদিগকে জানাইলে সে বিষয়ে আমরা মনোযোগী হইতে পারি। আশাকরি গ্রাহকগণ এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আর যদি অধিক সংখ্যক গ্রাহক মনে করেন যে এই সংবাদ যখন একবার বাহির করা হইয়াছে তখন প্রতিমাসে ইহা আর বাহির করার দরকার নাই তবে আগামী সংখ্যায় আমরা ইহা আর বাহির করিব না। এই জন্য গ্রাহকদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদের অভিপ্রায় আমাদিগকে জানান।

# বর্ত্তমান বৎসরের পর্ব্বদিন এবং তদুপলক্ষে আফিস বন্ধের তালিকা

## হিন্দু পর্ব্বদিন।

| পর্ব্বের নাম | বাংলা তারিখ | ইংরাজী তারিখ | বার | গবর্ণমেন্ট আফিস | কলিকাতা | | মফঃস্বল | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | হাইকোর্ট | স্মল কজেস্ কোর্ট | দেওয়ানী আদালত | ফৌজদারী আদালত |
| দশহরা | ৫ আষাঢ় | ২০ জুন | রবিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| অম্বুবাচী | ৬ আষাঢ় | ২১ জুন | সোমবার | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| স্নানযাত্রা | ১০ আষাঢ় | ২৫ জুন | শুক্রবার | ০ | ১ | ১ | ১ | |
| রথযাত্রা | ২৭ আষাঢ় | ১২ জুলাই | সোমবার | ১ | ২ | ১ | ১ | |
| পুনর্যাত্রা | ৪ শ্রাবণ | ২০ জুলাই | মঙ্গলবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| ঝুলনযাত্রা | ২রা ভাদ্র | ১৯ আগষ্ট | বৃহস্পতিবার | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ |
| রাখী পূর্ণিমা | ৬ ভাদ্র | ২৩ আগষ্ট | সোমবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| জন্মাষ্টমী | ১৩ ভাদ্র | ৩০ আগষ্ট | সোমবার | ১ | ২ | ২ | ২ | ১ |
| মহালয়া | ১৯ আশ্বিন | ৬ অক্টোবর | বুধবার | ১ | ৬০ | ৫৩ | ৩৩ | ১ |
| দুর্গোৎসব | ২৬ আশ্বিন | ১৩ অক্টোবর | বুধবার | ১২ | অন্তর্গত | অন্তর্গত | অন্তর্গত | ১২ |
| লক্ষ্মীপূজা | ৩ কার্ত্তিক | ২০ অক্টোবর | বুধবার | অন্তর্গত | " | " | " | অন্তর্গত |
| (কোজাগর) | | | | | | | | ২ |
| শ্যামাপূজা | ১৮ কার্ত্তিক | ৪ নভেম্বর | বৃহস্পতিবার | ১ | " | ০ | " | |
| ভ্রাতৃদ্বিতীয়া | ২১ কার্ত্তিক | ৭ নভেম্বর | রবিবার | ০ | " | " | " | ০ |
| জগদ্ধাত্রীপূজা | ২৮ কার্ত্তিক | ১৪ নভেম্বর | রবিবার | ১ | " | ১ | ১ | ১ |
| কার্ত্তিকপূজা | ৩০ কার্ত্তিক | ১৬ নভেম্বর | মঙ্গলবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| রাসযাত্রা | ৩ অগ্রহায়ণ | ১৯ নভেম্বর | শুক্রবার | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ |
| শ্রীপঞ্চমী | ২[illegible] মাঘ | ৬ ফেব্রুয়ারী | রবিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| শিবরাত্রি | ১৮ ফাল্গুন | ২ মার্চ্চ | বুধবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| দোলযাত্রা | ৪ চৈত্র | ১৮ মার্চ্চ | শুক্রবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| চড়ক পূজা | ৩০ চৈত্র | ১৩ এপ্রেল | বুধবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |

## ইংরাজী পর্ব্বদিন।

| পর্ব্বের নাম | বাংলা তারিখ | ইংরাজী তারিখ | বার | গবর্ণমেন্ট আফিস | হাইকোর্ট | স্মল কজেস্ কোর্ট | দেওয়ানী আদালত | ফৌজদারী আদালত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এম্পারাস বার্থ[illegible] | ২০ জ্যৈষ্ঠ | ৩ জুন | বৃহস্পতিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| দরবারডে | ২৬ অগ্রহায়ণ | ১২ ডিসেম্বর | রবিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| খ্রীষ্টমাসডে | ১০ পৌষ | ২৫ ডিসেম্বর | শনিবার | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ |
| নিউইয়ারস্ ডে | ১৭ পৌষ | ১লা জানুয়ারী | শনিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |

## মুসলমানী পর্ব্বদিন।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইদল্‌ফেতর্‌ | ২ বৈশাখ | ১৫ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | | | | ১ | ১ |
| ইদুজ্জোহা | ৭ আষাঢ় | ২২ জুন | মঙ্গলবার | ১ | ২ | ২ | ২ | ১ |
| মহরম্‌ | ৫ শ্রাবণ | ২১ জুলাই | বুধবার | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| আখেরিচাহার্‌ | ২২ ভাদ্র | ৮ সেপ্টেম্বর | বুধবার | ০ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ফাতেহাদোয়াজ | ৪ আশ্বিন | ২১ সেপ্টেম্বর | মঙ্গলবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| সবেরাৎ | ৫ ফাল্গুন | ১৭ ফেব্রুয়ারী | বৃহস্পতিবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ইদল্‌ফেতর্‌ | ২১ চৈত্র | ৪ এপ্রেল | সোমবার | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |

**পোষ্টাফিস বন্ধ**—রবিবার, খ্রীষ্টমাসডে, নিউইয়ার্সডে, এম্পারার্স বার্থডে, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তি, ইদল্‌ফেতর্‌, ইদুজ্জোহা।

# বৌদ্ধদিগের পর্ব্বদিন।

### মহামুনিমেলা বিষুবসংক্রান্তি চৈত্র

বুদ্ধদেবের জন্মমহোৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রতারম্ভ বা বর্ষমাস আষাঢ়ী পূর্ণিমা ৯ই শ্রাবণ। ঐ ব্রত সমাপন আশ্বিনী পূর্ণিমা ৪ঠা কার্ত্তিক। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ কার্ত্তিকী অমাবস্যা ১৯শে কার্ত্তিক। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্রপাঠ মাঘীপূর্ণিমা ৪ঠা ফাল্গুন।

# জৈনদিগের পর্ব্বের তালিকা।

বৈশাখ—**শুক্লাতৃতীয়া**—অক্ষয়তৃতীয়া।

জ্যৈষ্ঠ—**শুক্লাপঞ্চমী**—শ্রুতপঞ্চমী।

আষাঢ়—**শুক্লাষ্টমী**—অষ্টাহ্নিকা ব্রতারম্ভ, চতুর্দ্দশী—চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ, পূর্ণিমা ঐ—অষ্টাহ্নিকা পূর্ণ।

শ্রাবণ—**শুক্লাসপ্তমী**—মুকুটসপ্তমী ব্রত, দশমী—অক্ষয় দশমী ব্রত, পূর্ণিমা—রাখীবন্ধন।

ভাদ্র—**শুক্লাপ্রতিপদ**—লব্ধিবিধান ব্রত, তৃতীয়া—জিন চতুর্ব্বিংশ ব্রত, চতুর্থী—দশ লক্ষণ বা পর্য্যুষন পর্ব্বারম্ভ, পঞ্চমী—পঞ্চমেরু স্থাপন, পুষ্পাঞ্জলী ব্রতারম্ভ, ঋষি পঞ্চমী, সপ্তমী—নির্দ্দোষ সপ্তমী, নবমী—পঞ্চমেরু বিসর্জ্জন, পুষ্পাঞ্জলি ব্রতপূর্ণ, দশমী—সুগন্ধ দশমী ব্রত, অনন্ত ব্রতারম্ভ, দ্বাদশী—রত্নত্রয় ব্রতারম্ভ, অনন্ত চতুর্দ্দশী, দশলক্ষণ ব্রত পূর্ণ,

আশ্বিন—কৃষ্ণা প্রতিপদ ষোড়শ কারণ ব্রত পূর্ণ জলযাত্রাবিধান, উত্তম ক্ষমা বনী দিন, শুক্লা প্রতিপদ—নবরাত্রি আরম্ভ, নবমী—নবরাত্রি পূর্ণ।

কার্ত্তিক—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিশেষে মহাবীর নির্ব্বাণোৎসব, অমাবস্যা—নির্ব্বাণ লক্ষ্মীপূজা, শুক্লাপঞ্চমী—জ্ঞানপঞ্চমী, অষ্টমী—অষ্টাহ্নিকা প্রারম্ভ, চতুর্দ্দশী—চাতুর্ম্মাস পূর্ণ, পূর্ণিমা—অষ্টাহ্নিকা পূর্ণ, রথযাত্রা ( এই দিন কলিকাতায় পরেশনাথের মিছিল বাহির হয়। )

পৌষ—কৃষ্ণাদশমী—পার্শ্বনাথ জন্মোৎসব।

মাঘ—কৃষ্ণা একাদশী আদিনাথের মোক্ষগমন।

ফাল্গুন—শুক্লাষ্টমী—অষ্টাহ্নিকা প্রারম্ভ, পূর্ণিমা—অষ্টাহ্নিকা পূর্ণ।

চৈত্র—কৃষ্ণানবমী—আদিনাথের জন্মোৎসব, শুক্লাত্রয়োদশী—মহাবীর জয়ন্তী বা মহাবীরের জন্মোৎসব।

## শিখদিগের পর্ব্বদন।

শ্রীশ্রী৺গুরু নানকের ( ১ম গুরু ) জন্মোৎসব কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ৩রা অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রী৺গুরুগোবিন্দ সিংহের ( ১০ম গুরু ) পাটনা সহর হরমন্দিরে জন্মোৎসব পৌষী শুক্লাসপ্তমী ২৬শে পৌষ

## বর্ত্তমান বৎসরে যে যে দিন গঙ্গাস্নানের যোগ আছে তাহার তালিকা।

৭ই বৈশাখ অশোকাষ্টমী।

২৮শে বৈশাখ গোসহস্রাগঙ্গাস্নানাৎ সহস্র গোদানতুলাফলং।

৪ঠা আষাঢ় হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়ফলং

৫ই আষাঢ় দশহরা দশবিধপাপক্ষয়ফলং।

৩১শে মহালয়া।

২৩শে শ্রাবণ বারুণীপাতযোগে গঙ্গাস্নানাৎ ত্রিকোটীকুলোদ্ধারফলং

২১শে ভাদ্র গোসহস্রী গঙ্গাস্নানাৎ সহস্রগোদানতুলাফলং।

১৮ই আশ্বিন গোসহস্রী গঙ্গাস্নানাৎ সহস্রগোদানতুলাফলং

৪ঠা অগ্রহায়ণ রোহিণীযুক্তপ্রতিপদ।

১৮ই মাঘ গোসহস্রী গঙ্গাস্নানাৎ সহস্রগোদানতুলাফলং।

২৫শে মাকরী সপ্তমী।

৩০শে ফাল্গুন গোবিন্দদ্বাদশী গঙ্গাস্নানাৎ মহাপাতকপাপক্ষয়ফলং ।

১৭ই চৈত্র বারুণী গঙ্গাস্নানাৎ বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনস্নানজন্যফলসমফলং ।

২৬শে অশোকাষ্টমী ।

## বর্ত্তমান বৎসরে যে যে দিন একাদশীর উপবাস করিতে হইবে তাহার তালিকা।

বৈশাখ ১০।২৫, জ্যৈষ্ঠ ৯।২৩, আষাঢ় ৭।২১, শ্রাবণ ৫।১৯, ভাদ্র, ২।১৬, আশ্বিন ১।১৫,কার্ত্তিক ১৫।৩০, অগ্রহায়ণ ১৫।২৯, পৌষ ১৫।২৯, মাঘ ১৫।২৯ ফাল্গুন ১৬।৩০, চৈত্র ১৫।২৯ ।

গোস্বামীমতে :—১১ই বৈশাখ পক্ষবর্দ্ধিনীমহাদ্বাদশী ব্রত। ৭ই আষাঢ় নির্জ্জলৈকাদশ্যুপবাসঃ। ৩রা ভাদ্র একাদশীর উপবাস। ৩৬শে পৌষ একাদশী ও জয়ন্তী মহাদশীর উপবাস।

## দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব।

**এই টেবিলের সাহায্যে অতি সহজে দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব করা যায়।**

| মাসিক বেতন। | ২৮ দিনের হিসাবে। | ৩০ দিনের হিসাবে | ৩১ দিনের হিসাবে |
|---|---|---|---|
| টাকা | টা—আ—পাই | টা—আ—পাই | টা—আ—পাই |
| ১ | ৭ | ৬ | ৬ |
| ২ | ১—২ | ১—১ | ১—০ |
| ৩ | ১—৯ | ১—৭ | ১—৭ |
| ৪ | ২—৩ | ২—২ | ২—১ |
| ৫ | ২—১০ | ২—৮ | ২—৭ |
| ৬ | ৩—৫ | ৩—২ | ৩—১ |
| ৭ | ৪—০ | ৩—৯ | ৩—৭ |
| ৮ | ৪—৭ | ৪—৩ | ৪—২ |
| ৯ | ৫—২ | ৪—১০ | ৪—৮ |
| ১০ | ৫—৯ | ৫—৪ | ৫—২ |
| ২০ | ১১—৫ | ১০—৮ | ১০—৪ |
| ৩০ | ১— ১—২ | ১—০—০ | ১৫—৬ |
| ৪০ | ১— ৬—১০ | ১—৫—৪ | ১— ৪—৮ |
| ৫০ | ১—১২—৭ | ১—১০—৮ | ১— ৯—১ |
| ৬০ | ২— ২—৩ | ২—০—০ | ১—১৫—৬ |
| ৭০ | ২— ৮—০ | ২—৫—৪ | ২— ৪—২ |
| ৮০ | ২—১৩—৯ | ২—১০—৮ | ২— ৯—৩ |
| ৯০ | ৩— ৩—৫ | ৩— ০—০ | ২—১৪—৫ |
| ১০০ | ৩— ৯—২ | ৩— ৫—৪ | ৩— ৩—৭ |

# কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গায় জোয়ার ভাটার সময় নির্ণয়।

যাহাদের নৌকায় সর্ব্বদা মালপত্রাদি আনা নেওয়া করিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সংবাদগুলি কাজে লাগিতে পারে। কারণ জোয়ার ভাঁটার গতিবিধি জানা থাকিলে নৌকা চলাচলেরও সময় থাকিতে সুবিধামত ব্যবস্থা করা যায়।

| তিথি | জোয়ার আরম্ভ | | | | ভাঁটা আরম্ভ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | দিবা | | রাত্রি | | দিবা | | রাত্রি | |
| | ঘ | মি | ঘ | মি | ঘ | মি | ঘ | মি |
| দশমী | ৬ | ৮ | ৬ | ১৩ | ১০ | ৫৮ | ১১ | ৩ |
| একাদশী | ৬ | ৫৬ | ৭ | ১ | ১১ | ৪৬ | ১১ | ৫১ |
| দ্বাদশী | ৭ | ৪৪ | ৭ | ৪৯ | ১২ | ৩৪ | ১২ | ৩৯ |
| ত্রয়োদশী | ৮ | ৩২ | ৮ | ৩৭ | ১ | ২২ | ১ | ২৭ |
| চতুর্দ্দশী | ৯ | ২০ | ৯ | ২৫ | ২ | ১০ | ২ | ১৫ |
| পূর্ণিমা, অমাবস্যা | ১০ | ৮ | ১০ | ১৩ | ২ | ৫৮ | ৩ | ৩ |
| প্রতিপদ | ১০ | ৫৬ | ১১ | ১ | ৩ | ৪৬ | ৩ | ৫১ |
| দ্বিতীয়া | ১১ | ৪৪ | ১১ | ৪৯ | ৪ | ৩৪ | ৪ | ৩৯ |
| তৃতীয়া | ১২ | ৩২ | ১২ | ৩৭ | ৫ | ২২ | ৫ | ২৭ |
| চতুর্থী | ১ | ২০ | ১ | ১৫ | ৬ | ১০ | ৬ | ১৫ |
| পঞ্চমী | ১ | ৮ | ২ | ১৩ | ৬ | ৫৮ | ৭ | ৩ |
| ষষ্ঠী | ২ | ৫৬ | ৩ | ১ | ৭ | ৪৬ | ৭ | ৫১ |
| সপ্তমী | ৩ | ৪৪ | ৩ | ৪৯ | ৮ | ৩৪ | ৮ | ৩৯ |
| অষ্টমী | ৪ | ৩২ | ৪ | ৩৭ | ৯ | ২২ | ৯ | ২৭ |
| নবমী | ৫ | ২০ | ৫ | ২৫ | ১০ | ১০ | ১০ | ১৫ |

# কলিকাতা এবং হাবড়ার পারে গঙ্গার ঘাট সমূহের তালিকা।

যাঁহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে নৌকাপথে মাল আমদানী রপ্তানী করিতে হয়। এই জন্য কলিকাতা এবং হাবড়ার পারে যতগুলি ঘাট আছে তাহার সন্ধান রাখা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে অনেক সময়ে বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে। আমরা এইখানে সমুদয় ঘাটের তালিকা প্রকাশ করিলাম। আশা করি, কারবারীদিগের ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে।

## কলিকাতায় গঙ্গার ঘাট সকল

**উত্তর দিক হইতে বরাবর দক্ষিণে কাশীপুর**—হরিপোদ্দারের ঘাট, বাঁশতলা ঘাট, রাণী হেমলতা ঘাট, সর্ব্বমঙ্গলা ঘাট, চৌধুরী ঘাট, রতন বাবুর ঘাট।

**কলিকাতা**—দেবীপ্রসাদ ঘাট, বাগবাজার ঘাট, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ঘাট, রাজা নবকৃষ্ণ ঘাট, অন্নপূর্ণা ঘাট, ঠাকুরবাড়ী ঘাট, রসিক নিয়োগী ঘাট, গোলাবাড়ী ঘাট, কাশীমিত্রের ঘাট, রাজাঘাট, কুমারটুলি ঘাট, পোর্টকমিশনারের ফেরি ঘাট, চাঁপাতলা ঘাট, রথতলা ঘাট, শোভাবাজার ঘাট, মহান্তনী ঘাট, বেণিয়াটোলা ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, কলিকাতা ষ্টিমনেভিগেশন কোং'র শান্তিপুর লাইনের এবং পোর্টকমিশনারের ফেরিঘাটের জেটি, মাণিকবসুর ঘাট, নিমতলা ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট, মীরবহর ঘাট, লাহা ঘাট (কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য) শ্রাদ্ধঘাট, মল্লিক ঘাট, গোয়েঙ্কা ঘাট, চটুলাল ঘাট, (পাকাঘাট) এখানে হাওড়া ব্রিজ

**ব্রিজের দক্ষিণে**—আর্ম্মানি ঘাট, এখানে কাছার সুন্দরবন লাইনের এবং কলিকাতা ষ্টিমন্যাভিগেশন কোম্পানীর জেটি ও বি, এন,রেলের মালগুদাম, মতিলাল শীল ঘাট, ১নং হইতে ১৮নং পর্য্যন্ত বিলাতী মালের জেটি, কয়লাঘাট, (এখানে রেঙ্গুনের ষ্টীমার ছাড়ে) কাপলিন ঘাট, বাবুঘাট, চাঁদপাল ঘাট, (এখানে পোর্ট কমিশনারের রাজগঞ্জ ষ্টীমারের জেটি) আউটরাম ঘাট, পানীঘাট, প্রিন্সেপস্ ঘাট, বালুঘাট, তক্তাঘাট।

**ভবানীপুর**—অঘোর দত্ত ঘাট, ব্যানার্জ্জি ঘাট, দেবনারায়ণ ব্যানার্জ্জি ঘাট, মহিলা ঘাট, আগরওয়ালা ঘাট, কালীমন্দির ঘাট, শেঠঘাট, প্রসন্নময়ী ঘাট, নেপাল ভট্টাচার্য্য ঘাট, মহীশূর রাজঘাট, ক্ষীরোদমিত্র ঘাট, মণ্ডলঘাট, রাধামোহন ঘাট, মাধবঘাট, মদনপাল ঘাট, উপেন্দ্র ঘোষ ঘাট, গোলকগয়া ঘাট, গিরীশ ব্যানার্জ্জি ঘাট, চৌধুরীঘাট, রাণী রাসমণি ঘাট, ত্রিগুণেশ্বর ঘাট।

### হাবড়ার পারে গঙ্গার ঘাট সকল।

**উত্তরদিক হইতে**—ভোটবাগান ঘাট, ব্যানার্জ্জির ঘাট, বঙ্কিম জমিদার ঘাট, বান্ধা ঘাট, মড়াপোড়া ঘাট, মুদির ঘাট, ছাতুবাবুর ঘাট, চাউলপটি ঘাট, কয়লা ঘাট, গোলাবাড়ী ঘাট, লবণগোলা ঘাট, (এখানে হাওড়ার পুল) চাঁদমারি ঘাট, তেলকল ঘাট, মল্লিক ঘাট, চিন্তামণি ঘাট, রামকৃষ্ণপুর ঘাট, বাঁশতলা ঘাট, কাউস ঘাট, কেওড়াপাড়া ঘাট, শিবপুর জগৎ বন্দ্যোর ঘাট, বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘাট।

# ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের বাজার প্রচলিত মাপ

যাঁহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মাপ কোথায় কিরূপ প্রচলিত এবং ইংরেজী মাপের সহিত বাংলা মাপের পরিমাণ কি এই সকল বিষয় লইয়া অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয় এই জন্য আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যে নানা জিনিষের বাজার প্রচলিত মাপ কি তাহা প্রকাশ করিলাম এই মাসের কাগজ দেখিলেই গ্রাহকেরা এই সকল বাজার প্রচলিত মাপের বিষয় জানিতে পারিবেন।

### কাপড়ের মাপ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ যবে | বা | ৸৹ ইঃ | ১ অঙ্গুলি |
| ৩ অঙ্গুলিতে | বা | ২।৹ ইঃ | ১ গিরা |
| ৮ গিরাতে | বা | ১৮ ইঃ | ১ হাত |
| ২ হাতে | বা | ৩৬ ইঃ | ১ গজ |
| ১॥ ফিটে | বা | ১৮ ইঃ | ১ হাত |
| ৩ ফিটে | | | ১ গজ |

বহুস্থানে ২৪ ইঞ্চিতেও গজ হয়।

### ঐ প্রকারান্তর।

| | |
|---|---|
| ৩ দীর্ঘ যবে | ১ বুরুল |
| ১২ বুরুলে | ১ ফুট |

### বাজার ওজনের প্রণালী।

| | | |
|---|---|---|
| ৫ সিকিতে | | ১ কাঁচ্চা ৻৫ |
| ৫ কাঁচ্চায় | | ১ ছটাক ৴৹ |
| ৪ ছটাকে বা | ২০ তোলায় | ১ পোয়া ৴।৹ |
| ৪ পোয়ায় | | ১ সের ৴১ |
| ৫ সেরে | | ১ পশুরি ৴৫ |
| ৮ পশুরিতে | | ১ মণ ১৴৹ |

### কলিকাতায় চাউল মাপিবার প্রণালী।

| | |
|---|---|
| ৫ ছটাকে | ১ কুণিকা |
| ৪ কুণিকাতে | ১ রেক |
| ৪ রেকে | ১ পালি |
| ৮ পালিতে | ১ মণ |

### ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

| | |
|---|---|
| ৪ ফাদ্দিংএ | ১ পেনি |
| ১২ পেন্সে (পেনিতে) | ১ শিলিং |
| ২ শিলিংএ | ১ ফ্লোরিণ |
| শিলিংএ | ১ ক্রাউন |
| ২০ শিলিংএ | ১ পাউণ্ড |
| ২১ শিলিংএ | ১ গিনি |
| ২৭ শিলিংএ | ১ মইডোর |

### ধান্যাদি মাপিবার প্রণালী।

| | |
|---|---|
| ১০ ছটাকে | ১ খুঁচি |
| ২ খুঁচিতে | ১ রেক |
| ২ রেকে | ১ পালি |
| ২ পালিতে | ১ দ্রোণ |
| ২ দ্রোণে | ১ কাটি |
| ৮ দ্রোণে | ১ মণ |
| ৮ কাটিতে | ১ আড়ি |
| ২০ আড়িতে | ১ বিশ |
| ১৬ বিশে | ১ কাহণ |
| ২০ দ্রোণে | ১ সলি |

**দক্ষিণ অঞ্চলের ধান্যাদি মাপিবার ক্রম।**

| | |
|---|---|
| ৪ পালিতে | ১ দ্রোণপগুরি |
| ৪ দ্রোণে | ১ আড়ি |
| ৫ আড়িতে | ১ সলি |
| ৪ সলিতে | ১ বিশ |
| ১৬ বিশে | ১ পৌটী |

**সোণা ও রূপার ওজন।**

| | |
|---|---|
| ৬ রতিতে (বা কুঁচে) | ১ আনা |
| ৮ রতিতে | ১ মাসা |
| ১২ মাসায় (বা ১৬ আনায়) | ১ ভরি (তোলা) |

**বাজার ওজন বাঙ্গালা।**

| | |
|---|---|
| ৫ সিকিতে | ১ কাঁচ্চা |
| ৪ কাঁচ্চায় | ১ ছটাক |
| ৪ ছটাকে | ১ পোয়া |
| ৪ পোয়ায় | ১ সের |
| ৪০ সেরে | ১ মণ |

**ইংরাজী।**

| | |
|---|---|
| ৮ ড্রামে | ১ আউন্স |
| ১৬ আউন্সে | ১ পাউণ্ড |
| ২৮ পাউণ্ডে | ১ কোয়ার্টার |
| ৪ কোয়ার্টারে | ১ হণ্ড্রেড ওয়েট |
| ২০ হণ্ড্রেড্ওয়েটে ( হন্দরে ) | ১ টন |

**ইংরাজী ওজনের বাজার মণ।**

| | |
|---|---|
| ২॥০ তোলায় | ১ আউন্স |
| প্রায় অর্দ্ধ সেরে | ১ পাউণ্ড |
| ১৩।৴ (তের সের দশ ছটাকে) | ১ কোয়ার্টার |
| ১।৪॥০ (এক মণ সাড়ে চৌদ্দ সেরে) | ১ হন্দর |
| ৮২ পাউণ্ডে | ১/০ মণ |
| ২৭।০ মণে | ১ টন |

**কালবিভাগ।**

| | |
|---|---|
| ৬০ অনুপলে | ১ বিপল |
| ৬০ বিপলে | ১ পল |
| ৪৮ মিনিটে | ১ মুহূর্ত্ত বা দ্বাদশক্ষণ |
| ৬০ পলে বা ২৪ মিঃ | ১ দণ্ড |
| ২॥০ দণ্ডে | ১ ঘণ্টা |
| ৭॥০ দণ্ডে বা তিন ঘণ্টায় | ১ প্রহর |
| ৮ প্রহরে | ১ দিন (অহোরাত্র) |
| ৭ দিনে | ১ সপ্তাহ |
| ১৫ দিনে | ১ পক্ষ |
| ৩০ দিনে বা দুই পক্ষে | ১ মাস |
| ১২ মাসে বা ৬ ঋতুতে | ১ বৎসর |
| ১২ বৎসরে | ১ যুগ |
| ১০০ বৎসরে | ১ শতাব্দী |

**পথের ইংরাজী মাপ।**

| | |
|---|---|
| ১২ ইঞ্চিতে | ১ ফুট |
| ৩ ফুটে | ১ ইয়ার্ড (গজ) |
| ১৭৬০ ইয়ার্ডে (গজে) | ১ মাইল |

**পথের বাঙ্গালা মাপ।**

| | |
|---|---|
| ৩ অঙ্গুলিতে | ১ মুষ্টি বা মুট |
| ৩ মুষ্টিতে | ১ বিঘত |
| ৬ মুষ্টিতে | ১ হস্ত (হাত) |
| ৪ হস্তে | ১ ধনু |
| ২০০০ ধনুতে | ১ ক্রোশ |

**জমির মাপ।**

| | |
|---|---|
| ৮ যবে | ১ অঙ্গুলি |
| ৩ অঙ্গুলিতে | ১ মুষ্টি |
| ৩ মুষ্টিতে | ১ বিঘত |
| ২ বিঘতে | ১ হাত |
| ৫ বর্গহাতে | ১ কাঁচ্চা ‹৫ |
| ৪ কাঁচ্চায় বা ৪৫ বর্গফিটে বা ২০০ বর্গগজে | ১ ছটাক |
| ৫ হাত দীর্ঘে × ৪ হাত প্রস্থে = 45 Sq ft. | ১ ছটাক |
| ১৬ ছটাকে বা 720 Sq ft, | ১ কাঠা ৴১ |

| | |
|---|---|
| ২০ কাঠায় বা 14400 Sq. ft. | ১ বিঘা ১/ |
| ৩ পূর্ণ একেরচল্লিশ বিঘায় | ১ একর |

**ডাক্তারী ওজন।**

| | |
|---|---|
| ২০ গ্রেণে | ১ স্ক্রুপল |
| ৩ স্ক্রুপলে | ১ ড্রাম |
| ৮ ড্রাম বা আড়াই ভরিতে | ১ আউন্স |
| ১২ আউন্সে | ১ পাউণ্ড |

১৮০ গ্রেণ, ১ তোলার সম ওজন।

**ডাক্তারী মাপ।**

| | |
|---|---|
| ৬০ মিনিমে ( ফোঁটায় ) | ১ ড্রাম |
| ৮ ড্রামে | ১ আউন্স |
| ১৬ আউন্সে | ১ পাইন্ট |
| ১২ আউন্সে | ১ ছোট পাইন্ট |

এক আউন্স প্রায় আধ ছটাক এবং এক পাউণ্ড ও এক পাইন্ট প্রত্যেকে প্রায় আধ সেরের সমান; কোথাও বা কুড়ি আউন্সে পাইন্ট ধরে।

**বৈদ্যক ওজন।**

| | |
|---|---|
| ৪ ধানে | ১ রতি |
| ৮ রতিতে | ১ মাসা |
| ১২ মাসায় | ১ তোলা |

**ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ওজন**

| | | |
|---|---|---|
| ৮০ তোলায় কলিকাতার | | /১ সের |
| ৮০ ও ৮২ | ঐ হুগলীর | ঐ |
| ৮৪ | ঐ বারাণসীর | ঐ |
| ৯৩ | ঐ লক্ষ্ণৌর | ঐ |
| ৮৪ | ঐ মুজাপুরের | ঐ |
| ৯৬ | ঐ এলাহাবাদের | ঐ |
| ৯৬ | ঐ বাখরগঞ্জের | ঐ |

**কাগজের মাপ।**

| | |
|---|---|
| ক্যাপ | ১৭X১৩॥০ ইঞ্চ |
| ডবল ফুলসক্যাপ | ১৭X২৭ ইঃ |
| ক্রাউন | ১৫X২০ ইঃ |
| ডবল ক্রাউন | ২০X৩০ ইঃ |
| ডিমাই | ১৮X২২ ইঃ |
| ডবল ডিমাই | ২২X৩৬ ইঃ |
| মিডিয়ম | ১৮X২৬ ইঃ |
| রয়েল | ২০X২৩ ইঃ |
| ডবল রয়েল | ২৩X৪০ ইঃ |
| সুপার রয়েল | ২২X২৮ ইঃ |
| ডবল সুপার রয়েল | ২৮X৪৪ ইঃ |

**টাকার বিষয়**—আধ পয়সা ও সিকি পয়সার সঙ্গে সঙ্গে সিকি পয়সা অপেক্ষা বড় "পাই" নামক এক প্রকার তামার পয়সার চলন হইয়াছে, তাহা ৩ টায় ৫ পয়সা ও ১২ টায় /০আনা হয়।

এক ফার্দ্দিঙে ৩ পাই, ৪ ফার্দ্দিঙে বা এক পেনিতে /০, ১২ পেন্সে ১ শিলিং বা ৸০, ২০ শিলিংএ এক পাউণ্ড বা এক গিনিতে ১৫৲। ইংরাজী বাটা ( এক্সচেঞ্জ ) অনুসারে দর কম বেশী হয়।

**বাঙ্গালা ওজনকে ইংরাজী ওজনে আনিবার উপায়**—যত মণ থাকিবে, তাহা ১৬ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৯ দিয়া ভাগ কর; যত সের তাহাকে ৭২ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৬ দিয়া ভাগ কর। ১ম ভাগফল ইংরাজী হন্দর ও দ্বিতীয় ভাগফল পাউণ্ড হইবে।

**ইংরাজী ওজনকে বাঙ্গালা ওজনে আনিবার উপায়**—যত হন্দর থাকিবে, তাহাকে ৩৯ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৬ দিয়া ভাগ কর, যত পাউণ্ড হইবে ( lb ) তাহাকে ৩৬ দিয়া গুণ কর, পরে ৭ দিয়া ভাগ কর; ১ম ভাগফল মণ এবং ২য় ভাগফল সের হইবে।

# বঙ্গদেশ

## বিভাগ, জেলা ও মহকুমা সমূহ।

### ব্যবসা করিতে হইলে এগুলিও জানা বিশেষ প্রয়োজন।

**প্রেসিডেন্সি বিভাগ**—ইহাতে ৬টী জেলা আছে :—(১) কলিকাতা।

(২) জেলা ২৪ পরগণা, (আলিপুর)।

**মহকুমা :**—আলিপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বারাসত, বসিরহাট ও বারাকপুর।

(৩) জেলা নদীয়া (কৃষ্ণনগর)।

**মহকুমা :**—কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাট।

(৪) জেলা মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)।

**মহকুমা :**—বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দী।

(৫) জেলা যশোহর।

**মহকুমা :**—যশোহর, নড়াইল মাগুরা, ঝিনাইদহ ও বনগ্রাম।

(৬) জেলা খুলনা।

**মহকুমা :**—খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

**২। বর্দ্ধমান বিভাগ**—ইহাতে ৬টী জেলা—

(১) জেলা বর্দ্ধমান।

**মহকুমা :**—বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল।

(২) জেলা বীরভূম (সিউরি)।

**মহকুমা :**—সিউড়ি ও রামপুরহাট।

(৩) জেলা বাঁকুড়া।

**মহকুমা :**—বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর।

(৪) জেলা মেদিনীপুর।

**মহকুমা :**—মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল ও তমলুক।

(৫) জেলা হুগলী (চুঁচুড়া)।

**মহকুমা :**—হুগলী শ্রীরামপুর ও আরামবাগ।

(৬) জেলা হাওড়া।

**মহকুমা :**—হাওড়া, উলুবেড়িয়া ও আমতা

**৩। ঢাকা বিভাগ**—ইহাতে ৪টী জেলা :—

(১) জেলা ঢাকা।

**মহকুমা :**—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ।

(২) জেলা ময়মনসিংহ।

**মহকুমা :**—ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ।

(৩) জেলা ফরিদপুর।

**মহকুমা :**—ফরিদপুর, মাদারিপুর, গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ।

(৪) জেলা বাখরগঞ্জ (বরিশাল)।

**মহকুমা :**—বরিশাল, পটুয়াখালি, পিরোজপুর ও ভোলা।

**৪। চট্টগ্রাম বিভাগ**—ইহাতে ৪টী জেলা:—

(১) জেলা চট্টগ্রাম।

**মহকুমা :**—চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

(২) জেলা নোয়াখালী।

**মহকুমা :**—নোয়াখালী ও ফেণী।

(৩) জেলা ত্রিপুরা (কুমিল্লা)।

**মহকুমা :**—ত্রিপুরা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

(৪) চটগ্রাম হিল ট্র্যাক্ট (রাঙ্গামাটী)।

**৫। রাজসাহী বিভাগ**—ইহাতে ৮টী জেলা—

(১) জেলা রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়া)।

**মহকুমা :**—রামপুর বোয়ালিয়া, নাটোর ও নওগাঁও।

(২) জেলা দিনাজপুর।

**মহকুমা :**—দিনাজপুর, বালুরঘাট ও ঠাকুরগাঁও।

(৩) জেলা জলপাইগুড়ি।

**মহকুমা :**—জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দুয়ার।

(৪) জেলা রঙ্গপুর।

**মহকুমা :**—রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নিলফামারী।

(৫) জেলা বগুড়া।

(৬) জেলা পাবনা।

**মহকুমা :**—পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।

(৭) জেলা মালদহ।

(৮) জেলা দার্জ্জিলিং।

**মহকুমা :**—দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং ও শিলিগুড়ি

# রেলওয়ে সংবাদ

## রেলওয়ে টাইম টেবল

মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেণগুলি কখন হাবড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছায় এবং কখন সেখান হইতে রওনা হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :—

**বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে :—**

| | হাবড়ায় পৌঁছাইবার সময় | | হাওড়া হইতে ছাড়িবার সময় |
|---|---|---|---|
| মাদ্রাজ মেল···১২-৫৬ | দ্বিপ্রহর | ৫-২৪ | অপরাহ্ণ |
| বোম্বে মেল...৭-৩৪ | সকাল | ৩-৫৪ | ,, |
| পুরি এক্সপ্রেস...৭-৫৪ | ,, | ৮-৩০ | রাত্রি |
| রাঁচি এক্সপ্রেস···৬-৩৪ | ,, | ৯ ৪৪ | ,, |

**ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে :—**

| | হাবড়ায় পৌঁছাইবার সময় | | হাওড়া হইতে ছাড়িবার সময় |
|---|---|---|---|
| পাঞ্জাব মেল...৬-৫৪ | সকাল | ৮-৩০ | রাত্রি |
| বোম্বে মেল···৩-৪৯ | অপরাহ্ণ | ৭-৩৪ | ,, |
| দিল্লী এক্সপ্রেস···৭-৪৯ | রাত্রি | ৫-০ | অপরাহ্ণ |

**ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে :—**

| | শিয়ালদহে পৌঁছাইবার সময় | | শিয়ালদহ হইতে ছাড়িবার সময় |
|---|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং মেল...৬-৩০ | সকাল | ৯-১৮ | রাত্রি |
| শিলং মেল···১২-৩৯ | অপরাহ্ণ | ৩-২৪ | অপরাহ্ণ |
| ঢাকা মেল...৫-৪৪ | ,, | ১০-১৪ | রাত্রি |

## টিকিট কিনিবার ও মাল পাঠাইবার স্থান

সাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় রেলওয়ে বুকিং আফিস আছে। এখানে বেলা ৯টা—৬টা পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়া যায় ও পার্শেলাদি পাঠান যায়।

### ই, আই রেলের

( ১ ) হ্যারিসন রোড, ( ২ ) ফেয়ার্লি প্লেস, ( ৩ ) কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, ( ৪ ) ৪১ চৌরঙ্গী, আর্ম্মিনেভি ষ্টোরস্, ( ৫ ) ১২৯।৪-A কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—শ্যামবাজার, (৬) ১০৪।১ বিডন ষ্ট্রীট, (৭·A।১ কিড ষ্ট্রীট।

### ই, বি, রেলের

( ১ ) বড়বাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ( ২ ) ৪১ চৌরঙ্গী, আর্ম্মিনেভি ষ্টোরস্, ( ৩ ) ১২ এসপ্লানেড, ( ৪ ) ১২।২B লিণ্ডসে ষ্ট্রীট।

### বি, এন, রেলের

(১) বড়বাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, (২) ৯ ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, টমাস্ কুকের বুকিং অফিস (এখানে পার্শেল করা হয় না) (৩) ২ এসপ্লানেড ওয়েষ্ট, ( ৪ ) আর্ম্মিনেভি ষ্টোরস্, ( ৫ ) গার্ডেন রিচ।

রবিবার, বড়দিন ও গুডফ্রাইডে ব্যতীত প্রত্যহই প্রাতে ৭টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত পার্শেল প্রভৃতি আদান-প্রদানের জন্য রেল অফিস খোলা থাকে। দিল্লী ও হাওড়াতে ৫টার পরেও ৭টা পর্য্যন্ত পার্শেল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ৫টার পর প্রত্যেক পার্শেলে ৵০ হিসাবে বেশী লাগে। কেবল বাজার বাস্কেট, রুটী ও বরফের জন্য উক্ত ৵০ বেশী লাগে না।

কোন ষ্টেশনে থামিয়া তখনই পুনশ্চ নূতন টিকিট কাটিয়া সেই ট্রেণে যাইবার নিয়ম নাই।

তিন বৎসরের বালক-বালিকাদিগের মাশুল দিতে হয় না—তিন বৎসরের উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাশুল দিতে হয়।

## ভাড়ার হার

### প্রথম শ্রেণী

প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ২৪ পাই হিসাবে, তাহার অধিক প্রত্যেক মাইল ১৮ পাই হিসাবে।

### দ্বিতীয় শ্রেণী

প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ১২ পাই হিসাবে, তাহার অধিক প্রতি মাইল ৯ পাই হিসাবে।

### ইণ্টার শ্রেণী ডাকগাড়ী কিংবা এক্সপ্রেসে

প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ৭ পাই হিসাবে তাহার অধিক প্রতি মাইল ৩॥০ পাই হিসাবে।

### সাধারণ যাত্রীর গাড়ীতে

প্রথম ৩০০ মাইল ৫ পাই হিসাবে, তদূর্দ্ধে প্রতি মাইল ৩॥০ পাই হিসাবে।

### তৃতীয়শ্রেণী ডাকগাড়ী কিম্বা এক্সপ্রেসে

প্রথম ৩০০ মাইল মধ্যে প্রতি মাইল ৫ পাই হিসাবে, ৩০১ হইতে ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত ৩॥০ পাই, তদূর্দ্ধে ৩ পাই হিসাবে।

### সাধারণ যাত্রীর গাড়ীতে

প্রথম ৩০০ মাইল প্রতি মাইল ৩॥০ পাই হিসাবে তদূর্দ্ধে ২॥০ পাই হিসাবে।

৩ বৎসরের কম বয়সের শিশুর জন্য ভাড়া দিতে হয় না। ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভাড়া অর্দ্ধেক।

### উইক্ এণ্ড রিটার্ণ টিকিট

প্রতি শুক্রবার দিন ১২টার পর হইতে শনিবার রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই টিকিট দেওয়া হয়। মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার মধ্যে কলিকাতায় আসা চাই। একবারের ভাড়া ও তাহার এক চতুর্থাংশ ধরিয়া এই টিকিটের ভাড়া স্থির করা হয়। যে শ্রেণীর টিকিট তাহা হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে যাইলে অধিক ভাড়া দিতে হয়।

### ব্রেকজর্ণি

প্রসিদ্ধেল জর্ণির যাত্রিগণ মধ্য পথে যাত্রা ভঙ্গ করিয়া প্রতি ১০০ মাইলে ১ দিন করিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। একশ' মাইলের কমে যাত্রা ভঙ্গ চলিবে না।

### ফ্রি লগেজ

প্রথম শ্রেণীর আরোহী ১॥০ মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০ সের, মধ্যম শ্রেণীর ॥০ মণ ও তৃতীয় শ্রেণীর ।৫ সের মাল বিনা মাশুলে সঙ্গে লইতে পারেন।

### গচ্ছিত লগেজ

যাত্রিগণ সুবিধার জন্য ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট লগেজ গচ্ছিত রাখিতে পারেন। প্রথম ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রতি মণ বা উহার আংশিক ওজনের জন্য চার্জ্জ ৵০ আনা পরবর্ত্তী প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টা বা আংশিক সময়ের জন্য ⁄০।

**রিজার্ভ করিবার নিয়ম**—একটি কামরা কিংবা একটি ক্যারেজ রিজার্ভ করা যাইতে পারে। যে দিন রিজার্ভ গাড়ী আবশ্যক, তাহার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দরখাস্ত

হইবে। হাওড়া আসানসোল প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশনে ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিলেই হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ নাম পূর্ব্ব হইতে রেজেষ্টারী বা রিজার্ভ করিবার জন্য বলিতে পারেন। তজ্জন্য অতিরিক্ত ॥০ আনা দিতে হয়। রিজার্ভের পর গাড়ী ব্যবহার না করিলে ডিমারেজ চর্জ্জ অর্থাৎ লোকসানী খরচ দিতে হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ যেখানে নামিবেন, তাহা গার্ডকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে গার্ড সাধারণতঃ জাগাইয়া দিয়া থাকেন; কিন্তু সে জন্য রেল কোম্পানী কোন দায়ীত্ব লয়েন না।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের কামরায় প্রত্যেক বার্থের ভাড়া ১০৲ টাকার কম হইলে রিজার্ভ করা বা স্বতন্ত্র রাখা হয় না। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লিখিত জন সংখ্যার পূর্ণ ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়, কিন্তু ঐ ভাড়া ৫৲ টাকার কম হইলে রিজার্ভ করা হয় না। দার্জ্জিলিং ও ঢাকা মেলে সীট রিজার্ভ রাখিবার জন্য অতিরিক্ত ॥০ চার্জ্জ দাখিল করিতে হয়।

## কুকুর

প্রত্যেক ৫০ মাইল বা আংশিকের জন্য মাশুল ।০। যাত্রী গাড়ীতে কুকুর লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। কুকুরের জন্য গার্ডের গাড়ীর সঙ্গে স্বতন্ত্র কামরা আছে।

## বাই ও ট্রাইসাইকেল

স্বত্বাধিকারীর সহিত যাইলে প্রতি বাইসাইকেলে ১/ মণ ও ট্রাইসাইকেলে ২/ মণের ভাড়া দিতে হয়। প্যাক করা থাকিলে ওজন হিসাবে লগেজের দাম দিতে হয়।

## সাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত স্টেশন গুলিতে সকল সময়েই টিকিট পাওয়া যায়।

আগরা সহর, আলিগড়, এলাহাবাদ, আরা, আসানসোল, বালি, ব্যাণ্ডেল, বিন্ধ্যাচল, বর্দ্ধমান, বক্সার, কলিকাতা, কানপুর, চন্দননগর, দিল্লী, দানাপুর, এটোয়া, গয়া, হুগলীঘাট, হাওড়া, জসিডি, জব্বলপুর, মেমারী, মির্জ্জাপুর, মোগলসরাই, মোকামা, পাটনা সহর, পাটনা জংসন, শ্রীরামপুর, টুণ্ডলা।

রিটার্ণ টিকিটের শেষাংশ কিম্বা কোন টিকিট কিনিয়া ব্যবহার না করিলে বিশেষ কারণ দেখাইয়া দরখাস্ত করিলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

সংক্রামক রোগ লইয়া কেহ রেলওয়ে গাড়ীতে যাইবেন না, যাইলে যেখানে ধরা পড়িবেন, সেইখানে নামাইয়া দিতে পারে। অন্য রোগ থাকিলে ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুমতি লইয়া যাইতে হয়।

চলন্ত গাড়ী হইতে নামিলে বা উঠিলে কিম্বা চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলিলে ২০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

প্রত্যেক ১০০ মাইল বা তাহার কোন অংশের জন্য আরোহিগণ ১ দিন হিসাবে বিশ্রামের জন্য মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসন সকলে থাকিতে পারেন। এই বিষয় ষ্টেসন-মাষ্টারকে জানাইয়া টিকিট করিলে ভাল হয়। কলিকাতায় বুকিং অফিস হইতে টিকিট ক্রয় করিলে একদিন পূর্ব্বে টিকিট কিনিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমে সময় রাখা হয়। উক্ত সময় কলিকাতা অপেক্ষা ২৪ মিনিট কম, মান্দ্রাজ অপেক্ষা ৯ মিনিট, দিল্লী অপেক্ষা ২১ মিনিট, এবং বোম্বাই অপেক্ষা ৩৯ মিনিট বেশী।

ই, বি, রেলে প্রথম, দ্বিতীয় ও ইণ্টার শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। একবার যাইতে যে ভাড়া লাগে, তাহার দেড় গুণ দিলে যাইবার ও আসিবার অর্থাৎ রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যায়। উক্ত টিকিট ৬৫ মাইল পর্য্যন্ত ২দিন, ৬৫ মাইলের অধিক হইলে ১৪ দিন মধ্যে ফিরিতে হয়।

ই, আই, রেলে প্রসিদ্ধ কতকগুলি ষ্টেশনের প্রথম, দ্বিতীয় ও ইণ্টার শ্রেণীর ৪৫ দিনের রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যায়; উহার ভাড়া সাধারণ ১বারের এবং একতৃতীয়াংশ।

রেলওয়ের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী টিকিট দেখিতে চাহিলেই দেখাইবেন,না দেখাইলে জরিমানা হইতে পারে।

## ই, আই; রেল। ই, বি, রেল। এ, বি, রেল। বি, এন, রেল। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল। বি, এণ্ড এন, ডবলিউ রেল। ও, এণ্ড আর রেল। এম, এণ্ড এএস, এম্ রেলওয়ে সমূহের পার্শেল রেট।

৴২৷৷ সের পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০ বা তন্ন্যূন মাইলে ।৵ আনা, ১৷৷০ টাকার অধিক চার্জ্জ নাই; ৴৫ সের পর্য্যন্ত ২৫০ বা তন্ন্যূন মাইলে ।৵০, ৩৲ টাকার অধিক চার্জ্জ নাই। বিপজ্জনক দ্রব্যের অথবা যে সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়, তাহার ভাড়া অগ্রেই দিতে হয়। গাড়ী ছাড়িবার অন্ততঃ ২০ মিনিট পূর্ব্বে পার্শেল ষ্টেসনে পৌছান আবশ্যক। টাটকা মাছ ও ফলাদি শাক সব্জী, মাংস, বরফ ও যে সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়, তাহাদিগের পার্শেল ভাড়া অর্দ্ধেক। কেবল দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়েতে পূর্ণ ভাড়া লওয়া হয়।

| মাইলের দূরত্ব। | | | | ।০ দশ সের বা ১ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত। | ৷৷০ বিশ সের বা ২ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত। | ৸০ ত্রিশ সের বা ৪ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত | ১৴ এক মণ বা ৬ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত। | ১৴ মণের উপর যত অংশ। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ২৫ | পর্য্যন্ত | ।৵০ | ।৵০ | ।৵০ | ।৵০ | মণের উপর যত সের হইবে তাহার প্রত্যেক হিসাবে ভাড়ার চার্জ্জ। |
| ২৫ | উর্দ্ধ হইতে | ৫০ | .. | ।৵০ | ।৵০ | ৸০ | ৸০ | |
| ৫০ | ... | ৭৫ | ... | ।৵০ | ৸০ | ১৴০ | ১৴০ | |
| ৭৫ | ... | ১০০ | ... | ।৵০ | ৸০ | ১৴০ | ১।৶০ | |
| ১০০ | ... | ১২৫ | ... | ৸০ | ১৴০ | ১।৶০ | ১৸৴০ | |
| ১২৫ | ... | ১৫০ | . | ৸০ | ১৴০ | ১।৶০ | ২৵০ | |
| ১৫০ | ... | ১৭৫ | ... | ৸০ | ১।৶০ | ১৸৴০ | ২৷৷০ | |
| ১৭৫ | .. | ৩০০ | ... | ৸০ | ১।৶০ | ২৵০ | ২৸৴০ | |
| ৩০০ | ... | ৩২৫ | ... | ১৴০ | ১৸৴০ | ২৷৷০ | ৩৶০ | |
| ৩২৫ | ... | ৩৫০ | ... | ১৴০ | ১৸৴০ | ২৸৴০ | ৩৷৷৴০ | |
| ৩৫০ | | ৩৭৫ | ... | ১৴০ | ২৵০ | ৩৶০ | ৩৸৵০ | |
| ৩৭৫ | ... | ৪৫০ | ... | ১৴০ | ২৵০ | ৩৶০ | ৪।০ | |
| ৪৫০ | ... | ৪৭৫ | ... | ১।৶০ | ২৷৷০ | ৩৷৷৴০ | ৪৷৷৵০ | |
| ৪৭৫ | ... | ৫০০ | ... | ১।৶০ | ২৷৷০ | ৩৸৵০ | ৪৸৵০ | |
| ৫০০ | ... | ৫২৫ | ... | ১।৶০ | ২৸৴০ | ৪।০ | ৫।৴০ | |
| ৫২৫ | ... | ৬০০ | ... | ১।৶০ | ২৸৴০ | ৪।০ | ৫৷৷৵০ | |
| ৬০০ | .. | ৬২৫ | ... | ১৸৴০ | ৩৶০ | ৪৷৷৵০ | ৬৲ | |
| ৬২৫ | ... | ৬৫০ | ... | ১৸৴০ | ৩৶০ | ৪৸৶০ | ৬।৵০ | |
| ৬৫০ | ... | ৬৭৫ | .. | ১৸৴০ | ৩৷৷৴০ | ৫।৴০ | ৬৷৷৶০ | |
| ৬৭৫ | ... | ৭৫০ | ... | ১৸৴০ | ৩৷৷৴০ | ৫।৴০ | ৭৴০ | |
| ৭৫০ | ... | ৭৭৫ | ... | ২৲ | ৩৸৵০ | ৫৷৷৵০ | ৭।৶০ | |
| ৭৭৫ | ... | ৯০০ | ... | ২৲ | ৩৸৵০ | ৫৸৵০ | ৭৸০ | |
| ৯০০ | ... | ৯২৫ | .. | ২৶০ | ৪।০ | ৬৶০ | ৮৵০ | |
| ৯২৫ | ... | ৯৫০ | ... | ২৶০ | ৪।০ | ৬৷৷৴০ | ৮।৶০ | |
| ৯৫০ | ... | ১০৫০ | ... | ২৶০ | ৪৶০ | ৬৷৷৶০ | ৮৸৴০ | |
| ১০৫০ | ... | ১০৭৫ | ... | ২৷৷০ | ৪৸৴০ | ৭৴০ | ৯৶০ | |
| ১০৭৫ | ... | ১১০০ | ... | ২৷৷০ | ৪৸৴০ | ৭।৶০ | ৯৷৷০ | |
| ১১০০ | ... | ১১২৫ | ... | ২৷৷০ | ৪৸৶০ | ৭৷৷৵০ | ৯৸৵০ | |
| ১১২৫ | ... | ১২০০ | ... | ২৷৷০ | ৪৸৶০ | ৭৷৷৵০ | ১০৴০ | |
| ১২০০ | | ১২২৫ | | ২৸৴০ | ৫।৴০ | ৮৲ | ১০।৶০ | |
| ১২২৫ | ... | ১২৫০ | ... | ২৸৴০ | ৫।৴০ | ৮।৴০ | ১০৸৴০ | |
| ১২৫০ | ... | ১২৭৫ | ... | ৩৶০ | ৫৷৷৵০ | ৮।৶০ | ১১৵০ | |
| ১২৭৫ | ... | ১৩০০ | ... | ৩৶০ | ৬৲ | ৮।৶০ | ১১।০ | |
| ১৩০০ | ... | ১৪০০ | ... | ৩৶০ | ৬।৵০ | ৮৸৴০ | ১১৷৷৵০ | |
| ১৪০০ | ... | ১৫০০ | ... | ৩৷৷৴০ | ৬৷৷৶০ | ৯৶০ | ১২৲ | |
| ১৫০০ | ... | ১৫৫০ | ... | ৩৸৵০ | ৭৴০ | ৯৷৷০ | ১২।৴০ | |
| ১৫৫০ | ... | — | ... | ৩৸৵০ | ৭৴০ | ৯৸৵০ | ১২৷৷৶০ | |

# ধর্ম্মশালা বা পান্থনিবাস সমূহের তালিকা।

ব্যবসা করিতে হইলে নানা মোকামে সর্ব্বদা ঘোরাফেরা করিতে হয়। মাড়োয়ারীরা তাহাদের কারবারের সুবিধার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মশালা বা পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের আহার অথবা বাসস্থানের জন্য কোনও দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় না। কারণ হিন্দুমাত্রেই এই সকল ধর্ম্মশালায় আহার এবং বাসস্থানের জন্য স্থান পাইয়া থাকে। ভারতের কোথায় কোথায় এইরূপ ধর্ম্মশালা আছে ব্যবসায়ীদিগের জ্ঞাতার্থে আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা—(১) ফুলচাঁদ মুকিম জৈন ধর্ম্মশালা—৯ শ্যামা বাই লেন, বড়বাজার, হিন্দু ও জৈন যাত্রীরা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। (২) "বড়ি-সঙ্গত" শিখমন্দির, ৭৯ ক্রস ষ্ট্রীট। (৩) বাব শ্যামদেও ভুটিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১৫০ হ্যারিসন রোড। (৪) রায় সুরযমল বাহাদুরের ধর্ম্মশালা—৮ মল্লিক ষ্ট্রীট। (৫) বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ধর্ম্মশালা—৫১ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, ৫।৬ শত লোক এক সঙ্গে থাকিতে পারে। পাকের ব্যবস্থা নিজেদের করিয়া লইতে হয়। (৬) হাজি বক্স ইলাহির মুসাফিরখানা, মুসলমানদিগের জন্য—৭৬ কলুটোলা ষ্ট্রীট। (৭) হাজি ইব্রাহিম সুলেমান সালেজি ও হাজি মুসাজি আহম্মদ সাবজি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১০৭ ও ১০৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, ২০০ লোকের একত্র থাকার স্থান আছে, স্ত্রীলোকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। (৮) ধনসুকদাস জৈতমল প্রতিষ্ঠিত জৈন এবং হিন্দু-দিগের জন্য—৪৪ বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, হালসীবাগান।

হাওড়া—রাজা শিউবক্স বগ্‌লার ধর্ম্মশালা, ষ্টেশনের নিকট।

তারকেশ্বর—মোহান্ত মহারাজের ধর্ম্মশালা।

কাটোয়া কালীবাড়ী—ষ্টেশন হইতে ১ মাইল, গুরুগঙ্গাঘাটের নিকট। শ্রীযুক্ত দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত।

বর্দ্ধমান—মিঃ শশিভূষণ বসুর ধর্ম্মশালা।

রাণীগঞ্জ—জয়নারায়ণ গুরুদয়াল বাজাজ ধর্ম্মশালা।

আজিমগঞ্জ—ষ্টেশনের দুই পার্শ্বে রায় বুদ্ধ সিং ও রায় গণপত সিংহের দুইটী ধর্ম্মশালা আছে।

কোলগাঁ—ষ্টেশনের নিকটে বাবু গিরীধারীলাল মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা।

সুলতানগঞ্জ—ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মিনিটের পথ। গোবীনাথের মন্দিরের সম্মুখে ৬০০ লোকের বাসোপযোগী শেঠমল বৈজনাথের সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা।

ইস্‌রি—ষ্টেশনের নিকটে জৈন এবং হিন্দুদিগের জন্য ২টী ধর্ম্মশালা আছে।

মুঙ্গের—ষ্টেশনের নিকটে রায় বাহাদুর বৈজনাথ গোয়েঙ্কার ধর্ম্মশালা।

বরিয়ারপুর—ষ্টেশনের উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে শোভারাম শিউদত্ত রায়ের ধর্ম্মশালা।

ভাগলপুর—ষ্টেশনের নিকট জৈন ধর্ম্মশালা। টোরমল ধর্ম্মশালা ও ভুদারমল ধর্ম্মশালা নামে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে।

আসানসোল—ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল মুন্সী-বাজারের নিকট একটী ধর্ম্মশালা আছে।

গিরিডি—ষ্টেশনের দক্ষিণে পরেশনাথ, যাত্রীদিগের জন্য একটী ধর্ম্মশালা।

কিউল—ষ্টেশনের দক্ষিণে ওঙ্কারমল হাজারীমলের স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

মোকামা—ষ্টেশনের নিকটে লালা ভগবানদাস বগলার স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

পাটনা সিটি—এখানে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। একটী ষ্টেশনের নিকট। একটী ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং একটি চকের মধ্যে।

গুলজারবাগ—ষ্টেশনের বহির্ভাগে কিশোরীলাল চৌধুরীর স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

পাটনা জং—ষ্টেশনের দুই ধারে লালাজয় এবং লালা ছোটিলালের ২টী ধর্ম্মশালা।

মানপুর—ষ্টেশনের এক মাইল দূরে আমাউরি প্রেমরাজের ধর্ম্মশালা।

গয়া—তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেশনের সম্মুখে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুন্‌ওয়ালার ধর্ম্মশালা কেবল হিন্দুদিগের জন্য। ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে প্রাচীন গযায সুরজমল ধর্ম্মশালা। বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধদিগের একটী ধর্ম্মশালা।

পামারগঞ্জ—ষ্টেশনের নিকটে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুন্‌ওয়ালার ধর্ম্মশালা।

পুনপুন্—ষ্টেশনেব নিকটে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুন্‌ওয়ালার ধর্ম্মশালা।

মোগলসরাই—ষ্টেশনের সন্নিকট বামজীদাস জেঠিয়ার ধর্ম্মশালা।

মির্জ্জাপুব—ষ্টেশনেব নিকট ভিবামল বংশীধরেব ধর্ম্মশালা।

বিন্ধ্যাচল—ষ্টেশনের নিকট শিউনারাণ বলদেও দাসের ধর্ম্মশালা।

নাইনি—ষ্টেশনের নিকট বিহারীলাল কাঞ্জীলালজীর ধর্ম্মশালা।

আগরা—আগরা সিটি ষ্টেশনের নিকট ৪।৫টি ধর্ম্মশালা আছে। আগরা সিটি এবং আগরা কোর্ট হইতে ১০ মিনিটের পথ কালিবাড়ী।

অযোধ্যা—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ—ষ্টেশনের বাহিরে বিহারীলাল কাঞ্জীলালজীর ধর্ম্মশালা। যমুনা নদী হইতে ১০ মিনিটেব পথ কায়স্থ ধর্ম্মশালা। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে খসরুবাগের নিকট কল্যাণী দেবীর ধর্ম্মশালা। আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

আলিগড়—ষ্টেশনের নিকট লালা অযোধ্যাপ্রসাদ স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

কাশী—এখানে অনেক ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে।

কানপুর—ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে বৈজনাথ রামনাথজীর ধর্ম্মশালা। তুলসীরাম শিউপ্রসাদজীর ধর্ম্মশালা। ষ্টেশনের এক মাইল দূরে লালা রাধাকিষণ কামুদিযার ধর্ম্মশালা। আরও অনেক ধর্ম্মশালা আছে।

দিল্লী—ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল দূরে লালা চন্নামলজীর ধর্ম্মশালা। লালা লছমীনারায়ণের ধর্ম্মশালা। আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

হাতরাস সিটি—হিন্দুদিগের জন্য আটটী ধর্ম্মশালা আছে।

এটোয়া—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী ধর্ম্মশালা।

গাজিয়াবাদ—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল এবং সিকি মাইল দূরে দুইটী সরাই আছে।

বৈদ্যনাথ (দেওঘর)—এখানে দুইটী বড় ধর্ম্মশালা আছে, একটী সূর্য্যকুণ্ডের পাড়ে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্র—ষ্টেশনের অতি নিকটেই বাঙ্গালীর স্থাপিত একটী ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।

বৃন্দাবন—ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সাহাজীর মন্দিরের নিকটে "দিল্লীওয়ালা" ধর্ম্মশালায় থাকা যায়। ষ্টেশনের সংলগ্ন একটী ও সহরের মধ্যে আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

মথুরা—যমুনা তীরবর্ত্তী "হাতরাস ওয়ালে" ধর্ম্মশালা ও আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

হরিদ্বার—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

কাটনি—ষ্টেশনের নিকটে শিউলাল জহরমল স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

জব্বলপুর—রাজা গোকুলদাসেব ধর্ম্মশালা।

রাঁচি—এখানে দুইটি ধর্ম্মশালা আছে।

পুরী—গণপত রায় ক্ষেমকা ও হরেরাম গোয়েঙ্কার দুইটী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালা আছে।

চক্রধরপুর—ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল দূরে রঘুরাম মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা।

সাক্ষীগোপাল—ষ্টেশন হইতে ১০ মিনিটের মধ্যেই মন্দিরের নিকটে রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লালের অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা।

ভুবনেশ্বর—ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বিন্দু সরোবরের পাড়ে বিশ্বেশ্বর লালের ধর্ম্মশালা।

# কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত—কলিকাতা, আলিপুর, বালিগঞ্জ, কাশীপুর, ইটালি, বেলিয়াঘাটা, গার্ডেনরীচ ও খিদিরপুর ৩২টী ওয়ার্ডে বিভক্ত।

ওয়ার্ড নং ১।—শ্যামপুকুর। উত্তরে—সার্কুলার কেনাল। দক্ষিণে—গ্রে ষ্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি রোড। পূর্ব্বে—অপার সারকুলার রোড এবং সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড এবং চিৎপুর ব্রিজ।

ওয়ার্ড নং ২।—কুমারটুলি। উত্তরে—গঙ্গা। দক্ষিণে—নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—অপার চিৎপুর রোড এবং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৩।—বড়তলা। উত্তরে—গ্রে ষ্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি রোড। দক্ষিণে—বিডন ষ্ট্রীট এবং মাণিকতলা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড এবং অপার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ৪।—সুকিয়া ষ্ট্রীট। উত্তরে—বিডন ষ্ট্রীট এবং মাণিকতলা রোড। দক্ষিণে—মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং গ্যাস ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল এবং অপার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ৫।—জোড়াবাগান। উত্তরে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে কটন ষ্ট্রীট এবং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে অপার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৬।—জোড়াসাঁকো। উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট। দক্ষেণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে অপার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৭।—বড়বাজার। উত্তরে—কটন ষ্ট্রীট এবং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার নর্থ, ফেয়ালি প্লেশ এবং তথা হইতে সোজা গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে লোয়ার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৮।—কলুটোলা। উত্তরে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—লোয়ার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৯।—মুচিপাড়া। উত্তরে—মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং গ্যাস ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট এবং বেলিয়াঘাটা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—কলেজ ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১০।—বহুবাজার। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১১।—পদ্মপুকুর। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে— ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১২।—ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট। উত্তরে—

লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার, ফেয়ার্লি প্লেশ এবং ফেয়ার্লি প্লেশ হইতে সোজা গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—এসপ্ল্যানেড রো (পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে)। পূর্ব্বে—বেন্টিক ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ১৩।—ফিনিকবাজার। উত্তরে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—কিড্ ষ্ট্রীট এবং রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড এবং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের কতকাংশ।

ওয়ার্ড নং ১৪।—তালতলা। উত্তরে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৫।—কলিঙ্গা। উত্তরে—রিপণ ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং উডষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৬।—পার্কষ্ট্রীট। উত্তরে—কিড ষ্ট্রীট এবং রিপণ ষ্ট্রীট দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং উড্ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড।

ওয়ার্ড নং ১৭।—বামনবস্তি—উত্তরে—থিয়েটার রোড। দক্ষিণে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড।

ওয়ার্ড নং ১৮।—ট্যাংরা। উত্তরে বেলিয়াঘাটা কেনাল এবং পাগলাডাঙ্গা রোড। দক্ষিণে—তিলজলা রোড এবং তপসিয়া রোডের দক্ষিণ। পূর্ব্বে—পাগলাডাঙ্গা রোড, চিংড়িহাটা রোড, ট্যাংরা রোড, তপসিয়া রোডের উত্তরাংশ, হিউজেষ রোড এবং তপসিয়া রোড দক্ষিণ। পশ্চিমে—কাঁকুড়গাছি কর্ড ই, বি, রেল।

ওয়ার্ড নং ১৯।—ইটালি। উত্তরে—বেলিয়াঘাটা রোড, সার্কুলার রোড এবং বেলিয়াঘাটা কেনাল। দক্ষিণে ক্রীষ্টোফার রোড, সাউথ রোড ইটালি, ফুলবাগান রোড এবং বেণিয়াপুকুর রোড। পূর্ব্বে—কাঁকুড়গাছি কর্ড এবং ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২০।—বেণিয়াপুকুর। উত্তরে—বেণিয়াপুকুর রোড, ফুলবাগান রোড, সাউথ রোড ইটালি এবং ক্রীষ্টোফার রোড। দক্ষিণে—কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা, বেকবাগান লেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে পার্ক সার্কাস ও দর্গা রোড সঙ্গমস্থল, ই, বি, রেল পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—কাঁকুড়গাছি রোড এবং ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২১।—বালিগঞ্জ। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা, বেকবাগান লেন ও লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে বাহির হইয়া পার্ক সার্কাস ও দর্গারোডের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত এবং ই, বি, রেল, তিলজলা রোড ও তপসিয়া রোড দক্ষিণ সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—হাজরা রোড, বণ্ডেল রোড এবং ই, বি, রেল হইতে সোজা গিয়া তিলজলা মসজিদবাড়ী লেনের দক্ষিণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে তপসিয়া রোড দক্ষিণ তিলজলা মসজিদ বাড়ী এবং ই, বি, রেল লাইন। পশ্চিমে—ল্যান্সডাউন রোড।

ওয়ার্ড নং ২২।—ভবানীপুর। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড। দক্ষিণে—হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালীর নালা। পূর্ব্বে—ল্যান্সডাউন রোড এবং রসা রোড সাউথ। পশ্চিমে—টালীর নালা এবং জিরেট ব্রিজ এপ্রোচ।

ওয়ার্ড নং ২৩।—আলিপুর। উত্তরে টালীর নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পোর্ট কমিশনারের ডকের দক্ষিণ সীমানা হইতে ডায়মণ্ডহারবার রোড পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—টালীর নালা। পশ্চিমে—ডায়মণ্ডহারবার রোড এবং খিদিরপুর ব্রিজ এপ্রোচ।

ওয়ার্ড নং ২৪।—খিদিরপুর ও একবালপুর। উত্তরে—সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড। দক্ষিণে—শাপুর রোড, গরাগাছা রোড এবং তারাতলা রোড। পূর্ব্বে—ডায়মণ্ডহারবার রোড।—পশ্চিমে—হাইডরোড।

ওয়ার্ড নং ২৫।—ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস। উত্তরে ক্লাইভরোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডের দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড এবং পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—সেন্ট জর্জ্জ গেট রোড, খিদিরপুর ব্রিজ এপ্রোচ এবং হাইড রোড। পশ্চিমে পুরাতন তারাতলা রোডের পশ্চিম দিক এবং গঙ্গা পর্য্যন্ত।

ওয়ার্ড নং ২৬।—গার্ডেন রিচ। উত্তরে—সাহাপুর রোড, গরাগাছা রোড, পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ দিক এবং গঙ্গা। দক্ষিণে—পোর্ট কমিশনারের জমি। পূর্ব্বে—পুরাতন তারাতলার রোডের পশ্চিম দিক এবং গঙ্গা। পশ্চিমে—পোর্ট কমিশনারের জমি।

ওয়ার্ড নং ২৭। টালিগঞ্জ। উত্তরে—বণ্ডেল রোড, হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালীর নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এবং ই, বি, রেল বজবজ ব্রাঞ্চ। পূর্ব্বে—রসারোড সাউথ এবং ই, বি রেল লাইন। পশিচমে—রসারোড সাউথ এবং টালীর নালা।

ওয়ার্ড নং ২৮।—বেলিয়াঘাটা। উত্তরে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। দক্ষিণে—বেলিয়াঘাটা কেনাল। পূর্ব্বে—নূতন কেনাল। পশ্চিমে—সার্কুলার কেনাল।

ওয়ার্ড নং ২৯।—মাণিকতলা। উত্তরে—নূতন কেনাল। দক্ষিণে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। পূর্ব্বে—নূতন কেনাল। পশ্চিমে সার্কুলার কেনাল।

ওয়ার্ড নং ৩০।—বেলগাছিয়া। উত্তরে—পাইকপাড়া রোড এবং বেলগাছিয়া রোড। দক্ষিণে—সার্কুলার কেনাল এবং নূতন কেনাল। পূর্ব্বে—ই, বি, রেল। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩১।—সাতপুকুর। উত্তরে—কালী চরণ ঘোষ রোড এবং রামকৃষ্ণ ঘোষের লেন। দক্ষিণে—পাইকপাড়া রোড এবং বেলগাছিয়া রোড। পূর্ব্বে—ই, বি, রেল। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩২।—কাশিপুর। উত্তরে—প্রামানিক ঘাট রোড, কাশীপুর রোড এবং কাশীনাথদত্তের রোড। দক্ষিণে—সার্কুলার কেনাল। পূর্ব্বে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

# কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল সমূহ

১। বেঙ্গল পুলিশ হাঁসপাতাল—আলিপুর ও ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোড।

২। কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এণ্ড আউটডোর হস্পিটাল—১৫০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

৩। ক্যাম্পবেল্ হস্পিটাল—শিয়ালদহের দক্ষিণে।

৪। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল—বেলগাছিয়া রোড।

৫। ইডেন হস্পিটাল—১৫ মেডিকেল কলেজষ্ট্রীট।

৬। এজরা হস্পিটাল—কলেজ ষ্ট্রীট।

৭। কিংস হস্পিটাল ৩০১ অপার সার্কুলাররোড।

৮। লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হস্পিটাল—(স্ত্রীলোকদিগের জন্য) আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বেবুতলার মোড়।

৯। মেয়োহস্পিটাল— ৬৭।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড নর্থ।

১০। মেডিকেল কলেজ ও হস্পিটাল ৮৮ কলেজষ্ট্রীট

১১। প্রেসিডেন্সী জেনারেল্ হস্পিটাল—৩ ভবানীপুর রোড।

১২। রায় ভগবানদাস বাগলা বাহাদুরের মাড়ওয়ারী হিন্দু হস্পিটাল—১২৮ ও ১৩০ হ্যারিসন রোড।

১৩। সাগর দত্তের চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী ও হস্পিটাল—কামারহাটী।

১৪। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতাল—১১এলগিন রোড, ভবানীপুর।

১৫। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়ওয়ারী হাঁসপাতাল ১১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

১৬। সেণ্ট ক্যাথরিনস্ হস্পিটাল—৬৮ ডায়মণ্ড হারবার রোড, খিদিরপুর।

১৭। ষ্টেশনহস্পিটাল (সামরিক)—১৪৫ লোয়ার সার্কুলার রোড।

১৮। ভলাণ্টারী ভেনেরিয়াল হস্পিটাল—আলিপুর

১৯। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়—১৭। ১৯ শ্যামবাজার ব্রিজ রোড।

২০। এলবার্ট ভিক্টর এসাইলাম (কুষ্ঠরোগীর জন্য) ১৮—গোবরা রোড সাউথ।

২১। বেচুলাল ডিস্পেন্সারী—৬ বেচুলাল রোড।

২২। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল—১১০ মাণিকতলা মেন রোড।

২৩। নর্থ সুবার্ব্বন্ হস্পিটাল— ৮৫ কাশীপুর রোড।

২৪। সার গুরুদাস ইন্সটিটিউট্ ও নীরোদ চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী— ৩৩ ষষ্ঠীতলা রোড নারিকেলডাঙ্গা।

### কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-তন্ত্র।

কলিকাতা কর্পোরেশনে ৮৫ জন কাউন্সিলার আছেন পূর্ব্বে ইঁহারা কমিশনার নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের কার্য্যকাল তিন বৎসর করিয়া। ইঁহাদের মধ্যে ৬৩ জন করদাতাগণ কর্ত্তৃক প্রতি ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গীয় চেম্বার অফ্ কমার্স ৬ জনকে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠান, কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েশন হইতে ৪ জন নির্ব্বাচিত হন, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার্স নির্ব্বাচন করেন ২ জনকে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ১০ জনকে মনোনীত করিয়া থাকেন। ৬৪ জন কাউন্সিলারের মধ্য হইতে ১৫ জন মুসলমান নির্ব্বাচিত হওয়া চাই। ইঁহারা প্রথম ৯ বৎসর (১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত) মুসলমান জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, পরে মুসলমান ও অমুসলমান—উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই মনোনীত হইতে পারিবেন। কাউন্সিলার ব্যতীত ৫ জন অলডারম্যান্ কর্পোরেশন গঠনকার্য্যে সহায়ক হইবেন। ইঁহারা কাউন্সিলারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। কাউন্সিলার ও অলডারম্যান কর্ত্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রধান কার্য্য,—কর্পোরেশনের আহুত প্রতি সভায় সভাপতির কাজ করা। ইঁহাদের কার্য্যকাল মাত্র ১ বৎসর করিয়া। কর্পোরেসনের শাসন-পরিচালন-শীর্ষে একজন কাউন্সিলারগণ-নির্ব্বাচিত ও গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন, তাঁহার নাম চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁহার অধীনে দুইজন ডেপুটি কর্ম্মচারী আছেন।

# মিউনিসিপ্যাল ট্রেড্ লাইসেন্স

**কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে কোনওরূপ ব্যবসায় বা কারবার করিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট টাকা দিয়া Trade License লইতে হয়। কোন্ কোন্ ব্যবসায়ের জন্য কি হারে লাইসেন্স ফি দিতে হয় তাহা এইখানে লিখিত হইল।**

১ম শ্রেণী—জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী যাহার মূলধন দশলক্ষ বা ততোধিক টাকা তাহার বার্ষিক লাইসেন্স ফি ২০০৲

২য় শ্রেণী—অন্যান্য জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী সওদাগর, বেঙ্কার, পাইকারী বিক্রেতার কমিশন এজেণ্ট, গৃহাদি নির্ম্মাণকারক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাকটার ক্যারিয়িং কোম্পানী, থিয়েটার বা নাচঘরের অধিকারী, বাজারের অধিকারী, অকসনার বা নীলাম কারক, হোটেল বা বাসাবাটীর অধিকারী ও দোকানদার যাহাদের ব্যবসায় বা কর্ম্মস্থানের ৩৫০ বা তদূর্দ্ধ টাকা মাসিক ভাড়া তাহার লাইসেন্স ফি ... ১০০৲

৩য় শ্রেণী—সওদাগর, বেঙ্কার, বেনিয়ান, কুঠিওয়ালা, মহাজন, আড়তদার, সার্জ্জন, ফিজিসিয়ান, দন্তচিকিৎসক, গৃহাদি নির্ম্মানকারক, ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টর, কৌন্সিল, বড় আদালতের উকিল, বাজারের অধিকারী, ক্যারিয়িং কোং, গাইটবন্দী কারবার, কলের অধিকারী এবং হোটেল বা বাসাবাটীর অধিকারী, প্লাম্বর, গ্যাসফিটার, শিল্পকর, দোকানদার যাহাদের ব্যবসায় বা কর্ম্মস্থানের ১০০ বা তদধিক টাকা মাসিক ভাড়া তাহার লাইসেন্স ফি ... ৫০৲

৪র্থ শ্রেণী—দালাল, ঔষধালয় কারী লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তার, অশ্ব চিকিৎসক, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য বিক্রেতা পঞ্চহাউস বা বিলিয়ার্ড হাউসের অধ্যক্ষ, ষ্টীম ফেরীবোট বা কার্গোবোটের অধিকারী যাহারা তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত নহে, উকীল, মোক্তার, তামাক ও পাটের মহাজন, যে কোন হোটেল কিপার বা বাসাবাটীর অধ্যক্ষ, প্লাম্বর, গ্যাস ফিটার, দোকানদার, বন্দুকের কারবারী গাড়ী, ও ঘোড়া বিক্রেতা যাহাদের কর্ম্মস্থানের মাসিক ভাড়া ২৫৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ অনধিক ... ২৫৲

৫ম শ্রেণী—হোটেল ও বাসাবাটীর অধিকারী, গাড়ী পাল্কীর অধিকারী, বাজীওয়ালা, প্লাম্বর, গ্যাসফিটার, দোকানদার ইত্যাদি যাঁহারা ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকার ন্যূন মাসিক ভাড়া দেন, বাজার ও চকের প্রত্যেক স্থায়ী দোকান দার, পোদ্দার, হাকিম, কবিরাজ, মুটিয়ার সর্দ্দার ও ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার লাইসেন্স ফি ১২৲

৬ষ্ঠ শ্রেণী। উপরি উক্ত শ্রেণীগণের বহির্ভূত দোকানদার, দালাল, পোদ্দার, বাক্সওয়ালা এবং ধাত্রীর লাইসেন্স ফি ৪৲।

৭ম শ্রেণী—ফেরিওয়ালা ... ... ... ১৲

# ইন্‌কমট্যাক্স অর্থাৎ আয়ের উপর কর।

১। বাৎসরিক ২০০০৲ টাকার ন্যূন আয়ের উপর কর নাই।

২। বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা অথবা উহার উপর আয়, অথচ ৫০০০৲ টাকার উপর আয় নয়, এরূপস্থলে প্রতি টাকায় পাচ পাই হিসাবে ট্যাক্স দিতে হইবে।

৩। বাৎসরিক আয় ৫০০০৲ টাকা অথবা উহার

উপর কিন্তু ১০,০০০৲ টাকার উপর আয় নয় তখন প্রতি টাকায় ছয় পাই হিসাবে ট্যাক্স দিতে হইবে।

৪। বাৎসরিক আয় ১০,০০০৲ টাকা বা তাহার উপর কিন্তু ২০,০০০৲ টাকার উপর আয় না হইলে প্রতি টাকায় নয় পাই হিসাবে দিতে হয়।

৫। বাৎসরিক আয় ২০,০০০ টাকা বা তাহার উর্দ্ধে কিন্তু ৩০,০০০৲ টাকার উপর আয় না হইলে প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে দিতে হয়।

৬। বাৎসরিক আয় ৩০,০০০ টাকার উপর কিন্তু ৪০,০০০ টাকার উপর আয় না হইলে প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা হিসাবে দিতে হয়।

৭। বাৎসরিক আয় ৪০,০০০ অথবা ৪০,০০০ টাকার উপর হইলে প্রতি টাকায় দেড় আনা হিসাবে দিতে হয়।

৮। কোন অফিস কিংবা রেজিষ্টার্ড ফার্ম্ম তাহাদের আয় যাহাই হউক না কেন প্রতি টাকায় দেড় আনা হিসাবে।

# কোন্ বিষয় কাহার নিকট দরখাস্ত করিতে হয়।

অসুস্থ ও আহত জন্তুর এম্বুলেন্সের জন্য বা মৃত জন্তু বহন করিবার লরির জন্য দরখাস্ত গৃহীতা—সুপারিন্টেডেন্ট, গৌখানা ডিষ্ট্রিক্ট নং ৩। ১৬৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।

এসেসমেন্টের কাগজপত্র বহি সার্চ্চ করিবার বা নকল লইবার (বর্ত্তমান বর্ষের) অথবা গৃহের এসেস্‌মেন্টের ভ্যালুয়েসন্ নির্দ্ধারক সমস্ত বিষয়ের জন্য দঃ গৃঃ--এসেসর।

এসেস্‌মেন্টের পুরাতন কাগজপত্র বহি সার্চ্চ করিবার বা নকল লইবার জন্য, জন্মরেজিষ্টার সার্চ্চ বা ইন্সপেকসন করিবার জন্য, মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত ছাপা পুস্তক, তালিকা, রিপোর্ট, বাই-লজ, নিয়মাবলী, মিটিং প্রসিডিংস প্রভৃতি দেখিবার বা ক্রয় করিবার জন্য দঃ গৃঃ—সেন্ট্রাল রেকর্ড কীপার।

সর্ব্বপ্রকার বিল, দঃ গৃঃ—চীফ একাউন্টেন্ট।

জন্ম সার্টিফিকেট, দঃ গৃঃ—হেলথ অফিসার।

জন্ম রেজিষ্ট্রেসন্, দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার।

বিল্ডিং স্যাংসন করাইবার জন্য দঃ গৃঃ—বিল্ডিং সার্ভেয়ার ও সিটি আর্কিটেক্ট।

গরু বা মহিষের গাড়ী সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দঃ গৃঃ ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার, কার্ট রেজিষ্ট্রেশন।

মৃত্যু সার্টিফিকেট, দঃ গৃঃ— হেল্‌থ অফিসার।

মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশন, দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার।

মৃত্যু রেজিষ্ট্রারী সার্চ্চ বা ইন্‌স্পেক্‌সন করিবার জন্য দঃ গৃঃ—সেন্ট্রাল রেকর্ড কীপার।

নূতন বা পুরাতন ইট, বালি, চুণ, সুরকী প্রভৃতি গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান প্রকাশ্য রাস্তায় জমা করিবার জন্য, গৃহগত ড্রেন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের জন্য দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সম্বন্ধে অভাব, অভিযোগ, প্রস্তাব প্রভৃতি উপস্থাপিত করিবার জন্য দঃ গৃঃ—হেল্‌থ অফিসার।

নিষিদ্ধ এলাকায় কুঁড়ে, বা চালা ঘর, বা মালগুদাম নির্ম্মাণ অথবা দোকান খুলিবার জন্য অথবা কুঁড়ে বা চালাঘরের প্ল্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য (গরীবের সুবিধার্থে ২৲ ফি দিলেই করিয়া দেওয়া হয়), স্যাংসণ্ড প্ল্যানের কপি সরবরাহের জন্য দঃ গৃঃ—সিটি আর্কিটেক্ট।

লাইব্রেরী সমূহে, প্রাইমারী ও টেক্‌নিক্যাল স্কুলে গ্র্যাণ্ট দান করিবার জন্য দঃ—এডুকেসন্ অফিসার কিম্বা সেক্রেটারী।

সকল প্রকার লাইসেন্স ট্যাক্সের জন্য দঃ গৃঃ—লাইসেন্সঅফিসার

সকল প্রকার মিটিংয়ের জন্ত ও টাউন হল ভাড়া লইবার জন্ত দঃ গৃঃ—সেক্রেটারী।

রাস্তায় আবর্জ্জনাদির জন্ত দঃ গৃঃ-ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার

পায়খানার পরিবর্ত্তন, উন্নতি সাধন, নূতন নির্ম্মাণের স্যাংসন্ জন্ত বা স্যাংসণ্ড প্ল্যানের কপি সরবরাহের জন্ত দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার।

বাড়ীতে ড্রেনের পায়খানা সংযোগ করিবার জন্ত, দোকানে পর্দ্দা টাঙ্গাইবার লাইসেন্সের জন্ত, রাস্তায় মাচা বা বাড়ী নির্ম্মাণের ভারা বাঁধিবার জন্ত, সকল প্রকার প্রকাশ্ত স্কোয়ার বা পার্ক এবং কন্‌সার্ভেন্সী সংক্রান্ত কার্য্যের জন্ত দঃ গৃঃ—ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

রাস্তার আলো সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য দঃ গৃঃ—লাইটিং স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট।

ফিল্টার করা বা অপরিষ্কৃত জল সরবরাহ সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য দঃ গৃঃ—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস্।

---

# পোষ্টাফিস সংবাদ

আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদের ব্যবসায় ব্যপদেশে বা অন্ত কোনও কারণে বিলাত এবং অন্যান্ত দেশের সহিত পত্রের আদান প্রদান করিতে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্ত আমরা নিম্নে বিলাতযাত্রী মেলে চিঠি পত্রাদি প্রেরণের সময়ের তালিকা প্রদান করিলাম :—

| বিলাতী মেল কোন্ কোন্ দেশে যাইবে, তাহার নাম | মেলে দিবার শেষ দিন | জেনারেল পোষ্ট আফিসে দিবার শেষ সময় | |
|---|---|---|---|
| | | যে সকল পত্র বা প্যাকেট রেজেষ্টারি করা নয় | রেজেষ্টারি করা পত্র ও প্যাকেট |
| | | অপরাহ্ণ | |
| ইউনাইটেড্ কিংডম, ইয়োরোপ, এডেন, ইজিপ্ট, ইষ্ট আফ্রিকা, ওয়েষ্ট আফ্রিকা, আমেরিকা, (উত্তর ও দক্ষিণ)। | বৃহস্পতিবার | ৫—৪৫<br>৬—৪৫ * | ৪—৪৫<br>৫—১৫ * |
| সিংহল | প্রত্যহ | ৩—০<br>৩—৩০ * | ১—৩০<br>২—০ * |

বিলাতযাত্রী ইংলিশ মেলে মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইলে বুধবার অপরাহ্ণ ৩টার মধ্যে পোষ্টাফিসে টাকা জমা দিতে হইবে এবং পার্শ্বেল পাঠাইতে হইলে বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে কাজ সারিতে হইবে।

* এইচিহ্নিত সময়ে বিলাতী ডাকে চিঠি পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত পয়সা (Late fee) দিতে হয়। ধরুন, বিলাতে চিঠি পাঠাইতে হইবে। ৫-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস নিয়মিত ভাবে চিঠি লইবে, উহার পরও ৬-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস পত্র গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু প্রতি পত্রের জন্ত অতিরিক্ত চারি আনা ফি দিতে হইবে। সিংহলে চিঠি পাঠাইতে দেরি হইলে সাধারণ পত্রের জন্ত দুই পয়সা, এবং রেজিষ্টারি করা পত্রের জন্ত দুই আনা অতিরিক্ত ফি দিতে হয়।

## রাজকীয় ডাকবিভাগ।

ডাকঘর রবিবার, নিউইয়ার্স ডে, গুড্ফ্রাইডে, এম্প্রারস বার্থডে এবং বড়দিনে বন্ধ থাকে। টেলিগ্রাফ বিভাগেও ঐ সময়ে ছুটী থাকে। ইহাভিন্ন শ্রীপঞ্চমী ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, মহালয়া, দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রত্যেকের জন্য ১ দিন বন্ধ।

এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার বৎসরে সকল দিনই হয়।

ডাক ঘরে কোন বিষয় জানিতে হইলে ( ছুটীর দিন ব্যতীত )—প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা এবং দুপুর ১২টা হইতে বৈকালে ৫টার মধ্যে জানিতে হয়।

ডাকটিকিট বিক্রয়—ডাকঘর খোলা থাকিলেই টিকিট বিক্রয় হইবে।

রেজিষ্ট্রী বিমা বা ইনসিওরেন্স পোষ্ট পার্শেল ভেলু-পেয়েবেল ডাক, ডাকে চিঠি দেওয়ার সময় প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা এবং ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত। কেবল শনিবারে ৩টা পর্য্যন্ত। মণিঅর্ডার সেভিংব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া বা লওয়া ও বিলাতী ডাকের টিকিট বিক্রয় —১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, শনিবারে ১টা পর্য্যন্ত।

টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার—প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত। টেলিগ্রামের টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার মত। পত্র সকল দিনমানে লওয়া দেওয়া হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

সকল প্রকার পত্র ও পুলিন্দার উপরে যেরূপ শিরোনামা লেখা থাকে ঠিক তাহাই পৃথক কাগজে লিখিয়া ও একখানি দুই পয়সার টিকিট লাগাইয়া দিলে পোষ্টমাষ্টার নিদর্শন স্বরূপ তাহাতে একটি মোহর করিয়া দেন, সেটী পত্র বা পুলিন্দা ডাকে পাঠান হইয়াছে তাহারই প্রমাণ। পাঠানের নিদর্শন সূচক এরূপ দুই পয়সায় একখানি রসিদে ৩টা পর্য্যন্ত পত্র বা পুলিন্দা যাইতে পারে।

---

## টেলিগ্রাম—এক্সপ্রেস্ ও অর্ডিনারী

এক্সপ্রেসের প্রথম ১২ কথায় ১৵, অপর প্রত্যেক অধিক কথার জন্য ৵০, অর্ডিনারী প্রথম ১২ কথায় ৸০, তদূর্দ্ধে প্রতি কথার জন্য /০ আনা মাত্র। নাম ও ঠিকানা ধরিয়া হিসাব করা হয়।

---

## প্যাটরণ পোষ্ট বা নমুনার ডাক।

ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি নমুনার মত ( বিক্রয়ের যোগ্য নহে ) এই ডাকে পাঠান যাইতে পারে; পুলিন্দা ৮০ তোলার অধিক ওজন ও ২ ফিট দীর্ঘ ১ ফুট প্রস্থ ও ১ ফুট উর্দ্ধ মাপের অধিক হইবে না।

পুলিন্দার দ্রব্য পরীক্ষার জন্য ঐ সকল এরূপ প্যাক করিতে হইবে যাহাতে সহজে উহা দেখা যায়। মাশুল পাঁচ তোলায় ৲১০ অগ্রে দেয়, তাহা না দিলে বা ইনসফিসেণ্ট হইলে পশ্চাৎ দ্বিগুণ লাগে। ঐ নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে পত্র প্রেরণের মাশুল দণ্ড স্বরূপ লওয়া যায়।

---

## ভেলুপেয়েবল ডাক।

রেজেষ্টারী পার্শেলে, রেজেষ্টারী পত্রে সম্পূর্ণ অগ্রিম মাশুল দেওয়া এবং রেলওয়ে রসিদ ভ্যালুপেয়েবল করা যাইতে পারে; অর্থাৎ বিলির সময় পোষ্ট আফিসের দ্বারাই গৃহীতার নিকট হইতে দাম আদায় করা যাইতে পারে; এরূপ পাঠান কেবল যে স্থানে মণিঅর্ডারের টাকা পাওয়া যায় সেই স্থানেই হইতে পারে। এরূপ পাঠাইতে হইলে পাঠানর সময় কত আদায় করিতে হইবে তাহা পোষ্ট আফিস ফরমে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হয়। ইহার একখানি রসিদ পাওয়া যায়। বিমা করিয়া পাঠাইলে একখানি বিমার রসিদ পাওয়া যায়।

কমিশনের হার প্রতি ১০৲টাকায় ৵০ আনা হিসাবে কমিশন দিতে হয়। কিংবা ১০৲উপর হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত

।০ আনা। ৪০ উপর হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত ॥০, ৬৫৲ উপর হইতে ৭৫৲ পর্য্যন্ত ৸০ এবং ৯০৲ উপর হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত ১৲। রেজেষ্টারী প্যাকেট কমিশনের খরচা প্যাকেটের উপর অগ্রে টিকিট বসাইয়া দিতে হয়। ১০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্য পাঠান যায় না। প্যাকেট বিলি করিবার সময় মণিঅর্ডার কমিশন গৃহীতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। দ্রব্যাদি নষ্ট হইলে পোষ্ট আফিস দায়ী নহে।

বিলির নিয়ম।—যে তারিখে ভিঃ পিঃতে দ্রব্য প্রেরিত হয় সে তারিখ হইতে ৬ মাস কাল পোষ্ট আফিস ঐ দ্রব্যসংক্রান্ত দাবী দাওয়া গ্রাহ্য করেন। তৎপরে কোন প্রকার দাবী দাওয়া চলিবে না।

হাজার টাকার অনধিক মূল্যের দ্রব্যাদি রেলওয়ে দ্বারা অথবা বুলক ট্রেণ দ্বারা স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া তাহার রসিদ দুই আনার ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া ভ্যালুপেয়েবলের নিয়মানুসারে প্রেরণ করিলে তাহার টাকা পোষ্টাফিস দ্বারা আদায় হইয়া প্রেরকের নিকট প্রেরিত হয়।

---

## ইন্সিওরেন্স বা বিমা।

যাহার যেরূপ পাঠানর নিয়ম বিমা করিলে সেরূপ পাঠাইতে হয়, তবে মজবুত ও ভাল করিয়া মুড়িতে হয় ও সেলাইয়ের মুখ ঘন ঘন গালা মোহর করিতে হয়।

বিমা করিলে যদি খোয়া যায় আর প্রেরকের পাঠানর কোন দোষ না থাকে তাহা হইলে দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট ১ মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন। পাঠানর পর তিনমাস মধ্যে খোয়া যাওয়া কি নষ্ট হওয়ার দরখাস্ত দিতে হয়। বিমা করিয়া দ্রব্য বিলি করিয়া গৃহীতার রসিদ প্রেরয়িতাকে পাঠান হয়।

বিমার হার।—৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্যের উপর ৴০ অতিরিক্ত প্রতি ৫০ টাকার অনধিক ৴০ তদূর্দ্ধে প্রতি অংশ উহার অর্দ্ধেক খরচ। বিনা দ্রব্যে টিকিটের দ্বারা সম্পূর্ণ মাশুল ও রেজেষ্টারী ও বিমার খরচা দিতে হয়, বিমা পোষ্ট আফিসে গিয়া করিতে হয়। বিমা পত্রের এনভেলাপ সকল পোষ্ট আফিসে বিক্রয় হয়।

---

## মণিঅর্ডার।

কমিশন। ১০ টাকায় ৵০, ১০ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত।০ তদূর্দ্ধে প্রতি ১০ টাকায় ৵০ লাগে। ৬০০ টাকার অধিক মনিঅর্ডার করিতে দেওয়া হয় না। দুই আনার কম সাধারণ মণিঅর্ডার হয় না।

ফরমে লিখিয়া কমিশন সহিত জমা দিলে টাকার রসিদ পাওয়া যায় এবং পরে গৃহীতার নিকট হইতে রসিদ আনাইয়া ডাকঘরের লোক দিয়া আসে। ফারম ডাকঘর হইতে পাওয়া যায়। মণিঅর্ডারের টাকা ঘরে বসিয়া পাওয়া যায়, টাকা শীঘ্র পাবার জন্য ডাকঘরে তারে খবর দিলে তৎক্ষণাৎ টাকা পৌছায়। তাহার কমিশন সাধারণ মনিঅর্ডারের ন্যায় তবে টেলিগ্রামের ফি স্বতন্ত্র দিতে হইবে। মণিঅর্ডারে টাকা প্রেরয়িতা ও গৃহীতা উভয়েরই অনুসন্ধান না পাইলে গভর্ণমেণ্টে জমা থাকে এবং একবৎসর মধ্যে উহা দরখাস্ত করিয়া ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পর আর ঐ টাকা পাওয়া যায় না।

# পোষ্টাফিস সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক

টাকা জমাইবার অভিপ্রায়ে পোষ্টাফিসে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। চারি আনার কম বা বৎসরে ৩৫০৲ টাকার অধিক জমা রাখা যায় না। সাবালক পক্ষে ৫০০০৲ হাজার ও নাবালক পক্ষে ১০০০৲ এক হাজার পর্য্যন্ত জমা রাখা যায়। সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার হইতে শনিবারের মধ্যে একবারমাত্র টাকা ফেরৎ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যদি কেহ শনিবার টাকা ফিরাইয়া লন, তাহার পর সোমবার আবার টাকা ফিরাইয়া লইতে পারেন। গচ্ছিত টাকা জমা ৩৲ টাকা শতকরা হিসাবে বাৎসরিক সুদ পাওয়া যায়। পোষ্টাফিসে গিয়া জমা রাখিতে হয়। বিশেষ নিয়মাদি সেইখানে জানিতে পারা যায়।

মাশুল বেয়ারিং ইন্‌সফিসেণ্ট।—অগ্রে মাশুল না দিলে বা কম দিলে যাহা বাকী হইবে তাহার দ্বিগুণ গৃহীতার নিকট হইতে আদায় করা হয়, ফেরৎ আসিলে প্রেরকের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হয়, মাশুলের হার অর্দ্ধ তোলা ৵১০, এক তোলা ৵১৫, আড়াই তোলা ⁄০ তদূর্দ্ধে প্রতি আড়াই তোলা বা তদংশ ⁄০ এক আনা।

ব্যারিং পত্রের মাশুল ফেরত। দুরভিসন্ধিতে পত্র ব্যারিং পাঠাইলে তাহা মাশুল দিয়া গ্রহণ করিলে মাশুল ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে।

নালিশ।—পোষ্ট আফিসের নামে নালিশের পত্রে মাশুল লাগে না।

রেজেষ্টারী পত্র পোষ্টকার্ড, বুক ও প্যাটরণ প্যাকেট রেজেষ্টারী করিতে হইলে সম্পূর্ণ মাশুল ও রেজেষ্টারী খরচা ৵০ দিতে হয়। পোষ্টমাষ্টার তজ্জন্য একখানি রসিদ দেন, যাহাকে পাঠান হইতেছে তাহার নিকট হইতে রসিদ আনাইতে হইলে আরও ⁄০ দিতে হয়। রেজেষ্টারী হইলে পত্রাদি নিরাপদে যায়।

— —

## বুক্‌পোষ্ট

প্রতি ৫ তোলায় ৵১০, ব্যারিং মাশুলে ও রেজেষ্টারীর নিয়মাদি পত্রের ন্যায়। সংবাদ বা সাময়িকপত্র—৮ তোলা ওজনের হইলে ৵৫, তদূর্দ্ধ ২০ তোলা পর্য্যন্ত ৵১০, কিন্তু সেই স্থলে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আফিসে রেজেষ্টারি করিয়া লইতে হয় এবং রেজেষ্টারীর নম্বর পত্রের উপর ছাপিতে হয়।

---

## পার্শেল পোষ্ট

সকল পার্শ্বেলই রেজেষ্টারী করিতে হয়। তজ্জন্য পোষ্টাফিস হইতে রসিদ পাওয়া যায়। পার্শেলের মধ্যে একখানি মাত্র পত্র দেওয়া যাইতে পারে। পার্শেল ৮০০ বা ।০ সের পর্য্যন্ত যাইতে পারে। মাশুল ২০ তোলার অনধিক ওজনে ৵০, ৪০ তোলা ⁄০, ৮০ তোলা ।৵০ ১২০ তোলা ॥⁄০, ১৬০ তোলা ৸০, ২০০ তোলা ৸⁄০ ২৪০ তোলা ১৵০, ২৮০ তোলা ১⁄০, ৩২০ তোলা ১॥০ ৩৬০ তোলা ১৸০, ৪০০ তোলা ১৵, ৪৪০ তোলা ২⁄০। ৪৪১ তোলা হইতে ৪৮০ তোলা পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা, তদূর্দ্ধে প্রতি ৪০ তোলায় বা তদংশে ।০ দিতে হয়। মাশুল অগ্রে দিতে হইবে। ব্যারিং লওয়া হয় না।

---

## ইন্‌ল্যাণ্ড (ভারতবর্ষীয়) পোষ্টের মাশুল

| বিষয় | | বিবরণ | মাশুল |
|---|---|---|---|
| পোষ্টকার্ড। | | এক খণ্ড মাত্র। | ৵১০ |
| পোষ্টকার্ড। | | রিপ্লাই। (জোড়া ১) | /১০ |
| পত্র (খাম) | | আড়াই তোলার অনধিক | ./১০ |
| পত্র (খাম) | | অতিরিক্ত আড়াই তোলা তোলা বা আংশিক | /১০ |
| পুস্তক বা প্যাটার্ণ প্যাকেট | | প্রতি পাঁচ তোলা বা আংশিক। | ৵১০ |
| পার্শেল (মাশুল অগ্রিম দিতে হইবে) | ৪৪০ তোলার অতিরিক্ত নহে। | ২০ তোলার (এক পোয়া) অতিরিক্ত। | ৵০ |
| | | ২০ তোলার অতিরিক্ত ৪০ তোলার অনতিরিক্ত। | ৶০ |
| | ৪৩৩ তোলার উপর হইলেই রেজিঃ করিতে হয়। | অতিরিক্ত প্রতি ৪০ তোলা বা আংশিক ওজনে। | |
| | | ৪৩০ তোলার অতিরিক্ত কিন্তু ৪৮০ তোলার অনতিরিক্ত। | ৩ |
| | | প্রতি ৪০ তোলার কিম্বা আংশিক ওজনের জন্য—৮০০ তোলা পর্য্যন্ত। | ।০ |

# বাণিজ্য প্রসঙ্গ

## বৈদেশিক বাণিজ্য

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার সহিত বিদেশবাসীর কিরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিয়াছিল, নিম্নে তাহার একটা বিবরণ প্রদত্ত হইল। যদিও জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ ভাল বলিয়া মনে হয় না, তথাপি নিতান্ত খারাপও নহে। আমদানী এবং রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়াছে। জানুয়ারী মাসে মোট ৮ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল এবং ১২ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে ৬ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকার মাল আমদানী ও ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে যে আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, এবৎসর আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে।

### আমদানী

গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের আমদানী হইতে বর্ত্তমান বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রধান প্রধান জিনিষের আমদানীর কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। + এইরূপ চিহ্নের দ্বারা বৃদ্ধি এবং —এইরূপ চিহ্নের দ্বারা হ্রাস বুঝিতে হইবে :—

| | | লক্ষ টাকা |
|---|---|---|
| তুলাজাত দ্রব্য | ... | ২৩০(—৫১) |
| লৌহ ও ইস্পাত | ... | ৮২(+২৮) |
| খনিজ তৈল | ... | ৪১(—৪) |
| চিনি | ... | ৪০(—৫) |
| সুপারি | ... | ২৮(+২২) |
| কল কব্জা | ... | ২৮(—৯) |
| অন্যান্য ধাতুদ্রব্য | ... | ২৭(+৬) |
| হার্ডওয়ার | ... | ১৫(+১) |
| খাদ্য দ্রব্য ও অয়েল ম্যান্‌স্টোর | | ১৪(+৫) |
| মাদক দ্রব্য | ... | ৯(+২) |
| কাগজ ও পিচবোর্ড | ... | ৯(+৩) |

জানুয়ারী মাসে তুলাজাত দ্রব্যের যেরূপ আমদানী হইয়াছিল, সেরূপ আর হয় নাই। ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ গজ তুলাজাত দ্রব্যের আমদানী হইয়াছিল, এবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ তুলাজাত দ্রব্যের আমদানী হইয়াছে।

লোহা ও ইস্পাতের আমদানী খুব বেশী, গ্যালভানাইজড চাদর ও পাতের চাহিদা অত্যন্ত অধিক। জানুয়ারী মাসে খনিজ তৈল যেরূপ আমদানী হইয়াছিল, এমাসে তাহা অপেক্ষা বেশী আমদানী হইয়াছে বটে, কিন্তু গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে খনিজ তৈলের যেরূপ আমদানী হইয়াছিল এবার সেরূপ হয় নাই। খাবার গুড়ের অত্যধিক আমদানী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চিনির আমদানী কম হইয়াছে, তবে ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পরিশ্রুত চিনির আমদানী যেরূপ হইয়াছিল, এবারে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে বটে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪৩৭৭ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল, এবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪৭৫৯ টন আমদানী হইয়াছে। কিন্তু চিনির দর কমিয়া গিয়াছে বলিয়া গত বৎসরে কম আমদানী হওয়া সত্বেও উহার দর ৩৮ লক্ষ টাকা ছিল, কিন্তু এবারে বেশী আমদানী সত্বেও উহার দর ৩৩ লক্ষ টাকা। সুপারির ব্যবসায় খুব জোরের সহিত চলিয়াছে, ছয় লক্ষ টাকার সুপারি আমদানী হইতে একেবারে ২৮ লক্ষ টাকা আমদানী বাড়িয়াছে। অয়েল ম্যান

ষ্টোরের আমদানীও ৯ লক্ষ টাকা হইতে ১৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## রপ্তানী

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রপ্তানীর সহিত বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনা করিলে নিম্নলিখিত হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়:—

| | | লক্ষ টাকা |
|---|---|---|
| পাট হইতে প্রস্তুত জিনিষ যথা গানি, হেসিয়ান ইত্যাদি (Jute manufactures) | ... | ৫৩০(+৬৬) |
| কাঁচা পাট | ... | ২৯৬(+৮৩) |
| চা | ... | ১০১(—২৪) |
| শস্য, মটর, ময়দা | ... | ৫৩(—১২) |
| গালা | ... | ৪৬(—৩২) |
| চামড়া | ... | ৩৪(—২১) |
| লৌহ (Pig Iron) | ... | ১৩(—১৪) |
| শণ (Hemp হইতে একরূপ মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়।) | ... | ১২(—২) |

পাটের জিনিষের রপ্তানীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ৫৩০ লক্ষ টাকার ৬৯২৭৯ টন পাটের জিনিষের রপ্তানী হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ বেশী ভাগ পাটের কাপড় লইয়াছে, জাভা এবং চিলি বহুল পরিমাণে ছালা লইয়াছে। যুক্ত সাম্রাজ্যে (United kingdom) ও জার্ম্মাণীতে কাঁচা পাটের চাহিদা বেশী। ১৯২৫ সালে ৪৮৫৬৩ টন কাঁচা পাট রপ্তানী হয় ও উহার দর পাওয়া যায় ২১৩ লক্ষ টাকা, কিন্তু এবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ৪৩৫৪৭ টন রপ্তানী হয়। এবৎসর কম রপ্তানী হওয়া সত্ত্বেও পাটের দাম চড়িয়া যাওয়ায় ২৯৬ লক্ষ টাকা দর পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ১২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল কিন্তু এবার ১০১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছে। এবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে শস্য, মটর ও ময়দার রপ্তানী ভাল হয় নাই, তবে মরিসাসে চাউলের রপ্তানী খুব বেশী পরিমাণেই হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ প্রচুর গালা ক্রয় করা সত্ত্বেও গালার বেশী চাহিদা দেখা যায় নাই। চামড়ার রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। ইটালী ও জার্ম্মাণী পাকা চামড়া কিনিয়াছে এবং যুক্ত প্রদেশ কাঁচা চামড়া কিনিয়াছে। পিগ আয়রণ (Pig Iron) জাপানেই রপ্তানী হয়, এবার তাহার পরিমাণ কমিয়াছে।

---

## কাঁচের ব্যবসায়

অর্থ চারিদিকে ছড়ান পড়িয়া রহিয়াছে। বিদেশী আসিয়া, অবাঙ্গালী আসিয়া বাঙ্গলা হইতে অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী চাকরির জন্ত উমেদারী করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, তবুও একমুঠা অর্থের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। ইহার প্রথম কারণ বাঙ্গালীর স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিবার আকাজ্ক্ষা নাই, দ্বিতীয় কারণ চেষ্টার অভাব, তৃতীয় কারণ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা দেখিবার শক্তি তাহাদের নাই। কাঁচের ব্যবসায়ে পাশ্চাত্য জগত কি বিপুল অর্থই অর্জ্জন করিতেছে, তাহা আমাদের গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহৃত জিনিষপত্রের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায়। এই পথ অবলম্বন করিয়া বহু বেকারই ত জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু এদিকে তাহাদের দৃষ্টি আছে কি? মানুষ যতই সভ্য হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহাদের মধ্যে কাঁচের ব্যবহার বাড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং যাঁহারা কাঁচের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের ক্ষেত্র ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতেছে। বাঙ্গলায় দুই চারিটা কাঁচের জিনিস তৈয়ারী করিবার কারখানা যে নাই তাহা নহে। কিন্তু আরও যে অনেক কারখানা চলিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদেরই ঘরের মেয়েদের সাজ সজ্জার জন্ত কাঁচের চুড়িটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আসিয়া থাকে এবং এদেশে সেই বিলাতী চুড়ির কি বিপুল ব্যবসায় চলিতেছে.

কলিকাতার মুরগীহাটায় যাঁহারা চোখ মেলিয়া চলেন, তাঁহারাই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। ক্যানিং ষ্ট্রীটে মিঃ এম্ এন্ মেটার একখানি চুড়ীর দোকান আছে ; ছোট একখানি ঘরে এই চুড়ীর দোকানটী অবস্থিত ; তাঁহার আপিস এজ্‌রা ষ্ট্রীটে। এই আপিস এবং দোকান দেখিলে তাঁহার অবস্থার সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না। অথচ এই এক চুড়ী ব্যবসায়ের আয় হইতে কলিকাতার ইংরেজ টোলায় এবং আলিপুরে তিনি পাচখানি বাড়ী করিয়াছেন। পার্কষ্ট্রীটে তাঁহার প্রাসাদতুল্য বাড়ী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। অথচ এই সকল বিত্ত বিভবের মূল ওই কাচের চুড়ীর কারবার ; অথচ একদিনে ইহা হয় নাই এবং হয় না। বহুবৎসরের সাধনা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, এবং পরিশ্রমের ফলে ইনি এত ধন দৌলতের অধিকারী হইয়াছেন; আমরা শুধু ইহাই দেখাইতে চাই যে যাহা আপাত দৃষ্টিতে অতিতুচ্ছ ও নগণ্য কারবার বলিয়া মনে হয় তাহার মধ্যে কি বিরাট ধন রত্ন লুকাইত আছে। সুতরাং যদি কাঁচের চুরীরই কেবল ব্যবসায় করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও যে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তদ্ভিন্ন কাঁচের আরও নানা জিনিস করা যাইতে পারে। উদ্যোগ চাই তবেই লক্ষ্মী আয়ত্বাধীন হইবে।

যুক্ত প্রদেশে কাঁচের ব্যবসায় বেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯২৪-২৫ সালের সরকারী বিবরণে ( Annual Administration Report of the Department of Industries ) এই ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এখানে প্রদান করিতেছি।

## কাঁচের চুড়ী।

ফয়জাবাদ চুড়ি নির্ম্মাণের একটা প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য দোয়াব অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু'একটা কারখানা যে নাই, তাহা নহে ; অযোধ্যা এবং দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে যে সকল জেলা আছে সেখানেও কয়েকটা কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। চুড়ি যাহাতে আরও ভাল হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। ফয়জাবাদে ভারতীয় কাঁচের কারখানাগুলি তাহাদের কার্য্য প্রসার করিয়াছে এবং গ্র্যানাইটের ( Granite ) হলদে ও লাল চুড়ি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অষ্ট্রীয়া ও জাপান হইতে যে চুড়ি আমদানী হয়, ফয়জাবাদের চুড়ি প্রস্তুতকারকেরা এখনও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই—আকারে এবং গঠনে বিদেশী চুড়ি এখনও সামান্য উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ভাল চুড়ি প্রস্তুত করিতে পারে, এরূপ কারিগরের বিপুল প্রয়োজন আছে। বিদেশ হইতে চুড়ি নির্ম্মাণের উন্নত প্রণালী শিখাইয়া আনিবার জন্য একজন শিক্ষিত যুবককে অল্পকালের জন্য বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে, এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বাংলা দেশে চুড়ীর কাট্‌তি অসাধারণ। বাংলা গভর্ণমেণ্টের উচিত কয়েকটী উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তিদিয়া বিদেশ হইতে উন্নত ধরণের চুড়ি নির্ম্মাণ প্রণালী শিখাইয়া আনা। ইহারা নিজে কারখানা স্থাপন করিয়া চুড়ির ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইতে পারিলেও যাহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহাদিগকে শিক্ষা ও সৎ পরামর্শ দিতে পারে। গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগে এই সকল যুবকদিগকে কার্য্য দেওয়া উচিত।

## কুইল পেন।

ষ্টিল পেনের প্রচলনের পর হইতে কুইল পেনের ব্যবহার ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে উহার ব্যবহার একেবারে নাই বলিলেও হয়। মনে হয় যেন কুইল পেন আর লোকে ব্যবহার করে না। উহার প্রচলন যে বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু লণ্ডনে হেনরি হিল এণ্ড সন্সের যে বিরাট কুইল পেনের কার-

খানা আছে, তাহা দেখিয়া এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এখনও এত কুইল পেনের ব্যবহার আছে! এখানে একজন লোক আছেন, তিনি প্রত্যহ এক হাজার পেন হাতে কাটিয়া লিখিবার উপযোগী করেন।

কুইল পেনের ব্যবহার কিছু ব্যয় সাপেক্ষ, কিন্তু দুই তিনটি কলম এক সঙ্গে ব্যবহার করিলে ব্যয় কমান যায়। একটি পেন ব্যবহার করিতে করিতে উহার মুখটি যখন নরম হইয়া আসে তখনই উহাতে লেখা বন্ধ করিয়া আর একটি ব্যবহার করিতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই কলমের নরম মুখটি শক্ত হইয়া লিখিবার উপযোগী হয়।

উক্ত ফারমের এমন একদিন গিয়াছে, যখন এক বৎসরের মধ্যে ভারতে ২০০০,০০০ কুইল পেন প্রেরিত হইয়াছিল। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ষ্টেশনারি অফিস বৎসরে ৪০০,০০০ পেন লইত, তন্মধ্যে ৬০,০০০ পেন পুনরায় কাটিবার জন্য প্রেরিত হইত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ হাঁসের কলমে লিখিতেন। কিং এডওয়ার্ড হাড্‌সন বের কাল হাঁসের শক্ত কুইলে লিখিতে ভাল বাসিতেন। টাকি কুইল পেনে দলিল পত্রাদি লিখিত হয়। কাকের কুইলে এঞ্জিনিয়ারিং ও ড্রইং প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ভাল ভাল লেখকেরা হাসের কুইল ব্যবহার করেন। আজ ও চিত্রকর আইনজ্ঞ প্রভৃতি লোকেরা কুইলে লিখিয়া থাকেন।

## লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙ্গালা দেশে ২১টী নূতন লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্টারী হইয়াছে। এই সকল কোম্পানীর সর্ব্বসমেত মূলধন ৯৫ লক্ষ টাকা। উহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ১টী ব্যাঙ্ক | ... | ২০,০০০৲ |
| ৪টী লোন কোম্পানী | ... | ২০০,০০০৲ |
| ১টী জাহাজ পরিচালন কোম্পানী | ... | ২০,০০,০০০৲ |
| ১টী মোটর সংক্রান্ত ব্যবসায় | ... | ২০০,০০০৲ |
| ১টী ট্যানারি ও চামড়া সংক্রান্ত ব্যবসায় | | ১০০,০০০৲ |
| ২টী জল, গ্যাস, ইলেকট্রীক লাইট ও টেলিফোন সংক্রান্ত ব্যবসায় | ... | ৬০০,০০০৲ |
| ৬টী ব্যবসায় ও কারখানা সম্বন্ধীয় কোম্পানী | | ৯৩০,০০০৲ |
| ১টী কাপড়ের কল | ... | ৫০,০০,০০০৲ |
| ১টী চালের কল | ... | ২৫,০০০, |
| ১টী প্রেস | ... | ১০০,০০০৲ |
| ২টী চা বাগান | ... | ৩৫০,০০০৲ |
| মোট— | | ৯৫,২৫,০০০৲ |

## কাঁচের পাত্র।

নাগিনা কাঁচের পাত্র নির্ম্মাণের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে গঙ্গার জল আতর, গন্ধতেল, কেরোসিনের ডিপো ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ বহন করিয়া আনিবার জন্য অনেক রকমের কাঁচের পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাঙ্গা কাঁচ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ঔষধের ও গন্ধদ্রব্যের ছোট ছোট শিশি প্রস্তুত করা হয়। যুক্ত প্রদেশের আরও নানা স্থানে এই ব্যবসায় চলিতেছে। কিন্তু এই ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

## ফুকো শিশি ও অন্যান্য দ্রব্য

গইনী, ভাজই, শিকোহাবাদ এবং বালোয়ালিতে যে কাঁচের কারখানা আছে, তাহাতে ফুকো শিশি, বৈজ্ঞানিক কাঁচ পাত্র, চিমনী, নল, রঙ ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। শিকোহাবাদে পালিওয়াল গ্লাস ওয়ার্কস্ নামে যে কাঁচের কারখানা আছে, তাহা গত বৎসরে জাপানী অভিজ্ঞের তত্বাবধানে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে, এবং এই কারখানায় চিমনি, বোতল ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। জার্ম্মাণী এবং জাপানী কাঁচের জিনিসের দর কম বলিয়া এবং রেলের মাশুল অত্যধিক বলিয়া এই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে করাচি যতটা দূর তাহা অপেক্ষা কলিকাতা হইতে করাচি ৫০০ মাইল বেশী দূর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কলিকাতা হইতে

করাচিতে যে মাল পাঠাইতে ১৸৵০ লাগে, এলাহাবাদ হইতে সেই মাল পাঠাইতে ২৸৵০ খরচ পড়ে। রেলওয়ের ফাইনেন্সিয়াল কমিশনর (Financial Commissioner) মিঃ জি জি সিম্ (Mr. G. G. Sim) যখন কানপুর পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন তাঁহাকে এই অসুবিধার কথা বলা হয়। কাঁচ ব্যবসায়ের অসুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং কিরূপে উহার উন্নতি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বোর্ড অব-ইণ্ডাষ্ট্রীজের (Board of Industries) এক সাব কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

## পশমের ব্যবসায়

যুক্ত প্রদেশের পশমের ব্যবসায় সম্বন্ধে ১৯২৪-২৫ সালের সরকারী বিবরণে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যুক্ত প্রদেশে দুইটি মাত্র পশমের কারখানা আছে এবং এই দুইটিই কানপুরে অবস্থিত। একটির নাম কানপুর উলেন মিল আর একটীর নাম বৈজনাথ বালমুকুন্দ উলেন মিল্। ১৯২৪ সালে পশমের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৯২৫ সালের প্রারম্ভে দেখা যায় জোর করিয়া পশমের দর চড়ান হইয়াছে, সুতরাং দর নামিতে আরম্ভ করে। ১৯২৩-২৪ সালে পশমী দ্রব্য বিলাত হইতে আমদানী হইয়া যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, এ বৎসর তাহা আরও তীব্ররূপে প্রকট হইয়া ওঠে। মিঃ ডিক্‌সনের অধীনে একটি ছোট পশমের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের হাঁসপাতালে যে সকল কম্বল প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা বৈজনাথ বালমুকুন্দ উলেন মিল হইতে লওয়া হয়। এখানে যে কারখানার উল্লেখ করা হইল, তাহাতে এঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত তাঁতে পশমী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যুক্ত প্রদেশের সকল স্থানেই হস্তচালিত তাঁতে কম্বল প্রস্তুত হইলেও মুজাফরনগর ও নাজিরাবাদই হস্তচালিত তাঁতে পশমী দ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত আছে। মুজাফর নগর ও নাজিরাবাদের সমবায় সমিতির সভ্যেরা যে পশমী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে তাহা বিলাতী দ্রব্য হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে, তবে বিলাতী দ্রব্য আরও একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পশমী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিচ্ছন্ন করিবার যে পদ্ধতি এখানে অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা আরও উন্নত করিয়া তোলার প্রয়োজন। তাঁতীদিগকে বিদেশীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে; কিন্তু তাহাতেও ক্ষোভের কিছুই নাই, কারণ তাহাদের মালই তাড়াতাড়ি কাটে। পর্য্যাপ্ত পশম পাওয়া যায় না বলিয়া এই শিল্পের উন্নতির বিঘ্ন জন্মিতেছে। দেশী চরকাতেই অধিকাংশ পশমের সূতা প্রস্তুত হয়। ইহাতে কাজ আস্তে আস্তে হয় এবং সূতাও একরকম মোটা হয় না। সুতরাং ইহাতে ভাল কাপড় হয় না। কলে কাটা সূতাই ভাল, কিন্তু উহা সব সময়ে পাওয়াও যায় না এবং দরও বেশী। নাজিরাবাদে পশমের সূতা তৈয়ারীর কল স্থাপন করিতে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত হইবে না, কারণ স্থানীয় তাঁতীদের সহায়তা লাভ করা যাইবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীজের মতানুসারে স্থির করা হইয়াছে, এখন কানপুরের গবরমেণ্ট টেক্সটাইল স্কুলে একটি আদর্শ কারখানা (demonstration factory) স্থাপন করা হইবে। মোটরে কল চালাইবার জন্য এখানে যোগ্য লোকও আছে। সুতরাং এখানে আদর্শ কারখানা স্থাপন করিতে বেগ পাইতে হইবে না।

বাংলা দেশের অনেক স্থানে চরকার সাহায্যে তুলা ও পশম হইতে মোটা সূতা কাটিয়া তাহার দ্বারা সতরঞ্চ, কম্বল, এবং আসনাদি প্রস্তুত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

## চামড়ার বাজার

ভারতের চামড়ার বাজারের অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত খারাপ। ইহার প্রধান কারণ দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ভারতের চর্ম্ম ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। একজন নামজাদা ব্যবসায়ী জানাইয়াছেন, বৈদেশিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভারতের চামড়ার কাটতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ভারতের চামড়া যত লইত, তত আর কেহই লইত না—জার্ম্মাণীই ছিল তখন সব চেয়ে বড় খরিদ্দার। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পর হইতে জার্ম্মাণী, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বাজার হইতে মাল খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহারই ফলে এখানকার বাজারের অবস্থা অত্যন্ত মন্দা যাইতেছে। শুধু তাই নয়, রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন কমিতেছে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে যত চামড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, এবৎসর জানুয়ারী মাসে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতের চামড়ার যেরূপ টান ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসের রপ্তানীর তুলনা করিলে চামড়ার ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিলে শঙ্কিত হইতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে বাজার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন দুই সপ্তাহে যে পরিমাণ চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল, গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে রপ্তানী চামড়ার পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও অনেক কম। ইহার ফলে বহু টাকার চামড়া বাজারে সঞ্চিত রহিয়াছে এবং চাহিদার অভাবে লাখ লাখ টাকার চামড়া গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইয়োরোপের বাজারে ভারতের চামড়ার কাটতি না হওয়ার কারণ কি? যে জার্ম্মাণী ভারতের চামড়ার সবচেয়ে বড় খরিদ্দার ছিল, সে কেন আর ভারতের চামড়া লইতেছে না? ইহার কারণ হইতেছে এই যে, কিছুকাল ধরিয়া দক্ষিণ আমেরিকার চামড়া ভারতের চামড়া অপেক্ষা সুবিধা দরে বিকাইতেছিল। সকলেই সমস্যায় পড়িয়াছিল দক্ষিণ আমেরিকার চামড়া কিনিবে, কি, ভারতের চামড়া কিনিবে। কল কব্জা যাহা রহিয়াছে তাহাতে ভারতীয় চামড়া ট্যান করা চলে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার চামড়া ট্যান করিতে ভিন্ন কল কব্জার প্রয়োজন। ক্রমশঃ তাহারা দক্ষিণ আমেরিকার চামড়া ট্যান করিবার উপযোগী কল কব্জা ক্রয় করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার চামড়া ক্রয় করিতে মন দিয়াছে। তাহারই ফলে জার্ম্মাণী এখন ভারতের চামড়া কম ক্রয় করে।

ইহা ছাড়া চামড়া রপ্তানী করিবার জন্য যে মাশুল দিতে হয়, তাহা অত্যধিক বলিয়া বিদেশের বাজারে ভারতের চামড়ার দর চড়া বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানকার চামড়া-রপ্তানীকারকদের নিকট প্রায়ই অনুযোগ আসে যে, যদি তাহারা চামড়ার দর শত করা পাঁচ ছয় টাকা কমাইতে পারে, তাহা হইলে ভারতের চামড়ার ক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত কম দরে মাল ছাড়িতে পারা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত চর্ম্ম-সংগ্রাহকদের আমদানী বাজারের উপর বেশ প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামান্য পরিমাণ চামড়াও রপ্তানী করিতে পারা যাইতেছে না বলিয়া চামড়ার ব্যবসায় একেবারে মন্দা যাইতেছে। চর্ম্ম-সংগ্রাহকেরা মূলধন তুলিবার জন্য শত করা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে রাজি রহিয়াছে। কিন্তু রপ্তানীকারকেরা আদৌ খরিদ্দার পাইতেছে না, কারণ যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা ভারতের চামড়া ক্রয় করিত, তাহারা নূতন কল বসাইয়াছে, তাহাতে ভারতের চামড়া ট্যান করা চলে না।

যতদিন রপ্তানীর মাশুল না কমিবে, ততদিন ভারতের চামড়া বিদেশে বিক্রয় হওয়া দুষ্কর হইবে। রপ্তানীকারকেরা খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছে, তাহারা আর বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না।

## ভারতীয় শুল্ক বিভাগের আয়

১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতীয় শুল্ক বিভাগের যে আয় হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা; ফেব্রুয়ারি মাসে ৪ কোটি দুই লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে মার্চ মাসে আয় হইয়াছিল ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। ১৯২৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট আয় হইয়াছে ৪৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে আয় হইয়াছিল ৪৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। আমদানী জিনিষের মাশুল হইতে ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে; রপ্তানী জিনিষের মাশুল হইতে ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। বস্ত্র-শিল্পীদের নিকট হইতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে, কেরোসিন তৈলে ৯৯ লক্ষ টাকা এবং মোটর স্পিরিটে ৩৮ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে চিনি, মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, লোহা, ইস্পাত, ফাঁপা রবার টায়ার, ছুরি, কাচি, ধাতু নির্ম্মিত জিনিষপত্র ও মদের আমদানী হইতে বেশী মাশুল উশুল হইয়াছে; রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে চাউল ও কাঁচা চামড়ায় বেশী মাশুল পাওয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সূতা, কাপড়, তামাক, রেলওয়ে সংক্রান্ত জিনিষ (Railway plant), সিল্কের কাপড়, ম্যাচ স্পিলিন্ট ও ভিনিয়ার (match splints and veneers) এবং লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ধাতু দ্রব্যের আমদানী অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং এই সকল আমদানী দ্রব্যের মাশুল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। পাটের রপ্তানীও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে,সুতরাং উহার রপ্তানী মাশুলও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৬ সালের মার্চ অবধি রপ্তানী শুল্ক মারফতে ৩কোটি ৫লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরের উপর শুল্ক মারফতে ৯৩লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

# বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ

## এক ডুবো জাহাজ হইতে অন্য ডুবো জাহাজে কথা

ইউনিভার্সিটির যাঁতা কল হইতে প্রতি বৎসর কত যুবকই না বৈজ্ঞানিক উপাধি ভূষিত হইয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকে? তাহাদের মধ্যে শতকরা একজনও বিজ্ঞান-সাধনা জীবনের ব্রত করিয়া লয় কি? ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, আমাদের দেশের যুবকদের মনোভাব এতই হীন যে, তাহারা বিজ্ঞানই পড়ুক, আর আর্টই শিখুক, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন মতে ডিগ্রির তক্‌মাখানা লাভ করিয়া যেমন তেমন একটা চাকরি জুটাইয়া লওয়াই তাহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছাত্র বৈজ্ঞানিক উপাধি ভূষিত হইয়া বাহির হইলেও বাংলার বিজ্ঞান ক্ষেত্রে দুই চারিজন মহারথী ভিন্ন নবীনের অভ্যুদয় দেখিতে পাই না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যহ নব নব বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইয়া নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জগতের কি অসীম কল্যাণই না সাধিত হইতেছে! সত্য বটে তাহারা নানা মারণযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া দুর্ব্বলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এই যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এবং তাহার অনুশীলন, উহা সর্ব্বপ্রকারে অনুকরণীয়।

যেদিন প্রথম ডুবো জাহাজ আবিষ্কৃত হইল, সেদিন জগতবাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল—অপরের অগোচরে জলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়াও সম্ভব!

কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। জাহাজ যখন জলের ভিতর দিয়া ডুবিয়া চলে, তখন বাহিরের জগত হইতে তাহার সমস্ত সম্পর্ক একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক ডুবো জাহাজ হইতে অন্য ডুবো জাহাজে সংবাদ আদান প্রদানের কোন উপায়ই থাকে না। বৈজ্ঞানিক কিন্তু সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য, সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। জলের ভিতর দিয়া সঙ্কেত প্রেরণ করিবার নানা ভাবেই চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হয় নাই। এই কারণে ডুবো জাহাজগুলি এ যাবত একযোগে কোন কার্য্য করিতে পারিত না। পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হইলে একজনের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া ডুবো জাহাজের বহর যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। সম্প্রতি মার্কিন নৌবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছে। নবোদ্ভাবিত যন্ত্র কিরূপ কার্য্যকরী তাহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষায় উক্ত যন্ত্র আশাতীত ফল প্রদান করিয়াছে। উহাদ্বারা দুই মাইল দূরে অবস্থিত এক ডুবো জাহাজের সহিত অন্য ডুবো জাহাজে কথাবার্ত্তা চলিতে পারিবে। কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন, আরও দূর হইতে যাহাতে কথাবার্ত্তা চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও তাঁহারা শীঘ্রই করিতে পারিবেন।

যে সূত্র (principle) অবলম্বন করিয়া বেতার-বার্ত্তার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সূত্র অনুসারে এই যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে, তাহা নহে। এই যন্ত্রের দ্বারা শ্রুতিগোচরাতীত (unaudible) শব্দ-তরঙ্গ তুলিয়া তাহা ইচ্ছামত দিকে পরিচালিত করা হয়। এই যন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, যে জাহাজে সংবাদ প্রেরণ করা হইবে, সেই জাহাজেই কেবল সংবাদ পাইবে, অন্য কোন জাহাজে উহা ধ্বনিত বা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে না।

এই যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে জগতবাসীর ইহাতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হইবে কি না, সে প্রশ্ন না তুলিয়া তাঁহাদের সাধনার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তাঁহাদের নিকট হইতে এই সাধনা এবং একনিষ্ঠা আমাদিগকে বহুদিন শিখিতে হইবে।

---

## তৃতীয় চক্ষু

দেবতারাই এতদিন ত্রিনেত্রের খ্যাতি এক চেটে করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা বুঝি দেবতাদের এই এক চেটে অধিকার খর্ব্ব করিতে বসিল। সম্প্রতি মেক্সিকোতে ক্যাক্‌টাস (cactus) জাতীয় এক প্রকার গাছ পাওয়া গিয়াছে। এই গাছের সামান্য পরিমাণ রস খাইলে মানুষ চক্ষু বুজিয়া নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ দেখিতে পায় এবং অজ্ঞাত জিনিষের সংবাদ বলিয়া দিতে পারে। ফরাসী রসায়ণ শাস্ত্রবিৎ ডাক্তার রসেচির (Rosechier) পারিস মেটাফিসিক্স ইন্সটিটিউটের (Paris Metaphysic Institute) ডিরেক্টর ডাঃ ওষ্টির (Dr. Osty) সহিত একযোগে উক্ত গাছের রস লইয়া পরীক্ষা করেন। তিনি বলিতেছেন, অতি সামান্য পরিমাণে গাছের রস খাইয়া চক্ষু বুজিলে এক অপূর্ব্ব জগত আবির্ভূত হইয়া বায়স্কোপের ছাবর মত নয়ন সমক্ষে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরের অবতারণা করে, মনে হয় যেন বায়স্কোপ দেখিতেছি। উহা খাইয়া অপরের মনের কথা সহজেই বলিয়া দেওয়া যায় এবং অতি কঠিন অঙ্ক অনায়াসে করিয়া ফেলা যায়। মজা এই, চক্ষু খুলিলেই নব আবির্ভূত জগত অদৃশ্য হইয়া যায়। উক্ত গাছের রস খাইয়া নেশার ঘোরে মানুষ উহা দেখিয়া থাকে, তাহাও মনে হয় না, কারণ চক্ষু খুলিবার পর নেশার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান থাকে না।

এই গাছ সম্বন্ধে একখানি কাগজে বলা হইয়াছে যে, উহা মেসকাল বাটন (A Mescal Button) বলিয়া মনে হয়। মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা পূজা অর্চনায় উহার ব্যবহার করিয়া থাকে এবং এই সম্বন্ধে তাহাদের অনেক কুসংস্কার আছে। উহার রস পান করিলে দৃষ্টি শক্তি রঙিন হইয়া উঠে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত এবং অরুচিকর ; খাইয়া কখন কখন অত্যন্ত বমি হয়, তীব্র আনন্দের উদ্রেক না হইয়া একটা স্নিগ্ধ আত্ম প্রসাদ আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে এবং কখন কখন নিদ্রাহীনতা রোগ জন্মে। ক্যাকটাসের শুষ্ক উপরিভাগকে মেসকাল বাটন বলা হয়। মেক্সিকোর পথে ঘাটে উহা ফেরি হইয়া থাকে। উহা দেখিতে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মানুষের ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান বলিয়া দিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহারা জ্যোতিষী বলিয়া খ্যাত। ইহাদের গণনা যে কতটা নির্ভুল, তাহা যাঁহারা কখনও ইহাদের নিকট গণনা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার সঠিক পরিচয় জানেন। এই শ্রেণীর লোকের প্রাদুর্ভাব যে আমাদের দেশেই কেবল বর্ত্তমান তাহা নহে, পাশ্চাত্য দেশেও উহাদের প্রভাব বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকায় রবার্ট রিড ( Robert Reidt ) নামক এক জ্যোতিষী বহুকাল ধরিয়া গণনা করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। কত লোক যে তাঁহার প্রভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে, নিউ ইয়র্ক সহর এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থিত ২০০ মাইল ব্যাপিয়া স্থান ১৯২৬ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ধ্বংস চৌদ্দদিন ধরিয়া চলিবে বাড়ীঘর শুষ্ক কাঠের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিবে এবং দমকল শত চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না। সকলেই সশঙ্ক চিত্তে ৬ই তারিখের অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে ৬ই তারিখ আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। নিউ ইয়র্ক সহরের এতটুকু চুনও খসে নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারে আমেরিকার সকল লোকেই রবার্ট রিডের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে।

বহুদিন পূর্ব্বে আমাদিগের দেশেও মিঃ পিলে নামক এক মাদ্রাজী জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভীষণ ভূমিকম্পে ভারতবর্ষ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাঁহারা কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি জনবহুল সহরে বাস করেন তাঁহাদের অনেকে বাড়ীঘর ছাড়িয়া সহরের উদ্যানগুলিতে এবং খোলা যায়গায় সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। ধ্বংসের দিন আসিল কিন্তু ধরিত্রী একটা নিঃশ্বাসও ফেলিলেন না।

---

# স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ।

## আহার ও স্বাস্থ্য।

ডাঃ এলিজাবেথ স্লোন্ চেসার (Elizabeth Sloan Chesser) বলিতেছেন, সমাজের মধ্যে যে সকল ভগ্ন স্বাস্থ্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের স্বাস্থ্যই স্ত্রীলোকের দ্বারা রক্ষা পাইতে পারিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যদি মেয়েরা খাদ্যতত্ত্ব রসায়ন শাস্ত্র এবং পরিপাক যন্ত্রের কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অনুসারে পুরুষদের রন্ধন করিয়া খাওয়ান, তাহা হইলে অনেক পুরুষেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে না। উপযুক্ত খাদ্য যদি উপযুক্ত—ভাবে রন্ধন করিয়া যথা যথভাবে পরিবেশন করা হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য এবং মন যে ভাল থাকিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই অধিকন্তু অনেক বেপরোয়া অর্থব্যয়ও কমিয়া যায়।

মানব দেহ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে গঠিত। অস্থি, চর্ব্বি, পেশী, মস্তিষ্ক এই সকল কোষের পৃথক পৃথক রূপান্তর মাত্র। আবার এই কোষগুলিতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, খাদ্যেও সেই সকল পদার্থ থাকে। স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রোটিন একান্ত আবশ্যক; মাছ, মাংস পনীর ইত্যাদির মধ্যে অমেরা উহা পাইয়া থাকি।

দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য চিনি জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন। উহাকে কার্ব্বোহাইড্রেট বলে।

বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, একজন স্বাস্থ্যবান কর্ম্মঠ লোকের পক্ষে প্রত্যহ সেই পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন যাহা হইতে ৩০০০ ক্যালোরির শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ২৪০০ ক্যালোরি শক্তির উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্য দ্রব্যকে যেমন আমরা কাঁচ্চা ছটাক সের দিয়া মাপি, তেমনি বৈজ্ঞানিক মানব দেহের শক্তিকে ক্যালোরি দিয়া মাপেন। এক গ্রেন শুষ্ক খাদ্যকে যন্ত্র বিশেষের মধ্যে আগুনে পুড়াইলে যে শক্তির বলে উহা একটা পরিমাণ মত জল, যন্ত্রের মধ্যে টানিয়া তুলিতে পারে, সেই শক্তিকে ক্যালোরি বলে। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য এবং কার্ব্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রায় একইরূপ শক্তি সঞ্চার করে; কিন্তু চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য শরীরে দ্বিগুণ উত্তাপের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক খাদ্যের শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন। এক আউন্স শুষ্ক মুরগীর মাংসে ৮০ ক্যালরি শক্তি আছে, এক আউন্স দুধে ·২ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। মাখমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি আছে। এক আউন্স মাখমে ২২২ ক্যালরি শক্তি আছে। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের যত না প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন, শিশুদের উহা অপেক্ষা ঢের বেশী আবশ্যক। কারণ যতদিন না শরীরের বাড় শেষ হইয়া যায়, ততদিন প্রোটিন দেহকে গঠিত করিয়া তুলে। যে সকল শিশুর দেহ উপযুক্ত রূপ বল পায় না, বুঝিতে হইবে, তাহারা যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পাইতেছে না। শরীর গঠনের জন্য প্রোটিনের অত্যন্ত আবশ্যক।

পনের ষোল বৎসর বয়স্ক যে বালক যথেষ্ট শরীর পরিচালনা করে, তাহার পক্ষে ১৪ আউন্স (৭ ছটাক) কার্ব্বোহাইড্রেট বা চিনি জাতীয় খাদ্য যথা, আলু, রুটি, ভাত, চিনি ইত্যাদি, সাড়ে তিন আউন্স (প্রায় ২ ছটাক) চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য যথা চর্ব্বি, মাখম ইত্যাদি, এবং ৪।৫ আউন্স দুই ছটাকের বা তাহার কিছু বেশী, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, যথা—মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রয়োজন। যে

ব্যক্তি নিয়মিত ব্যায়াম করে— তাহার পক্ষে মাংস অপেক্ষা চিনি জাতীয় খাদ্য বা কার্ব্বোহাইড্রেট বেশী প্রয়োজন। চুপচাপ গোছের লোকেদের পক্ষে মাংস উপকারী, কারণ শরীর পরিচালনা না করিয়াও মাংস খাইয়া তাঁহারা দেহে যথেষ্ট উত্তাপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ব্যায়ামকারীদের উপযুক্ত পরিমাণ চিনি খাওয়া উচিত, উহা পেশীর এবং হৃৎপিণ্ডের টনিকের কাজ করে। বৃদ্ধেরা যদি স্বাস্থ্যলাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুধ, ডিম, মাছ, সব্জী উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে হইবে। বৃদ্ধ বয়সে দেহে মাংস গজায় না এবং সহজেই পরিপাক যন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটে সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনরূপ অত্যাচার করিলেই তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে।

---

## স্বাস্থ্য রক্ষা ও উপবাস

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপবাসের যে একটা বিরাট সার্থকতা আছে, তাহা ক্রমশই প্রকাশিত হইতেছে এবং পশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও উহা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আইরিস-নেতা ম্যাক সুইনী সত্তর দিন উপবাস করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন; মহাত্মা গান্ধীর উপবাসে দেশময় একটা হৈ হৈ পড়িয়া যায়; সেদিনকার বাঙ্গালী রাজনৈতিকদের আন্দোলনে সারা দেশময় একটা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাহউক যাঁহারাই উপবাস করিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন উপবাস করিয়া স্বাস্থ্যের অভুতপূর্ব্ব উন্নতির পরিচয় পাইতেছেন। ব্রিটিশ ট্রেজারির সেক্রেটারী সাজওয়াগেন ফিশারের পত্নীর বহুদিন হইতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ডাক্তারেরা বলেন তাঁহার পুনরায় স্বাস্থ্য লাভের আর অন্য কোন আশা নাই। তখন তিনি উপবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। একাধিক্রমে ২৭ দিন উপবাস করিবার পর তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হন। উপবাস কালে তিনি সামান্য একটু কমলানেবুর রস, পাতি লেবু গোলা জল এবং সামান্য সামান্য অন্য ফলের রস খাইতেন। এইরূপে তাঁহার দুরারোগ্য রোগও ভাল হয়। উপবাস করিয়া রোগ আরোগ্য হইতেছে দেখিয়া ডাক্তারেরা বলিতেছেন, জগতে এমন কোন রোগ নাই যাহা উপবাস করিয়া আরোগ্য হইতে পারে না।

---

## যৌবন রক্ষার গোপন রহস্য।

দেহের চামড়া কাহারও অল্প বয়সে কাহারও বা বেশী বয়সে কুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। যাহাদের দেহ অত্যন্ত শুষ্ক, তাহাদের গাত্র চর্ম্মে শীঘ্রই কুঞ্চন দেখা দেয়। যাহাদের দেহে স্বাভাবিকভাবে তৈল বাহির হয়, তাহাদের দেহের চামড়া সহজে কুঞ্চিত হয় না। অবশ্য দেহ থলথলে হইলে স্বাভাবিকভাবে তৈল বাহির হইলেও তাহার দেহের চামড়া শীঘ্রই কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। শুষ্ক দেহের চামড়ায় যেরূপ গভীর কোঁচ পড়ে, থলথলে দেহেও সেইরূপ পড়ে।

কুঞ্চন দূর করিবার পক্ষে ক্রিমই (Cream) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিন্তু থলথলে দেহে সাবধানে উহার ব্যবহার করা উচিত। কারণ সামান্য ঘর্ষনে যদি কোন-স্থান আঁচড়াইয়া যায়, তাহা হইলে কোঁচ বাড়িয়া আরও গভীর হইয়া উঠিবে। কোঁচ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ক্রিম মাখিতে হইলে উহা লাগাইয়া ঘষা উচিত নয়; আস্তে আস্তে লাগাইয়া কোঁচগুলির উপর টোকা মারা উচিত। রক্ত সঞ্চালন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য টোকা মারা হয়। চর্ম্মের উপরিভাগে রক্ত আসিলে ক্রিম লাগানর কাজ সহজেই সুশাধিত হয়।

একজন ফরাসী সুন্দরী এক প্রকার লোসন ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই লোসন মুখের সৌন্দর্য্য যেমন

বাড়াইতে পারে, তেমনি কপালে কোচ পড়িলে তাহাও দূর করিতে পারে। এই লোসন প্রস্তুত করা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষও নয়, এবং কষ্টসাধ্যও নয়। এক পাঁইট গোলাপজল লইয়া তাহাতে কিছু পার্ল বালি দিয়া অল্প উত্তাপে তাহা ফুটাইতে হইবে; যখন উহা হইতে ক্কাথ বাহির হইতে আরম্ভ করিবে, তখন উহা ছাঁকিয়া উহার সহিত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া টিঞ্চার অব বেঞ্জিন (Tincture of Benzoin) দিতে হইবে এবং নাড়িতে হইবে। এইরূপে একড্রাম টিঞ্চার অব বেঞ্জিন মিশান হইলে লোসন প্রস্তুত হইল।

প্রথমে মুখখানি ক্রিম দিয়ে বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। ক্রিম মুখ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া উক্ত লোসন লাগাইতে হইবে। সারারাত উহা থাকিবে। সকালে জলে কয়েক ফোঁটা টিঞ্চার অব বেঞ্জিন দিয়া তাহা দ্বারা মুখ ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

যাহাদের অল্প বয়সে কপালে কোঁচ পড়িতে আরম্ভ করে, তাহাদের আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যে সকল স্ত্রীলোক গাত্রচর্ম্ম কোমল রাখিতে ইচ্ছুক, তাহাদের বেশী পরিমাণে শাকসব্জী খাওয়া উচিত; প্রতিদিন টাটকা ফলও খাওয়া দরকার।

আপনাকে সুশ্রী দেখাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ব্যবসায়ীরা মানব-মনের এই ইচ্ছাটুকু জানিতে পারিয়া নানা ক্রিম, পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু এখনও বহু লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে। আমরা উপরে একটি লোসনের ফরমুলা প্রদান করিলাম। উদ্যোগী পুরুষ ইহা অবলম্বন করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

## সৌন্দর্য্য চর্চ্চা।

দেহের যে কোন একটা বিশেষ স্থানে অতিরিক্ত মাংস গজাইয়া তোলা সহজ নয়, তবে ইহা অসাধ্যও নয়। তন্বী সুন্দরীরই সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রশংসা হইয়া থাকে। কিন্তু মেমসাহেবের মহলে তন্বী সুন্দরী নিতান্তই শীর্ণা। অতএব তাহাদের গলার কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে এবং কণ্ঠার পাশে গর্ত্ত প্রকাশিত হয়। উহা সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করে, সুতরাং উহা ভরাট করিয়া তোলা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে কণ্ঠা পুরন্ত হইয়া উঠে। জলপাইয়ের তৈল ও বাদাম তৈল মিশাইয়া একটি তৈল প্রস্তুত করিতে হইবে। গরমজলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহাদ্বারা গলা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর আস্তে আস্তে শুকাইয়া তৈল প্রয়োগ করিতে হইবে। গরম জলে বোতল ডুবাইয়া গরম করিয়া উহার দ্বারা গলায় যে তৈল প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা গরম করিতে হইবে। অতঃপর ধীরে ধীরে চিমটি কাটিয়া ও টোকা মারিয়া উক্তস্থানে তৈল খাওয়াইতে হইবে। চর্ম্মে কোন প্রকার আচড়ের দাগ না পড়ে; অথচ রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয় এই উদ্দেশ্যে ঐরূপ করা হয়। যতদিন না কণ্ঠা পুরিয়া আসে ততদিন প্রতি রাত্রে অন্ততঃ দশ মিনিট ধরিয়া এইরূপ করিতে হইবে। যাহার যেরূপ স্বাস্থ্য সেই অনুপাতে ছয় সপ্তাহ হইতে তিন মাসের মধ্যে কণ্ঠা পুরিয়া যায়। যাহাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ তাহাদের আরও বেশী সময় লাগে। এই সঙ্গে সমস্ত কাজ সারিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে এক গ্লাস গরম দুধ এবং দিনের বেলা ১১টার সময় এক গ্লাস দুধ আস্তে আস্তে পান করা উচিত। এই প্রক্রিয়ায় অনেকের গলা পুরিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের কণ্ঠা বাহির হইয়া আছে, তাঁহারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

---

# কাঠের পালিশ, রং ও বার্ণিশের ব্যবসায়।

কাঠের ব্যবহার সর্ব্বদেশেই প্রচলিত। উহা যে কেবল ইন্ধনরূপেই ব্যবহার করা হয়, তাহা নহে; জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় কত জিনিষই যে উহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে। বাক্স, খাট, তক্তাপোষ, টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি প্রভৃতি গার্হস্থ্য জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি প্রায়সবই কাঠের নির্ম্মিত। সূত্রধর এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। তাহার পর এই সকল কাঠের জিনিষগুলিকে পালিশ করিয়া সুদৃশ্য করা হয়। সূত্রধরের কার্য্য যেমন শিক্ষা সাপেক্ষ, পালিশের কার্য্যে ও তেমনি অনেক জিনিষ শিখিবার ও জানিবার আছে এবং উহা শিখিতে পারিলে এই অর্থ সমস্যার দিনে অনেকে স্বাধীনভাবে বেশ দুপয়সা অর্জ্জন করিতে পারেন।

সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাষ্ঠদ্রব্যগুলিকে ফ্রেঞ্চ পালিশ বা স্পিরিট বার্ণিস দিয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করা হয়। ফ্রেঞ্চ পালিশ বা স্পিরিট বার্ণিশ প্রধানতঃ গালা দিয়াইপ্রস্তুত হয়। সুতরাং উহাদ্বারা কঠের জিনিষের উপর পালিশ লাগাইলে কাঠের উপরিভাগ গালা দিয়া আবৃত করা হয়। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ব্যবসার ক্ষেত্রে গালার কি অপরিসীম ক্ষেত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পড়িয়া রহিয়াছে। এইজন্যই আমরা গালা প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি বংলাদেশের যুবকগণ সুযোগ, সুবিধা ও সামর্থ অনুসারে "গালার চাষ" এবং "গালার কারখানা" আরম্ভ করিয়া দিবেন; গালা দিয়া আবৃত করা হয় বলিয়া কাঠের জিনিষটী বেশ চকচকে এবং মসৃণ দেখায়। রং করিলে কাঠের সমস্ত গুণ ঢাকিয়া যায় এবং উহা যতক্ষণ সূত্রধরের নিকট থাকে, ততক্ষণই উহা কতকটা দেখিতে ভাল থাকে, কিন্তু তাহার পর ধুলায় এবং হাতের দাগ লগিয়া উহার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু নষ্ট হইয়া যায়।

আর একরূপ পদ্ধতিতে কাঠের উপরিভাগের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন রং করা হয়। এই পদ্ধতিকে ষ্টেনিং (Staining) বলে; উহার বিশেষ কিছু প্রারম্ভিক আয়োজন নাই। রং (Stain) একেবারেই কাঠের উপর লাগান হইয়া থাকে। অধিকাংশ রংই কাঠের উপরকার সরু সরু আশ তুলিয়া ফেলে। সুতরাং বার্ণিস লাগাইবার পূর্ব্বে শিরিশ কাগজ দিয়া বেশ করিয়া কাঠ পরিস্কার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় শিরিশ কাগজ দিয়া কাষ্ঠ দ্রব্যটি উত্তমরূপে পরিস্কার করিয়া লইয়া রং লাগান হয়, তাহার পর আবার শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া আবার রং লাগান হয়। এইরূপে দুইবার শিরিশ কাগজ ঘসিয়া রং লাগাইলে পালিশ খুব ভাল দেখায়। বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে কেবল মাত্র শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া রং লাগাইয়া বার্ণিস লাগাইলেই যথেষ্ট হয় না; বিশেষতঃ দামী উচুদরের কাঠের আসবাব পত্রে এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া একেবারেই অচল।

কাষ্ঠদ্রব্য সুন্দররূপে পালিশ করিবার পদ্ধতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সদামাটা কাজের জন্য বার্ণিসেই বেশ চলে, কিন্তু কাঠের আসবাব পালিশ করিবার পক্ষে ফ্রেঞ্চ পালিশই ভাল, উহাতেই বেশ ভাল কাজ হয়। কাষ্ঠদ্রব্য সুদৃশ্য করিবার এই সকল পদ্ধতি ভিন্ন মোম দিয়া পালিশ করিবারও পদ্ধতি আছে; কয়েক প্রকার কাষ্ঠ দ্রব্য পালিশ করিতে এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করা হয়।

সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যখচিত আসবাব পত্র পলিশ না করিয়া বার্ণিস করা যাইতে পারে। কিন্তু সহজ এবং সরল উপায়ে উহার উপরিভাগ তেমন সুন্দর হয় না। কোনটি পালিশ লাগাইবার উপযুক্ত, এবং কোনটিতে

বার্ণিস লাগাইতে হইবে, তাহা আপন আপন বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেমন তেমন ভাবে পালিশ লাগাইয়া যেরূপ কাজ হইয়া থাকে, সতর্কভাবে বার্ণিস লাগাইলে তাহা অপেক্ষা ঢের ভাল কাজ পাওয়া যায়। তবে সহজ মোম পালিশ (wax polishing) প্রক্রিয়ায় খুব ভাল কাজ হয় বটে, কিন্তু উহাতে যথেষ্ট ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

যে সকল আসবাব পাইন কাঠে প্রস্তুত, তাহাই কেবল বার্ণিশ করিবার উপযুক্ত, তবে অনেক সময় উহা ফ্রেঞ্চ পালিশ দিয়াও পালিশ করা যায়। যাহা হউক, ভালরূপে প্রস্তুত এবং উত্তমরূপে চাঁছা-ছোলা না হইলে উহাতে পালিশ লাগাইতে নাই। পালিশ লাগাইলে উহার বাহ্যিক আকার খুব ভাল হয় বটে, কিন্তু পাইন কাঠের আসবাব সস্তা, অতএব উহাতে বার্ণিশ লাগানই শ্রেয়ঃ। পাইন কাঠে নির্ম্মিত অনেক সস্তার আসবাব জাপানী প্রক্রিয়ায় পালিশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা কাষ্ঠ রঙ করার পদ্ধতিরই অনুরূপ। আমাদের এই প্রবন্ধে রঙ করার বা জাপানী প্রক্রিয়ার আলোচনা করিব না,— যাহাতে কাষ্ঠের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরাইয়া আনিয়া স্বচ্ছ বার্ণিশ বা পালিশের দ্বারা উহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই সকল প্রক্রিয়ারই ইহাতে আলোচনা হইবে। মেহগনি, ওয়াল্‌নাট, সেগুণ এবং অন্যান্য ভাল কাঠের আসবাব পালিশ করাই যুক্তি সঙ্গত, তাহাতে কাঠের প্রকৃত বর্ণ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়। কখন পালিশ এবং বার্ণিস শেষ করিতে হইবে, তাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে।

কাঠের মসৃণ চকচকে উপরিভাগ দেখিয়া সাধারণ লোকে মনে করে, উহার বার্ণিশ বা পালিশ সম্পূর্ণ হইয়াছে; কতক পরিমাণে উহা যে সত্য:তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারে, কখন পালিশ বা বার্ণিশ সম্পূর্ণ হইবে। কখন পালিশের বা বার্ণিশের কাজ শেষ হইবে, ভাষার সাহায্যে তাহা শিখাইয়া দেওয়া কঠিন এবং পালিশ ও বার্ণিশের পার্থক্য বুঝাইয়া দেওয়াও সহজ নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় পালিশ ও বার্ণিশের প্রভেদ কি, তাহা হইলে হয়ত উত্তর আসিবে, তুলির সাহায্যে বার্ণিশ লাগান হয়, কিন্তু ফ্রেঞ্চ পালিশ রবারের সাহায্যে লাগান হয়। পালিশ ও বার্ণিশ লাগাইবার পদ্ধতির কথাই ইহাতে উল্লেখ করা হইল, কিন্তু প্রকৃত পার্থক্য কি তাহা বলা হইল না। উহা বুঝিতে হইলে দুইটি প্রক্রিয়ার পদ্ধতির আলোচনা করা প্রয়োজন।

বার্ণিস রজন জাতীয় একপ্রকার মিশ্রিত তরল পদার্থ। তুলির বা ব্রুসের সাহায্যে উহা কাঠের উপর লাগান হইয়া থাকে। যাহাদ্বারা সমস্ত পদার্থটি তরল করা হইয়াছে তাহা কাঠে লাগাইবার পর উপিয়া যায় (evaporates) এবং রজনজাতীয় পদার্থ স্বচ্ছ ভাবে কাঠের উপর জমাট বাঁধিয়া থাকে; এইরূপ প্রক্রিয়াকে বার্ণিস করা বলে।

ফ্রেঞ্চ পালিশও বার্ণিস বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত পাতলা। উহাকে বিশেষ রকমের বার্ণিস বলা যাইতে পারে। উহা লাগাইয়া কাষ্ঠ দ্রব্যটিকে বেশ করিয়া পালিশ করিবার পর যে চাকচিক্য প্রকাশ পায় তাহাকেই ফ্রেঞ্চ পালিশ বলা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু তরল পদার্থ এবং চাকচিক্য উভয়ই ফ্রেঞ্চ পালিশ নামে অভিহিত হয়।

সাধারণতঃ যে ব্যক্তি আসবাব নির্ম্মাণ করে সে ব্যক্তি পালিশ বা বার্ণিশ করিতে জানে না। কিন্তু যদি কেহ উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সে তাহার শ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাইতে পারে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি আসবাব নির্ম্মাণ করে, একজন তাহা বার্ণিশ বা পালিশ করে, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি উহা বিক্রয় করিয়া মোটা লাভটা নিজের পকেটে পুরে। যাহা হউক, বার্ণিশের কথাটাই এখন আলোচনা করা যাক।

মার্টিনের বার্ণিশ (Martin's Varnish) সাহায্যে পূর্ব্বে আসবাবাদি সুন্দররূপে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করা হইত। কোন্ দ্রব্যের সাহায্যে বা কোন্ উপায়ে উহা করা হইত তাহা আজও জানিতে পারা যায় নাই, কারণ যিনি উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি উহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত প্রক্রিয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।

মার্টিনের প্রক্রিয়ায় পালিশ করিবার পদ্ধতি উহার আবিষ্কারকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইলেও তাহার অনুকরনের প্রচেষ্টার বিলোপ হয় নাই। সেই একান্ত চেষ্টার ফলেই ফ্রেঞ্চ পালিশের উদ্ভাবন। আজকালকার ফ্রেঞ্চ পালিশ সেদিনকার বার্ণিস মার্টিন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মার্টিনের পদ্ধতি জটিল, কিন্তু ফ্রেঞ্চ পালিশ অতি সহজেই লাগান যাইতে পারে। যাহা হউক, প্রক্রিয়া গোপন থাকা সত্ত্বেও একাগ্র চেষ্টার ফলে মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে তদনুরূপ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। চেষ্টার দ্বারা সাধনার দ্বারা মনুষ কিরূপ সফল হইতে পারে, ইহা তাহারই একটা উদাহরণ। কিন্তু ফ্রেঞ্চ পালিশ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, কাঠের উপর পালিশের চরম উন্নতি হইয়া গিয়াছে, আর উন্নতি করিবার নাই। আজ যাহা চরম বলিয়া মনে করিতেছি কাল আর একজনের উন্নত প্রণালী আবিষ্কারে প্রমাণিত হইতে পারে উহাই চরম উন্নতি নহে। বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই হইয়া থাকে। কালের ইহাই নিয়ম।

একটি কাষ্ঠদ্রব্যকে চক্‌চকে করিয়া ফেলিলেই বর্ত্তমান পালিশ কারকদের কার্য্য শেষ হয় না, পালিশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেক কঠিন কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। নানা বর্ণের কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যগুলিকে পালিশ করিবার পর উহার আকারে এরূপ বর্ণ পরিস্ফুট হওয়া চাই, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন কাঠের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ফুটিয়া ওঠে। তাহা করিতে হইলে রাসায়নিক দ্রব্যের, রঙের, এবং রঙ পালিশের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। হয়ত একটি কাষ্ঠদ্রব্যের খানিকটা অংশ একটু বেশী কাল করিতে হইবে, আবার এমনও হইতে পারে যে, খানিকটা অংশ অত্যন্ত কাল রহিয়াছে, তাহা ফিকে করিতে হইবে। অল্পবয়সী ওক গাছের কাঠের বর্ণ একরূপ, বেশী পুরাতন ওক কাঠের বর্ণ ভিন্ন প্রকার। অল্পবয়সী ওক গাছের কাষ্ঠে প্রাচীন ওক কাঠের বর্ণ প্রদান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। শুধু পালিশ করিতে জানিলেই উহা যে করিতে পারা যায় না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বার্ণিশ এবং রঙ না করা ওক কাঠের বর্ণ ফিকে বাদামী রঙ যে গাঢ় হইয়া যায়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা জানিবার প্রবৃত্তি, অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা, অতি অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত না করিয়া নিবৃত্ত হয় নাই। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, এমোনিয়ার বাষ্প লাগিয়াই ওক কাঠের ফিকে রঙ গাঢ় হইয়া গিয়াছে। এই রহস্যটুকু জানিতে পারিয়া পাশ্চাত্য জগতের পালিশওয়ালারা উহা কার্য্যে খাটাইয়া থাকেন। তাঁহারা একটি পাত্রে তরল এমোনিয়া ঢালিয়া তাহার উপরে ওক কাঠটি স্থাপন করিয়া কিছুক্ষণ উহা আবদ্ধ রাখেন। কাঠের ফিকে রঙ গাঢ় হইয়া যায় এবং মনে হয় উহা প্রাচীন ওক গাছের কাঠ।

পাত্রে এমোনিয়া ঢালিয়া তাহার উপর কাঠ স্থাপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশেষ ধরণের আবেষ্টনের মধ্যে

উহা আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। যাঁহাদের এরূপ ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা বাইক্রোমেট অবপটাশ, সোডা ও চুনের জল একত্রে মিশাইয়া তাহা কাঠের উপর বেশ করিয়া মাথাইয়া দেন। এমোনিয়া ব্যবহার করিয়া যে কার্য্য সাধিত হয়, উহা দ্বারাও তাহাই হইয়া থাকে। এইরূপ নানা প্রক্রিয়া এবং রঙ পালিশের সাহায্যে সাধারণ কাঠ বা সচরাচর যে মেহগনি পাওয়া যায়, তাহাকে স্পেন দেশীয় (Spanish) মেহগনির আকার দিতে পারা যায়।

সুন্দর সুন্দর টেবিল ও বাক্স নানা বর্ণের কাষ্ঠ দ্বারা কারু কার্য্য মণ্ডিত দেখা যায়। নানা বর্ণের কাষ্ঠগুলি যে প্রকৃত নহে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পালিশকারক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে উহা সম্পন্ন করিয়াছে। অনেক বাদ্যযন্ত্র বা বাদ্যযন্ত্রের বাক্স নকল পার্ল ইনলের (Pearl inlay) দ্বারা সুশোভিত, উহা করিতে ম্যাপেল (Mapel) বৃক্ষের কাঠ সবুজ রঙে রঞ্জিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। সবুজ রঙ করিবার জন্য ভারডিগ্রী (Verdigris) এবং ভিনিগারই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজকাল কাঠের উপর ফুল, পাখী, ইত্যাদী আঁকিয়া তাহা পালিশ করা হইয়া থাকে। আঁকিতে না জানিলেও উহা করা যাইতে পারে। কাঠের উপর জলছবি তুলিবার প্রক্রিয়ায় ছবি তুলিয়া তাহা পালিশ করিলেও অতি সুন্দর কাজ হইতে পারে। কিম্বা খুব পাতলা কাগজে আঁকা ছবি কাটিয়া কাঠের উপর বসাইয়া কাঠ পালিশ করা যাইতে পারে। ইহা করিতে হইলে প্রথমে ছবি বসাইয়া কাঠের উপর সাদা কঠিন বার্ণিস লাগাইতে হইবে, উহা বেশ শুষ্ক হইলে পালিশ লাগাইতে হইবে।

ভালরূপে পালিশ করিতে হইলে নৈপুণ্য থাকা বিশেষরূপ প্রয়োজন;

দ্বিতীয়তঃ, পালিশ করিবার প্রত্যেক পদার্থটির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক;

তৃতীয়তঃ, তাহা ব্যবহার করিবার অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। নিজে হাতে না কাজ করিলে কোন বিষয়েই যে নিপুন হইতে পারা যায় না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অনেকে মনে করেন, ফ্রেঞ্চ পালিশের মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে শিল্প চাতুর্য্য (Art) আদৌ নাই। সবে মাত্র যাহারা পালিশ করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছে, তাহারা দেখে যে, তাহাদের হাতে ফ্রেঞ্চ পালিশের দ্বারা কাজ কিছুতেই চকচকে হইতে চাহে না। ইহাতে যদি তাহারা মনে করে যে উহার মধ্যে কোন গোপন রহস্য আছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু এই গোপন রসহ্যটুকুই কেবল শিল্প চাতুর্য্য এবং দক্ষ জ্ঞান (expert knowledge) ছাড়া আর কিছুই নহে। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উহা প্রকট হইয়া শিল্পচাতুর্য্য তাহার আয়ত্তাধীন হয়। যাহারা নূতন পালিশের কাজে ব্রতী হইয়াছে বা হইতে চাহে, তাহাদের অন্তরে হয়ত এই মন্তব্য হতাশার সঞ্চার করিতে পারে; কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক কার্য্যেই ছোট খাট অল্প বিস্তর বিঘ্ন থাকেই এবং তাহা অতিক্রম করিতে না পারিলে কোন কাজেই অভিজ্ঞ হইতে পারা যায় না। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই হতাশ হওয়া উচিত নহে। আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হইতেছে, বাধা বিঘ্নগুলি দেখাইয়া দেওয়া এবং সেগুলি কাটাইয়া কেমন করিয়া ঠিক ভাবে কার্য্য করিতে হয়, তাহার পথ নির্দ্দেশ করা। প্রদর্শিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে যে অচিরে অভিজ্ঞ হইতে পারা যাইবে, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে ধৈর্য্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে।

রঙ করার কাজ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) সাধারণ কাঠকে এমন ভাবে রঙ করিতে

হইবে, যাহাতে উহা ইবনি, ওয়ালনাট, প্রভৃতি মেহগনি কাঠের স্তায় দেখায়।

(২) কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাহাতে উহা ভাল জাতের কাঠ বলিয়া মনে হইবে, যেমন সাধারণ ওক কাঠের বর্ণ গাঢ় করিয়া ভাল ওক কাঠের সমান বর্ণ করা হয়, কিম্বা সাধারণ বে-উডের (baywood) বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া মেহগনির নকল করা হয়।

(৩) চিত্র বিচিত্র করা। রুচিজ্ঞান সম্পন্ন কতকগুলি লোক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রঙ করার (staining) বিরোধী। তাঁহারা বলেন, ইহাতে কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তন করা হয়, ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। চিত্রিত কাঠের আসবাবে কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ একেবারে ঢাকা পড়িয়া যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রঙকরা কাঠ বাহ্যতঃ কাঠের স্বাভাবিক রঙ বলিয়া মনে হইলেও উহা স্বাভাবিক নহে।

সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জাতের কাঠের আসবাবও যতই সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হউক না কেন পালিশকারকের হাতে পড়িয়া তাহা কোন না কোন প্রকার রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করা হইবেই হইবে। এইরূপভাবে রঙ করিয়া তাহারা আপনাদের নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে চাহে। আসবাবাদি নির্ম্মাণ করিতে যখন প্রস্তুত কারকেরা ভিনিয়ার (veneer) ব্যবহার করে, তখন আসবাবাদি প্রথমতঃ রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করা হয়, দ্বিতীয়তঃ বার্ণিস করা হয়। কারুকার্য্যে যে সকল কাঠ ব্যবহার করা হয়, তাহা আসল কাঠের নহে। কাঠের উপর কারুকার্য্যের যে সকল সুন্দর প্রাচীন নিদর্শন আজও বর্ত্তমান আছে, তাহাতে তিন প্রকার কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কাঠের কারুকার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু বর্ণের ও ছায়ার (shading) সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ কাঠের রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করিয়া দামী ভাল কাঠের নকলে আসবাবাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে অনেকে পছন্দ করেন। সাধারণতঃ এই জাতীয় লোকের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদের ব্যবহারের উপযোগী আসবাব নির্ম্মাণের জন্য সাধারণ কাঠকে কেমন করিয়া দামী কাঠের অনুরূপ করিতে পারা যায়, প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। এ কথাও প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি যে এসিড বা রসায়ণ পদার্থ ও বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করার বিষয়ে আলোচনা না করিয়া অন্যান্য সহজ পদ্ধতির দ্বারা কি করিয়া রঙ করা যায় সেই বিষয়েই আলোচনা করিব।

রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করার দুইটী পদ্ধতি আছে—

(১) প্রথম প্রক্রিয়ায় রাসায়ণিক যৌগিক পদার্থের দ্বারা কাঠের উপরিভাগের বর্ণ পরিবর্ত্তন করা হয়। ইহাতে কাঠের উপরিভাগে একটা পুরু অস্বচ্ছ আবরণ পড়ে, কিন্তু উহা কাঠের আঁশের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রবেশ করে না।

(২) দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় কাঠের উপরে পাতলা করিয়া তরল পদার্থ লাগাইয়া দেওয়া হয়, উহা কাঠের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঠকে রঞ্জিত করে। ইহাতে তরল পদার্থ কাঠের উপরিভাগ হইতে সামান্যই ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু উহা গভীর ভাবে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। যাহারা অনভ্যস্ত তাহাদের নিকট উহা সহজ বলিয়া বোধ হইবে না। সাধারণ কার্য্যের জন্য উপরিভাগের কাঠ রঞ্জিত হইলেই কাজ চলিয়া যায়, গভীররূপে রঞ্জিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

বাজারে চূর্ণ এবং তরল অবস্থায় রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করিবার বহু দ্রব্যই পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্যই বেশ সস্তা এবং তাহাতেই বেশ কাজ

চলিয়া যায়; এক গ্যালন তরল রঙে ৬০ বর্গ গজ কাঠ রঞ্জিত হয়; প্রথমে নমুনা স্বরূপ কিছু ক্রয় করিয়া পরখ করিয়া দেখা উচিত। যদি দেখা যায় বেশ কাজ হইয়াছে, তাহা হইলে সেই জিনিষটির উপর নির্ভর করিয়া বেশী পরিমাণে কাজ অনায়াসে করিতে পারা যায়। কিন্তু রাসায়ণিক রঙ ঘরে তৈয়ারী করিলে অনেক সময় এরূপ কাজ দেয় না। চূর্ণীকৃত রাসায়ণিক রঙের বিশেষ সুবিধা এই যে, উহা অক্লেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। উহাকে তরল করিবার জন্য কেবল মাত্র জলের প্রয়োজন। সুতরাং ব্যবহারের পক্ষে চূর্ণ রাসায়ণিক রঙের যে বিশেষ সুবিধা আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কাঠের উপরে ষ্টেনসিলিং (Stenciling) পদ্ধতিতে বা অন্য কোন উপায়ে চিত্র-বিচিত্র করিবার পক্ষে চূর্ণ রাসায়ণিক রঙই বেশী উপযোগী। অধুনা কলিকাতা সহরে বোম্বাইওয়ালারা যে সকল আসবাব পত্র বা furniture এর দোকান করিয়াছে তাহার অধিকাংশ দোকানেই এই চিত্র বৈচিত্র আস্‌বাব দেখা যায়; ইহা দ্বারা তাহারা বাঙ্গালী ফার্নিচারওয়ালাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় একেবারে কোন্‌ ঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে; অথচ অতি সহজেই বাঙ্গালীরা এই stencil polishing এর কাজ সুরু করিতে পারেন।

এই সকল রাসায়ণিক রঙ যে কেবল আসবাব রঞ্জিত করিবার জন্যই প্রয়োজন তাহা নহে। উহা দ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহের অভ্যান্তরীন ভাগের বৈচিত্র্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। মনে করুন, একটি কাঠের ঘরের মেঝের চারিপাশ মধ্য স্থলের বর্ণ অপেক্ষা কিছু গাঢ় করিতে হইবে। খানিকটা চূর্ণ রাসায়ণিক রঙ লইয়া জল দিয়া ঘন ভাবে গুলিয়া লাগাইয়া দিলেই কাজ সহজেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপে বৈচিত্র্য সাধন করিতে হইলে কাঠ যত শুষ্ক এবং ভাল হইবে, কাজও তত ভাল হইবে। এতদ্ভিন্ন গাছের ছালের নীচেই যে অংশ থাকে, কাঠকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রং করিবার পূর্ব্বে তাহা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে প্রথম মুখেই একটা বাড়্‌তি খরচ হয়। কয়েকবার রং করিয়া, শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া, তাহার পর বার্ণিস করিয়া কাঠ বা আসবাবাদি পরিষ্কার করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা পরিষ্কার রাখা যায়।

কাজ সহজ করিবার জন্য ব্যবসাদারেরা রাসায়নিক রং (stains) এবং বার্ণিস একত্রে মিলিত করিয়া বিক্রয় করে। কখনও কখনও এক প্রকার জিনিষের দ্বারাই ফিকে ওক কাঠের রঙ হইতে গাঢ় ওয়ালনাটের রঙ পর্য্যন্ত করিতে পারাযায়—এক পোছ্‌ লাগাইলে ফিকে রঙ হয়, কয়েক পোছ্‌ লাগাইলে উহা পুরু হইয়া গাঢ় রঙের আকার ধারণ করে। এ পদ্ধতির প্রশংসা করা যায় না যদিও এই পদ্ধতি সহজ এবং জিনিসও সস্তায় পাওয়া যায়, তথাপি একত্রে মিশ্রিত রাসায়নিক রঙ এবং বার্ণিস শক্ত কাঠের আসবাবে ব্যবহারের উপযোগীও নয় এবং ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গতও নয়। কারণ রাসায়নিক রঙ যখন বার্ণিসের সহিত মিশ্রিত না হইয়া ব্যবহৃত হয়, তখন উহা কাঠের মধ্যে যতটা প্রবেশ করিতে পারে, বার্ণিসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ততটা প্রবেশ করিতে পারে না। যদি এইরূপ মিশ্রিত জিনিষ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে সস্তার জিনিষ ব্যবহার না করাই ভাল; কারণ উহাতে যে বার্ণিস হয়, তাহাতে সহজেই আঁচড় বা দাগ পড়িয়া যায়।

এনিলিন রঙ কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ দিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এনিলিন রঙের প্রবর্ত্তনে বৃক্ষজাত রঙের কদর একেবারে কমিয়া গিয়াছে। কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ দিবার জন্য পুরাতন ফরমুলার মধ্যে বৃক্ষজাত রঙ যথা—অর্চেলা কাঠ

(Orchella wood), ম্যাডার (madder), সাফ্লাওয়ার (safflower), প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার চাহিদা নাই বলিয়া বাজারে পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু বৃক্ষজাত রঙে যেরূপ ভাল কাজ হয়, এনিলিন রঙে সেরূপ হয় না।

এনিলিন রঙ দুই প্রকার আছে, এক প্রকার জলে সহজে মিশ্রিত হয়, আর এক প্রকার স্পিরিটে সহজে মিশ্রিত হয়। কিন্তু এই রঙ আলো লাগিলে ম্লান হইয়া যাইতে পারে। জল মিশ্রিত রঙে একটু ভিনিগার মিশাইয়া দিলে উহা আর ম্লান হয় না। এনিলিন রঙ বার্ণিসের সহিত মিশ্রিত করিতে হইলে স্পিরিটে গুলিয়াই উহা মিশান উচিত। এক পাইট বার্ণিসে কতটা রঙ দিতে হইবে তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ বার্ণিসের গুণের তারতম্য ইহার উপর অনেকটা নির্ভর করে। একবার, দুইবার কি তিনবার পালিশ লাগাইলে সব পালিশ ঠিক লাগান হইয়াছে কিনা, তাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে হইবে।

এনিলিন রঙ ব্যবহারে সস্তায় ভাল কাজ হয়। বর্ত্তমানে প্রায় দুইশত প্রকারের এনিলিন রঙ পাওয়া যায়। সুতরাং উহার সাহায্যে সাধারণ লোকের মনোমুগ্ধকর রকমারি বার্ণিসের আসবাব করা যাইতে পারে।

---

# ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বন্দর সমূহের বিবরণ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

২৭। কোকনদ –

মছলীপট্টমের ১২০ মাইল উত্তরে গোদাবরী নদীর মোহনার ব দ্বীপে অবস্থিত। মান্দ্রাজ প্রদেশে এই বন্দর চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। লোক সংখ্যা ৫৪ হাজার। তীর হইতে ৭মাইল দূরে জাহাজ নোঙ্গর করে। এই বন্দরে ২৮টী জেটী আছে। বৎসরে প্রায় দুইশত জাহাজ এখানে নোঙ্গর করে। এই বন্দর হইতে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সে তুলা, সিংহল এবং মরিশাশে ধান, চাল, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি হয়। আমেরিকা হইতে কেরোসিন তৈল, জাভা হইতে চিনি, এবং বিলাত হইতে ধাতুদ্রব্য আমদানি হয়। কলিকাতা মান্দ্রাজ রেল লাইনের শামল কোট হইতে একটি শাখা কোকনদে গিয়াছে; শামল কোট হইতে কোকনদ ১০ মাইল।

২৮। ভিজাগপট্টম

মান্দ্রাজ এবং সাউদার্ণ মারহাট্টা ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের জংশন। ওয়াল্টেয়ার হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ভিজাগপট্টম জেলের প্রধান নগর ও বন্দর। এখান হইতে কলিকাতা ৫৪৫ মাইল, মান্দ্রাজ ৪৮৪ মাইল এবং কোকনদ ১০৫ মাইল। লোক সংখ্যা ৪৫ হাজার। ইহার ৪০ মাইল উত্তরে ভিজিয়ানা গ্রাম অবস্থিত। মধ্য প্রদেশের রাইপুর হইতে ভিজিয়ানা গ্রাম পর্য্যন্ত রেল রাস্তা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। ভিজগপট্টম হইতে ভিজিয়ানা গ্রাম পর্য্যন্ত রেল রাস্তা নির্ম্মান হইতেছে। রাইপুর পর্য্যন্ত রেললাইন হইলে এই বন্দরের সবিশেষ উন্নতি হইবে। মধ্য প্রদেশের বীজ, তুলা, ম্যাঙ্গানিজ এই বন্দর হইতে রপ্তানি হইবে।

রপ্তানী দ্রব্য ম্যাঙ্গানিজ, হরিতকী, গুড়। এখান হইতে রেঙ্গুনে কুলি রপ্তানী হয়। এখানে বিদেশ হইতে

কোন দ্রব্য আমদানী হয় না। প্রায় ১৭০টী জাহাজ এই বন্দরে বৎসরে নোঙ্গর করে। বৈদেশিক দ্রব্য কলিকাতা ও মান্দ্রাজ হইতে এখানে আসে। রাইপুর লাইন নির্ম্মিত হইলে এই বন্দর হইতে বার্ষিক ৬৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে। রাইপুর লাইন নির্ম্মান করিতে ৫৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বন্দরটার উন্নতীর জন্য ২।০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

২৯। বিমলীপট্টম

ভিজগপট্টমের ২১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখান হইতে ভিজিয়ানা গ্রাম ১৬ মাইল। যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা আছে। ভিজগপট্টমে যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা আছে। এখান হইতে রেঙ্গুনে কুলী রপ্তানী হয়। এ অঞ্চলে পাট চাষ হয়। এই পাট বিমলী পট্টম পাট নামে প্রসিদ্ধ। এই বন্দর হইতে বিমলিপট্টম পাট, হরিতকী, মহুয়া, তিল রপ্তানি হয়। উপকুল হইতে এক মাইল দূরে জাহাজ নোঙ্গর করে। বৎসরে প্রায় দেড়-শত জাহাজ এই বন্দরে নোঙ্গর করে।

৩০। গোপালপুর—

গঞ্জাম জেলার প্রধান বন্দর। বহরমপুর হইতে ১০ মাইল। এখানে কোন দ্রব্য বিদেশে আমদানী রপ্তানি হয়না। এই বন্দর হইতে রেঙ্গুনে কুলী রপ্তানি হয়।

৩১। বালেশ্বর—

উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান ও প্রাচীন বন্দর। ইউরোপীয়েরা প্রথমে এদেশে আসিয়াই এই বন্দরেই কুঠী স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজ দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ মহাজনগণ এখানে গদি স্থাপন করেন। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দরের অবনতি হইতে থাকে। অধুনা এই বন্দরের বৈদেশিক বাণিজ্য সিংহল, মরিশাশ ও মালয়দ্বীপে আবদ্ধ। রপ্তানি দ্রব্য চাল, শুষ্কমৎস্য, মসলা, খাদ্য দ্রব্য; আমদানী দ্রব্য লবণ, ধাতুদ্রব্য খনিজতৈল, তামাক।

৩২। চান্দবালী—

বালেশ্বর জেলার বৈতরণী নদী তীরে অবস্থিত। এই বন্দরের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। এই বন্দর ক্রমে ক্রমে বালেশ্বরের স্থান অধিকার করিতেছে। কলিকাতা ও অন্যান্য দেশীয় বন্দরের সহিত যথেষ্ট আদান প্রদান হইতেছে। এখন কার্য্যেও উড়িষ্যা প্রদেশের ইহাই প্রধান বন্দর। ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী, এবং রিভারষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এই বন্দরে মাল আমদামী রপ্তানি করে। এই বন্দরের বাণিজ্যও সিংহল মালয় দ্বীপ ও মরিশাসের সহিত আবদ্ধ। চাল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। আমদানী দ্রব্য সুতা, কাপড়, কেরোসিন তৈল, লবন, বস্তা। বালেশ্বর ও চান্দবালীতে আমদানী রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৭০ লক্ষ টাকা।

৩৩। কটক

উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান সহর। লোক সংখ্যা ৫২ হাজার; উড়িষ্যার কমিশনার এখানে বাস করেন। মহানদী ও কাটজুড়ী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। কলিকাতা মাদ্রাজ রেল লাইনের একটী ষ্টেশন। নদীর মোহনায় ফল্‌স পয়েণ্ট (False Point) আলোকস্তম্ভ ও জেঠী আছে। এখান হইতে কলম্বো ও মরিশাসে চাল ও তৈল বীজ রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্য লবণ, সুতা, কাপড়। আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ২০ লক্ষ টাকা।

৩৪। কলিকাতা—

হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। কলিকাতার অপর তীরে হাওড়া। কলিকাতা ও হাওড়ার লোক সংখ্যা ১৩ লক্ষ। ভারতসাম্রাজ্যে ইহাই প্রধান সহর। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে বাহির হইয়া উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হাওড়া হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম

বঙ্গের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাওড়া হইতে বাহির হইয়া হুগলি, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর দিয়া বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। হাওড়া হইতে কয়েকটী ছোট লাইনের রেল বাহির হইয়া হাওড়া ও হুগলি জেলায় বিস্তৃত হইয়াছে। নদী যোগে অনেক পণ্য দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী রপ্তানী হয়। নৌকা ও ষ্টীমার যোগে কলিকাতায় বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ ১২ লক্ষ টন। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে রেল যোগে ৮৬০৫ হাজার টন মাল আমদানী এবং ১৭৮৪ হাজার টন মাল রপ্তানী হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের দশ বৎসরে কলিকাতার ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়। যুদ্ধের সময় কলিকাতার আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুবিধা হয়। শত্রু দেশ হইতে পণ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এই বন্দরে পণ্য দ্রব্য আমদানী হয়, এবং এই বন্দর হইতে কয়লা, পাট, পাটজাতদ্রব্য, চাল, তিসি, গম, বালি, ভুট্টা, দাইল, চা, ঢালালোহার চৌপল (Pigiron) মাঙ্গানিজ (manganese ore) চামড়া, সার, তুলা, লোহা রপ্তানী হয়। আমদানী দ্রব্য লবণ, লোহা, ইস্পাত, চিনি, চাল, রেলের কলকব্জা, গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, কাঠ, কাপড়, গুড়, সিমেণ্ট, মসলা অন্যান্ত ধাতু, তৈলবীজ। ১৯১৮—১৯খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দরে ৮৪৪৪ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য আমদানী ১১৪৭৬ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। ১৮৮৭—৮৮খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ২৭৩৫ লক্ষ ও ৪২৩৯ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয়। গত ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে ১০১,৫৪ লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য আমদানী এবং ৮৭ কোটী টাকার পণ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। ১৯২২—২৩ সালে রপ্তানী ৮৫॥০ কোটী এবং ১২৩ কোটি টাকা ইষ্টার্ণবেঙ্গল রেল দিয়া পাট আমদানী হয় এবং ইষ্টইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে নানাবিধ আমদানী হয়।

কাশিপুর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত ১৬ মাইল বন্দরের সীমা। শাল্কিয়ায় লবণের গোলা; হাটখোলায় পাটের আড়ৎ। রামকৃষ্ণপুর, চেত্‌লা ও বেলেঘাটায় ধান চালের আড়ৎ এবং বজবজে কেরোসিন তৈলের গুদাম অবস্থিত। কাশীপুরে শস্য ও বীজের গোদাম আছে।

পোর্ট ট্রাষ্টের দ্বারা বন্দরের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ খ্রীঃঅঃ পোর্ট ট্রাষ্ট স্থাপিত হয়; সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং ১৪ জন সদস্যের সমবায়েই ট্রাষ্ট গঠিত। এই ১৪ জনের মধ্যে ৫ জন গভর্ণমেণ্টের মনোনীত এবং ৯ জন নির্ব্বাচিত। ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দরের আয় ১৯০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১৫৯ লক্ষ টাকা। ১৯২২-২৩ সালে আয় ২৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ২৬১ লক্ষ টাকা।

হুগলী নদীর তীরে জেটীর ধারে ধারে পোর্ট ট্রাষ্টের রেল লাইন আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে নাগপুর ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত ইহার যোগ আছে। এই রেল দৈর্ঘ্যে ১৫৪ মাইল। ৫৮টী ইঞ্জিন, ১৫০০ মাল গাড়ী আছে। সমুদ্র হইতে এই বন্দর ৮৬ মাইল।

বোম্বাই যেমন ঐ প্রদেশের অধিবাসীদিগের ব্যবসায়ে যোগ্যতা ও কার্য্যকুশলতায় সাফল্যের পরিচয় দিতেছে, কলিকাতা তেমনি বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে অযোগত্যা ও অসাফল্যের নিদর্শন হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম দেশের বন্দর সমুহের মধ্যে কলিকাতা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ এখানের ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কোন আধিপত্য নাই। বাঙ্গালী সওদাগর আফিসে কেরাণীর কাজ করে মাত্র। পৃথিবীর সকল দেশের বাণিজ্য দূত এখানে বাস করেন। হিন্দুস্থানী, মাড়য়ারী, কাবুলী, গুজরাটী, কাচ্ছি, মারহাট্টা, পাঞ্জাবী, পার্শী, ভাটিয়া, চীনা, জাপানী, ইংরাজ, স্কচ্, জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক, আর্মানী, ইহুদী, ফরাসী, ইয়াঙ্কী, নেপালী ভোটানী, তিব্বতীয় প্রভৃতি নানা জাতি আসিয়া

এই কলিকাতা সহরে ব্যবসায় দ্বারা কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। কলিকাতা সহরতলীর কলকারখানা গুলির মালিক বাঙ্গালী নহেন। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে মাড়য়ারী জাতি এখানে আসিয়া ব্যবসায়ে প্রভূত আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ব্যবসায়ের উন্নতি ও বাঙ্গালীর উন্নতি এক নহে। এই বন্দরে যে জাতি আসিতেছে তাহারাই ব্যবসায় খুলিয়া বড় লোক হইতেছে। কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না। এদিকে বাঙ্গালীর দুঃখ দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাপড়, সুতা পাট, চা, লৌহ, ইসপাত, মনোহারী, লবন, কয়লা ডিপো প্রভৃতি সকল ব্যবসাই অবাঙ্গালীর হাতে।

৩৫। চট্টগ্রাম—

পূর্ব্ব বঙ্গে কর্ণফুলী নদীর মোহানা হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। চট্গ্রাম বিভাগের কমিশনার এখানে বাস করেন। লোক সংখ্যা ৩৬ হাজার। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিযাছে। ষোড়শ শতাব্দিতে পর্ত্তুগীজেরা এখানে ব্যবসায়ের জন্য প্রায়ই আসিতেন। আসাম বেঙ্গল রেল নির্ম্মিত হওয়ায় এই বন্দরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। আসামের চা এবং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের পাট চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হয়। এখানের মাল গোদাম অত্যন্ত প্রশস্ত। এই গোদামে ২৭০ হাজার চায়ের বাক্স, ৭৪ হাজার পাটের বাণ্ডিল, ১৭৬ বস্তা চাল রাখা চলে। বন্দরে ৪টী জেটী আছে। এখানে জাহাজ নির্ম্মাণ হয়। আমদানী দ্রব্য লবণ, রেলের কলকব্জা, চাবাগানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, লোহার করগেটের চাদর। এখানে গবর্ণমেণ্টের লবন গোলায় ২৫ হাজার টন. লবণ গোদাম জাত করা চলে। রপ্তানী দ্রব্য, পাট, চা, চাল, ধান, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুর হইতে গাঁইট করাইয়া পাট বিদেশে রপ্তানির জন্য এখানে নীত হয়। পোর্ট ট্রাষ্টের দ্বারা বন্দরের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন গভর্ণমেণ্ট মনোনীত এবং ৩ জন নির্ব্বাচিত। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এই ট্রাষ্টের সভাপতি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এই ট্রাষ্ট গঠিত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ১৫০ লক্ষ এবং পার্শ্বস্থিত উপকুলবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে আমদানী রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৬৫ লক্ষ; বন্দরের আয় ৬৩ হাজার টাকা। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে এই বন্দরে ট্রাষ্টের আয় ২৩৫ হাজার টাকা; বিদেশে আমাদানী রপ্তানী পণ্য দ্রব্যের মূল্য ৬২৪ লক্ষ টাকা। ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে বিদেশের আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৪১ লক্ষ টাকা, রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ২৩০ লক্ষ টাকা। উপকুলের আমদানী দ্রব্যের মূল্য ২১০ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা।

১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে ৬১৭টী জাহাজ এই বন্দরে নোঙ্গর করে। আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের ওজন ১৮৪২ হাজার টন। ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম দেশে যাইবার কোন রেল রাস্তা এপর্য্যন্ত নির্ম্মাণ হয় নাই। চট্টগ্রাম দিয়া রেল রাস্তা নির্ম্মাণের জরীপ হইয়াছে। ১৯০৩ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই বন্দরের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫৩লক্ষ টাকা দিয়াছেন। বন্দরের উন্নতি সাধিত হইলে ইহা প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত হইবে।

৩৬। আকিয়াব ব্রহ্ম দেশের পশ্চিম উপকুলে ইহাই একমাত্র বন্দর। আরাকান বিভাগের কমিশনার এখানে বাস করেন। সহরের লোক সংখ্যা ৩০ হাজার। এখানে জেটী অছে। এই বন্দর কোন রেলের সহিত সংযুক্ত নহে। আরাকান ফ্লোটীল্লা কোং আকিয়াব ও উপকুল বর্ত্তী ক্ষুদ্র বন্দরে মাল আমদানী রপ্তানী করেন। বৎসরে ২৫০ জাহাজ এখানে নোঙ্গর করে। রপ্তানী দ্রব্য চাল ও ধান এবং আমদানী দ্রব্য পরিচ্ছদ, ? ‌লা, দড়াদড়ি।

১৯২২—২৩ বিদেশ হইতে অমদানী ৮৭ লক্ষ টাকা

এবং উপকূল হইতে আমদানী ১৪১ লক্ষ টাকা। বিদেশে রপ্তানী ৫৬৪ লক্ষ টাকা, উপকূলে রপ্তানী ১৯০ লক্ষ টাকা।

৩৭। বেশিন—বেশিন নদীতীরে অবস্থিত। ইরাবতী বিভাগের কমিশনার এখানে বাস করেন। লোক সংখ্যা ৬৭ হাজার। সমুদ্র হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। চাল এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য; ইরাবতী ফ্লোটীলা কোংর জাহাজ এখান হইতে রেঙ্গুন যাতায়াত করে। আমদানী দ্রব্য উল্লেখ যোগ্য নহে। এখানে ২৫টী জেটী আছে। রেঙ্গুন রেলওয়ে দ্বারা নানাস্থানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮৫ জাহাজ এ বন্দরে নোঙ্গর করে।

৩৮। রেঙ্গুন ব্রহ্ম দেশের রাজধানী। সমুদ্র হইতে ২৪ মাইল দূরে রেঙ্গুন নদী তীরে অবস্থিত। লোক সংখ্যা ৩॥ লক্ষ। ব্রহ্মদেশের ইহাই প্রধান বন্দর। ব্রিটিশভারতে বন্দর সমূহের মধ্যে রেঙ্গুন তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বার্মা রেলওয়ে ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। বেশিন, হেঞ্জাদা, প্রোম, মৌলমেন, মান্দালে, ও মিটকিমার সহিত সংযোগ আছে। এই বন্দরে ৭টী জেটী আছে; পোর্ট ট্রাষ্টের দ্বারা বন্দরের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৩জন সদস্যের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের মনোনীত ৮ জন এবং বনিক সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত ৫ জন। ১৮৮০—৮১ খৃষ্টাব্দে এ বন্দরের আয় ৭লক্ষ এবং ব্যয় ৬লক্ষ টাকা হইয়াছিল। ১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে আয় ৪১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৪০ লক্ষ টাকা হয়; ১৮৮০—৮১ খৃষ্টাব্দে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ৬১৮ লক্ষ এবং ৫৫৪ লক্ষ টাকা। ১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৯৪৭ লক্ষ ২৯৪৯ লক্ষ টাকা। ১৯২২-২৩ সালে যথাক্রমে ৩৫৮৩ লক্ষ এবং ৫৪৩২ লক্ষ টাকা। গত ৪০ বৎসরে রেঙ্গুনের ব্যবসার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বেশী হয়। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে খুব বেশী পণ্যদ্রব্য আমদানী হয় এবং ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি হয়। অনেকগুলি জাহাজ কোম্পানী এখানে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানি করেন। ব্রহ্মদেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ এবং আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের শতকরা ৪০ ভাগ এই রেঙ্গুন বন্দরেই আদান প্রদান হয়। নদী যোগেও অনেক পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি হয়। এখানে অনেক চীন ব্যবসায়ী বাস করেন। পূর্ব্বদেশের সহিতও আদান প্রদান হয়। আমদানী দ্রব্য কাপড় স্থতা, ধাতুদ্রব্য, রেশম, চিনি, লবণ, কলকব্জা, লৌহদ্রব্য ইত্যাদি। রপ্তানি দ্রব্য চাল, শস্য, দাল, মোমবাতি, চামড়া, সিসা, তুলা, বাতি জ্বালানী কাঠ, তুষ, রবার, wolfram ore, খনিজ তৈল, তামাক, খদির। ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬২৬টি জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করে। ১৯২২-২৩ সালে এই বন্দরের আয় ৭৭ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৬৬ লক্ষ টাকা হইয়াছিল।

৩৯। মৌলমেন টেনাশেরিম উপকূলে শালউইন নদীর মোহনায় অবস্থিত। লোক সংখ্যা ৬১ হাজার। টেনাশেরিম উপকূলে ইহাই প্রধান বন্দর। ব্রীটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী এই বন্দরে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী করেন। রেঙ্গুন হইতে রেল নির্ম্মিত হওয়ায় এখানের বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। শালউইন নদীর অন্তর্তীরে মার্ত্তাবান সহর। রেঙ্গুন হইতে মার্ত্তাবান পর্য্যন্ত রেলরাস্তা তৈয়ার হইয়াছে। মৌলমেন হইতে শালউইন, আতারান, গহিং নদীতে নৌকাযোগে পন্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানি হয়। এই বন্দরে ১৬টি জেটী আছে। মৌলমেন পূর্ব্বে জাহাজ নির্ম্মানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ২৬৩টী জাহাজ এই বন্দরে নোঙ্গর করে। আমদানী দ্রব্য পরিচ্ছদ, কয়লা, নারিকেল ছোবড়ার দ্রব্য, দড়াদড়ি; রপ্তানি দ্রব্য চাল, তুষ, টীকা, কাঠ, লা, চামড়া, সিগারেট।

৪০। ট্যাভয়—ট্যাভয় নদীর মোহনা হইতে ৩৫ মাইল দূরে নদীতীরে অবস্থিত। লোক সংখ্যা ১৩৫ হাজার; wolfram ও রং এর খনির জন্ম এই বন্দরের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। প্রণালী উপনিবেশ, শ্যাম ও পূর্ব্বদেশের সহিত বেশীর ভাগ আদান প্রদান হয়। আমদানী দ্রব্য পরিচ্ছদ, ফোটন দ্রব্য (Dynamite) গাড়ী, কলকব্জা ধাতুর চাদর, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। রপ্তানি দ্রব্য চাল, wolfram ore এবং রং,রবার, fishmanures, হাঙ্গরের ডানা ইত্যাদি। ১৯১৩—১৪ খৃঃ অব্দে এই বন্দরে ২৩৩টী জাহাজ নোঙ্গর করে।

৪১। মাগুঁই

ব্রহ্মদেশ রবার ও মুক্তা শিল্পের কেন্দ্রস্থল। ১৯০৯ সালে এ জেলায় ৪ হাজার একর জমীতে রবার চাষ হইত; ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আবাদী জমির পরিমাণ ২১ হাজার একর। এই বন্দরে ৬টী জেটী আছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী এখানে পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি করেন। রেঙ্গুন ও মৌলমেনে জাহাজ যাতায়াত করে। চীন জাহাজের দ্বারা পিনাঙএর সহিত আদান প্রদান হয়। মালয় ষ্টেট ও শ্যামের সীমান্তস্থিত victoria point এ দেশীয় জাহাজের দ্বারা পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্য খুব কম। রপ্তানী দ্রব্য রবার, রাং, wolfram, মুক্তা। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ২০৬টী জাহাজে প্রায় দেড়লক্ষ টন পণ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানি হয়।

বিদেশ হইতে যত জাহাজ ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে আসে তাহার মধ্যে বিলাতের জাহাজের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের পরই জার্ম্মানি তাহার পর অষ্ট্রীয়া, তাহার পর জাপানীর স্থান ছিল। জাপান জার্ম্মানির স্থান অধিকার করিয়াছে। ওলন্দাজেরা আফ্রিকার স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯১৮-১৯ এবং ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে কোন্ দেশ হইতে কতগুলি জাহাজ ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য লইয়া আসে তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল।

| | ১৯১৮-১৯ খৃ | ১৯২২-২৩ | যুদ্ধের পূর্ব্বেবার্ষিক গড় |
|---|---|---|---|
| বিলাত— | ২১০৩ | ২৪৫০ | ২৫৯৬ |
| জাপান— | ৩০৮ | ১৩৯ | ৬২ |
| নরওয়ে— | ৬৮ | ৩৯ | ৫৩ |
| জার্ম্মানি— | — | ৪৩ | ২২৫ |
| হল্যাণ্ড— | ৭১ | ৮১ | ৩৯ |
| অষ্ট্রেলিয়া— | — | — | ১১৯ |
| চীন— | ৭০ | ৪ | ৫০ |
| ইতালী— | ৪৪ | ৭৬ | ৩৬ |
| আমেরিকা— | ২৫ | ৮৪ | ৫০ |
| ফ্রান্স— | ২০ | ৪ | ২৮ |
| রুশিয়া— | ২৩ | — | ১৩ |
| গ্রীক— | ২৩ | ২৩ | ৫ |
| সুইডেন— | ১৭ | ২২ | ৪ |
| অন্যান্য দেশ— | ২৭ | ১১ | ৯ |
| | ২৭৯৯ | ২৯৭৬ | ৩১৮৬ |

শ্রীরামানুজ কর

# মুরগীর ব্যবসায়ে পাল নির্ব্বাচন

ইন্‌কিউবেটার ও ব্রুডারের সাহায্যে কেমন করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃহদাকারের মুরগীর ব্যবসা করা হয়, গত মাসে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই ইন্‌কিউবেটারের মধ্যে যে মুরগীর ডিম ফুটাইয়া ছানা বাহির করা হইবে সেই মুরগী যদি ভাল জাতের না হয়, এবং ভাল জাতের মোরগের সহিত যদি তাহার জনন ক্রিয়া না হইয়া থাকে তবে সে ডিম হইতে যে ছানা বাহির হইবে তাহা নিতান্তই সাধারণ টাটপের ছানা হইবে। সে ছানা খাইতেও ভাল হইবে না, বাজারেও বেশী দামে বিকাইবেনা, অথবা জনন ক্রিয়াও তাহার দ্বারা ভাল হইবে না। যাঁহারা Live Stock বা জীবন্ত পশুপক্ষীর কারবার করেন তাঁহারা জানেন যে সুদৃশ্য, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, পশু বা পক্ষী বাজারে সহজে এবং বেশী দামে বিক্রয় হয়। এইজন্য দূরদর্শী ব্যবসাদার মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে পশুপক্ষীর কারবার করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ভাল জাতের বা breedএর পুরুষ ও স্ত্রী সংগ্রহ করা দরকার এবং এইরূপ ভাল জাতের স্ত্রী পুরুষের সংযোজন দ্বারা যে পাল তৈয়ারী হয় তাহা যেমন দামে বিকাইবে তেমনি সহজে খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অপর দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও এই ব্যবস্থার সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। একটী ছোট জাতের কুৎসিত, মাংসহীন বা অল্পমাংসল, মোরগ বা মুরগী পালিতে যে খরচ, ঝঞ্ঝাট, এবং বেগ পোহাইতে হয় একটী ভাল জাতের মোরগকেও পালন করিতে তাহার অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও বেশী ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয় না। অথচ ছোট জাতের মুরগী যে ডিম দিবে তাহার আকার একটা পায়রার ডিমের মত এবং বড় জাতের মুরগীর ডিম দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এইরূপ ছোট মুরগীর ডিম কেহ তিন পয়সা জোড়া দরেও কিনিতে চায় না অথচ বড় মুরগীর ডিম ৬।৭ পয়সা জোড়া দামে কিনিবার জন্য গ্রাহকেরা দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। মাংসের জন্য বিক্রয় করিতে গেলেও ঐ দশা; ছোট কুৎসিত মোরগ অথবা মুরগী যদি ।৶৹ দরে বিক্রয় হয় তবে সেই বয়সের বড় জাতের মোরগ অথবা মুরগী ॥৶৹ কিম্বা ৸৹ আনা দামে কদরে বিক্রয় হয়।

এই সকল কারণে মুরগী ব্যবসায়ীর সর্ব্বাগ্রে বিশেষ যত্ন, চেষ্টা, এবং অর্থব্যয় করিয়া ভাল জাতের মোরগ ও মুরগী সংগ্রহ করা উচিত; কারণ ইহার উপরেই তাঁহার ব্যবসায়ের আশা, ভরসা, জয়, পরাজয় সবই নির্ভর করিতেছে। কারণ, কল ত আর ভাল জাতের মোরগ অথবা মুরগী জন্মাইতে পারিবে না। সে শুধু ডিমে তা' দিয়া ডিম হইতে যথা নিয়মে ছানা বাহির করিয়া দিবে। তুমি যদি ভাল জাতের মুরগীর বড় ডিম না রাখিয়া কলের মধ্যে পায়রার ডিম কিম্বা টিক্‌টিকির ডিম রাখিয়া থাক তবে সেই ডিম হইতে যখন ছানা ফুটিয়া বাহির হইবে তখন তাহা পায়রা অথবা টিক্‌টিকিই বাহির হইবে। কলের মধ্যে বড় জাতের মুরগীর ডিম দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বড় জাতের মোরগ এবং মুরগীর পাল রাখিতে হইবে তবেইত বড় ডিম পাওয়া সম্ভব হইবে। এই জন্য মুরগীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ভাল জাতের কত প্রকার মোরগ এবং মুরগী আছে এই সংখ্যায় সর্ব্বাগ্রে আমরা তাহারই বিবরণ প্রকাশ করিব এবং পাঠকেরা যাহাতে এই প্রকারের মোরগ ও মুরগী অনায়াসে চিনিতে

পারেন সেই জন্য এই সকল জাতের মোরগ এবং মুরগীর ছবিও আমরা এই সংখ্যাতে প্রকাশ করিলাম।

ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকায় নানা জাতীয় মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ কোন্ মুরগী পালন করিলে বেশী লাভ হইবার সম্ভাবনা, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব এবং সংক্ষেপে তাহাদের গুণগুলির উল্লেখ করিব।
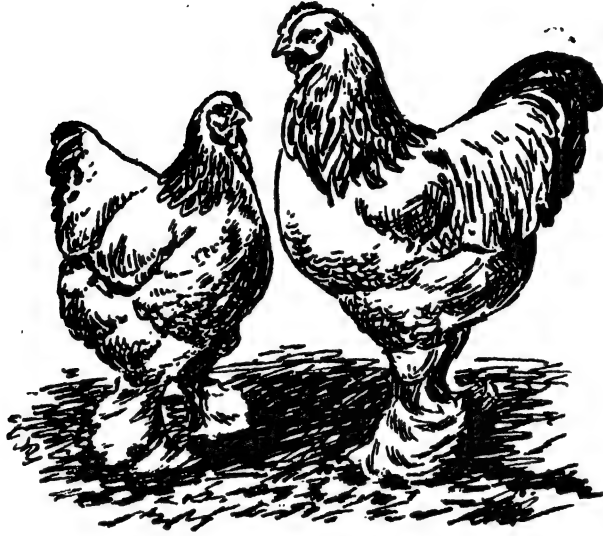
ব্রহ্মজাতীয় মোরগ ও মুরগী

১। ব্রহ্ম—এই জাতীয় মুরগীই সকল প্রকার মুরগীর মধ্যে ভাল। উহারা আকারে বড়, কষ্ট সহিষ্ণু এবং বড় বড় ডিম পাড়ে। অরপিংটন (Orpington) ওয়েনডট (Wayandtot), ল্যাংসান (Langshan), বা রক (Rock) যতগুলি ডিম পাড়ে, ভাল জাতীয় ব্রহ্ম—বিশেষতঃ লাইট ব্রহ্মও ততগুলি ডিম পাড়ে; চার পাঁচ মাসের এই জাতীয় মুরগীর মাংস অতি সুন্দর; ইহা অপেক্ষা বড় বড় মুরগীর মাংস একটু ছিব্ড়ে ছিব্ড়ে বোধ হয়।

ব্রহ্মজাতীয় মুরগী অতি শান্ত এবং সহজেই পোষ মানে। চার ফুট উচু বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একটু মাঠ থাকিলেই উহাদের পোষা যাইতে পারে। সন্তান পালনে ইহাদের যেরূপ কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাদিগকে সুমাতা বলিতে পারা যায়। ছানাগুলি সহজেই বৃদ্ধি পায় এবং বেশ শক্তিশালী। চার পাঁচ মাসের হইলেই উহারা খাইবার উপযোগী হয়। কোন কোন মুরগী অত্যন্ত বড় ও ভারি হয়। সাধারণতঃ এই জাতীয় মোরগ ওজনে পাঁচ ছয় সের হইয়া থাকে এবং মুরগী চার পাঁচ সের হয়। কোন কোন মোরগ আট নয় সের হইতে দেখা যায়।

উহারা দেখিতে ভারি সুন্দর, আকৃতি উন্নত এবং পায়ে পালক ঘনসন্নিবিষ্ট; তবে কোচিন জাতীয় মুরগীর পায়ে যেরূপ পালক থাকে, উহাদের তত বেশী পালক থাকে না।

ব্রহ্মজাতীয় মুরগীর মধ্যেও দুইটি বিভাগ আছে—একটি বিভাগের রঙ গাঢ়, অন্যটির রঙ ফিকে। পালকের রঙ ব্যতীত উভয়েরই আকার এক প্রকার। আমেরিকায় বাফ (Buff) নামক আর এক প্রকার ব্রহ্মজাতীয়

মুরগী আছে। প্রজনন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ মার্কিন ব্যবসায়ীগণ এই নূতন জাতীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইংলণ্ডে যদিও এখনও উহার যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি ডিম পাড়ার দিক দিয়া এবং মাংস ভোজনের দিক দিয়া উহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। যে বিভিন্ন জাতীয় মোরগ ও মুরগীর সম্মিলনের ফলে বাফ জাতীয় মুরগীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে উহাকে বাফ ব্রহ্ম না বলিয়া বাফ-লাংসান বলাই শ্রেয়ঃ।

ব্রহ্মজাতীয় মুরগীর মাথাটি ছোট এবং বেশ পরিস্কার। মাথায় অল্প ঝুঁটি আছে এবং দেহটি প্রশস্ত। পিঠ বেশী লম্বা নয়, কিন্তু বেশ চওড়া; বুক প্রশস্ত এবং উন্নত। মেরুদণ্ড ল্যাজের দিকে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। ল্যাজটি সোজা এবং পাখার ন্যায় বিস্তৃত হইবে, কিন্তু কাস্তের আকারে যে পালক বা পালকগুচ্ছ (sickle) থাকে, তাহা ল্যাজের চেয়ে দু এক ইঞ্চি লম্বা। চঞ্চু কঠিন, বক্র এবং হরিদ্রাভ বা কৃষ্ণাভ হইবে। ঝুঁটি যত ছোট হইবে, ততই ভাল এবং উহাতে তিনটি মাত্র থাক আছে; মাঝের থাকই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কান গোল এবং উহার রঙ উজ্জ্বল লাল বর্ণ। গলার নীচে যে মাংস গজায়, উহা লম্বা এবং উহার রঙ ঘোর লাল। গলায় প্রচুর পালক থাকে। উহা প্রায় মাথার নিকট হইতে গজাইয়া পিঠের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। ডানা ছোট। মাদী মোরগের পিঠে এবং গায়ের উপরিভাগে পালক প্রচুর জন্মায়। পা ছোট, এবং উহার রঙ ফিকে বা গাঢ় হরিদ্রাভ; পায়ের মাঝের আঙ্গুল পর্য্যন্ত অল্প অল্প পালক থাকে। পা দৃঢ় এবং সুগঠিত। উহারা বেশ চঞ্চল এবং কর্ম্মঠ, কোচিন জাতীয় মোরগের কিন্তু এরূপ নহে।

কোচিন জাতীয় মোরগের সহিত মিলনের ফলে যে ব্রহ্ম মোরগ উৎপাদিত হয় তাহা না রাখাই ভাল। উৎকৃষ্ট মোরগের দৃষ্টি তেজস্বিতাপূর্ণ এবং তাহাদের পালক বেশ শক্ত।

যে সকল মোরগের পায়ে বেশী পালক থাকে, তাহাদের পোষায় কয়েকটি অসুবিধা আছে। বর্ষা কালে বর্ষার জলে এবং শীতকালে শিশিরে তাহাদের পায়ের পালক ভিজিয়া যায়। তাহাতে উহারা কষ্ট পায় এবং ইহার ফলে উহাদের রোগও জন্মিতে পারে। যে সকল মোরগের পায়ে বেশী পালক থাকে না, সেই সকল মোরগই পোষা ভাল।

যে সকল মোরগ ভারতে জন্মায় তাহাদের পায়ে কম পালক থাকে। যে সকল মোরগের পায়ে বেশী পালক আছে, এইরূপ মোরগ আমদানী করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের সন্তান সন্ততির পায়ে জনক জননীর মত পালক নাই—কম হইয়াছে।

ব্রহ্ম মোরগের ছানা বেশ সবল হয় এবং তাড়াতাড়ি বড় হয়। যদি উপযুক্ত ভাবে তাহাদের খাওয়ান হয়, এবং রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে উহারা বেশ ভাল মোরগ হইয়া ওঠে।

ফিকে রঙের ব্রহ্ম মোরগের পালক প্রধানতঃ সাদা। যে পালকগুলি উড়িবার সহায়তা করে, সেই পালক গলার পালক এবং পিঠের পালক কাল, কিন্তু প্রত্যেক পালকের ধার সাদা। পায়ে কিছু কাল পালক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কিন্তু ল্যাজের এবং ল্যাজের আবরণ স্বরূপ পালকগুলির বেশীর ভাগ কাল তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সাদা পালকও আছে। আগা গোড়া সাদা ব্রহ্ম মোরগও আছে। ইহাদের দেখিতে খুবই সুন্দর বটে, কিন্তু যে মোরগের সাদা পালকের সহিত কাল পালক মিশ্রিত আছে, সেই মোরগই পুষিবার পক্ষে ভাল।

কাল ব্রহ্ম মোরগের পালক প্রধাণতঃ কাল। কিন্তু মোরগ এবং মুরগীর মাথা সাদা। গলার পালক সাদা কিন্তু মাঝে মাঝে কাল পালক আছে। ডানার পালক কাল, কিন্তু উহার ধার সাদা। বুকের এবং ল্যাজের পালক কাল, পিঠে সাদা এবং দেহের অন্যান্য অংশ

প্রধানতঃ কাল, কিন্তু মাঝে মাঝে সাদা পালক আছে। মাদী মোরগের মাথা এবং গলা ব্যতীত অন্য সকল স্থানের পালকের রঙ গাঢ় ধূসর এবং প্রত্যেক পালকের মাঝখানটি ঘোর কাল। কতকগুলি মুরগীর রঙ ধূসর বর্ণ বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে গাঢ় ধূসর বর্ণের রেখা আছে। মোরগের ডানার রঙ কাল বটে; কিন্তু উহার মধ্য হইতে সবুজ আভা পরিদৃষ্ট হয়।

কাল ব্রহ্ম মোরগ অপেক্ষা ফিকে ব্রহ্ম মোরগ ভাল ডিম দেয়। কিন্তু ফিকে মোরগ অপেক্ষা কাল মোরগ বেশী বড় হয়। ব্রহ্ম মোরগ ভাল কি মন্দ বিচার করিতে হইলে উহার রঙ, আকার, আকৃতি, পালক, এবং অবস্থা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ব্রহ্ম মোরগ উৎপাদন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ভাল মোরগ এবং মুরগী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। নর এবং মাদী মোরগ যথাসম্ভব নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন এবং উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের কয়েক ধাপও যেন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। অর্থাৎ পাখী এমন ভাবে নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে, উহাদের জনক এবং জনয়িত্রীই যে কেবল ভাল তাহা নহে, উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কয়েক বংশও ভাল জনক ও জনয়িত্রী হইতে জাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্রহ্মজাতীয় মোরগের জন্মস্থান ভারত, ইহাই সকলের ধারনা; কিন্তু আজকাল ভাল ভাল ব্রহ্মজাতীয় অধিকাংশ মোরগ ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় উৎপাদিত হইয়া থাকে; ভাল ভাল পাখী এক্ষনে উক্ত দুই দেশ হইতে
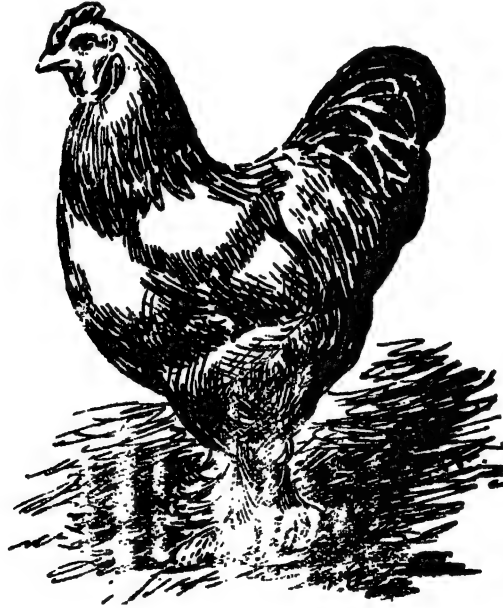
ভারতে আমদানী হইয়া থাকে ইংলণ্ড হইতে আনীত মোরগ অপেক্ষা মাকিনের মুরগীরা ভাল ডিম পাড়ে। টেবিলে খাইবার জন্য মাকিনের ব্রহ্ম মোরগই ভাল। ইংরাজ মুরগী পালকেরা যে ভাবে ব্রহ্ম মোরগ উৎপাদন করিয়াছে, তাহাতে উহাদের পালকের পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং কতকগুলি কাল্পনিকগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু যেগুণ গুলি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার কতকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, কোচিন এবং মলয় জাতীয় মোরগের সংমিশ্রণে ব্রহ্মমোরগের সৃষ্টি হইয়াছে তাই উহাদের মধ্যে কোচিন এবং মলয় জাতীয় উভয়

প্রকার মোরগের গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে এক্ষণে উহারা উৎপাদিত হইতেছে এবং দেশময় উহাদের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণ মোরগের প্রত্যেকটির দর দুই তিন টাকা। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতের একটি মোরগ এবং দুইটা মুরগীর দর পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত। প্রদর্শনীতে দেখাইবার যোগ্য এরূপ মোরগ প্রত্যেকটি ৬০০।৭০০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

ব্রহ্ম এবং চট্টগ্রামের মোরগের সংমিশ্রনে যে মোরগ জন্মে তাহাও উৎকৃষ্ট।
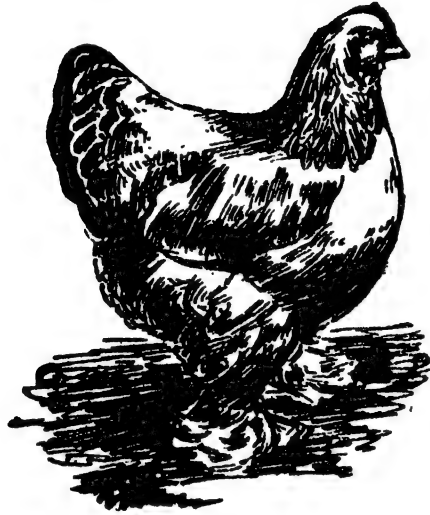
## ২। কোচিন।

কোচিন জাতীয় মোরগও আকারে ব্রহ্মজাতীয় মোরগের সদৃশ, তবে ব্রহ্ম মোরগ কতকটা চৌকা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোচিন মোরগের আকার গোল। এই-জাতীয় মুরগীরা মন্দ ডিম পাড়ে না এবং সন্তান পালনের দিক দিয়াও মন্দ নহে। কিন্তু বড় অপরিষ্কার এবং মাঝে মাঝে ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে ও সন্তানদের মারিয়া ফেলে। উহারা শান্ত এবং সহজেই পোষ মানে। তিনফুট উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট মাঠে থাকিলে কোচিন মোরগ পুষিতে পারা যায়। উহারা ব্রহ্ম মোরগের মত চঞ্চল এবং কর্ম্মঠ নয়। অনেকে উহাদের পছন্দ করে; বিশে-ষতঃ যাহারা সৌখিন লোক তাহাদের কাছে কোচিন মোরগই বেশী পছন্দ সই।

ছানাগুলি বেশ সবল হয় এবং উহাদের সহজেই পালন করা যায়। ছানা পালন করিতে হইলে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে উহাদের ভাল করিয়া রক্ষা করিতে হইবে। অন্য জাতির ছানাদের সহিত উহাদের রাখিলে চলিবে না, পৃথক রাখিতে হইবে। অন্য জাতের বাচ্ছাদের যে খাদ্য যে পরিমাণ হইলে চলে, উহাদের তাহাতে চলিবে না—পোকামাকড় ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে চাই।

টেবিলে খাইবার পক্ষে কোচিন মোরগ সুবিধা নয়, ছয় মাসের হইলেই উহাদের মাংস ছিবড়ে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহারা যে ডিম পাড়ে তাহা সাধারণতই বেশ বড়। চট্টগ্রাম, গেম, সাসেক্স, বা ডুরকিংএর সহিত কোচিনের সংমিশ্রণে যে মোরগ উৎপাদিত হয়, টেবিলে খাইবার পক্ষে তাহারা উত্তম এবং বেশ বড় বড়

ডিম পাড়ে। উহারা আকারেও বেশ বড় হয়। মোরগগুলি চার সের সাড়ে পাঁচ সের ওজনের হয়, মুরগীগুলির ওজন সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চার সের পর্য্যন্ত হয়।

কোচিন মোরগ এবং মুরগী উভয়েরই মাথার ঝুঁটি ছোট এবং সোজা। মাথাটি ছোট এবং পরিষ্কার। গলাটিও ছোট। কাণ লাল, চক্ষু দুইটি কাহারও বা লাল কাহারও বা হলদে। গলার পালকগুলি তাহাদের পিঠের উপরে আসিয়া পড়ে। বক্ষ প্রশস্ত মোরগ এবং মুরগী উভয়েরই লেজ যতদূর সম্ভব ছোট এবং নীচু এবং উহাতে অতি অল্পই পালক থাকে। ডানা দুটিও খুব ছোট এবং উহাতে খুব বেশী পালক আছে। কতকগুলি কোচিন পাখীর পায়ে অতি অল্পই পালক থাকে। প্রজনন-প্রক্রিয়া অনুসারে কোচিনে এবং ইংলণ্ডে এই মোরগ আকারে এবং বর্ণে অত্যন্ত উন্নত হইয়াছে, কিন্তু টেবিলে খাইবার তেমন উপযোগী উহারা নয় এবং ভাল ডিমও পাড়ে না।

কোচিন মোরগের মধ্যে পাচটি বিভাগ আছে—বাফ ( Buff ), পার্টরিজ (Partridge ), কাকু (cuckoo), সাদা এবং কাল। সাদা কোচিন এবং বাফ কোচিন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

বাফ মোরগ ও মোরগী

### বাফ
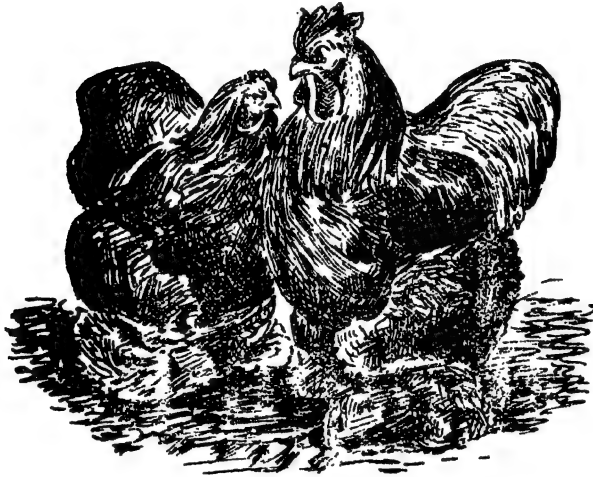
বাফ কোচিন মোরগের পালকের রঙ নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—দেহের কোন অংশের রঙ উজ্জ্বল লেবুর রঙের, আবার কোন স্থানের রঙ লাল আভাযুক্ত গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের। মুরগীর সমস্ত দেহের রঙ এক প্রকার, তবে গলার পালক, পিঠের পালক এবং ডানার পালকের রঙ দেহের অন্য স্থানের পালকের রঙ অপেক্ষা গাঢ়। ল্যাজে এবং উড়িবার পালকের মধ্যে সামান্য একটু কাল রঙ থাকিতে পারে, কিন্তু আর কোন স্থানে কাল পালক থাকে না। দেহের কোন স্থানে সাদা পালক দেখিতে পাওয়া যায় না।

পার্টরিজ— এই জাতীয় কোচিন মোরগের বুক, দেহের নীচের অংশ, উরু এবং ল্যাজ কাল। গলার এবং ল্যাজের দিকের পালক সোণালী, তবে প্রত্যেক পালকের মাঝখানে কাল দাগ আছে। পিঠের পালকের রঙ লাল। মুরগীর পালকের রঙ ঈষৎ বাদামী। উহার গলার রঙ গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের।

**কাক্কু**— কাক্কুর পালক ঈষৎ বেগুণী আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। দেহের চারিদিকে গাঢ় ধূসরবর্ণের পালক আছে।

সাদা— সাদা কোচিনের সমস্ত পালকই সাদা, তাহার মধ্যে একটিও অন্ত রঙের পালক নাই।

কাল— কাল কোচিন মোরগের সমস্ত দেহ সবুজ আভাযুক্ত চকচকে কাল, কোথাও অন্ত রঙের একটীও পালক থাকে না।

আর এক জাতীয় কোচিন মোরগ আছে, তাহাকে সিল্কি কোচিন ( silky cochin ) বলে। বহু বৎসর পূর্ব্বে এক ভদ্রলোক উহা কালকাতায় আমদানী করিয়াছিলেন। তখন উহাকে কোচিন চায়না মোরগ বলা হইত। এই মোরগগুলি ভারি সুন্দর। বাফ কোচিন এবং সাদা কোচিনের রঙ যেন উহাদের দেহে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সিল্কি কোচিন মোরগ ও মোরগী

যাঁহারা ভাল মোরগ উৎপাদন করিতে চাহেন, উৎকৃষ্ট মোরগের আদর্শ কিরূপ সে সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেই যথা সম্ভব সঠিক জ্ঞানলাভ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি, তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য পুস্তক পাঠ করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঠক এল রাইট ( L. Wright ) মহাশয়ের প্রণীত "দি ইলাস্ট্রেটেড বুক অব পোল্ট্রি" ( The Illustrated Book of Poultry ) পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

কোচিন মোরগের আদিম বাসস্থান চীন দেশ, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। একটা সাধারণ কোচিন মোরগের দাম দুই তিন টাকার অধিক নহে। কিন্তু খুব ভাল পাখীর দর বেশী—একটী মোরগ ও দুইটী মুরগীর দর ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত। প্রদর্শণীতে দেখাইবার যোগ্য মোরগ ৩০০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

ল্যাংসান মোরগ ও মোরগা

## ল্যাংসান ( Lang San ).

ল্যাংসান মোরগ দেখিতে যেমন সুন্দর, অন্য সকল দিক দিয়াও তেমনি উৎকৃষ্ট। ল্যাংসান মুরগীরা যেমন ভাল ডিম পাড়ে, তেমনি ডিমে তা দিতেও অনুরক্ত, আবার সন্তান পালনেও তেমনি সুনিপুণ। ইহারা সহজেই পোষ মানে, কিন্তু উহাদের কোচিন বা ব্রহ্মা মোরগের অপেক্ষা বড় ডানা আছে। সুতরাং পাঁচ ফিট উচু বেড়া দিয়া মাঠ না ঘিরিলে উপায় নাই। তদ্ভিন্ন বড় মাঠ চাই এবং যাহাতে তাহাদের পর্য্যাপ্তভাবে অঙ্গ পরিচালনা হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকা চাই।

ইহাদের মধ্যে চারিটি বিভাগ আছে—কাল, বাফ, সাদা এবং নীল। কালগুলির মধ্যেই খাঁটি ল্যাংসান রক্ত বর্ত্তমান। সাদাগুলি কালজাতের মোরগের ভিন্নরূপ মাত্র—নহিলে উহারা এক জাতেরই। নীল এবং বাফ প্রজনন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হইয়াছে। কাল মোরগের পালক সম্পূর্ণরূপেই কাল, তবে নীল বা বেগুণী আভা দেখা যায়। যে সকল কাল মোরগের মধ্যে কোন প্রকার চাকচিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা পুষিয়া কোন সার্থকতা নাই। বাফ কোচিনের পালক যেরূপ বাফ ল্যাংসানের পালকও সেইরূপ। সাদা ল্যাংসানের সমস্তই সাদা এবং নীল ল্যাংসানের সমস্তই নীল।

ল্যাংসান মোরগের দেহে প্রচুর মাংস জন্মে এবং মাংস সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। ইহারা যেরূপ ভাল ডিম পাড়ে অন্য কোন জাতির মোরগ সেরূপ ডিম পাড়ে না। মোরগের মাঝারি রকমের একটি মাত্র ঝুটি থাকে। মুরগিরও একটি মাত্র ঝুটি থাকে, কিন্তু উহা খুব ছোট। মোরগ এবং মুরগী উভয়েরই ঝুটি সোজা। বক্ষ প্রশস্ত, ভঙ্গী উন্নত, গলা বক্র, পা মাঝারি লম্বা, এবং উহার রঙ গাঢ় হলদে ও পায়ে অতি অল্পই পালক থাকে। ল্যাজ উন্নত। মোরগের ওজন সাড়ে চার হইতে সাড়ে পাঁচ

সের হইয়া থাকে এবং মুরগীর ওজন সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চার সের হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এই মোরগগুলি বেশ থাকে। ইহারা অত্যন্ত সবল। ইহারা যদি শুষ্ক, ছায়া ও বাতাস যুক্ত স্থানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলে উহারা বেশ থাকে। কিন্তু বাদলায় ভিজিলে এবং উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে থাকিলে বা আবদ্ধ হইয়া থাকিলে উহারা বেশীদিন বাঁচে না।

সকল অবস্থাতেই ল্যাংসান মোরগের বাচ্ছাগুলি বেশ বলিষ্ঠ হয়; কিন্তু স্যাতস্যেতে জায়গায় থাকিলে আবদ্ধ রাখিলে বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে উহারা আর তেমন সবল থাকে না। উহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, কিন্তু উহাদের পালক তাড়াতাড়ি গজায় না। উহারা ভাল খাদ্য বেশী সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং উহাদের খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। উহারা যখন মায়ের সহিত দৌড়াদৌড়ি করে, তখন তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। অন্য জাতীয় মোরগের বাচ্ছার সহিত ল্যাংসান মোরগের বাচ্ছাদের মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। উহাদের জন্য বড় মাঠ থাকা উচিত, যাহাতে উহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে। উহাদের খাইবার জন্য পোকা মাকড় প্রয়োজন।

কাল জাতীয় মোরগের বাচ্ছা যখন ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হয়, তখন উহাদের দেখিতে অদ্ভুত। দেহের অধিকাংশ ভাগ যদিও কাল পালকে আচ্ছাদিত, তথাপি উহাদের মাথা মুখ এবং বুকের কাল পালকের মাঝে সাদা পালক এবং হলদে পালক থাকে। সকল বাচ্ছাতেই যে পালক একই ভাবে থাকে তাহা নহে—কোন ছানার কাল পালক বেশী, আবার কোন বাচ্ছার দেহে অন্য রঙের পালক বেশী। কোন কোন বাচ্ছার দেহে পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত সাদা পালক বর্ত্তমান। পাঁচ ছয় মাস পরে সাদা পালকের স্থানে চকচকে কাল পালক গজায়। কোন কোন মোরগ ছানার পা অল্প লাল আভাযুক্ত, কিন্তু তাহাদের পায়ের পাতা নীল আভাযুক্ত সাদা। তাহাদের চোখের রঙ কাল কিম্বা হলদে।

ল্যাংসানের আদিম বাসস্থান চীনদেশ; কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রজনন-প্রক্রিয়ার ফলে উহাদের যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভাল ল্যাংসান মোরগ এবং দুইটী মুরগীর দর ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। যে সকল পাখী বিলাত হইতে আমদানী হয়, তাহাদের দর আরও বেশী। সাধারণ পাখী প্রত্যেকটি দুই তিন টাকা দরে পাওয়া যায়।

## রক

এই জাতীয় মোরগও বেশ সুন্দর। ইহাদের মাংস বেশ সুস্বাদু এবং উহারা বেশ ভাল রকম ডিম পাড়ে। উহারা সন্তান পালনে সুনিপুণ এবং সহজেই পোষ মানে। উহারা বেশ সবল। পাঁচ ফিট উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা বড় মাঠে উহাদের পোষা উচিত। উহাদের বাচ্ছাগুলি বেশ সবল। পালন করিতে পারিলে উহারা খুব বড় হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণতঃ উহাদের ওজন চার সের হইতে সাড়ে পাঁচসের পর্য্যন্ত হয়। মুরগীদের দেহের ওজন সাড়ে তিন সের হইতে চার সের অবধি হয়।

উহাদের ঝুঁটি একটি এবং ছোট। কিন্তু কতক গুলির ঝুঁটি গোলাপী রঙের হয়। ঠোট হলদে; গলা পিছনদিকে বাঁকান এবং প্রশস্ত। বক্ষ প্রশস্ত; ডানা সুনিবদ্ধ; ল্যাজ ছোট; পা ছোট, সবল, পরিষ্কার এবং হলদে এবং উহাদের আকার কতকটা চেপ্‌টা ধরণের।

রক জাতীয় মোরগের মধ্যে চারিটি বিভাগ আছে —বার্ড বা কাক্কু ( Barred or Cuckoo ), বাফ (Buff), কাল এবং সাদা। বার্ড এবং সাদা মোরগই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মার্কিণ মোরগ-পালকেরা প্রজনন প্রক্রিয়ায় নূতন জাতের মোরগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নূতন জাতের মোরগের রঙ ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য

দৃষ্ট হয় না। রক মোরগের মধ্যে এই যে কয়েকটা বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের পালকের রঙের বিভিন্নতা ভিন্ন আর কোন প্রকার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।
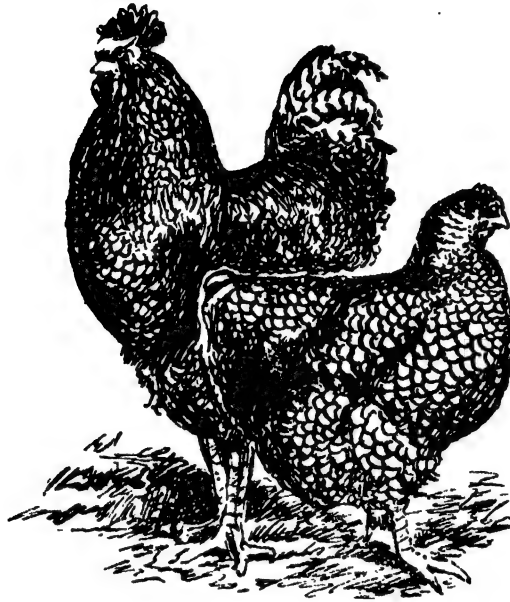
বার্ড রক মোরগ ও মোরগী

বার্ড রকের পালক ঈষৎ ধুসর বর্ণের, তবে উহার মধ্যে মধ্যে নীল আভাযুক্ত কাল দাগ থাকে। সাদা রকের সমস্ত পালক একেবারে সাদা। কেবল ঠোঁট এবং পা হরিদ্রা বর্ণের। সাদা রকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর এবং উহারা বেশ সুন্দর ডিম পাড়ে।

রঙের দিক দিয়া বার্ড মোরগকে সম্পূর্ণরূপে উন্নত করিয়া তোলা কঠিন। কতকগুলি মোরগ হয়ত ফিকে কিম্বা একেবারে সাদা হইবে; কতকগুলি হয়ত গাঢ় ধুসর বা সম্পূর্ণ কাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সাদা এবং ব্লাক রক সহজেই উৎপন্ন করিতে পারা যায়। ফিকে বা ধুসর বর্ণের বার্ড রক উৎপাদন করিতে হইলে গাঢ় বা ধুসর বর্ণের মোরগদের সহিত উহাদের মিলিত না হইতে দেওয়াই একমাত্র উপায়। অর্থাৎ স্বাভাবিক রঙের বার্ড রক উৎপাদন করিতে হইলে মুরগীর রঙ যদি ফিকে হয়, তাহা হইলে গাঢ় রঙের মোরগ নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, কিম্বা মুরগীর রঙ যদি গাঢ় হয়, তাহা হইলে ফিকে রঙের মোরগ নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

ব্ল্যাক ল্যাংসান, মালয়, বা চট্টগ্রাম মোরগের সহিত ডোমিনিক (Dominique) মোরগের সংমিশ্রণে রকের উৎপত্তি হইয়াছে। কতকগুলি রক মোরগের পায়ে, অল্প পালক থাকে, আবার কতকগুলি মোরগের মাথায় ফুল বা ঝুটি থাকে। ভারতেও ভাল ভাল রক মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ভাল নর ও দুইটি মাদী রকের একত্রে দর ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। যে সকল মোরগ আমদানী হয়, তাহার দর আরও বেশী।
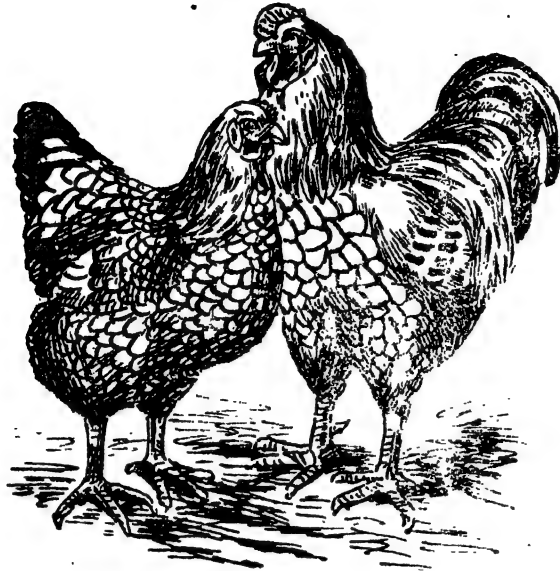
ওয়েনডোট মোরগ ও মুরগী

**ওয়েনডোট** (Wayndotte)

ওয়েনডোট ভাল জাতের মোরগ। আহারের পক্ষে উহার মাংস বেশ মুখরোচক। উহারা বেশ ভাল ডিম দেয়, ডিমে তা দিতে উহাদের অত্যন্ত অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তান পালনেও উহারা সুনিপুণ। মোরগের ওজন সাড়ে তিন সের সাড়ে চার সের অবধি এবং মুরগীর ওজন আড়াই সের হইতে সাড়ে তিন সের অবধি।

উহাদের ঝুটি লাল এবং মস্তকের সহিত উহা দৃঢ় সংবদ্ধ। ঠোঁট হলদে, বুক প্রশস্ত, পা ছোট—উহাতে আদৌ পালক নাই এবং উহার রঙ হল্‌দে। রক মোরগের সহিত উহার বেশ সাদৃশ্য আছে।

ওয়েনডোট মোরগের প্রধান পাঁচটি বিভাগ আছে;—সিল্‌ভার লেস্‌ড্ ( Silver laced ) গোল্ড্ লেস্‌ড্ (Gold laced), সাদা, কলম্বিয়ান ( Columbian ), বাফ ( Buff ); এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি নূতন উপ-বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা— বাফ লেস্‌ড্ ( Buff laced ), পার্টরিজ ( Partridge ), কাল, কাক্কু ( Cuckoo ), স্প্যাঙ্গলড (Spangled), এবং নীল।

সাদাগুলিই সকল দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অন্যগুলিও দেখিতে বেশ সুন্দর। সাদা ওয়েনডোট বেশ ভাল ডিম পাড়ে। উহাদের ডিমগুলি একেবারে সাদা নহে—মাঝে মাঝে ভিন্ন বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। লেগহর্ণ ( Leghorn ) মোরগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডিম পাড়ে বলিয়া উহার খ্যাতি আছে, কিন্তু সময়ে সময়ে ওয়েনডোট লেগহর্ণ অপেক্ষা অনেক বেশী ডিম পাড়ে। কোন কোন ওয়েনডোটের মাথায় একটি মাত্র ঝুটী থাকে, এবং পায়ে পালক থাকে। কিন্তু প্রজনন-প্রক্রিয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দোষগুলি সংশোধন করিতে পারা যায়।

সিলভার লেস্‌ড্ মোরগের পালকের মাঝে মাঝে কাল দাগ থাকে, কিম্বা উহার লেসগুলি সাদা হয়। ল্যাজ কাল এবং পালকে পূর্ণ। ডানার ধারগুলি সাদা।

ফিকে ব্রহ্মা মোরগের রঙ যেরূপ কলম্বিয়ান ওয়েনডোটের রঙও সেইরূপ। এই মোরগগুলি আকারে বড় এবং বেশ ডিম পাড়ে।

সাদা, কাল এবং বাফের সমস্ত দেহের রঙ এক

প্রকার। গোল্ড লেস্ড মোরগের রঙ কাল এবং উহার পার্শ্বদেশ হরিদ্রা বর্ণের। পার্টরিজ কোচিনের রঙ যেরূপ পার্টরিজ ওয়েনডোট মোরগের রঙও সেইরূপ।
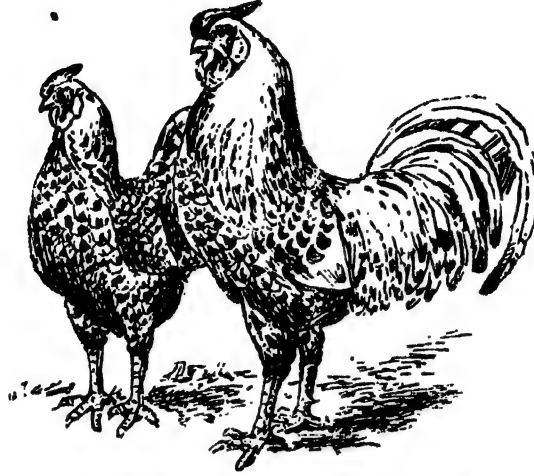
সিলভার্ লেসড মোরগ ও মোরগী

মার্কিণ মোরগ-পালকেরা ব্রহ্ম, সিল্ভার লেস্ড্ হামবার্গ (Silver laced Hamburg), ও চট্টগ্রাম বা ইণ্ডিয়ান গেম (Indian Game) মোরগের সংমিশ্রনে ওয়েনডোট মোরগ সৃষ্টি করিয়াছে। ওয়েন-ডোট মোরগের জন্মগ্রহণের পর একমাস বা তাহারও কিছু অধিক দিন উহাদের বিশেষ যত্ন লওয়া প্রয়োজন। উহারা আর্দ্রতা, প্রবল বাতাস এবং প্রখর রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে, লালন পালনের জন্য কোন বিশিষ্ট মুরগীর সহিত উহাদের রাখিলে উহারা বেশ পুষ্টি লাভ করে। সাধারণ মোরগের প্রতিটির দর ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। একটি মোরগ এবং দুইটি মুরগীর দর ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। প্রদর্শনীতে প্রদর্শনযোগ্য মোরগের দর অনেক বেশী।

# কৃষির মাসিক ডায়েরী

## বিহার ও সমতলক্ষেত্র

ক্রসান্থেমাম (Chrysanthemum) গাছ ভিন্ন টবে তুলিয়া বসাইতে হইবে। যে সকল ক্রসান্থিমাম নিম্ন জমিতে আছে, তাহা তুলিয়া উঁচু জমিতে বসাইতে হইবে। এই মাসের মাঝামাঝি এদেশীয় গুল্মগুলিকে (Tropical shrubs) ছাঁটিয়া দিতে হইবে। ভবিষ্যতে আমের কলম করিবার জন্য এখনই আমের বীজ পুঁতিতে হইবে। নেবু এবং পমেলোর বা বাতাবী লেবুর গুটীকলম প্রস্তুত করিতে হইবে। বাগানের এবং জমির জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। জিনিয়াস (Zinneas)

গেলার্ডিয়াস (Gaillardias), কক্সকোম (Coxcombs) মেরিগোল্ড ( Marrigold),নিকোটিনা (Nicotina), ব্যাল্‌সাম্‌স্‌ (Balsams), অমরন্থাস (Amaranthus), গম্‌ফ্রেনা ( Gomphrena ), ধুতুরা ক্যালেণ্ডুলা (Calendula) প্রভৃতি ফুলগাছের বীজ বপন করিবার এখনই সময়। যে সকল বিলাতী তালগাছ তাহাদের পুরাতন টবে অত্যন্ত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তুলিয়া ভিন্ন টবে বসাও। গ্লক্সিনা বাল্‌ব (Gloxina bulb) টবে বসাও। ডালিয়া (Dallia) এখন রোপন করিবার সময়। যে সকল গোলাপের কুঁড়ি ধরিবে, তাহাদের ছাঁটিয়া দিতে হইবে। পঙ্কিয়ানা রিগিয়া (Ponciana regia), ল্যাগারষ্ট্রোমিয়া (Lagerstromia), উমাল্‌টাস (Umaltas), ম্যাঙ্গোলিয়া Magnolia), ওলিয়া (Olia), এলামণ্ডাস (Alamandas) প্রভৃতি ফুলগাছে এখন প্রচুর ফুল ফুটিতেছে। পরটুলাক্কা (Portulacca), ইভিনিং প্রিমরোজ (Evening Primrose), ক্যানাস (Cannas) প্রভৃতি ফুলও বেশ ফুটিতেছে। ক্যানাস ফুলগাছের জমিতে মাঝে মাঝে প্রচুর পচা সার দিতে হইবে। উহারা যখন বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন প্রচুর জল দিতে হইবে। শুকনো ঋতুতে উহার গোড়ায় অল্প সার দিয়া চাপা দেওয়া দরকার। ক্যানাস এদেশের জমি অপেক্ষা টবে ভাল হইয়া থাকে। তবে দুই বৎসর অন্তর টব পরিবর্ত্তন করা দরকার।

বর্ষা আসিতেছে। শস্ত বপনের ইহাই উপযুক্ত সময়। জেরুজালেম আরটিচক (Jerusalem artichokes) এখন রোপণ করিতে হইবে। ছয় ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত করিয়া আঠার ইঞ্চি অন্তর অন্তর দুই সারি উহা বসাইতে হইবে। টেপারি এবং পালং শাকের বীজ বপন করিবার ইহাই সময়।

লাল পালং শাক বাগানের পথের দুই পাশে পুঁতিয়া দিলে বাগানের বেশ শোভাবর্দ্ধন করে। বেশী বৃদ্ধি পাইলে ছাঁটিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ছাঁটা শাক রন্ধন করা যাইতে পারে, গরুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে, তা ছাড়া খরগোশ উহা খাইতে অত্যন্ত ভাল বাসে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপন করিবার জন্য যে সকল সিলেরি (celery) গাছ বাক্স দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অত্যধিক বৃষ্টির জল লাগিতেছে কিনা, তাহা দেখা প্রয়োজন। শসা, কুমড়া, ফুটি এখনও পাওয়া যায়।

## পার্ব্বত্য প্রদেশ

এই মাসেই যদি কারনেসন (carnation) ও পিকোটীর (Picotee) ছোট ছোট ডাল কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা শীঘ্রই গজায়। সিনেরেরিয়া (Cineraria), ও প্রিমুলার (Primular) অঙ্কুর যে টবে বসান আছে, যেই উহার শিকড়ে সেই টব ভরিয়া যাইবে অমনি আর একটি টবে বসাইতে হইবে। পরে যে সকল অঙ্কুর জন্মিবে, তাহাও তুলিয়া বসাইতে হইবে। গ্রীন হাউসে (Green house) শুষ্ক বাতাসের মধ্যে রাখার চেয়ে পিমুলা ঠাণ্ডা ঘরে (cold frame) রাখা ভাল। যাহাতে পর্য্যাপ্তভাবে বাড়িতে পারে এবং কুঁড়ি ধরে তজ্জন্য সকালে এবং সন্ধ্যায় পিচ্‌কারি করিয়া জল ছিটাইয়া বাতাস ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। যে সকল গাছ অত্যন্ত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, শিশু অবস্থায় সেই সকল গাছে অতি সাবধানে জল দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত জল দেওয়াও খারাপ, আবার কম জলও উহার পক্ষে ক্ষতিকর! কোন্ সময় কোন্ গাছকে পৃথক টবে তুলিয়া বসাইতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কতকগুলি গাছের ফুল দেওয়া শেষ হইলে টবে তুলিয়া বসাইতে হয়। ক্যামেলিয়াস (camellias) পৃথক টবে তুলিয়া বসাইবার প্রয়োজন নাই, তবে যখন উহার বৃদ্ধি শেষ হইয়া কুঁড়ি ধরিবার সময় হইবে, তখন উহাকে বাহিরে রাখিতে হইবে।

আজালিয়াসের (Azaleas) ফুল দেওয়া শেষ হইলে উহাকে পৃথক টবে তুলিয়া বসান হউক, আর নাই হউক স্যাঁতসেতে জায়গায় ভিজে হাওয়ার মধ্যে রাখিতে হইবে। উহাদের বৃদ্ধির সময় যদি উহাদিগকে আওতাতে রাখা যায়, তাহা হইলে বিশেষ জল দিবার প্রয়োজন করে না। যদি মাসের শেষাশেষি জল হইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে গোলাপের ডাল কাটিয়া দিতে হইবে।

# টাকা খাটাইবার উপায়

( জনৈক বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত )

সেয়ার কিনিয়া কোন্ সময়ে টাকা খাটান উচিত সে সম্বন্ধে সাধারন লোকের মত এই যে, যে সময়ে সেয়ারের বাজার চড়া নয়, সেই সময়েই সেয়ার ক্রয় করা বাঞ্ছনীয়। যিনি সেয়ারে টাকা খাটাইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বদাই লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকে বেশী নজর থাকে; তিনি সর্ব্বদাই সুযোগ বুঝিয়া সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব থাকেন এবং সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্ত সকল সময়েই যে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও না। যখন দর নামিতে আরম্ভ করে তখন তাঁহার ভাবা উচিত যে, দর অত্যন্ত বেশী রকম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া চট করিয়া সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলাও উচিত নয়, ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, যাহার দর নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার দর চড়িতে আরম্ভ করিয়া লাভের অঙ্ক বাড়িয়া গিয়াছে; তখন তাঁহার মনে হইবে, আরও কিছু বেশী টাকা খাটাইলে ভাল হইত। কিন্তু যখন সেয়ার কিনিবার ধুম পড়িয়া যায়, চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে উত্তেজনার বশে সেয়ার কিনিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসান হইবার সম্ভাবনা।

এইত গেল উত্তেজনার বশে, সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটানোর ব্যাপার। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও জানা প্রয়োজন যে, যে ষ্টক সেয়ারের দর কমিতে আরম্ভ করে, অবস্থা বিপর্যয়েই যে উহার দর নামিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নহে; উহা নিরাপদ ও নহে এবং অন্ত লোকে যে ষ্টক সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে, তাহাতেও টাকা খাটান উচিত নহে। কারণ নিরাপদ নহে বলিয়াই লোকে সেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতেছে, সুতরাং সেয়ারের দর নরম হইলেই যে তাহা কিনিয়া তাহাতে টাকা খাটাইতে হইবে, তাহা ঠিক নহে; দর কম হইলেই টাকা খাটাইবার বড় সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল মনে করা ভুল।

যখন সেয়ারের দর অবিরত উঠিতেছে নামিতেছে, তখন সেয়ার না কেনাই ভাল। যখন বাজার মন্দা, সেয়ারের দরের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, কেনা বেচা ধীরে সুস্থে চলিতেছে, তখনই সেয়ার কিনিবার উপযুক্ত সময়। যদি দর নামিতে নামিতে হঠাৎ নামা বন্ধ হইয়া গিয়া বাজারের অবস্থা কিছুদিন ধরিয়া মন্দা চলিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দর আর নামিবে না, তবে ইহাই যে সব সময় সত্য তাহাও নহে।

যখন দর অবিরত উঠিতে নামিতে থাকে, স্পেকুলেটরদের মরসুম পড়ে; কিন্তু যাহারা টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ উঠা নামা আদৌ সুবিধা জনক নহে। ইহাতে তাঁহাদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়;

এরূপ সময়ে টাকা খাটাইতে যাইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা ভুল করিয়া বসেন। যখন দর উঠিতে নামিতে থাকে, তখন সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইতে না যাইয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দেওয়া ভাল। তাহার পর দর যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসে, তখন তাহা ক্রয় করা উচিত, নহিলে তাঁহাকে বেশী টাকা দিয়া কিনিতে হইতে পারে; কিন্তু সেয়ার ষ্টকের যাহা উচিত দর, তাহা দিয়া ক্রয় করিয়া তাহার আয়টুকুতেই তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যখন সেয়ার ষ্টকের দর কমিতেছে কি বাড়িতেছে, তাহা ঠিক স্পষ্টভাব বুঝিতে পারা যায় না, তখন উহা যদি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে লোকসান যাইবার খুব বেশী সম্ভাবনা।

দুইটি সময় অছে, যে সময় ষ্টকসেয়ার কিনিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রথমতঃ, যখন সেয়ারের লাভের অংশ দিবার সময় হয়,তাহার কিছু পূর্ব্বে সেয়ার ক্রয় করাই ঠিক। এখানে ধরিয়া লইতেছি যে যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি কিছু কাল ধরিয়া নানা ষ্টক এবং সেয়ারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষন করিয়া আসিতেছেন। টাকা খাটাইতে হইলে এরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কিছুতেই চলিবে না। যদি না তিনি কয়েকটি ষ্টক এবং সেয়ারের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত থাকেন,যদি না তিনি কয়েক মাস ধরিয়া দরের উঠা নামা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনমতেই টাকা খাটাইয়া তিনি কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন না।

তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যাক, তিনি ডানলপ ডিবেঞ্চারে (Dunlop First Debentures) টাকা খাটান নাই, তা হউক, তবুও উহার দর কিরূপ উঠা নামা করিতেছে, তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধরুন তিন মাস আগে উহার দর ১০৩৲ টাকা ছিল, ছয় মাস আগে উহার দর ১০৬৲ টাকা হইয়াছিল; এখন যদি উহার দর ১০৫৲ টাকা হয়, তাহা হইলে তিনিও নিঃসঙ্কোচে টাকা খাটাইতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি কিছুকাল ধরিয়া দর পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে দু চার দিনের দরের অবস্থা দেখিয়া তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।

সাধারণ লোককে নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং ষ্টক এক্সচেঞ্জের (Stock Exchange) সকল রকম সেয়ার ষ্টকের দরের ওঠা নামার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; কিন্তু তিনি উহার মধ্য হইতে কয়েকটী সেয়ার ষ্টক বাছিয়া লইয়া প্রত্যহ উহাদের দর কিরূপ উঠিতেছে, নামিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া যাইতে পারেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এইরূপ করা হইলে তাঁহার নিজেরই একটা জ্ঞান জন্মিয়া যাইবে কখন সেয়ার বা ষ্টক কিনিতে হইবে।

ধরিয়া লওয়া যাক, যাঁহারা টাকা খাটাইয়া থাকেন, বা খাটাইতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপই করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লাভের অংশ দিবার কিছু পূর্ব্বে সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটান উচিত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যখন লাভের অংশ দিবার সময় হইয়াছে, তাহার এক মাস বা দুই মাস পূর্ব্বে সেয়ারের দর নামিয়া গেল, অথচ কয়েক মাস পূর্ব্বে উহার দর বেশী ছিল। ইহাতে ভয় পাইবার কথা বটে, কিন্তু যদি সেয়ার বিশ্বাস যোগ্য হয়, অর্থাৎ যে কোম্পানীর সেয়ারের দর কমিয়াছে, সে কোম্পানী যে সহজে ফেল হইবে না, এই বিশ্বাস যদি থাকে, তাহা হইলে যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি ধরিয়া লইতে পারেন যে, যখন কি পরিমাণ লাভ দেওয়া হইবে তাহা ঘোষণা করা হইবে, তখন উহার দর বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং লাভের অংশ দিবার পূর্ব্বে সেয়ার ক্রয় করিলে কমে সেয়ার ক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু কদাচ লাভের অংশ দিবার পরে সেয়ার ক্রয় করা উচিত নহে, কারণ তখন দর চড়িয়া যায়, অতএব যাহা

অল্প দামে কেনা যাইতে পারিত, তাহা কিনিতে বেশী দাম দিতে হইবে।

সেয়ার কিনিবার যে দুইটি উপযুক্ত সময়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল; অর্থাৎ সেয়ারের লাভের অংশ দিবার যখন সময় হইয়াছে, তাহার কিছু পূর্ব্বে উহা ক্রয় করাই আমার মতে যুক্তি সঙ্গত। দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, যখন কোন সেয়ারের অবস্থা কিছুদিন ধরিয়া অত্যন্ত খারাপ হইয়া একই ভাবে রহিয়াছে, উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না তখন উহা ক্রয় করার উপযুক্ত সময়। কথাটা বুঝাইয়া বলার দরকার। প্রথমেই বলিয়া রাখি, সেয়ারের অবস্থা খারাপ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেয়ারের বাজারে সকল সেয়ারেরই দর পড়িয়া গিয়াছে। কোন একটি বিশেষ সেয়ারের দর পড়িয়া যাওয়ার কথাই আমি এখানে উল্লেখ করিয়াছি।

একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের একটি ব্যাঙ্কের সেয়ারের দর ছিল ১১ পাউণ্ড। উক্ত ব্যাঙ্ক আমেরিকায় কি একটা ব্যাপারে অত্যন্ত লোকসান দেয়, তাহাতে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, তাঁহারা কিছুমাত্র লভ্যাংশ দিতে পারিবেন না। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি সেয়ারের দর ৬ পাউণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দর কমিয়া যাওয়ার দুইটি কারণ আছে।

প্রথমতঃ অংশীদারেরা ভয় পাইয়া সেয়ার বিক্রয় করিতে চাহে।

দ্বিতীয়তঃ, ষ্টক এক্সচেঞ্জের দালালরা দর নামাইতে থাকে। দালালরাই মাঝে থাকিয়া টাকা লেনা দেনা করে। সুতরাং যখনই তাহারা দেখে অংশীদারেরা ভয় পাইয়া সেয়ার বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই তাহারা দর কমাইয়া দেয়, কারণ অংশীদারেরা তাহাদের নিকটই সেয়ার বিক্রয় করিতে চাহিবে, অতএব দর বেশী রকম কমাইয়া বলিলে তাহারা আর অত কম দরে বিক্রয় করিতে রাজী হইবে না। ইহার ফলে বাজারে সেয়ারের দর অত্যন্ত কমিয়া যায়।

যাঁহারা টাকা খাটাইয়া পাকা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন অন্ততঃ জানা উচিত যে, সেয়ারের অবস্থা খারাপ হইয়াছে বলিয়াই যে দর এত নামিয়া যায় তাহা নহে, লভ্যাংশ না পাওয়াতে ভয় পাইয়া যাঁহারা সেয়ার বিক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা যাহাতে সেয়ার বিক্রয় না করেন, তাহা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেও দর কমিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে উহা একটা মস্ত বড় সুযোগ। এই সময় যদি তাঁহারা সাহস করিয়া সেয়ার কিনিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা বেশ কিছু লাভ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সেয়ারের ডিভিডেণ্ট বা লাভের অংশ দিবার সময় আসিবার পূর্ব্বে সেয়ার ক্রয় করিবার একটা সুযোগ আসে, দ্বিতীয় সুযোগ আসে, যখন অংশীদারেরা ভয় পাইয়া সেয়ার বিক্রয় করিতে চাহে এবং দালালদের কারচুপিতে সেয়ারের দর অত্যন্ত কমিয়া যায়।

"আমি তোমায় সেয়ার পিছু এত টাকা দিব, আমায় সেয়ার বিক্রয় কর," এরূপ খোলাখুলি ভাবে সেয়ারের বাজারে সেয়ার খরিদ বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা হয় না। দালাল ষ্টক ব্রোকারকে (stock broker) প্রশ্ন করেন, কত ভাও। তাহার উত্তরে দুই রকম দর বলা হয়। ধরুন, একজন দালাল একটি সেয়ারের কত ভাও জিজ্ঞাসা করিলেন; যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন, পঁচিশ টাকা ছয় আনা ও ছাব্বিশ টাকা ছয় আনা। ইহার অর্থ হইতেছে, তিনি পঁচিশ টাকা ছয় আনায় সেয়ার কিনিতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি ক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে ছাব্বিশ টাকা ছয় আনা না পাইলে তিনি বিক্রয় করিবেন না। ইহার মজা এই, যদি কিছু সেয়ার ২৫।৶০ আনায় কিনিয়া

পরমুহূর্ত্তে ২৩৷৵০ আনায় বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু উপায় হইয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে, সেয়ার মার্কেটের দালালরা ইহাই করিয়া থাকেন।

যখন ষ্টক ব্রোকারকে কত ভাও প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি যেমন কত দরে সেয়ার কিনিতে পারেন তাহা বলিয়া থাকেন,তেমনি কত দরে তিনি বিক্রয় করিতে পারেন, তাহাও বলিতে বাধ্য থাকেন। খরিদ করিবার দর এবং বিক্রয় করিবার দরের মধ্যে যে অল্প বিস্তর প্রভেদ থাকে, তাহা সেয়ারের যেরূপ টান থাকে, তাহার উপর নির্ভর করে। যদি সেয়ারের খুব বেশী চাহিদা থাকে, তাহা হইলে খরিদ বিক্রয়ের দরের মধ্যে বেশী প্রভেদ থাকে না। হয়ত দুই চারি আনা তফাৎ থাকে; কিন্তু যদি চাহিদা না থাকে, তাহা হইলে দেড় টাকা দুই টাকারও পার্থক্য থাকিতে পারে।

যাঁহারা সেয়ার খরিদ বিক্রয়ের কাজ করেন, দালাল তাঁহাকে দর জিজ্ঞাসা করিলে দর বলিতেই হইবে। দর না বলিলে দালালরা তাঁহার সম্পর্ক ত্যাগ করিবে। কিন্তু যদি কম দরে সেয়ার ক্রয় করিবার জন্য তিনি কম দর বলেন, তাহা হইলে সেয়ার বিক্রয় করিবার দরও কম বলিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সেয়ার বেশ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে পাকা লোক উহার দর কম শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, যাহাতে বিক্রয় করিতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে দর কমাইয়া বলা হইয়াছে; সুতরাং তিনি সস্তায় উহা ক্রয় করিয়া টাকা খাটাইতে পারেন। কিন্তু দর কম শুনিলেই যে, তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হইবে, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে পরে আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

এ পর্য্যন্ত আমরা সেয়ার ক্রয় করার সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সেয়ার বিক্রয় করা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু সেয়ার বিক্রয় করা নহে। তিনি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে চারিদিক হইতে বিশেষ সংবাদ লইয়া উহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করেন; নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য বুঝিলে উহা ক্রয় করিয়া চিরদিনের একটা বাঁধা আয় করিয়া রাখেন। ষ্টক-সেয়ারের সাধারণ দর দেখিয়া উহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারা যায়।

শতকরা চার টাকা সুদের দুইখানা গভর্ণমেণ্টের কাগজের একখানার দর ৭৯৲ টাকা, আর এক খানার দর ৮৩৲ টাকা। একই সুদের দুই খানা কাগজের এরূপ বিভিন্ন দর কেন? কারণ যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। হইতে পারে, ৭৯ টাকা দরের কাগজ যতদিন পরে ১০০ টাকা হিসাবে পরিশোধ করা হইবে, তাহার অনেক পূর্ব্বে ৮৩ টাকা দরের কাগজ পরিশোধ করা হইবে; কিম্বা ৮৩ টাকা দরের কাগজে এই সুবিধা থাকিতে পারে যে, উক্ত কাগজ ক্রয় করার পর আরও সুবিধাজনক সর্ত্তে কোন কাগজ প্রচারিত হইলে উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইবে। এইরূপ কোন সুবিধা না থাকিলে একই সুদের দুখানা কাগজের দুরকম দর হইতে পারে না।

কখনও কখনও কোন একটা বিশেষ সেয়ার বা ষ্টক ভাল কি মন্দ তাহা বিচার না করিয়া কিনিবার ধুম পড়িয়া যায়। ইহার ফলে দর বাড়িতে পারে। মাঝে মাঝে কোন কোন ষ্টক-সেয়ারের অনুকূলে এমন সব গুজব রটিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে উহার দর চড়িয়া যায়। আবার যাঁহারা ষ্টক-সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা সহজে উহা বিক্রয় করিতে চাহেন না বলিয়া উহার চাহিদা কম হইয়া যায়, তাহার ফলেও দর চড়িয়া যায়। তদ্ভিন্ন নানা অজ্ঞাত কারণেও উহার দর বাড়িতে পারে।

আপনি স্পেকুলেটর নহেন, আপনি স্পেকুলেটরদের

মত লাভ করিতে চাহেন না, ইহা সত্য; কিন্তু সুযোগ যদি আসে, তাহা হইলে উহার সদ্ব্যবহার আপনি করিবেন না কেন? শতকরা ৬৲ টাকা সুদের কাগজ ১০০৲ টাকা দরে ৫০০৲ টাকায় ক্রয় করিলেন; কিছু দিন পরে উহার দর ১০২৲ টাকা হইল, ক্রমে ১০৩৲ টাকা ১০৪৲ টাকা হইতে ধাপে ধাপে ১০৬৲ টাকা দরে উঠিল। আপনি দেখিলেন, যাঁহাদের এই কাগজ আছে, তাঁহারা দর চড়া দেখিয়া উহা বিক্রয় করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আপনিই প্রথমে উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন। বিক্রয় দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, আপনি উহা নিরাপদ বলিয়া মনে করেন না, বা আপনি স্পেকুলেটরদের মত লাভ করিতে চাহেন। আপনি নিরাপদে টাকা খাটাইতে চাহেন—ইহাই আপনার উদ্দেশ্য। যে মূলধন আপনি নিয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে তাহার পরিমাণ কমে ইহা দেখাই আপনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং ১০০৲ টাকার কাগজ যখন ১০৬৲ টাকায় দাঁড়াইল, তখন আপনি উহা বিক্রয় করিয়া দিয়া আবার যখন উহার দর কমিয়া ১০৩৲ টাকা বা ১০২৲ টাকা হইয়া দাড়াইল, তখন ক্রয় করিয়া লইলেন। তাহা হইলে ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, আপনি যে মূলধন ফেলিয়াছিলেন, তাহার শতকরা ৩।৪ টাকা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ১০০৲ টাকার কাগজ ৯৬।৯৭ টাকা দরে ক্রয় করিলেন।

টাকা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে খাটান যায় না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু মূলধনের পরিমাণ যত কমাইয়া আনা হয়, টাকা তত নিরাপদে হয় অর্থাৎ লোকসান যাইলে তাহার পরিমাণ কম হয়। যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদের সর্ব্বদাই এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, টাকা নিরাপদ করিবার জন্য সেয়ার বা ষ্টক বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন আপনি যে সেয়ার বা ষ্টকে টাকা খাটাইতেছেন, যদি শুনেন উহার অবস্থা খারাপ, তাহা হইলে কি ঘটিবে, তাহা দেখিবার অপেক্ষা না রাখিয়া তৎক্ষনাৎ তাহা বিক্রয় করিয়া দিবেন। কতদূর কি ঘটিবে, তাহা দেখিবার জন্য যদি আপনি অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনার বিক্রয় করিবার পূর্ব্বেই দর নামিয়া যাইবে, এবং আপনাকে লোকসান সহিতে হইবে।

যিনি খাটাইতে চাহেন, তিনি যে টাকা খাটাইয়াছেন, কিসে তাহার পরিমাণ কমে, ইহার প্রতি সর্ব্বদাই তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ মূলধনের পরিমাণ যতই কমিয়া আসিবে টাকা ততই নিরাপদ হইবে। কাগজ কিনিয়া চড়া দরে তাহা বিক্রয় করিতে যাইয়া অনেক সময় হয়ত ভুল হইবে—হয়ত উহার দর আর কমিবে না, অতএব আমার উহা ক্রয় করিবার সুযোগ হইবে না; হয়ত উক্ত কাগজ আর কিনিতেই পাওয়া যাইবে না; হয়ত তাঁহাকে অন্য কাগজ কিনিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি নিরাপদ। পূর্ব্বের কাগজের দরে অন্য কাগজ বা সেয়ার কিনিয়া পূর্ব্ব কাগজ বিক্রয়ের লাভে পরবর্ত্তী কাগজের তত টাকা দর কমাইয়া দিলেন; অর্থাৎ তিনি একশত টাকার কাগজ ১০৬৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ৬৲ টাকা লাভ করিলেন, উহার দর না কমায় বা আর উহা না পাওয়ায় তিনি অন্য কাগজ ১০০৲ টাকা দরে কিনিলেন; পূর্ব্বের ৬৲ টাকা লাভ ইহা হইতে বাদ দিলে উহার দর ৯৬৲ টাকা দাঁড়াইল। এইরূপে যতই মূলধন কমাইয়া আনিতে পারা যায়, ততই উহা নিরাপদ হয়। সুতরাং কোন কাগজ অধিকদিন ধরিয়া রাখা উচিত নয়। সুবিধা পাইলে বিক্রয় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

# সিরাপের ব্যবসায়ে কৃত্রিম ফলের গন্ধ

দারুণ গ্রীষ্মে সরবতের দোকান খুলিয়া যে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা কলিকাতার রাজপথের দুধারে অসংখ্য সরবতের দোকানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমিত হয়। সরবতের দোকান করিয়া এবং সিরাপ প্রস্তুত করিয়া অনেক লোক অর্থোপার্জ্জন করিলেও এখনও বহু বেকার যুবকের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। যাঁহারা এই গ্রীষ্মে মুরগীহাটা অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, অসংখ্য মুটে ঝাঁকা বোঝাই করিয়া সুদৃশ্য লেবেল-আটা সিরাপের বোতল লইয়া চলিয়াছে। মুরগীহাটা হইতে উহা যে কেবল সারা ভারতেই চালান হইতেছে, তাহা নহে ; পৃথিবীর অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে যেখানে ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সে স্থানেও ঐ সকল সিরাপ চালান দেওয়া হয়। সিরাপ প্রস্তুত করা এবং উহার ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসা অতি সোজা এবং সামান্যই মূলধন-সাপেক্ষ।

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, না জানি সে কি বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া ফল হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া সিরাপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপার আদৌ তাহা নহে। অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরাও উহা প্রস্তুত করিতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে হইতেছে ও তাহাই। যে সকল বাঙ্গালী সিরাপের ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সিরাপ তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাই প্রস্তুত করিয়া দেন, পুরুষেরা তাহা বাজারে কাটতি করিয়া আসেন। সুতরাং আমরা আশা করি, বেকার বাঙ্গালী যুবক কুড়ি পঁচিশ টাকার চাকরীর জন্য অফিসে অফিসে ভিক্ষা না মাগিয়া এই স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকার সংস্থান করিবেন।

সিরাপ প্রস্তুত করিতে প্রধাণতঃ দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—চিনি এবং ফলের রস বা তদনুরূপ কিছু। চিনি জালে চড়াইয়া রস করিতে হয়। রস প্রস্তুত হইয়া যাইলে তাহাতে ফলের রস মিশাইয়া বোতলে ভরিয়া সুন্দর লেবেল আঁটিলেই সিরাপ প্রস্তুত হইল।

সিরাপ প্রস্তুত করিতে অতি অল্প সিরাপওয়ালা ফলের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ কথা আমরা গত সংখ্যায় সরবতের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিক নানা রাসায়ণিক পদার্থের সংমিশ্রণে যে কোন ফলের অনুরূপ গন্ধ প্রস্তুত করিত সমর্থ হইয়াছেন। সিরাপ প্রস্তুত কারকেরা ফলের রস ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে রাসায়ণিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে পাঠক বুঝুন কত অল্প ব্যয়ে, কত স্বল্প মূলধনে সিরাপের ব্যবসায় হইতে পারে।

কোন্ কোন্ রাসায়ণিক পদার্থের সংমিশ্রণে কি কি ফলের গন্ধ প্রস্তুত করিতে পারা যায়, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

## আপেলের গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| আলডিহাইড | ২ | ভাগ |
| ক্লোরোফর্ম্ম | ১ | ,, |
| এসেটিক ইথার | ১ | ,, |
| নাইট্রাস ইথার | ১ | ,, |
| অক্সেলিক এসিড | ১ | ,, |
| গ্লিসারিণ | ৪ | ,, |
| এমিলভালেরিয়ানিক ইথার | ১০ | ,, |

## চেরি ফলের গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| বেঞ্জিক ইথার | ৫ | ভাগ |
| এসেটিক ইথার | ৫ | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| গ্লিসারিণ | ৩ | ,, |
| ইনান্থিক ইথার | ১ | ,, |
| বেঞ্জিক এসিড | ১ | ,, |

### পিচফলের গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| ফরমিক ইথার | ৫ | ভাগ |
| ভ্যালেরিয়ানিক ইথার | ১ | ,, |
| ব্যুটিক ইথার | ৫ | ,, |
| এসেটিক ইথার | ৫ | ,, |
| গ্লিসারিন | ৫ | ,, |
| অয়েল অব পার্সিকো | ৫ | ,, |
| আলডিহাইড | ২ | ,, |
| এমিলিক আল্‌কোহল | ২ | ,, |
| সেবাসিলিক ইথার | ১ | ,, |

### এপ্রিকট বা খোবানীর গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| ব্যুট্রিক ইথার | ১০ | ভাগ |
| ভ্যালেরিয়ানিক ইথার | ৫ | ,, |
| গ্লিসারিন | ৪ | ,, |
| এমিলিক আলকোহল | ২ | ,, |
| এমিল ব্যুট্রিক ইথার | ১ | ,, |
| ক্লোরোফর্ম | ১ | ,, |
| ইনান্থিক ইথার | ১ | ,, |
| টার্টারিক এসিড | ১ | ,, |

### কুলের গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| গ্লিসারিন | ৮ | ভাগ |
| এসেটিক ইথার | ৫ | ,, |
| আল্‌ডিহাইড | ৫ | ,, |
| অয়েল অব পার্সিকো | ৪ | ,, |
| ব্যুট্রিক ইথার | ২ | ,, |
| ফরমিক ইথার | ১ | ,, |

### আঙ্গুরের গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| ইনান্থিক ইথার | ১০ | ,, |
| গ্লিসারিণ | ১০ | ,, |
| টার্টারিক এসিড | ৫ | ,, |
| সাক্‌সিনিক এসিড | ৩ | ,, |
| আল্‌ডিহাইড | ২ | ,, |
| ক্লোরোফর্ম্ম | ২ | ,, |
| ফর্‌মিক ইথার | ২ | ,, |
| মিথিল সালিসিলিক ইথার | ১ | ,, |

### আনারসের গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| এমিল ব্যুটরিক ইথার | ১০ | ভাগ |
| ব্যুটরিক ইথার | ৫ | ,, |
| গ্লিসারিন | ৩ | ,, |
| আল্‌ডিহাইড | ১ | ,, |
| ক্লোরোফর্ম্ম | ১ | ,, |
| ব্যুট্রিক ইথার | ৫ | ,, |
| এসেটিক ইথার | ৫ | ,, |
| এমিল এসেটিক ইথার | ৩ | ,, |
| এমিল-ব্যুট্রিক ইথার | ২ | ,, |
| গ্লিসারিন | ২ | ,, |
| ফরমিক ইথার | ১ | ,, |
| নাইট্রাস ইথার | ১ | ,, |
| মিথিল স্যালিসিলিক ইথার | ১ | ,, |

### কুটির গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| সিবাসিলিক ইথার | ১০ | ভাগ |
| ব্যুট্রিক ইথার | ৪ | ,, |
| ভ্যালেরিয়ানিক | ৫ | ,, |
| গ্লিসারিন | ৩ | ,, |
| আল্‌ডি হাইড | ২ | ,, |
| ফর্মিক ইথার | ১ | ,, |

### কমলালেবুর গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| অয়েল অব অরেঞ্জ | ১০ | ভাগ |

| | | |
|---|---|---|
| আল্‌ডিহাইড | ২ | ভাগ |
| ক্লোরোফর্ম্ম | ২ | ,, |
| এসেটিক ইথার | ৫ | ,, |
| বেঞ্জিক ইথার | ১ | ,, |
| ফরমিক ইথার | ১ | ,, |
| ব্যুট্রিক ইথার | ১ | ,, |
| এমিল-এসেটিক ইথার | ১ | ,, |
| মিথিল-স্যালিসিলিক ইথার | ১ | ,, |
| টার্টারিক এসিড | ১ | ,, |

### লেবুর গন্ধ

| | | |
|---|---|---|
| লিমন অয়েল | ১০ | ভাগ |
| এসেটিক ইথার | ১০ | ,, |
| টার্টারিক এসিড | ১০ | ,, |
| গ্লিসারিন | ৫ | ,, |
| আল্‌ডিহাইড | ২ | ,, |
| ক্লোরোফর্ম্ম | ১ | ,, |
| নাইট্রাস ইথার | ১ | ,, |
| সাক্‌সিনিক এসিড | ১ | ,, |

# মূল্যবান খবর

## খাদ্য পরিপাকের সময় নিরূপণ

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার কোন্‌টি কতক্ষণে হজম হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। কোন্ খাদ্য হজম করিতে কত সময় লাগে আমরা নিম্নে তাহার একটি বিবরণ প্রদান করিলাম।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আপেল | কাঁচা | ১ | ঘণ্টা | ৩০ | মিনিট |
| ” | রন্ধন করা | ১ | ” | ৩৫ | ” |
| সীম | ,, | ১ | ” | ৩০ | ” |
| বীট | ” | ৩ | ” | ৪৫ | ” |
| টাটকা রুটি | ” | ৩ | ” | ৩০ | ” |
| মাখন | গলান | ৩ | ” | ৩০ | ” |
| রুটি এবং মাখম এক সঙ্গে লাগানো থাকিলে— | | ৩ | ” | ৪৫ | ” |
| বাঁধা কপি | সিদ্ধ | ৩ | ,, | ৩০ | ” |
| বাচ্ছা মুরগী | সিদ্ধ | ২ | ,, | ০ | ,, |
| পণীর | — | ৩ | ,, | ৩০ | ,, |
| হাঁস | রন্ধন করা | ৪ | ,, | ০ | ,, |
| টাটকা ডিম | কাঁচা | ২ | ,, | ০ | ,, |
| ,, | অৰ্দ্ধ সিদ্ধ | ৩ | ,, | ০ | ,, |
| ,, | পূর্ণ সিদ্ধ | ৪ | ,, | ০ | ,, |
| মাছ | সিদ্ধ | ২ | ঘণ্টা | ৩০ | মিনিট |
| ,, | ভাজা | ৩ | ,, | ০ | ,, |
| মুরগী | সিদ্ধ | ৪ | ,, | ০ | ,, |
| ,, | রন্ধন করা | ৪ | ” | ০ | ” |
| ভেড়া | রন্ধন করা | ২ | ” | ৩০ | ” |
| দুগ্ধ | কাঁচা | ২ | ” | ১৫ | ” |
| ” | সিদ্ধ | ২ | ” | ০ | ” |
| মটন | সিদ্ধ | ৩ | ” | ০ | ,, |
| ,, | ঝলসান | ৩ | ,, | ১৫ | ,, |
| বাদাম | — | ৫ | ,, | ০ | ,, |
| পিঁয়াজ | রন্ধন করা | ৩ | ,, | ৩০ | ,, |
| কড়াই | সিদ্ধ | ২ | ” | ৩০ | ” |
| আলু | ভাজা | ২ | ” | ৩০ | ,, |
| ভাত | — | ১ | ,, | ০ | ,, |
| সাগু | সিদ্ধ | ১ | ,, | ৩৫ | ,, |

—০—

## দুর্গন্ধ দূর করিবার উপায়

যে স্থানে দুর্গন্ধ বাহির হয় সে স্থানে একটি পাত্রে করিয়া পারমাঙ্গানেট অব পটাশ (Permanganate

of potash) রাখিয়া দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়।

—•—

### ইঁদুরের কবল হইতে পুস্তক রক্ষা

ইঁদুরের উপদ্রব হইতে পুস্তক রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। তবে যদি বইয়ের তাকে লঙ্কার গুড়া (cayenne pepper) ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপদ্রব কিছু পরিমাণে কমিতে পারে। আর্সেনিক প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য রাখা ছেলে পেলের বাড়ীতে নিরাপদ নহে। ন্যাপ্‌থালিনের গুলি বেশী পরিমাণে রাখিলে ইঁদুর তাহার গন্ধে ঢোকে না।

—•—

### পুস্তক স্যাঁতাইয়া না যাইবার উপায়

যদি বইএর আলমারীর মধ্যে কিছু সুগন্ধ তৈল ছড়াইয়া দেওয়া যায়, এবং বইয়ের সেল্‌ফ্‌ বা তাক্‌ গুলি গন্ধ তৈলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া তাহা দ্বারা মুছিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে পুস্তকে স্যাঁতাও লাগে না এবং ছাতাও পড়ে না।

—•—

### ব্রাউন জুতার পালিশ

প্রথমে ব্রাউন জুতাতে লেবু লাগাইতে হইবে। অতঃপর টার্পিন তৈলে মৌ চাকের মোম গলাইয়া উহাতে লাগাইতে হইবে। ইহাই সাধারণ ব্রাউন পালিশ প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ।

—•—

### জুতোর মচমচানি শব্দের প্রতিকার

খানিকটা তিসির তৈল বেশ করিয়া গরম করিয়া ফ্লানেল দিয়া জুতোর তলায় এবং ধারে বেশ করিয়া লাগাইতে হইবে। জুতোর তলা উপর দিকে করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। শুকাইয়া যাইলে আর মচমচানি শব্দ হইবে না। ইহার আর একটা গুণ এই যে ইহাতে জুতা বারিবারণ (damp-proof) হয়। বর্ষার জলে ভিজিলেও পায়ে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না।

—•—

### মাছির উৎপাত নিবারণ

বিয়ার বা চিটে গুড় একটা কাগজে মাখাইয়া রাখিয়া দিলে মাছি আসিয়া উহাতে বসিবে এবং আটকাইয়া যাইয়া ঐখানেই মরিয়া যাইবে। যদি ঘরের ভিতর একটা গরম লোহার পাত্রের উপর খানিকটা কার্ব্বলিক এসিড ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মাছি সেই ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবে।

—•—

### আসবাব চকচকে করিবার উপায়

সিকি পাউণ্ড হলদে মোম টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া এক আউন্স গুঁড়া কাল রজনের সহিত একত্রে গরম করিতে হইবে। অতঃপর উহা নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে দুই আউন্স টার্পিন তৈল মিশাইয়া দিতে হইবে। ইহা টিনের বা মাটির পাত্রে ভাল করিয়া ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। পশমের কাপড়ে ইহার সামান্য মাত্রায় লইয়া আসবাবে ঘসিয়া লাগাইতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া ঘসিয়া ফেলিলেই বেশ পালিশ হইয়া যাইবে।

—•—

### গিল্টিকরা ফ্রেম চকচকে করিবার উপায়

খানিকটা ফ্লাওয়ার অব সালফার (flower of sulphur) দেড় পাইট জলে মিশাইয়া উহাতে কয়েকটা পিয়াজ ছেঁচিয়া দিয়া গরম কর। উহা ছেঁকিয়া লইয়া নরম বুরুসের সাহায্যে ফ্রেম ধুইয়া ফেল। ইহাতে ফ্রেম গুলি নূতনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

—•—

### কাঁচের ছিপি খোলার সহজ উপায়

অনেক সময় দেখা যায়, শিশিতে কাঁচের ছিপি এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছে যে, উহা আর কোন মতে খোলা যাইতেছে না। তখন ছিপির ধারে একটু স্যালাড অয়েল (Salad Oil) দিয়া আগুনের কাছে লইয়া গিয়া উহা তাতাইতে হইবে। তাহা হইলে সহজেই ছিপি খুলিয়া যাইবে। Salad Oil এর অভাবে, নারিকেল, তিল, জলপাই অথবা সরিসার তেল দিলেও চলে।

### চুল বৃদ্ধির উপায়

জলপাইয়ের তৈল এবং স্পিরিট অব রোজমেরি সমপরিমাণে লইয়া উহার সহিত কয়েক ফোঁটা অয়েল অব নাটমেগ (Oil of nutmeg) মিশাও। প্রতি রাত্রে সামান্য পরিমাণে ইহা লইয়া চুলের গোড়ায় লাগাও। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা যাইবে, চুল বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন অসুখের জন্য যদি মাথার চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে রাত্রে ব্রাণ্ডি এবং পরের রাত্রি কোল্ড ক্রিম চুলে লাগাইলে চুল বাড়িতে থাকে।

### কেশের যত্ন

এক পাইট ফুটন্ত জল খানিকটা বোরাক্সের বা সোহাগার উপর ঢালিয়া দিতে হইবে। উহাতে আধ পাইট জলপাইয়ের তৈল মিশাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলেই উহা ব্যবহারের যোগ্য হইবে। ব্যবহারের পূর্ব্বে বোতল বেশ করিয়া নাড়িয়া লওয়া দরকার।

গরম জলে কর্পূর এবং বোরাক্স মিশাইয়া লইলে উহাদ্বারাও কেশের প্রচুর উপকার পাওয়া যায়।

রোজমেরি ওয়াটারের সহিত খানিকটা বোরাক্স মিশাইয়া উহাদ্বারা কেশ ধৌত করিলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ইহা ব্যবহারের পর চুল শুকাইয়া যাইলে খানিকটা তৈল মাখা উচিত।

### রঙের গন্ধ নষ্ট করিবার উপায়

বাড়ীঘর নূতন রঙ করা হইলে একটু গন্ধ বাহির হয়। যদি ঘরের মধ্যে একটি জলের পাত্রে খানিকটা এসিড রাখা যায়, তাহা হইলে গন্ধ নষ্ট হয়। জল প্রত্যহ বদলান প্রয়োজন।

—•—

# গালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

বাঙ্গলা দেশের ছেলেরা পঁচিশ তিরিশ টাকা বেতনের চাকারির জন্য আফিসে আফিসে মাথা খুঁড়িয়া বেড়ায় ব্যবসায় করিতে বলিলে তাহারা বলে টাকা কই? প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়, সাধ্যে কুলায় এরূপ মূলধনের কোন ব্যবসায় থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিত। তাই এই সকল যুবকেদের স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিবার পথ দেখাইয়া দিবার জন্য আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছি, এবং প্রতি মাসেই অল্প মূলধনে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছি।

এই যে গালার ব্যবসায়, ইহা অতি অল্প মূলধনেই করিতে পারা যায় এবং যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে শুধু যে গ্রাসাচ্ছাদনের মতই অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, তাহা নহে পরন্তু দিব্য আরামের সহিত

জীবন যাপন করা যাইতে পারে। পূর্ব্বের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র সংখ্যাগুলিতে "বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবরের" যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট গালার মস্ত বড় খরিদ্দার। কিন্তু গালার যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট ইহা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। যে সকল বড় বড় বিলাতী সওদাগর এখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের আফিসে প্রত্যহ বহু পরিমাণে গালা ব্যবহৃত হয়। সারা জগতের বাণিজ্য কেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে মেলের দিন তাঁহাদের হাজার হাজার নমুনা (Sample) প্রেরিত হইতেছে। এই সকল নমুনা প্যাকেট বা পার্শ্বেল গালা দিয়া শীল না করিয়া দিলে প্রেরিত হইতে পারে না। সুতরাং গালার কি বিপুল চাহিদা রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন। রেলী ব্রাদার্স, বার্ড কোম্পানী, গিলাণ্ডার কোম্পানী,বার্ণকোম্পানী,ম্যাকলিওড শাওয়ালেশ এমনিতর শত শত কোম্পানী চালানী কারবার করিতেছে—কেহ চাল, কেহ ডাল, কেহ গম, কেহ ভূষি, আটা, চা, নানা বিধ খনিজ পদার্থ ইত্যাদি নমুনা স্বরূপ থলে ভরিয়া শীল করিয়া বিদেশে পাঠাইতেছে। উহাদের গালা যোগাইতে পারিলে কত বাঙ্গালী ছেলের অন্নের সংস্থান হইতে পারে! তারপর দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের নানারূপ ঔষধের শিশিতে, জ্যাম, জেলী, চাটনী, সিরাপ, গন্ধতেল প্রভৃতির শিশি ও বোতলের মুখ আঁটিতে অজস্র গালার দরকার হয়। সুন্দর, সুদৃশ্য গালা তৈরী করিয়া এই সকল ব্যবসায়ী দিগকে বাজার চলতি দামে দিতে পারিলে অনেক বেকার যুবকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে।

আমরা নিম্নে নানা প্রকারের গালা প্রস্তুতের ফরমুলা দিলাম। এ ফরমুলাগুলি পাশ্চাত্য জগতের ষ্টাণ্ডার্ড (Standard) ফরমুলা। এই ফরমুলা অনুসারে গালা প্রস্তুত করিলে তাহা যে কোন অংশে বিলাতি গালা হইতে নিকৃষ্ট হইবে না, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। এই গালার ব্যবসায় যে বিপুল মূলধন সাপেক্ষ নয়, তাহাও ফরমুলা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দুই তিন শত টাকার মূলধন লইয়া অনায়াসে কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই অল্প টাকা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর ছেলে অনায়াসে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। পাঁচ সাত শত টাকা জমা দিয়া পঁচিশ ত্রিশ টাকার চাকরী করিবার জন্য বাঙ্গালীর ছেলে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দুই তিন শত টাকার মূলধনে গালার ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার জন্য বাঙ্গালী যুবক ছুটিয়া আসিবে, ইহা আশা করা কি অন্যায়?

আমরা আজ একটি স্বল্প মূলধনের ব্যবসায়ের পথ নির্দ্দেশ করিলাম, বারান্তরে আরও করিব। যদি দেখি বাঙ্গালী যুবক এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিব, আমাদের শ্রম সার্থক এবং তাহাদের Slave mentality দূর হইয়া স্বাধীন মনোভাবের বিকাশ হইয়াছে।

## সবুজ গালা

১। প্রুসিয়ান ব্লু, অর্পিমেন্ট বা ইয়োলো সাল্‌ফাইড অব আর্সেনিক (orpiment or yellow sulphide of arsenic), ভেনিস টার্পেনটাইন এবং পাত গালা সম পরিমাণে লইয়া মিশাও।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২। | আম্বার রোজিন | ৮ | আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেন টাইন | ৫ | " |
| | পাত গালা | ১২ | " |
| | কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া | ১ | " |
| | এমারেল্ড গ্রীণ | ১ | " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | পাত গালা | ১৪ | ভাগ |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ১৬ | " |
| | কলোফনি | ৮ | " |
| | কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া | ৩ | " |

| | | |
|---|---|---|
| | বার্লিন ব্লু | ৫ ভাগ |
| | লিমন বা মিড্‌ল্ ক্রোম | ৫ " |
| ৪। | পাতগালা | ৩০ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ২৪ " |
| | কলোফনি | ৪৮ " |
| | জিপসাম | ৯ " |
| | গুঁড়া চাখড়ি | ১২ " |
| | মাউন্টেন রং | ১৮ " |
| | ইওলো ওকার | ১৮ " |

## গ্রীণ ব্রোঞ্জ গালা

| | |
|---|---|
| আম্বার রজন | ১ পাউণ্ড |
| ভেনিস টার্পেনটাইন | ১০ আউন্স |
| কমলা ব্লু রঙেরপাতগালা | ১॥০ পাউণ্ড |
| কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া | ৩ আউন্স |
| গোল্ড ব্রোঞ্জ পাউডার | ৪ " |
| এমারেল্ড গ্রীণ | ৩ " |
| তার্পিন তৈল পরিমাণ মত | |

শেষোক্ত তিনটি জিনিষ একত্রে মিশাইয়া উত্তাপে রজন গলিয়া যাইলে উহাতে ঢালিয়া দিতে হইবে।

## ফিকে সবুজ গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | পাতগালা | ২৫৯ ভাগ |
| | কলোফনি | ৬৩ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ১৮২ " |
| | চাখড়ি | ৮৪ " |
| | এমারেল্ড অক্সাইড অব ক্রোমিয়াম | ৮৪ " |
| ২। | পাতগালা | ১৯২ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ১১২ " |
| | কলোফনি | ১০৫ " |
| | জিপসাম | ৬৩ " |
| | মিনারাল ব্লু | ৮৪ " |
| | ম্যাসিকট | ১১২ " |

## সোনালী গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | আম্বার রজন | ½ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৫ আউন্স |
| | পাতগালা | ¼ পাউণ্ড |
| | কার্ব্বনেট ম্যাগ্‌নেসিয়া | ১ আউন্স |
| | সোনালী ব্রোঞ্জ পাউডার | ৩½ " |
| | টার্পিন তৈল পরিমাণ মত। | |

ম্যাগনেসিয়া এবং সোনালী পাউডার একত্রে মিশাইয়া তার্পিন তৈল দিয়া কাদার মত করিতে হইবে। অন্য পদার্থগুলি উত্তাপে গলিয়া যাইলে উহাতে কাদার মত মিশ্রিত পদার্থ ঢালিয়া দিতে হইবে।

| | | |
|---|---|---|
| ২। | পাত গালা | ১৫২ ভাগ |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ১৫৯ " |
| | রজন | ১০৪ " |
| | ম্যাষ্টিক রজন | ৭ " |
| | টুক্‌রা ডাচ গোল্ড কয়েল | ১২ " |
| ৩। | পাতগালা | ১২ " |
| | ফিকে কলোফনি | ৪ " |
| | টুক্‌রা রূপালী পাত | ২ " |
| ৪। | পাত গালা | ১২৭ " |
| | রজন | ২০৩ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ১২৪ " |
| | ক্রোম গ্রীন | ৭০ " |
| | ম্যাগ্‌নেসিয়া | ৩॥ " |
| | টুকরা সোণালী পাত | ১৫॥ " |

## সোণালী দাগযুক্ত গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | কমলা লেবু রঙের পাত গালা | ১ পাউণ্ড |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৫ আউন্স |
| | মাইকা স্প্যাঙ্গল্‌স্ | ১২ |

তামার পাত্রে পাতগালা গালাও। ভেনিস

টার্পেনটাইন গরম করিয়া উহাতে ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাক। পরিশেষে মাইকা দিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে ফেলিয়া ষ্টিক তৈয়ারি কর। ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে বাদামী রঙের প্রভায় মাইকা (অভ্র) সোণালী দেখাইবে।

২। ভেনিস টার্পেনটাইন ৪ আউন্স
পাত গালা ৮ ,,
সোণালী পাতা ১৪ ,,
বোঞ্জ পাউডার ॥ ,,
ম্যাগনেসিয়া ॥ ,,
টার্পিন তৈল পরিমাণমত।

### সোনালী আভাযুক্ত বাদামী রঙের গালা

আম্বার রঞ্জন ১ পাউণ্ড
পাত গালা ১॥ ,,
ভেনিস টার্পেনটাইন ১০ আউন্স
কার্ব্বনেট ম্যাগ্‌নেসিয়া ২ আউন্স
আম্বার ৪ ,,
ইয়েলো ওকার ৩ ,,
টার্পিন তৈল পরিমাণ মত।

প্রথম ইয়েলো ওকার লোহার পাত্রে গরম কর। যখন উহা গাঢ় বাদামী রঙের হইয়া আসিবে তখন নামাইয়া আম্বার ম্যাগ্‌নেসিয়া ও টার্পিন তৈলের সহিত মিশাইয়া কাদার মত করিতে হইবে। অতঃপর উত্তাপে গলিত রঞ্জন ও অন্যান্য পদার্থে উহা ঢালিয়া দিতে হইবে।

### সোনালী আভাযুক্ত কমলা লেবু রঙের গালা

| | |
|---|---|
| পাত গালা | ২১৭ ভাগ |
| কলোফনি | ১৪০ ,, |
| ভেনিস টার্পেনটাইন | ১১২ ,, |
| জিপসাম | ৩৫ ,, |
| রেডলেড | ১০১ ,, |
| ম্যাগ্‌নেসিয়া | ৭ ,, |
| ক্রোম ইয়েলো | ৫৯ ,, |

## অন্যান্য গালা প্রস্তুতের ফর্‌মুলা

### মার্ব্বেল গালা

দুই তিন রকম রঙের গালা উত্তাপে নমনীয় হইলে তাহা মিশ্রিত করিয়া মার্ব্বেল রংয়ের গালা প্রস্তুত করা হয়। লাল, সাদা এবং নীল গালা ছোট ছোট খণ্ড করিয়া একটা গরম পাত্রে রাখিয়া নরম হইয়া আসিলে তিন রকমের টুক্‌রা একত্রে পাকাইয়া বেশ এক নূতন রকমের গালা প্রস্তুত হয়।

### উৎকৃষ্ট লাল গালা

১। পাত গালা, কলোফনি, চাখড়ি এবং সিন্দুর সম পরিমাণে লইয়া একত্রে মিশ্রিত কর।

২। কমলা নেবু রঙের পাত গালা ১॥ পাউণ্ড
ভেনিস্ টার্পেনটাইন ১ ,,
সিঁদুর ১৮ আউন্স
টার্পিন তৈল ৪ আউন্স

কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগনেসিয়া ৬ „

সিঁদুর এবং কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া একত্রে মিশাইয়া টার্পিনতৈল দিয়া উহাকে কাদার মত কর। পাতগালা এবং ভেনিস টার্পেনটাইন একত্রে উত্তপ্ত করিয়া গলিয়া যাইলে উহাতে কাদার মত যাহা করা হইল, তাহা ঢালিয়া দাও।

৩। পাত গালা ৩০ আউন্স
ভেনিস্ টার্পিনটাইন ১৮ „
টার্পিন তৈল ৩ „
গুঁড়া চা খড়ি ৩ „
কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া ৬ „
সিঁদুর ১॥ পাউণ্ড

৪। পাত গালা ২॥ „
ভেনিস টার্পিনটাইল ॥ „
সিঁদুর ১॥ „
টার্পিন তৈল ২ আউন্স
চাখড়ি ৬ „
জিপ্সম্ ৬ „
কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগনেসিয়া ৬ „

শেষোক্ত তিনটি পদার্থ এবং সিঁদুর একত্রে মিশাইয়া টার্পিন তৈল দিয়া কাদার মত কর। পাতগালা ও ভেনিস টার্পেনটাইন উত্তাপে গলিয়া যাইলে উহা ইহার মধ্যে ঢালিয়া দাও।

৫। পাতগালা ৩ পাউণ্ড
ভেনিস টার্পেনটাইল ৩॥ „
পেরুভিয়ান ব্যালসাম ১ আউন্স
সিঁদুর ৫০ „

৬। পাত গালা ১॥ পাউণ্ড
কলোকনি ১॥ „
সিঁদুর ২॥ „
ভেনিস টার্পেনটাইন ৩০ আউন্স
মেথিলেটেড স্পিরিট ॥ পাইট

## এক্সট্রা সুপার ফাইন লাল গালা

১। পাতগালা ২৩৩ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ১৩৩ „
সিঁদুর ৮৩ „
চা খড়ি বা কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগনেসিয়া ৮ „
টার্পিন তৈল পরিমাণ মত।

২। পাত গালা ২ পাউণ্ড
কলোকনি ১ „
সিঁদুর ১ „

## সুপার ফাইন লাল গালা

১। উৎকৃষ্ট কমলা লেবু রঙের পাত গালা ৪ পাউণ্ড
ভেনিস টার্পেনটাইন ১॥ „
সিঁদুর ৩ „

২। পাত গালা ২১৬ ভাগ
ভেনিস্ টার্পেনটাইন ১৩৩ „
কলোকনি ১৬ „
সিঁদুর ৮৩ „
চা খড়ি ৩ „
টার্পিন তৈল পরিমাণ মত।

৩। পাত গালা ৫৮ ভাগ
ভেনিস্ টার্পেনটাইন ৮৭॥ „
সিঁদুর ৪৩ „
কার্ব্বনেট ম্যাগনেসিয়া ৩ „
টার্পেন তৈল পরিমাণ মত।

## ফাইন লাল গালা

১। পাত গালা ৫৫ আউন্স

ভেনিস্ টার্পেনটাইন ৭৪ „
কার্ব্বনেট ম্যাগনেসিয়া ৩০ „
জিঙ্ক হোয়াইট ২০ „
সিঁদুর ১৩ „

ম্যাগ্‌নেসিয়ার পরিবর্ত্তে চা খড়ি এবং জিঙ্ক হোয়াইটের পরিবর্ত্তে জিপ্‌সাম দেওয়া যাইতে পারে। তবে উহাতে খারাপ দরের গালা হইবে।

২। পাত গালা ২ পাউণ্ড
রজন ৩ „
ভেনিস টার্পেনটাইন ৩ „
টার্পিন তৈল ॥ „
চাখড়ি ১ „
জিপ্‌সাম ॥ „
সিঁদুর ২ „

## মাঝারি লাল গালা

১। পাত গালা ১ পাউণ্ড
ভেনিস টার্পেনটাইন ৮ „
টার্পিন তৈল ॥ „
চাখড়ি ৩ „
কার্ব্বনেট অব ম্যাগনেসিয়া ১ „
সিঁদুর ৬ „

২। পাত গালা ॥ „
কলোফনি ॥ „
টার্পিন তৈল ৩ আউন্স
ভেনিস টার্পেনটাইন ১৪ „
চা খড়ি ৩ „
জিপ্‌সাম ৩ „
সিঁদুর ৯ „

শেষোক্ত তিনটি পদার্থ একত্রিত করিয়া উহাতে টার্পিন তৈল মিশাইতে হইবে। অতঃপর উত্তাপে গলিত পদার্থের মধ্যে উহা ঢালিয়া দিতে হইবে।

৩। পাত গালা ২০০ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ১৩৩ „
কেলোফনি ৭৫ „
চাখড়ি ৩ „
সিঁদুর ৫৮ „
টার্পিন তৈল পরিমাণ মত।

৪। পাত গালা ১৪০ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ১৩৩ „
ক্যাল্‌সিও্ জিপ সাম ৫০ „
ম্যাগ্‌নেসিয়া ৪০ „
সিঁদুর ১৩৩ „
টার্পিন তৈল ১১॥ „

৫। পাত গালা ১৭৭ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ২৩৩ „
চাখড়ি ১০০ „
জিপসাম ৬৩ „
সিঁদুর ৪৩॥ „

## সাধারণ গালা

১। পাত গালা ১৩ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ১৩ „
কলোফনি ১১ „
চাখড়ি ৪॥ „
সিন্দুর ৪॥ „

২। রজন ৪ „
ভেনিস টার্পেনটাইন ১ „
রেড্ লেড্ ৩ „

৩। রজন ১ পাউণ্ড

৪। পাত গালা　১০৬ ভাগ
কলোফনি　৫৩ „
রেড লেড্　৩ „
ভেনিস টার্পেনটাইন　১৩৩ „
জিপসাম　২৬ „
সিঁদূর　১৬৩ „

৫। পাত গালা　১৮৩ „
ভেনিস টার্পেনটাইন　১৩৩ „
রঞ্জন　৫০ „
রেডলেড্　৪০ „
চাখড়ি　৩ „
টার্পিন তৈল পরিমাণ মত।

৬। পাতগালা　১৪২ ভাগ
রঞ্জন　১৫২ „
ভেনিস টার্পেনটাইন　২১০ „
চাখড়ি　৬৩ „
রেড লেড্　৬৩ „

৭। পাতগালা　২০০ „
ভেনিস টার্পেনটাইন　১৩৩ „
রঞ্জন　৫০ „
রেড লেড্　৫০ „
চাখড়ি　৩ „
টার্পিন তৈল পরিমাণ মত।

( আগামী বারে সমাপ্য )

# পত্রাবলী

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহাছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠক দিগেরমধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের উত্তরও সাদরে আমরা পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটার দিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয় এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

মাননীয় মহাশয়,

ইতিপূর্ব্বে ৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ ঠিকানায় আপনাকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলামকিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দুইখানা পত্রই ফিরিয়া আসিয়াছে; সেই হেতু মনেকরিয়াছিলাম যে আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য মাসিক পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অদ্য দৈনিক বসুমতীতে আপনাদের সন্ধান লইয়া ষ্ট্যাম্প সহ এই পত্র দিতেছি, আশা করি পত্র পাঠ নিম্নলিখিত বিষয় গুলির যথা যথ উত্তর দানে উপকৃত করিবেন।

১। আপনাদের পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে ব্যাঘ্র ও বরাহ ধরিবার জন্য এক প্রকার কল একজন সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন; যদি তাহা সস্তা হয় ও ক্রয় করিবার উপায় থাকে তবে, উহা আমাদিগকে ক্রয় করিয়া দিতে পারেন কিনা এবং তাহার মূল্যইবা কত তাহা জানাইবেন এবং আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে ব্যাঘ্র যেন তাহার খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ পাইয়া উক্ত কলের নিকট আসিয়া খাদ্য লোভে উহাতে ধরা পড়িতে পারে কিন্তু বরাহ সম্বন্ধে সম্ভাবনা নাই ও তাহারা প্রত্যহ একই রাস্তাদিয়া যাতায়াত করে না; অতএব তাহাকে কিপ্রকার কৌশলে আবদ্ধ করা যাইতে পারে এবং একটী কলে কয়টী করিয়া এক সঙ্গে ধরা যাইতে পারে।

২। হাঁস কিম্বা মুরগীর ডিম ফুটাইবার কলে, কলিকাতা হইতে এখানে ডিমের চালান আনিয়া সেই ডিম কলে দিলে তাহা হইতে ছানা বাহির হইবে কিনা? জননী ভিন্ন কি প্রকারে তাহাদের আধার খাওয়ান যাইতে পারে বা তাহার উপায় কি আছে ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারিত অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

৩। রস হইতে গুড় বা চিনি প্রস্তুতের কলে দৈনিক কত মণ গুড় প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ কত খানরসে কত খানি গুড় হয়, কত খানি গুড়ে কত খানি চিনি হয়। দৈনিক কত রস ঐ কলে কাজ হইতে পারে; রস হইতে গুড় না করিয়া একেবারেই চিনি প্রস্তুত করিবার উপায় ঐ কলে হইতে পারে কিনা; ঐ কল চালাইতে কয় জন লোকের আবশ্যক। উহা কোন অংশে ভাঙ্গিলে সাধারণ মিস্ত্রি দ্বারা মেরামত করিবার সম্ভাবনা আছে কিনা, দৈনিক কত মন কয়লা আবশ্যক হইবে। ইত্যাদি বিষয় অনুগ্রহ করিয়া পত্র পাঠ জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

৪। আপনাদের কত বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকা পাওয়া যইেতে পারে এবং উহার মূল্যই বা কত পড়িবে আপনাদের পত্রিকার বার্ষিক মূল্য কত জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। নিবেদন ইতি।

**শ্রীরমা পতি রায়**
আট গণ্ডা কাছারি
পোঃ সিরাজ গঞ্জ বাজার
(পাবনা)

## উত্তর

১। ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ফরেষ্ট অফিসার ডেল্‌বো সাহেব ব্যাঘ্র এবং বরাহ মারা কয়েকটী কল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ সকল কল উড়িষ্যার করদ রাজ্য সমূহের ভীষণ জঙ্গলে বাঘ মারিবার জন্য জঙ্গলের লোকেরা ব্যবহার করিত। এইকলে কয়েকটী বাঘ পড়িতে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সে আজ ১২।১৪ বৎসরের আগেকার কথা। ডেলবোঁ সাহেব বহুকাল হইল পেন্সন লইয়াছেন, এখন বাঁচিয়া আছেন কিনা এবং তাঁহার কলও পাওয়া যায় কিনা তাহা জানি না। কিন্তু আমেরিকায় এইরূপ বাঘ, ভালুক এবং হিংস্র জন্তু মারিবার কল বিক্রয় হয় তাহা জানি। আমরা সেই কল সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য এই মেলেই আমেরিকায় পত্র দিয়াছি এবং আগামী আশ্বিন মাসের সংখ্যায় এ বিষয়ের সকল বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।

২। হাঁস এবং মুরগীর ডিম হইতে ইন্‌কিউবেটার বা ডিম ফোটানো কল দ্বারা ডিম ফুটাইয়া ব্রুডার বা ধাইমার সাহায্যে বাচ্চাকে কেমন করিয়া বড় করিয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী করা হয় তাহার আমূল বিবরণ ব্যবসা ও বাণিজ্যের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে বাহির করা হইতেছে এবং নানা চিত্রের দ্বারা প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়গুলি, বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

৩। চিনি প্রস্তুতের কল বা কারখানা স্থাপন করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। অল্প মূল ধনে চিনির কারখানা বা কল বসানো যায় না; তাহাতে লোকসান হয়। উটজ শিল্প হিসাবে অর্থাৎ ঘরে ঘরে কুটীর শিল্প হিসাবে খেজুর অথবা ইক্ষুর রস হইতে অতি সহজে এবং কোনরূপ কল কারখানার সাহায্য না লইয়া চিনি প্রস্তুত করা যায়। যশোহর জেলার কেশবপুর, কোটচাঁদপুর, এবং মনিরামপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্রে খেজুর রস হইতে প্রচুর চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানীয় কৃষকেরাই ইহা করে। কি করিয়া রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে হয় তাহা শিখিতে হইলে শীতকালে কয়েক দিনের জন্য এই সকল মোকামের কোনও ব্যবসাদারের বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া দেখিলেই অতি সহজে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে পারিবেন।

৪। পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্য আর নাই। বৈশাখ মাস হইতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের নূতন বছর আরম্ভ হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত নগদ ৫।৵৹ টাকা। নমুনার মূল্য নগদ ॥৹ আনা। ভি, পি, তে লইলে এই দামের উপর আরও ।৹ আনা বেশী লাগে।

## ২ নং পত্র

সবিনয় নিবেদন,

এই পত্রের মধ্যে তসর সুতার নমুনা পাঠাইলাম। ইহারদ্বারা কাপড় বোনা হয় এবং মাছ ধরা সুতা তৈরী হয়। কলিকাতার চেতলা হাট ও বড় বাজারের অনেক ব্যাপারী এবং হুগলী জেলার বন্দীপুর, ধনেখালী প্রভৃতি স্থানের অনেক মহাজন মাছ ধরা সুতা তৈরী করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তসরের সুতা খরিদ করিয়া থাকেন। এই সকল যায়গার, খরিদদারের নাম ও ঠিকানা এবং বাংলার বাহিরে অপর কোথাও তসর সুতার যদি খরিদদার থাকে তবে তাহার সন্ধান দিবেন।

স্থষ্টিধর কুণ্ডু

## ২নং পত্রের উত্তর

১। আপনার প্রেরিত সুতার নমুনা পাইয়াছি এবং কলিকাতার মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করার জন্য দালালের নিকট সুতার নমুনা পাঠাইয়াছি। কিন্তু আপনি কি দামে উহা বেচিতে পারেন তাহা শীঘ্রই জানাইবেন। জিনিষ বেচিতে হইলে বিক্রেতাকে—

(ক) মালের নমুনা পাঠাইতে হয়।

(খ) কি দামে কোথায় এবং কখন ডেলিভারী দিতে পারেন তাহা জানাইতে হয় এবং

(গ) কি পরিমাণ মাল বেচিতে পারেন তাহাও জানাইতে হয়।

এই ৩টী জিনিষ না জানাইলে দালালেরা কোনও জিনিষের দর যাচাই করিতে পারেন না এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

২। এই কয়েকটী সংবাদ জানাইলে ছোট ছোট মহাজনদিগের নাম ও ঠিকানা জানাইব; ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কয়েকটী বড় সিল্কের সুতার খরিদদারের নাম ও ঠিকানা দিতেছি।

১। Bengal Silk Mills Coy Ld.
3 Amratala Lane, Calcutta

২। Messrs Anderson, Wright & Co. Calcutta.

বাংলাদেশের বাহিরে কয়েকটী বিখ্যাত সিল্ক ব্যবসায়ী কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা দিলাম :—

১। Sassoon and Alliance Silk Mill Coy Ld.

3 Forbes Street, Fort, Bombay.

২। Bangalore Woollen, Cotton & Silk Mill Coy. Ld. Bangalore City.

৩। Ahmedabad Silk and Cotton Manufacturing Coy. Ld. Ahmedabad.

৪। Filatures Et Tissrges Geabelle Pondicherry

৫। Savana Societe Anonyme De Filature Et Tissage, Pondicherry.

৬। Balmukund Mull Silk Mills Coy. Lakshi Choutra, Benares City.

৭। Benares Silk Weaving Coy Benares Cantt.

৮। S. S. Tandon Esqre, Silk weaving factory, Shahjhehanpore U. P.

### ৩নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাদের প্রকাশিত কাগজখানি পড়িয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমি হিতবাদী, বসুমতী ও আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠে এরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই। আমি জানি আপনাদের আফিসে পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহকের নম্বর দিতে হয়, কিন্তু আমার অসাবধানতা বশতঃ নম্বরটী হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমি বিড়ি ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক, আপনি দয়া করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

১। বিড়ির পাতা কি গাছ হইতে পাওয়া যায়?

২। ইহার তামাক তৈয়ারী করিতে কি কি জিনিষের দরকার?

৩। চন্দনি বিড়ি, মৌরি বিড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে যে এসেন্স দরকার হয় তাহা হাতে তৈয়ারী করিতে পারা যায় কিনা? বিড়ি তৈয়ারী সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা করিবেন।

৪। কলিকাতা সহরে তাঁতের কাপড়, ও গামছা কি মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্নরূপ মূল্যের হার নির্ণয় করিবেন।

গ্রাহক নম্বর ১৭৩৮

### ৩নং পত্রের উত্তর

ময়ূরভঞ্জ, কোপ্তিপদা, নীলগিরি, কেওঞ্জর, এবং মধ্য ভারতের অনেক জঙ্গলে পলাশ ও পিয়াল জাতীয় গাছের পাতা বিড়ি মোড়ক করিবার জন্য সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলের মহুদা ষ্টেশন হইতে ওয়াগণ ভর্তি করিয়া বিস্তর পাতা কলিকাতায় আমদানী হয় এবং বিড়ীওয়ালারা আড়তদার দের নিকট হইতে এই সকল পাতা খরিদ করিয়া আনে।

২। বিড়ির তামাকও গুঁড়া অবস্থায় বস্তাবন্দী হইয়া কলিকাতায় আমদানী হয়। তামাকের পাতা রৌদ্রে শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া চালুনীতে চালিয়া বিড়ী তৈরী করা হয়। বিড়ি প্রস্তুত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ যখন বাহির হইবে সেই সময় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিব।

৩। মৌরীর আরক (oil anisi) এবং চন্দনের তেল দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। উহা তৈরী করা যাবেনা কেন, কিন্তু তৈরী করিতে আবার স্বতন্ত্র ব্যবসা ফাঁদিতে হয়। একজন কতদিকের তাল্ সাম্লাইবেন? সুতরাং উহা অপর ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কেনা ভাল।

৪। এরূপ প্রশ্ন না করাই উচিত। কলিকাতা সহরে ছাই, মাটী, লতা, পাতা, ঘাস সবই যখন বিক্রয় হয় তখন তাঁতের কাপড় গামছা ও মশারী নিশ্চয়ই বিক্রয় করা যায়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে নিজে ঐ সকল জিনিষ আনিয়া মহাজনদিগের ঘরে ঘরে দেখাইয়া দর যাচাই করিয়া তবে ব্যবসা করিতে হয়, কারণ এই সকল দ্রব্যের দর দিবার আগে সুতা কেমন, বুননী কেমন বহর কত, লম্বা কত, দেখিতে কেমন ইত্যাদি নানা বিষয় দেখিয়া লোকে তবে দর দেয়। পত্রে অথবা টেলিগ্রামে এসব জিনিষের কারবার বা দর দাম করা চলে না।

## ৪নং পত্র

সবিনয় নিবেদন

মতিহারী তামাক ভাল ও খারাপ, দেশী পোড়া পাতা তামাক, ভাল ও খারাপ কিদামে বিক্রয় হইতে পারে, তাহার গ্রাহক আছে কিনা এবং নগদ দামে বিক্রয় হইবে কিনা জানাইলে বাধিত হইব।

গ্রাহক নম্বর-১৭৩১

## ৪নং পত্রের উত্তর

নমুনা না পাঠাইলে এবং আপনি কি দামে বেচিতে চান তাহা না জানাইলে দর দালালেরা যাচাই করে না। খরিদদার অনেক আছে এবং নগদ দামেই বিক্রয় হয়।

## ৫নং পত্র

১। কলিকাতাতে আমাদের জন্য নানা প্রকার বিজ্ঞাপন secure করিবার কাজের জন্য একজন honest লোক সত্বর চাই। Poster, Handbill cinema advertising ও মফঃস্বলের news paper advt secure করিতে হইবে। কোন্ কোন্ partyর কাছে যাইতে হইবে তাহার list ও আমরা দিব, কারণ ঐ সমস্ত party এ সব কাজ করাইয়া থাকে। মাহিনা প্রতিমাসে ১২৲ হইতে ১৫৲ টাকা আদায়ের ভার যদি থাকে ( বোধ হয় থাকিবে না, কারণ payment party কে direct office এ করিতে হইবে ) তবে অল্প কিছু security লাগিবে। যাঁহারা এ কাজে দক্ষ এরূপ লোক চাই।

২। রবার ষ্টাম্পের কালী বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই। প্রতি শিশি।০ ডজন ২॥০ with free postage.

গ্রাহক নম্বর ১৭২৮

## ৫নং পত্রের উত্তর

যদি কেহ ইচ্ছুক থাকেন আমাদিগকে জানাইলে যথাস্থানে পত্র পাঠাইয়া দিব। কিন্তু গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

# ফলরক্ষণ প্রণালী

বন্দেমাতরং !

> সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
> শস্য শ্যামলাং মাতরং।

বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন বাংলা দেশকে মাতৃরূপে পূজা করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি বাংলাদেশের এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তিকেই মায়ের আসনে বসাইয়া বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটী নরনারীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

তোমরা একবার পৃথিবীর চারিদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ, এমন "সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা" এমন "তমাল, তালী, বনরাজী নীলা" এমন "ফুলে, ফলে, এবং ধন ধান্যে ভরা দেশ," প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে কোথায়ও আর খুঁজিয়া পাইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের বহু কাল পরে স্বদেশ প্রেমিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গাহিয়াছিলেন—

> ধন ধান্যে পুষ্পেভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
> তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
> সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
> এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
> সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

বাংলাদেশের তরুণের দল! একবার দাঁড়াও। এ গান বহুবার শুনিয়াছ। বাংলার গগন পবন মুখরিত করিয়া সহস্র কণ্ঠে সহস্র বার এই প্রাণোন্মাদকর সঙ্গীত তোমরা গাইয়াছ এবং তোমাদের দেশবাসীকে শুনাইয়াছ। তবুও আজ একবার তোমাদিগকে বলিতেছি দাঁড়াও,—ক্ষণিক অপেক্ষা কর। এই গানের মধ্যে তোমার দেশমাতৃকার যে স্বরূপ ফুটীয়া উঠিয়াছে—যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, কানন কুন্তলা, বাংলার পল্লীসম্পদের অপূর্ব্ব শোভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ সেই মূর্ত্তির স্বরূপ একবার ধ্যান কর।

এতদিন এই যে সব গান করিয়াছ সে ঠিক তোতাপাখী যেমন "রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলে, কিন্তু তাহার মর্ম্ম কিছু জানে না ঠিক তেমনি করিয়া গাহিয়াছ। থিয়েটারের অভিনেত্রীরা যেমন সীতা সাবিত্রীর পাঠ্ অনর্গল গড়্ গড়্ করিয়া মুখস্থ বলিয়া যায়, অথচ সেই প্রাতঃস্মরণীয়া সাধ্বীদিগের সতীত্বের মহিমায় এতটুকুও অভিভূত হয় না, তেমনি তোমরা কখনও খদ্দর পরিয়া, কখনও স্বদেশ সেবক সাজিয়া, হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে, দল বাঁধিয়া দেশ মাতাইয়া গাইয়া বেড়াইয়াছ—

"সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

অথচ একদিনের তরেও এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের অপূর্ব্ব ভাব, অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা, অপূর্ব্ব প্রেরণা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। যদি পারিতে, তবে বাংলাদেশের লাখ লাখ্ যুবকের দল শিক্ষায়, সাধনায়, কাল্‌চারে ভারতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দুমুঠা পেটের ভাতের জন্য পরের দুয়ারে মাথা হেঁট করিয়া ভিক্ষা মাগিতে যাইত না। যে অভিনেত্রী থিয়েটারের মঞ্চে দাঁড়াইয়া সীতা সাবিত্রীর পার্ট অভিনয় করিয়া দর্শকদিগকে সতীত্বের অপূর্ব্ব মহিমায় উন্মত্ত করিয়া তোলে, হায়! যদি সে নিজে সেই সতীত্বের প্রভাবে অভিভূত হইত, তবে কি সে আর পাপ পথে এক দিনও চলিতে পারিত!—সে যখন সতীত্বের কথা বলে সেত তখন তাহার প্রাণের কথা বলে না। কারণ সতীত্ব ত তাহার জীবনের সম্পদ নহে, তাই থিয়েটারের বাহিরে আসিয়া সে আর সতীত্বের প্রভা ছড়াইতে পারে না, নিজের পাপে নিজেই খর্ব্ব হইয়া থাকে।

বাংলাদেশের যুবকেরা যদি সত্যই মায়ের এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিত—যদি এই ধন ধান্যে পুষ্পেভরা অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাণ্ডারের

ইঙ্গিত ও স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিত, তবে কি আর বাংলাদেশে অন্নের জন্ম হাহাকার উঠিতে শোনা যাইত! —তবে কি আর হাজার হাজার মেধাবী যুবক চাকুরীর জন্ম দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া চোখে সমুখে ফুল দেখিত!

দুঃখের বিষয় এই যে ইহারা মায়ের স্বরূপ এবং ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই বাংলার হাহাকার মিটিতেছে না। তোতাপাখীর রাধাকৃষ্ণ বুলি পড়ার মত দেশকে তাহারা 'সুজলা' 'সুফলা' 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা' বলিতেছে, অথচ তাহাদের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কেন, এমন হইতেছে আজ সেই কথা তোমাদের বলিব।

সসাগরা ধরিত্রীর মধ্যে আজ যাহারা একাধিপত্য করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই ইংরাজ জাতির দেশ ইংলণ্ড আয়তনে এবং লোক সংখ্যায় বাংলা দেশ অপেক্ষা অনেক ছোট। দেশটী পাহাড়, নদী এবং উপত্যকায় ভরা, সুতরাং ফল এবং শস্য সম্পদে অনেক হীন। এখানকার জমিতে যে ফসল জন্মে তাহাতে দেশের লোকের ছয়মাস কোনও রকমে কায় ক্লেশে চলিতে পারে, বাঁকী ছয় মাসের খোরাক নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও বাহুবলের জোরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে ইহারা সংগ্রহ করিয়া আনে।

ফলের মধ্যে এক আপেল, পিয়ার, পিচ্, ও এপ্রিকট্ ছাড়া আর কোন খাইবার মত ফলই জন্মে না। আর এই সব ফলেরও উৎপন্ন সংখ্যা সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ যৎসামান্য। এই কয়েকটী ফল বাদ দিলে আর যে সব ফল সে দেশে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে তাহা পশুপক্ষীতেই খায় কোনও ভদ্রলোক ছোঁয় না, ইতর লোকেরাও কদাচিৎ খাইয়া থাকে। Strawberry, Gooseberrry, Blackberry Raspberry, Lowberry, Longanberry, ইত্যাদি বেরী জাতীয় লতার ফলই সে দেশের প্রধান ফল সম্পদ। অথচ এই সকল বুঁজ এবং বেরী জাতীয় ফল আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় এবং তাহা পাখী এবং পশু বিশেষই ভক্ষণ করিয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙ্গ, কার্শিয়ং, প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন Straw berry Raspberry, প্রভৃতির অরণ্যে পাহাড়ের সানুদেশ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় এবং পাহাড়ীয়া নর নারী দিগের ন্যায় যাহারা ফলের কাঙ্গাল তাহারা ছাড়া অপর কাহাকেও এই সব বন ফলের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেও দেখি না। অথচ ফলের অভাব বশতঃ বিলাতের সমুদয় শিশুসাহিত্য এই সকল বনফলের মহিমায় পঞ্চমুখ এবং সে দেশের বালক বালিকারা একটা strawberry কে লইয়া স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া থাকে।

বিধাতা ফল এবং শস্য সম্পদে ইংলণ্ডকে দরিদ্র করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেখানকার মানুষগুলিকে তিনি এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে তাহাদের প্রত্যেকেই উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের অবতার। তাহাদের বুদ্ধি এবং কর্ম্মকুশলতার নিকট মানুষত ছার স্বয়ং প্রকৃতিও পরাস্ত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাই স্বচ্ছন্দ বনজাত Strawberry, Gooseberry প্রভৃতি শিক্ষিত ইংরাজ কৃষকের কালচারের প্রভাবে বৃহত্তর এবং সুস্বাদু হইয়া ইংলণ্ডের জন সাধারণের ক্ষুধা নিবারণ করতঃ পৃথিবীর নানা দেশে শুষ্ক ফলের আকারে এবং নানারূপ জ্যাম ও জেলীর আকারে প্রেরিত হইয়া সেই সকল দেশ হইতে প্রভূত টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিতেছে। ফল সম্পদ না থাকিলেও নগণ্য বন ফলের কালচার এবং সদ্ব্যবহার করিয়া এই ইংরজে জাতি শুধু নিজেদের ক্ষুধা মিটাইয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, পরন্তু বিদেশে এই ফলের জ্যাম্, জেলী পাঠাইয়া দিয়া প্রভূত টাকা উপার্জ্জন

করিয়া আনিতেছে। জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই।

এইবার আমেরিকার কথা বলি। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা আজ শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে অতি প্রবল জাতি হইয়া উঠিয়াছে। এই আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা Red Indian ছিল; তাহারা উল্কী পরিয়া তীর ধনুক হাতে লইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। ন্যূনাধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যখন আর লোক ধরে না তখন অনেকে আমেরিকাতে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল; ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্স ও স্পেনের লোকেরাও আমেরিকায় বসতি স্থাপন করিতে গেল। ইহারা কালক্রমে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া নির্ম্মূল করতঃ সমস্ত দেশটা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইল।

আমেরিকা একটা বিরাট মহাদেশ। আমেরিকার অন্তর্গত এক ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ সই আকারে সমগ্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বড়। শীত প্রধান দেশ বলিয়া ঠাণ্ডা দেশে যে সকল ফল জন্মে তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমেরিকায় জন্মায়। ফিগ্, আপেল, পিচ, পিয়ার, নাস্পাতি, আঙ্গুর, কিউরান্ট, আনারস ইত্যাদি নানা প্রকার ফল আমেরিকায় অপর্য্যাপ্ত জন্মে; নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং উন্নততর কাল্চাবের ফলে সে দেশের শেতাঙ্গ কৃষকগণ ফল সম্পদের অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে। এই সকল ফল দ্বারা দেশের লোকের ক্ষুধা মিটাইয়া বৎসর বৎসর বহু কোটী টাকার ফল বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করিয়া তাহারা পৃথিবীর নানা স্থানে পাঠায় এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনে। কলিকাতার যে কোনও Oilman stores বা মুদীখানার দোকানে একবার ঢুঁ মারিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক দোকানে হাজার হাজার টীন জ্যাম, জেলী ও নানা প্রকারের ফল স্তূপাকারে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

এইবার অষ্ট্রেলিয়ার কথা বলি। অষ্ট্রেলিয়াও ভারত সাগরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ; আয়তনে ইহা বাংলা দেশ অপেক্ষাও অনেক বড়। এদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে অসভ্য Bushmen বা জঙ্গ্লী লোক বলে। পশু পালন এবং তাহার মাংসে জীবন ধারণ করাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। এ দেশে ফল সম্পদ কিছুই ছিলনা বলিলে হয়। সমস্ত দেশটা কেবল জঙ্গল ও উলুখড়ে আবৃত ছিল। তাই এই জঙ্গলের লোকদের Bushmen আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড হইতে একদল লোক যেমন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছিল তেমনি আর একদল ইংরেজ নরনারী সুদূর ভারত মহাসাগরের মধ্যে এই অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল ঔপনিবেশিকগণ তথাকার আদিম অধিবাসী বুস্মেন্ দিগের সহিত কত মারামারি, কাটাকাটি, ও রক্তাক্ত সংগ্রাম করিয়া তবে এই মহাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে অসম সাহসিকতা এবং অ্যাড্ভেঞ্চারের (Adventure) কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে, ভয়ে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আসিয়া এই সকল নূতন রাজ্য জয় অথবা উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ইংলণ্ডে যাহারা খুনে, দাঙ্গী, এবং গুণ্ডা শ্রেণীর লোক—যাহারা সদুপায়ে দেশে ভদ্রভাবে জীবিকার্জ্জনে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এইরূপ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর ইংরাজেরাই যাইয়া এই সকল নূতন দেশ জয় এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যাক্ যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

এই সকল ঔপনিবেশিক অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিয়া

তথাকার আদিম অধিবাসী দিগের যে বৃত্তি ছিল প্রথমে তাহাই অবলম্বন করিল। অর্থাৎ পশু পালনেই মনোনিবেশ করিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের বলে এই পশু পালনে এমন উন্নতি করিল যে অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়া ও ভেড়া পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বসিল। আজ অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়া এবং ভেড়া জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীতে সভ্য, অসভ্য এমন কোনও দেশ নাই যেখানে এই ঘোড়া ও ভেড়ার খ্যাতির কথা লোকে শুনে নাই।

দেখিতে দেখিতে এক এক জন ঔপনিবেশিক কৃষকরে (farmer) ঘোড়া ও ভেড়ার পাল দশ, বিশ হাজার হইয়া পড়িল; মাঠে, পাহাড়ে, অনন্ত, অফুরন্ত ঘাস ও জঙ্গল, সুতরাং পশু পালনের কোনও কষ্ট নাই। তারপর এইসব পশুর বিষ্ঠায় উৎকৃষ্ট সার জমিতে লাগিল; সুতরাং কৃষকেরাও এই বার জঙ্গল কাটীয়া আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অষ্ট্রেলিয়ার গমের ফসল (Australian wheat) আজ জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

একদিকে যেমন নানাবিধ ফসলের আবাদ আরম্ভ হইল অপরদিকে তেমনি আবার নানারূপ ফলের আবাদও আরম্ভ হইল। কোনও কৃষক ১০।১২ হাজার বিঘাতে কেবল লেবুর চাষ Citron farming আরম্ভ করিলেন, কেহ আপেল পিচ প্রভৃতির বাগিচা করিলেন, কেহবা কমলা লেবুর বাগান করিলেন, আবার কেহবা ১০।১৫ হাজার বিঘাতে কেবল আনারসের বাগিচা সুরু করিলেন।

এইরূপে কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর মধ্যে ভারত মহাসাগরের লবনাম্বুরাশির মধ্যে অসভ্য বুস্‌মেনদিগের দ্বারা অধ্যুষিত,বন, জঙ্গল এবং প্রেয়ারী আচ্ছাদিত একটা প্রকাণ্ড দ্বীপে মুষ্টিমেয় ইংরাজের অধ্যবসায়ের ফলে ধীরে ধীরে যে কি এক বিরাট স্বর্ণপুরী রচিত হইয়া উঠিয়াছে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। আজ অষ্ট্রেলিয়ার জ্যাম, জেলী, পিচ্, আপেল, আনারস ও নানাবিধ ফল সুন্দর সুদৃশ্য টীনে ও বোতলে রক্ষিত হইয়া পৃথিবীর সকল দেশে কোটী কোটী টাকার রপ্তানী হইতেছে। অন্যদেশ দূরের কথা কলিকাতার বাজারে যে কোনও দোকানে যাও দেখিবে অষ্ট্রেলিয়ার রক্ষিত ফল প্রত্যেক দোকানের অর্দ্ধেক যায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। আজ গরমের দিনে অষ্ট্রেলিয়ার লাইম স্কোয়াস্ Lime squash বা লেবুর রস, মণ্ট্‌সেরাটের লাইম্ জুস্ এবং রোজের লাইম জুস্ কর্‌ডিয়াল্ কে দামে, বর্ণে, এবং স্বাদে পরাস্ত করিয়া দিতেছে।

আমেরিকায় আবার এই ফল এবং সব্জী সংরক্ষণ ব্যবসায় কি বিরাট আকারে চলিতেছে তাহার একটু আভাষ এই খানে দিতেছি।

মিঃ এড্‌উইন প্রাট্ তাঁহার Transition of Agriculture নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিতেছেন ১৯০৪ সালে কেবল মাত্র ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্‌এ ২০,০০০ হাজার ফল এবং শব্জী সংরক্ষণের কারখানায় নানাবিধ ফল ও শব্জী সংরক্ষণের ব্যবসা চলিতেছিল; এই সকল কারখানায় দশ লক্ষ লোক অন্ন সংস্থান করিয়া খাইতেছিল এবং আরও ৪০ লক্ষ লোক এই ব্যবসায়ের সাজ সরঞ্জাম অর্থাৎ টীনের কৌটা, কাচের শিশি, বোতল ছিপি, রবার, লেবেল ছাপা, কাঁচা মাল সরবরাহ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিল। ৪৫ লক্ষ বিঘাতে ৩০ হাজার farmer বা কৃষক ফল উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল এবং বৎসরে ১২ কোটী টাকার ফলের টীন এবং বোতল বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

১৯০৪ সালে আমেরিকার এক যুক্ত রাজ্য হইতেই ইংলণ্ডে যে পরিমাণ preserved fruits বা টীনের ফল আসিয়াছিল মিঃ প্রাটের পুস্তক হইতে নিয়ে তাহার একটা তালিকা দিলাম।

টীনে অথবা বোতলে রক্ষিত ফল—৫৯৯৩৩৫ হন্দর মূল্য ৩৯৪৭৭৬ পাউণ্ড।

ঐ সীম, শুঁটী, পেঁয়াজ প্রভৃতি—২৮৩১২৮ হন্দর মূল্য ২৯৪২৬৭ পাউণ্ড।

ঐ তরকারী ৫০৭৪ হন্দর মূল্য ৮২২৮ পাউণ্ড।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সংবাদে দেখিতে পাইবেন ১ হন্দর = ১ মণ সাড়ে চৌদ্দসের।
সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন কি বিরাট আকারে জগতের জীবন্ত জাতিরা এই ফলের ব্যবসায় করিতেছে। ১৯০৪ সালের বিবরণ এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার পর আরও এই ২২ বৎসরে এই ব্যবসায় যে আরও কত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা এখানে কেবল ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কথাই বলিলাম, কিন্তু ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি সমুদয় সভ্য দেশেই নানা আকারে ফল এবং শব্জী আদি রক্ষার বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে এবং তাহারা আপন আপন দেশের ক্ষুধা মিটাইয়া অপর দেশে রপ্তানী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিতেছে। এইবার—

"সকল দেশের রাণী সেযে
আমার জন্মভূমি" র

কথাট আলোচনা করা যাক্। এতক্ষণ যে ভূমিকা লিখিলাম এবং আগমনী গাহিলাম তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে "আর্য্যামি" প্লাবিত, "অহং জ্ঞানে" অন্ধ এবং সম্পূর্ণ রূপে আত্ম প্রতারিত দেশবাসীর নিকট নিজেদের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্ত।

বাংলাদেশের ন্তায় বিচিত্র ফল সম্পদে পূর্ণ দেশ পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই, অন্ততঃ ভৌগলিকেরা পৃথিবীর নানা দেশের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে কবি সত্য সত্যই বলিয়াছেন—

ধন ধান্তে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

এমন অজস্র ধারে বিধাতার করুণা আর কোনও দেশে বর্ষিত হইয়াছে কিনা জানিনা—ফুল, ফল, ধন, ধান্তের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পর্ব্বতের মধ্যে চির তুসারাবৃত অভ্রভেদী হিমালয়, নদীর মধ্যে বেগবতী স্রোতস্বতী ভাগিরথী, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও দামোদর, বিশাল বিটপী মণ্ডিত আসাম ও সুন্দর বনের অরন্যানী, যে দিকে তাকাও প্রকৃতির এমন অজস্র করুণা পৃথিবীর কোথায়ও এমন অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

আজ বাংলার ফল সম্পদের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বাংলাদেশে যে অজস্র ফল উৎপন্ন হয় এবং চেষ্টা করিলে এই ফলের পরিমাণ যে আরও কতগুণ বাড়ানো যাইতে পারে আজ সেই কথা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লীচু, পেয়ারা, কলা, নাসপাতি, পীচ্, জলপাই, জামরুল, গোলাপজাম, আতা, নোনা, ইত্যাদি নানা প্রকারের অসংখ্য ফল এই সময় বাংলা-দেশের গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক বাগানে বিনা আয়াসে অথবা অতি অল্প আয়াসে উৎপন্ন হয় এবং অতি অসম্ভব-রূপে অপচয় হইয়া যায়।

পূর্ব্বে এমন দিন ছিল যখন গ্রামের সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং সম্পন্ন গৃহস্থেরা এই সকল ফল বিক্রয়ের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। আমাদের শৈশব এবং যৌবনকালে গ্রামে দেখিয়াছি সম্পন্ন গৃহস্থেরা এই সকল ফল বিক্রয় করা অভ্যস্ত হেয় এবং অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন। আমাদিগের

বাগান গ্রামের মধ্যে খুব বড় বাগান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং অনেক ফল ফলিত। সে সময় চাষী প্রজাদিগের গ্রামে ফলের গাছ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। চাষের জন্য তাহারা সব জমিই আবাদ করিয়া ফেলিত, ফলের গাছ রোপণ করার রীতি তাহাদের মধ্যে ছিলনা; তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কারণে খুব সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে প্রজারা বৃক্ষাদি রোপণ করিত না।

প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে সকল পাট্টা কবুলতীর আদান প্রদান হইত তাহার প্রধান সর্ত্তই থাকিত যে বৃক্ষাদিতে প্রজার কোনও সর্ত্ত নাই। সকল পাট্টা কবুলতীতেই "বৃক্ষাদি রোপণ ভিন্ন ছেদন করিব না" এই বাঁধা গদটী লেখা থাকিত। বৃক্ষের উপর প্রজার কোনও সত্ব স্বামীত্ব না থাকার জন্তেই বোধহয় চাষী প্রজারা বাগ বাগীচা করার দিকে কখনও মন দেয় নাই।

ফলে কৃষকদিগের গ্রামের কোথাও তেমন বাগ বাগীচা দেখা যাইত না; পক্ষান্তরে ভদ্রলোকদিগের গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট হউক, বড় হউক বাগিচা থাকিবেই। বাগ বাগিচাহীন ভদ্রলোকের বাড়ী পল্লী-গ্রামে সচরাচর দেখা যাইত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রজাদের নিজের বাড়ীতে ফলের যখন গাছ নাই তখন তাহাদের মনিব বাড়ীতেই ফলের সময় ফল চাহিয়া আনিতে যাইত। আমাদের বাগানের ফলাদি প্রজারাই পাড়িয়া লইয়া যাইত। অভাবে পড়িলেও কোন গৃহস্থ আম কাঁঠালাদি বিক্রয় করিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিতেন; কিন্তু বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে এখন এমন কোনও গ্রাম, এমন কোনও বাড়ী নাই, যাঁহারা উদ্বৃত্ত ফলাদি ফড়িয়া এবং পাইকার দিগের নিকট বিক্রয় না করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি এই ফলের মরসুমে সমগ্র বাংলা দেশে বহু কোটী টাকার ফল পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কথাটা এইবার একটু বিস্তৃত আকারে বলিব।

গাছের পল্লব হইতে মুকুল, তাহার পর ফুল, তাহার পর গুটী, তাহার পর ফল, "ধরা ছোঁয়া দেওয়ার মত আকারে" দেখা দেয়। এই ফলের আবার শৈশব ও যৌবন আছে। ফলের যৌবন আমরা তখন বলি, যখন ফল বেশ শক্ত, আঁটু সাঁটু থাকে, সবে মাত্র গায়ে যৌবনের রং চড়িয়াছে, কিন্তু কোথাও নরম হয় নাই, টোল্ খায় নাই, কিম্বা হলদে হইয়া যায় নাই। পল্লবের মুকুল হইতে ফলের যৌবন পর্য্যন্ত যে সময় সে সময়টা ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং সময়টাও কথকটা লম্বা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেই যৌবনে পা দেওয়া, আর অমনি পাকা এবং পচন ক্রিয়া অতি দ্রুত আরম্ভ হয়।

ফলের জীবনের সহিত প্রাণী জগতেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে নানারূপ সতর্কতা অবলম্বন না করে, তবে যৌবন অতিক্রান্ত হইলেই বার্দ্ধক্য এবং জরার দ্বারা অতি শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। যাহা হউক আমরা দেখিলাম যে ফল যৌবনে পৌঁছিলেই অর্থাৎ পরিপুষ্ট হইলেই তাহা অতি শীঘ্রই পাকিয়া উঠে এবং তাহার একটু পরেই বার্দ্ধক্য ও জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ফলের মধ্যে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি সুস্বাদু ফল যেই পাকিতে আরম্ভ করিল আর অমনি ৮।১০ দিনের মধ্যে গাছ শূন্য হইয়া গেল। ছেলেবেলায় জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে না হইতে যেই আম, জাম ইত্যাদি সব ফুরাইয়া যাইত অমনি মনে হইত, হায়! ইহারা দুদিনেই কেন ফুরাইয়া গেল, ইহাদের কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না?

ইহা যে কেবল আমার মনে হইত তাহা নহে, অনেকেরই শৈশবের এই হতাশ এবং আক্ষেপের কথা বোধ হয় মনে পড়ে। মানব মনের এই হতাশ, অক্ষেপ, এবং অতৃপ্তি হইতেই জ্ঞান, বিজ্ঞান, এবং কল কারখানার সৃষ্টি হইয়াছে। সকল

আবিষ্কারের মূলেই এই অতৃপ্তি। বাংলা দেশের মানুষ শুধু হতাশ এবং আক্ষেপ করিয়াই ঘরে বসিয়া রহিল, অথবা আর এক কল্‌কে তামাক্ সাজিয়া ছিলিমে জোরে টান দিয়া কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া বাহির করিয়া সঙ্গীকে হাকিয়া বলিল—

"একবার জোরে পাশার দান দাওত!"

আর এই এশিয়া মহাদেশের অপর পারে পাশ্চাত্য দেশের যুবকেরা লাগিয়া গেল যে কেমন করিয়া এই সব সুস্বাদু ফলের পরমায়ু বাড়াইয়া এমন করিয়া রাখা যায়, যে অসময়ে ফলের যখন মরশুম্ নহে তখনও যাহাতে এই সব সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিতে পারা যায়। নানারূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পরীক্ষার পর পাশ্চাত্য দেশীয়েরা অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে নানারূপ ফল রক্ষা করার যে প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতে সমগ্র সভ্য জগতে কোটী কোটী টাকার বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে এবং নিতান্ত নিঃস্ব পর্ণকুটীর বাসীও ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে অনায়াসে যৎসামান্য মূলধনে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফল একবার পরিপুষ্ট হইলে তাহার পাকা এবং পচন অতি দ্রুত সাধিত হয়। বৈজ্ঞানিক ও রসায়ণবিদ্‌গণ বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যাবতীয় ফলের মধ্যে এক এক প্রকার বীজাণু আপন আপন ক্রিয়ার দ্বারা পরিপুষ্ট ফলকে পাকায় এবং একবার পাকাইতে পারিলে তাহাকে অতিশীঘ্রই পচাইয়া ফেলে। এই জন্যেই পাকিবার অত্যল্পকাল পরেই ফল পচিয়া মানুষের অখাদ্য হইয়া পড়ে। যেমন এই তথ্য আবিষ্কার হওয়া অমনি সকলে লাগিয়া গেলেন, কেমন করিয়া এই বীজাণুগুলিকে ফলের মধ্যেই মারিয়া ফেলিয়া তাহাদিগের গতি এবং ক্রিয়া নাশ করিয়া দিয়া ফলগুলিকে দীর্ঘকাল পচনের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। এই চেষ্টার ফলেই ফল সংরক্ষণ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা মানব জাতীর যে কি অসামান্য উপকার সাধিত হইয়াছে এবং অর্থোপার্জ্জনের যে কি বিরাট ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মিঃ এডউইন্ প্রাটের লিখিত যুক্তরাজ্যের ১৯০৪ সালের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ফলরক্ষণ ব্যবসায়ের মূল সূত্রটী এই যে অসময়ের জন্য ফলকে রক্ষা করিতে হইবে। কালো জামের ন্যায় মুখরোচক হজমীকারক, বহুমূত্র রোগনাশক সুস্বাদু ফল অতি কমই আছে। এই জাম যখন ফলে তখন এত অপর্য্যাপ্ত ফলে যে গাছের পাতা দেখা যায় না; কিন্তু অসুবিধা এই যে একবার পাকিতে আরম্ভ করিলেই এক সপ্তাহের মধ্যে গাছ শূন্য হইয়া যায় অথবা পচিয়া যায়। এই কালো জামকে এই সময়ে বোতলে পুরিয়া যদি সারা শরত, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত কাল ধরিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করা যায় তবে কি তাহা খুব আদরের সহিত বিক্রীত হয় না?

এই কালো জামের জেলী করিলে যে বছরে বাংলা দেশ হইতে বহু লক্ষ বোতল জেলী প্রস্তুত হইতে পারে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে আজ যে কোটী কোটী জাম গাছের তলায় পড়িয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে এক দিকে তাহার যেমন সদ্‌গতি করা হইবে, অন্য দিকে ইহার দ্বারা আবার হাজার হাজার লোকের উদরান্ন সংস্থানের উপায় হইতে পারিবে।

আনারস আর একটী উৎকৃষ্ট ফল, কিন্তু অত্যন্ত পচনশীল ও নরম দেহী; সংগ্রহ করিবার সময়, কিম্বা ঝুড়ী অথবা বস্তাবন্দী করিয়া আনা নেওয়ার সময় যদি মুটীয়া দিগের অসাবধানতাবশতঃ পার্শেল পড়িয়া যায়, কিম্বা অন্য কোনও কারণে আনারসের গায়ে আঘাত লাগে তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আহত স্থান হইতে পচনক্রিয়া শুরু হইয়া তৎক্ষনাৎ সমগ্র আনারসটিকে পচাইয়া একেবারে অখাদ্য

করিয়া তোলে। এই জন্ত আনারসকে রেলে অথবা ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া টীন অথবা বোতলে পোরার অনেক অসুবিধা আছে এবং এই সব পচনশীল perishable ফল তাহাদের উৎপন্ন স্থান হইতে এত দূরে আনিয়া বোতলে পুরিতে গেলে আরও যে সকল কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

আজ শুধু কেমন করিয়া ফলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে তাহাই বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জ্ঞাতব্য আরও অনেক কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এবার তাড়াতাড়ি ফলরক্ষনের প্রণালীটা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিবার কারণ এই যে ফলের মরসুম আরম্ভ হইয়াছে এবং শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। আর একমাস পরে শ্রাবণের সংখ্যা যখন বাহির হইবে তখন অনেক ফল শেষ হইয়া যাইবে। সে সময় ব্যবসাও বাণিজ্যের পাঠকগণ আর ফল রক্ষা করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইবেন না। এই জন্ত কি করিয়া টীনে অথবা বোতলে ফল রক্ষা করিতে হয় তাহার প্রণালীটা এখানে বর্ণনা করিতেছি।

ফলের মধ্যে যে সকল বীজাণু আছে তাহা মারিয়া ফেলিয়া ফল গুলিকে টিন অথবা বোতলের মধ্যে যদি এমন করিয়া রাখা যায় যে বাহিরের বাতাস কোনও মতে পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে দীর্ঘ কালের মত ফলকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। ধরুন যেন আপনি আনারস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নুন মাখাইয়া ধুইয়া পরিস্কার করিয়া বোতলে রাখিবেন। একটা বড় মুখওয়ালা বোতল সোডা ও সাবান জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া তাহার মধ্যে বোতলের গলা পর্য্যন্ত এই আনারস খণ্ডগুলি পুরিয়া দিন; আনারস যেন অত্যন্ত পাকা ভ্যাড় ভেড়ে না হয়। বাতী হইয়া সবে পাক ধরিয়াছে এইরূপ ফল preserve প্রিজার্ভ করিতে হয়; তাহা হইলে ফলগুলি বোতলের মধ্যে দেখিতে যেমন সুন্দর দেখায় আবার খাইতেও খুব সুস্বাদু হয়। বোতলে ঢালিবার জন্ত পূর্ব্বেই একতার বন্দ অথবা দুইতার বন্দ চিনির রস প্রস্তুত করিয়া রাখিবে; রসগোল্লার রস যেমন পাতলা হয়, চিনির রসও যেন তেমনি পাতলা থাকে। এই বোতলের মধ্যে এখন এই চিনির রস ঢালিয়া দিবে যাহাতে আনারসগুলি সব চিনির রসের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং রস বোতলের মুখ ছাপাইয়া থাকে।

প্রিজার্ভ করিবার জন্ত নানারূপ বোতল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। আমরা যে রূপ বোতলের কথা বলিতেছি সে বোতলের মুখে একটা কাঁচের ঢাক্‌নী থাকে; এই ঢাক্‌নীর নীচে একটা রবারের রিং থাকে। ঢাক্‌নী ও শিশির মুখের মাঝখানে এই রবারের রিং দেওয়া হয়। অর্থাৎ বোতলের মুখের উপর রবারের রিং রাখিয়া, তাহার উপর কাঁচের ঢাক্‌নীটী দিয়া সকলের উপর একটা পিতলের screw টপ বা স্ক্রু যুক্ত ঢাকনী আছে। উহা সহজেই বোতলের মুখে কসিয়া টাইট্ (tight) করিয়া দেওয়া যায়। বোতলে আনারস পুরিয়া তাহাতে চিনির পাতলা রস মুখ ছাপা ছাপি ঢালিয়া দিয়া মুখের উপর রবারের ring দিয়া তাহার উপর কাঁচের ঢাক্‌নী বসাইয়া পিতলের screw topটী ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আল্‌গা ভাবে বোতলেরমুখে লাগাইয়া দাও। ফল রক্ষার একদিকের আয়োজন শেষ হইল।

এখন একটী এলুমিনিয়ামের Sauce Pan এ অথবা flat bottom যুক্ত মাটীর কিম্বা কোন ধাতু পাত্রে এই ফলের বোতল গুলিকে রাখিয়া দাও। sauce pan এর নাম করিলাম যে হেতু বাজারে এলুমিনিয়ামের যে সকল sauce pan পাওয়া যায় সে সকলেরই তলা সমতল flat bottomed, এবং এইরূপ flat bottomed পাত্রের মধ্যেই বোতলগুলি স্থির হইয়া দাড়াইয়া থাকিতে পারে। এখন এই

sauce pan এর মধ্যে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিবে এবং এই পরিমাণ জল দিবে যাহাতে বোতলগুলির গলা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়া থাকে। এখন এই sauce pan টী উনুনের উপর চড়াইয়া জাল্ দাও।

একটী কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। sauce pan এর ভিতর বোতলগুলি রাখার পূর্ব্বে, তাহার তলায় এক খানি কাঠের তক্তা বা তেপায়া যুক্ত একখানি সচ্ছিদ্র টীন বা করগেটের চাদর রাখিয়া তাহার উপর বোতল গুলিকে সাজাইয়া রাখিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে sauce pan এর তলার সহিত কাঁচের বোতলগুলির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ থাকিলে (direct contact) আগুনের উত্তাপ যখন বেশী হইবে তখন বোতলগুলি ফাটিয়া যাইবার বা তাহার গায়ে crack হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য কাঠের তক্তা অথবা টীনের চৌকীর উপর বোতলগুলিকে রাখিয়া sauce panটী আগুনে চড়াইলে বোতলগুলি ভাঙ্গিবার কিম্বা crack হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম। বোতল যদি এইরূপে ফাটিয়া বা crack হইয়া যায় তাহা হইলে বাহিরের বাতাস বোতলের মধ্যে যাইয়া রক্ষিত ফলগুলিকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দিবে, সুতরাং সমুদয় আয়োজন ও চেষ্টা শেষে বৃথা হইয়া যাইবে।

sauce pan টী এইবার উনুনের উপর চড়াইয়া ধীরে ধীরে জাল্ দিতে হইবে এবং sauce pan এর মধ্যস্থিত জল আগুনের উত্তাপে ফুটিতে আরম্ভ করার পর আরও ১০ মিনিট কাল উনুনের উপর রাখিয়া পরে sauce pan টী উনুনের উপর হইতে নামাইতে হইবে এবং এইবার এক একটী বোতল sauce pan এর মধ্য হইতে বাহির করিয়া বোতলের মুখের screw top ঢাক্নীটি খুব করিয়া কসিয়া আটিয়া দিলেই আনারস প্রিজার্ভ করা হইয়া গেল।

গরম বোতলগুলি তাহার পর এমন যায়গায় রাখিতে হইবে যেখানে উহাদের গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে; কারণ ফুটন্তজলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসে রাখিলে কাঁচের বোতল ফাটিয়া যাইতে পারে; এই জন্য পুনরায় sauce pan এ রাখিয়া ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা মন্দ নহে, কিন্তু পুনরায় sauce pan এ বোতল দিয়া আরও আনারস প্রিজার্ভ করার দরকার হইতে পারে; এই জন্য যে বোতলগুলি তৈয়ারী হইয়া গেল তাহা রান্না ঘরের এমন কোনও কোনে রাখিয়া দিবে যেখানে ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে। শেষে বোতলগুলি জুড়াইয়া গেলে সুদৃশ্য লেবেল আদি আটিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিলেই হইল।

ইহাই সকল রকম খাদ্য সংরক্ষণের মোটামুটী principle বা সঙ্কেত। বহু টাকা মূলধন লইয়া ফ্যাক্টরী করিয়া বিরাট আকারে করিতে গেলে তখন জলের মধ্যে বোতলগুলিকে ফুটাইয়া জীবানুশূন্য না করিয়া ষ্টীমের মধ্যে এই কার্য্য অল্প আয়াসে, অল্প হাঙ্গামায় এবং এক সঙ্গে হাজার হাজার বোতল তৈয়ারী করা যায়; কিন্তু তাহা বহু অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ; আমাদের ন্যায় গরীব দেশে এবং গরীব লোকদিগের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর অথবা উপযোগী নহে। কুটীর শিল্পই আমাদের এখন বাঁচিবার একমাত্র পথ এবং সমবায় পদ্ধতিই তাহার একমাত্র সেতু। বারান্তরে সে সকল বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ফল রক্ষণের আসল (Principle) বা সঙ্কেত বুঝাইবার জন্য আমরা Sauce pan এর উল্লেখ করিয়াছি, কারণ প্রত্যেক বাড়ীতেই Sauce pan পাওয়া যায় এবং যে কেহ ৩।৪ টী বোতলে যে কোনও ফল বা খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য প্রিজার্ভ করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু যেমন তেমন ছোট ভাবে ব্যবসায় করিতে গেলেও যাহাতে প্রত্যেক বারে অন্ততঃ ২৫ টী করিয়া বোতল তৈরীকরা যায় এরূপ পাত্র প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ফল রক্ষার বিরাট কল কারখানা থাকিলেও ফ্রান্স, ইতালী

সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড ও আমেরিকার কৃষকদিগের গৃহে কুটীর শিল্পের আকারে বৎসর বৎসর বহুকোটী টাকার ফল রক্ষা করা হইয়া থাকে এবং এই সকল রক্ষিত ফল ফড়িয়া অথবা ব্যাপারীগণ কৃষকের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপন আপন ব্যবসায়ের নাম ও লেবেল আঁটীয়া বাজারে বিক্রয় করে।

ইহারা যে রূপ Steriliser বা ফল রক্ষা করার পাত্র ব্যবহার করে নিম্নে তাহার একটী অবিকল প্রতিলিপি দেওয়া হইল।
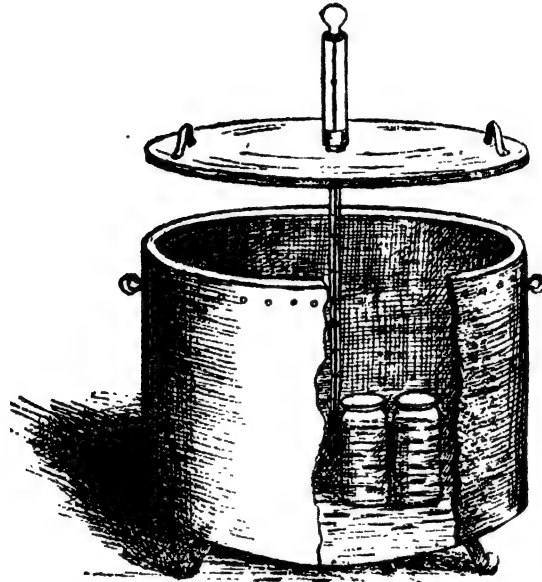
এই Steriliser প্রস্তুত কারককে বিলাতের Royal Horticultural society হইতে সুবর্ণ মেডেল প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহার গঠন ও নির্ম্মাণ প্রণালী অতি সহজ; যে কেহ ইহা মেরামত করিতে পারে এবং যেখানে ইচ্ছা সহজে ইহা আনা নেওয়া করা যায়।

পাত্রটী গোলাকার অথবা ডিম্বাকারে ডবলটীনের দ্বারা তৈরী। ষ্টীম কুকারের যেমন একটী Air Jacket থাকে ইহাতেও তেমনি একটী টীনের Jacket আছে। এই দুইটী পাত্রের মাঝখানে এক ইঞ্চ ব্যবধান আছে; সুতরাং Steriliser টীর চারিদিকে এক ইঞ্চ গরম বাতাসের আবরণ থাকায় বোতলগুলি যখন উনুনের উপর Sterilise করা হয় তখন এই গরম বাতাসের আবরণ বোতল গুলির উত্তাপের সমতা (maintains even and uniform temperature) রক্ষা করে। পাত্রটীর তলদেশে ঠিক তলার মাপে এক খানি টিনের অথবা করগেট সীটের সচ্ছিদ্র চৌকী থাকে, যাহার উপর বোতল গুলিকে দাঁড়াইয়া রাখা হয়। পাত্রটীকে আগুণের উপর হইতে নামাইবার জন্য দুই দিকে কড়া বা হাতল লাগানো আছে। পাত্রটীর ঢাক্নীর মাঝখানে একটী ছিদ্র আছে; ঐ ছিদ্রের মধ্যে

কর্ক আছে এবং তাহার ভিতর দিয়া একটী থার্ম্মমিটার Thermometer গলানো থাকে; থার্ম্মোমিটারটীর পারদাংশ পাত্রের ভিতরে যেখানে বোতল গুলি সজ্জিত থাকে তাহার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং পড়িবার অংশ ঢাক্‌নীর উপরে থাকে। পাত্রের মধ্যে বোতল গুলির উত্তাপ কত ডিগ্রী হইয়াছে তাহা এই থার্ম্মমিটার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। Sterilise করার সময় ভিন্ন ভিন্ন ফলের ভিন্ন ভিন্ন রকম উত্তাপ লাগে। পীচে যত ক্ষণ উত্তাপের দরকার, আনারস, আম অথবা জামে তত ক্ষণ উত্তাপের দরকার হয় না। এইজন্য নিখুঁত ভাবে ফলরক্ষার ব্যবসায় করিতে হইলে থার্ম্মমিটার যুক্ত Steriliser খরিদ করা ভাল এবং যুক্তিসঙ্গত। আমাদিগকে লিখিলেই আমরা অল্পব্যয়ে steriliser আনাইয়া দিতে পারি।

আমরা এখানে রবার রিং কাঁচের ঢাক্‌নী ও screw top মুখ ওয়ালা বোতলের কথা বলিয়াছি কারণ, তাহাই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বোতল। এইরূপ বোতলে রক্ষিত পদার্থ কস্মিন কালেও দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আরও অনেক রকম বোতল বাজারে বিক্রয় হয় যাহা দামে খুব সস্তা; এই সকল বোতলে ফলরক্ষা করিয়া গরম অবস্থায় মুখ খুব ভাল কর্ক দ্বারা আঁটীয়া তৎক্ষণাৎ বোতলের মুখ গালা দ্বারা ভাল করিয়া আঁটীয়া দিলেও বহু কাল পর্য্যন্ত খাদ্যাদি Preserved হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাজারে যে সব বোতল দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এইরূপ সহজ উপায়ে সস্তায় রক্ষিত; ৪।৫ বছরের মধ্যে ইহার কোনও অনিষ্ট হয় না; ইহা বহুরকমে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় খাদ্যাদি রক্ষা করা যায় টিনে। টিনের মধ্যে খাদ্যাদি রাখিয়া ঢাক্‌নীটি ঝালিয়া দিয়া মুখ প্রথমে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পরে ঢাকনীর মাঝখানে একটা পেরেকদ্বারা ছোট একটি ছিদ্র করিয়া দিতে হয়; তারপর টীনগুলি যথা নিয়মে Sauce pan এদিয়া ফুটাইয়া লইয়া উনুনের উপর হইতে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে ঢাক্‌নীর ছিদ্রের মুখ ঝালিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বহুকালের জন্য খাদ্য প্রিজাব করা হইয়া গেল।

যাহাহউক খাদ্যাদি সংরক্ষণ সম্বন্ধে আরও নানা কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। যাঁহারা আনারস সংরক্ষণ করিতে চান, তাঁহারা আনারসের খোসা ছাড়াইয়া চোখ গুলি তুলিয়া ফেলিয়া, ভিতরের ভুসুড়িটি বাদ দিয়া আনারসগুলিকে সমান ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রথমে পরিমাণ মত সামান্য নুন মাখাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া চিনির পাতলা রস বোতলের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মে প্রিজার্ভ করিয়া রাখিলে অসময়ে উহা খাইতে অমৃত তুল্য লাগিবে। পূজার সময় কিম্বা বড়দিনে এইরূপ এক বোতল যদি কেহ ॥০ আনা কিম্বা ৸০ আনা দামে বিক্রয় করে তবে অমারাই সমুদয় জিনিষ বেচিয়া দিবার ভার লইতে পারি।

আনারসের জ্যাম, জেলী, ও মার্ম্মালেডও অতি উত্তম তৈরী হইতে পারে, কিন্তু সে সব ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব। আজ আমাদের কয়েক সহস্র গ্রাহকের মধ্যে যদি এক জনও অতি সামান্য ভাবে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং আমাদিগের নিকট তাঁহার তৈয়ারী ফল এক শিশি পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন তবে আমরা আমাদিগের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

# কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায় এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায় এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায় সে দুই চারি পয়সার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাষ পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি পয়সা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

## ক্যাপক ( সিমুল তুলা )

বাজারে মজুত মাল এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী উভয়ই অল্প। দর চড়া। নূতন তুলার রপ্তানী পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। মে হইতে জুলাইয়ের মধ্যে দুইবার ডেলিভারি দিবার জন্য দুইবার ধুনা (double ginned) বীজ হীন ক্যাপকের ১৬৫ পাউণ্ডের কাঁচা বেলের দর ৪৯৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। এখানকার জন্য সাধারণ কোয়ালিটির কাঁচা দেড়মনী গাইট ১৮৲ হইতে ২০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। মে হইতে জুলাইয়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবার জন্য নূতন ক্যাপক স্বল্প পরিমাণে উপরিউক্ত দরে রপ্তানীর জন্য বিক্রয় করা হইতেছে।

## রবার

বাজার অত্যন্ত মন্দা। ক্রয় বিক্রয় আদৌ নাই। নগদ দামে যে এসর্টেড আসাম রবার তাড়াতাড়ি প্রেরণ করা যাইতে পারে, সেই রবারের কাঁচা বেলের দর ১৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু গুদাম হইতে মাল লইতে হইবে। বিলাতের বাজার ও সুবিধার নয়। চা বাগানের এসর্টেড (assorted মিশ্রিত) রবারের চাহিদা আদৌ নাই। এখানকার বাজারে ইওরোপ বা আমেরিকার খরিদ্দার আদৌ নাই। এখানকার জন্যেও যে বাজারে বেশী কেনা বেচা চলিতেছে, তাহা নহে। বিলাতের বাজার দরের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। দর প্রত্যহই উঠা নামা করিতেছে।

## নারিকেলের ছোবড়া

বাজার মন্দা, একই ভাবে আছে। আড়তদারেরা শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। দর অত্যন্ত চড়া। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। মফঃস্বল হইতে যে মাল আসিতেছে, তাহা অল্প। ইয়োরোপ বা অন্য কোন কোন বিদেশী বাজার হইতে মালের চাহিদা তেমন নাই। ৫ ৭ ৬ এফ ব্রাণ্ড (F Brand) উৎকৃষ্ট মালের ছোট ছোট গাঁইট অল্প পরিমাণে বাহিরে, বিশেষ ভাবে কেপের দিকে যাইতেছে। যে সকল দেশী খরিদ্দারের তাড়াতাড়ি প্রয়োজন, তাহাদের জন্য ২০০ পাউণ্ডের পাকা গাইট ৫৷৹ হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ২৫০ পাউণ্ডের কাঁচা গাইটও বাজারে আছে, কিন্তু উহা রপ্তানী করা হয় না।

অত্যধিক মূল্যের জন্য খরিদ্দারের সংখ্যা অল্প। ঔষধাদিতে ব্যবহারের জন্য ১নং তৈল ২০৴৹, মাঝারি ১৭৸৵১০ হইতে ১৮৵৹ পর্য্যন্ত, সাধারণ ১৭৸৵৹ দর।

---

# তৈল

## রেড়ির তৈল

অত্যধিক মূল্যের জন্য খরিদ্দারের সংখ্যা অল্প, ঔষধাদিতে ব্যবহারের জন্য ১নং তৈল ২০৴, মাঝারি ১৭৸৵১০ হইতে ১৮৵৹ পর্য্যন্ত, সাধারণ ১৭৸৵৹ দর বড় পিপা বা টিনে দুই মন তৈল ধরে। ছোট পিপাও আছে, তবে তাহার দর মন পিছু ৶৹ তিন আনা বেশী পড়ে। পাঁচ গ্যালন লোহার পিপায় মাঝারি তৈলের দর ১১৸৵৹, সাধারণ কোয়ালিটির দর ১১।৹ আনা। এখানকার জন্য কেনা বেচা সামান্য পরিমাণে হইতেছে। বীজের দর চড়া এবং পর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কল পুরা দমে চলিতেছে না।

## সরিষার তৈল

বাজারে মজুদ এবং মফস্বল হইতে আমদানীর পরিমাণ অল্প। দর চড়া। রপ্তানীর পরিমাণ পরিমিত। এখানকার জন্য বিক্রয়ের দর ২২৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত, রপ্তানীর দর ২৪৸৴ হইতে ২৭৸৴ পর্য্যন্ত। দুই মন পিপা বা টিনে করিয়া রপ্তানী হয়।

আধমন বা একমন পিপাও পাওয়া যায় মন পিছু ।৶০ আনা বেশী দিতে হয়। দেশী কার খানার তৈলই সাধারণতঃ রপ্তানী হয়। সাহেবদের কারখানার তৈল ঔষধে ব্যবহারের জন্য এখানেই চড়া দরে বিক্রয় হয়।

## নারিকেল তৈল

বাজারে যোগান এবং মজুদ মাঝারি রকম। মফঃস্বল হইতে আমদানীর কোনও ঠিক নাই; স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প; দর চড়া, বিদেশ হইতে কোন চাহিদা নাই। এখানকার জন্য যে তৈল বিক্রয় হইতেছে, তাহার দর ২২৷৷০ হইতে ২৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। রপ্তানীর দর ২৫৶ আনা হইতে ২৬৷৷৶ পর্য্যন্ত। রেড়ির তৈল যে ভাবে পিপায় রক্ষিত হয়, ইহাও সেইভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। ছোট টিনের দর মন করা ।৶০ আনা বেশী; কোচিন এবং কলোম্বর তৈলের আমদানী প্রচুর নহে এবং উহা নিয়মিত আসে না; ভাল কোচিন তৈলের দর সব চেয়ে চড়া। কারবার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

## চীনাবাদামের তৈল

বাজারে মজুদ এবং যোগান অল্প। মফঃস্বল হইতে তৈলের আমদানী নিয়মিত নহে। স্থানীয় উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ অল্প। দর চড়া। ইয়োরোপে বা অন্য কোন দেশ হইতে উহার চাহিদা আদৌ নাই। এখানকার বাজার হইতে রপ্তানী একেবারে নাই। এখানে ২১৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকা দরে উহা বিক্রয় হইতেছে। এখানকার খুচরা ক্রেতাদের লইয়া বাজারে কেনা বেচা চলিতেছে।

## তিসির তৈল

চাহিদা অত্যন্ত অল্প। রপ্তানী বিক্রয়নাই বলিয়া প্রায় সকল দেশীকলই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাহেবদের কারখানার তৈলের রপ্তানী কারকেরা আস্তে আস্তে দর নামাইতেছে। গ্যালন প্রতি স্পেশাল পেল পেল বয়লেড Special pale boiled তৈলের দর ৩৷০ আনা পেল বয়লেড ৩৶, ডবল বয়েলড ৩৲ টাকা কাঁচা (raw) ২৸৶ হইতে ২৸৵ পর্য্যন্ত। ৪০ গ্যালন পিপা বা আরও বেশী মালের দর আরও কম। যোগান এবং মজুদ অল্প। উৎপন্নের পরিমাণ কমান হইতেছে। মাল কাটান ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

## তিল তৈল

দর অত্যন্ত চড়া। স্থানীয় উৎপন্নের পরিমাণ অল্প। উহার আমদানী নিয়মিতভাবে হইতেছে না, রপ্তানীও বেশী হইতেছে না। এখানকার বাজার দর ২৪৲ টাকা হইতে ২৯৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় খুচরা ক্রেতারাই বাজার রাখিয়াছে। উৎকৃষ্ট তৈল সুগন্ধি তৈলের জন্য এবং ঔষধে ব্যবহার করিবার জন্য ক্রয় করা হয়।

---

# তৈলবীজ

## তিসি

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। রপ্তানী অল্প অল্প মাঝে মাঝে হইতেছে। এখানকার জন্য ভেজালের গ্যারাণ্টি না দিয়া ১০৲ হইতে ১১৲ টাকা দরে হলদে সরিষার বস্তা বিক্রয় হইতেছে। বাদামী রঙ্গের সরিষার দর ৯৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা রাই সরিষার দর ৮৷৷০ হইতে ৯৷৷০ টাকা। কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। হলদে সরিসার দরই অধিক। ইয়োরোপে রপ্তানীর জন্য শতকরা ৪ ভাগ ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া হলদে সরিষার সহিত রাই মিশান সরিষার দর ৯৷০ আনা।

## পোস্ত দানা

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। রপ্তানী বেশী নহে। বিদেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। ভেজালের আদৌ গ্যারাণ্টী দেওয়া হয় না। দর ৯৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ইউরোপে রপ্তানি করিবার জন্ত শতকরা পাঁচ ভাগ ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া পোস্ত দানার দর ১০৸০ আনা। নগদ দাম চাই। পোস্তর কোয়ালিটি সন্তোষজনক নহে। স্থানীয় খুচরা ক্রেতারাই বাজার রাখিয়াছে।

## তিল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বলে হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। বিদেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্ত তিল ৭৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। মান্দ্রাজ হইতে তিল অল্প পরিমাণে আসিতেছে। এখানকার খরিদ্দারই বাজার রাখিয়াছে।

## রেড়ীর বীজ

অল্পই রপ্তানী হইতেছে। বাজার মন্দা। বাজারে মজুদ এবং মফস্বল হইতে আমদানী অল্প। এখানকার জন্ত বাংলার এবং যুক্ত প্রদেশের রেড়ীর বীজ ৬৲ টাকা হইতে ৬৷৹ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। কোয়ালিটি ভাল। বাহির হইতে চাহিদা নাই। বিমলিপটম রেড়ীর বীজের বস্তার দর ১৬৲ টাকা।

---

# সার

## রেড়ির খইল

প্রতি মণের দর ৪৸০ হইতে ৪৸৵০ পর্য্যন্ত। রেল মাশুল সমেত দুই মণ বস্তার দর ১০৷০ হইতে ১০৷৵০ আনা পর্য্যন্ত। গুঁড়া খইলের জন্ত বস্তাপিছু ।০ আনা বেশী। সারবিক্রেতারা শতকরা পাঁচ ছয় ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## সরিষার খইল

প্রতিমণের বাজার দর ২৷০ আনা হইতে ২৷৵০ আনা পর্য্যন্ত। নূতন বস্তায় ভরা দুমণের দর বস্তার জন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা সমেত ৫৸০ আনা হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত। সার বিক্রেতারা শতকরা ৪৷৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## মহুয়ার খইল

খোলা মহুয়ার খইলের বাজার দর ১৷০ মণ। দুই মণ বস্তায় ভরা বস্তার জন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা দাম সমেত ৩৸০ আনা। বাজারে অল্প পরিমাণ মহুয়ার খইল আছে।

## চীনা বাদামের খইল

বাজারে অল্প মজুত আছে। খোলা মালের দর ৩৷০ হইতে ৩৷৵০ পর্য্যন্ত। বস্তার জন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা ও রেল মাশুল সমেত দুই মণ বস্তার দর ৭৸০ আনা। সার বিক্রেতারা শতকরা ৬৷৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## হাড়ের গুঁড়া

এক ইঞ্চিকে ৩২ ভাগ করিয়া তাহার ৩ ভাগ একত্র করিলে যত মোটা হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুনিতে চালিয়া যে হাড়ের গুঁড়া পাওয়া যায় তাহার দর ১১০৲ টাকা। এক ইঞ্চিকে ১৬ ভাগ করিয়া তাহার ৩ ভাগ একত্র করিলে যত মোটা হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুণিতে চালিয়া যে গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহার দর ১১৫৲ টাকা। ৩/১৬ ও ৩/৩২ আনষ্টিম্‌ড্ (3/16 and 3/32 **unsteamed**) হাড়ের গুঁড়ার দর যথাক্রমে ১০৫৲ টাকা ও ১০০৲ টাকা টন। দুই হন্দর ব্যাগে করিয়া চালান দেওয়া হয়। ৩/১৬ হাড়ের গুঁড়া বাজারে নাই। শতকরা ৪৷৷ ভাগ এমোনিয়া ও ৫০ হইতে ৫২ ভাগ ট্রাইবেসিক

ফস্‌ফেট অব লাইম থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। চা বাগানের জন্য হাড়ের গুঁড়ার steamed bone meal) দর প্রতি টন ১২০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। উহাতে শতকরা ৩॥ ভাগ হইতে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২০ হইতে ২২ ভাগ পর্য্যন্ত ফসফোরিক এসিড থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। বোন ডাষ্টের (bone dust) প্রতি টনের দর ১০০৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

## কৃত্রিম ও জৈবিক সার

ব্রিটিশ সালফেট অব এমোনিয়া ফেডারেশন লিঃর সালফেট অব এমোনিয়া ২ হন্দর ব্যাগে ভরা প্রতি টনের দর ১৯১৲ টাকা। শতকরা ২০৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। নাইট্রেট অব সোডায় শতকরা ১৫।১৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত প্রতি টনের দর ২১০৲ টাকা। ফিস্‌ গুয়ানো অর্থাৎ মাছ পচা এবং পশুপক্ষী ইত্যাদির বিষ্ঠায় শতকরা ৭ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮ ভাগ ফসফরিক এসিড থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া থাকে, প্রতি টনের দর ১৭৫৲ টাকা হইতে ১৮০৲ টাকা। বেসিক শ্লাগে শতকরা ১৬ হইতে ১৮ ভাগ ফসফোরিক এসিড আছে। রেলে বা জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত প্রতি টনের দর ৭০৲ টাকা। রেলে বা জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত সিঙ্গল সুপার ফসফেটের দর ৯০৲ হইতে ৯৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। ডবল সুপার ফসফেটে শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ ফসফো- রিক এসিড থাকে দর, ১৮০৲ টাকা হইতে ১৮৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। মিউরিয়েট অব পটাসে শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ থাকে—দর ১৩০৲ টাকা। সল্‌ফেট অব পটাশের শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ থাকে, দর ১৮০৲ টাকা। সিলভিনাইটে শত করা ২০ ভাগ পটাশ আছে, দর ৯০৲ টাকা। নাইট্রেট অব পটাশে শতকরা ৯॥ হইতে ১০ ভাগ পটাশ ও ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ২৩০৲ টাকা। উপরে যে দর দেওয়া হইল তাহা রেলে এবং আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের জন্য জাহাজে (Inlands teamer) তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর।

## গম

রপ্তানী অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী পর্য্যাপ্ত নহে। এখানকার জন্য বস্তার ওজন সমেত মালের দর ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ভেজালের কোন গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না। ১০০ মণে ২॥ মণ ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া ২নং ক্লাব হুইটের বস্তা ৬॥০ হইতে ৬॥৵০ গুদাম বা রেলওয়ে শেড হইতে নগদ দাম দিয়া লইতে হইবে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় চাহিদাতেই বাজার বেশ চলিতেছে।

## সাদা মটর

দর চড়া। রপ্তানী মাসে মাসে হইতেছে। এখানকার জন্য যে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে উহার দর ৪।৵০ হইতে ৫।০ পর্য্যন্ত বস্তা। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না, গুদাম হইতে নগদ দাম দিয়া মাল খালাস লইতে হইবে। রপ্তানীর জন্য ১০০ মণে পাঁচ মণ ভেজাল দেওয়া মালের ডকে পৌছাইয়া দেওয়ার খরচ দর ৪৮০ আনা হইতে ৪৮৵০ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই কিনিতেছে। নূতন ফসলের কোয়ালিটী ভাল। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই।

## কাঁচা মটর

বাজারে মজুদ মাল এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী অল্প। এদেশের জন্য তৈরী বস্তা ৩৮০ আনা হইতে ৪।০ আনাদরে বিক্রয় হইতেছে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না। নগদ দাম চাই। কোয়ালিটী সন্তোষ জনক নহে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানীর জন্য ১০০ মণে

পাঁচমণ ভেজাল দেওয়ার গ্যারাণ্টি যুক্ত মালের দর ৪৵০ হইতে ৪৴০ পর্য্যন্ত। এখানকার ক্রেতারাই মাল কিনিতেছে।

## খেসারি মটর

বাজারে মজুত এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী পর্য্যাপ্ত নহে। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় অত্যন্ত অল্প। এখানকার জন্য যে মাল বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া নহে। দর ৩।০ আনা হইতে ৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ১০০ মণে পাঁচমণ গ্যারাণ্টি দেওয়া মালের দর ৩৸৴০ হইতে ৩৸৵০ পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই। কোয়ালিটী খারাপ হইয়াছে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। বাজার মন্দা।

## কুলথ কড়াই

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া রপ্তানী আদৌ নাই, ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া নাই, এরূপ মালের দর ৩৸৵০ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। নগদ দাম চাই। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। এখানকার ক্রেতারাই মাল কিনিতেছে।

## যব

দর চড়া। বাহির হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানী নাই বলিলেও হয়, মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প হইতেছে। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি না দিয়া নগদ দামে এখানকার জন্য ৩৸০ হইতে ৫৲ টাকা দরে বিক্রয় করা হইতেছে। ইয়োরোপে রপ্তানীর জন্য ১০০ মণে ৫ মণ ভেজাল দেওয়ার গ্যারাণ্টি যুক্ত মালের দর ৪॥০ হইতে ৪॥৵০ পর্য্যন্ত। এখানকার খরিদ্দাররাই মাল কিনিতেছে। কোয়ালিটি সন্তোষ জনক নহে।

## মুসুর কড়াই

রপ্তানী বিক্রয় মন্দা যাইতেছে। দর চড়া। বাহির হইতে চাহিদা নাই। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে যোগান বেশী নহে। কোয়ালিটি সন্তোষ জনক নহে। এখানকার জন্য ভেজালের গ্যারাণ্টি দিয়া নগদ দামে ৪॥০ হইতে ৫৸০ দরে মাল বিক্রয় হইতেছে। রপ্তানীর জন্য ১০০ মণে পাঁচমণ ভেজাল দেওয়া মালের দর ৫।৵০ হইতে ৫॥০ আনা পর্য্যন্ত। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই মাল কিনিতেছে।

রপ্তানী বিক্রয় অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। ভেজালের কোনরূপ গ্যারাণ্টি না দিয়া নগদ দামে ৪৸০ আনা হইতে ৫॥০ আনায় মাল বিক্রয় হইতেছে। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ১০০ মণে পাঁচমণ ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া মালের দর ৫৵০ হইতে ৫৴০ পর্য্যন্ত। কোয়ালিটি সন্তোষ জনক নহে। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই বাজার রাখিয়াছে।

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী প্রচুর নহে। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয়ের জন্য ভেজালের গ্যারাণ্টি না দেওয়া মালের দর ৩৸০ আনা হইতে ৪৸০ আনা পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে নগদ মাল খালাস লইতে হইবে। ইয়োরোপে রপ্তানীর জন্য ১০০ মণে ১০ মণ ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া মালের দর ৪৵০ হইতে ৪।০ আনা পর্য্যন্ত। কোয়ালিটি পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। কারখানার জন্যই মাল কেনা হইতেছে।

## ছোলা

চাহিদা অল্প। দর চড়া। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। রপ্তানী অল্প। এখানকার জন্য যে মাল বিক্রয় হইতেছে, তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া নয়। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। দর ৫॥০ হইতে ৬॥০ পর্য্যন্ত। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প।

কোয়ালিটি পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ। স্থানীয় ব্যবসাদারেরাই মাল কিনিতেছে।

## ভুট্টা

দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় বেশী হইতেছে না। এখানকার বিক্রয়ের জন্য দর ৩৸০ আনা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত; উহাতে ভেজালের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না। গুদাম হইতে নগদ মাল খালাস লইতে হইবে। বিদেশ হইতে চাহিদা নাই। যাহারা আটা-ময়দার কারবার করে, তাহারাই উহার প্রধান ক্রেতা। রেঙ্গুনের ভুট্টার আমদানী এবং বাজারে মজুদ অল্প।

## ডাল

রপ্তানী বিক্রয় বেশী নয়। কোয়ালিটি সুবিধার নয়। দর চড়া। এখানে বিক্রয়ের জন্য মাল সহরের গুদাম হইতে এবং মফঃস্বলে রেলওয়ে শেড্ হইতে লইতে হইবে। বিদেশে যে সকল স্থানে কুলী আছে সেই সকল স্থানে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ডাল রপ্তানী হইতেছে। বাজার মন্দা। স্থানীয় ব্যবসাদরেরা মাল ক্রয় করিতেছে। দর এইরূপ :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মুগের দাল | কাঁচা ও ভাজা | ৯৲ | হইতে | ১৬৲ |
| খাঁড়ি মুসুর | | ৯৲ | ,, | ১০৲ |
| কলাই | দেশী ও পশ্চিমে | ৬৲ | ,, | ৮৲ |
| অড়হর | | ৬৲ | ,, | ৮৲ |
| ছোলা | ,, | ৫॥০ | ,, | ৬॥০ |
| মটর | ,, | ৫॥০ | ,, | ৬॥০ |
| মুসুর | ,, | ৫॥০ | ,, | ৭৸০ |
| খেঁসারী | ,, | ৪৷৵০ | ,, | ৫৲ |

## ময়দা, আটা ও ভুষি

বাজারের অবস্থা মন্দা। নিম্নে মাল প্যাক করার খরচ সমেত দর দেওয়া যাইতেছে। মাল কল হইতে খালাস লইতে হইবে।

| | | |
|---|---|---|
| পেটেণ্ট ময়দা | ৯৵০ | মন |
| অত্যুৎকৃষ্ট ময়দা | ৯৲ | ,, |
| মাঝারি ,, | ৮৸৵ | ,, |
| খারাপ ,, | ৮৵০ | |
| সুজি ,, | ৯৲ | ,, |
| আটা বি | ৮৸৵ | ,, |
| আটা ১নং | ৮॥৵০ | ,, |
| আটা ২নং | ৮॥০ | ,, |
| আটা ৩নং | ৬৲ | ,, |
| ভুষি | ৩॥৵ | ,, |

## সাদা পাটনাই চাউল

বাজার বেশ টান। দর চড়া। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী খুব বেশী নহে। ১নং সীতা—৮॥৵০, ২নং সীতা—৮৷৵০, ৩নং সীতা—৮৵০ আঁকাড়া চাউল—৭।০ হইতে ৭॥০ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে নগদ মাল খালাস লইতে হইবে। এখানকার জন্য আঁকাড়া চালের ব্যবসা কিছু চলিতেছে। কোয়ালিটি মাঝারি রকম। খরিদ্দার যে দরে চাহিতেছে, তাহাতে বনিতেছে না বলিয়া রপ্তানী কারকেরা বেশী চালানের কাজ করিতেছে না। রপ্তানীর পরিমাণ বেশী নহে।

## ভাঙ্গা মেজের চাউল

চাহিদার জোর নাই। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় অল্প; মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প চালান হইতেছে। ইয়োরোপে চালান দিবার জন্য ১নংএর দর ৫॥০, ২নং এর দর ৫।৴ আনা। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। বাহির হইতে চাহিদা নাই। স্থানীয় ক্রেতারা নিয়মিত কিনিতেছে।

## পুরাতন চাউল

দর চড়া বলিয়া রপ্তানী বিক্রয় অল্প। রপ্তানী কারকেরা চালানের কাজ ভাল করিতেছে না। কোয়ালিটি মাঝারি। এখানকার জন্য ইহার আদৌ চাহিদা নাই। রপ্তানী বিক্রয়ের দর ৮৷৵ হইতে ৮৸৹ আনা পর্য্যন্ত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ১নং সীতার দর মণ পিছু ৷৹ আনা বেশী। আঁকাড়া চালই রপ্তানী হয়। সবচেয়ে সরেস চালের বিক্রয় কম।

## চিনি সক্কর চাউল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। চাহিদা অল্প। রপ্তানী বিক্রয়ের চাহিদা বিশেষ ভাবে অল্প। এখানকার জন্য গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে, দর ১০৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত। নূতন চালের কোয়ালিটি মন্দ নহে। স্থানীয় ক্রেতারা চড়া দরেও পুরাতন চাউল কিনিতে চাহে। ইউরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা আদৌ নাই।

## দাদখানি চাউল

কোয়ালিটি উৎকৃষ্ট। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা নাই। এখানকার জন্য বিক্রয়ের দর ৮৲ হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। নূতন চালের কোয়ালিটি মাঝারি। চড়া দর সত্ত্বেও এখানকার ক্রেতারা পুরাণ চাল পছন্দ করে। রপ্তানী কারকেরা নূতন চাল চাহে।

## বাঁকতুলসী চাল

চাহিদা অল্প। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী অল্প। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় অল্প। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে আদৌ চাহিদা নাই। এখানকার জন্য গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। দর ৮৷৹ আনা হইতে ৮৸৹ আনা পর্য্যন্ত। রপ্তানী কারকেরা নূতন মালই চাহে। এখানকার ক্রেতারা চড়া দরেও পুরাণ চাল ক্রয় করে। নূতন চালের কোয়ালিটি মাঝারি।

## সিদ্ধ পাটনাই চাউল

দর চড়া। চাহিদা অল্প। রপ্তানী বিক্রয় বেশী নহে। এখানকার জন্য দর ৭৷৵ হইতে ৭৸৵ পর্য্যন্ত। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। সরেস ১নং সীতা চাউলের দর মন পিছু ।৹ আনা বেশী। ইয়োরোপ বা অন্য কোন দূর দেশ হইতে চাহিদা নাই। বিক্রয়ের জন্য আছাঁটা চাউল প্রচুর আছে। স্থানীয় ক্রেতারা কিনিতেছে।

## বালাম চাউল

চাহিদা বেশী নহে। বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী প্রচুর নহে। গুদাম হইতে মাল খালাস লইতে হইবে। ৭৷৹ হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। সত্বর যোগানের জন্য স্থানীয় ক্রেতারা মাল কিনিতেছে। কুলী প্রধান স্থানে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে কিছু পরিমাণে রপ্তানী করা হইয়াছে। নূতন চালের কোয়ালিটি মাঝারি।

## নাগরাইচাউল

বাজারে মজুদ এবং মফঃস্বল হইতে আমদানী বেশী নহে। দর চড়া। রপ্তানী বিক্রয় মাঝামাঝি। এখানকার জন্য নাগরাই চাউলের দর ৬৷৹ হইতে ৬৷৹ পর্য্যন্ত। আসল ভেজালহীন নাগরাই চাউলের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প। নানারূপ দেশী চাউল মিশাইয়া তাহাই ১নং, ২নং ও ৩নং বলিয়া বিদেশে চালান হইতেছে।

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বৰ্ষ ] শ্রাবণ ১৩৩৩ [ ৪র্থ সংখ্যা


## কাঠের পালিশের ব্যবসায়

কেমন করিয়া শিরিশ কাগজ দিয়া কাঠ ঘসিতে হয়, সে বিষয়ে যাহাদের জ্ঞান আছে এই স্থানে কাঠ রঙ করিবার যে পন্থা উল্লিখিত হইবে উহা তাহাদের নিকট সহজ বলিয়াই মনে হইবে। ১নং শিরিশ কাগজ দিয়া উহা বেশ করিয়া ঘসিতে হয়। কাঠের আঁশগুলি যে ভাবে আছে, সেই ভাবে কাঠ শিরিশ দিয়া ঘসিতে হয়; আঁশের যে ভাবে অবস্থান সেই ভাবে শিরিশ কাগজ না টানিলে কাঠের উপরিভাগে আঁচড় পড়িয়া যায়। ১নং শিরিশ কাগজ ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। ঘসা হইলে কাঠের গুঁড়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। কাঠে যেরূপ রঙ করিতে হইবে সেইরূপ কিছু রঙ এবং উহার দ্বিগুণ পরিমাণ সাইজ ( Size ) একজাতীয় গঁদ ( যাহা বার্ণিসের কাজে ব্যবহৃত হয় ) লইতে হইবে। একপাইট জলে রঙ গুলিয়া একটি পাত্রে সাইজ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। উহা ভিজিয়া ভাল করিয়া গলিয়া যাইলে রঙ মিশাইতে হইবে। ধূসর, পাংশু, বাদামী সবুজ, হলদে প্রভৃতি রঙে রঞ্জিত করিলে ভারি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। বিলাতে শয়ন গৃহের অধিকাংশ আসবাবই এই সকল রঙের হইয়া থাকে। কাঠে যদি কোন ছিদ্র, গর্ত্ত, বা আঁচড় থাকে তাহা হইলে রঙ করিবার পূর্ব্বেই তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন। কাঠটি যে রঙে রঞ্জিত করিতে হইবে, সেই রঙ হোয়াইটিং এর সহিত মিশাইয়া (বাজারে যাহাকে পুডিং বলে) তাহাদ্বারা ছিদ্র বা আঁচড় বুজাইতে হইবে। ধরুন একটি আসবাব হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি ছিদ্র রহিয়াছে। খানিকটা হরিদ্রা

ঙ (Yellow ocrhe) এবং সূক্ষ্ম হরিদ্রা চূর্ণ অল্প জল দিয়া বেশ ঘন করিয়া মাখিয়া তাহার দ্বারা ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর তুলি বা ব্রুসের সাহায্যে কাঠ রঙ করিতে হইবে; কিন্তু সাবধান রঙ লাগাইবার সময় কাঠের উপর বুদ্বুদ যেন না থাকিয়া যায়।

রঙ লাগাইবার সময় যদি রঙ সাদা হইয়া যায়, তাহাতে ভয় পাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—উহা শুষ্ক হইয়া যাইলেই আসল রঙ ফুটিয়া উঠিবে। তাহার পর ১নং শিরিশ কাগজ দিয়া উহা আর একবার ঘসিয়া ফেলিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। যাহাতে কাঠ বেশী রঙ না টানিয়া লয় তাহা নিবারণ করিবার জন্য পাতলা করিয়া স্পিরিট বা পালিস এক পোঁছ লাগাইয়া দিতে হইবে। কাঠ সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইলে রঙ স্থায়ী করিবার জন্য খানিকটা জলে সামান্য পরিমাণ মদ বা চিনি মিশাইয়া উহাতে দিতে পারা যায়। আর একবার পাতলা করিয়া স্পিরিট এবং বার্নিস বা পালিস লাগাইতে হইবে। উহা হইয়া যাইলে শেষবারের জন্য বার্নিস বা ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইতে হইবে; তাহা হইলেই কাঠের জিনিসটির পালিশের কাজ শেষ হইয়া যাইবে।

লগ উড (logwood) রেড স্যাণ্ডার্স (red sandars), ম্যাডার (madder,) ফুষ্টিক (fustic), অর্চেলা (orehella), সাফ্লাওয়ার (safflower), চন্দন (sandal), সকোট্রিন এলোজ (Socotrine aloes), বারবাডোজ এলোজ (Barbadoes aloes,) এবং নাটগ্যাল (nutgalls) হইতে যে সকল রঙ পাওয়া যায়, তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল রঙ যে বৃক্ষজাত রঙ তাহা বলিয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এতদ্ভিন্ন এখানে সেখানে আরও অনেক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে যাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে নানারূপ রঙ পাওয়া যাইতে পারে। কালজাম, একটু ফিটকিরি ও হীরাকস মিশাইয়া জলে ফুটাইলে ভাল নীল রঙ পাওয়া যায়। ফটকিরি ও হীরাকষ মিশ্রিত জলে ন্যাটগ্যাল (প্রধানতঃ ওক গাছের রস) মিশাইয়া ফুটাইলে গাঢ় বাদামী রঙ পাওয়া যায়। ফটকিরি, ভারডিগ্রিস (verdegris) ও সাল এমোনিয়াক (sal-amoniac) একত্রে মিশাইলে উহা হইতে নানা প্রকারের বেগুনী এবং লাল রঙ পাওয়া যায়। এলডারবেরীর (Alderberry) ফল ফিটকিরি মিশ্রিত জলে ফুটাইলে নীল রঙ পাওয়া যায়। প্রাইভেট (privet) নামক একজাতীয় বিলাতী উদ্ভিদ নুন জলে ফুটাইলে কাজের উপযোগী রঙ পাওয়া যায়। সুপক্ক বেরী হইতে লাল রঙ হইতে পারে। কিউর‍্যান্ট বুসের (Currant bush) ছাল ফিটকিরির জলে ফুটাইলে বাদামী রঙ পাওয়া যায়। আপেল, বন (bon) এ্যাস (ash), বাকথর্ণ (buckthorn), পপলার (poplar) এল্‌ম (elm) প্রভৃতি গাছের ছাল ফিটকিরির জলে ফুটাইলে হলদে রঙ হয়। ব্রুমকর্ণ (broom corn) ভুট্টা জাতীয় একপ্রকার গাছ হইতে সুন্দর সবুজ রঙ পাওয়া যায়।

নানা রঙের কাঠের সমাবেশে যে কারুকার্য্য হইয়া থাকে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রং করিয়া তাহার অনুকরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই রঙ বৃক্ষজাত রঙেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ উহা স্থায়ীও হয় এবং কোন প্রকার বদগন্ধও বাহির হয় না। বিলাতে এক বোতল রাসায়নিক রঙ এবং পালিশ ছয় পেন্সে (প্রায় ছয় আনা) কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সাত প্রকার রাসায়নিক রঙ এবং অন্য তিনটি জিনিষ একটি বাক্সে ভরিয়া পাঁচ শিলিং মূল্যে বিক্রয় করা হয়। ওয়ালনাট্, মেহগনি, ইবনি, সবুজ, লাল, হলদে, রোসউড, সাটিনউড, ধূসর, অলিভ, নীল, এবং সিঁদুরে লাল (Crimson) এই কয় প্রকার রংই সাধারণতঃ কাঠের কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফ্রেঞ্চ পালিশের জন্য রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় রঙ করিতে যাইয়া কোন কোন কাঠ অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া পড়ে।

অবশ্য শিরিষ কাগজ দিয়া ঘসিলে উহা পরিষ্কার হয়. কিন্তু বার্ণিশ বা পালিশ লাগাইবার পর ছাপ ছাপ রঙ ফুটিয়া ওঠে। যদি প্রথমে বেশ করিয়া শিরিশ দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তরল রাসায়ণিক রঙ লাগাইবার পর কাঠের আঁশ উঠিয়া পড়ে না। যাহাতে আঁশ উঠিয়া না পড়ে তজ্জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আর এক প্রকার উপায়ে উহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শিরিশ কাগজ দিয়া কাঠখানিকে বেশ করিয়া ঘসিয়া ফেলিবার পর পরিষ্কার জলে অল্প অল্প ভিজা স্পঞ্জ বুলাইয়া লন, ইহাতে আঁশ ফুলিয়া উঠে এবং শুকাইয়া যাইবার পর উহা চাঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া লন।

কোন কোন জাতের কাঠকে কয়েকবার এই প্রকারে পরিষ্কার করিতে হয়। যে সকল কাঠ কাঠের উখা দিয়া বা নিকৃষ্ট শিরিশ কাগজ দিয়া মসৃণ করা হয়, তাহার আঁশ পরিষ্কার করিতে অত্যান্ত বেগ পাইতে হয়। রাসায়ণিক রঙ লাগাইবার পর যখন আঁশ উঠিয়া পড়ে, তখন অনেকে ভিজা থাকিতে থাকিতে ১ নম্বর শিরিশ কাগজ দিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার রঙ লাগান, কিন্তু পূর্ব্বের মত বেশী পরিমাণে নহে। কাঠে তিসির তৈল লাগাইয়া তাহা রঙ করিতে পারা যায়, কিন্তু রঙ বেশী পড়িয়া যাইলে তাহা মুছিয়া লইতে হইবে। এলোমেলো ভাবে মুছিলে চলিবে না, যে দিকে আঁশ আছে, সেই দিকে টানিয়া আস্তে আস্তে মুছিতে হইবে। পাত্‌লা পালিশ শুষিয়া লইবার জন্য যে রবার আছে, তাহার প্রয়োগেও অনেক সময় আঁশ উঠিয়া কাঠ অপরিষ্কার হইয়া পড়ে। পিউমিস (Pumice) চূর্ণ অপরিষ্কার কাঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া বেশ করিয়া ঘসিতে ঘসিতে উপরিভাগ যখন কঠিন হইয়া আসিবে তখন রঙ্গিন পালিশ লাগাইলে বেশ কাজ হয়।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল জিনিষকে মেহগনি কাঠের প্রস্তুত বলিয়া মনে করি, তাহার অধিকাংশই যে নকল, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। কি করিয়া সাধারণ কাঠকে নকল মেহগনি করিতে হয় নিম্নে তাহার উপায় বিবৃত করা হইতেছে।

প্রথমে কাঁচা সিয়েনা sienna) এক প্রকার কমলালেবুর রঙ জলে পিষিয়া তাহা এবং ওক গাছের রঙ (Oak stain) একত্র করিয়া কাঠের উপর এক পোঁছ দিতে হইবে। উহা যখন কাঠে ধরিতে আরম্ভ করিবে, তখন খানিকটা ক্যাম্বিস বা ন্যাকড়া দিয়া শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু এলোমেলো ভাবে না ঘসিয়া আঁশ যে ভাবে অবস্থিত সেই ভাবে ঘর্ষণের গতি দিতে হইবে; ইহাতে সকল আঁশ সোজাভাবে পড়িয়া থাকিবে, নহিলে উঠিয়া অপরিষ্কার হইয়া যাইবে। শুকাইয়া যাইলে বাদামী আভাযুক্ত হলদে রঙের জমী প্রস্তুত হইবে। যে মেহগনির নকলে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে, যদি তাহার রঙ গাঢ় বা ফিকে হয়, তবে সেই অনুসারে রঙ গাঢ় কিম্বা ফিকে করিয়া তুলিতে হইবে। পোড়া সিয়েনা গদের (size) সহিত মিশাইয়া উহা একপোঁছ্ লাগাইয়া ঘসিতে হইবে। সিয়েনার পরিমাণের তারতম্য অনুসারে রঙ ফিকে বা গাঢ় লাল হইবে। পূর্ব্বের মত আবার মুছিয়া ফেল; সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যাইলে একটুকরা ক্যাম্বিস দিয়া বা যে শিরিশ কাগজ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দিয়া ঘসিয়া ফেল। তাহার পর একপোঁছ লাল (red oil) লাগাইতে হইবে। তৎপরে পালিশ করিতে হইবে। যদি প্রয়োজনানুরূপ রঙ না হয়, তাহা হইলে দু'এক পোঁছ্ লাল পালিশ লাগাইতে হইবে, কিম্বা লাল পালিশে সামান্য একটু কাল রঙ মিশাইয়া তুলি দিয়া তাহা পরিষ্কারভাবে লাগাইতে হইবে। কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বে তুলি দিয়া একপোঁছ পালিশ প্রয়োগ করিয়া পালিশের সহিত জমাট বার্ণিশ মিশাইয়া তাহা লাগাইতে হইবে তাহার পর রবার দিয়া আস্তে আস্তে ঘসিয়া মসৃণ করিতে হইবে।

নকল মেহগনি করিবার পক্ষে মার্কিণ দেশীয় হোয়াইট-

উড (white wood) বা বেস উড (bass wood) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু উপরে নকল মেহগনি করিবার যে পন্থার উল্লেখ করা হইল, সে উপায় এ ক্ষেত্রে খাটিবে না। প্রথমে এই কাঠে পারমাঙ্গানেট অব পটাশ (permanganate of potash) এক পোঁচ্ লাগাইতে হইবে; ইহার রঙ উজ্জ্বল সিন্দূরের মত (bright crimson); শুকাইয়া যাইলে উহা বাদামী বা হলদে হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি উহা কাঠে লাগাইতে হইবে।

একটা বড় পাত্রে উহা লইয়া স্পঞ্জের সাহায্যে লাগানই শ্রেয়ঃ। অবশ্য প্রশস্ত কাঠে লাগাইবার সময় এইরূপভাবে প্রয়োগকরাই যুক্তি সঙ্গত; ছোট ছোট জিনিষে অন্যভাবে যোগাইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। শুকাইয়া যাইলে পুরান শিরিশ কাগজ দিয়া আল্‌গাভাবে ঘসিতে হইবে। তৎপরে পুরাতন বিয়ারের (stale beer) সহিত পোড়া সিয়েনা মিশাইয়া তাহাই লাগাইতে হইবে। কিন্তু সাবধান যেন উহা অত্যন্ত লাল না হইয়া যায়। গাঢ়ভাবে একপোঁচ্ লাগাইয়া যেরূপ কাজ হয়, পাতলাভাবে দুই পোঁচ্ লাগাইলে তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল কাজ হয়, শুকাইয়া যাইলে রঙ উঠিয়া না যায় এইরূপভাবে আস্তে আস্তে আর একবার শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া এক কোট সাইজ লাগাইতে হইবে। তাহার পর পালিশ করিলেই উহা নকল মেহগনি হইবে।

## কাঠের উপর পালিশ

সাধারণ কাঠকে মূল্যবান কাঠের আকারে পরিণত করিবার নানা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

### ওয়াল্ নাট্

নিম্নলিখিত যে কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধারণ কাঠকে ওয়াল নাট কাঠের মত করিতে পারা যায়।

১। নাটগল (Nut-gall) খানিকটা, ভেনডাইক ব্রাউন (Vandyke brown) খানিকটা, আমেরিকান পটাস সিকি পাউণ্ড, জল এক গ্যালন। প্রথমে নাটগল বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া পটাশের সহিত মিশাইতে হইবে, তারপর উহাতে গরম জল মিশাইতে হইবে। ঠাণ্ডা বা গরম যে কোন অবস্থায় উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইচ্ছা হইলে উহার সহিত কিছু ব্রাউন আম্বার (brown amber) মিশাইতে পারা যায়।

২। ভেনডাইক ব্রাউন ও ব্রাউন আম্বার সম পরিমাণে তরল এমোনিয়ার সহিত মিশাইতে হইবে। প্রয়োজন মত উহার সহিত জলও মিশাইতে পারা যায়। সাধারণ কাঠকে ওয়াল নাট কাঠের আকার দিবার জন্য এমোনিয়ার ব্যবহার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা নহে, তবে দিলে ভাল। কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাশও ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি আছে।

৩। এক পাঁইট টার্পেনটাইন বা কোলটার ন্যাপথাতে (coal-tar naptha) সিকি পাউণ্ড এস্‌ফালটাম (asphaltum) মিশ্রিত কর। সাধারণ কাজের পক্ষে ইহা ভাল। তবে পালিশ করিবার পূর্ব্বে বার্ণিস বা পালিশ লাগান উচিত।

৪। ভিনিগার.........১ গ্যালন
বার্ণ্ট্ আম্বার...... ১ পাউণ্ড
রোজ পিঙ্ক.........½ ,,
ভেনডাইক ব্রাউন...½ ,,

বুরুস বা স্পঞ্জ দিয়া কাঠে লাগাইতে হইবে।

৫। আধ পাঁইন্ট এমোনিয়া সলিউসনে দুই আউন্স প্রাইভেট বেরি (Privet berry) মিশ্রিত কর। পাইন কাঠে লাগাইয়া পালিশ বা বার্ণিস করিলে উহাকে নকল ওয়ালনাট বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন।

৬। সস্তায় নকল ওয়াল নাট করিতে হইলে ব্রাউন আম্বার এবং সামান্য একটু কাল বা লাল রঙ

সাধারণ গ্লু সাইজের ( Glue size ) সহিত মিশাও। বুরুস দিয়া কাঠে লাগাইয়া ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া ফেল। প্রয়োজন মত দুই তিন কোট লাগাইতে পারা যায়। বেশ শুষ্ক হইলে বার্ণিস লাগাইবার পূর্ব্বে একবার শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে।

৭। ভেনডাইক ব্রাউন ২ আউন্স, আমেরিকান পটাশ ২ আউন্স, বাইক্রোমেট অব পটাশ ১ আউন্স, একটা বাদামের পরিমাণ মত খারা সালফেট অব কপার ( তুঁতে ) বাদাম ভোর, সামান্য একটু সালফেট অব আইরণ ( হিরাকষ ), নাইট্রিক এসিড ২ আউন্স, জল ১ গ্যালন। জলে ভেনডাইক ব্রাউন, বাইক্রোমেট, সোডা, সালফেট অব কপার ও সালফেট অব আইরণ দিয়া বেশ করিয়া ফোটাও। সমস্ত পদার্থগুলি মিশিয়া যাইলে আমেরিকান পটাশ একটু জলে মিশাইয়া উহাতে ঢালিয়া দাও। অল্প অল্প গরম থাকিতে উহাতে নাইট্রিক এসিড মিশাও।

৮। সাধারণ সাদা কাঠকে কাল ওয়াল নাটের আকারে পরিণত করিতে পারা যায়। প্রথমে কাঠখানিকে বেশ করিয়া শুকাইয়া ফেলিতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে ওয়ালনাট পীলের সলিউসন উহাতে দুই তিন কোট লাগাইয়া দিতে হইবে। কাঠখানি যখন প্রায় শুকাইয়া আসিবে, তখন পাঁচভাগ ফুটন্তজলে এক ভাগ বাইক্রোমেট অব পটাশ মিশাইয়া উহা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইলে ঘসিয়া পালিশ করিয়া ফেল।

## ওক

সাধারণ কাঠকে নকল ওক কাঠে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিতে পারা যায়।

১। আসফাল্টেম.. ......½ পাউণ্ড
টার্পেনটাইন.........১ পাইন্ট

আসফালেটম বেশ করিয়া গুড়াইয়া টার্পেনটাইনের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাঠে লাগাও।

২। খানিকটা ব্রাউন আম্বার তরল এমোনিয়ার সহিত পাতলা করিয়া মিশাও। তৎপরে প্রয়োজন মত জল মিশ্রিত কর।

৩। যে ওক কাঠের আসবাব বহুকাল ব্যবহারের ফলে কাল হইয়া গিয়াছে এবং বার্ণিস খারাপ হইয়া গিয়াছে, সেই আসবাবটিকে নূতন করিয়া তুলিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে পারা যায়। প্রথমে দেখিতে হইবে, উহাতে গ্লু, চর্ব্বি, বা তেল লাগিয়া আছে কিনা, এবং কোন স্থান অপরিস্কার কি না। যদি অপরিস্কার হয়, এবং গ্লু, চর্ব্বি বা তেল লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা পরিস্কার করিয়া উহাতে ওক ষ্টেন (oak stain) দুই তিন বার লাগাইতে হইবে। ষ্টেন লাগাইবার পর প্রত্যেকবার নরম বুরুস ( এই বুরুসকে badger বলে ) দিয়া মুছিয়া লইতে হইবে। ইহার কারণ, বুরুস দিয়া ষ্টেন লাগাইয়া নরম badger দিয়া মুছিয়া না লইলে বুরুসের দাগ ফুটিয়া উঠে। ষ্টেন শুকাইয়া যাইলে ক্যাম্বিস দিয়া উহা ঘসিয়া ফেল—শিরিশ কাগজ ঘসিও না, ঘসিলে সাদা সাদা দাগ পড়িবে। যে সকল আসবাবকে ষ্টেন অর্থাৎ রং করা হয়, তাহাতে যত কম শিরিশ কাগজ ব্যবহার করা হয় তত ভাল। কাঠের যেদিকে আঁশ থাকে, কোনমতেই কোনক্ষেত্রে তাহার বিপরীত দিকে শিরিশ চালান উচিত নহে।

দুই কোট সাইজ (size) লাগাইয়া ষ্টেন করিয়া যেমন ব্যাজার দিয়া মুছিয়া ফেলিবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তেমনিভাবে এ ক্ষেত্রেও মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর ভাল বার্ণিস লাগাইয়া সিল্ক বা নরম ন্যাকড়া দিয়া ভাল করিয়া ঘসিলে সুন্দর চকচকে হয়।

৪। ভেনডাইক ব্রাউন, তরল এমোনিয়ার সহিত

মিশ্রিত কর; উহাতে জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া সামান্য একটু বিসমার্ক ব্রাউন মিশাও। ইহা দ্বারাও বেশ সুন্দর কাজ হয়।

৫। জলে বাইক্রোমেট অব পটাশ মিশাইয়া বেশ ভাল ষ্টেন প্রস্তুত হয়। উহাতে ভেনডাইক ব্রাউন বা ষ্টিফেন্স ওয়ালনাট ষ্টেন (stephen's walnut stain) মিশাইয়া যে কোন প্রকারের ব্রাউন রঙ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। জলে মিশ্রিত বাইক্রোমেট অব পটাশে অন্য কিছু না মিশাইলে উহাতে কমলালেবুরঙের আভা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই কারণে অনেকে ভেনডাইক বা ষ্টিফেন্স ওয়ালনাট ষ্টেন মিশান পছন্দ করেন। যদি উহা এক কোট লাগাইলে আশানুরূপ রঙ না হয়, তাহা হইলে দুই তিন কোট লাগাইতে পারা যায়। ইহা দ্বারা দুই তিন রকম কাঠকে ভিন্ন রঙে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়:—ফিকে রঙের ওককাঠ গাঢ় রঙের ওক কাঠে পরিণত হইতে পারে। সাধারণ বে কাটকে (bay wood) উৎকৃষ্ট মেহগনি কাঠের সমতুল্য করিতে পারাযায়। সাধারণ মেহগনি কাঠ পুরাতন স্পেনিশ কাঠে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা নকল কাঠ পরিণত করিবার পূর্ব্বে উহা তৈল সিক্ত করিতে হইবে কি না, তাহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রণয়ণ করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, যদি কাঠকে তৈল সিক্ত না করা হয়, তাহা হইলে রঙ কাঠের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিবে কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহা বুঝা গিয়াছে, তাহাতে বলা যায়, তৈলসিক্ত করিলে রঙটি সর্ব্বদিকে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং তৈল সিক্ত না করিলে আঁশ যেরূপ উঠিয়া পড়ে উহাতে সেরূপ হয় না। কিন্তু উহা বেশ ভাল করিয়া ঘসিতে হইবে। বাই ক্রোমেট অব পটাশের পরিবর্ত্তে পার মাঙ্গানেট অব পটাশ ব্যবহার করিতে পারা যায়।

৬। হলদে পাইন কাঠকে সহজেই ওক কাঠের নকল করিতে পারা যায়, কিন্তু যদি কাঠে মূর্ত্তি খোদিত থাকে, উহাও নকল করিতে হইলে বেগ পাইতে হয়। গাঢ় রঙের ওক কাঠের আকার দিতে হইলে এক পাইন্ট জলে ২ পাউণ্ড পেটেন্ট সাইজ মিশাইয়া উহাতে একটু আম্বার দিতে হইবে। অতঃপর উহা গরম করিতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে কাঠে লাগাইয়া ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। শুকাইয়া যাইলে ক্যাম্বিস বা মোটা কাপড় দিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর উহার হলদে রঙ পরিস্ফুট করিবার জন্য ১ পাইন্ট টার্পসের (turps) সিকি পর্য্যন্ত এসফাল্টেম মিশাইয়া তাহা কাঠে লাগাইতে হইবে। পরদিন পর্য্যন্ত উহা রাখিয়া দাও, তাহার পর ভাল ওক বার্ণিস দিয়া উহাকে বার্ণিস করিয়া ফেল।

৭। যদি কাঠের আঁশগুলিকে পর্য্যন্ত ওকের অনুরূপ করিয়া তুলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সাইজ এবং ওকার ব্যবহার করিতে হইবে। তৎপরে এসফাল্টেম লাগাইয়া ইস্পাতের গ্রেণিং কোম্ব [graining comb ইহাদ্বারা কাঠের আঁশগুলি ঠিক করিয়া দিতে পারা যায়] দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর খানিকটা ন্যাকড়া সামান্য টার্পিনে ভিজাইয়া তাহাদ্বারা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের ছালের নীচে যে ছাল [sap] থাকে যদি কাঠের উপর তাহা থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ দুই কোট সাইজ ও ওকার লাগাইতে হইবে। ইহা নকল ওককাঠ করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করা উচিত।

৮। তিন আউন্স চর্ব্বি, ¼ আউন্স মোম, ও ১ পাইন্ট তার্পিন তৈল মিশাইয়া উহাদ্বারা ঘসিলে ওক কাঠে বা নকল ওকে কমলা লেবু রঙের আভাযুক্ত হলদে রঙ পরিস্ফুট হয়। উক্ত পদার্থগুলি একত্রে গরম করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। যখন কাঠে সামান্য পালিশ হয়, তখন উহা গরম ঘরের মধ্যে লাগাইতে হয়। ইহার একঘণ্টা পরে পাতলা

পালিশের সহিতআবার লাগাইতে হয়। যতক্ষণ না কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হয় ততক্ষণ উহা লাগাইতে হয়।

## গাড় রঙের ওক

১। ভেনডাইক ব্রাউন সিকি পাউণ্ড, এমোনিয়া ½ পাইট জলের সহিত মিশাইয়া কাঠে লাগাও।

২। মুক্তাভস্ম ২ আউন্স ও আমেরিকান পটাশ ১ কোয়ার্টা গরম জলে মিশাও ইহাদ্বারা বেশ কাজ হয়।

৩। ২ আউন্স ভেনডাইক ব্রাউন, ১ পাইন্ট তরল এমোনিয়া ও বাইক্রোমেট্ অব সোডা মিশ্রিত করিয়া লাগাও।

৪। খানিকটা ভেনডাইক ব্রাউন, ½ পাইট টেরাবাইন (Tarabine)½পাইট টার্পেনটাইন, ¼ পাইট কেরোসিন বা প্যারাফিন তৈল এই গুলি একত্রে মিশাইয়া একটি অন্য কাঠের উপর ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি উহা অত্যন্ত ঘোর বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আরও একটু প্যারাফিন মিশাইতে হইবে। বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য কাঁচা সিয়েনা [ Sienna ] বা তৈলের সহিত সিয়েনা মিশাইয়া তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেকে ব্যবসায় হিসাবে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে একদিকে কাজ সস্তায় ও তাড়াতাড়ি হয়, অন্য দিকে রঙও বেশ পরিষ্কার হয়।

৫। ৪ আউন্স আমেরিকান পটাশ এবং ৪ আউন্স ভেনডাইক ব্রাউন। প্রথমে পটাশ অল্প একটু জলে গুলিয়া রাখিতে হইবে। এদিকে এক গ্যালন জলে ভেনডাইক ব্রাউন ফুটাইতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে পটাশ মিশাও।

৬। কাঠের বর্ণ যেরকম ঘোর বা ফিকে করিতে হইবে সেই অনুসারে টার্পেনটাইনের সহিত ব্রাউনস্উইক ব্ল্যাক [Brunswick Black ] মিশাও। ইহাদ্বারা কাজ সস্তায় হইতে পারে কিন্তু যিনি কাঠ রঙকরা বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহার পক্ষে এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে।

## ম্যাপেল

হলদে পাইন কাঠে দুই তিন কোট কোপাল বার্ণিস লাগাইলেই উহা নকল ম্যাপেল হইবে। কিম্বা দুই কোট সাইজ লাগাইয়া এক কোট বার্ণিস লাগাইলে ম্যাপেলের অনুরূপ হইবে।

## মেহগনি

সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে সকল নকল মেহগনির চেয়ার টেবিল আছে, তাহা ভেনিসিয়ান রেড [ Venetian red ] দিয়া রঙ করিয়া ম, সাইজ লাগাইয়া দেওয়া হয়। রঙিন পালিশ বা বার্ণিস লাগাইয়া যেরূপ রঙটি হওয়া দরকার তাহা করা হয়।

২। ভাল রকম নকল মেহগনি করিতে হইলে প্রথমে খুব পাতলা ওয়ালনাট ষ্টেন লাগাইতে হইবে তাহার পর মেহগনি ষ্টেন লাগাইতে হইবে। বিসমার্ক ব্রাউন [ Bismarck Brown ] জল বা স্পিরিটে গুলিয়া মেহগনি ষ্টেন প্রস্তুত করিতে পারা যায়। একটা পয়সার উপর যতটা বিসমার্ক ব্রাউন ধরিতে পারে, ততটায় এক পাইট পালিশ রঙ হইবে। তবে পালিশের রঙ ইচ্ছানুরূপ গাঢ় করিবার জন্য বেশীও দেওয়া যাইতে পারে। মসলিনের দ্বারা ষ্টেন লাগাইতে হইবে।

৩। ফরাসী প্রক্রিয়া অনুসারে মেহগনির নকল করিতে হইলে প্রথমে কাঠের উপর খুব পাতলা নাইট্রিক এসিড লাগাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর ১ পাইট মেথিলেটেড স্পিরিট, ১½ আউন্স ড্রাগন্স ব্লাড [ Dragons Blood ] এবং ½ আউন্স কার্ব্বনেট অব সোডা [ Carbonate of Soda ]

মিশাইয়া উহা ছাকিয়া লইতে হইবে। উহা কয়েকবার লাগাইলেই মেহগনির নকল হইবে।

৪। আধ পাউণ্ড ম্যাডার, (madder) সিকি পাউণ্ড ফুষ্টিক (fustic),এক গ্যালন জলে মিশাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে লাগাইলে ফিকে বাদামী রঙের মেহগনির অনুরূপ হইবে।

৫। আধ আউন্স ম্যাডার এবং দুই আউন্স কাঠের কুচো (logwood chips) এক গ্যালন জলে ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে ব্রুসের সাহায্যে কাঠে লাগাইয়া দিতে হইবে। উহা শুকাইয়া যাইলে দুই ড্রাম মুক্তা ভস্ম এক কোয়ার্ট জলে মিশাইয়া তাহা লাগাইতে হইবে।

৬। একটি বোতলে এক কোয়ার্ট টার্পেনটাইন লইয়া তাহাতে ২ আউন্স ড্রাগন্স ব্লাড দিয়া গরম স্থানে রাখিয়া দাও; মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিতে হইবে। যখন উহা গলিয়া যাইবে, তখন কাঠে লাগাইবার উপযুক্ত হইবে।

৭। ১ পাঁইট তিষির তৈলে সিকি পাউণ্ড আলকেনেট রুট (alkanet root) মিশাইয়া যে লাল তৈল প্রস্তুত হইবে, তাহা বে-উডে লাগাইতে হইবে। ১ পাইট জলে ১ আউন্স বাইক্রোমেট অব পটাশ মিশাইয়া যে দ্রাবন প্রস্তুত হইবে, কাঠ তৈলসিক্ত থাকিতে থাকতে, উহা কাঠে লাগাইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরিশেষে লাল পালিশ দিয়া পালিশ করিতে হইবে।

৮। ওয়ালনাট ষ্টেন কাঠে লাগাও। উহা শুকাইয়া যাইলে লাল তৈল মাখাও। অতঃপর লাল পালিশ লাগাও।

৯। চুন, কাপড়-কাচা সোডা বা কার্ব্বনেট সোডা জলে মিশাইয়া সাধারণ মেহগনি কাঠের রঙ ফিকে স্পেনিশ কাঠ বা ঘোর রোজ উডের রঙে পরিণত করিতে পারা যায়।

## রোজ উড

১। এক পাঁইট জলে লগউডের নির্য্যাস এক আউন্স মিশাইয়া প্রথমে কাঠে লাগাইতে হইবে। পালক বা উটের লোমের তুলি কোপেরাস সলিউসনে (copperas solution) ডুবাইয়া সেই তুলির সাহায্যে লগউডের নির্য্যাস মিশান জল দিয়া কাঠে আঁশ গুলিকে পর্য্যন্ত রঙ করিতে হইবে।

২। প্রথমে মেহগনি ষ্টেন দিয়া কাঠ রঙ কর। পরে স্পঞ্জ দিয়া কাল ষ্টেন বা কাল পালিশ লাগাইতে হইবে।

৩। সিকি পাউণ্ড ক্যাম-উড (cam-wood) ২ আউন্স লাল স্যাণ্ডার (red sander), ৪ আউন্স লগউডের নির্য্যাস, আধ আউন্স একোয়াফোর্টিস (aqua-fortis), ১ পাইট জল—এইগুলি একত্রে মিশাইয়া লাগাইলে বেশ পরিষ্কার লাল রঙ হয়। টার্পিনে এসকালেটাম মিশাইয়া উহাদ্বারা রঙ যথোপযোগী করিতে পারা যায়।

৪। এক পাইট জলে সিকি পাউণ্ড লগউডের নির্য্যাস, ১ আউন্স সল্ট অব টার্টার (salt of tarter) মিশাইয়া একটি বোতলে রাখিতে হইবে। আর একটি বোতলে ১ পাইট ভিনিগারে ১ পাউণ্ড পুরান লোহার চূর্ণ রাখিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা থাকিবার পর উহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে। ১ পাঁইট বার্ণিসে সূক্ষ্ম রোজ পিঙ্ক চূর্ণ মিশাও। প্রথমে লগউডের নির্য্যাসের মিশ্রণ দুই পোছ কাঠে লাগাও, এক পোঁছ লাগাইয়া যখন উহা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে, তখন আর এক পোঁছ লাগাইতে হইবে। এইবার একটি বেত লইয়া উহার মুখ ছেঁচিয়া সমস্ত আঁশগুলি লোমের মত হইলে উহার দ্বারা ভিনিগার ও লৌহ চূর্ণের দ্রাবণ কাঠে লাগাইতে হইবে। অতঃপর রোজ পিঙ্ক মিশ্রিত বার্নিস লাগাইতে হইবে। ঠিকভাবে উহা লাগাইতে পারিলে রোজ উডের

নকল এতই সুন্দর হয় যে, আসল কি নকল বুঝিয়া ওঠা দায় হয়।

৫। এক গ্যালন জলে ১ পাউণ্ড লগউড বেশ করিয়া ফুটাইতে হইবে। উহাতে দুই মুঠা কাঁচা ওয়াল-নাটের খোলা দিয়া বেশ করিয়া আবার ফুটাইতে হইবে। উহা ছাঁকিয়া এক পাঁইট ভিনিগার মিশাইতে হইবে। উহা ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে কাঠে লাগাইতে হইবে। এক পাঁইট নাইট্রিক এসিড, এক আউন্স টিন, ১ আউন্স সাল এমোনিয়াক—এই গুলি একত্রে মিশাইয়া মাঝে মাঝে নাড়িতে হইবে। বুরুস দিয়া কাঠে লাগাইয়া রোজ উডের অনুকরণ করিতে হইবে।

# মুরগীর ব্যবসায়ে পাল নির্ব্বাচন।
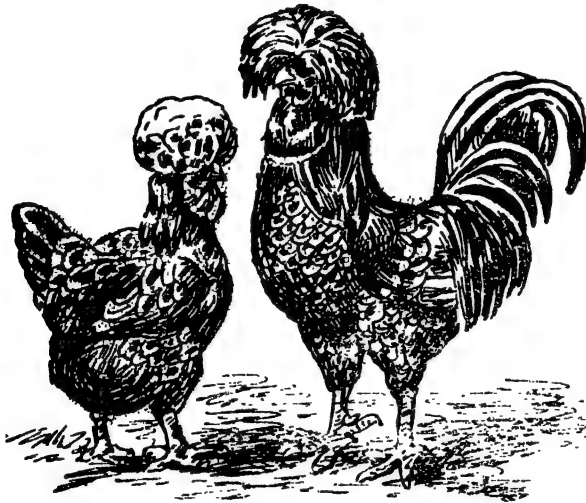
**হাউডান মোরগ ও মুরগী**

হাউডান মোরগের দেহে প্রচুর মাংস থাকে এবং এই মাংসখণ্ড বেশ সুস্বাদু। উহারা প্রচুর ডিম পাড়ে কিন্তু ল্যাংসান ওয়েনডোট বা অপিংটন যেমন সকল দিক দিয়াই উৎকৃষ্ট, হাউডান সেরূপ নহে। উহারা যে খুব সবল তাহা নহে; যে দেশ বেশ শুষ্ক এবং যেখানকার জল-হাওয়া পরিষ্কার সেখানে উহারা থাকে ভাল। বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের মাটি স্যাঁতসেতে এবং এখানে অত্যন্ত বেশী জল হয়, সুতরাং এখানে হাউডান মোরগ বাঁচে না। উহাদের এক প্রধান দোষ যে, উহারা ডিমে তা দিতে চাহে না। মোরগের ওজন আড়াই সের হইতে সাড়ে তিন সের অবধি; মুরগীর ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের অবধি।

উহাদের মাথার ঝুঁটি গাছের পাতার ন্যায়। উহার উপরে প্রকাণ্ড চূড়া বর্ত্তমান। উহার মধ্যভাগ বেশ ভরাট এবং উহা চারিপার্শ্বে হেলিয়া পড়িয়াছে। উহাদের দাড়িও বেশ ভরাট। উহাদের গলায় যে মাংস

ঝুলিতে থাকে, তাহা লম্বা এবং পাতলা ; ঠোঁট কাল ; বক্ষ প্রশস্ত ; পক্ষদ্বয় দৃঢ় সংবদ্ধ ; ল্যাজ পালকে পূর্ণ, উন্নত এবং প্রায় সোজা। পা সরু এবং প্রায় সাদা ; উরু ছোট এবং মোটা। উহাদের পায়ে পাঁচটি অঙ্গুলী দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চম অঙ্গুলী বেশ সুস্পষ্ট। উহাদের পালক সাদা এবং কাল। কাল পালকে ঈষৎ সবুজ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

খাঁটি হাউডান অর্থাৎ যে মোরগের জনক এবং জননী উভয়েই হাউডান, তাহা পুষিতে কাহাকেও আমরা উপদেশ দিতে পারি না। তবে যদি ল্যাংসান, কোচিন, ব্রহ্ম বা চট্টগ্রাম মোরগের সহিত হাউডানের সংমিশ্রণে কোন মোরগ উৎপাদিত হয়, তাহারা বেশ ভাল পাখীই হয়। উহাদের মাংস যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনি উহারা প্রচুর ডিমও পাড়ে।

হাউডান ফরাসী দেশের পাখী। দুইটি মুরগী ও একটি মোরগের দর ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

## চট্টগ্রাম বা লড়ায়ে মোরগ

এই জাতীয় মোরগকে মলয় মোরগ বা চট্টগ্রাম মোরগ উভয়ই বলা হয়, কারণ উহাদের আদিম বাসস্থান মলয় উপদ্বীপ কিন্তু চট্টগ্রামে উহারা প্রচুর পরিমাণে লালিত পালিত হইয়া থাকে। উহাদের ডিং ( Deang ) মোরগও বলা হয়, কারণ চট্টগ্রামের অন্তর্গত ডিং নামক স্থানে এই জাতের উৎকৃষ্ট মোরগ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের বোদল পাড়ায় এবং আনয়ওয়ারা উহাদের পাওয়া যায়।

এই জাতীয় মোরগ অত্যন্ত বড় হয়। মোরগের ওজন চার পাচ সের ও মুরগীর ওজন তিন চার সের হয়। উহাদের মাংস অতি সুন্দর। উহারা বেশ ডিম দেয়, কিন্তু ঝগড়াটে বলিয়া উহারা সুমাতা নহে। যদি সন্তানদের লইয়া মুরগীকে একাকী থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে সন্তান পালনে আদৌ অবহেলা প্রকাশ করে না। প্রাপ্তঃবয়স্ক পাখীরা অত্যন্ত সতেজ, কিন্তু আবদ্ধ থাকা উহাদের সহ্য হয় না।

যখন উহারা মুক্তভাবে থাকিতে পায় তখন উহারা বেশ থাকে। আবদ্ধ রাখিতে হইলে খুব উঁচু বেড়া দিতে হইবে। একমাসের ছানাগুলি বিশেষ সবল নহে উহাদের বেশী করিয়া যত্ন লওয়া প্রয়োজন। যখন উহাদের বয়স তিনমাস হয়, তখন উহারা অত্যন্ত সবল ও সতেজ হইয়া ওঠে। ছানাদেরও বদ্ধ থাকা সহ্য হয় না! ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার দুই তিন দিন পর হইতে যদি উহাদিগকে মুক্ত ভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সত্বর উহাদের উন্নতি হয়। এই সঙ্গে উহাদের বিবেচনাপূর্ব্বক আহার দেওয়া ও আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন উহাদের পোকা মাকড় খাইতে দেওয়া উচিত। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাচ্ছা উৎপন্ন করিবার উৎকৃষ্ট সময়। কারণ এই সময়ে চতুর্দ্দিকে পর্য্যাপ্ত ঘাস জন্মায় ও প্রচুর পোকা মাকড় পাওয়া যায়। উহারা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া ওঠে। বাচ্ছাগুলিকে অন্য কোন জাতের বাচ্ছাদের সহিত মিশিতে দিতে নাই, উহারা যেন আপনাদের মধ্যে থাকিয়াই পালিত হয়।

হায়দ্রাবাদী লড়ায়ে মোরগ
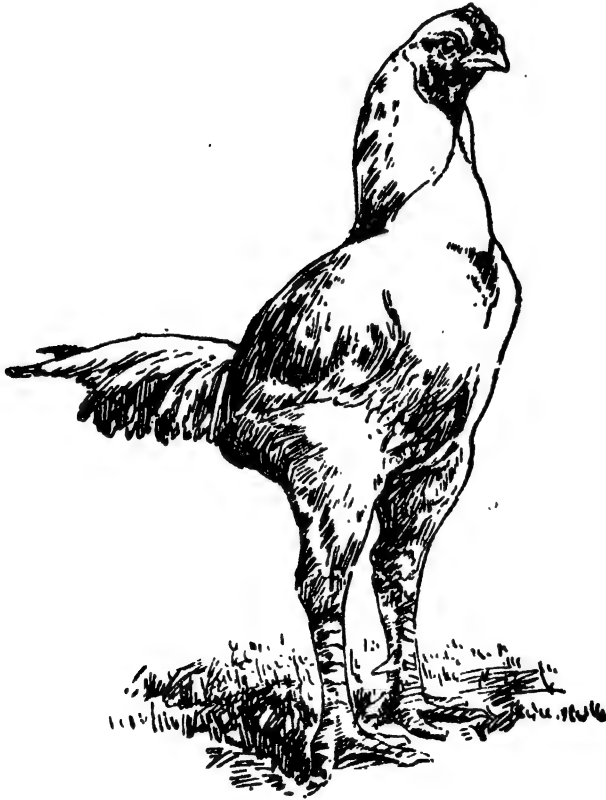
মোরগের মাথার ঝুঁটি ছোট, মাথা এবং ঠোঁট লম্বা। ঠোঁট হলদে। গলায় যে মাংস ঝুলে তাহা ক্ষুদ্র এবং লাল মুরগীর গলায় উহা দেখিতেই পাওয়া যায় না। কান ছোট এবং লাল কাহারও কাহারও কানে সামান্য একটু

সাদা দাগ থাকে। চক্ষু সাদা বা অল্প হরিদ্রাভ। ভ্রূ স্পষ্ট ; গলা লম্বা, বক্ষ প্রশস্ত, কাঁধ চওড়া, পৃষ্ঠদেশ ল্যাজ পর্য্যন্ত নমিয়া আসিয়াছে, ল্যাজ ছোট, পা লম্বা, সোজা সবল, হরিদ্রাভ এবং পায়ে আদৌ পালক নাই। পালক ঘনসন্নিবিষ্ট এবং চকচকে।
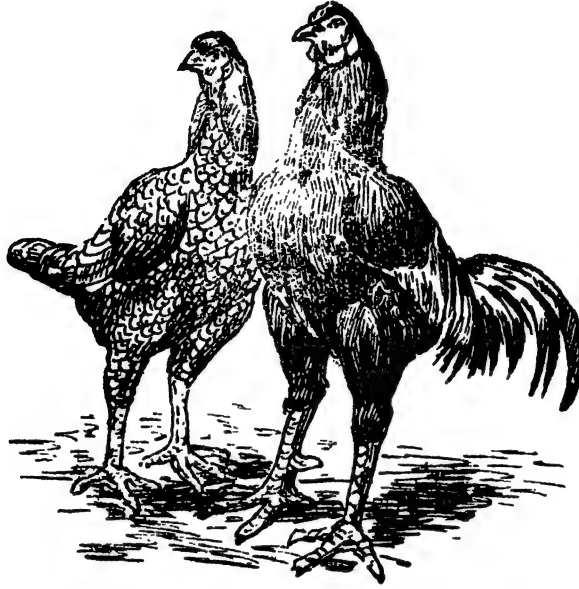
ভারতীয় লড়ায়ে মোরগ ও মুরগী

এই জাতীয় মোরগের কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট রঙ নাই। ভাল পাখীর গায়ে সকল রকম বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের লোকের বৈজ্ঞানিক প্রজননের সম্বন্ধে আদৌ ধারনা নাই। বাফ, সাদা, কাল, গাঢ় হলদে এবং ধুসর বর্ণের সকল জাতের মোরগই ভাল বলিয়া প্রখ্যাত, কিন্তু বাফ বা ঈষৎ হরিদ্রাভ মোরগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোন একটা বিশেষ রঙের উৎকৃষ্ট মোরগ উৎপন্ন করিতে হইলে কিছুকাল ধরিয়া প্রজনন প্রক্রিয়ার কার্য্য করিয়া যাইতে হবে, তবেই যদি উহা সম্ভব হয়।

বাফ্ :—মোরগের রঙ সোনালি বর্ণের হইবে। গলার এবং পিঠের পালক উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণের। গলায় বা পিঠে আদৌ সাদা পালক থাকিবে না। ল্যাজ বা ডানা প্রধানতঃ ধুসর বর্ণের কিম্বা ফোঁটা ফোঁটা সবুজ দাগ যুক্ত সাদাও হইতে পারে। মুরগী হরিদ্রা বর্ণের। গলার পশ্চাৎভাগ কাল, ঝোলা মাংস এবং ল্যাজের ছোট ছোট পালক ধুসর বর্ণের হইবে।

সাদা মোরগের সর্ব্বদেহ সাদা ; কেবল ঠোঁট, পা হলদে, ধুসর বর্ণের মোরগের রঙ ফিকে বা গাঢ় ব্রহ্মা মোরগের মত।

সাধারণতঃ প্রতি পাখী দেড় টাকা দুই টাকায় বিক্রয় হয়। একটি মোরগ এবং দুইটি মুরগীর দর দশ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

## আশীল (aseel)

আশীল কথার অর্থ প্রকৃত। ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান গেম (Indian game) বা লড়ায়ে মুরগী বলা হয়। টেবিলে খাইবার পক্ষে এই মুরগাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের

দেহে যেমন প্রচুর মাংস থাকে, তেমনি উহাতে বেশ একটু সুগন্ধ থাকে।

উহারা যে বেশ ডিম দেয় তাহা নহে, কিন্তু যে ডিম দেয় তাহা বেশ বড়। উহারা ডিমে তা দিতে নিপুণ এবং সুমাতা ও বটে। উহাদের মুক্তভাবে থাকিতে দেওয়া উচিত, আবদ্ধ অবস্থায় উহারা বাঁচে না। উহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ঝগড়াটে, এই কারণে উহাদের রাখা কঠিন। বাচ্ছা সহজেই রোগাক্রান্ত হইতে পারে এই কারণে উহাদের বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত। প্রচুর পোকা মাকড় এবং স্বাধীনতা প্রয়োজন। অন্য জাতের বাচ্ছাদের সহিত উহাদের রাখা উচিত নয়।

আবদ্ধ অবস্থায় উহাদের উৎপন্ন এবং পালন করিলে উহাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং ডিম দিবার শক্তি হ্রাস পায়। কলিকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে যে সকল আশীল বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে তাহা প্রকৃত আশীল নহে—আশীল এবং অন্য জাতীয় মোরগের মিলনে উহারা উৎপাদিত হইয়াছে। প্রকৃত আশীল বেশ বড় এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূরেই ভাল আশীল দেখিতে পাওয়া যায়। মোরগের ওজন সাড়ে চার পাঁচ সের হয়, মুরগীর ওজন সাড়ে তিন চার সের হয়। ঝুঁটি ছোট মুখ লম্বা এবং সরু, ভ্রূ বড়; গলা লম্বা এবং মোটা; পালক ঘন সন্নিবিষ্ট; বক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত; ভঙ্গী সোজা ল্যাজ ছোট, উহাদের অনেকটা চট্টগ্রাম মোরগের মত দেখিতে, কিন্তু পা ছোট এবং গোল।

উহাদের রঙ কাল, সাদা, লাল। যে সকল আশীলের সর্ব্বদেহ সাদা, তাহারা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। চট্টগ্রামে এবং কক্সবাজারে ভাল আশীল দেখিতে পাওয়া যায়।

উহাদের মত শক্তিশালী পাখী আর নাই। বোম্বায়ে এবং ভারতের আরও কয়েকটি স্থানে উহাদের কুলাম ( kullam ) বলে। প্রজনন প্রক্রিয়ায় ইংলণ্ডে আমেরিকায়, ও অষ্ট্রেলিয়াতে যে আশীল উৎপাদিত হইয়াছে, তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কোচিন, ব্রহ্ম, অর্পিংটন এবং ল্যাংসানের সহিত আশীলের সংমিশ্রণে যে মোরগ উৎপাদিত হয়, টেবিলে খাইবার পক্ষে তাহারা অতি সুন্দর।

বাজারে এক একটি আশীল দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা দরে বিক্রয় হয়। একটি মোরগ এবং দুইটী মুরগী ৩০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। কখন কখন উৎকৃষ্ট পাখী ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

## গাফ

ইহাও এক প্রকার বিশেষ আকারের ভারতীয় মোরগ। ইহাদের অনেকটা ফেভারোলার (Faverole) মত দেখিতে। ফেভারোলার পায়ে পালক আছে, কিন্তু গাফের পায়ে পালক নাই। আহারের পক্ষে উহাদের মাংস বেশ। উহারা ভালরূপ ডিম দেয়। ডিমে তা দিতে উহাদের বেশ আগ্রহ দেখা যায় এবং সন্তান পালনে বেশ নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। উহারা বলিষ্ঠ, কিন্তু আবদ্ধ থাকা উহাদের সহ্য হয় না। মাথার ঝুঁটি ছোট; গলকম্বল এবং কান ক্ষুদ্র; গলা মোটা; কোন কোন পাখীর দাড়ী থাকে; পা লম্বা; ধুসর আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের, কিম্বা সবুজ আভাযুক্ত। মোরগ এবং মুরগী উভয়ই বেশ বড় হয়। উহাদের দেহের রং লাল, বাদামী, কাল ধুসর ইত্যাদি নানারূপের হইয়া থাকে। গাফ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, কচিৎ কখনও কখনও পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য, মহীশূর, ও সিন্ধুপ্রদেশে যে সকল বেদে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের নিকট ভাল জাতের গাফ পাওয়া যায়। ভাল একটা মোরগ ও দুইটি মুরগীর দাম ৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত।
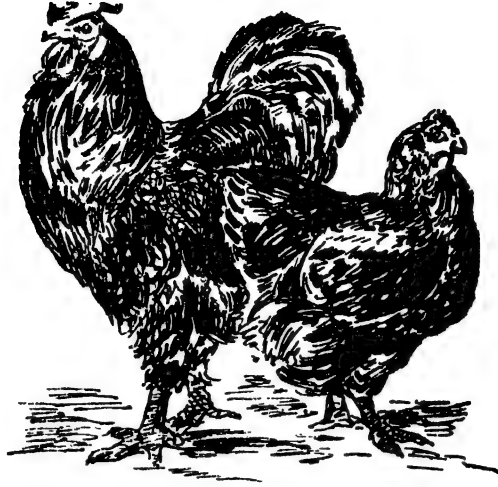
## অর্পিংটন।

প্রজনন প্রক্রিয়ায় ইংলণ্ডে যত প্রকার মোরগ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অর্পিংটনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহাদের মাংস বেশ মুখরোচক এবং উহারা বেশ ডিম দেয়। এই দুইটি গুণ কোন পাখীর মধ্যে একত্রে থাকিতে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাদের তিনটি বিভাগ আছে—কাল, সাদা এবং বাফ্। কাল ল্যাংসান (যাহাদের পায়ে আদৌ পালক নাই), বার্ডরক এবং কাল মিনোর্কার (Minorca) সংমিশ্রনে কাল অর্পিংটন উৎপাদিত হইয়াছে। ইহারা আকারে দৈর্ঘ্যে ল্যাংসানের অনুরূপ। ল্যাংসান যেরূপ ডিম দেয় এবং উহাদের মাংস যেরূপ সুখাদ্য কাল অর্পিংটন সেইরূপ ডিম দেয় ও মাংসও সেইরূপ সুখাদ্য। ইহাদের পায়ে পালক নাই এবং পাগুলি ছোট ছোট। কাল ল্যাংসানের রঙ যেমন বেগুনি আভাযুক্ত কাল, উহাদের রঙও সেইরূপ কাল।

বাফ কোচিন, গোল্ডেন হামবার্গ এবং রঙিন ডোর্কিংএর সংমিশ্রনে বাফ অর্পিংটন উৎপাদিত হইয়াছে। বাফ কোচিনের রঙ যেরূপ, বাফ অর্পিংটনের রঙও সেইরূপ। দৈর্ঘ্যে, আকারে এবং উপকারিতায় বাফ অর্পিংটন কাল অর্পিংটনের অনুরূপ। কিন্তু বাফ অর্পিংটন কালর চেয়ে ভাল ডিম দেয়।

সাদা রক, সাদা ডার্কিং, সাদা লেগহর্ণ, সাদা ল্যাংসান বা সাদা সারের (surrey) সংমিশ্রনে সাদা অর্পিংটন উৎপাদিত হইয়াছে।

কাল, সাদা এবং বাফ অর্পিংটন ব্যতীতও নীল, লাল, এবং ফোঁটা ফোঁটা রঙযুক্ত অর্পিংটনও আছে। কিন্তু লোকে কাল, সাদা এবং বাফ অর্পিংটনই পছন্দ করে। ইংলণ্ড আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় উহারা খুব বেশীদরে বিক্রয় হয়।

অর্পিংটনের পায়ে পালক নাই। উহাদের মুখ এবং কান লাল। বক্ষ প্রশস্ত। বুকের অস্থি লম্বা। মাংস সাদা। পা ছোট। ঝুঁটি ছোট। ল্যাজ উন্নত।

রক বা ল্যাংসানের সহিত অর্পিংটনের বেশ সাদৃশ্য আছে। যে সকল ল্যাংসানের পায়ে আদৌ পালক নাই, সেই সকল ল্যাংসানের মত উহাদের দেখিতে। উহাদের ল্যাজ কতকটা কোচিন ও কতকটা ল্যাংসানের অনুরূপ। মোরগের ওজন সাড়ে চার সের হইতে সাড়ে পাঁচসের পর্য্যন্ত। মুরগীর ওজন সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চার সের

পর্য্যন্ত। ইহাদের ছানাগুলি বেশ সতেজ এবং তাড়াতাড়ি বাড়িয়া ওঠে। কিন্তু ল্যাংসানের ছানাগুলির যেরূপ যত্ন লইতে হয়, উহাদের ছানারও সেইরূপ যত্ন লওয়া প্রয়োজন।

সাধারণতঃ যে অর্পিংটন পাওয়া যায়, তাহার দর ২৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। ভাল জাতের একটি মোরগ ও দুইটী মুরগীর দর ৩০৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। প্রদর্শণীতে দেখাইবার যোগ্য অর্পিংটন ২২৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। বাফ অর্পিংটন ও বাফ রক কিম্বা সাদা অর্পিংটন ও সাদা রকের মধ্যে অতি সামান্যই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চামড়ার এবং পায়ের রঙের মধ্যে সামান্যই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অর্পিংটনের পায়ের এবং চামড়ার রঙ সাদা, কিন্তু রকের পায়েরও চামড়ার রঙ হলদে। এতদ্ভিন্ন রকের পালক দৃঢ় সংবদ্ধ এবং পা কিছু লম্বা, কিন্তু অর্পিংটনের পালক আল্‌গা ও পা ছোট।

## সিল্কি
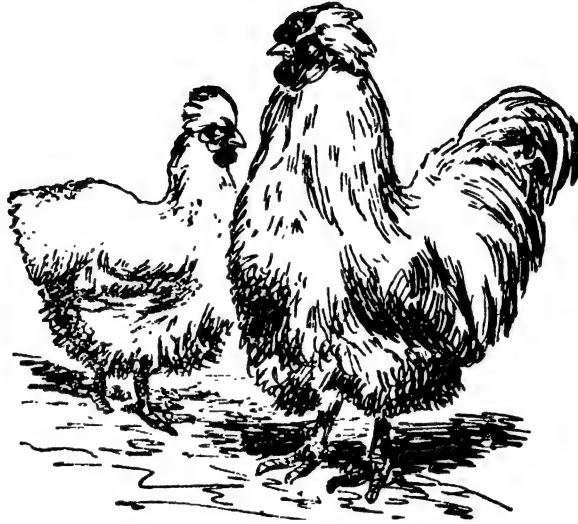
সুন্দর রঙ এবং সিল্কের মত পালকের জন্য ইহারা বিখ্যাত। চীনদেশ উহাদের আদিম বাসস্থান। ব্যবসায় হিসাবে পোলট্রি করিবার পক্ষে উহাদের পুষিয়া লাভ নাই, কিন্তু ফিসেন্ট (pheasant) বা পার্টরিজের (partrige) ডিমে তা দিবার জন্য উহাদের উপযোগিতা দৃষ্ট হয় এবং সন্তান পালনে উহাদের বেশ নিপুণতা দেখা যায়। উহাদের মাথা এবং ঠোঁট ছোট। মুখ গাঢ় বেগুনি বর্ণের। ঝুঁটিরও ঐরূপ রঙ। বেগুনি রঙের গলকম্বল লম্বা। কাণও বেগুণি রঙের কিন্তু উহাতে সাদা সাদা দাগ থাকে। শরীর কতকটা চতুষ্কোন আকারে এবং সর্ব্বদেহ সিল্কের মত পালকে আবৃত। নীল আভাযুক্ত কাল বর্ণের পাগুলি ছোট। কাহারও পাঁচটি আঙ্গুল থাকে, কাহারও চারিটি থাকে। প্রজনন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করিয়া পঞ্চম অঙ্গুলী বিলুপ্ত করিতে পারা যায়। বেগুনি রঙ সত্বেও উহাদের মাংস বেশ মুখরোচক। ইহারা বেশ সবল এবং সহজেই উহাদের পালন করা যাইতে পারে। উহাদের একটু বেশী স্বাধীনতার প্রয়োজন। ছানাগুলিকে তাহাদের মাতাদের সহিত যদি ছুটাছুটি করিতে

*দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহারা সহজেই বৃদ্ধি পায়।* উহাদের পায়ে পালক থাকিতেও পারে, নাও পারে, *কিন্তু পায়ে কখনও গাঁট ( hock ) থাকিবে না।* ভাল একটি মোরগ ও দুইটা মুরগী ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকায় পাওয়া যায়।

## ডোর্কিং।

ডের্কিং এদেশের মোরগ নয়। ইহা অনেককাল ধরিয়া বিলাতে প্রতিপালিত হইতেছে। উহারা খুব বড় হয়; বুকের হাড় লম্বা এবং স্পষ্ট; গায়ের চামড়া এবং পা সাদা; পায়ে পাঁচটি আঙ্গুল থাকে; পঞ্চম অঙ্গুলিটি চতুর্থ অঙ্গুলী হইতে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত এবং উহা উপরদিকে বাঁকিয়া উঠিয়াছে। প্রজনন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত করিয়া উহার পঞ্চম অঙ্গুলি বিদুরিত করা উচিত। উহাদের মাথা বড়। মোরগের গলকম্বল বড় এবং দোলে, কিন্তু মুরগীর গলকম্বল এরূপ বড় নয়। চক্ষু উজ্জ্বল; ঝুঁটি *সাধারণতঃ একটি থাকে; কিন্তু রঙিণ ডোর্কিংএর ঝুঁটি* গোলাপের আকারে হইয়া থাকে। যে সকল মোরগের *মাথায় একটিমাত্র ঝুঁটি থাকে, তাহাদের ঝুঁটি বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু মুরগীর মাথার ঝুঁটি* একদিকে হেলিয়া থাকে। মোরগের মাথার ঝুঁটি মোটা, দৃঢ়, এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত। উরু মোটা এবং পালকে আবৃত মোটামুটিভাবে উহাদের আকার বেশ মোটা।

ডোর্কিং বেশী ডিম পাড়ে না, কিন্তু যে ডিমগুলি পাড়ে তাহা বেশ বড়। আহারের পক্ষে উহাদের মাংস বেশ মুখরোচক। ব্রহ্মা, কোচিন বা অর্পিংটনের সংমিশ্রনে যে মোরগ উৎপাদিত হয়, তাহাদের মাংস আরও সুন্দর। ডোর্কিংএর ছানাদের স্বাস্থ্য ভাল নয় এবং উহাদের পালন করা কঠিন। ভারতে ডোর্কিং পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। ইংলণ্ডে একএকটির দাম পাঁচ শিলিং হইতে ১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

মিনোর্কা
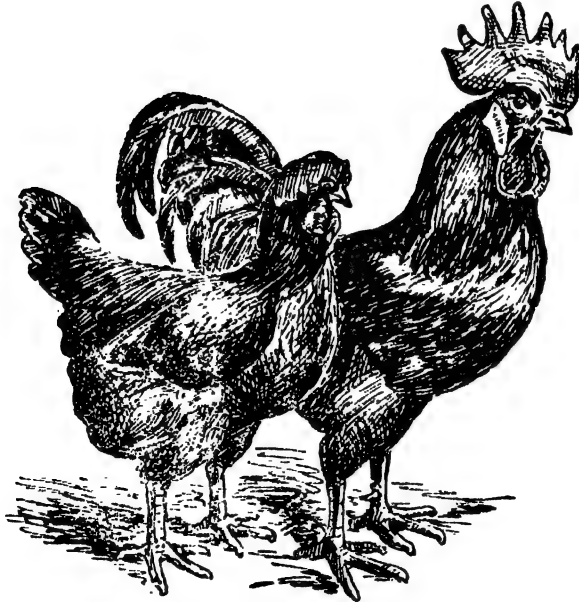
অনেক স্থানে মিনোর্কাকে "লালমুখো স্পেন দেশীয় মোরগ" ( Red faced Spanish ) বলা হয়। গঠনে ও আকারে কাল স্পেনদেশীয় মোরগের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ, স্পেনদেশীয় মোরগ এবং মিনোর্কা পূর্ব্বে একই ছিল, কালক্রমে একদলের মুখ লাল হইয়া উঠিল এবং তাহারা মিনোর্কা নামে অভিহিত হইল। প্রজনন প্রক্রিয়ায় এক প্রকার স্পেন দেশীয় মোরগ উৎপাদিত হইয়াছে, উহাদের মুখগুলি সাদা; কিন্তু এই জাতীয় মোরগকে অত্যন্ত সুন্দর করিতে যাইয়া উহাদের গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিনোর্কার গঠন লেগহর্ণের মত, কিন্তু উহাদের ঝুঁটি বড়, মুখ লাল, কান সাদা এবং পায়ে পালক নাই। কাল এবং সাদা দুই প্রকারের মিনোর্কা আছে, কিন্তু সাদা মিনোর্কা খুবই অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কাল মিনোর্কার পালক গুলির রঙ এত সুন্দর যে, তজ্জন্য মোরগগুলিকে ভারি সুন্দর দেখায়। সহরে বা যে সকল স্থান বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় সেখানে মিনোর্কা বেশ পুষিতে পারা যায়। স্বাধীনভাবে থাকিতে দিলে উহারা বেশ ডিম পাড়ে; ডিম গুলি যেমন বড় হয়, সংখ্যায়ও তেমনি বেশী হয়। কিন্তু খাইবার পক্ষে মিনোর্কা তেমন সুবিধার নয়। বাচ্ছাদের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, উহাদের ভারতে পালন করা কঠিন; মিনোর্কার সহিত ভারতীয় লড়ায়ে মোরগ বা ল্যাংসানের সংমিশ্রণে যে বাচ্ছা উৎপাদিত হয় তাহারা মিনোর্কার বাচ্ছা অপেক্ষা ভাল। ভাল একটি মিনোর্কা মোরগ এবং দুইটি মুরগীর দাম ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

## ক্যাম্‌পাইন

লেগহর্ণ জাতীয় বেলজিয়াম মোরগ হইতে ক্যামপাইন উৎপাদিত হইয়াছে। উহারা বেশ বড় ডিম পাড়ে, মাংসও মন্দ নহে। উহাদের গায়ে কাল এবং সাদা দাগ থাকে। মোরগের ওজন আড়াই সের হইতে তিনসের ও মুরগীর ওজন দেড়সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত হয়।

## হ্যামবার্গ

হ্যামবার্গ মোরগের আকার ছোট, কিন্তু উহারা বেশ ডিম দেয়। ইহাদের অনেক বিভাগ আছে। গুণের দিক দিয়া লেগহর্ণের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। ভারতের পক্ষে ইহারা আদৌ উপযোগী নহে।

## লেগহর্ণ

লেগহর্ণ ও ছোট জাতের মোরগ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা অত্যন্ত উপকার দেয়। ইহারা সংখ্যায় সাদা বড় বড় বহু ডিম পাড়ে। ইহাদের মধ্যে অনেক বিভাগ আছে যথা, সাদা, বাদামী, কাল, বাফ্‌ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে সাদা এবং বাদামী রঙের লেগহর্ণই ভাল। লেগহর্ণের মধ্যে যতগুলি বিভাগ আছে, তাহার মধ্যে ইহারাই বড় আকারের এবং ইহারাই সবচেয়ে বড় ডিম পাড়ে। খাইবার পক্ষে লেগহর্ণ তেমন ভাল নহে। লেগহর্ণের সহিত ভারতীয় লড়ায়ে মোরগ, চট্টগ্রাম বা ল্যাংসান মোরগের সংমিশ্রনে যে মোরগ উৎপাদিত হয়, তাহারা খাইবার পক্ষেও মন্দ নয় এবং ডিমও মন্দ দেয় না। সঙ্কর মোরগ উৎপাদনের জন্য সাদা লেগহর্ণ মুরগীর সহিত সাদা চট্টগ্রাম মোরগের, বাফ্‌ বাদামী লেগহর্ণ মুরগীর সহিত বাফ্‌ চট্টগ্রাম মোরগ বা ল্যাংসান মোরগকে মিলিত হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

লেগহর্ণ মোরগের একটা বড় ঝুঁটি থাকে; উহাতে পাঁচ ছয়টা খোঁচা থাকে। মুরগীর ঝুঁটিও

ঐপ্রকার, কিন্তু উহা একদিকে হেলিয়া থাকে। যে সকল মোরগের গোলাপ ফুলের মত ঝুঁটি আছে, সেইগুলিই ভাল। উহাদের মুখ লাল, কান সাদা। সকল লেগহর্ণেরই পায়ের রঙ হলদে। উৎকৃষ্ট লেগহর্ণ মোরগের ওজন তিনসের এবং মুরগীর ওজন দুই সের। সাধারণ মোরগের ওজন আরও কম। সাধারণতঃ এক একটি মোরগ দুই তিন টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। ভালজাতের একটি মোরগ এবং দুইটি মুরগী ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। ডিমের জন্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লেগহর্ণ পুষিতে উপদেশ দিতে পারি না।

## আঙ্কোনা

আঙ্কোনা মোরগের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। ইহারাও লেগহর্ণ জাতীয় মোরগ।

## সাসেক্স

বিলাতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার মোরগ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাসেক্স মোরগই প্রাচীনতম। ইহাদের কখনও কখনও সারে বলা হয়। ইহাদের মধ্যে তিনটি বিভাগ আছে; ফিকে, ফোঁটা ফোঁটা দাগযুক্ত, এবং লাল। ফিকে ব্রহ্মের সহিত ফিকে সাসেক্সর সাদৃশ্য আছে। ফিকে সাসেক্স মোরগকে সকলেই পছন্দ করে।

ইহারা ছানা অবস্থায় যেমন সবল এবং কর্ম্মক্ষম, বড় হইয়াও সেইরূপ থাকে। মুরগী বেশ ডিম পাড়ে এবং সন্তান পালনেও বেশ নিপুণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের কিছু অবনতি হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে উহারা শ্রেষ্ঠ মোরগদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের দেহের পালক ঘন সন্নিবিষ্ট; মাথায় একটি ঝুঁটি আছে; পা ছোট এবং উহাতে পালক নাই। দাঁড়াইবার ভঙ্গী সোজা। মোরগের ওজন সাড়ে চারি সের এবং মুরগীর ওজন সাড়ে তিন সের। ভারতে সাসেক্স বেশী পাওয়া যায় না। বিলাতে সাধারণ মোরগের দর ৫ শিলিং হইতে ১০ শিলিং পর্য্যন্ত। ভাল মোরগের দর ১২ শিলিং হইতে ২১ শিলিং পর্য্যন্ত।

## রোড আইল্যাণ্ড রেড্

ব্রহ্ম বা ল্যাংসানের সহিত চট্টগ্রাম বা আমেরিকার রোড আইল্যাণ্ডের মোরগের সংমিশ্রনে এই মোরগের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, কোন্ কোন্ জাতের সংমিশ্রণে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও একটি ঝুঁটি, কাহারও গোলাপ ফুলের মত ঝুঁটি, কাহারও আকার ওয়েনডটের মত, কাহারও বা আকার রকের মত। সাধারণতঃ উহাদের রং লাল, কিন্তু উহাদের মধ্যে সাদা বাফ্ ও বাদামী মোরগও দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট সাদা ওয়েনডট্ যেরূপ ডিম পাড়ে, উহারাও সেইরূপ ডিম দেয়, কিন্তু খাইবার পক্ষে উহারা ওয়েনডট্ বা রকের সমকক্ষ নয়।

ইহাদের প্রধান গুণ উহারা খুব বেশী ডিম পাড়ে; ডিমের যোগান বাড়াইবার জন্য সাধারণ মুরগীর সহিত উহাদের সহজেই মিলাইতে পারা যায়। মাংস মুখরোচক করিবার জন্য চট্টগ্রাম মোরগের সহিত মিলিত করা উচিত।

উহাদের দেহ বেশ লম্বা চওড়া, পালক দৃঢ় সংবদ্ধ, পা মাঝারি আকারের এবং উহাতে পালক থাকে না। মোরগের রং উজ্জ্বল লাল, পীঠ এবং ডানার রং গাঢ় লাল। ল্যাজ কাল; ঠোঁট এবং পা হলদে, কাহারও কাহারও লালও হয়। মুরগীর রং লাল বটে, কিন্তু উহাতে সোনালী আভা থাকে। মোরগের ওজন চার সের হইতে সাড়ে চার সের, মুরগীর ওজন তিন সের হইতে সাড়ে তিন সের হইয়া থাকে। ভাল একটি

মোরগ এবং দুইটি মুরগীর দাম ১৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

## ফেভারোল

ফেভারোল ফরাসী দেশের মোরগ। সেখানকার লোকে ইহাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। ব্রহ্ম, ডোকিং এবং হাউডানের সংমিশ্রণে এই মোরগের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি বিভাগ আছে; স্যালমন ও সাদা। মোরগ এবং মুরগী উভয়েরই মাথায় একটি মাত্র ঝুঁটি আছে, এবং হাউডানের মত উহাদের দাড়ি আছে। দেহ লম্বা চওড়া। পা বেশী বড় নয় এবং উহাতে অল্প পালক থাকে। ডোকিং এর মত উহাদের পাচটি আঙ্গুল আছে। উহারা বেশ ডিম দেয় এবং উহাদের মাংসও ভাল। মোরগের ওজন সাড়ে তিন চার সের এবং মুরগীর ওজন তিন সের সাড়ে তিন সের। উহাদের পুষিতে বেশী খরচ নাই। একটি মোরগ এবং দুইটি মুরগী ১৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকায় পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম মোরগের সহিত কিম্বা ভারতীয় লড়ায়ে মোরগের সহিত উহাদের সংমিশ্রণে ভাল মোরগ উৎপাদিত হইতে পারে।

## ম্যালিনেস

ম্যালিনেস বেলজিয়ামের উৎকৃষ্ট মোরগ। টেবিলে আহারের পক্ষে উহারা ভাল। মোরগের ওজন সাড়ে চার সের হইতে পাঁচ সের, মুরগীর ওজন তিন সের হইতে চার সের পর্য্যন্ত ল্যাংসানের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্ম এবং সাধারণ মোরগের সংমিশ্রণে উহারা উৎপাদিত হইয়াছে। সাদা এবং কাল এই দুই প্রকারের ম্যালিনেস দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল মোরগের প্রত্যেকটির দাম ৭ শিলিং হইতে ১২ শিলিং।

# গালা তৈরীর ফরমুলা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## সুগন্ধযুক্ত লাল গালা।

১। চূর্ণ আম্বার রজন ¼ পাউণ্ড

| | |
|---|---|
| ভেনিস টার্পেনটাইন | ৫ আউন্স |
| পাত গালা | ১২ ,, |
| সিঁদুর | ৩ ,, |
| কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগনেসিয়া | ১ ,, |
| বেঞ্জিক এসিড | ১ ড্রাম |

সিঁদুর এবং ম্যাগনেসিয়া একত্রে মিশাইয়া গলিত রজনে ঢালিয়া দাও। অতঃপর গন্ধদ্রব্য ঢালিয়া ছাঁচে ফেল।

২। ভেনিস টার্পেনটাইন ১৪ আউন্স

| | |
|---|---|
| পাত গালা | ৬ ,, |
| কলোফনি | ¼ ,, |
| সিঁদুর | ১¼ ,, |

আম্বার গ্রীস ( amber gris ) দিয়া সুগন্ধযুক্ত কর।

৩। ভেনিস টার্পেনটাইন ৪ আউন্স

| | |
|---|---|
| পাত গালা | ৫॥ ,, |

কলোফনি ১¼ আউন্স
সিঁদুর ১॥ ,,

কার্ব্বনেট অব্ মাগ্নেসিয়া পরিমাণ মত।

মৃগনাভি [essence of musk] দিয়া সুগন্ধ কর। টার্পিন তৈল দিয়া কার্ব্বনেট অব ম্যাগনেসিয়াকে কাদার মত কর।

## ডিপ্লোমার জন্য নরম গালা

হলদে মোম ১॥ পাউণ্ড
ভেনিস টার্পেনটাইন ৪॥ আউন্স
অলিভ অয়েল ২॥ ,,
রঙ পরিমাণ মত।

প্রথমোক্ত তিনটি পদার্থ একত্রে গলাইয়া মিশাইয়া ফেল। অতঃপর রঙ দিয়া নাড়িতে থাক।

## স্বচ্ছ গালা

শুভ্র [bleached] পাত গালা ৩ পাউণ্ড
ভেনিস টার্পেনটাইন ৩॥ ,,
ম্যাষ্টিক রজন ৪ ,,
জিঙ্ক হোয়াইট ২ ,,
ব্রোঞ্জ পাউডার পরিমাণ মত।

প্রথমে জিঙ্ক হোয়াইট এবং ব্রোঞ্জ পাউডার একত্রে মিশ্রিত কর। অতঃপর টার্পেনটাইন মিশাইয়া কাদার মত কর। পরিশেষে গলিত গালা ও রজনে উহা ঢালিয়া দাও।

## বেগুনি বর্ণের গালা

পাত গালা ২৪৫ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ১২৫ ,,
মিনারাল ব্লু ৭৯ ,,
কার্ব্বনেট অব্ লেড্ ৫২ ,,
ক্রেক হোয়াইট ৩৫ ,,
মিউনিক লেক ৯ ,,

## সাদা গালা

১। হোয়াইট লেড্
কলোফনি
ভেনিস টার্পেনটাইন
পাত গালা
} সম পরিমাণ।

২। শুভ্র [bleached] পাত গালা ১০৪ ভাগ
ভেনিস টার্পেনটাইন ৫৬ ,,
স্পেনিশ চক ৩৮॥ ,,
কার্ব্বোনেট অব লেড ৪৯ ,,
ড্রাই হোয়াইট লেড ৭০ ,,

## হলদে গালা

১। মিডিয়াম ক্রোম ইয়েলো ১৬ আউন্স
ভেনিস টার্পেনটাইন ১৬ ,,
পাত গালা ১৬ ,,

২। ভেনিস টার্পেনটাইন ২ আউন্স
পাত গালা ৪ ,,
কলোফনি ১॥ ,,
কিংস ইয়েলো ¼ ,,

৩। ভেনিস টার্পেনটাইন ৩ পাউণ্ড
পাত গালা ৩½ ,,
ম্যাসিকট ৩ ,,

৪। পাত গালা ১৩৩ আউন্স
ভেনিস টার্পেনটাইন ৬৬½ ,,
কলোফনি ৪১½ ,,
ম্যাসিকট ২৪½ ,,
টার্পিন তৈল ও ম্যাগনেসিয়া মিশ্রিত ২½ ,,

## পার্শেলের জন্য লাল গালা

১। পাতগালা ১৪ ,,
রজন ২৬ ,,
ভেনিস টার্পেনটাইন ২০ ,,

| | | |
|---|---|---|
| | টার্পিন তৈল | ২ আউন্স |
| | চাখড়ি | ২ " |
| | জিপসাম | ৪ " |
| | সিঁন্দুর বা রেড লেড | ১০ " |
| ২। | পাতগালা | ১২ " |
| | রজন | ৪৮ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৩০ " |
| | টার্পিন তৈল | ৩ " |
| | চাখড়ি | ১৮ " |
| | জিপ্সাম্ | ৩২ " |
| | রেড লেড | ৩৬ " |
| ৩। | পাতগালা | ১½ পাউণ্ড |
| | রজন | ৮½ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৬ " |
| | চাখড়ি | ২ " |
| | ইটের গুঁড়া | ১ " |
| | রেড অক্সাইড অব আয়রন্ | ৫ " |
| | টার্পিন তৈল | ৮ আউন্স |
| ৪। | পাতগালা | ৫০ ভাগ |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৩৩১ " |
| | রেড লেড পরিমাণ মত। | |
| ৫। | পাতগালা | ৩৩ ভাগ |
| | রজন | ১০০১ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৮৩ " |
| | চাখড়ি | ১০০ " |
| | সিঁন্দুর | ১ " |

## বোতলের মুখ আটিবার কাল গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | রজন | ৬½ পাউণ্ড |
| | মৌচাকের মোম | ½ " |
| | আইভরি ব্ল্যাক | ১½ " |

এই পদার্থগুলি একত্রে উত্তাপে চড়াও। অন্য রং করিতে হইলে আইভরি ব্ল্যাকের পরিবর্ত্তে উক্ত পরিমাণ অন্য রঙ মিশাইতে হইবে।

| | | |
|---|---|---|
| ২। | সাদা পিচ | ২ পাউণ্ড |
| | হল্‌দে মোম | ৪ " |
| | কলোফনি | ৪ " |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৪ " |
| | ভূষি | পরিমাণ মত। |
| ৩। | কাল রজন | ৬ পাউণ্ড |
| | হলদে মোম | ½ " |
| | ভূষি | ১½ " |

## বোতলের মুখ আটিবার নীল গালা

| | |
|---|---|
| কলোফনি | ১০ ভাগ |
| ভেনিস টার্পেনটাইন | ২ " |
| হল্‌দে মোম | ২ " |
| আলট্রামেরাইন ব্লু | ২ " |

নীল রঙের পরিবর্ত্তে লাল করিতে হইলে আলট্রা-মেরাইনের পরিবর্ত্তে দুইভাগ রেড ওকার মিশাইতে হইবে। ১ ভাগ বার্লিন ব্লু এবং ১ ভাগ ইয়েলোক্রোমেট অব জিঙ্ক মিশাইলে সবুজ গালা হইবে।

## পার্শেলের জন্য বাদামী রঙের গালা

| | | |
|---|---|---|
| ১। | কলোফনি | ১১ পাউণ্ড |
| | রজন | ১০ আউন্স |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ৫ " |
| | চাখড়ি | ৭½ " |
| | টার্পিন তৈল | ½ " |
| | আম্বার | ১০ " |
| ২। | পাতগালা | ২১৪ ভাগ |
| | ভেনিস টার্পেনটাইন | ১০৫ " |
| | এসফালটাম | ৯১ " |
| | চাখড়ি | ১৪৭ " |

বার্ন্ট্ আম্বার ১১২ ”

ইহার রং অত্যন্ত ঘোর হইবে।

## বোতলের মুখ আটিবার সস্তার গালা

১। রজন ২৪ ভাগ
কলকোটার ৪ ”
সফ্ট সোপ ১ আউন্স

রজন গালাও। উহার সহিত একটু একটু সফ্ট সোপ মিশাও। রং দিয়া নাড়িতে থাক। অল্প অল্প উত্তাপ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে।

২। রজন ২½ পাউণ্ড
কেরোসিন মোম ১ ”
লার্ড ½ ”

এই পদার্থগুলি একত্রে মিশাইয়া যে রঙের গালা করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই রং উহাতে মিশাও।

৩। ব্রোঞ্জ রঙের বোতলের মুখ আটিবার গালা প্রস্তুত করিতে হইলে যে কোন রঙের বোতলের মুখ আটিবার গালা দশভাগ লইয়া ১ ভাগ কি দুই ভাগ মাইকা বা ব্রোঞ্জ পাউডার মিশাও।

## স্পিরিটযুক্ত লিকারের বোতলের গালা

১। হল্‌দে মোম ১ ভাগ
রজন ২ ”
পিচ ২ ”

এই পদার্থগুলি একত্রে গলাইয়া বোতলের মুখটি উহাতে ডুবাইয়া হাত দিয়া মুখটি ঠিক করিয়া লও।

২। জিপসাম ৪ ভাগ
সাদা সিমেণ্ট ৬ ”
চাখড়ি ৩ ”
ডেক্সট্রাইন ২ ”
স্পিরিট বার্নিস ৫০ ”
রং পরিমাণ মত।

একত্র মিশাইয়া বোতলের গলা ইহাতে ডুবাইয়া লইতে হইবে।

## এসিড এবং যে সকল তরল পদার্থ উপিয়া যায়, সেই সকল পদার্থের বোতলের গালা

তিসির খইল, প্রিসিপিটেটেড্ চক পিষিয়া জল দিয়া মিশাইয়া কাদার মত কর। ইহার দ্বারা উক্ত পদার্থের বোতলের মুখ আটা যাইবে।

# টাকা খাটাইবার উপায়

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

ষ্টক, সেয়ার বা সিকিউরিটির প্রকৃত মূল্য কিরূপে নিরূপণ করিতে হইবে, তাহাই এখন প্রধান বিবেচ্য। কোন ষ্টক ক্রয় করিবে,তাহার উপর মূল্য নির্দ্ধারণ কতকটা নির্ভর করে; যে সময় উহা ক্রয় করিবে, সেই সময়ের সহিত মূল্য নিরূপণের সম্পর্ক আছে; তাছাড়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত ষ্টক সেয়ারের মূল্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান যুগে সকল দেশের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত জগত যদি শান্তিতে থাকে, তাহা হইলে সকল দেশের ব্যবসায় বেশ চলিতে থাকিবে; কিন্তু যদি জগতের কোন স্থানে অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সকল দেশের ব্যবসায়ের বাজারে আন্দোলন উপস্থিত হইবে; সুতরাং জগতের শান্তির সহিত ষ্টক সেয়ারের মূল্য নিরূপণের একটা

সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি আপনি কোন ষ্টক বা সেয়ার অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করেন, তাহা হইলে ভাগ্যে থাকিলে আপনি জিতিয়া যাইতে পারেন! কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত, প্রকৃত মূল্যের চেয়ে যে ষ্টক বা সেয়ারে অধিক দাম দেওয়া যায়, তাহার দর শীঘ্রই নামিয়া যাইবে এবং পরিশেষে হয়ত তাহা আপনাকে ডুবাইবে।

যে সকল ষ্টকের উপর স্পেকুলেশন চলে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না; কারণ উহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না, বা নিরূপণ করা যায় না; এ সকল ক্ষেত্রে ষ্টক স্পেকুলেট করিয়া যে দর উঠে, সেই দামেই উহা ক্রয় করা হয়; কিন্তু যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহারা যে ষ্টক বা সেয়ার ক্রয় করিতে চাহেন, তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। হয়ত উহার দর প্রতি পাইটি পর্য্যন্ত মিলিয়া না ও যাইতে পারে, কিন্তু হিসাবে একটা কাছাকাছি দর পাওয়া যাইবে। হিসাবে যদি প্রকৃত মূল্যের কাছাকাছি দরও না পাওয়া যায় তাহা হইলে সে ষ্টক বা সেয়ার ক্রয় করা উচিত নয়।

সেয়ারের প্রকৃত মূল্য কি? যে ব্যবসায়ের ষ্টক বা সেয়ার ক্রয় করা হইবে, সেই ব্যবসায় আজ যদি ফাঁসিয়া যায়, তাহা হইলে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাই উহার প্রকৃত মূল্য নহে। ব্যবসায় যে সহজে ফাঁসিয়া যাইবে না তাহা ভুলিয়া গিয়া ব্যবসায় সহজে ফাঁসিবে এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সেয়ারের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। কথাটা বিলাতের একটা উদাহরণ লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিলাতের একটা ব্যাঙ্ক ফাঁসিয়া যায়; তাহার ফলে উহার প্রত্যেক সেয়ারের মূল্য হয় ১৩ পাউণ্ড ৭ শিলিং (প্রায় দুই শত টাকা), কিন্তু বাজারে এই সেয়ারের দর ১০ পাউণ্ডের কিছু অধিক। উপর হইতে দেখিলে খুব লাভের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কথা হইতেছে, একবার ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া কি উহা বার বার ভাঙ্গিবে? তবে ইহা সত্য যে, ব্যাঙ্কের কাজ সকল সময়ই যে ভাল চলিবে, তাহা নহে; ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বাড়াইতে যাইয়া অনেক টাকা লোকসান যাইতে পারে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ের সম্পত্তির উপরই কেবল ষ্টক সেয়ারের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে না, কিরূপ কাজ কর্ম্ম চলিয়াছে এবং চলিতেছে, তাহার উপরেও উহার মূল্য অনেকখানি নির্ভর করে।

তুমি জানিতে চাও, ব্যবসায় কিরূপ চলিতেছে, কিরূপ লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যত কিরূপ। এইখানেই ব্যাঙ্কের এবং দালালের উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। যিনি টাকা খাটাইবেন, তিনি নিজেও হিসাবের হাত বই এবং হিসাবের খাতা (balance sheet) দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাহারা এই কাজের কাজী তাহাদের মত লওয়া উচিত। মত লইলেই যে সেই মত অনুসারে কাজ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; কিন্তু মত লইয়া তাহা বেশ করিয়া বিবেচনা করা উচিত এবং সেই সঙ্গে আপনার মত মিলাইয়া লওয়া দরকার। দালাল এবং ব্যাঙ্কারদের উপদেশ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে যে কোম্পানীর সেয়ার ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, সেই কোম্পানীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইলে বার্ষিক বিবরণী এবং হিসাবের খাতা (balance sheet) পড়া দরকার।

অনেক লোকের ধারণা যে, ব্যালেন্স সিট (balance sheet) তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, কেননা উহার মধ্যে এমন কিছু গোপন রহস্য আছে, যাহার হদিস পাইতে হইলে সারা জীবন ধরিয়া উহার অনুশীলনের প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ ধারণা ভুল। যাহার সামান্য মাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে, সে যদি সতর্কভাবে ব্যালেন্স সিট দেখিয়া যায়, তাহা হইলেই সে উহা বুঝিতে পারে। ইহার জন্য বিশেষ কোন জ্ঞান

থাকার প্রয়োজন নাই। টাকা খাটাইতে হইলে ব্যালেন্স সিট দেখিতে জানা বিশেষ আবশ্যক।

কোম্পানীর বা ব্যবসায়ীর কত টাকার সম্পত্তি আছে এবং কত টাকা সে ধারে, তাহারই হিসাব ব্যালেন্স সিটে বিবৃত থাকে। কোম্পানীর বা ব্যবসায়ীর যাহা সম্পত্তি, যাহা তাহাদের অধিকারে আছে, তাহা ব্যালেন্স সিটের দক্ষিণ দিকে থাকে, উহাকে ক্রেডিট সাইড (Credit side) বলে। কোম্পানী বা ব্যবসায়ী যাহা ধারে, তাহা বাম দিকে থাকে; উহাকে ডেবিট সাইড (Debit side) বলে।

ডেবিট সাইড (Debit side):—ব্যালান্স সিটের বামদিকে কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ অর্থাৎ কত টাকার সেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকে। এই টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কোম্পানী জনসাধারণের নিকট ঐত টাকা ঋণ করিয়াছে। সুতরাং কোম্পাণীর মূলধন ডেবিট সাইডে পড়ে। ইহার মধ্যে অনেক ভাবিবার আছে। মনে করুন, কোম্পাণীর শতকরা ৬৲ টাকা সুদের, ২০০০০০০৲ টাকার প্রেফারেন্স সেয়ার (Preference share) আছে এবং ১০০০০০০৲ টাকা মূল্যের সাধারণ সেয়ার আছে। সাধারণ সেয়ার সিকি পয়সার লভ্যাংশ পাইবার পূর্ব্বে প্রেফারেন্স সেয়ার শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে ১২০০০০৲ টাকা সুদ পাইবে। হাত বইতে (handbook) দেখিতে হইবে প্রেফারেন্স সেয়ারে এ পর্য্যন্ত কিরূপ লভ্যাংশ পাইয়া আসিয়াছে। তাহা দেখিয়া বুঝিতে হইবে, এবারও প্রেফারেন্স সেয়ার কত টাকা লভ্যাংশ পাইবে এবং তাহার পর সাধারণ সেয়ারের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি না।

যদি প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, লভ্যাংশ পরিশোধ করিতে বাকি আছে কি না, অর্থাৎ লভ্যাংশ নিয়মিত পরিশোধ না করিবার পরও এমন অনেক ঋণের বোঝা থাকিয়া গিয়াছে কি না, যাহা শোধ করিবার পর সাধারণ সেয়ারের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। প্রেফারেন্স সেয়ার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত প্রেফারেন্স সেয়ারের যে প্রাপ্য টাকা শোধ করা হয় নাই, তাহা পরিশোধ করিয়া নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। ইহাতে অনেক সময় ভালসুযোগ মিলিতে পারে। অনেক ভাল কোম্পানী দুঃসময়ে টাকা শোধ না করিয়া সুসময়ে বাকি বকেয়া শোধ করিয়া দিয়া ব্যবসায় বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত চালাইয়া থাকেন। ইহা নোট করিয়া রাখিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ডিবেঞ্চার (Debenture) আছে কি না। ডিবেঞ্চার এবং সেয়ার যে একই জিনিষ নহে, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। ডিবেঞ্চারের সুদ নিয়মিত শোধ করিতেই হইবে, নহিলে কোম্পানী দেউলে হইয়া পড়ে। এখন ডিবেঞ্চারের সুদ হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে, উহার সুদ পরিশোধ করিয়া প্রেফারেন্স সেয়ার ও সাধারণ সেয়ারে লভ্যাংশ দিতে পারা যাইবে কি না।

ডিবেঞ্চার সম্বন্ধে বেশ সতর্ক থাকিতে হইবে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ ইয়ার বুকের সহিত মিলাইয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, কখন এবং কি প্রকারে উহা পরিশোধিত হইবে। যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি বুদ্ধিমান হইলে ধরিয়া লইবেন না যে, যখন ডিবেঞ্চার শোধ করিবার সময় আসিবে, তখন কোম্পানী পুরাতন ঋণ শোধ করিবার জন্য নূতন ঋণ করিবেন। হয়ত তাহা হইতে পারে, কিন্তু উহা ধরিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। আপনি যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জ ইয়ার বুকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা পরিশোধ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রতিবৎসর ডিবেঞ্চার ঋণের যত টাকা শোধ করিতে হইবে, তাহার সহিত সুদের টাকার পরিমাণ যোগ দিতে হইবে। এখন ডিবেঞ্চার ঋণ ও সুদের টাকা

শোধ করিয়া প্রেফারেন্স সেয়ার ও সাধারণ সেয়ারে লভ্যাংশ দিবার মত টাকা অবশিষ্ট থাকিবে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। অবশ্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণে ডিবেঞ্চার ঋণ পরিশোধ করা হইবে, সেই পরিমাণে সুদও কমিয়া আসিবে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খারাপ দিকটার প্রতি বিশেষ করিয়া নজর রাখিয়া যাওয়া উচিত। পরিশেষে ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্সসেয়ার, অর্ডিনারী বা সাধারণ সেয়ার ও ডেফার্ড সেয়ার (ডেফার্ড সেয়ারের অধিকারীরা একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইয়া যাইলে পুরা লাভ পায় না।) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ব্যালান্স সিটে সমস্ত সেয়ার ও ডিবেঞ্চার একত্রিত করিয়া যে মূলধনের পরিমাণ উল্লিখিত আছে, সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। তখন মনে মনে প্রশ্ন তুলিতে হইবে, এই মূলধনের পরিমাণ অত্যধিক কি না। এই সম্বন্ধে কোনও যে নিয়ম আছে, তাহা নহে। কোন কোন কোম্পানী নগদ কারবার করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল কোম্পানী সেতুনির্ম্মাণ বা রেলওয়ে প্রস্তুত প্রভৃতির ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নগদ কারবার করিলে চলে না, সুতরাং তাঁহাদের বেশী মূলধনের প্রয়োজন। অনেকে অবশ্য মুখে এ কথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন, মূলধনের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। টাকা খাটানের ব্যাপার লইয়া যিনি যত বেশী নাড়া-চাড়া করেন, এ সম্বন্ধে যিনি যত বেশী অনুশীলন করেন, তিনি তত বেশী বুঝিতে পারেন, মূলধনের পরিমাণ অত্যধিক কি না। এই উপলব্ধি সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায় যে, উহা একটু একটু করিয়া আপনা আপনি সঞ্জাত হয়। এ কথা শুনিয়া মনে হইতে পারে, উহার কোন অর্থ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। একজন অভিজ্ঞ টাইপিষ্ট যেমন কয়েকটা নূতন টাইপরাইটিং মেসিনের উপর হাত চালাইয়া বুঝিতে পারেন, নূতন হইলেও কোন যন্ত্রটি ভাল এবং কোন্‌টি খারাপ। তাঁহার এ বোধশক্তি অভ্যাসের ফলেই জন্মিয়াছে; তেমনি মূলধনের পরিমাণ অত্যধিক কি না, তাহা অভ্যাসের দ্বারা সঞ্জাত হইয়া থাকে। ডিবেঞ্চারের পরিবর্ত্তে কোন কোন কোম্পানীর ডেবিট সাইডে জমি বা বাড়ির উপর মর্টগেজ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ডিবেঞ্চার সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, মর্টগেজ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। ডিবেঞ্চার সম্বন্ধে যাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন, মর্টগেজ সম্বন্ধেও তাহাই বিবেচনা করা দরকার।

ডেবিট সাইডে আরও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোম্পানী অনেকের নিকট ঋণ করিয়াছে অর্থাৎ ক্রেডিটে (credit) মালপত্র আনিয়াছে। ইহার পরিমাণ বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে, ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। ব্যবসায় যত বড় হইবে, ততই creditএর পরিমাণ বেশী হইবে। ব্যবসায় বড় হওয়ার সঙ্গে creditএর পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার মধ্যে একটু ভাবিবার কথা আছে। ইহার উল্লেখ আমরা পরে করিব। এখন কোম্পানীর কয়েক বৎসরের বার্ষিক বিবরণী ও ব্যালান্স সিট সংগ্রহ করিয়া আপনি দেখিয়া যান, বৎসরের পর বৎসর creditএর পরিমাণ বাড়িতেছে, না কমিতেছে। ইহা নোট করিয়া রাখিতে হইবে।

ডেবিট সাইডে আরও নানা ছোট খাট ব্যাপারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে, যেমন কয়েক জন সেয়ারের মালিক এখনও লাভের অংশ দাবী করে নাই। কোন কোন স্থানে মনে হইবে, ডেবিট সাইড জটিল, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যেমন, কোম্পানী ইমারত তুলিতেছে; এই সম্পর্কে ইমারত তুলিবার সমস্ত ব্যয় উল্লিখিত হইতে পারে, কিম্বা কত টাকা এপর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে এবং কত টাকা বাকি আছে, তাহাও উল্লিখিত থাকিতে পারে। একটু বুদ্ধি থাকিলে এ সমস্ত জটিলতা অনায়াসে দুরীভূত হইতে পারে।

কোম্পানীর কতটাকা ঋণ ইহা জানিবার জন্যই ব্যালান্স সিট পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যটুকু মনে রাখিয়া ব্যালান্স সিট পরীক্ষা করিলে কোন জটিলতাই দুর্ভেদ্য বলিয়া এবং দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয় না।

ইহার নীচে সঞ্চয়ের ( Reserve ) অঙ্কের উল্লেখ থাকে। যদি সঞ্চয় কিছুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে উহাতে টাকা খাটান আদৌ সঙ্গত নহে। এ পর্য্যন্ত কোম্পানী যে লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন। সঞ্চয়ের পরিমাণ অল্প হউক ক্ষতি নাই। কিন্তু উহাতে বুঝিতে পারা যায়, কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা হিসাবী এবং বুঝদার লোক। আপনি যেমন অসময়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহারাও তেমনি তাহাই করিতেছেন।

সঞ্চয়ের পরিমাণ কতটা হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোন কোম্পানীর সঞ্চয়ের পরিমাণ মূলধনের একশভাগের একভাগ হইতে পারে, কোন কোম্পানীর মূলধনের অর্দ্ধেক সঞ্চয়ের পরিমাণ হইতে পারে। উভয় কোম্পানীই ভাল ; তবে শেষোক্ত কোম্পানী বোধ হয়, অত্যধিক সতর্কতার ফলে অত্যধিক সঞ্চয় করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে সঞ্চয় হইতে কিছু অংশ সেয়ারের মালিকদের প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কোম্পানী মূলধনের শতভাগের একভাগও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকা খাটাইতে অভিলাষী ব্যক্তিদের সে কোম্পানীর উপর বিশেষ আস্থা জন্মে না। সে ক্ষেত্রে টাকা খাটাইতে যাওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এখন বোধ হয় যিনি টাকা খাটাইতে ইচ্ছুক তিনি লাভ এবং লোকসানের অঙ্কের অনুসন্ধান করিবেন। টাকা খাটাইবার জন্য বিবেচনার ভার বহু পরিমাণে নির্ভর করে যে দিকে লাভ লোকসানের অঙ্কপাত হইয়াছে, সেই দিকের উপর। কথাটা বুঝাইয়া বলি। যদি লাভ লোকসানের অঙ্ক ব্যালান্স সিটের বাম দিকে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কোম্পানীর নিজের যাহা আছে (assets) তাহা অপেক্ষা ঋণের (liabilities) পরিমাণ কম। কিন্তু উহা যদি ব্যালান্স সিটের দক্ষিণ দিকে থাকে, তাহা হইলে চক্ষু বুজিয়া সে কোম্পানীর সেয়ারে টাকা খাটাইবার বিবেচনার ভার পরিত্যাগ করিবে। স্পেকুলেশনের দিক দিয়া হয়ত উক্ত কোম্পানীর সেয়ারের সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতে টাকা খাটাইতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। ধরিয়া লওয়া যাক, আপনি দেখিলেন কোন কোম্পানীর ব্যালেন্স সিটের বাম দিকে লাভ লোকসানের অঙ্ক রহিয়াছে। লাভ লোকসানের ঘরে প্রথমতঃ থাকে গত বৎসরের লাভের অঙ্ক, দ্বিতীয়তঃ থাকে আলোচ্য বর্ষের লাভের অঙ্ক। এই দুই অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া উহা হইতে যে লাভের অংশ ( dividend ) দেওয়া হইয়াছে, তাহা এবং ব্যবসায়ের সম্পত্তির মূল্য হ্রাসের (depreciation) পরিমাণ বিয়োগ করিতে হয়। তাহার পর লাভ এবং লোকসান বেশ করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি কোম্পানী লাভ-লোকসানের হিসাব ভিন্ন কাগজে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে খুঁটি নাটি বিষয়টি পর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারা যায়—কোম্পানী কত উপার্জ্জন করিয়াছে, কি প্রস্তুত করিয়াছে, কত বিক্রয় করিয়াছে কত খরচ করিয়াছে, তা ছাড়া মাহিনা, ভাড়া মাল-মসলা বাবদ কত ব্যয় করিয়াছে, সমস্ত বিষয়েরই একটা স্পষ্ট হিসাব পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের হিসাব দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, লাভের অঙ্ক বাড়িতেছে, কি ব্যয়ের অঙ্ক বাড়িতেছে।

যদি বিশেষ লাভ এবং লোকসান না থাকে, তাহা হইলে ব্যালান্স সিট যে লাভের অঙ্ক প্রদান করা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া মনে মনে জানিয়া রাখিবে, যাঁহারা ভাল কাজ চালান, তাঁহারা সেয়ারের মালিকদের কাছে জমা খরচের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত নহেন। অনেক ব্যবসায়ী আবার লাভ

লোকসানের অঙ্ক গোপন করিয়া রাখেন। তাহার অবশ্য কারণও আছে—পাছে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়, এই ভয়ে তাঁহারা উহা প্রকাশ করেন না। সুতরাং ব্যালেন্স সিটে লাভ লোকসানের যে অঙ্ক দেওয়া হয়, তাহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। কয়েক বৎসরের ব্যালান্স সিট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, লাভ বাড়িতেছে না কমিতেছে। যদি লাভের অঙ্ক লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে টাকা খাটান উচিত নহে। যে ব্যবসায়ে ধীরে ধীরে লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে উহার কিছু পরিমাণ সঞ্চয় ভাণ্ডারে (Reserve) রক্ষিত হয়, সেই ব্যবসায়েই টাকা খাটান উচিত।

লাভ লোকসানের খতিয়ান যে কেবল লভ্যাংশ প্রদানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে। লাভের অঙ্ক হইতে কত টাকা ব্যবসায়ের সম্পত্তির মূল্য হ্রাস হওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে, আপনার তাহা দেখাও কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ব্যালেন্স সিটের দক্ষিণ দিকে যদি বাড়ী, ঘর,আসবাব পত্রাদির জন্য কোন মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে, তাহা হইলে বাম দিকে উহার মূল্য হ্রাসের জন্য কিছু টাকা নির্দ্ধারিত থাকা প্রয়োজন। যদি কোন কোম্পানীর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ৬০০০০৲ টাকা ব্যয় হয় এবং বাড়ী যদি ৬০ বৎসর স্থায়ী হয় তাহা হইলে উহার মূল্য হ্রাসের জন্য প্রতি বৎসর ১০০০৲ নির্দ্ধারিত থাকা দরকার। সুতরাং ব্যালেন্স সিটের দক্ষিণ দিকে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা উচিত এবং সে সঙ্গে বাম দিকে বা লাভ লোকসানের ঘরে সম্পত্তির মূল্য হ্রাসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকা নির্দ্ধারিত রাখা হইয়াছে কিনা তাহা দেখা প্রয়োজন।

**ক্রেডিট সাইড** :-- সেয়ারের মালিকরা যে টাকা যোগাইয়াছে, তাহা দ্বারা,কোম্পানী যাহা খরিদ করিয়াছে ব্যালান্স সিটের দক্ষিণ দিকে তাহা থাকে। এই দিকে কোম্পানীর বাড়ী, আসবাব, কলকব্জা অন্য কোম্পানীর সেয়ার, মাল মসলা, ও জিনিস পত্রাদির হিসাব থাকে। এই সকল জিনিষের একটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, কিন্তু উহা ঠিক কিনা তাহা বিচার করাই কঠিন ব্যাপার। ইহা সত্য যে ব্যালেন্স সিটের প্রত্যেক বিষয়টি অডিটার (হিসাব পরীক্ষক) পরীক্ষা করিয়া উহা নির্ভুল বলিয়া মত দিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। অডিটার হিসাব পরীক্ষক, তিনি হিসাব পরীক্ষা করেন মাত্র; কোন জিনিসের কি দর তাহা তিনি জানেনও না, এবং তাহা জ্ঞাত হওয়া তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যেও না। জমি জমা এবং বাড়ীঘর প্রভৃতির জন্য যে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যদি কোম্পানী বহু দিনের হয় এবং যদি মূল্য হ্রাসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থনির্দ্ধারিত করা থাকে তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু মাল পত্র সম্বন্ধে কিরূপ দাম ফেলা হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন। যদি গত বৎসরের শেষ দিনে যে মূল্যে মাল বিক্রয় করা হইয়াছে, সেই মূল্য অনুসারে দর ফেলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন। জানিতে হইবে, ব্যবসায় ভাল চলিতেছে কি না এবং মাল উপরি উক্ত দরে বিক্রয় হইতে পারে কি না। ইহা অবশ্য কঠিন ব্যাপার, কিন্তু পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের ব্যালান্স সিট দেখিতে পারিলে ব্যাপার কতকটা সহজ হইয়া আসে। ব্যালান্স সিটগুলি পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, মালের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, না কমিতেছে। যদি মালের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মাল বিক্রয় করিতে না পারার ফলে উহা মজুত থাকিয়া যাইতেছে। মালের দর যেমন অত্যধিক হওয়া ভাল নয়, তেমনি অত্যধিক মাল মজুত

থাকাও ভাল নয়। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

যদি ব্যালেন্স সিটের দক্ষিণ দিকে অন্য কোম্পানীর সেয়ার থাকে, তাহা হইলে উক্ত সেয়ার উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে অডিটর কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যদি অডিটর কোন রূপ মত প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে কোম্পানীর সেয়ার আছে, তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ কোম্পানীর সেয়ারে টাকা খাটান যুক্তি সঙ্গত কি না ও সেয়ারের মূল্য কিরূপ তাহা বিবেচনা করা উচিত।

তাহার পর কোম্পানীর নিকট যাহারা টাকা পায়, তাহাদের বিষয় ব্যালান্স সিটে উল্লিখিত হইবে। কোম্পানীকে কত টাকা দিতে হইবে, তার পরিমাণ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। কিন্তু যদি কয়েক বৎসরের পুরাতন ব্যালান্স সিট পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, কোম্পানীকে যে টাকা দিতে হইবে, তাহার পরিমাণ বাড়িতেছে না কমিতেছে। উহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে কিনা। যে টাকা শোধ করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ যদি বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া অশুভ লক্ষণ নয়; তবে যদি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বাম দিকে দেখিতে হইবে সন্দেহজনক ঋণের জন্য সঞ্চয় বা রিজার্ভ কিছু কিছু আছে কিনা।

পরিশেষে দেখিতে হইবে, হাতেই বা নগদ কত আছে এবং ব্যাঙ্কেই বা কত আছে। যত বেশী হয়, ততই ভাল, কারণ অতিরিক্ত সুদ দিয়া আর টাকা কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

উপরে ব্যালান্স সিট সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ব্যালান্স সিট পড়া বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। কিরূপ ক্ষেত্রে টাকা খাটান হইবে, সে সম্বন্ধে ইহা সহায়তা করে; তবে কয়েক বৎসরের ব্যালেন্স সিট না আলোচনা করিলে, কিরূপ ক্ষেত্রে টাকা খাটান হইবে, তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

সাধারণতঃ কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণীর মধ্যে ব্যালেন্স সিট দেওয়া থাকে। এই বিবরণী বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। অতঃপর ডিরেক্টরেরা কিরূপ লোক সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা দরকার। ইহাতে কোম্পানীর সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। সাধারণতঃ বড়লোক ও খেতাবধারী ব্যক্তিদের লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর করা হয়। কিন্তু সেই কোম্পানীই ভাল যে কোম্পানীর সকলেই না হোক, অধিকাংশ ডিরেক্টরই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। এই সম্পর্কে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, যে ডিরেকটরের নাম অনেক গুলি কোম্পানীর ডিরেকটর-তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কোন্ ডিরেক্টর কতগুলি কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত, তাহা আমাদের দেশে জানিবার উপায় নাই, কিন্তু বিলাতে লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টরদের ডাইরেক্টরি (Directory of Directors) আছে। ইহা হইতে ডিরেক্টরদের সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বহু লিমিটেড কোম্পানী হইয়াছে এবং নিত্যই নব নব কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, ডিরেক্টরদের একখানি ডাইরেক্টরি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন বিলাতে সমার্সেট হাউস (Somerset House) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। কোন ডিরেক্টরের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিলে এক শিলিং দক্ষিণা দিয়া সমার্সেট হাউসে সেয়ারের মালিকদের তালিকা পরীক্ষা করিতে দিলে তাঁহারা বলিয়া দেন, উক্ত ডিরেক্টর মহোদয় কোম্পানীর ব্যবসায় পরিচালনে সহায়তা

করিয়া থাকেন কি না। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে সাবধান।

আমাদের এখানেও অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীদের ( Registrar of joint stock companies)নিকট কোন কোম্পানীর প্রস্‌পেক্টাস লইয়া উপস্থিত করিলে তাঁহারাও বলিয়া দেন। একশত কথার জন্য চারি আনা দক্ষিণা গ্রহণ করেন। সুতরাং টাকা খাটাইবার জন্য কোন কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে যাইয়া কোন ডিরেক্টরের উপর সন্দেহ হইলে উহাদের সাহায্য লওয়া উচিত।

উপরে ব্যালেন্স সিটের যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ উহাতে থাকে। কিন্তু উপরে যে সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হইল, সে সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তাহা হইলে অবশিষ্টগুলি বিশ্বাস করিতে পারা যায়।

## ডিবেঞ্চার।

সেয়ার, ষ্টক প্রভৃতি নানা ব্যাপারেই টাকা খাটান হইয়া থাকে, কিন্তু ডিবেঞ্চারে টাকা খাটানই সব চেয়ে ভাল—ইহা অপেক্ষা ভাল টাকা খাটাইবার পন্থা আর নাই। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, ডিবেঞ্চার ও সেয়ার এক জাতীয় পদার্থ নহে। লিমিটেড কোম্পানী অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন,—তজ্জন্য যে টাকা ফেলা হইয়াছে, তাহার অংশকে সেয়ার বলা হয়; কোন কোম্পানী হোটেলের ব্যবসায় আরম্ভ করিল, আপনি উহার সেয়ার ক্রয় করিলেন। ইহাতে বোঝায় এই যে, আপনি আশা করেন হোটেলে যথেষ্ট জন সমাগম হইবে; সুতরাং আপনি কিছু লাভের অংশ পাইবেন। ধরুন আপনি প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করিলেন; এই প্রেফারেন্স সেয়ারের তাৎপর্য্য এই যে, লাভের টাকা বাটোয়ারা হইবার সময় প্রেফারেন্স সেয়ারের উপর সকলের আগে শতকরা ৬॥০ টাকা বা ৭৲ টাকা প্রদান করা হইবে।

কিন্তু ডিবেঞ্চার সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। ইহা এক প্রকার ঋণ। আপনি যখন ডিবেঞ্চারে টাকা খাটান, তখন আপনি কোম্পানীকে টাকা ধার দেন; কোম্পানী আপনাকে সুদ দিতে এবং ভবিষ্যতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা শোধ করিয়া দিতে বাধ্য। কোম্পানী যখন ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণ করেন, তখন উক্ত কোম্পানী বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, মনে করিলে ভুল করা হইবে। ব্যবসায় পরিচালন করিবার জন্য, বিস্তৃতি সাধনের জন্য বা খরিদ্দারদের ক্রেডিট দিবার জন্য ঋণ করার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইলে ব্যবসায়ের যখন দুঃসময় যাইতেছে, তখন হয়ত উহা পরিশোধ করিতে হইতে পারে, কিন্তু ডিবেঞ্চার গ্রহণ করিলে ২০।২৫ বৎসর পরে সুবিধামত সময়ে উহা পরিশোধ করিতে পারা যায়।

সেয়ারে টাকা খাটান অপেক্ষা ডিবেঞ্চারে টাকা খাটান অধিক নিরাপদ। কারণ ডিবেঞ্চার শোধ করা এবং উহার সুদ দেওয়া কোম্পানীর প্রধান কথা। লভ্যাংশরূপে সিকি পয়সা প্রদান করিবার পূর্ব্বে ডিবেঞ্চারের সুদ পরিশোধ করিতে হইবে। তা ছাড়া সেয়ারের মালিক দিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ডিবেঞ্চার ঋণের কিছু অংশ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে কোম্পানী মূলধন হইতে ডিবেঞ্চারের সুদ দিতে হইতে পারে—আইন অনুসারে এ কার্য্য অসঙ্গত নহে। যদি কোন বৎসর লাভ আদৌ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোম্পানীর হাতে যে নগদ টাকা আছে, তাহা হইতে সুদ এবং প্রতি বৎসরে যে টাকা শোধ করিবার কথা আছে তাহা প্রদান করিতে পারিবে—পারিবে নহে, পারিতে বাধ্য। যাঁহারা ডিবেঞ্চার ঋণ প্রদান করিয়াছেন, কোম্পানী তাঁহাদের ডাকিয়া ভিন্ন ব্যবস্থা অবশ্য করিতে পারেন। যদি এরূপ কোন ব্যবস্থা না হয়

এবং কোম্পানী সুদ দিতে অপারগ হন, তাহা হইলে যাঁহারা ডিবেঞ্চার-ঋণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা কোম্পানীকে দেউলে ঘোষণা করিয়া ব্যবসায় গুটাইতে (liquidate) পারেন, ব্যবসায় নিজেদের হাতে লইয়া পরিচালনা করিতে পারেন, কিম্বা তাঁহারা উক্ত ব্যবসায় বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে. যাঁহারা ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের টাকাই সবচেয়ে নিরাপদে থাকে। এই কারণে তাঁহারা কদাচিৎ বেশী হারে সুদ পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারে শতকরা ৭৲ টাকার বেশী হারে সুদ পাওয়া যায় না। শতকরা সাত টাকা সুদের ডিবেঞ্চারের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, শতকরা ৬৲ টাকা সুদের ডিবেঞ্চারও পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময় দেখা যায়, একই কোম্পানীর সেয়ারের মালিকরা শতকরা ৩০৲ টাকা পাইতেছে. কিন্তু যাঁহারা ডিবেঞ্চার-ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা মাত্র শতকরা ৫৲ টাকা পাইতেছেন। ইহার কারণ হইতেছে যে, যাহার টাকা যত বেশী নিরাপদ, তাহার প্রাপ্য তত কম, এবং যাহার টাকা যত কম নিরাপদ, তাহার প্রাপ্য তত বেশী। ডিবেঞ্চারের টাকা, সেয়ারের টাকা অপেক্ষা ঢের বেশী নিরাপদ, তাই ডিবেঞ্চারের ভাগ্যে শতকরা ৫৲ টাকা, কিন্তু সেয়ারের ভাগ্যে শতকরা ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত জুটিয়া থাকে।

টাকা খাটাইতে হইলে প্রথম বিবেচনার বিষয় হইতেছে, যাহাতে টাকা দেওয়া হইবে, তাহাতে টাকা কতটা নিরাপদে থাকিবে। সুতরাং যে ডিবেঞ্চারে শতকরা আট নয় টাকা সুদ দেওয়া হয় সে ডিবেঞ্চার খুব বিশ্বাস যোগ্য নহে ; যে ডিবেঞ্চারে শতকরা ৬৲ টাকা বা ৬৷৷০ টাকা সুদ দেওয়া হয় তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। বিলাতে কোন এক কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে শতকরা ৪৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়, কিন্তু উহার দর ৫২৲ টাকা, অর্থাৎ একশত টাকায় ৭৷৹ আনা সুদ দাঁড়াইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে টাকা খাটান উচিত নহে।

কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কি না, তাহা জানিলেই ডিবেঞ্চার নিরাপদ কি না জানা হইল না। পূর্ব্বে ব্যালেন্স সিট পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে হইলে ব্যালেন্স সিট না পরীক্ষা করিয়া ডিবেঞ্চার ক্রয় করা উচিত নয়। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিবেন উক্ত কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে টাকা খাটান উচিত কি না। কিন্তু উহাই যথেষ্ট নয়। কোম্পানী সেয়ারের উপর কয়েক বৎসর ধরিয়া লাভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন কিনা এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ কিনা—যিনি ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহার ইহা জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া কোম্পানীর ভাল রকম সম্পত্তি আছে কিনা, তাহাও জানা প্রয়োজন।

ধরুন, অমুক বিস্কুট কোম্পানীর ব্যবসায় খুব ভাল চলিতেছে ; বাজারে সকলে উক্ত কোম্পানীর বিস্কুট পছন্দ করে, চারি দিকে উহার নাম যশ খুব। কিন্তু ডিবেঞ্চার ক্রেতার পক্ষে ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না ; কারণ উক্ত ব্যবসায় যদি ফেল হইয়া যায়, তখন উহার নামের কোন মূল্যই থাকিবে না। সুতরাং যাঁহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন নাম দেখিয়া না ভোলেন। তাঁহার প্রধান বিবেচ্য যদি কোম্পানী ফেল হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার এমন কিছু সম্পত্তি থাকা চাই, যাহা বিক্রয় করিয়া আসল উশুল হইতে পারিবে। সুতরাং তাঁহাকে ব্যালেন্স সিটে দেখিতে হইবে বিক্রয়ের যোগ্য সম্পত্তি কিরূপ আছে। অর্থাৎ জমি, বাড়ী, রেল লাইন, জাহাজ, মালপত্র,হাতে নগদ টাকার পরিমাণ,এবং অন্য কোম্পানীর সেয়ার কত আছে, তাহা দেখিতে হইবে।

যে সব সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হইল, উহা সবই ভাল কিন্তু মাল পত্রের মূল্য বেশী নয়। কোম্পানী যদি ফেল হইয়া যায়, তাহা হইলে মালপত্র জলের দরে বিক্রয় হইবে; কল কব্জা নগণ্য সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে; রেল লাইন একবার পাতা হইলে তাহার মূল্য অল্পই; জমি এবং বাড়ীই ভাল সম্পত্তি। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কোন কোম্পানী যে পরিমাণ ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণ করেন তাহা অপেক্ষা তাহাদের সম্পত্তির মূল্য কয়েকগুণ বেশী না হইলে ডিবেঞ্চার নিরাপদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি কোন কোম্পানী ৫ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকার হইলেই ভাল হয়, নহিলে অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকার হওয়া আবশ্যক।

ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময় সম্পত্তি মূল্য হ্রাসের কথা ভুলিলে চলিবে না। বাড়ী, ঘর, জাহাজ ইত্যাদির মূল্য হিসাবে ব্যালেন্স সিটে পনের কুড়ি লাখ টাকা নির্দ্ধারিত থাকিতে পারে; কিন্তু বাড়ী, ঘর, জাহাজ ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসে, অতএব উহার মূল্য হ্রাস হয়। সুতরাং কেবল সম্পত্তির মূল্যের হিসাব দেখিয়াই ডিবেঞ্চার ক্রয় করা যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি প্রতি বৎসরের ব্যালেন্স সিটে সম্পত্তির মূল্য হ্রাসের জন্য যথেষ্ট টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডিবেঞ্চার ক্রয় করা যাইতে পারে।

যদি দেখা যায় কোম্পানীর সম্পত্তি বেশ মূল্যবান, তাহা হইলে ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি অত্যধিক পরিমাণে ডিবেঞ্চার ছাড়া হয়, তাহা হইলে সাবধান। কিন্তু ডিবেঞ্চার অত্যধিক পরিমাণে ছাড়া হইয়াছে, কিনা তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। ধরুন কোন কোম্পানী ৫০০০০০৲ টাকার ১০৲ টাকা করিয়া ৫০০০০ সাধারণ সেয়ার ছাড়িলেন, উক্ত কোম্পানীর যদি ৫০০০০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার ছাড়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অত্যধিক পরিমাণে ডিবেঞ্চার ছাড়া হইয়াছে। কারণ সাধারণ সেয়ার হইতে যে পাঁচ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা এত সম্পত্তি ক্রয় করা যাইতে পারে না, যাহা পাঁচ লক্ষ টাকার গ্যারাণ্টি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ধরুন, কোন কোম্পানী ১০ লক্ষ টাকার সাধারণ সেয়ার ছাড়িলেন এবং তিন লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ছাড়িলেন। এরূপ ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার ক্রয় করার মধ্যে ভয় পাইবার যে কিছুই নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ধরিয়া লওয়া যাক, আপনি যে কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে চাহেন, সে কোম্পানী অত্যধিক ডিবেঞ্চার ছাড়ে নাই, এখন তাহা হইলে কর্ত্তব্য কি? দেখিতে হইবে, আপনার মত না লইয়া কোম্পানী আর ডিবেঞ্চার ছাড়িতে পারেন কিনা। কোন কোম্পানীর প্রস্পেক্টাসে দেখিতে পাওয়া গেল, ১০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ছাড়িবার অধিকার তাহাদের আছে, তন্মধ্যে শত করা ৬৲ টাকা সুদে ৫ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ছাড়া হইতেছে (Issue of Rs 500000/ 6 percent Debentures, part of Rs 1000000/ authorised)। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, সেয়ারের মালিকরা ডিরেক্টরদের ১০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ছাড়িবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু ডিরেক্টররা এক্ষণে পাঁচ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ছাড়িলেন। ইহার কারণ কোম্পানীর এক্ষণে আর অধিক টাকার প্রয়োজন নাই এবং অধিক ঋণ করিলে সুদ দিতে পারিবেন না। কিন্তু যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি স্থির করিয়া রাখিবেন যে, কোন সময়ে অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টাকারও ডিবেঞ্চার ছাড়া হইতে পারে। ইহা যে কোম্পানীর খারাপ অবস্থা সূচনা করে, তাহা নহে—ব্যবসায় খুব ভাল চলিলে তাহার বিস্তৃতির জন্য টাকার প্রয়োজন হইতে পারে; আবার খারাপ হইলেও যে টাকার দরকার হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যিনি

টাকা খাটাইতে চাহেন, খারাপ দিকটাই তাঁহার ভাবিয়া লওয়া উচিত। তবে ব্যালেন্স সিট পরীক্ষা করিয়া তিনি যদি বুঝেন, অবস্থা ভাল, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অবশিষ্ট ডিবেঞ্চার জারি হইলেও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত, সিকিউরিটি ভাল হইলেও ডিবেঞ্চার পুনরায় ছাড়া হইলে উহার যোগান বেশী হইবে। যোগান বেশী হইলে জিনিষপত্রের দাম আপনা হইতেই কমিয়া যায়। সেই অনুসারে ডিবেঞ্চার সিকিউরিটির দামও কমিয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা ভাবিবার আছে। ধরুন, কোন কোম্পানী একবার ডিবেঞ্চার ছাড়িল, ইহার কিছুকাল পরে আবার একদফা ডিবেঞ্চার ছাড়িল। দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার-ক্রেতারা প্রথম দফার ডিবেঞ্চার-ক্রেতাদের সমকক্ষ বা সমতুল্য নহে। অর্থাৎ প্রথম দফার ডিবেঞ্চার ক্রেতারা কোম্পানীর নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম সুদ এবং যে পরিমাণ ডিবেঞ্চার ঋণ শোধ করিবার কথা আছে, তাহা পাইবে। ইহার পর দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার ক্রেতারা তাহাদের প্রাপ্য পাইবে। সুতরাং যিনি ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাকে দেখিতে হইবে, এমন কোন সিকিউরিটি সৃষ্টি করা হইতেছে কি না, যাহাতে ডিবেঞ্চারের প্রাপ্য পরিশোধ হইবার পূর্ব্বে উক্ত সিকিউরিটির পাওনা শোধ করিতে হইতে পারে। সুতরাং ডিবেঞ্চার অপেক্ষা ভাল বা উহার সমকক্ষ সিকিউরিটি সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে যিনি ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাইতেছেন, যদি তাঁহার সম্পত্তি না লওয়া হয়, তাহা হইলে সেরূপ ডিবেঞ্চার না কেনাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রথম দফার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করা দরকার, দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময়ও সেই সকল বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু খোঁজ লইয়া জানিতে হইবে, নানারকমের ডিবেঞ্চার অত্যধিক পরিমাণে ছাড়া হইয়াছে কি না, দ্বিতীয়তঃ, প্রথম দফার ডিবেঞ্চার-ঋণ শোধ করিয়া দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার শোধ করিবার মত কোম্পানীর সম্পত্তি আছে কি না; তৃতীয়তঃ, কোম্পানী বিশ্বাসযোগ্য এবং উত্তম (sound) কি না। যাঁহারা দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবেন, তাঁহাদের সকল সময় মনে রাখা উচিত যে, প্রথম দফা ডিবেঞ্চারের সুদ এবং আসল আগে শোধ করা হইবে, তারপর দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চারের ঋণ পরিশোধিত হইবে। দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার প্রথম দফা অপেক্ষা সস্তা; উহার কারণ, প্রথম দফা অপেক্ষা উহা কম নিরাপদ। উহাতে টাকা খাটান কম নিরাপদ, অতএব উহা ক্রয় করা সঙ্গত নয়, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। উহাও ভাল সিকিউরিটির মধ্যে পরিগণিত। যদি দেখা যায়, প্রথম দফার ডিবেঞ্চার-ঋণ নিয়মিত পরিশোধ হইতেছে, এবং সেয়ারের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে বোঝা যাইবে, দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চারের ঋণ যথা নিয়মে সুদ ও আসল সমেত পরিশোধিত হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রথম দফার ডিবেঞ্চার যেমন নিঃসন্দেহে ক্রয় করা যায়, দ্বিতীয় দফার ডিবেঞ্চার ততটা নিঃসন্দেহে ক্রয় করা যায় না, কারণ প্রথম দফা অগ্রে পরিশোধিত হইবে, তৎপরে দ্বিতীয় দফা পরিশোধ করা হইবে।

উপরে ডিবেঞ্চারের আসল পরিশোধ করিবার কথা বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা শোধ করাই ডিবেঞ্চারের মূল কথা। এমন ডিবেঞ্চারও আছে, যাহার আসল কোন কালে শোধ করা হয় না—ইহাকে perpetual debenture বা চিরস্থায়ী ডিবেঞ্চার বলা হয়। এরূপ ডিবেঞ্চার অল্পই পাওয়া যায়। যাহা হউক, যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি কোন দিন না কোন দিন টাকা ফেরত পাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার টাকা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জোর করিয়া ফেরত দেওয়া হয়, এরূপ ইচ্ছা তাঁহার নাও থাকিতে পারে। তিনি সুদ পাইবার আশায় ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়াছেন; সুতরাং

যদি তাড়াতাড়ি তাঁহার টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইতে পারেন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সর্ত্তে ডিবেঞ্চার ছাড়া হয়:—কোম্পানীর লাভের অংশ হইতে একটি সিঙ্কিং ফণ্ড (Sinking fund) করা হইবে, অর্থাৎ লাভ হইতে কিছু টাকা পৃথক রাখা হইবে, তাহা দ্বারা ডিবেঞ্চার শোধ করা হইবে; তা ছাড়া যাঁহারা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে চাহেন, সিঙ্কিং ফণ্ড হইতে তাঁহাদের ডিবেঞ্চার কিনিয়া লওয়া হইবে; কিম্বা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর লটারি করিয়া নাম টানা হইবে, যাঁহাদের নম্বর উঠিবে, তাঁহাদের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে; ইহা ছাড়া কোম্পানী এ সর্ত্তেও স্বীকৃতি দেন যে, কুড়ি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর কিছু টাকা শোধ করিয়া ডিবেঞ্চার শোধ করিবেন। শেষোক্ত সর্ত্ত মন্দের ভাল বটে; কিন্তু এমন হইতে পারে যে, ছয় মাস পরে টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। যদি উচিত মূল্য অপেক্ষা বেশী দিয়া ডিবেঞ্চার ক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা যে বিরক্তি উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। কোম্পানীর আরও একটি সর্ত্ত থাকে, যাহাতে দুই তিন বৎসর পরে, ডিবেঞ্চার ঋণের কিছু টাকা হ্রাস করিবার অধিকার দেওয়া থাকে; কিম্বা ছয় মাসের নোটিশ দিয়া কোম্পানী ডিবেঞ্চারের কিছু টাকা শোধ করিতে পারে, এরূপ অধিকারও দেওয়া থাকে। ইহার অর্থ হইতেছে, যদি দুই তিন বৎসর পর বাজারে সুদের হার হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে কোম্পানী জোর করিয়া টাকা শোধ দিয়া দিবে। ধরুণ, এখন শতকরা সাত টাকা সুদে কোন কোম্পানী ডিবেঞ্চার ছাড়িলেন। কিন্তু দুই তিন বৎসর পরে, বাজারে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় সুদের হার কমিয়া গিয়া শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকায় দাঁড়াইল। তখন কোম্পানী সাত টাকা সুদের কিছু ডিবেঞ্চার শোধ করিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা সুদের ডিবেঞ্চার জারি করিলেন, ইহাতে তাঁহারা যে টাকা পাইলেন, তাহাদ্বারা সাত টাকা সুদের আরও কিছু ডিবেঞ্চার শোধ করিয়া দিলেন। আজ যাঁহারা সাত টাকা সুদের ডিবেঞ্চার কিনিতেছেন, তাঁহারা হয়ত ভাবিতেছেন, তাঁহারা এখন কুড়ি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শতকরা সাত টাকা সুদ উপভোগ করিবেন। ভবিষ্যতে দুই চারি বৎসর পরে হয়ত তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের টাকা শোধ করিয়া দিবার তাগিদ আসিয়াছে—তাঁহাদের টাকা জোর করিয়া ফেরত দেওয়া হইতেছে। সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া কোম্পানীর সর্ত্তগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে টাকা শোধ করিয়া দিবার অধিকার থাকিতে পারে, তাহা এমন বিশেষ কিছু মারাত্মক নয়; কিন্তু সাবধান, যেন উচিত মূল্য অপেক্ষা বেশী দিয়া উহা না ক্রয় করা হয়।

উচিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দেওয়াকে "প্রিমিয়াম্" (premium) দেওয়া বলে। প্রিমিয়াম্ দিতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতেছি।

ধরুন, কোন কোম্পানী শতকরা ৮৲ টাকা সুদের ডিবেঞ্চার জারি করিলেন। বাজারে ১০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার ১০৯৲ টাকায় বিক্রয় হইতে লাগিল। এক্ষেত্রে নয় টাকা অধিক প্রিমিয়াম্ দিতে হইতেছে। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ডিস্‌কাউন্ট্ (discount) বলে। ধরুন, শতকরা ৫৲ টাকা সুদের ১০০৲ টাকার ওয়ার লোন (war loan) ৯৯৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ইহার অর্থ ১০০৲ টাকার ওয়ার লোন এক টাকা ডিস্‌কাউন্টে বিক্রয় হইতেছে।

ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, ১০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার যদি এক টাকা ডিস্‌কাউন্টে অর্থাৎ ৯৯৲ টাকায় ক্রয় করা হয় এবং কোম্পানী যদি উহা ১০০৲ টাকায় শোধ করেন, তাহা হইলে যে টাকা ডিবেঞ্চারে খাটান হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা কিছু

বেশী পাওয়া গেল। কম দিয়া বেশী পাইবার কাহার না ইচ্ছা? তাই কোম্পানী জনসাধারণের মন আকর্ষণ করিবার জন্য প্রিমিয়াম্ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ ১০০৲ টাকার ষ্টক্ বা ডিবেঞ্চার ৯৮৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ১০০৲ টাকায় শোধ দিয়া থাকেন; কেহ বা ১০০৲ টাকাতে বিক্রয় করিয়া ১০৫৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন।

সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময় দেখিতে হইবে, কবে এবং কত টাকায় উহা শোধ করা হইবে। যদি উহা বহু বৎসর বাদে শোধ করা হয়, তাহা হইলে কিছু প্রিমিয়াম্ দিয়া ক্রয় করিলেও ক্ষতি হয় না। ধরুণ, কোন ডিবেঞ্চার বার বৎসরের পূর্ব্বে শোধ করা হইবে না। এক্ষেত্রে যদি ১০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার ১০৪৲ টাকায় ক্রয় করা হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কারণ যে ৪৲ চারি টাকা প্রিমিয়াম্ দেওয়া হইল, তাহা বার বৎসরের সুদে পোষাইয়া যাইবে। কিন্তু যদি দুই তিন বৎসরে শোধ করা হয় এবং ৪৲ চারি টাকা প্রিমিয়াম্ দিতে হয়, তাহা হইলে, ক্ষতির পরিমাণ যে বেশী তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কোন কোন কোম্পানী ডিবেঞ্চার-ক্রেতাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার দিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বিলাতের মার্কনি কোম্পানীর উল্লেখ করিতে পারা যায়। উক্ত কোম্পানীর ডিবেঞ্চার-ক্রেতারা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিবেঞ্চারের বিনিময়ে সেয়ারের অধিকারী হইতে পারেন। ধরুণ, কোন ব্যক্তির উক্ত কোম্পানীর ৩০০ পাউণ্ড মূল্যের ডিবেঞ্চার আছে। তিনি উক্ত ডিবেঞ্চারের পরিবর্ত্তে ৩ পাউণ্ডের ১০০ সেয়ার গ্রহণ করিতে পারেন। এই সুবিধার যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথমতঃ, ডিবেঞ্চারে শতকরা সাত টাকার অধিক সুদ পাওয়া যায় না, কিন্তু সেয়ারে লাভাংশ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সেয়ারের দর যখন বাড়িয়া যায়, তখন মূলধনের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। মার্কনী কোম্পানীর সেয়ারের দর ৩ পাউণ্ড, কিন্তু উহার দর যদি চার পাঁচ পাউণ্ড হইয়া উঠে, তাহা হইলে তিন শত পাউণ্ডের ডিবেঞ্চারে এক শত দুই শত পাউণ্ড মূলধন বাড়িয়া যায়।

কিন্তু শেষ কথা হইতেছে, ডিবেঞ্চার সকল প্রকার সিকিউরিটির মধ্যে নিরাপদ। ইহাতে অত্যধিক সুদ পাইতে চাহিও না।

# ভদ্রলোকের উপযোগী কৃষিকাজ।

বাঙ্গলা কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার মাটিতে অন্ন ফলে। বাঙ্গালী দেশ-জননীকে, বাঙ্গলার মা-টিকে, যতই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসুক, বাঙ্গলার মাটি-কে তেমন করিয়া ভালবাসেনা। তাই দেশভক্তির উৎকট চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে; কিন্তু যাহারা বাঙ্গলার মাটিকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রতি ঘৃণার অবধি নাই। যাহারা স্বাধীনভাবে আপন পরিশ্রমে অন্নের সংস্থান করে, তাহারা হেয়, কিন্তু যাহারা পরের গোলামি করিয়া বেড়ায়, তাহারা মাননীয়। বাঙ্গলার এই যে বিপরীত ভাবধারা, বাঙ্গালীর

এই যে অদ্ভুত মনোভাব, ইহাই বাঙ্গালীকে নানা সমস্যায় বিজড়িত করিয়াছে, ইহাই বাঙ্গলার অন্ন-সমস্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গলার মাটি আবাদ করিলে সোণা ফলিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী মাটির কোলে ফিরিয়া না যাইয়া দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই অন্নাভাব তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

একদিন এই বাঙ্গলা দেশ অন্নপূর্ণার মত অফুরন্ত হাতে সারা জগতকে অন্ন পরিবেশন করিয়াছে, আর আজ সেই বাঙ্গলার সন্তানদের দুই বেলা পেট ভরিয়া অন্ন জুটিতেছে না। ইহার কারণ কি? সেদিনকার বাঙ্গলা এবং বর্ত্তমানের বাঙ্গলার মধ্যে কোনও প্রভেদইত নাই, অথচ সেদিন বাঙ্গালীর গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গরু ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, বাগানে ফল ছিল, ক্ষেতে তরিতরকারী ছিল—সেদিন বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, প্রত্যহ অতিথি অন্ন পাইত। সেদিনকার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, সেদিন বাঙ্গালী স্বাধীন উপজীবিকাকে অবলম্বন করিয়াছিল, এবং কৃষিকে অবহেলা করে নাই। আজ যদি বাঙ্গলার অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের পন্থাকেই জীবনের সাধনা করিয়া লইতে হইবে, এবং বঙ্গ-জননীর "কুঞ্জ কুটীর দুয়ারে" অতীতের মতই অতিথি হইতে হইবে। তবেই অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে।

যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক বেকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, সকলেই তাহাদিগকে পল্লীগেহে ফিরিয়া যাইয়া চাষ আবাদে মনঃসংযোগ করিতে বলিতেছে, নচেৎ এ অন্ন-সমস্যা সমাধানের আর উপায় নাই।

কৃষকেরা মান্ধাতার আমলে যে সকল জিনিষের চাষ-বাস করিতে শিখিয়াছে, আজও তাহারা সেই-গুলিই ফলাইয়া থাকে। সুতরাং উহারা যে সকল জিনিস উৎপাদন করে না, সেই সকল জিনিস উৎপন্ন করিবার জন্য যদি যুবকেরা কাজে নামে, তাহা হইলে অনায়াসে তাহারা বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং এই কৃষকেরাই তাহাদের খরিদ্দার হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ কপির কথাই উল্লেখ করা যা'ক। শীত কালে কপির সময় কোন গ্রাম হইতে যদি কেহ সহরে যায়, তবে তাহার নিকট কপির সওগাত আনিবার জন্য পাড়া-পড়শীর কাছ হইতে তাগিদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার কারণ গ্রামে কপির চাষ হয় না। কোন যুবক যদি গ্রামে যাইয়া কপির চাষ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে একদিকে যেমন তাহাকে কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় না, তেমনি উহার কাটতির জন্য সুদূর সহরের পানেও তাকাইয়া থাকিতে হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ কেবল কপির কথাই উল্লেখ করিলাম। আরও নানা জিনিস আছে, যাহা আমরা সহরে পাই, কিন্তু গ্রামে পাই না। এই সকল জিনিসের অনুসন্ধান করিয়া একটি বাগান লইয়া যুবকেরা যদি তাহাতে নানারূপ আধুনিক প্রচলিত শাকসব্জী উৎপন্ন করিতে ব্রতী হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহাদের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে।

বাগান করার মধ্যে নিজের একটা তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে, এবং অর্থও আছে। বাঙ্গালী যুবক যদি সহরে থাকিবার লোভে কুড়ি পঁচিশ টাকার চাকুরির জন্য লালায়িত না হইয়া গ্রামে বসিয়া বাগান করে, তাহা হইলে অনায়াসে স্বাস্থ্য, অর্থ এবং আনন্দ সবই উপভোগ করিতে পারে। তবে এই বাগান বলিতে যদি কেহ ধনীর বিলাস-কেন্দ্র বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। ইহা হইবে বেকার যুবকের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র। কিন্তু তাহা হইলেও অন্নের সংস্থান করিয়াও ইহার মধ্যে আপন সৌন্দর্য্যানুভূতি বিকাশের যথেষ্ট অবসর এবং পরিসর থাকে। সুতরাং

কিরূপে বাগান করিতে হইবে, নিম্নে তাহারই আলোচনা করা যা'ক।

বাগান কি আকারের হইবে, তাহা কোনরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। বাগান চতুষ্কোণ হইবে, কি ত্রিকোণ হইবে, লম্বা হইবে, কি চওড়া হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে যতদূর সম্ভব বাগান মানানসই মত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাগানে বৃক্ষের অবস্থান কিরূপ হইবে, তাহাও বলা কঠিন। কারণ, এমন হইতে পারে যে, কতকগুলি গাছ মনোমত স্থানে জন্মে নাই। সেগুলি কাটিয়া মনোমত জায়গায় উৎপাদন করিতে হইলে ক্ষতি সহিতে হইবে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সম্মুখে যদি বেশ সুসজ্জিত একটি "লন" থাকে, তাহা হইলে বাগানের শোভাবর্দ্ধিত হয়। সাহেবদের বাগানের সাম্‌নে "লন" থাকাই যেন একটা রীতি—বাঙ্গালীরা অনেকে রাখেন, আবার অনেকে রাখেনও না। অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে "লন" রাখার কোন সার্থকতা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাগান করার মধ্যে অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত সৌন্দর্য্য বিকাশেরও একটা দিক আছে—সৌন্দর্য্য বিকাশের দিক দিয়াই "লন" রাখার সার্থকতা। যাঁহারা "লন" রাখিতে চাহেন, বেশী দামী গাছ গাছড়া দিয়া তাঁহাদের উহা সজ্জিত না করাই উচিত। কারণ, তাহাতে ব্যয় বেশী হইবে। ব্যয় না বাড়াইয়া সাদাসিধার উপর "লনকে" সুন্দর করিয়া তোলা উচিত। কারণ, এই বাগান করার মধ্যে একটা ব্যবসায়ের দিক আছে। বাগানের মধ্যে যে পথ থাকিবে তাহা বেশ ফিটফাট হওয়া উচিত। যে স্থানে ফুলগাছ বসান হইবে, সে স্থানটি ডিম্বাকৃতি হইলেই বেশ সুদৃশ্য হয়। ব্যবসায় ব্যপদেশে বাগান করিতে হইলে বাগানটি দেখিতে সুন্দর হইবে, অথচ উহার জন্য বেশী ব্যয় হইবে না, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

বাগান করিতে হইলে কয়েকটী যন্ত্রের আবশ্যক। নিম্নে যন্ত্রগুলির বিবরণ প্রদান করিতেছি।

১। সাবোল ( pickaxe ) ইহার একদিক সূচালো এবং অপর দিক কুঠারের আকার। সূচালো দিক দিয়া মাটি খোঁড়া যায়, এবং কুঠারের দিক দিয়া গাছের ডাল-পালা কাটা যায়। পশ্চিমে ইহাকে গাইতা বলে।

২। জল নিকাশের ব্যবস্থা করিবার যন্ত্র ( draining spade ) ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং এই যন্ত্র চার প্রকারের আছে। ২নং যন্ত্র সাধারণ লোকে সহজেই ব্যবহার করিতে পারে। অতিশয় শক্তিশালী যাহারা বা মাটি কাটা যাহাদের পেশা, তাহারা ৩নং যন্ত্র ব্যবহার করে।

৩। কাঁটা—কাঁটা ( fork ) তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের কাঁটার তিনটি, চারটি বা পাঁচটি চতুষ্কোণ আকারের কাঁটা থাকে। চারিটি কাঁটা-যুক্ত কাঁটাই ভাল। ইহার দ্বারা মাটির উপরিভাগ সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের কাঁটার কাঁটাগুলি চেপ্টা আকারের। যে মাটিতে বড় বড় ঢেলা মিশান থাকে, সেই মাটি উস্কাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে এই কাঁটারদ্বারা বেশ কাজ হয়। তৃতীয় প্রকারের কাঁটা ছোট; ফুল গাছের মাটি প্রস্তুত করিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। ইংরাজিতে প্রথম প্রকারের কাঁটাকে ডিগিং ফর্ক ( digging fork ), দ্বিতীয় প্রকারের কাঁটাকে পোটাটো ফর্ক ( potato fork ) ও তৃতীয় প্রকারের কাঁটাকে গার্ডেন ফর্ক ( garden fork ) বলে। মাটি খুঁড়িতে কাঁটার দ্বারা অনেক উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদ্বারা কাজ করিবার সময় কাঁটা যাহাতে বাঁকিয়া না যায়, সে বিষয়ে একটু সাবধান থাকা প্রয়োজন।

৪। রেক (rake)—ইহা চিরুণীর মত যন্ত্র। কাঠ বা লোহার বারে চার হইতে ১৪টি পর্য্যন্ত লোহার দাঁত থাকে। ইহাদ্বারা জমির উপরি ভাগের মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, এবং বীজ ছড়াইয়া বীজের উপর মাটি টানিয়া দেওয়া হয়।

৫। হো (hoe)—ইহা আগাছা তুলিয়া ফেলিবার যন্ত্র বা কাস্তে বিশেষ। ইহা নানা রকমের আছে। যে রকম প্রয়োজন, সেই রকম "হো" গ্রহণ করা উচিত।

৬। ডিব্‌ল্‌ (dibble)—ইহাকেও এক প্রকার সাবল বলিতে পারা যায়। বৃক্ষ রোপন করিবার সময় মাটিতে গর্ত্ত করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের মুখটি সূচালো।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিস রাখা প্রয়োজন। একটি ছোট একচাকা গাড়ী, ঝুড়ি, মই, কোদাল, জল দিবার পাত্র, দড়ী ইত্যাদি। "লন" থাকিলে একটি ঘাস কাটা যন্ত্রও রাখা প্রয়োজন। দেশীয় যন্ত্রের মধ্যে খন্তা, কোদালী, দা, কুড়ুল, কাস্তে, নিড়ানী, হাসুয়া, হাত করাত, ঝারী, বাল্‌তী ইত্যাদিও খুব দরকারী; ফল চাষকার্য্যে নামিবার পূর্ব্বে হাতিয়ার গুলি সবই মজুত থাকা চাই, নহিলে পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিয়া চাষের আনন্দ ও আরাম চলিয়া যায়। যন্ত্রের জন্য কদাপি পরমুখাপেক্ষী হইতে নাই, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

মাটি প্রস্তুত করার উপরই বাগানের উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং এইবার জমি তৈয়ারির কথা আলোচনা করা যা'ক।

বাগানের জমির যে অবস্থাই হোক্ না কেন, উহা উন্নত করিয়া তোলা অসাধ্য নহে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়িতেছে, ততই কৃষির উন্নতি হইতেছে। যে সকল ক্ষেত্র অনুর্ব্বর বলিয়া এতদিন পড়িয়াছিল, আজ তাহা উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া ফলসম্ভারে ভূষিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে আজকাল কোন ক্ষেত্রই আর ঊষর বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না—চেষ্টার ফলে সকল ক্ষেত্রই তাহাদের নিকট উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, এবং শত শত লোক এই পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে এবং সানন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু যে বাঙ্গালা দেশের জমিতে অনায়াসে ফসল ফলে, অযত্ন-অবহেলা সত্ত্বেও যেখানে গাছ গজাইয়া উঠে, যেখানকার মাটিতে বীজ পড়িয়া আপনা হইতে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ফলভারে অবনত হয়, সেখানকার অধিবাসীদের পেটে অন্ন নাই। বাঙ্গলার পথে, ঘাটে, মাঠে অন্ন ছড়ান রহিয়াছে, তাই অ-বাঙ্গালী বাঙ্গলায় আসিয়া অন্ন লুটিয়া লইয়া যাইতেছে —আর বাঙ্গালী অন্ধের মত অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালী যুবক যদি চাকরির উমেদারী না করিয়া উদ্যান রচনায় আত্মনিয়োগ করে, তাহা হইলে বহু সহস্র যুবকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

বলিতেছিলাম, বাগান করিতে হইলে মাটির ভাল করিয়া পাট করা দরকার। বাঙ্গালার মাটি যেরূপ উর্ব্বর তাহাতে ভাল করিয়া উহা প্রস্তুত করিতে পারিলে আশাতীত ফল লাভ হইবে।

প্রথমে দেখিতে হইবে বৃষ্টি হইলে বাগানে জল জমে কিনা। যদি জল জমে, তাহা হইলে জল নিকাশের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহার উপর বাগানের উর্ব্বরতা-অনুর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

জল নিকাশের ব্যবস্থা করিবার পর মাটিতে নির্ম্মল বাতাস লাগাইবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। মাটিতে বাতাস লাগাইতে পারিলে বৃক্ষসকল মাটি হইতে পুষ্টিকর খাদ্য শোষণ করিতে পারে। বাতাস লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইলে গভীর খানা খুঁড়িতে হইবে। যত গভীর খানা হইবে, তত গভীর মাটির সহিত বাতাস মিশিবে। যখন মাটি খুঁড়িয়া উপরে

ফেলা হয়, তখন মাটির সহিত বাতাস মিশিয়া যায়। এমনি করিয়া পর পর খানা খুঁড়িয়া সমস্ত বাগানের মাটিতে বাতাস খাওয়াইতে হয়। খানা বুজাইবার সময় আল্‌গা আল্‌গা ভাবে মাটি চাপা দেওয়া উচিত। মাটি চাপা দিবার পূর্ব্বে খানার মধ্যে সার দিয়া তাহার উপর মাটি দিলে মাটি আরও ভাল হয়।

এইরূপ ভাবে মাটিতে বাতাস খাওয়ান শেষ হইলে গোবর পচা সারের সরবত এবং চুণ মাটির উপর দিতে হইবে। কিছুদিন মাটি এই ভাবে থাকিলে উহা ফসল ফলাইবার উপযুক্ত হইবে।

মাটি লইয়া যাহার কারবার, তাহাকে সারের কথা ভুলিলে চলিবে না। মানুষ যেমন পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার না পাইলে পরিশ্রম করিতে পারে না, মাটিও তেমনি যথেষ্ট সার না পাইলে উপযুক্ত ফসল প্রদান করে না। তবে যে জমি কয়েক বৎসর ধরিয়া অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সে জমিতে ফসল ফলাইতে প্রথম বৎসর সারের প্রয়োজন হয় না। তবে উহাতে সামান্য পরিমাণে চুণ দিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার পর ফসল ফলাইতে দস্তুরমত সার দিতে হইবে। সার মাটির খাদ্য। এই খাদ্য ব্যতীরেকে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তবে সার দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, যেন অতিরিক্ত সার না হইয়া যায়, এবং সার যেন উপযুক্ত ভাবে পচান হয়। তাহা না হইলে মাটিতে অসংখ্য পোকা উৎপাদিত হইয়া ফসল নষ্ট করিয়া দিবে।

প্রত্যেক বাগানের সহিত সার পচানোর ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। একস্থানে গোবর এবং আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। যাহাতে সমস্ত জিনিস পচিবার সুযোগ পায়, সেই জন্য মাঝে মাঝে উহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হয়। প্রতি বৎসর বসন্তকালে বেশ করিয়া বাগানে গোবরের সরবত লাগাইলে মাটি ভাল থাকে।

ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে মাটির সহিত বালি মিশাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সিলিকা অর্থাৎ বালি না হইলে গাছের চলে না। মাটির মধ্যে যে সিলিকা থাকে, ফসলের মধ্যে উহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ আপন পুষ্টির জন্য রস শোষণের সহিত সিলিকাও শোষণ করিয়া লয়। ইহাতে মাটিতে সিলিকার পরিমাণ কমিয়া যাইয়া উহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং মাঝে মাঝে মাটির সহিত বালি মিশাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। চুণও প্রয়োজনীয় সার। ইহাও মাটির উৎপাদিকা শক্তি খুব বেশী পরিমাণে বাড়াইয়া তুলে।

চুণ প্রয়োগ করা সম্বন্ধে কোন একটা বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ করা কঠিন। কতখানি চুণ দিতে হইবে, তাহাও মাটির গুণের উপর নির্ভর করে। যখন কোন মাটিতে প্রথম ফসল উৎপাদন করা হয়, তখন বেশী পরিমাণেই চুণ দেওয়া দরকার। কিন্তু যে মাটিতে ইতিমধ্যে ফসল উৎপাদন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাতে তেমন বেশী করিয়া চুণ দিবার প্রয়োজন নাই। যে মাটিতে সহজেই কাদা জমে, সেই মাটিতে আবর্জ্জনা পচার সহিত চুণ মিশাইয়া মাটিতে প্রয়োগ করিলে খুব উপকার দর্শে। যে মাটীতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বেশী, সে মাটিতে চুণ দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যে জমির মাটি হাল্কা তাহাতে বেশী চুণ দিতে নাই। যেটুকু চুণ দিবার তাহা যদি ঘাসের চাবড়া, মাটি, আবর্জ্জনা ইত্যাদির সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। চুণ দেওয়ার গুণ প্রথম বৎসরেই বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে উপকার বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে যখন পোকা ধ্বংস করিবার জন্য চুণ প্রয়োগ করা হয়, তখন উহার গুণ যে শীঘ্রই বুঝিতে পারা যায়, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। যে মাটি শক্ত এবং ভারী, তাহাতে চুণ দিলে মাটি হাল্কা হয়। পরিমিত ভাবে জমিতে চুণ দিলে তাহাতে

অন্যান্য বাগান অপেক্ষা ফসল ভাল এবং বড় হয়, এবং অন্য বাগানে ফসল ফলিবার পূর্ব্বে এখানে ফসল ফলে।

ঝুল, কার্ব্বণ, মাছ পচা এবং গুয়ানো ভাল সার। ফুলবাগানের পক্ষে গুয়ানোর সরবত অত্যন্ত উপকারী।

এইবার ফসলের কথায় আসা যা'ক। ফসল ফলাইতে যাইবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে, ফসলের আবর্ত্তন না মানিয়া চলিলে, গুণে, আকারে এবং পরিমাণে বৎসরের পর বৎসর ফসলের অবনতি হইতে আরম্ভ হইবে।

কথাটা বুঝিতে হইলে ফসলের আবর্ত্তনের কথা বুঝিতে হইবে। ধরুণ, বাগানের যে স্থানে আলুর চাষ করা হইল, প্রতি বৎসর যদি সেই স্থানে আলুই উৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রথম বৎসর যেমন আলু হইয়াছিল, আর তেমন হইতেছে না। পূর্ব্বের মত আলু বড় হয় না, পূর্ব্বের মত পরিমাণে বেশী পাওয়া যায় না, পূর্ব্বের মত আস্বাদও নাই। এবৎসর যেখানে কপি উৎপাদন করা হইয়াছে, পর বৎসর সেস্থানে কপি উৎপাদন করিলে চলিবে না—এমন কি এ বৎসর বাঁধাকপি উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া আগামী বর্ষে সেই স্থানে ফুলকপি উৎপাদন করিলেও চলিবে না। বাগান করিতে যাইয়া যিনি ইহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিবেন, তিনি যতই ভাল বীজ বপন করুন, তাহার ফসলের অবস্থা খারাপ হইবেই। তাই প্রতি বৎসর একই স্থানে একই ফসল উৎপাদন না করিয়া প্রতি বারই ভিন্ন ফসল ফলাইতে হইবে।

ফসলের আবর্ত্তন মানিয়া চলিতে হইলে বাগানটীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। ধরুন, প্রথম ভাগে আলুর চাষ করা হইল, দ্বিতীয় ভাগে কপি বসান হইল, তৃতীয় ভাগে কড়াইয়ের চাষ করা হইল। পর বৎসরে প্রথম ভাগে কড়াই, দ্বিতীয় ভাগে আলু, তৃতীয় ভাগে কপি—এমনি ভাবে যদি চাষ করিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসরই উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায়, অথচ এই আবর্ত্তন অনুসরণ করা আদৌ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ইহাতে একস্থানে পুনরায় ফসল উৎপাদিত হইতে দুই বৎসরের তফাৎ পড়ে। সুতরাং উহাতে ফসলের আদৌ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ফসল ফলাইবার প্রথম কথা হইতেছে বীজ বপন। অধিকাংশ তরি-তরকারী উৎপাদন করিতে বৎসরের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বীজ বপন করিয়া চারা জন্মিলে তাহা তুলিয়া যথাস্থানে রোপন করিবার প্রয়োজন হয়। বীজ রক্ষা করা কষ্টকর ব্যাপার। উহা রক্ষা করিতে খানিকটা জমি আটকা পড়ে, এবং সে জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। ভাল নার্সারি হইতে উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যায়। সুতরাং ইচ্ছা করিলে বীজ না রক্ষা করিলেও চলিতে পারে।

সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা সাপেক্ষ, এবং বীজ বপন করার মধ্যেও কৌশল আছে। যদৃচ্ছভাবে বীজ বপন করিলেই হয় না। সাধারণতঃ বীজ যত পুরু, তাহা অপেক্ষা অধিক গভীর ভাবে বীজ পোঁতা উচিত নহে। অর্থাৎ বীজের উপর বীজের সমান পুরু মাটি থাকা দরকার, তাহার অধিক না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে সীম, কড়ায়ের কথা স্বতন্ত্র। খানার (trench) মধ্যে দুই তিন ইঞ্চি গভীরভাবে উহা বপন করিতে হইবে। পিয়াজ জাতীয় উদ্ভিদের বীজ স্বল্প গভীর গর্ত্তে পুঁতিতে হইবে। আবার কতকগুলি উদ্ভিদের বীজ ছড়াইয়া দিলেই হয়। বীজ যত ছোট হইবে, মাটিও ততই সূক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন। বীজ ছড়াইবার সময় মাটি শুষ্ক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বীজ ছড়াইলেই ভাল হয়। বীজ ছড়াইবার পর

যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে জল দিতে হইবে। বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর বীজ ছড়াইলে জলে বীজ পচিয়া যাইতে পারে। সুতরাং বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বীজ ছড়ান আবশ্যক। বীজ ছড়াইবার পর বৃষ্টি হইলে বা জল দেওয়া হইলে যতদিন না অঙ্কুর উদ্গত হয়, ততদিন সামান্য পরিমাণে জল দেওয়া প্রয়োজন। অঙ্কুরোদ্গমের পর মাটি শুষ্ক বোধ হইলে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলসেচনের ব্যবস্থা করা উচিত। অঙ্কুরোদ্গমের পর জলসেচনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এক সন্ধ্যায় যদি জল দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সমস্ত ক্ষেত্রের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে। বীজ ঘনভাবে বপন করা উচিত। উহা হইতে চারা বাহির হইয়া যখন উহা দুই ইঞ্চ বড় হইবে, তখন চারা তুলিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া বসাইতে হইবে। চারা তুলিয়া বসাইবার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার- যাহাতে কোন শিকড় না ভাঙ্গে, যাহাতে শিকড়ে সামান্যও আঘাত না লাগে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। অতঃপর রেকের (rake) সাহায্যে মাটি বেশ করিয়া সমতল করিয়া এবং তাহাতে জল সেচন করিয়া ছোট ছোট গর্ত্ত করিতে হইবে। এই চারাগুলি গর্ত্তে বসাইতে হইবে। যদি দুই তিন সারি, কি তাহারও অধিক চারা বসান হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সারির প্রথম চারা প্রথম সারির দুইটি চারার মধ্যস্থলে হইলে দ্বিতীয় সারিতে যে স্থান হয়, সেই স্থানে বসাইতে হইবে। এইরূপ ভাবেই সমস্ত চারা বসান উচিত।

বাগানে সাধারণতঃ যে সব জিনিসের আবাদ হইয়া থাকে, সেই সব জিনিসের প্রথম আলোচনা করা যা'ক।

আলু সকলেই আহার করিয়া থাকে, এবং অধিকাংশ বাগানেই অল্প বিস্তর পরিমাণে আলুর আবাদ হইয়া থাকে। সুতরাং আলুর কথাই প্রথম বলিব। বেলে মাটি এবং যে মাটিতে সহজে জল জমে না, সেই মাটিই আলুর চাষের উপযোগী। আলুর বীজ বসাইবার আগে যে মাটিতে আলুর চাষ করা হইবে, সে মাটি কিরূপ, যাহার নিকট হইতে বীজ ক্রয় করা হইবে, তাহাকে সে বিষয় জানান উচিত।

যে জমী কয়েক বৎসর ধরিয়া কর্ষণ করা হয় নাই, সে জমীতে আলুর চাষ করিতে হইলে সার প্রয়োগের প্রয়োজন করে না, কিন্তু যে বাগান পুরাতন সে বাগানে কিছু সার দেওয়া আবশ্যক।

আলু দুই জাতের আছে—এক জাতের আলু তাড়াতাড়ি ফলে, আর এক জাতের আলু দেরীতে ফলে, সে আলু বেশীদিন ভাল থাকে না। যে আলু দেরীতে ফলে, সে আলু শরৎকালে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, এবং শীতকালে উহার আমদানী হইতে আরম্ভ হয়।

যে সকল আলুতে চোখ আছে, সেই সকল আলু পুঁতিয়াই আলুর আবাদ আরম্ভ হয়। আলু পুঁতিবার আগে যদি "গ্যাজা" বাহির হয়, তাহা হইলে ভালই হয়। যদি মাটি শুষ্ক হয়, তাহা হইলে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে আলু বসাইলে চলিতে পারে। আট ইঞ্চি গভীর এবং পনের ইঞ্চি অন্তর গর্ত্ত করিতে হইবে অতঃপর গর্ত্তের মধ্যে আলু দিয়া গর্ত্ত মাটি দিয়া ভরাট করিতে হইবে। যদি ক্ষেতের মাটি শক্ত এবং ভারী হয়, তাহা হইলে ছয় বা আট ইঞ্চি গভীর খানা করিয়া পনের ইঞ্চি অন্তর আলু বসাইয়া মাটি ভরাট করিতে হইবে। যে মাটি কর্দ্দমাক্ত সে মাটিতে গর্ত্ত করিয়া আলুর বীজ না বসানই উচিত, কারণ তাহাতে আলু পচিয়া যায়।

চারা যখন তিন চার ইঞ্চি বড় হইবে, তখন কাঁটা দিয়া সারির মধ্যখানের মাটি উস্কাইয়া দিতে হইবে। চারা আট দশ ইঞ্চি হইলে গোড়ায় বেশ

করিয়া মাটি টানিয়া দিতে হইবে। কারণ গাছের গোড়ার মাটির উপরিভাগের অতি সন্নিকটে যদি কোন আলু জন্মায়, তাহা হইলে উহাকে আবৃত রাখিবার জন্য মাটির প্রয়োজন। কিন্তু অত্যধিক মাটি চাপান হইলে গাছের বৃদ্ধি অত্যধিক ভাবে আরম্ভ হয়; উহা ফসলের বিরোধী। জল নিকাশের ভালরূপ ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ মাটি ভিজা থাকিলে গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা। যদি বীজের আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে গাছে ফুল ধরিলেই তাহা তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। ইহাতে ফসল বেশী হয়। কারণ ফুল ফুটাইতে গাছের যে শক্তি ব্যয়িত হইতেছিল, ফুল তুলিয়া ফেলায় উহার সে শক্তি ফসল বাড়াইয়া তোলার মধ্যে প্রযুক্ত হয়। আলুর ফসল বাড়াইয়া তুলিতে হইলে প্রায়ই মাটি উস্কাইয়া দেওয়া এবং গাছের গোড়ায় মাটি টানিয়া দেওয়া প্রধান উপায়। যে আলু তাড়া তাড়ি ফলে, সেই আলু চাষ করিবার সময় হইতেছে জানুয়ারি মাস। এই সময় মাটি বেশ ভাল থাকে।

কপিও উৎকৃষ্ট ফসল। কেমন করিয়া বাগানে কপি উৎপাদন করিতে হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যা'ক।

কপি উৎপাদন করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ফসলের আবর্ত্তন অনুসারে প্রতি বৎসর উহার স্থান পরিবর্ত্তন না করিলে কপির ফসলে এত শীঘ্র এরূপভাবে মাটির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায় যে, আর কোন ফসলে সেরূপ হয় না।

যে জমিতে কপি উৎপাদন করা হইবে, সে জমির মাটি খুব সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। চার ফিট চওড়া এবং কুড়ি ফিট লম্বা জমিতে দুই আউন্স বীজ হইলেই যথেষ্ট। এই জমির ধারে যেন গাছ না থাকে, অর্থাৎ কপির ফসলের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন; যাহাতে ক্ষেত্রে কোনরূপ ছায়াপাত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষেত্রের স্থান নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক। মাটি শুষ্ক হইলেই ভাল হয়। বীজ ঘন ভাবে ছড়াইতেও পারা যায়, কিম্বা ঘনভাবে এক ইঞ্চি গভীর করিয়া পুঁতিতে পারা যায়। অত্যন্ত ঘনভাবে চারা হইলে, প্রয়োজন মত চারা উৎপাটিত করিতে পারা যায়। কিন্তু ফাঁক ফাঁক ফসল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বীজ ছড়াইয়া উহার উপর সূক্ষ্ম মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে। মাটি ভিজা না হইলে চাপিয়া বীজগুলি বসাইয়া দিতে পারা যায়। কিছু দিন ধরিয়া যদি বারি বর্ষণ না হয়, তাহা হইলে প্রচুর জল দিতে হইবে। যখন চারা উদ্গত হইবে, তখন মাটি বেশ ভিজা রাখিতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে চূণ, লবণ বা ঝুল প্রয়োগ করিয়া উহাদের বৃদ্ধির সহায়তা এবং কীট পতঙ্গের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবে। যখন পাতা বাহির হইতে আরম্ভ করিবে, তখন গাছগুলি যাহাতে পরস্পরের নিকট হইতে এক ইঞ্চি দূরে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন পাতাগুলি চার ইঞ্চি লম্বা হইবে, তখন চারাগুলি তুলিয়া যথাস্থানে রোপন করিতে হইবে। চারা তুলিবার সময় সাবধান, যেন কোন শিকড় না ভাঙ্গে, বা শিকড়ে কোনরূপে আঘাত না লাগে।

ক্ষেতে চারা বসাইবার পূর্ব্বে খুঁড়িয়া উপযুক্ত সার দিয়া ক্ষেত প্রস্তুত করা উচিত। ছোট জাতের কপির চারা হইলে বার হইতে পনের ইঞ্চি তফাতে উহা বসাইতে হইবে। বড় জাতের কপির চারা হইলে আঠার ইঞ্চি তফাতে বসাইতে হইবে। কেহ খানা খুঁড়িয়া কপির চারা বসান, কেহ বা গর্ত্ত করিয়া বসাইয়া থাকেন। যেরূপ ভাবেই চারা বসান হউক, গোড়ায় যেন মাটি ভাল করিয়া চাপিয়া দেওয়া হয়। চারা বসাইবার পর কয়েক দিন সন্ধ্যাকালে অল্প পরিমাণে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার পর মাঝে মাঝে মাটি উস্কাইয়া দিলেই চলিবে।

যে ক্ষেতে ফুলকপির আবাদ করা হয়, সেই ক্ষেতে মাটি একটু বেশী গভীর পর্য্যন্ত সারালো হওয়া প্রয়োজন

বারিপাত না হইলে গোড়ায় জল দেওয়া প্রয়োজন।

বাঁধাকপির চারা কুড়ি ইঞ্চি তফাতে বসাইতে হয়।

কপিতে যখন পোকা ধরে, তখন উহার পাতা হলদে হইয়া যায়, এবং রৌদ্রে পাতাগুলি ন্যাতাইয়া পড়ে। পোকা ধরিয়াছে বলিয়া যখনই সন্দেহ হইবে, তখনই সেই গাছগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে, এবং যেস্থানে পোকা ধরা গাছগুলি ছিল, সেস্থানে বেশ করিয়া চূণ বা নুন দিতে হইবে।

# চুণারের মাটির শিল্প

কিছুদিন পূর্ব্বে মাটির শিল্পের কথা কাগজে লিখিলে হয়ত অনেকেই চটিয়া যাইতেন, কেননা, উহা নীচ জাতির কাজ। কিন্তু দিন দিন বেকার-সমস্যা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছে, যুবকের দল বি, এ পাশ করিয়া বিশ টাকা মাহিনার কেরানীগিরি করিতে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনকে দাসত্বের নাগপাশে বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন টাকাই হইল মানুষের উপাস্য দেবতা। আর তাহারা করিবেই বা কি? টাকা না হইলে যে তাহারা না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এই টাকা উপার্জ্জনের জন্য যুবকদের একটী মাত্র রাস্তা, দাসত্ব। উপায় নাই, যে শিক্ষা-মন্দিরে তাহারা শিক্ষা করে, তাহাতে চাকরী ভিন্ন অর্থ উপার্জ্জনের অন্য কোন রাস্তা তাহাদের সম্মুখে নাই। এই বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের হাওয়াটা একটু বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষ চাকরী ভিন্ন কি যেন একটা চায়। তাই বলিতেছিলাম, এই বেকার-সমস্যার দিনে মাটির শিল্পের কথা বলিলে মন্দ হইবে না। যদি কাহারও মন এদিকে আকৃষ্ট হয়, হয় তো সে এই পথাবলম্বনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

মোগলসরাই রেলওয়ে জংসন হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে চুণার ষ্টেশন অবস্থিত। যাঁহারা পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তাহারা যদি মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখিয়াছেন, এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। একদিকে গঙ্গার সমান্তরাল ভাবে পাহাড় শ্রেণী বরাবর চলিয়াছে; অপর দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা অবলীলাক্রমে অনন্তের গান গাহিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া সাগরে ছুটিয়া চলিয়াছে। গঙ্গা এখানে অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের যে কোন যুবক সহজেই উহা সাঁতার কাটিয়া পার হইতে পারে। এক দিকে পাহাড়, অন্যদিকে গঙ্গা নদী থাকাতে এই স্থানের স্বাস্থ্য অতিশয় ভাল। স্থানীয় লোকগুলি বেশ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপরায়ণ। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে শাকসব্জি যথেষ্ট পাওয়া যায়। নিকটে সহর না থাকাতে দুধ খুব সস্তা। আর পাহাড়পূর্ণ স্থান বলিয়া এখানকার গরুর দুধ বেশ মিষ্টি।

গঙ্গার অনতিদূরে চুণারের প্রসিদ্ধ দুর্গ প্রাচীন কীর্ত্তি মাথায় করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গটী মুসলমান রাজত্বকালের। পাঠানগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মোগলদের সময়ে ইহা তাহাদের অধিকারে ছিল। হুমায়ুন যখন দিল্লীর সম্রাট, তখন সের সাহ উহা দখল করিয়া বসেন। এই চুণারের দুর্গ দখল করিয়া ছিলেন বলিয়া কিছুদিন মোগলগণ দিল্লীর সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং পাঠানগণ কয়েক

বৎসর রাজত্ব করে। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের সহিত সের সাহের চুণারে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সের সাহ জয়লাভ করেন। এখন ঐ দুর্গ ধ্বংসমুখী। এখন সেখানে কামান গোলার শব্দ শুনা যায় না। তরবারীর চাকচিক্য দৃষ্ট হয় না। সৈন্যগণের ভীষণ কলরব শুনা যায় না। বাহিরে এদিকে ওদিকে পাখী বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভিতরে ছেলেদের বোর্ডিং নির্ম্মিত হইয়াছে। কোথায়ও গরু-ঘোড়ার আস্তাবল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আজ আর সেখানে পাঠান মোগলদের বিজয় কেতন পত্ পত্ করিয়া তাহাদের জয়গান গাহে না। অতীতের কথা ভাবিলে আজ তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। চারিদিকে কেবল হাহাকার ও করুণ নিঃশ্বাস বহিতেছে।

চুণারে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকের বাস। এক শ্রেণীর লোক শুধু পাথরের কাজ করে অপর শ্রেণীর লোক মাটির কাজ করে। রেলে যাইতে দুই দিকে দেখা যায় অসংখ্য পাথর কাটা রহিয়াছে। চুণারের পাথরের কাজ প্রসিদ্ধ। এই সকল লোক পাথর কাটিতে খুব নিপুণ। গাড়ী বোঝাই করিয়া তাহারা পাথর পাহাড় হইতে গ্রামে বা সমতল ভূমিতে আনয়ন করে। নীচে আনিয়া উহা ভাগ করে। যে গুলি যে কাজের উপযুক্ত তাহা সেই কাজে লাগায়। সাধারণতঃ শীল পাথর অধিক তৈয়ার হয়। ভারতের নানা স্থানের লোক এখান হইতে ঐ সকল শীল পাথর ক্রয় করিয়া লয়। ঐ সকল পাথরের সাহায্যে গৃহের মেয়েরা বাটনা বাটে। শীল পাথরের সঙ্গে ছোট একটা পাথর থাকে, তাহাকে পোতা বলে। উহার সাহায্যে বাটনা বাটা হয়। সাধারণ কথায় এই শীল পাথর দুইটীকে "পাটা পোতা" বলে। ইহা ভিন্ন পাথরের থালা, বাটী, গ্লাস প্রভৃতিও এখানে যথেষ্ট নির্ম্মিত হয়। পাথরের প্রধান একটী বস্তু হইল টালী। এদিকে অধিকাংশ দালানের ছাদে এই টালী ব্যবহৃত হয়। এগুলি বেশ শক্ত। কাশীর অধিকাংশ দালানেই এই প্রকার পাথর। কাশীর রাস্তায় এই সকল পাথরের বড় বড় টালী। এই সকল টালীর অধিকাংশই চুণার হইতে আসে। এই ব্যবসা চুণার বাসিগণের একচেটীয়া।

চুণারের অধিকাংশ অধিবাসীই মাটীর কাজ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কুম্ভকার বলা যাইতে পারে। বহুকাল ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়া আসিতেছে। বাড়ীর মেয়েরা ছেলেরা সকলেই কাজ করে। কাজের আবার বিভাগ আছে। এক একখানা বাড়ী এক একখানা ছোট খাট ফ্যাক্টরী। সুইজারলেণ্ডে যেমন কোন লোক কেবল ঘড়ীর কাটা, কোন লোক চাকা, কোন লোক কেবল স্প্রীং তৈয়ার করে, এখানে বাড়ীর কেহ মাটী জলে মিশাইয়া দেয়, কেহ চাকার ভিতর হইতে নানা প্রকার বস্তু নির্ম্মাণ করে, কেহ সেই সকল দ্রব্যের উপর কারুকার্য্য করে, কেহ রং করে, এইরূপে তাহারা সমস্ত কাজ ভাগ করিয়া লয়। এক কাজ ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে করিলে অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে কাজ শেষ হয় ও যথেষ্ট কাজ হয়। এই কাজকে ইংরাজীতে বলে Distribution of work. চুণারবাসিগণ নিজ নিজ বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে এই কাজ ভাগ করিয়া লয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাঁচের চিনামাটির ও নানা প্রকার বিলাতী দ্রব্যের খেলনায় বড় লোকের বাড়ী সজ্জিত হইত; আজ কালও অনেক বড় লোক এই সব দ্রব্য দ্বারা আলমারী সাজায়। কিন্তু কিছুদিন হইল, চুণারের ও জয়পুরের মাটির শিল্প উন্নতি লাভ করায়, বড় লোকগণের এদিকে নজর পড়িয়াছে। আজকাল বড় লোকের বাড়ীতে মাটির খেলনা, চা'র বাটী, প্লেট প্রভৃতি দেখা যায়। ইহার অধিকাংশ দ্রব্যই চুণার এবং জয়পুর প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয়। সাহেবদের বাড়ীতে চুণারের মাটির দ্রব্য বেশ দেখা যায়। এই সকল মাটীর দ্রব্য বিলাতী, জার্ম্মাণী ও জাপানী দ্রব্যকে

হার মানাইয়াছে। এই সকল দ্রব্য পাইলে মানুষ সহজে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করে না।

মোগলসরাই ষ্টেশনে যিনি গিয়াছেন, তিনি ষ্টেশনের দোকানে (stall) এই সকল মাটির দ্রব্য দেখিয়াছেন। যিনি প্রথম দেখিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ইহার কারুকার্য্য ও চাক্‌চিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং দুই একটি ক্রয় করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। দোয়াত, চা'র বাটি, (teapot) প্লেট, গ্লাস, রেকাব, কেটলী, হাতী, ঘোড়া, ফুলের তোড়া ও নানা প্রকার খেলনা পাওয়া যায়। তবে জিনিষগুলির মূল্য বিলাতি দ্রব্যের তুলনায় তেমন বেশী নয়। ছেলে মেয়ে, বন্ধু বান্ধব, প্রেমিক প্রেমিকাকে উপহার দিবার মত জিনিষ। দিন দিন ইহার আদর যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশার সঞ্চার হয়। ভারতীয় গৃহশিল্প যে আবার জগতের আসনে বসিতে পারিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই দ্রব্যের যেরূপ চাহিদা, সেরূপ আমদানী বা উৎপন্ন হয় না। নির্দ্দিষ্ট কয়েক জন মাত্র লোক ইহা নির্ম্মাণ করে, তা'র উপর কারুকার্য্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব না, সুতরাং উৎপন্ন অধিক হয় না। তাহারা অধিক লোক রাখিয়া অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবে তেমন সামর্থ্য তাদের নাই—অর্থের অভাব। কিছুদিনের মধ্যে ইহা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছে, এবং যেটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতেই দেশের এবং বিদেশের লোকের নজর ইহার উপর পতিত হইয়াছে। কারুকার্য্যে রংফলানো আরো যতই উন্নতি লাভ করিবে, ততই ইহার আদর ও চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানীয় লোকের অবস্থা ভয়ানক খারাপ ছিল। আজ কাল তাহারা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

এবার কাশী যাওয়ার পর চুণারের দুর্গ ও শিল্পকলা দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইল। সেখানে গেলাম, স্থানটী ভালই, তবে আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদিগকেই করিতে হয়। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া চক্ষের সম্মুখে বেশ দেখিতে পাইলাম আমাদের সম্মুখে ব্যবসার মস্তবড় ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কিছু টাকার আবশ্যক। টাকা হইলে চুণারের মাটির শিল্পের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনেক লোক রাখিয়া বড় রকমের কাজ করা যাইতে পারে। মাটির শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইবে, এবং সে সকল দ্রব্য বিদেশে এবং ভারতের বড় বড় সহরে বিক্রয় করিবার জন্য কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার উন্নতি করিবার জন্য নানা স্থান হইতে ভাল মাহিনা দিয়া লোক আনিতে হইবে। রংএর কাজেরও যথেষ্ট উন্নতি করিতে হইবে।

এখানে ব্যবসায় করিতে কোন অসুবিধা নাই। স্থানীয় স্বাস্থ্য বেশ ভাল। মাটি যথেষ্ট পাওয়া যায়। রেল ষ্টেশন অতি নিকটে। বিদেশে মাল চালান করিতে কোন অসুবিধা নাই। এই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানেও ইহার কারবার আরম্ভ করা যাইতে পারে। তবে এরূপ মাটি পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। অন্য স্থানে আরম্ভ করিলে, প্রথম এখানে আসিয়া ইহাদের নিকট হইতে কল-কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে; অথবা এখান হইতে কারিগর লইয়া যাইতে হইবে।

যাঁহারা বেকার বসিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যবসায়টী অর্থ উপার্জ্জনের পক্ষে অতিশয় ভাল। স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া সহজেই মাসে একশত দেড়শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা যদি আর মাত্র ছয়টী মাস এই কাজ শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পেটের জন্ম ভাবিতে হইবে না।

"পাগল"

# কলম্বোর পত্র

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার ৭ই জুনের অনুগ্রহ লিপির সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রাপ্তে পরম আনন্দিত হইলাম। বহুকাল—বাস্তবিকই বহুকাল পরে আবার আমাদের সাক্ষাৎ—সাম্‌না সাম্‌নি না হইলেও পত্রে পত্রে—ভাষার ভিতর দিয়া অন্তরে অন্তরে। ইহা যে কত আনন্দের, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব।

আপনি আমাকে সিংহলের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বাঙ্গালীর এদেশে অন্ন করিয়া খাওয়ার সুযোগ আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিখিতে লেখায় প্রথমতঃ আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। এ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আমি ভবিষ্যতে আপনার 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' জন্য লিখিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি; কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে সময়ের অভাববশতঃ বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিয়া নিজের কথার ভিতর দিয়া যথা সম্ভব সামান্য কিছু লিখিব মাত্র।

দ্বাদশ বৎসর পরে আপনি যে আবার সেই পুরাতন কত আশার 'ব্যবসা বাণিজ্য'কে সালঙ্কারে বঙ্গ যুবকগণের হস্তে তুলিয়া দিতেছেন—ইহা এক বিরাট আনন্দ। এই কাগজ চালাইয়া লাভ যে কিছুই নাই তাহা দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরে সমস্তই জানিয়াছেন ও জানিয়াছি। তবুও ইহা যে আমাদের দীন বঙ্গীয় বেকার যুবকগণকে তাহাদের বেকার-সমস্যার দাসত্ব শৃঙ্খলের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত হওয়ার সমাধান করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে, শুধু সেই আনন্দে ও আশায় আমি উৎফুল্ল হইতেছি।

চিরদিন স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া আমিও এই সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছি। আপনার প্রথম পর্য্যায়ের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' তাই স্বোপার্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীন-জীবিকার জ্ঞান কয়েকটি প্রবন্ধ হিসাবে তখন লিখিয়াছিলাম। গালা, মোমজমা, ফেনাইল, তালা-চাবি প্রভৃতির কারখানার তত্বাবধারকের জ্ঞানের সামান্য সামান্য কিছু ও কৃষি-বাণিজ্য জাতীয় কিছু কিছুও লিখিতেছিলাম—এমন সময়ে জগৎব্যাপী বিরাট সংহারের যুগ আসিল—আপনিও কাগজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন—আমাকেও হাত গুটাইতে হইল।

তারপর এই দীর্ঘ যুগান্তের পর আবার যখন আপনাকে সেই মহান উদ্দেশ্য বক্ষে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিলাম—তখন যে কি আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা আর কি লিখিব।

এই দীর্ঘ ব্যবধানের কথা আজ বন্ধ রাখিয়া বর্ত্তমানের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চাই; আশা করি, আপনার কোন কোন পাঠকের তাহাতেও কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে।

বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বহুকার্য্য দেখিয়া শুনিয়া বর্ত্তমানে কিছুদিন সিংহলে আসিয়াছি। গুজরাটের রাজকোটবাসী শিবলাল পূরণচাঁদ শেঠ নামক এক বৈশ্য ভদ্রলোক ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতীয় বিবিধ জ্ঞান লইয়া গত পাচ বৎসর এই সিংহলেই স্থায়ী হইয়াছেন। নানা দেশ ভ্রমণ কালে ইঁহার সহিত পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। সেই খাতিরে এবার মাদ্রাজে যখন অকস্মাৎ আমাদের পুনঃ মিলন হইল, তখন তিনি আমাকে সাদরে তাঁহার অংশীদাররূপে এখানে আসিতে অনুরোধ করায় আমিও নিরাপত্যে আরও কিছু শিক্ষার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারায় বর্ত্তমানে সিংহলবাসী।

বর্ত্তমান ব্যবসায়ের নাম 'এস্, পি, শেঠ' বলিয়াই আছে। আমরা বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রীতি নীতি আচার ব্যবহারের—ভিন্ন ভিন্ন জাতির তিনজনে একত্রে কার্য্য করিতেছি। এস্, পি, শেঠ গুজরাটী বাণিয়া, ( সতীশ চন্দ্র ঘোষ ) এস্, সি, ঘোষ বাঙ্গালী কায়স্থ [ ক্ষত্রিয় ], আর ভি, এম্, চারি মহীশূরের ব্রাহ্মণ। তারপর সহকারী আছে একজন সিংহলবাসী বৌদ্ধ ও একজন তামেলিয়ান শূদ্র; অবশ্য ইহারা বেতন ও কমিশনে কাজ করে। আলাহিদা বাড়ী লইয়া খাটী নিরামিষাশী ভাবে আমাদের সম্মিলিত দিনগুলি কাটিতেছে মন্দ নয়। ব্যবসা যদিও আমাদের বড় নহে, তথাপি স্থান-মাহাত্ম্যে চলিতেছে বেশ। আমাদের এই সম্মিলিত শক্তিতে কার্য্যের ক্রমোন্নতিই আশা করিতেছি। আমরা সমস্তই ভারতজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে ব্রতী আছি। মিঃ শেঠ্ বোম্বাইএর একটী লেদার ওয়ার্কসের এখানকার সোল এজেণ্ট; ঐ ফার্ম্ম নানা প্রকার চামড়ার ব্যাগ, সুট কেস্, মণি ব্যাগ, বেল্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে বাঁধা দামে দেন; আমরা এই সিংহলদ্বীপের সমস্ত সহরে আমাদের দামে তাহা সরবরাহ করি। শেঠ ও আমি উভয়ে লইয়াছি কলিকাতার কালির বড় প্রস্তুতকারক 'ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী কোংর' সিংহলের সোল এজেন্সী; এই কোম্পানি বর্ত্তমানে গন্ধ তৈল, স্নো, অডিকলোন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন ও আমরা ইহারও সোল এজেন্সী লইতেছি। এ দেশটা বড় সৌখিন; ঘরে খাবার থাকুক আর নাই থাকুক, বাহ্যিক সৌখিনতা খুব বেশী। সুতরাং এই সমস্ত সৌখিন জিনিষের ব্যবসা এখানে খুব ভালই চলে। এই জাতীয় সৌখিনী দ্রব্যের উৎপন্নকারী যদি কেহ আমাদিগকে এখানকার জন্য সোল্ এজেন্সী দিতে চান, আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের কার্য্যের বিবরণ চক্রবর্ত্তী কোংর নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

ভারতে প্রস্তুত ফ্যানইস্ক নামক একটী ফাউণ্টেন পেনের কালির এজেন্সী আমার নিজ নামে আছে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আমি নিজে সোয়ানের সহিত তুলনায় উহার বেশ ভাল কাজই করিয়া আসিয়াছি। সুন্দর কালি হইয়াছে। আমি উহার বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের জন্যও সোল এজেন্সী লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। তবে বর্ত্তমানে কিছুদিন সিংহলে থাকিতে হইতেছে বলিয়া কলিকাতায় ১৯২৭খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ করা অসম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত আলিগড়ের দুইটী কারখানার তালার, পুলিশ ও স্কাউট হুইসিল প্রভৃতির এজেন্সী আমার নামে আছে; উহারও কাজ হইতেছে মন্দ নয়। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালোর ও মহীশূরের মিলের গেঞ্জি ও মোজার এবং ক্যানানোরের নানারকম কাপড়ের লুধিয়ানার নানারূপ কাপড়ের এজেন্সী মিঃ শেঠের নামে আছে। বেনারসের সিল্ক কাপড়ের এজেন্সী লইয়াছি আমার নামে। এই সমস্ত কার্য্যে কোন গতিকে নিযুক্ত আছি।

এখানে কোটপ্যাণ্টের চলন খুবই বেশী, এবং লোক খুব সৌখীন। সুতরাং উহাদের ব্যবহারযোগ্য সমস্ত জিনিষই এখানে চলে। অধিকাংশ জিনিষই এখানে আসে বিদেশ হইতে। জার্ম্মান, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকার জিনিষে বাজার ভরিয়া আছে। ভারতীয় কতক কতক ব্যবসায়ী আছেন; তাঁহাদের সহিতই আমাদের ব্যবসা। চেষ্টা করিলে এখানে সর্ব্ব প্রকার ভারতীয় দ্রব্য ক্রমশঃ চালান যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার পরবর্ত্তী দীর্ঘ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। যদি তাহাদ্বারা আমার বাঙ্গালা দেশের কেহ কোন কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা অবশ্য সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইবে।

বর্ত্তমানে আমি দুই একটী বিষয়ের কথা লিখি—যদি আপনার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বন্ধুবান্ধব মধ্যে কেহ কার্য্য করিতে চান—আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি।

সোলা হ্যাট্ (Sola Hat) কলিকাতায় যথেষ্ট প্রস্তুত হয়; উহার ব্যবসা এখানে করিতে পারি।

কলিকাতার সর্ব্বপ্রকার জুতাই এখানে চলিতে পারে। উহার ব্যবসায়ের জন্যও—যদি কেহ করিতে চান—আমরা প্রস্তুত আছি।

গন্ধ তৈল, সাবান প্রভৃতি ফান্সী দ্রব্যাদি বেশ ভাল রকম চলার আশা করা যায়; এসম্বন্ধে যদি কেহ একার্য্যে অগ্রসর হন, আমরা সানন্দচিত্তে উহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

শিঙ্গের চিরুণির কার্য্যও চলিবে—ইহারও ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।

লেটার পেপার, খাম, কাগজ, কলম, নিব, পেন্সিল প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি।

অন্য সামান্য সামান্য কয়েকটী জিনিষের বিষয় উল্লেখ করিলাম। যদি আমার বাঙ্গালার স্বাধীনতা-প্রয়াসী শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় কিছু কিছু মূলধন লইয়া মাল খরিদ করিয়া আমাদিগকে সরবরাহ করিতে পারেন, ও সৎপথে সততার সহিত স্বাধীন জীবিকার আকাঙ্ক্ষায় এই সমস্ত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আমাদের দ্বারা যাহা সম্ভব তাহাতে আমরা পশ্চাৎপদ তো নই-ই, পরন্তু সানন্দচিত্তে আহ্বান করিতেছি।

যে কেহ সৎপথে, সৎভাবে হিসাব করিয়া, অনর্থক খরচের মাত্রা না বাড়াইয়া, দেশের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, আমার অদ্যকার লিখিত যে কোন কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে চান, আমরা শুধু সিংহলেই তাহাদের আশানুরূপ কার্য্য দিয়া দিতে পারিব। তবে কাহাকেও রাজা উজির করার আশা দিতে পারি না। সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইবে, চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে ফল নিশ্চয়ই হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে কেহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন না কেন, তিনিই কর্ম্মানুরূপ ফললাভ করিবেন, নিঃসন্দেহ।

কোন ব্যবসায়ী, কোন ব্যবসাকামী, কোন মধ্যবর্ত্তী লোক—কি ধনী, কি দরিদ্র, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, ব্যবসাক্ষেত্রে সকলেরই স্থান আছে, এবং ব্যবসা যতই ছোট হউক না, উহা দাসত্বের অপেক্ষা সর্ব্বদাই সম্মানার্হ।

নারিকেল এখানে খুব যথেষ্টই উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল এখান হইতেও ভারতে চলিতে পারে। কলিকাতার চক্রবর্ত্তী কোং উহার জন্য আমাকে লেখায় আমি এখানকার সংবাদ পত্রে পত্র লিখিয়া উহার ব্যবস্থা করিতেছি। ভবিষ্যতে উহার মূল্যাদিও লিখিয়া সাধারণকে জানাইতে ইচ্ছা করি। যদি কেহ নারিকেল তৈলের খরিদ্দার থাকেন আমরা তাহাও চেষ্টা করিব।

ব্যস্ততা বশতঃ অদ্য এই অবস্থায় এখানেই উপসংহার করিলাম।

ভবদীয়

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

# সমবায় প্রসঙ্গ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণে ভাবিবার এবং শিখিবার অনেক কথা আছে। বঙ্গে সমবায় পদ্ধতি প্রচলন করিবার জন্ম তিনি যে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল; যখন দেশের জনসাধারণ সমবায় সম্বন্ধে কোনও সংবাদ রাখিত না, তখন যামিনী বাবু সমবায় ঋণদান-রীতি এবং যৌথ ব্যাঙ্ক পরিচালনার পদ্ধতির প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন; বহুদিনের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও সাধনার ফলে আজ সমগ্রদেশে সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এ যাবতকাল প্রধানতঃ ঋণ গ্রহণেই সমবায় সমিতিগুলির শক্তি নিবদ্ধ রহিয়াছে; ক্রেডিট্ সোসাইটির ক্রিয়া-কলাপের কথা উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ জানে যে, গ্রামের কতকগুলি লোক সম্মিলিত হইয়া একটি সমবায় সমিতি রেজেষ্ট্রী করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে তাহারা সম্মিলিত দায়ীত্বে টাকা কর্জ্জ লইতে পারে। এই টাকা কর্জ্জ নেওয়া এবং দেওয়া ছাড়া দেশের মধ্যে সমবায়ের যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সে বিষয়ে লোকে তেমন মাথা ঘামাইতেছেনা। সমবায় সমিতির মুখপত্র "ভাণ্ডার" পাঠ করিলে জানা যায় যে, নানা স্থানের সমবায় সমিতিগুলি এখন এই সকল গঠনমূলক কার্য্যের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে এইরূপ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।

*   *   *   *

প্রকৃতপক্ষে এই সকল গঠনমূলক ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলির শক্তি নিযুক্ত না হইলে ক্রেডিট্ সোসাইটিগুলির আসল সার্থকতা সিদ্ধ হইবে না। অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে অল্প সুদে ঋণ দান করা এবং কুসীদ-ব্যবসায়ী মহাজনদিগের হাত হইতে রক্ষা করা খুব বড় কাজ এবং মহৎ কাজ, সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু টাকা ধারের ব্যবস্থা করিলেই পল্লীবাসীদিগকে নানা অভাব ও অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না। চাষী অল্প সুদে টাকা ধার পাইলে হাল, বলদ, অথবা বীজধান কিনিবার রেস্ত পাইল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই টাকা তাহাকেত আবার শোধ দিতেই হইবে। সে শুধু স্থানীয় মহাজনের ঘরে বেশী সুদ না দিয়া কম সুদে টাকাটা পাইল। ইহাতে তাহার কিছু সাহায্য হইল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে চাষের যে সকল আশু অন্তরায় এবং উৎপন্ন ফসল উপযুক্ত দামে বিক্রয় করিবার যে সকল বাধা আছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে ক্রেডিট্ সোসাইটির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিবে না।

*   *   *   *

জলকষ্ট সব সময়েই পৃথিবীর সবদেশে বিদ্যমান; কোন্ দেশে কখন অনাবৃষ্টি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারেনা। কিন্তু এই অনাবৃষ্টি হইলে ক্ষেতের ফসলকে রক্ষা করিবার জন্ম পাশ্চাত্য দেশের কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায় প্রণালীতে জল-সেচনের নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে; আর আমাদের দেশের লোক জলের জন্ম কেবল আকাশের দিকেই চাহিয়া থাকে, এবং পর্জ্জন্যদেব যদি হাত গুটাইয়া লন, তবে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া

অনশনের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও এদেশের কৃষকেরা একেবারে অজ্ঞ নহে, অথবা আপনাপন স্বার্থরক্ষা করিতে উদাসীনও নহে। সমবায় প্রণালীর উদ্দেশ্য অথবা রীতি পুঁথিগত ভাবে কণ্ঠস্থ না করিলেও ইহারা সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই ক্ষেতে কাজ করিয়া থাকে। ধান, পাট, অথবা লঙ্কার ক্ষেত যখন পাইট করিতে হয়, এবং ক্ষেতে নিড়ানী দিয়া আগাছা তুলিয়া ফেলিতে হয়, তখন ১০।১৫ ঘর চাষী একত্রে সংঘবদ্ধ হইয়া এই কাজ করে। আজ রামের ক্ষেত এই ১০।১৫ জন চাষী আসিয়া পাইট করিল, কাল্ ইদু শেখের জমি ইহারাই করিয়া দিল, পরশ্ব আবার কালু সর্দ্দারের জমি এই দলের লোকেরাই করিয়া দিল, এইরূপে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এই ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেকের জমিই ইহারা পাইট করিয়া লইয়া থাকে; ধান অথবা পাট কাটার সময়েও ইহাদিগকে সচরাচর এই একই সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দেখা যায়। সুতরাং, সমবায়, সংহতি ইত্যাদি সাধু ভাষা জানা না থাকিলেও এদেশের অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর চাষারা আপন আপন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া অজ্ঞাতসারে এই সমবায় পদ্ধতি অনুসারেই কাজ চালাইয়া আসিতেছে। জমি চষা হইতে আরম্ভ করিয়া ফসল কাটা পর্য্যন্ত সকল সময়ে—যখনই দরকার হয় তখনই—চাষারা এক একটা দল গঠন করিয়া আপনাদের কাজ উদ্ধার করিয়া লয়। আকাশে বৃষ্টি না হইলে ক্ষেতের পাশে যদি বাঁধ থাকে কিম্বা ডোবা অথবা কূপ থাকে তবে সেখান হইতেও ইহারা দল বাঁধিয়া সেচনী দিয়া আপনাপন ক্ষেতে জল দিয়া থাকে। বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই চাষীরা এইরূপে ক্ষেতের কাজ চালায়। ইহা আগা গোড়াই সমবায় প্রণালীর উপর।

* * * *

কিন্তু আকাশ হইতে যদি বৃষ্টি না পড়ে, অথবা ক্ষেতের পাশে যদি বাঁধ কি ডোবা না থাকে, এবং থাকিলেও তাহার জল যদি শুকাইয়া গিয়া থাকে তবেই চাষার মহলে প্রমাদ লাগিয়া যায়। তাহারা তখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে। এইখানে শিক্ষিত সমবায়ীগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে চাষীদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। এক একটি সমবায় কেন্দ্রে যদি জল উত্তোলনের ভাল পাম্পিং মেসিন ও অয়েল ইঞ্জিন থাকে তবে তাহার দ্বারা আশপাশের অনেক গুলি গ্রামের কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করা যাইতে পারে। সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া সকলের সম্মিলিত দায়ীত্বে কেন্দ্র সমিতি হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া এইরূপে

**অনেক গ্রাহক আপন আপন গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিয়া পত্র লিখেন। অনেকে আবার উত্তরের জন্য পোষ্টেজ দেন না। গ্রাহক নম্বর অথবা পোষ্টেজ দেওয়া না থাকিলে কোনও চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।**

অয়েল ইঞ্জিন, পাম্পিং সেট, টিয়ুব ওয়েল, উন্নততর বীজ ইত্যাদি খরিদ করিয়া সভ্যাদিগের কাজে লাগাইতে পারিলে তবে সমবায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সুখের বিষয় সমবায় নীতির উপাসকগণ এদিকে মনোযোগ দিতেছেন।

*  *  *  *

সমবায় প্রণালীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্র মহাশয় দালাল এবং মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়া পাইকার দিগকে একেবারে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করার জন্য বলিয়াছেন। ইহা যদি সম্ভব হয় তবে দেশে একেবারে "রামরাজত্ব" আসিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু "রামরাজত্ব" অত সহজে আনা যায় না এবং আনিতে পারিলেও তাহা স্থায়ী হয় না। চাষা ক্ষেত্রের শস্য উৎপন্ন করিয়া একেবারে ভক্ষকের ( consumer ) নিকট বেচিবে, মধ্যপথে ফড়িয়া, পাইকার, দালাল, মহাজন, গোলাদার, আড়ৎদার ইত্যাদি কেহ থাকিবেনা, এবং কাহাকেও পয়সা দিতে হইবে না. এ ব্যবস্থা যদি সমবায়ীরা করিতে পারেন, তবে একটা নূতন পৃথিবী রচিত হইবে সন্দেহ নাই, এবং সে পৃথিবীতে উল্টাডাঙ্গা, নারিকেলডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা, চেৎলা প্রভৃতির ন্যায় আড়ৎদারদের গোলাবাড়ী আর থাকিবে না ; হাটখোলা ডালপটী, ময়দাপটি, সুতাপটি, গেংরাপটি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

**নিত্যপ্রয়োজনীয় সংবাদের অধ্যায়টী কেহ কেহ রাখিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রাহকের মতানুসারে এবং আমাদের নিজের বিবেচনায় উহা তুলিয়া দেওয়া হইল। যাঁহাদের দরকার হইবে তাঁহারা আষাঢ়ের সংখ্যা দেখিলেই সব সংবাদ পাইবেন।**

প্রভৃতি স্থানে যে হাজার হাজার দালান এবং বড় বড় হৌস্ প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার কেনা বেচা করিতেছে সে সবই উঠিয়া যাইবে, এবং এইসকল অঞ্চল এক কথায় "কানা" হইয়া যাইবে। এ পৃথিবীতে থাকিবে শুধু চাষী এবং ভক্ষক, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Producer and Consumer.

*  *  *  *

পৃথিবী যখন বর্ব্বর অবস্থায় ছিল সেই আদিম যুগে এই ব্যবস্থাই ছিল। চাষী ক্ষেতের জিনিষ তৈরী করিয়া নিজের এবং ভক্ষকের ক্ষুধা মিটাইত ; কিন্তু সে দেখিল যে নিজের এবং আশে পাশের গ্রামের ক্ষুধা মিটাইয়াও তাহার এত উদ্বৃত্ত শস্য থাকে, যাহা না বেচিলে হয় সে সব নষ্ট হইয়া যাইবে, নচেৎ সে তাহার পরিশ্রমের আশানুরূপ পারিশ্রমিক পাইবেনা। এই জন্য এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইল, যাহারা এই উদ্বৃত্ত শস্য কিনিয়া লইয়া গোলাজাত করিতে আরম্ভ করিল এবং মহার্ঘ্য দিনে তাহা বেচিয়া লাভ করিতে লাগিল, অথবা যে দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছে, লোকমুখে তাহার সংবাদ জ্ঞাত

হইয়া সেই সকল দেশে মাল চালান দিয়া প্রভুত লাভ করিতে আরম্ভ করিল। আদিম যুগের এই গোলাদারেরাই বর্ত্তমান যুগের আড়ৎদার, এবং যাহারা এইরূপ নানা স্থানে ঘুরিয়া ক্রেতা বিক্রেতার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত তাহারাই বর্ত্তমান যুগের দালাল। এই আড়ৎদার এবং দালালরাই ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রাণ; ইহাদের চেষ্টাতেই বোম্বাই, কলিকাতা ও করাচীর মত বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহাদের চেষ্টা ও আয়োজনের ফলে (organisation) বর্ত্তমান যুগে কোথায়ও দুর্ভিক্ষ হইলে লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যের অভাবে আর মারা যায় না। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের ন্যায় সর্ব্বধ্বংসী মন্বন্তর বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব হইয়াছে ইহার কারণ এই যে আড়ৎদারেরা মাল গোলাজাত করিয়া রাখে, এবং দালালেরা কোথায় মাল পাওয়া যাইবে সর্ব্বদা তাহার সন্ধান রাখে। সুতরাং যেখানেই দুর্ভিক্ষ হউক, সেখানেই ত্বরায় মাল জোগান দেওয়া যায়। যামিনী বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন আদর্শের দিক দিয়া তাহা শুনিতে বেশ; জগতের মধ্যে কেবল উৎপাদক আর গ্রাহক (producer and consumer) থাকিবে। মহাজন, দালাল, ও আড়ৎদাররূপী সয়তানের দল আর থাকিবে না। তাহা হইলে উৎপাদক

**কোন কোন গ্রাহক তাঁহাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য এজেণ্ট চাহেন। কিন্তু জিনিষ কি রকম তৈয়ারী করিয়াছেন তাহার নমুনা না দেখিলে আমরা কাহাকেও এজেণ্ট হইবার জন্য অনুমোদন করিতে পারি না। জিনিষ ভাল, দাম সস্তা, এবং কমিশন বেশী এই তিন মূল সূত্রের উপর ভাল এজেণ্ট পাওয়া যায়।**

তাহার পারিশ্রমিক অনেক বেশী পাইবে, এবং গ্রাহকেরও বেশী দাম দিতে হইবেনা। এ যদি হয় তবে তার চেয়ে শুভ সংবাদ আর কি আছে?

*　　*　　*　　*

কিন্তু জগতের শিল্প-সমস্যা অত সহজ নহে। মানব চরিত্র কেবলই সোজা রাস্তায় চলে না, যদি চলিত তবে সংসারে এবং সমাজে এত দুরূহ রকমের সমস্যা সব আসিত না। গান্ধী মহারাজও Nonviolent Non-co-operation দ্বারা ৩ মাসে স্বরাজ আনিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ৩ মাসে সে ভেল্কী যখন দেখাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের যাহা করিতে বলিয়াছিলাম তাহা তোমরা যদি করিতে, তবে স্বরাজ হইত। তাহা যখন কর নাই, তখন স্বরাজ হইল না।"

*　　*　　*　　*

কিন্তু অত বড় গুরুতর একটা আশা মানুষের প্রাণে জাগাইয়া দিয়া শেষে স্কুলের ছেলেদের ফাজলামী করার মত একটা বাজে কথার দ্বারা বিষয়টাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একজন মহামানবের পক্ষে শোভনীয় হয় নাই। কারণ মানব চরিত্রের দুর্ব্বলতা এবং

চিন্তার ধারা তাঁহার ন্যায় লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার দেশের লোক যে তাঁহার অসম্ভব সর্ত্তগুলি পালন করিতে পারিবে না, তাহা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান লোকের আগেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। এই বিবেচনার অভাবেই তাঁহার Non-violent Non-co-operation কাঁঠালের আমসত্বের ন্যায় অবাস্তব হইয়া গেল। যাহার সহিত অসহযোগ চালাইব—খাইতে, বসিতে, চলিতে, বলিতে যাহাকে দূরে রাখিব এবং যাহার ছায়াও মাড়াইব না—তাহার প্রতি মনে মনেও কোন violence বা বিদ্বেষ পোষণ করিব না, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে তাহা সাধারণ লোক উপলব্ধি করিতে পারিল না; তাই অহিংস আন্দোলনের জের শুধু চৌরীচৌরায় সরকারের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আজ তাহা হিন্দু-মুসলমানের রক্ত ধারায় ঘরে ঘরে স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে।

*　　*　　*　　*

জগতে যত রকমের আদর্শ আছে কালী কলমে এবং ছাপার হরফে সেগুলি পড়িতে বেশ মুখ রোচক; কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই সকল আদর্শের মধ্যে কত গলদ এবং অকৃতকার্য্যতার বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে। সোশিয়ালিষ্টদের আদর্শ, এমনকি বলশেভিকদের আদর্শও কাগজে পড়িতে বেশ কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এইসকল সাম্য বাদীগাই শেষে ইচ্ছাতন্ত্র এবং অরাজকতার চরম করিয়া জগতে রক্তগঙ্গা বহাইয়া লোকদিগকে সোসিয়ালিষ্ট ও বলশেবিক্ নামে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বেশী দূরে যাইব না, ডিমক্রাসির নাম করিয়া কংগ্রেসকে যাঁহারা লোকপ্রিয় করিয়াছিলেন তাঁহারাই শেষে কংগ্রেসের ডিক্‌টেটর্ সাজিয়া কমিটীতে নিজেই লোক বাছিয়া লইয়া একচ্ছত্র আধিপত্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং এখনও সেই অভিনয় চালিতেছে।

আজ দালাল, এবং আড়ৎদারদিগকে তুলিয়া দিয়া বিক্রয়-সমিতি গঠনের যে আদর্শ খাড়া করার চেষ্টা হইতেছে, সেই "কাঁঠালের আমসত্ব" যদি কোনও দিন সম্ভবও হয়, তবে এই বিক্রয়-সমিতি গুলিই আপনাদের উদর পূর্ত্তির জন্য যে একদিন বিক্রেয় দ্রব্যের যথেচ্ছ দাম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া consumerদের গলা কাটিবে না তাহারই বা গ্যারাণ্টি কি?

তবে ভরসা এই যে, "কাঁঠালের আমসত্ব" কেহ দেখিতে পাইবে না। জলকে যত রকমে বাধা দিয়া গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর না কেন, সে যেমন নিম্ন ভূমির দিকে নিজের পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লয়, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের যে স্বাভাবিক গতি ও ধারা তাহাকে কোনও কৃত্রিমতার বাঁধে কেহ গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। আড়ৎদার এবং দালালের সৃষ্টি স্বাভাবিক নিয়মে হইয়াছে; ইহা কোনও ভাবুকের কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যতদিন পৃথিবীতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ধারা প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন দালাল ও আড়ৎদারের ব্যবসাও অব্যাহত থাকিতেই হইবে, কারণ ইহারাই সকল ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রাণ।

*　　*　　*　　*　　*

সমবায় ঋণদান-সমিতি অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া দেশের দুঃস্থ লোকদিগের যে কত উপকার করিতেছেন, তাহা সব সময়ে সকলের মনে থাকে না। সম্প্রতি "কাবুলীর কবল" নামক একটী প্রবন্ধে রঙ্গপুরের "বার্ত্তা" এক বিস্ময়কর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ এখানে প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কাবুলীরা কেমন করিয়া জলৌকার ন্যায় দেশের দরিদ্র লোকদিগের রক্ত শোষণ করিয়া তিলে তিলে তাহাদিগকে হত্যা করিতেছে।

| খাতকের নাম | ঋণের পরিমাণ | সুদ যাহা দেওয়া হইয়াছে। |
|---|---|---|
| শিবচরণ হাড়ি | ১৫৲ | ২২৫৲ |
| বিরাশীয়া হাড়ি | ৮৲ | ৮৪৲ |
| মলহারী হাড়ী | ১২৲ | ৭২৲ |
| দারোগী হাড়ী | ৪০৲ | ৭২০৲ |
| অনেশ্বরী হাড়িনী | ১০৲ | ১৫০৲ |
| তিলেশ্বর ডোম | ৬০৲ | ৯০০৲ |
| যোগীয়া ডোমনী | ১৮৲ | ২৮৲ |
| কালু হেলা | ৪০৲ | ৬০৲ |
| পরমেশ্বর হাড়ি | ১০০৲ | ১৫০০৲ |

ইহার উপর আর টীপ্পনীর দরকার নাই। টাকার সুদ খাওয়া মুসলমান দিগের নিকট একটা "গুণা" বা পাপ বলিয়া জানি। অন্ততঃ বাল্যকাল হইতে এই কথা বহু মুসলমানের নিকট শুনিয়া আসিতেছি। এই ভয়ে অনেক মুসলমান জীবনবীমা পর্য্যন্ত করেন না। কাবুলীরা কি তবে কাফের? তাহারা দেখিতেছি ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোনও বিধি—নিষেধ মানে না। মস্‌জিদের নিকট ঢাকের বাড়ী পড়িলে মুসলমানের ধর্ম্ম যায়। কিন্তু ১৫৲ টাকার উপর ২২৫৲ টাকা এবং ১০০৲টাকার উপর ১৫০০৲ টাকা সুদ খাইলে ইস্‌লামের গৌরব বুঝি দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে! সাম্যবাদী এবং হাম্‌দরদী মুসলমান সমাজ আপনাদের ভিতর হইতে এই সব ক্লেদ দূর করুন, অথবা কুসীদজীবি কাবুলীদের কাফের বলিয়া ঘোষণা করুন।

*　*　*　*　*

বঙ্গীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

| মাস | সমিতির সংখ্যা |
|---|---|
| জানুয়ারী | ১৪ |
| ফেব্রুয়ারী | ৪৪ |
| মার্চ্চ | ৪৬০ |
| এপ্রেল | ১৩৩৩ |
| মে | ১৮৭১ |
| জুন মাসের প্রথমে | ৩৪৮৬ |
| জুলাই মাসের প্রথমে | ৪৪০৬ |

# কৃষির মাসিক ডায়েরি

[ শ্রাবনের জন্য ]

## ফুলের বাগান

এই মাসে জিনিয়াস, বালসাম, সান ফ্লাওয়ার, ধুতুরা, টোরেনিয়াস, আমারান্থাস, ডিয়ান্থাস, এবং সকল প্রকার ভারতীয় লতার বীজ পবন করিতে হয়। যে সকল বীজ গত মাসে বপন করা হইয়াছিল, এই মাসে তাহাদের অঙ্কুর রোপন করিতে হইবে। বাগানের শোভার জন্য যে সকল গাছ আছে, এই সময়ে তাহাদের ছাটিয়া দিতে হইবে। গ্লক্সিয়ানা অন্য পাত্রে তুলিয়া বসাইতে হইবে। যে সকল গাছে কুড়ি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদের একটু বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। এই সকল গাছের গোড়ায় গোবরের সরবত দিলেই ভাল

হয়। গাছে যাহাই দেওয়া হউক, পাতায় কিম্বা ডালে যেন তাহা না লাগে; উহা লাগিলে গাছের ক্ষতি হইতে পারে। ক্যানাস (Cannas) ফুল গাছে গোবর সরবত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হইবে। একটি অদ্ভুত বিষয় এই সম্পর্কে দৃষ্ট হয়—কতকগুলি কানাস সারা বৎসর ধরিয়া পুষ্পিত হয়, কতকগুলি ক্যানাস আবার বৎসরের একটি বিশেষ মাসে ফুল দেয়। এই গাছ রোপণ করিতে হইলে তিন ফিট গভীর এবং তিন ফিট পরিধি বিশিষ্ট গর্ত্ত করিয়া অর্দ্ধেক গর্ত্ত পচা সার দিয়া ভরিয়া দিতে হইবে। তাহার পর গাছ বসাইয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। এই মাসে জিনিয়াস ফুলের গাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই গাছের ফুল অত্যন্ত সুন্দর, টবে বসাইবার জন্য থানবারগিয়ার (Thunbergia) মত সুন্দর লতা আর নাই। পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং সমতল ভুমিতে সমভাবেই উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। থানবারগিয়ার বর্ণ হলদে, কমলা, ও সাদা, কিন্তু যে সকল গাছে কাল কাল দাগ আছে,সেই গুলিকেই সকলে বেশী পছন্দ করে। থানবারগিয়া গাছকে আওতাতে রাখা উচিত। ঝুড়িতেও উহা বর্দ্ধিত হয়। উহারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয়। কীট পতঙ্গ উহাদের কোমল শাখা প্রশাখার অত্যন্ত পক্ষপাতী। সুতরাং সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই মাসেই উহাদের বীজ বপন করিতে হয়। বালি এবং পাতা পচা দিয়া প্রস্তুত মাটিই উহাদের উপযুক্ত।

এই সময় গোলাপ গাছে সার প্রয়োগ করিতে হয়। গোলাপ গাছে যে অনুপাতে সার দেওয়া হইবে, সেই অনুপাতে গোলাপ ফুলের গোলাপী আভা বাড়িবে বা কমিবে। শুধু তাহাই নহে,গাছের পাতা শাখা প্রশাখা যতই পরিপুষ্ট হইবে, ততই ফুলের সংখ্যা বাড়িবে, কীট পতঙ্গ সহজে আক্রমণ করিতে পারিবে না। পশুর বিষ্ঠাই গোলাপ গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। গাছে সার দিতে হইলে প্রথমে কাঁটা দিয়া গোড়ার মাটি খুড়িয়া ফেলিতে হইবে। তারপর পচা সার তিন চার ইঞ্চি দিয়া বেশ করিয়া মাটি চাপিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা এত হাঙ্গামা সহিতে নারাজ, তাঁহারা গোড়ায় সার দিয়া তাহার উপর কিছু মাটি ছড়াইয়া দিতে পারেন।

## সব্জী বাগান

বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই মাসে এবং পরবর্ত্তী দুই মাসে যে সকল সব্জীর বীজ বপন করা হইবে, সেই সকল বীজকে বৃষ্টির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। যে সকল ফুল কপি এবং বাঁধা কপির অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথাস্থানে রোপন করিতে হইবে।

বেগুন, সীম, শসা, কুমড়া প্রভৃতির বীজ এখনও বপন করা যাইতে পারে। আদা, এরারুট প্রভৃতিতে মাটি চাপা দিতে হইবে। যে জমিতে আলুর চাষ হইবে, সে জমিতে এখন হইতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবর্জ্জনা পচা এবং গোবরের সার ব্যতীত কৃত্রিম সারও দিলে ভাল হয়। কৃত্রিম সারের (artificial manure) মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফোরিক এসিড ও পটাস থাকা আবশ্যক। এক হন্দর সালফেট্ অব এমোনিয়া, ৪ হন্দর সুপার ফসফেট এবং এক হন্দর মিউরিয়েট অব পটাশ এই অনুপাতে কৃত্রিম সার প্রস্তুত করিয়া এক একর জমিতে ১৫ টন প্রয়োগ করিলে উত্তম ফসল পাওয়া যায়।

## ফলের বাগান

আপেল, পিয়ার ও এপ্রিকট এখন পাকিবার সময়। যাহাতে পাখীদের উৎপাতে নষ্ট না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

## পার্ব্বত্য প্রদেশ

ডালিয়া এখন জল দিবার সময়। মাঝে মাঝে গোবর সরবত দিলে ভারি উপকার পাওয়া যায়।

নার্সেসিসকে অন্য পাত্রে বসাও। এষ্টর, বালসাম, ওয়াল ফ্লাওয়ার ও ভায়োলেটকে টব হইতে তুলিয়া লও। এপ্রিল ও মে মাসে ফুসিয়াস গাছের ডাল পালা ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন উহাদের ডাল পালা আবার গজাইতে আরম্ভ করিবে। গ্রীন হাউস প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যাহাতে কীট পতঙ্গের উপদ্রব না হয়। গ্রীন হাউসের উত্তাপ যাহাতে সমান থাকে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

# বঙ্গদেশ

## ফুলের বাগান

জিনিয়াস ফুল গাছ এখন তুলিয়া বসাইতে পারা যায়। উপযুক্ত বোধ হইলে কোন কোন গাছ ১০ ইঞ্চি টবে বসাইতে পারা যায়। কিন্তু যদি উহাদের প্রথম কুঁড়ি তুলিয়া না লওয়া যায়, তাহা হইলে গাছ খারাপ হইয়া যায়। বালসাম এখন রোপন করা যাইতে পারে, বা টবে বসাইতে পারা যায়। পাশে যে সকল ছোট ছোট গাছ গজায় সেগুলি তুলিয়া ফেলিতে ভুলিলে চলিবে না। এই মাসের শেষাশেষি জিনিয়াস গাছে একপ্রকার ছোট ছোট পোকা ধরে। ঝুল বা চুণের জল পিচকারি করিয়া দিলে প্রতিকার হইতে পারে।

এই সময়ে টেনিস খেলিবার লন্ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যদি জমি খুব বড় হয়, তাহা হইলে লাঙ্গল দিয়া চাষিয়া ফেলিতে হইবে এবং যে পুরাণ ঘাস আছে, তাহার গোড়া শুদ্ধ তুলিতে হইবে। দুর্ব্বা ঘাস সংগ্রহ করিয়া তিন ভাগের এক ভাগ বা দুই ভাগ গোবর সারের সহিত উহা মিশাইয়া রাখিতে হইবে। এদিকে জমি হইতে ঘাস তুলিয়া ফেলা হইলে বেশ করিয়া পিটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর গুড়া মাটি ছড়াইয়া দুর্ব্বা ঘাস বসাইতে হইবে। এক পক্ষ কাল পরেই ঘাসকাটা কল লাগাইবার প্রয়োজন হইবে। ঘাস যখন বেশ মাটিতে লাগিয়া যাইবে, তখন সুরকি ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহার পর নিয়মিত ঘাস কাটিতে হইবে, এবং রোলার ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্রোটন গাছের জন্য ঘোড়ার বিষ্ঠা ব্যবহার করা আবশ্যক। উহা মাটির উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। পরে কাঁটা দিয়া মাটি উস্কাইতে হইবে। ইহাতে গাছ এবং বর্ণের মাধুর্য্য বাড়ে।

পূর্ব্বে সব্জী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশেও এখন সেই সেই সব্জীর আবাদ করিতে পারা যায়। উল্লিখিত প্রক্রিয়াই এক্ষেত্রেও অবলম্বন করিতে হইবে।

ভুট্টা, গাছ তুলা, রেড়ী, নানাবিধ শাক যথা নটে, পালং, লালশাক, পিড়িং শাক, পুনর্নবা ইত্যাদি পুতিবার সময় এই। যদি আষাঢ়ে বুনিয়া না থাকেন, তবে এখন বুনিবেন।

বেগুন, লঙ্কা, আক, ডাটা ইত্যাদির গোড়ায় যাহাতে জল না বসে তাহার দিকে নজর রাখিবেন, নচেৎ পচিয়া যাইবে।

যে সকল তরী তরকারী হাপরে বসাইয়াছেন তাহা এইবার তুলিয়া বাগানে লাগাইবেন।

আদা, হলুদ, আলু, সকরকন্দ ইত্যাদির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিবেন।

যে সকল ফুল এবং ফলের গাছের ডাল লতাইয়া মাটীর উপর পড়িয়াছে তাহার উপর মাটী এবং খুব পুরাণ গোবর সার চাপা দিয়া রাখিলে সেইখান হইতে শিকড় বাহির হইবে এবং সহজেই "চাপা কলম" তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

পূজার বাজারে যাহারা কপি বেচিতে চান তাঁহারা ফুল কপির চারা লাগান এবং প্রত্যেক মাসে বীজের বাক্সে নূতন নূতন বীজ ছড়াইতে থাকুন।

# কাজের কথা

## হস্ত কোমল এবং শুভ্র করিবার উপায়

অল্প পরিমাণে গুঁড়া ফটকিরি একটি পাত্রে রাখিয়া একটি ডিম ভাঙ্গিয়া উহার সাদাটুকু ফটকিরির সহিত মিশাইতে হইবে। হাতখানি প্রথমে গরম জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া এই মিশ্রণ হাতে লাগাইয়া খানিকক্ষণ রাখিয়া ধুইয়া ফেলিলে হাত বেশ শুভ্র ও কোমল হয়।

জলে বোরাক্স লাগাইয়া হাত নিয়মিত ধুলেও বেশ কোমল হয়।

### মরিচা দূর করিবার উপায়

লবণ এবং মোম একত্রে মিশাইয়া যে স্থানে মরিচা পড়িয়াছে সেই স্থানে লাগাইলে মরিচা উঠিয়া যায়।

### আয়না পরিষ্কার করিবার উপায়

একটি স্পঞ্জ জলে ভিজাইয়া কিম্বা স্পিরিটে ভিজাইয়া আয়নাখানি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর সূক্ষ্ম হোয়াইটিং বা পাউডার ব্লু ছড়াইয়া দিয়া সিল্ক বা নরম কাপড় দিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে।

### পোকার উপদ্রব নিবারণের উপায়

এক টুকরা কাপড় টার্পিন তেলে ভিজাইয়া আলমারির ভিতর একদিন রাখিয়া দিলে বহুদিন আর উহার মধ্যে পোকার উপদ্রব হইবে না। বৎসরে দুইবার তিনবার এইরূপ করিলেই সারা বৎসর ধরিয়া পোকার অত্যাচারের জন্য ভাবিতে হইবে না।

কর্পূর, তামাক পাতা বা উগ্র গন্ধযুক্ত অন্য কোন দ্রব্য রাখিলেও পোকার উৎপাত নিবারিত হয়।

### পমেড্

হাড়ের ভিতরে যে মজ্জা থাকে, তাহা বাহির করিয়া লইয়া ফুটন্ত জলে উহা ফেলিয়া দিতে হইবে। কিছুক্ষণ জল ফুটিবার পর উহা নামাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা হইতে দিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে জল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন জল দিয়া ফুটাইতে হইবে। তিন বার এইরূপ করিতে হইবে। অতঃপর মজ্জা ভালরূপে পরিশ্রুত হইলে রূপার কাঁটা দিয়া বেশ করিয়া উহা ফেটাইতে হইবে। অতঃপর উহাতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া আধ পাইট রেড়ীর তৈল দিতে দিতে অবিরত নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। উহা সম্পূর্ণরূপে ঠাণ্ডা হইলে খানিকটা সাইট্রোনেলা (Citronella) মিশাইয়া শিশিতে পুরিয়া রাখিলেই পমেড্ তৈরী হইল।

### পমেড্ (ভিন্ন প্রক্রিয়া)

সিকি পাউণ্ড চর্ব্বি লইয়া বেশ করিয়া ফেটাইতে হইবে। তারপর খানিকটা ক্যাষ্টর অয়েল ছুরি দিয়া নাড়িয়া উহার সহিত মিশাইতে হইবে। মিশান শেষ হইলে উহার সহিত কয়েক ফোঁটা সেন্ট মিশাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর শিশিতে ভাল করিয়া পুরিয়া রাখিলেই হইল।

### পমেটম

অলিভ অয়েল ৮ আউন্স, ৩ আউন্স স্পর্ম্মেসেটি ( Spermaceti ), খানিকটা বাদামের তৈল ( essential oil of almonds ), খানিকটা নেবুর আরক ( essence of lemon )—এই কয়েকটি জিনিস একত্রে মিশাইয়া শিশি ভরিয়া রাখিলেই হইল।

## পাউডার

ছয় আউন্স উৎকৃষ্ট শ্বেতসার ( starch ) লইয়া বেশ করিয়া গুঁড়াইতে হইবে। অতঃপর মসলিনে উহা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। দুই ড্রাম অরিস রুট ( Orris root ) চূর্ণ লইয়া উহার সহিত বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে। উহাতে কয়েক ফোঁটা যে কোন আতর মিশাইলেই উৎকৃষ্ট পাউডার প্রস্তুত হইল।

## যাহাতে মরিচা না পড়ে তাহার উপায়

চূনে জল দিয়া কাদা কাদা মত করিতে হইবে। যে স্থান পালিশ করা, বুরুস দিয়া সেই স্থানে পুরু করিয়া উহা লাগাইতে হইবে। ইহাতে জিনিসটি কয়েক মাস ধরিয়া খোলা যায়গায় পড়িয়া থাকিলেও উহার কোনরূপ ক্ষতি হয় না।

## স্ক্রু খুলিবার সহজ উপায়

অনেক সময় স্ক্রুতে মরিচা পড়িয়া কাঠের মধ্যে উহা এমন শক্ত হইয়া বসিয়া থাকে যে কিছুতেই উহা খুলিতে পারা যায় না। তখন স্ক্রুর চারিধারে খানিকটা প্যারাফিন দিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে স্ক্রু সহজেই খুলিতে পারা যায়।

## গোলাপী আতর

গোলাপী আতরের কোনরূপ বর্ণ নাই। উহা সহজেই উপিয়া যায়। সাধারণতঃ যে গোলাপী আতর ব্যবহৃত হয়, তাহা আলকোহলের সহিত মিশ্রিত। উৎকৃষ্ট আতর গাজিপুরেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। গাজিপুরের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপ বাগান আছে। বসন্তের সমাগমে এই সকল বাগানে গোলাপ ফুল পুষ্পিত হইয়া উঠে; ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া পাথরের পাত্রে (Jar) জল দিয়া তাহাতে ফুল ডুবাইয়া রাখা হয়। রাত্রে এই পত্রগুলি মুক্ত প্রাঙ্গণে রাখিয়া দেওয়া হয়। অতি প্রত্যুষে আতর বাহির করিয়া লওয়া হয়। দুই আউন্স গোলাপ ফুল হইতে মাত্র আধ আউন্স আতর পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খাটি আতর পাওয়া দুঃসাধ্য, কারণ যাঁহারা আতর প্রস্তুত করেন, তাঁহারাও ভেজাল মিশাইতে ছাড়েন না। নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়ায় আতর প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

একটি বড় মাটির পাত্রে কিম্বা অন্য পাত্রে পরিষ্কার গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়া পাপড়ির উপর পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে এই পরিমাণ ঝরণার জল ঢালিতে হইবে। যে স্থানে পাত্রটি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রৌদ্র পাইতে পারে, সেই স্থানে ছয় সাত দিন রাখিয়া দিতে হইবে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জলের উপরিভাগে ছোট ছোট হরিদ্রা বর্ণের তৈল কণা ভাসিতেছে ইহাই গোলাপী আতর। কাটিতে পশম বাঁধিয়া তাহার দ্বারা আতর সংগ্রহ করিতে হইবে। শিশিতে ছিপি আটিয়া উহা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

## মার্ব্বেল পাথর পরিষ্কার করিবার উপায়

সোডা দুই ভাগ, পিউমিস পাথর এক ভাগ, চাখড়ি চূর্ণ একভাগ—এইগুলি একত্রে মিশাইয়া ছাকিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর জল মিশাইয়া উহা কাদার মত করিতে হইবে। উহা পাথরে মাখাইয়া ঘসিলেই পাথরে দাগ উঠিয়া যাইবে। পরে সাবান দিয়া পাথর ধুইলেই উহা বেশ চকচকে দেখাইবে।

# অল্প মূলধনে লাভজনক কৃষি

## তুলা

চক্ষু থাকিতে অন্ধ যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে সে বাঙ্গালী ব্যতীত আর কেহ নহে। যে দেশে বীজ ছড়াইয়া দিলে আপনা আপনি গাছ জন্মায়, সেদেশের অধিবাসীরা খাইতে পায় না, পরিতে পায় না। এই পরিশ্রম বিমুখ, অলস, স্বপ্ন-বিলাসী জাতটা যদি আত্মস্থ না হয়, আপনার দিকে, দেশের মাটির দিকে ফিরিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিতে না শিখে, তাহা হইলে এই জাতির বাঁচিবার কোন উপায়ই নাই।

বাঙ্গলা ও আসামের কত ক্ষেত্র যে অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া ধু ধু করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অথচ এই পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে যদি তুলার কৃষি করা যায়, তাহা হইলে সারা জগতের অর্দ্ধেক অধিবাসীর কাপড়ের জন্য তুলা উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু হায়রে বাঙ্গালী! সে কেবল "সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমির" স্বপ্ন দেখিয়াই নিশ্চিন্ত।

কোন্ প্রদেশে কতগুলি তুলার গাইট বাঁধিবার জন্য কল আছে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম। যে বাঙ্গলায় তুলা উৎপন্নের এতবড় ক্ষেত পড়িয়া আছে, সেই বাঙ্গলার তুলার ব্যবসায়ে স্থান কোথায়, তাহা এই বিবরণ হইতে ভালরূপেই বুঝিতে পারা যাইবে।

| প্রদেশের নাম | তুলারকলের সংখ্যা |
|---|---|
| মাদ্রাজ | ৫৮ |
| বোম্বে | ২১০ |
| সিন্ধু | ১৪ |
| বঙ্গদেশ | ৯ |
| যুক্তপ্রদেশ | ৬৯ |
| পাঞ্জাব | ১৩৮ |
| মধ্যপ্রদেশ | ৬৫ |
| বেরার | ১১৫ |
| উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ১ |
| আজমীড় মাড়োয়ার | ১৬ |

ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে তুলার ব্যবসায়ে ভারতের কোন্ দেশ কত টাকা অর্জ্জন করিতেছে। যে সকল তুলার কলের সংখ্যা দিলাম ইহার একটিও কাপড়ের কল নহে, অর্থাৎ weaving or spinning সুতা কিম্বা কাপড় বোনার কল নহে। এই সমুদয় কলই তুলা হইতে তুলার বীজ পৃথক করিয়া বস্তাবন্দী করার কল। এই কল সমূহের তালিকা দেখিলে মোটামুটি বোঝা যায় ভারতের কোন প্রদেশ কত তুলা উৎপন্ন করিতেছে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ভীমদর্শন পাহাড় পর্ব্বত—গুলি বাদ দিলে তুলার চাষ বিষয়ে সমগ্র ভারতে বাঙ্গলার স্থান সর্ব্ব নিম্নে। অথচ চরকা এবং খদ্দর লইয়া বাংলা দেশ যত চেঁচামেচি করিয়াছে এবং করিতেছে ভারতের আর কোথায়ও তত চেঁচামেচি কিম্বা সোরগোল হয় নাই। কৃষির উপযোগী পতিত জমির পরিমাণ যদি ধরা যায়, তবে বাঙ্গলা উড়িষ্যা ও আসামে যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল, পাহাড় ও পতিত জমি পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে তুলার গাছ পুঁতিয়া দিলে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে। আসাম অঞ্চলে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এ, বি, রেলওয়ের সরভোগ ষ্টেশন হইতে আমীনগাঁওয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত অগণ্য ছোট ছোট তৃণাবৃত পতিত পাহাড় দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আবার ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া পাণ্ডু হইতে আরম্ভ করতঃ আপার আসামের সীমান্ত পর্য্যন্ত রেলের দুইধারে যে কত লক্ষ

লক্ষ মাইল পতিত জমি ও জঙ্গল পড়িয়া আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। চট্টগ্রাম প্রদেশেও ঠিক এই দৃশ্য দেখা যায়। আসাম, গারো হিল্, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাহাড় জাত যে তুলা মাড়োয়ারীরা আমদানী করে, তাহা দ্বারাই রেলী ব্রাদার্স এবং অন্য দুই একটি অবাঙ্গালী কোম্পানী তুলার গাঁইটের কল চালাইয়া প্রভূত লাভ করিতেছে।

এই যে লক্ষ লক্ষ বিঘা অনাবাদী পতিত জমি পড়িয়া রহিয়াছে এই সকল পতিত জমিতে "গাছতুলা" লাগাইলে কয়েক বৎসর পরেই ইহারা আপনা আপনি যে তুলা দিবে তাহার আয় দ্বারা বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। আমি plant cotton বা "চাষা তুলা।" কথা বলিতেছিনা, কারণ তাহা ব্যয় সাপেক্ষ এবং প্রতিবৎসরই তাহার জন্য রীতিমত চাষ আবাদ করিতে হয়। কিন্তু গাছ তুলা লাগাইলে প্রতি বৎসর খরচ করিতে হয় না। পাহাড়ের ঢালুতে এবং টিলার উপর একটু গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ভাল জাতের কাপাস লাগাইয়া গরু ছাগলের মুখ হইতে গাছগুলিকে রক্ষা করিতে পারিলে কয়েক বৎসর পরেই চা বাগিচার ন্যায় তুলার বাগিচা এক একটা মূল্যবান সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে। আসামে বৃষ্টির অভাব নাই, সুতরাং অনায়াসেই অতি অল্প মূলধন লইয়া কয়েক জন লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই কাজে নাবিতে পারেন হায় বাঙ্গালী! কতদিন আর আত্মপ্রতারিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে?

বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের প্রত্যেক দেশে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইতেছে, এবং সেই তুলাকে ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য কোথায় কতগুলি কল চলিতেছে, তাহার সংখ্যা এখানে প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গলায় যে ৯টী কল আছে, তাহার একটীও বাঙ্গালীর নহে। সবে ধন নীলমণি "বঙ্গলক্ষ্মী" সুতাকাটা এবং কাপড় বোনা কল। সকলেই শনৈঃ শনৈঃ ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে, আর বাঙ্গালী দিন দিন নিঃস্ব হইয়া কেবল দরখাস্ত হাতে কলিকাতার রাস্তা চষিয়া দুরমুস্ করিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলিতেছিলাম ভাই বাঙ্গালী! এখনও জাগো, এখনও চোখ্ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখ। পলিটিক্সের চর্চ্চা ঢের হইয়াছে; পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, মুখে লজ্জা নাই, গৃহে আনন্দ নাই, পরিবারে শান্তি নাই—তোমার আবার পলিটিক্স? মাঝে মাঝে এক একজন ভদ্রবেশধারী ভিখারীকে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। তাহারা এক একজন দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম লইয়া বলে যে, আমি অমুকের নিকট আত্মীয়, এবং তাঁহাদের নাম করিয়া বড়াইও করিয়া থাকে। লোকে তাহাদিগকে মুখের উপর কোনও রূঢ় কথা না বলিলেও তাহাদিগের অপদার্থতার জন্য প্রাণে প্রাণে ঘৃণা করে। ভারতবর্ষের বৈঠকখানায় এবং বিশ্বের সভায়, হে বাঙ্গালী! তোমার দশাও ঠিক এইরূপ। তোমার আর্য্যামীর বড়াই, তোমার বিদ্যা এবং বুদ্ধিমত্তার গৌরব, তোমার ইনটেলেকচুয়ালিজম্ (Intellectualism), তোমার সর্ব্ব প্রকার বাহাদুরীর গব্ব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে তোমার দৈন্যের চাপে। লোকে এখনও মুখ ফুটিয়া বলিতেছে না বটে, কিন্তু মনে মনে তোমাকে ধিক্কার দিতেছে। ধিক্ তোমার শিক্ষায় সে শিক্ষা যদি তোমাকে পেটের ভাত অর্জ্জন করিবার মত যোগ্যতা আনিয়া না দেয়। ধিক্ তোমার বুদ্ধিতে যে বুদ্ধির আতিশয্যে তোমার সহজ জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং তোমার এত বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে, তোমারই বাড়ীর আনাচ কানাচ্ হইতে পৃথিবীর সব জাতি সোনার তাল্ কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, আর তুমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছ এবং বিশ্বের দরজায় দুমুঠা অন্নের জন্য মাথা কুটীয়া মরিতেছ।

পাণীমে মীন্ পিয়াসীরে
মোক শুনত শুনত হাঁসি লাগেলে।.

ঠিক, জলের মধ্যে বাস করিয়া মাছ পিপাসার্ত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তোমার আশে পাশে, তোমার আনাচে কানাচে, লক্ষ্মী নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাঁহার নূপুর ধ্বনি শুনিতেছে, আর তুমিই কেবল বধির হইয়া রহিলে?

আর নাকী সুরে গান গাহিয়া মিথ্যা আর্য্যামীর বড়াই করিও না। কাজে, ব্যবহারে, প্রতিজ্ঞায় এবং সাধনায় আর্য্য হও। খালি পেটে পলিটিক্স করিতে যাইয়া আর নিজে মজিও না, দেশকে মজাইও না এবং জগতকেও হাসাইও না।

# ছোট খাটো ব্যবসা

## ( শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু )

মনুষ্যজীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কি, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই উত্তর করিবেন—'অর্থ'; কারণ ইহাই তাঁহাদিগকে জীবনের লক্ষ্য, সুখ, স্বচ্ছলতা ও আরাম প্রদান করে, এবং ইহাই সংসারে তাহাদিগের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রধান উপায়। কি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, ইহাই বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যজীবনের প্রধান সমস্যা।

যথেষ্ট মূলধনের অভাব বশতঃ অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এমন লোকের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

মিঃ লিওপোল্ড সেপ আমেরিকার একজন বিখ্যাত ধনকুবের। আঠার বৎসর বয়সে তিনি নিউইয়র্ক সহরের রাজপথে দেয়াসলাই বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার পুঁজি মাত্র সাত আনা। এই সামান্য ব্যবসায় করিতে করিতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া পরে তিনি নারিকেল ও নারিকেল দুগ্ধের ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং ঐ ব্যবসায়ে তিনি কয়েক কোটী টাকা উপার্জ্জন করেন। সুপ্রসিদ্ধ কার্ণেগী ৯০ কোটী টাকার মূল্যে তাঁহার লোহার কারখানা বিক্রয় করিয়াছিলেন। প্রথমে রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেন। আমেরিকার বিখ্যাত 'কিং অফ টুবাকু' বা তাম্রকূট নরেশের নামও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তিনিও অতি সামান্য সিগারেটের ব্যবসায় হইতে পরে অসামান্য ধনপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতা সহরেও অনেকে অতি সামান্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়া পরে বহু অর্থের অধীশ্বর হইয়াছেন।

যাঁহার যেমন মূলধন, তিনি তাহা লইয়াই কাজ আরম্ভ করিবেন। কেহ এক মুহূর্ত্তে ধনী হয় না। যেখানে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, সেই ব্যবসা ক্ষেত্রে লাগিয়া থাকিতে পারিলে একদিন যে লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিনা মূলধন হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূলধনের উপযোগী সহরের কতকগুলি ছোট খাটো ব্যবসায় সম্বন্ধে নিম্নে ইঙ্গিত করিলাম।

(১) বিনা মূলধনে যে সকল কাজ চালান যায়, তন্মধ্যে পুরাতন দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়ের দালালী সহজসাধ্য। দুইখানি খাতা করিয়া যাহার যে পুরাতন

জিনিষ বিক্রয় করিবার আছে, ও যিনি যে পুরাতন জিনিষ কিনিতে ইচ্ছুক, তাহা ঐ দুই খাতায় রেজেষ্টারী করিতে হইবে। পরে একই জিনিষের ক্রেতা ও বিক্রেতা পাইলেই ঐ জিনিষ বিক্রয় করাইয়া দিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই জনের নিকট হইতেই কমিশন লইবে। কমিশন ভিন্ন অতিরিক্ত লাভ ও সুযোগমত করা যাইতে পারে।

(২) মেল অর্ডার সরবরাহ ব্যবসা কম মূলধনেও হয়, এবং ইহাতে ঝঞ্ঝাট কম। তবে ব্যবসায় একবার সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নহে। নিজের কোন পেটেন্ট দ্রব্য অথবা বাজারের বিশেষ কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিয়া মফঃস্বল হইতে অর্ডার আসিলে ভিঃ পি-তে মাল পাঠাইতে হয়। বেশী টাকা লাগাইতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদির অর্ডার সরবরাহ করা যাইতে পারে।

(৩) সওদাগর সাহেবদের আফিস, গভর্ণমেণ্ট আফিস, মিউনিসিপালিটীর আফিস হইতে অর্ডার সংগ্রহ করিয়া উহা সরবরাহ করিতে পারিলে বেশ লাভ হয়। সব কাজেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক, অথবা অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক। এই সব কাজ করিতে হইলে কিরূপ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা এই কার্য্য যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জানিয়া লইতে হয়।

(৪) চালানী কাজ বিশেষ লাভজনক। যে জিনিষ যেখানে উৎপন্ন হয়, উহা তথায় বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভ করা যায় না। কাজেই ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোথায় কোন জিনিষের যথেষ্ট চাহিদা আছে অথচ তথায় উহা উৎপন্ন হয় না, এবং কোথায় উহা যথেষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সস্তা দামে পাওয়া যায়। ইহা স্থির করিয়া ঐ জিনিষের ব্যবসায়ে লাগিলে সত্বরই কার্য্যে সুবিধা হয়; চালানী কাজে দুই কেন্দ্রে থাকিবার জন্য অন্ততঃ দুই জন লোকের আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ হইতে নারিকেল, সুপারি, পান, খেজুরে গুড় পশ্চিমে আরা, পাটনা, বেনারস প্রভৃতি স্থানে চালান দেওয়া যাইতে পারে, এবং ঐ সকল স্থান হইতে ঘি, কপি, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি বাঙ্গলা দেশে চালান দেওয়া চলে। কম পুঁজিতে চালানী কাজ করিতে হইলে মাছ, পান, ছানা প্রভৃতি কাঁচা মাল প্রত্যহ চালান দিতে হয়।

(৫) পুরাতন পুস্তকের দোকান কমপুঁজিতে হইতে পারে। এ ব্যবসায় বেশ লাভের। সাধারণতঃ, নূতন মূল্যের সিকি দামে পুস্তক কেনা হয় এবং অর্দ্ধেক দামে বিক্রয় হয়, কাজেই একশত টাকা মূলধন লাগাইলে সত্বরই উহা দুইশত টাকা হইয়া উঠে। এইরূপ ভাবে পুরাতন পুস্তকের দোকান করিতে করিতে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করিয়া নূতন পুস্তকের দোকান করিতে পারা যায়। নূতন পুস্তকের দোকান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় অবলম্বন করিলে শীঘ্রই দোকানের উন্নতি হয়। পুস্তকের স্বত্ব বেশ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কপীরাইট কিনিয়া অনেক সামান্য পুস্তক ব্যবসায়ী ধনী হইয়াছেন। নূতন পুস্তকের দোকানও কম পুঁজিতে আরম্ভ হইতে পারে। গ্রন্থকারদিগের নিকট হইতে বইএর এজেন্সী লইতে হয়।

(৬) দরজীর দ্বারা বিভিন্ন মাপের জামা প্রস্তুত করিয়া হাবড়ার হাটে বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। সহরের কোন কোন স্থানে খুব কম মূল্যে একটু আধটু দাগী থান কিনিতে পাওয়া যায়। উহা কিনিয়া জামা প্রস্তুত করাইলে খুব সস্তায় বিক্রয় করা যাইতে পারে।

(৭) নীলামে চেয়ার, টেবিলাদি ফার্ণিচার ও নানারূপ দ্রব্যাদি সস্তা দামে কিনিতে পাওয়া যায়। ঐ গুলি কিনিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হয়। নিজের একটা সামান্য রকমের ফার্ণিচারের দোকান থাকিলে ঐ কাজের সুবিধা হয়।

(৮) কম মূলধনে মুদিখানার দোকান ও ষ্টেশনারী

দোকান করা যাইতে পারে। কলিকাতা সহরে মুদিখানার দোকানের জন্য ধারে দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া কম টাকায় এই দোকান বেশ চালান যায়। ষ্টেশনারী দোকান মূলধন অনুসারে ছোট ও বড় সব রকমই করা চলে।

(৯) মসল্লার দোকান, পাচনের দোকান, ছুটা পানের দোকান, তামাকের দোকান প্রভৃতি কম পুঁজিতে আরম্ভ করা যায়।

(১০) হুকার ব্যবসায় বেশ লাভজনক, ও বেশ কম টাকায় এই ব্যবসায় চালান যায়।

(১১) ঘড়ি, সাইকেল, গ্রামোফোন, প্রভৃতি মেরামত করা শিখিলে তাহাদ্বারাও বেশ স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন হইতে পারে। ঐ সঙ্গে পুরাতন জিনিষ কিনিয়া মেরামত করিয়া বিক্রয় করিলেও লাভ হইতে পারে।

(১২) যাঁহারা ছয় সাত শত টাকা পুঁজি লাগাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে কলের সাহায্যে আটা প্রস্তুতের ব্যবসায় মন্দ নহে। কলিকাতা সহরে রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগকে এই কাজ করিতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কোন বাঙ্গালী অদ্যাপি এই ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই।

(১৩) কলের সাহায্যে সরিষার তৈল প্রস্তুতের কাজও কম পক্ষে ৩।৪ শত টাকায় হইতে পারে। কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের বিশেষ অভাব। সতভাব সহিত কার্য্য করিলে সত্বরই এই ব্যবসায় জমিয়া যাইবে।

(১৪) ডা'ল প্রস্তুতের কাজও বেশ লাভজনক। এই কাজ সাধারণ যাঁতার সাহায্যেও হইতে পারে, আবার কলের সাহায্যেও করা যাইতে পারে। যাঁতার সাহায্যে কাজ করিলে ৫।৬ শত টাকায় এই কাজ চালান যাইতে পারে। ৪।৫ শত টাকায় কল পাওয়া যায়। এই সব ব্যবসায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া গেল। কেহ বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।

(১৫) ছাপাখানার ব্যবসায় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে যত অধিক মূলধন লাগাইবেন তত সুন্দর ভাবে কাজ চলিবে। নিতান্ত কম পক্ষে এক হাজার টাকা লইয়া সামান্য ভাবে এই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে, এবং তাহার যে আয় হয়, তাহাতে একটী পরিবারের ভরণ পোষণ অনায়াসে চলিতে পারে।

(১৬) রিকসা গাড়ী কিনিয়া ভাড়া দিলে প্রত্যেক গাড়ীতে দৈনিক এক টাকা, দেড় টাকা আয় হইতে পারে।

(১৭) কার্ডবোর্ড বক্স্ বা কাগজের বাক্স প্রস্তুত করার কাজও মন্দ নহে। ইহার জন্য মেসিন কিনিতে পাওয়া যায়।

(১৮) মেসিনের সাহায্যে কালীর ও কুইনাইনের ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া অনেকে বিক্রয় করিতেছেন। একাজ লাভ জনক।

(১৯) ফার্ণিচার পালিশ করিবার পেষ্ট, জমাট গঁদ, মেটাল বাণিশ, চিঠির ফাইল, ভুলি, সিরাপ, কম মূল্যের সুগন্ধি তৈল, কারী পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজ কম পুঁজিতে চলিতে পারে।

(২০) অনেক জিনিষ আছে যাহা শুধু বোতলে, বা কৌটায় বা কাগজের প্যাকেটে পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ করা যায়। কোন কোন দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, কোন কোন দ্রব্য রিফাইন করিয়া বিক্রয় করিয়াও বেশ লাভ হয়। নারিকেল তৈল ও রেড়ীর তৈল রিফাইন্ করিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করা বেশ লাভজনক। পাইকারী দরে চা কিনিয়া পয়সা প্যাকেট প্রস্তুত করিয়া, অথবা টিনে বিভিন্ন ওজনে প্যাক করিয়া বিক্রয় করিলেও সুবিধা হইতে পারে।

(২১) রবারষ্ট্যাম্প প্রস্তুতের ব্যবসাও মন্দ নহে। ইহার কারখানা করাও বেশ লাভজনক। ব্যবসায় ক্ষেত্রে যাহারা নূতন প্রবেশ করিবেন, তাহাদিগকে একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে; কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিছু দিন ঐ ব্যবসায় শিক্ষানবিশী করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা কাজ করিয়া ঠেকিয়া শিখিতে গেলে অনেক অর্থ ও সময় বৃথা নষ্ট হইবে।

# চট্টগ্রাম বিভাগের সমবায় সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ

গত ১২ই ও ১৩ই জুন তারিখে ফেণী সহরে চট্টগ্রাম বিভাগের সমবায় সমিতি গুলির এক কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল; বাঙ্গলাদেশের নানা স্থান হইতে সমবায়ী কর্ম্মীগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্র এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে অনেক ভাবিবার এবং শিখিবার বিষয় আছে। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণ আমরা আমূল প্রকাশ করিলাম। যে সকল বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারার সহিত আমাদের মতপার্থক্য আছে তাহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

## সভাপতির অভিভাষণঃ—

"চট্টগ্রাম বিভাগের এই প্রথম সমবায় সম্মিলনীতে আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনাদের সম্মিলনীতে সভাপতি হইবার আমন্ত্রন যখন আমি পাই তখন উহা গ্রহণ করিতে আমার যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল,- কারণ প্রথমে আমি বুঝিতে পারিনাই যে আপনারা আমাকে আপনাদের মত একজন সমবায়ী বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, কিম্বা বর্ত্তমান সময়ে আমি রেজিষ্ট্রার বলিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমি জানিলাম যে একজন সমবায়ী বলিয়া আমি আহূত হইয়াছি, তখন আমি স্থির করিলাম এ নিমন্ত্রণ আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ সরকারী ও বেসরকারী সমবায়ীদিগের মধ্যে একটা পার্থক্য কল্পনা করিয়া থাকেন; ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। আমি তাঁহাদের সমবায় সম্পর্কীয় কার্য্যে কোনরূপ পার্থক্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা সকলেই সমবায়ী এবং সমবায়ের প্রসার সাধন করিতে উৎসুক। সমবায় আন্দোলনে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বা রাজনীতি হিসাবে যেমন কোন পার্থক্য করা হয় না, তেমন সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মিগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা উচিৎ নহে। কোন লোক নরমপন্থী, চরমপন্থী, পরিবর্ত্তন বিরোধী, উদার-নৈতিক, স্বাতন্ত্রী বা স্বরাজী যাহাই হউন না কেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সমবায় আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন। যখন কোন লোক সমবায় আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন বা ইহার জন্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে শুধু ইহাই জিজ্ঞাস্য—"আপনি কি আপনার প্রতিবাসিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে চান, কিম্বা যাঁহারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিপ্রয়াসী তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে চান?" এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই যে সমবায় আন্দোলন যেন কোন রাজনৈতিক দলের

পক্ষভুক্ত না হয়। সমবায় আন্দোলনকে এরূপ শক্তিশালী হইতে হইবে যেন ইহা সকল রাজনৈতিক দলের সাহায্য লাভ করিতে পারে। আর একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি যদি কোন ব্যক্তি সমবায়কর্ম্মী হিসাবে নিজের প্রভাব ও ক্ষমতাদ্বারা কোন রাজনৈতিক দল বিশেষের স্বার্থোন্নতির চেষ্টা করেন তো তিনি সমবায় আন্দোলনের শত্রুতাচরণ করিতেছেন বলিয়া আমরা মনে করিব।

সমবায় আন্দোলন কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে অদ্য তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আর কতকগুলি ঘটনা ও সংখ্যার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের বিব্রত করিতে চাহি না। আমার সংখ্যা বিজ্ঞানে (Statistics) বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। ইহা সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রারের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় না হইলেও আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে সংখ্যাবিজ্ঞান লইয়া আমি ভেল্কী দেখাইতে সক্ষম নহি; আর তাহার প্রয়োজনও নাই, কারণ একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে, ইউরোপের তুলনায়ও তাহা নিতান্ত মন্দ নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা যেরূপ তাহা মনে রাখিলে সমবায়ের উন্নতি খুবই সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়।

এ অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এ দেশে সমবায় আন্দোলনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় নাই; কেবলমাত্র ঋণদান সমিতিগুলির প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন আমি তাঁহাদের সহিত এক মত নহি। প্রত্যেক দেশই দেশবাসীর কি কি বিশেষ প্রয়োজন, এবং কোন পথে অগ্রসর হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে তাহা উত্তমরূপে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া উপযোগী পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডে কৃষি সম্বন্ধীয় ঋণদাণ সমিতি নাই বলিলেই চলে, এবং কৃষিসম্বন্ধীয় সমবায় প্রচেষ্টা বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ বলিতে পারেন না যে ইংল্যাণ্ডে সমবায় আন্দোলন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কারণ ইংল্যাণ্ডে প্রতি চারিজন লোকের মধ্যে একজন কোন না কোন সমবায় সমিতির সভ্য। ইংলণ্ডের সহরে এবং কলকারখানার চারিদিকে বহুলোক একত্র হওয়ায় সে দেশের প্রধান সমস্যা ছিল কেমন করিয়া জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্পমূল্যে ক্রয় করিতে পারা যায়; এই কারণে সেই দেশে সরবরাহ সমিতিগুলির আবির্ভাব হয়, এবং সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া এখন অসংখ্য সরবরাহ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; সেগুলি এরূপ সুপরিচালিত যে অন্যান্য দেশে উহারা আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ডেনমার্কের অধিবাসীদিগের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়; এজন্য সেখানে সমবায় বিক্রয় প্রথার খুব প্রসার হইয়াছে, এবং তাহাতে ফল হইয়াছে আশ্চর্য্যরূপ। কানাডাকে গম এবং শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য অন্যদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়; এজন্য সেখানেও সমবায় আন্দোলনে সমবায় বিক্রয়প্রথা বিশেষ পরিপুষ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীরা অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। তাহাদের মূলধনের একান্ত অভাব; মূলধনের জন্য তাহারা উচ্চ হারে সুদ দিয়া আসিতেছে। এইজন্য আমাদের সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হওয়া উচিত এই ঋণদান-সমিতিগুলি এবং হইয়াছেও তাই। আমাদের সমালোচকগণ এই সহজ কথাগুলি ভুলিয়া গিয়া, অন্ধভাবে অন্যান্য দেশের অনুকরণ করাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া ভাবেন। ইহাতে তাঁহারা শুধু তাঁহাদের মানসিক দাসত্বের পরিচয় দেন। তাঁহারা অন্যান্য ব্যাপারে অপর দেশে যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে, এখানে তাহার হুবহু অনুকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী: কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে আমাদের দেশের অবস্থানুসারে যে পন্থা বিশেষ উপযোগী তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় যে পন্থা অবলম্বন

করিয়াছে, তাহা অনুসরণ করিবার পরামর্শ দিতে মোটেই ইতস্ততঃ করেন না। এই সকল সমালোচকদিগের মধ্যে আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, যাঁহারা সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময় বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, সমবায় এদেশের লোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এখনও এরূপ মতের লোকের সংখ্যা একেবারে বিরল নহে। লর্ড কারমাইকেল একটী বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন,তাহা আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। "আমি শুনিয়াছি যে, গত কয়েকবৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম রেজিষ্ট্রার বাঙ্গলাদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমবায় নীতি প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহকর্ম্মীরা তাঁহার বিষয়ে বলিতেন, "He makes banks and brays—তিনি ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিয়াছেন, এবং গাধার মত চীৎকার করিতেছেন।" আজকাল সমবায় ঋণ সম্বন্ধে কেহ এরূপ উপহাস করে না।

সমবায় ঋণদান-সমিতিগুলি যে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বেশ সাফল্য লাভ করিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সুদের হার এতদিন এ দেশে চলিয়া আসিতেছিল, এই ঋণদান-সমিতিগুলির প্রভাবে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এইরূপে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছে। যদি কোন লোক সৎভাবে তাহার গ্রাম্য সমিতির সহিত কারবার করে, তাহা হইলে স্থানীয় তহবিলে টাকার অভাব হইলেও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাহায্যে প্রদেশের অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের নিকট হইতেও সে প্রয়োজনমত মূলধন পাইতে পারে। এ বিশ্বাস বর্ম্মা বা তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশের কৃষকদিগের মধ্যেও জন্মিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, সমবায় আন্দোলন কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে। সমবায় বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রাভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক একদিকে কৃষি এবং অন্যদিকে ব্যবসা ও বাণিজ্য যাহাতে পরস্পরের মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। অন্তর্বাণিজ্যের জন্য এবং বিশেষতঃ ফসলাদি ক্ষেত্র হইতে বন্দরে চালানের জন্য ঋতু বিশেষে টাকার অধিক প্রচলনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে সকল ব্যাঙ্ক কৃষির সাহায্য জন্য স্থাপিত, আর যে গুলি ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে আমাদের দেশে কৃষি-সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্যাপারের গুরুত্ব অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এদেশে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় সঙ্ঘগুলি বহুদিন পূর্ব্বে স্থাপিত এবং অতিশয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সাহায্যে গভর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু কৃষি এরূপ কোন সাহায্য পায় না। এখন কৃষককে তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ সমবায় সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে, নচেৎ তাহার আর উপায় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত কৃষির জন্য মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ অবহেলা করা হইয়াছে। সমবায় ঋণদান-প্রণালী বিস্তার লাভ করিলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পূর্ণমাত্রায় সাহায্য গ্রহণ করিয়া কৃষক তাহার অবস্থার উন্নতি করুক।

সমবায় ঋণদান—সমিতির কার্য্য যদিও অনেকটা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি আপনাদের সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও দেশবাসীর সংখ্যার অনুপাতে খুব অল্প লোকেই সমবায় দ্বারা উপকৃত হইতেছে। সমিতিগুলির উন্নতি করিতে, তাহাদের ত্রুটীগুলি সারিয়া লইতে এবং খারাপ সমিতিগুলি নির্ম্মূল করিতে সর্ব্বদা যত্নবান হওয়া উচিত। বিশেষতঃ, হোমসেফ্ বক্‌স্ প্রচলনদ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে যাহাতে সঞ্চয়শীলতা আমাদের একটা জাতীয় চরিত্রগত সদ্‌গুণ হইয়া উঠে, সে বিষয়ে আমাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত। কৃষিকার্য্যে এবং ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ঋণের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া কৃষকদিগের মধ্যে ব্যাঙ্কিং-এর অভ্যাস শিক্ষা দিতে হইবে, এবং

আধুনিক ও পুরাতন প্রথায় ঋণদানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি কিরূপ রাখিতে হয়, তাহা জানাইয়া দিতে হইবে। সমবায় সমিতিগুলি যদি দেশের অব্যবহৃত (dormant) মূলধনকে উৎপাদনের কার্য্যে লাগাইতে পারে, এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের ব্যাঙ্কিংএর অভ্যাস শিক্ষা দিতে পারে, তবে নিঃসন্দেহ, দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে বিশেষ উপকার করা হইবে।

কৃষির জন্য মূলধন সংগ্রহের পরই সমবায় প্রথায় কৃষকজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যাদি যেরূপে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা কৃষকের পক্ষে অতিশয় ক্ষতি-কারক। কেবলমাত্র দালাল ও ব্যবসায়ী যাহারা ইহা হইতে বেশ দুপয়সা লাভ করে তাহারাই—ইহাতে সন্তুষ্ট। সকলেই জানেন যে, কৃষকেরা তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না। জগতের মধ্যে একমাত্র কৃষক কিনিবার সময়ও জিজ্ঞাসা করে "কত দাম?" এবং বেচিবার সময়ও জিজ্ঞাসা করে "কত দাম"। অন্যান্য শ্রমশিল্পের জন্য যখন কিছু ক্রয় করা হয়, তখন মূল্য সম্বন্ধে মালিকেরা নিজেদের মত কিছু চালায়, এবং তাহাদের জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় মূল্য প্রায় নিজেরাই ঠিক করিয়া দেয়। এই সকল কারণে কৃষির ক্রমশঃই অবনতি হইতেছে। কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবহারকগণও তাহাদের টাকার উপযুক্ত জিনিষ পায় না, কারণ ব্যবসায়ীরা মাঝখান হইতে লাভের বেশী অংশ লইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে এই সমস্যাটী আর একদিক হইতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা অতিশয় ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং দিন দিন আরও ভীষণ হইতেছে। অথচ এদেশের প্রায় সমস্ত মূল্যবান ফসলের ব্যবসা আমরা হাতছাড়া করিতে বসিয়াছি, এবং এই ব্যবসার লাভ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিতেছি। যাহারা এই প্রদেশের উন্নতি চাহেন, তাঁহাদের কি এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত নহে? একমাত্র সমবায় প্রথায় এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। অন্যান্য শ্রমশিল্প যেভাবে সংগঠিত হইতেছে, কৃষিকেও সেইভাবে সংগঠিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে সংহতি সর্ব্বপ্রকার সফলতার মূলমন্ত্র। বণিকগণ পূর্ব্বেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। শ্রমশিল্পগুলিও শক্তিশালী সঙ্ঘ গঠন করিতেছে; এমন কি ভারতের শ্রমিকেরাও সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। একসঙ্গে বেশী পরিমাণে উৎপাদন (mass production) এবং একসঙ্গে বেশী পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় করা আজকাল একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এইরূপ সুবিধা পাইতে হইলে কৃষকদিগকেও সমবায় প্রথায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

সমবায় প্রথায় সরবরাহ-সমিতি-সংগঠনের কার্য্য যে ভালরকমই আরম্ভ হইয়াছে, ইহা খুব আনন্দের কথা। ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি ধান্য-বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহারা বঙ্গীয়-সমবায়-সংগঠন-সমিতির সাহায্যে কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় গোলাবাড়ী (Central Godown) স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল সমিতির মধ্যে কোন কোনটী নিজস্ব চাউলের কল স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। পাটের চাষীরা এবং পাটের ব্যবহারকগণ অর্থাৎ কলিকাতার ও ডাণ্ডীর চটকলগুলি যাহাতে ব্যবসায়ীদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে পরস্পর সাক্ষাৎ ভাবে পাট ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য, একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগ এইরূপ সমিতি প্রথমে স্থাপনের গৌরবলাভ করিয়াছে। পাটের উৎপাদক যাহাতে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী ও দালালদের বিলোপ সাধন করিয়া ব্যবহারকদিগের নিকট নিজের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে, তাহাই হইতেছে এই সব সমিতির লক্ষ্য। ব্যবসায়ে জুয়াখেলা বা ফট্‌কা বাজী (speculation) যতদূর সম্ভব কমান এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য, কারণ জাতীয় চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব বিশেষ ভাল নহে। আমার বিশ্বাস, আপনারা

সকলেই চাঁদপুর বিক্রয়-সমিতির সর্ব্বপ্রকার সফলতা কামনা করেন। আমি আশা করি যে, ২।৩ বৎসরের মধ্যে এরূপ বহুসংখ্যক সমিতি স্থাপিত হইবে, এবং তাহারা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজস্ব কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করিতে পারিবে। আমার আরও বিশ্বাস যে, অদূর ভবিষ্যতে পাট-বিক্রয়-সমিতির প্রতিনিধিগণ পাট-কলের প্রতিনিধিদিগের সহিত বৈঠকে বসিয়া পাটের ন্যায্য দাম কত হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

আমাদের কার্য্য কত দুঃসাধ্য ও বিঘ্নবহুল হইবে তাহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। কৃষকদিগকে ব্যবসা করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, এবং যাহাতে তাহারা নিজেদের ব্যবসা নিজেরা চালাইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা উৎসাহের সহিত সমবায়ের প্রচার-কার্য্য চালাইয়া থাকেন, যাঁহারা সমবায়ের ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত, যাঁহারা সমবায়ের দ্বারা কি করা সম্ভব তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন, এবং যাঁহারা অপর সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারেন, অনেকের মতে এই সকল "সমবায় প্রচারকগণ" সমিতিগুলির দৈনিক কার্য্যাদি পরিচালন করিবার পক্ষে সাধারণতঃ উপযোগী নহেন। এরূপ কার্য্যের জন্য অন্য প্রকার লোকের প্রয়োজন। সমবায়ীদিগের মধ্যে হইতেই ব্যবসায়ী সৃষ্টি করা প্রয়োজন, অন্ততঃ পক্ষে ব্যবসায় অভিজ্ঞ লোককে উপযুক্ত বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইতে হইবে। যতদিন না এরূপ হইতেছে, ততদিন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষা লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অভীষ্ট সিদ্ধ না হইতেছে, ততদিন নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হইলে চলিবে না।

সমবায় প্রথায় বিক্রয় সম্বন্ধে আমি কানাডার দৃষ্টান্তের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সেখানে যে গম উৎপন্ন হয়, ময়দা প্রস্তুত করিবার জন্য ইউরোপের ক্রেতারা তাহা কিনিয়া লইয়া যাইত; কিন্তু গমের দাম ক্রেতারা নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। গমের উপযুক্ত মূল্য পাইবার অন্য উপায় নাই দেখিয়া গম-উৎপাদকগণ শক্তিশালী সমবায়-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে। কানাডার অধিকাংশ কৃষক তাহাদের গম বিক্রয় করিবার জন্য গম-উৎপাদকদিগের সমবায় সমিতিতে যোগদান করিয়াছে, এবং নিজেরা ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই পাকাপাকি চুক্তি করিয়াছে যে, তাহাদের সমস্ত উৎপন্ন গম সমিতিতে জমা দিতে হইবে, এবং যদি তাহাদের উৎপন্ন গমের কিয়দংশ অন্যত্র বিক্রয় করা হয়, তবে সমিতিকে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এইটিই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিষ্ঠান হইবে, এবং ইহার হাতে যে পরিমাণ গমের কারবার থাকিবে, তাহা আর কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে নাই। যদিও এই প্রতিষ্ঠানটী সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের সহিত প্রতি-যোগিতা করিয়া কার্য্য করিতেছে, তথাপি কানাডার ষ্টেটগুলি এই চেষ্টা সফল করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছে। সেখানকার জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন কৃষক, সুতরাং 'সর্ব্বাপেক্ষা বেশী-সংখ্যক লোকের বেশী পরিমাণ উপকার" করিবার নীতি অনুসারে গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন। কৃষির উন্নতির সহিত দেশের সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবে জড়িত—এই সত্যটি কানাডায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে। আরও বিশেষ কথা এই যে, কৃষির উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে কৃষক অপেক্ষা আর কাহার অধিকার বেশী হইতে পারে এবং আর কেই বা তাহা অপেক্ষা এ বিষয়ে বেশী উপযুক্ত হইতে পারে? কানাডার কৃষকদিগের দৃষ্টান্ত আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যেরূপ সুফল আশা করা যায়, মধ্যে মধ্যে তাহা না হইলেও যাহাতে সমিতির সভ্যেরা সমি-তির উপর আস্থাবান থাকে, এই উদ্দেশ্যে কানাডার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায় সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রচার

কার্য্য চালাইয়া সভ্যদিগের মধ্যে প্রকৃত সমবায়ের ভাব জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে।

উৎপাদকেরা সমবায় প্রথায় মিলিত হইলে কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারে, 'দুগ্ধ সমবায় সমিতি' তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সমবায় সমিতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের কৃষকদিগের সম্পত্তি। এই সকল কৃষকদিগের পক্ষে দুগ্ধ বিক্রয়ের আয় তাহাদের উপরি লাভের মত। এইজন্য ফড়িয়ারা বা গোয়ালারা ইহাদের নিকট হইতে খুব সস্তায় দুগ্ধ ক্রয় করিয়া নিকটবর্ত্তী যে কোন জলাশয় হইতে জল মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দুগ্ধ কলিকাতায় আনিয়া প্রচুর লাভ করিত। উৎপাদক ও ব্যবহারক উভয়েরই লোকসান হইত। কৃষকেরা এক্ষণে সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে; ইহাদের কেন্দ্রীয় সমিতি কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে, এবং গ্রাম্য সমিতিগুলিতে যত দুগ্ধ সংগৃহীত হয়, তাহার সমস্তই কেন্দ্রীয় সমিতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, কলিকাতায় দুগ্ধের সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় কি, এবং কিরূপে উৎপাদক ও ব্যবহারকদিগের উভয়কে সাহায্য করা যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশান এই 'দুগ্ধ সমবায় সমিতিকে' ইহার কার্য্য বিস্তার করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন।

আমি নওগাঁ গাঁজা-চাষীদিগের সমবায় সমিতির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলিতে চাই না। আমাদের 'তথাকথিত বন্ধু' বা সমালোচকগণ হয়ত এই প্রসঙ্গে বিদ্রূপ করিবার অবকাশ পাইবেন। জনসাধারণের স্মরণশক্তি বড়ই কম। নিজেদের সুবিধামত তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, গাঁজা-চাষীদিগের সমবায় সমিতি স্থাপন করিবার সকল চেষ্টাতেই তাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, দালালদিগের অত্যাচারে কৃষকগণ গাঁজার চাষের লাইসেন্স লওয়া বন্ধ করিতে লাগিল। তখন দালাল ও মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগকে অপসারিত করিয়া গাঁজা-চাষীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য সমবায় বিভাগকে বলা হয়। এই সমিতির যে দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহার একটী প্রধান কারণ গাঁজার ব্যবসায়ে সরকারের একাধিকার। কিন্তু একমাত্র সমবায়ের সাহায্যে উৎপাদকেরা এই একাধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং এই একাধিকার লাভ করার ফলে সরকার ও কৃষকগণ উভয়েই সমানরূপে লাভবান হইয়াছে।

শিল্প, বিশেষতঃ কুটীর-শিল্প, আমাদের আর একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাস্তবিক পক্ষে সমবায় প্রথা ছাড়া কিরূপে কুটীরশিল্পের উন্নতি করা যায়, তাহা কল্পনা করা কঠিন। গৃহশিল্পীর মধ্যে তাঁতীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তাঁতীদিগের কোনপ্রকার সঙ্ঘ নাই, এজন্য তাহারা সম্পূর্ণভাবে দালালদের কবলে থাকিতে বাধ্য হয়। তাহাদিগকে মহাজনদের নিকট অত্যন্ত চড়া দামে কাঁচা মাল কিনিতে হয়, এবং বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহাও খুব সস্তায় তাহারা মহাজনদের কাছে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায়ও তাঁতীরা অনেকে মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে। সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহারা সস্তায় কাঁচা মাল ও তাহাদের প্রয়োজনীয় উন্নততর যন্ত্রাদি পাইতে পারে, এবং ব্যবহারকদিগের বা বাজারের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। এভাবে কার্য্য করিলে কিরূপ উপকার পাওয়া যায়, তাহা বাঁকুড়া সমবায়-শিল্প-সমিতির দৃষ্টান্তে আমরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। এই প্রদেশে এইরূপ অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের মধ্যে এইটী প্রথম ও প্রধান। চট্টগ্রাম বিভাগে এরূপ ২টী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং যদি ইহার কার্য্য রীতিমত ভাবে চলে, তবে আমার মনে হয় যে, গৃহ-শিল্পীদিগের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

শিল্প সম্পর্কে রায়পুরের সমবায় শিল্প-সমিতিটীও

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে সমবায় প্রথায় আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চামড়া প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বাগেরহাট সমবায়-বয়ন-সমিতির কথা আমি আপনাদিগকে বিশেষভাবে বলিতে চাই। এই সমিতি ভারতে সর্ব্বপ্রথমে সমবায় প্রথায় কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছে। বাগেরহাট মহকুমার এক সুদূর পল্লীতে এই কলটী স্থাপিত হইয়াছে। এই কলের শ্রমিকেরা অধিকাংশই স্থানীয় লোক; ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষালাভ করিয়াছেন; এই কলে কার্য্য না করিলে ইঁহাদের সময় অলসতায় নষ্ট হইত। খুব আনন্দের কথা যে, এই সকল লোক মিলের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইতেছেন, এবং যে যাহার নিজের বাড়ীতে বাস করিয়া এবং বাড়ীতে বাস করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ইহার সফলতা লাভ না করিবার কোন কারণ আমি দেখি না। বাগেরহাট বয়ন-সমিতি সফল হইলে (যদি ইহা রীতিমত সাহায্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে) অন্যান্য গ্রামেও এইরূপ সমিতি স্থাপন করিয়া শুধু যে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাইবে তাহা নহে, দেশের আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি করিতে পারা যাইবে।

আজকাল 'পল্লী-সংগঠন এবং পল্লীর উন্নতি'র কথা প্রায়ই শুনা যায়। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধে কোন সুফল লাভ করা সম্ভব নহে। মাটি না হইলে যেমন ইট হয় না, সেইরূপ গ্রামবাসীদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদিগের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। লর্ড সলসবেরি বলিতেন, গ্রাম্য পঞ্চায়েত স্থাপন করা অপেক্ষা ভাল সার্কাস দেখাইলে ইংরেজদিগের গ্রাম্য জীবনের অনেক উন্নতি হইবে। তাঁহার এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সার্কাস, সিনেমা, যাত্রা, মৌলুদ সরিফ প্রভৃতি দেখাইতে এবং অন্যান্য যে সকল আনন্দ হইতে গ্রামবাসীরা বঞ্চিত তাহা উপভোগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইলে টাকার প্রয়োজন। এই সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত বলিয়াই তাহারা মোকদ্দমা করিতে বা দলাদলি করিতে প্রবৃত্ত হয়। আনন্দের কথা দূরে থাকুক, অনেক লোক পর্য্যাপ্ত আহার পায় না। কত কম আহার করিলে একটী লোক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, যদি তাহা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা নির্দ্ধারণ করান যায়, তবে তাঁহারা যে কম পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাহারও সঙ্কুলন করা এদেশের অনেক স্থানের লোকের 'গড় আয়ে' সম্ভব হইবে না।

ধীবরের ব্যবসা সম্বন্ধে আপনাদিগকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। নদীতে মাছ ধরিবার অধিকার পাইবার জন্য জেলেরা ইজারাদারের উপর নির্ভর করে; কারণ ইজারাদারেরাই জমীদার বা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাছ ধরিবার 'লিজ' বা ইজারা লইয়া থাকে। তাহার পর মাছ ধরা হইলে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য আবার নিকারীদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। চট্টগ্রামের অনেকে সমুদ্রে মাছ ধরিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। তাহাদের নির্ভীকতা ও সাহস অতিশয় প্রশংসার্হ। আমার মনে হয়, ভারতীয় নৌসেনা গঠিত হইলে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নৌসেনা হইবে। বর্ত্তমানে তাহাদের মধ্যে কোনও সঙ্ঘ নাই। তাহারা এখনও সেই সব পুরাতন ধরণের নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরে, তাহাদের মাছগুলি দ্বীপের উপর শুকাইয়া লয়, এবং শুষ্ক মাছ নিকারীর সাহায্যে বিক্রয় করে। যদি এই সকল ধীবরদিগকে রীতিমত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তবে তাহারা তাহাদের নিজেদের ষ্টীমার রাখিতে পারে, এবং তাজা মাছ কলিকাতায় এবং অন্যান্য যে সকল সহরে পাঠাইবার সুবিধা আছে, সেখানে পাঠাইতে পারে। অনেক সময় অভিযোগ শুনা যায় যে মাছ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের নদীমুখগুলিতে যে মাছ পাওয়া

যাইতে পারে, তাহার বিশেষ কোন খোঁজ করা হয় নাই। সমবায় অবলম্বন করিলে মৎস্যাহারী জনসাধারণ এবং ধীবরদিগের উভয়ের সুবিধা হইতে পারে।

তৎপরে সমবায় সেচন-বিভাগের কার্য্যের সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিতে চাই। লোকে সমবায় প্রথায় নিজেদের অর্থ ও সামর্থ্য মিলিত করিয়া নদীতে বাঁধ দিতেছে, ও পুষ্করিণী খনন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব-পুরুষেরা দূরদর্শিতার ফলে যে সকল সেচন-প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং লোকে নিজেদের দূরদর্শিতার অভাবে যেগুলির সংস্কার করিত না, সেগুলিরও পুনঃসংস্কার হইতেছে। কয়েকটী স্থলে ইঞ্জিনিয়ারিংএর দোষে সমবায় সেচন-আন্দোলন অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্তু লোকে ক্রমে সমবায় প্রথায় সেচনের উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বিফলতা সত্ত্বেও ইহার হিতকর কার্য্যাবলী প্রসার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

সমবায় ম্যালেরিয়া-সমিতি বাঙ্গালাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটী বিশিষ্টতা। কেন্দ্রীয় সমবায়-ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি এই আন্দোলন চালনা করিতেছেন। গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণ এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান যাহাতে হয়, তৎসম্বন্ধে এই সমিতি গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে ইউনিয়ান বোর্ডগুলি ভাল কার্য্য করিতেছে, সেখানে এরূপ সমিতির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। একই ক্ষেত্রে দুইটী প্রতিষ্ঠান কাজ করিয়া যাহাতে শক্তির অপচয় না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সমবায় প্রথায় সঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য লোকে প্রকৃতই ইচ্ছুক হয়, এবং যদি এবিষয়ের প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে, (এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় হইলেই তাহা সম্ভব) তবে এইরূপ সমিতি গঠনে উৎসাহ না দিবার কোন কারণ নাই।

আপনাদিগকে জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও সরবরাহ-সমিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু সময়ের অভাবে তাহা করিতে পারিতেছি না। রাজসাহী বিভাগে সম্প্রতি একটী নূতন ধরণের জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক জমী ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী ঋণ দিবে, এবং মেম্বরদিগকে 'ক্যাস্ ক্রেডিট' বা নগদ টাকা দিয়া তাহাদের প্রয়োজনে সাহায্য করিবে।

বাঙ্গলাদেশে গ্রামে ব্যবহারকদিগের যে সকল ষ্টোর আছে, তাহাদের সাধারণতঃ সরবরাহ-সমিতি বলা হইয়া থাকে। কয়েকটী সরবরাহ-সমিতি বেশ ভাল কাজ চালাইতেছে। এখানকার প্রথা বিক্রয়-সমিতির সঙ্গে সরবরাহ-সমিতি স্থাপন করা। বাঙ্গলাদেশে যে সকল স্থানে কল কারখানা আছে বা বহু সংখ্যক শ্রমিক বাস করে, সে সকল স্থানে সরবরাহ-সমিতি স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন ও সুবিধা আছে; কিন্তু সহরে যে সকল কারণে সরবরাহ-সমিতি অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাবী সভ্যদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া সহরের সরবরাহ-সমিতিগুলিকে তাড়াতাড়ি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। নূতন সরবরাহ-সমিতি স্থাপন করিবার সময় এই কথাটী মনে রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে অনেক উপকার হইবে।

আমার মনে হয় যে, সমবায়-সমিতি গঠনে বা সমবায়ের প্রসারের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির নিকট হইতে আপনারা বিহিত পরামর্শ ও সাহায্য লাভ করিবেন। বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতি পুনর্গঠিত হইয়াছে, এবং ইহাই এ প্রদেশের সকল সমবায় সমিতির প্রকৃত সঙ্ঘ; ভবিষ্যতে শুধু সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধিরাই এই সংগঠন-সমিতি পরিচালনা করিবেন। নবগঠিত সমবায় সংগঠন-সমিতি যেরূপ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিতেছে, তাহাতে এ

প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত হওয়া যায়।

শিক্ষিত লোকের বিশেষ চেষ্টার ফলে বাঙ্গলাদেশে সমবায় আন্দোলন বিস্তারের সুবিধা হইয়াছে। দুই একটী প্রদেশ হইতে অভিযোগ শুনা যায় যে, সেখানকার শিক্ষিত লোক সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই, এবং জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। বাঙ্গলাদেশে বেসরকারী কর্ম্মীদিগের সাধারণের কাজ করিবার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি সমধিক পরিপুষ্ট বলিয়া এদেশের শিক্ষিত লোকে এই আন্দোলনের উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকের মধ্যে কেহ কেহ সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের সমালোচনা ও পরামর্শের দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হইতে উৎসুক; কিন্তু আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এদেশে কি কার্য্য হইয়াছে তাহার সংবাদ গ্রহণ করেন। অল্পদিন হইল কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী একটী শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট বক্তৃতা দিতে দিতে রেজিষ্ট্রারের কি করা উচিত বা অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন, এবং রেজিষ্ট্রারগণকে লোকের সহিত মিশিতে উপদেশ দেন; তাঁহার কথা হইতে মনে হয় যেন রেজিষ্ট্রারেরা তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য, বা লোকের সহিত কিরূপে মিশিতে হয়, তাহা জানেন না, এবং তাঁহাদিগকে এসমস্ত বিষয় ঐ বিজ্ঞ বক্তাটীর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনাদের সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র বিশাল, অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিবেন যে, যতই আপনাদের কার্য্য অগ্রসর হইবে, আপনাদের শত্রুদের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইবে। যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিবে, তাহারা আপনাদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী ফসল ক্রয়-বিক্রয়ে একাধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারা খুবই ধনী এবং শক্তিশালী। যদি তাহারা দেখে যে, কোন কারণে এই ব্যবসা তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, তখন তাহারা সকল প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। এজন্য সকল সমবায়ীর মিলিত ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোন বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিরক্ত হইলে চলিবে না, বরং তাহা হইতে সতর্ক হইতে হইবে। কিন্তু যখন সমবায়ের বিরুদ্ধে কোন অনিষ্টকর আন্দোলন চলিতে থাকে, তখন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি কোন কোন স্থানে সমবায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলন লক্ষ্য করিতেছি। যদি কোন কর্ম্মচারী সমবায় বিভাগ ত্যাগ করেন, এবং তাহার এই বিভাগ সম্বন্ধে প্রকৃত বা কাল্পনিক কোন অসন্তোষের কারণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমবায় কার্য্যে যত উৎসাহ ছিল, সমস্ত লোপ পায়। যদি কোন বেসরকারী কর্ম্মী তাঁহার অভিলষিত কোন অবৈতনিক পদ লাভ করিতে না পারেন, বা তাঁহার কোন আত্মীয়ের জন্য একটি চাকুরীর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলেই তিনি সমবায় আন্দোলনের ভুল ভ্রান্তিগুলি খুব বড় করিয়া দেখাইতে থাকেন, এবং সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়ান, এদেশে সমবায় আন্দোলন বিফল হইয়াছে। আমার কথায় আপনারা ভুল বুঝিবেন না; যে কয়েকটী ক্ষেত্রে বিশেষ বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহার কথাই আমি বলিতেছি; সাধারণভাবে এই মন্তব্য প্রযোজ্য নহে। আমাদের ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা ভুলিয়া প্রকৃত সমবায়ীর মত মিলিয়া মিশিয়া জনসাধারণের উন্নতির জন্য আমাদের কাজ করা উচিত। চারিদিকেই একটা প্রাণের সজীবতা দেখা যাইতেছে; এই জাগরণকে সুপরিচালিত করিয়া ঠিক পথে লইয়া যাওয়া, জনসাধারণের আর্থিক জীবনকে সমবায়ের ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমবায় কমন্‌ওয়েল্‌থ (গণতন্ত্র) গড়িয়া তোলা আপনাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য চলিতেছে, বা যে সকল দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গেল, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা আমি বলিতে চাই। আমি বিশেষ দুঃখের সহিত এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। সমবায় যে মূলমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ 'একতাই শক্তি' ইহাই সমবায়ের মূলমন্ত্র। আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রে যাহার যতটুকু প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে, তদনুসারে উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য দূর করিতে, এবং যে সমস্ত কার্য্যের দ্বারা বাঙ্গলার নাম কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে পুনরায় না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। একটী কথা আপনাদিগকে বলিতে চাই। যদি প্রকৃত মিলন করিতে হয়, তবে উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু জিদ ছাড়া আবশ্যক। ইস্‌লাম শব্দের অর্থ শান্তি; মক্কা হইতে মদিনায় আসিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মহম্মদ যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের একটী অতি উজ্জ্বল ঘটনা। আবার হিন্দুধর্ম্ম অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে উদার হইতে বলে, এবং পরপীড়ক হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বক্তৃতা শেষ করিবার পূর্ব্বে এই বিভাগীয় কনফারেন্স আহ্বান করিবার জন্য বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতি ও ফেনী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, এবং যাঁহারা নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারাও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন।

# যে সকল লিমিটেড কোম্পানী গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে ফেল হইয়া গিয়াছে তাহাদের নাম ও বিবরণ।

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| ১। **ব্যাঙ্ক, ঋণদান, বীমা** | | | | |
| অন্ধ্র খদ্দর ব্যাঙ্ক, মান্দ্রাজ | ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ | ৫৫৫০৲ | ৫২৫০৲ | ১লা মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| স্বল্পি ব্যাঙ্ক এণ্ড ট্রেড্‌স্, যুক্তপ্রদেশ | ২৫শে জুন, ১৯২০ | ২৫৫৫৫৲ | ২২৪০৮৲ | ২৫শে " ১৯২৬ |
| মুঙ্গের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক, বিহার ও উড়িষ্যা | ২৩শে মার্চ্চ, ,, | ১৭২৪০৲ | ৭৪৯৮৲ | ১৩ই ,, ,, |
| ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট, মান্দ্রাজ | ২৭শে মে, ১৯২৪ | ২০০৲ | ২০০৲ | ১৬ই ,, ,, |
| লক্ষ্মী মিনায়াকন পালায়িয়াম | ১১ই জুন, ১৯১২ | ৬৮১০০৲ | ৬৮১০০৲ | ৯ই ,, ,, |
| শ্রীভেঙ্কুগোপাল দেব নায়কি আলয় পরিপালন নিধি, মান্দ্রাজ | | | | |
| শ্রীজানকি বিলাস নিধি, মান্দ্রাজ | ১লা এপ্রিল, ১৯১৫ | ১৮০৯০০৲ | ১৮০৯০০৲ | ২৪শে ফেব্রুয়ারী ,, |
| পাঞ্জাব এণ্ড বেঙ্গল ব্যাঙ্ক | ১৮ই সেপ্টেম্বর | ৪২৪০৪০৲ | ... | ৪ঠা জুন, ১৯২৫ |
| মোট | | ২৯৭৫৪৫৲ | ২৮৪৩৫৬৲ | |

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| **২। যান বাহন—** | | | | |
| ট্রান্‌জিট্ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং | ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২০ | ২৭৫৮০০্ | ১২৪২২০্ | ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৪ |
| **৩। উৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়—** | | | | |
| হবিগঞ্জ ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড ফিসারি, আসাম | ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১ | ৬৬০্ | ৪৪৪্ | ২৩শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| লোকমান্য তিলক পাবলিশিং কোং, বোম্বে | ১৩ই জানুয়ারী, ১৯২১ | ৪৩০৭০্ | ৪০৮৯৫্ | ১লা নভেম্বর, ১৯২৫ |
| আলফা কেমিক্যাল ওয়ার্কস, বঙ্গদেশ | ২৩শে মে, ১৯১৮ | ৪০০০০্ | ৪০০০০্ | ২২শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| ওটাপালাম টাইল্ ওয়ার্কস, মান্দ্রাজ | ১৫ই মে, ১৯২২ | ৫১৮০০্ | ৩৪৬৯০্ | ২রা জানুয়ারী, ১৯২৬ |
| ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ব্রিক কোং, বোম্বে | ১৫ই আগষ্ট, ১৯১৬ | ৩৫০০০০্ | ৩৫০০০০্ | ৫ই মে, ১৯২১ |
| ইণ্টার ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কস, বোম্বে | ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২২ | | | ৬ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| দ্বারকা সিমেণ্ট কোং, বোম্বে | ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ | ৫০০০০০০্ | ৪৯৯০৭৭৫্ | ৮ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| ইটার্সি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পো-রেশন, মধ্যপ্রদেশ | ৪ঠা জুলাই, ১৯২১ | ২৩৩২৫্ | ৪৮৬৫্ | ৯ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| ষ্টার টিলেরিজ, মহীশূর | ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ | ১৬৬০০০্ | ৫৮৯৬৪্ | ১০শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| ইউনিয়ান ট্রেডার্স গিল্ড, আসাম | ২৯শে জানুয়ারী, ১৯২১ | ৭৫০্ | ৫০০্ | ২৩শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| **৩। উৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়—** | | | | |
| রাণীগঞ্জ লাকি ষ্টোর্স, বঙ্গদেশ | ৩০শে এপ্রিল, ১৯২০ | ৫৫২৫্ | ৫৫২৫্ | ১০ই জানুয়ারী, ১৯২৬ |
| বাদাগারা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেডিং কোং, মান্দ্রাজ | ২২শে মে, ১৯২৩ | ৭০৩০্ | ২০৯৮্ | ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ |
| ভেলোর জেনারেল ষ্টোর্স্ | ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ | ২০০০্ | ২০০০্ | ২৩শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| ওয়েষ্ট কোষ্ট ম্যানিওর ওয়ার্কস, মান্দ্রাজ | ১৪ই মার্চ্চ, ১৯২১ | ১৭৯৬০্ | ১৪৮৩৩্ | ৯ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| ওরিয়েণ্টাল ফিল্‌ম্ ম্যান্যু-ফাকচারিং কোং, বোম্বে | ১৮ই এপ্রিল, ১৯১৮ | ১০৯৫০০০৲ | ১০৯৫০০৲ | ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ |
| নেপিয়ার ট্রেডিং কোং বোম্বে, | ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ | ৪০০০০৲ | ৪০০০০৲ | ৫ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| ইণ্ডো ব্রিটিশ কোং, বোম্বে, | ২৫শে জুলাই, ১৯১৭ | ৩০০৲ | ৩০৲ | ২৭শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| খিলাফত স্বদেশী ষ্টোর্স, যুক্তপ্রদেশ | ২০শে মে, ১৯২০ | ৫৫৮৫০৲ | ৫৫৭৬৫৲ | ২৫শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| অমৃতসর ডেয়ারী ফার্ম্ম, পাঞ্জাব | ২৫শে এপ্রিল, ১৯২৩ | ৩০২১৲ | | ১৪ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| রাজপুতনা স্বদেশী ষ্টোর্স কোং, আজমীর মাড়োয়ার | ১৬ই আগষ্ট, ১৯২০ | ২০০০০০৲ | ৫৭৪৫৫৲ | মার্চ্চ, ১৯২৬ |

৪। **কল কারখানা**—

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| পালামকোটা মিল, মাদ্রাজ | ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ | ৭০০০৲ | ১২৯০৲ | ৩০শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| পেরনাবুট রাইস এণ্ড অয়েল মিল, মাদ্রাজ | ১লা জুন, ১৯২১ | ৩১০০০৲ | ১০১৯০৲ | ৩রা ফেব্রুয়ারি |
| বগুড়া ময়দার কল, বঙ্গদেশ | ১২ই জানুয়ারী, ১৯১৭ | ৪৮৭১০৲ | ৪২৭৬৯৲ | ১৪ই জুন, ১৯২৫ |

৫। **চা**—

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| ইষ্টার্ণ টিরাই টি এসোসিয়েসন, বঙ্গদেশ | ১৬ই আগষ্ট, ১৯১৫ | ১০০০০০৲ | ১০০০০০৲ | ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ |

৬। **খনি**—

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| লিনটন মলেশ ওয়ার্থ এণ্ড কোং, বঙ্গদেশ | ৬ই মার্চ্চ, ১৯১৮ | ৭০০০০০৲ | ৬০০০০০৲ | ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২৬ |
| প্রেসিডেন্সি কোলিয়ারি, বঙ্গদেশ | ২১শে আগষ্ট, ১৯২২ | ২৫৩০০৲ | ৪৫৮০৲ | ২২শে অক্টোবর, ১৯২৫ |
| বোম্বে মাইনিং ডেভোলপিং সিণ্ডিকেট, বোম্বে | ১৬ই অক্টোবর, ১৯১৯ | ২২৪৩০০৲ | ৯৪৯৯০৲ | ৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৬ |

৭। **চিনির ব্যবসায়**—

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | কত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে কত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইয়া যাওয়ার তাং |
|---|---|---|---|---|
| বেঙ্গল পাম সুগার ম্যানু-ফ্যাকচারিং কোং, বেঙ্গল | ৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৮ | ১২২২২৲ | ১২২২২৲ | ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ |

উপরকার বিবরণের প্রতি একটু সতর্কভাবে দৃষ্টিপাত করিলে কোন্ প্রদেশের কতগুলি লিমিটেড কোম্পানী ফেল হইল, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা নিম্নে আর একটি তালিকা দিতেছি। ইহা দেখিয়া কোন প্রদেশে কতগুলি লিমিটেড কোম্পানী ফেল হইয়াছে, এবং তাহাতে জনসাধারণের কত টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

| প্রদেশ | কোম্পানীর সংখ্যা | নষ্ট অর্থের পরিমাণ |
| --- | --- | --- |
| মান্দ্রাজ | ১০ | ৩১৯৫৫১৲ |
| বোম্বে | ৭ | ৫৪০০৪১০৲ |
| বাঙ্গলা | ৭ | ৮০৫০৫৬৲ |
| যুক্তপ্রদেশ | ২ | ৭৮১৭৩৲ |
| আসাম | ২ | ৯৪৪৲ |
| আজমীর মাড়োয়ার | ১ | ৫৭৪৫৫৲ |
| মধ্য প্রদেশ | ১ | ৪৮৬৫৲ |

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, এই সকল কোম্পানী ফেল হওয়ায় ৬৬ লক্ষ টাকার উপর নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এই টাকাগুলি প্রকৃতপক্ষে ন্যূনাধিক দুই বৎসরের মধ্যেই নষ্ট হইয়াছে; কারণ ২।১টী কোম্পানী ব্যতীত আর সকলগুলিই ১৯২৫—২৬ সালের মধ্যে ফেল পড়িয়াছে। সরকারী দপ্তর হইতে আমরা যেরূপ বিবরণ পাইয়াছি, তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন যে, এই সকল ফেল্ পড়া লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নাম এই বিবরণের মধ্যে প্রকাশ করা হয় নাই। অথচ এই সকল পরিচালকদিগের নাম ধাম সর্ব্বসাধারণকে জানানোই কর্তৃপক্ষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য; তাহা হইলে জনসাধারণ এই সকল পরিচালকদিগকে জানিয়া এবং চিনিয়া রাখিতে পারে। ভবিষ্যতে যখন ইঁহারা আবার লিমিটেড কোম্পানী ফাঁদিয়া সাধারণের দুয়ারে সেয়ারের জন্য হাত পাতিবেন, তখন জনসাধারণ যাহাতে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ক্রিয়াকলাপও মনে রাখিতে পারে, সরকার হইতে তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বিলাতে Directory of Directors নামে অতি প্রয়োজনীয় একখানি পুস্তক প্রতি বৎসর কিনিতে পাওয়া যায়। "Whiteakers' Almanac" "Who is Who," প্রভৃতি পুস্তকে যেমন অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ বাহির হয়, তেমনি এই Directory of Directors পুস্তকে বিলাতের লিমিটেড কোম্পানী সমূহের ডিরেক্টার দিগের নাম, ধাম, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পদমর্য্যাদা, কোন্ কোন্ কোম্পানীর তাঁহারা ডিরেক্টার, কতগুলি কোম্পানীর তাঁহারা পটল তুলিয়াছেন ইত্যাদি সমুদয় জ্ঞাতব্য সংবাদ এই পুস্তকে প্রতি বৎসর বাহির করা হইয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা এই যে,কোনও নূতন কোম্পানী খোলা হইলেই Investing public অর্থাৎ যাহারা সেয়ারে টাকা খাটাইতে ইচ্ছুক তাহারা এই Directory দেখিয়া তখনই জানিয়া লইতে পারে যে, এই নূতন কোম্পানীর ডিরেক্টারদিগকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না, এবং এইরূপ কোম্পানীর কার্য্য পরিচালন করার তাঁহাদের যোগ্যতা আছে কি না।

এ দেশে এরূপ কোনও বই বা ব্যবস্থা নাই ; সুতরাং গভর্ণমেণ্টের উচিত যে, ফেলপড়া কোম্পানী-গুলির সমুদয় সংবাদ যেমন তাঁহারা প্রকাশ করেন, অমনি সেই সঙ্গে এই সকল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট বা ডিরেক্টরের নামও তাঁহাদের প্রকাশ করা। আমরা এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র দিয়াছি। দেশে ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স, মহাজন সভা, বঙ্গীয় বণিক সভা ইত্যাদি যে কয়েকটী কারবারী সভা সমিতি আছে, তাহাদের সকলেরই উচিত, এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে ভাল করিয়া চাপিয়া ধরা। আশা করি, আমাদিগের পাঠকেরাও এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন।

## যে সকল লিমিটেড কোম্পানী ফেল হইয়াছে তাহার বিবরণ

| কোম্পানীর বিবরণ | ১৯২৪-২৫ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৪-২৫ মোট মূলধনের পরিমাণ | ১৯২৫-২৬ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৫-২৬ মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **১। ব্যাঙ্ক, ঋণদান ও বীমা** | | | | |
| **(ক) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান** | | | | |
| (১) ব্যাঙ্ক ... ... | ২৪ | ৭২১০১০০০৲ | ২৫ | ১৪১৪২০০০৲ |
| (২) ঋণদান ... ... | ৩ | ১০০১২০০০০৲ | ৩ | ৭০০০০৲ |
| (৩) ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট | ২ | ৬০০০০০৲ | ... | ... ... |
| **(খ) বীমা** | | | | |
| (১) জীবন, অগ্নি ও জাহাজ সংক্রান্ত বীমা | ৬ | ২২৫০০০০০৲ | ৩ | ১২৬৩০০০০৲ |
| (২) প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স | ... | . | | ২৬০০০৲ |
| (৩) বিবিধ | ... | ... ... | ১ | ৫০০০ |
| **২। যান বাহন** | | | | |
| (ক) নৌযান ... ... | ২ | ৫১০০০০০৲ | ৬ | ১১৯০০০০০৲ |
| (খ) রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে | ৪ | ৩৯৭৫০০০৲ | ২ | ৩৪৫০০০০৲ |
| (গ) মোটর সংক্রান্ত ব্যবসায় | ৩০ | ১৮৩৮৪০০০৲ | ২৭ | ১২১১৬০০০৲ |
| (ঘ) ডক, বন্দর ইত্যাদি | ... | ... ... | ১ | ১৫০০০০০৲ |
| (ঙ) বিবিধ | ১ | ২০০০০৲ | ২ | ৬০০০০০০৲ |

| কোম্পানীর বিবরণ | ১৯২৪-২৫ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৪-২৫ মোট মূলধনের পরিমাণ | ১৯২৫-২৬ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৫-২৬ মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **৩। উৎপাদিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়** | | | | |
| (ক) মিউচুয়াল ট্রেডিং এসোসিয়েসন | ৪ | ৩৪০০০০৲ | ২ | ১৪০০০০৲ |
| (খ) মুদ্রন, পুস্তক-প্রচার, কাগজ ও কালি ইত্যাদির ব্যবসায় | ৩৮ | ৫১৯৫০০০৲ | ৩২ | ১০১৭০০০০৲ |
| (গ) রাসায়নিক পদার্থ এবং তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় | ৩ | ৯৩৭০০০৲ | ১০ | ৩২৪০০০০৲ |
| (ঘ) লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ নির্ম্মাণ | ৫ | ১৭২৫০০০০৲ | ৬ | ৩৫০০০০০৲ |
| (ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং | ১৫ | ১৭৬৭০০০০৲ | ১০ | ৩৫৮০০০০৲ |
| (চ) চামড়ার ব্যবসায় | ৫ | ৩৬০০০০০৲ | ৪ | ১১০০০০০৲ |
| (ছ) গ্যাস, জল, ইলেট্রিক লাইট, টেলিফোন প্রভৃতি | ২ | ৬০০০০০০৲ | ২ | ১৪০০০০০৲ |
| (জ) পাথর, সিমেণ্ট, চূণ ও অন্যান্য বাড়ী-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায় | ১২ | ১১৮৯০০০০৲ | ১৭ | ১৪৯০০০০০৲ |
| (ঝ) কাঁচের ব্যবসায় | ২ | ৮০০০০০৲ | ৪ | ১৬০০০০০৲ |
| (ঞ) বরফ সোডা ও লিমনেড প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবসায় | ২ | ১৫০০০০৲ | ... | ... ... |
| (ট) এজেন্সি | ৯ | ৯৬৫৭০০০৲ | ৮ | ৫০৭২০০০৲ |
| (ঠ) চায়ের বাক্স এবং কাঠের আসবাব প্রস্তুতের ব্যবসায় | ১ | ৪০০০০০৲ | ১ | ৪০০০০০৲ |
| (ড) তামাক প্রভৃতির ব্যবসায় | ৫ | ৭৫০০০০৲ | ২ | ২০০০০০৲ |
| (ঢ) সাবান, বাতি ইত্যাদির ব্যবসায় | ১ | ১০০০০০৲ | ২ | ৩৫০০০০০৲ |
| (ণ) এল্‌মিনামের বাসন নির্ম্মাণের ব্যবসায় | ১ | ২১৮০০০৲ | ... | ... ... |
| (ত) অন্যান্য | ১৬৪ | ৯৬৪৮৯০০০৲ | ১৩৫ | ১০১৩১৭০০০৲ |
| **৪। কলকারখানা** | | | | |
| (ক) কাপড়ের কল | ২১ | ২২২২০০০০৲ | ১৯ | ৪৭০৬০০০০৲ |
| (খ) তুলা ধুনা ও গাঁইট বাঁধার কল | ৯ | ১১৮০০০০৲ | ৯ | ২৪৯৫০০০৲ |
| (গ) পাটের কল | ... | ... ... | ১ | ৫০০০০০০৲ |
| (ঘ) পাটের গাঁইট বাঁধা কল | ২ | ১৪০০০০০৲ | ১ | ২০০০০০৲ |

| কোম্পানীর বিবরণ | ১৯২৪-২৫ কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ | ১৯২৫-২৬ কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| (ঙ) পশম, সিল্ক প্রভৃতির কল | ৩ | ১৪৫০০০০০০৲ | ৩ | ৫৫০০০০০৲ |
| (চ) কাগজের কল | ... | ... ... | ১ | ৫০০০০০৲ |
| (ছ) চা'লের কল | ৭ | ১৬৩৬৫০০০৲ | ৮ | ১৭২৫০০০৲ |
| (জ) ময়দার কল | ৩ | ১৯২০০০০৲ | ৩ | ৫৫০০০০৲ |
| (ঝ) কাঠ চেরাই কল | ২ | ৪৫০০০০৲ | ২ | ১৭০০০০০৲ |
| (ঞ) তেলের কল | ৮ | ৮০৬০০০০৲ | ১০ | ৮৫৭০০০০৲ |
| (ট) অন্যান্য কল | ২ | ২৬০০০০০৲ | ১ | ১৫০০০০০৲ |
| **৫। চা, কফি, রবার ইত্যাদির ব্যবসায়** | | | | |
| (ক) চা | ১৬ | ৪৪৪১০০০৲ | ২৪ | ৮৬৫০০০০৲ |
| (খ) কফি ও সিঙ্কোনা | ১ | ৫০০০০০৲ | ... | |
| (গ) রবার | ২ | ১২২৫০০০৲ | | |
| (ঘ) বিবিধ | ৮ | ২০৭০০০০৲ | ৪ | ৭২০০০০৲ |
| **৬। খনি সংক্রান্ত ব্যবসায়** | | | | |
| (ক) কয়লা | ২৪ | ১০১৩৫০০০৲ | ২৩ | ১২৯৯৫০০০৲ |
| (খ) সোণা | | | ১ | ১০০০০০০৲ |
| (গ) লোহা | ১ | ১৫০০০০৲ | | |
| (ঙ) পেট্রোলিয়াম | ১ | ৫০০০০০০৲ | ৪ | ২৭৫০০০০৲ |
| (চ) বিবিধ | ৬ | ১০৭০০০০০০৲ | ২ | ২৫৪০০০০০০৲ |
| **৭। জমিদারী ও গৃহনির্ম্মাণ সংক্রান্ত ব্যবসায়** | ১০ | ১৯৬৫০০০০৲ | ৬ | ৬৪৮০০০০৲ |
| **৮। মদ ও পরিশোধনের ব্যবসায়** | ১ | ৩০০০০০৲ | ... | ... |
| **৯। চিনির কারখানা** | ৮ | ৫৭৯৬৬০০০৲ | ৫ | ৪৪৫০০০০৲ |
| **১০। হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি** | ৭ | ১৭৪৫০০০৲ | ৩ | ৪২০০০০৲ |
| **১১। বিবিধ কোম্পানী** | ২ | ৩০০০০০০৲ | ৯ | ২৩১৭০০০৲ |
| মোট | ৫০২ | ৫৮৮৩১৪০০০৲ | ৪৭১ | ৩৫৭৮৭১০০০৲ |

| কোম্পানীর বিবরণ | | ১৯২৪-২৫ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৪-২৫ মোট মূলধনের পরিমাণ | ১৯২৫-২৬ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৫-২৬ মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| বাঙ্গলার | অংশ | ১৮১ | ২১৬৯৮০০০০৲ | ১৫৬ | ৯৭৯৮১০০০৲ |
| মান্দ্রাজের | | ৭৬ | ১৫৯১২০২০৲ | ৯৬ | ১৮৩৮৯০০০৲ |
| বোম্বায়ের | " | ১০৮ | ২৪৬৪২৮০০০৲ | ১০৫ | ১৩৯৫৮১০০০৲ |
| যুক্ত প্রদেশের | " | ২২ | ৩৬৫৮০০০০৲ | ২৯ | ১৫১৪৫০০০৲ |
| বিহার ও উড়িষ্যার | " | ৩ | ৫০৩৬০৭০৲ | ৮ | ৩৪২০০০০৲ |
| পাঞ্জাবের | " | ১৯ | ২০৮৬০০০০৲ | ১৮ | ১৩৮০০০০০৲ |
| দিল্লীর | " | ১৩ | ৮৩২০০০০৲ | ৮ | ১৩৩০০০০০৲ |
| ব্রহ্মদেশের | " | ৮ | ১৫৫৫০০০০৲ | ১৩ | [illegible]২০৩০০০০৲ |
| মধ্য প্রদেশের | " | ৪ | ৮৫০০০০৲ | ৬ | ৪৪৫০০০৲ |
| আসামের | " | ১৪ | ১৬২৮০০০৲ | ১২ | ১২৭৫০০০৲ |
| বাঙ্গালোরের | " | | | ১ | ৩০০০০৲ |
| মহীশূরের | " | ১ | ১৪০০০০০৲ | ৫ | ৩৩২০০০০৲ |
| বরদার | " | ২২ | ৭৬২৫০০০৲ | ১২ | ১৮০৫৫০০০৲ |
| ত্রিবাঙ্কুরের | " | ১৯ | ২১৪৫০০০৲ | ৩ | ৬০০০০০৲ |
| আজমীর মাড়োয়ারের | | ২০ | ৮৯০০০০০৲ | ১ | ৫০০০০০৲ |
| মোট | | ৫০২ | ৫০৮৩১৪০০০৲ | ৪৭৩ | ৩২৭৮৭১০০০৲ |

# মার্চ্চ মাসের প্রতিষ্ঠিত লিমিটেড্ কোংর বিবরণ

১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসে যে সকল নূতন লিমিটেড কোম্পানী বাঙ্গলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল, এবং ঐ সকল কোম্পানীর কে বা কাহারা ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেণ্ট তাঁহাদের নামও প্রকাশিত হইল।

| কোম্পানীর নাম | এজেণ্ট ও সেক্রেটারি প্রভৃতির নাম এবং আফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| **১। ব্যাঙ্ক, ঋণদান ও বীমা—** | | | |
| পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার রায়, ভোলাচাং, ত্রিপুরা | ব্যাঙ্ক | ৫০০০০৲ |

| কোম্পানীর নাম | এজেণ্ট ও সেক্রেটারি প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| চাঁদপুর ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, চাঁদপুর, ত্রিপুরা, | ,, | ১০০০০০৲ |
| গোঁসাইবাড়ী মহাজন ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—কাজিমুদ্দিন আমেদ, গোঁসাই-বাড়ী, বগুড়া, বঙ্গদেশ | ,, | ১০০০০০৲ |
| আসাম-বেঙ্গল লোন কোং | করিমগঞ্জ, আসাম | ব্যাঙ্ক ও ঋণদান | ২০০০০৲ |
| বাহাদুরাবাদ লোন এণ্ড কমার্স | ডিরেক্টর—কে,সি, দাসগুপ্ত, বাহাদুরাবাদ, মৈমনসিংহ, | ঋণদান | ৫০০০০৲ |
| শ্যামগঞ্জ ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—পিয়ারীলাল পাল, মান্ধাতা, পি,এস্, মাদারগঞ্জ, মৈমনসিংহ, বঙ্গদেশ | ,, | ১০০০০০৲ |
| ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—পিয়ারীলাল পাল, জামালপুর, মৈমনসিংহ | ,, | ৫০০০০০৲ |
| সেরপুর ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—কে, মজুমদার, সেরপুর, বগুড়া, রাজসাহী | ,, | ৫০০০০৲ |
| গোপালগঞ্জ-চন্দ্রকোণা লোন অফিস | ডিরেক্টর—সুরেশচন্দ্র নাগ, গোপালগঞ্জ, মৈমনসিংহ | ,, | ২০০০০৲ |
| হাটবাড়ী-ছাপরাকোণা লোন অফিস | ডিরেক্টর—বসন্তকুমার বসু, হাটবাড়ী-ছাপরাকোণা, মৈমনসিংহ | ,, | ৫০০০০৲ |
| লোহাগড় কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—মতিলাল সরকার, লোহাগড়া, যশোহর | ,, | ১০০০০০৲ |
| বাউসি লোন অফিস | ডিরেক্টর—মতিলাল গুহ রায়, বাউসি, মৈমনসিংহ | ,, | ৫০০০০৲ |

## ২। যান বাহন—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইণ্ডিয়া জেনারল মোটর ট্রান্সপোর্ট | ডিরেক্টর—ব্রহ্ম নাগ, ৩৯ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা | মোটরে যাত্রী ও মাল বহন | ১০০০০০৲ |
| ধূপগুড়ি মোটর এণ্ড ট্রেডিং কোং | ডিরেক্টর—মফিজুদ্দিন সরকার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি | মোটর কার, লরি প্রভৃতি পরিচালন | ৫০০০০৲ |

## ৩। উৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়—

| | | | |
|---|---|---|---|
| নওগাঁ ট্রেডিং এসোসিয়েসন | সেক্রেটারী—শেখ আবুল কাসিম, নওগাঁ, রাজসাহী | পুস্তক বিক্রয় ও সকল প্রকার ষ্টেশনারী দ্রব্যের ব্যবসায় | ৫০০০০৲ |

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারি প্রভৃতির নাম এবং আফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| রেমিংটন টাইপরাইটার | ৩নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা | টাইপরাইটার ও অন্যান্য যন্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা | ৫০০০০৲ |
| জব্বলপুর ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কোং | ম্যানেজিং এজেন্ট—মার্টিন এণ্ড কোং, ৬নং ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ইলেকৃট্রীক সংক্রান্ত ব্যবসায় | ১৫০০০০০৲ |
| মথুরা ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কোং | ,, | ,, | ১৫০০০০০৲ |
| জি, সি, বড়াল এণ্ড কোং | ৬ নং কমার্সিয়াল বিল্ডিং, কলিকাতা | রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার, অর্ডার সাপ্লায়ার ও কমিশন এজেন্ট | ৫০০০৲ |

## ৪। কল কারখানা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইষ্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স | ৬নং কমাসিয়াল বিল্ডিং, কলিকাতা | কয়লার ব্যবসায় ও কয়লা-খনির এজেন্ট | ৫০০০০৲ |
| ই, মেয়ার এণ্ড কোং | ২৮নং পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা | জেনারল মার্চ্চেন্ট ও এজেন্ট | ১৫০০০০০৲ |
| সিরাজগঞ্জ হোসিয়ারি মিল | ম্যানেজিং এজেন্ট, এ,এন, গাঙ্গুলি এণ্ড কোং, সিরাজগঞ্জ, পাবনা | মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি প্রস্তুত কারক | ১০০০০০৲ |

## ৫। চায়ের ব্যবসায়—

| | | | |
|---|---|---|---|
| শীয়াক টি কোং | ম্যানেজিং এজেন্ট—ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১০১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | চা প্রস্তুত | ৩০০০০০৲ |
| গ্রেট ইষ্টার্ণ টি এণ্ড ট্রেডিং কোং | শ্রীহট্ট, আসাম | চা প্রস্তুত ও অন্যান্য বিবিধ ব্যবসায় | ১০০০০০০৲ |
| বড়পেটা টি কোং, | পি, ও তিনসুকিয়া, জেলা লক্ষীপুর, আসাম | চা প্রস্তুত | ১২৫০০০৲ |

## ৬। খনি—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইণ্ডিয়া কোল কোং | ৩৭৩ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা | খনির স্বত্বাধিকারী | ৫০০০০৲ |

## ৭। জমিদারী, গৃহ-নির্ম্মাণ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ট্রাষ্ট প্রপার্টিজ | ১৬ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা | গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি | ১০০০০৲ |

## ৮। হোটেল, থিয়েটার—

| | | | |
|---|---|---|---|
| চাংওয়া রেষ্টরেন্ট | ১৬ নং ব্ল্যাকবার্ণ লেন, কলিকাতা | হোটেল | ১২০০০৲ |

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাষ পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

## ডাল

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| অড়হরের ডাল কাণপুর | ৭৲—৮৸০ |
| ঐ দেশী | —৭৲ |
| খেসারির ডাল | —৫৲ |
| ছোলার ডাল | ৬।০—৬॥০ |
| মুসুর ডাল | ৫৸০ —৮।০ |
| মুসুরের ডাল খাড়ী | ৯৲—১০৲ |
| মটরের ডাল ছোট | ৫৸০ |
| ঐ সাদা | ৬।০ |
| মুগের ডাল ভাজা ও কাঁচা | ১০৲—১৮৲ |
| কালি কলাইয়ের | —৮॥০ |
| মাষকলাই বিউলি ... | ৭৸০—৮॥০ |
| মাষকলাই ডাল দেশী | ৬।০ |
| ঐ পাটনাই | —৬৸০ |

## চাল

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| বালাম নূতন | ৭৸০—৮॥০ |
| ঐ পুরাতন | ৯৲—৯।০ |
| সীতা | ৭৸০—৯।০ |
| কাজলা বা কুলী ... | ৫॥০—৬৲ |
| পাটনাই | ৭৷৵০—৭৸৵০ |
| বাঁক তুলসী | ৮।০—৮৸০ |
| নাগরা | ৬৸০—৭৷৵০ |

## গম ও যব

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| কে. সি, বসুর পারল বার্লী | ১৭৲ |
| তিসী ঝাড়া ( শতকরা ৫৵০ খাদ) ... | ৭॥৵০—৭৸৵০ |
| গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ) | ১০৲ |
| ঐ শিবগঞ্জ দুধে ( ৫৲ খাদ) | ৯॥০ |
| ঐ কাণপুর দুধে (৫৵০ খাদ) | ৬॥০ |
| ঐ বক্সার দুধে ( ঐ ঐ ) | ৮৸০ |
| ঐ গঙ্গাজলি ( ঐ ঐ ) | ৭॥০—৮৲ |

## তেঁতুল

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| তেঁতুল | ৯।০—১১৲ |

## শিমুল তুলা

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| শিমূল তুলা কলদ্বারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা | ৪৯—৫১৲ |
| খোলা ও বীজ সহিত দেড়মণি বস্তার মূল্য | ২৭—২৯৲ |

## তৈল বীজ

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| সরিষা কাজলা ভুমকা কাণপুর | ৮৸০—৯॥০ |
| ঐ সেতি | ১০॥—১১॥০ |
| পোস্তাদানা ( শতকরা ৫৵০ খাদ ) | ৯৲—১১৲ |
| তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫৵০ খাদ) | ১২৲ |
| তিল সফেদ | ১৮৲—২০৲ |
| তিল কাট | ১০৲ |
| তিল কৃষ্ণ | ১২॥০ |
| রেড়ি দেশী | ৬৵০—৬৸০ |
| ঐ মান্দ্রাজী | ৭৲—৭।০ |

মাট বাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৵০ খোসা ছাড়ান ৯৸৵০

## কলাই

| দ্রব্য | দর |
|---|---|
| ছোলা বা বুট, পাটনাই | ২৸০—[illegible]৲ |
| ছোলা সহরের | ৪।০—৪॥০ |
| ছোলা দেশী | ৩৸০—৪৲ |
| মাসকলাই, দেশী | ৫॥০—৫৸০ |
| ঐ পাটনাই | ৬৸৵০—৭৲ |
| মুসুরী কলাই | ৫৲ |
| কালী কলাই | ৬৲ |
| মুগ সোণা নূতন | ১১৲—১২।০ |
| মুগ কৃষ্ণ দেশী | ৬॥০—৬॥৵০ |
| মুগ পশ্চিমে হালি | ৭৲—৭।০ |
| সিঙ্গাপুর মুগ | ৭৸০ |
| মটর সাদা | ৫।০—৫॥০ |
| মটর সবুজ | ৪৸০—৫৲ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মটর গুলি | ... | ... | ৩৸৹—৪৷৹ |
| অড়হর দেশী | ... | ... | ৫৲—৫৵৹ |
| ঐ কাণপুর | ... | ... | ৫।৹—৫।৵৹ |
| ঐ বৈদ্যনাথ (নূতন) | | ... | ৫৷৹ |
| খেসারি নাগপুরে গোটা | | ... | ৩৲—৩৷৹ |
| ঐ পাটনাই | | ... | ৪৲—৪৵৹ |
| ঐ দেশী | | ... | ৩৲—৩।৹ |

## ঘৃত

| | | |
|---|---|---|
| কয়ারালাল সাগর | ... | ৭০৲ |
| শ্রীঘৃত | ... | ৮০৷৹ |
| ঘৃত (মহিষের) মুঙ্গেরে মটকি | ... | ৮৫৲ |
| মটকি বেলিয়া | ... | ৮২৷৹ |
| খুরজা ... | ... | ৭৪৲—৭৫৲ |
| মার্কা ... | ... | ৭৮৲ |
| গাওয়া | | ৯৫৲ |
| কমতৌল, মজঃফরপুর ৬৭—৬০৷৹ ২৸৵৹ | | ১৸৵৹—২৵৹ |
| বাগচীর গাওয়া ঘি ১৩৫৲ | | ৪৲ |
| বাগচীর মাখম ঘৃত ১০০৲ | | ২৷৹ |
| আলিগড় ঘি | | ১৷৹ পাউণ্ড |

## মাখন

| | প্রতি পাউণ্ড | প্রতি পাউণ্ড |
|---|---|---|
| শিলং | ১৲ হইতে | ১।৹ |
| আহম্মদাবাদ | ৸৴১০—১৲ | ১।৹—১।৵৹ |
| দানাপুর | ৸৴৹ | ১৲—১৵৹ |

## তৈল

| | | | |
|---|---|---|---|
| নারিকেল তৈল ১নং ২৫৷ | | কোচিন | ২৪৷ |
| দেশী ... | ... | কলম্বো ২৪৲ | ২৬৲ |
| রেড়ির তৈল | ১নং ১৮৲ | অর্ডিনারি | ১৬৷৹ |
| ৩নং ১৬৷৹ | ২নং ১৭৷৹ | ১নং | ১৮৲ |
| সরিষার তৈল কলের | | ২৪৲ ২৪৷৹ | ২৫৷৹ |
| সরিষার তৈল ঘানির | | ... | ২৬৷৹ |
| মসিনার তৈল গৌরীপুরে | | ... ২৫৲ | ২৬৷৹ |
| বাদামের তৈল চীনা | | ... ২২৷৹ | ২৬৷৷ |
| তিল তৈল খাটী | | ... | ৩১৲ |
| কোঁচড়া | | ... | ২৮৲ |

## কেরোসিন তৈল

| | | | |
|---|---|---|---|
| কেরোসিন তৈল | শ্লোফ্লেক | বাক্স সমেত | ৯৸৵৹ |
| ঐ | গিরজা | ঐ | ৯৷৴৹ |
| ঐ | ভিক্টোরিয়া | ২টীন | ৬৴৹ |
| ঐ | হাতি মার্কা | ঐ | ৭।৵ |
| ঐ | বাদর মার্কা | ঐ | ৭৷৹ |
| ঐ | রাণী | ঐ | ৬।৹ |
| বর্ম্মা নূতন স্বদেশী হাঁস মার্কা | | ঐ | ৬।৹ |
| গোল্ড মোহর বর্ম্মা ২টিন ঐ | | | ৭।৴ |
| লোহাঙ্গের পাকা ৫ গেলেন | | | |
| ঐ | ফুল মার্কা | ... | |
| ফ্রেঃ পালীব | ... | গেলেন | |
| ১৲ গেলেন ১ বাক্স প্র্যাট মাকা | | | ৩০৲ |
| ঐ | তালগাছ | | ... |
| ফেনাইল (অর্ডিনারী) গেলেন | | | ১।৴৹—১।৵৹ |

## লোহের দর

সেন এণ্ড শর্ম্মা

১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩।৭।২৬

| | প্রতি হন্দর |
|---|---|
| লোয়ার জয়েষ্ট | ৫৸৹ |
| ,, এঙ্গল | ৭।৹ |
| ,, টি | ৭।৹ |
| ,, গোল বার | ৬৸৹ |
| ,, চেপ্টা ,, | ৬৸৹ |
| ,, চতুষ্কোণ ,, | ৬৸৹ |
| ২২ গেজ করগেট সিট | ১৫৷৹ |
| ২৪ ,, ,, | ১৪৸৹ |

| | |
|---|---|
| ২৬ ,, ,, | ১৬।৵০ |
| ২৪ ,, প্লেন ,, | ১৬।০ |
| ২৬ ,, ,, ,, | ১৭।০ |

## চিনির বাজার

( রক্ষিত ব্রাদার্স কর্তৃক প্রেরিত )

১৩।৭।২৬

| | ডকের দর | চিনিপটির দর |
|---|---|---|
| সাদা জাভা | ১১৵১০ | ১১॥০ |
| লাল যাবা | ১০॥৵০ | ১৸৵০ |
| সিলোন সাদা | | ১২৲১০ |
| হিন্দুস্থান চিনি | | ১৩॥৵০ |
| সিংহল | | ১২।০ |
| গাম্বোরিয়া | | ১১॥৵০ |
| নিজাম | | ১১৷৶০ |
| পাসা | | ১১॥/০ |
| কলিকাতা | | ১১।৵০ |
| বিয়ন | | ১১।১০ |
| নীরপুরা | | ১১।/০ |
| মজুত | | ১৫৭৫৭৮ বস্তা |
| ডেলিভারী | | ১১৫০৭ বস্তা |

## মিছরী

কারখানার মিছরী ১নং ... ১৪॥০

## বেনে মশলা

| | |
|---|---|
| ছোট এলাচ রাবিন ১নং ... | —৫৷৶০ |
| ঐ ঐ ২নং ... | —৫।০ |
| বড় এলাচ ... ... | —১০৮৲ |
| লবঙ্গ ... ... | ৬২—৬৫৲ |
| জয়ৈত্রী ... ... | ৭॥০ |
| জায়ফল ... .. | ৫৮৲ |
| চীনের সিন্দুর ... ... | ২১/১০ |
| মরিচ রাবিন ... ... | ৫৯—৬০৲ |
| লঙ্কা জরদ ... ... | —২২৲ |
| লঙ্কা লাল ... ... | ২০॥/—২১॥০ |
| হরিদ্রা ... ... | ৮॥০—৯৲ |
| জাহাজি ধুনা ... ... | ৮৲—৯৲ |
| রেঙ্গুনে ধুনা ... ... | —১৬॥০ |
| ধনে ... ... | ১০৲—১০॥০ |
| সুপারী জাহাজী ... ... | ১৮॥০৲—১৯৲ |
| দেশী সুপারী ... ... | ২৮॥০—৩০৲ |
| খয়ের ১নং ৩০৲ | ২নং ২২৲—২৪৲ |
| কাশরা দানা ... ... | —১০৲ |
| কর্পূর সের ... ... | —৫॥০ |
| রিঃ কর্পূর ... ... | —৫॥৵০ |
| সুট ... ... | ১৪৲—১৫৲ |
| পিপুল ... ... | —১১০৲ |
| জিরা ... ... | ২৪৲—২৮৲ |

## মধু ও ময়দা

| | | | |
|---|---|---|---|
| মধু ১নং | ২৫৲ ২নং | | —২২৲ |
| ময়দা ১নং | ৯।০ ২নং | ৯৵০ | ৩নং—৮৷০ |
| রোলা আটা ১নং বিঃ ৮৷০ | ২নং | ৮॥০ | ৩নং—৫৷০ |
| সুজি ... | ১নং ৯।০ | | ২নং—৭৷০ |
| ভুষী | ৩॥০ | ৩৷০ | —৩॥৵০ |

## বাতী

| | |
|---|---|
| রেঙ্গুন ১৬ আউন্স প্রতি প্যাকেট | ॥৫ |
| ,, ১৪ ,, ,, | ৷৶৫ |
| ,, ১২ ,, | ।৵১০ |
| .. ১০ ,, | ।/৫ |
| ,, ৮ ,, | ।/৫ |
| ,, ৬ ,, | ।/০ |
| রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ স্নাঃ গাড়ির বাতি | ।৵০ |

## হরিতকী

| | | |
|---|---|---|
| হরিতকী | ... | ২৲—২৸৹ |
| ঐ ভাঙ্গা | ... | ৪।৴৹—৬৸৹ |

## ছাতা

নন্দলাল দত্ত

| | | | |
|---|---|---|---|
| গোল সীক | ২২।২৪ | ইঃ | ১৩৲ |
| স্প্রিং | ,, | ,, | ১৩॥৹ |
| গোল সীক | ২০ | ইঃ | ১০৲ |
| রেলিং স্প্রিরিং | ২৬ | ইঃ | ৩৪৲ |
| বেটে ১২ নং | ২৪।২৬ | ইঃ | —২৪৲ |
| ঐ ১৯ নং | ,, | ,, | —২৭৲ |
| ঐ ১১ নং | ,, | ,, | —৩১॥৹ |
| রাজারাণী ১২ নং | ,, | ,, | ১৬৲ |
| ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট ২৬ | | ইঃ | ৫১৲ |
| ডিসন ব্রাদার্স | ২৪।২৬ | ইঃ | ২২॥৹— |
| ষ্টিল বাঁট | ১২ নং | | ২৭৲ |
| | ১৯ নং | ঐ | ৩০৲ |

## লবণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিবারপুল | ১০০৴ | ... | —২৫৬৲ |
| করকচ | ... | ... | —২১০৲ |

## বস্ত্র

এডওয়ার্ড মিল

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধুতি ১০×৪৪ | ... | ... | ২৸৵৹ |
| সাড়ী ঐ | ... | ... | ৩৵৹ |
| ধুতি ৭।৮।৯ গজ | ... | ... | —১৸৵১০ |
| ধুতি ৯॥৹গজ×৪০ ইঞ্চ | | | ২॥৴৹ |
| সাড়ী ... ৭—৯ গজ | | ... | ২৲১০ |
| সাড়ী ৯ গজ ২।৵১০, ৯॥৹ গজ×৪০ ইঞ্চি | | | ২॥৶১০ |

কেশোরাম মিল

| | | |
|---|---|---|
| ধুতি ৯ গজ×৩৬ | ... | ১৸৵৹ |
| ঐ ৯॥৹ গজ ... | | ২।৹ |
| রামপুরিয়া মিল ধুতি ৯॥৹ গজ | ... ... | ৩৴১০ |

মোহিনী মিল

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধুতি ১০ গজ×৪৪ ইঞ্চি | ৩॥১০ | ৩৸৹ | ৪৴১০ |
| ঐ সাড়ী | ৩॥৶৹ | | ... |
| ধুতি ... | ৫—৯ গজ | ... | ২৴৹ |
| ধুতি ... | ৯॥ গজ | .. | ৩৴৹ |

## সোণা রূপার বাজার

১২।৭।২৬

সোণা

| | |
|---|---|
| ইংলিশ বার | ... ॥৶৹ |
| কলিকাতা টাকশাল | ২১॥৴৹ |
| বরাল বার | ২১॥৹ |
| চীনাপাত | ২১॥৵৹ |
| গিনি প্রতিখানা | ১৩।৴৩ |

রূপা

| | |
|---|---|
| প্রতি ১০০ শত ভরি | ৬৯৲ |
| খুচরা | ৬৯৷৶৹ |
| গিনি ঘোড়া মার্কা | ১৩৸৹ |
| বিলাতি রূপা (Bar silver) ১০০ ভরি | ৬৯৴৹ |
| খুচরা ... | ॥৶২॥ |

## পাট

১২।৭।২৬

| | নূতন | পুরাতন |
|---|---|---|
| আমদানী | ৩৩৫০ | ১০০০৴ |
| রপ্তানী | ৩৪৫০ | ৪০০০৴ |
| মজুত | ৬০০০ | ১৩৫০০৴ |

বেলারগণ নূতন ২০৬৪ মণ ১১৸৶৩— ১৫৴৩ পাই দরে, এবং পুরাতন ৩২০০ মণ ৮॥৹ টাকা হইতে ১৫৶৩ দরে, এবং মিলারগণ নূতন ১৩৮৬ মণ ১০॥৹ হইতে ২৩॥৶৩ পাই দরে, এবং পুরাতন ৮০০ মণ ৮॥৹ হইতে ৯॥৹ দরে খরিদ করিয়াছে।

## মুদ্রা বিনিময়ের হার

১২।৭।২৬

ব্যাঙ্কের বিক্রয়ের হার—

টেলিগ্রাফ ট্রান্সফার ১৲ = ১ শিলিং ৫-২৯-৩২ পেনি

অন ডিমাণ্ড ১৲ = ১ শিলিং ৫-১৫-১৬ পেনি

---

## কোম্পানীর কাগজ

১৯২৬, ১৩ই জুলাই, বাজার দর

একশত টাকায় ৩॥০ টাকা সুদের মূল্য—৭৭৶০

১৯২৫ সালের ওয়ার লোন ৫॥০ টাকা সুদের ৯৯৸৵০

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৬ সালের বণ্ড | | ৬৲ টাকা সুদের | | | | ১০॥৵০ |
| ১৯২৭ | ,, | ,, | ৬৲ | ,, | ,, | ১০১৸ |
| ১৯২৮ | ,, | ,, | ৫॥০ | ,, | ,, | ১০৬৶ |
| ১৯২৯-৪৭ | | ,, | ৫৲ | ,, | ,, | ১০১॥৶ |
| ১৯৩০ | ,, | ,, | ৬৲ | ,, | ,, | ১০৬৶ |
| ১৯৩১ | ,, | ,, | ৬৲ | ,, | ,, | ১০৭॥ |
| ১৯৩২ | ,, | ,, | ৬৲ | ,, | ,, | ১০৮৸৶ |
| ১৯৩৩ | ,, | ,, | ৫৲ | ,, | ,, | ১০৩৸৶ |
| ১৯২৩ | ,, | ,, | ৫৲ | ,, | ,, | ১০৩৲ |
| ১৯৪৫-৫৫ | ,, লোন | ,, | ৫৲ | ,, | ,, | ১০৮৶০ |
| ১৯৬০-৭০ | ,, | ,, | ৪৲ | ,, | ,, | ৮৮৲ |

---

## রেলওয়ে টাইম টেব্‌ল

নিম্নলিখিত সময়ে নিম্নলিখিত গাড়ীগুলি হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসে এবং ছাড়ে। সর্ব্বত্রই কলিকাতার সময় ধরা হইয়াছে।

## হাওড়া ষ্টেশন

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে—

| | আসে | | ছাড়ে | |
|---|---|---|---|---|
| মাদ্রাজ মেল | দুপুর | ১০-৫৮ | বিকাল | ৫-২৪ |
| বোম্বে মেল | সকাল | ৭-৩৪ | বিকাল | ৩-৫৪ |
| পুরী এক্সপ্রেস | সকাল | ৭-৫৪ | সন্ধ্যা | ৮-৬০ |
| রাচী ,, | ,, | ৬-৩৪ | ,, | ৯-৪৪ |

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—

| | আসে | | ছাড়ে | |
|---|---|---|---|---|
| পাঞ্জাব মেল | সকাল | ৬-৫৪ | সন্ধ্যা | ৮-৩০ |
| বোম্বে মেল | বিকাল | ৩-১৯ | ,, | ৭-৩৪ |
| দিল্লী এক্সপ্রেস | সকাল | ৭-৫৯ | সকাল | ৯-২৪ |
| ,, ,, | বিকাল | ৭-৪৯ | বিকাল | ৫-০ |
| দেরাদুন এক্সপ্রেস | সকাল | ১০ ৪৬ | [illegible]কাল | [illegible]-১৪ |

## শিয়ালদহ ষ্টেশন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মথুরা এক্সপ্রেস | সকাল | ৬-৫২ | সন্ধ্যা | ৭ ৩৮ |

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং মেল | সকাল | ৬-৩০ | সন্ধ্যা | ৯-১৮ |
| শিলং মেল | দুপুর | ১২-৩৯ | বিকাল | ৩-২৪ |
| ঢাকা মেল | সকাল | ৫-৪৫ | রাত | ১০-১৮ |
| চট্টগ্রাম মেল | সন্ধ্যা | ৭-১৬ | সকাল | ৭-৪ |
| সিরাজগঞ্জ মেল | সকাল | ৭-৮ | সন্ধ্যা | ৭-৪৬ |

---

## সার

### রেড়ির খইল

প্রতি মণের দর ৪৸৶০ হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। মাশুল সমেত দুই মণ বস্তার দর ১০॥০ হইতে ১০৸০ পর্য্যন্ত। গুড়া খইলের জন্য বস্তাপ্রতি ।০ আনা বেশী। সার বিক্রেতারা পাঁচ ছয় ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## সরিষার খইল

প্রতি মণের দর ২।/০ হইতে ২৷৵০ পর্য্যন্ত। নূতন বস্তায় ভরা দুই মণের দর, বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সমেত ৫।৵০ হইতে ৫৷৵০ পর্য্যন্ত। সার বিক্রেতারা শতকরা ৪।৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দিয়া থাকেন।

## মহুয়ার খইল

খোলা মহুয়া খইলের দর ১৷০ মণ। দুই মণ বস্তায় ভরা বস্তার মূল্য অতিরিক্ত ।০ আনা দাম সমেত ৩৸০ আনা। শতকরা ৪।৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

## চীনা বাদামের খইল

বাজারে অল্প মজুদ আছে। খোলা মালের দর ৩৷০ হইতে ৩৷/০ আনা পর্য্যন্ত। বস্তার জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সমেত দুই মণ বস্তার দর ৭৸০ আনা। শতকরা ৬।৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

## হাড়ের গুঁড়া

এক ইঞ্চিকে ৩২ ভাগ করিয়া তাহার ৩ ভাগ একত্র করিলে যত মোটা হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুনিতে চালিয়া যে হাড়ের গুঁড়া পাওয়া যায় তাহার দর ১১০৲ টাকা। এক ইঞ্চিকে যোল ভাগ করিয়া তাহার ৩ ভাগ একত্র করিলে যত মোটা হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুনিতে চালিয়া যে গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহার দর ১১৫৲ টাকা। ৩/১৬ ও ৩/৩২ আন ষ্টিমড্ হাড়ের গুঁড়ার দর যথাক্রমে ১০৫৲ ও ১০০৲ টাকা টন। দুই হন্দর ব্যাগে করিয়া চালান দেওয়া হয়। চা বাগানের জন্য হাড়ের গুঁড়ার ( steamed bone meal) দর প্রতি টন ১১০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা। উহাতে শত করা ৩৷০ ভাগ হইতে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২০ হইতে ২২ ভাগ পর্য্যন্ত ফসফেরিক এসিড থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। বোন ডাষ্টের (bone dust) প্রতি টনের দর ১০০৲ হইতে ১০৫৲ পর্য্যন্ত।

## কৃত্রিম ও জৈবিক সার

ব্রিটিশ সাল্‌ফেট অব এমোনিয়া ফেডারেশন লিঃর সালফেট্ অব এমোনিয়া ২ হন্দর ব্যাগে ভরা প্রতি টনের দর ১৯০৲ টাকা। শতকরা ২০·৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নাইট্রেট অব সোডায় শতকরা ১৫।১৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত প্রতি টনের দর ২০৫৲ টাকা। ফিস গুয়ানো অর্থাৎ মাছ পচা এবং পশু পক্ষী ইত্যাদির বিষ্ঠায় শতকরা ৭ ভাগ নাইট্রোজেন ৮ ভাগ ফসফরিক্ এসিড্ থাকার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। প্রতি টনের দর ১৭৫৲ টাকা হইতে ১৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত। বেসিক শ্লাগে শতকরা ১৬ হইতে ১৮ ভাগ ফসফেরিক এসিড আছে। রেলে বা জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ৭০৲ টাকা। সিছিল সুপার ফসফেটের দর ৯০৲ টাকা হইতে ৯৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। ডবল সুপার ফসফেটে ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ ফসফেরিক এসিড থাকে, দর ১৭০ হইতে ১৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। মিউরিয়েট অব পটাশে ৫০ ভাগ পটাশ থাকে ৭৲ দর ১৩৫৲ টাকা। সালফেট অব পটাশে ৫০ ভাগ পটাশ থাকে, দর ১৮০৲ টাকা। সিলভিনাইটে শতকরা ২০ভাগ পটাশ থাকে, দর ৯০৲ টাকা। নাইট্রেট অব পটাশে ৯৷০—১০ ভাগ পটাশ ও ৩০।৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। রেলে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত দর ২৩০৲ টাকা।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত তাহা ব্যবসা ও বাণিজ্যের **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

## ভারতীয়

### ( পি—৭১ ) আসামী তুলা—

আসামের অন্তর্গত জোড়হাটের জনৈক ব্যবসায়ী বীজ সমেত আসামী তুলার খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন। (T. J. 3 VI)

### ( পি—৭২ ) হরিণের শিশু

যাঁহারা হরিণের শিশু সরবরাহ করিতে পারিবেন, অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. J. 3 VI)

### ( পি—৭৩ ) লিমনগ্রাসের বীজ

যাঁহারা লিমনগ্রাসের বীজ সরবরাহ করিতে পারিবেন, স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. J. 3 VI)

### ( পি—৭৪ ) মহুয়া ফুল

কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী মহুয়া ফুলের ক্রেতাদের সন্ধান চাহেন। (T.J. 3 VI)

### ( পি—৭৫ ) তেলের পিপা

চার পাঁচ গ্যালন তেল ধরে, এরূপ খালি পুরাতন পিপা (Drum) কাণপুরের এক তেলের কারখানা বিক্রয় করিবে। যাঁহারা পিপা ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা লউন। (T. J. 3 VI)

### ( পি—৭৬ )রাধাপদ্মের বীজ

জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী রাধাপদ্মের বীজ (sun-flower seed) ক্রেতা এবং রপ্তানিকারকদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 3 VI )

---

## বৈদেশিক

### ( পি—৭৭ ) কাঠ কয়লা

লণ্ডনের জনৈক সংবাদদাতা শক্ত কাঠ কয়লা সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন। ( T. J. 3 VI )

### ( পি—৭৮ ) কাট্‌ল মাছ

ভারত হইতে যাঁহারা কাট্‌ল মাছ ( Cuttle fish ) রপ্তানি করিয়া থাকেন, লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 3 VI )

### ( পি—৭৯ ) চামড়া

যাঁহারা চামড়া রপ্তানি করিয়া থাকেন, স্পেনের অন্তর্গত বার্সেলোনার ( Barcelona ) জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 3 VI )

### ( পি—৮০ ) পাটের কাপড়ের ছাঁট

ভারত হইতে যাঁহারা পাটের কাপড়ের ছাঁট রপ্তানি করিয়া থাকেন, কানাডার অন্তর্গত ভাঙ্কুভারের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 3 VI )

### ( পি—৮৩ ) চা, হাড়, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি

যাঁহারা চা, হাড়, হাড়ের গুঁড়া, অভ্র, এদেশীয় ঔষধ এবং কেসিং (casings) সরবরাহ করিতে পারেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 10 VI )

### ( পি—৮৪ ) সোপ নাট

যাঁহারা সোপনাট ( soap nut ) ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান চাহেন। ( T. J. 10 VI )

## ভারতীয়

### ( পি—৮১ ) বাঙ্গালোরের পশমী কার্পেট

যাঁহারা বাঙ্গালোরের পশমী কার্পেট ক্রয় করিতে চাহেন, বাঙ্গালোরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে ইচ্ছুক। ( T. J. 10 VI )

### ( পি—৮২ ) চীনা বাদাম, রেড়ির বীজ, ও গিঙ্গলি বীজ

দক্ষিণ ভারতের চীনা বাদাম ও রেড়ির বীজ সরবরাহকারীদের সহিত এবং পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের গিঙ্গলি বীজ সরবরাহকারীদের সহিত বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী কারবার করিতে চাহেন। ( T. J. 10 VI )

## বৈদেশিক

### ( পি—৮৫ ) পাট, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি—

ভারত হইতে যাঁহারা পাট, উদ্ভিজ্জ তৈল ও পাত গালা রপ্তানি করিতে চাহেন, অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত সিডনির জনৈক ব্যবসায়ী কমিশন লইয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক। ( T. J. 10 VI )

### ( পি—৮৬ ) গোল মরিচ ও পাতগালা

জেনোয়ার ( ইটালি ) জনৈক ব্যবসায়ী টেলিচেরি গোলমরিচ ও পাতগালা রপ্তানিকারকদের সহিত কারবার কয়িতে চাহেন। ( T. J. 10 VI )

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহাছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও সাদরে আমরা পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটার দিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

### ১নং পত্র

মহাশয়,

আমি অসহযোগী এবং ব্যবসাদার। এখানে নানা প্রকার ব্যবসায় করি। আপনার পত্রিকার আমি গ্রাহক—নম্বর ১৭৪৯।

১। "নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ" অধ্যায়টী প্রতিমাসে প্রকাশ করা বাহুল্য মনে করি। এই অধ্যায়ে যদি নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত করা সম্ভব না হয়, তবে অধ্যায়টী বিলুপ্ত করাই ভাল।

২। এখানে আমি Burdwan's share syndicate নামে একটি firm করিয়াছি। উহাতে Jalpaiguri Tea Shares এবং Surma Valley Tea Shares এর ক্রয় বিক্রয় হয়। কলিকাতার একজন ভাল Share Broker এর সঙ্গে আমি তাহার agency নিয়া একটা connection করিতে চাহি। আপনার জানা মত একজন ভাল Broker এর নাম আমাকে জানাবেন, যাহাতে আমি বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে কারবার করিতে পারি।

৩। আর একটী বিষয়—আষাঢ় মাসের পত্রে আপনার একজন গ্রাহক (নম্বর ১৭২৮) ৫নং পত্র যোগে রবার ষ্টাম্পের কালী বিক্রয়ের জন্য agent চাহিয়াছিলেন। এখানে আমার station-

ery goodsএর কারবার আছে, এবং এতদঞ্চলে অনেকগুলি companyর office আছে। এজন্য আমি তাহার agent হইতে ইচ্ছুক আছি; সুতরাং অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি তাহার নিকট আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন।

ইতি—

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন।

## ১নং পত্রের উত্তর

১। "নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ" আর বাহির হইবে না।

২। এরূপ অনেক ব্রোকারকে জানি; তন্মধ্যে আমাদের এই বাড়ীতে ২নং লালবাজারে Bengal Central Loan কোম্পানী এইরূপ কেনা বেচার কাজ করিয়া থাকেন। আপনি তাঁহাদের সহিত আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে সকল সংবাদ পাইবেন।

৩। উক্ত রবার ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুতকারকের ঠিকানা—

Mr. N. L. Datta,
26, Bangla Bazar,
Dacca.

## ২নং পত্র

সবিনয় নিবেদন—

১। লিমিটেড্ কোং কোথায়, কি নামে স্থাপিত হয়, তাহার নাম, ধাম "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশ থাকিলে অংশ গ্রহণেচ্ছু গ্রাহকগণের সুবিধা হয়।

২। উত্তর বঙ্গে রঙ্গপুর টাউনে একটী গেঞ্জীর কল বা কাঁচের কোন কোং খুলিলে বেশ চলিতে পারে। অভিজ্ঞ লোকের এ বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার।

৩। যে সমস্ত ব্যক্তি ব্যবসাদ্বারা দরিদ্র অবস্থা হইতে বর্ত্তমানে দেশ নামকরা ব্যবসায়ী বা ধনী হইয়াছেন, সেই প্রকার ২।৪টী আদর্শ ব্যক্তির নাম "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" থাকার প্রয়োজন বোধ করি। ঐ সমস্ত কৃতি পুরুষের জীবনী প্রকাশ থাকিলে, ব্যবসাক্ষেত্রের উচ্চতা অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। জীবনী সংগ্রহের ব্যবস্থা করা দরকার।

৪। কি প্রণালীতে ব্যবস্থা করিলে উন্নতি হইতে হইতে পারে? মাড়োয়ারী এবং বিদেশী লোক ব্যবসাদ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে,—বাঙ্গালী এ বিষয়ে এত পশ্চাতে কেন, এই বিষয়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" স্থান দেওয়া দরকার বোধ করি।

৫। লাভবান লিমিটেড কোংর অংশ বিক্রীর সংবাদ এবং নূতন কোং গুলিরও নাম ধাম থাকা প্রয়োজন।

৬। আমাদের কৃত বৃক্ষ মার্কা কাঁচা তিলতৈল ও কুন্তলরঞ্জন তৈল মফঃস্বলে বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীবিনোদ রঞ্জন সিকদার।

গ্রাহক নং ১৭৫৬

## ২ নং পত্রের উত্তর

১। আপনার প্রশ্নের মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। যাঁহাদের অর্থ এবং সামর্থ্য আছে, তাঁহারা এই সংবাদটীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। পাবনার ন্যায় ক্ষুদ্র সহরে একটী সুপ্রতিষ্ঠিত গঞ্জি ও মোজার কল অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; উদ্যোগী লোক এ বিষয়ে হাত দিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা।

৩। এইরূপ লোকের জীবনী সংগ্রহ করা হইতেছে। আগামী সংখ্যায় একজন কৃতী লোকের জীবনী বাহির হইবে।

৪। ইহাও বারান্তরে বাহির হইবে। সকল বিষয়ের সমাবেশ এক মাসে হওয়া সম্ভব নহে।

আপনারা যদি এরূপ কোনও লোকের জীবনেতিহাস জানেন, তবে তাহা পাঠান না কেন ?

৫। ইহাও আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

৬। নমুনা পাঠাইবেন, এজেন্ট ঠিক করার চেষ্টা করিব। আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, কারণ ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়েচ্ছু লোকেরাই এ কাগজের গ্রাহক ও পাঠক সুতরাং আপনার তৈলের যদি প্রকৃতই কোন গুণ থাকে, এবং ব্যবসায়ের অন্যান্য সর্ব্ববিধ সুবিধাজনক হয়, তবে বিজ্ঞাপন দিলে এজেন্ট পাইতে পারেন, যেমন ১নং পত্র হইতে দেখিতে পাইতেছেন।

## ৩নং পত্র

সবিনয় নিবেদনম্ :—

বৈশাখের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" ৩৪ পৃষ্ঠায় কাপড় ও কাগজের টুক্‌রা সংগ্রহ করিয়া যোগান দিবার জন্য যে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা আপনাদের নিকট জানিতে চাহিতেছি। আশা করি, তাহার সঠিক তথ্যাদি জানাইয়া বাধিত করিবেন।

১। আমি ঐ সকলের যোগান দিতে পারিব, তাহা কোন্ মহাজনের কাছে দিতে হইবে, যদি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

২। কাগজ ও কাপড়ে আমাকে মাসিক অন্যূন কত ওজনের supply করিতে হইবে ?

৩। উহা আমার নিকট হইতে কতদরে বিক্রী করাইয়া দিবেন, অথবা মহাজন কত দর দিয়া কিনিয়া নিবেন ?

৪। এখান হইতে মাল কি রেলওয়ে দ্বারা পাঠাইতে হইবে ?

৫। দাম কি ভিঃ পিঃ যোগে মাল চালান করিয়া আদায় করিতে হইবে ?

৬। উচিত মূল্য বাদে পাথেয় খরচ কি মহাজন বহন করিবেন ?

৭। সুবিধা মনে করিলে, শ্রীহট্ট ও কাছাড় এই দুই জিলার জন্য কি শুধু আমাকেই নিযুক্ত রাখিতে পারেন ?

৮। যিনি ঐ সকল মাল নিবেন, তাঁহার বা তাঁহার কোং'র নাম ও ঠিকানা জানাইয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন।

আশা করি, সত্বর পত্রোত্তর পাইব। আপনাদের নিয়মানুযায়ী আমি এতৎসহ ৵০ আনা দামের Postage stamp পাঠাইলাম।

শ্রীগণপতি মোহন্ত।

## ৩নং পত্রের উত্তর

এই টুক্‌রা কাগজের ব্যবসায় কলিকাতায় করাই পোষায়। কারণ এখানে অগণ্য অফিস, ছাপাখানা, দপ্তরীপাড়া, কাগজের দোকান ইত্যাদি স্থান হইতে রোজ রাশি রাশি ছেঁড়া কাগজ ও টুক্‌রা কাগজ ফেলাইয়া দেওয়া হয়। Paste Board এবং কাগজের কলগুলিও কলিকাতা এবং সহরতলীতে অবস্থিত; সুতরাং এই সব রদী কাগজ সংগ্রহ করিয়া কলে পাঠাইতেও খরচ বেশী পড়ে না। এই জন্য বেশ লাভ থাকে। শ্রীহট্ট এখান হইতে বহু দূরে। কাগজের টুক্‌রার মূল্য যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা পাঠাইবার খরচ সম্ভবতঃ বেশী পড়িবে। অবশ্য এ বিষয়ে আপনারা স্থানীয় রেল অথবা ষ্টীমার অফিসে—কিম্বা নৌকাপথে পাঠানো সম্ভব হইলে কিস্তির মাঝিদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, সঠিক সংবাদ জানিয়া তবে কাজে নামিতে পারেন।

কাগজের টুক্‌রা সাধারণতঃ ॥০ আট আনা হইতে বার আনা, চৌদ্দ আনা মণ দরে বিক্রয় হয়। মাল এই দরে মিলে পৌছাইয়া দিতে হয়। কাগজ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, এবং যত ক্ষুদ্র টুক্‌রাই হউক না কেন, তাহা নেয়। এই সকল টুক্‌রা কাগজ কোনও Baling

machineএ দিয়া গাইট বন্দী করিয়া পাঠাইলে অল্প জায়গায় বেশী ওজনের মাল ধরে।

যদি এক এক ওয়াগন্ করিয়া মাল পাঠাইতে পারেন, (এক ওয়াগনে ২ শত হইতে ৫ শত মণ মাল ধরে) তবে রেল কোম্পানীর Traffic Superintendentএর নিকট লেখা পড়া করিয়া special rateএর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। কারবারী মাল, কাঁচা মাল, waste products ইত্যাদির জন্য প্রত্যেক রেল কোম্পানীতে special rate বরাদ্দ আছে। যেখানে না থাকে, সেখানে লেখালেখি করিয়া চেষ্টা করতঃ, special rate মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। এইরূপে মাশুলের হার কমাইয়া যদি একাজে নামিতে পারেন,তবে আপনি যত মাল সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাহা কাটাইয়া দিব।

## ৪নং পত্র।

মহাশয়!

১। আপনাদের বৈশাখের পত্রিকার গর্ভে ২৩৪ পৃঃ বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে,Paste Board ও কাগজের কলে টুক্‌রা কাগজ ও টুক্‌রা কাপড় জোগান দিবার জন্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, আপনারা তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। তদনুযায়ী লিখি, আমি এই কার্য্যে নামিতে প্রস্তুত আছি। আমায় এইটা সংগ্রহ করিয়া দেন। কি পরিমাণ কাগজ ও কি পরিমাণ কাপড় কত দরে বিক্রয় হয়, তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন।

২। চা'য়ের strength বাড়ে, এমন কোন medicine আছে কিনা; আমাকে তা'র নাম ও মূল্য জানাবেন। চা সম্বন্ধে কোন একটা experiment করা আমার ইচ্ছা। যদি কোন ঔষধের powerএ চা'য়ের strength বাড়ান যায়, তবে অল্প চা'তে বেশী জিনিষ তৈরী হতে পারে; তাই এটা আমার জানা দরকার। ভগবান আপনাদের সাধু উদ্দেশ্যে সহায় হউন।

B. Bhattacharjee.

## ৪নং পত্রের উত্তর।

১। আপনিও দেখিতেছি শ্রীহট্টের লোক। ভবিষ্যতে পত্র লেখার সময় এক পৃষ্ঠায় পত্র লিখিবেন, নচেৎ পত্র ছাপা যাইবে না। ৩নং পত্রের উত্তর পড়িলে, আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের জবাব পাইবেন।

২। চা এর সহিত কোনও আরক মিশানো সম্ভব নহে। চা'য়ের গুঁড়ার সহিত এইরূপ আরক মিশাইয়া চা'র strength বাড়ানো যায়, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যে এইরূপ ভেজাল দিবার আমরা পক্ষপাতী নহি, এবং এই সকল বিষয়ে কোনও সাহায্য করিতে অক্ষম।

## ৫নং পত্র

১। আপনার সম্পাদিত গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা খানি পড়িয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। বিশেষতঃ মুরগী ও হাঁস প্রভৃতির ব্যবসা এরূপ লাভজনক ব্যবসা, তাহা কখনও চিন্তা করি নাই ও জানিতাম না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র এবার Matric ফেল্ করিয়াছে। তাহাকে পুনরায় স্কুলে দিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনার পত্রিকা খানি পড়িয়া, সে ধারণা ত্যাগ করিয়া, আপনার কর্তৃত্বাধীনে তাহাকে রাখিয়া মুরগী, হাঁস, ছাগল প্রভৃতির ব্যবসা করাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি কর্ণধার হইয়া পুত্রটিকে হাতে কলমে কিছুকাল শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত করিয়া লইবার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ না করিলে আমার চেষ্টা ও যত্নে, আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও কোন কাজ হইবে না; কারণ আমরা একে সম্পূর্ণ ভাবে অশিক্ষিত, বিদ্যা বুদ্ধিহীন ও ব্যবসা বাণিজ্যের আদৌ কোন জ্ঞান নাই। ঐরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইতে

হইলে আপনার ন্যায় মহানুভব দেশহিতৈষী কর্ম্মী লোকের সম্পূর্ণ সাহায্য ও অনুগ্রহ না পাইলে কাজে আদৌ সফলতা লাভের আশা নাই, অধিকন্তু ক্ষতি গ্রস্ত হওয়া।

আমি সামান্য ব্যক্তি, আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে। বেশী টাকা যোগাড় করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার শক্তিও নাই বর্ত্তমানে ক্রমশঃ ১০০০৲ টাকা যোগাড় হইতে পারিবেক। তৎপরে ক্রমশঃ কাজের আবশ্যকতা ও সফলতা দৃষ্টে মূলধন বৃদ্ধি করার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা যাইতে পারিবেক। কলিকাতার উপকণ্ঠে অর্থাৎ গঙ্গার নিকট ও রেল ষ্টেশনের নিকট কোন বাগান বাড়ী ঐরূপ ব্যবসার স্থানের জন্য দরকার; সে বিষয়ও আপনার পছন্দমত স্থির করিয়া না দিলে চলিবেক না। ঐরূপ বাগান বাড়ীই কেবল হইলে চলিবেক না, কারণ অনেক স্থানে মজুরের বড়ই অভাব. এবং পাইলেও দৈনিক মজুরিও খুব বেশী লাগে, একারণ যেস্থানে সর্ব্বদা মজুর প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাও দৃষ্টি রাখিয়া স্থান ঠিক করিবার দরকার। তৎপরে ঐ কার্য্যের উপযুক্ত একটী বাগান বাড়ী খরিদ করিতে প্রথমতঃ অনেক টাকার দরকার মনে করি। ঐরূপ টাকা প্রথমতঃ সংগ্রহ করা কঠিন, তৎপরে ভাগ্য দোষে সাফল্য লাভ না হইলে ঐ বাগান বাড়ী পড়িয়া থাকা ব্যতীত উহাতে আর কোন প্রকার লাভের আশাও করা যাইতে পারিবেক না। একারণ আমার মতে প্রথমতঃ বাগান বাড়ী খরিদ না করিয়া, ৩ বৎসরের জন্য একটা lease লইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিলে হয়। তৎপরে কার্য্যের উন্নতির সহিত খরিদের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

## ৫নং পত্রের উত্তর।

১। আপনার পুত্র যদি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চা'ন, তবে সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ এবং সন্ধান দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী আছি; কিন্তু কোনও বিষয়ের ভার কিম্বা দায়ীত্ব লইতে পারিব না।

এ বিষয়ে আপনার ছেলেকেই সব করিতে হইবে; ব্যবসা করিবার তাহার যোগ্যতা আছে কিনা, এবং এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি, সামর্থ্য, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আছে কি না, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে এ কাজে নামিবেন।

২। কলিকাতার উপকণ্ঠে বাগান পাওয়া যায়, এবং তাহার সন্ধান আমাদের আছে; কিন্তু এ সব নিজে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়। পত্রের দ্বারা কারবার করা যায় না। কলিকাতায় অথবা তাহার উপকণ্ঠে মজুর মেলা দুর্ঘট, এবং মিলিলেও তাহাদের মজুরী খুব বেশী।

৩। এই কারবারে নামিতে হইলে এখানে আসিয়া সকল বিষয় নিজের চোখে দেখিয়া শুনিয়া মীমাংসা করিবেন। পত্রে কিম্বা প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] ভাদ্র ১৩৩৩ [ ৫ম সংখ্যা

## কাণ্ডারী হুশিয়ার।

( কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক কনফারেন্সে কবি নজরুল ইস্‌লাম কর্তৃক গীত )

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল,
ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল,
আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান,
হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে
হবে তরী পার ॥
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান
ইহাদেরও পথে, নিতে হবে সাথে, দিতে
হবে অধিকার ॥
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী!
আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম্?" ওই জিজ্ঞাসে
কোন্ জন?
কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর
মা'র!
গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে
কি পথ মাঝ?

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্
বলিদান ?
করিবে রক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে
ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী
হুশিয়ার !

করে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ
মহাভার !
কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যথা ক্লাইবের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙ্গিয়া
পুনর্ব্বার।

# কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়

অর্থ চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। দেখিতে জানিলে এবং কুড়াইতে পারিলেই হইল। মাড়োয়ারি লোটা কম্বল সম্বল করিয়া, আপন দেশ ছাড়িয়া, বাংলায় আসিয়া, লাখপতি হয়, কিন্তু বাঙ্গালী দুইবেলা দু'মুঠা খাইতে পায় না কেন ? ইহার কারণই হইতেছে, বাঙ্গালী দেখিতে জানে না, এবং কুড়াইতেও জানে না।

স্বাধানভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিবার কামনা চাই, সাধনা চাই। বাঙ্গালী কামনা করে চাকরি করিবার, তাই তাহার ভাগ্যে জুটে দাসত্ব এবং দারিদ্র্য; কিন্তু পার্শী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী ও বোম্বেওয়ালা ব্যবসায় করিবার কামনা করে, সাধনা করে,তাই তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয়। তাহারা বাঙ্গালীর মত চাকরি করিয়া জীবনটাকে কৃতার্থ মনে করে না, তাই চাকরির ক্ষেত্রে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাহারা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া আছে। বাঙ্গালী চোখের সাম্‌নে নিত্য উহা দেখিতেছে, তবুও যদি চক্ষু ফুটিল।

শুনিতে পাই, বাঙ্গালীর কিছু কিছু ব্যবসায় করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কেবল মূলধনের অভাবে তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুখের কথা, আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাহা অতি অল্প মূলধনেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেই রকম একটা ব্যবসায়ের কথাই এখানে বলিব।

পল্লীগ্রামে ছাগল, ভেড়া, এবং গবাদির কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করিয়া তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে cure বা সংশোধন করতঃ কলিকাতায় পাঠাইতে পারিলে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা এই চামড়া সংগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারা একেবারে অশিক্ষিত চামার ; সুতরাং তাহাদের রক্ষিত এবং সংগৃহীত চামড়ায় অনেক দোষ এবং দাগ থাকে বলিয়া, ভারতের চামড়া বিদেশের বাজারে তেমন দরে বিক্রয় হয় না। যদি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া গুলির মধ্যে যে কোনও প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কাঁচা চামড়া cure করতঃ কেহ মফঃস্বল হইতে এখানে পাঠাইতে পারেন, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ধনশালী হইতে পারেন, এবং আমরা তাঁহার চামড়া বেচিয়া দিতে পারি।

মৃত জন্তুর চামড়া ছাড়াইয়া লইলেই যে কাজ হইয়া

গেল তাহা নহে ; চামড়া যাহাতে সহজে বিকৃত না হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। নচিলে পল্লীগ্রাম হইতে সহরের কোন চামড়ার কারখানায় উহা প্রেরণ করিতে যে সময়ক্ষেপ হইবে, তাহাতে চামড়াটী বিকৃত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। চামড়াটি কি উপায়ে অবিকৃত রাখিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে আলোচনা করিতেছি। নিম্ন লিখিত উপায়ে সকল প্রকার পশুর চামড়াই দীর্ঘকালের জন্য অবিকৃত রাখা যায়।

**কার্ব্বলিক এসিড।**—কার্ব্বলিক এসিড দিয়া চর্ম্ম পরিশোধন করাই প্রথম উপায়। ৫ নং কার্ব্বলিক এসিড দশ ভাগ লইয়া নব্বই ভাগ জলের সহিত উহা মিশাইয়া একটি দ্রাবক প্রস্তুত করিতে হইবে। তারপর কাঁচা চামড়া খানি লইয়া উপরের পিঠ, অর্থাৎ যেদিকে লোম আছে সেই দিকটি, তলার দিকে রাখিয়া পরিষ্কার সমতল ভূমির উপর বেশ করিয়া ছড়াইয়া রাখিতে হইবে। অতঃপর একটি কাটিতে কাপড় জড়াইয়া একটি পোঁচড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা চামড়ায় ( যে দিকটা লোম আছে, সে দিকটায় নয়, তাহার উল্টা দিকে ) কার্ব্বলিক এসিড দ্রাবক লাগাইতে হইবে। ভালরূপে উহা লাগান হইলে, ফটকিরী ধূলার মত গুঁড়াইয়া চামড়ার উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে কোনরূপ কীট বা জীবাণু চামড়াটিকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। লোমও ঠিক থাকিবে—খসিয়া যাইবে না। হাওয়ায় রাখিয়া দিলে চামড়া সুন্দররূপে শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি—হাত দিয়া কার্ব্বলিক এসিড লাগাইবে না, হাত পুড়িয়া যাইবে।

**আর্সেনিক সাবান।**—খুব পাতলা আর্সেনিক সাবানের জল বেশ করিয়া চামড়ায় মাখাইলে চর্ম্ম অবিকৃত থাকে। ইহা অত্যন্ত ঘন করিয়া লাগান উচিত নহে। তাহা হইলে চর্ম্ম শুষ্ক হইতে অনেক দেরী হইবে। উহা যতক্ষণ ভাল করিয়া শুষ্ক না হয়, ততক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, চামড়ার কোনও অংশ হইতে লোম উঠিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, চামড়ায় সেই জায়গায় তখনও মাংস বা চর্ব্বি লাগিয়া আছে। ছুরী দিয়া সাবধানে তাহা চাঁছিয়া ফেলিবে, এবং পুনরায় এই দ্রাবণ লাগাইয়া দিবে। কোনও স্থান হইতে লোম উঠিয়া গেলে, লোমের দিকে আর্সেনিক সাবান কদাচ লাগাইবে না। উহা লাগাইলে কোন ফলোদয়ই হইবে না—বরং হিতে বিপরীত হইবে। খানিকটা কার্ব্বলিক দ্রাবক লইয়া লোমের উপর ছড়াইয়া দিলে মন্দ হয় না ; তাহাতে বীজাণুগুলি মরিয়া যাইবে, এবং নূতন করিয়া লোম পড়া বন্ধ হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে, কোন্ স্থান হইতে লোম উঠিতেছে। সেই স্থানের উল্টা পীঠেও কার্ব্বলিক দ্রাবক লাগাইয়া দিতে হইবে। লোমের দিকে নহে, তাহার বিপরীত পীঠে কার্ব্বলিক লাগাইয়া লোম-পতন নিবারণ করিতে হয়, অন্য উপায়ে নহে। সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, চামড়ার উল্টা পিঠেই ( যে দিকে লোম নাই ) এই সব লাগাইতে হয় ; কদাচ লোমের দিকে লাগাইতে নাই, তাহাতে কোনও লাভ নাই, বরং লোকসান হইতে পারে। যদি কোনও কারণে তখনই এই সকল দ্রাবক লাগানো না যায়, কিম্বা তখনই এই সকল দ্রাবক বাজার হইতে কিনিয়া আনিবার সময় না থাকে, এবং তজ্জন্য চামড়ায় পচা দুর্গন্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রে আর্সেনিক সাবানের জল ব্যবহার করিয়া কোন লাভ নাই—কার্ব্বলিক দ্রাবক ব্যবহার করিবে।

**আর্সেনিক সাবান প্রস্তুতের নিয়ম**—সূক্ষ্ম আর্সেনিক চূর্ণ, চাখড়ি চূর্ণ,(হোয়াইটিং) এবং কাপড় কাচা সাবান—যাহাকে বার্‌সোপ বলে—সমান ভাগে লইতে হইবে। সাবান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে ফুটাইতে হইবে। সাবান সম্পূর্ণভাবে গলিয়া গেলে,উহাতে চাখড়ির গুঁড়া মিশাইবে। সর্ব্বশেষে আর্সেনিক দিবে। তাহা হইলেই আর্সেনিক সাবান প্রস্তুত হইল

**কাঠপোড়া ছাই।**—প্রথমে চামড়া বেশ টান্ টান্ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কোন স্থানে যেন একটুও কোঁচকাইয়া না থাকে। চামড়ার প্রত্যেক কিনারায় এক একটা বাঁশের খিল বা গোঁজা মাটিতে পুতিয়া চামড়াকে খুব টান্ টান্ করিয়া বিছানো যায়। যে স্থান কোঁচকাইয়া থাকিবে, সেখানে এই সব দ্রাবক ভালরূপে প্রবেশ করিতে না পারায়, সে স্থান হইতে লোম খসিয়া পড়িবে। ভাল করিয়া চর্ম্মটী বিছানো বা টানা বাঁধা হইলে—ইংরাজীতে যাহাকে pegging বলে—ছাই ছড়াইয়া দিতে হইবে। এক টুকরা ইট লইয়া চামড়ার উপর ছাই ঘসিতে হইবে। ছাই যেন খুব পরিষ্কার হয়, অর্থাৎ কয়লা কিম্বা ইট বা কাঁকড়ের গুঁড়া যেন তাহাতে না থাকে; তাহা হইলে চামড়া কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। চামড়ায় একটু আধটু মাংস লাগিয়া থাকিলে ঘসিবার সময় তাহা উঠিয়া আসিবে,পাতলা চামড়াও(perchment) হয়ত ছিঁড়িয়া যাইবে। তাহাতে ক্ষতি নাই। ছুরি দিয়া তাহা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। যতক্ষণ না উহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়, ততক্ষণ ধার পর্য্যন্ত বেশ ভালরূপে ঘষিতে হইবে। এরূপ করিতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিতে পারে। ঠিকভাবে করা হইলে, চামড়াটী পরিষ্কারভাবে শুকাইতে হইবে। চামড়াটি যে স্থানে রাখিয়া ঘসিতে হইবে, সে স্থান যেন পরিষ্কার হয়, ছোট খাট কাঁকড় থাকিলে লোম কাটিয়া যাইয়া চামড়া খারাপ হইয়া যাইবে। গরম এবং শুকনো দিনেই কাঠ-পোড়া ছাই ব্যবহার্য্য। ভল্লুকের চামড়া ছাই দিয়া সুরক্ষিত করিতে হইলে, একদিন দুইদিন ধরিয়া চামড়া ঘসিতে হয়, কারণ উহাতে যে চর্ব্বি থাকে, তাহা যতক্ষণ না ছাইয়ের সহিত উঠিয়া আসে,ততক্ষণ উহা ঠিকভাবে প্রস্তুত হয় না। একবার ছাই দিয়া ঘসিয়া ছুরির সাহায্যে তাহা তুলিয়া লইয়া আবার ছাই দিয়া ঘসিতে হয়। এইরূপ বার বার করিবার পর যখন উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বি উঠিয়া যায়, তখনই উহা ঠিক ভাবে প্রস্তুত হইল। চামড়ার কিনারা গুলিতে ছাই খুব ভালভাবে ঘসিতে হয়; এবং ছাইয়ের সহিত মাংস, চর্ব্বি বা চামড়ার আঁশ যাহা উঠিয়া আসে, ছুরী দিয়া তাহা আবার সব ভাল করিয়া চাঁছিয়া তুলিয়া ফেলিয়া, পুনরায় নূতন ছাই ছড়াইয়া, আবার নূতন করিয়া ঘসিতে হয়! এইরূপ ভাবে চামড়া পরিষ্কার করিলে তাহা সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে চামড়া শুকাইয়া গেলে, তাহা ঝাড়িলেই চামড়া হইতে ছাই সব ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

**পিক্‌লিং পদ্ধতি।**—এক গ্যালন বা ⁄৫ পাচ সের ঠাণ্ডা জলে এক সের সূক্ষ্ম ফটকিরি চূর্ণ ও দেড় সের নূন মিশাইয়া বেশ করিয়া গুলিতে হইবে। যতক্ষণ না উহা সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়, ততক্ষণ ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। উহা গরম করিলে সহজেই মিশিয়া যায়। কিন্তু প্রধান দোষ এই যে, উহা ঠাণ্ডা হইতে অনেক সময় লয়। সম্পূর্ণরূপে শীতল হইবার পূর্ব্বে ব্যস্ততা বশতঃ গরম মিশ্রণ চামড়ায় দিলে লোম খসিয়া যায়, ও চামড়া খারাপ হইয়া যায় এই মিশ্রিত পদার্থকে পিক্‌লিং বলে।

কাঁচা চামড়াখানি ভালরূপে পরিষ্কার হইয়া গেলে পর, নূন এবং ফটকিরী চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া যে দিকে লোম নাই,তাহার বিপরীত দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তারপর উহা কাপড় ভাঁজ করার ন্যায় ভালরূপে ভাজ করিয়া উপরিলিখিত দ্রাবকে অর্থাৎ পিক্‌লিংএ ডুবাইয়া হাত অথবা পা দিয়া বেশ করিয়া চাপিয়া কোনও ভারী বস্তু দ্বারা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে চামড়ার পাটে পাটে থাকের মধ্যে যে বাতাস আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যায়; নচেৎ চামড়া পিক্‌লিংএর জলে ভাসিয়া উঠিবে, এবং আরক ঢুকিতে পারিবে না। তিন ঘণ্টা পরে উহা পিকলিংএর মধ্যেই খুলিয়া ফেলিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে, চামড়া অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত এবং কঠিন হইয়া গিয়াছে। সমস্ত চামড়াখানি শক্ত হইলে বুঝিতে হইবে, উহাতে সম্পূর্ণরূপে ফটকিরী

ধরিয়াছে। এইবার হাতদিয়া সমস্ত চামড়াখানি পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি কোন স্থান নরম বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে স্থানে পিক্‌লিংএর কার্য্য ভালরূপে হয় নাই। যদি মাংস বা চর্ব্বি থাকার জন্য সে স্থান নরম রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ছুরি দিয়া চাঁছিয়া ফেলিয়া পিক্‌লিংএর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যে কোন স্থান নরম থাকুক না কেন, সেখানে আরও পিকলিং খাওয়াইবার প্রয়োজন আছে, এবং তাহার ব্যবস্থাই করিতে হইবে। যদি কোন স্থান নরম থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সে স্থানের লোম খসিয়া যাইবে।

মুচি বা চামার যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে চামড়াখানি ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। সে তাহার "রাম্‌পি" নামক ছুরি দিয়া চর্ম্মখানি চাঁছিয়া ছুলিয়া সমান পুরু করিয়া দিবে। কারণ পিক্‌লিংএ ডুবাইবার পর চামড়ার অনেক স্থান ফুলিয়া ওঠে। চাঁছা-ছোলার পর চামড়াখানি আবার কয়েক ঘণ্টা পিক্‌লিংএ ডুবাইয়া রাখা দরকার। চামার না পাওয়া গেলে সুদীর্ঘকাল চামড়া পিকলিংএ রাখা উচিত নয়। পিক্‌লিংএ যে চামড়া সুরক্ষিত করা হয়, তাহা চারিবৎসর কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। অনেকগুলি চামড়া এই পিক্‌লিংএর ব্যবস্থাদ্বারা একটী কাঠের বা মাটীর নাদার মধ্যে এক সঙ্গে তৈয়ারা করা যায়। এই পদ্ধতির ইহাই সুবিধা।

**লবণ।**—নূন দিয়াও চামড়া অনেক কাল অবিকৃত রাখা যায়। সমস্ত ভাল চামড়াই নূন দিয়া সুরক্ষিত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে চর্ম্ম অবিকৃত রাখিবার প্রধান সুবিধা এই যে, নূন যে কোন স্থানে পাওয়া যায় বলিয়া সহজেই প্রয়োগ করা যায়, এবং যতদিন শুকাইবার ব্যবস্থা করা না যায়, ততদিন একটি ঝোড়ার মধ্যেও অনায়াসে রাখিয়া দিতে পারা যায়, এবং তাহাতে চামড়ার কোন ক্ষতি হয় না।

চামড়া ছাড়ান হইয়া গেলে পর, গুঁড়া নূন উহার উপর ছড়াইয়া দিবে। তারপর মাথাটি মুড়িয়া ল্যাজটি ও পাগুলি ভিতর দিকে মুড়িয়া দিবে। অতঃপর দুই পার্শ্বের চামড়া মুড়িয়া সেইটিকে একটি পুঁটুলির মত করিতে হইবে। ইহা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, নূন গলিয়া তরল হইয়া গেলেও উহার মধ্য হইতে পড়িয়া যাইবে না। তাহার পর উহা ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া দিলেই হইল।

লবণের যে কেবল বীজাণু মারিবারই শক্তি আছে তাহা নহে, তাহা ছাড়া লবণের দ্বারা সুন্দররূপে চামড়া রক্ষা করা যায়। চামড়া ছাড়াইয়া ফেলিবার পর উহাতে শতকরা ৭০।৮০ ভাগ জল থাকে। লবণ সেই জল টানিয়া লইয়া প্রত্যেক তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাতে কোনরূপ বীজাণুর প্রবেশ করিবার পথ থাকে না। কারণ বীজাণু জলকে অবলম্বন করিয়াই চর্ম্ম আক্রমণ করে, কিন্তু লবণ থাকার জন্য তাহার গতিবিধি রুদ্ধ হইয়া যায়। চামড়া হইতে চর্ব্বি এবং মাংস সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না করা হইলে বীজাণু কর্তৃক চামড়া আক্রান্ত হইয়া উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার ফলে লোম খসিয়া যাইবে।

চর্ম্মে লবণ দেবার ১২ঘণ্টা পরে, উহা যখন তরল হইয়া আসিবে, তখন তরল পদার্থ ফেলিয়া দিয়া ছুরির সাহায্যে চাম্‌ড়াখানি বেশ করিয়া চাঁছিয়া নূতন করিয়া নূন দিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে, নূন আর গলে না, তখন চামড়াখানি শুকাইবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহার পর উহা শুকাইয়া লইলেই হইল।

পশুর গা হইতে চাম্‌ড়া ছাড়াইয়া লইয়াই নূন দেওয়া উচিত, তাহাতে নূনের কাজ খুব দ্রুত হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে নূন লাগাইলে চাম্‌ড়ার রক্ত শুকাইয়া যায়, এবং উহার কাজ ধীরে ধীরে হয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি নূনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নুনও প্রচুরভাবে ব্যবহার করা উচিত। চর্ম্মের কোন কোন স্থানে রক্ত শুকাইয়া গেলে, তাহা ছুরি দিয়া তুলিয়া ফেলিবে।

লবণের সহিত ফটকিরি ব্যবহার করিলে চামড়া খুব ভাল হইবে। কারণ চামড়া ট্যান করিতে ফটকিরির সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। কার্ব্বনিক এসিড বা আর্সেনিক সাবানের সহিত যখন উহা ব্যবহৃত হয়, তখন উহা চর্ম্মের উপর অতি সামান্যই কাজ করে। একখানি কাগজ যতটা পুরু, চর্ম্মের উপরিভাগে ততটুকু পর্য্যন্ত উহার কার্য্য প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা যখন লবণের সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন উহা লোমের গোড়া পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। অর্দ্ধেক লবণ এবং অর্দ্ধেক ফটকিরি ব্যবহার করিলে প্রকৃত পক্ষে চামড়াখানি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্যান করা হইয়া যায়। তাহার পর উহা টানিয়া শুকাইলেই হইল। ইহার আর একটা সুবিধা এই যে, কেবল লবণ ব্যবহার করিলে উহা যখন গলিয়া যায়, তখন ফেলিয়া দিতে হয়, কিন্তু ফটকিরি ব্যবহার করিলে তাহা করিতে হয় না। বর্ষাকালে বা স্যাঁতস্যাতে দিনে ফটকিরি ও লবণ ব্যবহারই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা।

জন্তু শীকার করিতে গেলে চর্ম্ম—গুলির আঘাতেই হউক, বা বর্ষা-কিরিচের দ্বারাই হউক—গর্ত্ত হইয়া যায়। চামড়া কাঁচা থাকিতে থাকিতেই সেলাই করিয়া লইতে হইবে, এবং সেলাই মাথার দিক হইতে ল্যাজের দিকে হওয়া উচিত, অর্থাৎ ডান দিক হইতে বাম দিকে সেলাই করিলে, ভুল করা হইবে।

চর্ম্ম কেমন করিয়া সহজ উপায়ে রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা বলিলাম। এই উপায়ে অনেকেই জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে এমন কি কোন বাঙ্গালা নাই, যে এই পথ অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের একটা নূতন পথ দেখাইয়া দিতে পারে?

# ডেনমার্কের সমবায় পদ্ধতি

ইয়োরোপের মানচিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ডেনমার্ক একটি ছোট দেশ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দেশের অধিবাসীদের অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমপরায়ণতা যে কি বিরাট, তাহার সংবাদ কয়জন বাঙ্গালী রাখে? দেশের এই দুঃসময়ের দিনে বাঙ্গালী যদি তাহাদের পন্থা অনুসরণ করে, তাহা হইলে অতি সত্বর তাহাদের অবস্থারও প্রতিকার হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা ডেনমার্কের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কে জিনিষ সরবরাহের জন্য প্রথম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি শ্রমিকদিগকে বাজার দরে জিনিষ সরবরাহ করিয়া যে লাভ করিতেন, তাহা তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। উহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ডেনমার্কের অধিবাসীরা আরও নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। ইহার ফলে বর্ত্তমানে সারা দেশময় জিনিষ সরবরাহের জন্য প্রায় ২০০০ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ সমিতি যে কেবল সহরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,

তাহা নহে, গ্রামেও এইরূপ নানা সমিতি আছে। এই সকল সমিতিতে যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ।

এই সমিতিগুলি যাহাতে পরস্পর সহযোগিতা করে, সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির নাম "জয়েণ্ট এসোসিয়েসন অব ডেনমার্কস্ সাপ্লাই এসোসিয়েসন" (Joint Association of Denmark's Supply Association).

সরবরাহ সমিতিগুলিতে যে সকল জিনিষপত্রের প্রয়োজন, উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতি পাইকারী দরে সেই সকল জিনিষ ক্রয় করিয়া লইয়া ক্ষুদ্র সমিতিতে তাহা সরবরাহ করেন। কালক্রমে এই কেন্দ্রীয় সমিতির এরূপ উন্নতি হইল যে, উক্ত সমিতি নানা ব্যবসায়ের পত্তন করিলেন। উহার অধীনে এক্ষণে তামাক, চকোলেট, সাবান, মার্গারিণ, বাইসাইকেল, দড়ি, মোজা, গেঞ্জি, জুতা, লৌহের কয়েক প্রকার জিনিষ এবং রাসায়ণিক দ্রব্যের ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। ১৯২১ সালে এই সকল ব্যবসায় হইতে আয় হইয়াছিল ১৭৫০০০০০০ ক্রোণার (১ ক্রোণার = সাড়ে তের আনা)।

পশুদের খাদ্য সরবরাহের জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির নাম "কো-অপারেটিভ ফডার ষ্টাফ পার্চেজিং এসোসিয়েসন" (Co-operative Fodder Stuff Purchasing Association)। বর্ত্তমানে ডেনমার্কে যে পরিমাণ পশুখাদ্য, অর্থাৎ খইল, ভুট্টা, যব প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক এই সমিতিই আমদানী করিয়া থাকে।

ডেনমার্কে কৃষকদের ছোট ছোট সমবায় সমিতি আছে। ৮০ হাজার কৃষক এই সকল সমিতির সভ্য। কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য,—যাহাতে কৃষকেরা অল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট সার পাইতে পারে, তাহার জন্য—এই সকল ছোট ছোট সমিতির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র সমিতির উপরে "ডেনিশ কো-অপারেটিভ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন" (Danish Co-operative Fertilizer Association) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনেই প্রায় সকল ক্ষুদ্র সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় সমিতি তাহাদের জন্য সার ক্রয় করিয়া ভাগ করিয়া দেন, আবার ক্ষুদ্র সমিতিগুলি কৃষকদের উহা ভাগ করিয়া দেন।

বীজ, ইন্ধন এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইবার জন্য নানা সমবায় সমিতি আছে।

ডেনমার্কের সাধারণ অধিবাসীদের উপকারের জন্যই সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু উহা একদিকে যেমন দেশের অধিবাসীদের মঙ্গল সাধন করিতেছে, অন্য দিকে নানা জিনিষও উৎপাদন করিতেছে। ডেনমার্কের সমবায় সমিতির ইহাই প্রধান বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত সমবায় সমিতিই আবার ডেয়ারি, কসাইখানা ও ডিম সংগ্রহের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "ডেনিশ কো-অপারেটিভ ডেয়ারি এসোসিয়েসন" (Danish Co-operative Dairy Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কোন একটি স্থানে কয়েকজন কৃষক সমবেত হইয়া ডেয়ারি প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু কেবল উদ্যোগ থাকিলেই ত আর কার্য্য হয় না। ডেয়ারি প্রতিষ্ঠা করিবার টাকা কোথায়? এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে। যখন কোন স্থানে কৃষকেরা ডেয়ারি প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হয়, তখন স্থানীয় ব্যাঙ্কে তাহাদিগকে টাকা ধার দিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া যাওয়ার ফলে ডেনমার্কে এক্ষণে ১৪০০০ কো-অপারেটিভ

ডেয়ারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সারা ডেনমার্কে যে পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৮০ ভাগ এই ডেয়ারীতে উৎপাদিত হয়। প্রতি বৎসরে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ ৩৫০০০০০ টন ( ১ টন= ২৭ মণ )। একবার ভাবিয়া দেখুন সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিয়া ডেনমার্ক কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায়, সে দেশের প্রত্যেক মানুষটি হইতেছে জীবন্ত মানুষ। প্রাণের আবেগে তাহারা ভাদ্রের ভরা নদীর মত দুকূল উর্ব্বর করিয়া অগ্রসর হয়। আর বাঙ্গালী যেন কোন মতে জীবন্মৃত অবস্থায় জীর্ণ দেহখানি মৃত্যুর দ্বারে অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যায়। যদি নিতান্তই কিছু করে, তাহা হইলে বক্তৃতা-বাজীর দ্বারা দেশের দুঃখ মোচনের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়। হায়রে দুর্ভাগা বাঙ্গালী! পাশ্চাত্য জগতের কৌৎসিত্যটুকুই কেবল গলাধঃকরণ করিতেছ, এবং সাহিত্যে ও চিত্রে তাহাই উদ্গীরণ করিয়া বাহবা লইতেছ। কিন্তু যেখানে তাহারা প্রকৃত মানুষ, যে শক্তির বলে আজ তাহারা জগৎ সভায় বরেণ্য, সে শক্তির, সে চিত্তবৃত্তির, সে মনোভাবের অনুকরণ করিতে, উৎকর্ষ সাধন করিতে ত দেখি না। দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল বাঙ্গালী পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তবুও বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিল না। কিন্তু জাপান পঞ্চাশ বৎসর মাত্র তাহাদের সাহচর্য্যে থাকিয়া কি অসম্ভব উন্নতিই না করিল ইহাতেও যদি বাঙ্গালীর চোখ না খুলে, তাহা হইলে খুলিবে কবে?

বলিতেছিলাম ডেয়ারির কথা। বাঙ্গলা দেশে ইহার যে কি বিরাট অভাব, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পচা পানা পুকুরের সাদা জল বাঙ্গালার সহরে দুধ বলিয়া বিক্রীত হয়, আর বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাই পরমানন্দে পান করিয়া থাকেন। এ কথা যে তাহাদের অপরিজ্ঞাত, তাহা নহে। কিন্তু এমনি তাহারা নিশ্চেষ্ট ও অলস যে, তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করা আজও তাহাদের ঘটিয়া উঠিল না। অথচ যদি দুগ্ধ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে এক দিকে দুগ্ধ সমস্যা, অন্য দিকে কতক পরিমাণে বেকার সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। কিন্তু কথায় বলে, মানুষবিশেষ নাকি ধর্ম্মের কাহিনী শুনে না। বাঙ্গালীর হইয়াছে তাহাই। চাকরির কাহিনী তাহাদের বলিলে তাহারা কাণ পাতিয়া শুনিবে। কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের কথা বলিলে, তাহা তাহাদের কাণের মধ্যে প্রবেশও করে না। এমনই অধঃপতন!

ডেয়ারির কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি; আবার ডেনমার্কের ডেয়ারিতে আসা যাক। যে সকল কৃষক ডেয়ারির সভ্য, তাহারা তাহাদের দুধ আনিয়া ডেয়ারিতে প্রদান করে। এই দুগ্ধে যে পরিমাণ মাখন বর্ত্তমান থাকে, সেই অনুপাতে তাহাদিগকে দুধের দাম দেওয়া হয়। তা'ছাড়া ডেয়ারিতে দুধ আনিতে যে খরচ পড়ে তাহাও ডেয়ারি হইতে প্রদান করা হয়। ডেয়ারিতে যে মাখন উৎপাদিত হয়, তাহার শতকরা ৩০ ভাগ "বাটার এক্সপোর্ট এসোসিয়েসন" (Butter Export Association) বিদেশে রপ্তানি করেন।

সমবায় প্রণালী অনুসারে ৪৬টি কষাইখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কষাইখানার অধিকাংশ মাংসই ইংরাজদের নিকট বিক্রয় করা হয়। কষাইখানা যে কেবল পশু বধ করিয়াই ক্ষান্ত তাহা নহে, পশুদের উন্নতির জন্যও উহাদের চেষ্টার অন্ত নাই।

ডিম সংগ্রহের জন্য পাঁচশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি এবং একটি কেন্দ্রীয় সমিতি আছে। মোট সভ্য সংখ্যা ৫০ হাজার। প্রত্যেক সভ্য তাহার ডিমের গায়ে ষ্ট্যাম্প মারিয়া দিতে বাধ্য; কারণ যদি ডিম সম্বন্ধে কেহ কোন অভিযোগ উপস্থিত করে, তাহা হইলে ডিমের মালিককে সহজেই পাওয়া যাইবে।

পশু রপ্তানির জন্য "জয়েন্ট ক্যাটল এক্সপোর্ট এসোসিয়েসন" (Joint Cattle Export Association) নামক একটি সমিতি আছে। এই সমিতির অধীনে আরও অনেকগুলি ছোট ছোট সমিতি আছে। এই সমিতির সভ্যেরা আপন আপন জিলার বাহিরে কোনও পশু নিজেই বিক্রয় করিতে পারে না, এই সমিতির মারফতে বিক্রয় করিতে হয়। সপ্তাহে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন থাকে, সেই দিনে সমিতিকে পশু বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। সমিতি উচিত মূল্যে পশু ক্রয় করিয়া লইয়া, কমিশন হিসাবে কিছু গ্রহণ করেন, অতঃপর সমিতি বেশী দরে উহা বিক্রয় করেন। কোন্ সভ্য সমিতির মারফতে কতগুলি পশু বিক্রয় করিল, সমিতি তাহার একটা হিসাব রাখেন। বৎসরের শেষে যাহা লাভ হয়, সভ্যদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যিনি যত সংখ্যক পশু সমিতির মারফতে বিক্রয় করেন, তিনি সেই অনুপাতে লাভের অংশ পাইয়া থাকেন।

ডেনমার্কে সকল ক্ষেত্রেই সমবায় প্রণালী অনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। কৃষি-বিভাগে এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যেখানে সমবায় প্রণালী অনুসৃত হয় নাই। কল, কারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, জয়েন্ট ষ্টক্, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্তই সমবায় প্রণালী অনুসারে চলিতেছে। সম্প্রতি সমবায় প্রণালী অনুসারে জাহাজের কারখানা চালাইবার আয়োজন চলিয়াছে।

সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিলে যে কি বিপুল লাভবান হইতে পারা যায়, তাহা ডেনমার্ক মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। তাই তাহারা সকল ব্যাপারেই সমবায় প্রণালী অনুসরণ করিতেছে। বাঙ্গালীরও আজ সমবায় প্রণালীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

অন্নসমস্যা, বেকারসমস্যা বদন ব্যাদন করিয়া বাঙ্গালীকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে। চাষীরা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, তবুও দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, কিন্তু পাটের কারখানা করিয়া সাহেবেরা ১০০৲ টাকার সেয়ারে দুইশত টাকা লাভের অংশ দিয়া থাকে, অথচ পাট উৎপাদন করিয়া সারা বৎসরের পেটের খোরাকও কৃষক জুটাইতে পারে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার কৃষকদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা নাই। আজ যদি তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসে, আজ যদি তাহারা সমবেত হইয়া পাটের দর নিরূপিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে কলওয়ালা ত তাহাদের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়ে। বাঙ্গলা দেশ ভিন্ন সারা দুনিয়ায় আর কোথাও পাট জন্মে না। তাহারা যদি সমবেতভাবে পাটের দর নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বলে, 'এই নির্দ্দিষ্ট দরে পাট যদি ক্রয় করিতে পার, তাহা হইলে বিক্রয় করিব, না হইলে নহে', তাহা হইলে সকল কলওয়ালাকেই ঘাড় হেঁট করিয়া সেই দরে পাট কিনিতে হইবে। সমবায় প্রণালী অনুসারে যদি কৃষকদিগকে মিলাইতে পারা যায়, তবেই উহা সম্ভব, নহিলে নহে।

পাটের উল্লেখ করিয়াই কেবল সমবায় প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই উহার প্রয়োজন আছে। সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ডেনমার্ক সম্পদশালী, আয়ারলণ্ড অন্নসমস্যার সমাধান করিয়াছে; বাঙ্গালীই কি শুধু পড়িয়া থাকিবে?

# কাঠের পালিশের ব্যবসায়

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

## নকল ইবনি

১। ইবনি কাঠের নকল প্রস্তুত করিতে হইলে, এক গ্যালন ভিনিগার, ২পাউণ্ড লগউডের নির্য্যাস ও আধ পাউণ্ড সবুজ কোপারাস, সিকি পাউণ্ড চায়না ব্লু এবং ২ আউন্স নাটগাল লইয়া আগুণে চড়াইতে হইবে। সমস্ত জিনিষগুলি একত্রে মিশ্রিত হইয়া গেলে, ভিনিগারে ইস্পাত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে দ্রাবণ প্রস্তুত হইবে, তাহার আধ পাইট উল্লিখিত মিশ্র পদার্থে ঢালিয়া দিতে হইবে। সাধারণ কাঠে ইহা লাগাইলেই ইবনি কাঠের নকল প্রস্তুত হইবে।

২। ৮ আউন্স গল-আপেল, ৩ আউন্স লগউডের নির্য্যাস, ২ আউন্স ভিট্রোল, ২ আউন্স ভারডিগ্রিস, ১ গ্যালন জল এবং আধ পাইট লৌহ দ্রাবণ (ভিনিগারে ইস্পাত চূর্ণ মিশাইয়া যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে লৌহ দ্রাবণ বা Iron solution বলে) মিশাইয়া যে মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহা কাঠে লাগাইয়া, নকল ইবনি প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

৩। আধ পাউণ্ড লগউড, ৩ কোয়ার্ট জল এবং ১ আউন্স মুক্তা ভস্ম গরম করিয়া, গরম থাকিতে থাকিতে লাগাও। অতঃপর আধ পাউণ্ড লগউড ২ কোয়ার্ট জলে ফুটাইয়া আধ আউন্স ভারডিগ্রিস ও আধ আউন্স কোপারাস মিশাইয়া, আধ পাইট লৌহ দ্রাবণ মিশাইতে হইবে। ইহার দ্বারা জমি প্রস্তুত হইবে; কিন্তু কাল রঙ গাঢ় করিতে হইলে, বার্ণিসের সহিত ফ্রাঙ্কফোর্ট ব্ল্যাক বা ভূষা কালি মিশ্রিত করিতে হইবে।

৪। লগউডের টুক্‌রা ৮ আউন্স, কোপারাস আধ আউন্স লইয়া প্রথমে ১ গ্যালন জলে লগউডের টুকরা আধ ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ কর। তাহার পর কোপারাস মিশ্রিত কর। গরম থাকিতে থাকিতে কাঠে দুই তিন বার লাগাও। বার্ণিস করিবার সময় বার্ণিসের সহিত একটু কাল রঙ মিশাইও।

৫। পাইন বা এইরকম কোন কাঠের উপরিভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইলে, গ্লু-সাইজের (Glue-size) সহিত কোন রকম কাল রঙ মিশাইয়া লাগাইতে হইবে। যদি ইহাতে কাঠের আঁশ উঠে, তাহা হইলে শিরিশ কাগজ ঘসিতে হইবে। যখন কোন কাল রঙের কাঠ শিরিশ কাগজ দিয়া ঘষিতে হয়, তখন শিরিশ কাগজে সামান্য একটু তিসির তৈল মাখাইয়া লইলে ভাল হয়। পালিশ করিবার সময় ভুষা মিশ্রিত সাদা পালিশ ব্যবহার করিবে। যখন শেষ পোঁছ পালিশ লাগাইবে, তখন শুধু সাদা পালিশ ব্যবহার করিবে।

## বাষ্পের সাহায্যে নকল করিবার প্রণালী

(Fumigation)

নিম্নে যে প্রণালীর কথা লিখিত হইতেছে, তাহাকে fumigation বা বাষ্পের সাহায্যে নকল করিবার প্রণালী বলা হয়। ইহার দ্বারা খারাপ কাঠের আকৃতি উৎকৃষ্ট করিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে বর্ণও গাঢ় হয়।

সাধারণতঃ মেহগনি এবং ওক কাঠের ক্ষেত্রেই এই প্রণালী অবলম্বিত হয়। ইহাতে অল্প বয়সী গাছের কাঠের বর্ণ বেশী বয়সী গাছের কাঠের বর্ণের অনুরূপ হয়।

প্রথমে একটী কাঠের বাক্সের তলায় একটি পাত্রে করিয়া তরল এমোনিয়া রাখিয়া, বাক্সের মধ্যে কাঠের আসবাবটী পুরিয়া, এয়ার টাইট করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রণালীতে কাঠের বর্ণ উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে, ৯ফুট লম্বা, ৬ ফুট উচু, ৩॥ ফুট চওড়া একটি বাক্সের জন্য আধ পাইট তরল এমোনিয়া হইলেই চলিবে। ইহার প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহাদ্বারা কাঠের আঁশ উঠিয়া পড়ে না।

এই প্রণালীতে যে কোন কাঠের বর্ণ গাঢ় করিতে পারা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, এক টুকরা কাঠ লইয়া এমোনিয়ার শিশির মুখে কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, কাঠের রঙ সামান্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই প্রণালীতে কাঠের রঙ উন্নত করিতে পারা যাইবে। বড় করিয়া পরীক্ষা করিতে হইলে, বড় পাত্রে এমোনিয়া ঢালিয়া বড় কাঠ দিয়া পাত্রের মুখ কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। কিছুক্ষণ এইরূপ চাপিয়া ধরিয়া থাকিবার পর যদি রঙের পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা হইলেই পরীক্ষা সফল হইল।

এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য নিখুঁত করিতে হইলে কাঠে যেন কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বা হাতের দাগ না লাগিয়া থাকে। যে কাঠ বা কাঠের আসবাবটীর রঙ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যদি সে কাঠ বা কাঠের আসবাবটী অত্যন্ত বড় হয়, এবং উহার অনুরূপ বাক্স না থাকে,তাহা হইলে ছোট একটি ঘর বাক্সের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাতে বাষ্প বাহির হইয়া না যায়, তজ্জন্য ঘরের সকল ফাঁক কাগজ দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যে ওক কাঠে এই প্রণালী অবলম্বিত হয়, সেই ওক কাঠ ওয়াক্স পলিশ ( wax polish ) দিয়া পালিশ করা হয়। কিন্তু ফ্রেঞ্চ পালিশ ও বার্ণিস ব্যবহার না করিবার কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন ওক কাঠের এমোনিয়ার দ্বারা কিছুই হয় না। এই প্রণালীতে যে কাজ পাওয়া যায়, অন্য উপায়ে যদি সেই কাজই পাওয়া যায়, তাহা হইলে fumigation প্রণালী অবলম্বন না করাই শ্রেয়ঃ।

কারুকার্য্যের জন্য এনিলিন রঙ ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসারেও কারুকার্য্য অনুরঞ্জিত হয়।

**ষ্টেন উড**—১ কোয়ার্ট স্পিরিট, ৭ আউন্স টিউমরিক্ চূর্ণ, ১॥ আউন্স গ্যাম্বোজ।

**গাঢ় বেগুনি বা চকোলেট**—আধ পাউণ্ড ম্যাডার, সিকি পাউণ্ড কষ্টিক, সিকি পাউণ্ড ড্রাগন্স ব্লাড, ১ আউন্স সোডা—এই পদার্থগুলি ৩ পাইট স্পিরিটে মিশাইতে হইবে।

**বেগুনি**—১ পাউণ্ড লগউডের টুকরা, সিকি পাউণ্ড মুক্তা ভস্ম, ২ আউন্স নীল, ৩ পাইট জল বেশ করিয়া ফুটাও। গরম বা ঠাণ্ডা যে কোন অবস্থায় উহা লাগাইতে পারা যায়।

**ধূসর**—ভিনিগার বা জলে কোপারাস মিশাইয়া ম্যাপেল কাঠকে ধূসর বর্ণের করিতে পারা যায়। ইহাতে একটু সবুজ আভা থাকে।

**সবুজ**—১। গরম ভিনিগারে ভারডিগ্রিস বা গরম জলে দানাযুক্ত ভারডিগ্রিস (Crystals of Verdigris) দিতে হইবে। ইহাতে সামান্য একটু নীলও দেওয়া যাইতে পারে। প্রয়োজন মত দুই তিনবার লাগাইতে হইবে। ইহা যত গরম হইবে, রঙ ততই গাঢ় হইয়া ধরিবে, এবং তত গভীরভাবে উহা কাঠের মধ্যে প্রবেশ করিবে।

২। টিউমারিক সিদ্ধ করিয়া তাহার জল স্পঞ্জের সাহায্যে কাঠে লাগাইতে হইবে। তাহার পর প্রুসিয়ান ব্লু লাগাইলেই হইল।

**নীল**—নীল রং করিতে হইলে ডাইলিউট সালফিউরিক এসিডে নীল মিশাইয়া একটু হোযাইটিং

দিতে হইবে। কিম্বা ভিনিগারের সহিত চায়না ব্লু মিশাইয়াও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

**ব্রাউন**—ভ্যানডাইক ব্রাউন সিকি পাউণ্ড, খানিকটা পোড়া সিয়েনা, ১পাউণ্ড সোডা, ২কোয়ার্ট জলে মিশাইয়া কুড়ি মিনিট সিদ্ধ কর। ইহা যত বার কাঠে লাগাইবে, সেই অনুপাতে ফিকে রঙের ওক, গাঢ় রঙের ওক বা ওয়ালনাটের রং হইবে।

**হলদে**—১। ইয়োলো ওকার বা লিমন ক্রোম গ্লু সাইজের সহিত মিশাইতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে ইহা লাগাইতে হইবে। বেশী লাগান হইলে ন্যাকড়া দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। শুষ্ক হইলে সূক্ষ্ম কাচবর্ণের শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিতে হইবে স্পিরিট বা অয়েল বার্ণিস দিয়া কাজ শেষ করিয়া ফেল।

২। কাঁচা সিয়েনা জলে দিয়া একটুখানি সাইজ উহার সহিত মিশ্রিত কর। তাহার পর স্পঞ্জে করিয়া সিয়েনা এবং সাইজ একটুখানি লইয়া,যতক্ষণ না শুকাইয়া যায়, ততক্ষণ ঘসিতে হইবে। অতঃপর চার্চ্চ ওক বার্ণিস দিয়া বার্ণিস করিতে হইবে।

৩। পৌনে দুই পাইট জলে চূর্ণ কোচিনিয়াল ২ আউন্স দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাইয়া, কাঠে লাগাইতে হইবে। শুকাইয়া গেলে, পৌনে দুই পাইট জলে ক্লোরাইড অব টিন ১ আউন্স ও টার্টারিক এসিড আধ আউন্স মিশাইয়া যে দাবণ প্রস্তুত হইবে, তাহা লাগাইতে হইবে।

৪। গরম জলে বা মেথিলেটেড স্পিরিটে টিউমারিক এসিড মিশাইয়া হলদে রঙ করিতে পারা যায়। টিউমারিক এসিডের পরিমাণ কম বেশী করিলে বর্ণেরও তারতম্য হইবে।

৫। পরিশ্রুত জল বা বর্ষার জল মিশান নাইট্রিক এসিডের দ্বারা কাঠকে হলদে করিতে পারা যায়।

৬। পিক্রিক এসিড বা এনিলিন ইয়োলো বার্ণিসের সহিত মিশাইয়া কাঠে লাগাইলেও হলদে রঙ হয়।

৭। গরম জলে সোডা দিয়া উহার সহিত ইয়োলো ওকার বা ক্রোম ইয়োলো মিশাইতে হইবে। ইহার দ্বারাও বেশ রঙ হয়।

৮। বারবেরি গাছের গোড়া এবং ডাল-পালা গরম জলে সিদ্ধ করিলে, সস্তায় কাঠকে হলদে রঙে রঞ্জিত করিতে পারা যায়।

**চেরি**—১। ১ কোয়ার্ট স্পিরিট অব টার্পেনটাইন, ১ পাইট বার্ণিস, ১ পাউণ্ড শুষ্ক পোড়া সিয়েনা—এইগুলি একত্রে মিশাইয়া বুরুস দিয়া লাগাও। পাঁচ মিনিট থাকিবার পর ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া ফেল। ইহা শুকাইতে ১২ ঘণ্টা লাগে।

২। ৩ আউন্স বিসমার্ক ব্রাউন ১ গ্যালন ফুটন্ত জলে মিশাও। অতঃপর উহাতে এক গিল ভিনিগার মিশাও। ঠাণ্ডা হইলে উহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

৩। ১ গ্যালন জলে ১ পাউণ্ড স্পেনিশ এনাটো (Spanish annatto) মিশাইয়া ফুটাইতে হইবে। উহাতে ১ আউন্স কন্‌সেনট্রেটেড পটাশ দিতে হইবে। মৃদু উত্তাপে যে বাষ্প বাহির হয়, তাহাতে বেশ গাঢ় রঙ হয়।

ইহা ছাড়াও আরও অনেক ফরমুলা দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু যাঁহারা কাঠের রঙ পালিশে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন, নানা বিভিন্ন রঙের সমাবেশে নানা বিভিন্ন রঙ উৎপাদিত হয়। উল্লিখিত অনেকগুলি ফরমুলার পদার্থের পরিমাণের কথা বলা হয় নাই। তাহার কারণ যাঁহার যেরূপ গাঢ় বা ফিকে রঙের প্রয়োজন, তিনি সেই অনুপাতে পদার্থগুলি মিশাইবেন।

যে কোন রঙ করা হউক না কেন, যে কাঠ রঙ করা হইবে, প্রথমে সেই কাঠের এক টুকরা উহাদ্বারা রঙ করিয়া দেখা উচিত। এখানে একটু, সেখানে একটু, এরূপ ভাবে রঙ লাগাইতে নাই, তাহাতে কাঠে ছাপ ছাপ রঙ হয়।

অভিজ্ঞ পালিশকারকেরা কেবল রঙ করার উপরই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে না। পালিশ বা বার্ণিশ করিবার সময়ও তাহারা রঙের যেটুকু বাকী থাকে, তাহা সারিয়া লয়। তবে যাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই, তাহাদের এই পন্থা অবলম্বন না করাই শ্রেয়ঃ।

কাঠের মধ্যে কারুকার্য্যখচিত স্থান রঙ করিতে হইলে, যে স্থান রঙ না করা হইবে, সেই স্থানে শক্ত সাদা পালিশ লাগাইতে হইবে। তাহার পর রঙ লাগান উচিত। রঙ শুকাইয়া গেলে, যে বার্ণিশ লাগান হইয়াছিল, তাহা থাকা সত্ত্বেও পালিশ লাগাইবে। এক কোট পালিশ লাগাইবার পরও যদি পালিশ অপেক্ষা বার্ণিস উঁচু হইয়া থাকে, তাহা হইলে শিরিশ কাগজ দিয়া উহা ঘসিয়া ফেলিতে হইবে।

দুই রকম উপায়ে কাঠে রঙ করা হয়। প্রথমতঃ, কাঠখানিকে এক দিন জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, তাহার পর উহাকে রঙ করা হয়। ইহাতে রঙ গভীর ভাবে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সকল স্থানে সমান ভাবে রঙ ধরে। দ্বিতীয়তঃ, কাঠের উপরিভাগই কেবল রঙ করা হয়। ইহাতে কাঠ জলে ডুবাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কখন কখন আসবাবের রঙ এবং পালিশ তুলিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে পটাশ দিয়া ধুইয়া ফেলা হইত। এখন এক বালতি চূণের জলে ২ পাউণ্ড সোডা ফেলিয়া বুরুস দিয়া লাগাইতে হইবে। উহা বার বার লাগাইয়া রঙ এবং পালিশ নরম করিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাতে ছুরি বা ঐরূপ কোন জিনিষের সাহায্যে তুলিয়া ফেলা যায়। রঙ এবং পালিশ তোলা হইলে, সোডার জল দিয়া উহা ধুইয়া ফেলিতে পারা যায়। অতঃপর এক কোয়ার্ট জলে এক আউন্স অক্‌জেলিক এসিড মিশাইয়া তাহার দ্বারা ধুইয়া ফেলিয়া ভিনিগার লাগাইতে হইবে। এইবার শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিতে হইবে। যদি রঙ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা যেন গাঢ় এবং গরম হয়। এই রঙ তরল এমোনিয়া, মুক্তা ভস্ম বা অল্প পরিমাণ বাইক্রোমেট অব পটাশ দিয়া প্রস্তুত করা উচিত। ভ্যানডাইক ব্রাউন ও তরল এমোনিয়া একটু জলের সহিত মিশাইয়া ওয়ালনাট রঙ করা যাইতে পারে। ইহা কাঠে অন্ততঃ দুইবার লাগাইতে হইবে। ইচ্ছা করিলে তরল এমোনিয়ার পরিবর্ত্তে মুক্তা ভস্মের দ্রাবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেহগনির রঙ করিতে হইলে দগ্ধ সিয়েনা মিশাইলেই হইবে। যদি আসবাবটি মেহগনি কাঠের হয়, তাহা হইলে বাই-ক্রোমেট অব পটাশের দ্রাবণের সহিত ভ্যানডাইক ব্রাউন মিশাইয়া উহাতে লাগাইলেই বর্ণ গাঢ় হইবে। ইহার দ্বারা রঞ্জিত কাঠ পালিশ করিবার পূর্ব্বে পালিশের সহিত একটু রঙ মিশ্রিত করিয়া যদি পালিশ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে অত্যন্ত সুদৃশ্য হয়। যে যতই সতর্ক হইয়া কাজ করুক, অনেক সময় দেখা যাইবে, রঞ্জিত আসবাবের রঙ ভালরূপে তুলিতে পারা যায় নাই, ছাপ ছাপ রঙ ফুটীয়া উঠিয়াছে। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ফিকে স্থানে রঙ লাগাইয়া গাঢ় করিতে হইবে। এরূপ করিতে হইলে, ১ ভাগ পালিশের সহিত ৩ ভাগ স্পিরিট মিশাইতে হইবে। যে রঙের আসবাব, প্রয়োজন মত সেই রঙ উহার সহিত মিশাইয়া তুলি করিয়া লাগাইলেই সমস্ত স্থানটী সমভাবে রঞ্জিত দেখাইবে। যাঁহারা পালিশ লাগাইতে পারেন না, তাঁহারা নিম্নলিখিত ভাবে বার্ণিস প্রস্তুত করিয়া লাগাইলেও ভাল ফল পাইবেন। —পাত গালা ৪ আউন্স, স্যাণ্ডারাক ৪ আউন্স, ম্যাষ্টিক ১ আউন্স, পেল রজন ২ আউন্স, ভেনিস টার্পেনটাইন ১ আউন্স, কর্পূর আধ আউন্স, মেথিলেটেড স্পিরিট ১॥ পাইট।

যে কাঠ বা আসবাব হইতে রঙ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাকে পুনর্ব্বার রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া ফেল, ও ভিনিগার লাগাও। শুকাইয়া গেলে গরম গদ বা পেটেণ্ট সাইজ মাখাও।

যদি ওয়ালনাট রঙ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বার্ণিস ও টার্পিস সমান পরিমাণে মিশাও, এবং বার্ণ্ট্ আম্বার ও তৈলে মিশাইয়া লাগাও। হলদে রঙ করিতে হইলে, কাঁচা সিয়েনা দিয়া রঙ করিতে হইবে। শুকাইয়া গেলে, যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে আর এক কোট লাগাইতে পারা যায়। তাহার পর দুই কোট চার্চ্চ ওক বার্ণিস লাগাও।

---

# সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী

গরমের জন্য দ্বিপ্রহরে প্রাণ যখন আই ঢাই করিতে থাকে, তখন এক গ্লাস ভাল সিরাপ খাইলে অনেকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। এই তৃপ্তিটুকুর সুযোগ লইয়া সিরাপের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় চলিতেছে। শুধু যে এখানকার ব্যবসায়ীরা সিরাপের ব্যবসায় ফাঁদিয়া গ্রীষ্মকালে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন তাহা নহে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু লাখ লাখ টাকার সিরাপ এখানে আমদানী হইয়া থাকে। বিলাতী সিরাপের আমদানী দেখিয়া মনে হয়, এখনও বহু দেশী ব্যবসায়ীর অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষেত্র এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে আমরা কয়েক প্রকার সিরাপ প্রস্তুতের প্রণালী লিপি-বদ্ধ করিতেছি।

কিরূপে সিরাপ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গোড়ার কয়েকটি কথা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম কথা হইতেছে, যে ফলের সিরাপ প্রস্তুত করা হয়, সেই ফলের সুগন্ধটুকু বজায় রাখাই ফলের সিরাপ প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ, উৎকৃষ্ট আখের চিনি এবং উৎকৃষ্ট তাজা ফল সিরাপ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করাই উচিত। খারাপ চিনি এবং বেশী পাকা ফল ব্যবহার করিলে সিরাপ গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা; সুতরাং চিনির রস প্রস্তুত করিবার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি দৈবক্রমে রস বেশী ফুটিয়া যায়, তাহা হইলে জল মিশাইয়া আবার ফুটাইয়া লওয়া উচিত। সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে রস বা প্লেন সিরাপ (plain syrup) কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

এক পাউণ্ড পরিষ্কার আখের চিনি আধ পাইট জলে বেশ করিয়া গুলিয়া আগুণে চড়াইতে হইবে। কয়েক মিনিট ফুটিবার পর সমস্ত চিনি যখন জলের সহিত মিশিয়া যাইবে, তখন আগুন হইতে উহা নামাইয়া গাঁজলা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর ২২২ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে রস ফুটাইতে হইবে। ফুটান শেষ হইলে ফ্লানেলে উহা ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে ছিপি আঁটিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। ইহাকে প্লেন সিরাপ ওয়ান (plain syrup I) বলে। প্লেন সিরাপ টু (plain syrup II) প্রস্তুতের প্রণালী প্লেন সিরাপ ওয়ান প্রস্তুতের অনুরূপ। তবে ইহা ২১৫ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে ফুটানো দরকার।

## আদার সিরাপ

এক পাইট প্লেন সিরাপে কয়েক ফোটা আদার এসেন্স (essence of ginger) মিশাইয়া খানিকটা

ক্যারামেল রঙ (caramel colouring) মিশাইতে হইবে। ঠাণ্ডা অবস্থায় বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিলেই আদার সিরাপ প্রস্তুত হইয়া গেল।

## লেবুর সিরাপ

আধ পাইট প্লেন সিরাপ প্রস্তুত করিয়া রাখ। সিকি পাইট লেবুর রস একটি পাত্রে থিতাইতে দাও। কিছুক্ষণ পরে লেবুর রসের উপর সরের মত পড়িবে। উহা তুলিয়া ফেলিয়া ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। এই-বার প্লেন সিরাপে লেবুর রস মিশাইয়া আস্তে আস্তে ২২২ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। ফ্লানেল ব্যাগের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে।

## কমলা লেবুর সিরাপ

লেবুর সিরাপ যে প্রক্রিয়ায় করিতে হয়, ইহাও সেই প্রণালীতে করিতে হইবে। কেবল লেবুর রসের পরিবর্ত্তে কমলা লেবুর রস ব্যবহার করিতে হইবে।

## কমলা-ফুলের সিরাপ

এক পাইট প্লেন সিরাপ লইয়া ২৯০ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে উহা ফুটাও। তাহার পর উহাতে আধ পাইট কমলা-ফুলের জল (orange flower water) ঢালিয়া দিয়া দু'এক মিনিট ফুটাও। গাঁজলা তুলিয়া লইয়া ফ্লানেল ব্যাগের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও। ঠাণ্ডা হইলে বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হইবে।

## বাদামের সিরাপ

এক পাইট মিষ্ট বাদাম এবং ৪ আউন্স তিক্ত বাদাম লইয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লও। অতঃপর হামানদিস্তার সাহায্যে, বাদামগুলি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেল। দুইটি লেবুর রস, এক আউন্স গাম এরেবিক (gum arabic) এবং আধ পাইট জল মিশ্রিত কর। সকল পদার্থগুলি একত্র মিশাইয়া কাদার মত হইয়া গেলে, উহাতে আবার আধ পাইট জল মিশ্রিত কর। অতঃপর উহা ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত ২ পাউণ্ড ভাল আখের চিনি মিশাও। উহা কয়েক মিনিট আগুনে ফুটাইবার পর চিনি গলিয়া গেলে, গাঁজলা তুলিয়া ফেলিবে। যতক্ষণ সিরাপ ঠাণ্ডা না হয়, ততক্ষণ নাড়িতে থাক। অতঃপর ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে একটু কমলা-ফুলের জল (orange flower water) মিশাইয়া বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখ।

# জলের দ্বারা ফলরক্ষার প্রক্রিয়া

অনেক রকম উপায়ে ফল রক্ষা করা যাইতে পারে; তন্মধ্যে বোতলে পুরিয়া ফল রক্ষা করাই সবচেয়ে সহজ উপায়। বিশেষতঃ, বোতলে ফল রক্ষা করিবার জন্য যাহার যন্ত্র-পাতির ব্যবস্থা আছে, তাহার পক্ষে ইহা অতি সামান্য ব্যাপার। বোতলে ফল রক্ষা করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহা থার্ম্মমেটর সংযুক্ত একটি ষ্টেরিলাইজার (steriliser)। কিন্তু ইহা না হইলেও চলে। জল ফুটাইবার একটি বড় পাত্র এবং প্রশস্ত মুখওয়ালা বোতল হইলে কাজ হইতে পারে।

ফল রক্ষা করিতে হইলে বোতল-ভালরূপে পরিষ্কার

করা দরকার, এবং ফলগুলি উত্তম ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, কিন্তু ফল যেন অতিরিক্ত পরিপক্ক না হয়। বোতলের মধ্যে যতদূর সম্ভব টাইট করিয়া ফল ভরিতে হইবে, এবং উহাতে জল দিয়া ছিপি বা ঢাকনি দিতে হইবে। ছিপি বা ঢাকনি বেশী টাইট করিয়া দেওয়া উচিত নয়। রবার ব্যাণ্ড লাগাইবে না।

বোতলে যে ফল বা সব্জী রক্ষা করা হইবে, তাহা শক্ত রাখিবার জন্য জলের সঙ্গে অল্প একটুখানি লবণ বা ফটকিরি মিশাইতে পারা যায়। ফল বা সব্জীর স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষা করিবার জন্য খানিকটা মিছরিও মিশাইতে পারা যায়।

যদি জল ফুটাইবার জন্য ষ্টেরিলাইজারের পরিবর্ত্তে একটি সাধারণ পাত্র ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পাত্রের তলায় কাঠের কুচি বা খড় বিছাইয়া দেওয়া উচিত। পাত্রে বোতল বসাইবার সময় যাহাতে বোতলগুলি পরস্পরের সহিত ঠেকিয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বোতলের গায়ে খড় জড়াইয়া দিলেই ভাল হয়; তাহা হইলে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইলেও, বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রথমে বোতলগুলি পাত্রটিতে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর বোতলের তিনভাগ যাহাতে ডুবিয়া থাকে, সেই পরিমাণ জল ঢালিতে হইবে। এইবার পাত্রটিতে ধীরে ধীরে ১৭০ ডিগ্রী ফ্যারেনহিট্ উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে দেড় ঘণ্টা উত্তাপ প্রয়োগ করিবার পর একটু একটু করিয়া ১০ কি ১৫ ডিগ্রি উত্তাপ কমাইয়া দিতে হইবে। বোতলে ফল পুরিয়া ফলের অবস্থা অনুসারে দুই তিন ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে। অতঃপর এক একটি করিয়া বোতল তুলিয়া লইয়া, রবার ব্যাণ্ড আঁটিয়া ঢাকনি দিয়া, আবার উহাকে গরম জলে বসাইতে হইবে। পাঁচ মিনিট গরম জলে থাকিবার পর কাপড় বা কাঠের উপর রাখিয়া দিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা এইরূপভাবে থাকিবার পর ক্লিপ (clip) খুলিয়া বোতলটির মাথা ধরিয়া তুলিতে হইবে। যদি কোন জলবিন্দু (moisture) বোতলের উপরিভাগে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বোতল এয়ার টাইট (air tight) হইয়াছে। তাহা না হইলে আবার পূর্ব্বপ্রক্রিয়ার অনুসরণ করিতে হইবে।

সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়ায়ই বোতলে ফল রক্ষা করা হয়। তবে কোন কোন ফল রক্ষা করিতে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়।

সব্জী রক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে উহা কয়েক মিনিট জলে ফুটাইয়া লইতে হয়। তাহার পর বোতলে ভরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পন্থা অনুসরণ করিলেই সব্জী সুরক্ষিত করা হয়।

এপ্রিকট বোতলে করিয়া রক্ষা করিতে হইলে, বেশী পাকা নয় এইরূপ হলদে এপ্রিকট সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া বীচি বাহির করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ না নরম হয়, ততক্ষণ ফুটাইয়া ঠাণ্ডা জলে ফেলিতে হইবে। অতঃপর খোসা ছাড়াইয়া বোতলে ভরিতে হইবে। কয়েকটি বীচি ভাঙ্গিয়া, ভিতরকার শাঁস বাহির করিয়া, কিছু বোতলে ফেলিতে হইবে। অতঃপর বোতলে সিরাপ অর্থাৎ চিনির রস দিয়া ছিপি দিতে হইবে। তৎপরে গালা দিয়া বোতলের মুখ আঁটিয়া দিলেই এপ্রিকট সুরক্ষিত করা হইল।

চিনির সাহায্যে ফল রক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমে ফলগুলির দুইদিক কাটিয়া ফেলিতে হইবে। জলে ধুইয়া ফলগুলি একধারে রাখিয়া দিতে হইবে। ঠাণ্ডা জলে চিনি দিয়া উহা গরম করিয়া সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইবে। সিরাপ ঠাণ্ডা হইলে ফল দিয়া দশ মিনিট আগুণে ফুটাইতে হইবে। অতঃপর উহা মাটির পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। পরদিন ফল

এবং সিরাপ পৃথক করিয়া, সিরাপ ২১৭ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। রস যখন ফোঁটা ফোঁটা ফেলিলে সুতার মত পড়িবে, তখন বুঝিতে হইবে সিরাপ প্রস্তুত হইয়াছে। উহাতে ফল দিয়া আবার দশ মিনিট ফুটাইতে হইবে। তৎপরে শুষ্ক পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া, ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিলেই চিনির মধ্যে ফল সুরক্ষিত করা হইল।

এপ্রিকট যে উপায়ে বোতলে রক্ষা করা হয়, পিচ ফলও সেই উপায়ে বোতলে রক্ষা করিতে পারা যায়।

উপরে যে সকল প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হইল, সাধারণতঃ সেই উপায়েই সকল ফল রক্ষা করিতে পারা যায়। যে ফল রক্ষা করা হইবে, তাহা যেন বেশী পাকা না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

## বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যৎ বাণী

বৈজ্ঞানিক কি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তাহা জানেন কি? বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হাজার বৎসর পরে নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের মাথায় টাক পড়িয়া যাইবে। স্ত্রী-পুরুষের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না। সুতার বা পশমের একখণ্ড বস্ত্র সকলের নগ্নতা নিবারণ করিবে। কাপড় পরিয়া আপনার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করা অপেক্ষা আপনাকে রেডিও শক্তি গ্রহণের উপযোগী করিয়া তোলাই কাপড় পরার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ, কি তাহারও অধিক সময়, ঘুমাইয়াই কাটিয়া যায়। তখন মানুষ আর ঘুমাইবে না—নিদ্রা অতীতের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইবে। বোতাম টিপিলেই সম্মুখে খাদ্য আসিয়া হাজির হইবে, এবং নলের সাহায্যে তাহা মুখ-গহ্বরে আসিয়া পড়িবে। সমস্ত খাদ্যই কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত হইবে, এবং তাহা সস্তায় পর্য্যাপ্ত মিলিবে। শীতকালের দারুণ শীতে কাঁপিতে হইবে না, কিম্বা শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কয়লা কিনিয়া আগুণ করিতে হইবে না। বড় বড় কারখানায় সূর্য্যালোক প্রস্তুত হইয়া, শীতকালের শীত বিদূরিত করিবে।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রফেসার এ. এম, লো (Professor A. M. Low) তাঁহার "ভবিষ্যৎ" (The Future) নামক পুস্তকে বলিতেছেন, "আমার এই ভবিষ্যৎবাণী স্বপ্নের খেয়াল বলিয়া মনে করিবেন না। মানবের সভ্যতা যে পথে যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহা অনুশীলন করিয়া আমার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহারই উপর ইহার ভিত্তি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বেতার বার্ত্তা স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা বাস্তব জগতের এক অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। সেদিন এক গজ দূরেও বেতার-বার্ত্তা প্রেরণ অসম্ভব ছিল, কিন্তু আজ মঙ্গল গ্রহে, চন্দ্রে বেতার বার্ত্তা প্রেরণের আয়োজন চলিতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে কি না হইতে পারে?"

অতঃপর তিনি বলিতেছেন, "প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদেরা মানবমনের কার্য্য অনুশীলন করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন যে, নিদ্রা যাইয়া মানুষ সময় ও শক্তির অপব্যবহার করে। মৌমাছি ও পিপালিকারা কখনও নিদ্রা যায় না। মানুষ বৃথা কেন নিদ্রা যাইয়া সময় নষ্ট করিবে? মস্তিষ্কের এবং দেহের কোষগুলিকে নূতন শক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য মানুষ

নিদ্রা যায়। যে জীবনীশক্তি মানব জীবনকে জিয়াইয়া রাখে, তাহা বৈদ্যুতিক প্রবাহের একটা রূপান্তর মাত্র। যদি এমন কোন উপায় বাহির করা যায়, যাহার দ্বারা দেহের যে শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়, তাহা পূরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ঘুমাইবার প্রয়োজন হয় না। ধরুণ, একটী রেডিও যন্ত্র বাতাস হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া দেহে সঞ্চারিত করিল। তা'হলে ঘুমাইয়া জীবনের তিনভাগের একভাগ সময় বৃথা নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইবে কি?"

প্রফেসার লো মনে করেন, হাজার বৎসর পরের মানুষ যে বস্ত্র পরিধান করিবে, রেডিও শক্তি গ্রহণ করিবার জন্য তাহাতে ধাতুর সংমিশ্রণ থাকিবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় দেহ যখন অবসন্ন হইয়া আসিবে, তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তাহার ক্লান্ত দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত করা হইবে।

ভবিষ্যৎ কালের নরনারী এরূপ কাপড় পরিধান করিবে যে, রাত্রে তাহারা যদি নৃত্য করিয়া আমোদ উপভোগ করে, তাহা হইলে দেহের বস্ত্র ইথার হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে। বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীলোকেরা যেমন মুখে লোম, অর্থাৎ দাঁড়ি-গোপ অপছন্দ করে, ভবিষ্যৎ যুগের নারীরাও তেমনি মাথার চুল সৌন্দর্য্যের হানিকর বলিয়া মনে করিবে। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকার দেহেই একেবারে চুল থাকিবে না। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষের দেহে যত চুল দেখা যাইত, এখনকার লোকের দেহে তাহা অপেক্ষা অনেক কম চুল দেখা যায়, এবং সেদিনকার অপেক্ষা বর্ত্তমানে বেশী টাক পড়া লোক দৃষ্ট হয়। বানরের মত আদি মানবের সর্ব্বদেহ লোমাবৃত ছিল, কিন্তু ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের লোমের পরিমাণ কমিয়া কমিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উহা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে; বর্ত্তমানে যেরূপ টাক পড়া পুরুষ দেখা যায়, সেইরূপ টাক পড়া স্ত্রীলোক দেখা যাইবে।

সে দিন আকাশে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উড়ো জাহাজ উড়িবে। বর্ত্তমানে এই নিখিল বিশ্বে যে বিপুল অন্তর্নিহিত (potent) শক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকেরা উড়ো জাহাজ পরিচালনে সেই শক্তি নিযুক্ত করিবেন। সেদিনকার ঘড়ি বর্ত্তমানের ঘড়ি অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত হইবে—উহাতে আবহাওয়ার সকল রকম পরিবর্ত্তন ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে সমস্তই জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্বেই আবহাওয়ার অবস্থা জানিতে পারা যত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়, তখন কিন্তু তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইবে না। কারণ বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াকে আপনার আয়ত্তে আনিয়া, শীত ঋতু একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। কৃত্রিম সূর্য্যালোক সম্বন্ধে পরীক্ষা বর্ত্তমানেই অনেক অগ্রসর হইয়াছে। যে সকল রোগ পূর্ব্বে মুক্ত প্রাঙ্গনে চিকিৎসা করা হইত, এক্ষণে কৃত্রিম সূর্য্যালোক সেই সকল রোগের চিকিৎসা হইতেছে। স্থানে স্থানে বড় বড় কারখানা প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যালোক এবং উত্তাপ বিস্তার করা হইবে। তাহাতে বৈজ্ঞানিক ইচ্ছামত হাওয়া গরম রাখিতে পারিবেন।

উত্তাপ উৎপাদনের জন্য যে কেন্দ্র হইবে, সেই কেন্দ্র হইতে উত্তর সুমেরু প্রদেশেও উত্তাপ সঞ্চারিত করা হইবে। তাহার ফলে এই স্থানে লোক বসবাস করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহাদের খাদ্যের সংস্থান হওয়া চাই ত, নহিলে এখানে তাহারা থাকিবে কেমন করিয়া? সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না—বৈজ্ঞানিক তাহার উপায় করিয়া রাখিবেন; বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মেরু প্রদেশের উষর ভূমি উর্ব্বর হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে সেখানকার আকাশ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সেদিন বৈদ্যুতিক প্রবাহে মেঘমালা বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশ নির্ম্মুক্ত

হইবে। তদ্ভিন্ন এখানে এমন সব ফসল ফলান হইবে, যাহা আজ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

ভবিষ্যৎ যুগের অধিবাসিদের আহারের জন্ত প্রত্যেক বাড়ীতে আর হাঁড়ী চড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। আজ যেমন টালার ট্যাঙ্ক হইতে প্রত্যেক বাড়ীতে জল সরবরাহ হইয়া থাকে, ভবিষ্যৎ যুগেও ঠিক তেমনি ভাবে প্রতি গৃহে নলের সাহায্যে আহার সরবরাহ হইবে। বোতাম টিপিয়া নলে মুখ দিলেই হু হু করিয়া খাদ্য আসিয়া মুখ-গহ্বরে পতিত হইবে।

বিদ্যুতের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন, তাঁহারা বিদ্যুতের সাহায্যে ফসল ফলাইতে পারিবেন। মানবের খাদ্য কোন্ কোন্ মূল উপাদানে গঠিত, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধান পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকল উপাদান একত্রিত করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা আশা করেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেনই, এবং তাহার ফলে খাদ্য সস্তা হইয়া যাইবে। উদ্ভিদ দিনের আলোয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রাত্রে বৃদ্ধি পায় না। বিজ্ঞানের সাহায্যে রাত্রেও উহারা বৃদ্ধি পাইবে। তাহার ফলে আজ যে ফসল বৎসরে একবার উৎপন্ন হয়, তাহা বৎসরে দুইবার উৎপন্ন হইবে। প্রফেসার লো বলিতেছেন, ইতিমধ্যেই শস্য ফলনের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে। ধান, তূলা প্রভৃতি গাছে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের ফসল প্রদানের শক্তি শত করা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার যে আরও উন্নতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

আজ সংবাদপত্র পাঠ করিয়া দেশ বিদেশের সংবাদ জানিতে হয়, তখন কিন্তু আর উহার প্রয়োজন হইবে না। হাতল ঘুরাইলেই জগতের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ঘটনা চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, ছবিই কথা কহিয়া সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিবে।

বেতার যন্ত্রের দ্বারা ছবি প্রেরণের ইতিমধ্যেই যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে নয়ন সমক্ষে বিশ্বের যত কিছু ঘটনা উদ্ভাসিত হইয়া ওঠা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

আজ যে সকল রোগ মানব জীবনকে প্রপীড়িত করিয়া তুলে, ভবিষ্যতের সেই কাল্পনিক যুগে তাহা সহজেই আরোগ্য হইয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকদের সাধনা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের কল্পনা সফল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ইতিমধ্যে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে সহজেই মনে হয়, একদিন যাহা কল্পনা ছিল, সাধনার বলে আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের মত বৈজ্ঞানিকেরা—

"যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

# নূতন লিমিটেড্ কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৫ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং ১৯২৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে সকল লিমিটেড্ কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে, গত শ্রাবণ মাসের কাগজে আমরা তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি; ঠিক উক্ত সময়ের মধ্যে যে সকল নূতন লিমিটেড্ কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই মাসের কাগজে নিম্নে আমরা তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

| | ১৯২৪-২৫ | | ১৯২৫-২৬ | |
|---|---|---|---|---|
| কোম্পানীর বিবরণ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
| **১। ব্যাঙ্ক ঋণদান, বীমা—** | | | | |
| (ক) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান— | | | | |
| (১) ব্যাঙ্ক | ৩৩ | ২৪৭৯৫০০০৲ | ৪৪ | ৯৩৭৫০০০৲ |
| (২) ঋণদান | ১৭ | ১০৪০০০০৲ | ৪৭ | ৩৫০৫০০০৲ |
| (৩) ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট | ৩ | ১০৩৫০০০৲ | ৬ | ৯৫২০০০০৲ |
| (খ) বীমা— | | | | |
| (১) জীবন, অগ্নি ও জাহাজ বীমা | ৫ | ১৭২০০০০৲ | ১ | ১০০০০০০৲ |
| (২) প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স | ৬ | ৩০০০০০৲ | ১ | ২০০০০৲ |
| (৩) বিবিধ | ১ | ১০০০০০০৲ | ১ | ৫০০০০০৲ |
| **২। যান বাহন—** | | | | |
| (ক) নৌযান | ৪ | ২০০০০০০৲ | ৫ | ৯৩০০০০০৲ |
| (খ) রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে | ১ | ৫০০০০০৲ | ২ | ২১০০০০০৲ |
| (গ) মোটর সংক্রান্ত | ৮ | ২৮৯৫০০০৲ | ২১ | ২৩২০০০০৲ |
| (ঘ) বিবিধ | ১ | ১০০০০০৲ | ১ | ২০০০০৲ |
| **৩। উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায় ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়—** | | | | |
| (ক) মিউচুয়াল ট্রেডিং এসোসিয়েসন | ১ | ২০০০০৲ | ... | ... |
| (খ) ছাপাখানা ও ষ্টেসনারি | ৩৬ | ৬৬৮৫০০০৲ | ২৫ | ৬২৮৭০০০৲ |
| (গ) রাসায়নিক পদার্থ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসায় | ৭ | ১৪৪০০০০৲ | ৭ | ১০৮০০০০৲ |

| কোম্পানীর পরিমাণ | ১৯২৪-২৫ | | ১৯২৪-২৬ | |
|---|---|---|---|---|
| | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
| (ঘ) লোহ, ইস্পাত, ও জাহাজ নির্ম্মাণ | ২ | ৩০০০০০৲ | ৪ | ৩৫০০০০৲ |
| (ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং | ১০ | ১৮৭০০০০৲ | ৪ | ৪৫০০০০৲ |
| (চ) চামড়ার ব্যবসায় | ৪ | ১৯৪৯০০০৲ | ৩ | ৩২০০০০৲ |
| (ছ) গ্যাস, জল, ইলেকট্রিক লাইট, টেলিফোন | ৮ | ৫৫৫০০০০৲ | ৬ | ৪৮৫০০০০৲ |
| (জ) পাথর, সিমেন্ট, চুণ ও বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য অন্যান্য জিনিসের ব্যবসায় | ২ | ১৭০০০০৲ | ২ | ৩৫০০০০৲ |
| (ঝ) বরফ ও সোডা লিমনেড প্রভৃতির ব্যবসায় | ৬ | ২৩৫০০০০৲ | ৩ | ১২০০০০০৲ |
| (ঞ) এজেন্সি | ৯ | ৭৭৭০০০৲ | ১১ | ১৩৫৪০০০৲ |
| (ট) বাতি, সাবান প্রভৃতির ব্যবসায় | ৫ | ২৫০০০০৲ | ৪ | ৫৭১০০০৲ |
| (ঠ) পিতল ও তামার পাত্রের ব্যবসায় | ৩ | ১৩০০০০০৲ | ... | ... |
| (ড) দেশালাই | ৫ | ২৪২০০০০৲ | ৮ | ৩৩৫৬০০০৲ |
| (ঢ) অন্যান্য | ৯৬ | ২৯১৭৫০০০৲ | ১৩১ | ২৪৭৩০০০০৲ |
| **৪। কলকারখানা—** | | | | |
| (ক) কাপড়ের কল | ১৩ | ১৪৪৯০০০০৲ | ১৩ | ১৮৭৫০০০০৲ |
| (খ) তুলা, ধুনা, গাইট বাঁধা প্রভৃতির ব্যবসায় | ৬ | ৪২৫০০০০৲ | ৩ | ৮২৯০০০৲ |
| (গ) পাটের কল | ... | ... | ২ | ৩০,০০০০০৲ |
| (ঘ) পাটের গাঁইট বাঁধাই কল | ... | ... | ১ | ৫০০০০০০৲ |
| (ঙ) পশম, সিল্ক প্রভৃতির কল | ২ | ৩০০০০০৲ | ... | ... |
| (চ) কাগজের কল | ১ | ১০০০০০৲ | ... | ... |
| (ছ) চালের কল | ৫ | ৩৫০০০০৲ | ৯ | ৮৪২০০০৲ |
| (জ) ময়দার কল | ৩ | ৬৫১০০০৲ | ১ | ১০০০০০৲ |
| (ঝ) করাত এবং কাঠের কল | ... | ... | ১ | ৭৫০০০০৲ |
| (ঞ) তৈলের কল | ৩ | ৬৫১০০০৲ | ৩ | ১৩৫০০০০৲ |
| (ট) অন্যান্য কল | ৪ | ১২০০০০০৲ | ৬ | ৬৫০০০০৲ |

| কোম্পানীর বিবরণ | ১৯২৪-২৫ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৪-২৫ মোট মূলধনের পরিমাণ | ১৯২৫-২৬ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৫-২৬ মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **৫। চা, রবার ইত্যাদি—** | | | | |
| (ক) চা | ১৮ | ৬৫০১০০০৲ | ২৩ | ৮৬৪৯০০০৲ |
| (খ) রবার | ১ | ৫০০০০৲ | ৩ | ১৯২০০০০৲ |
| (গ) বিবিধ | ১২ | ৯০৬০০০৲ | ১২ | ১০০৮৬৯০০০৲ |
| **৬। খনি সংক্রান্ত—** | | | | |
| (ক) কয়লা | ১৩ | ৮৩৭৭০০০৲ | ৭ | ৩০৫০০০০৲ |
| (খ) ম্যাঙ্গানিজ | ... | ... | ১ | ৪০০০০০০৲ |
| (গ) পেট্রোল | ১ | ২৫০০০০৲ | ১ | ৪৫০০০০০৲ |
| (ঘ) বিবিধ | ২ | ৭০০০০০৲ | ১ | ৩০০০০০৲ |
| **৭। জমিদারী ও বাড়ী নির্ম্মাণ সংক্রান্ত ব্যবসায়** | ১০ | ৬১৫১১০০০৲ | ১৪ | ৫৬৭২৮০০০৲ |
| **৮। চিনির কারখানা—** | ৮ | ৭৪০০০০০৲ | ... | ... |
| ৯। হোটেল, থিয়েটার প্রভৃতি | ৮ | ৫৮০০০০৲ | ১৯ | ৪৮৮৭০০০৲ |
| ১০। অন্যান্য কোম্পানী | ৮ | ৭১৬০০০৲ | ৫ | ৩৮৯০০০৲ |
| মোট ... | ৪১১ | ২০৯৩৭১০০০৲ | ৪৭৩ | ৩০০০০৪০০০৲ |

এই সকল লিমিটেড কোম্পানীর মধ্যে

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বাঙ্গলার অংশ | ১৫১ | ৪৮৩৬৭০০০৲ | ২৪১ | ১৬৩৬১৮০০০৲ |
| মান্দ্রাজের ,, | ৬৯ | ১৮২৯৭০০০৲ | ৫৮ | ১২৮৫৮০০০৲ |
| বোম্বায়ের ,, | ৬৬ | ৮৪৩৩৯০০০৲ | ৫১ | ৮৯১৯২০০০৲ |
| যুক্ত প্রদেশের | ২২ | ১০৪৮৪০০০৲ | ২১ | ৩৫৬০০০০৲ |
| বিহার ও উড়িষ্যার | ৯ | ২৪২০০০০৲ | ৮ | ১৯৫২০০০৲ |
| পাঞ্জাবের ,, | ২৬ | ১০২৭৫০০০৲ | ২৩ | ৪১৭৫০০০৲ |
| দিল্লীর ,, | ১৩ | ৯১৪০০০০৲ | ১৪ | ১৮৩০০০০৲ |
| ব্রহ্মদেশের | ১৫ | ৪০২১০০০৲ | ১৭ | ৯৬৯০০০০৲ |
| মধ্য প্রদেশের | ৪ | ১১৫০০০০৲ | ২ | ৪০৪০০০০৲ |
| আসামের | ৬ | ৯১৮০০০৲ | ৭ | ১৮২০০০০৲ |
| আজমীর মেবারের | ১ | ৪০০০০০৲ | ১ | ২০০০০৲ |
| কুর্গের | ... | ... | ১ | ২০০০০৲ |

| কোম্পানীর বিবরণ | ১৯২৪ ২৫ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৪ ২৫ মোট মূলধনের পরিমাণ | ১৯২৫-২৬ কোম্পানীর সংখ্যা | ১৯২৫-২৬ মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| মহীশূরের | ১০ | ২৯০০০০০৲ | ৪ | ৭০০০০০৲ |
| ত্রিবাঙ্কুরের | ৮ | ১৫২১০০০৲ | ১৬ | ৪৩১৯০০০৲ |
| হাইদ্রাবাদের | ১ | ৪২৯০০০৲ | ৫ | ৯৬০০০০৲ |
| বরদার | ১০ | ২৯০০০০০৲ | ৪ | ৭০০০০০৲ |

---

# তোৎলামি প্রতিকারের স্কুল

গড্ডালিকা প্রবাহে গা এলাইয়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের একটা মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউনিভারসিটির চাপরাশ লইতে হইবে—এই যে বাঙ্গালীর ছেলের মনের একটা দারুণ আকাঙ্ক্ষা, উহার তাড়নায় তাহারা গড্ডালিকা প্রবাহে চলিয়াছে,—আর চলিয়াছে,—এ চলার আর বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই, হল মার্কা পাইয়া কি করিবে, তাহার ভাবনা নাই, ভবিষ্যতে অন্নের সংস্থান কিরূপে হইবে, তাহার চিন্তা নাই, অভিভাবকের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া ইউনিভারসিটির পাশের মায়া-মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাহারা ছুটিয়াছে। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই ব্যাপার।

ইউনিভারসিটির পাশের পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া যখন তাহারা জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা দেখে যে, ব্যাপার গুরুতর। গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যদি তাহারা কোন বিশেষ পথ অবলম্বন করিত, তাহা হইলেও বুঝিতাম, বাঙ্গালীর ছেলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাহারা সেই চির অভ্যাসিত পথে গড্ডালিকা প্রবাহে ছুটিয়া চলে, অফিসে অফিসে বড় বাবু ও বড় সাহেবের পদলেহন করিতে। দু একটা ছেলে ছিটকাইয়া কোনমতে মেডিকেল কলেজের খোঁয়াড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেও, গড্ডালিকা গতি পুরামাত্রায় তাহাদের মধ্যে বিরাজ করে।

ডাক্তার হইয়া, প্রথমতঃ, কলিকাতা সহরে গুঁতাগুতি করিবেই, অথচ ভাল ডাক্তারের অভাবে পল্লীগ্রামে হাজার হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় এবং কুচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্রাণ থাকিতেও তাহারা সেদিকে ঘেঁসিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক গবেষণার ধার দিয়াও তাহারা চলে না।

তৃতীয়তঃ, সকলে নাড়ী টিপিয়াই ডাক্তারি করিয়া যায়, কোন একটা বিশেষ বিভাগে পারদর্শিতা লাভের জন্য তাহাদের না আছে আকাঙ্ক্ষা, না আছে আগ্রহ।

কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে আমরা কি দেখি? তাহারা

প্রত্যেকেই আপন আপন বৈশিষ্টটুকু ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নাড়ী হয়ত টিপে, কিন্তু তাছাড়াও মৌলিক গবেষণা দ্বারা, বিশেষ বিশেষ রোগের অনুশীলনের দ্বারা, আপন সত্বার বিকাশ সাধন করে, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। বিশেষ বিশেষ দিক দিয়া এই যে আপনাকে বিকাশ করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া মানবজীবনকে কেমন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারা যায়, যাহাদের দৈহিক কোন কোন দোষ ত্রুটি আছে, কেমন করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টায় তাহারা আপনার অবসর ও সুযোগ নিয়োগ করিয়া থাকে। এমনিভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহারা অস্ত্র-চিকিৎসায় কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করিয়াছে, তাহার সামান্য সংবাদও যাহারা রাখেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। অস্ত্রপ্রয়োগ নৈপুণ্যের ফলে খাঁদা নাক টিকোলো হইয়া উঠিতেছে, বিশ্রী মুখ সুশ্রী আকার ধারণ করিতেছে, এবং অসম্ভবকে সম্ভব ও সহজসাধ্য করিয়া তুলিতেছে। সম্প্রতি বিলাতের অনেক ডাক্তার তোৎলামির প্রতি-কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের সকল স্থানের বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ শিশুদের তোৎলামির প্রতিকার করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। সালফোর্ডের (Salford) প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের শিক্ষকদের নিকট হইতে জানা যায় যে, সেখানে ১৪২ জন ছাত্র তোৎলা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষ তাহাদের তোৎলামির প্রতিকারের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণী খুলিবার আয়োজন করিতেছেন।

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল কয়েক বৎসর ধরিয়া তোৎলামির প্রতিকারের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি উক্ত কাউন্সিলে কিরূপ কাজ হইতেছে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। উক্ত কাউন্সিলের ডাক্তার সি, জে, টমাস (Dr. C J. Thomas) সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিবার সময় তাঁহাকে বলেন, "কাউন্সিলের স্কুলগুলিকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে একটি করিয়া তোৎলামি প্রতিকারের স্কুল আছে। এই সকল স্কুলের শিক্ষকেরা সুন্দররূপে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রাজুয়েট। তাঁহাদের সকলকেই স্পিচ ক্লিনিকসে (Speech Clinics) এখানে সুন্দররূপে কথা কহিতে বা বক্তৃতা দিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনেককে সেন্ট টমাস হস্পিটালে (St. Thomas Hospital) যাইতে হয়।"

যে সকল বালক তোৎলা, প্রথমে তাহাদিগকে ডাক্তারে পরীক্ষা করে। তাহার পর তাহারা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্লাসে যোগদান করে। দেখা গিয়াছে, যখন বালকেরা তোৎলামি প্রতিকারের স্কুল ছাড়িয়া সাধারণ স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হয়, এবং বন্ধু-বান্ধবদের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে সুরু করে, তখন তাহাদের তোৎলামি অনেক ভাল হইয়া আসে।

ষ্টোয়ি হাউসে (Stowey House) আট হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকদের তোৎলামির চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসা কালে তাহারা বেশ আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু সকলেরই মানসিক বিকৃতি রহিয়াছে। তাহাদের বাল্যজীবনের যে কাহিনী জানা যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা সকলে বাল্যকালে স্নায়বিক বা দৈহিক আঘাত পাইয়াছে।

একটি ঘরে ডাক্তার জে, এন, ডবি (J. N. Dobby) বালকদিগকে পরীক্ষা করিতে ছিলেন। তিনি একটি ডেস্কের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মুখে একরাশি রেকর্ড কার্ড ছিল (Record cardএ বালকদের জীবনের ইতিহাস লেখা ছিল), এবং কয়েকজন বালক দাঁড়াইয়াছিল। প্রত্যেককেই বেশ উৎসাহ দিয়া তিনি কথা কহিতেছিলেন। তিনি একজনকে বলিলেন, "বল, ব্রিটিশ কনস্‌টিটিসন (British Constitution)।" বালক অনেক তোৎলাইয়া, অনেক মুখভঙ্গী করিয়া অনেক

কষ্টে বলিল। তখন তিনি বলিলেন,

"আগে গভীর ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নাও। তারপর বল।"

বালক সেই উপদেশ পালন করিয়া সহজেই কথাটা বলিতে পারিল।

ডাক্তার বলিলেন, "তুমি নিজের চেষ্টায় অনেক উন্নতি করিয়াছ। এখন তোমার ছুটি। এই ছুটিতে তুমি বুসিতে (Bushey) গিয়া খোলা যায়গায় থাকিবে। তারপর তুমি এখানে এলে আবার যোগদান করবে, তখন তোমার আরও অনেক উন্নতি হবে।"

তোৎলামি প্রতিকার করিতে হইলে কেমনভাবে কথা কহিতে হইবে, কি ভাবে কথা কহিতে হইবে, এইরূপ উপদেশই বিশেষ প্রয়োজন, এবং তাহাতেই তোৎলামি আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ডাক্তার ডবির সম্মুখে যে সকল বালক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সকলেই ডাক্তারের সহিত বন্ধুভাবে কথা কহিতে লাগিল। তাহাদের সহিত কথা কহিয়া ডাক্তার ডবি কাহাকে কাহাকেও বলিলেন, যে, তাহার তোৎলামি আরোগ্য হইয়াছে। সার্টিফিকেট দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন, এবং বলিলেন, স্কুলে তাহারা যে সকল উপদেশ পালন করিত, বাড়ীতেও যেন তাহারা সেই সকল উপদেশ পালন করে, এবং পাঠ্য পুস্তক পড়িবার সময় যেন তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিলেন, "এখানে শতকরা ৭৫ জনের তোৎলামি একেবারে আরোগ্য হয়।"

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত ব্যায়ামের কতকগুলি ঘর আছে। তোৎলাদের গান গাহিতে এবং ছন্দবদ্ধ কথা বলিতে শিক্ষা দিয়া বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া তাহাদিগকে এমন সমস্ত খেলা খেলিতে দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা আপনা আপনি কথা বলিয়া ফেলিতে বাধ্য ও উৎসাহিত হয়।

এইরূপে আপনা আপনি কথা বলার ফলে তাহাদের তোৎলামি অনেক পরিমাণে আরোগ্য হইয়া আসে। তদ্ভিন্ন যে সকল জিনিষের সহিত বালকেরা ঘনিষ্টভাবে পরিচিত, সেই সকল জিনিষের খুব তাড়াতাড়ি নাম করিতে বলা হয়। এইরূপে তাড়াতাড়ি কথা বলিতে পারিলে বালকদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, তাহারাও ভালভাবে কথা বলিতে পারে। এই বিশ্বাসই তোৎলামি প্রতিকারের গোড়ার কথা। এই বিশ্বাস বালকের মনে না জাগিলে তোৎলামি আরোগ্য হইতে পারে না।

নিদ্রাহীনতার জন্য অনেকে তোৎলা হইয়া পড়ে। তাহাদের এই নিদ্রাহীনতার কারণ, তাহাদের দেহের পেশী শিথিল হয় না। সুতরাং অনেকের তোৎলামি আরোগ্য করিতে যাইয়া, তাহাদের মাংশপেশী যাহাতে শিথিল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রথমে পীঠের নীচে কিছু কাপড় দিয়া বালককে শোয়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তাহাকে সকল দেহ আলগা করিয়া দিতে বলা হয়। কয়েকদিন এইরূপ অভ্যাস করার ফলে সে তাহার মাংশপেশী শ্লথ করিয়া দিতে এমন নিপুণ হইয়া ওঠে যে, সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে।

দেহের অন্যান্য দোষ-ক্রটির সহিত তোৎলামির একটা সম্পর্ক আছে। দেখা গিয়াছে, যাহারা তোৎলা তাহাদের কাহারও হয়ত চোখ টেরা, কিম্বা দৃষ্টি শক্তির গোলমাল আছে, অথবা ডান হাত অপেক্ষা বাম হাত দিয়া সে বেশী কাজ করিতে পারে। অনেক তোৎলা বালকের মধ্যে মস্তিষ্কের দোষও দেখা যায়। একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যতগুলি মেয়ে তোৎলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা চারগুণ তোৎলা বালক আছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, তোৎলামির প্রতিকার করিবার জন্য পাশ্চাত্য জগতের ডাক্তারেরা কি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে ত

ভাবেই, অধিকন্তু ডাক্তারেরাও ভাবে, তোৎলামি আরোগ্য হইবার নয়; কিম্বা যদিই বা তাহারা জানে যে, তোৎলামি আরোগ্য হইতে পারে, এই নূতন পথে পা দিবার তাহাদের সাহস নাই। পাশ্চাত্য জগতের ডাক্তারেরা যে নিছক পরোপকারে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের তোৎলা ছেলেদের তোৎলামি আরোগ্য করিতে লাগিয়া গিয়াছে তাহা নহে, ব্যবসায়েরও ইহার একটা দিক আছে। তোৎলামি যদি আরোগ্য হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাদিগকে টাকা না দিবে কেন?

যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে মানুষ নিত্য নব নব পন্থা উদ্ভাবিত করিয়া আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর ছেলের প্রাণ নাই, প্রাণের বিকাশ নাই, তাই তাহারা অর্থোপার্জ্জনের পথ দেখিতে পায় না, তাই তাহাদের অন্ন জুটে না। তাহাদের এখানে একটা পথের ইঙ্গিত করিলাম, কাজে খাটাইবার ভার তাহাদের উপর।

# শিক্ষিত যুবকদের কুলী, মজুর ও ফেরিওয়ালার কাজ

যে দেশে শিক্ষিত যুবকদিগকে শিক্ষার পরিসমাপ্তির পর মজুরী অথবা কুলীগিরি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হয়, সে দেশের শিক্ষা এবং শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে দারুণ গলদ রহিয়াছে, এ কথা আর কাহাকেও কষ্ট কল্পনা করিয়া বুঝাইয়া দিবার দরকার করে না। অবশ্য ইউনিভারসিটি যাঁহাদের অন্নোপার্জ্জনের ক্ষেত্র এবং দরিদ্র গৃহস্থদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কাজের বিনিময়ে মাসে মাসে যাঁহারা হাজার দুই হাজার টাকা মাহিয়ানা মারিতেছেন, তাঁহারা অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির কোনও দোষ দেখিতে পাইবেন না; কিন্তু যে সকল গরীব ছেলে ইউনিভারসিটির ধাপগুলি অতিক্রম করিতে যাইয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, দুইমুঠা পেটের ভাতের যোগাড় করিতেও অক্ষম হইয়া, শেষে আত্মহত্যা করিতেছে, তাহারা এবং তাহাদের দেশবাসীরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে যে, বর্ত্তমান দেশকালপাত্রানুযায়ী এই শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যে দেশের যুবকদিগকে পেটের দায়ে কুলী হইতে হয়, সে দেশের শাসকেরাও যেমন নির্ল্লজ্জ, তেমনি সে দেশের শিক্ষা ও ব্যবস্থা যে সকল মহামানুষের হাতে ন্যস্ত আছে, তাহারাও তদ্রূপ অপদার্থ এবং অকর্ম্মণ্য। বেদ, উপনিষদ, গীতা, মন্ত্র, তন্ত্র ইত্যাদি আওড়াইয়া যেমন ব্রাহ্মণেরা শিষ্যদের নিকট হইতে চা'ল কলা এবং দক্ষিণা যোগাড় করেন, তেমনি ইংরেজের টোলরূপী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা মার্কা লইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহারাও দেশের যুবকদিগের নিকট ইংরাজী পুঁথি হইতে Physics, Chemistry ইত্যাদির বাঁধা বুলি আওড়াইয়া মোটা মোটা দক্ষিণা আদায় করিয়া থাকেন।

এ যুগের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে অনন্ত জ্ঞানের আকর বেদ, উপনিষদাদি গ্রন্থের ন্যায় একখানি গ্রন্থ কিম্বা তাহার উপযুক্ত ভাষ্যও এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। চা'ল, কলা দিয়া দেশের লোক কেবল অনুস্বার ও বিসর্গের আস্ফালনই শুনিতেছে, এবং টীকির নাচন দেখিতেছে। এই জন্য দেশের লোক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিতে সচরাচর যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। অপর পক্ষে,

যাঁহারা আজ ১৫০ বৎসর ধরিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য ইউনিভারসিটীরূপ বিরাট বিদ্যামন্দির খুলিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা তোতা পাখীর বাঁধা বুলি আওড়ান ছাড়া, অর্থকরী এবং ব্যবহারিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিখাইবার কি চেষ্টা বা আয়োজন করিয়াছেন, তাহার একটা—দোহাই তাঁহাদের অন্ততঃ একটা—দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিবেন কি?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Physics, Chemistry, ইত্যাদি শিখাইয়া, তাঁহাদের দেশের যুবকদের এমন করিয়া গড়িয়া তোলেন, যাহার ফলে সে দেশের লোক নিত্য নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া অর্থোপার্জ্জনের লক্ষ লক্ষ পন্থা বাহির করিতেছে। রেলগাড়ী, ষ্টিম লঞ্চ, মোটর বোট, টেলিফোন্, গ্রামোফোন্, এরোপ্লেন, টরপেডো, টেলিগ্রাফ, বিনাতারে সংবাদ, wireless গীতবাদ্য, টাইপ রাইটার, ছাপাখানার হ্যাণ্ড মেসিন, treadle মেসিন, রোটারী মেসিন, লিনো টাইপ, সাইকেল, মোটর কার, মোটর সাইকেল, ইলেক্ট্রিক্ ট্রাম, আটার কল, তেলের কল ইত্যাদি অর্থোপার্জ্জনের যে সকল লক্ষ লক্ষ রাস্তা রহিয়াছে, তাহার সবই পাশ্চাত্য দেশীয়েরা করিয়াছে, এবং করিতেছে; আর আমাদের হতভাগ্য দেশের হতভাগা যুবকগণ বুকে এম্, এস্ সি, ও পি, আর, এস্ এর তক্‌মা আঁটীয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে, এবং তাহাদের নিষ্ফল পাণ্ডিত্যের লজ্জাজনক অভিনয়ে জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইতেছে।

এই সকল গুরুর টোলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, তাঁহাদেরই ন্যায় বুকে ডিগ্রীর তক্‌মা ঝুলাইয়া, যে সকল যুবক জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, আত্মহত্যা না করিয়া, গতর খাটাইয়া, জীবিকার্জ্জন করিতেছে, আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, এবং দেশের বেকার যুবকদিগকে ইঁহাদের আদর্শ অনুকরণ করিতে বলি।

আমরা এখানে এইরূপ দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতার ভবানীচরণ দত্তের লেনে কয়েক জন যুবক বাসা করিয়া আছেন। একটী বি-এ পাশ, অন্যান্য সকলের কেহ আই-এ, কেহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকুরীর পশ্চাতে না ফিরিয়া, তাঁহারা এক অভিনব ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ফেরিওয়ালা হইয়াছেন। কখনও বা পটের ছবি বাঁধাইয়া বিক্রয় করিতেছেন, কখনও বা কাপড়, চাদর, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন। এই ফেরিগিরিতে তাঁহাদের খরচা বাদ মাসে প্রায় একশত টাকা উপার্জন হয়। তাঁহাদের পরিচিত কোনও ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তুমি পাশ করিয়া ফেরিওয়ালা হইলে!" তাহাতে যুবক উত্তর দেন—"পরের চাকর না হইয়া স্বাবলম্বনে স্বাধীন বৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছি, এ জন্য আমি গৌরব অনুভব করি। চাকুরী অপেক্ষা স্বাধীন বৃত্তি সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।"

অপর ঘটনাটী এই :—

বিক্রমপুরে বাড়ী, একটী ভদ্র-সন্তান বি-এ পাশ করিয়া বিধবা মাতা ও ভগ্নীর জীবিকা সংস্থানের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হন। পরিশেষে কলিকাতায় আসিয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া 'রিকসা' গাড়ী টানিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একখানি 'রিকসা' গাড়ী ভাড়া লইয়া সেই যুবক সারা রাত্রি 'রিক্সা' টানিয়া প্রত্যহ তিন টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন। ঐ যুবক কেন গাড়ী টানার নীচ কার্য্য করিতেছেন—এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, যুবক উত্তর দিয়াছিলেন,—"আমার মা-বোন অনাহারে মরিবে, আর আমি চাকুরী খুঁজিয়া বেড়াইব! পরপদলেহন অপেক্ষা এ স্বাধীন বৃত্তিকে আমি শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করি।"

# আহ্বান

( শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত )

ফিরে এসো পল্লীমাঝে
পল্লীমায়ের দুলাল সব,
আবার ঘরে উঠুক ফিরে,
ঘরের ছেলের কলরব ;
মায়ের পূজার আঙিনাটি
ঝাঁটিয়ে কর পরিষ্কার ;
কোথাও যেন ময়লা মাটি,
কিছুমাত্র রয়না আর !
ছিটাও পূত প্রীতির বারি
আজ যে পূজা মহোৎসব ;
এসো আমার মায়েয় ছেলে—
এসো আমার ভাইরা সব !
তরুর বীথির ছায়ার প্রীতি,
শান্তি দেবে হিয়ার পর,
ফুটবে নয়ন বুঝবে তখন,
কেবা আপন কেবা পর।

( ২ )

ঐ দেখ ভাই তোমার হেলাই
ভেঙে দিলে মায়ের বুক,
তাতেই জীর্ণ শরীর শীর্ণ,
অভাবকাতর মলিন মুখ !
মুছাও মায়ের অশ্রু রাশি,
ঘুচাও মায়ের দুঃখ সব,
দেখাও আবার সাধন বলে,
জাগ্‌তে পারে শ্মশান-শব !
স্পর্শ মণির পরশ দিয়ে,
সোনায় ভ'রে দাওনা ঘর,
ফুটাও মায়ের মুখের হাসি,
ঘরে এসো অতঃপর !
জাগাও আবার ভাই গুলিকে,
জানাও উষার আগমন,
চালাও তা'দের কর্ম্মপথে,
দাওনা প্রীতির আলিঙ্গন।

( ৩ )

ঐ দেখ ভাই, তার কিছু নাই,
ছিল যা' এ বাঙলা মা'র,
কোথায় স্বাস্থ্য কোথায় শক্তি,
কোথায় তেমন হাস্য আর ?
দীঘি পুকুর শুষ্ক এখন,
দারুণ গ্রীষ্মে নাই ত' জল,
শুষ্ক কণ্ঠে ছট্‌ফটানি,
এযে আত্ম কর্ম্মফল !
পল্লীবাসীর নাই সে হাসি,
সবাই এখন ম্রিয়মান,
ছোটেনা আর গোঠে ধেনু
বেণুতে আর নাই সে গান !
কলের মানুষ কলে চলে,
প্রাণের সাড়া পাইনা আর,
কোন্ পাপে আর কা'র শাপে আজ
পল্লী এমন অন্ধকার ?

( ৪ )

তেমনি আলোর তুফান তুলে
তেমনি উষাই রোজ আসে ;

তেমনি পাখীই গায় প্রভাতী,
তেমনি ক'রেই ফুল হাসে ;
তেমনি ক'রেই ভোরের পবন,
নাচিয়ে চলে ফুল-পাতা ;
তেমনি আসে শ্রীচরণের
পুলক পরশ প্রাণদাতা ;

কিন্তু এসব উপভোগের,
তেমনতর মানুষ নাই,
হৃদয় এখন শুষ্ক সবার,
অভাব ভরা জীবনটাই ;
তা'র উপরে নিত্য অভাব,
সৃষ্টি করি, দৃষ্টিহীন,
ধ্বংসলীলার তাণ্ডবে তাই
জাতির জীবন ক্রমেই ক্ষীণ।

( ৫ )

ঘরের ছেলে ঘরে এসো
খুলে পরের মোহ ফাঁস,
ভাইকে ডাক কাছে থাকো
ঘুচাও ভাইএর সকল ত্রাস।
আসছে ফিরে ঘরের ছেলে
পড়ল সাড়া চার পাশে,
ঐ দেখ তাই আকাশ বাতাস,
গেছে ভরে উল্লাসে।
বিলম্ব আর সয়না, গাছে—
পঞ্চমে পিক আবাহন,
প্রাণের পুলক রয়না চাপা
ভ্রমর করে গুঞ্জরণ ;
দোয়েল শ্যামা গান ধরেছে,
তান তুলেছে পাপিয়া.
পল্লী মায়ের আশার ভাষা,
রাখবে কে আর চাপিয়া।

( ৬ )

এসরে ভাই সবাই সাজাই,
পল্লী মায়ের পূজার ঘর,
বাস্তু দেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা,
করতে হ'বে অতঃপর।
জেগেছে আজ প্রাণের ঠাকুর,
চাইছে শ্রদ্ধা অর্ঘ্যদান,
আর কেন ভাই, আগে চল,
মুক্ত কর রুদ্ধ প্রাণ !
ভক্তিভরা চিত্তে এসো,
মায়ের পূজা আঙিনায়,
সাধক ! তোমার সাধক জীবন,
বৃথায় যেন নাহি যায় !
পাওনি কি আ'জ মায়ের সাড়া !
পল্লীমায়ের দুলাল সব ?
আজ যে মায়ের আঙিনাতে,
মাতৃপূজার মহোৎসব !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বিদেশী মোরগ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

অনেক সময় বিদেশ হইতে মোরগ আমদানী করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যে মোরগ চাওয়া যায়, ভারতে অনেক সময় তাহা পাওয়া যায় না। প্রজনন প্রক্রিয়ায় যে সকল মোরগ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাহাদিগকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভারতে দুষ্প্রাপ্য। গত ২০।২৫ বৎসর যাবত কয়েক জন লোক বিলাত হইতে ভাল ভাল মোরগ আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ভাল মোরগ উৎপাদন করিবার জন্য, আমি যখন ভাল মোরগ খুঁজিয়াছিলাম, তখন আমি তাহা এদেশে পাই নাই; বাধ্য হইয়া ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিয়াছিলাম। তখন ভারতে যে সকল ব্রহ্ম, কোচিন, ল্যাংসান, রক, আপিংটন, লেগহর্ণ এবং ওয়েনডট দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, হয় তাহাদের অধঃপতন হইয়াছে, না হয় আমি যে জাতের মোরগ খুঁজিতেছি তাহারা খাটি সে জাতের নয়—তাহারা বর্ণসঙ্কর। পালকেরা একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের পাখী না পাইয়া একই পিতামাতা হইতে জাত বাচ্চাগুলি বড় এবং সন্তান উৎপাদনক্ষম হইলে, তাহাদেরই মিলনে সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে; তাহার ফলেই উহাদের অধঃপতন সাধিত হইয়াছে।

হিন্দুদের মধ্যে একটি প্রথা আছে, এক গোত্রে বিবাহ হইতে নাই। তাহার কারণ হইতেছে এই যে, সগোত্রে বিবাহ হইলে সন্তান রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়। মানুষের পক্ষে যাহা সত্য, পশুপাখীদের পক্ষেও তাহা সত্য; সন্তান-উৎপাদন সম্পর্কে প্রাণী জগতের নিয়ম একই। এই কারণে, আমি যে মোরগগুলি দেখিয়াছিলাম, তাহারা অধঃপতিত। কোন কোন পালক এই সত্য উপলব্ধি করিয়া, ভিন্ন জাতের মোরগের সংমিশ্রণে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল। আমি ভাল মোরগ পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম; সুতরাং বিলাতে অর্ডার পাঠাইলাম।

আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া শীতকালে বিলাত হইতে মোরগ আমদানী করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমার যে শিক্ষা হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

( ১ ) বিলাত হইতে ভারতে, এই সুদূর পথ জাহাজে করিয়া আসিবার সময় মোরগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কোন কোন মোরগ আসিবার সময় পথেই মরিয়া যায়, কেহ বা ভারতে আসিবার কয়েক দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অবশিষ্টগুলি একবৎসর অতিক্রম না হইতেই মরিয়া যায়। জাহাজে করিয়া সুদীর্ঘ পথ আসিবার সময় অনেকগুলি মোরগ ক্ষুদ্র কুটুরীর মধ্যে ঘেঁসাঘেসি করিয়া থাকে, এবং অত্যন্ত অধিক আহার করে। তাহার ফলে উহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এতদ্ভিন্ন জাহাজে রৌদ্রের উত্তাপে এবং রাত্রের ঠাণ্ডায় তাহারা উন্মুক্তভাবে পড়িয়া থাকে। ইহার ফলে অনেক মোরগ মরিয়া যায়।

( ২ ) এক স্থান হইতে আর এক স্থানে আসার ফলে তাহাদিগকে যে ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে আসিতে হয়, তাহাতেও তাহাদের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। রৌদ্র, গরম, বাতাস এবং বর্ষা উহাদের সহ্য হয় না। সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম বৎসরেই মৃগী এবং কলেরা রোগে অনেকগুলি মোরগ মরিয়া গেল।

(৩) যে সকল মোরগ-মুরগী আমি আমদানী করিয়াছিলাম, তাহারা অতি অল্পই ডিম দিয়াছিল। তাহার মধ্যে অধিকাংশই বাঁজা (infertile), যে কয়টার ছানা হইল, তাহারাও অত্যন্ত ক্ষীণজীবী।

(৪) যে পাখীগুলি প্রথম বৎসর টিকিয়া যায়, তাহারা দ্বিতীয় বৎসরে বেশ উন্নতি করে। তাহারা যে ডিম দেয়, তাহার অধিকাংশ হইতেই ছানা বাহির হয়, এবং ছানাগুলি পূর্ব্বের মত ক্ষীণজীবী না হইয়া বেশ বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু কতকগুলি মোরগ বৎসরে বারটার বেশী ডিম দেয় না।

(৫) বিলাত হইতে আমদানী করা মোরগ-মুরগী হইতে আমি যে ছানা পাইয়াছিলাম, তাহারা তাহাদের বাপ-মা অপেক্ষা ভাল কাজ দিয়াছিল। মোরগগুলি বেশ সবল এবং কষ্টসহিষ্ণু, মুরগীগুলি বেশ ডিম দেয়, এবং ডিম হইতে উৎকৃষ্ট ছানা হয়।

(৬) বিলাত হইতে মোরগ-মুরগী আমদানী করিতে হইলে, ধাড়ী বা বাচ্চা আমদানী করিতে নাই, কারণ এই সুদীর্ঘ পথ জাহাজে থাকা উহাদের সহ্য হয় না। কিন্তু আট নয় মাসের মোরগ-মুরগীরা উহা সহ্য করিতে পারে; সুতরাং উহাদের আনাই শ্রেয়ঃ।

(৭) আমার মনের মত পাখী উৎপাদন করিতে তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়াছে।

আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলাম যে, যদি আমি ভাল মোরগ রাখিতে চাই, তাহা হইলে যে সকল পাখী আমদানী করা হইয়াছে, যতগুলি পারা যায়, তাহাদের দ্বারা ছানা উৎপন্ন করাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর প্রজনন প্রক্রিয়ার দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করিয়া উহাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইতে হইবে।

আমি অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, ভারতে যে সকল পাখী উৎপাদন করা হয়, তাহারা বিলাত হইতে আমদানী মোরগের সমকক্ষ নহে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমি যে সকল পাখী উৎপাদন করিয়াছি, তাহারা ইংলণ্ড হইতে আমদানী মোরগের সমকক্ষ ত বটেই, অধিকন্তু অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। আকারে এবং বর্ণে আমার মোরগগুলি বিলাত হইতে আমদানী মোরগের সমতুল্য, কিন্তু উহারা আমদানী মোরগ অপেক্ষা ভাল ডিম দেয়, উহাদের মাংস অপেক্ষা আমার মোরগের মাংস ভাল, এবং শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়া আমার মোরগই উৎকৃষ্ট।

আমি যে ভাল জাতের খাঁটি মোরগ লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা নহে। আমার কৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ হইতেছে, আমি মোরগ এবং মুরগী অত্যন্ত সাবধানতার সহিত নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়াছি।

রাশীকৃত কল্পনা অপেক্ষা সামান্য একটু অভিজ্ঞতার মূল্য ঢের বেশী। আমি বহুদিন ধরিয়া মোরগ পালন করিয়া আসিতেছি। ইহাতে আমার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহা অপরকে শিখান অসম্ভব; কারণ যাহা হাতে কলমে শিখিতে হইবে, তাহা মুখের কথায় শিক্ষা করা যায় না। যাঁহারা মোরগ-মুরগী পালন করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি আমার প্রধান উপদেশ এই যে, অপরের হস্তে পালনের ভার না দিয়া, আপনাকে ইহাতে নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে যত কিছু ভাল বই আছে, তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞান বাড়াইতে হইবে। পাখীদের রীতিনীতি, চলাফেরা, ভাবভঙ্গী বেশ করিয়া অনুশীলন করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া উহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, কিন্তু হতাশ হইলে চলিবে

না। কোথায় ভুল হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর যাহাতে ভুল না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, অর্থ এবং সময় ব্যয় করিতে হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে; তাহা না হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে না।

অনেকে হয়ত বলিবে, তাহারা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মোরগ পালন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহারা এসম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করে নাই। সত্য বটে, তাহারা সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছে, কিন্তু তাহারা পরিশ্রমও করে নাই, এবং চিন্তাও করে নাই। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, যেমন চিন্তা, চেষ্টা, পরিশ্রম ও জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন, পশু-পক্ষী পালনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, তেমনি উহার আবশ্যক—এই কথা মনে রাখিয়া পশু-পক্ষী পালনে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

## উৎকৃষ্ট পাখী

অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি, উৎকৃষ্ট মোরগ বলিয়া কিছু নাই। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, কোন্ জাতের মোরগ ভাল ডিম দেয়? টেবিলে আহারের পক্ষে কোন্ জাতের মোরগ উৎকৃষ্ট? ইহার উত্তর দেওয়া দুরূহ। কারণ কোন জাতের মুরগী হয়ত সংখ্যায় বেশী ডিম দেয়, আবার কোন জাতের মুরগী বড় ডিম পাড়ে, কিন্তু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এখন কোন্ জাতের মুরগী ভাল ডিম দেয় বলিলে কি বুঝিব? তাহার উপর একই জাতের সকল মুরগী যে একই সংখ্যায় ডিম পাড়ে, বা একই আকারের ডিম দেয়, তাহাও নহে। আমার সকল জাতের মোরগ ও মুরগী আছে, এবং সকল জাতের মধ্যেই কোন মুরগী বেশী ডিম দেয়, কোন মুরগী কম ডিম দেয়, কারও ডিম বড়,কারও বা ছোট। কোচিনই সকল জাতের মধ্যে কম ডিম পাড়ে, এবং হাউডান ও মিনোর্কা ভাল ডিম দেয়; কিন্তু আমার একটি কোচিন মুরগী বৎসরে ৫৬টি ডিম দিয়াছে, এবং হাউডান ও মিনোর্কা ৩০টীর অধিক ডিম দেয় নাই। যাহারা ভাল ডিম দেয় না, চেষ্টার দ্বারা তাহাদের ডিম দিবার শক্তি বাড়াইতে পারা যায়। টেবিলের উপযোগী মোরগদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই কথা খাটে। সেই মোরগই আদর্শস্থল যাহাকে দেখিতে ভাল, ও বৎসরে অন্ততঃ ১৩০টী ডিম পাড়ে, এবং আহারের পক্ষে মাংস উত্তম।

এরূপ মোরগ আছে, কিন্তু বাজারে মিলিবে না। উপযুক্ত মোরগ-নির্ব্বাচন এবং মিলনের দ্বারা এরূপ আদর্শ মোরগ উৎপাদন করা সম্ভব। আমার যে চট্টগ্রাম-মোরগ আছে, তাহারা হাউডান এবং ল্যাংসান মোরগের মতই ডিম দেয়। চট্টগ্রাম এবং লড়ায়ের মোরগের মাংস যেমন মুখরোচক, আমার ব্রহ্ম-মোরগের মাংসও সেইরূপ। ইহা যে আপনা আপনি হইয়াছে, তাহা নহে; চেষ্টার দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা, আমি উহা সাধন করিয়াছি। উহাদের আরও উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য এখনও আমি চেষ্টা করিতেছি, এবং আমি আশা করি, অল্প-কালের মধ্যে উহাদের আরও উন্নতি হইবে।

পালক দেখিতে খুব সুন্দর হইবে, এবং তাহার কোন গুণ থাকিবে না—এরূপ পাখী উৎপাদন করা আমার আদর্শ নয়। আমি চাই, আমার পাখীগুলি যতদুর সম্ভব বড় এবং সুন্দর হইবে, বহু সংখ্যক ডিম পাড়িবে, এবং তাহাদের দেহে প্রচুর মাংস থাকিবে। এই আদর্শ অনুসারে আমি ব্রহ্ম, কোচিন, ল্যাংসান, রক, অর্পিংটন, ওয়েনডট, রোড আইল্যাণ্ড রেড এবং চট্টগ্রাম-মোরগ উৎপাদন করিয়াছি। অন্য

জাতের মোরগ এই আদর্শানুরূপ করিয়া উৎপাদন করিতে পারি নাই, তাহার কারণ উহাদের পিছনে আমি যথেষ্ট সময়, চিন্তা ও পরিশ্রম নিয়োগ করিতে পারি নাই।

মোরগের আকার এবং ডিম পাড়ার সংখ্যার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বড় জাতের মোরগের সন্তান চিরদিনই বড় হইবে, এবং ছোট জাতের মোরগের সন্তান চিরদিনই ছোট হইবে, তাহা নহে। ব্রহ্ম, কোচিন, রক, ল্যাংসান, লড়ায়ে মোরগ এবং চট্টগ্রাম-মোরগের আকার বড়; কিন্তু ইহাদেরও এমন ছোট মোরগ জন্মে যে, পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও ইহাদের ওজন কয়েক আউন্সের অধিক হয় না। হাউডান, মিনোর্কা এবং লেগহর্ণ ছোট জাতের পাখী; কিন্তু উহাদেরও এমন সন্তান হয়, যাহাদের ওজন সাড়ে তিন সের, চার সের পর্য্যন্ত হয়। প্রজনন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন এবং পালন করার উপরই মোরগের আকার বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। ইচ্ছা করিলে বড় মোরগ হইতে ছোট মোরগ, এবং ছোট মোরগ হইতে বড় মোরগ উৎপাদন করা যায়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন।

কোনও জাতের মোরগ বড় ডিম পাড়ে, এবং কোনও জাতের মোরগ ছোট ডিম পাড়ে। কোচিন-মোরগ সাধারণতঃ ছোট ডিম পাড়ে—ডিমের ওজন দেড় আউন্স (এক ছটাকেরও কম)। ব্রহ্ম-মোরগ মাঝারি ধরণের ডিম পাড়ে। ল্যাংসান, ওয়েনডট, অর্পিংটন এবং রক বড় ডিম পাড়ে—উহার ওজন দুই আউন্স বা এক ছটাক। মিনোর্কা, হাউডান এবং লেগহর্ণ ছোট আকারের মোরগ হইলেও উহারা বেশ বড় ডিম পাড়ে। কিন্তু আমার কতকগুলি কোচিন, ব্রহ্ম, চট্টগ্রাম-মোরগ একছটাক ওজনের বড় ডিম দেয়, এবং কতকগুলি মিনোর্কা, হাউডান এবং লেগহর্ণ ছোট ডিম দেয়—ডিমগুলির ওজন আধ ছটাক বা আধ ছটাকের কিছু বেশী। ভাল জাতের মোরগ হইলেই যে ডিম ভাল দিবে, তাহা নহে, উপযুক্ত মোরগ-মুরগী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের মিলনের ফলে এবং পালনের দ্বারা বড় ডিম উৎপাদিত করাইতে পারা যায়। ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বড় ডিমের ওজন দুই আউন্স বা এক ছটাক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মোট কথা, মোরগ ছোট ডিম দিবে, কি বড় ডিম পাড়িবে, তাহা পালকের উপর নির্ভর করে। চেষ্টার দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা ছোট ডিম বড় করিতে পারা যায়।

## মোরগ ও ডিম ক্রয়

যে ফার্ম্মে মোরগ উপযুক্তভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া মিলিত হয়, এবং উপযুক্তভাবে প্রতিপালিত হয় বলিয়া আমার জানা আছে, সেখান হইতে বরং আমি ডিম ক্রয় করিব, কিন্তু যেখানে মোরগ নির্ব্বাচন, মিলন এবং প্রতিপালন উপযুক্তভাবে সাধিত হয় না, সেখান হইতে ভাল সুদৃশ্য মোরগও ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি না। প্রদর্শনীতে যে মোরগ প্রথম পুরস্কার পাইল, সেই মোরগ যে উপযুক্ত নির্ব্বাচন, পালন, এবং প্রতিপালনের ফলেই এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নাও হইতে পারে—দৈবাৎ হয়ত উহা এত শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ মোরগ যে সন্তানের মধ্যেও আপন উৎকৃষ্ট গুণগুলি প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবে, তাহা আশা করা যায় না। কার্য্যক্ষেত্রে হয়ত উহা কোন কাজের নয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে। অভিজ্ঞ পক্ষী-পালকের নিকট হইতে ডিম লইলে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ শতকরা দশটা ডিমে যে উৎকৃষ্ট ছানা হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সেই ছানাগুলি পরে উৎকৃষ্ট মোরগে পরিণত হইবে। তবে সকল ডিমের ছানাগুলিই যে একই ধরণের হইবে, তাহা নহে। কিন্তু যদি কতকগুলি মোরগ ভাল হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা আরও কতকগুলি ভাল মোরগ উৎপাদিত হইতে পারিবে।

## খাঁটি এবং সঙ্কর মোরগ

ব্রহ্ম, কোচিন, ল্যাংসান, রক, ওয়েনডট অপিংটন, রোড আইল্যাণ্ড রেড, হাউডান এবং অন্যান্য জাতের মোরগ ফার্ম্মে উৎপাদিত হইয়া থাকে, স্বাভাবিক ভাবে উহারা উৎপাদিত হয় না, বা ফার্ম্মে উৎপাদিত মোরগের সমতুল্য নয়। উপযুক্তভাবে নির্ব্বাচন করিয়া, এবং তাহাদের মিলনের দ্বারা আমি যে কোন জাতের মোরগ উৎপাদন করিতে পারি। এক জাতের মোরগ অন্য জাতের মোরগের সহিত মিলিত করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, খাঁটি (pure bred) মোরগের সাহায্যে আমি তাহা অপেক্ষা ভাল ফল পাইয়াছি। কোন কোন বিষয়ে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য ভিন্ন জাতের মোরগের রক্তের সংমিশ্রণ করিবার প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাঁহাদের প্রজনন বিদ্যায় অভিজ্ঞতা নাই, যাঁহারা পাখী পালন করেন নাই, তাঁহাদের ভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। যখন দুইটি বিভিন্ন খাঁটি রক্তের মোরগকে মিলিত করা হয়, তখন তাহাদের দোষগুলি সন্তানের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে; এবং এই প্রক্রিয়া যতই চলিতে থাকে, ততই বাচ্চারা খারাপ হইতে আরম্ভ করে।

## ডিম উৎপাদন

অধিকাংশ মোরগই বৎসরে ৩০ হইতে ৬০টি ডিম পাড়িয়া থাকে। গড়ে যদি মুরগীরা ৬০টি ডিম পাড়ে, তাহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইল। কিন্তু কোন কোন মুরগী বৎসরে ১২০টি ডিম পাড়ে, এমন কি বৎসরে ৩০০টি ডিম পাড়িতেও দেখা গিয়াছে। কোন কোন পক্ষী-পালক বৎসরে ৩৬৫টী ডিম উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকায় কেহ কেহ দিনে দুইটি করিয়া ডিম উৎপাদিত করিতেছেন। মার্কিন-অধিবাসীর চেষ্টায় মুরগী এখন ডিম উৎপাদনের যন্ত্রে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত, যখন মুরগী অধিক সংখ্যায় ডিম উৎপাদন করে, তখন ডিম হইতে কম সংখ্যায় বাচ্চা বাহির হয়। অত্যধিক উৎপাদনের ফলে ডিমের মধ্যে যে মোরগ-কীট অবস্থান করে, তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ ডিম হইতে সন্তান আদৌ জন্মে না। যদি ডিম বেশী পরিমাণ পাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বেশী বাচ্চা পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হয়; আর যদি বেশী বাচ্চা পাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বেশী ডিম পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হয়।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। তাহারা যত পায়, তত আরও পাইতে চায়। তাহারা একটি মুরগীর নিকট হইতে বৎসরে দুই শত কি আড়াই শত ডিম পাইতে চাহে, এবং প্রত্যেকটিতে বাচ্চা হইবে, ইহাও চাহে। যদি কোন মুরগী বৎসরে দুই শত ডিম পাড়ে, তাহার মধ্য হইতে পঞ্চাশটিতে যদি ছানা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। যে সকল মুরগী বেশী ডিম পাড়ে, বাচ্চা উৎপাদনের জন্য তাহাদের রাখা হয় না, বাজারে ডিম যোগাইবার জন্য তাহাদের রাখা হয়। যদি সুস্থ, সবল বাচ্চা পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে এমন মুরগী নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, যাহারা বৎসরে ১২০ হইতে ১৬০টি ডিম দিবে, এবং তাহার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক-গুলি হইতে সুস্থ সবল সন্তান জন্মিবে। কোন কোন মুরগী একবারে বার তেরটি ডিম পাড়িয়া তাহাতে তা দিতে লাগিয়া যায়। এই সকল মুরগীর এগারটি কি বারটি ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবে। উহারা বৎসরে মাত্র তিনবার ডিম প্রসব করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মুরগীই এই প্রকার ডিম পাড়ে। কিন্তু পালনকর্ত্তার গুণে উহারা বেশী ডিম দেয়, এবং উহা হইতে কম বাচ্চা উৎপন্ন হয়, ও সন্তানগুলি তেমন বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হয় না।

## দেশীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা

| নাম | প্রতি অংশের মূল্য | আদায়ী মূলধন | রিজার্ভ ফণ্ড | আমানত | নগদ তহবিল | বর্ত্তমান বর্ষের লাভ | লগ্নি ও কর্জ্জ দাদন | লভ্যাংশ ১৯২৩ | লভ্যাংশ ১৯২২ | লভ্যাংশ ১৯২১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গাইবান্ধা ব্যাঙ্ক, গাইবান্ধা | ২৫ | ২৯৯৫০ | ১৯৫০০ | ৬৬৫০৫৫ | ২৯৫৩৪৩ | ১৯৭৭৪ | ৩০২৫৮৭ | | | |
| গাইবান্ধা লোন কোঃ, ,, | ,, | ৪০০০০ | ৪৭৩১৯ | ৫৩২৬২৭ | ২৯২৩৩ | ৪৭৩২ | ৭৪৭৬৫৯ | | | |
| মাণিকগঞ্জ লোন আফিস, মাণিকগঞ্জ | ৫০ | ১২৫০০ | ১৪৩৩৮ | ৩৩২৯৩১ | ৭৯৫১২ | ৬২০৭ | ২১০০০০ | | | |
| জামালপুর লোন আফিস, জামালপুর | ১০ | ১০০০০ | ১৪৭২৬ | ৩৩৯৯৪৪ | ১২৩৬৫১ | ১৩৬৭০ | ২৩২৬৩৬ | | | |
| আঞ্জুমান ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং, দিনাজপুর | ১০ | ২৫০০০ | ১৪০০০ | ৭২৪৩৪৭ | ১৪৩০৬১ | ১৩১০৮ | ৪৫২৬৩০ | | | |
| আদমদীঘি মহাজন সমিতি, আদমদীঘি | ১০ | ৪১২৪২ | ২০২২৫ | ৮০১৪৩ | ৬৪২৬ | ৯৬১৫ | ১১৮৫৬৮ | ১৫ | ১০॥০ | |
| ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, নাটোর | ১০০ | ১৬৫০০ | ১৫০০০ | ২৬৭৪৩৪ | ১১৫৪১৬ | ৩৭৩৭ | ১৮১২৮৮ | ২৫ | ২৫ | |
| ভাঙ্গা লোন আফিস, ভাঙ্গা | ২৫ | ১৫২২০ | ৫৫০০ | ৯৮৪৫৮ | ২৮১৬২ | ৫০৩৪ | ৯১৭১১ | | ১২॥০ | |
| ইষ্ট বেঙ্গল কমার্সিয়েল ব্যাঙ্ক, ময়মনসিংহ | ২৫ | ৩৩১৫৫ | ... | ৪০৯৩২৬ | ৪৭১৪৫ | ৯২১৮ | ৩৪৬৭৭৪ | | | |
| নওখিলা লোন কোং, নওখিলা, বগুড়া | ৫ | ৫০০০০ | ৪০০০০ | ২৭১৩১১ | ২৮৯২৭ | ২৭৮৯৩ | ২০২৫২৭ | | | |

| নাম | প্রতি অংশের মূল্য | আদায়ী মূলধন | রিজার্ভ ফণ্ড | আমানত | নগদ তহবিল | বর্ত্তমান বর্ষের লাভ | লগ্নি ও কর্জ্জ দাদন | শতকরা লভ্যাংশ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ |
| বেঙ্গল ন্যাশনাল, কলিকাতা | ৫০ | ৮০৫৪৮৭ | ১৯০০০০ | ৬১৮৪০০০ | ৪২০০০ | ৪২৬১৪ | ১০০৬১২৬৬ | | | |
| হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, কলিকাতা | ১০০ | ১৬৫৮০৪ | ৮০০০০ | ১৭৯০৮৪৯ | ৩৬৭০২৫ | ১৫৩০৪ | ১৬৬৪২৩৫ | | | |
| ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেসন, কলিকাতা | ১০০ | ১২৫০০০ | ৩৫৯০০০ | ৩৯৯৮০০০ | ২৯৫০০০ | ৫২৮৩৮ | | ১৫ | | |
| সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, বোম্বে | ২৫ | ১৬৮১১২০০ | ১০০০০০০০ | ৭৬৩৭২৮৮৬ | ২৯০৪১৩৪১ | ৩৭৯৫০৬ | | ১৩ | ১০ | ১০ |
| কার্ণানি ব্যাঙ্ক, কলিকাতা | ১০ | ৬০০০০০০ | ১৫০০০০ | ৩৩৭৭০০০ | ৩১৪০০০ | ৬৫৫২৩ | | ১০ | | |
| ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, কলিকাতা | ১০ | ৫১৬২৮৮ | ১৩৬১৯৫ | ৬৭০০০ | ৩১০০০ | ৩৭০৭৬ | | | | |
| বেঙ্গল সেণ্ট্রাল লোন কোং, কলিকাতা | ১০ | ১০৪০৩৩ | ৪৭৫০০ | ৫০১৯৭০ | ১১৯২৪৬ | ১৪৪৫০ | ৫০৩৬৪৫ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্ক ও ট্রেডিং, জলপাইগুড়ি | ৫০ | ৫০০০০ | ৩০৫৬৫৯ | ৫২৩৮৬৯৭ | ৩১৯৮৬৬৬ | | | ৪২ | ৪৫ | |
| আর্য্য ব্যাঙ্ক, জলপাইগুড়ি | ৫০ | ৩০৯৭৬ | | ৬৫০২৯ | ২৩৭০২ | ৪১০৪ | ৬০৭৪৫ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরিদপুর লোন আফিস, ফরিদপুর | ১৫ | ১৯৮২০ | ১৬৬৫৯৬ | ২৫৩৮১০৫ | ৫৭৯৬৩০ | ৪৬৭৮৩ | ২০৫১৬৯১ | ৩০ | ৩০ | |
| ফরিদপুর ব্যাঙ্ক, ফরিদপুর | ১৫ | ৪৭৬১৩ | ১২৪৫৫ | ৯৯০৯৩৯ | ২৯৭২০৪ | ১০৩৬০ | ৭৪৫৭৩৭ | ২০ | | |
| কুষ্টিয়া লোন আফিস, কুষ্টিয়া | ২৫ | ১৫০০০ | ৮৫০৫ | ১৬০২৪৭ | ১০৩৩৩৬ | ৩৯০১ | ১৬৩৮০৩ | ২৫ | | |
| বরিশাল লোন আফিস, বরিশাল | ২৫ | ১৮০০০ | ৪৯২৬৮ | ৯৮৩৬৩৮ | ২১৮১৮০ | ৯৪০৬ | ১০০৯৫৯৭ | | | |
| ত্রিপুরা লোন আফিস, কুমিল্লা | ১০ | ১০০০০০ | ৪৩৪১৪ | ২১৮৪৩২ | ২৫৬১৫ | | ৩৪১৩০৯ | ১২ | ১২৸০ | |
| কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা | ৫০ | ১৩৭৬০ | ৫০০০ | ৩১৩২১৮ | ২৮৪৮২ | | ৩১১৯২২ | | ১৫ | |
| কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন, কুমিল্লা | ২০ | ১২৫০০ | ৩১০০০ | ৪৪২৯৫১ | ৭২৬৫১ | | ৪৩৩৮০০ | ৩০ | ৩৫ | |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোন আফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১০ | ১২০০ | ৬০০৬৭ | ৫৫০০২৭ | ৯৩৩৫৩ | ১৮২৫২ | ৬৩৬০০৮ | | | |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া লক্ষ্মী ব্যাঙ্কিং, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১০ | ১২০০০ | ৪৪২৮ | ১৪৪০৩২ | ৫৯৬৩০ | ২৮৮৮ | ১৩০২৭৭ | ৪০ | ১৫ | |
| ছোট নাগপুর ব্যাঙ্কিং, হাজারীবাগ | | ৫৮০০০ | ৫০৩০০০ | ৩১৩১০০০ | ৪৬৭০০০ | | | | | |
| যশোহর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, যশোহর | ২ | ১০০০০০ | ১৩৫২৯৭ | ৯২৪৬৪০ | ২২৭৫৫১ | ১৭৬৬৫ | ৯১৩৫৩৭ | | ১২॥০ | ১২॥০ |
| যশোহর ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং, যশোহর | ৫ | ৭১৫৬০ | ৫৭৩০৬ | ৬১৯৫৬৪ | ৬৭৯২৯ | ৭১৫১ | ৬৮৫৫২৬ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| যশোহর লোন কোং, যশোহর | ১০ | ১০০০০০ | ৪৩৯২৫৯ | ৪৩৭০২২২ | ৩৫২৮৩৯ | ৯০০০ | ৩৯৩৫৭৯১ | | ১০ | ১০ |
| মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, চট্টগ্রাম | ১০০ | ১৩১৮০০ | ৬৫০০০ | ৯০০০০০ | ২৪৬৫৫৫ | ১৭৯৪৮ | ৪২০৩৯৯ | | ১৫ | ১৫ |
| গোপালগঞ্জ ব্যাঙ্কিং, গোপালগঞ্জ | ৫০ | ১০০০০ | ১৬১৭৯ | ১৫৬৩৪৪ | ১৬০৫৪ | ৩৯৬৫ | ৯৮০১১ | ১৫ | ১৫ | ১৫ |
| দিনাজপুর ট্রেডিং ব্যাঙ্কিং, দিনাজপুর | ২৫ | ৫০০০০ | ৬৭০৫৮ | ৬৮৫০৬৭ | | | ৫৪৯২৮৩ | | ১৫ | |
| নীলফামারী লোন আফিস, নীলফামারী | ১০ | ৪০০০০ | ৪৩৬১০ | ৪৮১১২৭ | ৫১৪৮৮ | ১৬৩৫০ | ৪১৬৫৫৭ | | | |
| নীলফামারী ব্যাঙ্ক, নীলফামারী | ২৫ | ১০০০০ | ৩৬০০ | ৯১১৫৯ | ১৩৭৪২ | ৩২৩৪ | ৭৯১২৯ | | ২২॥০ | |
| রঙ্গপুর লোন আফিস, রঙ্গপুর | ১০ | ৪৭০০০ | ২১২১৩৬ | ১১৩৪৩৪৮ | ২২৫২২৩ | ২৯১০১ | ৯২৪৯১৬ | | | |
| কুড়িগ্রাম লোন আফিস, কুড়িগ্রাম | ১০ | ২০০০০ | ৫৫০০০ | ৫০১২২০ | ৬৬২০৬ | ১২১০০০ | ৫২৩২৫৪ | | ৫০ | |
| বগুড়া লোন আফিস, বগুড়া | ১০ | ৫৯০৩০ | ২০৬২০০ | ১৫৭৯৩০৩ | ১২৭১২৯ | ২৭১১৫ | ১০৫০৩১০ | | ৩৫ | |
| রাজবাড়ী ব্যাঙ্ক, রাজবাড়ী | ২০ | ২০০০০ | ৩৩৪৩ | ২৯১৮২৭ | ১৫৯১৪ | ২১৮৭ | ২৬০৯৮৮ | ১০ | | |

# কয়েকটী দেশীয় চা কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা

| নাম | | আদায়ী মূলধন | রিজার্ভ ফণ্ড | ব্লক | চা আবাদী জমির পরিমাণ (একর) | উৎপন্ন চা ১৯২৩ | উৎপন্ন চা ১৯২৪ | উৎপন্ন চা ১৯২৫ | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৩ | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৪ | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গাহিল, | কলিকাতা | ৫০০০০০ | ৮৮২৯৪ | ৪১৮২৯৪ | ৫৩৫ | ৩৯৬৬ | ৪৯০০ | ৪৬০০ | ২৫ | ৩০ | |
| তিধর, | ,, | ৩০০০০০ | | ৩১১৬০৫ | ৫০২ | ১৭৫ | ৫৫০ | ১০০০ | | | |
| জনী ডুয়ার্স, | ,, | ২৪৯২০০ | ৩৩০৬৬ | ৫৩৮৬২৬ | ৪৫০ | ১৩২৬ | ১৮০১ | | ১০ | .৫ | |
| মবাড়ী, | আমলা সদরপুর | ২০০০০০ | ৯৪০০০ | ২০০০০০ | ৯৮০ | ৮২১০ | ৯০১১ | ৭০০০ | ১৪৪ | ১৭৫ | |
| দীয়া, | ,, | ১০০০০০ | ৯৫৬৪০ | ১০০০০০ | ৬৩০ | ৫১০৩ | ৫০৫০ | ৪১০০ | ১৮০ | ১২০ | |
| ন্মী, | ,, | ১৯৯৭৩৮ | ১৯০৫ | ২০০০০০ | ৫২৫ | ২৩০২ | ২২৭৩ | ২৬০০ | ১৫ | ১৮ | |
| হাবাদ, | ,, | ১৮১৮২২ | | ২৩৪২৬৯ | ৪৩০ | ১৭৫ | | ৭৫০ | | | |
| তলা, | কুমিল্লা | ১২৬৭৮১ | | ২০৭৮৯৫ | ৩৫০ | ১২২ | ৩০৮ | ৬৩০ | | | |
| র্জ্জিলিং র্স, | কলিকাতা | ১৬৭৮২৪ | | ২৬৫৮০৬ | | ৩০৪ | ৫৫০ | ৩৬০ | | | |
| ন্নপূর্ণা, | ,, | ১৮৪৩৮০ | ১৫৩৫০ | ২৬০৪০৫ | ৩০০ | ৮১০ | ৯৩৫ | ১২৫০ | | | |
| মূলবাড়ী, | ,, | ৫০০০০ | ১২৫০০০ | ৬৮০০০ | ৫০০ | ৩২৫০ | ২০২৪ | ২৬৫০ | ১৪০ | ৬০ | |
| ইউনিয়ন টি ট্রেডিং, | ,, | ১১২১৮ | ১৯৭৩ | ২১৫০২৮ | ২৬৭ | | | | | | |
| ঙ্গল টি কোং, | ,, | ১৫০৮০৮ | ৯৪০৩ | ২৭১১৪৪ | ১৩০ | | | | | | |
| ন্দু, | দার্জ্জিলিং | ২৪৫০০০ | ১০০১৪৭ | ৮৯৬৯০ | ২৩৪ | | | | ১০০ | | |
| শবাড়ী, | জলপাইগুড়ি | ১৫০০০০ | | ৩০৯৬২১ | ৫৪০ | ৪০৯৬ | ৫০৩৮ | | | ৩২ | ৩২ |
| কনা, | ,, | ১৫০০০০ | | ২৭০৭৫৮ | ৪০০ | ৩৫০৬ | ৩১১১ | | ৬০ | ৭০ | ৪০ |
| গ্না, | ,, | ১২৪৮০০ | | ৩৭৯২৭০ | ৭০০ | ৭৪৭৫ | ৩৭৫ | | ২০০ | ২০০ | ১০৪ |
| ান বেঙ্গল, | ,, | ৮৫৪০০ | ৯২০৫২ | ১৮৫২২২ | ৫৫৭ | ৬৬৩৫ | ২৬০০ | | ৬০ | ৬০ | |
| পুত্র হিমালয়, | ,, | ২৩০৮৭২ | ৩৮৯৬ | ১৬৫৩১৫ | ৩১৩ | ১০৬ | ১৩৬৬ | | | | |
| ক্কারমাণিক, | চট্টগ্রাম | ৫৩৫৯৪ | | ১২৯৪৩৩ | ২০০ | ৭৫ | ১৪৫ | ২৪০ | | | |

| নাম | আদায়ী মূলধন | রিজার্ভ | ব্লক | চা আবাদী জমির পরিমাণ (একর) | উৎপন্ন চা (মণ) ১৯২৩ | উৎপন্ন চা (মণ) ১৯২৪ | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৩ | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৪ | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ড়ি টি কোং লিঃ, জল্পাইগুড়ি | ৫০০০০ | ১৭৪০৮৮ | ২০১০৭০ | ৬২০ | ৪·৯৭ | ৪৭৭ | ৩১০ | ৩২৫ | ১৫০ |
| ,, ,, | ২২৫০০০ | ২০৬৭২৮ | ৩৬৬৪৭০ | ১০৮০ | ৭৭৬৬ | ১৬০৮ | ১০০ | ৮০ | |
| ,, ,, | ৫০০০০ | ৩১০০০ | ২৭৪২৫০ | ৮৭৭ | ৪৪৭৪ | ৫৫০০ | ১০০ | ২৪০ | ১২৪ |
| ঝোরা ,, ,, | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ১৫৪৮৬৫ | ৬০০ | ৫০০০ | ৩৫৩৫ | ৩০০ | ২৩০ | ১৪০ |
| গুড়ি ,, ,, | ৭৫০০৯০ | ১৬৬৮০০ | ২৭০০০০ | ৭৭৮ | ৬১২১ | ৬৪৭১ | ২৫০ | ৩৪০ | ১৫৪ |
| ঝোরা ,, ,, | ,, | ৮০০০০ | ১৮৩৭৪৯ | ৫৫২ | ২১৫৪ | ২৫৭৪ | ১২৫ | ১১৪ | ৮৪ |
| বাড়ী ,, ,, | ,, | ১৫২৯৬০ | ২৭৬০৪৩ | ১১৩০ | ৮৭৭৬ | ১০৩৯১ | ২৫০ | ৩৫০ | ২০০ |
| রা ,, ,, | ১৩০০০০ | ৯০০০০ | ২৮৮২০৬ | ৮০৬ | ৮৪০৪ | ৬৭৮৫ | ২০০ | ২০০ | ১৭৬ |
| রা ,, ,, | ,, | ২৬০০০ | ৫৫২০৬২ | ৯০০ | ৮০৩৯ | ৭০২৪ | ২১০ | ২১০ | ২০৬ |
| পুর ,, ,, | ১৫০০০০ | ১৮০০০০ | ৬০৮২৩৮ | ৭৪৫ | ৭২৪৩ | ৭১৩৯ | ১০০ | ১২৪ | ১২৪ |
| সমিতি ,, শীলচর | ১০০৩৪৫ | ১৯০৩৪৪ | ২৬৮৫৩৫ | ৫৯৯ | | | | | |
| গুয়া ,, ,, | ৭১১০৪০ | | ৬৭৪৫৭০ | ১৮৫০ | ২২৮২ | ৪২৮৩ | | ১০ | |
| নেটিভ জয়েন্ট ষ্টক ,, | ৬৮৯০৫ | ৩১৭২৫২ | ২৮২৭০৬ | ১০০০ | ৩৮৬৩ | ৩৯০০ | ১০০ | ১৮০ | |
| গুরা ,, কুমিল্লা | ১৬২২৫৭ | ১৬২৯৯ | ২৩৯৪৪৭ | ৩৫০ | ৯৫৫ | ১০৫০ | | | |
| সিলেট ,, ,, | ৯৫১৮২ | ২২৪২ | ১৬২৭৪০ | ২৩০ | ১০০ | ১৩৫ | | | |

# কয়েকটী লিমিটেড্ কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা।

| ব্যবসায়ের ও কোম্পানীর নাম | ম্যানেজিং এজেন্টস | আদায়ী মূলধন | প্রতি অংশের দায় | রিজার্ভ ফণ্ড | শতকরা লভ্যাংশ ১৯২১ | ১৯২২ | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **জুটকল** | | | | | | | | | |
| ১। বিরলা | বিরলা ব্রাদার্স লিমিটেড | ২৪৩৩৬০০৲ | ১০৲ | ১০৮৫১০৩৲ | | | | ১০৲ | |
| ২। হুকুমচাঁদ | সার এস, হুকুমচাঁদ এণ্ড কোং | ২৯০৫৫০০৲ | ৭৷০ | ২৫৫০০০০৲ | | | ১৩৲ | ১৩৲ | ৬৲ |
| ৩। গুনটুর | গুনটুর মান্দ্রাজ | ২৩৬৫৮১৲১০ | ১০০৲ | | | | | | |
| ৪। কর্ণফুলা | ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এসো লিঃ, কুমিল্লা | | | | | | | | |
| **কাপড়ের কল** | | | | | | | | | |
| ১। বঙ্গলক্ষ্মী | বি, কে, লাহিড়ী | ১৭৭৮২০০৲ | ১০০৲ | ২২২৪৫০৯৲ | ৩৫৲ | ৩০৲ | ২০৲ | ১০৲ | ১০৲ |
| ২। মোহিনী | চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং | ৮৮৭৫০৪৲ | ১০৲ | ১১৯৫৭১৲ | ১০৲ | ৭॥০ | ১০৲ | ৬৷০ | |
| ৩। ঢাকেশ্বরী | রজনী মোহন বসাক গং | ৮৪৫৩৪২৲ | ১০৲ | | | | | | |
| ৪। চট্টগ্রাম | | | | | | | | | |
| ৫। লক্ষ্মীনারায়ণ, ঢাকা | | | | | | | | | |
| **বিবিধ** | | | | | | | | | |
| ১। বেঙ্গল পটারী | এস্, দেব | ৯১৬২৪০৲ | ১০৲ | ৫৮১১১৲ | | | | ২॥০ | |
| ২। বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মোসিউটীকেল | রাজশেখর বসু | ১০০০০০০ | ১০০ | ১৩৮০১৮১৲ | ১২॥০ | ১০৲ | | ১০৲ | |
| | | ৯০০০০০ | ৬ | | | | | | |
| ৩। লিষ্টার এণ্টিসেপটিকেল এণ্ড ড্রেসিংস | বি, কে, লাহিড়ী | ১০০০০০ | ১০৲ | ১০০০০০৲ | | | | | |
| | | ৩২০০০০ | ৮৲ | | | | | | |
| ৪। বহরমপুর লেদার | চেরী এণ্ড কোং | ২৯৯৮৭২৲ | ১০০৲ | ৯৮৩২৩৲ | | | | | |
| ৫। ইকনমিক হুসিয়ারী মিল্‌স্ | ডি, এন্, বানার্জ্জী এণ্ড কোং | ১২৫০০০ | ১০ | ৪১৬৯ | ৮৲ | | | | |
| | | ২৫৭৮৪৬ | ৯ | | | | | | |
| ৬। জেসিমিয়া মিনারেল মাইনিং লিঃ | বি, সিংহ | ৩০৫১১৩৲ | ৫৲ | ২১৫৭২৲ | | ৫৲ | | | |
| ৭। কর্‌স্ ব্রিক এণ্ড টাইলস | কর এণ্ড কোং | ৯৯৭৫০০৲ | ১০৲ | ১১৭৮৯৯৲ | ১৫৲ | | ৯৲ | ৯৲ | |
| ৮। পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোং | এন্, এন্, ব্যানার্জ্জী | ১৪৯৬৭৫৲ | ১০০৲ | ৭৯৩২৩৲ | ১৫৲ | ২০৲ | ২৫৲ | ৩০৲ | |

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন কিম্বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত তাহা ব্যবসা ও বাণিজ্যের **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

# ভারতীয়

## এলোর আঁশ

( পি—১০৬ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী এলোর আঁশ ( Aloe fibre ) সরবরাহকারীদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন। ( T. J. 8 VII )

---

# বৈদেশিক

## কুঁচো পাট

( পি—১০৭ ) ভারত হইতে যাঁহারা কুঁচো পাট রপ্তানি করিয়া থাকেন, হাভানার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন ( T. J. 8 VII )

## টুকরা তামা

( পি—১০৮ ) সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত ব্যাসেলের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতের তামার টুকরা রপ্তানি-কারকদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন। (T. J. 8 VII)

## রেঙ্গুন চাউল

( পি—১০৯ ) হাভানার জনৈক ব্যবসায়ী রেঙ্গুন এস কিউ চাউল রপ্তানিকারকদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন। ( T. J. 8 VII )

## সোপষ্টোন

( পি—১১০ ) মার্কিন যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত টেনেসীর ( Tennessee ) জনৈক ব্যবসায়ী ভারতের সোপষ্টোন রপ্তানিকারকদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন। ( T. J. 8 VII )

---

# ভারতীয়

## কলার ময়দা

( পি—১১১ ) বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বাঁসডা ষ্টেটের (Bansda state ) জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, যাঁহারা কলার ময়দা খরিদ করিতে চাহেন, তিনি তাঁহাদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

( T. J. 15 VII )

## মহুয়ার বীজ ও গালা

( পি—১১২ ) মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরের জনৈক ব্যবসায়ী মহুয়ার বীজ এবং গালার খরিদ্দারদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন। ( T. J. 15 VII )

### হরিতকী

( পি—১১৩ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী, ভারতে যাঁহারা হরিতকী সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন। (T.J. 15 VII)

### দেশালাইয়ের কাঠ

( পি—১১৪ ) যাঁহারা দেশালাই প্রস্তুত করিবার জন্য কাঠ সরবরাহ করিয়া থাকেন, কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান করিতে চাহেন।

( T. J. 15 VII )

---

## বৈদেশিক

### শিঙ্গের জিনিষ

( পি—১১৫ ) ভারত হইতে যাঁহারা শিঙ্গের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকেন, গ্লাসগোর জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

( T. J. 15 VII )

### মরিচ

( পি—১১৬ ) ভারতে যাঁহারা মরিচ রপ্তানির ব্যবসায় করেন, ইটালীর অন্তর্গত বারির ( Bari ) জনৈক সংবাদদাতা তাঁহাদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন। (T. J. 15 VII)

---

## ভারতীয়

### হাতীর দাঁত, হরিণের শিং ও বাঘের চর্ব্বি

( পি—১১৭ ) মধ্য ভারতের অন্তর্গত রাজগড় হইতে জনৈক বণিক জানাইতেছেন যে, যাঁহারা হাতীর দাঁত, হরিণের শিং এবং বাঘের চর্ব্বি খরিদ করিতে চাহেন, উক্ত বণিক তাঁহাদের সংশ্রবে আসিতে ইচ্ছুক। ( T. J. 22 VII )

### চীনাবাদাম

( পি —১১৮ ) রাজমন্ড্রীর জনৈক ব্যবসায়ী চীনাবাদাম-ক্রেতাদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

( T. J. 22 VII )

### রজন ও কেশু বাদাম

( পি—১১৯ ) যাঁহারা রজন এবং কেশু বাদাম (Cashew Nuts) সরবরাহ করিয়া থাকেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংবাদ জানিতে চাহেন। (T. J. 22 VII)

### সোপনাট ইত্যাদি

( পি—১২০ ) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত আলমোরা হইতে জনৈক ব্যবসায়ী লিখিতেছেন যে, তিনি খোবানী (apricot kernels), সোপনাট ( soap-nuts) ও বেসিয়া বুটিরেসিয়া(Bassia Butyracea) বীজের খরিদ্দারদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

(T. J. 29 VII)

### নক্সভোমিকা, ক্যাপক ইত্যাদি

( পি—১২১ ) রাজমন্ড্রীর জনৈক ব্যবসায়ী নক্স-ভোমিকা ( Nux Vomica ), সান হেম্প (Sunn Hemp), ক্যাপক ( Kapok ) এবং কোপ্রার ( Copra ) খরিদ্দারদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

(T. J. 29 VII)

### বাতিল সিল্ক

( পি—১২২ ) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী বাতিল সিল্ক সরবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. J. 29 VII)

( পি—১২৩ ) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী চা এবং কফি সরবরাহকারীদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

(T. J. 29 VII )

### ওয়ালনাট কাঠ

( পি—১২৪ ) কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরের জনৈক ব্যবসায়ী লিখিতেছেন যে, তিনি ওয়ালনাট কাঠের খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন। (T.J. 29 VII)

## দেশী ও মতিহারী তামাক

১। বাবু সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, C/o বাবু রাইমোহন চক্রবর্ত্তী, জজকোর্ট, কুচবিহার—দেশী ও মতিহারী তামাক বেচিতে চান। যদি কেহ তামাক খরিদ করিতে চাহেন, তবে উক্ত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

## তসর সুতা, তেঁতুল ইত্যাদি

২। বাবু সৃষ্টিধর কুণ্ডু, পোঃ রাজগ্রাম, জেলা বাঁকুড়া—তসর সুতা, তেঁতুল, শিমুল তুলা ও বৈশাখী লাক্ষা বেচিতে চাহেন। খরিদেচ্ছুগণ মালের নমুনা এবং দরাদির জন্য তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে পারেন।

# কৃষ্ণপান্তির জীবনী

মানুষের জীবন সংগ্রামময়। কত বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ আসিয়া যে মানুষের উন্নতি-পথের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

জীবনে যদি কোন দুঃখের ছায়া না থাকিত,—বিপদ এবং বিঘ্ন যদি জীবনযাত্রার ব্যাঘাত না ঘটাইত, তাহা হইলে জীবনটা কিরূপ সুখের হইত, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এরূপ বাধা-বিঘ্ন-বিহীন জীবনের যে কোন মূল্যই থাকিত না, তাহা নিশ্চিত।

সংগ্রামের কষ্টিপাথরেই জীবন সার্থক কি ব্যর্থ, তাহা নিরূপিত হয়। যাহারা আপন শক্তিতে বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিয়া, সকল বিপদকে পদদলিত করিয়া, জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করিতে পারে, তাহাদের জীবনই সার্থক। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোক আমরা ভালবাসি; বিপদ-বিঘ্ন আসিয়া জীবনকে পীড়িত করিয়া তুলে বলিয়াই, আমরা সুখের কামনা করি। আলো-অন্ধকারে মিশ্রিত, সুখ-দুঃখ বিজড়িত জীবনে যে ব্যক্তি ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না হারাইয়া, জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে-ই এ জীবনে জয়লাভ করিতে সমর্থ।

নিম্নে আমরা যে ব্যক্তির জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে উদ্যত হইয়াছি—তিনি এমনি-ভাবেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মূর্খ এবং দরিদ্রের সন্তান হইয়াও, তিনি ভবিষ্যত জীবনে বড় ব্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং আজও তাই স্মরণীয় হইয়া আছেন।

রাণাঘাটের সহস্ররাম পাল নিতান্তই দরিদ্র ছিলেন। পান বিক্রয় করিয়া, তাঁহার অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার তিন পুত্র—কৃষ্ণ, শম্ভু ও নিধিরাম। কৃষ্ণই আপন শক্তিতে বড় ব্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং আজিও বাংলা দেশে "কৃষ্ণপান্তীর" নাম জানেনা এমন বাঙ্গালী বিরল।

সহস্ররাম পান বিক্রয় করিত বলিয়া লোকে তাঁহাদের নামের সঙ্গে "পান্তি" যোগ করিয়া দিয়াছিল। তাই সহস্ররাম পালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পাল "কৃষ্ণপান্তি" নামেই খ্যাত।

কৃষ্ণপান্তি বালক বয়স হইতেই অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা বাড়িয়াছিল ভিন্ন কমে নাই।

সহস্ররামের তখন মৃত্যু হইয়াছে। সংসারের সমস্ত ভার কৃষ্ণপান্তির উপর নিপতিত, অভাবের তাড়নায় তিনি প্রপীড়িত। এরূপ যখন অবস্থা, তখন একদিন মধ্যাহ্নে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় কৃষ্ণপান্তি দেখিতে পাইলেন, ঘাটের শিলাতলে একটি পুঁটুলী পড়িয়া আছে। কৃষ্ণপান্তি যখন স্নান করিতে নামেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, জনৈক ব্রাহ্মণও নদীতে স্নান করিতেছেন। কৃষ্ণপান্তির স্নান শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ চলিয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণপান্তি ভাবিলেন, এ পুঁটুলী নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের; ভুলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। পুঁটুলীর খোঁজে আবার এখনি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ব্রাহ্মণকে অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে না পাইয়া, কৃষ্ণপান্তি ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ নিশ্চয় এখনি আসিবেন; অতএব ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ পুঁটুলী আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকি।

একটু একটু করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ আর আসেন না। কৃষ্ণপান্তি পুঁটুলী খুলিয়া দেখিলেন, উহার মধ্যে দেড়শত টাকা এবং কয়েকখানি রূপার গহনা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণপান্তি ভাবিলেন, যতই বিলম্ব হউক, উহা ফেলিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার চলিবেনা। কি জানি, কখন কে আসিয়া পুঁটুলী লইয়া চলিয়া যায়। আবার পুঁটুলিটী নিয়া বাড়ী যাওয়াও যায় না; কারণ, পুঁটুলির খোঁজে আসিয়া ব্রাহ্মণ যখন পুঁটুলি পাইবেন না, তখন চোরে লইয়া গিয়াছে মনে করিয়াই হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবেন। তিনি ত আর কৃষ্ণপান্তীকে চেনেন না, কিম্বা তাঁহার বাড়ীও জানেননা। সুতরাং তিলে তিলে, পলে পলে বেলা বাড়িয়াই চলিল। কেষ্টর আর বাড়ী যাওয়াও হয় না, আহারাদিও হয় না। পল্লীগ্রামের আহারের বেলা অতীত হইয়া যায়, অথচ কেষ্ট নদীর ঘাট হইতে বাড়ী ফেরেনা দেখিয়া, তাঁহার ছোট ভাই দাদার খোঁজ করিবার জন্ত ঘাটে আসিল, এবং তাঁহার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিল।

কেষ্ট, ভাইকে সেইখানেই তাঁহার ভাত আনিতে বলিলেন।

আহার করিয়া কৃষ্ণপান্তি ভাবিতে লাগিলেন, যাহার জিনিষ সে এখনও উহা লইতে আসে না কেন? সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রি আসিল। কৃষ্ণ তখনও পুঁটুলী আগলাইয়া নদীর তীরে বসিয়া। রাত্রি যখন গভীর হইল, তখন পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে ব্রাহ্মণ সেই নদীতীরে পুঁটুলীর খোঁজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্ত নানা স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া, এই অর্থ ও অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাড়ী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে আত্ম-বিস্মৃতি বশতঃ এই বিপৎপাত। পুঁটুলিটি ব্রাহ্মণের কিনা তাহা সঠিক জানিবার জন্য কৃষ্ণপান্তী আগে ব্রাহ্মণকে পুঁটুলির মধ্যে কি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর পাইবার পর পুঁটুলিটি ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দিলেন। হৃত-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ অপ্রত্যাশিতভাবে সব ফিরিয়া পাইয়া, প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি সেদিন যে নির্লোভতার পরিচয় দিলেন, তাহার তুলনা জগতে বিরল। এই অসাধারণ সাধুতার কথা তখন লোকে শুনিল না, জানিলনা সত্য, কিন্তু বিশ্বতশ্চক্ষু সর্ব্বদর্শী ভগবান অলক্ষ্যে কৃষ্ণচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যে চূর্ণি নদীর তীরে কৃষ্ণপান্তি একান্ত নির্জ্জনে টাকা এবং গহনা পাইয়াও আত্মসাৎ করেন নাই, সেই নদীর তীরে আর একদিন তাঁহার সৌভাগ্যের সূচনা হইল।

তখনকার দিনে কলিকাতায় এখনকার মত Electric tram car বা মোটর বাসের ছড়াছড়ি ছিল না। Electricity তখন ইন্দ্রের বজ্রের মধ্যেই লুকাইয়াছিলেন, আর মোটর বাস্ বা পুষ্পক

রথ দেবতাদের আড়গড়ায় আটকানো ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে কলিকাতার একমাত্র যানবাহন ছিল পাল্কী আর ঘোড়ার গাড়ী। কলিকাতায় এবং দেশের সর্ব্বত্র তখন অসংখ্য ঘোড়া চলাচল করিত; তাহা ছাড়া অশ্বারোহী ফৌজ এবং পল্টনের ঘোড়াও ছিল অসংখ্য। এই সকল ঘোড়ার খোরাকীর জন্য কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে ছোলার বেচা-কেনা হইত। সে'বার ছোলার মন্বন্তর হওয়ায়, সে বৎসর কলিকাতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মহাজনেরা দিকে দিকে নৌকা লইয়া, ছোলার সন্ধানে ছুটিয়া ছিল। ছোলা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই রাণাঘাটের সম্মুখে চুর্ণি নদীতে সেদিন একখানা বজরা দাঁড়াইয়াছিল। সেদিনও কৃষ্ণপান্তি, যেমন নিত্য স্নান করেন, তেমনি স্নান করিতে আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপান্তি দরিদ্র হইলেও ব্যবসায়ী। তাঁহার গ্রামের আশে-পাশে যে সকল হাট বসে, সাধ্যে যাহা কুলায়, তাহাই লইয়া তিনি এই সকল হাটে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে যাইতেন। ছোট ব্যবসায়ী হইলেও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট ছিল নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে কোথায়, কাহার ঘরে কোন জিনিস আছে, তাহার সংবাদ তিনি রাখিতেন। জনৈক গোঁসাইয়ের কয়েক গোলা ছোলা আছে, তাহা তাঁহার জানা ছিল। তিনি মাথায় করিয়া হাটে যাইয়া পান বিক্রয় করিতেন বটে, কিন্তু কেবল পানের খরিদ-বিক্রয়ের মধ্যেই যদি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণপান্তি সামান্য ব্যক্তিই থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু কৃষ্ণপান্তি ছিলেন স্বতন্ত্র ধরণের ব্যক্তি। সাধারণ লোকদিগের মত হাট করিয়াই তাঁহার কাজ শেষ হইত না,—কাহার ঘরে কোন্ জিনিষ আছে, কে কোন্ জিনিস চাহিতেছে, কাহার কোন্ মাল আর গোলাজাত রাখা চলিতেছে না,—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পণে থাকিত। তাই বজরার মহাজনের নিকট যখন শুনিলেন যে, তিনি ছোলার সন্ধানে আসিয়াছেন, তখন কৃষ্ণপান্তি বুঝিলেন, তাঁহার সম্মুখে সুযোগ উপস্থিত। কৃষ্ণপান্তি এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বজরার মহাজনকে বলিলেন, তিনি ছোলা সরবরাহ করিতে সমর্থ। এইখানেই কৃষ্ণপান্তির সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে গোঁসাইজী নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার কয়েক গোলা ছোলা ছিল। কিন্তু তাঁহার ছোলাতে তখন পোকা ধরিয়াছিল, এবং বেশী দিন গোলাজাত থাকায় উহা পচিয়া যাইতেছিল; আর কিছুদিন গোলাজাত করিয়া রাখিলে, উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং গোঁসাইজী উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন,—কৃষ্ণপান্তির এই সংবাদ জানা ছিল। এই সংবাদ রাখার জন্যই তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল,—দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি যশস্বী কৃষ্ণপান্তি হইতে পারিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপান্তি ছোলার খরিদ্দারের সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি গোঁসাইজীর নিকট ছুটিলেন। গোঁসাইজী তখন ছোলা বিক্রয়ের জন্য ব্যগ্র হইয়া ছিলেন। সুতরাং খরিদ্দার পাইয়া, অতি অল্প মূল্যেই তিনি কৃষ্ণপান্তিকে ছোলা ছাড়িয়া দিলেন।

ছোলায় পোকা এবং পচা ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে গোলার উপরিভাগের হাতখানেক মাত্র ছোলা নষ্ট হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই ভাল ছিল। কৃষ্ণপান্তি এই ছোলা বেচিয়া পৌণে আট হাজার টাকা লাভ পাইলেন, এবং সেই হইতেই তাঁহার অবস্থা ফিরিল।

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণপান্তি কলিকাতার অন্তর্গত হাটখোলায় কতকটা জমি ইজারা লইয়া,

তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, কারবার আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ব্যবসায়ী-মহলে পরিচিত হইয়া কৃষ্ণপান্তি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে এবং মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে যে দ্রব্য সস্তায় পান, তথায় তাহা ক্রয় করেন, এবং যে স্থানে যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য, সেখানে তাহা আমদানী করিয়া বিক্রয় করেন। এইরূপে তিনি যথেষ্ট লাভবান হইতে লাগিলেন।

দিন দিন তাঁহার যতই আর্থিক উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধিও বিকাশ পাইতে লাগিল। এই সময় তিনি শুনিলেন, কোম্পানীর কাছে লবণ ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। তিনি তৎক্ষণাৎ লবণের কারবারের সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কয়েকজন মহাজনের সহিত মিলিয়া, লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

একবৎসর একত্রে ব্যবসায় করিবার পর কৃষ্ণপান্তির এত অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহার যেরূপ সাহস, অন্য কোন ব্যবসায়ীর সেরূপ সাহস নাই। তিনি যেরূপ পরামর্শ দিতেন, সহযোগী ব্যবসায়ীরা সেই পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে সাহস পাইতেন না। এই ভাবে একবৎসর কাল ব্যবসায় করিবার পর, তাঁহার ভাগে একুশ হাজার টাকা লাভের অংশ পড়িল। তখন তিনি তাঁহার অংশীদারগণকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতে চাহেন। তাঁহার অংশীদারগণও ইহাই চাহিতেছিলেন; কারণ কৃষ্ণপান্তি যে সকল পরামর্শ দিতেন, সে পরামর্শ অনুসারে তাঁহাদের কাজ করিবার সাহস ছিল না, এবং তাঁহারা ভাবিতেন, যদি তাঁহারা ভুলিয়া বা লোভে পড়িয়া তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কৃষ্ণপান্তি যখন নিজেই পৃথক হইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন তাঁহারা সানন্দে সম্মত হইলেন।

স্বাধীনভাবে কারবার করিতে আরম্ভ করিয়া, কৃষ্ণপান্তি দুই মাসের মধ্যে লবণের কারবারে লক্ষাধিক টাকা লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহস, বুদ্ধি এবং বল অসীম বর্দ্ধিত হইল। তিনি সেই বৎসরেই নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানা জায়গায় গদি খুলিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণপান্তি হাটখোলার একজন প্রধান ব্যবসায়ী বা মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি গম, তিসি, ছোলা, মটর প্রভৃতি নানাবিধ শস্য এবং লবণের ব্যবসায়ে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়াইলেন। পরিশেষে ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইল যে, কৃষ্ণপান্তি যাহা করেন, অন্যান্য ব্যবসায়ী তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণপান্তি যখন ছোলা ক্রয় করেন, তখন ব্যবসায়ীমহলে ছোলা কিনিবার ধূম পড়িয়া যায়। কৃষ্ণপান্তি যখন চা'ল ক্রয় করেন, ব্যবসায়ীরা তখন চা'ল কিনিতে ছুটে।

কৃষ্ণপান্তী নিজেও যেমন নানারূপ ব্যবসায়ে ধনার্জ্জন করিতেছিলেন, তেমনি তাঁহার বহু আত্মীয়-স্বজনকেও তাহাদিগের আপন আপন শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী কারবারে নিয়োগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারাও চারিদিকে কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকিত।

একবার কৃষ্ণপান্তীর দূরসম্পর্কীয় কোনও এক আত্মীয় কারবারে লিপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আসেন। কৃষ্ণপান্তী তাঁহাকে গুড় বাঁধী করিবার জন্য পরামর্শ দেন। বাঁধী করার মানে আমদানীর সময় সস্তাদরে মাল কিনিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, পরে অসময়ে বাজারে যখন মালের আর আমদানী থাকে না, তখন বাজার বুঝিয়া

চড়া দামে সেই মাল ছাড়িয়া দিতে হয়। ব্যবসায়ীদের ভাষায় এইরূপ করাকে "বাঁধী কারবার করা" বলা হয়।

কৃষ্ণপান্তির পরামর্শানুসারে তাঁহার আত্মীয় অনেক টাকার গুড় কিনিয়া উহা বাঁধী করিয়া রাখিলেন; কিন্তু কিছুদিন পরে গুড়ের বাজার অত্যন্ত কমিয়া গেল। কৃষ্ণপান্তির আত্মীয় ভাবিয়াই আকুল। "গুড়ের বাজার পড়িয়া গেল, এইবার আমি ধনে প্রাণে মরিলাম"—এই বলিয়া তাঁহার আত্মীয় হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ দশা দেখিয়া মহানুভব কৃষ্ণপান্তি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য যে দামে যত টাকার গুড় কিনিয়া, তাঁহার আত্মীয় গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কড়ায় গণ্ডায় তাঁহাকে সমুদয় টাকা বুঝাইয়া দিয়া, কৃষ্ণপান্তি তাঁহার সমুদয় মাল নিজের গুদামে লইয়া আসিলেন। আত্মীয় হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, এবং লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে এইবার পান্তি মহাশয়কে কিছু খরচ লিখিতে হইবে।

পান্তি মহাশয় কিন্তু মনে মনে মতলব সব ঠিক করিয়া ফেলিলেন, এবং রাত্রে কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া দিলেন যে, অতি প্রত্যুষে কলিকাতার সব আড়তে যাইয়া গুড় কেনা সুরু করিবে।

সকাল হইতেই মহাজনেরা দেখিতে পাইল যে, কলিকাতার চারিদিকের আড়ত হইতে কেবল গাড়ী গাড়ী গুড় সারা দিন ধরিয়া কৃষ্ণপান্তির আড়তে জমা হইতেছে। বাজারময় একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। যখন কৃষ্ণপান্তি চারিদিক হইতে বিরাট আকারে গুড় কিনিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে, সুতরাং আর আর মহাজনেরাও নানা দিক হইতে আসিয়া গুড় কিনিতে সুরু করিল; কারণ লোকে জানিত যে, কৃষ্ণপান্তি যাহা ধরেন, তাহাতেই সোণা ফলিয়া যায়। চারিদিক হইতে মহাজনেরা গুড় কিনিতে সুরু করায়, দেখিতে দেখিতে গুড়ের বাজার গরম হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণপান্তি জানিতেন, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে যে, তিনি যে বাজারে হাত দিবেন, সেই বাজারই গরম হইয়া উঠিবে; সুতরাং তিনি আত্মীয়কে উদ্ধার করিবার জন্য গুড়ের বাজারে হাত দিলেন। যে গুড়ের দাম অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছিল, সেই গুড়ের দর হু হু করিয়া চড়িয়া গেল।

গুড়ের দাম চড়িতে চড়িতে কৃষ্ণপান্তি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার আত্মীয়ের কেনা দামের অপেক্ষা বাজার দর প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন নিজের গোলাজাত সমুদয় গুড় সেই চড়া বাজারে বেচিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, এবং এই তেজীর খেলায় কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করিয়া, আত্মীয়, স্বজন এবং সমব্যবসায়ীদিগের তাক্ লাগাইয়া দিলেন। ব্যবসায়ে মাথা খাটাইয়া "তেজী এবং মন্দীর খেলার পত্তন" করিয়া, কৃষ্ণপান্তি গুড় হইতে যে কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করিলেন, তাহার মধ্য হইতে তাঁহার সেই "টুনুক্ পরাণ" আত্মীয়কে তাহার অংশানুযায়ী লাভের অংশ দান করিয়া, তিনি অসম্ভব মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দরিদ্র কৃষ্ণপান্তির ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিয়াছিল। উপরকার ঘটনায় কৃষ্ণপান্তির ব্যবসায়ে চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য এরূপ চাতুর্য্য নিতান্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু একশত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে কৃষ্ণপান্তির এই চাতুর্য্য সম্পূর্ণই তাঁহার নিজস্ব, স্বকপোলোদ্ভাবিত। আজিও বহু দালাল তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া বাজারে "বুম" করিয়া মাঝে মাঝে বেশ দুই পয়সা লুটিয়া লইয়া থাকেন।

সেয়ারের বাজারের কথা ধরা যা'ক। কাঁকিনাড়া জুট মিলের সেয়ারের দর নিতান্তই পড়িয়া গিয়াছে।

এই সেয়ারের জনৈক মাড়োয়ারি বড় দালাল। দর নিতান্তই পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, তিনি বাজারে "বুম" করিতে আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ নিজে এবং নিজের অন্যান্য দালাল দিয়া কাঁকিনাড়া জুট মিলের সেয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে বাজারে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল—অন্যান্য লোকে ভাবিল, কাঁকিনাড়া জুট মিলের সেয়ারের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভাল হইয়াছে; তাহারাও সেয়ার কিনিতে লাগিল। অতএব দর চড়িল। যেই দর চড়িল, অমনি প্রধান দালাল অন্যান্যের মারফতে আপন সেয়ার বেচিতে আরম্ভ করিলেন। কম দামে সেয়ার কিনিয়া, বাজার যেই চড়িল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করায় প্রচুর লাভ হইল। কৃষ্ণপান্তি গুড়ের ব্যবসায়ে ইহাই করিয়াছিলেন। কতখানি ব্যবসায়-বুদ্ধি থাকিলে এরূপ চাতুর্য্য মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নহে, হৃদয়ঙ্গম করিবার। এইরূপ ব্যবসায়-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই, দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হইতে এবং কোটি কোটি টাকার মালিক হইতে পারিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে এক লাখ, দেড় লাখ দালাল ঘুরিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজনই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদের এক দিকে যেমন ব্যবসায়-বুদ্ধি আছে, অন্যদিকে তাঁহারা বাজারের খুঁটিনাটি খবরও রাখিয়া থাকেন। কৃষ্ণ পান্তির ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল, এবং বাজার সংক্রান্ত খুঁটি-নাটি সংবাদও তিনি রাখিতেন, তাই তিনি বড় ব্যবসায়ী হইতে পারিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

# টাকা খাটাইবার উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ আমরা প্রেফারেন্স সেয়ারের কথা আলোচনা করিব।

গত সংখ্যায় আমরা ডিবেঞ্চার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করা দরকার, প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করিবার সময়ও অনেকাংশে সেই সকল বিষয়েরই বিচার করিবার প্রয়োজন হয়।

প্রেফারেন্স সেয়ার, ডিবেঞ্চার হইতে নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সাধারণ সেয়ার অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট। সাধারণ সেয়ার এবং প্রেফারেন্স সেয়ারে প্রভেদ এই যে, সাধারণ সেয়ারের অধিকারীরা লাভের অংশ পাইবার পূর্ব্বে প্রেফারেন্স সেয়ারের অধিকারীরা লাভের অংশ পাইবেন। যদি কোম্পানী লিকুইডেশনে যায়, তাহা হইলে ডিবেঞ্চারের অধিকারীরা প্রথমে তাহাদের মূলধন ফেরত পাইবেন, তাহার পর পাইবেন প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা; সর্ব্বশেষে সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা পাইবেন।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক। ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, একটি কোম্পানীর নিম্নলিখিত পরিমাণ মূলধন আছে :—

শতকরা ৫ টাকা সুদের প্রথম ডিবেঞ্চার —২০০০০০৲ টাকা

শত করা ৬ টাকা সুদের দ্বিতীয় ডিবেঞ্চার —১০০০০০৲ টাকা

শতকরা ৭ টাকা লাভাংশের প্রেফারেন্স সেয়ার —৫০০০০০৲ টাকা

সাধারণ সেয়ার—১০০০০০০৲ টাকা

এইকাল্পনিক কোম্পানী যে খুব লাভবান হইয়াছে, ইহাও কল্পনা করিতে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং উক্ত কোম্পানী সকল রকম দেয় এবং দেনা টাকা শোধ করিয়া যে ১০০০০০৲ টাকা লাভবান হইতে পারে, তাহাও অনুমান করা যা'ক। এখন ১০০০০০৲ টাকা যদি "নেট" লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাহার ভাগ্যে কিরূপ জুটিবে, তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—

প্রথম ডিবেঞ্চারের সুদ—১০০০০৲ টাকা

দ্বিতীয় ডিবেঞ্চারের সুদ—৬০০০৲ টাকা

৭ টাকা লাভাংশের প্রেফারেন্স সেয়ার —৩৫০০০৲ টাকা

**অবশিষ্ট** সাধারণ সেয়ারের—৪৯০০০৲

"অবশিষ্ট" কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন, এবং ঐ কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলেই প্রেফারেন্স সেয়ারের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে।

মনে করা যা'ক, উক্ত কাল্পনিক কোম্পানীর ১০০০০০৲ টাকা লাভ না হইয়া, মাত্র ৫১০০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রথম ডিবেঞ্চারকে দশ হাজার, দ্বিতীয় ডিবেঞ্চারকে ছয় হাজার এবং প্রেফারেন্স সেয়ারে ৩৫ হাজার টাকা দিবার পর "অবশিষ্ট" যাহা রহিল, তাহা শূন্য। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সাধারণ সেয়ারের ভাগ্যে কিছু না জুটিলেও, ডিবেঞ্চারের প্রাপ্য পরিশোধ করিবার পর যাহা বাকী থাকিবে, তাহা প্রেফারেন্স সেয়ারের ভাগ্যে জুটিবে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সাধারণ সেয়ার অপেক্ষা প্রেফারেন্স সেয়ার অধিকতর নিরাপদ, কিন্তু ডিবেঞ্চার অপেক্ষা কম নিরাপদ। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ডিবেঞ্চারও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রেফারেন্স সেয়ার অপেক্ষা নিরাপদ।

ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়া কোম্পানী ঋণ গ্রহণ করেন, সুতরাং কোম্পানীকে অবশ্যই উহা পরিশোধ করিতে হয়; এবং কোম্পানী যদি দেউলিয়া না হইয়া যায়, তাহা হইলে সুদও দিতে হইবে; কিন্তু প্রেফারেন্স সেয়ারের টাকা শোধ করিতে হইবে না। লাভ হইলে উহাতে লাভের অংশ দিতে হইবে। এবং সাধারণ সেয়ারের ভাগ্যে লাভের অংশ জুটিবার পূর্ব্বে প্রেফারেন্স সেয়ার লাভ পাইতে বাধ্য।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ডিবেঞ্চারের টাকা নিশ্চিত শোধ হইবে বলিয়া, উহার দর সর্ব্বদাই চড়া থাকে। কিন্তু প্রেফারেন্স সেয়ারের টাকা-ত পরিশোধ করা হইবে না, তবে উহার দর চড়ে কেন? সকল সময়েই যে প্রেফারেন্স সেয়ারের দর চড়া থাকে, তাহা নহে। যখন প্রেফারেন্স সেয়ারে নিয়মিত লাভের অংশ দেওয়া হয়, তখনই উহার দর অধিক হয়, নচিলে নামিয়া যায়।

সুতরাং প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটাইতে হইলে, যে কোম্পানী সাধারণ সেয়ারে লাভাংশ দিতেছে, সেই কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করা উচিত। কারণ, প্রেফারেন্স সেয়ার লাভাংশ না পাইলে সাধারণ সেয়ারের মালিক লাভের অংশ পাইতে পারেন না।

যিনি কখনও প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটান নাই, প্রথম টাকা খাটাইতে আসিয়া, তাঁহার গোলমাল বোধ হইতে পারে। এতদিন হয়ত তিনি জানিতেন, একটা মাত্রই প্রেফারেন্স সেয়ারই আছে, কিন্তু কার্য্যকালে টাকা খাটাইতে আসিয়া তিনি দেখিলেন, প্রথম প্রেফারেন্স সেয়ার (First preference share), কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স সেয়ার (Cumulative preference share), দ্বিতীয় প্রেফারেন্স সেয়ার (Second preference share), পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স সেয়ার (participating preference share) ইত্যাদি নানা সেয়ার রহিয়াছে। এখন কোন্ ক্ষেত্রে টাকা খাটান উচিত? এরূপ অবস্থায় দালালের পরামর্শ লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এতদ্ভিন্ন দেখিতে হইবে, কোন্ প্রেফারেন্স সেয়ার সর্ব্বপ্রথম ইস্যু করা হইয়াছে, এবং সর্ব্ব নিম্নতন প্রেফারেন্স সেয়ারও যথা সময়ে লাভের অংশ পাইতেছে কি না। হইতে পারে, সাধারণ সেয়ারের অধিকারীরা কিছুই লাভ পাইতেছেন না, কিন্তু দ্বিতীয় বারের প্রেফারেন্স সেয়ার যথা সময়ে লাভের টাকা পাইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটাইতে পারা যায়। কিন্তু যদি সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা লাভের টাকা না পান, তাহা হইলে দ্বিতীয় বারের প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটান উচিত নয়।

মোট প্রেফারেন্স সেয়ারের পরিমাণ এবং মোট সাধারণ সেয়ারের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত, এখন তাহারই আলোচনা করা যা'ক। কিন্তু সে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, দু'এক কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ডিবেঞ্চারে যখন টাকা খাটান হয়, তখন কোম্পানীকে টাকা ধার দেওয়া হয়, কিন্তু প্রেফারেন্স সেয়ার বা সাধারণ সেয়ারে টাকা খাটান হয় ভাল রকম লাভ পাইবার আশায়; ডিবেঞ্চারের টাকা শোধ দিতেই হইবে, কিন্তু প্রেফারেন্স সেয়ারের টাকা শোধ করিতে হইবে না। ডিবেঞ্চার-ঋণের সুদ দিতেই হইবে; সুদ না দিতে পারিলে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইবে। কিন্তু যদি লাভ হয়, তাহা হইলে প্রেফারেন্স সেয়ার নিশ্চয়ই লাভের অংশ পাইবে, নহিলে নহে।

এখানে সুদ (interest) এবং লাভাংশ (dividend)—এই দুইটি কথার উপর একটু বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। যখন টাকা ধার দেওয়া হয়, বা কর্জ্জ করা হয়, তখনই সুদের কথা ওঠে; কিন্তু ব্যবসায়-ব্যপদেশে যখন টাকা খাটান হয়, তখন লাভের কথা আসে। ডিবেঞ্চারে যখন টাকা খাটান হয়, তখন কোম্পানীকে ঋণ দেওয়া হয়, কিন্তু সাধারণ সেয়ার বা প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটাইয়া ব্যবসায় প্রসারের সহায়তা করা হয়।

সুদ এবং লাভের তাৎপর্য্য কি, তাহা কতকটা বুঝা গেল; কিন্তু "প্রেফারেন্সের" অর্থ এখনও ঝাপ্‌সা রহিয়া গিয়াছে। "প্রেফারেন্স" বলিলে, কাহারও অপেক্ষা বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ বুঝায়। সুতরাং প্রেফারেন্স সেয়ার বলিলে, উহা যে সাধারণ সেয়ার অপেক্ষা কোন কোন অংশে সুবিধাজনক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধরা যা'ক, একটি কোম্পানীর ১০ লক্ষ টাকার মূলধন আছে। উক্ত কোম্পানী ১০ লক্ষ টাকারই প্রেফারেন্স সেয়ার ছাড়িলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই সেয়ারের মালিকেরা কাহার অপেক্ষা বেশী সুবিধাজনক সেয়ার পাইয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর নাই, কারণ সাধারণ সেয়ার নাই। এ ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স সেয়ারের কোন অর্থই নাই। অবশ্য এরূপ প্রফারেন্স সেয়ার কখনও জারি হয় না। ইহা একটা উদাহরণ মাত্র।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইতেছে এই যে, সাধারণ সেয়ার অপেক্ষা প্রেফারেন্স সেয়ারের পরিমাণ অনেক বেশী। উল্লিখিত কোম্পানীর ১০ লক্ষ টাকার মূলধনের মধ্যে ৭ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স সেয়ার ও ৩ লক্ষ টাকার সাধারণ সেয়ার ইস্যু হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স সেয়ার বিশেষ বিশ্বাস যোগ্য নয়।

যাহারা প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যে কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ার তাঁহারা কিনিতেছেন, সে কোম্পানীর অধিকাংশ মূলধন যেন সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা সরবরাহ করেন। কারণ, ব্যবসায়ের অধিকাংশ ঝুঁকিই তাহাদের উপর।

যদি সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা অধিকাংশ টাকা সরবরাহ করেন, তাহা হইলে প্রেফারেন্স সেয়ারের নির্দ্দিষ্ট লাভাংশ নিরাপদ থাকে। যে কোম্পানীর মূলধনের অর্দ্ধেকের উপর প্রেফারেন্স সেয়ার, সে কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা না খাটানই উচিত।

সেয়ার যে কত প্রকার আছে, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কোন প্রেফারেন্স সেয়ারকে প্রথম, কোনটিকে দ্বিতীয়, কোনটিকে বা তৃতীয় প্রেফারেন্স সেয়ার নামে অভিহিত করা হয়। নাম হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, প্রথম নম্বরের সেয়ার প্রথম লাভাংশ পাইবে, অতঃপর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় পাইবে। কিন্তু সেয়ার মার্কেটে সকল রকম প্রেফারেন্স সেয়ার কেবল প্রেফারেন্স সেয়ার বলিয়াই বিক্রয় হয়। সুতরাং প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করিবার সময় উহা প্রথম, কি দ্বিতীয় বা তৃতীয়, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স সেয়ারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ সেয়ার এবং প্রেফারেন্স সেয়ারের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে। এখন কিউমিউলেটিভ (cumulative) প্রেফারেন্স সেয়ার ও প্রেফারেন্স সেয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক।

কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স সেয়ারের প্রথম সুবিধা এই যে, সকল সেয়ারের অগ্রে এই সেয়ারের মালিকেরা নির্দ্দিষ্ট লাভাংশ পাইবে; দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন বৎসর কোম্পানী টাকা দিতে না পারে, তাহা হইলেও সে বৎসরের টাকা মারা যাইবে না, কোম্পানীকে ভবিষ্যতে তাহা শোধ করিতেই হইবে।

ধরা যা'ক, কোন একটি কোম্পানীকে শতকরা ৬৲ টাকা হারে লাভাংশ দিতে হইবে। দুই তিন বৎসর ধরিয়া কোম্পানী নিয়মিত টাকা দিয়া গেল, কিন্তু পর বৎসর কোম্পানী ছয় টাকা দিতে পারিল না, চারি টাকা দিল। বাকী দুই টাকাও কোম্পানীকে শোধ করিতে হইবে। হয়ত কোম্পানী পর বৎসর একেবারেই লাভের অংশ দিতে পারিল না। পূর্ব্বেকার দুই টাকা এবং এবারকার ছয় টাকা, মোট আট টাকা হারে কোম্পানীর ঋণ বাড়িয়া গেল। ইহার ফলে অনেক সময় এরূপ হইয়া থাকে যে, যে বৎসর বেশ কিছু লাভ হইল, সে বৎসর কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্সের প্রাপ্য টাকা শোধ দিতে যাইয়া, সাধারণ সেয়ারের ভাগ্যে লাভাংশ আদৌ জুটিল না। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ সকল প্রকার সেয়ারের মধ্যে কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স সেয়ারের টাকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ। যদি কোম্পানী ভাল হয়, তাহা হইলে কিউমিউলেটিভ সেয়ারে টাকা লাগাইলে, আজ লাভাংশ না পাওয়া গেলেও, সে টাকা ভবিষ্যতে একদিন না একদিন পাওয়া যাইবে। যদি শতকরা ছয় টাকা লাভ পাইবার প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে কোন কোন বৎসর

ছয় টাকার কম পাওয়া যাইতে পারে, কিম্বা একেবারে কিছু নাও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স সেয়ারে তাহা হইতে পারে না। তাহার টাকা একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই। সুতরাং টাকা খাটাইতে হইলে, কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স সেয়ারেই টাকা খাটান ভাল।

কোন কোন কোম্পানী প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকদিগকে মিটিং-এ আসিবার অধিকার দেন না, কিম্বা, যদিই বা তাঁহারা সভায় যোগদান করিতে পান, ভোট দিতে পারেন না। ইহার কারণ, সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেন, সুতরাং ব্যবসায়-পরিচালন সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকাই উচিত। টাকা খাটাইবার সম্পর্কে ইহা তেমন জরুরি ব্যাপার নহে বটে, তবে যে কোম্পানীর মিটিং-এ ভোট দিবার অধিকার আছে, সেই কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ার কিনিতে পারিলেই ভাল।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, সেয়ারের মালিকেরা যতদূর পারেন,কোম্পানীর মিটিং-এ যেন যোগদান করেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন, যাহা সংবাদপত্রে ও কোম্পানীর বিবরণীতে প্রকাশিত হয় না।

যদি প্রেফারেন্স সেয়ারের লাভাংশ নিয়মিতভাবে প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে সে প্রেফারেন্স সেয়ারের কোন মূল্যই নাই। যদি ডিভিডেণ্ড প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কোম্পানীর সময় খারাপ যাইতেছে। কিন্তু যদি কোম্পানী বাকী টাকা শোধ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেও সে কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটাইতে যাওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ উক্ত কোম্পানী বাকী টাকা শোধ করিয়া নিয়মিত ডিভিডেণ্ড দিতে আরম্ভ না করে। অতএব এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড পাওয়া অপেক্ষা নিয়মিত ডিভিডেণ্ড পাওয়া ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়।

প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকদের দৃষ্টি প্রেফারেন্স সেয়ারের উপরেই নিবদ্ধ থাকিলে চলিবে না—ডিবেঞ্চারের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ প্রেফারেন্স সেয়ারের উপরেই ডিবেঞ্চারের অবস্থিতি, এবং ডিবেঞ্চার যদি বিনা আয়াসে তাহাদের প্রাপ্য পায়, তবেই প্রেফারেন্স সেয়ারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

বিগত বৎসর সমূহে কিরূপ লাভ হইয়াছে, এবং কিরূপ হারে ডিবেঞ্চার-ঋণ পরিশোধিত হইতেছে, প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকদিগকে তাহা বেশ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও দেখিতে হইবে, ডিবেঞ্চার-ঋণ কতদিনে পরিশোধ করিতে হইবে, লাভ হইতে উহা পরিশোধ হইতে পারিবে কি না, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে নূতন ঋণ করিয়া উহা শোধ করিতে হইবে কি না। ইহার কারণ, ডিবেঞ্চার-ঋণের সহিত প্রেফারেন্স সেয়ারের স্বার্থ ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত।

একটা উদাহরণ লইয়া কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক। ধরুন, ৬৲ টাকা সুদের তিন লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার-ঋণ ২০ বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে, লাভ হইতে প্রতি বৎসর কত টাকা উহা হইতে লওয়া হইবে। ধরুন, কোম্পানী প্রথম বৎসরে সুদের জন্য ১৮০০০৲ টাকা এবং আসল পরিশোধের জন্য ১৫০০০৲ টাকা রাখিল। তাহা হইলে প্রথম বৎসরে মোট ৩৩ হাজার টাকা দিতে হইল। এইরূপে প্রতি বৎসর যেমন যেমন ডিবেঞ্চার-ঋণ পরিশোধিত হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসরে পরিশোধের পরিমাণ কমিয়া আসিবে। পরিশেষে ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, ঋণ শোধ হইয়া যাইবে। কোন কোন কোম্পানী

ভিন্ন ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। তাঁহারা ২০ বৎসরের সুদের পরিমাণ কসিয়া, আসল এবং সুদ একত্রিত করিয়া, তাহা কুড়ি ভাগে বিভক্ত করেন, এবং তাহারই একভাগ প্রতি বৎসর শোধ দেন। ধরা যা'ক, প্রতি বৎসর ২০ হাজার টাকা ডিবেঞ্চারের জন্য দেওয়া হইতে লাগিল। প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিককে মনে রাখিতে হইবে, উক্ত ২০ হাজার টাকা যতক্ষণ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তিনি কিছু মাত্র লাভাংশ আশা করিতে পারেন না। সুতরাং যে কোম্পানী সাধারণ সেয়ারে লাভাংশ দিতেছে, সেই কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ার যদি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে টাকা যে অনেকাংশে নিরাপদ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। ধরুন, যখন প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করা হইল, তখন কোন ডিবেঞ্চার নাই কিন্তু পরে ডিবেঞ্চার ইস্যু করা হইল। ইহাতে প্রেফারেন্স সেয়ারের ভাগ্য বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে, এমন কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ার ক্রয় করা উচিত, যে কোম্পানী প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকদের সম্মতি না লইয়া, ডিবেঞ্চার ইস্যু করিতে পারেন না।

এইবার পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স সেয়ারের (participating preference share) কথায় আসা যা'ক। ইহাকে অনেক সময় প্রেফার্ড অর্ডিনারি সেয়ার (preferred ordinary share) বলা হয়। এই সেয়ারের প্রধান সুবিধা এই যে, সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা লাভ্যাংশ পাইবার পূর্ব্বে ইহা একটি নির্দ্দিষ্ট হারে লাভাংশ পাইয়া থাকে। এই সেয়ারের প্রাপ্য দেওয়া হইলে পর, যদি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে সেই টাকাও পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স সেয়ার এবং সাধারণ সেয়ারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স সেয়ার একবার নির্দ্দিষ্ট হারে প্রেফারেন্স পাইবে, এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে, অর্ডিনারি সেয়ারের সমপর্য্যায়ে উদ্বৃত্ত হইতে ভাগ পাইবে।

প্রেফারেন্স সেয়ার সম্বন্ধে বিশদ ভাবেই এখানে আলোচনা করা হইল; কারণ দালালেরা অনেক সময় উহা ক্রয় করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। এ পরামর্শ অবশ্য ভাল; কিন্তু উহা যে সর্ব্বক্ষেত্রেই ভাল, তাহা বলা যায় না। ইহা সত্য যে, সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা লাভাংশ না পাইলেও, অনেক প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা তাঁহাদের প্রাপ্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু এমনও হইয়া থাকে যে, তাঁহাদের ভাগ্যেও কিছু জুটে না।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, কোম্পানী যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা কিছু পাইবার পূর্ব্বে, প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা কোম্পানীর সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য পাইবেন। কিন্তু কথা হইতেছে, কোম্পানীর যতক্ষণ ভাল সম্পত্তি থাকে, কোম্পানী ততক্ষণ ফেল হয় না। সুতরাং কোম্পানী যখন ফেল হইয়া যায়, তখন সাধারণ সেয়ারের ভাগ্যেও যাহা প্রেফারেন্স সেয়ারের ভাগ্যেও তাহাই জুটিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা সেয়ারে টাকা খাটাইতে যাইয়া যতটা ঝুঁকি স্কন্ধে তুলিয়া লন, প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা প্রায় ততটা ঝুঁকি গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণ সেয়ারের মালিকেরা শতকরা দশ, কুড়ি, একশ, দুইশ, যত ইচ্ছা লাভাংশ পাইবার আশা করিতে পারেন, কিন্তু প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা শতকরা ছয় বা আট টাকার অধিক লাভাংশ পাইবার আশা করিতে পারেন না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাতে প্রেফারেন্স সেয়ারকে

আমি খারাপ বলিয়াই মনে করি। একটি কোম্পানী ফেল হইয়া গেল, আমি সেই কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ার হইতে কিছুই পাইলাম না। আর একটি কোম্পানীর সেয়ারে আমি আজ পর্য্যন্ত কিছু পাই নাই—এপর্য্যন্ত যাহা বাকী পড়িয়াছে, তাহা কবে পাইব, তাহাও জানি না। কোম্পানীর প্রথম ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাইয়া আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সাধারণ সেয়ারে সম্পূর্ণভাবে না হউক অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছি; কিন্তু প্রেফারেন্স সেয়ারে টাকা খাটাইয়া একেবারে ব্যর্থ হইয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা ডিবেঞ্চার এবং প্রেফারেন্স সেয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইবার সাধারণ বা অর্ডিনারি সেয়ার (ordinary share) এবং ডেফার্ড সেয়ার (deferred share) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সাধারণ সেয়ারই কোম্পানীর প্রধান মূলধন। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কোম্পানী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কোম্পানী লাভবান হইলে ডিবেঞ্চার ঋণের সুদ এবং প্রেফারেন্স সেয়ারের নির্দ্দিষ্ট লাভাংশ প্রদত্ত হইবার পর, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সমস্তই সাধারণ সেয়ারের প্রাপ্য।

সাধারণ সেয়ারে টাকা খাটান অনেকটা জুয়া খেলার অনুরূপ। এক্ষেত্রে টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে কি সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা যতদূর সম্ভব নিরাপদে টাকা খাটাইয়া কিছু আয় করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমি সাধারণ সেয়ারে টাকা খাটাইতে অনুরোধ করিতে পারি না।

যদি কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানীর সহিত ব্যবসায় সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত কোম্পানীর সাধারণ সেয়ার ক্রয় করিতে পারেন। ধরুন, কোন কোম্পানী কাঠের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। আপনি সেই কোম্পানীর নিকট হইতে কাঠ ক্রয় করিয়া কাঠের বাক্স প্রস্তুতের ব্যবসায় করেন। এক্ষেত্রে আপনি সাধারণ সেয়ার ক্রয় করিতে পারেন।

এ কথা সত্য, কোন কোন কোম্পানী সাধারণ সেয়ারে শতকরা দশ, কুড়ি, পঁচিশ, পঞ্চাশ টাকা লাভাংশ দিয়া থাকেন। কিন্তু একথা জানা উচিত যে, খুব বেশী ঝুঁকি গ্রহণ না করিলে, খুব বেশী লাভ হয় না। টাকা যত বেশী নিরাপদ থাকে, তাহার আয়ের পরিমাণও তত কম।

সকল কোম্পানীই যে ডিবেঞ্চার ও প্রেফারেন্স সেয়ার ইস্যু করিয়া থাকে তাহা নহে, এমন অনেক কোম্পানী আছে, যাঁহারা কেবলমাত্র সাধারণ সেয়ারই ইস্যু করিয়া থাকেন। এরূপ কোম্পানীর "ব্যালান্স সীট" পরীক্ষা করিয়া যিনি টাকা খাটাইবেন, তিনি যদি আশান্বিত হন, তাহা হইলে সে কোম্পানীর সেয়ারে তিনি টাকা খাটাইতে পারেন। বিলাতে এরূপ কোম্পানী খুবই কম। যে সকল কোম্পানীর বেশ নামডাক আছে, সে সকল কোম্পানী যুদ্ধের সময় ব্যবসায়কে দাঁড় করাইয়া রাখিবার জন্য টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির অর্ডিনারি সেয়ার অনেক পরিমাণে নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য। যিনি অধিক লাভের আশায় লোহার কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতির সেয়ার ক্রয় করেন, তাঁহার টাকা খোয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে; কিন্তু সেই সম্ভাবনা মানিয়া লইয়াই তিনি টাকা খাটাইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, যিনি টাকা খাটাইয়া আয় করিতে চাহেন, তিনি যতদূর সম্ভব অধিক নিরাপদে টাকা নিয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং যেখানে বিপদের সম্ভাবনা অধিক, সেখানে তাঁহার টাকা খাটাইবার অধিকার নাই, বা টাকা খাটান উচিত নহে।

যদি তিনি এরূপ ঝুঁকি লইয়া টাকা খাটাইতে চাহেন, তাহা হইলে টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সেয়ার ক্রয় করিবার পর "আনকল্ড্ লায়েবিলিটি" (uncalled liability) থাকে। প্রথমে এই কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ধরুন, একটি কোম্পানী ২৫৲ টাকা করিয়া সেয়ার ইস্যু করিল। সেয়ার ক্রয় করিবার সময় ৫৲ টাকা দিতে হইবে, এবং বাকী টাকা যেমন যেমন প্রয়োজন হইবে, সেই সেই ভাবে দিতে হইবে। সেয়ার ক্রয় করিবার সময় ৫৲ টাকা দিয়া অবশিষ্ট যাহা বাকী রহিল, তাহাকে "আনকল্ড লায়েবিলিটি" বলে। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নির্দ্দেশ বা আদেশ অনুসারে "আনকল্ড লায়েবিলিটি" শোধ করিয়া দিতে হয়। আবার কখনও কখনও কোম্পানী ফেল হইয়া গেলে "আনকল্ড লায়েবিলিটি" শোধ করিবার আহ্বান আসে। ব্যাঙ্ক বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সম্পর্কে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প, কিন্তু ঘটিতে পারে। কিছু-দিন পূর্ব্বে বিলাতের "ন্যাশানাল ইন্সিওরেন্স বেনিফিট" কোম্পানীর ( National Insurance Benefit Company ) ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল। এই কোম্পানীর প্রত্যেক সেয়ারের মূল্য ছিল পাঁচ পাউণ্ড। সেয়ারের মালিকেরা প্রতি সেয়ার পিছু আড়াই পাউণ্ড পরিশোধ করিয়াছিল; কিন্তু যখন উক্ত কোম্পানী ফেল হইয়া গেল, তখন সেয়ারের মালিকদিগকে প্রতি সেয়ার পিছু আড়াই পাউণ্ড শোধ করিতে হইল।

বড় বড় ব্যাঙ্ক যদি এরূপ ক্ষেত্রে টাকা খাটা-ইয়া লোকসান করেন, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে উহা সামান্যই বোধ হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে উহা সামান্য নয়। ধরুন, একটি কাপড়ের কলের ২০৲ টাকা করিয়া সেয়ার। ১০৲ টাকা প্রথমে প্রদত্ত হইল, বাকী রহিল ১০৲ টাকা। ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া, ব্যবসায় বাড়াইবার জন্য বাকি ১০৲ টাকা পরিশোধ করিবার তাগিদ আসিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা আপনি নির্দ্দিষ্টভাবে জানিতে পারেন না। এইখানেই বিপদ। যখন "আনকল্ড লায়েবিলিটি" শোধ করিবার আহ্বান আসে, তখন সেয়ারের দর কমিয়া যায়। অর্ডিনারি সেয়ারে টাকা খাটাইবার সময় ইহাও ভাবিবার কথা।

ধরুন, কোন লোক ২০৲ টাকার ৫০টি সেয়ার ক্রয় করিয়াছে। সেয়ার ক্রয় করিবার সময় তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিতে হইয়াছে, বাকী রহিয়াছে, ৫০০৲ টাকা। এখন কথা হইতেছে, বাকী ৫০০৲ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য এমন অসময়ে তাগিদ আসিতে পারে, যখন হাতে আদৌ টাকা নাই। অথচ সেই সময়ে টাকা না দিতে পারিলে, তাঁহার সেয়ার বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোম্পানীর সেয়ারের প্রাপ্য টাকা পুরাপুরি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই কোম্পানীর সেয়ারেই টাকা খাটান উচিত।

এখন ডেফার্ড সেয়ার (Defrred share ) কি তাহাই দেখা যা'ক। যখন কোন ব্যক্তি একটি চলতি কারবার অন্য একটি কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দিবার সহায়তা করেন, কিম্বা ব্যবসায় ভাল চলিলে পর লইবেন, এই সর্ত্তে লাভাংশী ডিরেক্টর হইতে রাজী হন, সেই প্রকার কারবারের জন্যই ডেফার্ড সেয়ারের সৃষ্টি হয়। সাধারণ সেয়ারের মালিকদের লভ্যাংশ একটা নির্দ্দিষ্ট হারে পৌঁছাইলে পর ডেফার্ড সেয়ারের মালিকেরা লাভাংশ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ডিবেঞ্চারে যাঁহারা টাকা খাটান, সর্ব্বপ্রথম তাঁহারাই প্রাপ্য টাকা পাইয়া থাকেন, তাহার পর পান প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা। ডিবেঞ্চার এবং প্রেফারেন্স সেয়ারের মালিকেরা তাঁহাদের প্রাপ্য পাইবার পর যদি কিছু

বাকী থাকে, তাহা হইলে অর্ডিনারি সেয়ারের ভাগ্যে তাহাই জুটিবে। ডেফার্ড সেয়ার যখন সৃষ্টি হয়, তখন অর্ডিনারি সেয়ারের মালিকেরা শতকরা কতটাকা লাভাংশ পাইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দ্ধারণ অনুসারে তাঁহারা যতক্ষণ উক্ত নির্দ্দিষ্ট হারে লাভাংশ পাইবার অধিকারী না হন, ততক্ষণ ডেফার্ড সেয়ারের মালিকেরা কিছু পাইবার আশা করিতে পারেন না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাঁহারা টাকা খাটাইয়া কিছু আয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ডেফার্ড সেয়ারে টাকা খাটাইতে যাওয়া একেবারে অনুচিত।

( জনৈক বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত )

# ভারতের সম্পদ

ভারতের হাটে, পথে, মাঠে, ঘাটে অর্থ ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি, এদেশের লোক তাহা দেখিতে পায় না—বিদেশী আসিয়া শুধু যে তাহা লুটিয়া লইয়া যায়, তাহা নহে,লাখপতি হইয়া,কোড়পতি হইয়া দেশে ফিরে; আর এদেশী লোক তাহাদের অফিসে পচিশ, ত্রিশ টাকার চাকুরি করিয়াই পরম সুখী। ছেড়া কাঁথায় শুইয়া হয়ত তাহারাও লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু যে চেষ্টা লইয়া পরিশ্রম করিলে স্বপ্ন সফল হয়, সে চেষ্টা করিতে তাহারা একেবারেই বিমুখ। এই বিমুখতার ফলেই চাকরির প্রতি তাহাদের অসীম অনুরাগ; যে দিন প্রথম এই অনুরাগ জাগে, সে দিন চাকরির এত উমেদার ছিল না, সুতরাং সে দিন চাকরি জুটিত সহজে, এবং জিনিষপত্র এরূপ দারুণ দুর্মূল্যও হইয়া উঠে নাই; অতএব যেমন তেমন চাকরি করিয়া দুধ-ভাত মিলিত। কিন্তু সে দিন আর নাই, চাকরি আর সহজে জুটে না, এবং জুটিলেও দুধ-ভাত মেলা দূরের কথা, দু'বেলা আধপেটা নূন-ভাতও জুটে না। দেশের চারিদিকে এই যে অফুরন্ত অর্থ ছড়ান রহিয়াছে, ইহা যদি দেশবাসী সংগ্রহ করিতে না শিখে, তাহা হইলে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে।

ভারতের সম্পদ কতরূপে চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, এখানে আমরা তাহারই সামান্য পরিচয় দিব।

## পাট

পাট যে বাঙ্গালার কত বড় সম্পদ, আজও বাঙ্গালী তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই বলিলেও চলে। সারা জগত ব্যাপিয়া পাটের ব্যবহার, কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত আর কোথাও পাট হয় না। আজ যদি বাঙ্গালী চাষী, পাটের চাষ করিব না বলিয়া, হাত গুটাইয়া বসে, তাহা হইলে সারা দুনিয়ায় হাহাকার উঠিবে। অথচ মজা এমনি, পাট চাষ করিয়াও চাষীদের দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া অন্ন জুটে না।

পাটের যে কতরূপে কি অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার, তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত সারা দুনিয়া পাটের জন্য বাঙ্গালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে বণিকেরা। বর্ত্তমানে সারা বাঙ্গলায় পনের কুড়ি লক্ষ টন পাট উৎপাদিত হইয়া থাকে। কলিকাতার আশে-পাশে যে সকল পাটের কল আছে, তাহাতে ৯০০০০০ টন পাটের প্রয়োজন হয়। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া

স্কচেরা এখানে আসিয়া পাটের ব্যবসায়ে কোটিপতি হইতে পারে, আর বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে আপনাকে এই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না কি ?

## শন

শন ভারতের আর একটি সম্পদ। ইহার আবাদ কোন প্রদেশবিশেষে আবদ্ধ নহে, সারা ভারতেই ইহার চাস হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশে শরৎ কালে উহার বীজ বপন করা হয়, এবং বসন্ত কালে উহা কাটিয়া ফেলা হয়। শনের আঁশ সুন্দর। বারানসী এবং এলাহাবাদ জেলায় বসন্তকালে শণের বীজ বপন করা হয়। রৌদ্র ও বর্ষা সহিতে হয় বলিয়া, এখানকার শন ভাল হয় না। উহাদ্বারা মোটা টোয়াইন সূতা প্রস্তুত হয়। জব্বলপুর এবং উহার সন্নিহিত স্থানে যে শণ উৎপাদিত হয়, তাহা উৎকৃষ্ট। সারা ভারতবর্ষে কত পরিমাণ শণ উৎপাদিত হয়, তাহার কোন স্থিরতা নাই ; তবে গড়ে প্রতি বৎসর ২০০০০ টন শণ রপ্তানি হইয়া থাকে।

## নারিকেল-ছোবড়া

বাঙ্গলা দেশে নারিকেল ছোবড়া কোন কাজে লাগে না বলিলেও চলে, অথচ নারিকেল ছোবড়া দিয়া কত যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী নারিকেল-ছোবড়া ফেলিয়া দেয়, কিম্বা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু এই ছোবড়া হইতে জাহাজ বাঁধা কাছি হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দড়ি পর্য্যন্ত সবই প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশে অনায়াসে ইহার ব্যবসায় চলিতে পারে। বাঙ্গালী অন্নের সন্ধানে চাকরির বাজারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু এই যে অর্থাগমের পথ রহিয়াছে, ইহার দিকে ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করে না। এই পথ অবলম্বন করিলে অনেক বেকার যুবকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

সারা জগতে যে পরিমাণ নারিকেল দড়ির প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই মালাবার উপকুল এবং সিংহল হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। উক্ত স্থানের অধিবাসীরাই ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করিয়া দড়ি পাকাইয়া থাকে। তাহাদের নৈপুণ্যের ফলে এই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠার মূলে যে কেবল মজুরদের নৈপুণ্যই বর্ত্তমান তাহা নহে, তাহাদের মজুরির স্বল্পতাও ইহার কারণ। প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল দ্বীপ আছে, সেই সকল দ্বীপে এবং আফ্রিকার উপকুলে নারিকেল উৎপাদিত হয়। ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা ভারতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে বটে, কিন্তু হটাইতে পারিবে না, কারণ তথাকার মজুরি এরূপ সস্তা নহে।

মালাবার এবং সিংহল প্রদেশে কত লোক ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে। "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন" ইহা সত্য। পূর্ব্বে আমরা অনেক আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান দিয়াছি। ইহাও আবর্জ্জনার মধ্যে পরিগণিত। ইচ্ছা করিলে এই আবর্জ্জনা হইতে বহু অর্থের সমাগম হইতে পারে।

## র‍্যামি

এই গাছ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং অন্যান্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মে। কিন্তু উহা হইতে আঁশ বাহির করিবার উপযুক্ত যন্ত্র আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, উহার ব্যবসায় আজিও জাঁকিয়া উঠে নাই। ইহার অন্তরালেও বিরাট সম্পদ লুকায়িত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে চীনদেশ সারা জগতে উহা সরবরাহ করিতেছে। আঁশ বাহির করিতে চীনা অধিবাসীরা যে যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহা অতি প্রাচীন।

## পিটাফ্রোজা

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত কলম্বিয়ার ম্যাগডালিন নদীর তীরে, বনে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে পিটা ফ্লোজা (Pita floja) দেখিতে পাওয়া যায়। উহার আঁশ ম্যানিলা অথবা ছুঁচ কাঁটার sisal অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ। উহা হইতে আঁশ বাহির করিবার জন্য নানা যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা হইতেছে। যদি পরীক্ষা সফল হয়, তাহা হইলে টোয়াইন এবং দড়ি প্রস্তুত করিবার পক্ষে ভাল আঁশ পাওয়া যাইবে। মালয় দেশের রবার উৎপন্নকারীরা পিটা হইতে আঁশ বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট আছে।

## ছুঁচ কাঁটা

অতি অল্পদিন হইল আফ্রিকায় ছুঁচ কাটা sisal প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিবার আয়োজন হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী প্রথমে উহা লইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ১৯১৩ সালে পূর্ব্ব আফ্রিকায় ২০ হাজার টন ছুঁচ্ কাঁটা উৎপাদিত হয়। বর্ত্তমানে কেনিয়ায় প্রতি বৎসর ৮ হাজার টন উৎপাদিত হইতেছে; বৎসর দু'একের মধ্যে উৎপন্নের পরিমাণ ১২ হাজার দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

মেক্সিকোতেই প্রথমে ছুঁচ কাঁটা উৎপন্ন হইত। কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ এবং মজুরি বিবেচনা করিলে, আফ্রিকা অপেক্ষা মেক্সিকো নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আফ্রিকাই এবিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিবে বলিয়া মনে হয়।

ওলন্দাজেরা যাভায় উৎকৃষ্ট কাঁটা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় আঁশ ধৌত করিয়া উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে যাবায় ২৫ হাজার টন ছুঁচ কাঁটা উৎপন্ন হইতেছে!

নিউজিলণ্ডের অধিবাসী মাওরিয়া ইহা হইতে দড়ি এবং মাছ ধরিবার সূতাই কেবল প্রস্তুত করে, তাহা নহে, উহা হইতে যে কাপড় প্রস্তুত করে তাহাও অতি সুন্দর। কাপড় দেখিয়া মনে হয়, ইহা ফ্লাক্স (flax) হইতে প্রস্তুত।

মরিসাসেও একপ্রকার গাছ জন্মায়। তাহা হইতে বেশ ভাল আঁশ পাওয়া যায়। উহাদ্বারা ফ্যান্সি জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে।

## ম্যানিলা

ম্যানিলা হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা ভাল জাহাজের দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। কারণ সমুদ্রের লোনা জলে উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। ফিলিপাইন দ্বীপেই কেবল উহা উৎপন্ন হয়। যে সকল স্থানের আবহাওয়া ফিলিপাইনের অনুরূপ, সেই সকল স্থানে উহা উৎপাদন করিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্তু পরীক্ষা এখনও সফল হয় নাই।

## ক্যানাবিস স্যাটিভা

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ক্যানাবিস স্যাটিভা (canabis sativa) উৎপন্ন হইত। জাহাজে ব্যবহার করিবার জন্য উহা হইতে টোয়াইন এবং দড়ি প্রস্তুত হইত।

ভারতে যেরূপ ভাবে পাট গাছ হইতে পাট বাহির করা হয়, রুশিয়াতেও উহা সেইরূপভাবে বাহির করা হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ২০ লক্ষ একর জমিতে ১২৪০০০ টন উৎপাদিত হইত। ৬৪০০০ টন রপ্তানির মধ্যে ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার টন ইংলণ্ডে আসিত। যুদ্ধের পর হইতে উহার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়া গিয়াছে।

ইটালিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহার আবাদ করা হইতেছে। সমবায় নীতি অনুসারে উহার আবাদের জন্য, এবং উহা হইতে আঁশ বাহির করিবার জন্য

যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে। এই কারণে এবং সুন্দর আবহাওয়ার জন্ত ইটালিতে উৎপাদিত ক্যানাবিস স্যাটিভা হইতে সুন্দর এবং শক্ত আঁশ বাহির হয়।

### ফ্লাক্স।

যুদ্ধের ফলে ফ্লাক্সের যোগান একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা যুদ্ধের সময়ও যেরূপ প্রয়োজন, যখন শান্তি বিরাজ করে, তখনও সেইরূপ প্রয়োজন। ফ্লাক্সের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধানে ১৯১৫ সাল হইতে ১৯১৮ সালে নানা কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড কলউইনের কমিটি রিপোর্ট দিলেন, ফ্লাক্সের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার মত কোন জিনিষই নাই। যুদ্ধের সময় দর অত্যন্ত চড়িয়া যাওয়ার ফলে নানাস্থানে উহার চাষ হইতে লাগিল। ১৯১৩ সালে আয়ারলণ্ডে ৫৯৩০৫ একর জমিতে উহা চাষ করা হইত। কিন্তু ১৯১৮ সালে ১৪৩৩৮৫ একার ভূমিতে চাষ করা সত্ত্বেও চাহিদা কুলাইয়া উঠিতে পারিল না। রুশিয়া বৎসরে ৮০ হাজার টন যোগাইত। ১৯১৮ সালে উহার দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায়, চাষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

১৯১৩ সালে কেনিয়ায় উহার চাষ করিয়া পরীক্ষায় দেখা যায়, রাশিয়া হইতে যে ফ্লাক্স সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা কেনিয়ার ফ্লাক্স উৎকৃষ্ট; সুতরাং ১৯২০ সালে কেনিয়ায় উহার চাষের পরিমাণ বাড়াইয়া, দিয়া ২৭১৭৪ একার পরিমিত স্থানে উহার আবাদ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যাহার টন ৪০০ পাউণ্ড ছিল, এখন তাহার টন ৭০ পাউণ্ড হইয়াছে। সুতরাং উহার ব্যবসায় মাটি হইতে বসিয়াছে।

## গ্রীষ্ম প্রধান দেশে খাদ্য টাট্‌কা রাখিবার উপায়

গরম দেশে এবং গ্রীষ্মকালে খাদ্য সহজেই অল্পকালেরমধ্যে খারাপ হইয়া যায়। কিরূপে খাবার ঠিক রাখা যায়,অথচ তাহার জন্ত বেশী ব্যয়ও না করিতে হয়, সেইরূপ একটি সহজ উপায়ের অন্বেষণ অনেকেই চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু বরফের সাহায্য ব্যতীরেকে খাদ্য রক্ষার অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে কেহ এপর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি বরফের সহায়তা না লইয়াও অন্ত উপায়ে খাদ্য রক্ষা করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে স্থানে বরফ পাওয়া যায় সেই স্থানেই কেবল বরফের সাহায্যে খাদ্য রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু যে স্থানে বরফ পাওয়া যায় না, সেস্থানে এতদিন খাদ্য রক্ষা করা অসম্ভব ছিল; কিন্তু নবাবিষ্কৃত পন্থায় যে স্থানে জল পাওয়া যায় সেই স্থানেই খাদ্য রক্ষা করা সম্ভব।

ঠাণ্ডার মধ্যে খাদ্য রাখিলে উহা বহুক্ষণ ঠিক থাকে, ইহাই খাদ্য রক্ষার মূল কথা। এই মূল তথ্যটাকে অবলম্বন করিয়া জনৈক বৈজ্ঞানিক "ঠাণ্ডা ঘর" ( cooling cabinet ) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার নাম কুলফিক্স ( kuhlfix )। যতই গরম পড়ুক না কেন, বরফ ব্যবহার না করিয়াও ইহার সাহায্যে খাদ্য টাটকা রাখা যায়। এই ঠাণ্ডা ঘরের প্রত্যেক দিকের প্রাচীর দুইভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ উহার বাহির দিকে একটী ও ভিতর দিকে একটী দেওয়াল আছে, এবং এই দুইটি দেওয়ালের মধ্যস্থল ফাঁক। প্রত্যেক দিকের প্রাচীরেই এইরূপ ব্যবস্থা। এই ফাঁকের মধ্যে জল পুরিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে ঘরের মধ্যভাগ বেশ ঠাণ্ডা থাকে। জলের পাইপে 'ঠাণ্ডা ঘর" ঝুলান থাকে।

যেখানে বরফ পাওয়া যায়, সেখানে বরফের সাহায্যে খাদ্য রক্ষা করিতে পারা যায়, কারণ যখনই বরফ গলিয়া যাইবে, তখনই বরফ যোগাইতে হইবে। যদি নূতন বরফ যোগান না হয়, তাহা হইলে খাদ্য খারাপ হইয়া যাইবে। তাছাড়া বরফ গলিয়া যে জল সঞ্চিত হইবে, মাঝে মাঝে, তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে। এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য একরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে "অটোফ্রিগো" ( Autofrigo ) বলে। ইহাতে বরফ প্রস্তুত হয়। এই বরফ খাদ্য রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের সহিত একটি ইলেকট্রিক মোটর সংযুক্ত থাকে। মোটরটি বাড়ীর অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। "বরফ ঘরের" মধ্যে ( Ice chest ) অটোফিগ্রো ( autofrigo ) রাখিয়া দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ যোগাইতে হয়।

অটোফ্রিগ্রোর তলার দিকে কয়েকটি ডিস আছে। উক্ত ডিসগুলিতে দুধ বা ফলের রস থাকে। বিনা কষ্টে উহা বরফ বা আইস ক্রিমে পরিণত হয়।

পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীরা এইরূপে ভোগের, যতদূর সম্ভব, স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াই যে ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে, এইরূপে তাহারা বেশ অর্থোপার্জ্জনও করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীর নূতনের প্রতি আগ্রহ নাই, নূতন আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা নাই—তাহারা কেবল দাসত্বকেই বুঝে, এবং উহাকেই জীবনের ধ্রুব-তারা করিয়া লয়।—"গোলামের জাতি শিখেছে, গোলামী।"

# ঘড়িয়ালের চামড়ার ব্যবসায়

বিনা মূলধনে আজ আর একটী ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিতেছি। নাম শুনিয়া পাঠকেরা হয়ত হাঁসিবেন, অথবা ঘৃণায় নাক সিঁটকাইবেন ; কিন্তু ইহার মধ্যে টাকার খনি লুক্কায়িত আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ এই কারবারে লিপ্ত হইতে কোন মূল-ধনেরই প্রয়োজন হয় না।

এইখানে যে জানোয়ারের ছবি দেওয়া হইল পল্লীগ্রামে তাহাকে গোসাপ বা ঘড়িয়াল বলে। বাঙ্গলা দেশের সকল পল্লীগ্রামেই ইহাদিগকে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্লাবনে পল্লীগ্রামের খাল, বিল, পুকুর, সবই ভরিয়া গিয়াছে; মাছের লোভে ঘড়িয়ালেরা এখন দলে দলে পল্লীগ্রামের জলাশয় সমূহে আনন্দে সফর করিতেছে। পুরাণো, পচা, ধসা বাড়ী, ইঁটখোলা, পাঁজার স্তূপ, ঝোড়, জঙ্গল এবং গর্ত্তের মধ্যে নিরালায় ইহারা বাস করে, এবং জঙ্গলের বিষ্ঠা, ব্যাং, ইন্দুর, টিকটিকি, গিরগীটি প্রভৃতি নানারূপ জীব খাইয়া ইহারা প্রাণ ধারণ করে ; কিন্তু মৎস্যই ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য, এবং এই মাছের লোভে সর্ব্বদাই ইহারা পুকুরে পড়িয়া থাকে।

গৃহস্থের এমন শত্রু খুব কমই আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা সাপও খাইয়া থাকে ; কিন্তু এ যাবত চক্ষে ইহা দেখি নাই, কিম্বা যাঁহারা এই সাপ খাওয়ার কথা বলেন, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারাও ইহা স্বচক্ষে দেখেন নাই। সুতরাং এই সাপ খাওয়ার গল্প বাদ দিলে, গোসাপের দ্বারা মানুষের যে কি উপকার হয়, তাহাত ভাবিয়া পাই না।

কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা অপকারের আর অবধি নাই। ইহাদের মুখে বিষ আছে, ল্যাজেও বিষ আছে। যদি কাহাকেও কামড়ায় কিম্বা ল্যাজের দ্বারা

আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়া দেয় তবে সেই ক্ষত বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হয় এবং শুনিয়াছি ইহারা কামড়াইলে মানুষ মারাও যায়। অপরদিকে ইহাদের অত্যাচারে পুকুরে মাছ রাখা অসম্ভব। ছোট বড় সকল রকম মাছই ইহারা খাইয়া উজাড় করিয়া দেয়। আধমণ পঁয়ত্রিশ সের ওজনের এক একটা মাছও ঘড়িয়ালেরা অনায়াসে মারিয়া খাইয়া ফেলে; ছোট মাছেরত আর কথাই নাই।

কোনও পুকুরে একবার ঘড়িয়ালের অধিষ্ঠান হইলে, সে পুকুরের দফা রফা; অল্প সময়ের মধ্যেই সে পুকুরের মাছের আর অস্তিত্বও থাকে না। যতদিন পর্য্যন্ত সে পুকুরে একটিও মাছ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত ঘড়িয়াল সে পুকুরের মায়া এবং আশা ত্যাগ করে না। শেষ মৎস্যটী নিঃশেষ করিয়া যখন দেখে যে, পুকুরের মৎস্যকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, তখন ঘড়িয়াল সেই পুকুরের মায়া ত্যাগ করিয়া,অন্য জলাশয়ের সন্ধানে বাহির হয়।
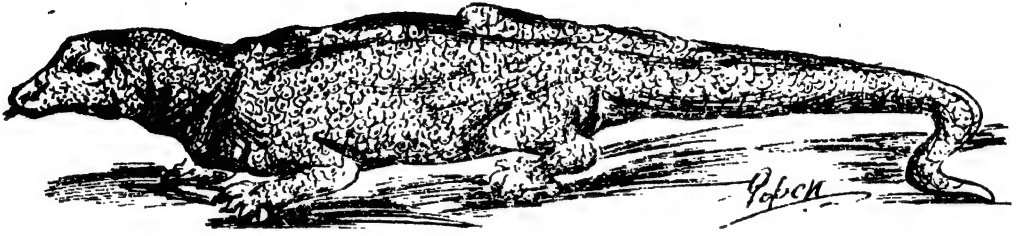
এইরূপে পল্লীগ্রামের জলাশয়গুলির মাছ নিঃশেষ করাই ইহাদের কাজ। যে পুকুর একবার ইহাদের নজরে পড়িয়াছে,সে পুকুরের আর রক্ষা নাই; গৃহস্বামী যতই পাহারা দিন না কেন, সকল সতর্ক পাহারার দৃষ্টি এড়াইয়া, ইহারা পুকুরে নামিবেই, কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। পল্লীগ্রামের সকল পুকুরের পাড়ই জঙ্গলাকীর্ণ থাকে; সুতরাং সেই জঙ্গলের আওতার মধ্য দিয়া, সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া, সহজেই ইহারা পুকুরে আশ্রয় লয়, এবং কোনও রূপে একবার পুকুরের মধ্যে নামিতে পারিলে, আর পুকুর হইতে উহাদিগকে তাড়ানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; কারণ, মানুষের সাড়া পাইলেই, উহারা জলে ডুব দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং এক ডুবে অনায়াসে ১৫।২০ মিনিট জলের মধ্যে থাকিতে পারে; এইরূপ ১৫।২০ মিনিট জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকার পর, একবার চকিতের মত জলের উপর মাথা খাড়া করিয়া চারিদিক একবার নিমেষে দেখিয়া লয়; এবং যদি মানুষের সাড়াশব্দ পায়, তবে পুনরায় আরও বেশীক্ষণের জন্য জলের নীচে ডুবিয়া যায়।

জলের নীচে বহুক্ষণ যেমন ইহারা ডুবিয়া থাকিতে পারে, তেমনি সাঁতার দিতেও ইহারা বিশেষ দক্ষ। জলের নীচে ডুব দিয়া, নিমিষের মধ্যে ইহারা পুকুরের এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে চলিয়া যায় এবং চারিদিক হইতে তাড়া করিলে গভীর জলের তলায় ডুব দিয়া মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। ইহাকে গ্রাম্য কথায় ঘড়িয়ালের "মাটী নেওয়া" বলে। পুকুরের চারিধার হইতে অনেক লোকজন হৈ চৈ করিয়া তাড়া করিলে ইহারা সচরাচর এইরূপ "মাটী নেয়" এবং একাধিক্রমে হয়ত আধ ঘণ্টার মধ্যে আর জলের উপর মাথা তোলে না। এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া কেহই ঘড়িয়ালের উদ্দেশে আর বসিয়া থাকে না; সেও যখন বুঝে তাহার আততায়ীরা হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে

তখন ধীরে ধীরে জলের উপর ছোট মাথাটী বাড়াইয়া নিঃশ্বাস লইয়া আবার জলে ডুব দেয় এবং মৎস্য সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

জলচর সাপ যেমন বহুক্ষণ জলের নীচে থাকিতে পারে ঘড়িয়ালেরাও তাহার অপেক্ষা অনেক বেশীক্ষণ জলের নীচে দম নিয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই গোসাপ বা ঘড়িয়াল একবার যদি জলে ঝাঁপ দিতে পারে তবে সে বারের মত যে তাহারা আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা পাইল ইহা নিশ্চিত; কারণ জলের মধ্যে উহাদিগকে মারা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু মজা এই যে ইহারা শুধু জলচর জীব নহে; ইহারা উভ-চর; জলে এবং স্থলে সর্ব্বত্রই ইহারা বিচরণ করে, কারণ জল এবং স্থল উভয় স্থানেই ইহারা খাদ্যের অনুসন্ধানে ফেরে; তাহা ছাড়া স্থলের উপরেই ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ করে এবং ডিম পাড়া এবং বাচ্চা প্রতিপালন স্থলেই করিয়া থাকে। কিন্তু আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা ছুটীয়া জলে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করে, কারণ তাহারা জানে যে একবার জলে নামিতে পারিলে সে যাত্রা তাহারা রক্ষা পাইল।

যে জানোয়ারের দ্বারা পল্লীগ্রামের মৎস্যকুল এইরূপে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এবং যাহাদ্বারা মানবের নানারূপ অপকার ছাড়া কোনওরূপ উপকার হয় না, সেই জানোয়ার মারিবার জন্য ও তাহার ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত এপর্য্যন্ত সারা বাঙ্গলা দেশে কোনও আয়োজন হয় নাই। অথচ পল্লীগ্রামের কত বর্দ্ধিষ্ণু সম্পন্ন গৃহস্থকে মাথায় হাত দিয়া হাহাকার করিতে শুনিয়াছি যে তাঁহার পুকুর ভরা মাছ ছিল, কিন্তু ঘড়িয়ালের
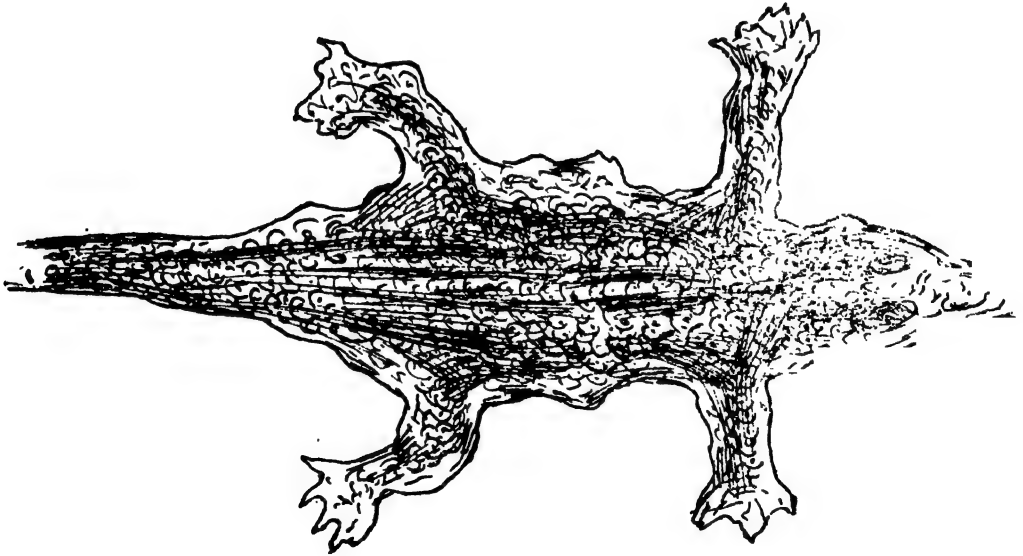
"ঘড়িয়ালের চামড়া এইরূপে বিছাইতে হইবে"

অত্যাচারে দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার পুকুরের মাছ সব উজাড় হইয়া গিয়াছে।

যদি বলা যায় যে ঘড়িয়াল মারিয়া ফেলেন না কেন, অমনি কেহ বলিবেন যে "ঘড়িয়াল মারিতে

নাই, উহারা সাপ খায়", অথচ উহাদিগকে সাপ খাইতে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও দেখে নাই; অন্ততঃ আমার জানাশুনা কেহই দেখেন নাই, সকলেই "শুনিয়াছেন"।

কেহ বলিবেন, "কে আবার ঘড়িয়াল মারিয়া বেড়ায়!" এদিকে পুকুরের দামী দামী মাছ খাইয়া উজাড় করিয়া দিতেছে, এবং সেজন্য কত আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু তাহা বন্ধ কিম্বা নিবারণ করিতে গেলে, যতটুকু উদ্যম, উৎসাহ এবং চেষ্টা থাকা প্রয়োজন, হাজার বাঙ্গালীর মধ্যে একজনের ভিতরেও তাহা দেখিতে পাই না।

আবার কেহ হয়ত বলেন, "ঘড়িয়াল মারা বড় শক্ত।" অথচ আমরা নিজে দেখিয়াছি, ইহাদিগকে মারার ন্যায় সহজ শিকার দুনিয়ায় খুব কমই আছে। কিন্তু উহারা যতক্ষণ ডাঙ্গার উপর থাকে, ততক্ষণই মারার খুব সুবিধা; একবার জলে পড়িতে পারিলে, সে দিনের মত ঘড়িয়াল মারিবার আশা ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হয়।

আমার পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীদিগের সহিত মিলিয়া কয়েকবার গোসাপ বা ঘড়িয়াল মারিয়াছি। আমাদের বাহিরের পুকুর এবং ভিতরের পুকুর উভয় পুকুরেই অনেক মাছ ছিল; ঘড়িয়ালের উৎপাতে রোজই দুটী একটী করিয়া বড় বড় রুই কাত্‌লা মারা পড়িতে লাগিল। আমার খুল্লতাত বরকন্দাজদিগকে ঘড়িয়াল মারিবার জন্য অনেকবার বলিলেন; কিন্তু তাহাদের সে সখও ছিল না, কিম্বা শিকারের উপযোগী উৎসাহ ও ধৈর্য্যও ছিল না। তাহারা শুধু মনিবের আদেশ রক্ষা করিবার অছিলায়, পুকুরের পাড়ে দুই একবার করিয়া ঘুরিয়া আসিত এবং বলিত যে, ঘড়িয়াল খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বরকন্দাজদিগকে অনুরোধ, আদেশ এবং পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াও যখন ঘড়িয়াল বধ হইল না, অথচ পুকুর দুইটীও ক্রমে মৎস্য শূন্য হইতে চলিল, তখন ছেলেদের ডাক পড়িল। ঘরের এবং পাড়ার তরুণের দল তখন দলবদ্ধ হইয়া লাঠীসোট্টা লইয়া বাহির হইল। শিকারের হাতিয়ার যে বরকন্দাজদের অপেক্ষা আমাদের বেশী ছিল, তাহা নহে; কিন্তু যে কয়েকটী উপকরণ শিকারের প্রাণ, তাহা ওই বুড়া বেতনভুক্ বরকন্দাজদিগের অপেক্ষা তরুণদিগের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ছিল। তখন যৌবনের প্রারম্ভ; উৎসাহের আর অন্ত নাই—শিকারের উন্মাদনাও যথেষ্ট; তারপর পাড়ার সব তরুণদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শিকারের অভিযান—সে এক বিপুল আনন্দের মন্দাকিনী-প্রবাহ।

ঘড়িয়ালদিগের আড্ডা ছিল আমাদের আম বাগানের মধ্যে একটা বহু গর্ত্ত-বিশিষ্ট পুরাণো ইঁটের পাঁজার ভিতর। সেইখানে বাচ্চাকাচ্চা দল-বল লইয়া গর্ত্তের ভিতর তাহারা থাকিত। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যায় যখন পল্লীগ্রামে লোক-চলাচল সাধারণতঃ বিরল থাকে, এবং মানুষের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, তখন তাহারা তাহাদের এই লতা-গুল্মাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ বিবরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া,ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া অতি সন্তর্পণে পুকুরের উদ্দেশে বাহির হইত। দুই পা অগ্রসর হইয়া, মাথা উঁচু করিয়া, চারিদিক দেখিয়া লইয়া, আবার দুই পা অগ্রসর হওয়াই ইহাদের স্বভাব। ডাঙ্গায় আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে পরিত্রাণ পাওয়া ইহাদের পক্ষে দুষ্কর, কারণ, ইহারা বেশী দৌড়িতে পারে না। সরীসৃপ-গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া কোনও রকমে ইহারা পলাইবার চেষ্টা করে মাত্র। সেই সময় চারিদিক হইতে ঘিরিয়া যদি ইহাদিগের মাথায় উপর্য্যুপরি কয়েকটী আঘাত করা যায়, তাহা হইলেই ইহাদিগকে বধ করা যায়।

এইরূপ আকস্মিক বিপৎপাতের ভয়েই, ইহারা এত সাবধানে এবং সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিয়া থাকে। গর্ত্তের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পুকুরে না নামা পর্য্যন্ত এবং পুকুর হইতে উঠিয়া গর্ত্তে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ইহারা এইরূপ সন্তর্পণেই চলাফেরা করিয়া থাকে। ঘড়িয়াল মারার ইহাই উপযুক্ত সুযোগ, সময় ও সঙ্কেত। কারণ, একবার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিলে, অথবা জলে ঝাঁপ দিলে, সেদিনের মত শীকার পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই; উহারা একবার তাড়া খাইলে, আর সহজে আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায় না; সুতরাং সে দিনের মত শিকার পণ্ড হইয়া যায়; ঘড়িয়ালের উদ্দেশে সে দিন আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, পরের দিন আরও সতর্কতার সহিত তাহাদের গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখা উচিত, এবং বিবর হইতে পুকুরের মাঝামাঝি স্থানের মধ্যেই ঘড়িয়ালকে আক্রমণ করা উচিত যাহাতে সে ঘা খাইয়া সহজেই বিবর অথবা পুকুরে পলাইয়া যাইতে না পারে।

আমরা জানিতাম যে, দুপুরের নির্জ্জনতার মধ্যে—যখন লোকজন সকলে গৃহের মধ্যে বিশ্রাম করে, এবং জনবিরল বাগ-বাগিচার মধ্যে পল্লীর দুষ্ট ছেলেদেরও গতিবিধি থাকে না, সেই সময়—ঘড়িয়ালেরা ইঁট-খোলার কণ্টকাকীর্ণ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, পুকুরের দিকে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হয়। আমরা আমাদের শিকারীদলকে চতুরঙ্গে বিভক্ত করিয়া, একদলকে বাহিরের পুকুর-পাড় এবং আর একদলকে ভিতরের পুকুরের পাড়ে, পাহারায় রাখিয়া দিলাম, যাহাতে তাড়া খাইয়া ঘড়িয়ালেরা কোনও মতে পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারে। অপর দুই দলের মধ্যে একদল ইঁটখোলার চারিদিক ঘিরিয়া পাহারা দিতে লাগিল, যাহাতে ঘড়িয়ালেরা পুনরায় আপনাদের গর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে না পারে। দলের অবশিষ্ট লোকের উপরেই আক্রমণের ভার পড়িল; তাহারা আততায়ী হইয়া বাগানের মধ্যে ঘড়িয়ালদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং লাঠি-সোটার প্রহারে অথবা সড়কী বরশার খোঁচায়, তাহাদিগকে বধ করিবে।

এইরূপ প্লান করিয়া, মতলব আঁটিয়া, এক দ্বিপ্রহরে, আমরা অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ওঁত পাতিয়া বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করার পর দেখিলাম, একে একে ৪টী ঘড়িয়াল তাহাদের কেল্লা হইতে বাহির হইয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরীসৃপ-গতিতে অগ্রসর হইতেছে। আড্ডা ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে, দলপতির সঙ্কেত মাত্রই, আমাদের ৪টী দল আপন আপন স্থানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং আক্রমণ-কারী দল চারিদিক হইতে ঘড়িয়ালগুলিকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। বর্শা ও লাঠি-সোটার আঘাতে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া, সকলেই অচিরে মারা পড়িল, এবং আমাদের জয়োল্লাসে পল্লীর কানন প্রান্তর সব মুখরিত হইয়া উঠিল।

ঘড়িয়ালগুলির মধ্যে যে দুইটা খুব বড় ছিল, তাহাদের চামড়া তুলিয়া লইয়া, আমাদিগের অঞ্চলের একজন জারীগান গায়ক মুসলমান মৃদঙ্গ তৈয়ারী করিয়াছিল। আজিও দেখিতে পাই, পূর্ব্বাঞ্চলের মুসলমান ফকীর ও গায়কগণ এবং বৈষ্ণবেরা ঘড়িয়ালের চামড়াদ্বারা মৃদঙ্গ, গোপীযন্ত্র ইত্যাদি নানারূপ বাদ্য তৈয়ারী করে। তখন ঘড়িয়া-লের চামড়ার এই একমাত্র ব্যবহারই জানিতাম; বাংলা দেশের বহুলোকেই খবর রাখেন না যে, সমগ্র সভ্য-জগতে ঘড়িয়ালের চামড়া লইয়া বর্ত্তমান সময়ে কি হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন যে, কুমীরের চামড়ার অনেক দাম। ইহার কারণ এই যে, কুমীরের চামড়া ট্যান্ করিলে ইহা যেমন শক্ত, মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়,

দেখিতেও উহা আবার তেমনি মনোহর। কুমীরের চামড়ার প্রস্তুত দ্রব্যাদি অনায়াসে ৪০।৫০ বৎসর স্থায়ী হয়, এবং যদি নিয়মমত ক্রীম্ (Cream) অথবা পালিশ লাগান হয়, এবং যত্নের সহিত ব্যবহার করা যায়, তবে উহা যত পুরানো হয়, ততই উহার চাক্‌চিক্য বাড়িতে থাকে। এইজন্য কুমীরের চামড়ার প্রস্তুত ছোট একটী সুট্‌কেসেরও দাম ৪০০।৫০০্ শত টাকা; এত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইলেও, সকল দেশেই ইহার খরিদ্দার এত বেশী যে, আসল কুমীরের চামড়ার সুট-কেস্ মেলাই দুষ্কর; এইজন্য নকল কুমীরের চামড়ার সুটকেসে বাজার ভরিয়া গিয়াছে।

কুমীরের চামড়ার এত অধিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাজারে "জোগান" নাই। তাহার কতকগুলি কারণ আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী এখানে উল্লেখ করিতেছি। সব নদীতে কুমীর থাকে না। আবার যে সকল নদীতে কুমীর থাকে, সেখানেও সব সময় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন দেখা গেল, তখন হয়ত শিকারী সেখানে নাই; বরশী দ্বারা অথবা জেলেদের জগৎবেড় জালে কখনও কখনও কুমীর ধরা পড়িলেও, বন্দুকের দ্বারাই কুমীর মারা প্রশস্ত, এবং যে সকল কুমীরের চামড়া বাজারে বিক্রয় হইতে আসে, তাহাদের অধিকাংশই বন্দুকের গুলিতে মারা। কিন্তু শিকারী সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, আবার শিকারী উপস্থিত থাকিলেও এবং গুলি করিলেই যে কুমীর মারা পড়িবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই; কারণ, কাণ অথবা চোখের মধ্যে অথবা হৃৎপিণ্ডে গুলি না লাগিলে কুমীর কখনও মারা পড়ে না; অথচ এই তিনটী মর্ম্মান্তিক জায়গায় গুলি লাগানোও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

তারপর গুলি খাইয়াও কুমীর জলে ডুব দিয়া এতদূরে চলিয়া যায় যে, অনেক সময় তাহাদিগের মৃত দেহ এক জোয়ার অথবা একভাঁটার রাস্তা অতিক্রম করিয়া পাওয়া যায়, এবং যেখানে যাইয়া মৃত দেহ ভাসিয়া উঠে,সেখানকার লোকেরা তাহার চামড়ার জন্য হয়ত আদৌ ব্যস্ত নহে, কিম্বা পচা গন্ধের জন্য তাহার কাছে যাইতে চাহে না। এই সকল কারণে, কুমীরের চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা সত্ত্বেও, এদেশে তাহার ব্যবসায়ের কোনও Organisation বা আয়োজন হয় নাই; অথচ এদেশের অনেক নদ-নদীতে কুমীর কিল্ কিল্ করিয়া বেড়ায়, এবং প্রতি বৎসর কুমীরের হাতে অনেক নর-নারী প্রাণ হারায়। অবশ্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে বন্দুক না থাকাও, ইহার আর একটী প্রধান কারণ।

কুমীরের চামড়া দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বোধ হয় সমগ্র জগতে ঘড়িয়ালের চামড়ার (Lizard Skin) এত চাহিদা এবং টান্ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ঘড়িয়ালের চামড়া কুমীরের চামড়ার ন্যায় অত মোটা এবং দীর্ঘকালস্থায়ী না হইলেও, দেখিতে অত্যন্ত মনোহর—এমন কি, ইহার ন্যায় সুদৃশ্য চামড়া জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বড় বড় ঘড়িয়ালের চামড়ার দ্বারা সুট্‌কেস, হাতব্যাগ, মহিলাদের পার্স (purse), দস্তানা, জুতা, কার্ডকেস্, সিগারেট্ কেস্, money bag, ডাইরী বই, পিওন বই ইত্যাদি যে সকল দ্রব্যে সুদৃশ্য চামড়ার ব্যবহার আবশ্যক হইতে পারে, সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেই ঘড়িয়ালের চামড়া অতি কদরের সহিত লেনা-দেনা ও বেচা-কেনা হইয়া থাকে। এখন আর কেবল বৈরাগীর গাব্‌ভাণ্ডেই ঘড়িয়ালের চামড়ার শেষগতি হয় না, সমগ্র সভ্যদেশে অসংখ্য প্রকার সৌখীন এবং সুদৃশ্য চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সর্ব্ব প্রধান উপাদান হইতেছে lizard skin বা ঘড়িয়ালের চামড়া।

Statesman প্রভৃতি কাগজে lizard skin খরিদ করার জন্য প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখিতে

পাওয়া যায়, এবং আমরা lizard skin সরবরাহ করিতে পারি কিনা, এ সংবাদ লইবার জন্য কয়েকটী ট্যানারী বা চামড়ার কারখানা হইতে কয়েকবার আমাদের আফিসে লোক আসিয়াছিল। এখানকার জনৈক বিখ্যাত ট্যানারীওয়ালা আমাকে সেদিন বলিতেছিলেন,—"ছোট, বড়, মাঝারী যেরূপ সাইজের হউক না কেন, পল্লীগ্রামের বেকার যুবকেরা যদি ঘড়িয়ালের চামড়া সরবরাহ করে, তবে সাইজ অনুসারে প্রত্যেক চামড়া আমি দুই টাকা হইতে ১০৷১২৲ টাকা পর্য্যন্ত দামে খরিদ করিয়া লইতে পারি।"

এখন পাঠকেরা সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, চামড়ার এত আদর এবং কদর কেন?—পাশ্চাত্য দেশে আমাদের দেশের ন্যায় ঘড়িয়াল পাওয়া যায়না বলিয়া, পশু-পক্ষী পোষার ন্যায় ঘড়িয়াল পালা হইতেছে; পরিণত বয়স হইলে, তাহাদের চামড়া ট্যানারীতে বিক্রয় করা হইতেছে, এবং চর্ব্বি commercial tallow হিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশীয়দিগের নিত্য নানারূপ উদ্ভাবনী শক্তি,উদ্যম,অধ্যবসায় ও আয়োজন (organisation) দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ফরাসী, ইংরাজ এবং আমেরিকানদের নিকট শামুক, কচ্ছপ ও ব্যাঙের মাংস অতি প্রিয় খাদ্য; এই জন্য যে কত হাজার হাজার গৃহস্থ বাড়ীতে ছোট ছোট চৌবাচ্চা করিয়া, এই সব জানোয়ার পালন করতঃ, বিরাট ব্যবসায় করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রতিবৎসর এক ফরাসী দেশেই কয়েক ক্রোড় টাকার শামুক ও ব্যাঙের মাংস বিক্রয় হইয়া থাকে।

"ব্যাঙের ছাতা" বা mushroom ইউরোপীয়-দিগের অতি প্রিয় খাদ্য; শুধু ইউরোপীয় কেন, ভারতবর্ষের অনেক লোকের নিকটও ইহা অতি প্রিয় এবং মুখরোচক খাদ্য; পার্শীদিগেরত কথাই নাই। সমগ্র পাঞ্জাব দেশে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে "ব্যাঙের ছাতা" (mushroom) অতি সৌখীন এবং মুখ-রোচক তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাবে ব্যাঙের ছাতাকে "গুচ্ছি" বলে। আমি যখন রাওলপিণ্ডিতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম, তখন আমার পাঠান রাঁধুনি এই "গুচ্ছির" তরকারী রাঁধিয়া আমাকে খাওয়াইবার জন্য বার বার জেদ করিতে লাগিল। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমি বাজার হইতে গুচ্ছি আনাইলাম।

তাহার আগে ব্যাঙের ছাতাকে যে গুচ্ছি বলে তাহা আমি জানিতামনা। ব্যাঙের ছাতার উপর আমার চিরকালই একটা জন্মগত ঘৃণা ছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ছেলেবেলা হইতে লোকমুখে শুনিয়া আমার একটা বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, ব্যাঙের প্রস্রাব হইতেই ব্যাঙের ছাতার উৎপত্তি; তাহা ছাড়া যে সকল স্থানে,অস্থানে, যথা,—গোবর-গাদা, পচা পাতা, নাড়ার গাদা, গলা-খসা পুরানো খড়ের চালের বাতা, আবর্জ্জনা স্তূপ ইত্যাদি জায়গায় ব্যাঙের ছাতা গজাইতে দেখিতাম, তাহা দেখিয়াও ইহার উপর শ্রদ্ধা হইবার কোনও হেতু পাইতাম না। অথচ এখন দেখিতেছি যে, ব্যাঙের সহিত ব্যাঙের ছাতার একচুলও সম্বন্ধ নাই।

যাহা হউক, পাঠানের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাজার হইতে "গুচ্ছি" আনানো হইল; তাহার চেহারা দেখিয়াইত প্রথমে আমার অন্তরাত্মা বিগড়াইয়া গেল; ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, শুকনো, সঙ্কুচিত এক একটা ছোট স্পঞ্জের টুকরার মত, ধূলা, বালি এবং নানারূপ কীট, পতঙ্গ ও মাকড়সার জালমিশ্রিত একরাশি গুচ্ছি বাজারের টুকরীতে করিয়া চাকর আমার সম্মুখে আনিয়া রাখিল; ইহার দাম আবার দেড় টাকা করিয়া সের। পাঞ্জাবীদের অতি সাধের গুচ্ছিত দেখিলাম, দেখিয়া বিরক্তি ও সন্দেহের সহিত একমুঠা হাতে তুলিয়া নাসিকার নিকট লইয়া আঘ্রাণ

করিবামাত্র, তাহা হইতে এমন একটা পচা চিম্‌সে গন্ধ পাইলাম যে, গা বমি বমি করিতে লাগিল; সাবান দিয়া হাত ধুইয়া পাঠানকে বলিলাম যে, গুচ্ছি দেখিলাম এবং শুঁকিলাম, সুতরাং ভোজনও করা হইয়াছে; কারণ আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, ঘ্রাণে আধা ভোজন হয়। পাঠান অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুঃখিত হইয়া বলিল,—

"গুচ্ছি এ দেশের আমীর ওমরাহদের খানা; শেঠ ও লালাদের বাড়ীতে অতি আগ্রহের সহিত সকলে খায়। আপনি শুঁকিতে গেলেন কেন? আমি আগে উহাকে ধুইয়া বানাই, তখন শুঁকিয়া দেখিবেন, যদি কোনও গন্ধ পান, তবে আমাকে বরখাস্ত করিয়া দিবেন।"

আবার তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে হার মানিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম। সে তখন গুচ্ছিগুলি একটা পাত্রে ভিজাইয়া রাখিল, এবং ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ দুইদিন দুই রাত্রি সেগুলি জলে ভিজিবার পর এক একটা গুচ্ছি ফুলিয়া আকারে প্রায় ৪ গুণ বড় হইয়াছে দেখিলাম। তারপর সেই পাত্র হইতে এক এক মুঠা গুচ্ছি তুলিয়া লইয়া, ঘসিয়া ঘসিয়া এবং রগ্‌ড়াইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া ধোবার পর গুচ্ছিগুলি তাম্রাভ দেখাইতে লাগিল, এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাহার মধ্যে আর কিছুমাত্র গন্ধ রহিল না। তারপর ঘি এবং নানারূপ মসলা সংযোগে গুচ্ছি যখন রাঁধিয়া আনিল, তখন বর্ণে, গন্ধে এবং স্বাদে, বাস্তবিকই দেখিলাম, উহা অমৃততুল্য হইয়াছে; সেই হইতে বহুবার গুচ্ছির তরকারী রাঁধাইয়া খাইয়াছি, এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, তরকারীর মধ্যে গুচ্ছি অতি উপাদেয় এবং মুখরোচক খাদ্য।

এই গুচ্ছির সম্পর্কে এইখানে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি যখন গুচ্ছির ভক্ত হইলাম, তখন মনে করিলাম যে, বাজারের গুচ্ছিতে যখন এত ধুলা, বালি, কাঁকর এবং নানারূপ দুর্গন্ধময়, ঘৃণাকারজনক পোকা, মাকড় এবং আবর্জ্জনা মিশ্রিত থাকে, তখন একবার বিলাতী গুচ্ছি বা mushroom আনাইয়া দেখা যা'ক্; দেখি সেখানকার ব্যাঙের ছাতাই বা কি রকম!

একটী ইংরেজ oilman store বা মুদীখানা হইতে এক শিশি ব্যাঙের ছাতা আনাইলাম। তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম, ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসাদারদিগের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল ও স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ। সুদৃশ্য লেবেল মোড়া, এয়ার টাইট্ (air-tight), কর্ক আঁটা একটি সুন্দর চতুষ্কোণ শিশিতে ব্যাঙের ছাতাগুলি সুসজ্জিত ভাবে রহিয়াছে; তাহার রং সাদা অথবা হরিদ্রাভ - একটীতেও কালোর রেখামাত্র নাই; শিশি খুলিয়া শুঁকিয়া দেখিলাম, কোনও দুর্গন্ধ নাই। তখন অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হায় দুর্ভাগ্য দেশ! তুমি কেমন করিয়া জগতের বিপণিতে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের সহিত টেক্কা দিয়া কারবার করিবে, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

পাঞ্জাবের ব্যাঙের ছাতা এত জঘন্য হয় কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর, অশিক্ষিত লোকেরাই যেখান সেখান হইতে গুচ্ছি সংগ্রহ করে; তাহাকে বড়, সুন্দর এবং সুগন্ধযুক্ত করার জন্য কোনও চাষের ব্যবস্থা নাই; তারপর সেগুলি সংগ্রহ করিয়া, কাঁচা অবস্থায় ঝুড়িতে গাদা করিয়া রাখার জন্য পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যায়; সেগুলিকে মাটীতে বিছাইয়া শুখাইবার সময় তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ধুলা, বালি ও কাঁকর লাগিয়া যায়, এবং কাঁচা মালের গায় ধুলাবালী লাগিলে, তাহা ঝাড়িলে কিছুতেই দূর হয় না। তারপর গুচ্ছিগুলি ভাল করিয়া শুখাইতে না শুখাইতে, সেগুলি গাদা করিয়া,

বেণের দোকানে বিক্রয় করার জন্য লইয়া যায়। গুচ্ছি যখন ওজন দরে—১॥০ টাকা ১৸০ টাকা সের দরে—বিক্রয় হয়, তখন বেণে তাহার ওজন বাড়াইবার জন্য গুচ্ছির গাদায় কয়েক মুষ্টি কাঁকর নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সাম্‌লাইতে পারেনা। এইরূপে মানুষের কারসাজী শেষ হইলে, জানোয়ারের কারসাজী আরম্ভ হয়। কারণ, গুচ্ছিগুলি বেণের দোকানে, কোণে, কানাচে, আঁদাড়ে, পাঁদাড়ে গাদা মারা অবস্থায় পড়িয়া থাকায়, দুনিয়ার কীট, পতঙ্গ এবং মাকড়সা তাহার মধ্যে বাসা বাঁধিতে সুরু করে, এবং এইরূপে গ্রাহক যখন বেণের দোকান হইতে বড় সাধের গুচ্ছি কিনিয়া আনেন, তখন তাহা দেখিতে যেমন বিশ্রী, কদাকার এবং আবর্জ্জনা পূর্ণ, তাহার গন্ধও তেমনি বিকট ও দুষ্কারজনক। গুচ্ছি খাইয়া নেহাৎ যাহারা উহার স্বাদে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা ছাড়া কোনও নূতন লোক দেশী গুচ্ছি দেখিলে নাক বন্ধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দিবেন।

যা'ক্, গুচ্ছি বা ব্যাঙ্গের ছাতার কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়াছি; এখন পূর্ব্বের আলোচনা করা যা'ক্। Agricultural বুলেটান পাঠে জানা যায় যে, ফ্রান্সে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক, জার্ম্মাণীতে ১৫ লক্ষ লোক এবং ইংলণ্ডে ৭।৮ লক্ষ লোক এই ব্যাঙ্গের ছাতা উৎপাদন করে, এবং তাহার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির চামড়া হইতে সুন্দর দস্তানা প্রস্তুত হয় বলিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু লক্ষ টাকার ইঁদুরের চামড়ার লেনা দেনা হইয়া থাকে। এইরূপ খরগোস, উদ্‌বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর চামড়াও পাশ্চাত্য দেশে বহু লক্ষ টাকার বিক্রয় হইয়া থাকে, এবং বহু লোক এই সব ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, শুধু জীবিকার্জ্জন নহে, পরন্তু অনেক টাকার মালিকও হইয়া থাকেন। Silver Fox নামক খেঁক্‌শিয়াল জাতীয় ছোট জানোয়ারের চামড়া আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এত অসংখ্য বিক্রয় হয় যে, এই ব্যবসায়ে অন্যূন ৬০ কোটী টাকা বৎসরে লেনা দেনা হইয়া থাকে। আমেরিকায় এই Silver Fox পালন করার জন্য, বহু বিস্তীর্ণ এষ্টেট আছে, এবং এদেশে যেমন গরু-ছাগল পালন করে, সে দেশেও তেমনি এক একটী বড় এষ্টেটে বিশ ত্রিশ হাজার করিয়া Silver Fox পালন করা হয়। সে বিষয়ে বারান্তরে বর্ণনা করিব। সমগ্র জগতে Silver Fox এর এত অসম্ভব টান যে, কাশ্মীর, তিব্বত, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশ হইতে কয়েক লক্ষ টাকার Silver Foxএর চামড়া রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর শীত কালে Statesman পত্রিকায় কাশ্মীর হইতে কয়েকজন ব্যবসাদার Silver Fox এর চামড়া বিক্রয় করার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। আমার স্ত্রী দুই বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীর হইতে ভিঃ পিঃ ডাকে এইরূপ এক চামড়ার ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক জোড়া Silver Fox এর চামড়া আনাইয়াছিলেন। দাম অতি সামান্য; এক জোড়ার দাম বোধ হয় ৪।৫৲ টাকার বেশী পড়ে নাই। আজিও উহা যেমন তেমনি রহিয়াছে। উহা দেখিতে যেমন দুধেরমত সাদা, উহার চামড়া এবং চামড়ার উপরিস্থিত লোমগুলিও তেমনি মখমলের মত নরম। বস্তুতঃ বর্ণে, ব্যবহারে এবং স্পর্শে এমন অমূল্য চামড়া আর দেখি নাই, অথচ দাম কি সস্তা! —চেয়ারের back rest বা পৃষ্ঠারাম রূপে, কুশন, গলাবন্ধ এবং ড্রয়িং রুম্ সাজাইবার পক্ষে, এই চামড়ার আর তুলনা নাই। কাজে কাজেই Silver Foxএর

চামড়ার জগতজোড়া ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকেই দেখিতেছি, জীবন্ত জাতিরা এইরূপ নানা নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়া জগতের ধন-ভাণ্ডার বাড়াইতেছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছে। আর আমরা? —আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিয়াছি। জগতের সকল জাতি আপন আপন বিজয় নিশান উড়াইয়া, জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, রাজপথ কাঁপাইয়া, চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের বক্ষ-পিঞ্জর ছিন্ন করিয়া, বেদনা-কাতর হৃদয় হইতে করুণ ক্রন্দন উঠিতেছে,—দিন আগত। এদেশে Silver Fox পালন করিয়া, তাহার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া আকাশ-কুসুমবৎ; ইঁদুর, শামুক এবং খরগোসের ব্যবসায় করাও একটা দারুণ দুরাশা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু গ্রামে যে সকল বেকার যুবক ঘরে বসিয়া কেবল মাটী ঘামাইতেছেন, এবং গ্রামের পাশার আড্ডা জমাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, এই ঘড়িয়াল শিকার করিয়া, তাহার চামড়া চালান দিতে প্রবৃত্ত হন, তবে শিকারের আনন্দে এবং শারীরিক ব্যায়ামে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য লাভ করিবেন, অপর দিকে তেমনি একটা নূতন আয়ের পথও বাহির হইবে। ঘড়িয়াল মারিবার সময় এইটা খেয়াল রাখিবেন যে, বর্শা ও সড়্‌কীর আঘাত যত কম লাগে, চামড়ার মূল্যও তত বেশী হইবে। লাঠী মারিয়া, মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যে ঘড়িয়াল মারিতে পারিবেন, তাহার চামড়ারই সর্ব্বাপেক্ষা আদর হইবে। কারণ বর্শা অথবা সড়্‌কার খোচা মারিলেই চামড়াটা ছিদ্র হইয়া যাইবে; এবং হয়ত এমন জায়গায় ছিদ্র হইয়া যাইবে যে, তাহার দ্বারা জুতা অথবা ব্যাগ-আদি করা সম্ভব হইবে না। ব্যবসায়ের হিসাবে সে চামড়ার মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে; কারণ, ছিদটা বাদ দিয়াই চামড়ার দ্বারা নানা জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইবে; সুতরাং card case, money bag ইত্যাদি ছোট জিনিষ ছাড়া, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি বড় জিনিষ এইরূপ ছিদ্রযুক্ত চামড়ার দ্বারা করা সম্ভব হইবে না। এই জন্য ঘড়িয়াল শিকারের সময় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, চামড়াটা যেন অকারণ ছিদ্রবিশিষ্ট না হয়। বন্দুক দিয়া শিকার করিতে গেলেও মনে রাখিবেন যে, মাথা লক্ষ্য করিয়া, গুলি মারিয়া, ঘড়িয়ালের মাথা চূর্ণ করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কারণ ঘড়িয়ালের লেজের অথবা মাথার চামড়ার দ্বারা কোনও কাজ হয় না। গলা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত দেহের যে অংশ, সেই অংশের চামড়ার দ্বারাই সব কাজ করা হয়। সুতরাং মারিবার সময় সর্ব্বদা খেয়াল রাখিতে হইবে যে, দেহের এই অংশ যেন অকারণ ছিদ্রবিশিষ্ট হইয়া না যায়। আর এই অংশে আঘাত করিলেও, ঘড়িয়ালকে কিছুতেই সহজে বধ করা যায় না। গত বৎসর আমি একটি খুব বড় ঘড়িয়াল শিকার করিয়াছিলাম। কয়েকটি পুকুরের মাছ খাইয়া খাইয়া, তাহার আয়তন সাধারণ ঘড়িয়াল অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছিল। যাঁহাদের পুকুরের মাছ ধ্বংস করিতেছিল, তাঁহাদের অনুরোধে ঘড়িয়ালটা মারিবার জন্য গেলাম। আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইল যে, ঘড়িয়ালটার পার্শ্বদেশে গুলি মারিলে উহার পাকস্থলী অথবা হৃৎপিণ্ডে লাগিয়া, শীঘ্রই উহা মারা যাইবে। এই আশায়, বাঘ-মারা সীসার গুলির দ্বারা প্রথম আওড়েই ঘড়িয়াল আহত হইল সত্য, কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। প্রথম গুলিতেই পার্শ্বদেশ দিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়া সত্ত্বেও, সে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল, এবং নিকটেই একটা পুকুরের দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। আমি তখন আর দিশা বিশা না পাইয়া উপর্য্যুপরি আরও ৪টা গুলি করিলাম; তাহার মধ্যে ৩টা উহার গায়ে লাগিয়া, উহাকে বধ করিল সত্য, কিন্তু চামড়া যখন ছাড়ান হইল, তখন

দেখিলাম যে, এমন সুবৃহৎ মূল্যবান চামড়াটী আমার বুদ্ধির দোষে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। তথাপি ঐ চামড়াটীর জন্ম জনৈক জুতাব্যবসায়ী বন্ধু ১০৲ টাকা দাম দিতে চাহিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ঘড়িয়ালের গলা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত অংশটী যাহাতে সচ্ছিদ্র হইয়া না যায়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, ঘড়িয়াল শিকার করিলে, তাহার চামড়া খুব দরে বিক্রয় হইবে। তাহার পর স্থানীয় কোনও চামারকে ডাকিয়া, অথবা নিজেরাই উহার চামড়াটী ছাড়াইয়া পূর্ব্বের ছবির মত বিছাইয়া cure করিয়া রাখিলে, ৬ মাস পর্য্যন্ত অনায়াসে উহা অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। বিছাইবার সময় মাংসের পিঠ্ উপরের দিকে থাকিবে, এবং প্রত্যেক কোণের নিকট বাঁশের ছোট ছোট খুঁটা মারিয়া, টানা দিয়া, বেশ টান্ টান্ করিয়া, বিছাইয়া দিতে হইবে, যেন কোনও অংশ কুঁচ্কাইয়া না যায়। তাহার পর যে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা চামড়া cure বা শোধন করিতে হয়, তাহা এই সংখ্যায় "কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়" অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে চামড়াগুলি cure বা শোধন করিয়া, যদি কেহ আমাদিগের নিকট পাঠান, তবে আমরা সব চামড়াই বিক্রয় করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিতে পারি। চামড়ার আয়তন এবং দোষগুণ হিসাবে প্রত্যেকটী চামড়া ২৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভব।

বিনামূলধনে একটা নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান দিলাম; করা না করা যুবকদের হাতে। ঘড়িয়ালের দেহে অসম্ভব চর্ব্বি থাকে; এই চর্ব্বি কলিকাতার চর্ব্বি ব্যবসায়ীদিগের নিকট বেশ দামে বিক্রয় হইতে পারে। চামড়া এবং চর্ব্বি সংগ্রহের পর ঘড়িয়ালের দেহটী মাটীতে পুঁতিয়া পচাইলে জমির উত্তম সার হয়; সুতরাং সব দিক হইতেই আয় এবং উপার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে সাদরে উত্তর দিব।

এই প্রবন্ধ ছাপাখানায় কম্পোজ হইবার কালীন গত ১৫ই আগষ্ট রবিবারের Statesman কাগজে ঘড়িয়ালের চামড়া খরিদ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

"Squirrel and Lizard skins in large quantities for export, also other fancy skins. Apply Box 3466 Advt. Dept., Statesman"

অন্যার্থঃ – বিদেশে রপ্তানী করার জন্য ঘড়িয়াল ও কাঠবিড়ালীর চামড়া প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিতে চাই; ইহাছাড়া অন্যান্য ফ্যান্সি চামড়াও লইতে পারি। Statesman পত্রিকা আফিসে Box No 3466 এর নিকট আবেদন করুন।

# চিনির ব্যবহার

১৯২৫ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র যুক্ত রাজ্যে ( United Kingdom ) ১৬৬২৯৮১ টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে ১৫৬৩১৩৭ টন এবং ১৯২৩ সালে ১৪৭০২১৩ টন চিনি লাগিয়াছে ( ১ টন = ২৭ মণ )। কিরূপ চিনি কত লাগিয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

| | ১৯২৫ সাল | ১৯২৪ সাল |
|---|---|---|
| | টন | টন |
| বিদেশে পরিস্কৃত | ৬৭৪১১৮ | ৫৬৬৮৩৮ |
| অপরিস্কৃত | ১১১৯১৪ | ১২৭৮৯৯ |
| স্বদেশে পরিস্কৃত | ৮৭৬৯৪৯ | ৮৬৮৪০০ |
| মোট | ১৬৬২৯৮১ | ১৫৬৩১৩৭ |

এই তালিকার মধ্যে স্বদেশজাত বিট চিনির পরিমাণ ধরা হয় নাই।

নিম্নে আর একটি তালিকা প্রদান করা হইতেছে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে কিরূপ চিনি লাগিয়াছে, তাহার পরিমাণ, এবং সেই সঙ্গে ১৯২৫ সালের ঐ সকল মাসে কি পরিমাণ চিনি লাগিয়াছিল, তাহারও বিবরণ প্রদান করা হইল :—

| | ১৯২৬ | ১৯২৫ |
|---|---|---|
| | টন | টন |
| জানুয়ারী | ১২২০০০ | ১২৬০০০ |
| ফেব্রুয়ারী | ১১৫৪৮০ | ১২১০৩৫ |
| মার্চ্চ | ১২৮০০০ | ১৩১১৯৮ |
| এপ্রিল | ১৫০৪৯০ | ১১৩৭৫৮ |
| মে | ১৪৭০০০ | ১৬০০৭২ |
| মোট | ৬৬২৯৭০ | ৬৫২০৬৩ |

১৯২৩ সাল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০০০০ টন করিয়া চিনির ব্যবহার বাড়িতেছে। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে যে পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হইয়াছিল, ১৯২৬ সালে সেই সময়ে তাহা অপেক্ষা ১১০০০ টন চিনি বেশী লাগিয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ২৮০০০ টন চিনি এদেশে বেশী উৎপন্ন

হইয়াছিল। বিলাতে যে কয়লাখনির ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, তাহার ফলে চিনির বাজার মন্দা পড়িবার সম্ভাবনা।

১৯২৫ সালে জানুয়ারী মাসে ষ্টকে ১৫৫৯০০ টন চিনি ছিল, ১৯২৬ সালে জানুয়ারী মাসে ষ্টকে ৪১৫৬০০ টন চিনি ছিল। ১৯২৫ সালে জুন মাসে ষ্টকে ৩২২০৫০ টন ছিল, ১৯২৬ সালে জুন মাসে ষ্টকে ৪৫৪০০০ টন ছিল।

## জাভার চিনির সংবাদ

১৯২৫ সালে জাভায় ২২৮০৫০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। চিনি উৎপন্নের জন্য ৪৪১৬৪৪ একর পরিমিত স্থানে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক একর জমিতে যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে ৫⅙ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে প্রতি একরে উৎপাদিত ইক্ষু হইতে ৪⅞ টন চিনি পাওয়া গিয়াছিল, এবং ১৯২৩ সালে প্রতি একারে উৎপাদিত ইক্ষু হইতে ৪⅙ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। চিনি উৎপন্নের জন্য ১৭৯টি কল চলিতেছে, তন্মধ্যে ৯৮টি কলে উৎকৃষ্ট সাদা চিনি প্রস্তুত হয়।

১৯২৫ সালের মে হইতে ১৯২৬ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত জাভা হইতে ৩৩৯৬৮৮০৩ পিকুল্‌স্ চিনি রপ্তানি হইয়াছিল (প্রায় ১৬⅞ পিকুলসে ১ টন হয়)। জাভার লোকেরা এই বার মাসে ৩০০০০০০ পিকুল্‌স্ চিনি খাইয়াছিল।

১৯২৫ সালের মে হইতে ১৯২৬ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত জাভা হইতে কোথায় কি পরিমাণ চিনি রপ্তানি হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| হলাণ্ড | ... | ৩৭০৬৭৬ | পিকুল্‌স্ |
| ইংলণ্ড | ... | ৪৩৩২১৫ | „ |
| ফ্রান্স | ... | ৫১৩৭১৬ | „ |
| বেলজিয়াম | ... | ১৫০৭১২ | „ |
| জার্ম্মাণি | ... | ১০২২৮৭ | „ |
| নরওয়ে | ... | ১৭৪৬০ | „ |
| ডেনমার্ক | ... | ১৩১৭৬ | „ |
| গ্রীস | ... | ৩৫২৬৮৬ | „ |
| তুরস্ক | ... | ৬৩৪০৯ | „ |
| রুশিয়া } ফিনল্যাণ্ড | ... | ১৩১৭৬০ | „ |
| বল্‌টিক পোর্ট | ... | ৬০৯৬২ | „ |
| ব্ল্যাকসি পোর্ট | ... | ২৫১৯৮২ | „ |
| জাঞ্জিবার | ... | ৫৭৬২ | „ |
| পোর্ট সৈয়দ | ... | ১৭৪৭৯৯০ | „ |
| সিঙ্গাপুর | ... | ১৪৫৯২১৬ | „ |
| চীন | ... | ৩৩২৮৫৭৮ | „ |
| সায়গন | ... | ২২১৮৫ | „ |
| হংকং | ... | ৩০৭৪৯৫২ | |
| জাপান ও ফরমুজা | ... | ৮০৮৭৮১০ | „ |
| ব্লাডিভষ্টক | ... | ২৪৭৩৫ | „ |
| ডায়রেন | ... | ৩৬২৬২ | „ |
| ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া | ... | ১২৬৬১৪৭ | „ |
| নিউজিলাণ্ড | ... | ৬৫৯ | „ |
| শ্যাম | ... | ৬৮৩৫৭৪ | „ |
| সাস্তেকান | ... | ২১৩২ | |
| আরব | ... | ৬৩১৫৮ | „ |
| মোট | ... | ৩৩৯৬৮৮০৩ | |

## জাভা হইতে চিনি রপ্তানি

গত মে মাসে জাভা হইতে যে চিনি রপ্তানি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ২৭১৪০ টন। ১৯২৫ সালে মে মাসে ৫১২২১ টন, ১৯২৪ সালে মে মাসে ৭৫৭৫৯ টন এবং গত জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ২৯২৪৮৯ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল,

তন্মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ১২৬২৩৮ টন, জাপানে ৭৫৬০৭ টন, হংকংএ ৩৪৯৯৩ টন, সিঙ্গাপুরে ২৫৯৪৩ টন, চীন দেশে ১৬২৪৬ টন, পিনাংএ ৭৬৫৭ টন ও শ্যামদেশে ৫০০৭ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৪, ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালের মে মাসে কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি রপ্তানি হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদান করা হইল :—

| দেশের নাম | মে ১৯২৬ | মে ১৯২৫ | মে ১৯২৪ |
|---|---|---|---|
| | টন | টন | টন |
| ইংলণ্ড | ... | ... | ১০৩৩৩ |
| হলাণ্ড | ... | ... | ২৮০০ |
| ফ্রান্স | ... | ১০০ | ১২৭৫২ |
| পর্টুগাল | ... | ... | ১০০০ |
| পোর্ট সৈয়াদ | ... | ... | ৪১৫৮ |
| ব্রিটিশ ভারত | ৫৯৫০ | ১৬১২৩ | ৫৭৫০ |
| সিঙ্গাপুর | ৫৭০৭ | ৮৩১৯ | ৮৫১৬ |
| পিনাং | ... | ১৮০৪ | ৯৩৩ |
| হংকং | ১০৩৮৩ | ১৪১৯৮ | ১০০৬৩ |
| চীনদেশ | ১২৭৫ | ২০৪০ | ... |
| ব্লাডিভাষ্টক | ১৮২ | ... | ... |
| জাপান | ২৪২৯ | ৭৮৭৪ | ৯৯৮ |
| নিউজিলাণ্ড | ... | ... | ৫৫০০ |
| আমেরিকা (পূর্ব্ব উপকূল) | ... | ... | ১৫০ |
| আমেরিকা (পশ্চিম উপকূল) | ... | ... | ৭৮৪৯ |

# বাঙ্গলার শিল্প সংবাদ

বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের ১৯২৫ সালের কার্য্য-বিবরণী হইতে শিল্প সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সংবাদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

দেশালাইয়ের উত্তম বারুদ প্রস্তুতের জন্য নানারূপ পরীক্ষার পর ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে এবং বারুদ যাহাতে সহজে স্যাঁতাইয়া না যায়, সেই সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে। "বন্দেমাতরম্ ম্যাচ্ ফ্যাক্টরি" নির্দ্দেশ অনুসারে গেঁয়ো (Gengwa) কাঠ ব্লিচ করিবার পরীক্ষা হইতেছিল, তাহার ফলে অল্প ব্যয়ে ব্লিচ করিবার পন্থা ও পাউডার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাটকে সূতায় পরিণত করিবার একটি কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে ঘরে সকলেই পাট হইতে সূতা বাহির করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে। ছাতার বাঁট বাঁকাইবার জন্য আর একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতেই শাঁখ কাটা হইতেছিল। ইহাতে কাটা ভাল হইত না, এবং সময়ও লাগিত অনেক। কিন্তু এক্ষণে শাঁখ কাটিবার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে শাঁখ ভালরূপে কাটা যাইবে, এবং সময়ও লাগিবে কম।

ক্যালকাটা রিসার্চ্চ ট্যানারিতে চামড়া সম্পর্কে যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বেশ ভালই ফল পাওয়া গিয়াছে। অল্প আয়াসে চামড়া ট্যান্ করিবার জন্য এদেশে যে সকল কাঁচা মাল পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে চামড়া ট্যান্ করা যাইবে।

শ্রীরামপুরে তাঁত শিক্ষার যে স্কুল আছে, তাহাতেও

অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কচুরি পানা হইতে আঁশ বাহির করিয়া, তাহার দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহা হইতে কোন কিছু বয়ন করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, এই অনিষ্টকর পানা হইতেও ব্যবহারোপযোগী অনেক কিছু হইতে পারে। খারাপ পাট বয়ন করিতে পারা যায় কি না, সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইতেছিল, পরীক্ষা সফল হইয়াছে। পাট, শণ, ছোবড়া, বাতিল শিল্ক প্রভৃতি হইতে সূতা বাহির করিবার পরীক্ষা করা হইতেছিল। এ পরীক্ষাও সফল হইয়াছে।

"ক্যালকাটা রিসার্চ্চ ট্যানারি"তে বেশ কাজ হইতেছে। দুই জন যুবক এই স্থানে শিক্ষা সমাপন করিয়া সম্প্রতি নিজেরাই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজনের কারখানায় ইতিমধ্যে ১৮ জন কর্ম্মচারী কাজ করিতেছেন। রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটি ( Retrenchment Committee ) এই ট্যানারিটি উঠাইয়া দিবার অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর উহা রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার নূতন নাম হইবে বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউট ( Bengal Tanning Institute )।

বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা পাইবার জন্য দেশময় বেশ একটা তীব্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দিবার জন্য যে স্কুল আছে, তাহাতে অনেকে শিক্ষা পাইতেছেন। এই স্কুলের একটি বিভাগ আছে, উক্ত বিভাগ চারিদিকে ঘুরিয়া বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। জেলায় জেলায় স্কুল স্থাপন এবং বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ভ্রাম্যমান বিভাগ বাড়াইতে গবরমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সহযোগীতায় সুরিতে একটি বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করা স্থির হইয়াছে। আপাততঃ এক বৎসর বিদ্যালয়টি চালাইয়া দেখা হইবে, উহাতে কিরূপ কাজ হয়। যদি দেখা যায় যে, উহাতে বেশ উপকার হইতেছে, তাহা হইলে বিদ্যালয়টি স্থায়ী করা হইবে।

শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের শাখাস্বরূপ আরও ১২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন হইয়াছে। এই স্কুলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিক্ষা দিবে।

বর্ত্তমানে দেশের শিল্পের কিছু কিছু বিকাশ সাধিত হইতেছে। এই বিকাশের দিনে শিল্প-কুশলীদের সহায়তা এবং উপদেশ অপরিহার্য্য। সরকারের যে শিল্প বিভাগ আছে, সেই বিভাগ হইতে যাঁহারা সহায়তা এবং উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন, উক্ত শিল্প বিভাগ তাঁহাদিগকে, যতদূর সাধ্য, সহায়তা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তা'ছাড়া বাজারে যাহাতে মাল কাট্‌তি হয়, উক্ত বিভাগ সে বিষয়েও যথেষ্ট সচেষ্ট থাকেন।

এতদ্ভিন্ন শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য সরকার হইতে যাহাতে সাহায্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। অনতিবিলম্বে ব্যবস্থাপক সভায় এই সম্বন্ধে বিল উপস্থাপিত করা হইবে। এই বিল যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা আইনে পরিণত হইবে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে, বিশেষভাবে উটজ শিল্পের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে।

## ঢাকা, শক্তি ঔষধালয়

আমাদের দেশে কোনও বড় প্রতিষ্ঠান দেখিতেছি বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। ঢাকার শক্তি ঔষধালয়ের নাম সর্ব্বজন-বিদিত। সম্প্রতি বাটোয়ারা, হিসাব নিকাশ ইত্যাদির দাবী করিয়া শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুর বাবুর নামে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ঢাকার সবজজ আদালতে ৪লক্ষ টাকার উপর দাবী করিয়া এক নালিশ রুজু করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই কবিরাজী অনুষ্ঠানের partnership dissolve করার জন্যেও নালিশ হইয়াছে। দেশে আজ ৪।৫ বৎসর ধরিয়া আইন আদালত বয়কট করার এবং

সালিশী বিচার প্রবর্ত্তনের এত গগনভেদী চীৎকার হইল, এবং tripple বয়কটের জয়ধ্বনি করিয়া ঢাকায় এত আন্দোলন হইল, কিন্তু সেখানে এমন কি কেহ নাই যে, এই ঘরোয়া বিবাদটী আপোষে মিটাইয়া দিয়া, এমন একটী চলন্ত কারবারকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে ?

## কেরোসিন তৈলে ভেজাল

আলীনগর, জাফরগড় হইতে শ্রীযুক্ত নিতানন্দ দাস "জনশক্তি"তে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :—

সম্প্রতি বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর পাথারিয়া টেঙ্ক হইতে অত্যধিক পরিমাণ তৈল উত্থিত হয়। ফলে এই তৈলে লক্ষীছড়া বাগানের অনেক নালা ও খাল পূর্ণ হইয়া যায়। দক্ষিণগুল চা বাগান হইতে নালা বন্ধ করিয়া তৈল রাখা হইয়াছে। বাগানের কর্ত্তাদিগকে মণ প্রতি দুই আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত মাশুল দিয়া সহস্র সহস্র লোক তৈল লইয়া যাইতেছে। করিমগঞ্জ ও অন্যান্য স্থান হইতে ব্যবসায়ীগণ এই সমুদয় তৈল রাণী, মসজিদ ও অন্যান্য মার্কার টিনে ভরিয়া, টিনের মুখ ঝালাই করিয়া, ভাল কেরোসিন তৈলের টিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মার্কানুযায়ী ভাল তৈলের দামে বিক্রয় করিতেছে। কেহ কেহ এই প্রকার টিন খরিদ করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। এই তৈল অপরিষ্কৃত, এবং শুনিতে পাই যে, পেট্রল মিশ্রিত থাকার দরুণ সাধারণ ল্যাম্পে এই তৈল ব্যবহার করিতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কোন কোন টিনে মাটী ও জল মিশ্রিত তৈল পাওয়া যায়। তৈল জ্বালাইলে এত ধূম হয় যে, ব্যবহারের অযোগ্য মনে হয়। কর্ত্তৃপক্ষের সত্বর তদন্ত করা কর্ত্তব্য।

## জাল ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার

জনৈক পত্রপ্রেরক সহযোগী জনশক্তিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

একের নামে খরিদা ষ্ট্যাম্পে অন্যের তমঃসুক আইনতঃ সিদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা থাকায়, দূরদূরান্তর হইতে পুরাতন ষ্টাম্প সংগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বের তারিখের সৃষ্টি করার পক্ষে জালিয়াতদের বিশেষ সুবিধা হয়। যদি বিক্রীদার ও ঋণগ্রাহীদের নিজের নাম ভিন্ন অন্যের নামে খরিদা ষ্টাম্পে সম্পাদিত দলিল আইনতঃ সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে জালিয়াতদের পক্ষে যেখান সেখান হইতে পুরাতন ষ্টাম্প সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের তারিখের দলিল সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইত না। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ষ্টাম্প আনিয়া, কোন কারণে দলিল সম্পাদনের অন্তরায় ঘটিলে লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা মনে করি, তখন না হয় সঙ্গে সঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট গবর্ণমেণ্ট আফিসে অব্যবহৃত ষ্টাম্প ফেরৎ নেওয়ার ব্যবস্থা হইলে এই সব কোন প্রশ্নই থাকিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, বহু নিরীহ লোক জালিয়াতদের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবে।

## চাকুরীর মোহ

চাকুরীর মোহে এ দেশের শিক্ষিত লোকেরাও কিরূপ দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। মোহগ্রস্ত শিক্ষিত যুবকেরাও আড়কাটীর ফাঁদে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি "সিলেট ক্রনিকলে" এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে :-

"আমার নাম সূর্য্যনারায়ণ শর্ম্মা, পিতা সর্ব্বাইয়া শর্ম্মা। নিবাস টাডেরু, গোদাবরী জেলা, মান্দ্রাজ। বয়স ২১ একুশ বৎসর, জাতি ব্রাহ্মণ। আমি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ার ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম; ১৯২১ সালে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। এক বৎসর কাল আমি নারাসাপুরে তালুক-বোর্ড কেরাণীর কাজ করিয়াছিলাম; মিশন হাইস্কুলেও কিছুদিন কাজ করিয়াছি। আমি কাজের সন্ধান করিতেছিলাম; তাহা শুনিয়া শ্রীহট্ট আদামটিলা চা বাগানের সর্দ্দার ডালিগাড়ু আমাকে ঐ বাগানে ভাল চাকুরী দিবে বলে। ১৯২৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমি একজন

বন্ধুর সহিত ওয়ালটেয়ারে যাই। ঐ চা বাগানের আড়কাটি আমাকে ডিপোয় লইয়া যায়, এবং খাবার দেয়। ট্রেণে করিয়া আমি ওয়ালটেয়ার হইতে রওনা হই। খড়গপুর, হাওড়া, নৈহাটি, গোয়ালন্দ এবং চাঁদপুর হইয়া শেষে জুড়ি ষ্টেশনে পৌছি। আজামুল্লা নামে একজন মুসলমান সর্দ্দার আমাকে পদব্রজে আদমটিলা বাগানে লইয়া যায়। আমাকে ম্যানেজারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়; ম্যানেজার আমাকে কোদাল লইয়া বাগানে কাজ করিতে হুকুম দেন। তখন আমার কিছুই বুঝিতে বাকী থাকে না; আড়কাটি ডালিগাড়ু কিরূপে আমাকে ঠকাইয়াছে, তাহাও বুঝিয়া লই। আমি বলি যে, আমি কুলীর কাজ করিব না। আড়কাটি আমাকে প্রথম সাক্ষাৎকালে যাহা বলিয়াছিল, তাহা ম্যানেজারকে বলি। ইহাও বলি যে, আমি একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবক; আমাকে আপিসে কোন কাজ দেওয়া হউক। কিন্তু ম্যানেজার তাহাতে কাণ না দিয়া আমাকে কুলীর কাজ করিতেই হুকুম করে, এবং বলে যে, আমাকে কুলীর কাজের জন্যই সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমি অর্দ্ধাশনে এবং অতি কষ্টে সেখানে আড়াই মাস কাটাই। এখন আমি করিমগঞ্জের মহকুমা মাজিষ্টরের নিকট আসিয়াছি, এবং যাহাতে আমাকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহার জন্য দরখাস্ত করিয়াছি।"

## এম্-এস্ সি পাস কৃতী যুবকের আত্মহত্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এস্ সি উপাধিধারী এক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক জীবিকার অভাবে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার নাম,—বঙ্কিমচন্দ্র রায়। এই যুবক ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম্-এস্ সি পর্য্যন্ত বরাবর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল, তাঁহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইবে। যুবক চাকুরীর চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কোন দিকে কোন সুবিধা নাই দেখিয়া, শেষে জলের সহিত একরকম বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। গত ২রা জুলাই শুক্রবার এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইদানীং বিস্তর শিক্ষিত যুবক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষালাভের পর চাকুরী চাকুরী করিয়াই পরের পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতে শিখে; ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া যখন দেখে যে, তাহাদের সকল আশা ভরসাই শেষ হইয়াছে, তখনই তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়; তখন ইহাতে তাহাদের কাহাকে কাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলে।

মনের এইরূপ বিকৃত অবস্থায় আত্মহত্যা করা আশ্চর্য্য নহে। এবৎসর এইরূপ আরও কয়েকটী যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে, শুনা যাইতেছে।

## রেশমের চাষ

আসাম গভর্ণমেণ্ট টিটাগড়, জোড়হাট এবং শিলং এ রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। এখন যেরূপ রেশম প্রস্তুত হইতেছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত করা সরকারের উদ্দেশ্য। এল্, এম্, দাস নামক ফরাসী-প্রত্যাগত জনৈক যুবককে এই বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

## কৃত্রিম পশম

বর্ত্তমান যুগটাই হইতেছে কৃত্রিমতার যুগ। তাই প্রকৃতির অনুকরণে কৃত্রিম বস্তুর আয়োজনের চেষ্টার অবধি নাই। কাঠকে মণ্ডে পরিণত করিয়া তাহা হইতে কৃত্রিম পশম প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা সফল হইয়াছে। ইহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডে বিপুল আয়োজন হইতেছে।

কৃত্রিম সিল্ক যে উপায়ে প্রস্তুত হয়, কৃত্রিম পশমও সেই উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। ইটালীর একটি কোম্পানী প্রতিদিন ১১০০০০ পাউণ্ড (২ পাউণ্ডে প্রায় ১ সের) কৃত্রিম পশম উৎপন্ন করিবার আশা করিতেছেন। সাধারণ পশম যেরূপ টেকসই, কৃত্রিম পশমও সেইরূপ।

## কলার আবাদ

সারাদেশ জুড়িয়া অন্নের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। কেমন করিয়া ইহার প্রতিকার হইতে পারে,কেমন করিয়া নিরন্ন দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হইতে পারে, তাহার চিন্তায় অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন—কেহ ইহার জন্য শাসনতন্ত্রকে দোষিতেছেন, কেহ বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। দোষ কাহারও নহে, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি।

চাকুরি করিয়া কখনও কোন দেশের কোন জাতির ধনবৃদ্ধি হয় নাই এবং হইবে না। এ কথাটা যে নূতন তাহা নহে, বরং অতি পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি বলিলেও চলে;কারণ একথা কে না জানে—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।" কিন্তু বাঙ্গালী জাতটা বাণিজ্যও করে না, কৃষিকর্ম্মও করে না, করে গোলামি। আর এ গোলামিজাবাদের দেশে ইংরাজ, স্কচ, ফরাসী, জার্ম্মানী, জাপানী, বোম্বেওয়ালা, ভাটিয়া, গুজরাটী, মাড়োয়ারি, পার্শী, দিল্লীওয়ালা আসিয়া বাঙ্গলার অর্থসম্পদ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাতেও বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিতেছে না, তাহারা কুড়ি পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকুরির জন্য মাথা কুটাকুটি করিয়া মরিতেছে। আরও কিছুকাল এই পন্থা অনুসৃত হইলে, দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যদি সত্য করিয়া বেকার-সমস্যার প্রতিকার এবং অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে অর্থ উৎপাদন ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অর্থ তিন প্রকারে উৎপাদিত হইতে পারে—বাণিজ্যে, কৃষিকর্ম্মে ও পশুপালন-ব্যবসায়ে। ইংলণ্ডে কৃষিকর্ম্মও নাই, পশুপালনও নাই—বাণিজ্য করিয়াই ইংরাজ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ধনবান জাতি। পশুপালন ব্যবসায়ে অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিদ্বন্দীবিহীন বলিলেও ভুল বলা হয় না। কৃষিকর্ম্মে বাঙ্গলার একদিন গৌরবের সীমা ছিল না।

বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ; আবাদ করিলে এখানে সোণা ফলিতে পারে। অর্থোৎপাদন করিয়া বাঙ্গলার অন্নসমস্যার সমাধানের ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। বাঙ্গালী যদি এই পন্থা অবলম্বন করে, তবেই নিরন্ন দেশবাসীর মুখে দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া অন্ন জুটিবে, নহিলে নহে।

কৃষিকার্য্যের কথা উঠিলে, নব্য বাঙ্গালী যুবকদের

প্রাণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কৃষকেরা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তাহার ছবিটি মনের মধ্যে জাগিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত, বিলাসিতার মধ্যে বিবর্দ্ধিত বাঙ্গালী যুবকদের প্রাণে যে শঙ্কার সঞ্চার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সত্যই আজ অন্নসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে তাহারা রাতারাতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, বাবু বাঙ্গালী পল্লীর লাঙ্গলবাহী কৃষকে পরিণত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। তাহারা যেরূপ ভাবে প্রতিপালিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? তর্কের খাতিরে জোর করিয়া যদি তাহাদিগকে লাঙ্গল লইয়া মাঠে নামিতে বলা যায়, এবং যৌবনের উন্মাদনায় যদি তাহারা সেই আদেশ অনুসারে কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে দুইদিন পরে যে তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিবে, তাহা নিশ্চিত। কারণ প্রথমতঃ, তাহারা কৃষকদের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাহাদের সহিবে না।

এই দুইটি বিষয়ের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া যুবকদের কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাই আমাদের মনে হয়, যুবকেরা সেই সব কৃষি অবলম্বন করিবে, যাহা তাহাদের সহিবে, অথচ তাহাতে লাভও আছে প্রচুর। এমনিতর একটি কৃষির কথাই আজ বলিব।

কলা বাঙ্গলা দেশে সহজেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলে। বাঙ্গালী যুবক যদি সামান্য মূলধন লইয়া কলার আবাদে ব্রতী হয়, তাহা হইলে তাহারা মাসে কুড়ি পচিঁশ টাকা অপেক্ষা ঢের বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে।

প্রাতঃস্মরণীয়া খনা বলিয়াছিলেন।

"তিন শো ষাট্ ঝাড় কলা রু'য়ে
থাক্‌গে চাষা ঘরে শু'য়ে
কলা পুঁতে কাটিসনে পাত
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত্"

অর্থাৎ যদি কেহ ৩৬০ ঝাড় কলাগাছ পুঁতিয়া তাহার পাতা না কাটে তবে সেই সকল কলাগাছের উৎপন্ন কলা হইতে চাষার এত আয় হইবে যে,তাহাদ্বারা অক্লেশে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থানত হইবেই, পরন্তু সে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরে আরাম করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিবে। কলা পুঁতিয়া পাতা না কাটার অর্থ এই যে, কলার পাতা কাটিলে অনেক দেরিতে কলার ফলন ফলে, এবং অনেক স্থলে গাছের ফলন আদৌ হয় না। খনা যে যুগে এই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন অপেক্ষা এখন কলার দাম এবং চাহিদা হাজার গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন ৩৬০ ঝাড় কলার আয় হইতে অতি সচ্ছলতার সহিত একটি পরিবারের সকল অভাব মিটিয়া যাইতে পারে।

## কলার ব্যবসায়ের ক্ষেত্র

শুধু এদেশ নহে, সারা জগত ব্যাপিয়া উহার ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। পাকা কলা নহে,কাঁচা কলাই কলিকাতার বাজারে এক পয়সা একটার বেশী বিক্রয় হয় না। বাঙ্গলা ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, কলার কদর কত বেশী। পাঞ্জাব অঞ্চলে কলিকাতার কলার চাহিদা এবং গৌরব এতই বেশী যে, এখানে যে কলা বিনামূল্যে পাইলেও লোকে ফেলিয়া দেয়, সেখানে উহা দস্তুর মত দরে বিক্রয় হয়। ইহার কারণ, পাঞ্জাবে কলা জন্মায় না। আমরা এমন কয়েকজন পাঞ্জাবীকে জানি, যাহারা বাঙ্গলায় বসিয়া, পাঞ্জাবে কলার আমদানী করিয়া, হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

এইত গেল এদেশের কথা। এইবার বিদেশের সংবাদ গ্রহণ করুন।

১৯২২ সালে ইউনাইটেড কিংডমে (United Kingdom) অর্থাৎ খাস বিলাতে ৫৩০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৯৫০০০০০৲ টাকার কলা রপ্তানি হইয়াছিল। একবার ভাবিয়া দেখুন, ভারতের বাহিরেও কি বিরাট কলার বাজার রহিয়াছে। এই বাজারে প্রায় ৮

কোটী টাকার কলা সরবরাহ হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি, এই বাঙ্গলাদেশ—শুধু বাঙ্গলাদেশ বলি কেন, এই ভারত হইতে সিকি পয়সার কলাও রপ্তানি হয় নাই। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে এই ৮ কোটি টাকার মধ্যে এক কোটি টাকারও ভাগ বসাইতে পারে না কি? কিন্তু তাহার চেষ্টা কই, উদ্যম কই, অধ্যবসায় কই?

জ্যামেকা ও ক্যানারি দ্বীপ, কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা এবং হণ্ডুরাস হইতেই সমস্ত কলা বিলাতে রপ্তানি হইয়া থাকে। পশ্চিম আফ্রিকায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলা উৎপন্ন করিতে পারা যায় কি না, তাহার চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর জ্যামেকাতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ কাঁদি কলা উৎপাদিত হইয়াছিল। কোন কোন বৎসরে ১ কোটি ৬০ লক্ষ কাঁদি উৎপাদিত হয়। ফিজি দ্বীপে কলার চাষই প্রধান ব্যবসায়। ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায়ও কলা হয়। কিন্তু এ সকল দেশের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের মত কলা উৎপাদন করিয়াই নিশ্চিন্ত।

বাঙ্গালীকে আজ আমরা এই নূতন ব্যবসায়ের ইঙ্গিত করিলাম। ইহার মধ্যে কৃষিও আছে, বাণিজ্যও আছে। লক্ষ্মীকে আয়ত্তের মধ্যে আনা তাহাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালী কি আজ এ চেষ্টায় ব্রতী হইবে?

# কমলালেবু গাছে রোগ

সহযোগী "জনশক্তিতে" নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যদি কেহ ইহার প্রতিষেধক কোনও প্রক্রিয়া জানেন তবে পত্রলেখককে জানাইলে একটী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়কে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা হইবে। আমরা যাহা জানি তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

জলঢুপ সুমিষ্ট আনারসের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত; কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ এতদঞ্চলের কমলালেবুই ইহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমানে কমলালেবুর আয়ই অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র অবলম্বন। দুই তিন বৎসর যাবৎ মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাগানে দুই একটি গাছে একপ্রকার রোগ দেখা দেয়। গৃহস্থগণ তাহাদের অভিজ্ঞতানুসারে অনেক চিকিৎসা ও চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। এই রোগে দেখা যায় যে প্রথমতঃ কমলাগাছের উপরের একটি বা দুইটি ডালের পাতা হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে; তৎপরে পাতা ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত গাছ এইরূপ আকার ধারণ করিয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। পঞ্চখণ্ড ও জলঢুপ অঞ্চলের কমলালেবুর আয় বৎসরে লক্ষাধিক টাকার উপর ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর বোধ হয় তাহার অর্দ্ধেক আয়ও হইয়াছে কি না সন্দেহ। রোগ যে প্রকার প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় অচিরে কমলাগাছের কোন চিহ্ন পর্য্যন্তও এই অঞ্চলে থাকিবে না। আমরা গৃহস্থের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতেছি এবং অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে যে অনেক গৃহস্থকে পথে দাঁড়াইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে কৃষি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই রোগ সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন অভিজ্ঞতা থাকে তবে আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীসূর্য্য কুমার ধর,
পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার।

# জমি চাষের সমস্যা

সহযোগী "আত্মশক্তি" লিখিতেছেন ঃ—"বাঙ্গলার অনেক স্থলে চাষীর অভাব বশতঃ জমি চাষ হইতেছে না। হিন্দুমুসলমানে অমিল জন্য চাষ বন্ধ থাকায় উভয় সম্প্রদায়ের বহু ক্ষতি হইয়াছে। আপাততঃ মনোমালিন্য ঐ পরিমাণে নাই, এবং দ্বেষ মূলে জমি পতিত না থাকিলেও অন্য কারণে অনেক জমি পড়িয়া আছে। কৃষির অভাবই সেই কারণ। নিজের যথেষ্ট জমি আছে কিম্বা ভাগেও বহু জমি পাইয়াছে, সুতরাং আর জমি চাষের প্রয়োজন নাই—এই অবস্থা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছে। ঐ জেলার অন্তর্গত ডোমকলের অধীন ফরিদপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান চাষের মরসুমে ভাগ-চাষীরা তাঁহার পঞ্চাশ বিঘা জমি ছাড়িয়া দিয়াছে। ঐ স্থানে গরু কিম্বা মহিষ কিনিয়া নিজে কিম্বা আপন চাকর দ্বারা চাষ না করিলে জোতের জমি চাষ করিবার কোনও উপায় নাই। ভাগ-চাষীর উপরে নির্ভর করিলে হা ভাত। বেশীদিন পূর্ব্বে না, দেখিয়াছি ভাগে জমি লইবার জন্য চাষারা উদ্‌গ্রীব ছিল। এমন কি, ভাগ-জমি সংগ্রহের জন্য নজরের টাকা দিতে রাজি। আর এখন জোতদারেরা খোসামোদ করিয়া কৃষককে ভাগে জমি দিতে পারে না। এই অসুবিধায় উত্যক্ত হইয়া, স্থানে স্থানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, স্বহস্তে চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাবনা জেলার অধীন চাটমোহর থানার এলাকাধীন বনগ্রাম নামক স্থানে শ্রীরমেশচন্দ্র চন্দ্র নামক জনৈক ভদ্র কায়স্থ এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী। ঐ ব্যবসা সত্ত্বেও সপুত্রক চাষ করিয়া আপনার জোতের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনেকেরই অনুকরণীয়।

আমরা জানি, বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া, বহু শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোক কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা জমির অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জমিদারগণের নিকটে বহু আবেদন যাইতেছে। বহু ভদ্র ব্যক্তি ভূস্বামীদিগের নিকটে দলে দলে যাইয়া বাসের ও চাষের জমির প্রার্থনা জানাইতেছেন। আমরা জানি, ঐরূপ আবেদন মুর্শিদাবাদ, পাবনা, রাজসাহী ও বগুড়ার জমিদারদিগের নিকট করা হইয়াছে এবং হইতেছে। যায়গায় যায়গায় জমিও অনেক পড়িয়া আছে। কিন্তু ঐ ঐ স্থানে যে সকল কৃষক আছে, তাহাদের দ্বারা চাষ হওয়া অসম্ভব। তাহাদের সংখ্যা কম, তাহা ছাড়া ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের কার্য্যের ক্ষমতা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। চাষ-কার্য্যে ব্রতী এখন নিম্নজাতীয় হিন্দু ঐ সকল স্থানে একেবারে নাই বলিলেই হয়। তদ্ব্যতীত চাষীরা নিতান্ত আলস্যপরায়ণ। ভাল শস্য এবং কিছু অর্থের উপায় হইলেই তাহারা কাজ করিতে চাহে না। পতিত জমি স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে, এবং তাহাতে বর্ত্তমান দুর্গতি অনেক পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব ; কিন্তু তাহা কৃষক-সংগ্রহের উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গলা দেশের হিন্দু প্রধান অনেক স্থানে ব্যবসায়ী হিন্দুর বাহুল্য আছে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ জমির অভাবে তাহাদের নিতান্ত দুরবস্থা। পাবনা, রাজসাহী বগুড়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলায় ঐ সকল চাষ-ব্যবসায়ী হিন্দুর উপনিবেশের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, পতিত জমি চাষের একটা উপায় হইতে পারে।"

## হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী

রাজসাহী দয়ারামপুরে তিন দিন ধরিয়া বারইয়ারি

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে হিন্দুমুসলমানে যেরূপ সম্প্রীতি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সমগ্র দেশের দৃষ্টান্ত স্থল। যাত্রা ও অন্যান্য প্রকারের আমোদ আহ্লাদে মুসলমানেরা সাহ্লাদে ও সাগ্রহে যোগদান করিয়া সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে। মুসলমানেরা ব্যয়ভারও যথেষ্ট পরিমাণে বহন করিয়াছে। ঐ উপলক্ষে মেলা বসিয়াছিল। তাহার সফলতাও মুসলমান মৈত্রীর উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল।

কালনাতে এবার দশহরার গঙ্গাস্নানে অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। বহুদূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে স্নানার্থীগণ আসিয়াছিল। এই গঙ্গাপূজায় কালনার গঞ্জে মহাধূম হয়। গঞ্জের মুটেরাই প্রধানতঃ ইহার উদ্‌যোগী। দুই মহলের দুইদলে আড়াআড়ির পূজায় আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। এবারও দুই দলের গঙ্গাপূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পাথুরিয়া মহলের ৺গঙ্গামূর্ত্তির গড়ন চমৎকার হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কয়দিন দুইদলে সঙ বাহির হয়। অনেক দেবদেবীর চিত্র,সামাজিক নক্সা, তা ছাড়া ঘোড়া,গরু,হাঙ্গর,কুমীর, রথ, ষ্টিমার ও রিক্‌শা চালাইয়া গ্রাম্যশিল্পীদের যোগ্যতার মুমূর্ষু নিদর্শন ফুটাইয়া তুলে। এই সময় হিন্দু রায়বেঁশেদের লাঠিখেলা দেখিয়াও বৎসরের মধ্যে দুইদিন চোখ জুড়ায়।

এ উৎসবের আর এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য—দুই দলেরই মাথাধরা হইয়া আছে—একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। কোন্ দিন কেদার সর্দ্দারের দল জিতে, আর কোন্ দিন নছরদ্দী সর্দ্দারের দল জিতে, ইহা দেখিবার জন্য পথে লোকারণ্য হয়। নছরদ্দীর দলে হিন্দু উড়িয়ারা দামামা বাজাইয়া চলিয়াছে, আর কেদার সর্দ্দারের দলে এব্রাহিম কোচোয়ান থাকার আগে নাচিয়া চলিয়াছে—বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে এই মধুর চিত্র যে সকল হতভাগ্যের দর্শন ঘটে নাই, তাহারাই হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে উত্তেজিত করিয়া অশান্তির আগুণ জ্বালিতেছে।

## শিক্ষিত যুবকদিগের লাঙ্গল চষা

শিক্ষিত যুবকেরা স্থানে স্থানে এখন স্বহস্তে লাঙ্গল চষিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; ইহার ন্যায় সুসংবাদ আর নাই। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষিকাজকে লোকে আর ছোট লোকের কাজ বলিয়া ঘৃণা করিবে না, অপরদিকে তেমনি আবার যাহারা হাতে হেতেড়ে স্বর্ণপ্রসূ কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাহাদের অন্নকষ্টেরও হ্রাস থাকিবে না। আমরা নিম্নে এইরূপ দুইটা ঘটনা প্রকাশ করিলাম :—

ফরিদপুর জেলার বেলেকান্দী নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া,চাকুরী-বৃত্তি অবলম্বন করা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে জীবন-নিয়োগ শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি নিজেই জমীতে লাঙ্গল দেন, নিজেই কৃষাণের কার্য্য করেন, নিজেই গরু বাছুর প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময় তিনি প্যাণ্ট পরিতেন, টুপি মাথায় দিতেন। লাঙ্গল চালাইবার সময়ও তাঁহাকে সেই বেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কোমরে প্যাণ্ট, গায়ে পিরিহান, এবং পায়ে জুতা ও মাথায় হাট, এই অবস্থায় ব্রাহ্মণসন্তান ভূমিকর্ষণ করিতেছেন। চাকুরীর কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হন। বলেন, আপন কাজে মান অপমান আবার কি? চাকুরী অপেক্ষা এ স্বাধীন-বৃত্তি শতগুণে শ্রেয়ঃ।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নিবাস বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার এলাকায়। পূর্ব্বে তিনি ষ্টেশন মাষ্টারের কার্য্য করিতেন, এবং অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। যে কারণেই হউক, চাকুরী যাওয়ায় এবং কপর্দ্দকশূন্য হওয়ায়,এখন তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি এখন কৃষি-কর্ম্মে জীবিকার্জ্জনের

জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাধারণ কৃষকেরা যেমন ভাবে কৃষিক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, তাহাদের অপেক্ষাও তাঁহাতে ত্যাগের আদর্শ দেখিতে পাই। ভদ্রলোক জুতা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, গায়ে কোট, সার্ট বা পিরিহান আদৌ পরিধান করেন না। বর্ষার সময় স্বয়ং মাঠে গিয়া কৃষাণদের সহিত নিড়াণি প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হন। শস্যাদির বোঝা অনেক সময় তিনি নিজেই বহিয়া থাকেন। আহারাদির আড়ম্বরে নিস্পৃহ। যদি কখনও জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি অমুক ফলটী খাইলেন না কেন? তিনি উত্তর দেন, ঐ সুখাদ্য না খাইলেও যখন জীবন-যাপনে বিঘ্ন ঘটে না, তখন ঐ সকলে ব্যয়-বাহুল্য করিয়া অর্থকৃচ্ছ্রতা আনয়ন করি কেন?

যাহারা ২০৲ টাকা মাহিয়ানার জন্য উদভ্রান্ত কলিকাতার রাস্তা চষিয়া ফেলিতেছে, এবং এই চাকুরী না মিলিলে চোখে স'রষের ফুল দেখিতেছে, তাহাদিগকে আমরা এই স্বাবলম্বন ও সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে বলি।

## সাররূপে সালফেটের ব্যবহার

পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অসুস্থ গাছ হইতে কড়াইয়ের বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ঐ সকল বীজ লইয়া,১৯২৪ সালে লেড কার্ব্বনেট, জিঙ্ক সালফেট, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, লাইম, জিপসাম, বোরিক এসিড, পোটাসিয়াম আয়োডাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইড সাররূপে প্রয়োগ করিয়া দেখা হয়, গাছ ভালরূপে বাড়ে কি না এবং গাছের হরিদ্রাবর্ণ ধারণ নিবারিত হয় কি না।

হরিদ্রাবর্ণ ধারণ নিবারিত হয় নাই বটে, কিন্তু যে সকল স্থানে সালফেট ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে সুস্থ গাছগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু যে স্থানে জিপসাম ব্যবহৃত করা হইয়াছিল, সে স্থানে নিরাশ হইতে হইয়াছে। কিন্তু সামান্য মাত্র জিঙ্ক সালফেট ব্যবহার করিয়াও বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। সালফার অর্থাৎ গন্ধক প্রয়োগের ফলেই এরূপ হইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন কারণে ইহা হইয়াছে, তাহা এখনও পরীক্ষা করিতে হইবে। যে জমিতে সার প্রয়োগ করা হয় নাই, এবং যে জমিতে সালফেট ব্যতীত অন্য সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল—এই উভয় জমিতে চাষ করিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় নাই।

পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, দক্ষিণ বিহারে সালফেট, বিশেষভাবে জিপসাম, প্রয়োগের দ্বারা চাষে বিশেষ উপকার দর্শিবে। উদ্ভিদের পক্ষে সালফার একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস ছিল যে, সালফার উদ্ভিদের এতই কম প্রয়োজন যে, মাটিতে যে সামান্য সালফার আছে, তাহাই উহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সে বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিহারের মাটিতে শত করা .০০১ ভাগ মাত্র সালফার আছে। সুতরাং সম্প্রতি উক্ত প্রদেশে সালফার বা সালফেট প্রয়োগ করিয়া চাষের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। ছোট নাগপুর ও বিহারের দক্ষিণ প্রদেশে জিপসাম ও সালফার প্রয়োগ করিয়া বেশ ফল পাওয়া যাইতেছে। ধান উৎপন্নের জন্য সোডিয়াম সালফেটের ব্যবহার অনেককাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পুষায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নীল এবং তুলা চাষের পক্ষে সুপারফস্‌ফেট ব্যবহার করা অপেক্ষা, সালফিউরিক এসিড এবং সালফার ব্যবহারে অধিক সুফল পাওয়া গিয়াছে। সালফার লইয়া আরও নানারূপ পরীক্ষা করা হইতেছে।

## পাটের পূর্ব্বাভাস

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কিরূপ পাটের ফসল হইবে, নিম্নে পূর্ব্ব

বৎসরের সহিত তাহার তুলনামূলক এবং আনুমানিক হিসাব প্রদান করা হইল :—

১৯২৫ সালে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে কতটা স্থানে পাটের ফসল হইবে, পূর্ব্বেই তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রদান করা হইয়াছিল। এই হিসাব অনুসারে ২৯২৬০০০ একর (১ একর= প্রায় ৩ বিঘা) স্থানে পাটের চাষ হইবে বলিয়া, অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় যে, অনুমান অপেক্ষা আরও বেশী স্থানে পাটের চাষ হইয়াছে। মোট ৩১১৫২০০ একর স্থানে পাটের চাষ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বৎসরে ৩৬০৫০০০ একর স্থানে পাটের চাষ হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পাটের চাষ বেশী হইবে। অর্থাৎ এবৎসরের পাটের ক্ষেত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪৮৯৮০০ একর বেশী।

## তুলনামূলক হিসাব

| প্রদেশের নাম | পাট চাষের ক্ষেত্রের পরিমাণ ১৯২৫ আনুমানিক সিদ্ধান্ত (একর) | ১৯২৫ শেষ সিদ্ধান্ত (একার) | ১৯২৬ আনুমানিক সিদ্ধান্ত (একর) | ১৯২৬ সালের আনুমানিক সিদ্ধান্ত এবং ১৯২৫ সালের শেষ সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রভেদ: হ্রাস (একর) | বৃদ্ধি (একর) |
|---|---|---|---|---|---|
| বঙ্গদেশ (কুচবিহার ও ত্রিপুরা সমেত) | ২৫৩৬৭২৩ | ২৭১৫৫০০ | ৩১৫৬৯০০ | ... | ৪৪১৪০০ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ২৫৮০০ | ২৬৩২০০ | ২৮০০০০ | ... | ১৬৮০০ |
| আসাম | ১১৮৯০০ | ১৩৬৫০০ | ১৬৮১০০ | ... | ৩১৬০০ |
| মোট | ২৯১৩৮১৩ | ৩১১৫২০০ | ৩৬০৫০০০ | | ৪৮৯৮০০ |

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি চাল, ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাষ পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

## চাউল

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাটারি ভোগ | ... | ১০৲ হইতে | ১১॥০ মণ |
| দেশী মোটা | .. | ৭৲ হইতে | ৮॥০ ” |
| ঐ মাঝারি | ... | ৮৲ ” | ৯॥০ ” |
| পাটনাই | ... | ৮৲ ,, | ৯॥০ , |
| পাহাড়ী | ... | ৭৲ ,, | ৮৲ ,, |
| পুরাতন নাগরা ২নং | | ৮।০ ,, | ৯৲ ,, |
| ঝিঙ্গসাল | ... | ৮৲ ,, | ৯৲ ,, |
| বাঁকতুলসী মাজা নং ১ | | ১০৲ ,, | ১১৲ ,, |
| ,, ২নং | | ৯।০ ,, | ১০৲ ,, |
| ,, ৩নং | | ৮৲ ,, | ৮৸০ ,, |
| গৌরসামন্ত | ... | ১৩৲ ,, | ১৪৲ ,, |
| বালাম | ... | ৯॥০ ,, | ১০৲ ,, |
| চিনিসক্কর | ... | ১২॥০ ,, | ১৭৲ ,, |
| কলমা মাজা ১নং | | ৮ ০ ,, | ৮॥০ ,, |
| ,, ২নং | | ৮৲ ,, | ৮॥০ |
| কামিনী | . | ১০ | |

## ডাইল

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুগ ( হরি ) | ... | ১০ হইতে | ১০।০ ,, |
| ঐ ( সোনা ) | ... | ১৪৲ ,, | ১৫৲ ,, |
| ঐ ( কৃষ্ণ ) | ... | ১০৲ ,, | ১০॥০ ,, |
| অড়হর | ... | ৭॥০ ,, | ১০৲ ,, |
| কলাই | ... | ৭॥০ ,, | ৮।০ ,, |
| খেসারি | ... | ৬৲ | ,, |
| মসুর ( ভাঙ্গা ) | ... | ৭॥০ | ” |
| ঐ খাঁড়ি | ... | ১০৲ ” | ১০॥০ ” |
| মটর | ... | ৬৲ ” | ৬॥০ ” |

## চিনি

| | | | |
|---|---|---|---|
| জাভা চিনি | ... | ১৩॥০ | ,, |

## কেরোসিন তৈল

| | | |
|---|---|---|
| চেষ্টার | ... | ১০৲ প্রতি কেস |
| সেল ব্রাণ্ড | ... | ১০॥৵০ ” ” |
| স্নো ফ্লেক | ... | ১০।০ ” ” |
| মন্‌কি ব্রাণ্ড | ... | ৪৲ প্রতি টিন |
| হাতি মার্কা | ... | ৩৸০ ” ” |
| পেঁচা মার্কা | ... | ৩৸৵০ ” ” |
| সূর্য্য মার্কা | ... | ৩৸০ ” ” |
| ষাঁড় মার্কা | ... | ৩॥৵০ ” ” |
| হাঁস মার্কা | ... | ৩॥৵০ ” ” |
| কোবরা ব্রাণ্ড | ... | ৩॥০ ” ” |

## বিস্কুট

ব্রিটেনিয়া বিস্কুট

| | |
|---|---|
| জিঞ্জারনাট ১ পাউণ্ড | ১।০ |
| ” ১ ” | ২।০ |
| এরারুট ১ পাউণ্ড | ১৲ |
| ” ২ ” | ১৸৵০ |

## চা

ব্রুকবণ্ডের চা

| | |
|---|---|
| লাল লেবেল টিন ১ পাউণ্ড | ১৸১০ |
| সবুজ ” ” ১ ” | ১।৵০ |
| সবুজ শীল প্যাকেট ১ পাউণ্ড | ১৲ |
| কোরা গুড়া | ৸৵০ |

লিপটনের চা

| | |
|---|---|
| হলদে লেবেল ১ পাউণ্ড | ১॥৶৫ |
| নীল ” ১ ” | ১॥৵০ |
| লাল ,, ১ ,, | ১।৵৫ |

স্পেসাল দার্জ্জিলিং

| | |
|---|---|
| ১ পাউণ্ড | ১৸৵০ |

## ডিম

| | |
|---|---|
| হাঁসের ডিম | ৸৵০ হইতে ৸৶০ কুড়ি |
| মুরগীর ডিম | ১৲ ,, ১।০ ,, |

## পোলট্রি

| | |
|---|---|
| মুরগির ছানা | ৷৵০ হইতে ৷৶০ প্রত্যেকটি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মুরগী | ॥০ | ,, | ১।৵০ | ,, |
| হাঁস | ৸৵০ | " | ২৲ | " |
| পায়রা | ৷৵০ | ,, | ॥৵০ | ,, |

## চাল

অন্য দালালের মারফৎ

| | |
|---|---|
| বালাম নূতন | ৮॥০—১০৲ |
| ঐ পুরাতন | ৯৲—৯।০ |
| সীতা | ৯।০—৯৸০ |
| কাজলা বা কুলী | ৫॥০—৫৸০ |

## ডাল

| | |
|---|---|
| আড়হরে ডাল কাণপুর | ৭৲—৭॥০ |
| ঐ দেশী | — ৭৲ |
| খেসারির ডাল | —৫৲ |
| ছোলার ডাল | ৬।০—৬॥০ |
| মুসুর ডাল দেশী | —৬॥০ |
| ঐ পাটনাই | —৭॥০ |
| মুসুরের ডাল খাড়ী | —৮।০ |
| মটরের ডাল ছোট | ৫৸০ |
| ঐ সাদা | ৬।০ |
| মুগের ডাল | ১২॥০ |
| ঐ ভাজ নহে | ৯৲—৯৸০ |
| কালি কলাইয়ের | ৮॥০ |
| মাসকলাই বিউলি | ৪।০—৪৸০ |
| মাসকলাই ডাল দেশী | ৬।০ |
| ঐ পাটনাই | —৬৸০ |

## কলাই।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছোলা বা বুট, পাটনাই | | ... | ৪৸০—৫।০ |
| ছোলা সহরের | ... | ... | ৪৲ —৪।০ |
| ছোলা দেশী | ... | ... | ৪৲ —৪৸০ |
| মাসকলাই, দেশী | | ... | ৫॥০—৫৸০ |
| ঐ পাটনাই | | ... | ৭৲ —৭।০ |
| মুসুরী কলাই, দেশী | | ... | ৫৲ |
| ঐ পাটনাই | | ... | ৬৲ |
| কালী কলাই | | ... | ৬৲ |
| মুগ সোনা নূতন | | ... | ১১৲—১২।০ |
| মুগ কৃষ্ণ দেশী | ... | ... | ৬৸০—৬৸৵০ |
| মুগ পশ্চিমে হালি | | ... | ৭৲ —৭।০ |
| সিঙ্গাপুর মুগ | | ... | ৭৸০ |
| মটর সাদা | | ... | ৫।০—৫॥০ |
| মটর সবুজ | | ... | ৪৸০—৫৲ |
| মটর গুলি | ... | ... | ৩৸০—৪॥০ |
| অড়হর দেশী | | ... | ৫৲—৫৵০ |
| ঐ কাণপুর | ... | ... | ৫।০—৫।৵০ |
| ঐ বৈদ্যনাথ (নূতন) | | ... | ৫॥০ |
| খেসারি নাগপুরে গোটা | | ... | ৩৲ —৩॥০ |
| ঐ পাটনাই | | ... | ৪৲—৪৵০ |
| ঐ দেশী | | ... | ৩৲—৩।০ |

## তৈল বীজ

| | | | |
|---|---|---|---|
| সরিষা কাজলা ছুমকা কাণপুর | | ... | ৮৸০—৯॥০ |
| ঐ সেতি | | ... | ১০৲—১১৲ |
| পোস্তাদানা (শত ঝাড়া করা ৫৴০ খাদ) | | | ৯॥০—১১৲ |
| তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫৴ খাদ) | | | ১২৲ |
| তিল সফেদ | ... | | ১৮৲—২০৲ |
| তিল কাট | ... | ... | ১০৲ |
| তিল কৃষ্ণ | ... | ... | ১২॥০ |
| রেড়ী দেশী | ... | ... | ৬॥০—৭।০ |
| ঐ মান্দ্রাজী | ... | ... | ৭৲—৭।০ |

মাটবাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৵০ খোসা ছাড়ান ৯৸৵০

শীমুল তুলা কলদ্বারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা ৪৯৲—৫০৲

খোলা ও বীজ সহিত দেড়মণি বস্তার মূল্য ২৭৲—২৯৲

## গম ও যব

| | | |
|---|---|---|
| যব পাটনাই | ... | ৪॥৵০—৪৸০ |

## গম ও যব

গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ) ... ১০৲
ঐ শিবগঞ্জ দুধে (৫/০ খাদ) ...
ঐ কাণপুর দুধে (৫/০ খাদ) ৬॥০
ঐ বক্সার দুধে ( ঐ ঐ ) ৮৸০
ঐ গঙ্গাজলী ( ঐ ঐ ) ৭॥০—৮৲

## ঘৃত

কয়ারাল্লাল সাগর ... ৭০৲
শ্রী ঘৃত ... ৮০॥০
( মহিষের ) মুঙ্গেরে মটকি ... ৮৫৲
মটকি বেলিয়া ... ৮২॥০
খুরজা ... ... ৭৪৲—৭৫৲
মার্কা ... ... ৭৮৲
গাওয়া ... ... ৯৫৲

## তৈল

নারিকেল তৈল ১নং ২৫॥০ কোচিন ২৪॥০
দেশী ... ... কলম্বা ২৪৲ ২৬৲
রেড়ির তৈল ১নং ১৮৲ অর্ডিনারি ১৬॥০
২নং ১৭॥০ ... ৩নং ১৬॥০ ১নং ১৮৲
সরিষার তৈল কলের ২৪৲—২৪॥—২৫॥
সরিষার তৈল ঘানির ... ২৬॥০
মসিনার তৈল গৌরীপুরে ... ২৫৲—২৬৲
বাদাম তৈল চীনা ... ২২॥০—২৬॥০
তিল তৈল খাঁটি ... ৩১৲
কোঁচড়া ... ২৮৲

## কেরোসিন তৈল

কেরোসিন তৈল স্নোফ্লেক বাক্স সমেত ৯৸/০
ঐ গিরজা ঐ ৯৷৶০
ঐ ভিক্টোরিয়া ২টীন ৬৶০
ঐ হাতী মার্কা ঐ ৭৷৴০
ঐ বাদর মার্কা ঐ ৭॥০
ঐ রাণী ঐ ৬।০
বর্ম্মা নূতন স্বদেশী হাঁস মার্কা ঐ ৬।০
গোল্ড মোহর বর্ম্মা ২ টিন ঐ ৭৶০
লোহাঙ্গের পাকা ৫ গেলন ...
ঐ ফুল মার্কা ... ...
স্রেঃ পালীব ... ৩।০ গেলন
১০ গেলন ১ বাক্স প্র্যাট মার্কা ৩০৲
ঐ তালগাছ ...
ফেনাইল (অর্ডিনারী) গেলন ১৷৴০—১৷৶০

## লবণ

লিবারপুল ১০০৴ ... —২২২৲
করকচ ... ... —১৯৫৲

## মিছরী

কারখানার মিছরী ১ নং ... ১৪॥০

## চিনি

দোবরা ... ... ২৪৲
একবরা ... ... ২২৲
সাদাজাবা ১০॥৵০
হিন্দুস্থান চিনি ...১১৸০
জাবা চিনি লাল ... —১০৲
মন্দির মার্কা চিনি ...

## বেণে মশলা

ছোট এলাচ রাবিন ১নং ... —৫৸০
ঐ ঐ ২নং ... —৫।০
বড় এলাচ ... ... ৯৬৲—১০৮৲
লবঙ্গ ... ... ৬২৲—৬৫৲
জৈত্রী ... ... —৭॥০
জায়ফল ... ... ৫৮৲

| | | |
|---|---|---|
| চীনের সিন্দুর | ... .. | ২।/১০ |
| মরিচ রাবিন | ... ... | ৫৯৲—৬০৲ |
| লঙ্কা জয়ঙ্গ | ... ... | —২২৲ |
| লঙ্কা লাল | ... | ২০।৵০—২১।০ |
| হরিদ্রা | ... ... | ৮।০—৯৲ |
| জাহাজি ধুনা | ... ... | ৮৲—৯৲ |
| রেঙ্গুনে ধুনা | ... | ১৬।০ |
| ধনে | ... ... | ১০৲—১০।০ |
| সুপারী জাহাজী | ... | ১৮।০—১৯৲ |
| দেশী সুপারী | ... | ২৮।০—৩০৲ |
| খয়ের ১ নং | ৩০৲ ২ নং | ২২৲—২৪৲ |
| কাশরা দানা | ... ... | ১০৲ |
| কর্পূর সের | ... ... | ৫।০ |
| রিঃ কর্পূর | ... ... | ৫।৵০ |
| সুট | ... ... | ১৩৲—১৩।০ |
| পিপুল | ... ... | ১১০৲ |
| জিরা | | ২৪৲—২৮৲ |

## মধু ও ময়দা

মধু ১ নং ২৫৲ ২ নং ২২৲

ময়দা ১নং ৯৸০ ২ নং ৯।০ ৩ নং ৮৸৵০

রোলাআটা ১নং বিঃ ৮৸৵ ২ নং ৭।৵০ ৩ নং ৫৸০

সুজি ... ১ নং ৯।০ ২ নং ৭৸০

ভুষী ৩।০ ৩৸০ ৩।৵০

## বাতী

| | | |
|---|---|---|
| রেঙ্গুন ১৬ আউন্স প্রতি প্যাকেট | | ।৫ |
| ,, ১৪ ,, | ,, | ৷৶৫ |
| ,, ১২ ,, | | ৷৵১০ |
| ,, ১০ ,, | | ।৴৫ |
| ,, ৮ ,, | | ।৴৫ |
| ,, ৬ ,, | ,, | ৷৶০ |
| রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ীর বাতী | | ৷৵০ |

## ছাতা

নন্দলাল দত্ত

| | | | |
|---|---|---|---|
| গোল সীক | | ২২।২৪ ইঃ | ১৩৲ |
| স্প্রিং | | ২২।২৪ ইঃ | ১৩।০ |
| গোল সীক | | ২০ ইঃ | ১০৲ |
| রেলি স্প্রিং | | ২৬ ইঃ | ৩৪৲ |
| রেটে | ১২ নং | ২৪।২৬ ইঃ | —২৪৲ |
| ঐ | ১৯ নং | ২৪।২৬ ইঃ | —২৭৲ |
| ঐ | ১১ নং | ২৪।২৬ ইঃ | —৩১।০ |
| রাজারাণী | ১২ নং | ২৪।২৬ ইঃ | ১৬৲ |
| ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট ২৬ ইঃ | | | ৫১৲ |
| ডিসন ব্রাদার্স | | ২৪।২৬ ইঃ | ২২।০— |
| ষ্টিল বাঁট | ১২ নং | | ২৭৲ |
| | ১৯ নং | ঐ | ৩০৲ |

## করগেট

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২ গেজি | প্রতি হন্দর | ... | ১৫।০ |
| ২৪ ,, | ,, | ... | ১৪৸৵০ |
| ২৬ ,, | ,, | ... | ১৬।০ |

## বস্ত্র

এডওয়ার্ড মিল

| | | |
|---|---|---|
| ধুতি | ১০ × ৪৪ ... ... | ২৸৵০ |
| সাড়ী | ঐ ... .. | ৩৵০ |
| ধুতি | ৭।৮।৯ ... | ১৸৶০ |
| ধুতি | ৯।০ গজ…৪০ ইঞ্চ | ২।৴০ |
| সাড়ী | ... ৭—৯ গজ ... | ২৫১০ |
| সাড়ী | ৯ গজ ২।৶১০, ৯। গজ × ৪০ ইঞ্চি | ২।৶০ |

**কেশোরাম মিল**

| | | |
|---|---|---|
| ধুতি ৯ গজ×৩৬ | ... | ১৮৶০ |
| ঐ ৯॥ গজ ... | | ২৷০ |

**রামপুরিয়া মিল**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধুতি ৯॥ গজ | ... | ... | ৩৴১০ |

**মোহিনী মিল**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধুতি ১০ গজ×৪৪ ইঞ্চ | ৩৷১০ | ৩৫১০ | ৪৴১০ |
| ঐ সাড়ী | ৩৷৶০ | ... | |
| ধুতি ... | ৫—৯ গজ | ... | ২৴০ |
| ধুতি ... | ৯॥ গজ | ... | ৩৴১০ |

**স্বর্ণ, রৌপ্য ও কোম্পানীর কাগজ**

| | | |
|---|---|---|
| গিনি ঘোড়া মার্কা | ... | ১৩৷০ |
| বিলাতি কামি বেটর ( Better ) স্বর্ণ | | ২১৷৴১০ |
| চীনের পাতা | ... | ২১॥০ |
| কলিকাতা ট্যাকশালে | ... | ২১৷০ |
| বিলাতি রূপা (Bar Silver) ১০০ ভরি | | ৬৪৸৶০ |
| খুচরা | ... | ৬৪॥৴১০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬৲ টাকা সুদের কোং কাগজ | | | —...... |
| ৫॥০ | ঐ | ঐ | ১০৭৷০ |
| ৫৲ | ঐ | ঐ | ১০৮৷০ |
| ৪৲ | ঐ | ঐ | ৮৮৴০ |
| ৩॥০ | ঐ | ঐ | ৭৬৸৶০ |
| ৩৲ | ঐ | ঐ | ৬৬৷০ |
| ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা | | | ৬৲ |

**বিবিধ**

| | |
|---|---|
| কে, সি, বসুর বালি | ১৭৲ |
| হরিতকী | ৭৷০ |
| ঐ ভাঙ্গা | ৬৸০—৭৲ |
| তেঁতুল ২ মণ বস্তা সহিত | ৯৷০—১১৲ |

# কৃষির মাসিক ডায়েরি

( ভাদ্রের জন্য )

## ফুলের বাগান

এই মাসে ফুলবাগানে অনেক কাজ। বাগানের শোভা-বর্দ্ধনের জন্য বাগানের মধ্যস্থিত পথের দু'ধারে যে সকল গাছ বসান হয়, যেমন—প্যানাক্স, এরেলিয়াস, ইক্সোরাস,ক্রোটন,হিবিস্কাস প্রভৃতি,উহাদিগকে ছাঁটিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ক্যানা (Canna) ও আমারিলিস (Amaryllis) গাছের শিকড় বিভক্ত করিয়া রোপন করিতে হইবে। যে সকল লন (Lawn) ভাল নহে, তাহা খুঁড়িয়া তাহাতে সার দিয়া দুর্ব্বা ঘাস বসাইতে হইবে। গত মাসে যে বালসাম (Balsam), জিনিয়াস (Zinneas), টোরেনিয়াস (Torenias,) কক্সকোম্ব (Coxcomb), মেরিগোল্ড প্রভৃতি রোপন করা হইয়াছিল, এখন তাহাতে ফুল হইবার সময়। কোলিয়াসাস্ত মেরিগোল্ডের পক্ষে গোবর পচা, পাতা পচা এবং নদীর বালি সমপরিমাণে একত্রে লইয়া উহার তিন ভাগের সহিত এক ভাগ মাটি মিশাইয়া যে সার প্রস্তুত হয়, তাহাই উপযুক্ত। উক্ত গাছ পাত্রে একটু শক্ত করিয়া বসান উচিত। গাছ বাড়িতে আরম্ভ করিলেই প্রচুর জল দিতে আরম্ভ করিবে। গ্রীষ্মকালে এই গাছে প্রচুর আলো বাতাস লাগিতে দেওয়া উচিত। জিনিয়াসের প্রথম কুঁড়ি তুলিয়া ফেলিতে ভুলিবে না।

বালসামের পাশের ডাল কাটিয়া দিতে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। কারনেসান (Carnation) বীজ এখনও বপন করিতে পারা যায়। হিবিস্কাস (Hibiscus), ইক্সোরাস প্রভৃতির এখন ফুল ফুটিবার সময়।

সকল প্রকারের তালজাতীয় গাছের এখন বীজ বপন করিবার সময়। অঙ্কুর বাহির হইলে তাহা পাত্রান্তরে তুলিয়া বসাইতে পারা যায়। প্রাচীন পামগাছ (Palm) পাত্রান্তরে তুলিয়া বসাইতে হইবে। তলার শিকড় কাটিয়া দাও। শিকড়ে কাঁকর লাগিয়া থাকিলে তাহা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। পাশের শিকড়ও কাটিয়া দিতে হইবে, এবং শিকড় হইতে মাটী ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর খানিকটা মাটী এবং কাঁকর গাছের গোড়াতে দিয়া,অন্য পাত্রে বসাইতে হইবে। এই পাত্রেও মাটীর সঙ্গে কাঁকর মিশ্রিত থাকিবে। কাঁকর থাকিলে জল নির্গমের সুবিধা হয়। পাম গাছকে যেমন করিয়া এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে বসান হয়, এলোকেসিয়াস (Alocacias) গাছকেও ঠিক তেমনি করিয়া ভিন্ন পাত্রে বসান হয়। পাম গাছের গোড়া হইতে যদি নূতন বৃক্ষ বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে শিকড়ের নিকট হইতে উহা কাটিয়া ফেলিতে পারা যায়। এই-রূপভাবে কাটিয়া, ভিন্ন পাত্রে বসাইয়া, গাছটি সপ্তাহ খানেকের জন্য ছায়ায় রাখিয়া দিতে হইবে। ক্যালাডিয়ামের (Caladium) পাশে যে সকল ছোট ছোট গাছ জন্মায়, তাহা তুলিয়া ফেলিয়া, বালির মধ্যে ভিন্ন পাত্রে উহা বসাইতে পারা যায়।

ক্রিসান্থিমাম এবং গ্লক্সিনিয়াস যদি ইতিমধ্যে তুলিয়া পাত্রে বসান না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাত্রে বসাইতে হইবে।

বিহার প্রদেশে ককচেফার (Cockchafer) নামক এক প্রকার পোকা, ক্যানাস (Cannas) এবং স্পাইডার লিলি (Spider Lily) নামক গাছে লাগিয়া গাছ নষ্ট করিয়া দেয়। উই পোকা ক্রিসান্থিমাম, গোলাপ, হোলিহক্স প্রভৃতি গাছ নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু এই মাসের শেষে এই পোকা স্থান ত্যাগ করিবে। সামান্য চুণ ছড়াইয়া দেওয়া সকল গাছের পক্ষে উপকারী। প্রথমে চটে করিয়া চুণ ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর কাঁটা দিয়া মাটী উস্কাইয়া চুণ ছড়াইয়া দিবে। ইহা যে কেবল গাছের পক্ষে উপকারী তাহাই নহে, যে সকল পোকা গাছের ক্ষতি করে তাহাদের পক্ষেও উহা অনিষ্টকর। কিন্তু সাবধান, চুণ যেন বেশী না হয়।

অভিজ্ঞ উদ্যান-পালকেরা চার পাঁচ বৎসর অন্তর গোলাপ গাছ তুলিয়া আবার বসান; ইহাতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। যদি কাহারও গোলাপ গাছ তুলিয়া বসাইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাই প্রশস্ত সময়। গাছটিকে খুব সাবধানে তুলিয়া ফেল। তাহার পর ধারালো কাঁচি দিয়া উহার শিকড় ছাঁটিয়া ফেল। মূল শিকড়টি সামান্য মাত্র ছাঁটিয়া দিতে পারা যায়। কিন্তু শিকড়ে বেশী বাতাস এবং রৌদ্র লাগান উচিত নয়। খানিকটা জলে মাটী গুলিয়া, গাছ পুতিবার পূর্ব্বে তাহাতে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। গাছের শিকড় যত ছড়াইয়া দেওয়া যায়, ততই ভাল। পাতা পচা সার, দো-আঁশ মাটী, পচা সার এবং কাঠকয়লা-গুঁড়া বা কাঠ-পোড়া ছাই মিশাইয়া যে সার প্রস্তুত হয়, গাছ পুঁতিবার সময় গাছের গোড়ায় উহা দিলে, গাছ বেশ ভাল ফুল দেয়।

ফার্ণ অন্য পাত্রে বসাইতে হইবে। পাত্রের মাটী পাতা-পচা সার ও কাঁকর দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ছায়ায় রাখিয়া বেশ করিয়া জল দিতে হইবে, এবং যাহাতে বেশী বাতাস না লাগে,তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ, বাতাস তাহাদিগের পক্ষে মারাত্মক। অতি সামান্য মাত্রায় হাড়ের গুঁড়া সকল প্রকার ফার্ণের পক্ষে উপকারী—পরিমাণ যেন নিতান্তই সামান্য হয়।

সাধারণতঃ, ছায়া এবং স্যাঁতসেতে জায়গায়ই ফার্ণ ভাল জন্মে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে অসমুণ্ডা বিগেলিসের (Osmunda regalis) নাম করা যাইতে পারে।

রেড়ির গাছের বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। যখন অঙ্কুর দুই ইঞ্চি বড় হইবে, তখন উহাকে ভাল মাটীতে বসাইতে হইবে। এই মাটীতে যেন পূর্ব্বেই বেশ ভাল সার দেওয়া হয়। গাছ যখন বেশ লাগিয়া যাইবে, তখন উহাতে প্রচুর পাতলা করিয়া গোবর-সরবত দেওয়া উচিত। ভালরূপ সার পাইলে সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভেই উহা পাঁচ ছয় ফিট উচ্চ হইয়া উঠিবে।

ফলের বাগানে পিচ, কুল, কমলালেবু, লেবু প্রভৃতি গাছে এক্ষণে ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। পেয়ারা, আতা, ডালিম প্রভৃতি ফলগুলিকে পাখীদের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সব্জীবাগানে এক্ষণে ফুলকপি, বাঁধাকপি ও বিলাতি বেগুনের বীজ বপন করিবার সময়।

## পার্ব্বত্য প্রদেশ

### ফুলের বাগান

লিলি, নাসিসাস, ক্রোকাস প্রভৃতি তুলিয়া বসাইতে হইবে। ক্রিসান্থিমাম ও গোলাপ গাছে প্রচুর গোবর-সরবত দিতে হইবে। লার্কস্পার, মিমুলাস প্রভৃতি গাছের বীজ এক্ষণে বপন করিতে হইবে। জেরানিয়াম (Geranium) অন্য পাত্রে তুলিয়া বসাইতে হইবে। হট হাউসে (hot house) পোকা ধরিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

### সব্জীবাগান

সব্জীবাগানে মটর, সীম, বাঁধাকপি এবং ফুলকপির বীজ বপন করা যাইতে পারে। এখন মাটী খুঁড়িয়া পিঁয়াজ পুঁতিতে হইবে।

### ফলের বাগান

এপ্রিকট, আপেল এবং পিয়ার এখন পাকিবে। সকল প্রকারের ফলগাছেরই এখন কলম করিতে পারা যায়।

## বঙ্গদেশ

### ফুলের বাগান

আগাছা যাহাতে না জন্মায়,এবং পোকার উৎপাত যাহাতে না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখাই এ মাসের প্রধান কাজ। লাল পিঁপড়ে ফুলগাছের প্রধান শত্রু, বিশেষভাবে উহার ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। এ সময়ে যদি অবিরল ধারায় জল না পড়ে, তাহা হইলে যে সকল গাছ হইতে কলম প্রস্তুত করা হইবে, তাহার যত্ন লইতে হইবে।

বর্ষাকাল ক্রিসন্থিমামের পক্ষে অনিষ্টকর। অত্যধিক জল হইলে, উহার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গাছের টবে যাহাতে জল না জমে, তজ্জন্য টব হেলাইয়া রাখা উচিত। যদি এই গাছ দ্বিতীয়বার পাত্রে তুলিয়া বসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মাসেই উহাকে তৃতীয়বার আর একটি টবে তুলিয়া বসাইতে হইবে। যদি গাছে কাল পোকা ধরে, তাহা হইলে এক গ্যালন গরম জলে এক আউন্স সাবান দিয়া, ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, পাতায় যেখানে পোকা আছে, সেখানে দিতে হইবে। উহা গাছে দিবার পরও যদি আবার পোকা লাগে, তাহা হইলে উহা আবার দিতে হইবে।

ইম্পোমিয়া লতার (Impomœa) বীজ এখন পুঁতিবার সময়। একটা সাত আট ফিট লম্বা বাঁশের উপর একটি ঝাকরি থাকিবে, এবং তাহার এক ফুটের

মধ্যে উক্ত লতার দশ বারটি বীজ পুতিয়া দিতে হইবে। তলা হইতে ঝাফরি পর্য্যন্ত কয়েকটা দড়ি বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই দড়ি বাহিয়া লতাগুলি ঝাফরিতে উঠিবে।

যাহাদের বাগানে ক্যানাস (Cannas) আছে, তাহাদিগকে এখনই গাছের প্রতি মন দিতে হইবে।

## ফলের বাগান

ফল-বাগানে এ মাসে বিশেষ কিছু করিবার নাই। লীচু, লকেট, পেয়ারা, কমলালেবু, লেবু প্রভৃতির কলম এক্ষণে প্রস্তুত করিতে পারা যায়। দুই তিন মাস পূর্ব্বে আম গাছের যে কলম প্রস্তুত করা হইয়াছে, এক্ষণে মূল গাছ হইতে সরাইয়া, তাহাদিগকে ছায়ায় রাখিতে হইবে। ছোট ছোট আম গাছ দুই তিন ফিট ফাঁদাল এবং তিন বা সাড়ে তিন ফিট গভীর গর্ত্তে পুঁতিতে হয়। গর্ত্তগুলি পনের হইতে ত্রিশ ফিট তফাতে করা উচিত। গাছ বসাইয়া গোড়ার চারিদিকে কিছু উঁচু করিয়া আল দেওয়া উচিত, যাহাতে জল দিলে খানিকটা জল জমিয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া জল দেওয়া দরকার।

মকাই, পাট এবং আউস ধান কাটিবার ইহাই সময়। আউস ধান সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে হয়। আউস ধানের জমিতে আলুর চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, ধান কাটার পরই জমিতে ভাল করিয়া চাষ দেওয়া উচিত।

এই মাসে কৃষ্ণতিল ও কুলত্থ কড়াই বোনা হয়। এই সময় লঙ্কার চারা ক্ষেতে তুলিয়া বসাইতে হয়।

কপি, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির চারা প্রস্তুত করিতে হইবে। চারায় যাহাতে বৃষ্টির জল না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেকে বাক্সে মাটী ফেলিয়া, তাহাতে চারা প্রস্তুত করেন। লাউ কুমড়ার চারা এখনই লাগাইতে হইবে।

পালং শাক ও নটে শাকের বীজ এই সময় জন্মায়। নাইট্রেট জলে গুলিয়া মাঝে মাঝে দিলে শাকের ফলন বাড়ে। জলে চোনা মিশাইয়া দিলেও ফলন বাড়ে। ওল, মানকচু প্রভৃতি তুলিবার ইহাই সময়।

বেল, জুই, মল্লিকা, চামেলী প্রভৃতি গাছের শাখা-কলম এই সময় করিতে হয়। চামেলী ফুল শেষ হইয়া গেলে, গাছ ছোট করিয়া ছাটিয়া দেওয়া দরকার। এখন হাসনুহানার কলম করিতে পারা যায়।

ফুলগাছের গোড়ায় এই সময় গোবর ও হাড়ের গুঁড়ার সার দিলে শীতকালেও প্রচুর ফুল ফুটিবে।

আনারসের আবাদ বাড়াইবার জন্য গাছের ফেকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। ভরা বর্ষাতেই পেঁপে-বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। চারাগুলির তিন চারিটি পাতা হইলে যখন বৃষ্টি হইতে থাকে, তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

আম, নারিকেল, লীচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া, বৃষ্টির জল খাওয়াইতে হইবে। কাঁটালের ফলন শেষ হইলে, গাছের গোড়ায় জল খাওয়াইতে পারা যায়। এই সময় সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া দেওয়া যাইতে পারে। শিশু, সেগুন, মেহগনি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা আবশ্যক।

কলার তেউর এখন পোঁতা যাইতে পারে। আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া দিবে, ও কতকগুলি পাতা গায়ে জড়াইয়া দিবে। একটু বড় হইয়া উঠিলে নিকটস্থ চারিটি গাছ একত্রে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

যে দোআঁশ মাটীতে বালির অংশ কিছু বেশী, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া, ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটি করিয়া, শাঁকআলুর বীজ পুতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে।

# বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
|---|---|---|---|
| তৈল | ২০০ গ্যালন (১গ্যালণ = ৫ সের) | নিউইয়র্কের ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী, কলিকাতা | টাকা ১৪৬৲ |
| ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা | ১ | জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক্ কোং লিঃ, কলিকাতা | ১০৯৲ |
| ঐ | ১ | ঐ | ১২৩৲ |
| রন্ধনের ষ্টোভ | ৯ | রামচাঁদ জেঠমল, করাচি | ৫২৮৲ |
| ঐ | ৫ | এম্পায়ার হার্ডওয়ার এণ্ড মেটাল মার্ট, করাচি | ৪৫০৲ |
| ঐ | ১৫ | টিঃ কোপের এণ্ড কোং, করাচি | ১২৭৮৲ |
| ঐ | ৩ | ঐ | ২৬২৲ |
| রন্ধনের ষ্টোভ | ১৬ | এম, জি মহন্তা, এণ্ড কোং, করাচি | ১৩৬৮৲ |
| ঐ | ২ | ঐ | ১৯৬৲ |
| ঐ | ২৪ | ডাবলিউ, লেসলি এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১৫৬০৲ |
| করগেট | ১০ হন্দর ৩২ পাউণ্ড | রামচাঁদ জেঠমল, করাচি | ১৭৯৲ |
| ঐ | ২৭০ হন্দর ১১ পাউণ্ড | ঐ | ৩৫৪৭৲ |
| তারের জাল | ২২০০০ ফিট | দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার নেটিং ফ্যাক্টরি, কলিকাতা | ৫৬১৫৲ |
| ঐ | ৫৬০০ ফিট | জে, কে, দে, ব্রাদার্স, কলিকাতা | ১৪,৫১৯৲ |

| দ্রব্য | সংখ্যা বা পরিমাণ | ব্যবসায়ীর নাম | কণ্ট্রাক্টের মূল্য |
| --- | --- | --- | --- |
| ক্র্যাব্‌স্ | ২ | বি, আর, হারমান এণ্ড মহন্তা লিঃ, কলিকাতা | ২,২০০৲ |
| বাম্প | ৫০ | দি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফ্যাক্টরি এণ্ড লক ওয়ার্কস, আলিগড় | ৩৫৬৲ |
| করগেট | ৩০ হন্দর | এম, জি, মহন্তা এণ্ড কোং, করাচি | ৫১৭৲ |
| ঐ | ১৫ হন্দর | দি এম্পায়ার হার্ডওয়ার এণ্ড মেটাল মার্ট, করাচি | ২৬৩৲ |
| ষ্টোভ | ১৯ | ঐ | ১৬৮২৲ |
| তালা | ২০ | মেসার্স রিসউনসন এণ্ড ক্রস্তাস, বোম্বে | ২২০৲ |
| পিতলের তালা | ৪৮ | দি ডায়মণ্ড জুবিলি লক ফ্যাক্টরি, আলিগড় | ১২০৲ |
| মালগাড়ী | ২৫ | মেসার্স বেরুক এণ্ড কোমেস, কলিকাতা | ৩,২৫০৲ |
| লোহার এ্যাঙ্গল্‌স্ | ২০১ হন্দর, ৯৪ পাউণ্ড | দি সলেম হার্ডওয়ার মার্ট, বোম্বে | ১,৯৫৫৲ |
| লোহার চাদর | ৫ হন্দর | মেসার্স জোসেফ এণ্ড কোং, কলিকাতা | ১২০৲ |
| জয়েন্ট | ৩২৭ হন্দর, ১০৪ পাউণ্ড | মেসার্স টি, কসের এণ্ড কোং, করাচি | ২,৬৩২৲ |
| এ্যাঙ্গল্‌স্ | ১৬৬ হন্দর, ৪৮ পাউণ্ড | ঐ | ১,৩৫২৲ |
| ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প | ৩২৪ | দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোং ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ, কলিকাতা | ২০৩৲ |
| সিলিং ফ্যান | ৪০০ | দি রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা | ২৪০০ |
| ষ্টোভ | ৪ | মেসার্স ডবলিউ লেসলি এণ্ড কোং কলিকাতা | ৫০১৲ |
| সিন্দুক | ১ | মেসার্স টি ই টমশন এণ্ড এণ্ড কোং, কলিকাতা | ২৬০৲ |
| কাঁচের সার্সি | ২৪২০ | মেসার্স কে বি চন্দ্র এণ্ড সন্স, কলিকাতা | ২৬২৲ |

[ ক্রমশঃ ]

**শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি-আই-ই এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী**

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটসের কাউন্সিলের সভ্যরূপে সুরেন্দ্রবাবু এক্ষণে সস্ত্রীক বিলাতে বাস করিতেছেন শুনা যাইতেছে সার্ অতুল চাটার্জ্জীর স্থানে ইনিই ভারতের হাইকমিশনার হইবেন

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] আশ্বিন ১৩৩৩ [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## জাগরণ

(১)

কি অপূর্ব্ব শুভক্ষণে হে স্বদেশ! হে মোর স্বদেশ!
সুপ্তি ধীরে টুটে আসে—চিত্তে নব চেতনা-আবেশ!
একি জ্যোতিঃ নিরমল! কি গৌরব ভুবন-বিস্ময়!
তব সনে পলে পলে ঘটিতেছে সত্য পরিচয়!

(২)

"জাগ, উঠ, চল ত্বরা কর্ম্মোজ্জল সম্মুখে মহান্!"
পূর্ণ ক'রে সারা প্রাণ, জাগিছে এ কাহার আহ্বান!
হে আমার জন্মভূমি! হে প্রত্যক্ষ দেবতা আমার!
অন্ধকার কারাগারে রহিতে নারিবে রুদ্ধ আর!

(৩)

বিশ্বের আচার্য্য তুমি!—তুমি কভু সামান্য ত নহ!
তোমারি সন্তান মোরা কেন গ্লানি সহি অহরহঃ!
প্রচণ্ড রবির প্রভা কতকাল করে রাহুগ্রাস,—
কে পারে আমায়ে দিতে সমুদ্রের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস!

(৪)

হে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী! আসে বুঝি ইঙ্গিত ধাতার,
মুক্ত করি দেও আজি তব গুপ্ত-ভাণ্ডারের দ্বার!
শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে ধর্ম্মে দীক্ষা সবে দাও পুনরায়,
তব যোগ্য-সুত হ'য়ে স্থান যেন লভি এ ধরায়!

(৫)

তোমারি বাণিজ্য-পোত ব্যবসায়ী নন্দন নিকর
আনন্দে বাহিয়া যাক্ তরি'সিন্ধু' দেশ-দেশান্তর!
তব শান্ত তপোবনে যে সৌন্দর্য্য উঠিছে গুঞ্জরি'
দিক্ সবে তা'রি বার্ত্তা—ধন-রত্ন আসুক্-আহরি'!

(৬)

আমরা দাঁড়াব আজি আত্ম-বলে করিয়া নির্ভর—
বিশ্বের কল্যাণ-সেবা ধ্রুব লক্ষ্য হবে নিরন্তর।
তোমারি বিজয় ধ্বজা উড়াইব হিমাদ্রির শিরে
আশ্বাসি জগতে কেবা ভাসে সদা তপ্ত আঁখি-নীরে!

(৭)

হে ভারত! আর্য্য মহা ঋষিদের পবিত্র কুটীর!
অতুল সাধনা-সাধ তোমা মাঝে সঞ্চিত গভীর!
আজি যেন লভিতেছি অন্তরের নিভৃত-ভবনে
তা'রি পুণ্য-পরশন সবারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে!

(৮)

জীবন সার্থক হবে! সফল হইবে আজি পণ!
কে রবে পশ্চাতে পড়ি? প্রবাহ ফিরাবে কোন জন?
তুমি আমাদের হবে—মোরা শুধু হইব তোমার—
স্রষ্টার অলঙ্ঘ্য বিধি—আশীর্ব্বাদ এ-যে দেবতার!

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

# শোক

## পরলোকে যোগেন্দ্রনাথ

আমরা অতীব দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, বার্ণ কোম্পানীর রাণীগঞ্জ টালী ও পটারী-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ভাণ্ডার-রক্ষক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৪৪ বৎসর চাকুরীর পর গত এপ্রিল মাসে যখন অবসর গ্রহণ করেন, সে সময় বার্ণ কোম্পানীর ইউরোপীয় এবং ভারতীয় কর্ম্মচারিগণ মিলিয়া, তাঁহাকে যে বিশেষ অভিনন্দন দিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। যে পরিবারে তাঁহার জন্ম, সে পরিবার একশত বৎসরের অধিক কাল যাবত বার্ণ কোম্পানীতে কাজ করিয়া আসিতেছেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত এবং ভালবাসিত। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি পৃষ্ঠাঘাত রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন, এবং প্রথম পর্য্যায়ের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" যতদিন জীবিত ছিল, যোগেন্দ্র বাবু ততদিন তাহার পৃষ্ঠপোষক এবং গ্রাহক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর কলিকাতায় আমরা যখন প্রথম স্বদেশী মেলার সূত্রপাত করি, যোগেন্দ্র বাবু তখন তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন এবং প্রচলনের জন্য তাঁহার প্রাণে বিপুল উৎসাহ ছিল, এবং যে কেহ তাঁহার নিকটে দু'দণ্ডের জন্যও যাইয়া বসিত, সে ক্ষণেকের নিমিত্তও উৎসাহিত হইয়া উঠিত। কলিকাতার নিকটেই তাঁহার একটী বাগান আছে। প্রতি সপ্তাহে রবিবারে নিয়মিতরূপে তিনি বাগানে যাইয়া নানারূপ শাকসব্জীর চাষ করিতেন। ইহাতে তাঁহার যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ দেখিতাম, এরূপ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি।

## পরলোকে কবিরাজ যামিনীভূষণ

বাঙ্গালী জাতির আর একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও হিতৈষী অকালে পরলোকে চলিয়া গেলেন। যামিনী কবিরাজ মহাশয় তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এবং ভারতের নানা স্থানে তাঁহার চিকিৎসার সুযশ ঘোষিত হইয়াছিল। কবিরাজী ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিন্তু অর্থ এবং যশের জন্য আমরা তাঁহার অনুরক্ত হই নাই; কারণ তিনি ব্যতীত এই কলিকাতা সহরে আরও অনেক কবিরাজ আছেন, যাঁহারা অর্থে, যশে এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ সমুদয়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার; জনসাধারণের ইষ্টানিষ্ট এবং উন্নতি অবনতির সহিত

ইহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু কবিরাজ যামিনীভূষণের জীবনে একটু বিশেষত্ব ছিল। যে কবিরাজী ব্যবসায়ে তিনি এত খ্যাতি এবং অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা যাহাতে দেশের যুবকদিগের সহজ লভ্য হয়, এই জন্য তিনি কলিকাতায় ফড়িয়া পুকুরে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে ইহার পৃষ্ঠপোষক থাকিলেও সকলেই জানেন যে, যামিনীভূষণই ইহার প্রাণ এবং মেরুদণ্ড ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায়, অর্থে এবং আয়োজনে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের' জন্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। তিনি যে হঠাৎ এইরূপে মারা যাইবেন, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ৩ দিনের অসুখে আচম্বিতে তিনি লোকান্তরিত হইলেন। রাত্রিতে অবস্থা শঙ্কটাপন্ন বুঝিতে পারিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ এক উইল করিয়া যান। শুনিতেছি, এই উইলের দ্বারা 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ'কে তিনি অনেক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এইরূপ কৃতী এবং হৃদয়বান লোক দান করুন।

# বিবিধ সংবাদ

## ভারতীয় জিনিষের আদর

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন যে, যে সমস্ত লোক কর্পোরেশন হইতে কনট্রাক্ট লইবে, তাহাদিগকে ভারতীয় সিমেণ্ট ব্যবহার করিতে হইবে। মিউনিসিপ্যালিটি স্বয়ং যে সমস্ত সিমেণ্ট খরিদ করেন, সেই সমস্তই স্বদেশী। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের সঙ্কল্পানুযায়ী এই প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতা কর্পোরেশনেও এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলি আমাদের স্বায়ত্বশাসনের প্রধান ক্ষেত্র। এইখানে যদি আমরা স্বদেশী জিনিষ চালাইতে পশ্চাৎপদ এবং বিমুখ হই, তবে দুনিয়ায় আর আমাদের মাথা রাখিবার স্থান হইবে না। অবশ্য স্বদেশীয়তার নামে আমরা নিকৃষ্ট জিনিষ চালাইবার পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এখন নানারূপ দেশী জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে, এবং তাহারা গুণে ও দামে বিদেশী জিনিষ অপেক্ষা কোনও অংশে খেলো নহে।

## বিলাতে ভারতীয় ছাত্র

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে নিম্নলিখিতরূপ ভারতীয় ছাত্র রহিয়াছেন।

| | | |
|---|---|---|
| লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয় | ৩৬০ | জন |
| কেম্ব্রিজ ,, | ১১৭ | ,, |
| অক্সফোর্ড ,, | ৮৬ | ,, |
| এডিনবরা ,, | ১৬৬ | ,, |
| গ্লাসগো ,, | ৬২ | ,, |
| ম্যাঞ্চেষ্টার ,, | ৫১ | ,, |
| বৃষ্টল ,, | ২৪ | ,, |
| সেফিল্ড ,, | ২১ | ,, |
| লীডস ,, | ১৭ | ,, |
| বেলফাষ্ট ,, | ১৩ | ,, |
| এবারডীন্ ,, | ৪ | ,, |

এতদ্ব্যতীত ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য ৫৮৩ জন ছাত্র বিলাতে রহিয়াছেন।

এই তালিকা পাঠে বোঝা যায় যে, আইন ব্যবসায়ের জন্য ৫৮৩ জন, চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য ১৬৬ জন, সাধারণ শিক্ষার জন্য ৬৬৬ জন এবং শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষার জন্য মাত্র ৮৯ জন ভারতীয় ছাত্র বিলাতের নানাস্থানে অধ্যয়ন করিতেছেন। অর্থাৎ ১৫০৪ জন ছাত্রের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্র মাত্র ৮৯ জন। যাঁহাদের mentality এইরূপ তাহাদের আর্থিক অধোগতি কে রোধ করিবে!

## বহুমূত্রে বিছুটি

রথারহামের হাসপাতালে সম্প্রতি একটি বহুমূত্রের রোগীর ওজন ২মণ ৩৩ সের হইতে ১ মণ ৩৮ সের দাঁড়াইয়াছিল। এই রোগীটীকে বিছুটির গাছ খাওয়াইয়া তাহার মূত্রের শর্করার পরিমাণ যথেষ্ট কমান গিয়াছে, এবং এখন ক্রমে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। ডাঃ মক্কলী আরও দুইটি বহুমূত্রের রোগীকে বিছুটি ব্যবহার করাইয়া আশাতীত ফল পাইয়াছেন। ইনি বিছুটীর চারা গাছ এবং উহার পাচন খাওয়াইতেন। তিনি বলেন, বিছুটির গাছের মধ্যে ইন্‌সুলিনের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে। ক্রমাগত এই ঔষধ তিন দিন ব্যবহার করিলে বহুমূত্রের শর্করার নিশ্চয়ই হ্রাস হয়। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে বিছুটির অভাব নাই। ঘি, দুধ, দই, সন্দেশ, ঢিলে কাঁছা, তাকিয়া বালিশ এবং বৈঠকখানার দয়ায় বড় মানুষদের নন্দদুলাল-দিগের মধ্যে বহুমূত্রেরও অভাব নাই। মেডিক্যাল কলেজের দৌলতে ডাক্তারের অভাব নাই। এইবার ভুঁড়িওয়ালা বহুমূত্র রোগীদের একবার বিছুটীর ব্যবস্থা করিয়া দেখুন না?

## হলচালনা-উৎসব

আজ কাল আমাদের দেশে লোকের একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির পক্ষে হলচালনা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। কিন্তু পরাশর প্রভৃতি সংহিতা-কারগণ কতকগুলি সর্ত্তে ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবিকার্জ্জ-নের জন্য হলচালনার বিধান দিয়া গিয়াছেন। আজ-কাল ভারতবাসীর অর্থার্জ্জনের পথ যেরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের পক্ষে হলচালনা আর নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন চাঁদপুর ও করাটিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ভদ্রলোকগণ হলোৎসব করিয়াছেন। ঐ স্থানের শ্রীযুক্ত বরদাসুন্দর চক্রবর্ত্তী এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী। এই বিষয়ে ছাত্রমণ্ডলীরও বিশেষ উৎসাহ ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা যাহাতে স্বহস্তে হলচালনা করিলে সমাজে নিন্দনীয় না হয়েন, সমাজস্থ ভদ্রলোকদিগের তাহা গ্রাহ্য করিয়া লওয়াই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বরদাসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বহস্তে হলচালনা করিয়াছিলেন। ইহা যে শুভলক্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভদ্রলোকদিগের পক্ষে জীবন-সংগ্রাম যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে উচ্চ বর্ণের পক্ষে হলচালনা আর নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। ভারতের যে অতীত যুগের আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি, সে যুগে মিথিলার অধিপতি জনক রাজাও হলকর্ষণ করিতেন, এবং ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকুল-শিরোমণি সীতা দেবী এই জনক রাজার লাঙ্গলের ফালেই উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গলার তরুণগণ! তোমরা আবার এই অতীত যুগ ফিরাইয়া আনো।

## দানবীর ওয়াদিয়া

স্যার এন্, ওয়াদিয়া বোম্বাইয়ের হাসপাতালের জন্য ১৬ ষোল লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বোম্বাইএর

বর্ত্তমান হাসপাতালের বাড়ী তাহাতে বাড়িবে। উক্ত যোল লক্ষ টাকার ছয় লক্ষ টাকা গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যয় হইবে, এবং বাকী দশ লক্ষ টাকায় হাসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই টাকাটা কি ভাবে ব্যয় করিবেন, তজ্জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। আমরা স্যার ওয়াদিয়াকে এই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কবে বাঙ্গালার ধনকুবেরগণ স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ কামনায় এইরূপ মুক্ত হস্ত হইবেন?

—০—

## বিদেশী দ্রব্যের প্লাবন

জেনেও জানি না, শুনেও শুনি না, তাই আমরা অধঃপতনে যাইতেছি। বাঙ্গালা দেশের লোকের ব্যবহারের জন্য গত বৎসর কত টাকার বিদেশী জিনিষ কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে, তাহা দেখুন।

এইরূপেই ধীরে ধীরে আমরা ধ্বংসের পথে যাইতেছি। যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এইরূপ কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, সে দেশ কাঙ্গাল হইবে না ত আর কোন দেশ কাঙ্গাল হইবে?—

| | |
|---|---|
| কাপড় ও সূতার দ্রব্য | ২৭,৬৫,৩৬৪৭৫৲ |
| দোবরা চিনি | ৬৬৭,৪৪,১৪৭ |
| মদ স্পিরিট | ৯৫,৪৭,৯৮৯৲ |
| কাচের দ্রব্য | ৮,৩৭,৯০০৲ |
| তামাক, সিগার, সিগারেট | ৭৫,১০,৬০৩৲ |
| নকল রেশম | ৩২,৫০,৭৭৮৲ |
| দেশলাই | ২,৬০৩২২৲ |
| খেলনা ও খেলনার সরঞ্জাম | ১৯,৭৩,৬৪৫৲ |
| দেহের কান্তি বৃদ্ধির উপকরণ | ১৪৮৬৭১১৲ |

## সাইকেলে বাঙ্গালী যুবার পৃথিবী ভ্রমণ

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অশোককুমার মুখার্জ্জি, অন্নদাবর্দ্ধন মুখার্জ্জি, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং নিরঞ্জনাথ মজুমদার—এই চারিজন যুবক ভারত ভ্রমণে বাহির হয়। তাহারা তিন মাসে প্রায় ৪০০০ চারি হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করে। সমগ্র ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া, সম্প্রতি তাহারা পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। তাহারা ভারত হইতে বাহির হইয়া আফগানিস্তান, পারস্য, মেসোপটমিয়া, তুরস্ক, সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা এবং তারপর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকা গমন করিবে। ফিরিবার বেলায় অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও চীন দেশ ঘুরিয়া দেশে ফিরিবে।

গত বুধবার ৪ঠা আগষ্ট এই ভ্রমণের সাহায্য কল্পে একটী পরামর্শ সভা ৬ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে বি, এন, বসু এণ্ড কোম্পানীর আফিসে বসে। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে।

আমরা এই উদ্যোগী বাঙ্গালী যুবক চতুষ্টয়ের কল্যাণ কামনা করি।

## সাম্রাজ্যের খাদ্য দ্রব্য

ইংলণ্ডে শীঘ্রই একটা শিল্প মেলা বসিবে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আগামী ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ শিল্প মেলা বসিবে। তাহার জন্য এখনই দশ হাজার বর্গ ফিট জমি রাখা হইয়াছে। ঐ শিল্প মেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহাও দেখান হইবে।

সাগর পারের ব্যবসা বাণিজ্যের বিভাগও মেলায় প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত করিতেছে। তাহারা এই সময়ে উপনিবেশ সমূহের লণ্ডনে অবস্থিত হাই কমিশনার এবং লণ্ডনের প্রতিনিধির সহিত এই বিষয়ে লেখা পড়া করিতেছে।

## অষ্ট্রেলিয়ার তুলা

মেলবোর্ণ হইতে হেরল্ড পত্রিকায় একটি সংবাদ আসিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ১৯১৯ সাল হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় অসম্ভব রূপে তুলা উৎপন্ন হইতেছে। ঐ উৎপন্ন তূলার পরিমাণ সাড়ে ১৭ মিলিয়ান পাউণ্ড। এখন যে পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, উহার বিশ গুণ তুলা উৎপন্ন হইলে, অষ্ট্রেলিয়ায় এখন যে পরিমাণে বস্ত্রাদির আমদানী হয়, সেই পরিমাণ বস্ত্রাদি সেখানে তৈয়ারী হইতে পারিবে। চারিদিকেই জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি; এক ভারতবর্ষই অসাড় ও নিস্পন্দ। এখানে এক আসামেই এত অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে যে, চেষ্টা করিলে সেখানে অপর্য্যাপ্ত তুলা জন্মিতে পারে।

## জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান ব্যবসায়ে উন্নত অবস্থা

বার্লিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ১৯২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে জার্ম্মাণীর ব্যবসায়ের এত উন্নতি হইয়াছে যে, হিসাবে দেখা যায়, ১৯১৩ সালের ব্যবসায়ে যে অর্থ আমদানী হয়, তাহা হইতে মাত্র ২৮০ মিলিয়ান মার্কস কম হইয়াছে। গত ছয় মাসে রপ্তানি ৪৭৬৮ মিলিয়ান মার্কস এবং আমদানী ৪২৫২ মিলিয়ান মার্কস। ভার্সেলিজের সন্ধির ফলে বিশেষ কোন লোকসান হয় নাই।

## সর্পাঘাতের ঔষধ

আমরুলের রস এক ছটাক ও হেলেঞ্চার রস এক ছটাক একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে সর্পদষ্ট রোগী আরোগ্য লাভ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

## গঙ্গার উপর সেতু

এতদিন পরে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় একটী সেতু নির্ম্মাণের বাদানুবাদ শেষ হইয়াছে। ২০ বৎসর-ব্যাপী তর্কবিতর্কের পর গত মঙ্গলবার ১৩ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত দ্বিতীয় সেতুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য যথাসম্ভব শীঘ্র আরম্ভ করা হউক। যে ব্যয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক দিবেন কলিকাতা করপোরেশন, আর অর্দ্ধেক দিবেন বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট। কাজের ভারটা পড়িয়াছে কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট সমিতির উপর। উপস্থিত সেতুর মতই ইহাও ভাসমান সেতুর ছাঁচে নির্ম্মিত হইবে।

## ব্রাহ্মণের হলকর্ষণ

চব্বিশ পরগণার কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণগণ সহ, স্বহস্তে হলকর্ষণ করিবার চেষ্টায় সার্ব্বজনীন সহানুভূতি লাভের জন্য স্থানে স্থানে সভা সমিতির অধিবেশন করিতেছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহারা কৃতকার্য্য হউন।

## আসামে পাটের চাষ

আলোচ্য বৎসরে আসামে ১৬৮১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার ৬১৬০০ একর বেশী।

## বাঙ্গালীর উচ্চপদ

জনরব এই, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ভারতের হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবেন, এবং হাই কমিশনার মিঃ এ, সি, চাটার্জ্জি আসামের গবর্ণর হইবেন।

## একটাকার নোট

অনেক স্থানে বর্ত্তমান সময়ে একটাকার নোট লইতে চাহে না, ইহার কোন কারণ নাই। পুনরায় একটাকার নোট চলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। আমরা সম্প্রতি বৈদ্যনাথ ধামে এই একটাকার নোট লইয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম। গাড়ী ছাড়ার ২।১ মিনিট আগে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টিকিট চাহিতেই টিকিট বাবু একটাকার নোট লইতে অস্বীকার করিলেন; অথচ আমার নিকট সবই একটাকার নোট ছিল। তখন অগত্যা মধিদি জংশন পর্য্যন্ত একখানি টিকিট কিনিয়া সেখানে যাইয়া একজন পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে একটাকার নোটগুলি

বদল করিয়া লইয়া তবে কলিকাতার টিকিট ক্রয় করিলাম।

## কারেন্সী কমিশনের সিদ্ধান্ত

কারেন্সী কমিশনের সদস্যগণ এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন যে, স্বর্ণই প্রচলিত মুদ্রাবিনিময়ের মাপকাটি হইবে। এক টাকার মূল্য তদনুসারে ১ শিলিং ৬ পেন্স ধার্য্য হইল। এই কমিশন আরও নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে, বোম্বাই সহরে তাহার প্রধান আফিস থাকিবে।

## কলিকাতায় 'বেরি বেরি' রোগ

কলিকাতায় আবার 'বেরি বেরি' রোগ দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ খিদিরপুরে উহা দেখা যায়। কিন্তু সম্প্রতি শ্যামবাজার ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটেও অনেকে উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রথম সপ্তাহে প্রায় ৪০ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, চাউলে উক্ত রোগের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় ডাক্তারগণ জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই যে, চাউলেই রোগের কারণ। আমরা অধিবাসীদিগকে খাদ্যদ্রব্য বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে বলি। করপোরেশনের এ সম্বন্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

বেশীদিনের পুরাতন চাউল, খুব মাজা সাদা রেঙ্গুনের চাউল, পচা সরিষার তৈল, নানারূপ ভেজাল খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সাধারণতঃ বেরি বেরি রোগ হয়। লাল চাউল, খাঁটী সরিষার তেল, টাট্‌কা শাক-সব্জী এবং প্রচুর পরিমাণে টাট্‌কা দুধ ও ফল খাইলে এই রোগের ভয় থাকে না। কলিকাতার বাসিন্দাগণ সাবধান।

## খাদি বিক্রয়

গত মে এবং জুন মাসে ভারতের কোন্ প্রদেশে কত টাকার খদ্দর তৈরী হইয়াছে এবং বিক্রয় হইয়াছে, তাহার একটা বিবরণ সম্প্রতি 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকাভুক্ত ১৬টি স্থানের ভিতর অধিকাংশ স্থানের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণই ১০ হাজার টাকার নীচে। তালিকা দেখিয়া মনে হয়, তামিল নাড়ু, বাংলা, অন্ধ্র, বোম্বাই ও বিহার এই পাঁচটি স্থানেই খদ্দরের কাজ বিশেষভাবে চলিতেছে। এই পাঁচটি স্থানের বিক্রয় ও উৎপাদনের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

মে মাসের হিসাব

| প্রদেশ | উৎপাদন | বিক্রয় |
|---|---|---|
| তামিল নাড়ু | ৪০,০৪৯৲ | ৬৬,০৬৪৲ |
| বাঙ্গলা | ৩৮,২১১৲ | ৩০,৫৬৬৲ |
| অন্ধ্র | ১৫,৯৬৮৲ | ২৬,৫৭৯৲ |
| বোম্বাই | ... | ২৭,৬৫০৲ |
| বিহার | ২১,৩২৮৲ | ১১,৫৩০৲ |
| জুন মাসের হিসাব | | |
| তামিল নাড়ু | ৩৯,৭৫৪৲ | ৬৭,১২৯৲ |
| বাঙ্গলা | ৪৬,৪৫২৲ | ৩৪,৪৯৮৲ |
| অন্ধ্র | ১৫,৩২৭৲ | ২২,০১৮৲ |
| বোম্বাই | ... | ২৭,৩৪৪৲ |
| বিহার | ১৪,২০৪৲ | ৮,০২৭৲ |

এই তালিকার দুইটী স্থান বিশেষভাবে তুলনামূলক আলোচনার যোগ্য—বাঙ্গলা এবং তামিল নাড়ু।

উৎপাদনের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উভয় স্থানের অবস্থাই প্রায় সমান। মে মাসে তামিল নাড়ু ৪০,০৪৯৲ টাকার খাদ উৎপাদন করিয়াছিল, এবং বাঙ্গালাদেশ উৎপাদন করিয়াছিল ৩৮,২১১৲ টাকার। কিন্তু জুন মাসে বাঙ্গালা তাহার এই ১৮৩৮৲ টাকার ঘাটতিটা সুদে আসলে পোষাইয়া লইয়াছে। জুন মাসে যেখানে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৬,৪৫২৲ টাকা,সেইখানে তামিল নাড়ুর উৎপাদনের পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৯,৭৫৪৲ টাকার একটী সমষ্টিতে। অর্থাৎ জুন মাসে বাঙ্গালা

তামিল নাড়ু অপেক্ষা ৬৬৯৮৲ টাকার বেশী খাদি উৎপাদন করিয়াছে।

বিক্রয়ের দিক দিয়া বাঙ্গালা অবশ্য তামিল নাড়ুর ঢের পশ্চাতে। কিন্তু এজন্যবাঙ্গালার ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালা তাহার উৎপন্ন খাদি বাঙ্গালার ভিতরে বিক্রয় করার আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে সে তাহার খাদিকে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করে না। কিন্তু এ আদর্শ অন্যান্য প্রদেশে অবলম্বিত হয় নাই। তাহাদের খাদি নিজেদের প্রদেশের বাহিরেও বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং কোনো. প্রদেশ যদি বাঙ্গালা অপেক্ষা বেশী খদ্দর বিক্রয় করে, তবে তাহার জন্য বাঙ্গালার কৈফিয়ৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রাদেশিক স্বাবলম্বনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিজের প্রদেশের লোকদিগকে খদ্দর ধরাইতে হইলে, স্বল্প পণ্যসম্ভার যে প্রাদেশিক গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাওয়া সঙ্গত নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বাঙ্গালা যদি তাহার খাদি-বিক্রয় বাঙ্গলার ভিতরেই সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে, তবে সম্ভবতঃ সে কোন অন্যায় করে নাই।

## ব্যবসায় শিক্ষার স্কুল

আমাদের জনৈক পরিচিত বন্ধু জানাইয়াছেন যে, মাননীয় কাশিমবাজার মহারাজের যে পলিটেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে, সেই স্কুলে হাতে কলমে ব্যবসা শিক্ষা দিবার জন্য আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে একটী বিভাগ খোলা হইবে। এই বিভাগে বাংলা ভাষায় ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। 'মহাজন সখা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুত সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয় ইহার শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিবেন। এই বিভাগটী খোলা হইলে অনেকের উপকার হইবে, সন্দেহ নাই।

# আঠা ও গঁদ প্রস্তুত প্রণালী।

আঠা ও গঁদ নিতান্তই সামান্য জিনিষ। কিন্তু এই সামান্য জিনিষের যে কত প্রয়োজন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমরা উহাকে সামান্য বলিয়া অবহেলা করি, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী, তাঁহারা প্রয়োজনীয়তার মাপকাটিতে এই সামান্য জিনিষের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তাই মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার সাহস তাহার নাই। কিন্তু বিদেশী বণিক এই সামান্য জিনিষ এদেশে সরবরাহ করিয়া বৎসরে লাখ লাখ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর বাঙ্গালী অন্ন-সমস্যা এবং বেকার-সমস্যায় প্রপীড়িত হইয়া আবেদন এবং নিবেদনের ফেরি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিখ্ মাগিতেছে।

কিন্তু ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

আজ যে সমস্যা বাঙ্গালীকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে, সে সমস্যার সমাধান ভিক্ষার দ্বারা হইবে না। সমস্যার গোড়ার কারণ হইতেছে—দেশে আর ধনোৎপাদন হইতেছে না, যাহা হইতেছে তাহার অধিকাংশই বিদেশীয় বণিকের আয়ত্তে; দ্বিতীয়তঃ, ধনোৎপাদন নাই, কিন্তু অর্থের বহির্নির্গমন আছে—

বিদেশী বণিক এদেশের অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ধনোৎপাদন করিতে হইবে, এবং বিদেশী বণিকের অর্থশোষণ বন্ধ করিতে হইবে।

গত ১৯২৫ সালে ৩,৯৫,৫২৩ টাকার আঠা ও গঁদ বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়াছে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ অর্থ দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার তুলনায় ইহা অতি সামান্য। কিন্তু দেশের লোকের মাথা পিছু বার্ষিক আয় যখন ৩০৲ টাকার অধিক দেখি না, তখন এই লাখ লাখ টাকাকে সামান্য বলিয়া মনে করিতে পারি না; সুতরাং আঠা ও গঁদের ব্যবসায় করিয়া বহু বেকার যুবকই একদিকে যেমন স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তেমনি আর একদিকে দেশের কিছু টাকা দেশেই ধরিয়া রাখিতে পারে।

আঠা ও গঁদ প্রস্তুত করিবার নানারূপ জিনিষ আছে—গাম বা গঁদ (Gum), গ্লু (Glue), জিলেটিন (Gelatine), ইসিংগ্লাস (Isinglass), ফ্লাওয়ার বা ময়দা (Flour).

## গাম

প্রথমে গাম সম্বন্ধেই আলোচনা করা যা'ক। আঠা প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ গামই ব্যবহার করা হয়। অনেক রকম গাম বা গঁদ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে গাম আরেবিকই (Gum arabic) উৎকৃষ্ট, এবং উহাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গাম এবং রজন দেখিতে প্রায় একরূপ; কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, গাম বা গঁদ জলে গলিয়া যায়, কিন্তু আলকোহলে গলে না; রজন আলকোহলে গলিয়া যায়, কিন্তু জলে গলে না। বালসাম (balsam) নামক রজন জাতীয় একরূপ পদার্থ আছে, উহা আংশিকভাবে জলে গলে, এবং আংশিকভাবে আলকোহলে গলে; কিন্তু জল এবং আলকোহল একত্রে মিশাইয়া তাহাতে বালসাম দিলে উহা সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যায়।

গাম আরেবিক বহু প্রকারের আছে; তন্মধ্যে গাম একেসিয়া (gum acacia) সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অত্যন্ত দামী। টার্কি গাম বা বসোরা গাম জলে সম্পূর্ণরূপে গলে না, এবং উহার আঠাও কম। বিভিন্ন প্রকারের গাম আরেবিকের মধ্যে যাহা কাজের উপযোগী, তাহা গাম সেনেগাল (gum senegal) নামে পরিচিত। ইহা গাম আরেবিক অপেক্ষা স্বচ্ছ। ইহার খণ্ডগুলি বড় বড় হয়। শীতল জলে ইহা আস্তে আস্তে গলে, গরম জলে তাড়াতাড়ি গলে। ব্যবহারোপযোগী গঁদ শুষ্ক হইয়া গেলে, উহা ভঙ্গুর হইয়া যায়; এই দোষ দূর করিবার জন্য গ্লিসারিণ (glycerine) বা চিনি মিশ্রিত করা প্রয়োজন।

গাম আরেবিক দিয়া আঠা প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত খানিকটা সালফেট অব এলুমিনা (Sulphate of Alumina) মিশ্রিত করিলে আঠা বেশ চট্‌চটে হয়। সালফেট অব এলুমিনা ফটকিরি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে ফটকিরি পাওয়া যায়, উহা তাহা নহে। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, সালফেট অব এলুমিনার সহিত যেন কিছু মাত্র লৌহ মিশ্রিত না থাকে। গাম ট্রাগাসন্থ (Gum Tragacunt) নামক আর এক প্রকার গঁদ পাওয়া যায়। উহাকে গাম ড্রাগনও বলা হয়। গাম আরেবিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই গঁদ জলে গলিতে অধিক দিন সময় লয়। উহা চূর্ণ করিয়া দিলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে জলে গলিয়া যায়। যে পরিমাণ গাম ড্রাগন লওয়া হইবে, তাহার শতকরা পাঁচভাগ গ্লিসারিন লইয়া একত্রে খলে মারিয়া জলে দিলে আরও কম সময়ে গলিয়া যায়। শীতল জল ব্যবহারই শ্রেয়ঃ।

যদি জলে সামান্য পরিমাণে অক্সেলিক এসিড বা সালফিউরিক এসিড্ দেওয়া যায়, তাহা হইলে গাম ড্রাগন সহজেই ফুলিয়া উঠিয়া আরও তাড়াতাড়ি গলিয়া যায়। গাম গলিয়া যাইবার পর সাদা টুকরা উপরে ভাসিতে দেখা যায়; উহা তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া দরকার, কিম্বা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া ফেলা উচিত। গাম ড্রাগনের আঠা লাগাইলে উহা শীঘ্রই অত্যন্ত শক্ত হইয়া আঁটিয়া যায়। তৈলের সংমিশ্রণে গাম ড্রাগন দিয়া বেশ ভাল আঠা প্রস্তুত হয়।

ইহার পরই ব্রিটিশ গামের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাকে "ডেক্স্‌ট্রাইন" (Dextrine) ও বলে। গাছের রস হইতে ইহা প্রস্তুত হয় না। শ্বেতসার চুর্ণের সহিত সামান্য একটু নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিয়া গরম করা হয়। তখন কাদার মত পদার্থ গুঁড়ার আকার ধারণ করে। উহাকে ষ্টোভের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া আঠায় পরিণত করা হয়। ষ্টোভে শুষ্ক করিবার পর যে পদার্থ বাহির হয়, তাহার রঙ হলদে এবং আস্বাদ মিষ্ট। যাঁহারা ডাক টিকিটের আঠায় জিহ্বা স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত এই মিষ্টত্বের আস্বাদ পাইয়া থাকিবেন। ইহা বিষাক্ত নয়, আঠা খুব চটচটে, এবং সস্তায় প্রস্তুত হয়। কৃত্রিম "ডেক্স্‌ট্রাইন" নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা যায়।

৮ আউন্স যব চুর্ণ ১ গ্যালন গরম জলে মিশাইয়া ১৪৫° ডিগ্রি ফ্যারেন্‌হিট উত্তাপে গরম করিতে হইবে। তারপর উহাতে ৪০ আউন্স আলুর ময়দা মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ ১৬০° ডিগ্রি করিয়া দিয়া যতক্ষণ উহা পাতলা এবং স্বচ্ছ না হয়, ততক্ষণ নাড়িতে হইবে। তাহার পর হঠাৎ উহার তাপ এমন ভাবে বাড়াইয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহা ফুটিতে আরম্ভ করে। তিন চার মিনিট ফুটিবার পর, বাষ্পীয় উত্তাপে উহার জল একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই কৃত্রিম ডেক্স্‌ট্রাইন প্রস্তুত হইবে।

## গ্লু

গ্লু অতি প্রাচীনকাল হইতে আঠা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু গ্লু কত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা বহুদিন অপরিজ্ঞাত ছিল। জলে গ্লু মিশ্রিত করিয়া যে আঠা প্রস্তুত হয়, তাহাতে সকল রকম জিনিষ জোড়া লাগে না। কিন্তু কার্ব্বনযুক্ত পদার্থ—যেমন, চিটেগুড়, চিনি, গ্লিসারিন বা করাতগুঁড়া মিশাইয়া যে আঠা প্রস্তুত হয়, তাহাদ্বারা অনেক রকম জিনিষ জোড়া লাগে, যাহা কেবল জলে মিশ্রিত গ্লু দিয়া জোড়া যায় না।

টার্পিন, প্যারাফিন তৈল, তিসির তৈল, সাবান, রজন ইত্যাদি নানা জিনিষের সংমিশ্রণে গ্লু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে গ্লুর স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা এবং আরও কার্য্যকরী গুণ বৃদ্ধি পায়।

জলে পশুদের শিং, খুর ইত্যাদি কয়েকবার ফুটাইয়া গ্লু প্রস্তুত করা হয়। প্রথমবার ফুটাইয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহার আঠা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ফুটাইবার পর যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিকৃষ্ট ধরণের আঠা। গ্লু ভালরূপ আঠাল করিতে হইলে, শক্ত গ্লু একটি পাত্রে জলে ভিজাইয়া আর একটি জলপাত্রে উহা বসাইয়া গরম করিতে হইবে। এরূপভাবে গ্লু ফুটাইবার কারণ এই যে, যে পাত্রে গ্লু থাকে, সেই পাত্র অগ্নির সংস্পর্শে আসিলে, গ্লু পুড়িয়া গিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

খারাপ কোয়ালিটির গ্লু জলে ভিজিয়া জেলির মত হইয়া যায়। ভাল কোয়ালিটির ১ ভাগ গ্লু তিন চার ভাগ জল শোষণ করিয়া লয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা জেলির আকার ধারণ করে না।

সুতরাং গ্লুর গুণের তারতম্য অনুসারে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া জল মিশান উচিত।

গ্লুর আর একটা বিশেষত্ব এই যে, গ্লু যতবার গরম করিবে, ততই উহার আঠা কমিয়া আসিবে। যদি উহা অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে উহা ভঙ্গুর কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, এবং জলে আর নরম হয় না।

আঠার জন্য ব্যবহারোপযোগী ভিজা গদ দেখিতে জেলির মত। ঠাণ্ডা হইলে উহা শক্ত হইয়া যায়, সুতরাং গরম থাকিতে থাকিতে উহা ব্যবহার করা উচিত। ঠাণ্ডা হইলে গ্লু সঙ্কুচিত হয়, অতএব গ্লু দিয়া যাহা জোড়া যায়, তাহা খুব শক্ত হইয়া থাকে। গ্লু জলে গলিয়া যায়, সুতরাং ইহাদ্বারা শক্ত করিয়া আঁটা কোন জিনিস খুলিতে হইলে, ঠাণ্ডা বা গরম জল লাগাইয়া খোলা উচিত।

গ্লু ব্যবহারের প্রধান দোষ এই যে, শুষ্ক হইয়া গেলে উহা ভঙ্গুর হইয়া যায়। সুতরাং যে জিনিষ নরম (যেমন, খাম বা কাগজ) তাহা গ্লু দিয়া জোড়া উচিত নয়, কারণ নমনীয়তার জন্য মুড়িয়া গেলে গ্লু ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু যদি গ্লুর সহিত গ্লিসারিণ, চিনি, গ্লুকোজ (glucose) ইত্যাদি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে গ্লুও স্থিতিস্থাপক এবং নমনীয় হইবে। গ্লিসারিণ, চিনি বা গ্লুকোজ মিশাইয়া গ্লু প্রস্তুত করিলে, তাহা রবারের মত স্থিতিস্থাপক হয়। সুতরাং কলের বেল্টিং বা নমনীয় কোন পদার্থের জন্য গ্লু প্রস্তুত করিতে হইলে গ্লিসারিণ, চিনি বা গ্লুকোজ মিশ্রিত করা আবশ্যক।

গ্লুর সহিত ভেনিস টার্পেনটিন (Venice Terpentine) মিশ্রিত করিলে উহা আর জলে গলিয়া যায় না। সুতরাং ভেনিস টার্পেনটিনের সংমিশ্রণে বারি-ধারণ (water-proof) গ্লু প্রস্তুত হইতে পারে। গ্লু তৈলে বা স্পিরিটে গলে না। গ্লুর এই গুণের সহায়তায় অনেক কাজ করিতে পারা যায়। বেঞ্জিন, ন্যাপথা, কার্ব্বন বাই সালফুরাইড প্রভৃতি পদার্থগুলি সহজেই উড়িয়া যায় এবং উহাদের বাষ্প সহজ দাহ্য। এই কারণে যেখানে এই সকল পদার্থ থাকে, সেখানে সহজেই আগুন লাগিবার ভয় থাকে। যে সকল পিপার মধ্যে উহা থাকে, সেই পিপার ভিতর দিকে যদি গ্লু মাখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিপা হইতে বাষ্প বাহির হইতে পারে না। জলমিশ্রিত গ্লুর সহিত জিঙ্ক অক্সাইড (Zinc oxide) বা আইরণ অক্সাইড (Iron oxide) মিশাইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা লাগাইলে খুব শক্ত হয়, এবং পিপার মধ্য হইতে উক্ত দাহ্য পদার্থের বাষ্প বাহির হইতে পারে না।

## জিলেটিন

জিলেটিন গ্লুর মত পদার্থ। অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা জলে ভিজান প্রয়োজন। যদি উহা গরম জলে গুলিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে উহার আঠা কমিয়া যায়, এবং উহা দেখিতে অনেকটা জেলির মত হয়। এই জেলির মত পদার্থ শুষ্ক না হইয়া পচিয়া যাইতে আরম্ভ করে। গ্লু এবং জিলেটিনের সংমিশ্রণে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার এমন কয়েকটি বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়, যে গুণ গ্লু বা জিলেটিনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

## ইসিংগ্লাস

মাছের কাঁটা বা আঁস জলে ফুটাইয়া ইসিংগ্লাস প্রস্তুত হয়। গরম জলে ইসিংগ্লাস ফুলিয়া উঠে, এবং তখন উহা আঠা রূপে ব্যবহার করিবার উপযোগী হয়। কিন্তু উহা যখন প্রথমে জলে ভিজাইয়া উত্তাপ দিয়া আলকোহলের সহিত মিশ্রিত করা হয়, তখন উহা উৎকৃষ্ট আঠায় পরিণত হয়। ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া উহার ব্যবহার কম। উহার

সহিত গাম এমোনিয়াক (gum ammoniac) মিশাইয়া যে মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাদ্বারা কাঁচের জিনিস এবং চীনা মাটীর জিনিষ জোড়া যায়। এইরূপ ভাবে জোড়া পাত্র গরমও সহিতে পারে, অর্থাৎ গরম জলেও উহার ক্ষতি হয় না। ইসিংগ্লাস এবং জিলেটিনের উপর আলকোহল দিলে উহা সহজেই শুষ্ক হইয়া যায়। জিলেটিনের সহিত বাইক্রোমেট অব পটাশ (Bichromate of potash) মিশাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহা আর জলে গলিয়া যায় না।

### ময়দা (Flour)

ময়দা দিয়াও আঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গরম জলে ময়দা ফুটাইলে উহা জেলির মত হয়, এবং উহাই আঠা হইয়া লাগিয়া থাকে। ঠিকভাবে ময়দার আঠা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কাদার মত করিয়া ময়দা গুলিয়া লইতে হয়, তাহার পর ফুটন্ত জল উহাতে আস্তে আস্তে ঢালিতে হয়, আর নাড়িতে হয়।

ময়দা ঠাণ্ডা জল দিয়া কাদার মত মাখিয়া ফুটাইতে নাই। আগুণে ফুটিলে উহার আঠা নষ্ট হইয়া যায়। কখনও কখনও এরোরুট, চালের গুঁড়া, আলুর শ্বেতসার ইত্যাদি দিয়াও আঠা প্রস্তুত করা হয়। ময়দার আঠা সহজেই পচিয়া যায় এবং পচিয়া গেলে উহাতে আর আঠা থাকে না। উহার সহিত স্যলিসিলিক এসিড (Salicylic acid), কার্ব্বলিক এসিড (carbolic acid), অয়েল অব ক্লোভস্ (oil of cloves) প্রভৃতি মিশাইলে পচন নিবারিত হয়।

ময়দার সহিত ফিটকারি মিশাইলে উহার আঠা খুব বেশী চটচটে হইয়া উঠে। কলোফনি, রজন বা ভেনিস টার্পেনটাইন মিশাইলেও চটচটে গুণ বাড়িয়া যায়। ফিটকারি, কলোফিন, রজন বা ভেনিস টার্পেনটিন মিশাইয়া ময়দার আঠা প্রস্তুত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা উচিত।

পরিমাণ মত জলে খানিকটা ফিটকারি মিশ্রিত কর। অতঃপর উহার সহিত ময়দা মিশাইয়া কাদার মত করিয়া উহাতে ফুটন্ত জল আস্তে আস্তে ঢালিতে ঢালিতে নাড়িতে থাক।

রজন মিলাইয়া করিতে হইলে প্রথমে ময়দা কাদার মত করিয়া, উহার সহিত রজন চূর্ণ মিশাইয়া, কিছুক্ষণ ফুটাইতে হইবে। কলোফনি এবং রজন একইরূপ পদার্থ। রজন দিয়া যে ভাবে আঠা প্রস্তুত করা হয়, কলোফনি দিয়াও সেই ভাবে আঠা প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং পৃথকভাবে উহার প্রস্তুত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হইল না।

ভেনিস টার্পেনটিন দিয়া আঠা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে ময়দার কাদা প্রস্তুত করিতে হইবে। অতঃপর ভেনিস টার্পেনটিন গরম করিয়া, পৃথক পাত্রে ময়দার কাদা যখন অগ্নির উত্তাপে ফুটিতে থাকিবে, তখন গরম ভেনিস টার্পেনটিন উহাতে ঢালিয়া দিয়া, যতক্ষণ উহা ময়দার সহিত মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ নাড়িতে হইবে। উহাতে জল যেন দেওয়া না হয়। বেশী জল হইলে ভেনিস টার্পেনটিন উহার সহিত মিশ্রিত হইবে না।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা যেন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। যদি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তাহা হইলে ভেনিস টার্পেনটিন ময়দা হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে।

গঁদ ও আঠা নানা প্রকারের আছে। কাহারও দ্বারা কাগজ জোড়া যায়, কাহারও দ্বারা বা চীনা মাটী বা কাচের জিনিষ জোড়া যায়। চীনামাটি বা কাচের জিনিষ যাহার দ্বারা জোড়া যায়, তাহাকে আমরা সিমেণ্ট বলিয়াই উল্লেখ করিব। বাজারে নানারূপ সীমেণ্ট পাওয়া যায়। তাহার দামও অনেক। অতি-

রিক্ত লাভ করা ছাড়া কেন যে উহার অত দাম হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, উহা প্রস্তুত করা খুবই সহজ। প্রয়োজন হইলে সকলেই উহা বাড়ীতে প্রস্তুত করিতে পারেন।

সিমেণ্ট লাগাইয়া অনেক সময় দেখা যায় যে, উহা ঠিক জোড়া লাগিল না। ইহা সিমেণ্টের দোষ নহে, সিমেণ্ট লাগাইবার দোষ। সিমেণ্ট লাগাইতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিম্নে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

## সিমেণ্ট লাগাইবার উপায়

১। পাত্রের যে স্থানটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই স্থান হইতে তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত পদার্থ বেশ করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। কাচ বা পোসিলেন পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে সাবান জল দিয়া ধুইয়া, ঠাণ্ডা জল দিয়া আর একবার ধৌত করিতে হইবে। জল শুষ্ক হইলে সিমেণ্ট লাগাইবে।

মার্ব্বেল বা এলাবাষ্টরের পাত্র হইলে চূণের জলে কাপড় কাচা সোডা মিশাইয়া বেশ করিয়া ফুটাইতে হইবে। তারপর ভাঙ্গা স্থানটিতে উক্ত ঔষধ লাগাইয়া ব্রুসের সাহায্যে ধুইতে হইবে। পরিশেষে জল দিয়া ধুইতে হইবে।

কাঠ বা ফ্যান্সি জিনিষের তৈলের বা চর্ব্বির দাগ তুলিতে হইলে, স্পঞ্জ বা ব্লটিং পেপার বেঞ্জিনে ডুবাইয়া উক্ত স্থানে কয়েকবার লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

রঙের দাগ তুলিতে শুধু টাপিন বা কর্পূর মিশ্রিত টাপিন উপযুক্ত।

দাগ, তৈল বা চর্ব্বি ঔষধ দিয়া তুলিবার পর ঔষধ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে ; নতুবা সিমেণ্ট ধরিবে না।

২। যে স্থান সিমেণ্ট দিয়া জোড়া হইবে, সেই স্থান ঔষধ দিয়া ধৌত করা হইলে ভাঙ্গা অংশগুলি লাগাইতে হইবে ; যাহাতে ভাঙ্গা অংশগুলি ভগ্নস্থানের খাঁজে খাজে পড়ে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৩। কোন কোন সিমেণ্ট গরম অবস্থায় লাগান উচিত। এইরূপ সিমেণ্ট লাগান অনেক সময় ঠিক হয় না, জোড় খুলিয়া যায়। ইহার কারণ, ভগ্ন অংশ-গুলি ঠাণ্ডা থাকিলে সিমেণ্ট লাগাইবার সময় গরম সিমেণ্ট ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সুতরাং ভাল করিয়া ধরে না। অতএব যে সিমেণ্ট গরম লাগাইতে হয়, সে সিমেণ্ট লাগাইবার পূর্ব্বে ভগ্ন অংশগুলি গরম করিয়া লইবে। কাচ বা চীনা মাটির পাত্র জুড়িতে হইলে আগুণের উপর ধরিলেই উহা গরম হইবে।

যদি এমন কোন জিনিষ হয়, যাহা আগুণের উপর ধরিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তাহা গরম করিতে হইলে লৌহ গরম করিয়া, যে স্থান জুড়িতে হইবে, সেই স্থানে উহা ধরিতে হইবে। গরম লৌহ যেন পাত্রে না ঠেকে, অর্থাৎ উহা যেন দুই এক ইঞ্চি দূরে থাকে।

৪। জোড়া লাগাইবার স্থানে পুরু করিয়া সিমেণ্ট লাগাইবে না। ভাঙ্গা স্থানে এরূপ পাতলা ভাবে সিমেণ্ট লাগাইবে যাহাতে ভাঙ্গা অংশগুলি ঠিক খাঁজে খাঁজে পড়ে।

৫। কোন কোন সিমেণ্ট শুকাইতে অনেক সময় লাগে। এরূপ ক্ষেত্রে সিমেণ্ট লাগাইয়া ভাঙ্গা পাত্র সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত। এইরূপ সিমেণ্টের মধ্যে যে বুদ্বুদ থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য অনেক সময় সিমেণ্টে চাপ দেওয়া দরকার হয়।

৬। ভগ্ন স্থানে সিমেণ্ট লাগাইয়া তাহা জোড়া লাগাইবার সময় চাপ দেওয়ায় যে সিমেণ্ট বাহির হইয়া আসে, তাহা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলা উচিত। শুকাইয়া গেলে উহা তুলিতে জোড় খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৭। সিমেণ্টের সহিত কোনরূপ রঙ মিশ্রিত করিবে না। রঙ মিশাইলে সিমেণ্টের জোর কমিয়া যায়।

৮। কোন্ সিমেণ্ট লাগাইলে পাত্রটি বেশ ভালরূপে জোড়া যাইবে, তাহা ঠিক করিতে হইবে। যে পাত্র জুড়িতে হইবে, সেইরূপ পাত্র ভাঙ্গা যদি থাকে, তাহা হইলে উহা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে ; এবং যে সিমেণ্টে শক্ত ভাবে জোড়া লাগিবে, সেই সিমেণ্ট দিয়া প্রয়োজনীয় পাত্রটি জুড়িবে।

## এলাবাষ্টর ও মার্ব্বেল জুড়িবার সিমেণ্ট

কলোফনি ( Colophony ), মৌচাকের মোম, এবং শুষ্ক প্লাষ্টার অব প্যারিস সমান ওজনের লও। মোম গলাইয়া উহার সহিত কলোফনি মিশাও। এই দুইটী পদার্থ একত্রে মিশ্রিত হইলে উহাতে অল্পে অল্পে প্লাষ্টার অব প্যারিস দিয়া নাড়িতে থাক। যতক্ষণ সকল পদার্থ সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ নাড়িতে হইবে। জোড়া লাগাইবার স্থানটি গরম কর। গরম থাকিতে থাকিতে সিমেণ্ট লাগাইবে।

যে সকল চৌবাচ্চায় জলজন্তু এবং জলবৃক্ষ রক্ষা করা হয়, সেই সকল চৌবাচ্চায় (aquariums) লাগাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয় :—

| | | |
|---|---|---|
| হোয়াইটিং | ... | ৬ ভাগ |
| প্লাষ্টার অব প্যারিস্ | ... | ৩ „ |
| ধৌত সমুদ্র বালি | ... | ৩ „ |
| লিথারেজ | ... | ৩ „ |
| রজন | ... | ১ „ |

শক্ত কোপাল বার্ণিস পরিমাণ মত।

প্রথমোক্ত পাঁচটি জিনিষ শুষ্ক অবস্থায় বেশ করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। অতঃপর কোপাল বার্ণিস মিশাইয়া কাদার মত করিতে হইবে। এই সিমেণ্ট লাগাইয়া অন্ততঃ দশদিন না গেলে চৌবাচ্চায় জল ভরা উচিত নয়।

## ডায়মণ্ড সিমেণ্ট

ইহাকে আরমেনিয়াম সিমেণ্ট বা জুয়েলার্স সিমেণ্ট বলা হয়। ভাল কাচের এবং চীনা মাটীর পাত্র জুড়িবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| ইসিংগ্লাস | | ১ আউন্স |
| জল | | ৪ „ |
| আলকোহল | | ৪ „ |
| ম্যাষ্টিক (mastic in tears | | ½ „ |

৪ আউন্স এলকোহলে ম্যাষ্টিক গুলিতে হইবে।)

| | | |
|---|---|---|
| গাম এমোনিয়াক | ... | ¼ „ |

কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ইসিংগ্লাস জলে ভিজাইয়া গরম স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহাতে উহা তাড়াতাড়ি গলিয়া যাইবে। যে জল ইসিংগ্লাস শোষণ করিয়া লইতে পারে নাই, সেই জল উড়াইয়া দিবার জন্য উহা গরম করিতে হইবে। অন্যদিকে ৪ আউন্স আলকোহলে ম্যাষ্টিক গুলিয়া রাখিতে হইবে, এবং উহাতে গাম এমোনিয়াক দিতে হইবে। ইসিংগ্লাস এবং ম্যাষ্টিক প্রস্তুত হইয়া গেলে, ইসিংগ্লাস গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে ৪ আউন্স আলকোহল দিতে হইবে ; এবং উহাতে ৪ আউন্স আলকোহলে মিশ্রিত ম্যাষ্টিক দিতে হইবে। অতঃপর একটি পাত্রস্থিত জলে উহা বসাইয়া গরম করিতে হইবে। যতক্ষণ উহা তরল না হয়, ততক্ষণ উত্তাপ প্রদান করা চাই। যখনই উহা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে, তখনই গরম জলের পাত্রে উহা গরম করিয়া গলাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

## কাচ এবং চীনা মাটির জন্য আর এক প্রকার সিমেণ্ট

মেথিলেটেড স্পিরিটে ম্যাষ্টিক গলাইয়া তাহা এবং ইসিংগ্লাস সমপরিমাণে লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে মিশ্রিত কর এবং তৎক্ষণাৎ ব্যবহার কর।

## রবার টায়ারের জন্য সিমেণ্ট

| | | |
|---|---|---|
| প্যারা রবার | ... | ৪ আউন্স |
| গাটাপার্চ্চা | ... | ২ „ |
| ইসিংগ্লাস | ... | ১ „ |
| কার্ব্বন বাই সালফাইড | ... | ২ „ |

ইসিংগ্লাস জলে ভিজাইয়া আলকোহলে গলাইতে হইবে। অতঃপর উহার সহিত প্যারা রবার ও গাটাপার্চ্চা মিশাইয়া উহাতে কার্ব্বন বাই সালফাইড ঢালিয়া ফেলিতে হইবে, এবং নাড়িতে হইবে। একটি কাচের ছিপিযুক্ত শিশিতে রাখিয়া যতক্ষণ সমস্ত পদার্থগুলি একত্রে মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ নাড়িবে।

## মাটি এবং পাথরের পাত্র জুড়িবার সিমেণ্ট

সিলিকেট অব সোডার দ্রাবণ (solution of silicate of soda of 30° Be) দিয়া প্রেসিপিটেটেড্ চক্ শক্ত কাদার মত করিয়া মাখিবে। যাহা জুড়িতে হইবে, তাহাতে উহা লাগাইয়া বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। শক্ত হইয়া গেলেই চাপ সরাইয়া লওয়া যায়।

## কেসিন সিমেণ্ট

পণির বা ঘোল হইতে যে কেসিন পাওয়া যায়, তাহার সহিত ডিমের সাদা অংশ মিশাইয়া উত্তম সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। উহার সহিত চূণের জল মিশাইলে, উহা অতি শীঘ্র শক্ত হয়। বোরাক্সের দ্রাবণের সহিত কেসিন মিশাইয়া কাঁচ বা চীনা মাটির পাত্র জুড়িবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

## খাঁটি কেসিন প্রস্তুতের প্রণালী

টাটকা দুধ হইতে মাখম তুলিয়া লইয়া দুধ গরম স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। দুধ নষ্ট হইয়া গেলে জমাট অংশ তুলিয়া লইয়া যতক্ষণ উহার মধ্যস্থিত সমস্ত এসিড নষ্ট না হয়, ততক্ষণ ধুইতে হইবে। তাহা হইলেই কেসিন প্রস্তুত হইল।

## চীনা মাটি, পাথর প্রভৃতির জন্য সিমেণ্ট

পণির টুকরা করিয়া কাটিয়া লইয়া গরম জলে ফুটাইতে হইবে। তাহার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেনাইয়া লইতে হইবে। উহার সহিত চূণ মিশাইলেই সুন্দর সিমেণ্ট প্রস্তুত হইবে। উহার দ্বারা মার্ব্বল পাথর ইত্যাদি সহজেই জোড়া যায়।

## মাটির পাত্রের জন্য সিমেণ্ট

৪ আউন্স জল এক আউন্স ইসিংগ্লাস দিয়া ধীরে ধীরে উত্তাপ প্রদান করিতে থাক। ইসিংগ্লাস যে জল শোষণ করিতে পারিবে না, তাহা ফেলিয়া দিয়া উহার সহিত ৪ আউন্স এসেটিক এসিড মিশ্রিত কর।

## নমনীয় বর্ণহীন সিমেণ্ট

৫ আউন্স তরল ক্লোরোফর্ম্মে ৩ আউন্স প্যারা রবার (Para rubber) মিশাও। তারপর উহাতে ১ আউন্স ম্যাষ্টিক রঞ্জন চূর্ণ মিশ্রিত কর। সমস্ত পদার্থগুলি একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে উহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

## রবার, গাটাপার্চ্চা, চামড়া প্রভৃতির জন্য স্থিতিস্থাপক সিমেণ্ট

আধ আউন্স তিসির তৈলে ১ আউন্স প্যারা রবার দিয়া গরম করিবে। রবার গলিয়া গেলে ৪আউন্স গাটাপার্চা গলাইবে। গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে ১ আউন্স পিচ এবং সিকি আউন্স পাত গালা দিবে। এগুলি মিশ্রিত হইলে উহা তিসির তৈল মিশ্রিত প্যারা রবারের সহিত একত্রিত করিয়া ইচ্ছামত ছাঁচে ফেল। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা সেই আকার পাইবে। ব্যবহার করিবার সময় গলাইয়া, গরম থাকিতে থাকিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

অনেকে অল্প মূলধন লইয়া ছোট ছোট ব্যবসায় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। এই সকল ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তিদিগকে আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ১। গালার ব্যবসায় ২। আমশী, কাসুন্দী ও আমচুর ৩। আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান ৪। গ্রীষ্মে সরবতের ব্যবসায় ৫। কাঠের পালিশের ব্যবসায় ৬। ফল রক্ষণ প্রণালী ৭। চুনারের মাটির শিল্প ৮। ছোট খাটো ব্যবসায় ৯। আঠা ও গঁদ প্রস্তুত প্রণালী। এই সকল ব্যবসায়ের মধ্যে আমশী, কাসুন্দী, আমচুর, ফল সংরক্ষণ, সরবত ইত্যাদির ব্যবসা এক এক মরসুমের উপর নির্ভর করে; ফসল এবং মরসুম উঠিয়া গেলে এই সব ব্যবসায় তখনকার মত বন্ধ থাকে। কিন্তু গালা, আঠা এবং গঁদ প্রস্তুতের ব্যবসায় সারা বৎসর ধরিয়া চলে। বিদেশ হইতে যে পরিমাণ এই সব দ্রব্য আমদানী হয় তাহা পাঠ করিলে বোঝা যায় যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। যে সকল অসংখ্য ব্যাপারে গালা, আঠা ও গঁদ নিত্য এদেশে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দেখিলেই সকলের ভরসা হইতে পারে যে দেশের মধ্যে ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমরা ব্যবসায়েচ্ছু যুবকদিগকে এই দুইটী কারবারে নামিতে পরামর্শ দিতেছি।
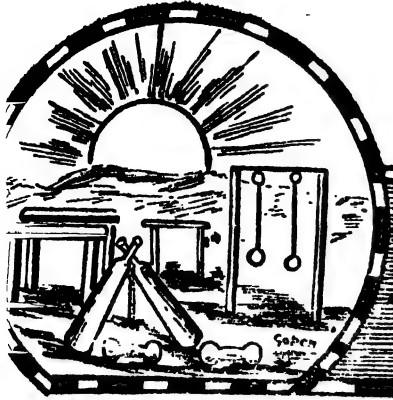
## দাঁতের যত্ন

"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা কয়জন লোকে বুঝে?—এ প্রশ্ন সকলে বহু বারই শুনিয়াছে, এবং এখনও শুনিতেছে। কিন্তু কয়জন লোক ইহার গুরুত্ব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া থাকে? দাঁত থাকিলে সকল জিনিষ খাইবার সুবিধা, নহিলে কঠিন জিনিষ খাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেই দাঁতের মর্য্যাদা ইহার অধিক প্রদান করেন না। কিন্তু দাঁতের গুরুত্ব কি শুধু এইটুকু মাত্র? তাহা ত নহে।

মানুষের স্বাস্থ্য বহু পরিমাণেই দাঁতের উপর নির্ভর করিতেছে। দাঁতের অযত্ন হইলে দেহকে যেরূপ দণ্ড পাইতে হয়, দেহের অন্য কোন অঙ্গের প্রতি অবহেলায়ই সেরূপ হয় না। ক্ষয় রোগের জীবাণুর উপর আমরা যে দোষ আরোপ করিয়া থাকি, 'প্যারিস মেডিকেল জার্ণাল' দন্তের উপর সেই দোষই আরোপ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। বড্ (Baude) বলিতেছেন, গলায়বীচি হইলে ক্ষয় রোগের বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলেই উহা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইয়াছে কি না দেখা প্রয়োজন। তিনি ডাক্তারদিগকে বলিতেছেন, কোন রোগের চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে রোগীর দাঁত ঠিক আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বডের এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়, স্বাস্থ্যের উপর দাঁতের কতটা প্রভাব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অতি অল্প লোকেই দাঁতের যত্ন লইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই মানুষ যদি দাঁতের যত্ন লইতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে ফোক্‌লা লোকের সংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

সুস্থ দন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। চোখ দুটি বড়, ভাসা ভাসা এবং টানা টানা হইলে মুখমণ্ডল কি সুন্দর দেখায়! তাহার উপর দাঁতগুলি যদি মুক্তার মত ঝক্ ঝকে এবং সুসজ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহার মুখের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া যায়।

মুখখানি সাদাসিধে, নাক চোক মাটো মাটো—মুখের কোন বিশেষত্বই নাই; কিন্তু তাহার মাঝখানে সুশ্রী সুন্দর দাঁতগুলি মুখের লাবণ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়।

তাহা না হইলে মুক্তার সহিত সুন্দর দাঁতগুলির উপমা দিবার কোন সার্থকতা ছিল কি? সুন্দরীই হউক, আর কুৎসিতাই হউক, যে বালিকার দাঁতগুলি

সুন্দর, তাহার মুখখানিতে সদাই হাসি লাগিয়া থাকে। সুশ্রী দন্তের সৌন্দর্য্য তাহার অন্তরকে যে ঝলমল্ করিয়া রাখিয়াছে!. হর্ষবিগলিত হৃদয় দন্তের শোভা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে কি?

সুন্দরী বালিকার মুখখানি দেখিয়া তোমার নয়ন আকৃষ্ট হইল, তুমি চোখ ফিরাইলে। হয়ত সেও তোমার দিকে তাকাইল। চারি চক্ষে মিলন হইয়া গেল। সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে অন্তরে একটা দীপ্তি খেলিয়া গেল। একটা অজানা আনন্দের আবেগে তাহার নিটোল গালে টোল খাইয়া হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তুমি পরিহাস করিলে। কৌতুকের আনন্দে বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তোমার মনে হইল, বালিকার সুন্দর মুখখানি হইতে যেন মুক্তা ঝড়িয়া পড়িল।

আচ্ছা, বালিকার দাঁতগুলি যদি সুন্দর, সুশ্রী, ও সুসজ্জিত না হইয়া কদর্য্য হইত, তাহা হইলে তাহার হাসিটি উপভোগ করিতে পারিতে কি? সুন্দর মুখ দেখিয়া নয়ন আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কদাকার দাঁতগুলি যখন বিকশিত হয়, তখন সৌন্দর্য্যের সকল আকর্ষণ এক নিমেষে উড়িয়া যায় না? হাসি তাহার যতই আন্তরিক হউক, হাস্যের সকল মাধুর্য্যই নষ্ট হইয়া যায় কদর্য্য দন্তের বিকাশে। সৌন্দর্য্যপিপাসু নয়নের সম্মুখে এ হেন মুখের হাস্য আপনা হইতেই দৃষ্টিকটু হইয়া পড়ে, চক্ষু আপনা হইতেই দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়, মন আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

ইহা অতিরঞ্জিত নহে, বাস্তবিকই ইহা ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোক যতই সুন্দর হউক, খারাপ দন্তের জন্য তাহার অনেকখানি সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়; আবার দন্তের যত্ন লওয়ার ফলে ম্লান সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য বাড়িয়া যায় অনেকখানি।

মুখখানি সুন্দর করিয়া তুলিতে কাহার না ইচ্ছা জাগে? সে ইচ্ছা হওয়াও উচিত। ভগবানের দেওয়া মুখখানির উপর অবশ্য বিশেষ কিছু কারিকুরি করিতে পারা যায় না, কিন্তু দন্তের যত্ন লইতে মুখের লাবণ্য বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়, অনেক রোগাক্রমণের হাত হইতে দেহ সুরক্ষিত থাকে, এবং স্বাস্থ্যও উন্নত হয়। শুধু তাই নয়, দন্তের যত্ন না লওয়ার জন্য মুখ হইতে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, ভদ্র সমাজে মেলা মেশা তাহার পক্ষে দায় হইয়া উঠে, সকলে তাহার সংশ্রব পরিহার করিতে চায়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়াই যে দন্তের যত্ন লওয়া আবশ্যক তাহা নহে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—শরীর রক্ষা যদি মানবের ধর্ম্ম হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা যদি কর্ত্তব্য হয়, দেহকে নীরোগ রাখিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে দাঁতের যত্ন না লইলে চলিবে না। ভগবানের রাজ্যে কোন বস্তুই বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা কাজের খাতিরে সৃষ্ট হয় নাই—দন্তও তাই বিনা কাজের খাতিরে কেবল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই সৃষ্ট হয় নাই। দেহের প্রত্যেক অঙ্গটি যেমন এক একটা বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, দন্তেরও তেমনি একটা বিশেষ কার্য্য নির্দ্ধারিত আছে।

যখন আমরা মুখের মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ গ্রহণ করি, দন্তের সাহায্যে তাহা চর্ব্বণ করিয়া লই। কঠিন পদার্থ গিলিয়া খাইতে পারি না বলিয়াই যে উহা চিবাইয়া লইতে হয়, তাহা নহে—চিবাইয়া বেশ করিয়া পিষ্ট করিয়া না লইলে; উহা পেটের মধ্যে সহজে হজম হয় না। পেটের মধ্যে ত আর ভগবান দুই পাটি দাঁত সৃষ্টি করিয়া রাখেন নাই যে, মুখের মধ্যে খাদ্য চর্ব্বিত না হইলে, উদরের মধ্যে যাইয়া উহা পরিপেষিত হইবে। শুধু ইহা নহে, খাদ্য চর্ব্বন করিবার সময় মুখের লালা উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া, খাদ্য পরিপাকের কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দেয়। সুতরাং খাদ্যকে

বেশ করিয়া পিষিয়া ফেলা এবং সেই সঙ্গে মুখনিঃসৃত লালার সহিত উহা মিশাইয়া দেওয়াই দন্তের প্রধান কাজ।

দেহ রক্ষার জন্য খাদ্য আবশ্যক। ইঞ্জিন পরিচালিত করিবার জন্য যেমন ইন্ধনের প্রয়োজন, তেমনি প্রাণ বাঁচাইয়া দেহ সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য হইতে দেহ যে পরিমাণে সার পদার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইবে। খাদ্য উদরের মধ্যে আসিলে উহা পিত্তরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া সার পদার্থটুকু রক্তে পরিণত হয়। কিন্তু খাদ্য যে পরিমাণে মুখের মধ্যে চর্ব্বিত হইয়া আসে, সেই পরিমাণে সার পদার্থটুকু রক্তে পরিণত হয়। খাদ্য যদি উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয়, তাহা হইলে সার পদার্থ বাহির করিয়া লইতে উদরকে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু তাহা না হইলে উদরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। তাহার ফলে উদর শীঘ্রই বিকল হইয়া পড়িয়া, খাদ্য হইতে দেহের পুষ্টিসাধনের উপযোগী সার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। এমনি করিয়া শরীর জীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ রুগ্ন এবং আয়ু ক্ষীণ করিয়া তুলে। এই কারণে খাদ্য মাত্রই চর্ব্বণ করিয়া ধীরে ধীরে খাওয়া উচিত—গিলিয়া খাইতে নাই। কোন কোন ডাক্তার দুধের মত তরল পদার্থকেও চিবাইয়া খাইতে উপদেশ দেন। কথাটা শুনিতে হাস্যকর—দুধ লোকে পান করিয়াই থাকে, তাহা চর্ব্বণ করিয়া খাইবে কেমন করিয়া? ডাক্তারের উক্ত উপদেশের সার্থকতা এই যে দুগ্ধ তরল বলিয়া উহা গিলিয়া খাইতে হয়, সুতরাং মুখের লালা উহাতে মিশিবার অবসর পায় না, তাহাতে দুগ্ধ পরিপাক হইতে কিছু সময় লাগে, অতএব উহা চিবাইয়া খাও—অর্থাৎ দুধের সহিত মুখের লালা মিশাইয়া দাও। হালুয়া খুব মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য বটে, কিন্তু উহাও দুষ্পাচ্য, কারণ উহা চিবাইয়া খাইতে হয় না।

পশু-জগতে আমরা দেখিতে পাই, যে সকল প্রাণী খাদ্য গিলিয়া খায়, তাহাদের কয়েকদিন ধরিয়া খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাহারা উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খায়, তাহারা দিনের মধ্যেই বহুবার আহার করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রের কথা ধরা যা'ক। উহারা খাদ্য গিলিয়া খায়। একদিন শিকার ধরিয়া খাইয়া কয়েকদিন নিঝুম ভাবে পড়িয়া থাকে; তাহার পর আবার যখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তখন শীকার করিতে বহির্গত হয়। এক দিন শীকার ধরিয়া কয়েক দিন যাবৎ নিঝুমভাবে পড়িয়া থাকার কারণ হইতেছে যে, খাদ্য গিলিয়া খাইলে উহা পরিপাক হইতে অনেক সময় লাগে। যতক্ষণ খাবার হজম না হয়, ততক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় না এবং শীকারে বহির্গত হইবার ইচ্ছা জাগে না। কিন্তু গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির বেলায় দেখি, উহাদের দিনের মধ্যেই বহুবার খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার কারণ, এই সকল প্রাণীরা খাদ্য উত্তমরূপে চিবাইয়া খায়।

ভগবান প্রত্যেক অঙ্গের বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকটি অঙ্গের কার্য্য যদি সুষ্ঠুভাবে সুসাধিত না হয়, তাহা হইলে মানুষকে তাহার ফলভোগ করিতেই হয়। যে সকল মানুষ সাধারণতঃ তরল বা নরম খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের দন্ত সহজেই পল্‌কা হইয়া পড়ে। দাঁতের কাজ যত হইবে, ততই গোড়া শক্ত হইবে; কিন্তু তরল বা নরম খাদ্য খাইলে দাঁতের কার্য্য হইবার অবসর পায় না। ইহাতে মাড়ীর পেশী কার্য্য করিতে না পাইয়া শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাতে দাঁতের গোড়া হইতে সহজেই রক্ত পড়ে, অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই ফুলিয়া ওঠে, অবশেষে পায়োরিয়া রোগ আসিয়া দন্ত আক্রমণ করে। এমনি করিয়া দাঁতগুলি অকালে নষ্ট হইয়া যায়; তাহার ফলে খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া খাইবার শক্তি আর থাকে না। খাদ্যের সহিত লালা মিশ্রিত হইতে

না পারিয়া, প্রচুর খাদ্য উদরাভ্যন্তরে আশ্রয় পাওয়া সত্ত্বেও দেহ পর্য্যাপ্ত সার গ্রহণ করিতে পারিল না। ইহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে দেহের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ হইতে না পারায়, মানুষ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

যাঁহারা দীর্ঘজীবী লোক তাঁহাদিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দন্তের অক্ষুণ্ণতা তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন দানে সহায়তা করিয়াছে। সাঁওতালদের প্রতি তাকাইলেই দৃষ্টি পড়ে তাহাদের সুশ্রী ও সুসজ্জিত দন্তের প্রতি। তাহাদের কদর্য্য আকৃতির মাঝখানে বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ ও সুশ্রী সুন্দর দন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া যায় না। তাহাদের দিকে তাকাইলেই দন্তের ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক সহজেই অনুভূত হয়। তাই আবার বলি,—সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই যে দন্তের যত্ন লওয়া প্রয়োজন তাহা নহে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলেও দাঁতের যত্ন না লইয়া উপায় নাই। নতিলে খাদ্য গ্রহণের কোন সার্থকতাই থাকিবে না—দেহ যদি খাদ্য হইতে পুষ্টি গ্রহণে অপারগ হয়, তাহা হইলে নূতন রক্ত মাংস গঠিত হইবে কেমন করিয়া?

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লোকে দন্তের যত্ন লইতে অবহেলা করে কেন?—এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদয় হইবে, কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে কত ভাবে যে আপন পায়ে কুঠার নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার নির্ণয় করিবে কে? তবু শুধু এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ফাঁকি দিয়া জীবনটাকে কাটাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ এতই মত্ত যে, দাঁতের অযত্ন লওয়ার ফলে সে যে আপন দেহে বিষ সঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে, সে হুঁস তাহার নাই।

একবার চারিদিকের নরনারীর মুখের দিকে তাকাইলে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই দাঁতের অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। স্ত্রীলোকেরা বরং দন্তের যত্ন কতকটা লয়, কিন্তু পুরুষদের অবহেলার আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই আপনাকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। এই ইচ্ছার জন্যই বোধ হয় তাহারা দাঁত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে।

দশ বৎসর বয়সে দাঁত বেশ সুন্দর থাকে; কিন্তু যদি আদৌ যত্ন লওয়া না হয়, তাহা হইলে ষোল বৎসর বয়স হইতে দাঁত খারাপ হইতে আরম্ভ হইবে। তখনও সতর্ক না হইলে দাঁত একেবারে পড়িয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীদের, কুড়ি কি ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাদের দাঁত অটুট থাকে, তাহাদের দাঁত নাকি খুব ভাল; ষাট সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত অটুট থাকিলে গর্ব্ব আর ধরে না। আমাদের দেশের দাঁতের অবস্থা অবশ্য তত শোচনীয় নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা মিলিয়া ক্রমশঃ শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

যাঁহারা শেষ জীবন পর্য্যন্ত দন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,

প্রথমতঃ, তাঁহারা অতি অল্প বয়স হইতেই দন্তের নিয়মিত যত্ন লইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা স্বভাবতই সুস্থ এবং বলিষ্ঠ ছিলেন।

তৃতীয়তঃ, যাহার ফলে সহজেই দন্তের ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ খাদ্য গ্রহণ ও কার্য্য করিতে বিরত ছিলেন।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা এমন স্থানে বাস করিতেন যেখানে জলে চুণ কিম্বা দন্তের পক্ষে হানিকর কোন পদার্থ ছিল না।

বাল্যকাল হইতেই যদি দাঁতের যত্ন লওয়া যায়, তাহা হইলে শেষ জীবন পর্য্যন্ত দন্ত অটুট থাকে।

ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত এখনও আমাদের দেশে পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বেও বিলাতে ছোট ছোট ছেলেদের দাঁতের যত্ন আদৌ লওয়া হইত না। শিশুমঙ্গল সমিতি (Child Welfare Centres) এবং অন্যান্য সমিতির চেষ্টায় ও যত্নে, ইহার অনেকটা প্রতিকার হইয়াছে। শিক্ষিত ধাত্রী এবং দাঁতের ডাক্তারেরা নিয়মিতভাবে স্কুলের ছাত্রদের পরিদর্শন করিয়া বেড়ান, এবং কাহারও খারাপ দাঁত দেখিলে তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। শিশুদের দন্তের প্রতি এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার ফলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের দাঁত যে সুস্থ এবং বহু রোগ-আক্রমণের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বালকদের দুধে-দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়া যখন নূতন দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন ডাক্তারদের দ্বারা উহা পরীক্ষিত হওয়া খুব ভাল। কারণ যদি কোন দাঁত বাঁকিয়া গিয়া অন্য স্থান হইতে উঠিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তখনই তাহার সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। নহিলে হয়ত একটা দাঁতের উপর দিয়া আর একটা দাঁত উঠিয়া মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিতে পারে। শুধু ইহাই নহে—ওরূপভাবে দন্তোদ্গমনের ফলে, সময়ে সময়ে কথা কহিতে ও গান গাহিতে, কথা ও সুর বাধিয়া যায়। এরূপ হওয়ার ফলে অনেকে সহজে কথা কহিতে বা গান গাহিতে রাজি হয় না। যে স্থানে নিতান্তই কথা না কহিলে নয়, সেই স্থানেই কেবল দু'একটি কথা কহিয়া কাজ সারিয়া লয়। লোকের সঙ্গে মিশিলে পাছে বেশী কথা কহিতে হয়, এই ভয়ে তাহারা সঙ্গ পরিহার করে। মানবের সঙ্গ পরিহার করিয়া তাহারা জীবনটা কি ভালরূপে উপভোগ করিতে পারে? তাহা ত নয়। অথচ দন্তোদ্গমের সময় যদি ডাক্তারকে দিয়া তাহার দাঁত পরীক্ষা করান হইত, তাহা হইলে এরূপ আর হইতে পারিত না।

শুধু কি তাই? ওরূপভাবে দাঁত উঠিলে চর্ব্বণের কার্য্য ভালরূপে হইতে পারে না; তাহাতে পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। হজম ভাল না হইলেই স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। অতএব দন্তোদ্গমের সময় ডাক্তার দেখাইয়া বিসদৃশ দন্ত যে ঠিক করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দাঁতের যত্ন লওয়া দূরে থাক, দাঁতের অবস্থা কিরূপ, অধিকাংশ লোকেরই তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসরটুকুও ঘটিয়া উঠে না। এদেশের জনসাধারণ দন্ত সম্বন্ধে এমনই উদাসীন। তাহারা বোধ হয় ভাবে, দাঁত তাহাদের চিরদিন এইরূপই থাকিবে।

কিন্তু ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। দাঁত সহজেই নষ্ট হইতে পারে। পাথুরি যখন পসিতে আরম্ভ করে, তখনই বুঝিতে হইবে, দাঁতের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে। দাঁত তখন অস্বস্তির হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

যে জিনিষ কামড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা অত্যন্ত কঠিন, তাহা দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে নাই। এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য করিতে গেলে, অনেক সময় দাঁতের এনামেল ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহার ফলে দন্তশূলও হইতে পারে। পাঠ্যাবস্থায় ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনও কঠিন দ্রব্য—যেমন একটা গোটা চিকি সুপারী কিম্বা খেলিবার মার্ব্বেল গুলি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ভাঙ্গিবার জন্য জেদাজেদি পড়িয়া যায়, এবং অনেক ছেলে এইরূপ শক্ত জিনিষ কামড়াইয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে গিয়া নিজের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। আমার এক ঘনিষ্ট আত্মীয় একবার একটা বড় কাতলা মাছের মাথা দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে যাইয়া

সামনের দাঁতটী দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার সাম্‌নের দাঁতে কেরিজ ছিল, কাজেই বেশী জোর দিবার জন্য দুর্ব্বল দাঁতটী মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গেল। নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়ায়, তিনিও যেমন অপ্রস্তুত হইলেন, আমরাও তেমনি দুঃখিত হইলাম।

একবার আমার পাঠ্যাবস্থায় একটা বাদাম দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে গিয়া বাদাম ভাঙ্গিলাম বটে, কিন্তু তাহার সহিত দাঁতের একটী কোণ ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে বহুকাল যাবত দাঁতটী অসমান ও ধারালো ছিল এবং বহুবৎসর পর্য্যন্ত সেই জন্য অস্বস্তি বোধ করিয়াছি। এতকাল ব্যবহারের পর দাঁতের সেই ভগ্ন কোণটী কতকটা পালিশ হইয়া আসিয়াছে। শক্ত জিনিষ দাঁত দিয়া চিবাইয়া খাওয়া খুব ভাল, কারণ তাহাতে দাঁতের ব্যবহার ও ব্যায়াম হওয়ায় দাঁত ভাল থাকে। যেমন ছোলাভাজা, চিড়াভাজা, নারিকেল খণ্ড ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া মার্ব্বেল অথবা সুপারী দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে গেলে শক্তির অপব্যবহার করা হয় মাত্র, এবং যাহাদের দাঁত অপেক্ষাকৃত নরম এবং অপটু তাহাদের দাঁত অথবা দাঁতের এনামেল ভাঙ্গিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। এনামেল খসিয়া যাওয়া স্থান যতক্ষণ খর খর করে, ততক্ষণ অশান্তির সীমা থাকে না। মসৃণ হইয়া আসিলে উহা আর মনে থাকে না। কিন্তু দন্তশূল হওয়ার ফলে সেস্থানে একটি গর্ত্ত হইয়া থাকে। খাদ্য চিবাইবার সময় উহার মধ্যে খাদ্য-কণা প্রবেশ করে। তাহাতে অস্বস্তি বোধ হয়। পিন্ দিয়া বা দাঁত-খোটা দিয়া উহা বাহির করিতে যাইয়া গর্ত্ত বড় হইয়া উঠে। এমনি করিয়া একটা ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা হইয়া থাকে কিন্তু তবুও লোকের চৈতন্য হয় না, তবুও পূর্ব্বের মত অবহেলা করে। যখন হুঁস হয়, তখন অনেকেরই দাঁতটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা অতিরঞ্জিত নহে—বাস্তবক্ষেত্রে ইহা নিত্যই ঘটিতেছে।

যদি হঠাৎ কোন কারণে দাঁতের কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে তাহা কোন দন্তের ডাক্তারকে তখনই দেখাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। নহিলে সেই দাতটি শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া যাইবে, এবং অন্যান্য দন্তও নষ্ট হইতে আরম্ভ করিবে।

দাঁতের এনামেলই ( Enamel ) দন্ত ঠিক রাখে। উহা যখন নষ্ট হইতে আরম্ভ করে বা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন দাঁতও খারাপ হইতে থাকে। সুতরাং দাঁতের এনামেল ঠিক রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে, এবং যাহাতে উহার ক্ষতি হইতে পারে, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিতে হইবে।

এনামেল ফাটিয়া গেলে বা দাঁতের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে, ছোট ছোট জীবাণু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দাঁতটিকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। এনামেল অত্যন্ত কঠিন পদার্থ বটে কিন্তু, ভঙ্গুর। সুতরাং দাঁতের যত্ন লইতে হইলে, উহার যত্ন লওয়াই বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য।

মাঝে মাঝে দাঁত পরীক্ষা করাইলে দন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িয়া যায়। তাহাতে দাঁতের যত্ন লইবার আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। বালকবালিকারা অনেক সময় কাহার দাঁতের কত জোর পরীক্ষা করিবার জন্য বাদাম কিম্বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ দাঁতে চাপিয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। শুধু যে অল্পবয়সী বালকবালিকারাই এরূপ করে তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাও এরূপ করে। তাহারা হয়ত জানে না, দাঁতের এনামেল খসিয়া বা দাঁতের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া এরূপ ক্ষতি হইতে পারে, যাহা পূরণ হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। কঠিন মিষ্ট দ্রব্য দাঁত দিয়া গুঁড়াইয়া খাইতে গিয়া, কিম্বা দাঁত দিয়া

দড়ির গাঁট খুলিয়া কিম্বা দাঁত দিয়া পেন্সিল ভাঙ্গিয়া অনেক লোকের দন্ত নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই সকল কার্য্য হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ।

শিশুদের দাঁত কড়মড় করা একটা রোগ আছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে তাহারা অনেক সময় ঐরূপ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় তাহাদের দাঁতের ক্ষতি হয়। পেটে ক্রিমি জন্মাইলে শিশুরা দাঁত কড়মড় করে। বেশী দিন ক্রিমি থাকিলে শিশুদের উহা কতকটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শিশু-দিগকে দাঁত কড়মড় করিতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখাইয়া, পেটের ক্রিমি দূর করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

দন্ত যাহাতে নষ্ট হইতে পারে, সেরূপ কঠিন পদার্থ খাইতে নিষেধ করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শক্ত পদার্থ একেবারে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে—করিলে উপকার না হইয়া অপকারই হইবে।

দেহ সুস্থ সবল রাখিতে হইলে যেমন প্রত্যেক অঙ্গের ব্যায়াম প্রয়োজন, তেমনি দাঁত সুস্থ রাখিবার জন্যও দাঁতের ব্যায়াম আবশ্যক। দন্তের ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ কঠিন পদার্থ গ্রহণ না করিয়া, উপযুক্ত শক্ত খাদ্য যখন চর্ব্বণ করি, তখন অজ্ঞাতসারে দন্তের ব্যায়াম-কার্য্য সাধিত হয়। ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত ও সবল হইয়া দন্তের পরমায়ু বাড়িয়া যায়।

## দাঁতের নাম

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বত্রিশটী দন্ত আছে। এই গুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) কর্ত্তন দন্ত (Incisors), (২) শ্বদন্ত (Canine), (৩) পেষণ দন্ত (Bicuspid), (৪) গজদন্ত।

কর্ত্তন দন্ত আটটি। উপরে দুইটি ও নিম্নে দুইটী করিয়া উহা ঠিক মুখের সম্মুখভাগে অবস্থিত। ইহার সাহায্যে আমরা কঠিন পদার্থ কাটিয়া লইয়া চর্ব্বণ করি।

শ্বদন্ত সংখ্যায় চারিটি। ইহা কর্ত্তন দন্তের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। এই দন্তের মুখগুলি সূচালো।

শ্বদন্তের পাশে আটটি পেষণ দন্ত আছে। খাদ্য চর্ব্বণ করিবার সময় এই দন্তগুলি খাদ্য পিষ্ট করিবার সাহায্য করে।
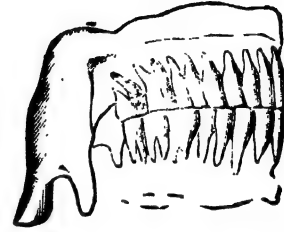
আটটি উপর চোয়াল ও আটটি নীচের চোয়ালের দন্ত

কিন্তু খাদ্য উত্তমরূপে পিষ্ট হয় গজদন্তের সাহায্যে। এই দন্তের মুখে চারি পাঁচটি উঁচু চূড়ার মত আছে। এইরূপভাবে গঠিত বলিয়া পেষণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ইহারা সংখ্যায় বারটি। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীদের গজদন্ত মানুষের গজদন্ত অপেক্ষা সবল। উহারা ঘাস পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গাছের ডাল-পালা পর্য্যন্ত খায় বলিয়াই বোধ হয় উহাদের গজদন্ত মানুষের গজদন্ত অপেক্ষা শক্তিশালী।

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, প্রাচীন কালের লোকদের দন্ত বর্ত্তমান যুগের লোকদের দন্ত অপেক্ষা অধিক সবল ছিল। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দাঁত ক্রমশই খারাপ হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, গজদন্তের একটু বিশেষরূপ যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ উহা নষ্ট হইলে খাদ্য ভালরূপে চর্ব্বণ করা যায় না। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মিবে।

অনেকেই মনে করেন, দাঁত অস্থি ভিন্ন আর

কিছুই নহে। এ ধারণা ভ্রান্ত। ইহা সত্য যে, দন্তকেও অস্থির পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়, কিন্তু উহা অস্থি-মাত্র নহে।

দাঁত ডেনটাইন (Dentine) নামক কঠিন পদার্থে গঠিত। উহার চতুর্দ্দিক এক প্রকার শুভ্র কঠিন অথচ ভঙ্গুর জিনিসে আচ্ছাদিত। ইহাকে (Enamel) বলা হয়। এনামেল খসিলে তাহা আর গজায় না।

দন্তের মধ্যভাগ তন্তু-সমষ্টি ও রক্তকোষে পূর্ণ।
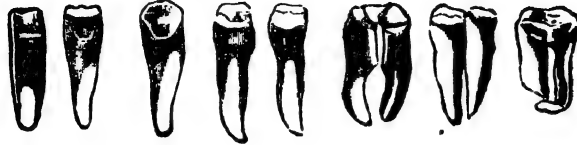
কর্ত্তনদন্ত পেষণদন্ত গজদন্ত

রক্তকোষ দাঁতের পুষ্টি যোগাইয়া থাকে। দাঁতগুলি মাড়ির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে। মাড়ির মধ্যে দন্ত যেখানে সংযুক্ত আছে, সেখানে অস্থির মত একরূপ পদার্থ দন্তকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে সিমেণ্ট বা পাথুরি বলে।

আমরা উপরে দন্তের গঠণ প্রণালীর আলোচনা করিলাম। কিরূপে উহা রক্ষা করা যায়, এইবার তাহার আলোচনা করিব।

## বাল্যকালে দাঁতের যত্ন

বাল্যকাল হইতেই দাঁতের যত্ন লইবার অভ্যাস করা উচিত। কিন্তু শিশু ত আর দাঁতের যত্ন লইবার মর্ম্ম বুঝে না, সুতরাং সে আপনা হইতেই অভ্যাস করিতে পারে না—বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য শিশুকে অভ্যস্ত করিয়া তোলা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ বাপ-মাই দন্তের স্বার্থকতা বুঝেন না; সুতরাং শিশুকে তাঁহারা বুঝাইবেন কি? শিশুকাল হইতেই যে তাহাদিগকে দাঁতনকাটি বা বুরুস ব্যবহার করাইতে শিক্ষা দিতে হইবে, এমন কোন বাধা-বাধকতা নাই। তবে তাহারা যাহাতে দাঁতের যত্ন লয়, সেটুকু শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া উচিত।

যে সকল শিশুদের সবে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের দাঁত যদি বোরিক এসিডের জল দিয়া এক টুকরা ন্যাকড়ার সাহায্যে নিয়মিত পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের দাঁতগুলি সুন্দর, সুশ্রী ও সবল হইতে পারে। এই সময়ে শিশু-দিগকে নবোদ্গত দন্তের সাহায্যে খাদ্য চিবাইয়া খাইতে শিক্ষা করান উচিত, এবং অল্প অল্প কঠিন খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহাদের দাঁত সবল হইবার সুযোগ পায়। বেশ করিয়া চিবাইয়া খাইলে দাঁতের মাড়ীতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া মাড়ী শক্ত হয়।

খাইবার পর শিশুর মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা না হইলে তাহাদের দাঁতের মধ্যে খাদ্যের কণা থাকিয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের দাঁতের নানা ব্যাধি হইতে পারে।

শিশুদের যখন দাঁত উঠে নাই, তখন হইতে যদি তাহাদের মুখ বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের মাড়ী সুস্থ থাকে এবং দুধে দাঁতগুলি সুন্দর হয়।

সত্য বটে দুধে দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে, কিন্তু দুধে দাঁত যদি ভাল হয়, তাহা হইলে পরে যে স্থায়ী দাঁত উঠিবে, তাহাও যে ভাল হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শিশুরা একটু বড় হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে

দাঁতন বা টুথব্রাস ব্যবহার করিতে শিখান কর্ত্তব্য। কারণ দাঁতের মধ্যে খাদ্যের কণা আটকাইয়া থাকিলে তাহা হইতে মুখের মধ্যে ল্যাক্‌টিক্ এসিড তৈয়ারী হয়। উহা দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে, এবং উহা হইতে দাঁতের গোড়া ফুলা, দন্তশূল প্রভৃতি রোগ হইতে পারে।

দুধে দাঁতের অযত্ন লইলে স্থায়ী দাঁতও খারাপ হইবে। উহারও যে সর্ব্বদা যত্ন লওয়া উচিত, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

শিশুরা যখন অত্যন্ত শিশু থাকে, তখন মায়েরা তাহাদের দাঁতের যত্ন লন না বলিয়া বিলাতের শতকরা ৯৭টি ছেলের দাঁত খারাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

## দন্ত পরিপাক যন্ত্রের অঙ্গ স্বরূপ

সুস্থ শুভ্র দন্তগুলি যে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খাদ্য পরিপাকের উহা উহা যে কতটা সহায়তা করে, তাহাই এই স্থানে আলোচনা করিব।

দন্তের সাহায্যে আমরা খাদ্য চর্ব্বণ করিতে পারি বলিয়াই খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। গলাধঃকরণ করিয়া খাইলে এ সৌভাগ্য আমাদের হইত না। যে খাবার মুখে ভাল লাগে, তাহা লোকে সাধারণতঃই একটু ধীরে ধীরে খাইয়া থাকে, এবং শিশুরা ভাল খাবার পাইলে উহা যে চাখিয়া চাখিয়া একটু একটু করিয়া খায়, তাহা কে না জানে? আস্বাদ লইবার জন্যই যে খাদ্য চিবাইয়া খাই এবং খাওয়া উচিত, তাহা নহে। খাদ্য গিলিয়া খাইলে পরিপাক যন্ত্র তাহা হজম করিতে পারে না। প্লীহা যকৃৎ পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে, কিন্তু গিলিত খাদ্য তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না,—তাহারা তাহাদের কার্য্য করিতে বিরত হয়। কিছুদিন এইরূপ চলিলে পর, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে, আদৌ কার্য্য করে না।
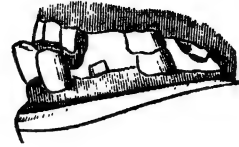
ফোক্‌লা দাঁত

ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ারম্যান ষ্টোকার যেমন জাহাজে ইন্ধন যোগাইয়া শক্তি সঞ্চারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং উহার জন্য দায়ী থাকেন, তেমনি দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য দন্ত বহুল পরিমাণে দায়ী। দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে বা ক্ষয় হইয়া গেলে দেহে শক্তি সঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটে।

মুখের মধ্যে খাদ্য যখন চর্ব্বিত হয়, তখন হইতেই খাদ্য পরিপাকের কার্য্য আরম্ভ হয়। খাদ্য যত সূক্ষ্ম ভাবে পিষ্ট হয়, পিত্ত রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ততই সহজে উহা পরিপাচিত হয়। খাদ্যের সহিত মুখের লালা যত বেশী পরিমাণে মিশ্রিত হয়, ততই শ্বেতসার চিনিতে পরিণত হইবার সুযোগ পায়, এবং পরিপাক যন্ত্রের কার্য্য সরল হইয়া আসে।

দাঁত যে কেবল পরিপাকেরই সহায়তা করে, তাহা নহে, কথা বলিতেও উহা যথেষ্ট সাহায্য করে। দু'একটা দাঁত যদি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের মত সুস্পষ্ট ভাবে কথা কহিতে পারা যায় কি?

ফাঁকের মধ্য দিয়া জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে, কথা কহিতে যাইয়া ফক্ ফক্ করিয়া "ফ"এর উচ্চারণ বেশী হইয়া পড়ে। যৌবন থাকা সত্ত্বেও মুখের সৌন্দর্য্য অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়। মুখের

মাঝে অকাল বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

## দন্তশূল

দন্তশূলের যে কি অসহ্য যাতনা, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহই বুঝিবে না। এই যাতনা কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে—অসহ্য যাতনায় জীবন অসহনীয় হইয়া উঠে। কোন ঔষধেই ফলোদয় হয় না। বহু প্রশংসিত ও বহু বিজ্ঞাপিত সকল প্রকার দন্তশূলের ঔষধই হার মানে—কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম হয় না।

শরীরাভ্যন্তরস্থিত কোন যন্ত্রের বিকলতা বশতঃ দন্তশূল হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা খারাপ দাঁতের জন্যই হইয়া থাকে। যতক্ষণ দন্তশূল না হয়, ততক্ষণ কোন দন্ত যে ভিতরে ভিতরে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহা সন্দেহই হয় না।

দাঁতে সাধারণতঃ, যে রোগ হয় তাহাকে দন্তক্ষয় রোগ (Caries) বলে। এনামেল কোনরূপে ভাঙ্গিয়া গেলে অস্থিতে ক্ষয় আরম্ভ হয়, এবং উহা অতি শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইহেতু এনামেল আরও এত পাতলা হইয়া আসে যে, উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং অজ্ঞাতসারে দাঁতের মধ্যে একটি গর্ত্ত হয়। তাহার পর দন্তের স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া গোড়া ফুলিয়া উঠে, এবং ঠাণ্ডা, গরম বা তরল খাদ্য বা মিষ্ট কোন খাবার খাইলেই যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ব্যাধি যতই দাঁতের গোড়ায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে থাকে, ততই যাতনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দাঁতের গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে মুখের মধ্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে পরিপাক শক্তির নানা বিঘ্ন ঘটিতে থাকে, এবং স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া আসে। তদ্ভিন্ন এইরূপ দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নানা রোগ-জীবাণুর আশ্রয় স্থান হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষয় প্রাপ্ত দাঁতের গোড়ার চতুর্দ্দিকে এই সকল জীবাণু জমা হইতে থাকে। খাদ্যের সহিত তাহা উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অজীর্ণ এবং অন্যান্য উদর সংক্রান্ত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া বসে। দন্তক্ষয় দাঁত যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হইতে পারে; সুতরাং মাঝে মাঝে ডাক্তারকে দিয়া দাঁত পরীক্ষা করান উচিত। ইহাতে সহজেই রোগ ধরা পড়ে, এবং দন্তক্ষয়ের একটা প্রতিকার করা যাইতে পারে। যদি কোন দাঁত বেশীরকম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখনই তাহা তুলিয়া ফেলা এবং কৃত্রিম দন্ত করিয়া লওয়া উচিত। তাহাতে মুখের অবস্থাও ভাল থাকিবে, এবং চর্ব্বণ করিতে বাধা ঠেকিবে না।

## দন্তের অপকারী খাদ্য

চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যে, কতকগুলি খাদ্য দাঁতের অপকারী। অধিক মিষ্টি ও শ্বেতসার-যুক্ত খাবার, এসিডযুক্ত ঔষধ, টক ফল প্রভৃতি খাইলে দাঁতের ক্ষতি হইতে পারে, যদি উহাদের কণা দাঁতের মধ্যে আটকাইয়া থাকিয়া যায়।

প্রতিবার খাওয়ার পর যদি দাঁত বেশ করিয়া ব্রুস দিয়া মাজিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর দাঁত খারাপ হইবার ভয় থাকে না। নহিলে খাদ্য কণা দন্তের মধ্যে থাকিয়া যায়। তাহা হইতে ল্যাকটিক এসিড প্রস্তুত হইয়া দাঁতের এনামেল খারাপ করিতে আরম্ভ করে, এবং পরিশেষে দাঁতটি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

সাধারণ লোকের ধারণা, কোন না কোন আকারে তামাকু সেবন করিলে দাঁত খারাপ হইয়া যায়। এ ধারণা সত্য নয়। পরিমিত সেবনে দাঁতের রঙ্ একটু খারাপ হইয়া যায়, তাহা ভিন্ন দাঁতের অন্য কোন ক্ষতি হয় না। জনৈক দাঁতের ডাক্তার ধূমপান করিতেন। তিনি বলিতেন, তামাকু

সেবনে দাঁতের ক্ষতি হয় না, বরং পরিমিত সেবনে দন্তরোগ হইতে পারে না।

খাদ্য বেশ করিয়া চর্ব্বণ করিবে। তাহা হইলে দাঁত যে কেবল সবল এবং সুস্থ হইবে তাহা নহে; উহাতে দন্ত পরিষ্কৃত থাকিবে। বাল্যে, যৌবনে এবং প্রৌঢ়ে, যতদূর সম্ভব,শক্ত জিনিষ বেশ করিয়া চিবাইয়া খাইবে। তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়সে দাঁত পড়িয়া যাইবার ভয় থাকিবেনা।

## দন্ত ধাবন

টুথব্রুস ব্যবহার করিতে হইলে সুন্দর কোমল ব্রুস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রাত্যঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উত্তম রূপে দন্ত ধাবন করিবে। গরম লবণ জল ব্যবহার করিলে, মুখের ভিতরে জীবাণু থাকিতে পারে না, এবং দাঁতের গোড়া ও মাড়ী বেশ শক্ত হয়, মুখও বেশ পরিষ্কার, সুস্থ ও মিষ্ট আস্বাদযুক্ত থাকে।

দন্ত ধাবন

ব্রুস ব্যবহার করিলে উহা পার্শ্বদিকে না টানিয়া, উপর নীচে এবং নীচ উপর ভাবে টানা উচিত। পাশাপাশি টানিলে খাদ্য কণা দন্তের মধ্যে সংলগ্ন থাকিয়া যাইতে পারে, এবং উহা দাঁতের এনামেল খারাপ করিয়া দেয়।
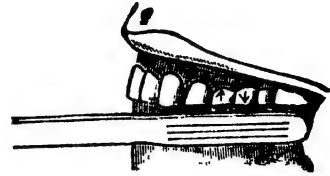
উপরেয় দাঁতে বুরুস নীচের দিকে টানিতে হইবে

গরম লবণ জল বা অন্য কোন প্রকার বীজাণু নাশক দন্তধাবন ব্যবহার করা উচিত। উহা
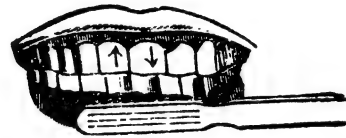
নীচের দাঁতে বুরুস উপর দিকে টানিতে হইবে

ভালরূপে কুলি করিয়া গলার ভিতর পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া লইবে।

প্রতিবার খাওয়ার পর ব্রুস ব্যবহার করা উচিত। তাহার যদি সুবিধা না হয়, তাহা হইলে রাত্রি-বেলা একবার ব্রুস দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া লইবে।

যে লোক মুখ প্রক্ষালন করে না, সকলেই বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গ পরিহার করে। কিন্তু যে
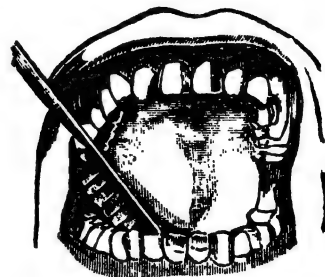
দাঁতের ভিতর দিক পরিষ্কার

সকল নরনারী নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করে, তাহার

মুখের জন্য বিরক্ত হইয়া কেহ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে না।

দাঁতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে সুদে আসলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। সৈন্যদের যেমন ভাবে কুচকাওয়াজ করিতে শিখান হয়, শিশুসন্তানদের তেমনিভাবে দাঁতের সম্বন্ধে শিক্ষা দিবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা কখনও দন্তের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিবে না।

## কৃত্রিম দন্ত

কৃত্রিম দন্তের সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করা যাক।

অনেকেই কৃত্রিম দন্ত সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন। অবশ্য এরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই দাঁত বেশ সুস্থ। যাহা হউক, কোন দাঁত যদি খারাপ হইয়া যায়, ডাক্তার দেখাইয়া সে দাঁত তুলাইয়া ফেলিবে, এবং সেই স্থলে কৃত্রিম দন্ত করিয়া লইবে।

এরূপ মুখের চেয়ে কৃত্রিম দাঁত ভাল

নিজে নিজে কখনও দাঁত তুলিয়া ফেলিবে না, কিম্বা অনভিজ্ঞ লোককে দিয়াও তুলাইবে না। যে দন্তের বিশেষজ্ঞ এবং বিনা যাতনায় দাঁত তুলিতে পারিবে, তাহাকে দিয়া দাঁত তুলিবে, এবং সেই-স্থলে কৃত্রিম দাঁত করাইয়া লইবে। মাড়ী শক্ত হইয়া গেলে উহার ব্যবহারে বিশেষ কিছুই অসুবিধা হইবে না।

স্বাভাবিক দাঁতের যেরূপ যত্ন লওয়া প্রয়োজন, কৃত্রিম দন্তেরও ঠিক তেমনি যত্ন লওয়া দরকার; নহিলে উহা সুস্থ দন্তের ক্ষতি করিবে।

রাত্রে কৃত্রিম দন্ত খুলিয়া ব্রুস দিয়া ধুইয়া বোরিক এ্যসিডের দ্রাবণে বা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে।

স্বাভাবিক দন্ত সুস্থ রাখা আদৌ কঠিনও নয়, ব্যয় সাপেক্ষও নয়; কিন্তু উহার যত্ন লইতে অবহেলা করিলে যে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীরাই বোঝে। প্রতিদিন যদি পাঁচ মিনিট করিয়া দাঁতের যত্নের জন্য ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে সারাজীবনে দাঁতের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। সকলেরই এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, আর যে কোন কাজ করিতেই ভুল হউক, প্রতিদিন বেশ করিয়া দাঁত পরিষ্কার করিতে যেন ভুল না হয়। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিলে জীবনে অনেক রোগ-যন্ত্রনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

—•—

# মুরগী নির্ব্বাচন

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

পূর্ব্বে আমরা উৎকৃষ্ট মোরগের বিবরণ প্রদান করিয়াছি। মুরগীর ব্যবসায় করিতে হইলে, কত প্রকারের ভাল মুরগী আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। পূর্ব্ব-প্রদত্ত বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে। মুরগী সম্বন্ধে এইটুকু জ্ঞানই ব্যবসায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ভারতের আবহাওয়া কোন্ মুরগী সহ্য করিতে পারে, কোন্ মুরগী কিরূপ ডিম পাড়ে ইত্যাদি নানা কথা জানিবার আছে। ব্যবসায়ের জন্য মুরগী নির্ব্বাচন পক্ষে এই জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

মুরগী অনেক প্রকারের আছে। কতকগুলি মুরগী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। যাঁহারা সখ করিয়া মুরগী পুষিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সকল মুরগী রাখা পোসাইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের পক্ষে উহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কতকগুলি মুরগী দেখিতে ভাল, অথচ তাহাদিগকে রাখিয়া আয়ও বেশ হয়। ইহাদিগকে সকলেই পুষিতে পারে। কতকগুলি পাখী ভারতের আবহাওয়া একেবারেই সহ্য করিতে পারেনা। আবার কতকগুলি মুরগী যে কেবল ভারতের আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে তাহা নহে, এখানে তাহারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি ও করে।

মোটামুটি ভাবে এই কয় প্রকারের মুরগী আছে। এখন যিনি যে উদ্দেশ্যে মুরগী রাখিবেন, তিনি সেই অনুসারে পাখী নির্ব্বাচন করিবেন।

## উদ্দেশ্য

নানা লোকের নানারূপ উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু মুরগী হিন্দুদের নিকট এমন অস্পৃশ্য হইয়া আছে যে, সকলকার সকল উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, যদিও নিতান্ত গোঁড়া হিন্দুদেরও তলে তলে সব চলিয়া থাকে, অন্ততঃ গোপনে অস্পৃশ্য ও অখাদ্যে অরুচি দেখা যায় না। যাহা হউক, যাঁহারা মুরগী অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা কেহ সখ করিয়া মুরগী পালন করেন, কেহ সখও করেন, সেই সঙ্গে কিছু আয়েরও সংস্থান করেন; আবার কেহ নিছক ব্যবসায় ব্যপদেশে মুরগী পালন করিয়া থাকেন।

সখ করিয়া মুরগী পুষিয়া থাকেন, এরূপ লোক এ দেশে বিরল। সুতরাং ফ্যান্সি মোরগের কথা এখানে আলোচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত।

মুসলমানেরা আহারের জন্য এবং কিছু আয়ের জন্যও বটে, মোরগ পুষিয়া থাকে দেখিতে পাই। তবে তাহারা সাধারণতঃ যে সকল মোরগ পুষিয়া থাকে, তাহা নিতান্তই সাধারণ মোরগ। তাহারা যদি ভাল জাতের মোরগ পালন করে, তাহা হইলে তাহাদের বেশী আয় হইতে পারে, এবং চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা দুই চারিটি ভাল জাতের মোরগ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া, অচিরে প্রকাণ্ড মুরগীর পালের অধিকারী হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, মুসলমানদের মত হিন্দুদেরও এইরূপ মুরগী, ছাগল বা ভেড়া পালন করা উচিত। ইহাদ্বারা অল্প আয়াসে, অল্প মূলধনে বেশ দুই পয়সা আয় হইয়া থাকে। পশ্চিম দেশীয় এবং বিহার অঞ্চলের লোকেরা কলিকাতায় দুই চারিটা ছাগল পুষিয়া ছাগলের দুধ এবং ছাগল-ছানা বিক্রয় করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীর সেই চাকরি ভিন্ন আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

যাহা হউক, মুরগীর ব্যবসায়ের কথা বলিতে

ছিলাম। মোরগের ব্যবসায় করিতে হইলে সেই সকল মোরগ নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, যাহাদের ধাতের সহিত ভারতের আবহাওয়া থাপ খায়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ব্যবসায়ে লোকসান সহিতে হইবে। অতএব কোন্ কোন্ জাতের মোরগদের ভারতের আবহাওয়া সহ্য হইবে, তাহা জানিয়া রাখা দরকার।

## এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী মোরগ

কয়েক প্রকার অতি সুদৃশ্য মোরগ আছে। কিন্তু ভারতে পালন করিবার পক্ষে তাহারা উপযুক্ত নহে। এখানকার আবহাওয়া যদিই-বা তাহাদের সহ্য হয়, তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়-ব্যপদেশে তাহাদের যে কোন সার্থকতা নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে সকল স্পেন দেশীয় মোরগের মুখ সাদা, তাহারা এই পর্য্যায়ের মোরগ। এই সম্পর্কে সকল প্রকার পোলণ্ড দেশীয় মোরগ, ক্রিয়ভ কুয়ার ( creve coer ) এবং ব্যাণ্টম মোরগের নাম করা যাইতে পারে। ডোর্কিং খুব ভাল জাতের মোরগ, কিন্তু সহজেই উহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। হুডানও নামজাদা মোরগ, কিন্তু ভারতের সকল স্থান উহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। বাঙ্গলা, আসাম এবং ডুয়ার্সে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। সুতরাং এই প্রদেশগুলি উহাদের পালনের একেবারে অনুপযোগী। পাঞ্জাব এবং মধ্য প্রদেশে হুডান পালন করা যাইতে পারে।

## উৎকৃষ্ট ডিম উৎপাদনকারী মোরগ

নিম্নলিখিত মোরগগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ডিম প্রদান করে :—

১। ওয়েনডোট

২। রোড আইল্যাণ্ড রেড

৩। অর্পিংটন

৪। ল্যাংসান

৫। রক

৬। সাসেক্স

৭। ব্রহ্ম

৮। চট্টগ্রাম

৯। কোচিন

১০। গেম বা লড়ায়ে মোরগ এ সকলগুলিই বড় জাতের মোরগ। ছোট আকারের মোরগদের মধ্যে।

১। লেগহর্ণ

২। মিনর্কা

৩। এণ্ডালুসিয়ান

৪। কেম্পাইন উত্তম ডিম দেয়।

একই জাতের সকল মুরগীই যে একই প্রকার ডিম দেয় তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায়, ভাল জাতের মুরগী অত্যন্ত খারাপ ডিম দিতেছে, আবার খারাপ জাতের মুরগী অতি সুন্দর ডিম পাড়িতেছে। কিন্তু যে মুরগী উত্তম ডিম প্রদান করে, সেই মুরগীর সহিত মোরগ মিলিত করিয়া দিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া, সেই সন্তানগুলির মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট মুরগী নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার সহিত মোরগ মিলিত করতঃ, সন্তান উৎপাদন করিলে এবং এমনি ভাবে অগ্রসর হইলে উৎকৃষ্ট ডিম-প্রদানকারী মোরগ উৎপাদিত হইবে।

## বড় মোরগ

( ১ ) ব্রহ্মা,

( ২ ) ল্যাংসান,

( ৩ ) অর্পিংটন,

( ৪ ) রক,

(৫) চট্টগ্রাম
(৬) ওয়েনডোট,
(৭) গেম,
(৮) কোচিন,
(৯) সাসেক্স, এবং
(১০) রোড আইল্যাণ্ড রেড বড় জাতের মোরগ।

## শক্তিশালী মোরগ

(১) ব্রহ্ম,
(২) ল্যাংসান,
(৩) চট্টগ্রাম
(৪) অর্পিংটন,
(৫) রক,
(৬) ওয়েনডোট
(৭) সাসেক্স,
(৮) কোচিন,
(৯) গেম এবং
(১০) রোড আইল্যাণ্ড রেড।

## উৎকৃষ্ট মেজের মোরগ

(১) আসীল বা গেম
(২) চট্টগ্রাম
(৩) ল্যাংসান,
(৪) ওয়েনডোট
(৫) রক,
(৬) অর্পিংটন
(৭) সাসেক্স এবং
(৮) রোড আইল্যাণ্ড রেড।

## ডিম

সাধারণ লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, যে ডিমের খোলা সাদা সে ডিম অপেক্ষা, যে ডিমের খোলা লাল সেই ডিম উৎকৃষ্ট। এই ধারণার মধ্যে কতক পরিমাণে সত্য আছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

ল্যাংসান, গেম, আসীল, প্লাইমাউথ, রক, ব্রহ্ম, কোচিন, অর্পিংটন, রোড আইল্যাণ্ড রেড এবং ওয়েনডোট যে ডিম পাড়ে, তাহা উৎকৃষ্ট এবং তাহার খোলা লাল। স্পেন দেশীয় এবং পোলাণ্ড দেশীয় মুরগী যে ডিম পাড়ে, তাহার রঙ সম্পূর্ণ সাদা। ব্যাণ্টাম এবং হ্যামবার্গের ডিম ছোট হইলেও উহাদের ডিমে বেশ সুগন্ধ আছে। বড় ডিমের ওজন দুই হইতে আড়াই আউন্স, অর্থাৎ পাঁচ হইতে ছয় তোলা পর্য্যন্ত হয়; সাধারণ ডিম দেড় আউন্সের অধিক হয় না।

একই জাতের সকল মুরগীই যে আকারে এবং বর্ণে একই প্রকার ডিম পাড়ে, তাহা নহে। ব্রহ্ম, প্লাইমাউথ রক, ওয়েনডোট এবং অর্পিংটং জাতীয় কোন মুরগী সাদা ডিম পাড়ে, আবার কোন মুরগী লাল ডিম পাড়ে।

হুডান, লেগহর্ণ, হ্যামবার্গ, মিনোর্কা, কেম্পাইন এবং এণ্ডালুসিয়ান জাতীয় মুরগী ডিমে তা দিতে চাহে না। উহাদিগকে পালন করিতে হইলে যে সকল মুরগী ডিমে ভালরূপ তা দিতে পারে, সেই সকল মুরগী কিম্বা ইনকুবেটর রাখা প্রায়োজন।

## সুমাতা

সকল জাতের মুরগীই সুমাতা নহে, অর্থাৎ সকল মুরগীই ভালরূপে ডিমে তা দিয়া ছানা ফুটাইয়া সন্তানগুলিকে উত্তমরূপে পালন করিয়া তুলিতে পারে না; সুতরাং মুরগীর ব্যবসায় করিতে হইলে কোন্ জাতের মুরগী সুমাতা এবং কোন্ জাতের মুরগী সুমাতা নহে, কোন্ জাতের মুরগী ভালরূপে ডিমে তা দেয়,

এবং কোন্ জাতের মুরগী ডিমে তা দিতে পারে না, তাহা জানা প্রয়োজন। সিল্কি, ওয়েনডোট, এবং ব্যাণ্টাম জাতীয় কোন কোন মুরগী সুমাতা এবং ডিমে তা দিতেও সুনিপুণ। ব্রহ্ম, কোচিন, রক, অর্পিংটন এবং ল্যাংসান সুমাতা এবং ডিমে তা দিতে সুনিপুণ বটে, কিন্তু উহাদের দেহ অত্যন্ত ভারী এবং উহারা তেমন সাবধানও নহে, সুতরাং উহারা অনেক সময় ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই কারণে ভারী মুরগীকে ডিমে তা দিতে নিযুক্ত করিতে নাই। গেম এবং চট্টগ্রাম মুরগী সুমাতা এবং ডিমে তা দিতে সুনিপুণ বটে, কিন্তু যদি উহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখা যায়, তাহা হইলে উহারা অন্যান্য মুরগীর ছানা মারিয়া ফেলিবে। অন্য মোরগ বা মুরগীর সহিত ঝগড়া করিয়া যদি উহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহারা আপন সন্তানদেরও মারিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই কারণে উহাদেরও ডিমে তা দিতে নিযুক্ত করা উচিত নহে। দেশী যে সকল মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে পাতি মুরগী বলে। সুমাতার দিক দিয়া পাতি মুরগীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে একথা মনে রাখা উচিত, একই জাতের সকল মুরগীই যে সমান সুমাতা হইবে, তাহা নহে।

## কোন জাতের মুরগী পালন করা উচিত

সখ করিয়া বা ভাল ভাল মুরগী উৎপাদন করিবার জন্য যদি মুরগী পালন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে

১। ব্রহ্ম
২। কোচিন,
৩। ল্যাংসান,
৪। অর্পিংটন,
৫। রক,
৬। ওয়েনডোট,
৭। সিল্কি,

ইহাদের মধ্যে যে কোন মোরগ পালন করা যাইতে পারে। আহার এবং বিক্রয় এই উভয় উদ্দেশ্যেই যদি মোরগ পুষিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত যে কোন জাতের মোরগ নির্ব্বাচিত করিতে পারা যায়—

১। ওয়েনডোট,
২। ল্যাংসান,
৩। অর্পিংটন,
৪। রক,
৪। সাসেক্স,
৬। ব্রহ্ম।

কিন্তু ব্যবসায় করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, অর্থাৎ ডিম ও মুরগী বিক্রয় করিয়া যদি লাভবান হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে,

১। ওয়েনডোট,
২। অর্পিংটন,
৩। ল্যাংসান,
৪। রোড আইল্যাণ্ড রেড,
৫। রক,
৬। ব্রহ্ম এবং
৭। চট্টগ্রাম

জাতীয় মোরগদের মধ্যে যে কোন জাতীয় মোরগ নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়।

সকল প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সখ করিয়া উৎকৃষ্ট মোরগ উৎপাদন করিবার জন্য, বাড়ীতে খাইবার জন্য এবং ডিম ও মুরগী বিক্রয় করিয়া কিছু আয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত জাতীয় যে কোন মুরগী পালন করিতে পারা যায়।

১। ল্যাংসান,
২। অর্পিংটন,
৩। ওয়েনডোট,

৪। চট্টগ্রাম,
৫। রক,
৬। ব্রহ্ম,
৭। রোড আইল্যাণ্ড রেড।

## ভারতীয় মোরগ

ভারতে অনেক জাতের মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে এক জাতের মোরগ দেখিতে লেগহর্ণ এবং হ্যাম্বার্গের মত। উহারা মন্দ ডিম পাড়ে না। আর এক জাতের ভারতীয় মোরগের সহিত সাসেক্স, রক, ওয়েনডোট মোরগের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উহারা আকারে ছোট এবং উহাদের বর্ণও নানা রঙের। উহারা উত্তম ডিম দেয়। সারা ভারতেই এই সকল মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে বাঙ্গলা দেশেই উহাদের আধিক্য বেশী। এই জাতীয় মুরগীর সহিত চট্টগ্রাম মোরগ মিলিত করিয়া যে সন্তান উৎপাদিত হইয়াছে, মেজে খাইবার পক্ষে তাহাদের মাংস বেশ উপযোগী। পশ্চিম ভারতে বুসরা নামক একজাতীয় মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের পক্ষে উহারা অত্যন্ত উপযোগী। উহারা প্রচুর ডিমও দেয়, এবং যে সন্তান উৎপাদিত হয়, আহারের পক্ষে তাহারা বেশ উপযোগী।

## লাভের পন্থা

খারাপ জাতের মোরগ রাখিতে যে ব্যয় হয়, ভাল জাতের মোরগ রাখিতে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র বেশী ব্যয় হয় না। কিন্তু ভাল জাতের মোরগ পুষিলে প্রচুর ডিম, উৎকৃষ্ট মোরগছানা পাওয়া যায়, সুতরাং উহা বিক্রয় করিয়া বেশী আয় হয়। যাহাতে এক জাতের মোরগ অন্য জাতের মুরগীর সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কর সন্তান উৎপাদন না করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, বা সঙ্কর সন্তান উৎপাদন না করাই উচিত। যদি ব্যবসায় ব্যপদেশে সঙ্কর সন্তান উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যাহাতে কতকগুলি খাঁটি থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি সমজাতীয় মোরগ এবং মুরগী ও কতকগুলি ভিন্ন জাতীয় মুরগী রাখা উচিত। সমজাতীয় মুরগীরা যে ডিম পাড়িবে, তাহা হইতে খাঁটি মোরগ উৎপন্ন করিয়া, ষ্টক ঠিক রাখিতে হইবে, এবং ভিন্ন জাতীয় মুরগীর ডিম এবং ছানা বিক্রয় করিয়া আয় করিতে পারা যাইবে।

খাঁটী জাতের ছানা বা মুরগী বিক্রয় করিয়া বেশী দাম পাওয়া যাইবে। সঙ্কর মোরগ উৎপাদন করিয়াও অবশ্য ভাল দাম পাওয়া যাইবে। কিন্তু খাঁটি বিক্রয় করিয়া যেরূপ পাওয়া যাইবে, সঙ্কর বিক্রয় করিয়া সেরূপ পাইবার আশা করা যায় না।

## সঙ্কর উৎপাদনের নিয়ম

নিম্নলিখিত নিয়মে সঙ্কর মোরগ উৎপাদন করিলে যে সন্তান উৎপাদিত হইবে, তাহা টেবিলে খাইবার পক্ষেও ভাল এবং ডিমও দিবে বেশ।

( ১ ) ল্যাংসান, রক, ওয়েনডোট, অপিংটন, রোড আইল্যাণ্ড রেড, ব্রহ্ম, এবং মিনোর্কা মুরগীর সহিত ভারতীয় লড়াইয়ে-মোরগ বা চট্টগ্রাম-মোরগ মিলিত করিলে যে সন্তান উৎপাদিত হইবে, তাহা টেবিলে খাইবার পক্ষে ভাল, এবং উহারা প্রচুর ডিমও দিবে।

( ২ ) ভারতীয় লড়াইয়ে-মুরগী এবং চট্টগ্রাম-মুরগীর সহিত ল্যাংসান, অপিংটন, ওয়েনডোট, রোড আইল্যাণ্ড রেড বা ব্রহ্ম-মোরগ মিলিত করিলে যে সন্তান উৎপাদিত হইবে, তাহা টেবিলে খাইতেও ভাল এবং তাহারা ডিমও দিবে প্রচুর।

( ৩ ) সাদা বা বার্ডরক, সাদা ওয়েনডোট এবং সাদা অপিংটনের মিলনেও ভাল সন্তান উৎপাদিত হয়।

(৪) কাল ল্যাংসান, কাল অর্পিংটন এবং কাল ব্রহ্ম মিলনেও ভাল ফল পাওয়া যায়। কাল মিনোর্কা মুরগীর সহিত কাল ল্যাংসান মোরগ মিলাইয়া যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারা প্রচুর ডিম প্রদান করে।

(৫) রোড আইল্যাণ্ড রেড, সাদা ওয়েনডোট এবং সাদা অর্পিংটনের মিলনেও উৎকৃষ্ট সঙ্কর সন্তান উৎপাদিত হয়।

(৬) ব্রহ্ম বা কোচিন মুরগীর সহিত ডোকিং বা সাসেক্স মোরগ সংযোজিত করিয়া যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারা টেবিলে খাইবার উপযোগী।

(৭) ব্রহ্ম মুরগীর সহিত রক মোরগের মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারা বেশ ডিমও দেয়, এবং উহাদের মাংস টেবিলে খাইবারও উপযোগী।

(৮) ভারতীয় লড়াইয়ে-মোরগ, চট্টগ্রাম বা ব্রহ্মের সহিত ডোকিং এবং সাসেক্সের মিলনে টেবিলে খাইবার উপযোগী উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদিত হয়।

যে ভাবে সঙ্কর উৎপাদন করিবার কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, সেই ভাবে কার্য্য করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই নিয়ম অনুসারে কাজ না করিলে বা যথেচ্ছভাবে মিলন হইতে দিলে, ফল খারাপ হইবার সম্ভাবনা। সঙ্কর উৎপাদন না করাই ভাল; যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত বিধি মানিয়া চলাই যুক্তিসঙ্গত।

যখন এক জাতের সহিত অন্য জাতের সঙ্কর উৎপাদন করা হয়, তখন মোরগ এবং মুরগীর রঙ যতদূর সম্ভব এক প্রকার দেখিয়া নির্ব্বাচিত করা উচিত। যদি মুরগীর পা লম্বা হয়, তাহা হইলে যে মোরগের পা ছোট, তাহার সহিত মিলিত করা উচিত। আবার মোরগের পা যদি লম্বা হয়, তাহা হইলে যে মুরগীর পা ছোট তাহার সহিত মিলিত করিবে। মোরগ এবং মুরগী যাহাতে বড়, প্রশস্তদেহ এবং স্বাস্থ্যবান হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

সঙ্কর মোরগগুলি তিন চার মাসের হইলে তাহাদিগকে টেবিলে আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্কর মুরগীগুলি ডিম পাড়িবার জন্য রাখিয়া দিবে। এই মুরগীর জনক যে জাতের, সেই জাতের মোরগের সহিত উহাদিগকে মিলিত করিবে। প্রতিবৎসর এইভাবে অগ্রসর হইবে। সঙ্কর মুরগীগুলি যখন ১৯।২০ মাসের হইবে, তখন তাহাদিগকে বেচিয়া ফেলিবে বা খাইয়া ফেলিবে।

## দেশী মুরগীগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবার উপায়

দেশী মুরগীর সহিত চট্টগ্রাম, ল্যাংসান, অর্পিংটন, ওয়েনডোট বা রোড আইল্যাণ্ড রেড মোরগ মিলিত করিয়া যে সন্তান জন্মিবে, তাহারা সাধারণ দেশী মোরগ এবং মুরগী অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া উঠিবে। প্রথমে ষোলটি বড় এবং উৎকৃষ্ট দেশী মুরগী সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার পর চট্টগ্রাম, ল্যাংসান, অর্পিংটন, ওয়েনডোট বা রোড আইল্যাণ্ড রেড—ইহাদের মধ্যে যে কোন জাতীয় দুইটী মোরগ লইয়া ষোলটি দেশী মুরগীর সহিত মিলিত করিয়া দিতে হইবে। উহাদের যে সন্তান হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে আবার ষোলটি উৎকৃষ্ট মুরগী বাছিয়া লইয়া, উহাদের জনক যে জাতীয় সেই জাতীয় দুইটী মোরগ লইয়া উহাদের সহিত মিলিত করিতে হইবে। পর বৎসর উহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট ষোলটি মুরগী বাছিয়া লইয়া পিতৃজাতীয় দুইটি মোরগের সহিত মিলিত করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে অগ্রসর হইলে, দেশী মুরগীর অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হয়।

দেশী মুরগীর উন্নতির জন্য জনৈক মুরগী ব্যবসায়ী

যে ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

প্রথমে তিনি ষোলটি উৎকৃষ্ট দেশী মুরগী সংগ্রহ করিয়া, চট্টগ্রাম-মোরগদের সহিত মিলিত করাইলেন। উহাদের যে সন্তান হইল, তাহাদের মধ্য হইতে ষোলটি উৎকৃষ্ট মুরগী সংগ্রহ করিয়া, দুইটি ব্রহ্ম-মোরগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। উহাদের যে সন্তান হইল, তাহাদের মধ্য হইতে ষোলটি উৎকৃষ্ট মুরগী লইয়া ক্ষুদ্র পা-যুক্ত ল্যাংসান বা অর্পিংটন মোরগ মিলিত করিলেন। পরিশেষে উহাদের উৎকৃষ্ট ষোলটি সন্তান বাছিয়া লইয়া, দুইটি ল্যাংসান বা অর্পিংটন মোরগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। ইহাদের যে সন্তান হইল, তাহারা বড়, ভারী এবং প্রচুর ডিমদাত্রী হইল; তবে ইহাদের আকার নানা প্রকারের এবং দেখিতে বিবিধ বর্ণের হইয়াছিল।

যে সকল মোরগের রক্তে ভিন্ন জাতের রক্ত মিলিত হয় নাই, সেই সকল মোরগের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। সঙ্কর মোরগের সহিত সঙ্কর মুরগীর মিলন হইতে দেওয়া একেবারে উচিত নহে। দেশী মুরগীকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য যখন প্রতিবার মিলনে একই জাতের মোরগী নিয়োজিত করা হয়, তখন যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দেশী মোরগ উন্নত করিয়া তুলিবার এই প্রক্রিয়ায় ব্যয় অতি সামান্যই হয়। ত্রিশ টাকার মধ্যেই দুইটা উৎকৃষ্ট ভাল মোরগ পাওয়া যাইবে। পরিশেষে এই কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া রাখি যে, উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় মোরগ উন্নত করিবার জন্য যে সকল মুরগী নির্ব্বাচিত করা হইবে, তাহাদের দেহ সুগঠিত, প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যবান হওয়া চাই, এবং তাহারা যেন ভালরূপ ডিম পাড়ে।

## ভারতে মুরগী পালন

বর্ত্তমানে সারা জগত ব্যাপিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগী পালনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আমেরিকা, আয়ারলণ্ড, ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন—সকলেই বুঝিয়াছে, মুরগী পালন এবং পশুপালন অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়। পাশ্চাত্য জগতের কত লোক যে ইহাকে জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই, এবং কত লোক যে উহা অবলম্বন করিয়া লাখপতি ক্রোড়পতি হইয়াছে, তাহারই বা সংবাদ রাখে কে? ভারতে যাহারা অহিন্দু, তাহারা অনেকে মুরগী পালন করিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় উহা এতই সামান্য যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় বলিলেও চলে।

আজ বাংলা দেশে বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। চাকুরির বাজারে চাকুরি দুর্ম্মূল্য হইয়া ওঠায়, তাহাদের মধ্যে ব্যবসায়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই। ইহা যদি সত্য হয়, চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর যদি ইহা আন্তরিক কামনা হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে ইহা মঙ্গলের সূচনা বলিতে হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, হিন্দু তাহার হিন্দুত্বের গোঁড়ামি লইয়া, আর্য্যামির শর্ম্মিকায় মত্ত হইয়া, ছুঁৎমার্গের মেয়েলি আচারকে শাস্ত্রজ্ঞান করিয়া, মুরগী পালনের মত এমন অল্প মূলধনে অথচ লাভজনক ব্যবসায়কে উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে না। ছুঁই ছুঁই করিয়া এবং তিলক ফোঁটার ঘটা ও অর্কফলার আন্দোলন করিয়া জাতটা আজ অধঃপতিত হইয়াছে—শুধু অধঃপতিত নয়, সেই সঙ্গে অন্ন জোটাও ভার হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা যুবকদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা

করে, সনাতন ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং ন্যাকামি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া "বেরিয়ে পড় ছেলের দল।" তাহা না হইলে আর উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম এবং সভ্যতার ধারাই এই যে, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকা চলিবে না, অতীত গৌরবের ভগ্ন স্তূপ আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে মরণের পথ সহজ হইতে পারে, বাঁচিবার পথ প্রশস্ত হইবে না। অন্যায় এবং অসঙ্গত বিধি-নিষেধের বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে।

জানি, মুরগীর ব্যবসায় করিতে নামিলে গোঁড়া হিন্দু নাক সিঁটকাইয়া অনেক অকথা কুকথা বলিয়া বসিবে; কিন্তু এই যে অন্ন-সমস্যা সমাজের মধ্যে বিকটভাবে প্রবেশ করিতেছে, গোঁড়ামির দ্বারা কি তাহার প্রতিকার হইতে পারিতেছে? সুতরাং সমাজের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

চাকুরির জন্য সহস্র সহস্র যুবক উমেদারি করিয়া ফিরিতেছে, অফিসের বড় বাবুর মোসাহেবী করিয়া ঘুরিতেছে। এই হীনতাকে পরিহার করিয়া মুরগী পালনের ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, বাঙ্গালী যুবক অনায়াসে অল্প মূলধনে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

পূর্ব্বে মুরগীর পাল নির্ব্বাচন সম্পর্কে আমরা যে সকল উৎকৃষ্ট মোরগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সকলগুলিই প্রায় বিদেশী। ইহাতে মনে হইতে পারে, উৎকৃষ্ট ভারতীয় মুরগী বুঝি আদৌ নাই। ইহা সত্য নহে। চট্টগ্রাম, আশীল এবং বুসরা জাতীয় মুরগী এদেশীয় হইলেও ব্যবসায়ের পক্ষে খুব ভাল।

সাধারণতঃ যে সকল দেশী মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়, টেবিলে খাইবার পক্ষেও উহারা ভাল নহে এবং ভাল ডিমও পাড়ে না। কিন্তু উহাদের সহিত চট্টগ্রাম এবং আশীল মোরগের মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারা বেশ বড় হয়, এবং কলিকাতার বাজারে ও ভারতের অন্যান্য সহরে উহাদের কাটতিও যথেষ্ট।

সাধারণ দেশী মুরগীর সহিত চট্টগ্রাম মোরগের মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, টেবিলে খাইবার পক্ষে তাহারা বেশ উপযুক্ত। দেশী মুরগী ও রোড আইল্যাণ্ড রেড, ওয়েনডোট বা অর্পিংটন মোরগের সহিত মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারা বেশ ডিম পাড়ে। চট্টগ্রাম মোরগ এবং দেশী মুরগীর মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহাদের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট মুরগী বাছিয়া লইয়া তাহাদের সহিত ল্যাংসান মোরগ মিলিত করিয়া যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারা আকারে বেশ বড় হয়—কোন কোনটির ওজন ৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন সের পর্য্যন্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, চট্টগ্রাম এবং ল্যাংসান মোরগ মিলিত করিয়া দেশী মুরগীর বংশ উন্নত করিয়া তুলিতে পারা যায়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, রোড আইল্যাণ্ড রেড, ওয়েনডোট এবং অর্পিংটন মোরগের সহিত মিলনেও উহাদের বংশ উন্নত হয়। দেশী মুরগীর বংশের উন্নতি সাধন যাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহারা সময় এবং শক্তি নষ্ট না করিয়া, ভাল জাতের মুরগী লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহারা সহজেই ভালরূপ কৃতকার্য্য হইবেন।

## নানা জাতের মুরগী পালন করা উচিত কিনা

ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুরগী রাখা উচিত কি না, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, নানা জাতের মোরগ না পোষাই ভাল। ইহার কারণ কি তাহা বলিতেছি।

নানা জাতের মোরগ পালন করার মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘা আছে সত্য, কিন্তু এতগুলি বিভিন্ন

জাতিকে পৃথক রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটীকে উন্নত করিয়া তোলা কঠিন ব্যাপার। একটু অসতর্ক হইলেই এক জাতীয় মোরগ ভিন্ন জাতীয় মুরগীতে উপগত হইয়া সঙ্কর সন্তান উৎপাদন করিবে, তাহাতে উন্নতি না হইয়া অবনতিই সাধিত হইবে। এই জন্য প্রতি ভিন্ন জাতীয় মোরগের পৃথক খোঁয়াড় এবং যাহাতে এক খোঁয়াড়ের মোরগ অন্য খোঁয়াড়ের মোরগদের সহিত মিশিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিছুদিন সতর্ক থাকার পর অনেকেই আর সাবধান থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না, বা ক্লান্ত হইয়া মোরগ মুরগীদের যথেচ্ছ বিহার করিতে দেন। তাহার ফলে তাহাদের সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া যায়; সুতরাং নানা জাতের মোরগ পালন না করিয়া একটা বিশেষ জাতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাই পালন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে শক্তি, অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় হয় না, অথচ সামান্য চেষ্টার দ্বারা এই বিশেষ জাতীয় মুরগীর উন্নতি সাধন করিয়া প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

এক একটি খোঁয়াড়ে পাঁচটি হইতে সাতটি মুরগী এবং একটি মোরগ রাখিতে পারা যায়।

তিন চারি জাতের মোরগ লইয়া সকল গুলিরই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, এরূপ লোক অতি অল্পই আছে। যাঁহারা পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে একটি জাতি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া, যখন সফল হইয়াছেন, তখন তাঁহারা দ্বিতীয় জাতি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা কেবল তিন চারিটা কেন, দশ বারটা জাতি লইয়া কার্য্য করিলেও প্রত্যেকটিতে সফল হইতে বাধ্য। কিন্তু মূলে ব্যাপার একই—তাঁহারা একটি মাত্র বিশেষ জাতির উন্নতির জন্য শক্তি, অর্থ, সময় ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া, উহার উন্নতি সাধনের পর দ্বিতীয় জাতির উন্নতিতে অবহিত হন।

অভিজ্ঞ মুরগী পালকেরা অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মুরগী পালন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা প্রথম মুরগী-পালনের ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে একটি বিশেষ সুনির্ব্বাচিত জাতি লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। একটা বিশেষ জাতি লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে কেবল সেই জাতির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই চলে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া কাজ করিলে প্রত্যেকটির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আহার প্রদান এবং পালনের উপরেই কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। কোন্ জাতের মুরগীর কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে যদি জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণ স্বরূপ কোচিন এবং লেগহর্ণ মোরগের কথা উল্লেখ করা যাক। লেগহর্ণ অত্যন্ত চঞ্চল; সুতরাং উহার চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু কোচিন শান্ত প্রকৃতির মুরগী; অতএব লেগহর্ণের যেমন প্রত্যহ চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন কোচিনের সেইরূপ প্রয়োজন হয় না। এইরূপ প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিশেষত্ব আছে, তদনুসারে প্রত্যেককে বিশেষ ভাবে পালনের প্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন কিরূপ মোরগ উৎপন্ন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান, অর্থাৎ আদর্শ সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেন না, সেই অনুসারে মোরগ এবং মুরগী মিলিত করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যিনি প্রথম মুরগী পালনের ব্যবসায়ে নামিবেন, তাঁহাকে মুরগীর পালন, উহার আহার, উহার অভ্যাস এবং গুণাগুণ, ও সন্তানদের মধ্যে কি প্রকারে জনক-জনয়ত্রীর দোষ গুণ বর্ত্তাইয়া থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটি মাত্র জাতি পুষিলেও এতগুলি বিষয়ের প্রতি অবহিত হইতে হইবে।

ইহার উপর যদি কয়েকটি বিভিন্ন জাতির মুরগী পালন করিতে হয়, তাহা হইলে কি কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহা ছাড়া, এক জাতের মোরগ পালন করার আর একটা সুবিধা আছে।

উহাদের সন্তানেরা যখন বড় হইবে, তখন তাহাদের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট মুরগী বাছিয়া লইয়া মোরগের সহিত মিলিত করিতে হইবে। অতএব নূতন মোরগের প্রয়োজন। একটি বা দুইটী মোরগ ক্রয় করিলেই হইবে। পাঁচ জাতের মোরগ যদি পালন করা হয়, তাহা হইলে দশটি মোরগ ক্রয় করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, এক জাতের মুরগী পালন করিলে, নূতন মোরগ কিনিবার জন্য যাহা ব্যয় করিতে হইবে, পাঁচ জাতের মুরগীর জন্য নূতন মোরগ ক্রয় করিতে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ব্যয় করিতে হইবে।

ব্যবসায়ের দিক দিয়া একটা মাত্র জাতের মোরগ পালনের আর একটা বিশেষ স্বার্থকতা আছে। লোকের ধারণা জন্মে, অমুক ব্যবসায়ী যখন একটি মাত্র জাতের মোরগ লইয়া ব্যবসায় করিতেছেন, তখন তাঁহার উক্ত জাতের মোরগ যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। ইহার ফলে যদি কেহ একটি বিশেষ জাতের মোরগ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাঁহার কথাই আগে স্মরণ করিবে।

সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যাঁহারা নূতন মোরগ পালনের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে একটি বিশেষ জাতের মোরগ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

### ব্যবসায়

এপর্য্যন্ত মুরগী কেমন ভাবে পালন করিতে হইবে, কি ভাবে মিলাইলে মুরগীর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে, কোন্ মুরগীর মাংস আহারের পক্ষে ভাল, এবং কোন্ মুরগী বেশী ডিম পাড়ে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায় ব্যপদেশে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইলে এসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু মুরগী পালন করিতে প্রতি মুরগী পিছু কিরূপ ব্যয় হয় এবং মুরগীর ব্যবসায় ফাঁদিলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এইবার আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

একটি মুরগী পালন করিতে সপ্তাহে এক আনার অধিক ব্যয় হয় না, অর্থাৎ প্রতি মুরগীর পিছনে বৎসরে মাত্র তিন টাকা ব্যয় পড়ে; কিন্তু একটী মুরগী হইতে বৎসরে যে পরিমাণ ডিম ও ছানা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অন্যূন ২৫৲ পঁচিশ টাকা। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বেশী সংখ্যায় মুরগী পুষিলে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আয় হইতে পারে। মুরগীর খাদ্যের জন্য ব্যয়, মুরগী পুষিতে এবং তাহাদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার সুদ, জমির ভাড়া এবং মোরগ বা মুরগীর মৃত্যুজনিত ক্ষতির পরিমাণ ধরিয়া, লাভ লোকসান খতাইয়াও একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, মুরগীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী যুবক অনায়াসে মাসিক ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে।

মুরগী এবং ডিম বিক্রয় করাই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্যবসায় করিতে হইলে কোন্ মুরগীর মাংসের আস্বাদন ভাল এবং কোন্ মুরগী ডিম পাড়ে বেশী—সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যদি কেহ ডিম উৎপাদনের জন্য ডোর্কিং এবং মাংসের জন্য লেগহর্ণ পালন করে, তাহা হইলে সে যে কত

বড় ভুল করিবে, তাহা আর বলিবার নয়। কারণ ডোর্কিংএর মাংস খাইতে ভাল, কিন্তু বেশী ডিম দেয় না, এবং লেগহর্ণের মাংসের আস্বাদ ভাল নয়, কিন্তু বেশী ডিম পাড়ে। অতএব কোন্ জাতীয় মুরগী বেশী ডিম পাড়ে এবং কোন্ মুরগীর মাংসের আস্বাদন ভাল, এখানে তাহার বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

ভারতীয় লড়াইয়ে-মুরগী, চট্টগ্রাম, ডোর্কিং, সাসেক্স, ল্যাংসান, ওয়েনডোট, রক, অর্পিংটন, ব্রহ্ম. রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতীয় মুরগীর মাংসের আস্বাদন ভাল। কোন্ জাতীয় মুরগীর মাংসের আস্বাদন উৎকৃষ্ট, এবং তন্নিম্নে কোন্ জাতির স্থান এবং তাহার নীচে কাহার স্থান, তাহা উপরকার তালিকাতেই প্রকাশ। গুণের তারতম্য অনুসারেই পর পর নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ওয়েনডোট, রোড আইলাণ্ড রেড, অর্পিংটন. রক, ব্রহ্ম, চট্টগ্রাম, কোচিন এবং ভারতীয় লড়াইয়ে মোরগ ভাল ডিম দেয়। ডিম পাড়িবার তারতম্য অনুসারেই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। লেগহর্ণ এবং মিনার্কা ছোট জাতের মুরগী, কিন্তু উহারাও বেশ ডিম পাড়ে।

যদি কেহ কেবল আহারের উপযোগী মুরগী উৎপাদনের জন্য মুরগী পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে উপযুক্ত মোরগ এবং মুরগী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অতঃপর মুরগী গুলিকে কিরূপে, কোন্ জিনিষ খাওয়াইয়া পালন করিতে হইবে, তাহাই জ্ঞাতব্য। পরিশেষে, কেমন করিয়া মোরগ এবং মুরগীর মিলনের দ্বারা সন্তানের উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহাই জানিতে হইবে।

ভারতীয় লড়াইয়ে-মোরগ এবং চট্টগ্রাম-মোরগের মাংসের আস্বাদন যে খুবই ভাল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই সাসেক্স, ডোর্কিং, ওয়েনডোট, ল্যাংসান এবং অর্পিংটন মোরগের মাংসেরও আস্বাদন ভাল। উপযুক্ত ভাবে পালন করিতে পারিলে এক একটি মোরগ ॥০ আনা হইতে ৩৲টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারিবে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কেবল আহারের জন্য মোরগ উৎপাদন করিলেই কিরূপ লাভবান হইতে পারা যায়।

মুরগীর ডিমের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য জগতের মুরগী পালকেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান উৎপাদন করিয়া মুরগীর ডিম উৎপাদিকা শক্তি এরূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন যে, উহারা প্রতিদিন একটি করিয়া ডিম উৎপাদন করিতেছে।

সাধারণতঃ মুরগী বৎসরে ৬০টি ডিম পাড়ে। পাশ্চাত্য জগতের মুরগী পালকেরা বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে প্রতিদিন একটি করিয়া ডিম উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা এক্ষণে এ কার্য্যে নূতন ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা যে প্রথমেই এরূপ কৃতকার্য্য হইবেন, একপ আশা করা যায় না; কিন্তু সামান্য চেষ্টার দ্বারা তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়। যে মুরগী আজ ৬০টি ডিম পাড়িতেছে, উপযুক্ত মোরগ মিলাইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে তাহারা বৎসরে ১১০ হইতে ২০০ ডিম দিতে পারে।

ল্যাংসান, অর্পিংটন, হোয়াইট ওয়েনডোট, রোড আইল্যাণ্ড রেড, ব্রহ্ম, রক, এবং সাসেক্স মুরগী ভালরূপ ডিম পাড়ে। উহাদের ডিম বড় এবং বাদামী রঙের। চট্টগ্রাম ছোট ডিম পাড়ে, লেগহর্ণ, মিনোর্কা এবং ক্যাম্পাইন মাঝারি আকারের সাদা ডিম পাড়ে।

একজিবিসনে দেখাইবার জন্য মার্কিন এবং ইংরাজ মুরগীপালকেরা যে সকল মুরগী উৎপাদন

করিয়া থাকেন, তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল ইংরাজ বা মার্কিন মুরগীপালকেরা বেশী ভাগ মুরগী প্রদর্শনীর জন্য পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যবসায় ব্যপদেশে মুরগী না কেনাই ভাল, কারণ তাঁহাদের মুরগীর উৎপাদিকা শক্তি কম।

( ক্রমশঃ )

---

# কলম্বোর পত্র

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

শ্রাবণসংখ্যা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রাপ্তে ও পাঠে আনন্দিত হইলাম। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে "ব্যবসা বাণিজ্য" যে আদর লাভ করিয়াছিল, মনে হয়, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা অনেক অধিক আদর লাভ করিতেছে ও করিবে।

অদ্য পাতিয়ালা ষ্টেটের কেমিকেল ইন্‌ডাষ্ট্রীর কণ্ট্রোলার, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকিনোকামিষ্ট শ্রীযুক্ত জে, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, এফ্, সি, এস্ মহাশয়ের একপত্র পাইয়া অবগত হইলাম যে, আপনিই তাঁহাকে আমার ঠিকানা দিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই জাতীয় শিক্ষিত ও ভদ্রলোকগণ যদি স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবে তাহা দীন বঙ্গদেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে হইবে। যাঁহা হউক, তাঁহার অনুসন্ধানের উত্তর তাঁহাকে আলাহিদা পত্রেই বিশদভাবে জানাইব।

আপনি সিংহল সম্বন্ধে আমাকে লিখিতে লিখিয়াছিলেন, এবং আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যেমনটি লিখিতে বলিয়াছিলেন, নানা কারণে ঠিক তেমনটী হইয়া উঠিতেছেনা বলিয়া, আশা করি, অন্যরূপ ভাবিবেন না। নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়া আমার জীবনের গতি যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা আপনি অবশ্য অবগত আছেন। ফলে শক্তির হ্রাস যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাও স্বীকার করিবেন। নানা কারণে পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি ও উদ্যম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা পারি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, আশা করি।

সিংহলের বিষয় লিখিতে হইলে ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস একটু না লিখিলে গোড়াপত্তন ঠিক হয় না বলিয়া, প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটু লিখিতেছি—উহা অনুপাদেয় হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

সিংহল (বর্ত্তমান সিলোন বা Ceylon) আমাদের রামায়ণের সেই লঙ্কাদ্বীপ। এই স্থানেই সেই অদ্ভুতকর্ম্মা অমিতবিক্রমশালী রাবণের রাজ্য ছিল। এখানেই মদগর্ব্বী দশানন দণ্ডকারণ্য হইতে হিন্দুর আদর্শ সতী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়া অশোক কাননে বন্দিনী করিয়া রাখেন। যদিও বর্ত্তমানে সে অশোক কানন নাই—সে স্বর্ণ লঙ্কা নাই, তথাপি প্রবাদ ঠিকই আছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, নুরালিয়া নামক স্থানের সন্নিকটে সেই পুরাতন অশোক কানন ছিল। এই সম্বন্ধে জনৈক বিদেশী যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহারই কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিলাম :—

"Mr. H. White in the "Orientalist" sums up in a few comprehensive sentences the history of the ancient city of Sitawaka, situated about half a mile from Avisawella on the Yatiyantola Road. The place, which, in the dark and backward abysm of time, was the jungle fastness to which the ravished Sita was carried by Rawana, was, in the middle ages of Ceylon history, the petty fortress where a tributary prince raised the standard of revolt." * * * *

"The halting place of English troops and embassies, it became a petty fort again, and is now a small judicial outstation, with a prosaic police court and gaol The very name Sitawaka has disappeared from modern maps. Somewhere near here, on a lofty mountain, Rawana still lies insensible from the wounds he received in the great battle, when Rama recovered his beloved Sita from the hands of her captor. It only remains for someone to wake him with an offering when, after realising his hoards of treasure which lie concealed beneath the hills of Sabaragamawa, he will again grind Ceylon beneath a cruel yoke."

আশা করি, ইহাই যথেষ্ট; অধিক লিখিয়া আপনাকে অধৈর্য্য করিতে চাই না। সুতরাং ইহাই আমাদের অতি পুরাতন রামায়ণ-বর্ণিত রাবণের স্বর্ণ লঙ্কা। আর এখানেই শ্রীরামচন্দ্র বানর কটক লইয়া সমুদ্রবন্ধন করিয়া আগমন করতঃ রাবণ-বংশ ধ্বংস করিয়া সীতা-উদ্ধার করেন। যাঁহারা রামেশ্বর তীর্থে আসিয়াছেন, তাঁহারা ধনুষ্কোডী পর্য্যন্ত আসিয়াই রামচন্দ্রের সেতুর নমুনা নিশ্চয়ই দর্শন করিয়া গিয়াছেন। ধনুষ্কোডী হইতে ষ্টীমারে মাত্র আড়াই মাইল বঙ্গোপসাগর পার হইয়া 'তালা-মানার-পিয়ার' নামক স্থানে সিংহলের প্রথম মৃত্তিকাস্পর্শ করিতে হয়। ইহাও ধনুষ্কোডীর ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে স্থাপিত। এইখানেই ভারতে সিংহলে প্রথম সাক্ষাৎ।

তার পর কত যুগযুগান্ত চলিয়া গিয়াছে—ঐতিহাসিকই তাহার সন্ধান করুন। ইহার পর আর একটা যুগ আসিল। "মহাবংশ" নামক পালিগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে জানিতে পারি, বিজয় সিংহের সিংহল আগমন। মহাবংশে বর্ণিত আছে যে, বঙ্গদেশের জনৈক রাজার যুবতী কন্যা গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া, একদল বণিকের সঙ্গে মিথিলার দিকে যান। ঐ বণিক সম্প্রদায়, বঙ্গ ও মিথিলার মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলে এক বিখ্যাত দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুদলপতি বণিকদিগের ধনসম্পত্তির সহিত সেই বঙ্গরাজকন্যাকে লাভ করে। এই রাজকন্যা ও সেই দস্যুরই বংশে বিজয় সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকেরা ইহার স্থান নির্ণয় করেন বর্ত্তমান সিংহভূম এবং গঞ্জাম জেলার বহরমপুর নামক স্থানের নিকবর্ত্তী কোন স্থানে। বিজয় সিংহ অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিলে, তাহারই দেশের লোকেরা তাহার জনকয়েক সঙ্গীসহ তাহাদিগকে তখনকার পালের জাহাজে সমুদ্রে নির্ব্বাসন দেয়। এই বিজয় সিংহের জাহাজ হাওয়ার সাহায্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এই

সিংহলের উপকূলে আসিয়া লাগে। ঐতিহাসিকেরা বর্ত্তমানে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিজয় সিংহ নামিয়াছিলেন সিংহলের 'তামান্নার' নামক একটী স্থানে; বর্ত্তমানে তাহাকে "ট্রিংকোমোলি" নামে আখ্যাত করা করা হয়। মহাবংশে ইহাও পাওয়া যায় যে, তখন সিংহলের পূর্ব্ব প্রদেশে যক্ষলোক বাস করিত এবং পশ্চিমাংশে নাগলোক—বর্ত্তমানে অনুমান হয় যক্ষোপাসক ও নাগোপাসক; কারণ এখনও সিংহলে Devil dance বর্ত্তমান। কঠিন পীড়াদি হইলে এই devil dance দ্বারা যক্ষের উপাসনা করিয়া রোগ শান্তির চেষ্টা করা হয়। বিজয় সিংহ সুপুরুষ ছিলেন, এবং যক্ষোপাসকদিগের রাজকন্যা 'কুবেনী' বিজয় সিংহের প্রতি আকৃষ্টা হওয়ায় উভয়ের বিবাহ হয়। পরে কুবেনীর ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াই হউক, অথবা তাহার মৃত্যুর পরই হউক বিজয় সিংহ হইলেন যক্ষোপাসকের রাজা। ক্রমশঃ বিজয় সিংহ বেশ বিখ্যাত রাজা হইলেন। পশ্চিম প্রদেশের রাজার সহিত মধ্যে মধ্যে বেশ সংঘর্ষ হইতে থাকায় রাজনৈতিক চা'ল চালিয়া তিনি পশ্চিমদেশীয় (কাণ্ডির) রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমগ্র সিংহলে শান্তি স্থাপন করেন। সিংহলে বর্ত্তমানে অধিকাংশ সিংহলবাসীই তাহাদিগকে বাঙ্গালীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আনন্দানুভব করেন। এই সমস্ত সিংহলবাসী কতকটা বাঙ্গালীর মত। অবশ্য পার্থক্য অনেক আছে। প্রথমতঃ ইহাদের সিংহলী ভাষার ভিতর অনেক বাংলা ভাষা পাওয়া যায়। যেমন—ভাত, বাঁস, বেস্তি, (বস্ত্র), একাই (এক), দেকাই (দুই), নীর ও জল ইত্যাদি অনেক কথা পাওয়া যায়। তারপর ইহাদের জাতীয় পোসাক হইতেছে শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত উত্তরীয়; মস্তকে কোন আচ্ছাদন নাই। অবশ্য বস্ত্র-পরিধান বাঙ্গালীর মত নহে। আহারে ইহারা সিদ্ধ চাউলের ভাত, ডাল, মৎস্য ও মাংসাদি ভোজন করে। এসম্বন্ধে পরে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

ইহার পরই বোধ হয় আসিল বৌদ্ধ যুগ। সে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাটলিপুত্রের রাজপুত্র ও রাজকন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্গমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখা কর্ত্তন করিয়া গয়া হইতে তাহাই বহন করিয়া ভিক্ষুগণসহ সমুদ্রপারে—এই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে আসিলেন। ভারতের বোধিবৃক্ষ—যাহার তলে বসিয়া ভগবান বুদ্ধ বোধিসত্ব লাভ করেন তাহারই শাখা কোন দূরদূরান্তে সমুদ্রপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তাহাই এই সিংহলের অনুরাধাপুরে প্রোথিত হইল। অনুরাধাপুর—তালা-মানার-পিয়াব ও কলম্বোর মধ্যপথে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ। ভারতের বোধিবৃক্ষের (Bo-tree) শাখা এক্ষণে এক বৃহৎ বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া ভগবান বুদ্ধের অপার মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু এখানকার বৌদ্ধধর্ম্মীগণ বৌদ্ধধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। যে ধর্ম্মের মূল বাণী—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—সে ধর্ম্মের লোক কি করিয়া যে কথায় কথায় খুন জখম করিতে পারে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না।

গত ১৯১৫ সালে বৌদ্ধ ও মুসলমানে এমন একটা বিবাদ বাধিয়াছিল, ও এত খুন জখম হয় যে, তাহা পশুর মধ্যেও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সেদিন এখানকার "মর্ণিংলীডার" নামক সংবাদপত্রে পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন; অপরাধ—খাবারের সময় "রসম্" দেয় নাই। এই রসম্ জিনিষটা হইতেছে সিদ্ধ ডালের উপরের জলে একটু তেঁতুল গুলিয়া টকের মতন করা একটা জিনিষ। এইরূপ অতি সামান্য সামান্য ঘটনা হইতে এখানে খুন জখম হইতে দেখা যায়। সংবাদপত্রে এই তিনমাসে এমন

একটী দিন দেখিলাম না, যে দিন এরূপ দু'একটী সংবাদ না আছে।

যাহা হউক, এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মাদ্রাজের দক্ষিণ ভাগ হইতে অনেক তামিলভাষী এখানে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করায়, তাহারাও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হইয়াছে। জাফ্না নামক স্থানের বাসিন্দার শতকরা ৯০ জন তামিল। এই তামিলভাষীরাই মাত্র এখানে হিন্দু; কারণ বৌদ্ধেরা নিজেদের হিন্দু বলে না। তারপর এমন কি তাহারা গোমাংস পর্য্যন্তও আহার করে। তবে তাহারা নিজহস্তে পশুহত্যা করে না; এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"আমরা তো হত্যা করি না —যাহা মৃত তাহাই ভোজন করি মাত্র"। তাহাদের ধর্ম্মে হত্যা করা নিষেধ বলিয়া নিজেরা হত্যা করে না। জানিনা, ইহার কারণ খৃষ্টিয়ান আগমন কি না। এই তামিলগণ প্রায় সমস্তই ব্যবসায়ী। বংলাদেশে যেমন মাড়োয়ারী ব্যবসায়কে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, এখানেও তেমনই এই মাদ্রাজী "চিটিরা" ব্যবসায়কে একচেটিয়া করিয়া বসিয়া আছে। ইহারাই এখানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। টাকা ধার দেওয়াও ইহাদের একটা বড় ব্যবসায়। ইহাদিগকে এখানে কেহ ভারতবাসী বলিয়া ভাবে না। ইহাদের আখ্যা হইয়াছে "চেট্টিয়ার"।

ভারতীয়ের এখানে একটা সম্মান আছে। সিংহলীরা ভারতবাসী মাত্রকেই 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করে। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম যে, ইহারা 'ভাই' অর্থে 'ভ্রাতাই' মনে করিয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমানে বেশ বুঝিয়াছি যে, তাহা নহে। ইহার অন্য কারণ বর্ত্তমান।

চেট্টিগণকে সকলে চেট্টিয়ারই বলে; সুতরাং ইহার পর যখন বোম্বাই হইতে 'বোরা' ব্যবসায়ীগণ এখানে ব্যবসায়ের জন্য আসিল, তখন তাহাদের একটা নাম হইয়া গেল। বোরাদের নামের শেষভাগে 'ভাই' শব্দটী থাকায় ইহারা "ভাই মনুষ্য" নামে অভিহিত হইতে লাগিল। যেমন:— করিম ভাই, দায়ুদ ভাই, নূর ভাই, ইব্রাহিম ভাই ইত্যাদি। প্রত্যেক মুসলমান বোরাদের নামের শেষে 'ভাই' শব্দ থাকায় ও তাহাদের শরীরের রং ফরসা হওয়ায় ও চেট্টিদের রং ময়লা বলিয়া, এখানে ইহারা বিভিন্ন নামে চলিতে লাগিল। তারপর যে দেশেরই ভারতবাসী হৌক না কেন, রং ফরসা হইলেই "ভাই মনুষ্য"। আর একটা সম্মানও দেয় বেশ।

তাহার পর এখানে পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতির আগমন অবশ্য বোরাদের অনেক পুর্ব্বে। তাহারা সবাই খৃষ্টান—এবং এখানকার বহুলোককে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। এই জাতীয় শ্বেত চর্ম্মধারীরা যে কে কি তাহা বলা কঠিন। তবে ইহারাও সংখ্যায় এখানে অনেক বেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাই হইয়া গিয়াছে। ইহাদের একটা শ্রেণীই এখানে হইয়াছে—তাহাদের নাম "বার্গার" (Burgher) এই বার্গারদের মধ্যে ও সিংহলীদের অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ব্বিবাদে বিবাহাদি হইয়া থাকে। তাহাতে কাহারও ধর্ম্মে আটকায় না। যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহারা এই সম্প্রদায়ের সহিতই বেশী মেলামেশা করে।

অন্য ভারতবাসীর মধ্যে জনকয়েক পার্শী ব্যবসায়ী, ২।৪ জন পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, ২।৪ জন সিন্ধী ও গুজরাটী ব্যবসায়ীও আছেন। বাঙ্গালী সামান্য কয়েকজন মাত্র আছেন বটে, কিন্তু সকলেরই চাকুরী-জীবিকা। বাঙ্গালীরা ইহা ব্যতীত আর কি আশা করিতে পারে? দাসত্বই আমাদের যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে! আমরা আর কি করিব? একজন বাঙ্গালী দশবৎসর সপরিবারে এখানে আছেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ বিভাগে চাকুরী করেন। দুইজন অধ্যাপক

(Professor) আছেন। একজন আছেন ডাক্তার। সকলেই দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আর চাল চলন পোষাক পরিচ্ছদে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চেনাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? নিজের জাতীয় পোষাকটিও যাহারা লজ্জার বিষয় মনে করে, তাহাদের আর অধঃপতনের বাকী কি? একটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত পরিচিত হইয়াছি। তিনি যদিও কোন মাড়োয়ারীর আমদানী-রপ্তানিজাতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, তথাপি এখনও বাঙ্গালীর পোষাকে থাকেন; আর সেই জন্য অন্য বাঙ্গালীরা তাহার সহিত ভালভাবে মিশিতেও চান না।

আমি হইতেছি শেষ বাঙ্গালী, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিনব। তারপর আমি চাকুরে তো নই-ই, পরন্তু আমার পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর মত। কাজে কাজেই আমাকে একক অবস্থায় নিজের আচারে, ব্যবহারে, পোষাকে, পরিচ্ছদে ও ক্ষুদ্র স্বাধীন জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

হায়! কবে বাঙ্গালী এই সমস্ত দাসত্বের মোহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জাতীয়তা বজায় রাখিতে পারিবে?

এই সমস্ত নানাস্থানে নানাভাব দর্শন করিয়া নানা জ্ঞানলাভ করিয়াই আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রের আমি এত অনুরাগী। যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ভগবান আপনাকে তাহার স্বার্থকতা সম্পাদন করার ক্ষমতা আরও বেশী করিয়া দিউন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। আশা করি, আপনার উদ্যমে অনেক বাঙ্গালী যুবক তাহার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা করিবে।

ভারতের যে কোন জিনিষ এখানে চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ চালান যায়। যদি কেহ উদ্যোগী হন, নিজকে সার্থক বোধ করিব।

পত্র অনেক বাড়িয়া যাইতেছে; অতএব অন্য এখানেই শেষ করিলাম। বারান্তরে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভবদীয়---

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
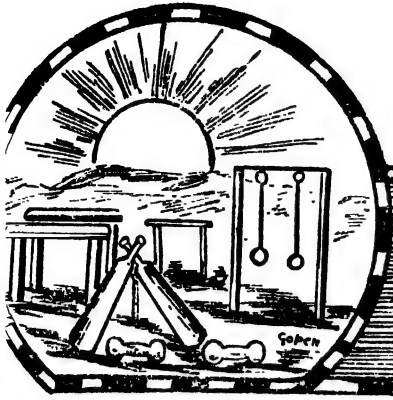
## দেহ-রক্ষার ইঙ্গিত

হিন্দু দার্শনিকেরা মানব-দেহকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মানুষের দেহই ক্ষুদ্রাকারের একটি বিশ্বজগৎ (Miniature universe)। বিশ্ব প্রকৃতির মূল নিয়ম সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। গীতায় শ্রীভগবান্, চণ্ডীতে মেধস মুনি এই তত্ত্বেরই আভাস দিয়াছেন। এই বিশ্ব জগতে যেমন নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি, লয় চলিতেছে, মানব দেহের মধ্যেও ক্ষুদ্রাকারে ঠিক সেই রকম কাজ চলিতেছে। আমরা যাহা আহার করিতেছি, তাহা রূপান্তরিত হইয়া নূতন কোষ (cell) সৃষ্টি করিতেছে। স্থিতি গুণে এই সকল কোষ দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানুষকে নিয়ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হইতেছে। তাহার ফলে শরীরের কিয়দংশ নিত্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে—সৃষ্টিতত্ত্বে ইহারই নাম লয়।

এই ক্ষয় প্রাপ্ত সেল বা কোষ গুলি শরীরের পক্ষে আবর্জ্জনা স্বরূপ। ইহারা শরীর গঠনে বা শরীর পোষণে কোনই সহায়তা করে না। পক্ষান্তরে, শরীরের অনাবশ্যক বোঝা স্বরূপ থাকিয়া ইহারা দেহের অহিতই সাধন করিয়া থাকে।

কেবল যে ক্ষয়প্রাপ্ত সেল গুলিই দেহের ভিতর আবর্জ্জনার কাজ করে তাহা নয়; আরও নানা প্রকারে দেহের মধ্যে কিছু কিছু আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়। মোট কথা, যাহা দেহের কোন কাজে লাগে না, তাহাই আবর্জ্জনা।

গৃহস্থ বাড়ীতে অনেক আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিস আমদানী রপ্তানি হয়। এই সমস্ত বস্তুই, কিম্বা প্রত্যেক বস্তুর সমস্তটা অংশই গৃহস্থের কাজে লাগে না। অকেজো জিনিষগুলা আবর্জ্জনায় পরিণত হয়। গৃহস্থ প্রত্যেক সকাল সন্ধ্যায় এই সকল আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া বাড়ীর বাহিরে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়। এই হিসাবে দেহের মধ্যে যে সব আবর্জ্জনা জমে, সে-গুলিও বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। নচেৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে। গৃহস্থ ঘরে — নিত্য যে আবর্জ্জনা জমে, নিত্যই যেমন তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়, সেরূপ ভাবে দেহের আবর্জ্জনা নিত্য বাহির করিয়া ফেলিবার সুবিধা না হইলেও

মধ্যে মধ্যে—অর্থাৎ আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া পরিমাণে বাড়িতে বাড়িতে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সে গুলিকে বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, A stitch in time saves nine—সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের নয় ফোঁড়ের কাজ করিয়া থাকে। দেহের আবর্জ্জনা সময় থাকিতে বাহির করিয়া ফেলিলে অনেক দুর্ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল। রোগ, শোক, সুখ,দুঃখ,বিপদ, আপদ সকল প্রকার পার্থিব ব্যাপারের সকল দায়িত্ব তাহারা ভগবানের বা দৈবের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে ; আমরা ভগবানের প্রতি এই নির্ভরশীলতার নিন্দা করি না। তবে আমরা কেবল এই কথাটি মাত্র স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, ভগবান ভাল মন্দ যাহা কিছু করেন, তাহা মানুষের মধ্যস্থতাতেই করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট, নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয় থাকিলেই যথেষ্ট হয় না। ঈশ্বরপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও কাজ করিতে হইবে। কেবল আমাদের দেশের লোকই যে অদৃষ্টবাদী, তাহা নয়। সকল দেশেই অদৃষ্টবাদ অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অন্য দেশের লোকেরাও সকল দোষ কতকটা পরিমাণে ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা বা অদৃষ্টবাদের অর্থ নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকা নহে। সেই জন্য ইংরেজীতে এই প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে যে, God helps those who help themselves ; অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কাজ করে, ভগবান কেবল তাহাদেরই সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও একটা সংস্কৃত প্রবচন আছে—উদ্যোগীনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেযমিতি কাপুরুষা বদন্তি। অর্থাৎ উদ্যোগী কর্ম্মী ব্যক্তিরাই লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে, কেবল কাপুরুষেরাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে।

তারপর আমাদের দেশে আরও একটা কথা আছে—কর্ম্মফল। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। অন্য সকল বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা কেবল স্বাস্থ্যের কথাই কহিব। এ ক্ষেত্রেও কর্ম্মফলের প্রভাব বিলক্ষণ। শরীর সুস্থ থাকা যেমন কর্ম্মফল, পীড়িত হওয়াও তেমনি কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফলের ভোগকাল ইহ জীবনই। ইহার মেয়াদ এই জীবনেই শেষ হয়, পরবর্ত্তী জন্ম পর্য্যন্ত ইহার জের টানিতে হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষার অবহেলা—স্বাস্থ্য বিরোধী দুষ্কর্ম্মের পরিমাণ অনুসারে দুঃখভোগের পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সে কর্ম্মের পরিমাণ অনুসারে সাদাসিধে জ্বর জাড়ি, সর্দ্দি, কাসি, পেটের অসুখ হইতে যত প্রকার কঠিন কঠিন রোগ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

খাদ্যের প্রকৃতি, কাজ কর্ম্মের ধারা, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী প্রভৃতি অনুসারে শরীরের কোষ গুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য নানা উপায়ে শরীরের মধ্যে যথেষ্ট আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতে পারে। এই সঞ্চিত আবর্জ্জনা যদি নিয়মিত ভাবে রীতিমত পরিস্কার করিয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে গ্রীস দেশের সেই রাজার আস্তাবলে সঞ্চিত জঞ্জালের মত দেহের মধ্যেও এত বেশী আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইবে যে, সেই ময়লা দূর করিবার জন্য চিকিৎসককে হারক্যুলিসের মত অমানুষিক বলসম্পন্ন হইতে হইবে।

আপনি এক গেলাস জল আর খানিকটা গুঁড়া

নূন নিন। গ্লাসের জলে গুঁড়া নূন অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে ঢালিতে থাকুন। দেখিবেন, নূন গলিয়া গিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। গেলাসের ভিতর নূন দেখা যায় না—কেবল স্বাদে বুঝা যায়, জলে নূন মিশ্রিত আছে। ঐ ভাবে নূন ঢালিতে ঢালিতে দেখিবেন, নূন আর জলে গলিয়া যাইতেছে না—তলায় গিয়া জমিতেছে। নুন ফেলে দিলে গলিয়া যায়, ইহা আপনি আগেই জানিতেন। এখন গেলাসের জলে নুন মিশাইয়া সেটা প্রত্যক্ষ করিলেন—খানিকক্ষণ নুন জলে গলিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। তারপর আর গলিল না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়—পাঁচ ভাগ জলে এক ভাগ নুন সম্পূর্ণ গলিয়া যাইতে পারে, তাব বেশী আর পারে না। গেলাসে যে পরিমাণ জল আছে, তাহার এক পঞ্চমাংশ নুন সহজেই জলে গলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এখন যে নুনটা অদ্রবীভূত রহিয়াছে, তাহা ঐ একপঞ্চমাংশের অতিরিক্ত অংশ। অবশ্য জল গরম করিয়া লইলে আরও কিছু নুন দ্রবীভূত হইতে পারে, কিন্তু জল শীতল হইলেই, ঐ একপঞ্চমাংশের অতিরিক্ত অংশ জমিয়া গিয়া, আকার ধারণ করিয়া, দৃষ্টি গোচর হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, জলের নুন গলাইবার শক্তি সীমাবদ্ধ।

দেহের মধ্যে আবর্জ্জনা জমিতে জমিতে, অবশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন শরীর আর উহা ধারণ করিতে পারে না। তখন শরীর কর্ম্মে অক্ষম হইয়া পড়ে; এবং খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগের আকারে ঐ সকল আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। শরীর ক্লান্ত বোধ হওয়া, আলস্য বোধ করা, দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি এইরূপ অতিরিক্ত আবর্জ্জনা জমিবার বাহ্য লক্ষণ। রক্তে যে যে উপাদান থাকিলে শরীর লঘু, চঞ্চল, কর্ম্মক্ষম, সতেজ থাকে,—তখন সেই সকল উপাদানের পরিমাণ কমিয়া যায়। এ সময়ে কোন কাজ করিতে গেলে বড় ক্লান্তি বোধ হয়। এ সময় ক্ষুধা হ্রাস হয়। বুদ্ধিমান লোকেরা এই সময়েই সতর্ক হয়। তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত খাদ্য আহারের জন্য ব্যস্ত না হইয়া বরং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত আহার বন্ধ রাখে। কিন্তু আপামর সাধারণ লোকে খাদ্যে বঞ্চিত হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানায় ঔষধ সেবন করিতে যায়। তাহারা ডাক্তারের কাছে গিয়া নানা ছন্দে বলিতে থাকে—কিছু ক্ষিদে হচ্চে না—যাতে ক্ষিদে হয় এমন কোন ঔষধ দিন। কিন্তু ইহা তাহাদের মহা ভ্রম। স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া সত্ত্বেও যাহারা আহারে বিরত হয় না, তাহাদিগের শরীরে বেশী পরিমাণে আবর্জ্জনা জমিতে থাকে। দেহে আবর্জ্জনার আধিক্যই ক্ষুধামান্দ্যের প্রধান কারণ। তাহার উপর আরও খাইলে আবর্জ্জনার আধিক্য না ঘটিয়াই পারে না। ফলে উপবাস করিলে যে ক্ষেত্রে অল্প চেষ্টাতেই শরীর পুনরায় সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত, সে ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া গুরুতর পীড়া আহ্বান করিয়া আনা হয় মাত্র।

## আহারের দোষগুণ

গোগ্রাসে কতকগুলা খাবার জিনিষ গিলিয়া উদর পূর্ণ করাই আহার করা নহে। আহার ব্যাপার একটা আর্ট; এবং তাহার পিছনে তাহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য একটা বিজ্ঞানও রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া, তাহা উত্তমরূপে পাক করিয়া সুপ্রণালীতে আহার করাই আর্ট।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। খাদ্য এমন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে

নির্ব্বাচন করা উচিত, যাহাতে দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। খাদ্যে শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ না থাকিলে—তাহা যত মূল্যবান ও মুখরোচক হউক না কেন, তাহা অখাদ্য। কারণ তাহাতে খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না, পরন্তু দেহ অনাবশ্যক ও অনর্থক ভারাক্রান্ত হয়।

খাদ্য খুব নরম হওয়া ভাল নয়; কারণ সে খাদ্য চর্ব্বণ করিবার প্রয়োজন হয় না, কাজেই তাহাতে লালা মিশ্রিত হইয়া হজম করিতে সহায়তা করে না। গোগ্রাসে গেলা গরুর পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে; কারণ তাহাদের ভুক্ত খাদ্য রোমন্থন করিবার অভ্যাস আছে। কিন্তু মানুষ যখন ভুক্ত খাদ্য উদর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোমন্থন করিতে পারে না, তখন গোগ্রাসে গেলা মানুষের উপযুক্ত নয়। মানুষকে খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তবে তাহা উদরস্থ করিতে হয়।

খাদ্য চর্ব্বণ করিবার জন্য মানুষ মাত্রেরই দুই পাটীতে ৩২টা দন্ত আছে। কিন্তু সভ্য সমাজে খাদ্য দ্রব্য এমন ভাবে তৈয়ার করিয়া লওয়া হয় যে, অধিকাংশ খাদ্যই চর্ব্বণ করিবার প্রায় দরকারই হয় না। খাদ্য চর্ব্বণ করিবার দরকার না থাকায় ব্যবহারাভাবে অকালে দন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য সভ্য সমাজে দন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী। দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। দন্ত রোগের বাহুল্যের ইহাই অকাট্য প্রমাণ, এবং নরম খাদ্য ভক্ষণই দন্ত রোগের বাহুল্যের প্রধান কারণ।

আবার খাদ্য নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট ত্রুটী দেখা যায়। অধিকাংশ খাদ্যেই অস্থি সংগঠনের উপাদানের অভাব, সেই কারণে দন্ত তেমন সুপুষ্ট ও দৃঢ় হইতে পারে না। তাহার উপর চর্ব্বণের আবশ্যকতার অভাব। সুতরাং দন্ত রোগ যে বাড়িয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? খাদ্য দ্রব্য এমন হওয়া উচিত, যাহা রীতিমত চর্ব্বণ করা ব্যতীত কোন ক্রমেই উদরস্থ করা সম্ভব নহে। তাহা হইলে দন্ত রোগের বাহুল্য অচিরে কমিয়া যায়, দন্ত রক্ষার জন্যও অসাধারণ প্রয়াস পাইতে হয় না। কঠিন খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে কেবল যে দন্তের ব্যায়াম হয় তাহা নহে—দন্ত পরিষ্কারও থাকে। কারণ চর্ব্বণ করিবার কালে মুখের ভিতর স্বভাবতই জীবাণুনাশক রসের সঞ্চার হয়। তাহাই দন্তকে পরিষ্কার রাখে এবং জীবাণু বিনাশ করে।

পীড়িত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া আসন্ন পীড়ার কথা জানিতে পারিলে রোগ নিবারণের, অন্ততঃ তাহার তীব্রতা হ্রাসের যে যথেষ্ট সুবিধা হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। ইহাতে অনেক কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করা যায়। খাদ্যের অপব্যবহার এবং আহার প্রণালীর নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবার লক্ষণ দেখা গেলে, দুই একদিন উপবাস দিয়া গুরুতর পীড়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। ইহা কম লাভ নহে।

ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে সকাল বেলা উঠিয়া চা পান কিম্বা প্রাতরাশ ভোজন না করাই উচিত। অক্ষুধার উপর আহার করার অর্থ—পাকস্থলীকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করা। ইহার ফল কখনও ভাল হয় না। আহার বিষয়ে পাকস্থলীর মত সুপরামর্শদাতা আর কেহই নহে। আহারের প্রয়োজন হইলে ক্ষুধার সঞ্চার করিয়া পাকস্থলীই তাহা জানাইয়া দেয়। আহারের প্রয়োজনাভাব থাকিলে পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে। বুদ্ধিমান লোকে পাকস্থলীর এই মহামূল্য উপদেশে কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। পাক-

স্থলীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আহার-পীড়িত হওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। পাকস্থলী যখন খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকে, তখন ভাল খাদ্যেও রুচি হয় না। সেইজন্য আমাদের দেশে একটী কথা চলিত আছে যে, পেট ভার থাকিলে মোণ্ডা তিত লাগে! খাইতে বসিয়া যদি তুমি দেখ যে, খাদ্য ভাল লাগিতেছে না, তাহা হইলে জানিও, জোর করিয়া খাইলে অসুখ না হইয়া যায় না।

খাদ্যে যখন সম্পূর্ণ রুচি হইবে, তখন জানিবে, পাকস্থলীও খাদ্য গ্রহণ ও জীর্ণ করিতে প্রস্তুত। রুচি পূর্ব্বক আহারে যত আনন্দ পাইবে, খাদ্য তত সুন্দর ভাবে জীর্ণ হইবে। আহারকালীন আনন্দের দরুণই যথেষ্ট পরিমাণে পাচক রস বহির্গত হয়। পাচক রস যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইলে খাদ্যও যে সুজীর্ণ হইবে, ইহা অতি স্বতঃসিদ্ধ কথা।

কিন্তু আহারের সময় উপস্থিত হইলে, ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও, বা খাদ্যে রুচি না হইলেও, কেবল প্রথা আছে বলিয়া যদি খাওয়া যায়, তাহা হইলে সে খাওয়ায় কোন উপকারিতাত নাই-ই,—বরং সমূহ অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণে ও জীর্ণ করিতে প্রস্তুত থাকে না। সুতরাং তখন খাদ্যের কি দশা ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ খাদ্য পাকস্থলীতে পড়িয়া থাকিয়া পেট ভার করিয়া থাকিবে; কার্য্যে কোন উৎসাহ থাকিবে না। এ সময়ে প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ থাকে। এই আবর্জ্জনার ফলে শরীর ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে, কিছুই ভাল লাগে না। অনিচ্ছায় শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেই ইহা ঘটিয়া থাকে।

রোগ যাহাতে আসিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত আহার করিও না। রুচি না জন্মিলে সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য খাইও না।

খাদ্য গ্রহণে অন্যান্য অনেক রকম ভুলও অনেকের হয়। কেবল পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণে যথার্থ আহার করা হয় না। খাদ্যের মধ্যে এমন বস্তু থাকা দরকার, যাহা হজম হয় না, অথচ নিজের ভারে শরীরের আবর্জ্জনা বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে বাহ্য খোলসা হইয়া শরীর হালকা হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে আমিষ খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ খাদ্যই সমধিক উপযোগী। ইহাতে যেমন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, তেমনি বাজে জিনিষও অনেক থাকে। যাহা পুষ্টিকর, তাহা শরীরে শোষিত হয়; যাহা বাজে, তাহা বাহির হইয়া গিয়া পেট খোলসা রাখে।

## রন্ধনের দোষ

বিলাতের লোক উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে জানে না। তাহারা আলু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দেয়। ঐ জলের সঙ্গে তরকারীর পুষ্টিকর পদার্থ ও সদ্‌গন্ধ বাহির হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ছিবড়ে ও অখাদ্য। তাহারা তাহাই খায়। আমাদের দেশে খাবারের দোকানে আলু সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া, খোসা ছাড়াইয়া, ধুইয়া, সাতলাইয়া, আলুর দম রান্না হয়। এই জন্য তাহা অনেকটা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। যদি খোসা না ছড়াইয়া খোসা-শুদ্ধ আলু ভাল করিয়া ধুইয়া, একটুখানি চিরিয়া যথানিয়মে আলুর দম রান্না হয়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভাত রান্নার প্রণালী ভাল নয়। অনেক বেশী জল দিয়া ভাত রাঁধিয়া ফ্যান ফেলিয়া দিয়া ভাত খাওয়া ভুল। পরিমাণ মত জল দিয়া ভাত রাঁধিলে ভাতও সিদ্ধ হয়, অতিরিক্ত জলও মরিয়া যায়—ফ্যান ফেলিতে হয় না। সেই ভাতই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুখাদ্য। অন্যান্য তরকারী রাঁধিবার প্রথা আমাদের দেশে বিলাত অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে ঘি, গরম মশলা

কম ব্যবহার করিলে ভাল হয়। অনেক রাঁধুনির বিশ্বাস, তরকারীতে যত বেশী ঘি মশলা দেওয়া হইবে, রান্না তত উৎকৃষ্ট হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তরকারীতে ঠিক পরিমাণ মত মশলা ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট। অতিরিক্ত মশলা ব্যবহার অপচয়ও বটে, অনিষ্টকরও বটে। যদি কোন আনাজ তরকারী সিদ্ধ করিয়া লইয়া রাঁধিতে হয়, তাহা হইলে এমন পরিমাপ মত জল দিতে হয় যে, তরকারীও সুসিদ্ধ হয়, অথচ জলটুকুও মরিয়া যায়।

আমাদের দেশে রন্ধনার্থ যে সমস্ত আনাজ তরকারী ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেকটির এক একটি বিশেষ গুণ আছে। সুতরাং যে সময়ের যে তরকারী, সে সময়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। তাহাতে উপকারই হইয়া থাকে।

## সাধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস

সাধারণ লোকে পীড়িত হইলে মনে করে, সে অসুস্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। বস্তুতঃ রোগ তাহার শরীরে অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে। এখন যাহাকে সে রোগ মনে করিতেছে, তাহা তাহার অসুস্থতার একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র। শরীরের ভিতর রোগ প্রতিষেধক যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, সেই শক্তির ক্রিয়ার ফলে—রোগ আরোগ্যের প্রয়াসের ফলেই এই লক্ষণের উৎপত্তি। 'তথাকথিত' রোগ (অর্থাৎ প্রকৃত বাহ্য লক্ষণ) দেখা দিলেই বুঝিতে হইবে, রোগের স্বাভাবিক চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার এবং ঔষধ সেই স্বাভাবিক নিরাময় কার্য্যকে সাহায্য করে মাত্র। শরীরের ভিতর আবর্জ্জনা জমিয়া, যখন পরিমাণ শরীরের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতি সেই সব আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে বাহিরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলেই অসুখ করে। অসুখ করিলেই পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘনও বন্ধ করিতে হয়। তখন শরীর পরিষ্কার করার কাজ, ময়লা দূর করার কাজ সহজ হইয়া আসে। তাহা না হইয়া যদি আহার বিহার সমান ভাবেই চলে, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব রোগ বরং আমাদের হিতৈষী বন্ধু। উহা প্রকৃতির সতর্কতার ইঙ্গিত। কারণ, রোগই রক্ত পরিষ্কারের সদুপায়; উহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের জীবন রক্ষক।

ইহাই সাধারণ নিয়ম; তবে অবশ্য দুই একটা ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের অতিক্রমও যে ঘটে না এমন নহে। সাধারণতঃ শরীর যখন আপনাকে পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে, তখনই সেই প্রণালী রোগের আকারে বাহিরে দেখা যায়। শরীর পরিষ্কারের স্বাভাবিক প্রণালী ঠিকমত সাহায্য করায় শীঘ্রই এই কার্য্যটি সাধিত হইয়া যায়। কিন্তু কুচিকিৎসা হইলে, ভুল ঔষধ ব্যবহৃত হইলে, স্বভাবের এই রোগ নিরাময়ের প্রণালীতে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অবস্থা গুরুতর হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, রোগ আসিবার পুর্ব্বেই তাহার আসন্ন আগমন সংবাদ যাহাতে জানিতে এবং সতর্ক হইতে পারা যায়, এমন ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করা। রোগের লক্ষণ জানিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারা অধিকতর ফলপ্রদ। তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক হইয়া রোগের আগমন নিবারণ করা যায়; অন্ততঃ তাহার তীব্রতা কমান যায়।

অনেকে জল খুব কম পান করেন। ইহা ভাল অভ্যাস নয়। যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিলে রক্ত তরল থাকিয়া সহজে প্রবাহিত হয়, এবং শরীরের

ময়লাও বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য যথেষ্ট জল পানের অভ্যাস থাকা ভাল। জলের পরিবর্ত্তে প্রচুর তরল খাদ্য ভক্ষণেও কতকটা এই কাজ হয়। নানাবিধ ফলের রস এ পক্ষে খুব হিতকর। বিবিধ ফলের সিরাপ বা সরবৎ পান করিলেও খুব উপকার পাওয়া যায়।

স্থূলতঃ, খাদ্যের সুস্বাদ ( মশলা সহযোগে নহে—স্বাভাবিক সুস্বাদ ) খাদ্য গ্রহণ প্রণালী নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক। যে স্বাভাবিক খাদ্য যতটা সুস্বাদু তাহাই আমাদের শরীর পোষণের পক্ষে ততটা হিতকর। সুন্দর ভাবে পাক করা পুষ্টিকর খাদ্য সকল সময়েই সুস্বাদু হইয়া থাকে। নানাবিধ মসলা দেওয়া খাদ্য খাইতে ভাল লাগিলেও এই কৃত্রিম স্বাদ খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সাধনে একটুও সাহায্য করে না।

অতএব এই কথাগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ১। যদি ক্ষুধা না থাকে, ২। যদি গা ম্যাজ ম্যাজ করে, আলস্য বোধ হয়, ৩। যদি বাহ্য ভাল খোলসা না হয়, ৪। যদি মেজাজ রুক্ষ থাকে, কিম্বা মনে ইতস্ততঃ ভাব থাকে, ৫। যদি সুনিদ্রা না হয়, ৬। যদি মাথা ঘুরে, কিম্বা শরীর কি পেট ভার ভার বোধ হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবে। যদি অতি ভোজনের ফলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে আহারের সংযম অতীব আবশ্যক। প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস দিলে খুব সুফল পাওয়া যায়। যদি ঐ সকল লক্ষণ কম খাওয়ার দরুণ উপস্থিত হইয়া থাকে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিতে হইবে। যদি মশলাযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া থাকে, তবে শাকসব্জী ও ফলমূল বেশী করিয়া খাইতে হইবে। যদি ব্যায়ামের অভাবে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে দীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

( স্বাস্থ্য-সমাচার )

—•—

# মশার সহিত যুদ্ধ

ম্যালেরিয়া সংক্রামক রোগ নয়। কিন্তু মশার সাহায্যে এই রোগ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। মশা যখন ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত লোকের দেহে দংশন করে, তখন মশার দেহে ম্যালেরিয়া বিষ প্রকাশ করে, এবং সেই মশা সুস্থ দেহে দংশন করিবার সময় ম্যালেরিয়া বিষ তাহার দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। সুতরাং ম্যালেরিয়া নষ্ট করিতে হইলে মশকের বংশ ধ্বংস করিতে হইবে।

মশা ধ্বংস করিবার জন্য নানা দেশে নানা পন্থা উদ্ভাবিত এবং অবলম্বিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্যাম্বুসিয়া (Gambusia) নামক এক প্রকার মৎস্য পাওয়া গিয়াছে। উহারা নাকি মশার পরম শত্রু। যে জলে মশা ডিম পাড়ে, সেই জলে উক্ত মৎস্য ছাড়িয়া দিলে মশার

বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। গাম্বুসিয়া দ্রুত বেগে বংশ বিস্তার করে, এবং যে কোনরূপ জলে উহারা বাস করিতে পারে।

উহারা অন্য কোন মৎসকে আক্রমণ করে না। হনলুলু, জাপান, চীন, ফরমোজা, ক্যালিফোর্ণিয়া এবং অন্যান্য দেশে মশককুল ধ্বংশের জন্য জলাশয়ে গাম্বুসিয়া পালন করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ইউ-রোপের খানা, ডোবায় এবং জলা ভুমিতে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া মশা নিবারণের চেষ্টা চলিয়াছে। বাংলা দেশে পুঁটি, চেলা, ঝাঁ্যা এবং মকল্লা মাছ, পুষ্করিণী এবং ডোবার ধারে মশা, ব্যাঙ, প্রভৃতি নানা জীব যে সকল ডিম পাড়ে, তাহা অতি আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। মশকধ্বংস প্রোপা-গাণ্ডার প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে গ্রামের পুষ্করিণী সমুহে এই সব মাছ পালন করিবার জন্য অনেক উপদেশ বাহির হইত। কিন্তু তদনুসারে গ্রামবাসীরা কাজ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোনও রেকর্ড পাওয়া যায় না। তবে প্রত্যেক পুকুরে ঝাঁ্যা, পুটী, ও চেলা মাছ থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকেও আবার শোল জাতীয় মাছে খাইয়া ফেলে। যাহা হউক, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লী সমুহে এই সব মাছ পালন করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

## সর্পের বিষ সংগ্রহ

প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশে সর্পদংশনে কত লোক যে অকালে প্রাণত্যাগ করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মামুলী প্রথা মত সর্পদষ্ট লোকটিকে মূর্খ ওঝার হাতে অর্পণ করিয়া বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ইহার প্রতিকারের জন্য পাশ্চাত্য জাতির চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের আর সীমা নাই।

ব্রেজিলে ডাক্তার আফ্রানিও সর্পদংশনের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য অদ্ভুত পরিশ্রম করিতেছেন। ইহার ফলে তিনি বহুপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন

ব্রেজিলে এরূপ ভীষণ বিষাক্ত সাপ আছে যে, তাহাদের দংশনে দুই মিনিটের মধ্যে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। ইহার প্রতিকারের জন্য ব্রেজিল গভর্ণ-মেণ্ট যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। এই চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ের ফলে একটি পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় বিশ রকম বিষাক্ত সাপের বিষ সংগৃহীত হয়। বিষ সংগ্রহের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। ধৃত সর্পটি ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ছোবল মারে, তাহার ছোবলটি একটি পাত্রের উপর যাইয়া পড়ে। পাত্রটি এরূপভাবে প্রস্তুত যে, উহার মধ্যে বিষ সংগৃহীত হইয়া প্রতিষেধক ঔষধে পরিণত হয়। ইহাতে যে কেবল সর্পদংশন আরোগ্য হয়, তাহা নহে, উহার injection লইলে সর্পদংশনে কোন ক্ষতি হয় না।

## ডাক্তারের ভুল

ভুল মানুষ মাত্রেই করিয়া থাকে। কিন্তু জনৈক ডাক্তার যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নুতনত্ব এবং বিশেষত্ব আছে। কিছুদিন পুর্ব্বে কলোন হাসপাতালে জনৈক রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। ডাক্তার একস্-রে ফটোগ্রাফ লইয়া দেখেন, তাহার পেটের মাংসের মধ্যে একখানি কাঁচি রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হইল যে, রোগী আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে প্রশ্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন, এক সময়ে উক্ত রোগীর অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। সেই সময়ে, ডাক্তার কাঁচি তুলিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন, তাহার ফলে কাঁচি রোগীর পেটের মাংসের মধ্যে রহিয়াছে।

## ম্যালেরিয়া-মশকের গুণ

ম্যালেরিয়ার বাহন বলিয়াই মশকের এতদিন খ্যাতি

ছিল। ইহা তাহার অখ্যাতি ; কিন্তু উহার সুখ্যাতির ও একটা দিক আছে, তাহা এতদিন কে জানিত? সম্প্রতি হাল কর্পোরেশনের মেণ্টাল হস্পিটাল কমিটি ( The Mental Hospital Commitee of Hull Corporation) ম্যালেরিয়া-মশক আমদানী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহাদের দ্বারা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিলে নাকি রোগ সারিয়া যায়। উহারা রোগীকে কামড়াইলে রোগীর পক্ষাঘাত সারিয়া যাইবে। অতএব ম্যালেরিয়া-মশক পালন করিবার আয়োজন হইতেছে।

# ভাইটামিন "সি"

ভাইটামিন "সি" এর অভাবে দুরন্ত স্কার্ভি ( Scurvy ) রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে রক্ত দূষিত হইয়া চর্ম্মের নীচে এবং শরীরের নানা স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। পূর্ব্বে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া জাহাজের নাবিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কোন ঔষধ প্রয়োগে এই রোগের উপকার হয় না। টাট্‌কা ফলমূল, তরিতরকারী ব্যবহার করিলেই এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। লেবুর রস এই রোগের মহৌষধ। টাট্‌কা তরি-তরকারী, ফলমূলের মধ্যে 'সি' জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, এই জন্য এই সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহার রোগ হইয়াছে, সে আরোগ্য লাভ করে।

অনেকে বলেন যে, "সি" জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে দাঁতের গোড়ায় পুঁজ ( Pyorrhea ) হয়। টোমাটো ( বিলাতী বেগুণ), আলু, শালগম, বাঁধাকপি, পালম শাক, তেঁতুল, সয় বীন, ( Soy bean ) প্রভৃতি তরিতরকারীর মধ্যে এবং কমলালেবু, আঙ্গুর, আপেল, লেমন, পাতি ও কাগজি লেবু, আনারস, কলা প্রভৃতি ফলের মধ্যে এই জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। যে উত্তাপে আমাদের রন্ধন কার্য্য সাধারণতঃ সম্পন্ন হয়, তাহাতে ভাইটামিন "এ" এবং ভাইটামিন "বি" সম্বন্ধে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঐ উত্তাপে ভাইটামিন "সি" বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রাঁধা ব্যঞ্জন ব্যতীত প্রত্যহ ফলমূল ও তরিতরকারী কিছু পরিমাণে কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাহেবেরা তাঁহাদের খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যহ লেটুস্, সিলারি প্রভৃতি কতকগুলি শাকজাতীয় তরকারী ( Salad ) কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করেন ; ইহাতে তাঁহাদের ভাইটামিন সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বিলাতী বেগুণ, শশা, কলাইশুঁটী, বরবটী, মূলা, পিঁয়াজ প্রভৃতি কাঁচা তরকারী ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া অল্প সরিষা বাঁটা লেবুর রস, লবণ ও সামান্য পরিমাণে চিনি উহাতে যোগ করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আমাদের গৃহে সহজেই করিতে পারা যায়। ইহা খাইতে অতি মুখরোচক এবং উহা দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ফলমূল এবং অঙ্কুরিত ভিজা ছোলা, ভিজা মুগ খাইবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার দেহ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিবার অবসর পায় এবং দেহ

মধ্যে রোগ প্রতিষেধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীগণকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টী স্মরণে রাখিয়া প্রত্যহ পরিবারস্থ সকলের জন্য এইরূপ খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

কমলালেবু এবং বিলাতী বেগুণের মধ্যে "সি" জাতীয় ভাইটামিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিলাতী বেগুণ রন্ধন করিলে অথবা উহা শুকাইয়া লইলে ভাইটামিন সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হয় না। শীত-কালে বিলাতী বেগুণ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সময়ে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে, অথবা অল্প তেঁতুল ও চিনি বা গুড় সংযোগে উহার মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে উহা আমরা বারমাস ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন সংগ্রহ করিতে পারি।

যে শিশুর দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না বরঞ্চ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ক্ষয় হইয়া যায়, তাহাকে দিবসে দুইবার এক চামচ কমলালেবুর রস খাইতে দিলে শীঘ্র তাহার শারীরিক উন্নতি হয়। এ বিষয়ে দুর্ব্বল শিশু সন্তানের জননীগণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। কমলালেবুর পরিবর্ত্তে বিলাতী বেগুণের রস খাইতে দিলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

তরিতরকারী বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সিদ্ধ করিলে তন্মধ্যস্থিত ভাইটামিন প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব কালে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা তিন ঘণ্টাকালব্যাপী সিদ্ধ খাদ্য খাইত, তাহাদেরই মধ্যে এই রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। খাদ্যদ্রব্য ৪০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিলে উহার ভাইটামিনের বিশেষ ক্ষতি হয় না, এবং এইরূপ খাদ্য ব্যবহার করিয়া বিস্তর লোক বেরিবেরি রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। আমাদের রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণাগণকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

সাধারণ গৃহস্থের গৃহে লেবুর রস ও তেঁতুলের সরবতের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। এই দুই সামগ্রী প্রত্যেকে প্রতিদিন ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ক্ষার পদার্থ ( Alkali ) সংযোগে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য সোডা মিশ্রিত জলে রন্ধন করা উচিত নহে। মাতৃ-মন্দির।

# শিশুদিগের খাদ্য

যে বাড়ীতে দুই বা তিনজন বালকবালিকা আছে, তথায় অধিকবয়স্ক বালকবালিকাগণকে যাহা খাইতে দেওয়া হয়, সেই খাদ্যের সকল রকম খাদ্য খাইতে সর্ব্ব-কনিষ্ঠকে নিষেধ করা মুস্কিলের কথা। বালকবালিকা-গণকে স্বাস্থ্যপ্রদায়ী কি খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ভাবিবার কথা। ইহাদের মধ্যে যাহার স্বাস্থ্য উত্তম, সে তাহার সম্মুখে যে খাদ্য পাইবে তাহাই, ভক্ষণ করিবে, এবং এইরূপে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবে। যে সকল বালকবালিকা জন্ম হইতে কৃশ ও দুর্ব্বল এবং আহার করিতে চাহে না, তাহাদিগকে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান কর্ত্তব্য।

আমরা যাহা আহার করি, তাহা হজম হইতে ও

তাহার অপ্রয়োজনীয় পদার্থ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা অঙ্গারে পরিণত করিতে যাইয়া উত্তাপের উৎপত্তি হয়। এই উত্তাপ রক্ষা করা প্রয়োজন, এবং তাহা রক্ষা করিতে আহারের প্রয়োজন। কোন্ খাদ্য সেবনে কতটা উত্তাপ হয়, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। একজন মানুষের কতটা শাক, কতটা চর্ব্বি, কতটা শ্বেতসার, কতটা অম্লসার কতটা শর্করা জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন, তাহাও বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা গিয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের জন্য, ব্যক্তিগত প্রয়োজন হিসাবে, তাহার দৈর্ঘ্য, বয়স এবং বৃদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়। চারি বৎসর বয়সের বালকের, তাহার শরীরের ওজন হিসাবে, প্রতিসের ওজনের জন্য প্রত্যহ ৮০ মাত্রা উত্তাপ-উৎপাদনকারী খাদ্য সেবন করা কর্ত্তব্য। যদি তাহার ওজন অর্দ্ধমণ হয়—যাহা এই বয়সের শিশুর সচরাচর ওজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোট ১৬০০ মাত্রা উত্তাপ-প্রদায়ী খাদ্য তাহার সেবন করা কর্ত্তব্য।

আমরা যাহা আহার করি, তাহার প্রত্যেকটী সেবনে যে উত্তাপ হয়, তাহা মাপিবার জন্যই এই উত্তাপের মাত্রা গণনার উৎপত্তি। চুল্লীতে কাষ্ঠ বা কয়লা পোড়াইলে যেমন উত্তাপের উৎপত্তি হয়, তেমনি আমাদিগেরও আহার করিবার জন্য ও তাহা হজম করিতে উত্তাপের উৎপত্তি হয়। তাহা ছাড়া যেমন বিভিন্ন রকম কাষ্ঠের ও বিভিন্ন রকম কয়লার উত্তাপ কম বা বেশী হয়, তেমনি আমাদিগের বিভিন্ন রকম খাদ্যে বিভিন্ন মাত্রার উত্তাপ হয়। মাখন অতি ঘনীভূত খাদ্য; সেইজন্য বিলাতী বেগুণ ভক্ষণে যে উত্তাপ হয়,মাখন ভক্ষণে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কলা ভক্ষণে তরমুজ অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপ হয়। কোন্ খাদ্য খাইলে কত মাত্রা উত্তাপ হয়, তাহার তালিকা খাদ্য সম্বন্ধের পুস্তকে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য সেবনে যে উত্তাপ হয়, তাহাকে ইংরাজীতে calory বলে।

পাঁচ হইতে আট বৎসরের শিশুর, তাহার ওজন প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে, ১৬০০ হইতে ১৮০০ মাত্রা উত্তাপের প্রয়োজন। কোন কোনও বালক-বালিকা সমস্তক্ষণ ক্রিয়া ও ক্রীড়াশীল থাকে, এবং তাহারা জীবনীশক্তিপূর্ণ; ইহারা তাহাদিগের পিতার ন্যায় সমপরিমাণ আহার করিতে সক্ষম হয়, কারণ তাহারা সমস্ত দিন শ্রম করে। অপর বালকবালিকা-গণ অতি আস্তে আস্তে বাড়ে, শান্তভাবে থাকে এবং সেজন্য তাহারা কম আহার করে।

প্রাত্যাহিক আহারের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী-সকলের খাদ্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যথা:—ছানাজাতীয় পদার্থ, শর্করাজাতীয় পদার্থ, মেদজাতীয় পদার্থ, খনিজ দ্রব্য, খাদ্যবীর্য্য এবং জল। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছানা জাতীয় পদার্থ হইল যাহা দুগ্ধের মধ্যে থাকে। ইহা শরীর গঠন করিতে ও ক্ষয়প্রাপ্ত পেশী পুনর্গঠন করিতে অদ্বিতীয়; তাহার পর ডিম্ব,—উহার শ্বেত অংশ বিশুদ্ধ ছানাজাতীয় পদার্থ, তাহা ছাড়া টাটকা দুগ্ধ ও পনির একই জাতীয়। শর্করাজাতীয় পদার্থ শরীরে শক্তি প্রদান করে ও উহা উত্তপ্ত রাখে। শিশুদিগের খাদ্যে ইহা শতকরা ৫০ ভাগ থাকে। বালকবালিকাগণ যে ফল, শাকসব্জী, ভাত, রুটি ও মিঠাই খায়,তাহাতেই প্রধানতঃ এই পদার্থ থাকে। অনেক বিভিন্ন খাদ্যে চর্ব্বি পাওয়া যায়; যথা—দুগ্ধ, মাংস, ডিম্ব, শাকসব্জী, প্রাণী ও উদ্ভিদ হইতে তৈল, মাখন প্রভৃতি। চর্ব্বি সেবনে উদ্যম হয়, এবং কোন কোন প্রকার চর্ব্বি সেবনে বিশেষতঃ মাখনে 'ক' শ্রেণীর খাদ্যবীর্য্য বা ভিটামিন পাওয়া যায়। চর্ব্বি সকল উত্তপ্ত করায় এক দুর্গন্ধময় পদার্থে পরিণত হয়,সেজন্য উহাতে ভাজা সকল খাদ্য সকলেরই পক্ষে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক-

গণের পক্ষে, অনিষ্টকর কারণ; উহা সহজে হজম হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত কয়েক রকম তৈলেতে এই দোষ পাওয়া যায় না। অধিক পরিমাণ চর্ব্বি সহজে হজম হয় না, সেইজন্য গুরুপাক মিষ্টান্ন, কেক্ ও মশলা অল্পবয়স্কদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

মানুষের শরীরের জন্য যে সকল খনিজ দ্রব্য প্রয়োজন, তাহার মধ্যে আটটি প্রধান খনিজ দ্রব্য আছে, এবং আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে ইহা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় তিনটা খনিজ দ্রব্য আছে, এবং এই তিনটাই আমাদিগের নির্ব্বাচিত খাদ্যে সাধারণতঃ থাকে না; এই তিনটা হইল চূণ, লৌহ ও ফস্ফরাস। চূণ ও ফসফরাস্ যে খাদ্যে আছে তাহা ঋজু ও দৃঢ় অস্থি গঠনের সাহায্য করে—ইহাতে উত্তম দন্ত গঠিত হয়।

লৌহ যে খাদ্যে আছে, তাহা সেবনে রক্তের লাল কণিকাতে হেমগ্লবিন (haemoglobin) নামক পদার্থ সংযুক্ত হয়। রক্তের এই লাল কণিকা কোষসকল হেমগ্লবিন লৌহে পূর্ণ থাকায় ফুসফুস হইতে পেশী সকলে অক্সিজেন বহন করিয়া লইয়া যায়।

শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান খনিজ দ্রব্য যে সকল খাদ্য দ্রব্যে আছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এই সকল দ্রব্য সেবনে বালকবালিকাগণের শরীরে উহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে। চূণ নিম্নলিখিত খাদ্যে বর্ত্তমান—দুগ্ধ, ডিম্বের হরিদ্রা বর্ণের বস্তু, পনীর, সীম জাতীয় পদার্থ, পালং শাক, লেটুস শাক, পেঁয়াজ, মুলা, গাজর। ফসফরাস নিম্নলিখিত খাদ্য সকলে বর্ত্তমান:—ডিমের হরিদ্রাভ অংশ, দুগ্ধ, পনীর, সীম জাতীয় দ্রব্য, পেঁয়াজ, মাস, দাল, আলু, বার্লি, গম, কমলালেবু। লৌহ নিম্নলিখিত খাদ্যে বর্ত্তমান:—ডিম্বের হরিদ্রাভ অংশ, সীম জাতীয় খাদ্য, পালং শাক, লেটুস শাক, বাঁধাকপি, কিসমিস, সেলারি শাক।

ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য যে সকল খাদ্যে বর্ত্তমান, তাহা আহারে শরীরের বৃদ্ধি হয়, এবং কতকগুলি রোগ নিবারণ করে। তিনটা প্রথম শ্রেণীর ভিটামিন এখন পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, এবং উহা ভক্ষণে কি উপকার হয় ও কোন্ খাদ্যে উহা বর্ত্তমান থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই তিন শ্রেণীর ভিটামিনের মধ্যে প্রথম 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য চর্ব্বিতে দ্রবীভূত হয়। দ্বিতীয় 'খ' শ্রেণীর ভিটামিন জলে দ্রবীভূত হয়, তৃতীয় 'গ' শ্রেণীর ভিটামিনও জলে দ্রবীভূত হয়। জলে দ্রবীভূত 'খ' শ্রেণীর ভিটামিন প্রায় সকল খাদ্যেই এমন ভাবে আছে যে, কোন্ খাদ্যে উহা কম পরিমাণে বর্ত্তমান তাহা বাহির করা কঠিন। সচরাচর যাহা সেবন করা যায় তাহাতে 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন বর্ত্তমান থাকে না। দুগ্ধ, মাখন, ডিম্ব অথবা প্রচুর পরিমাণ শাকসব্জী ভক্ষণে উপযুক্ত পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ তৈল, মাখন, জলপাইর তৈলে এই ভিটামিন বর্ত্তমান নাই।

'গ' শ্রেণীর ভিটামিন টাটকা ফলে, বিশেষতঃ কমলালেবুতে, সবুজ ঘাসসেবী গরুর দুগ্ধ এবং অনেক টাটকা শাকসব্জীতে বর্ত্তমান। এই খাদ্যবীর্য্যের অভাবে এক প্রকার চর্ম্মরোগ হয়, তাহাকে scurvy বলে। 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর ভিটামিন উত্তাপে, যথা-সিদ্ধ করায়, নষ্ট হয় না, কিন্তু 'গ' শ্রেণীর ভিটামিন উত্তাপে এবং বহুদিন ব্যবহার না করিলে নষ্ট হয়। সেজন্য যে সকল শিশুকে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ, শুষ্ক দুগ্ধ, টিনে করা ঐরূপ কোন প্রকার পেটেণ্ট করা বাজারে বিক্রীত দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয়, তাহাদিগকে প্রত্যহ কমলালেবুর রস খাইতে দেওয়া প্রয়োজন।

যে সকল খাদ্যে ভিটামিন আছে, তাহার শ্রেণী অনুযায়ী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ক" শ্রেণীর ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য—ইহা চর্ব্বিতে দ্রবীভূত হয়। দুগ্ধ, মাখন, দুগ্ধের সর, কডমৎস্যের তৈল, ডিম্বের হরিদ্রাভ অংশ, পালং শাক, বিলাতী বেগুণ, মূলা, লেটুস শাক, ডাল। "খ" শ্রেণীর খাদ্যবীর্য্য যাহা জলে দ্রবীভূত হয়:—দুগ্ধে বর্ত্তমান, ডিম্ব এবং প্রায় সকল টাট্‌কা শাকসব্জী এবং ফলের মধ্যে বর্ত্তমান। "গ" শ্রেণীর ভিটামিন, যাহা জলে দ্রবণীয়:—কমলালেবুর রস, বিলাতী বেগুণ (টাটকা এবং টিনে করা), লেবু, বাঁধাকপি, লেটুস শাক, মূলা, কাঁচা দুগ্ধ।

যে সকল শাকসব্জী অম্ল সংযুক্ত নহে, তাহা অধিকক্ষণ উত্তাপে রাখিলে উহার "গ" শ্রেণীর ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যদি পনের বা কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত উহাতে বাষ্প প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহার পরেও ঐ সকল শাকসব্জীতে কতকটা ভিটামিন বর্ত্তমান থাকে। "ক" শ্রেণীর ভিটামিন যে সকল খাদ্য হইতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহার কতকগুলিতেই "খ" শ্রেণীর ভিটামিন বর্ত্তমান আছে। দুইবার আহারের মধ্যের সময়ে, বিশেষতঃ প্রাতরাশের পূর্ব্বে, যাহাতে বালক-বালিকাগণ জলপান করিবার অভ্যাস কম বয়সে আরম্ভ করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আহারের সময় জলপান করা অনিষ্টকর নহে; কিন্তু যদি এই জল আহার্য্য দ্রব্য ভাল করিয়া না চিবাইয়া কেবল গলাধঃকরণের সুবিধার জন্য পান করা হয়, তাহা হইলে উহা অনিষ্টকর। প্রাতঃকালে ও বৈকালে অনেক পরিমাণ জল পান করিলে বালক-বালিকাগণের উপকার হয়। সমগ্র শরীরের যন্ত্র সকল সুনিয়ন্ত্রিত করিতে প্রচুর পরিমাণ জল পান করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা যে তজ্জন্যই কেবল অতি উপকারী বস্তু, তাহা নহে, কিন্তু ইহা রোগাক্রমণেও বাধা দেয় এবং প্রধানতঃ অধিক জল পান করিলে সর্দ্দিরোগ হয় না।

সঞ্জীবনী

---

## এক বিঘা আলুর জমি

সাতদিন পর যখন আমার মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিহারের সীমায় আসিয়া পৌছিলাম, তখন মাতৃহারা শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যে পণ করিয়া পায়ে হাটিয়া রওনা হইয়াছি, তাহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; তাই দুঃখের মধ্যে একটু আলোর রেখা আমাকে আমার গন্তব্য পথে টানিয়া লইয়া চলিল। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ের গা দিয়া, আঁকা বাঁকা রাস্তা বাহিয়া, আমরা ১৮ দিনে পাটনা পৌছিলাম। রাস্তায় আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, বিহারের কৃষকের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। এখানে আসিয়া তাই সেই দিকেই বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এসকল কৃষকদের কষ্ট দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? যাহাদের কষ্ট না হয়, তাহাদের প্রাণ পাষাণ অপেক্ষা কঠিন। তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা আজ আমরা বলিব না। আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য, এক বিঘা আলুর জমির সম্বন্ধে কিছু বলা, এবং সেই সাথে তাদের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা।

পাটনা হইতে যে সমস্ত ভাল ভাল ডাল কলাই প্রভৃতি কলিকাতা সহরে আমদানী হয়, এবং সহরের বাবুদের উদর পূরণ করে, সেই সমস্ত ডাল কলাই যে পাটনার কৃষকগণের কত রক্ত দ্বারা তৈয়ারী, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই অনুমান করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, তাহাদের গায়ের রক্ত জল করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য তাহারা ভোগ করিতে পারে না। কষ্ট করিবার অধিকার তাদের কেবল আছে, ভোগ করিবার অধিকার নাই।

বাঙ্গলা দেশের কৃষকগণ বৃষ্টির আশায় বসিয়া থাকে। সারা বৎসর বৃষ্টি না হইলে দেশে অজন্মা হইবে, তবু পরিশ্রম করিয়া জল সেচন করিবেনা। আর বিহারে মাত্র বৎসরে দুই তিন মাস বৃষ্টি হয়— তাহাও বাঙ্গলার তুলনায় অল্প। রবি শস্য বুনিবার পর তো আকাশে মেঘের ছায়াও দেখা যায় না। তথাপি এই উত্তপ্ত দেশে যে এত ভাল ফসল জন্মে, তাহা কেবল কৃষকদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর জন্য।

রবি শস্য বুনিবার পর কৃষকগণ প্রত্যেক ক্ষেতে অথবা দুই তিন ক্ষেতের মধ্যে একটী ২০।২৫ হাত গভীর কুয়া খনন করে। কূপের পার্শ্বে

একটা ১০।১২ হাত বাঁশ পোতা থাকে। উহার সহিত অন্য একটা বাঁশ বাঁধা। এ দেশীয় ভাষায় উহাকে 'লাঠা' বলে। ঐ লাঠার সহিত একগাছি রশি দিয়া একটী বালতী বাঁধা হয়। উহাকে 'কুস্তী' বলে, এই কুস্তীর সাহায্যে কূয়া হইতে জল তোলে। ক্ষেতের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট নালা আছে; ঐ নালা দিয়া জল সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে। দুপুরে সূর্য্যের তাপ যখন প্রখর হয়, তখন মাটি গরম হইয়া, গাছ ঢলিয়া পড়ে, এবং জলের আবশ্যক হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে এত অধিক পুরুষ নাই যে, সকল ক্ষেতে জল সেচন করে; সুতরাং বাড়ীর মেয়েগণও দুপুরের রৌদ্রে পুড়িয়া জল সেচন করে। ফসল না পাকা পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইরূপ জল সেচন করিতে হয়। এসম্বন্ধে আজ আর বলিব না, অবসর মত "বিহারের কৃষক" নামক প্রবন্ধে উহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। বিহারের লোক অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্র। ইহার মস্তবড় একটা কারণ, সাধারণ শ্রেণীর লোকের জমির অভাব এবং জমিদারের অত্যাচার। কাহারও কাহারও দুই চার বিঘা জমি আছে, তাহাতে ফসল হইলে একটা পরিবার খাইয়া বাঁচিতে পারে; কিন্তু জমিদারের অত্যাচার বশতঃ তাহাদিগকে অনেক কষ্টে পড়িতে হয়। অনেকের বাড়ীর এপাশে ওপাশে এক আধ বিঘা জমি আছে; উহাতে তরিতরকারী বেশ জন্মে। তবে পরিশ্রম অতি মাত্রায় করিতে হয়। বাড়ীর আশেপাশে দুই এক বিঘা জমি থাকিলে, দুই জন লোকের পরিশ্রমে যে ফসল জন্মিবে, তাহাতে দুইজন লোক অনায়াসে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। যাহাদের ইহা নাই, তাহারা স্ত্রীপুরুষে কুলীর কাজ করিয়া দিন অতিবাহিত করে।

বাড়ীর পাশের এই সকল জমিতে আলুই অধিক উৎপন্ন হয়। এক বিঘা জমিতে বৎসরে দুইবার আলু জন্মে। অন্যান্য সময় নানা প্রকার তরিতরকারী জন্মে।

তিন বৎসর বিহারে বাস করিয়াছি। আমি পড়িতাম পাটনা জাতীয় মহাবিদ্যালয় (Patna National College)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী এই বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। কলেজটী আজ পর্য্যন্ত বেশ চলিয়া আসিতেছে। বিহারের রাজেন্দ্র প্রসাদ ও ব্রজকিশোর প্রসাদ এই কলেজের প্রাণ। কলেজটী বাঁকীপুর সহর হইতে দেড় মাইল দূরে গঙ্গার তীরে একটী আম্র কাননের ভিতরে। বর্ত্তমান বৎসরের "প্রবাসীর" বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কলেজের ফটো বাহির হইয়াছে। জুলাই মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার সান্যাল "বিহার বিদ্যাপিঠ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতেও কলেজের ফটো আছে। আমি থাকিতাম সহরে। প্রত্যহ দেড় মাইল হাঁটিয়া কলেজে আসিতাম, তাই গ্রাম্য কৃষকদের সহিত প্রত্যহই মুলাকাত হইত। তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিবার এবং তাহাদের সহিত আলাপ করিবার সুযোগও যথেষ্ট ঘটিত। তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয়ে যাহা জানিয়াছি, এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ যাহা দেখিয়াছি, আজ তাহাই একটু বলিব।

একবিঘা আলুর জমিতে যদি একজন লোক রীতিমত পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার উৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা দুইজন লোকের বৎসরের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। কার্ত্তিক মাসে জমি ভালরূপে চাষ করিয়া মাটি খুব নরম করিতে হয়। মাটি নরম হইলে আধ হাত দূর দূর সাধারণ ভূমি হইতে নীচু করিয়া লাইন করিতে হয়। ঐ সকল লাইনে আলু পুতিতে হয়। আধ হাত পর পরই এক একটী আলু পুতিতে হয়। আলু

পোতা হইয়া গেলে, ক্ষেতের ভিতরে যে একটী কুয়া আছে, ঐ কুয়া হইতে জল তুলিয়া ঢালিয়া দিলে, জল নালা দিয়া সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক দিন জল দিলেই গাছ জন্মে। গাছ জন্মিলে মাঝে মাঝে জল দিয়া উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। গাছ বড় হইলেই দুই পার্শ্বের মাটি দিয়া গাছের গোঁড়া উচু করিয়া দিতে হয়, এবং দুই দিকে নালা থাকে। মাটি যাহাতে শুকাইতে না পারে, এইজন্য প্রায়ই জল সেচন করিতে হয়। এই ভাবে গাছ আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে। গাছ একটু বড় হইলেই অনেক শিকড় বাহির হয়। ঐ সকল শিকড়ে আলু জন্মে। যে পর্য্যন্ত গাছ সতেজ ও সবুজ বর্ণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আলু কেবল বড়ই হইবে; যখন গাছ লাল হয়, তখন আলু আর বড় হয় না। সমস্ত গাছ কাটিয়া ফেলিয়া, মাটি খুঁড়িয়া আলু বাহির করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে আলুর চাষ প্রথম আরম্ভ করিলে পৌষ মাসের শেষ ভাগে আলু তুলিতে হয়। আলু তুলিয়া, সমস্ত জমি আবার চাষ করিয়া, মাটি নরম করিয়া, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পুনঃরায় আলু রোপণ করিতে হয়। পৌষ মাসের শেষে আলু রোপণ করিলে চৈত্র মাসের প্রথম বা শেষ ভাগে আলু তুলিতে হয়। এইরূপে বৎসরে দুইবার আলু উৎপন্ন হয়।

প্রতি বিঘা আলুর জমিতে খুব বেশী হইলে ৪০ মণ আলু জন্মে; সাধারণতঃ ২০ মণ ২৫ মণ হইয়া থাকে। ২০ মণ হিসাবে ধরিলে, বৎসরে ৪০ মণ আলু এক বিঘা জমিতে উৎপন্ন হয়। প্রতি সের চার পয়সা হিসাবে ধরিলে, প্রতি মণের দাম ২৷৷০ টাকা। ৪০ মণ আলুর মূল্য ১০০৲ টাকা। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতি বিঘায় ১৫০৲ টাকার আলু উৎপন্ন হয়।

এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, একজন লোক হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিলে, ছয় মাসে ১৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। অর্থাৎ সে প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। একজন কৃষকের পক্ষে প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করা কম কথা নহে। ২৫৲ টাকা মাসে মাহিনা দিলে অনেক বি, এ পাশ লোক দ্বারা অনেক কিছু করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রথম সমস্ত জমি একজনের পক্ষে এক সময়ে চাষ করা সম্ভব নহে। অল্প অল্প করিয়া চাষ করিতে হয়, এবং অল্প অল্প করিয়া আলু রোপন করিতে হয়। ইহাতে আলু তোলার সময় সুবিধা হয়। কারণ এক সময় সমস্ত আলু পাকিলে তাহা একজন লোকের পক্ষে তোলা অসম্ভব। লোক দ্বারা তুলিলেও এক সময় এত আলু বিক্রয় করা সম্ভব হয় না।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে আলু তুলিলে জমি পতিত থাকে না। হয় নানা প্রকার তরিতরকারীর গাছ রোপন করা হয়, না হয়, কচুরমুখী নামক এক প্রকার কচুর গাছ রোপন করিতে হয়। আলুর চাষের মত ইহার প্রথম আরম্ভ। গাছ বড় হইলে উহার ডাল বাজারে বিক্রী হয়। পাটনার লোক এই শ্রেণীর কচুকে ভালবাসে। কিছুদিন পর এই গাছের নীচে আলুর মত ছোট ছোট কচু হয়। উহাকে 'মুখী' বলে। বর্ষাকালে এই সকল কচু গাছ লম্বা হয়, এবং বাজারে বিক্রয় হয়। এই প্রকার কচুর চাষ কম লাভজনক নহে। প্রায় বার মাসই আলুর জমিতে কোন না কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইবেই। সুতরাং প্রতি বিঘা আলুর জমিতে বৎসর ২০০।২৫০৲ টাকা হইতে পারে।

আলুর জমি সচরাচর সকলের নাই। যাহার আছে তাহারও পরিমাণে অল্প। এ শ্রেণীর জমির মূল্যও অধিক। প্রতি বিঘা জমির মূল্য ৫০০৲ শত টাকা। এই শ্রেণীর জমি নানা প্রকার সার দিয়া

তৈয়ার করা যাইতে পারে; তবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হয়। পরবর্ত্তী "বিহারের কৃষক" শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"পাগল"

—•—

# ফসলের পূর্ব্বাভাস

## তুলার প্রথম ভবিষ্যৎ বাণী

## ( ১৯২৬—২৭ )

গত জুলাই মাসের শেষ ও আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে তুলার অবস্থা দৃষ্টে সরকার হইতে এই ভবিষ্যৎ বাণী করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, সমগ্র তুলা আবাদী জমির শতকরা ৭৮ ভাগ সম্বন্ধে মাত্র একথা বলা হইয়াছে। মৌসুম বায়ু দেরীতে আসায়, বীজ বপনে গৌণ হইয়াছিল; সুতরাং কতকগুলি জমি সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ দেওয়া বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে।

বর্ত্তমান বৎসরে ১৪৮১০০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ১৬১৩৪০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছিল। সুতরাং এই বৎসরে শতকরা ৮ ভাগ জমি কম বুনা হইয়াছে।

বীজ বপন সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা খুব অনুকূল ছিল না; তথাপি মোটের উপর শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা আশাপ্রদ।

বর্ত্তমান বর্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্য সমুহের তুলা-আবাদী জমির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

| | | |
|---|---|---|
| বোম্বাই-দাক্ষিণাত্য ( দেশীয় রাজ্য সহ) | ১৩৭২ | একর |
| মধ্য-প্রদেশ ও বেরার | ৫০০০০০০ | " |
| মান্দ্রাজ | ২১২০০০ | " |
| পাঞ্জাব ( দেশীয় রাজ্য সহ ) | ২৫৫৮০০০ | " |
| সংযুক্ত প্রদেশ (রামপুর রাজ্য সহ) | ৯১৩৬০০০ | " |
| ব্রহ্মদেশ | ৪৪৯০০০ | " |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৭৬০০০ | " |
| বঙ্গদেশ ( দেশীয় রাজ্য সহ ) ( আশু বুনা শস্য ) | ১৬৩০০০ | " |
| আজমীর-মাড়োয়ার | ১৭০০০ | " |
| আসাম | ৪৬০০০ | " |
| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ৩৩০০০ | " |
| দিল্লী | ৬০০০ | " |
| হায়দরাবাদ | ১৪৭৩০০০ | " |
| মধ্য ভারতবর্ষ | ১১২১০০০ | " |
| বরোদা | ৩৬৫০০০ | " |
| গোয়ালিয়র | ৬৫১০০০ | " |
| রাজপুতনা | ৩১৩০০০ | " |
| মহীশূর | ১৯০০০ | " |
| মোট | ১৪৮১০০০০ | |

## বোম্বাই

এ বৎসর গত ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৩৭২০০০ একর জমিতে তুলার বীজ বপন করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে দেশীয় রাজ্য সমুহে ৪০০০ একর জমি। গত বৎসরের এ সময়ের আবাদী জমির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এবার শতকরা ১৬ ভাগ জমি কম আবাদ হইয়াছে। বীজ বপন সময়ে বৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। জুন ও জুলাই মাসে কম বৃষ্টি হওয়ায়, জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফসলের অবস্থা সাধারণতঃ একেবারেই আশাপ্রদ ছিল না ; কিন্তু আগষ্ট মাসের প্রথমে সুবৃষ্টি হওয়ায়, অনেক স্থানেই ফসলের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে।

## মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

এবৎসর ৫০০০০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে বেরারে ৩১৬৬০০০ একর জমি। গত বৎসরের এ সময়ের আবাদী জমির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এবৎসর শতকরা ৪ ভাগ জমি কম বুনা হইয়াছে। মৌসুম বায়ু গৌণে প্রবাহিত ও গত বৎসর তুলার মূল্য কম হওয়াই এইরূপ কমতির কারণ। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মৌসুম বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বৃষ্টিপাত হইতে থাকে ; কয়েকদিন পরে উহা থামিয়া যায়। সমগ্র প্রদেশেই জুলাই মাসে যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ায়, শস্যের পক্ষে খুব উপকার হয়। অনুকূল অবস্থাতে বীজ বপন করায়, প্রায় সর্ব্বত্রই উহা অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু অনবরত অজস্র বৃষ্টিপাতের দরুণ, কয়েকটা স্থানে পুনরায় বীজ বপন করিতে হইয়াছে। শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল।

## মান্দ্রাজ

গত জুলাই মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ২১২০০০ একর জমিতে তুলাবীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ২১০০০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। জুন মাসে সুবৃষ্টি হওয়ায়, পশ্চিম ও উত্তর ভাগে তুলার চাষের বেশ সুবিধা হইয়াছিল—ইহাই এই আবাদ বৃদ্ধির কারণ।

তুলার দর কমিয়া যাওয়ায় এবং তামাকের চাষ অধিকতর লাভজনক হওয়ায়, ককোনদে, বিশেষতঃ গন্টুর জেলাতে, তুলার জমির কম আবাদ হইয়াছে। কইম্‌বাটোরে বৃষ্টিপাতের অভাব বশতঃ এবং তিনেভেলিতে তুলার পরিবর্ত্তে কতক জমিতে ধানের চাষ হওয়ায়, এবার তুলার চাষ কম হইয়াছে।

## পাঞ্জাব

এবার ২৫৫৮০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে ১৯৬০০০ একর জমি দেশীয় রাজ্যে। ইহা গত বৎসরের এই সময়ের আবাদ হইতে শতকরা ৬ ভাগ কম। খাস গভর্ণমেণ্টের অধীনের ১০৫৭০০০ একর জমিতে আমেরিকার তুলা-বীজ,এবং ১৩০৫০০০ একর জমিতে দেশীয় তুলার বীজ বপন করা হইয়াছে। বপন সময়ে আবহাওয়া অনুকূল ছিলনা, এবং জুন মাসে শুষ্ক ও অত্যন্ত গরম আবহাওয়া কতক পরিমাণে শস্যের ক্ষতি করিয়াছিল। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে মৌসুম বায়ু আরম্ভ হয়, এবং সমগ্র প্রদেশেই বেশ বৃষ্টিপাত হয়। কেবল পশ্চিমভাগে সামান্য মাত্র বৃষ্টিপাত হওয়ায়, খাল হইতে প্রচুর জল সরবরাহ করা হইয়াছিল। জুলাই মাসের বৃষ্টিপাত শস্যের পক্ষে উপকারী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে শস্যের অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থার শতকরা ৯১ ভাগ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

---

## সংযুক্ত প্রদেশ

এবার ৯৩৬০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪০০০ একর জমি রামপুর রাজ্যে। গত বৎসরের সহিত তুলনায় এবার শতকরা ১৩ ভাগ জমির আবাদ কম দেখা যাইতেছে। বপনের কাজ প্রকৃত সময়ের পরে সেচনের জলের সাহায্যে আরম্ভ করা হইয়াছিল। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। জুলাই মাসে কতকগুলি জেলাতে ফসলের প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় নিড়ানের কার্য্যে বাধা পড়ে। অঙ্কুর উৎপাদন বেশই হইয়াছে। সমস্ত জুলাই মাস ব্যাপিয়া বীজ বপনের কার্য্য চলিয়াছিল।

## ব্রহ্মদেশ

এবার ১৪৯০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছিল। ইহা গত বৎসরের আবাদ হইতে শতকরা ২৩ ভাগ বেশী। যথা সময়েই বপনের কার্য্য আরম্ভ হয়। কেবল চারিটী জেলাতে ইহা কিছু গৌণে আরম্ভ হইয়াছিল। ক্ষেত্রস্থিত শস্যের অবস্থা অধিকাংশ স্থলেই আশাপ্রদ। এখন অবিলম্বে বৃষ্টিপাত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

## বিহার ও উড়িষ্যা

বর্ত্তমানে ৭৬০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ইহা গত বৎসরেরই অনুরূপ। কেবল ৫টী মাত্র জেলার কতকাংশে মৌসুম বায়ু গৌণে প্রবাহিত হওয়ায় বপনের কার্য্য যথাসময়ে আরম্ভ হইতে পারে নাই; ইহা ব্যতীত সর্ব্বত্র আবহাওয়ার অবস্থা সাধারণতঃ অনুকূলই ছিল। সমস্ত জেলাইতেই শস্যের অবস্থা মন্দ নহে।

---

## বঙ্গদেশ

এবার ১৬৩০০০ একর জমিতে আশুফসলী তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ৭৫০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছিল। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জমির আনুমানিক তালিকার সংশোধিত বিবরণে এই আবাদী জমির পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌণফসলী তুলার বীজ এবৎসর এখনও বপন করা হয় নাই। কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার জন্য বপন সময়ে আবহাওয়া অনুকূলে ছিলনা। জুন মাসে পরিমিত বৃষ্টিপাত শস্যের অবস্থা কতকটা আশাপ্রদ করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি অজস্র বারিবর্ষণ শস্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। মোটের উপর, ফসলের বর্ত্তমান অবস্থা আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে।

---

## আজমীর-মাড়োয়ার

এবৎসর ১৭০০০ একর জমিতে তুলা বীজ বপন করা হইয়াছে। ইহা গত বৎসরের সমান। শস্যের অবস্থা উত্তম।

---

## উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

এবৎসর ৩৩০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর ৪৭০০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। প্রায় সকল জেলাতেই কম জমি আবাদ হইয়াছে। তুলার মূল্যের হ্রাসই ইহার কারণ। বপন সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল ছিল। কারণ মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে

সমগ্র প্রদেশেই গড়পড়তা হইতে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। পেশোয়ারে কিছু দেরীতে বপন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সমস্ত প্রদেশেই যথাসময়ে বীজ বপনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

## আসাম

এবৎসর ৪৬০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এসময়ে ৪৭০০০ একর জমিতেই বীজ বপন করা হইয়াছিল। আবহাওয়ার অবস্থা সাধারণতঃ অনুকূল এবং ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ।

## দিল্লী

এবার ৬০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এসময়ে ৩০০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। আবহাওয়া অনুকূল, কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

## হায়দরাবাদ

এবার ১৪৭০০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এবার শতকরা ১২ ভাগ জমি কম আবাদ হইয়াছে। মৌসুম বায়ু গৌণে আসায় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহিত না হওয়ায়, বীজ বপনে দেরী হইয়াছিল, এবং ইহাই আবাদের পরিমাণ কম হইবার কারণ।

## মধ্য ভারতবর্ষ

এবার ১১২১০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এবার শতকরা ৫ ভাগ জমি কম আবাদ হইয়াছে। এখনও বপনের কাজ চলিতেছে।

## বরোদা

এবার ৬৫১০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এসময়ে ৯৫৮০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছিল। এবার বৃষ্টিপাত গৌণে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহা অনেক স্থলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় নাই। অঙ্কুরোৎপাদন সন্তোষজনক হইয়াছে, এবং গাছের বৃদ্ধিও উত্তম। এখনও বপন কার্য্য চলিতেছে।

## রাজপুতনা

এবার এখানে ৩১৩০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এবার শতকরা ৯ ভাগ জমি কম আবাদ হইয়াছে।

## মহীশূর

এবার ১৯০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এসময়ে ২২০০০ একর জমিতে তুলা-বীজ বপন করা হইয়াছিল। বপন কার্য্য ভালই হইয়াছে।

# ইক্ষুর প্রথম ভবিষ্যৎ বাণী
# ১৯২৬—২৭

## বঙ্গদেশ

ইক্ষু রোপনের সময় আবহাওয়া প্রথমতঃ অনুকূলই ছিল। কিন্তু অবশেষে কতকগুলি জেলাতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ও ময়মনসিংহে, যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়ায়, ইহার বৃদ্ধিতে বাধা পড়ে। সে যাহা হউক, মৌসুমী বৃষ্টিপাতে ইহার অবস্থা সুবিধাজনক হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা, মোটের উপর সন্তোষজনক।

### আবাদী জমির পরিমাণ

এ বৎসর বঙ্গদেশে ২০৩১০০ একর জমিতে ইক্ষু রোপণ করা হইয়াছে। গত বৎসর ১১২৫০০ একর জমিতে ইক্ষু রোপণ করা হইয়াছিল।

### বিহার ও উড়িষ্যা

ইক্ষুর চাষ প্রধানতঃ বিহারেই হইয়া থাকে। বিহারের বাহিরে, হাজারীবাগ ও মানভূমে ইহা একটি প্রধান ফসল। প্রারম্ভে বৃষ্টির অভাব বশতঃ বিহারের অনেক জেলাতেই আবহাওয়া শস্য উৎপাদনের অনুকূল নহে বলিয়া জানান হইয়াছিল। বিহারের বাহিরে পুরী ব্যতীত সর্ব্বত্রই আবহাওয়া অনুকূল। শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। কেবল দারভাঙ্গাতে শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

### আবাদী জমির পরিমাণ

এ বৎসর ১৯৬৪০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর এ সময়ে ১৯৪৭০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩১১৮০০ একর।

### উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ

পাঁচটি জেলাতে ষোল আনা ফসল আশা করা যায়। দশটী জেলাতে শতকরা ৮৩ হইতে ৯২ ভাগ এবং ছয়টী জেলাতে শতকরা ৭৫ হইতে ৭৭ ভাগ ফসল আশা করা যায়। জেলার সরকারী বিবরণী হইতে অনুমান করা যাইতেছে যে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ শতকরা ৮৪ ভাগ হইবে। গত দশ বৎসর গড়পড়তায় শতকরা ৯৪ভাগ শস্য হইয়াছিল। সুতরাং দশ বৎসরের গড়পড়তায় এইবৎসর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ সম্ভবতঃ শতকরা ৯৮ ভাগ হইবে।

এ প্রদেশে খেজুর ও তাল হইতে গুড় প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

### উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

এবার এই প্রদেশে ৪৬৬৫০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। গত বৎসর এ সময়ে ৪২৩৪০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

---

# তিলের প্রথম ভবিষ্যৎ বাণী

## বিহার ও উড়িষ্যা

( ১৯২৬-২৭ )

### আবাদী জমি

এপর্য্যন্ত ১৩০৬০০ একর জমিতে তিল বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ১৩৫৪০০ একর জমিতে তিল বপন করা হইয়াছিল। শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। কেবল গয়াতে ইহার অবস্থা খারাপ।

### উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ

জেলার সরকারী রিপোর্ট অনুসারে দশ বৎসরের গড়পড়তায় শতকরা ৯৬ ভাগ শস্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

# চীনে-বাদামের দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বিবরণী

## মান্দ্রাজ (১৯২৬)

গত ১৯২৬ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত সাত মাসে সালেম ও কইম্বাটুর জিলাতে অনুমান ১১৫০০০ একর জমিতে আশু ফসলী-বাদাম বপন করা হইয়াছিল। উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় সালেম জেলার সমস্ত জমিতে চীনে-বাদাম চাষ হয় নাই; কিন্তু অনুকুল আবহাওয়া হওয়ায় পোলাচীতে কিছু বেশী জমির আবাদ হইয়াছে। কইম্বাটোরে পোকায় শস্যের কিছু ক্ষতি করিয়াছে। শতকরা ৯০ ভাগ শস্য আশা করা যায়; তাহা হইলে ৫১৮০০ টন শস্য হইবে।

আর্কট এবং তাঞ্জোর জেলাতে অনুমান ৫১৫০০ একর জমিতে গ্রীষ্মকালীন চীনে-বাদাম বপন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পুর্ব্ব বৎসরে দক্ষিণ আর্কটের যে সমস্ত ভিজা জমিতে চীনে-বাদাম বপন করা হইয়াছিল, প্রচুর জল সরবরাহের দরুণ সে সকল জমিতে ধান্য বপন করা হইয়াছে।

অধিকাংশ স্থানেই শস্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনাবৃষ্টি বশতঃ দক্ষিণ ও উত্তর আর্কটের শস্যের সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল। চিটুর ও তাঞ্জোরে ষোল আনা ফসলই হইয়াছে। ৪৭৫০০ টন শস্য হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে

---

### ১৯২৫ সালে

# জাঞ্জিবার প্রটেক্‌টরেটের বিদেশী বাণিজ্য

১৯২৫ সালের জাঞ্জিবার প্রটেক্‌টরেটের বার্ষিকী বাণিজ্য-বিবরণীতে প্রকাশ,- আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৭৯৫৪৬১৮৲ টাকার এবং ১৯২৪ সালে ৬০১১৯৯৯৯৲ টাকার বিদেশী বাণিজ্য হইয়াছিল। গত বৎসর যথাক্রমে ১৬৫১০২৩৩৲ টাকা ও ৩০৪৪৩৯৫৲ টাকার এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে যথাক্রমে ২৯৬৪৩৪৫৭৲ টাকা ও ৩০৪৭৬৫৪২৲ টাকার পণ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল।

প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

| বাণিজ্য দ্রব্য | ১৯২৫ টাকা |
|---|---|
| তুলা-নির্ম্মিত টুক্‌রা জিনিষ ... | ৬১৭৮৫৯৫৲ |
| চাউল ও অন্যান্য শস্য ... | ৫১৭৯৩৭৩৲ |
| নারিকেলের শুষ্ক শাঁস ( কোপ্রা ) | ১৬০২০৮৯৲ |
| চিনি ... ... ... | ৯৯৫২৫১৲ |
| ময়দা ... ... ... | ৮৫৪০৭৭৲ |
| মটর স্পিরিট ও পেট্রলিয়াম্ ... | ৫৭৯৪৫১৲ |
| গজদন্ত ... ... | ৫৪৯৭৭১৲ |
| ঘৃত ... ... | ৫৪১৯৫৪৲ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তামাক, চুরুট, সিগারেট ... | | ৫৩৩২৭৮৲ | স্পিরিট ... | ... | ১৬১৯১৪৲ |
| ব্যাগ ... | ... | ৩২৫৯৪৮৲ | শুষ্ক মৎস্য ও হাঙ্গরের ডানা ... | | ১২৫৫৫০৲ |
| তিল ... | ... | ২৬১৩০৭৲ | কফি ( কাঁচা মাল ) | ... | ১১৩৯১৫৲ |

**এই সকল দ্রব্যের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, চেষ্টা করিলে বাঙ্গালীরা জাঞ্জিবারে চাউল, ডাল, কোপ্রা চিনি, ময়দা ঘৃত, তামাক, চুরুট, সিগারেট, তিল ও ব্যাগের চালান দিয়া প্রভূতি অর্থার্জ্জন করিতে পারেন। আমাদের নিকট লিখিলে জাঞ্জিবারের ব্যবসায়ীদের সন্ধান পাইবার উপায় বলিয়া দিতে পারি।**

## মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে ফল ও শাকসব্জী রপ্তানি

( ১৯২৫—২৬ )

১৯২৫-২৬ সালের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণীতে প্রকাশ :—

"টাট্‌কা শাকসব্জীর মধ্যে ২৫০৯০০ লক্ষ টাকার পেঁয়াজ ও লঙ্কা ষ্ট্রেইট সেটেলমেণ্ট এবং মালয় রাজ্যে এবং ৬৪৯০০০ লক্ষ টাকার অন্যান্য জিনিষ ( অধিকাংশ আলু ) রপ্তানি হইয়াছিল। শুষ্ক এবং রক্ষিত ফল (প্রধানতঃ তেঁতুল) সিংহল ও ষ্ট্রেইট সেটেলমেণ্টে এবং হিজলির বাদাম (cashewnut kernels) ইতালী, ফ্রান্স ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে মোট ৮৯·৩৭ লক্ষ টাকার প্রেরিত হইয়াছিল।"

**চেষ্টা করিলে বাংলা দেশ হইতেও এই সকল দ্রব্য উল্লিখিত স্থান সমূহে রপ্তানি করতঃ অনেকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই সকল দেশের Trade Directoryতে অনেক ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা থাকে। তাঁহাদের নিকট মালের নমুনা ও দাম পাঠাইয়া দিয়া ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন করিতে হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এইসব রাস্তা ধরুণ।**

## বাঙ্গলার আবহাওয়া ও ফসল

গত ১১ আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশে কোথায়ও অল্প, কোথায়ও পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছে। পাট কাটা, ভিজান এবং ধোয়ান চলিতেছে। হৈমন্তিক ধানগাছের প্রতিরোপণের কার্য্য পুরাদমে চলিতেছে। ক্ষেত্রস্থ ফসলের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা সাধারণতঃ সন্তোষজনক। মেদিনীপুরের কতক অংশ বন্যাতে নষ্ট হইয়াছে। পোকা দ্বারা পাটগাছের ক্ষতি বন্ধ হইয়াছে।

# বিড়ির কারবার

দশ বিশ হাজার টাকার মূলধন লইয়া কারবার ফাঁদিবার মত অনেক ব্যবসায়ই আছে। কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ের কথা বলিলে অনেকেই তাহা শুনিতেই চাহে না; কারণ এত অধিক পরিমাণে টাকা ফেলিয়া ব্যবসায় করিবার মত শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে।

যাহাতে অল্প মূলধন লইয়া আরম্ভ করিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যবসায়ের কথাই আজকাল লোকে শুনিতে চাহে। তাই দেশময় কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন, ঘরে ঘরে চরকা চালাও, অবসর সময়ে চরকা কাটিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। ঘরে ঘরে চরকা আসিল, কিছুদিন ঘড় ঘড় করিয়া ঘুরিলও, কিন্তু প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকিবার ধৈর্য্য রহিল না। চরকা না চলিবার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাহার একটি কারণ এই যে, যাহারা চরকা কাটিল, তাহারা এমন কিছু অর্থের মুখ দেখিলনা যাহা দেখিয়া চরকা অবলম্বন করিয়া থাকিবার লোভ জাগিতে পারে। কিন্তু এ কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে ব্যবসায়ের মূলধন যত অল্প, সেই ব্যবসায়ের আয়ও সেই অনুপাতে তত কম। সকল ক্ষেত্রেই যে ইহা সত্য তাহা নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। সুতরাং এক টাকা, পাঁচ সিকার চরকা কিনিয়া আর দুই চারি আনার তুলা লইয়া দৈনিক খুব বেশী কিছু আয়ের আশা করা যাইতে পারে না।

কুটীর-শিল্প নানারূপ আছে। কোন কুটীর শিল্পের জন্য দুই চারি টাকা মূলধন হইলেই চলে, আবার কোন কোন কুটীর-শিল্পের জন্য দুই চারি হাজার টাকারও প্রয়োজন হয়।

গত আষাঢ় মাসে আমাদের কাগজের ১৭৩৮ নম্বর গ্রাহক বিড়ি তৈয়ারীর বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সকল বিবরণ প্রকাশ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। তাই কুটীর শিল্পের অন্তর্গত বিড়ির ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা অদ্য আলোচনা করিতেছি।

ইহার জন্য অতি সামান্য মূলধনই প্রয়োজন। ইহাতে কোন যন্ত্রপাতির আবশ্যক নাই। পল্লীগ্রামে যাঁহারা বাস করেন,তাঁহারা অবসর সময়ে ইহা অবলম্বন করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। কলিকাতার অসংখ্য মুসলমান বাসিন্দার ইহাই একমাত্র উপজীবিকা। কলিকাতা সহরে এমন কোন রাস্তা অথবা গলি ঘুঁজি নাই, যেখানে একখানা বিড়ির দোকান নাই। বলা বাহুল্য, এই সকল বিড়িওয়ালাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলমান।

সমগ্র কলিকাতা ব্যাপিয়া বিড়ির একটা বিরাট কারবার চলিয়াছে। সারা বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ বিড়ির কাটাত হয়, তাহার প্রায় সমস্তই এই কলিকাতা সহরে প্রস্তুত হয়। কলিকাতার অনেক দরিদ্র মুসলমান বিড়ি পাকাইয়া অন্নের সংস্থান করিতেছে। কলিকাতার মুসলমানদের ইহা একটা কুটীর-শিল্প।

আমাদিগের একটা প্রধান দোষ এই যে কোনও কারবারের কথা বলিতে গেলেই আমরা

কেবল শিক্ষিত লোকদিগের প্রয়োজনের কথা (requirements) ভাবি। কিন্তু শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে মুষ্টিমেয় মাত্র। আবার এই মুষ্টিমেয় লোকেরা অত্যন্ত খুঁত খুঁতে খরিদ্দার (critical and discriminating buyer); কাজেই এইরূপ খরিদ্দারের আশায় কোন কারবারে নামিতে গেলে, বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের সহিত ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিতে হয়। অথচ শিক্ষিত খরিদ্দারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সুতরাং জিনিষ কাট্‌তির আশাও সীমাবদ্ধ। এই জন্য শিক্ষিত খরিদ্দারের দিকে মাথা না ঘামাইয়া যদি জনসাধারণের অভাব মিটাইবার দিকে নজর রাখিয়া কারবারে নামা যায়, তবে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা সহজ ও সম্ভবপর হইয়া উঠে।

কথাটা উদাহরণের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বলি। বেলজিয়ান ও ইংলিশ cut glass এবং ডিকাণ্টার প্রভৃতি জিনিষ অতি সুন্দর এবং তাহাদের দামও খুব বেশী। এরূপ এক একটি গ্লাস ১৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা দামেও বিক্রয় হয়। কিন্তু এই সকল সুন্দর ও দামী গ্লাস কয়েকজন ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছাড়া জনসাধারণ কখনও কিনিতে পারে না; সুতরাং তাহার কাট্‌তিও খুব অল্প। অথচ সেই glass জার্ম্মাণী ও জাপানের কারিগরেরা জনসাধারণের উপযোগী করিয়া ৵০ আনা হইতে ।০ আনা দামে বিক্রয় করতঃ ক্রোড় টাকার ব্যবসায় করিতেছে। অল্প দামে গ্লাস বিক্রয় হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক ইহার খরিদ্দার।

তামাক জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে চুরুট, সিগারেট ও বিড়িই সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহার মধ্যে চুরুট অতি অল্প লোকেই খায়, কারণ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দামী; ধনী, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যাহারা পয়সার খুব বেশী পরোয়া করেনা, তাহারাই চুরুট কিনিয়া থাকে। স্কুল, কলেজের ছাত্র এবং চাকুরীজীবীরা সাধারণতঃ সিগারেট খায়; কিন্তু দেশের জনসাধারণ বিড়িই খায়, কারণ উহা পয়সায় ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। এই জন্য বিড়ির কাট্‌তি সমগ্র দেশে বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিড়ির কারবার স্বদেশী আন্দোলনের এক বিরাট স্বার্থকতা। ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে বিড়ির নামও বাঙ্গালীর ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল না। উড়িয়া মজুর এবং মিস্ত্রিরা কাটা তামাকের পাতা শালের পাতার মধ্যে জড়াইয়া মোটা মোটা চুরুটের আকারে পাকাইয়া তাহার ধুম পান করিত। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা উড়েদের এই বিড়ির ধুমপান দেখিয়া ঘৃণায় নাক সিঁটকাইতেন। তারপর ১৯০৫ সালে যখন বাঙ্গালা দেশে বিলাতী পণ্য বয়কটের বিপুল বন্যা আসিল, তখন বাবুদের বিড়ির প্রতি বিতৃষ্ণা বিদূরিত হইল, এবং সেই হইতে বাংলাদেশে বিড়ির ব্যবহারের গোড়া পত্তন হইল।

আমাদের বেশ মনে আছে, তখনকার দিনে প্রত্যেক স্বদেশী সভায় বিলাতী বর্জ্জন এবং স্বদেশী গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করার সময় আমরা বড় গলা করিয়া বলিতাম যে, কলিকাতার নিম্নশ্রেণীর বহু দুষ্ট লোক যাহারা গুণ্ডামী করিয়া দিন কাটাইত, তাহারা বিড়ি বিক্রয় করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। স্বদেশী যুগের শুভ মুহূর্ত্তে বিড়ি বেচিবার গোড়া পত্তন হইল, এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা এই ব্যবসায়টী তাহাদের জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া গ্রহণ করিল। সেই হইতে ইহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল, এবং বাবুরা ভাঁটার টানে আবার সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে ফিরিয়া গেলেও, দেশের জনসাধারণ বিড়িকে আঁকড়াইয়া ধরিল; তাই আজ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা জুড়িয়া বিড়ির এক বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে।

জনসাধারণ যে বিড়ি ধরিয়াছে, তাহার কারণ একটুও ভাবপ্রবণ (sentimental) নহে, একেবারে economic বা অর্থনৈতিক। অতি সস্তার সিগারেট "হাতী" বা "ট্যাট্‌লারের" দাম পয়সায় একটা, অথচ সেই একটা পয়সায় ৫টা হইতে ১০টা বিড়ি পাওয়া যায়; তাহার পর বিড়ির আস্বাদ সিগারেটের আস্বাদ অপেক্ষা ভাল এবং অপকারী নহে। এজন্য মুটে, মজুর এবং পল্লীবাসী সকলেই আজ সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছে। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা বিড়ি খাইতে খাইতে লাঙ্গল চষিতেছে, এদৃশ্য আজ কাল আর বিরল নহে, কারণ কৃষকেরাও আর হুকা, কলিকা ও মাখা তামাকের ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চাহে না। দুঃখের বিষয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই সব বিষয়ের কোনও খোঁজ খবর রাখেন না।

পল্লীগ্রামে ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রায় বিড়ি খাইয়া থাকে। সুতরাং পল্লীগ্রামের লোকেরা যদি অবসর সময়ে বিড়ি প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহারাও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। বিড়ী প্রস্তুত করা আদৌ কঠিন নহে, এবং যে মূলধন প্রয়োজন হয়, তাহাও নাম মাত্র।

একটি বিড়ি লইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শাল, পলাশ, এবং বন্য গাছের পাতা লইয়া তাহা প্রথমে পাকান হইয়াছে, তারপর উহার মধ্যে টুকরা টুকরা দোক্তা পুরিয়া দিয়া মুখটি টিপিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাতে বিড়িটা খুলিয়া না যায়, তজ্জন্য শেষ দিকটাতে সূতা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিড়ি প্রস্তুতের ইহাই হইতেছে মূলকথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য (১) দোক্তা, (২) দোক্তা রাখিবার জন্য শালপাতা জাতীয় পাতা এবং (৩) সূতা প্রয়োজন।

প্রথমে দোক্তাগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া কুলোয় করিয়া ঝাড়িয়া লওয়া হয়। অতঃপর
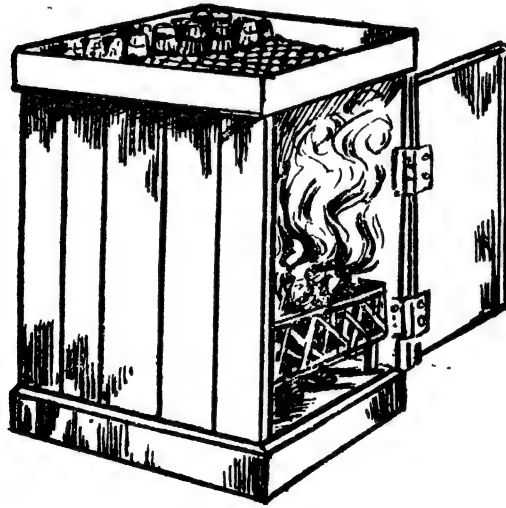
আগুনের উপর বিড়ি শুকানো হইতেছে

শালপাতা জাতীয় পাতাগুলিকে বিড়ি পাকাইবার হয়। একখানা পাতা হইতে দুইটার অধিক উপযোগী করিয়া চতুষ্কোণ আকার করিয়া লওয়া বিড়ি পাকাইবার উপযোগী পাতা বাহির হয় না।

গোটা পাতার মাঝখানে যে শিরা আছে, সেই শিরার দুইপাশ হইতে পান চিরিবার মত উহা কাটিয়া লওয়া হয়। কিরূপ ভাবে উহা কাটা হয়, একটা গোটা বিড়ি খুলিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিড়ি প্রস্তুত হইয়া গেলে বাণ্ডিল বাঁধিয়া উনানের উপর তারের জাল বা ছিদ্র টিনের উপর বিড়ী রাখিয়া দেওয়া হয়। বিড়িব মুখগুলি নীচু দিকে করিয়া রাখা হয়। এরূপ করার উদ্দেশ্য, বিড়ির মধ্যে যে আর্দ্রতা থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, এবং বিড়ি কড়া হয়। কিরূপভাবে কলিকাতায় বিড়ি উত্তপ্ত করা হয়, আমরা এইখানে তাহার ছবি দিলাম। এই ছবিতে দেখা যাইবে, একটি টিনের কানেস্তারার মধ্যে আগুণ রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ কাঠ কয়লার আগুণই রাখা হয়। এই কানেস্তারার উপরে জাল রাখিয়া তদুপরি বিড়ি রাখা হইয়াছে। বিড়ি যাহাতে ধরিয়া না যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই স্থানে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বিড়ি পাকাইবার পাতা কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। তাহার পর বেশ করিয়া জল ঝরাইয়া উহা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। রৌদ্রে শুকাইলে পাতা কুঁচকাইয়া এবং কড়কড়ে হইয়া বিড়ি পাকাইবার অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে। তাহার পর যেরূপ প্রয়োজন, সেই অনুসারে পাতা কাটিয়া লইয়া বিড়ি পাকান হয়। পাতা যাহাতে সহজে পাকানো যায়, সেই উদ্দেশ্যেই বিড়ি পাকাইবার পাতা জলে ভিজাইয়া লইতে হয়; এরূপ ভিজা পাতায় বিড়ি মুড়িবার জন্য বিড়ি পাকানো হইয়া গেলে, উহা আগুণের উপর সেঁকিয়া লইতে হয়, নচেৎ ভিজা অবস্থায় গুদামজাত করিলে উহাতে থো পড়িয়া যায় এবং বিড়ির মধ্যস্থিত তামাক নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আগুণের উপর বিড়ি সেঁকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য (১) একখানি কাঁচি, (২) একটি কুলো, (৩) একটি উনান এবং (৪) একটি তারের জাল বা সছিদ্র টিন প্রয়োজন। ইহাই বিড়ি প্রস্তুতের যাহা কিছু যন্ত্রপাতি। এইগুলি সংগ্রহ করিতে এবং দোক্তা ও দোক্তা জড়াইবার পাতা কিনিতে সামান্য মূলধনেরই প্রয়োজন।

পল্লীগ্রামে অধিকাংশ লোকই তাস পিটিয়া, দাবা খেলিয়া এবং পরচর্চ্চা করিয়া, বৃথা সময় নষ্ট করে। ইহাদের সকলকারই গৃহে যে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, তাহা নহে; সুতরাং তাস, দাবা ও পরচর্চ্চার সময় একটু কম করিয়া সামান্য মূলধনে ঘরে বসিয়া বিড়ি পাকাইলে, পরলোকের কাজ না হউক, ইহলোকের কয়টা দিন অন্ততঃ কিছু স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে। কত হিন্দু বেকার যুবক, শুধু হিন্দু বলি কেন—হিন্দু-মুসলমান বেকার যুবক অলসভাবে দিন কাটাইয়া পিতামাতার বা অভিভাবকের অন্ন ধ্বংস করিতেছে। ঘরে বসিয়া তাহারা অনায়াসে বিড়ি পাকাইয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে।

শুধু বাঙ্গলা বলি কেন, সারা ভারত ব্যাপিয়া বিড়ির চাহিদা রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান, ইতর-ভদ্র সকলেই বিড়ি খাইয়া থাকে। পল্লী নাই, সহর নাই—সকল স্থানেই বিড়ি বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং বিড়ি পাকাইতে পারিলে তাহা ফেলা যাইবে না। পনের কুড়ি টাকার চাকরি করিবার জন্য শত শত যুবক লালায়িত, ইহাতে তাহাদের সম্মানের লাঘব হয় না, আত্মমর্য্যাদার হানি ঘটে না। বিড়ি পাকাইয়া স্বাধীনভাবে অন্নের সংস্থান করিতেই কি যত লজ্জা, যত অসম্মান? পেটে যাহাদের অন্ন নাই, পরের দাসত্ব করিলেই কি তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি হইবে? যতদিন বাঙ্গালীর এই বিকৃত সম্মানের মোহ না কাটিবে, ততদিন আর এ জাতির উদ্ধারের উপায় নাই।

গত বৎসর শুধু চুরুট ও সিগারেট বিক্রয় করিয়া, এদেশ হইতে বিদেশীয়েরা ৭৫,১০,৬০৩৲ টাকা লইয়া গিয়াছে। বিড়ির কারবার আরও বিস্তৃত ভাবে জেলায় জেলায় করিতে পারিলে, কিছু পরিমাণেও এই বৈদেশিক শোষণ বন্ধ করা যায়। বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, মফঃস্বলের অনেক দোকানদার কলিকাতা হইতেই পাইকারী দরে বিড়ি কিনিয়া লইয়া যান; শিক্ষিত যুবকেরা এই দিকে নজর দিলে প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, এবং বন্দরে বিড়ি পাকাইবার জন্য অনেক বেকার যুবক এবং দুঃস্থা, অনাথা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহাতে ইহাদেরও যেমন অন্নের সংস্থান হইবে, তেমনি এইরূপ কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারা যুবকেরাও প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইতে পারিবেন।

কলিকাতার রাস্তা সমূহে যে সকল বিড়ির দোকান আছে, তাহা যে প্রণালীতে চলিতেছে, তাহার বিবরণ এইখানে দিতেছি।

বিড়ি পাকাইবার পাতা, তামাক এবং সূতা যোগাইবার জন্য কলিকাতায় অনেকগুলি বড় আড়ত আছে, এই সকল আড়তদারেরা প্রায় সকলেই গুজরাটী, এবং এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মধ্যভারত ও উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে বি, এন, রেলপথে ওয়াগণ বোঝাই করিয়া বিড়ি পাকাইবার পাতা ইহারা আমদানী করে, এবং কলিকাতায় নানা অঞ্চলের পাইকারেরা এই সকল পাতা বিড়িওয়ালাদের জোগাইবার জন্য লইয়া যায়। বিড়ির তামাকও মান্দ্রাজ এবং আমেদাবাদ অঞ্চল হইতে আমদানী হয়। চেষ্টা করিলে বহু বাঙ্গালী রঙ্গপুর, কুচবিহার এবং বিহারের নানাস্থান হইতে ( যথা - দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী, চাম্পারণ ) সস্তা দামের হাল্কা তামাক আমদানী করিয়া মান্দ্রাজ ও আমেদাবাদের আমদানী বন্ধ করিতে পারেন, এবং বাংলা ও বিহারের ধনবৃদ্ধি করিতে পারেন। সে সকল কথা বারান্তরে আলোচনা করিব।

যা'ক যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। এই সকল দোকানের—ইহাকে দোকান বলা যায় না, এক একটা পায়রার খোপ্ বিশেষ ঘর—মালিকের পুঁজি ৪০।৫০৲ টাকার বেশী নহে। পায়রার খোপের ন্যায় ছোট এই সকল ঘরের ভাড়া রোজ।০, ৷৵০ অথবা ॥০ দিতে হয়; রাত্রে একটা হেরিক্যান লণ্ঠন,কি এসিটীলিন্ গ্যাসের আলো কিম্বা বাড়ীওয়ালার একটী ইলেক্‌ট্রিক বাতীর আলো জ্বালাইয়া কাজ চালায়। বিড়ির দোকানে যাহারা বিড়ি পাকায় তাহারা সকলেই চুক্তিতে কাজ করে, কেহই মাহিয়ানার চাকর নহে। সেই জন্যই কাজ এত ভাল এবং দ্রুত হয়। এক হাজার বিড়ি পাকাইয়া, বাঁধিয়া, গুণিয়া, বাণ্ডিল করিয়া দিবার মজুরী ॥০ হইতে ৸০; যাহারা পরিশ্রমী এবং ভাল কারিকর তাহারা দৈনিক ২ হাজার হইতে আড়াই হাজার বিড়ি পাকাইয়া থাকে, এবং ১॥০ টাকা হইতে ২৲ টাকা ২॥০ আড়াই টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিয়া থাকে; এমন অনেক কারিকর আছে,যাহারা তাহাদের ছোট ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া আনে, এবং তাহারা সুতা বাঁধিতে এবং গুণিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া দিতে সাহায্য করে; চুক্তির উপর বিড়ি পাকাইবার মজুরী দেওয়ার পদ্ধতি থাকায়, ইহাতে কাহারও লোকসান নাই। দোকানের মালিক কেবল আলোর খরচা দেন, এবং বিড়ি পাকাইবার সব মাল মসলা জোগান দিয়া থাকেন।

কলিকাতার বিড়ির দোকানগুলির কোন কোনটী আবার বেশী বিড়ি পাকাইবার জন্য বেশ মৌলিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে দেখিলাম। এইখানে আমরা যে চিত্র প্রকাশ করিলাম, ইহা একটী

দোকানের বিড়িওয়ালার প্রকৃত চিত্র। একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, এই কারিকরটী কুলার পশ্চাৎভাগের বাঁশের খাচারীর মধ্যে একটা সরু লোহার তার বেঁকাইয়া বেঁকাইয়া ঢেউ খেলানো ভাবে এমন করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছে যে, এক একটী বিড়ি পাকাইয়া তাহা সে এই তারের মধ্যে রাখিয়া দেয়, এবং তাহার সাহায্যকারী ছোকরা এই তারের চিম্‌টার মধ্য হইতে বিড়িটী তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে সুতা বাঁধিয়া গাদায় রাখিয়া দেয়। ইহাতে বিড়ি পাকানো

কারিকর বিড়ি পাকাইতেছে এবং কুলার পশ্চাতে তারের চিম্‌টাতে পাকানো বিড়িগুলি আট্‌কাইয়া রাখিতেছে।

এবং বাঁধাই কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনেক দ্রুত সম্পন্ন হয়।

যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানে কারিকর বিড়িটী পাকাইয়া প্রত্যেকবার বাঁধাইওয়ালার হাতে তুলিয়া দেয়; সে সময় বাঁধাইওয়ালার সুতা বাঁধা যদি শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কারিকরকে বিড়িটী হাতে লইয়া সুতা বাঁধা না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করিতে হয়। প্রত্যেকটী বিড়ি পাকাইবার কালে এইরূপ কয়েক সেকেণ্ড করিয়া নষ্ট হইলে সারা দিনে যে সময় নষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। সুতরাং কুলার পশ্চাতে তারের চিম্‌টাতে বিড়ি আট্‌কাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়া কারিকর যেমন সময় বাঁচাইয়াছে, তেমনি তাহার উপার্জ্জনও বাড়াইয়া লইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কারিকর বিড়িটি পাকাইবা মাত্র তারের চিম্‌টাতে তাহা আটকাইয়া রাখিয়া পুনরায় আর একটি বিড়ি পাকাইতে সুরু করে। বাঁধাই-ওয়ালার হাত অবসর হওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করিতে হয় না। বাঁধাইওয়ালাও কারিকরের হাত হইতে বিড়ি না নিয়া তারের চিম্‌টা হইতে বিড়ি নেয়, সুতরাং উভয়ের বিড়ি উৎপাদনের (Production)

পরিমাণও যেমন বাড়িয়া যায়, তেমনি কাজ করিবার সুবিধা ও শৃঙ্খলাও যথেষ্ট হয়।

কলিকাতায় সব জিনিষ দুর্ম্মূল্য; সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ম্মূল্য জন মজুর এবং তাহাদিগের মজুরী। মফঃস্বলে অনেক অনাথা, দুঃস্থা বিধবা দেখা যায়, এবং বহুতর বেকার লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগকে রোজ চারি আনা পয়সা দিলেই বিড়ি পাকাইবার লোকের অভাব হয় না। কলিকাতা হইতে পাকানো বিড়ি না কিনিয়া, অতি অল্প মূলধন লইয়া এই সকল বেকার এবং দুঃস্থা বিধবাদিগকে organise করতঃ, যদি যুবকেরা বিড়ির কারবারে অগ্রসর হন, তবে অচিরেই তাঁহাদের দারিদ্র্যদুঃখ বিদূরিত হইতে পারে। পল্লীগ্রামে বিড়ি পাকাইবার উপযোগী পাতাও হয়ত মিলিতে পারে। কিন্তু চাই উৎসাহ, উদ্যম এবং ব্যবসায়ের অন্তর্দৃষ্টি। এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে,তবে ষ্ট্যাম্পসহ লিখিলে উত্তর পাইবেন।

# কৃষ্ণপান্তির জীবনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইলে এক মানুষ আর হইয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণপান্তির সেরূপ কিছু হয় নাই—তিনি ছিলেন খাঁটি মানুষ।

একদিন বৈকালে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নিমতলার ঘাটের নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, অনেকগুলি মাল বোঝাই কিস্তি রহিয়াছে, এবং একজন মহাজনের মত ব্যক্তি একটি কিস্তির উপর বসিয়া ধুমপান করিতেছেন। কৃষ্ণপান্তি কিস্তির নিকট অগ্রসর হইয়া উহাতে কি মাল, তাহার দর কত ইত্যাদি প্রশ্ন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কৃষ্ণপান্তি আকৃতিতে লম্বা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গঠন কৃশ; তাঁহার মুখাবয়ব পৌরুষ-ব্যঞ্জক, নাসাগ্রন্থিটি উচ্চ, ওষ্ঠাধর বেশ রুচির ও দৃঢ়সংলগ্ন—মহা দৃঢ় চিত্তের লক্ষণ। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি, অত্যন্ত লম্বা বলিয়া তাহা প্রায় জানুর নিকট উঠিয়াছে। বস্ত্রখানি অর্দ্ধমলিন, স্কন্ধে তদ্রূপ একখানি উত্তরীয় জড় সড় করিয়া রাখা। উত্তরীয় প্রান্তে নানাবিধ ভূষি মালের ছোট বড় অনেকগুলি পুটুলি। বৈভবের মধ্যে তৎকালীন হিন্দুত্বের লক্ষণ স্বরূপ গলদেশে সোনার দানা। হস্তে স্বর্ণ না থাকিলে হিন্দুর স্পৃষ্ট জল শুদ্ধ হয় না, সুতরাং একটি সোনার আঙটি তাঁহার হাতে ছিল। পায়ে এক জোড়া ছিন্ন নাগরাই চটি তাহাতে ধূলাই বা কত! কৃষ্ণপান্তি অনেক সময় নগ্ন পদেই বেড়াইতেন, তাহার উপর আজও কথার ছেলেমানুষী আড় ভাঙ্গে নাই।

মহাজন কলিকাতার কোন উপনগরের লোক, পূর্ণ সহুরে। আকৃতি ত ভালই, তদুপরি বর্ণটি গৌর। তাঁহার পরিধানে পরিষ্কার বস্ত্রাদি, বেশ সুন্দর বেশ ভূষা। পান্তিকে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন কে একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত দালালি করিবার অভিপ্রায়ে নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে। লোকটি স্বভাবতই একটু রসিক, একটু আমোদপ্রিয়, সকল কাজেই

একটু লঘুচেতা, সকল জিনিষই একটু রসাল করিয়া লইতে চাহেন। এক কথায় ব'লতে গেলে লোকটা একটু মজ্‌লিসী রকমের।

তিনি ভাবিলেন, "পাড়াগেঁয়েটার সঙ্গে একটু রঙ্গরস করি, ও আবার মালের খরিদ্দার পাবে কোথায়?"—এই ভাবিয়া কৃষ্ণপান্তির প্রশ্নের উত্তরে যে মালের বাজার দর পাঁচ টাকা, তাহার দর দুই টাকা বলিলেন।

কৃষ্ণপান্তির মুখের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইল। তিনি বলিলেন, "সে কি মশাই, বাজারে এর দর পাচ টাকা, আপনি দুই টাকা কি বলচেন?"

মহাজন কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "বাপু আমি তা জানি। বাজারে যে দরই হোক, আমি তোমায় দু টাকায় দেব, তুমি নেবে?"

কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন- "আজ্ঞে মশাই, আপনি যদি ওদরে দেন তা কেন না নোব। তবে স্পষ্ট কথাই বলছি, আপনি যদি ওদরে মাল ছাড়েন, তাহা হইলে আপনার লোকসান হবেই হবে। আপনার দু টাকার কমে মাল কেনা নেই, যে আপনি উহা দু টাকায় দিবেন!"

মহাজন বলিলেন, "নিশ্চিত আছে, নইলে তোমায় কি ওদরে দিতে পারি? তুমি বাপু দু টাকা দরে নিতে পার ত বল, নইলে বাজে কথার সময় নাই। আমি যখন দিচ্ছি, আর তুমি যখন হাতে হাতে দুনো দরে বেচ্‌তে পার বলছ, তখন মাল খরিদে আপত্তি কি? যদি কিন্‌তে চাও, ত আমি এখনি সমস্ত মাল ছাড়িতে রাজি আছি।"

কৃষ্ণপান্তি আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মশাই, যদি মাল গঙ্গার জলে ফেলে দিতে চান, তাতে আমার আপত্তি কি? আমি মাল পেলে কেন না নোব? তবে মশায়ের পাছে লোকসান হয়, তাই বল্‌ছিলুম।"

মহাজন বলিলেন, "আমি মাল বেচব তুমি কেন সুবিধা পেয়ে বায়নাটা করে ফেল না? তুমি আমার যেমন লোকসানটা ভাব্‌চ, আমি তেমনি তোমার মুনফাটা দেখ্‌চি। আর তুমি এমনি বোকা, আমি মহাজন বেচোয়াল, আমার কি না লোকসান হবে বলে ভয় দেখাচ্চ। নিজের গণ্ডা যদি বোঝ ত এখুনি বায়না কর।"

কৃষ্ণচন্দ্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া আপনার অঙ্গুরীয়টি মহাজনের হস্তে দিয়া প্রস্তাব করিলেন, "আমি এই আঙ্‌টি দিয়া বায়না কর্‌লাম। আর মাল ওজনের জন্য এখনি লোকজন পাঠাচ্ছি, টাকাও পাঠাচ্ছি।

কৃষ্ণপান্তি এই বলিয়া নাগরা ফট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে নিজের গদিতে যাইবার জন্য দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মহাজন তাহাকে ডাকিলেন।

তিনি ভাবিলেন, বুঝি মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মহাজন বলিলেন, "কই কত মাল, কত টাকা পাঠাবে, তা কিছুই জিজ্ঞাসা না করে চলে যাচ্চ?"

কৃষ্ণপান্তি বিনীত স্বরে বলিলেন, "আর ত কোন দরকার নেই। আমি যখন বলেছি সব মাল নোব, তখন যেমন ওজন হবে, তেমনি কিস্তি পিছু দাম দিলে মশাই মাল ছাড়বেন। ওর আর আগে হিসাব কি?"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে একজন দালাল মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই কি বড় কর্ত্তাকে চিনেন?"

কৃষ্ণপান্তি তখন ব্যবসায়ী মহলে বড় কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। মহাজন জিজ্ঞাসা করিলেন "কে বড় কর্ত্তা?" দালাল বলিলেন, "আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন।

"আরে ওত একটা পাগল। আমি ওকে দু

টাকা দরে মাল দেব বলেছি, মহা লোভে পড়ে এই আঙটি দিয়ে মাল বায়না করে গেছে। যাক্ আঙটিটাই লাভ।"

দালাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মশাই করেছেন কি? আপনি দু টাকা দরে মালের বায়না নিয়েছেন? আপনার কি মাটির দরে মাল খরিদ করা আছে?"

দেখিতে দেখিতে অনেক দালাল কিস্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাজন ব্যঙ্গসূচক উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আরে ক্ষেপেছ নাকি। ওটা মুটের সর্দ্দার, দালালী আরম্ভ করেছে। সস্তা শুনে, বলে সব মাল খরিদ করব, ক্ষমতা ত ভারী। এই আঙটিটাই লাভ। তুমি কি ভেবেছ, ও আবার ফিরে আসবে? মনেও ভেব না। টাকা কোথা পাবে?" অন্য দালাল বলিলেন, "মশাই বড় কর্ত্তাকে চেনেন না?"

পূর্ব্বোক্ত দালাল বলিলেন, "মশাই, বড়ই ভুল করেছেন, বড়ই ভুল করেছেন। আগেই বায়না নিয়ে ফেলেছেন। উনি ইচ্ছা করিলে হাট-খোলার সমস্ত মাল নগদ খরিদ করিতে পারেন। কৃষ্ণপান্তি কত বড় ধনী তা বুঝি জানেন না?"

মহাজন একটু বিস্মিত হইয়া দালালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বলত? তোমরা কি ওকে চেন?"

"হাটখোলার বড় কর্ত্তাকে কে না চিনে? কৃষ্ণপান্তিকে আপনি চিনেন না, এই বড় আশ্চর্য্যের কথা!"

এই কথা শুনিয়া মহাজনের মনে বিষম ভয় উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন "ঐ বিট্‌কেল চেহারা লোকটিই কি কৃষ্ণপান্তি?" সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

মহাজন যে সমূহ বিপদগ্রস্ত তাহা সকলেই বুঝিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায়?"

ইতিমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের লোকজন, সরকার এবং দ্বারবান তোড়া তোড়া টাকা স্কন্ধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মহাজনকে মাল রপ্তানি দিতে বলিল। মহাজন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন, "নিজের দোষে শুকন ডাঙ্গায় ভরা ডুবি করলাম।" হতভাগ্য মহাজন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কৃষ্ণপান্তির লোকজনের হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন।

তাহারা বলিল, "মশাই আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। আমরা কর্ত্তার হুকুম তামিল করতে এসেছি।"

মহাজন কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর স্বরে বলিলেন, "সরকার মশাই, আমায় বাঁচান, নইলে আমার সব যাবে। আমি অল্পদিন মাত্র কারবার আরম্ভ করেছি, বড় কর্ত্তাকে চিনি না। সামান্য দালাল মনে করে এই বিষম বিপদ ঘটিয়েছি। আমার অপরাধ হয়েছে, স্বীকার করছি। আপনারা তাঁর এই আঙটি নিয়ে যান। আমি ওদরে মাল ছাড়্‌লে মারা যাব।"

সরকার বলিল, 'আমরা কিছুই করতে পারব না। ও আঙটি নিয়ে আপনি তাঁর গদিতে যান। আমাদের সাধ্যি নেই তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ করি। তবে এই মাত্র বলছি, তিনি লোক ভাল, যদি বোঝেন, এ দরে মাল নিলে আপনার সর্ব্বনাশ হবে, তা হলে হয়ত ছেড়ে দিতে পারেন।"

মহাজন নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৃষ্ণপান্তির গদিতে যাইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই কৃষ্ণকায় লোকটি গদিতে উপবিষ্ট। মহাজন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,

"মশাই, আমার অপরাধ হয়েছে, আমি কার্ সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম জানতুম্ না। এই নিন্ আপনার আঙটি। আর আমার অপরাধের জন্য যদি কিছু জরিমানা করেন ত, তাও দিতে প্রস্তুত আছি; আপনার বায়না থেকে আমায় মুক্তি দিন।"

কৃষ্ণচন্দ্র নম্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"আপনি কারবারের কথায় ঠাট্টা করেছেন, তা আমি কেমন করে বুঝব ? আমি ত মশাইকে উপস্থিত বাজার দর বলেছি, তাতেও আপনি ঐ দরে মাল ছাড়তে রাজি হয়েছেন। মহাজনের কেনা বেচায় আবার ঠাট্টা কি ? ও সব বাজে কথা শুনব না মশাই। আপনি যান, মাল ছেড়ে দিয়ে টাকা চুকিয়ে নিন্ গে।"

কৃষ্ণচন্দ্রের দৃঢ় বাক্যে মহাজন হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি রোদন করিতে করিতে পান্তি মহাশয়ের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া পদদ্বয় অপসারিত করিয়া বলিলেন,

"একি মশাই, আপনি দেখছি বয়সে ছেলে মানুষ, কাজেও তাই। এক দুপয়সা বেশী লাভের জন্য এমন হীন হচ্ছেন কেন ? আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আমি পান্তি, আমার পায়ে ধরতে মশাইয়ের একটু কিন্তু বোধ হল না ?"

কৃষ্ণপান্তির ভ্রূকুটি ও বাক্যবাণে একটু দৃঢ় হইয়া লজ্জাবনত মস্তকে ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিয়া মহাজন বলিলেন,

"আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বিচলিত হওয়া উচিত হয় নি। আপনাকে আমি সামান্য লোক মনে করেছিলুম, তাই মাল খরিদ বিষয়ে আপনার উপর আমার এতটুকু বিশ্বাস হয় নি। ঠাট্টা করেই আমি আপনাকে কম দর বলেছিলম। খাতা দেখ্‌লেই বুঝবেন, আমি হীন ভাবে বেশী লাভ করবার মতলব করেছি, কি সত্যই ঠাট্টা করেছিলুম।"

কৃষ্ণপান্তি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"এ বেশ কথা। খাতাই তাহলে দেখা যাক।"

একজন কর্ম্মচারী মহাজনের নিকট হইতে লিপি লিখাইয়া তৎক্ষণাৎ খাতা আনয়ন করিতে গেল। কৃষ্ণপান্তি মহাজনকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করাতে, মহাজন একটু তফাতে কর্ম্মচারীদিগের আসনে উপবেশন করিতে যাইতেছিলেন। অমনি কৃষ্ণপান্তি তাঁহাকে নিজের সহিত বসিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন,

"ওকি মশাই, আপনার ও আমার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি ? আমিও মহাজন আপনিও মহাজন, এইখানেই আপনি বসুন।"

ইতিমধ্যে মহাজনের খাতা আনীত হইল। মহাজন খাতা খুলিয়া তাঁহাকে খরিদের দর দেখাইলেন। কৃষ্ণপান্তি বলিলেন,

"মশাই, আমি মূর্খ লোক, লেখাপড়া জানি না। যুগল, খাতাটা দেখ ত।"

মহাজন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, যিনি খাতা দেখিতে পারেন না, তিনি এত বড় কারবার চালান কি প্রকারে !

যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং হাটখোলার গদিদার। তিনি খাতা দেখিয়া বলিলেন,

"চার টাকা বার আনাতে মাল খরিদ আছে।"

"কোন্ তারিখ ?"

একথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ, কোন্ তারিখে কি মালের কত দর, তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ।

যুগল তারিখ বলিলে, কৃষ্ণপান্তি মনে মনে তাহা মিলাইয়া লইয়া বলিলেন,

"হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আপনি মহাজনী করবেন কি করে ? কেনা বেচার কথা নিয়ে কি ঠাট্টা করে ?

এই বলিয়া অঙ্গুরীয় লইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে মহাজনের মালের উপর কোন প্রকার দাবী করিতে নিষেধ এবং স্বীয় লোকজনকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন।

পাঁচ টাকার মাল দুই টাকা দরে বায়না করিয়া কে

*কবে মহাজনকে মুক্তি দিয়াছে? এরূপ মহানুভবতা* কৃষ্ণপান্তির পক্ষেই সম্ভব।

কৃষ্ণপান্তি নানা জিনিষেরই ব্যবসায় করেন, কিন্তু লবণের ব্যবসায়ই তাঁহার প্রধান ছিল। লবণের ব্যবসায়ে তাঁহার এরূপ আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল যে, লবণ বিভাগের (Salt Board) শ্বেতাঙ্গ সচিব পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সসম্ভ্রমে কথা কহিতেন। তিনি যতক্ষণ লবণের নিলামে উপস্থিত না হন, ততক্ষণ নিলাম আরম্ভ হইত না।

কৃষ্ণপান্তির হাতে একদিন টাকা ছিল না। তিনি স্থির করিলেন, সেদিনকার জন্য লবণের নিলামে যাওয়া বন্ধ রাখিয়া সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া পরদিন নিলামে যাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণপান্তির এতই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তিনি নিলামে যাইবেন না বলিয়া সে দিন নিলাম হইল না—নিলাম বন্ধ রহিল।

কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু বিষয়ী ছিলেন না। কেমন করিয়া ব্যবসায়ে লাভবান হইতে হয়, কেমন করিয়া কারবারের উন্নতি সাধন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু সেই অর্থে কি করিতে হইবে, নিজের সম্পত্তি কিরূপে বাড়াইতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না, বা সেদিকে তিনি খেয়াল রাখিতেন না। কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবসায় লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন এবং যে অর্থ সঞ্চিত হইত, তাহা তাঁহার অপর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিতেন। শম্ভুচন্দ্র একদিকে তেজারতি কারবার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে নিজেদের স্থাবর সম্পত্তি বাড়াইবার দিকে মন দিলেন। ইহার ফলে পর্ণকুটীর অট্টালিকায় পরিণত হইল।

কৃষ্ণপান্তি কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অবধি দুই তিন বৎসর রাণাঘাটে যাইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার পর্ণকুটীর হর্ম্ম্যে পরিণত হইয়াছিল। দুই তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আপন গৃহ চিনিতে পারেন নাই। যে স্থানে তাঁহার পর্ণকুটীর ছিল সে স্থানে আসিয়া লোকজনদের জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেষ্টপান্তির ঘর কোথা রে?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির নির্দ্দেশ মত আপন গৃহদ্বারে আসিয়া শম্ভুকে ডাকিলেন। শম্ভু আসিয়া দাদাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইলেন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর সর্ব্বস্থান দেখাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপান্তি সমস্ত পরিদর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "খুব ত অট্টালিকা করেছিস্, কিন্তু ঠাকুর ঘর কই?"

শম্ভু অপ্রতিভ হইয়া অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন, "দাদা, ঐটে ভুল হয়ে গেছে। অনেক ত জায়গা রয়েছে, ঠাকুর ঘর করে ফেল্লেই হবে।"

কৃষ্ণপান্তি বলিলেন, "ভুল হয়ে গেছে কিরে? হিন্দুর ছেলে ঠাকুর ঘর কর্‌লিনে? অথচ এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ বানিয়ে ফেল্লি? আমি আর এ বাড়ীতে জল গ্রহণ করব না।"

যে কথা সেই কাজ। ভ্রাতাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া কৃষ্ণপান্তি আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের পর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "দেখ দাদাঠাকুর, শম্ভু রাজার বাড়ীর মত বাড়ী কর্‌ল, কিন্তু ঠাকুর ঘর কর্‌ল না। আমি এখন তোমার এই খানেই থাক্‌ব, আর দুটি প্রসাদ পাব।"

যে পর্য্যন্ত ঠাকুর ঘর প্রস্তুত না হইল, সে পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণের ঘরেই রহিলেন। ব্যবসায়ী কৃষ্ণপান্তি যে কত বড় ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, ইহা হইতে একদিকে যেমন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে আপন

ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ়তারও পরিচয় পাওয়াযায়।

কৃষ্ণপান্তি ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় করিয়া তিনি যেরূপ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেরূপ অর্থোপার্জ্জন অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে বিলাসিতা এতটুকুও প্রবেশ করে নাই।

প্রচুর অর্থের অধীশ্বর হইয়া তিনি জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি এক্ষণে প্রধান জমিদারের মধ্যে গণ্য।

তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতি এবং বদান্যতার কথা তখনকার বড় লাটের কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। বঙ্গদেশ পরিদর্শন কালে একদিন তিনি কৃষ্ণপান্তিকে ডাকিয়া, তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণপান্তি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কৃষ্ণপান্তি বুঝিয়াছিলেন, অন্তরের মহত্ব বজায় রাখিতে পারিলে যে সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা রাজসম্মান অপেক্ষা ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়।

সত্যই তিনি জনসাধারণের এরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, আবালবৃদ্ধবনিতা, ইতর, ভদ্র, সুজন, দুর্জ্জন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, বিশ্বাস করিত। সকলেই জানিত, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইতে পারে, তথাপি কৃষ্ণপান্তির প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এমন কি, দস্যুগণও কৃষ্ণপান্তির উপর এতাদৃশ অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

এই স্থানে একথাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তিনি যে কথা দিতেন, যে প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহা রক্ষা করিতে তিনি কখনও বিমুখ হইতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ অসদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলে, তিনি তাহাও যে নির্ব্বিচারে রক্ষা করিতেন, তাহা নহে। প্রতিজ্ঞার অনেক উপরে সত্য এবং ন্যায়ের স্থান, তাহা তিনি অন্তরে অন্তরে জানিতেন। তাই সত্য ও ন্যায়ের উপর যে প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা, তাহা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। ইহাই তাঁহার মহান্ চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব।

এক সময় একদল দস্যু তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিলে, কৃষ্ণপান্তি তাহাদিগকে তাঁহার নৌকা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার হাটখোলার গদিতে গেলে তাহাদিগকে প্রভূত পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, দস্যুরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছিল। দস্যুরা যখন নৌকা আক্রমণ করিয়া ছাদস্থ কর্ম্মচারীগণকে লৌহ করে ধৃত করিল, তখন বজরার সহকারী মাঝি পশ্চাৎ দ্বার দিয়া কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীত স্বরে পান্তিকে বলিল,—

"কর্ত্তা মশাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে, নৌকায় ডাকাত পড়েছে।"

"ভয় কি, ভয় কি"—

দৃঢ় স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপান্তি তন্মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া দস্যুদিগকে বলিলেন,—

"ওরে, তোরা কোন উপদ্রব করিস্ না বাবা, আমি কৃষ্ণপান্তি। এখন আমার কাছে বেশী টাকা নেই যে তোদের দিই। আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি। পাঁচ সাতদিন পর তোরা হাটখোলার গদিতে যাস্, তোদের খুসী করে দেব।"

কৃষ্ণপান্তি নাম শ্রবণমাত্র দস্যুসর্দ্দার কিছুক্ষণ পান্তি মহাশয়কে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল,—

"হাঁ, পান্তি মশাই বটে। এখন ঠিক বল দেখি, কবে তোমার গদিতে হাজির হব?"

কৃষ্ণপান্তি বলিলেন,—

"এই সোমবারে যাবি।"

যে সোমবারে গদিতে দস্যুদের আসিবার কথা সেই দিন প্রভাতে কৃষ্ণপান্তি ও শম্ভু বেলা নয়টার সময় হাটখোলার গদিতে উপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণপান্তির অপেক্ষায় বসিয়াছিল। তাহাদের দেখিবা মাত্র তিনি শম্ভুকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,—

"ওরে শম্ভু, এদের সবাইকে এক এক হাজার টাকা দে। এরা সবাই ডাকাত, বাড়ী যাবার দিন আমার নৌক ধরেছিল। আমি মানা করতে আর লূটপাট করল না। যা শীগ্‌গির ওদের টাকা দিয়ে বিদায় কর।"

শম্ভু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে যাইয়া গোপনে একজন সরকারকে পুলিশে খবর দিতে বলিলেন। সরকার অসম্মত হইল। পান্তি মশাইয়ের হুকুম ব্যতীত সে থানায় যাইতে পারিবে না। দৌবারিককে আহ্বান করিয়া ঐরূপ আদেশ করিলে, সেও থানায় যাইতে অসম্মত হইল। অগত্যা শম্ভু ভাবিলেন, "যাই দেখি, দাদাকেই বুঝিয়ে বলি, নইলে মিছে এতটা টাকা বেরিয়ে যাবে!"

শম্ভুর কথা শুনিয়া কৃষ্ণপান্তি তাঁহার প্রতি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, —

"সে কিরে? ওরা আমার কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তোর কথায় টাকা না দিয়ে কি মিথ্যাবাদী হব, অধর্ম্ম করব?"

শম্ভু বলিলেন,—

"ওরা ডাকাত, খুনে, ওদের কাছে আবার মিথ্যা-বাদী কি, অধর্ম্মই বা কি? কোথায় ওদের জেলে দেবে, না—টাকা দিতে বলছ। কোম্পানী খবর পেলে যে আমাদের উপর জুলুম করবে।"

কৃষ্ণপান্তি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

তা করে আমার উপর করবে, তোর উপর করবে না। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে"

সত্যবাদী কৃষ্ণপান্তি ডাকাতদের প্রত্যেককে এক হাজার নয়, দুই হাজার করিয়া টাকা দিতে আদেশ করিলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কৃষ্ণপান্তি জীবনে কখনও কথার খেলাপ করেন নাই।

ব্যবসায়ে দুই হাতে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। জমিদারীর প্রজাবর্গ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রসম প্রিয় ছিল। চব্বিশপরগণা অন্তর্গত আনারপুর পরগণাও তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

এই স্থানের প্রজাগণ প্রায় সমস্তই মুসলমান। কৃষ্ণপান্তির দেওয়ান রামচাঁদ এই জমিদারী দখল লইবার সময় দেখিলেন, ঐ স্থানের প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যে প্রজা পাঁচ বিঘার খাজনা দেয়, সে আরও পঞ্চাশ বিঘা ভোগ করে, এবং জমিদারকে তাহা জানিতে দেয় না। রামচাঁদ প্রধান প্রধান প্রজাগণকে ডাকাইয়া প্রথমে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রাজাকে ফাঁকি দেওয়া ভাল নহে। তাহাতে তাহারা বহু প্রকার শপথ করিয়া বলিল যে, জমী সকল পতিত এবং তৎসমুদায় জমী অনুর্ব্বরা, কোন কৃষক সে জমীর এক টুকরাও চাষ করিতে সম্মত নহে।

রামচাঁদ প্রজাদের চালচাল দেখিয়া বুঝিলেন, একটু বিশেষ কঠিন শাসন ব্যতীত উহারা ন্যায্য রাজস্ব দিবে না। তিনি আনারপুর জমিদারী পরিদর্শন করিয়া জরিপ-জমাবন্দির হুকুম দিলেন এবং যাহাতে তদনুরূপ কার্য্য সত্বর অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রজারা দেখিল, ব্যাপার গুরুতর। তাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—

"হুজুর, দেওয়ানের উপদ্রবে আমরা মারা যাই। দেওয়ান মশাই জরিপ-জমাবন্দির হুকুম জারি করিয়া-ছেন। আমরা দু এক বিঘা জমী বেশী রাখি সত্য

কিন্তু হুজুর, না রাখিলে কাচ্চা বাচ্চা খাবে কি ?"

কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান রামচাঁদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাহাকে চাঁদা বলিয়া ডাকিতেন। প্রজাদের কথা শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,

"চাঁদা ত দেখ্‌ছি ভারি অত্যাচার সুরু করেছে। আমি বল্‌ছি, আমার বংশের একটা ছেলে থাক্‌তে কেউ আনারপুর প্রজাদের উপর জরিপ-জমাবন্দি কর্‌তে পার্‌বে না—যা তোরা নিশ্চিন্তে থাক্ গে, যা।"

প্রজারা আনন্দিত হইল, কিন্তু তাহারা কায়েমী ব্যবস্থা চায় ; সুতরাং বলিল,

"হুজুর যদি হুকুমটা একটা কাগজে লিখে দেন, তবে সেই লেখনটা আমরা দেখাতে পারি।

কৃষ্ণচন্দ্র তখনই একখানা পরোয়ানা পত্র লিখিয়া-দিলেন। প্রজারা এই পত্র হস্তগত করিয়া জরিপ-জমাবন্দির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দেওয়ান-কেও উৎকোচদ্বারা হস্তগত করিবার ফন্দি আটিল। একদিন সন্ধ্যায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া হুজুরের নজ-রানা বলিয়া রামচাঁদকে কৃষ্ণচন্দ্রের পত্রের নকল দেখাইল।

রামচাঁদ আপন বৈঠকখানায় বসিয়া শটকায় তামাক খাইতেছিলেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া রামচাঁদ দেখিলেন, ধূর্ত্ত প্রজাগণ তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে তাহাদের অসৎপথের সহযাত্রী করিবার জন্য রাশিকৃত মুদ্রা সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছে। তিনি একমুহূর্ত্ত বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—"তোদের অসাধ্য কাজ নাই, চিঠি খানা দেখ্‌ছি মিথ্যে। আসল কথা, এই টাকাটা আমায় ঘুষ দিচ্ছিস্ যাতে এই চিঠিখানা আমি মঞ্জুর করে নিই।

প্রজাদের মুখপাত্র বলিল,—

না, দেওয়ান মশাই, আসল চিঠি আমাদের কাছে আছে, এটা তার নকল।

দেওয়ানজী বলিলেন,

"মিথ্যে কথা, চিঠি নাই। তোদের কি একটু ধর্ম্ম জ্ঞান নাই ? মুসলমান হয়ে এতটা নেমকহারামি কর্‌বি ? প্রজা হয়ে রাজাকে এমন করে ফাঁকি দিবি ? আমি তোদের এ জুয়াচুরি মানব না, তোরা যা—"

বলিয়া পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রজারা তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল,

"দেওয়ানজী আমরা পাকা কাজ করেছি ; এই দেখুন, আমরা বড় হুজুরের সই-মোহরেয় চিঠি নিয়েছি।"

এই বলিয়া দূর হইতে তাঁহাকে পত্রখানি দেখাইল।

রামচাঁদ কহিলেন,

"ও জাল চিঠি। কেষ্ঠপান্তি এত বোকা নয়। সে আপনার গণ্ডা তোদের চেয়ে ঢের বেশী বোঝে। ও জাল চিঠি আদালতে টেঁকবে না।"

প্রজারা বলিল,—

"তবে না দেখলে বিশ্বাস যাবেন না ? এই দেখুন—"

বলিয়া দূর হইতে তাঁহাকে পত্রখানি দিল। মনোযোগ সহকারে পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন,

"তা বেশ, এ চিঠি ঠিকই বটে, কত টাকা এনেছিস্ ? ওটাকা ত আমায় দিলি ?"

প্রজারা সাগ্রহে বলিল,

"আজ্ঞে হাঁ, হুজুর। ওতে আট হাজার টাকা আছে। আমরা বছর বছর হুজুরকে ওর অর্দ্ধেক টাকা দিতে রাজি আছি। হুজুর আর কোন হাঙ্গামা করবেন না।"

রামচাঁদ তাঁহাদিগকে সম্মতি জানাইয়া টাকা গণিয়া তোড়াবন্দি করিতে বলিলেন ; তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তিনি অমনি পত্রখানি

টুকরা টুকরা করিয়া অগ্নির উপর দিলেন, এবং গম্ভীর স্বরে দুইজন পাইককে ডাকিয়া তোড়াগুলি মেজো কর্ত্তাকে দিতে এবং প্রজাদের নামে জমা করিতে বলিয়া দিলেন, আর বলিলেন,—

"আনারপুরেরর জরিপ আরম্ভ করিতে পরশু সকালে আমি নিজেই যাব, জরিপের কাগজ পত্র কাল যেন সব ঠিক থাকে।"

প্রজাগণ সেই রাত্রেই একখানি দ্রুতগামী নৌকায় করিয়া কৃষ্ণপান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে যাত্রা করিল।

বেলা তখন দশটা। কৃষ্ণপান্তি তৈল মাখিতেছেন, প্রজারা তাঁহার সম্মুখে যাইয়া হাজির হইল। তাহাদের দেখিয়া তিনি বলিলেন,

"আবার কি হোল রে।"

প্রজারা বলিল,

"হুজুরের পরোয়ানা দেওয়ানজী ছিঁড়ে ফেলেছেন, আর নিজের হুকুম বহাল রেখেছেন।"

এই সঙ্গে প্রজারা যতদূর সম্ভব ঘটনাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল।

তাহাদের কথা শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"বটে, চাঁদার এত বড় স্পর্দ্ধা, সে আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেল্‌লে ?"—

বলিয়া তৈল মর্দ্দিতাবস্থায় নৌকায় করিয়া তৎক্ষণাৎ রাণাঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকা তীর বেগে চলিল, সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপান্তী বাটী পৌছিলেন। দাদার হঠাৎ আগমনের কথা শুনিয়া শম্ভু ভীত হইয়া দেওয়ানজীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, একা দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। রামচাঁদ আসিলে শম্ভু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দাদার নিকট গমন করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সরোষে শম্ভুকে বলিলেন,

"হাঁরে শম্ভু,তুই চাঁদাকে চাস্, না আমাকে চাস্ ?"

শম্ভু নত মস্তকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামচাঁদ বলিলেন,

"ওকি কথা? ভাই ভাইকে চাইবে নাত কি পরকে চাইবে ? তা তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যখন এতটা গোল দাঁড়াচ্ছে, তখন আমিই যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে বল দেখি!"

কৃষ্ণচন্দ্র রামচাঁদকে বলিলেন,

"হ্যারে চাঁদা, তুই আমার চিঠি ছিড়ে নিজের হুকুম বহাল রাখ্‌লি যে ?"

রামচাঁদ বলিলেন,

"ভাল বুঝেছি তাই ছিড়েছি, নইলে তোমার সর্ব্বনাশ হয় যে।"

"আমার কি সর্ব্বনাশ হয় ?

"তুমি জমিদারী কিনেছ কিছু মুনফা করবার জন্যে, না—ঘর থেকে কোম্পানীকে টাকা দিবার জন্যে ? আনারপুরের প্রজারা পাচ বিঘের নাম করে, পঞ্চাশ বিঘে ভোগ দখল কর্‌ছে, তোমার সব লুটে খাচ্ছে।"

কৃষ্ণচন্দ্র নরম হইয়া বলিলেন, "তা বেচারিদের কাছ থেকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদায় কর্ না। তুই যে একেবারে জরিপ-জমাবন্দী লাগিয়ে দিলি। ওরা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যায় বল্ দেখি ?"

রামচন্দ্র কৃষ্ণপান্তিকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি ব্যাপারটি আগাগোড়া বুঝিয়া রামচন্দ্রের উপর সমস্ত ব্যবস্থার ভার দিলেন, প্রজাদেরও যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সে কথা বলিতেও তিনি ভুলেন নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে জরিপ-জমাবন্দির আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিতে তাহার হৃদয়খানি যে পূর্ণ; তাই প্রজাদের প্রতি যাহাতে কোন উৎপীড়ন না হয়, তাহাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে পরামর্শ দিলেন।

পান বেচিয়া যাঁহার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই নিঃস্ব দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি আজ জমিদার। শুধু জমিদার বলিলে ভুল করা হয়, তিনি বাংলাদেশের প্রধান জমিদারগণের মধ্যে অন্যতম।

কৃষ্ণপান্তি যে কেবল বড় জমিদার তাহা নহে, সাধারণ মানুষ হইতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে, হৃদয়ের মহত্ত্বে তাঁহাকে আদর্শ মানব বলিলেও চলে। এই সম্পর্কে তাঁহার জীবনের একটী কাহিনী না বলিলে তাঁহার জীবনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না।

মধুসূদন রায় একজন ছাপোসা ভদ্রলোক। তিনি দেখিলেন, লবণের দর অত্যন্ত কম। এই সময় যদি কিছু লবণ কিনিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভবান হইবার সম্ভাবনা। অনেক কষ্টে দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া পান্তি মশাইয়ের নিকট লবণ কিনিতে গেলেন, এবং উক্ত দেড় হাজার টাকা বায়না দিয়া লক্ষ টাকার লবণ আগাম সওদা করিলেন। বন্দোবস্ত এই হইল যে, মাল আপাততঃ কৃষ্ণপান্তির গুদামেই থাকিবে। সাত দিনের মধ্যে টাকা শোধ না করিলে বায়নাপত্র না-মঞ্জুর হইবে, এবং সাত শত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

হতভাগ্য মধুসূদন বহু চেষ্টায়ও অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, এবং লবণের বাজারও উঠিল না যে বক্সী টাকা শোধ করিয়া দেন। তিনি লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। পান্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎও করিলেন না।

এদিকে মাস দুই লবণের বাজার পূর্ব্ববৎ রহিল। সমস্ত বাজারে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ। এমন সময় একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল, পথে দুই তিনখানি লবণের জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হইয়াছে। লবণের বাজার চড়িতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণপান্তিও এতকাল এতটুকুও লবণ বিক্রয় করিতে পারেন নাই। দর চড়িতেই তিনি সমস্ত লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। পাকা খাতায় জমা খরচের সময় তিনি মধুসূদন রায়ের বায়নাপত্র মত তাঁহার লবণের মুনাফা বাবদ এক লক্ষ পনের হাজার টাকা তাহার নামে জমা রাখিতে এবং রায় মহাশয়ের খোঁজ করিয়া সংবাদ দিতে আদেশ দিলেন।

যুগল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তাঁর কড়ার মত বায়না যে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেত বাকি টাকা দিতে পারেন নি।"

কৃষ্ণপান্তি বলিলেন, "আমি কি এতদিন নূন বেচতে পেরেছি? বাজার চড়লে সে বায়নাপত্র মত কাজ করতে পারত।"

একদিন গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে যাইতে মধুসূদন রায়কে দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণপান্তি চীৎকার করিয়া "রায় মহাশয়" "রায় মহাশয়" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মধুসূদন রায় দূর হইতে কৃষ্ণপান্তিকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন যে, বায়না করা লবণের বাকী দামের জন্যই বুঝি কৃষ্ণপান্তি তাঁহাকে ডাকিতেছেন। এতদিন লজ্জায় গা ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিন্তু আজ হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণপান্তি তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, "রায় মশাই! আপনার নামে আমার গদিতে এক লক্ষ পনের হাজার টাকা লবণের মুনাফা বাবদ জমা আছে—একদিন যেয়ে নিয়ে আসবেন।"

রায় মহাশয় এই সংবাদ শুনিয়া হর্ষে বিস্ময়ে এক পা দুই পা করিয়া টলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,

"এমন খাঁটি হৃদয়বান মানুষ না হইলে কি বিধাতা এত অজস্র ধারায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন?"

কৃষ্ণপান্তির জীবন অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা

থাকে, এবং সেই সঙ্গে ব্যবসায় বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে, অর্থ না থাকিলেও ব্যবসায়ী হইতে পারা যায়। আজ দেশে হাজার হাজার বেকার যুবক চাকরীর উমেদারী করিয়া ফিরিতেছে—স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার কথা বলিলে তাহারা বলে অর্থাভাব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থাভাবই প্রধান কারণ নয়, আন্তরিক ইচ্ছা এবং প্রাণপাত পরিশ্রমের অভাবই তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকট। দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি অর্থাভাব থাকা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল সম্বল করিয়া আজও লাখপতি ক্রোড়পতি হইতেছে। ইহার কারণ হইতেছে, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা আছে, এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অহোরাত্র পরিশ্রম করার শক্তিও আছে। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালীর আন্তরিক কামনা চাকুরীতে পর্য্যবসিত। "যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, কিন্তু মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালারা রাশি রাশি অর্থ সঞ্চিত করিতেছে। ইহাতেও যদি বাঙ্গালীর চক্ষু না ফুটে, তাহা হইলে ফুটিবে কবে?

কৃষ্ণপান্তির জীবনী অনুধাবণ করিলে বুঝিতে পারা যায় দরিদ্রাবস্থায় আধুনিক বাঙ্গালীরও বড় ব্যবসায়ী হইবার শক্তি আছে, বাঙ্গালী সে শক্তির অপব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। আজও যদি বাঙ্গালী ফিরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এখনও তাহার আশা আছে—এখনও বাঙ্গালী ব্যবসায়ক্ষেত্রে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। **এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।**

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত তাহা ব্যবসা ও বাণিজ্যের **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

# ভারতীয়

## এপ্রিকটের শাঁস ইত্যাদি।

( পি—১২০ ) যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলমোরা হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, তিনি এপ্রিকটের শাঁস, সোপনাট এবং বেসিয়া বুটিরেসিয়া ( Bassia Butyracea ) বীজের খরিদ্দারদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 29 VII)

## নক্সভমিকা, কোপরা ইত্যাদি

( পি—১২১ ) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত রাজমন্দ্রীর জনৈক ব্যবসায়ী নক্সভমিকা, সান হেম্প (Sunn Hemp), ক্যাপক ও কোপরার খরিদ্দারদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 29 VII)

## বাতিল সিল্ক

( পি—১২২ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী সিল্কের ছাঁট (Silk waste) চাহেন।

(T. J. 29 VII)

## চা ও কফি

( পি—১২৩ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী চা ও কফি সরবরাহকারীদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

(T. J. 29 VII)

## ওয়ালনাট কাঠ

( পি—১২৪ ) কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর হইতে জনৈক সংবাদদাতা ওয়ালনাট কাঠের খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 29 VII)

## লৌহ

( পি—১২৫ ) বাঙ্গালোর হইতে জনৈক সংবাদদাতা লৌহের (Iron ore) খরিদ্দারের সংবাদ চাহেন।

(T. G. 5 VIII)

## তিসির খইল

( পি—১২৬ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তিসির খইলের ক্রেতাদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

(T. J. 5 VIII)

## পিরোটাইন

( পি—১২৭ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী পিরোটাইনের খরিদ্দারদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 5 VIII)

## তেঁতুল

( পি—১২৮ ) মধ্যভারতের অন্তর্গত জনৈক ব্যবসায়ী তেঁতুলের খরিদ্দারের সংশ্রবে আসিতে চাহেন। (T. J. 5 VIII)

## নারিকেল দড়ির থলে

( পি—১২৯ ) টাটানগরের জনৈক ব্যবসায়ী নারিকেল দড়ির থলের সরবরাহকারীদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন। (T. J. 12 VIII)

## ফ্যান্সি পিতলের বাসন ইত্যাদি

( পি—১৩০ ) বিদেশে যাহারা ফান্সি পিতলের বাসন, খেলার সরঞ্জাম, খোদাই কাঠের জিনিষ, ছাপান পর্দ্দা, কার্পেট, এবং নুমধা ( Numdah ) আমদানী করেন, মিরাটের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 12 VIII)

## যন্ত্রপাতি

( পি—১৩১ ) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কোচিনের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের কারখানায় প্রস্তুত ইট এবং টালি নির্ম্মাণ করিবার জন্য রিভল্‌ভিং ও হাণ্ড প্রেস, পাগ মিল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির খরিদ্দারের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 12 VIII)

# বৈদেশিক

## বোন্ সিনিউস্ ও হাইড্ ফ্লেসিং

( পি—১৩২ ) জাপানের অন্তর্গত ওসাকা হইতে জনৈক ব্যবসায়ী বোন্ সিনিইস্ ও হাউড ফ্লেসিং (Bone sinews and Hide Fleshings) রপ্তানিকারকদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 12 VIII)

# ভারতীয়

## অভ্র গ্রাফাইট

( পি—১৩৩ ) রাজমন্ত্রীর জনৈক ব্যবসায়ী অভ্র, অভ্রের গুঁড়া (Mica flour), অভ্রের জিনিষপত্র, গ্রাফাইট, গার্ণেসষ্টোন, ম্যাঙ্গানিজ ওর (Manganese ore) ও ওকার প্রভৃতির খরিদ্দারের সন্ধান জানিতে চাহেন।

(T. J. 19. VIII)

# বৈদেশিক

## মুল্যবান প্রস্তর

(পি—১৩৪) জার্ম্মাণির অন্তর্গত ইডার (Idar) হইতে জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন যে, তিনি মূল্যবান প্রস্তর, বিশেষতঃ বার্ম্মা রুবি, স্যাফায়ার (sapphire), এমারেল্ড, সিলোন স্যাফায়ার প্রভৃতি রপ্তানিকারকদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

(T. J. 19. VIII)

# ভারতীয়

## বাছুর ও ছাগলের চামড়া

(পি—১৩৫)স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বই বাঁধাইয়ের জন্য বাছুর এবং ছাগলের চামড়া চাহেন। যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা সন্ধান লউন।

(T. J. 26, VIII)

## পিষ্টাচিয়া, নাট্ গল্ প্রভৃতি

(পি—১৩৬) দক্ষিণ ভারতে জনৈক ব্যক্তি, রঙ করিবার জন্য এবং রঙ ধরাইবার জন্য যে পিষ্টাচিয়া নাটগল (Pistachia Nut Galls ব্যবহৃত হয়, তাহা চাহেন। যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা সন্ধান লউন। (T.J. 26. VIII)

## পিচ ব্লেণ্ড

(পি—১৩৭) কলিকাতার জনৈক ব্যক্তি পিচ ব্লেণ্ড (Pitch Blende) সরবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. J. 26. VIII)

## উলফ্রাম ওর

(পি—১৩৮) রাজপুতনার জনৈক ব্যক্তি উলফ্রাম ওরের (Wolfram ore) খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 26. VIII)

# বৈদেশিক

## পাট ও পাটের জিনিষ

(পি—১৩৯)ভারত হইতে যাঁহারা পাট এবং পাটের জিনিষ রপ্তানি করেন, আর্জ্জেনটাইন রিপাবলিকের অন্তর্গত বুনোজ এয়ারেস (Buenos Aires) জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক।

(T. J. 26. VIII)

# ভেজাল দ্রব্যের বৃত্তান্ত

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, কলিকাতায় এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাতে ভেজাল মিশান হয় না। ইহার প্রতিকার হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। যাহারা খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া থাকে, তাহারা যে অপরাধী এবং খরিদ্দারদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং উহাদের গুরুতর শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গত এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত কতগুলি অপরাধী ভেজাল দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি পাইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম।

এই তালিকাটী প্রণিধান পূর্ব্বক পড়িয়া দেখিলে অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় পাওয়া যায়। প্রথমে খাদ্য দ্রব্যগুলির কথা ধরা যা'ক। এতকাল লোকে জানিত যে ঘি, দুধ, তেল, এবং আটা ময়দাতেই কারবারী মাড়োয়ারীরা এবং তাহাদের দেখাদেখি বাঙ্গালীরাও প্রাণ ভরিয়া ভেজাল মিশাইত। কিন্তু এখন ভেজাল দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য যে সকল লোকের শাস্তির কথা আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে চা, বালি, সাগুদানা এবং গুঁড়া চায়েতেও ব্যাপারীরা ভেজাল মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

চা এবং গুঁড়া চায়ে কি ভীষণ ভাবে ভেজাল দেওয়া হইতেছে, আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বৈশাখ সংখ্যাতে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধে চা পাতার সহিত এবং গুঁড়া চায়ে কি প্রক্রিয়ায় দুষ্ট ব্যাপারীরা ভেজাল দিতেছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করায় আমরা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে, আমাদের জনৈক চা-ব্যাপারী গ্রাহক সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতঃ বাজারে ভেজাল চায়ের আমদানী করিয়াছেন। এই সংবাদের সত্যাসত্য আজিও আমরা নিরূপণ করিতে পারি নাই। ঘটনা প্রকৃত হইলে আমরা তাহার নাম ঠিকানাদি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

মানুষের জীবনধারণ এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ খাদ্য এবং পানীয়ের একান্ত প্রয়োজন। দুগ্ধই শিশুর সর্ব্বপ্রধান খাদ্য; এই দুধে যাহারা ভেজাল দেয়, তাহারা জাতির ভবিষ্যৎ বংশকে ধ্বংস করার আয়োজন করে। বিশুদ্ধ আহার এবং পানীয় পরিণতবয়স্ক দিগের স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষার একমাত্র উপকরণ। যাহারা এই খাদ্যে এবং পানীয়ে ভেজাল দেয়, তাহারা ধীরে ধীরে আমাদিগকে হত্যার আয়োজন করে। সুতরাং এই সকল ভেজাল ব্যবসায়ী জাতি, সমাজ এবং দেশের পরম শত্রু। লোকে এই সকল ভেজালের বিবরণ যাহাতে জানিতে পারে, এবং সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, এই জন্য তাহাদের জাল, জুয়াচুরী, প্রতারণা এবং ভেজালের কথা জনসাধারণের মধ্যে আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি।

এই সকল বিষয়ে যতই আলোচনা হইবে, এবং ভেজালের রহস্য জন-সমাজে প্রচারিত হইবে, লোকে ততই সাবধান হইবার জন্য সচেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, গত ৪ মাসে যে ৪৫ জনের শাস্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু ৩৪ জন, বাঙ্গালী মুসলমান ৩ জন এবং মাড়োয়ারী ৮ জন। সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে যে, মাড়োয়ারীরাই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশায়; কিন্তু বাঙ্গালীরাও যে একার্য্যে সকলকে ছাড়াইয়া চলিল

এপ্রিল

| নাম | ঠিকানা | ভেজাল দ্রব্য | শাস্তির তারিখ | জরিমানা |
|---|---|---|---|---|
| নটবর পাল | ৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড | সরিষার তৈল | ২৪।৪।২৬ | ৫০৲ টাকা |
| উপেন্দ্রকৃষ্ণ রুদ্র | ৫৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট | চা | ২৪।৪।২৬ | ২০৲ ,, |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| হীরালাল গড়াই | ২৬ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ২৪।৪।২৬ | ১৫৲ ,, |
| তীর্থপদ সাধু খাঁ | ৪৮ ষ্ট্রাণ্ড রোড | ঐ | ২৪।৪।২৬ | ২৫৲ ,, |
| দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ | ৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট | চা | ২৪।৪।২৬ | ১৫৲ ,, |
| মতীলাল | ২ হনুমানজী লেন | ঘি | ২৭।৪।২৬ | ৫০৲ ,, |

| নাম | ঠিকানা | ভেজাল দ্রব্য | শাস্তির তারিখ | জরিমানা | |
|---|---|---|---|---|---|
| পাঁচুগোপাল লাহা | ৬২-১০ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট | চা | ৩০।৪।২৬ | ২০৲ | ,, |
| বিজায়োজ বেনিয়া | ১৫২ বহুবাজার ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ৯।৪।২৬ | ২৫৲ | ,, |
| **মে** | | | | | |
| সচ্চিদানন্দ ঘোষ<br>গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ | ৫-১ বিডন রো | ঘি | ২২।৫।২৬ | ৪০৲ | |
| বিহারি লাল কুণ্ডু | ১০৭-১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট | বালি | ৮।৫।২৬ | ৫৲ | ,, |
| রামনাথ বিশ্বাস | ৩৫৬ অপার চীৎপুর রোড | সরিষার তৈল | ১৫।৫।২৬ | ৩০৲ | ,, |
| রামস্বরূপ হালোয়াই | ৩৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট | ঘি | ২২।৫।২৬ | ৪০৲ | ,, |
| রাম সাহাই দেবী সাহাই | ৪৪ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট | ঘি | ২২।৫।২৬ | ৮০৲ | ,, |
| **জুন** | | | | | |
| মন্নালাল গৌরীশঙ্কর | ৩৫ মল্লিক ষ্ট্রীট | ঘি | ১৮।৬।২৬ | ৫০৲ | ,, |
| উপেন্দ্রনাথ ঘোষ | বৈঠকখানা বাজার | দুধ | ৪।৬।২৬ | ২২৲ | ,, |
| দ্বিজবর ঘোষ | ৩৭ হুজুরিমল লেন | ঘি | ১৭।৬।২৬ | ১০০৲ | ,, |
| কুমুদচন্দ্র সাহা | টেরিটি বাজার | সরিষার তৈল | ১৮।৬।২৬ | ২০৲ | ,, |
| ভূপতিচন্দ্র দত্ত | ২৯ ফিয়ার লেন | ঐ | ১১।৬।২৬ | ৫৲ | ,, |
| কালীপদ কুণ্ডু | ৮ মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড | ঐ | ২৫।৬।২৬ | ১২৲ | ,, |
| দীননাথ সাধু খাঁ | ৩২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট | ঐ | ১১।৬।২৬ | ৩০৲ | ,, |
| রামগোপাল রামেশ্বর | ৪৬ ষ্ট্রাণ্ড রোড | চা | ১২।৬।২৬ | ৫০৲ | ,, |
| ইদু খাঁ | ৪৯ লোয়ার চীৎপুর রোড | ঘিয়ের তৈয়ারী মিষ্টান্ন | ১৯।৬।২৬ | ২৫৲ | ,, |
| মৃগেন্দ্রনাথ মণ্ডল | ৩৭ কলুটোলা ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ১৯।৬।২৬ | ২০৲ | ,, |
| গোষ্ঠবিহারী দে ও অপরাপর | ৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড | ঐ | ১৯।৬।২৬ | ৬০৲ | ,, |
| মহিমচন্দ্র দে | ৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট | ঐ | ১৯।৬।২৬ | ১৫৲ | ,, |
| রামদেও সাহা | ১১২ হ্যারিসন রোড | সাগু | ১৯।৬।২৬ | ৫৲ | ,, |
| পঞ্চানন দে | ৮৬ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ২।৬।২৬ | ১২৲ | ,, |
| চন্দ্রকুমার দে | ১৩৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট | ঐ | ২।৬।২৬ | ১২৲ | ,, |
| নগেন্দ্র নাগ | ১২৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট | ঐ | ২।৬।২৬ | ১২৲ | ,, |
| **জুলাই** | | | | | |
| শরৎচন্দ্র সেন | ৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট | গুঁড়া চা | ৩১।৭।২৬ | ২০৲ | ,, |
| সুরেন্দ্রনাথ দেব | ক্ষেত্রমোহন দাস | সাগু | ৩১।৭।২৬ | ১০৲ | ,, |
| গৌরীশঙ্কর ঘোষ | ৫৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট | গুঁড়া চা | ৩১।৭।২৬ | ৫০৲ | ,, |
| ননীলাল সাধু খাঁ | ২২ ফিয়ার লেন | সরিষার তৈল | ৩১।৭।২৬ | ১০০৲ | ,, |

| নাম | ঠিকানা | ভেজাল দ্রব্য | শাস্তির তারিখ | জরিমানা |
|---|---|---|---|---|
| ললিতমোহন রায় | ৫৮ কলুটোলা ষ্ট্রীট | ঐ | ৩১।৭।২৬ | ৮৲ ,, |
| শেখ সেহামত | ৪২-১ চাঁদনি চক ষ্ট্রীট | ঘি | ১৩।৭।২৬ | ৩০৲ ,, |
| অধরচন্দ্র দেব | ১৬৭-১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ১০।৭।২৬ | ১২৲ ,, |
| বিনোদবিহারী সেনাপতি | কলেজ ষ্ট্রীট | ঐ | ১০।৭।২৬ | ২০৲ ,, |
| সুরেন্দ্রনাথ সাধু খাঁ | ২৪-২৫ ফিয়ার লেন | ঐ | ১০।৭।২৬ | ১০৲ ,, |
| অনন্তরাম দত্ত | ২৫ ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট | সরিসার তৈল | ৩১।৭।২৬ | ৮৲ ,, |
| সন্তোষকুমার সাধু খাঁ | ২৬ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট | ঐ | ১০।৭।২৬ | ১২৲ ,, |
| সেখ দিলোয়ার নন্দী | ৮ গোবিন্দচন্দ্র ধর লেন | ঘি | ৩।৭।২৬ | ৩০৲ ,, |
| রামসুন্দর সাহা | ২৫ ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট | সাগু | ৩১।৭।২৬ | ৬৲ ,, |
| নারায়ণচন্দ্র ঘোষ | ১৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট | দুধ | ৩।৭।২৬ | ২০৲ ,, |
| সুন্দর লাল | বহুবাজার | সরিষার তৈল | ২।৭।২৬ | ২৫৲ ,, |

পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করার জন্য আমরা এত অধিক পত্র পাইয়াছি যে একসঙ্গে এতাধিক পত্র প্রকাশ করা অসম্ভব। এজন্য অগ্রে যে সকল পত্র পাইয়াছি তারিখানুযায়ী সাজাইয়া আমরা সকলের পত্র ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা কোনও দরকারী সংবাদ জানার জন্য ষ্ট্যাম্প সহ জরুরী পত্র দিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র পত্রে জবাব দেওয়া হইয়াছে। আমরা পুনরায় জানাইতেছি যে গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারও পত্রের আমরা জবাব দিতে পারিব না।

## বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য

গত ১৯২৫-২৬ সালে বিদেশ হইতে কেবল মাত্র মাদ্রাজে যে সকল পণ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের বিবরণ ও মূল্য তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

| | ১৯২৫—২৬<br>টাকা |
|---|---|
| ধাতু ও খনিজ পদার্থ ... | ২৩৫২৬৯৪৫৲ |
| তুলাজাত দ্রব্য ... | ২৩৫০০৬৪৯৲ |
| সূতা ... | ১৪৭৮২৯৪২৲ |
| সর্ব্ববিধ কলকব্জা ... | ১৪৩১৮৯০৬৲ |
| সর্ব্বপ্রকার তৈল ... | ১৩৪৬৩৯০১৲ |
| যানবাহন ( রেলের ইঞ্জিনাদি ব্যতীত ) | ৮২২৯৭২৩৲ |
| রেলের কলকব্জা ও ইঞ্জিন সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি ... | ৭৮৫১৭০৪৲ |
| চিনি ... | ৭০২৬৯০৭৲ |
| মশলা .. | ৬৫৬৪৭৬৮৲ |
| লৌহজাত দ্রব্য . ছুরি, কাঁচি ও ইলেকট্রো করা জিনিষ ব্যতীত ) | ৫৩৮০৬৯৮৲ |
| কাগজ ও পিসবোর্ড ... | ৪৬০৪৮৭৫৲ |
| ডাক সম্বন্ধীয় দ্রব্য ... | ৩৮৩৮১৫৭৲ |
| খাদ্যদ্রব্য ও মুদীখানার জিনিষ | ৩৭০৯৩৯৭৲ |
| রবার ও তজ্জাত দ্রব্য ... | ৩৩২৩৫০৩৲ |
| রেশম ও তজ্জাত দ্রব্য ... | ২৭৪৪০০২৲ |
| রঙ ও চামড়া পরিস্কার করিবার জিনিষ | ২৬৮৮৬৩০৲ |
| সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম | ২৬৬৬৬৫১৲ |
| তামাক ও চুরুট ইত্যাদি ... | ২৬৫৬৫৮৬৲ |
| রাসায়নিক পদার্থ ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি | ২৫৯৯৫৪৩৲ |
| মদ ( মেথিলেটেড ও সুগন্ধি স্পিরিট সহ) | ২৫৬৫৭৫৯৲ |
| কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য ... | ২৩৬৮৭৩৫৲ |
| ঔষধাদি ... | ২৩২৫৬২৪৲ |
| ইমারত প্রস্তুত করিবার ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ... | ২২১৯৯৮০৲ |
| সাবান ... | ১৬৪৮৯৫১৲ |
| পোষাক (গঞ্জি ও জুতা বাদ) ... | ১৫১১৬৮৬৲ |

| | |
|---|---|
| ম্যাচ ... | ১২৮৮৪৭৬৲ |
| মনোহারী দ্রব্য ( কাগজ বাদ ) | ১২৭২২১৪৲ |
| চায়ের বাক্স বা তাহার অংশ | ১২১৭৮২২৲ |
| কৃত্রিম রেশম ... | ১২২০০৯৯৲ |
| আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা, বারুদ ও যুদ্ধোপকরণ | ১০৪০৯৯০৲ |
| পাট ও তদুৎপন্ন দ্রব্য | ১০৪০৮৮৬৲ |
| রঙ্‌ ও রঞ্জন দ্রব্য | ১০০৮৬২৪৲ |
| মূল্যবান পাথর ও মুক্তা | ৯৭০৬৭৭৲ |
| কাঁচা চামড়া | ৮৯৮৯৯৬৲ |
| পুস্তক ও মুদিত দ্রব্য | ৭৪৫৪৪৫৲ |
| সার | ৭১৯৫৫২৲ |
| কফি | ৭০৫২৮৬৲ |
| পাথুরিয়া ও কোক্ কয়লা | ৬৪০১৮৯৲ |
| মেটে ও চীনে বাসন | ৬৪৬৭২৩৲ |
| কলকব্জার জন্য বেল্টিং | ৬১৫৬৬১৲ |
| ফল ও শাকসব্জী | ৫৬৫৬৭৪৲ |
| পশম ও পশমজাত দ্রব্য | ৫৬১৬৭৯৲ |
| সর্ব্বপ্রকার কাঠ | ৪৫১২৫২৲ |
| চামড়া | ৪৪৯১৫১৲ |
| আঠা ও গঁদ আদি | ৩৯৫৫২৩৲ |
| বেশভূষার দ্রব্য | ৩৭৬৮৯১৲ |
| খেলনা ও খেলিবার দ্রব্য | ৩৭৪০৯০৲ |
| ক্ষুদ্র পণ্য ও পোষাক | ৩৩৮০২৮৲ |
| আসবাব পত্র | ৩০০৬৯৩৲ |
| মুদ্রণ ও লিথোগ্রাফের যন্ত্র ও দ্রব্য | ২৯৭৪৭৮৲ |
| বিবিধ | ৪২০০৫৭৭৲ |

---

এই তালিকা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, বিদেশ হইতে আনীত এই সকল দ্রব্যের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা চেষ্টা করিলে আমরা এ দেশেই তৈয়ারী করিতে পারি, দেশের অনেক অর্থ দেশের মধ্যে রাখিয়া নিজেরা ধনবান হইতে পারি, এবং বহু লোকের উদরান্ন সংগ্রহের সহায় হইতে পারি। এই সকল জিনিষের এইবার আমরা পরিচয় দিতেছি। মনে রাখিবেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এক মাদ্রাজ প্রদেশেই এই সকল জিনিষ বিদেশ হইতে আসিয়াছে; বাঙ্গলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের কথা এখানে ধরিতেছি না।

**১। চিনি—এক মাদ্রাজেই ৭০, ২৬, ৯০৭ টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে।**

আসামে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইক্ষু উৎপাদন এবং চিনি প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্ট আসামে ইক্ষুর চাষ এবং চিনির কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই চিনির কারখানার ম্যানেজারের সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৌহাটির ডাক বাংলায় আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আসামে অপর্য্যাপ্ত ইক্ষুর আবাদ হইতে পারে। দুই চারি শত একর জমি দিয়া এক একজন লোককে ইক্ষুর চাষে প্রবৃত্ত করাইতে হয়, এবং এইরূপ অনেকগুলি লোক মিলিয়া এক একটী ইক্ষু-চাষের কেন্দ্র স্থাপন করিলে, সেইখানে এক একটা চিনির কারখানা স্থাপন করিতে হয়। এই কারখানায় ইক্ষুর রসদ যোগাইবে এই সকল কৃষক বা ফার্ম্মার ( Farmer )। আসামে এক লপ্ত এবং এক চৌহদ্দীর মধ্যে হাজার হাজার বিঘা জমি পাওয়া যায়; এই সকল জমি ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং দেশের লোক এই

দিকে মনোযোগ করিলে ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে এই আমদানীর স্রোত বন্ধ করিতে পারিবেন। ৭০, ২৬, ৯০৭৲ টাকার স্রোত বন্ধ করা দুই চারি বছরে সম্ভব নহে ; কিন্তু বাংলা দেশের লোক অন্ততঃ কয়েক লক্ষ টাকার চিনিও কি প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপে দেশকে সমৃদ্ধিশালী এবং যুবকদিগের উদরান্নের সংস্থানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবেননা?

**২। আলোচ্য বর্ষে কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড যাহাকে লোকে সাধারণতঃ পীচবোর্ড বলে) ৪৬,০৪, ৮৭৫৲ টাকার বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।**

কাগজের কলের কথা আলোচনা করিব না, কারণ ইহাতে অনেক টাকা মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু ( Paste Board ) পেষ্টবোর্ডের জন্য যে বহু লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হয়, তজ্জন্য লজ্জায় অধোবদন হইতেছি। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মূলধনে কয়েকটী Paste Boardএর কল স্থাপিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহারা এই Paste Board এর আংশিক অভাবও মিটাইতে পারিতেছে না। এদেশে এখন অন্ততঃ ১০।১২টী পেষ্ট বোর্ডের কল স্থাপিত হইলে তবে এই বিরাট শোষণের স্রোত বন্ধ করা যায়, এবং দেশও সমৃদ্ধিশালী হয়। অতি অল্প মূলধনেই Paste Boardএর কল স্থাপন করা যায় ; ইহার কাঁচা মাল বা raw materials একেবারে আবর্জ্জনা জাতীয় জিনিষ। দপ্তরীর কারখানা সমূহেরটুক্‌রা কাগজ, ছেঁড়া রদ্দী খবরের কাগজ, গোয়ালঘরের পরিত্যক্ত নাড়া, পল, ছেড়া কাঁথা ইত্যাদি যাবতীয় আবর্জ্জনাই Past board তৈয়ারীর raw materials বা কাঁচা মাল। ভাল করিয়া organise করিতে পারিলে, অল্পমূল ধনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাট্‌না, কলিকাতা, গৌহাটী, শ্রীহট্ট এবং কটক অঞ্চলে Paste Board এর কল স্থাপন করা যায়, এবং শিক্ষিত যুবকেরা ধনাগমের এক নূতন পথ বাহির করিতে পারেন। বারান্তরে এই Paste Board কলের আমূল বিবরণ প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

**৩। Oilman stores বা বিলাতী মুদীখানার জিনিষ আলোচ্য বর্ষে ৩৭,০৯,৩৯৭ টাকার আমদানী হইয়াছে।**

Oilman stores বলিতে এমন সব খাদ্য দ্রব্য বুঝায়, যাহা অল্প মূলধনে এবং আয়াসে এদেশে কোটি কোটি টাকার উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহার তালিকা দিতে গেলে "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" অর্দ্ধেক কলেবর পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করার জন্য আমরা কয়েকটী জিনিষের তালিকা এখানে প্রকাশ করিতেছি, যাহা অতি সামান্য মূলধনে, ছোট ছোট কলের সাহায্যে এদেশে প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত যুবকেরা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন।

১। Mustard বা রাইয়ের গুঁড়া ; সমস্ত হোটেল, রেঁস্তরা, গৃহস্থবাড়ী, চপ্‌ কাটলেটের দোকান ও বোর্ডিং হাউস্ সমূহে যে কত

কাট্‌তি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। Coleman's mustard এর নাম না শুনিয়াছেন এমন লোক দেশে বিরল। অথচ ইহা রাইয়ের গুঁড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। Pepper বা সাদা ও কালো মরিচের গুঁড়া। ইহাও mustard এর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার হয়।
৩। নানা প্রকারের Sauce.
৪। ভিনিগার বা সির্কা।
৫। নানারূপ preserved ফল।
৬। পেঁয়াজের pickle.
৭। সির্কার মধ্যে পেঁয়াজ, শশা, কপি ইত্যাদির টুক্‌রা preserve করা।
৮। মটর শুঁটী ইত্যাদি preserve করা।
৯। নানারূপ জ্যাম্‌ ও জেলি।
১০। নানারূপ চাট্‌নী।
১১। নানারূপ কারী পাউডার।
১২। নানারূপ preserved মাছ।

এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব; সুতরাং এই খানে কেবল ইঙ্গিত দিয়া রাখিলাম। শিক্ষিত যুবকেরা চেষ্টা করিলে এই ৩৭,০৯,৩৯৭ টাকার বিদেশী বাণিজ্যের মধ্য হইতে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসায়ও কি কাড়িয়া লইতে পারেন না?

**৪। তামাক ও চুরুট ইত্যাদি। আলোচ্য বর্ষে ২৬, ৫৬, ৫৮৬ টাকার তামাক ও চুরুট বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।**

চুরুট, সিগারেট ইত্যাদি কুটীর-শিল্পের আকারে প্রস্তুত করিবার জন্য জার্ম্মানী ও আমেরিকায় অনেক ছোট ছোট কল পাওয়া যায়; এই কলের সাহায্যে অল্প মূলধনে অনেক যুবক মাসে ২।৩ শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

**৫। সাবান। আলোচ্য বর্ষে ১৬, ৪৮, ৮৫১ টাকার সাবান বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।**

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি সাবানের কারখানা এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। যাহারা অব্যবসায়ী, অক্ষম এবং Jack of all trades জাতীয় লোক, তাহাদের আয়োজন ও অনুষ্ঠানগুলি অবশ্য রসাতলে গিয়াছে, কিন্তু যাহারা ধীর, স্থির, ব্যবসায়ী এবং বহুদর্শী লোক তাঁহারা সকলেই লাভবান হইয়াছেন এবং হইতেছেন। কিন্তু এখনও বহু সাবানের কারখানার স্থান আছে।

**৬। ম্যাচ। আলোচ্য বর্ষে ১২, ৮৮, ৪৭৬ টাকার ম্যাচ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।**

ম্যাচ্‌ বাক্স প্রধানতঃ সুইডেন, নরওয়ে বেলজিয়াম, জার্ম্মানী ও জাপান হইতেই এদেশে আমদানী হয়। ইহারা কেহই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং ম্যাচের আমদানীর বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ আন্দোলন করা উচিত। কিন্তু শুধু আন্দোলন করিলেইত আমদানী বন্ধ করা যায় না। কারণ দেশে যখন ম্যাচের চাহিদা আছে, তখন তাহার জোগান আসিবেই—তা' সে তুমি জোগাও, আর

জাপানীরাই জোগাক্। সুতরাং একদিকে যেমন বিদেশী ম্যাচের আমদানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে, অপর দিকে আবার ম্যাচ তৈয়ারীর দিকেও মনোযোগ দিতে হইবে। সুখের বিষয় এই যে, বাংলা দেশে বাঙ্গালীর চেষ্টায় ও মূলধনে অনেক গুলি ম্যাচ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহারা সকলেই বেশ লাভের সহিত কারবার চালাইতেছে। কিন্তু বিদেশী আমদানীর অঙ্ক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও দেশের মধ্যে শত শত ম্যাচের কারখানা স্থাপিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

**৭। মেটে ও চীনাবাসন। আলোচ্য বর্ষে ৬,৪৬,৭২৩ টাকার মেটে ও চীনাবাসন বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।**

এদেশে কেওলিন বা পটারীর উপযুক্ত কাদার অভাব নাই। সিংহ-ভুম, মানভুম, ও বিহার অঞ্চলে অনেক খনিতে অপর্য্যাপ্ত কেওলিন পাওয়া যায়; এই কেওলিন দ্বারা কুমারের ভাঁটায় আগুণ দিয়া পেয়ালা, প্লেট্, খাবার ডিস্ ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। খুব ভাল উঁচু দরের পেয়ালা, প্লেটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও মুসলমান এবং খালাসীদিগের জন্য যে জাতীয় ডিস্, প্লেট, পেয়ালা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহা স্বচ্ছন্দে এদেশের কুমারেরা তাহাদের ভাঁটার আগুণে তৈয়ারী করিতে পারে। ইহাদিগকে কেবল একটু idea দেওয়ার দরকার। শিক্ষিত যুবকেরা এই দিকে একবার দৃষ্টি দিবেন কি?

**৮। ফল ও শাকসব্জী। এই বৎসরে ৫,৬৫,৬৯৪, টাকার ফল ও শাক সব্জী আমদানী হইয়াছে।**

এসম্বন্ধে ৩ এর দফায় আলোচনা করিয়াছি। অনেক ইউরোপীয় পছন্দ শাকশব্জী বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হয়, কারণ এদেশের লোক যথা সময়ে এই সব সব্জী টীনে বা বোতলে preserve করিয়া রাখেন না। কপি, শালগম, মটরসুঁটী, বীট, গাজর, স্কোয়াস্, বীন, জলপাই, সীম, mushroom বা ব্যাঙ্গের ছাতা ইত্যাদি মরসুমের সময় জলের দরে কিনিতে পাওয়া যায়; মরসুম অতীত হইয়া গেলে, এই সকল সব্জী আবার অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হয়। সুতরাং মরসুমের সময় এই সব জিনিষ preserve করিয়া অসময়ে বিক্রয় করিলে, বিদেশী আমদানীর স্রোত অনেক পরিমাণে বন্ধ করা যায়।

**৯। আঠা ও গঁদ। বিদেশ হইতে এই বৎসর ৩,৯৫,৫২৩ টাকার গঁদ এদেশে আসিয়াছে।**

এসম্বন্ধে এই সংখ্যাতেই স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আঠা ও গঁদ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আমরা ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত ফরমুলা অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আঠা ও গঁদের বোতল প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র উচ্চ দামে বিক্রয় হইতেছে। শিক্ষিত যুবকদিগের কেহ কেহ এই ব্যবসায়ে

হাত দিলে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন।

বারান্তরে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

---

# বিদেশে রপ্তানিদ্রব্যের তালিকা

## গত ১৯২৫—২৬ সালে এদেশ হইতে নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল।

১৯২৫—১৯২৬

| দ্রব্য | টাকা |
|---|---|
| বীজ | ১০৫৪৬৯১১৮৲ |
| তুলা | ৭৯০৯৫২৩৭৲ |
| চামড়া | ৬০৬২৭৭৪০৲ |
| চা | ৩৫৩৩৭৬৪৩৲ |
| তুলাজাত দ্রব্য | ২৯৩২৪০৩৭৲ |
| কফি | ১৭৮২১৫১৪৲ |
| রবার ও তদুৎপন্ন দ্রব্য | ১৪৪৭৫৩৪৪৲ |
| শস্য, কলাই ও ময়দা | ১৩৬৬৩১৪৭৲ |
| নারিকেলের ছোবড়া ও তদুৎপন্ন দ্রব্য | ১০৬৯২৪৮২৲ |
| মশলা | ৮২৬১৬৯১৲ |
| ডাক সম্বন্ধীয় দ্রব্য | ৭৯৭৯৪৬৩৲ |
| মাছ ( কৌটায় রক্ষিত মাছ ব্যতীত ) | ৫৪১৯৭৪১৲ |
| ফল ও শাকসব্জী | ৫১৪৭৯০৬৲ |
| চামড়া | ৪৮১৭৪১৪৲ |
| তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য | ৪৬০৮০২৫৲ |
| খৈল | ৪৪৩৮৩৪৭৲ |
| পাট ও তদুৎপন্ন দ্রব্য | ৩৮৭৯২৩২৲ |
| তেল | ৩২৬৭৫৫৯৲ |

| দ্রব্য | টাকা |
|---|---|
| জীবন্ত জন্তু | ২৬৬৭০৫২৲ |
| বুরুষ ও ঝাঁটার জন্য তন্তু | ২২১৭৪৬৩৲ |
| এমারতের ও ইঞ্জিনিয়ারিংএর দ্রব্য | ২০২২৮৭৯৲ |
| সার | ১৪৯৬৪০৮৲ |
| ঔষধাদি | ১৪৬৮৬১১৲ |
| খাদ্য ও মনোহারী দ্রব্য | ১৩৬৯২৩৬৲ |
| অভ্র | ৯২৯৯৪৩৲ |
| রঙ ও চামড়া পরিষ্কার করিবার জিনিষ | ১২২৬১২৮৲ |
| পশম ও পশমজাত দ্রব্য | ১১১১২৮৪৲ |
| ধাতু ও খনিজ ধাতু | ১০৫২১৬৯৲ |
| কাষ্ঠ | ৯৩৫৮০০৲ |
| রেশম ও রেশম জাত দ্রব্য | ৬৯২৮৫৯৲ |
| শণ ও তদুৎপন্ন দ্রব্য | ৬১৯৫২১৲ |
| চিনি | ৫৯৩২৭৮৲ |
| লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য এবং কাঁচি, ক্ষুর ইত্যাদি | ৪৪৭৮২৮৲ |
| শৃঙ্গ, শৃঙ্গের কুঁচো | ৪৪৩৬২৪৲ |
| গবাদির খাদ্য | ২২৪৮৩২৲ |
| তুলার সর্ব্বপ্রকার সূতা | ১৮১৬৫২৲ |
| বিবিধ | ২২৪০৬৫০৲ |

# জুন মাসের প্রতিষ্ঠিত লিমিটেড্ কোংর বিবরণ

১৯২৬ সালের জুন মাসে যে সকল নূতন লিমিটেড কোম্পানী বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ইংরেজ-শাসিত রাজ্যে এবং বরোদা, মহীশূর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল, এবং যে বা যাহারা ঐ সকল কোম্পানীর ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেণ্ট, তাঁহাদের নামও প্রকাশিত হইল।

| কোম্পানীর নাম | এজেণ্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং আফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| **১। ব্যাঙ্ক, ঋণদান ও বীমা** | | | |
| তালসহর ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—এম্, সি, তলাপাত্র, তালসহর, ত্রিপুরা (বঙ্গদেশ) | ব্যাঙ্ক | ২০,০০০৲ |
| বৈশ্য (সূত্রধর) ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোম্পানী | ডিরেক্টর—এস, সি, সরকার চৌধুরী, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর ( বঙ্গদেশ ) | " | ১,০০,০০০৲ |
| ভিতরবন্দ লোন অফিস | ডিরেক্টর—এন্, সি, চক্রবর্ত্তী, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর (বঙ্গদেশ) | ব্যাঙ্ক ঋণদান | ৩০,০০০৲ |
| নাটোর কমলা ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—জে, এন, অধিকারী, নাটোর, রাজসাহী (বঙ্গদেশ) | " | ৫০,০০০৲ |
| বার্‌সি ব্যাঙ্ক | সেক্রেটারী ইত্যাদি—জি, ডি, দেশপাণ্ডে এণ্ড কোং কশবা, বার্‌সি টাউন, ( বোম্বাই ) | ব্যাঙ্ক | ৩০০,০০০৲ |
| পুণা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক | সেক্রেটারী প্রভৃতি—এইচ্, সি, ধনরাজ এণ্ড কোং, বুধওয়ার পেথ, পুণা (বোম্বাই) | " | ৫০০,০০০৲ |
| গৌহাটী ব্যাঙ্ক | গৌহাটী (আসাম) | " | ১০০,০০০৲ |
| টাঙ্গাইল ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—পি, এম্ নিয়োগী, টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ (বঙ্গদেশ) | ঋণদান | ৫০,০০০৲ |
| চাম্পাপুর ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—আর, কে, ভট্টাচার্য্য, চাম্পাপুর পি, এস, আদমদীঘী, বগুড়া (বঙ্গদেশ) | " | ৫০,০০০৲ |
| কাকিনা লোন অফিস | ডিরেক্টর—এ, এন্, পণ্ডিত, কাকিনা, রঙ্গপুর (বঙ্গদেশ) | " | ১০০,০০০৲ |
| সিরাজগঞ্জ ব্যাঙ্ক কৃষি ও শিল্প | ডিরেক্টর—এল্, এল্, রায়, সিরাজগঞ্জ, পাবনা (বঙ্গদেশ) | " | ৫০,০০০৲ |

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| কুতবপুর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক | ডিরেক্টর—এম, আহাম্মদ, পোঃ কুতবপুর, চন্দনবাইসা, বগুড়া, (বঙ্গদেশ) | ঋণদান | ১০০,০০০৲ |
| বাগবাড়ী লোন কোং | ডিরেক্টর—ধুন, এম, মিঞা, পোঃ বাগবাড়ী, মাদলা, ( বঙ্গদেশ ) | " | ৫০,০০০৲ |
| কলিকাতা লোন অফিস | ডিরেক্টর—এস, বি, ঘোষ, ১২নং নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা | " | ১০০,০০০৲ |
| মেঘনা লোন অফিস | ডিরেক্টর—এস, সি, মৈত্র, মেঘনা, পি, এস, পাংশা, মহকুমা রাজবাড়ী, ফরিদপুর, ( বঙ্গদেশ ) | " | ২০,০০০৲ |
| সরাইল লোন কোং | ডিরেক্টর —এম, সি, চক্রবর্ত্তী, সরাইল, ত্রিপুরা, ( বঙ্গদেশ ) | " | ৩০,০০০৲ |
| আদম বাকাম ধনরক্ষক নিধি | সেক্রেটারী—এ,এম্, বি, রেডিয়ার, | ব্যাঙ্ক, ঋণদান প্রভৃতি | ২৪৬,০০০৲ |

## ২। যান বাহন।

চিঙ্গলপুট মান্দ্রাজ প্রভৃতি

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| পেনিনসুলার ট্রান্সপোর্ট | ডিরেক্টর—এম্, সি, সেন, নলগোলা, ঢাকা, ( বঙ্গদেশ ) | জল, স্থল বা শূন্যপথে মাল চালান | ১০০,০০০৲ |

## ৩। উৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| সত্যগ্রাহি প্রেস | ম্যানেজিং এজেন্ট,— এ, কে, কোজ, দক্ষিণ কানাড়া, মান্দ্রাজ | মুদ্রণ, পুস্তক প্রচার | ২০,০০০৲ |
| রেঙ্গুন অন্ধ্র পত্রিকা পাবলিসিং কোং | ৩৮, বৌ লেন, রেঙ্গুন | মুদ্রণ, পুস্তক প্রচার, ইত্যাদি | ৫০,০০০৲ |
| বেতজ্ঞান এণ্ড কোং | ২-৩, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ইন্‌জিনিয়ারিং | ১০০,০০০৲ |
| টিউবওয়েল | ডিরেক্টর—আর, এস্, ট্যাঙ্গার, রেলওয়ে রোড, মিরাট, যুক্তপ্রদেশ | " | ১৫,০০,০০০৲ |

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| হাকুম ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী | ম্যানেজিং এজেন্টস্— জে, এন, প্রসাদ, গৌলি গুডার, হায়দরাবাদ | দেশালাই উৎপাদন | ১,৭১,৪২০৲ |
| যশোহর ফিসারীজ্ | যশোহর, বঙ্গদেশ | মৎস্য উৎপাদন ও তাহার ব্যবসায় | ২০,০০০৲ |
| বেঙ্গল ডাইং ও কেলিকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ | ডিরেক্টর—আর, সি, রায় চৌধুরী, ১, নারায়ণগঞ্জ রোড, ঢাকা (বঙ্গদেশ) | কাপড় রঙ করা ও ছাপান | ৫০,০০০৲ |
| যাদব ইনডাসট্রিয়াল কোং | ম্যানেজিং এজেন্ট—বি, বনোয়ারী লাল, নান গাওয়ান, ফতেগড়, যুক্তপ্রদেশ | দুধের ব্যবসায় সিনেমা, | |
| ন্যাসানেল ইউনিয়ান | কুইলন, ত্রিবাঙ্কুর | সার্কাস, মুদ্রণ ইত্যাদি | ১৫,০০০৲ |
| ইনটারন্যাসনেল ট্রেড্ | পিরুভালা, ত্রিবাঙ্কুর | এজেন্সী | ২০,০০০৲ |

## ৪। কল কারখানা।

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| সারদা কটন মিল কোং | ম্যানেজিং এজেন্ট—এলবার্ট গেবেল, দক্ষিণ আর্কট্ মান্দ্রাজ | সূতা প্রস্তত ও বোননের ব্যবসা | ৩,৭০,০০০৲ |

## ৫। চায়ের ব্যবসায়

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| দেবস্থল টি এষ্টেট | ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, সি, বানার্জ্জি, ১, সোয়ালো লেন, কলিকাতা | চা প্রস্তুত | ৩০০,০০০৲ |
| সাউথ দর্জ্জিলিং টি কোম্পানী | ডিরেক্টর—এম, হালদার, জলপাইগুড়ি, ( বঙ্গদেশ ) | ,, | ,, |
| চিটাগং টি কোং | ডিরেক্টর—চাঁদমল বাটিয়া, ১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ,, | ২ ০০,০০০৲ |
| সাদার্ণ টেরাই টী কোং | ডিরেক্টর—এস, সি, কর, নাকসাল বাড়ী দার্জ্জিলিং, ( বঙ্গদেশ ) | ,, | ,, |
| চিল্লার এষ্টেট | কোট্টায়াম্, ত্রিবাঙ্কুর | | ৩০০,০০০৲ |

## ৬। খনি।

| কোম্পানীর নাম | এজেন্ট ও সেক্রেটারী প্রভৃতির নাম এবং অফিসের ঠিকানা | উদ্দেশ্য | অর্থের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| হারিলং কলিয়ারীস্ | ডিরেক্টর—এইচ্, হাণ্টার পোঃ হারি নং, বারওয়াদিয়া ( পালামৌ ) বিহার ও উড়িষ্যা | খনির স্বত্বাধিকারী | ৮০০,০০০৲ |

# যে সকল লিমিটেড কোম্পানী ফেল হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯২৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে সকল লিমিটেড কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে, গত শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় আমরা তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। ১৯২৬ সালের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত যে সকল লিমিটেড্ কোম্পানী ফেল হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

| কোম্পানীর বিবরণ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|
| **১। ব্যাঙ্ক, ঋণদান ও বীমা।** | | |
| **(১) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান** | | |
| (১) ব্যাঙ্ক | ২ | ৬,০০,০০০৲ |
| (২) ঋণদান | ১ | ১,০০,০০০৲ |
| (৩) ইনভেষ্ট্‌মেণ্ট্ ও ট্রাষ্ট | ১ | ৫০,০০০৲ |
| (৪) হাত চিঠা ইত্যাদি | ৫ | ১,৮০,০০০৲ |
| **(খ) বীমা** | | |
| (১) জীবন, অগ্নি ও জাহাজ সংক্রান্ত বীমা | ৩ | ৫,১১,০০,০০০৲ |
| (২) প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স | ১ | ১০,০০০৲ |
| (ক) রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে | ১ | ২৪,০০,০০০৲ |
| **৩। উৎপাদিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়।** | | |
| (ক) মুদ্রণ, পুস্তক প্রচার এবং কাগজ কালী ইত্যাদির ব্যবসায় | ১ | ২৪,০০,০০০৲ |
| (খ) লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ নির্ম্মাণ | ২ | ২,০০,০০০৲ |
| (গ) পাথর, সিমেণ্ট, চুণ এবং বাড়ী নির্ম্মাণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায় | ২ | ৫৫,০০,০০০৲ |
| (ঘ) কাচের ব্যবসায় | ১ | ১০,০০,০০০৲ |
| (ঙ) বরফ, সোডা ও লিমনেড ইত্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসায় | ১ | ৫,০০,০০০৲ |
| (চ) এজেন্সী | ৩ | ১০,৯৯,০০০৲ |
| ছ) বিবিধ | ১৩ | ২১,৩৪,০০০৲ |

| কোম্পানীর বিবরণ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|
| **৪। কল কারখানা** | | |
| ( ক ) কাপড়ের কল | ৩ | ৩৮,০০,০০০৲ |
| **২। যান বাহন** | | |
| ( খ ) তূলা ধুনা ও গাঁইট বাঁধার কল | ২ | ৫,৩৩,০০০৲ |
| ( গ ) ময়দার কল | ১ | ১,০০,০০০৲ |
| ( ঘ ) তৈলের কল | ১ | ৫,০০,০০০৲ |
| **৫। খনি সংক্রান্ত ব্যবসায়** | | |
| ( ক ) পাথর ইত্যাদি | ১ | ১০,০০,০০০৲ |
| ( খ ) বিবিধ | ১ | ২,০০,০০০৲ |
| **৬। এষ্টেট্, জমি ও বাড়ী প্রভৃতি** | ১ | ২,৫০,০০০৲ |
| **৭। হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি** | ১ | ৩,০০,০০০৲ |
| মোট | ৪৯ | ৭,১৭,৫৬,০০০৲ |

| | | |
|---|---|---|
| বাঙ্গালার | অংশ | ১০ |
| মান্দ্রাজের | ” | ১৪ |
| বোম্বায়ের | ” | ১৪ |
| যুক্তপ্রদেশের | ” | ৪ |
| বিহার ওউড়িষ্যার | ” | ১ |
| পাঞ্জাবের | ” | ২ |
| দিল্লীর | ” | ১ |
| ব্রহ্মদেশের | ” | ১ |
| মহীশূরের | ” | ১ |
| ত্রিবাঙ্কুরের | ” | ১ |
| মোট | | ৪৯ |

# যে সকল লিমিটেড্ কোম্পানী গত জুন মাসে ফেল হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | যত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল্ হইবার তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| **১। ব্যাঙ্ক, ঋণদান, বীমা** | | | | |
| কক্কুর শ্রীসারদা ব্যাঙ্ক, মান্দ্রাজ | ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ | ১৯,০০০৲ | | ১৫ই জুন ১৯২৬ |
| কোটারকারা ব্যাঙ্ক, ত্রিবাঙ্কুর | ৮ই জুন, ১৯২০ | ৪৩,৯৪০৲ | ১৬,১২২৲ | ৩রা জুন ১৯২৬ |
| বসন্ত ফাণ্ড, মান্দ্রাজ | ২১ শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ | ২,৬২০৲ | ২,৩৯৯৲ | ১৫ই জুন ১৯২৬ |
| আলফা জেনেরল ইনসিওরেন্স কোং, বেঙ্গল | ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ | ১,২৫,০০,০০০৲ | ৩১,২৫,০০০৲ | ২৬শে জুন ১৯২৬ |
| **২। উৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়** | | | | |
| সালকিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বঙ্গদেশ | ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১১ | ৯,৩০০৲ | ৮,৭৪১৲ | ৩০শে জুন ১৯২৬ |
| সাউথ ইণ্ডিয়ান সেফ্ এণ্ড লক্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, মান্দ্রাজ | ১৫ই মে, ১৯২৪ | | | ৮ই জুন ১৯২৬ |
| হিউম্ পাইপ এণ্ড কনক্রিট্ কন্ট্রাকসন কোং, ইণ্ডিয়া, বোম্বাই | ১৩ই আগষ্ট, ১৯১৯ ১লা মার্চ্চ, ১৯২৩ | ৩৮,৮৮,০০০৲ | ৩৮,৮৮,০০০৲ | ১২ই জুন ১৯২৬ |
| ইণ্ডিয়ান টয়েজ এণ্ড গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, বোম্বাই | ৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ | ৪,০৩,৪২০৲ | ৯৯,০২৩ | ১৯শে জুন ১৯২৬ |
| এলাথিয়ার নাম্বুদ্রিরি কোং, মান্দ্রাজ | ৪ঠা মে, ১৯২১ | ১১,৫০০৲ | ৫,২১৫৲ | ২৯শে জুন ১৯২৬ |
| পাঞ্জাব ট্রেডারস্ ইউনিয়ন, পাঞ্জাব | ৭ই আগষ্ট, ১৯২৩ | ১,২৫০৲ | | ২৩শে জুন ১৯২৬ |

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | যত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল হইবার তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| **৩। কল কারখানা** | | | | |
| জীবরাজ বালু স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং, বোম্বাই | ৩রা জুন, ১৮৭৩ | ১১,০০,০০০৲ | ১১,০০,০০০৲ | ৮ই জুন ১৯২৬ |
| আহাম্মদাবাদ বিষ্ণু কটন মিল্স কোং, বোম্বাই | ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ | ৬,৮১,৫০০৲ | ৬,৮১,৫০০৲ | ১৮ই জুন ১৯২৬ |
| হাতীরকুল অয়েল কোং, বঙ্গদেশ | ৯ই নবেম্বর, ১৯১৯ | ১৬,৯৪,৩৪০৲, | ১৬,৯৪,৩৪০৲ | ১০ই জুন ১৯২৬ |
| **৪। খনি** | | | | |
| সাসারাম লাইম্, বঙ্গদেশ | ২৩শে নবেম্বর, ১৯২০ | ৭,৫৮,৫০০৲ | ৭,৫৮,০০০৲ | ৪ঠা জুন ১৯২৬ |
| আসাম বার্ম্মা পেট্রলিয়াম্, বঙ্গদেশ | ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ | ১০,৭৮,৫১০ | ১০,৬৪,৫১০ | ৬ই জুন ১৯২৬ |
| **৫। যান বাহন** | | | | |
| কুক্‌স্ মটর, বঙ্গদেশ | ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ | ৫,২৫,০০০৲ | ২,৫৮,৫০০৲ | ১৫ই জুন ১৯২৬ |
| এড্‌ওয়ার্ড ষ্টিম সিপ কোং, বঙ্গদেশ | ২৩শে এপ্রিল, ১৯২০ | ১৫,০০,০০০৲ | ১৫,০০,০০০৲ | ৬ই জুন ১৯২৬ |
| **৬। উৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়** | | | | |
| আর্য্য কেরালা কোং, মান্দ্রাজ | ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ | ৪,৩০০৲ | ৪,৩০০৲ | ১লা জুন ১৯২৬ |
| ইণ্ডিয়ান প্যাটি ট্রিয়ট, মান্দ্রাজ | ১৩ই মার্চ্চ, ১৯১৮ | ... | ... | ২২শে জুন ১৯২৬ |
| ধয়ান বয়া এণ্ড কোং, বোম্বাই | ৩রা মে, ১৯২১ | ৫৫,২০০৲ | ৫৫,২০০৲ | ৮ই জুন ১৯২৬ |
| মালাবার ক্যানারিজ্, মান্দ্রাজ | ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ | ৪৫৫০০৲ | ৯৫৫০০৲ | ৯ই জুন ১৯২৬ |

| কোম্পানীর নাম | রেজিষ্ট্রেসনের তারিখ | যত টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল | সেয়ারে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল | ফেল হইবার তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| নেপিয়ার ট্রেডিং কোং, বোম্বাই | ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ | ৪০,০০০৲ | ৪০,০০০৲ | ৩০শে জুন ১৯২৬ |
| আরাকান লাইট রেলওয়ে কোং, বঙ্গদেশ | ১৬ই অক্টোবর, ১৯১৬ | ২১,৯০,৪০০৲ | ২১,৯০,৪০০৲ | ৩রা মে ১৯২৬ |
| উড়িষ্যা সিমেণ্ট কোং, বঙ্গদেশ | ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ | ৩,০০,০০০৲ | ৩,০০,০০০৲ | ১৯শে মে ১৯২৬ |
| থেরেটন এণ্ড কোং, বঙ্গদেশ | ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ | | | ১৫ই মে ১৯২৬ |
| রেলওয়ে স্লিপার্শ, বঙ্গদেশ | ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ | ১০,০০,০০০৲ | ১০,০০,০০৲ | ৫ই মার্চ্চ ১৯২৬ |
| উড্ কোং, বঙ্গদেশ | ১১ই আগষ্ট, ১৮৯৬ | ২০,০০০৲ | ৬,৭০০৲ | ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ |
| থিয়াশোলা এষ্টেটস্ কোং, মান্দ্রাজ | ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ | ৭৩,৬০৫৲ | ৭৩,৬০,৫৲ | ১৬ই মার্চ্চ ১৯২৬ |
| এলবার্ট ক্লাব, বঙ্গদেশ | ১৬ মার্চ্চ, ১৯২৪ | ৩০,২৫০৲ | ৩০,২৫০৲ | ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ |

———×———

# মৎস্যের ব্যবসায়

( চিল্কা লেক্ ও সুন্দরবন ফিসারীজ্ সিণ্ডিকেটের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা এবং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক-সভ্য
মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী, এম্, এল্, সি লিখিত )

শিক্ষিত বাঙ্গালীর যে ব্যবসায়ের দৃষ্টি নাই, তাহা তাহাদের ব্যবহারে এবং কার্য্যে পরিস্ফুট। বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকেই ব্যবসায়ের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু মূর্খ বাঙ্গালী চাকুরির আবর্ত্তে পড়িয়া হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর সম্মুখে মৎস্যের যে কি বিরাট ব্যবসায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালী একবার ভাবিয়াও দেখেন না। এই যে নিত্য ব্যবহার্য্য, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষটী দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, ইহার কারণও তাঁহারা একবার চিন্তা করেন না। দুর্ভাগা বাঙ্গালীর আয় বাড়িতেছে না, কিন্তু তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে বাঙ্গালী আজ যা তা দিয়া পেট ভরাইতেছে এবং তাহাতেই স্বাস্থ্যহীন হইয়া অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে।

এই যে আজ বেরিবেরি রোগের প্রকোপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার কারণ কি? ডাক্তার বলিতেছেন, ভাইটামিন এবং প্রোটিনের অভাব হইলেই বেরিবেরি রোগের উদ্ভব হয়। যে বাঙ্গলায় একদিন গোয়াল ভরা গরু ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, আজ সেই বাঙ্গলার গোয়ালে গরু নাই, পুকুরে মাছ নাই। দুধ, ঘি এবং মাছই যে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য; ইহারাই দেহে ভাইটামিন ও প্রোটিন যোগায়, এবং ইহাদেরই আজ একান্ত অভাব। ইহাতে যদি বাঙ্গালীর শরীরে প্রোটিন এবং ভাইটামিনের অভাব ঘটে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? গোমাতা হিন্দুর উপাস্য এবং মৎস্য বাঙ্গালীর পরম প্রিয়। উপাস্য এবং প্রেয়র প্রতি বাঙ্গালীর যে কতটা আন্তরিক আকর্ষণ, তাহা তাহাদের অবনতিতেই প্রকাশ। কোরবানি লইয়া মুসলমানের সহিত লাঠালাঠি এবং মাথা ফাটাফাটি করিলে গোজাতির উন্নতি সাধিত হইবে না। তাহাদের প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞার ফলে প্রতি পলে একটু একটু করিয়া গোজাতির হত্যা সাধন করা হইতেছে। বাঙ্গালী যে দিন সত্য করিয়া তাহাদের যত্ন লইতে শিখিবে, সেদিন কেবল গোজাতিরই উন্নতি হইবে তাহা নহে, সেদিন বাঙ্গালীরও আর্থিক উন্নতি এবং স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

মাছের কথা বলিতে যাইয়া গোজাতির কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। মাছ এবং গরু বাঙ্গালীর জীবনের সহিত এত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত যে, একের কথা বলিতে যাইয়া অন্যের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

যা'ক, বলিতেছিলাম মাছের কথা। যাহাকে তুমি রাখিবে, সেই তোমাকে রাখিবে। মাছের প্রতি বাঙ্গালী অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে, আজ তাহারই ফলে বাঙ্গলায় মৎস্য দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

মৎস্যের চাষ একটা বিরাট লাভের ব্যবসায়। বেকার বাঙ্গালী যুবক যদি এই ব্যবসায়ে ব্রতী হয়, তাহা হইলে তাহারা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। আমরা নিম্নে একটা হিসাব প্রদান করিলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, কলিকাতায় মাছের ব্যবসায়ের কি বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে।

কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর মোটামুটী ১,৬৩,৫৬৭ মণ মাছ আমদানী হয়। নিম্নলিখিত বাৎসরিক আমদানীর সংখ্যা রেল কোম্পানীর এবং অন্যান্য রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

| | | |
|---|---|---|
| আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে— | ৮৩৪৭ | মণ |
| বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে— | ৪৭২৪ | মণ |
| বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে— | ১২৪১৮ | মণ |
| বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে— | ২০১৯ | মণ |
| ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে— | ৬৪৩১১ | মণ |
| ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে— | ৫৫১৫ | মণ |
| হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে— | ১২২৬ | মণ |
| | ৯৮,৫৬০ | মণ |
| খালের ভিতর দিয়া বেলিয়াঘাটায় আমদানী— | ৪৫,০০৭ | মণ |
| কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বিল এবং খাল হইতে আনীত— | ২০,০০০ | মণ |
| | ১,৬৩,৫৬৭ | মণ |

কলিকাতায় ১০ লক্ষ লোক। হিন্দুস্থানী এবং বিধবা ছাড়া প্রায় সকলেই মৎস্যপ্রিয়। অতএব ১,৬৩,৫৬৭ মণ মাছে কোনমতেই কুলাইতে পারে না। কাজেই মাছের মূল্য অত্যন্ত মহার্ঘ। ইউরোপের যাবতীয় দেশে (ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী ইত্যাদি) সাধারণতঃ মাছের মূল্য।৴০ আনা সেরের বেশী নহে, অথচ কলিকাতায় সাধারণতঃ মাছের গড়পড়তা দাম ৸০ আনার বেশী। ইহার মূল কারণ, মাছের যে পরিমাণে দরকার বা কাট্‌তী, তাহার অর্দ্ধেকও আমদানী হয় না। স্বর্গীয় স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (যিনি বাঙ্গালা দেশে মৎস্য বিভাগের কমিসনার ছিলেন) বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্যপ্রিয়, এবং ৩৬৫ দিনের ভিতর অন্ততঃ ৩২০ দিন মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহার হিসাবে প্রত্যেকের অন্ততঃ অর্দ্ধ পোয়া মৎস্যের দরকার। সেই হিসাবে কলিকাতায় প্রতি বৎসর ৭,২০,০০০ মণ মাছের আমদানী হওয়া উচিত। ১,৬৩,৫৬৭ মণ মৎস্য বাৎসরিক আমদানী ধরিলে ১০০ মণের জায়গায় লোকে ২৩ মণ মাছ ব্যবহার করিয়া থাকে, অর্থাৎ গড়ে মৎস্যপ্রিয় ব্যক্তি মোটে প্রত্যহ ১ আউন্স এর কম অর্থাৎ ২ তোলা মাছ ব্যবহার করিয়া থাকে। মোটামুটী কলিকাতায় যে পরিমাণ মাছের আবশ্যক, তাহার চতুর্থাংশ আমদানী হয় না, কাজেই মৎস্যের মূল্য অত্যন্ত মহার্ঘ এবং আমিষের গন্ধ অনেকে পান্ না। মাছ মহার্ঘ বলিয়া অনেকে ডিম এবং মাংস ব্যবহার করিতেছেন। সঙ্গেসঙ্গে ডিমের দাম ডবল এবং মাংসের দাম দেড়া হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে অধিকাংশ ব্যক্তি মাংসাসী এবং তাহা সত্ত্বেও যে মৎস্যপ্রিয়, তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে বোঝা যাইবে।

| | জন সংখ্যা | বাৎসরিক মৎস্যের আমদানী | মূল্য | প্রত্যেকের খরচ |
|---|---|---|---|---|
| ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ | ৪,০০,০০,০০০ | ২,১৯,৬৬,৭২০ মণ | ১৫,০০,০০,০০০ টাকা | ২৫ সের |
| কলিকাতা | ১,০০,০০,০০০ | ১,৬৩,৬১৩ " | ১৫৩,৯০৭৫ " | ৭½ সের |

মাছের আমদানী কেন কম, এবং মাছের মূল্য কেন মহার্ঘ্য, তাহা পরে বলিব।

# ধোপার ব্যবসায়

ধোপার ব্যবসায়ের কথা শুনিলে অনেকেই হয় ত ঘৃণায় নাক সিঁটকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ঘৃণার কথা কিছুই নাই। স্বাধীন ব্যবসায় যে গোলামী অপেক্ষা ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়, ঢের বেশী সম্মানজনক, একথা আজ বুঝিতে হইবে। চাকুরি করিয়া, পরের দাসত্ব করিবার মোহে মজিয়া, বাঙ্গালী স্বাধীন উপজীবিকাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ফলে দারিদ্র্যের কশাঘাতে বাঙ্গালী আজ জর্জ্জরিত। ইহা সত্বেও ধোপার ব্যবসায় শুনিয়া বাঙ্গালী যদি ঘৃণায় মুখ ফিরায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য আজও চরমে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই—আজও বাঙ্গালীর চৈতন্যোদয় হয় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, বহু বাঙ্গালী যুবক ধোপার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কলিকাতার পথে পথে দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহারা যে পথ ধরিয়া ধোপার ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সে পথে তাহারা সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধোপার ব্যবসায়ের মধ্যে যে সকল অত্যাবশ্যকীয় শিখিবার বিষয় আছে, তাহা হয় তাহারা জানে না, না হয় স্বীকার করে না, কিম্বা উপেক্ষা করিয়াছে। ইহারই ফলে লোকে দেখে, ধোপার কাছে দিয়াও কাপড়ের যে দুরবস্থা হয়, Dyeing Cleaning-এ যাইয়া কাপড়ের তাহা অপেক্ষা কম দুর্দ্দশা হয় না।

হইবারই কথা। যে মূল নীতির উপর বাঙ্গালীর ধোপার ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে, তাহাই দোষাবহ। সাধারণতঃ ডাইং ক্লিনিং-এর কর্ত্তৃপক্ষ ধোপার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লন। সুতরাং ধোপাও যেরূপ কাপড় কাচে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচালিত ডাইং ক্লিনিংএ ধৌত কাপড় তাহা অপেক্ষা আদৌ উৎকৃষ্ট নয়। শিক্ষিতদের নিকট হইতে সাধারণতঃই লোকে একটু বেশী আশা করে, এবং আশা করা অনুচিত বলিয়াও মনে করি না। সুতরাং অনেকেই দোকান গুটাইয়াছে, যাহারা কোনমতে টিকিয়া গিয়াছে, তাহারা অশিক্ষিত ধোপাদের পর্য্যায়েই পড়িয়া আছে। কিন্তু সাহেব টোলার পার্শী ও গুজরাটিদের ধোপার ব্যবসায়ের প্রতি তাকাইয়া দেখুন, দিন দিন তাহাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে।

## এমন কেন হয়?

এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর এই যে, বাঙ্গালীর পরিচালিত ব্যবসায়ের সহিত পার্শী ও গুজরাটিদের ব্যবসায়ের মূল নীতির আকাশ পাতাল প্রভেদ। পার্শী ও গুজরাটিরা ধোপার বিদ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করিয়া নিজেরাই হাতে কলমে করিতেছে। আর বাঙ্গালী ধোপার উপর নির্ভর করিয়া সর্দ্দারী করিতেছে।

মনে রাখিতে হইবে, এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। মানুষ আজ যে পথেই প্রধাবিত হউক না কেন, প্রথমেই সে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করে। বৈজ্ঞানিক মানব ধোপার কাজেও বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, ধোপার কাজে রসায়ন শাস্ত্রের বিরাট সমন্বয় রহিয়াছে। ধোপার ব্যবসায়ে বাঙ্গালী বিজ্ঞানকে আমল দেয় নাই, তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বাধীন ভাবে

ব্যবসায় করিবার ইচ্ছায় ধোপার কাজ অবলম্বন করিয়াও হটিয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যা'ক, অশিক্ষিত ধোপাদের দোষ-ত্রুটি কি ?

১। নিয়মিত ভাবে তাহারা কাপড় দেয় না। কখন কখন কাপড় দিতে এত দেরী করে যে, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

২। কাপড় সাধারণতঃ তেমন ফরসা হয় না।

৩। ধোপার বাড়ী কাপড় দেওয়ার ফলে কাপড় সহজেই ছিঁড়িয়া যায়।

৪। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইস্ত্রি এবং পালিশ ভাল হয় না।

৫। অনেক সময় কাপড় হারাইয়া ফেলে, অথবা বদল করিয়া দেয়।

৬। রেশমের জামা, চাদর, বডিস্, ব্লাউস্ ইত্যাদি কাচিতে দিলে উহারা সে সব পরিষ্কার করিয়া কখনও কাঁচিতে পারে না, এবং ইস্ত্রি করার কালে অনেক সময় রেশমের কোমল (delicate) সূতাগুলি জ্বালাইয়া দেয়।

৭। উল এবং পশমের গরম জামা সম্বন্ধেও ধোপার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শোনা যায়।

৮। সার্টের কাফ্ এবং কলার দেশীয় ধোপারা কদাচ শক্ত করিয়া ইস্ত্রি এবং পালিশ করিতে পারে না, কারণ যে সকল মশলা দ্বারা ইস্ত্রি ও পালিশ করিলে ইংরাজের দোকানের ন্যায় ইস্ত্রী করা যায়, সে সকল মাল মশলার নামই তাহারা জানে না।

মোটামুটি ভাবে অশিক্ষিত ধোপাদের ইহাই প্রধান ত্রুটি। শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচালিত ড্রাইং ক্লিনিং হইতে যদিও যথা নিয়মে যথা সময়ে অনেক ক্ষেত্রে কাপড় পাওয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট ত্রুটিগুলি সমান বর্ত্তমান। অধিকন্তু উহাদের দোকানে কাপড় বহন করিয়া দিয়া আসিতে হয়, কিন্তু সাধারণ ধোপারা বাড়ী হইতে কাপড় লইয়া যায়। সুতরাং ড্রাইং ক্লিনিং-এ যেমন একটা সুবিধা আমরা পাই, তেমনি আর একটা নূতন অসুবিধা সৃষ্টি হইয়া, হরে দরে হাঁটু জলেই দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং ঠিকভাবে ধোপার ব্যবসায় পরিচালিত করিতে হইলে ধোপার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াই কাজ খতম করিলে চলিবে না। কি অসুবিধা মানুষ ভোগ করিতেছে, কি প্রকারে সে অসুবিধা দূর করিতে পারা যায়, কিরূপে আরও সুবিধা করিয়া দিতে পারা যায়, এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমে বর্ত্তমান অসুবিধাগুলির আলোচনা করা যা'ক সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে, কাপড় আশানুরূপ ফরসা হয় না। কোন কোন ধোপা অবশ্য কাপড় ভাল কাচে, কিন্তু অধিকাংশ ধোপার ধোয়া কাপড় আধ ময়লা থাকিয়া যায়। ইহার কারণ, কাপড় কেন ফরসা হয় এবং কিরূপে ফরসা হয়, তাহা তাহারা জানে না। উন্নততর প্রণালীতে নানারূপ মাল মশলা যোগে কাপড় কাচিবার প্রথা এবং উপায় পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, কারণ আমাদের দেশে পূর্ব্বে সার্ট, কোট, প্যাণ্ট, বডিস্, ব্লাউস্ প্রভৃতির চলন ছিল না। পরিধেয় বস্ত্র এবং উত্তরীয়ই ভদ্র-লোকের লজ্জাবরণের একমাত্র বস্ত্র ছিল। সুতরাং ধোপার বিজ্ঞানও ঐরূপ crude অবস্থায় ছিল।

সে যুগে ধোপাদের কাপড় কাচিবার প্রধান উপকরণ ছিল, গোময়, ছাগলের বিষ্ঠা এবং কলার বাস্না। সোডার ব্যবহার তখনও প্রচলিত হয় নাই। নিতান্ত সাহেবী গোছের ধোপারাই সোডার ব্যবহার জানিত। গোবর জল, ছাগলের বিষ্ঠা, কলার পাতা পোড়া ছাই ইত্যাদি নানারূপ ক্ষারজাতীয়

দ্রব্যের দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া ধোপারা গরম জলের ভাঁটীতে কাপড় চড়াইয়া সমস্ত কাপড়ের মধ্যে উপরোক্ত মশলার ভাবনা দিয়া ময়লা কাটাইবার চেষ্টা করিত, এবং তৎপরে যার গায়ে যত জোর আছে সে তত জোরে "হিস্‌রে""হুস্‌রে"বলিয়া একখানা তক্তার উপর সেই কাপড় গুলিকে প্রাণপণে আছড়াইয়া কাপড় পরিষ্কার করিত। এই প্রক্রিয়ায়, কাপড় যত পরিষ্কার না হউক, তাহার পরমায়ু যে অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত এবং কাপড়ের সূতাগুতি সরিয়া ফেঁসিয়া যাইত, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তার পর যে উন্নততর যুগ আসিল, সে যুগে ধোপারা শিখিয়া রাখিয়াছে যে—সাজিমাটি, সোডা এবং সাবান বা অন্য কোন ক্ষার দিয়া কাপড় ফুটাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে আছাড় দিলেই কাপড় ফরসা হয়, এবং মান্ধাতার যুগ হইতে ধোপারা তাহাই করিয়া আসিতেছে। দার্‌জিলিং অঞ্চলের ভূটিয়া প্রভৃতি অধিবাসীরা জানে, পাথরের উপর কাপড় রাখিয়া পাথর দিয়া ছেঁচিতে পারিলে কাপড় ফরসা হয়; তাহারা তাহাই করে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি? ক্ষার, সোডা, সাজি-মাটি ইত্যাদি কেন ব্যবহার করা হয়? কাপড় কেবল জলে কাচিলে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয় না; কিন্তু সাজিমাটি, সোডা ইত্যাদি ব্যবহারে তাহা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাপড়ের ময়লা দুর করে ক্ষারজাতীয় পদার্থগুলি। ক্ষারের সংস্পর্শে কাপড় হইতে ময়লা পৃথক হইয়া পড়ে, কিন্তু কাপড়ের সুতার ফাঁকে ফাঁকে তাহা আটকাইয়া থাকে বলিয়া কাপড় বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ময়লা বাহির করিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়। অশিক্ষিত ধোপা কাঠের তক্তা কিম্বা পাথরের উপর প্রচণ্ড বেগে আছাড় দিয়া কাপড়ের ময়লা বাহির করিবার কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। ধীরে ধীরে থুপিলে বা চাপড়াইলে যতটা ময়লা বাহির হয়, এইরূপ আছাড় দেওয়ায় যে তাহা অপেক্ষা বেশী সাফ হয়, তাহা নহে; কিন্তু এই প্রচণ্ড আছাড়ের ফলে দুই তিন বার ধোপার বাড়ী কাপড় যাইবার পর কাপড়ের আয়ু যে শেষ হইয়া আসে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অশিক্ষিত ধোপা ইহা জানে না, বা জানিতে চাহে না। ইহার ফলে কতটা যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অশিক্ষিত ধোপা কাপড় সাফ করিতে পারুক্ বা না পারুক, কাপড় সহজে নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ।

(১) কাপড় সাফ না হওয়া, ও (২) কাপড় ছিঁড়িয়া যাওয়া বা পচিয়া যাওয়া—এই দুইটি প্রধান অসুবিধা একত্রে সম্পৃক্ত। ধোপাদের অজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। শিক্ষিত বাঙ্গালী ধোপার ব্যবসায়ে নামিয়া এই দুইটি প্রধান অসুবিধা দুর করিতে পারে নাই। যদি তাহারা উহা দুর করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে হটিয়া যাইতেই হইবে।

আজ কালকার ধোপাদের কাপড় সাফ করিবার প্রধান ঔষধ সোডা। তাহারা যদি উহা পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে জানিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহারা কাপড় কাচিবার জন্য উহা অপরিমিত ভাবে ব্যবহার করে, এবং তাহার ফলে কাপড় একেবারে জরিয়া পচিয়া যায়।

কথাটা বুঝিতে হইলে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। সোডার কাপড় সাফ করিবার ক্ষমতা আছে, এবং উহা পরিমিত ভাবে ব্যবহৃত হইলে কাপড় নষ্ট হয় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ধোপারা একথা জানে, তাহা হইলে কার্য্য ক্ষেত্রে তাহাদের ভিন্নরূপ আচরণ দেখা যায়। ভাঁটি চড়াইয়া ভাঁটির মধ্যে ধোপারা খদ্দর হইতে ঢাকাই মসলিন পর্য্যন্ত

যাহা পারিল, তাহাই চাপাইয়া দিল। কিন্তু এটুকু তাহাদের ঘটে বুদ্ধি যোগাইল না যে, খদ্দরের মত মোটা কাপড় সাফ করিতে যে পরিমাণ সোডা প্রয়োজন, ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্ম বস্ত্র সাফ করিতে সেরূপ সোডার প্রয়োজন হইতে পারে না। সুতরাং যে ভাঁটিতে তাহারা খদ্দর চাপাইয়াছে, সেই ভাঁটিতে যদি ঐরূপ পাতলা কাপড় দেয়, তাহা হইলে সেই কাপড় অতিরিক্ত সোডায় যে পচিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক তাহাই হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত ভাবে কাপড় কাচিয়া ফিরাইয়া দেওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন। অশিক্ষিত ধোপারা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। কিন্তু এই একটা মাত্র সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে বলিয়া অন্যান্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতা সহরে আজ এতগুলি ডাইং ক্লিনিং চলিতেছে। সুতরাং ইহার যে কত বড় সার্থকতা তাহা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে।

অশিক্ষিত ধোপাদের আরও একটা প্রধান দোষ এই যে, তাহারা প্রায়ই এক আধখানা কাপড় হারাইয়া বসে; তাহারা ইহা স্বেচ্ছাক্রমে করে, কিম্বা অনিচ্ছাক্রমে করে, তাহা তাহারাই জানে; কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীদের পরিচালিত ব্যবসায়ে এরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট হয়। সুনামই ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য জগতেও একদিন এই প্রণালীতেই ধোপার ব্যবসায় চলিত। কিন্তু যেদিন বৈজ্ঞানিক প্রভাবে তাহাদের অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, সেদিন তাহারা ইহার মধ্যেও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিল, এবং Laundry business (ধোপার ব্যবসায়) বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর স্থাপিত করিল। তাহারা জল হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্রধৌত করিবার প্রত্যেক পদার্থটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ আরম্ভ করিল। তাহারা দেখিল, যদি জলের মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম বাই কার্‌বনেট, ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফেট, ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্‌বনেট, ম্যাগ্‌নেসিয়াম সাল্‌ফেট বা ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড থাকে, তাহা হইলে সে জল দিয়া কাপড় কাচিলে তাহাতে অত্যন্ত বেশী সাবান খরচ হয়। খাঁটি সাবান হইলে সাবান এই জলে গিশ খায় না। এমনিতর নানা তথ্য বাহির করিয়া বস্ত্রধৌতের উন্নতি সাধন করিতে লাগিল।

বস্ত্রধৌতের মাল মসলার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না। তাহারা দেখিল কাপড় আছড়াইলে সূতা আলগা হইয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কাপড়ে আছাড় না দিলে কাপড় সাফ হয় কি না। অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইল, বস্ত্রধৌতের জন্য যে মসলা ব্যবহার করা হয়, তাহাতে ময়লা সাফ হয়, কিন্তু উহা সূতার ফাঁকে ফাঁকে আটকাইয়া থাকে বলিয়া কাপড় আলোড়নের প্রয়োজন—আছাড় না দিয়া জলের মধ্যে উহাকে আন্দোলিত করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। তখনই তাহারা বৈজ্ঞানিক বস্ত্রধৌতের যন্ত্র নির্ম্মাণে লাগিয়া গেল। তাহারই ফলে আজ নানা প্রকারের যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এমনি করিয়া পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক বস্ত্রধৌতের কল, নিঙড়াইবার কল, ইস্ত্রি গরম করিবার যন্ত্র, নানারূপ ইস্ত্রি ইত্যাদি নানা জিনিষ আবিষ্কার করিয়া ধোপার ব্যবসায়ের একটা নূতন রূপ প্রদান করিল।

পাশ্চাত্য জগৎ নানাদিক দিয়া নানারূপে আপনাদের উন্নতি সাধন করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী যে তিমিরে সেই তিমিরে। ধোপার ব্যবসায় করিয়া যদি বাঙ্গালী জীবিকা অর্জ্জন করিতে চায়, তাহা হইলে

তাহাকে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা এবিষয়ে ব্রতী এবং যাঁহারা এবিষয়ে ব্রতী হইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য আমরা এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিব। ইহাকে যত হেয় এবং ক্ষুদ্র ভাবা যায়, বাস্তবিক পক্ষে ইহা সেরূপ হেয় এবং ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং বহুদিন ধরিয়া এবিষয়ে আলোচনা চলিবে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি। আগামী বারে আমরা বস্ত্রধৌত সম্পর্কে কি কি মাল মশলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা করিব।

( ক্রমশঃ )

## খেজুরের আঠির ব্যবসায়

বাংলা দেশে এমন অনেক গাছ গাছড়া ও ফল আছে, যাহার একটু তদ্বির করিলেই নানারূপ ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইতে প্রভূত ধনাগম হয়। আজ আমরা একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এ দেশে খেজুর গাছের অভাব নাই ; নিম্নবঙ্গে এমন কোন জেলা নাই, যেখানে প্রচুর পরিমাণে খেজুর গাছ না জন্মে। বিধাতা ভারতবর্ষকে নানারূপ ধনরত্ন ও ফলপুষ্পে বিভূষিত করিয়াছেন ; সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাংলা দেশের সহিত আর কোনও দেশের তুলনা হয় না বাংলার বাহিরে বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে দেখিয়াছি, সুদূর বিস্তৃত সীমাহীন মাঠ সকল মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে ; কৃষকেরা সারা বৎসর রৌদ্রাতপে হল-কর্ষণ করিয়া অতিকষ্টে কূপের জল সেচন করতঃ সেই সকল মাঠ হইতে কিছু শস্য লাভ করে। আর আমাদিগের দেশের মাটী এত নরম যে, সামান্য মাত্র হলচালনা করিয়া বীজ ফেলিয়া গেলেই ক্ষেতের ফসল বাড়ী বহিয়া আনা যায় না। বাংলা দেশের কৃষক জমিতে কশ্চিৎ জল সিঞ্চন করে, এবং যদিই বা কখনও অনাবৃষ্টির জন্য জল সেচন করিতে হয়, তবে তাহা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত করে, আর বাংলার বাহিরে কৃষকেরা দিবারাত্রি কূপ হইতে জল তুলিয়াও মৃত্তিকা নরম রাখিতে পারে না। এইত গেল কৃষকদের শ্রমের তারতম্যের কথা। এখন একবার বাগবাগিচা এবং মেওয়ার কথা ভাবা যা'ক। আমাদিগের দেশে যত রকম ফলের গাছ আছে, এমন আর ভারতের কোথাও নাই। আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী, তাল, খেজুর, পেঁপে, কলা, লীচু, আনারস, কমলালেবু ইত্যাদি যত রকম ফল বাংলাদেশে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোথাও এমন পাওয়া যায় না। এই সমুদয় ফল পৃথিবীর সকল দেশের লোক অতি আদরের সহিত আহার করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এই সকল ফলের এত আদর যে, অবস্থাপন্ন লোকে অনেক বেশী দাম দিয়া এই সব ফল ক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা জড় পদার্থের ন্যায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, সুতরাং আমাদিগের মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া খায়, আর আমরা হয়

শিশুর ন্যায় চীৎকার করি, আর না হয়—বেকুবের ন্যায় অপরের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হই।

অন্যান্য ফলের কথা ছাড়িয়া দিয়া আজ খেজুরের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতেছি। বাংলা দেশে খেজুর গাছ হইতে সাধারণতঃ রস বাহির করিয়া, সেই রস জ্বালাইয়া গুড় তৈয়ার করা হয়। ভারতবর্ষে দুই রকমের গুড় প্রচলিত আছে; এক আকের গুড়—যাহা বাংলা দেশের বাহিরে সর্ব্বত্র আক হইতে প্রস্তুত হয়, আর খেজুর গুড়—যাহা এক বাংলা দেশেই তৈয়ার হয়। রস বাহির করা ব্যতীত খেজুর গাছের অন্য কোন প্রকার ব্যবহার এদেশে বড় প্রচলিত নাই; অথচ ইহার প্রত্যেকটিই কোনও না কোন প্রকারে কাজে আসিয়া থাকে।

খেজুরের পাতা হইতে এক প্রকার পাটী বা মাদুর তৈয়ার হয়। যশোহর, খুলনা, নদীয়া, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সেই সকল পাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পাটী বোনা কিছুই শক্ত নহে। বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে বসিয়া গল্প করে, আর আপন মনে পাটী বুনিয়া যায়; মেয়েরা খোপার যেমন বেণী বুনে, ঠিক তেমনি করিয়া খেজুরের পাতার বেণী বুনিয়া যায়, এবং এইরূপে ২।১ দিনের মধ্যে এক একটি পাটী বোনা হইয়া যায়। গরীবের ঘরে যাহারা মাদুর, কাঠীর সপ্ অথবা শীতল পাটী কিনিতে না পারে, তাহারা খেজুরের পাতার পাটীতেই কাজ সারে। ইহা ছাড়া পূর্ব্বে যখন গানি (gunny) অথবা ছালার চটের তেমন প্রচলন ছিলনা, তখন এই খেজুরের পাটীর দ্বারাই প্যাকিং এর কাজ হইত। এখনও বহু বাণিজ্য প্রধান বন্দরে ছালা অথবা চটের পরিবর্ত্তে খেজুরের পাটীই প্যাকিংএর জন্য ব্যবহৃত হয়। যশোহর জেলায় চিনির বস্তা প্রায়ই খেজুরের পাটী দ্বারা মোড়া থাকে। পাঞ্জাব, পেশোয়ার এবং মধ্যভারতে ব্যবসায়ীগণ খেজুরের পাটীই সাধারণতঃ প্যাকিংএর জন্য ব্যবহার করে।

অনেকেই বোধ হয় বড়বাজারে কাবুলী মেওয়া-ওয়ালাদের দোকান লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদিগের মেওয়া গুলি এই খেজুরের পাটীতেই বস্তাবন্দী হইয়া সুদূর কাবুল, কান্দাহার এবং পেশোয়ার হইতে আসিয়া থাকে, এবং ইহা এত মজবুত যে, নানারূপ নাড়াচাড়া সত্ত্বেও উহা খুলিয়া যায় না। আরব দেশ হইতে যে খেজুর এদেশে আসে, এবং বাজারে কল্‌সীর খেজুর অথবা "পিণ্ডী খেজুর" নামে বিক্রয় হয়, তাহাও এই খেজুরের পাটীতে বস্তাবন্দী হইয়া আসিয়া থাকে। এই খেজুর লইয়া আরব দেশের সহিত ভারতের বহু বিস্তৃত কারবার আছে। ইহার কতকাংশ জল পথে জাহাজ দিয়া আসে, আর কতকাংশ পারস্য এবং কাবুলের মধ্য দিয়া উটের পিঠে বোঝাই হইয়া পিণ্ডী এবং পেশোয়ারের সওদাগরদিগের নিকট উপস্থিত হয়, এবং সেখান হইতেই ভারতের বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। প্রধানতঃ রাওলপিণ্ডী হইতে ইহা রপ্তানি হয় বলিয়া ভারতের বাজারে অনেক স্থলে ইহা "পিণ্ডী খেজুর" বলিয়া অভিহিত হয়। কলসীর খেজুর ব্যতীত আর এক প্রকার শুষ্ক খেজুর আরব হইতে এদেশে রপ্তানি হয়; ইহাকে "সুহার" বলে। মুসলমানেরা পাল, পার্ব্বণ এবং রোজার সময় অতি আগ্রহের সহিত উহা খায় এবং সমস্ত দিন উপবাসের পর উহা খাইয়া রোজা খুলিয়া থাকে। এই সকল খেজুরও পাটীতে করিয়া বস্তাবন্দী হইয়া আসে; সুতরাং মাদুর এবং প্যাকিং এর জন্য খেজুরের পাতার যথেষ্ট ব্যবহার হয়।

ইহা ছাড়া খেজুরের পাতার দ্বারা সম্প্রতি আবার এক নূতন ব্যবসায়ের প্রচলন হইয়াছে। অনেকেই সাহেবদিগের মাথায় straw hat দেখিয়াছেন; ইহা শন জাতী। এক প্রকার খড়

হইতে তৈয়ার হয়, এবং দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার ন্যায় উজ্জ্বল। জামায়িকা দ্বীপ ও Straits Settlements প্রভৃতি দ্বীপ হইতে এই জাতীয় খড় দ্বারা এতকাল straw hat তৈয়ার হইত; সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এই straw hat এর বহু প্রচলন হইয়াছে, এবং ক্রমেই ইহার ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে। এতদিন খড় পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ সকল হইতে আসিত। এক্ষণে খেজুর গাছের পাতা দ্বারা এই সকল straw hat প্রস্তুত হইতেছে। খেজুর গাছের মাথা হইতে যে "মাজ" বাহির হয়, সেই মাজের পাতার রঙ্ দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার মত। চব্বিশ পরগণা এবং ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকেরা এই "মাজের পাতা" বেচিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহারা অবসর সময় এই পাতা বেণীর ন্যায় বুনিয়া যায়, এবং সুতার ন্যায় বাণ্ডিল পাকাইয়া এক এক বাণ্ডিল হইলে, কলিকাতার হ্যাট্‌ওয়ালাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে এই সকল হ্যাট্ বিদেশ হইতে আসিয়া এই দেশে বিক্রয় হইত; এক্ষণে খেজুরের পাতার বেণী (plaited leaf) হইতে সুন্দর সুন্দর হ্যাট্ তৈয়ারী হইতেছে, এবং ইহা হইতে অনেকেই বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। রাধাবাজার, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট বৈঠকখানা প্রভৃতি স্থানের হ্যাট্‌ওয়ালাদিগের নিকট এই সকল খেজুরের পাতার বেণী বিক্রয় হয়। যাঁহারা ইহা বেচিয়া দু'পয়সা উপায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহার বুনন প্রণালী শিখিয়া লইয়া ঘরে বসিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। ইহা বুনাও কিছু শক্ত নহে; ২।১ দিন দেখিলেই যে কেহ ইহা শিখিয়া লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত খেজুরের পাতার দ্বারা পাঞ্জাবে পাখা ও সুন্দর সুন্দর ঝাড়ন প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া খেজুরের পাতার আরও এক ব্যবহার আছে। গরুর খাবার অথবা ঘাস, বিচালী কোনও কারণে দুষ্প্রাপ্য হইলে খেজুরের পাতা খাওয়াইয়া অনেকে গরু পালন করিয়া থাকেন। মধ্যভারত, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বালুকাময় প্রদেশে কৃষকেরা খেজুরের পাতা খাওয়াইয়াই গরু বাঁচাইয়া রাখে; কারণ সে সকল দেশে ইহাই প্রধান খাদ্য (fodder)। ঘাস বিচালী তেমন সহজ প্রাপ্য নহে। আমাদিগের বাংলা দেশেও অনেকে গরুকে খেজুরের পাতা খাইতে দিয়া থাকেন।

এতক্ষণ ধরিয়া খেজুরের পাতার এবং রসের নানারূপ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এইবার খেজুরের ফল বা আঠি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, খেজুরের রস কমিয়া আসিলে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, এবং উহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিতে সুরু হয়। আষাঢ় মাসের মধ্যেই খেজুর সব ফুরাইয়া যায়। যে সময় খেজুর পাকে, সেই সময় বাংলা দেশে ফলের মরসুম; সুতরাং কেহই খেজুর তেমন পছন্দ করেনা, কেবল ছেলেপেলেরা এবং মাঠের রাখালেরা খেজুর গাছতলায় যাইয়া জটলা করে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে খেজুর পাড়িয়া টিট করে, এবং অপরিমিত খাইয়া পেটের অসুখ বাধায়। ভদ্রলোকেরা কেহই প্রায় খেজুর খান না। কলিকাতার বাজারে খেজুরের মরসুমে ফেরিওয়ালারা অল্প বিস্তর খেজুর বিক্রয় করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ব্যবসায়ের হিসাবে নহে—কেবল একটা সাময়িক ফেরি করা মাত্র। পাড়াগাঁয়েও ভদ্রলোকের ছেলেরা বড় কেহ খেজুর খায় না; তবে অল্পবয়স্ক বালকদিগের নিকট সব ফলই গ্রাহ্য ও মুখরোচক। সেই হিসাবে বালকেরা কেহ কেহ অবশ্য খেজুর খায়; তবে সাধারণতঃ ভদ্রলোকদিগের নিকট খেজুরের কোনও

আদর নাই। কিন্তু গরীব লোকে অনেক সময় খেজুর খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহা ছাড়া খেজুর চাষীদিগের নিকট উত্তম জলখাবাররূপে আদৃত হয়। এদেশে খেজুরের কিছু কিছু ব্যবহার থাকিলেও ইহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। বাংলা দেশ ব্যাপিয়া এতবড় একটা ফসল যে একেবারে অপচয় হইয়া যাইতেছে, এ সম্বন্ধে কেহ কখনও বোধ হয় চিন্তা করেন নাই। এক্ষণে এশিয়ার অপর প্রান্তে খেজুরের আঁঠির যে ব্যবহার হয়, তাহার কথা আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করিব।

( বারান্তরে সমাপ্য )

৪২ নং মদনমোহন বসাকের রোড পোঃ আঃ উয়ারী, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন গুপ্ত মহাশয় কতকগুলি সংবাদ জানিবার জন্য আমাদিগকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। এইসকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সকল কাজ করিতে গেলে যথেষ্ট সময় ব্যয় এবং কিছু অর্থব্যয়ও করিতে হয়। দুই একজনের জন্য এরূপ বেগার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ এরূপ বেগার খাটা অসম্ভব। এই জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি যে আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমরা কোনও সংবাদ দিব না। যাঁহাদের কোনও প্রশ্নোত্তরের দরকার তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আগে গ্রাহক হইয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে তবে জবাব পাইবেন। মধুসূদন বাবু আমাদের গ্রাহক নহেন, সুতরাং তাঁহার পত্রের জবাব দেওয়া হইল না।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা একান্ত প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টর র এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা এক খানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে অকারণ হয়রাণ না করেন।

রঙ্গপুর

১লা ভাদ্র, ১৩৩৩

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

অদ্য রঙ্গপুর নবাবগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের নাম পাঠাইলাম। অপরাপর স্থানেরও শীঘ্রই পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি।

এই গঞ্জটী রঙ্গপুর রেলওয়ে ষ্টেষন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেষনে গোযান ও অশ্বযান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রেলপথ ব্যতীত জল পথে মাল আমদানী কি রপ্তানি করিবার উপায় নাই, কারণ কোন নদী নাই।

রঙ্গপুরের আলু বিখ্যাত। এই আলু রক্ষা (রাখি) করিয়া অনেকেই প্রচুর লাভবান হইতেন, কিন্তু ২।৩ বৎসর ধরিয়া তাহা আর রক্ষা করা যাইতেছে না, শীঘ্রই পচিয়া উঠে। যদি কোন বিশেষজ্ঞ (specialist) আলু রক্ষা করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

বারান্তরে রঙ্গপুরের ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইতি

বশম্বদ

শ্রীরাধাকান্ত বণিক

# রঙ্গপুর

## নবাবগঞ্জ বাজার, পোঃ এবং জিলা রঙ্গপুর, রেলওয়ে ষ্টেষন রঙ্গপুর

### ঘৃত, ময়দা, চিনি, লবণ, সুপারি, বেনেতী মসল্লা, কবিরাজি এবং পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি বিক্রেতা

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সাহা বণিক, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, রঙ্গপুর মহাজন ব্যাঙ্ক লিঃ; ম্যানেজার, রঙ্গপুর কোল্ কোম্পানী লিমিটেড (গন্ধকের লাইসেন্স ও স্বতন্ত্র পেটেণ্ট বিভাগ আছে)

২। শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সাহা বণিক, ডিরেক্টার, রঙ্গপুর মহাজন ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, ঘৃত, ময়দা ও চিনির জন্য নবাবগঞ্জ বাজারে প্রসিদ্ধ (গন্ধকের লাইসেন্স আছে)

৩। শ্রীযুক্ত নিতাই চাঁদ সাহা বণিক, ডিরেক্টার, রঙ্গপুর মহাজন ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (পেটেণ্ট বিভাগ আছে)

৪। " প্রভাতচন্দ্র কর্ম্মকার

৫। " রেবতীমোহন দে, ডিরেক্টর, রঙ্গপুর মহাজন ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৬। " বৈকুণ্ঠনাথ সাহা বণিক

৭। " হেমচন্দ্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বণিক

৮। মেসার্স মিত্র ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৯। শ্রীযুক্ত শচীলাল সাহা বণিক

১০। " গৌরচন্দ্র সাহা বণিক

১১। " মাখনলাল পাল

১২। " গৌরচাঁদ সাহা বণিক

১৩। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সাহা বণিক

১৪। " কৃষ্ণমোহন সাহা বণিক

১৫। " ব্রজলাল বণিক

১৬। " গঙ্গাচরণ সাহা বণিক

১৭। " উপেন্দ্রলাল প্রাণবল্লভ বণিক

১৮। " গোবিন্দলাল কেশবলাল বণিক

১৯। " পূর্ণচন্দ্র সাহা বণিক

২০। " কুঞ্জলাল কর্ম্মকার

২১। " নরেশচন্দ্র রায়

২২। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

২৩। " যতীনচন্দ্র দাস

২৪। " কৃষ্ণলাল বণিক

২৫। " হরিদাস বণিক

২৬। " অনন্তলাল সাহা বণিক

২৭। " কাশীনাথ সাহা বণিক

২৮। " আব্দুল গফুর মিঞা

২৯। " চেংটু মিঞা

৩০। " সোভান মিঞা

৩১। " কেশবলাল বণিক

৩২। " হরমোহন কর্ম্মণ

৩৩। " তারাকান্ত ঘোষ

৩৪। " প্রতাপমল ছগড়

## ডাল, কলাই, মুগ প্রভৃতি ভূষিমাল বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত লালজীরাম-গোপীরাম সাহা,
বড় পাইকারী বিক্রেতা
২। „ দিগিন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস
৩। „ পূর্ণচন্দ্র দাস
৪। „ দ্বারিকানাথ সাহা

## ষ্টেষনারী বিক্রেতা

১। মেসার্স ক্যাশ কোম্পানী,
প্রোপ্রাইটার—আর, সি, ভদ্র
২। „ ভুবন লাইব্রেরী,
প্রোপ্রাইটার—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দত্ত
৩। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বসাক,
পাইকারী মনোহারী জিনিষ বিক্রেতা
৪। „ গোপালচাঁদ ফুলফাগর,
বিবিধ প্রকার সিগারেটের এজেন্ট
৫। „ রসিকলাল বড়াল
৬। „ অবিনাশ কর্ম্মকার
৭। ” অমৃতলাল কর্ম্মকার
৮। „ রেবতীমোহন বড়াল
৯। মেসার্স লোধা ব্রাদার্স
১০। „ নারায়ণ ষ্টোর্স
১১। „ রায় ব্রাদার্স কোম্পানী
১২। শ্রীযুক্ত রাধারমণ বণিক
১৩। মাতৃ ভাণ্ডার

## বস্ত্র ও কাটাকাপড় বিক্রেতা

১। ৺ চুণীলাল ও শ্রীযুক্ত ভেরুদান ডাগা
২। শ্রীযুক্ত জেঠমল রাউৎমল
৩। „ মেঘরাজ ছলিচাঁদ ডাগা
৪। মেসার্স উত্তর বঙ্গ ষ্টোর্স ও বামনডাঙ্গা ব্যাঙ্ক
৫। মেসার্স স্বদেশ ভাণ্ডার লিমিটেড্
৬। „ দেশী দোকান লিমিটেড্
৭। শ্রীযুক্ত হিরালাল ভেরুদান মারাঠি
৮। „ মূলচাঁদ দেওচাঁদ
৯। „ ভেরুদান রামলাল ভূরা
১০। গান্ধী-ভাণ্ডার
১১। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র পাল, খুচরা কাটাকাপড় বিক্রেতা
১২। „ কৃষ্ণচন্দ্র পাল „
১৩। „ শ্রীমন্ত পাল ”
১৪। „ শ্যামলাল গোপাললাল পাল ”
১৫। „ রাধারমণ বণিক ”
১৬। „ ফেরাক মিয়া ”
১৭। „ রহিমবকস্ করিমবকস্ ”

## জুতা বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত হাজী হাফেজ মহম্মদ হোসেন,
( ষ্টেষনারী ও লোহার কারবার আছে )
২। শ্রীযুক্ত আব্দুলগণি সওদাগর, ”
৩। ন্যাশনাল বুট হাউস
৪। শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান

## ষ্টীল ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরী

১। মেসার্স ফ্রেণ্ডস্ ষ্টোরস্
২। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বড়াল
২। „ রেবতী মোহন বড়াল

## পুস্তক বিক্রেতা

১ ভুবন লাইব্রেরী
২। কমলালয়
৩। লক্ষ্মীভাণ্ডার
৪। ইলিয়াস্ এণ্ড কোং
৫। দেব এণ্ড কোং

## কাঠ বিক্রেতা

১। রঙ্গপুর ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড্
২। ব্রহ্মচারী কাঠগোলা
৩। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন পণ্ডিত
৪। ,, এ, টি, লাহিড়ী

## কয়লা বিক্রেতা

১। রঙ্গপুর কোল্ কোম্পানী লিমিটেড্
২। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী
৩। „ নিবারণ চক্রবর্ত্তী
৪। „ কালীপদ বস
৫। „ যতীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
৬। „ অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত
৭। „ শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত
৮। „ লালমোহন ঘোষ

## চূণ বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার
২। „ আনন্দমোহন চক্রবর্ত্তী

## এলোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

১। ডাক্তার অতুল চন্দ্র সাহা, এম্, বি
২। „ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এল্, এম্, এস্
৩। „ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, „
৪। „ হৃষিকেশ লাহিড়ী, এম্, বি
৫। „ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র „
৬। ,, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, এল্, এম্, এস্
৭। „ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, এল্, এম্, পি
৮। „ প্রভাসচন্দ্র সান্ন্যাল, „
৯। „ নিতাইচাঁদ বণিক, এল্, এম্, এফ্
১০। „ যাদবলাল মুখোপাধ্যায়
১১। প্রসন্ন কুমার মেডিক্যাল হল
১২। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র ভৌমিক, এম্, বি

## হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

১। ডাক্তার জে, এন, সিংহ, এম্, বি
২। „ কৈলাশচন্দ্র সোম
৩। „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার
৪। „ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৫। „ জীতেন্দ্রনাথ সোম
৬। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ.

প্রোঃ—এলেন মেডিকেল হল ( স্বতন্ত্র পেটেণ্ট বিভাগ আছে )

## কবিরাজী ঔষধ বিক্রেতা

১। ঢাকা শক্তি ঔষধালয়, ব্রাঞ্চ রঙ্গপুর
২। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিমিটেড্, ব্রাঞ্চ রঙ্গপুর
৩। আত্মাশক্তি ঔষধালয়
৪। উত্তর বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
৫। সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
৬। শক্তিশঙ্কর ঔষধালয়
৭। অশ্বিনীকুমার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
৮। কালীচরণ আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী
৯। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ
১০। „ সুশীল কুমার সেনগুপ্ত
১১। „ অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত কবিভূষণ
১২। „ দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ

## সাইকেল বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভদ্র, মোটর-সরঞ্জাম বিক্রেতা
২। „ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩। মেসার্স গুপ্ত কোম্পানী, মোটর-সরঞ্জাম বিক্রেতা
৪। মেসার্স ভারত সাইকেল ওয়ার্ক্স্

৫। মেসার্স ঢাকা সাইকেল ওয়ার্কস

৬। ,, নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ওয়ার্কস

## ঘড়ি বিক্রেতা

১। মিঃ আর, সি, ভদ্র,
এজেন্ট—গ্রামোফণ কোম্পানী লিঃ

২। ,, এন্, সি, বোস, ঐ

৩। ,, বি, কে, শীল

## ফটোগ্রাফার

১। শ্রীযুক্ত গৌরলাল রায় বণিক
( পেটেণ্ট বিভাগ আছে )

২। ,, সতীশচন্দ্র সেন,
প্রোঃ—গোপাললাল আর্ট ষ্টুডিও

৩। ,, সুরেশচন্দ্র রায়

## জুয়েলার্স

১। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কর্ম্মকার

২। ,, রাখালচন্দ্র বসাক

৩। ,, শ্যামলাল কর্ম্মকার

৪। ,, গোপাললাল কর্ম্মকার

৫। ,, মণিমোহন ও বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক

৬। ,, মাধবচন্দ্র বসাক

৭। ,, অমৃতলাল পোদ্দার

৮। ,, রাধাকান্ত বসাক

৯। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার

১০। ,, কানাইলাল কর্ম্মকার

১১। ,, মাখনলাল দে

১২। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস

১৩। ,, যদুনাথ কর্ম্মকায়

## খাবার দোকান

১। ঢাকা ক্যাবিন, প্রোপ্রাইটারস্—এম, এন, চাটার্জ্জী এণ্ড আর, এস্, বণিক,
( ঢাকাই পরোটা, চপ, কাটলেট প্রভৃতি বিক্রী করেন )

২। শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিশ্র,
প্রসিদ্ধ পুরাতন মিঠাইর দোকান

৩। ,, মুকুন্দচন্দ্র পাল, রুটী, বিস্কুটের দোকান

৪। ,, মণিমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক ঐ

৫। ,, ছিদামচন্দ্র পাল, ঐ

## ব্যাঙ্কিং বিভাগ

১। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া,
ব্রাঞ্চ রঙ্গপুর

২। রঙ্গপুর লোন অফিস লিমিটেড্

৩। নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

৪। নবাবগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্ক লিঃ

৫। রঙ্গপুর মহাজন ব্যাঙ্ক লিঃ

৬। রঙ্গপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক লিঃ

৭। রঙ্গপুর কো-অপারেটিভ্ আরবন্ ব্যাঙ্ক লিঃ

৮। রায়ত ব্যাঙ্ক লিঃ

৯। স্বদেশ ভাণ্ডার লিঃ,
ব্যাঙ্কিং বিভাগ

১০। দেশী দোকান লিঃ, ঐ

১১। ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ,
ঐ

১২। বেঙ্গল লাইভষ্টক কোম্পানী লিঃ,
ঐ

১৩। বামনডাঙ্গা লোন অফিস লিঃ

১৪। রঙ্গপুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫। রঙ্গপুর ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক লিঃ

১৬। দি বৈশ্য ( সূত্রধর ) ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ

১৭। দি রঙ্গপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

## চা বাগান

১। রঙ্গপুর টি এসোসিয়েসন লিঃ

২। জগদীশপুর টি কোম্পানি লিঃ

## ছাপাখানা

১। রঙ্গপুর রত্নাকর প্রেস
( "রঙ্গপুর দর্পণ" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় )

২। লোকরঞ্জন প্রেস
( "বার্ত্তা" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় )

৩। আর্ট প্রেস

৪। জয়যন্ত্র প্রেস

৫। সরস্বতী প্রেস

৬। জ্যোতির্ভূষণ প্রেস

## পাঠাগার

১। রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরী

২। তিলক পাঠাগার

৩। রঙ্গপুর বণিক লাইব্রেরী

## চাউলের কল

১। রঙ্গপুর রাইস্ মিলস্ এণ্ড ইনডাসট্রী লিঃ

২। রঙ্গপুর লক্ষ্মী রাইস্ মিলস্ লিঃ

## বিজলী বাতি

১। রঙ্গপুর ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাই এসোসিয়েসন কোঃ লিমিটেড্,
ম্যানেজিং এজেন্ট্স্—গণেশ এণ্ড কোং

## দিয়াশলাই

১। দি বেঙ্গল সেফ্টী ম্যাচ ওয়ার্কস্ লিঃ

## ছাতার কারখানা

১। মেসার্স জি, ঘোষ এণ্ড ব্রাদাস

২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ

৩। „　প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

## বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ী

১। মেসার্স জ্বরবিজয় রস কার্য্যালয়,
নানা প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ ও সুগন্ধি তৈল আবিষ্কারক
প্রোপ্রাইটারস্-শ্রীযুক্ত গৌরদাস সাহা বণিক
ও
ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ বণিক,এল্,এম্, এফ্

২। সার্ব্বভৌম শ্রীললিতমোহন বণিক,জ্যোতির্ভূষণ,
এফ্, টি, এস্, এফ্, এস্, এস্, সি,
বিদ্যাবারিধি, সিদ্ধান্তশিরোমণি, তত্ত্ববারিধি,
ভাগবতভূষণ

৩। শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ভূষণ

৪। এস্, এম্, ডিন্, চশমা বিক্রেতা

৫। বাঙ্গালী মিস্ত্রি এণ্ড সনস্
(বন্দুকাদি লোহার জিনিষ মেরামত করেন)

৬। শ্রীবসির উদ্দিন আহাম্মদ
(সেলাইয়ের কল প্রভৃতি মেরামত করেন)

৭। „　হরেন্দ্রচন্দ্র রাহা, ভেণ্ডার,
বিলাতী মদ বিক্রেতা

৮। মেসার্স সিঙ্গার সিউয়িং কোম্পানি

৯। শ্রীযুক্ত আর ও গণি সওদাগর,বন্দুক বিক্রেতা

১০। "　হেকিম রহিমবক্স, হেকিমী চিকিৎসক

১১। মেসার্স আর, সি, ভদ্র এণ্ড সন্স্,
প্রসিদ্ধ সোডা ও লিমনেড প্রস্তুতকারক

১২। ডাক্তার ডবলিউ, সি, চক্রবর্ত্তী,
বাইয়োকেমিষ্ট

# কৃষির মাসিক ডায়েরী

## ফুল বাগান

মরস্থমী বীজ বপন করিবার সময় আগত। এষ্টর, প্যান্সি, ভার্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়ান্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি ফুল গাছের বীজ এখন বপন করিতে হইবে।

বর্ষার সময়ে ফুল বাগানের টবের গাছের টব পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সময়ে মালিরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ বা আলস্য বশতঃ সামনে যে টব পায়, তাহাই ব্যবহার করে। তাহার ফলে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে—আশানুরূপ গাছের বৃদ্ধি হয় না। এই কারণে বাগানের মালিকের এবিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মালিরা অনেক সময় বড় গাছ ছোট টবে এবং ছোট গাছ বড় টবে বসায়। বড় গাছ ছোট টবে বসাইলে গাছের শিকড় আশানুরূপ বাড়িতে পায় না, এবং পাতা ও ফুলের সৌন্দর্য্য তদনুরূপ নিকৃষ্ট হয়। ছোট গাছ বড় টবে বসাইলে বড় শিকড় গুলি অত্যন্ত বেশী বৃদ্ধি পায়, এবং ছোট শিকড় গুলি চারি দিকে না বাড়িয়া পাশের দিকে বাড়ে। তাহার ফলে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না।

বর্ষাকালে চন্দ্রমল্লিকার গাছে এক প্রকার ছোট ছোট কাল পোকা দেখা যায়। ইহা দূর করিতে হইলে, কেরোসিনের এক টিন গরম জলে এক ছটাক সাবান মিশাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পিচকারীর সাহায্যে গাছে দেওয়া প্রয়োজন। একবার দিয়া উপকার না পাইলে আবার দেওয়া উচিত।

এই সময় ইম্পোমিয়া রুব্রার (Impomea Rubra) বীজ বপন করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ক্যানার ঝাড় পাতলা করিয়া বসাইতে হইবে, এবং গোড়ায় গোবর পচা সার দেওয়া কর্ত্তব্য। ড্রেকেনাসের (Dracenas) কলম করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে বেগোনিয়া প্রভৃতি গাছের পা'ট করিতে হইবে। গোলাপের কলম এখন করিতে পারা যায়। বর্ষা না থামিলে পার্ব্বত্য প্রদেশে সব্জী উৎপাদনের সুবিধা হয় না। তবে ছাউনির মধ্যে যত্ন করিয়া করিতে পারিলে হইতে পারে। পর্ব্বতে

আঙুর গাছ এই সময় অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। এতটা বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সেগুলির ডালপালা কাটিয়া ছাঁটিয়া গোড়া খুঁড়িয়া বৃদ্ধি কমাইতে হইবে। পশ্চিম ভারতে ভাদ্র মাসে ফুল কপির চারা ক্ষেতে বসান হইয়াছে। এই মাসের শেষে বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে ফুলকপি তৈয়ারী হইয়া উঠিবে।

## সব্জী বাগান

শীতের আবাদের জন্য সব্জী বাগানের কাজ এই সময় হইতে পুরাপুরি ভাবে আরম্ভ করিবে। "রবিখন্দে"র চাষের আয়োজন ভাদ্র মাস হইতেই করা উচিত। কার্য্য গতিকে না হইয়া উঠিলে এখনও করা যাইতে পারে। মাটি উপযুক্তভাবে চষিয়া যদি বর্ষার জল জমিতে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে না পারা যায়, তাহা হইলে রবি শস্যের ফসল আশানুরূপ হইবে না।

মটর, পালম শাক, টক পালম, কনক নটে, মূলা, লাউ, কুমড়া, পাটনাই ফুলকপি, তিল এই মাসেও বুনিতে পারা যায়। তবে ভাদ্র মাসে একাজ সম্পন্ন হইলেই ভাল হয়।

গত মাসে কপির বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। যদি জলদি ফসল পাইতে হয়, তাহা হইলে কেরোসিন টিনে যতটা জল ধরে, সেই পরিমাণ জলে এক চামচ নাইট্রেট্ অব সোডা গুলিয়া প্রতি সপ্তাহে দিলে উপকার পাওয়া যায়। কপি গাছের পাকা পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলু এই সময় বসান উচিত। পিঁয়াজ চাষেরও ইহাই উপযুক্ত সময়। পটল, শকরকন্দ আলু, তাল এই সময় লাগাইতে পারা যায়।

সেলেরী (calery), এস্পারগাস্ (Aspargus), টোমাটো বা বিলাতী বেগুন প্রভৃতি বিলাতী সব্জীর বীজ এখনও বপন করিতে পারা যায়।

## ফলের বাগান

ফল গাছের গুটি এখন তৈয়ারী করিতে হইবে। লেবু গাছ ছাঁটিয়া দিতে হইবে। আনারসের চারা বসাইতে হইবে। পিচ ফলের বীজ পুঁতিতে হইবে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে আপেল, পিয়ারা এবং কুল পাকিবার সময় হইয়াছে। পাখীদের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জালের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে ডালের ফলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সে ডাল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এপ্রিকট, পিয়ার এবং আপেলের চারা বসাইবার ইহাই সময়।

---

# ভারতবর্ষে চায়ের চাষ

সে অনেক দিনের কথা। প্রায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আসামে চা রোপন সম্ভবপর কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়া চীনদেশে প্রেরণ করেন। তথা হইতে পারদর্শী মজুর প্রভৃতি এদেশে আনাইয়া তিনি এই চা-চাষ কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হয়েন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম নমুনা স্বরূপ তিনি ভারতীয় চা ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন; এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, চীনদেশীয় চায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেবল মাত্র ভারতীয় চা-ই দাঁড়াইতে পারিবে। দিন দিন ইহার চাষ এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, কেবল মাত্র ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেই একলক্ষ মণ চা বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭৫, ০০, ০০০ টাকা মূলধন লইয়া 'আসাম কোম্পানী' নামক একটী কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানী শিবসাগর প্রভৃতি স্থানে গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি বাগান ক্রয় করিয়া ফেলেন, এবং বিশেষ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং ও চাটগাঁতে মৃত্তিকা পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাছাড় ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে টেরাই ও পশ্চিম ডুয়ার্সে (Terai and Western Dooars) বাগান খোলা হইতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র বাংলা দেশেই এতগুলি চা বাগান খোলা হয় (আসাম তখন বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত ছিল) যে, তাহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়। দেখা যায়, কেবল ১৯১৮-১৯ সালেই ১৭, ৭৭, ৫৬,০৬০৲ টাকা মূল্যের চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

আজ ভারতবাসী (ভারতবাসী কেন, কেবলমাত্র বাঙ্গালী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এই ব্যবসায়ে কতদূর পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা চায়ের ইতিহাস পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কতকগুলি বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত চা বাগান এত উচ্চ লভ্যাংশ দিতেছে যে, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ কোনও ব্যবসায়ে দিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

আজ আটিয়াবাড়ী চা বাগান যে শতকরা ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিয়া সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা কি বাঙ্গালীর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় নয়? এই সকল দৃষ্টান্তে কি ইহাই প্রতীয়মান হয় না যে, বাঙ্গালী কেবল কেরাণীই নয়, বাঙ্গালীও মানুষ, ব্যবসায়ী?

প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, উহা চা-চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল, এবং দেখিতে দেখিতে অনেক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী জমি বন্দোবস্ত লইয়া বাগানের কার্য্যাদি আরম্ভ করিতে থাকে। অদ্যাবধি প্রায় সকল কোম্পানীই কৃতকার্য্য হইয়াছে; "তন্মধ্যে দি সেণ্ট্রাল টিপারা টি কোম্পানী"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

এই কোম্পানী ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে রেজেষ্টারীকৃত হয়, এবং ১৯১৯ সালের প্রথম ভাগেই ভালরূপ কার্য্য আরম্ভ করিতে থাকেন। ১৯১৯-২০ এই দুই বৎসরের মধ্যেই ইহারা ২১৫ একর জমীতে চারা রোপণ কার্য্য শেষ করেন। পুনরায় এই বৎসর ৮০ একর জমি খোলা হইয়াছে। ১৯২২ সালের মধ্য ভাগে এই কোম্পানী সেয়ার বিক্রয়

কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। ১৯২৫ সালের শেষভাগে মেসার্স Aryan Planters' Agency এই কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, অতি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বাগানের কলকব্জা প্রভৃতি স্থাপন করিবার জন্য অবশিষ্ট সেয়ারগুলি বিক্রয় হইতেছে, এবং গত মাসে প্রায় ২৫০০০৲ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে।

রিপোর্ট পাঠে দেখা গেল যে, এই কোম্পানীর বাগান দেবেন্দ্রনগর এষ্টেটের অধিকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ১৪০০ একর, তন্মধ্যে প্রায় ছয়শত একর পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে তিনশত একরে চারা রোপণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। কুলী-লাইন, বাংলা, রাস্তা, মাঠ সমস্তই সাহেবী ধরণে করা হইয়াছে। রাঁচী হইতে প্রায় এক শত মুণ্ডা ও উরাঁও কুলী recurit করা হইয়াছে। এই সকল ও চায়ের চারা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব রাজ-মন্ত্রী কালেক্টর বাহাদুর বাগানের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় আমাদিগের বিশেষ পরিচিত; এই বাগান পরিদর্শন করিয়া তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা এই বাগানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। বাগানের কার্য্যাদি বিশেষজ্ঞ ডিরেক্টর বাবু রামগোপাল দত্তগুপ্ত মহাশয় ও ৩৫ বৎসরের অভিজ্ঞ ম্যানেজার বাবুর তত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি।

# জাগরণ

আঁধার ভরা ঘরখানি মোর
　　　　নাইকো তাতে আলো,
কর্ম্মীসবে আছে বসে কাটবে কবে কালো।
তেল সলিতা প্রচুর সেতো
　　　　নাই প্রদীপে জ্যোতি,
এস এস আলোর ঠাকুর ও অগতির গতি।

প্রদীপ ঘেরে রাজ্‌ছে শুধু
　　　　অন্ধকারের ছায়া,
তোমার শিখায় পূর্ণতা সব কুহক মুছে দেওয়া।
( ওগো ) তোমার শিখাই আঁধার ভরা
　　　　প্রাণের জাগরণ
মোহের ঘোরে মত্তজীবের প্রেমের শিহরণ॥

শ্রীদুর্গামোহন শাস্ত্রী
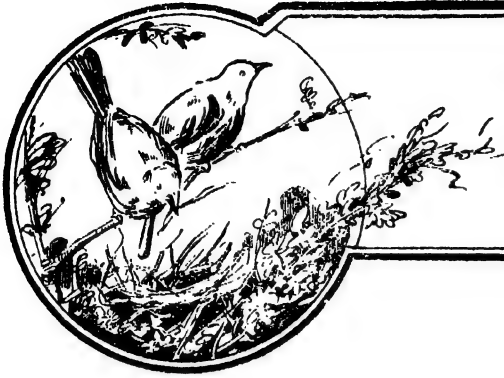
## গো-চিকিৎসা

বাঙ্গলা দেশের কি চাষী, কি গৃহস্থ সকলেরই প্রধান সম্পত্তি গরু। সহরের বাবুজাতীয় মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র হয় চাষের জন্য, আর না হয় দুধের জন্য সকলের পক্ষেই গরুর ন্যায় মূল্যবান সম্পত্তি আর নাই। কিন্তু ব্যারাম হইলে গোবৈদ্য জাতীয় লোক ছাড়া পল্লীগ্রামে এই সকল মূল্যবান পশুর চিকিৎসা করার কোনও উপায় নাই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিযুক্ত ভেটারিনারী ডাক্তারের সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে নগণ্য বলিলেই চলে, এবং এই সকল ডাক্তারের আড্ডা পল্লীগ্রাম সমূহ হইতে অনেক দূরে থাকায় সকলে দরকারের সময় চিকিৎসার কোনও সাহায্য পায় না। গোবৈদ্যের সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা এই অধ্যায়ে গো-চিকিৎসার বহু পরীক্ষিত এবং বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

সাধারণতঃ গরুর প্রধান প্রধান যে পীড়া গুলি এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

**১ম, সাধারণ পীড়া**

জ্বর, সর্দ্দি, কাসি, হাঁপানি, অপাক, উদরাময়, বা পেটের পীড়া, পেট ফোলা, নলিতে খাবার বাধিয়া শ্বাসরোধ, আমাশয়, শূল, ও ঘা,—এই কয়েকটীকে সাধারণ পীড়া বলা হয়।

**২য়, গর্ত্ত সংক্রান্ত পীড়া**

সঙ্গম-বিফলতা ও পালঝাড়া, অসময়ে প্রসব-বেদনা, গর্ত্তস্রাব, দীর্ঘস্থায়ী প্রসব-বেদনা, যোনিউল্টান, জরায়ু বা গর্ত্তাধার বাহির হওয়া, "দুগ্ধ জ্বর" বা প্রসূতি রোগ, কম্পন, হাত পা পড়িয়া যাওয়া ও পালানের প্রদাহ—এই কয়েকটীকে গর্ত্ত সম্বন্ধীয় রোগ বলা যায়।

**৩য়, সংক্রামক পীড়া**

আওসা ( খোরা ), গুটি ( বসন্ত ), পশ্চিমে—এই তিনটী সংক্রামক পীড়ার মধ্যে গণ্য।

### জ্বর

জ্বরের প্রারম্ভে গরুর গা কাঁটা দিয়া উঠে, খুর ও শিং ঠাণ্ডা হয়, পরে গা গরম হইয়া উঠে, প্রস্রাব লাল ও অল্প হয়, তৃষ্ণা বাড়ে, এবং গরু জল ব্যতীত

অন্য কিছু খাইতে চাহে না, চুপ করিয়া ঝিমোয়, দুধ দিতে চায় না, শেষে জ্বর ছাড়িবার সময় যথেষ্ট ঘাম, প্রস্রাব অথবা দাস্ত হয়। উত্তাপ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে সুস্থ অবস্থায় গরুর উত্তাপ ১০১°—১০১·৫° হয়, ইহার অপেক্ষা বাড়িলেই তাহার জ্বর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নানা কারণে নানা প্রকার জ্বর হয়। নিম্নে কেবল সামান্য জ্বর ও বাদলার জ্বরের চিকিৎসার কথা বলা গেল। এইরূপ জ্বর প্রায়ই বর্ষাকালে হইয়া থাকে, অন্যান্য সময় বড় হয় না।

জ্বরের পূর্ব্বে যদি দাস্ত বন্ধ থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত জোলাপটি দিবে :—

| | |
|---|---|
| তিসির তৈল | ½ বোতল |
| সোরা | ১ ছটাক |

ইহা একত্রে মিশাইয়া দিনে ৪ কি ৫ বার খাওয়াইতে হইবে। দুই তিন দিনের অধিক প্রায় কোন স্থলেই এই জোলাপ প্রয়োগ আবশ্যক করে না। গা নিতান্ত গরম হইলে তাহা ভিজা গামছা দিয়া বার দুই মুছাইয়া দিতে হইবে। গামছা সির্কা-জলে ভিজাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ চিকিৎসায় জ্বর ২।৪ দিনেই আরোগ্য হইবে; যদি তাহা না হয়, তবে দিন দুই এক বোতল বিয়ার (beer), অথবা তাহা না পাইলে, ধেনো মদ খাওয়াইলেও জ্বর আরোগ্য হয়। দাস্ত বন্ধ থাকিলে ইহা দিবার পূর্ব্বে উপরোক্ত জোলাপটী দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতেও যদি আরাম না হয়, তাহা হইলে গা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইলে, আধ বোতল জলে কুড়ি গ্রেণ কুইনাইন ও ফোঁটা কতক সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড (গন্ধক দ্রাবক) দিয়া দিন দুই তিন খাওয়াইলেই, জ্বর আরোগ্য হইবে। কম্প-জ্বরে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে স্যালিসিলিক য়্যাসিড্ ব্যবহার করা উচিত। বলিষ্ঠ গরুর পক্ষে ১০ ফোঁটা করিয়া (Fleming's Tinc. Aconite) ফ্লেমিংসের টিংচার অ্যাকোনাইট দিনে বার পাঁচ ছয় খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বরাবস্থায় গরুকে ভাল ঘরে, যেখানে পরিষ্কার বায়ু খেলে সেখানে, গা ঢাকিয়া গরম রাখা আবশ্যক। যেখানে তাহার গায়ে বাতাস লাগে, এমন স্থানে রাখা উচিত নহে। জ্বরের সময় তাহাকে কোন রূপ পরিশ্রম করান বিধেয় নহে। জ্বর সারিলে তাহাকে অল্প অল্প করিয়া পরিশ্রম করান আবশ্যক।

যতদিন দুর্ব্বল থাকে, তত দিন তাহার আহারের বন্দোবস্ত ভাল করা কর্ত্তব্য। বিচালি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহার সহিত তিসির খোল বা অল্প অল্প তিসি মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত।

## সর্দ্দি ও কাসি

সামান্য সর্দ্দি হইলে গরুকে ঠাণ্ডা স্থান হইতে সরাইয়া, বিচালি পাতিয়া শোয়াইবে, এবং যাহাতে সে বৃষ্টিতে না ভিজে, বা শীতল বাতাসে না দাঁড়ায়, তাহা করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে পাঁচ সাত দিনেই গরু আরোগ্য হইবে। কিন্তু তাহা না করিলে, সর্দ্দি বাড়িয়া ক্রমে কফ ও কাসি হইবে।

যথেষ্ট কফ হইলে, নাকে গরম জলের ভাব দিবে। একটা নেকড়ার পুটুলির মধ্যে কিছু উত্তপ্ত ভুষি ঢালিয়া সেইটি নাকের গোড়ায় বারম্বার ধরিলেই ভাব দেওয়া হইবে। সেইটী ঠাণ্ডা হইলেই ফের তাহার উপর গরম জল ঢালিয়া আবার ঐরূপ করিবে। তাহা ছাড়া এই ঔষধটী দিনে দুইবার খাওয়াইবে:—

| | |
|---|---|
| স্পিরিট ইথার নাইট্রিক | ১ আউন্স |
| টিংচার লডেনাম | ½ „ |

কফ পুরাতন হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী দিবে:—

| | |
|---|---|
| আরসেনিক য়্যাসিড ( সেঁকোবিষ ) | ১ ড্রাম |
| সোডা বাইকার্বনেট ( বা সাজিমাটি ) | ১ আউন্স |
| চিরতার জল | ৪ „ |

এই ঔষধটী বার ভাগ করিবে। ইহার একভাগ রাত্রে ও একভাগ দিনে গরুকে খাওয়াইবে।

এই সঙ্গে নাকে ফটকিরির পিচকারি দিলে বড় ভাল হয়। আইডোফরম্ দিতে পারিলে আরও উপকার হয়।

## কাসি

সর্দ্দি পুরাতন হইলে কাসি হয়। "খ্যাকানে" কাসিতে যদি গলা ফুলা দেখা যায়, ও নিশ্বাস টানিতে গরুর কষ্ট, এবং গলার শব্দ কর্কশ হয়, তাহা হইলে এইরূপ চিকিৎসা করিবে।

গণ্ডদেশে গরম জলের সেক বা রাই সরিষা বাটিয়া বেলেস্তারা দিবে, এবং দিনে ২।৩ বার দাঁতের ও মাড়ির মধ্যে অথবা জিহ্বার উপর কিছু কিছু এক্সট্র্যাক্ট বেলেডোনা ( সোরসোন ) মাখাইবে, অথবা সোরসোনের পরিবর্ত্তে এইটী মাখাইবে :—

| | | |
|---|---|---|
| ফটকিরি ... ... | ২ আউন্স | একত্রে মিশাইয়া এক চামচ আন্দাজ তিন বার মাখাইবে। |
| কর্পূর ... ... | ১ " | |
| গুড় ... ... | ২০ " | |

ঐরূপ কাসিতে যদি গলা ফুলা না থাকে, অথচ সামান্য জ্বর হয়, এবং বুকে কান দিলে নিশ্বাস টানিবার সময় কর্কশ শব্দটী বুক হইতে উঠিতেছে এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত রূপেই চিকিৎসা হইবে, কেবল কাসিতে নিতান্ত কষ্ট হইলে সেই সময় গোরুকে ১ ড্রাম ক্লোরাল হাইড্রেট দেওয়া কর্ত্তব্য, আর বুকের দুই পার্শ্বে বেলেস্তারা দেওয়াও উচিত। খ্যাকানে কাসিতে যদি এইরূপ বোধ হয় যে, গরুর গলায় কিছু বাধিয়া আছে, ও সে তাহা উদ্গার করিতে চেষ্টা করিতেছে, অথবা তাহার উদ্গারের সহিত ক্রুমি উঠে, তবে তাহার নাকে তামাকের ধোঁয়া দিবে ও ½ সের তিসির তৈলে ½ ছটাক টাপিণ তৈল মিশাইয়া দুইবার খাওয়াইবে।

## হাঁপানি

সুধু গলা সাঁই সাঁই করিলেই গরুর হাপানি হইয়াছে ইহা স্থির করা উচিত নহে। হাঁপানি কাসিতে গরুর উদর প্রায় সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ স্ফীত থাকে, ক্ষুধার হঠাৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কাসি খক্ খকে হয়না, তাহার শব্দ এত আস্তে হয় যে, তাহা প্রায় শুনা যায় না। আর প্রধানতঃ প্রশ্বাস ত্যাগের সময় পেটের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, যে পেট সহজ অবস্থায় ক্রমশঃ কমিয়া যায়; এ পাড়া থাকিলে, তাহা হয় না—পেট একবার কতক কমে, তাহার পর হঠাৎ থামিয়া যায়, তাহার পর আবার কমিয়া যায়। অর্থাৎ সহজ অবস্থায় প্রশ্বাস ত্যাগে পেট একবারে যেরূপ কমিয়া যায়, হাপানি রোগে দুইবারে সেইরূপ কমে।

**চিকিৎসা :**—গরুকে অল্প অল্প করিয়া দিনে ৪।৫ বার খাওয়াইবে। তিসির খোল ও তিসি তাহার আহার্য্যের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে একটা জোলাপ দিবে। বিচালি না দেওয়াই ভাল। তৎপরিবর্ত্তে কাঁচা ঘাস অল্প করিয়া তিন চারি বারে দেওয়া উচিত।

৫।৬ সপ্তাহ ধরিয়া সেঁকো প্রতিদিন ৫ গ্রেণ করিয়া খাওয়াইলে হাপানির বিশেষ উপকার হয়।

## অপাক

অপাকে গরুর পেট ফাঁপিলে এবং দাস্ত না হইলে নিম্নলিখিত জোলাপটী দিতে হইবে ;—

| | |
|---|---|
| ম্যাগনিসিয়াম সালফেট্ | ½ সের |
| আদার গুঁড়া | ১ আউন্স |

ইহাতেও দাস্ত না হইলে এই ঔষধটীর সঙ্গে ১ ড্রাম ক্যালোমেল ব্যবহার করিতে হইবে।

জোলাপ খুলিবার পর দিন দুই, দিনে দুইবার করিয়া ৪ ড্রাম সোডা বাইকার্ব্বনেট দিতে হইবে।

আর আহারের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। আহার অল্প অল্প করিয়া দিনে ৫।৬ বার দেওয়া কর্ত্তব্য। আহার্য্যের সহিত তিসি ও তিসির খোল মিশাইবে। গমের ভুষি দিতে পারিলেও ভাল হয়।

পেট নিতান্ত ফাঁপিলে পেটের উপর ঠাণ্ডা জলের ছাট দিতে হইবে।

দাস্ত অধিক হইলে সোডা বাইকার্ব্বনেটের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার খড়ির গুঁড়া ১ আউন্স করিয়া বার তিন চার ব্যবহার করা যাইতে পারে। অপাক দীর্ঘস্থায়ী হইলে গৃহস্থের চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য।

## পেটের পীড়া বা উদরাময়

### বাছুরের পেটের পীড়া

দুগ্ধ-সেবী বাছুরের আকছার পেটের পীড়া হইয়া সাদা মল নির্গত এবং সেই মলে নিতান্ত দুর্গন্ধ হয়।

**চিকিৎসা** :—দাস্ত যদি অপরিমিত না হয়, তাহা হইলে ১ আউন্স রেড়ীর তৈলের জোলাপ দেওয়া উচিত, এবং জোলাপ খুলিলে সোডা বাইকার্ব্বনেট বা খড়ির গুড়া ১—২ ড্রাম করিয়া, কিছু দিন দিলে বাছুর আরোগ্য হইবে। কিন্তু অপরিমিত দাস্ত হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধটী দিতে হইবে :—

| | |
|---|---|
| খড়ির গুঁড়া | ২ আউন্স |
| খয়েরের গুঁড়া | ১ „ |
| আদার গুঁড়া ( শুঁট ) | ½ „ |
| আফিম্ | ২ ড্রাম |
| পেপারমেণ্ট | ১ পাইণ্ট |
| | অর্থাৎ ২০ আউন্স |

যতক্ষণ পেট না ধরে ততক্ষণ এই মিশ্র ঔষধটীর ½ আউন্স করিয়া খাওয়াইতে হইবে। ২।৩ বারেই পেট ধরিবার সম্ভাবনা। যদি বাছুরকে হাতে করিয়া দুধ খাওয়ান হয়, তাহা হইলে দুধের সঙ্গে চুণের জল মিশাইয়া দিলে পীড়ার সমধিক উপশম হইয়া থাকে। বাছুরটী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, তাহাকে দিনে দুই চামচ চিরতার জল খাওয়ান কর্ত্তব্য।

### গরুর পেটের পীড়া

দাস্ত তরল এবং অল্প অল্প হইলে অপাকে যে জোলাপটী দেওয়া হইয়াছে, সেইটা দিতে হইবে, এবং পরে খড়ির গুঁড়া বা সোডা বাইকার্ব দিলেই পীড়া কমিবে।

পেটের পীড়া হইলেই গোরুর সাধারণ আহার্য্য কমাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে, তিসি, গমের ভুষি, কলাই ইত্যাদি দেওয়া উচিত।

## পেট ফুলা বা ফুলবাঘা

পেট নিতান্ত ফুলিয়া শ্বাসরোগে গরুর আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিলে একখানি ছুরি দিয়া তাহার পেট কাটিয়া দিতে হইবে। পাছার হাড়ের অগ্রভাগ, পাঁজড়ার শেষ হাড়টী ( পেটের দিকে ), আর পিঠ ও পাছার মধ্যস্থ মেরুদণ্ডের আগা, বাম দিকের পেটের যে স্থানটী এই তিন জায়গা হইতে ঠিক সমান দূরে, সেই স্থানে ছুরিখানি বসাইতে হইবে, এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে একটা পেন কুইল বসাইয়া দিবে। তাহার পর চিকিৎসক ডাকিবে।

আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকিলে পেটের উপর ঠাণ্ডা জল আছাড় দিবে। আর এই জোলাপটী দিবে :—

| | |
|---|---|
| তিসির তৈল | ১ পাইট |
| জয়পালের তৈল | ১০ ফোঁটা |
| টার্পিন তৈল | ২ আউন্স |

এই জোলাপটী হুড় হুড় করিয়া না ঢালিয়া দেওয়া হয়। জয়পালের তৈল পাইতে অসুবিধা হইলে নিম্নলিখিত জোলাপটি উহার পরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে।

| | |
|---|---|
| মুসব্বর | ২ আউন্স |
| সাজিমাটি | ২ আউন্স |

এই দুইটী ঔষধ ২৬ আউন্স গরম জলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলেই জোলাপ খুলিবে। তাহার পর ৬ বারে এই ঔষধটী খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

| | |
|---|---|
| য়্যামোনিয়া কার্ব্বোনেট | ১ আউন্স |
| লাইকর য়্যামোনিয়া এসিটেট্ | ২ ,, |
| য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া | ২ ,, |

পেট ফোলা রোগী পুরাতন হইয়া গেলে গরুর জাবের সঙ্গে তিসি, ধনে, আর ১ গ্রেণ কয়লার গুঁড়া প্রত্যহ একবার করিয়া মিশাইয়া দিলে সমধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

## নলীতে খাবার বাধিয়া শ্বাস-রোধ

আমের আঁটি, কাঁটালের ভুতুরি বা তাহার ডাঁটি ইত্যাদি দ্রব্য গলায় বাধিয়া শ্বাস-রোধে অনেক গরুর মৃত্যু হয়। গলায় হাত পুরিয়া দ্রব্যটী বাহির করিয়া আনা অথবা হাত বা একটী বেত দিয়া তাহা নামাইয়া দেওয়াই, ইহার একমাত্র চিকিৎসা। বেতের আগায় একটী পুঁটুলি করিতে হইবে। হাত বা বেত ও পুঁটুলি খুব তৈলাক্ত করিয়া তবে যেন গরুর গলার ভিতর দেওয়া হয়।

## আমাশয়

সামান্য আমাশয় রোগে আহারের ব্যবস্থা বদলাইয়া দিয়া নরম রকমের আহার অল্প অল্প করিয়া দিলেই রোগ সারে। আবশ্যক হইলে কোনও স্থলে তিসির তৈলের একটী জোলাপ দিতে হইবে। কিন্তু রক্তামাশয় হইলে, চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হইবে। ১ পাঁইট তিসির তৈলের সহিত আধ ড্রাম টিংচার লডেনাম দিনে দুইবার খাওয়াইবে; অথবা আধ ড্রাম ক্যালোমেল ও আধ ড্রাম আফিম্ একত্র করিয়া দিনে দুইবার দিবে। নিতান্ত কোঁৎ পাড়িলে গোরুর গুহ্যের ভিতর খানিক আফিম্ ঢুকাইয়া দিয়া রাখিবে।

খাদ্যের সহিত গঁদ ও মসিনার বীজ মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং আহারের পরিমাণ অল্প করিয়া, খাইবার সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

## শূল

গরুর শূল হইলে তাহারা খানিক ভাল থাকে, খানিক পরে আবার যন্ত্রণা পায়। যন্ত্রণার সময় তাহারা আছড়া পিছড়ি করে, পেট ঠুসিবার ও পেটে লাথি মারিবার চেষ্টা করে। তাহাদের পেট ফাঁপে, দাস্ত ভাল হয় না, কোন কোন স্থলে এককালীন দাস্ত বন্ধ হয়, তাহাদের চক্ষে জল পড়ে, চারি পা একত্র করিয়া পেট ফুলাইবার চেষ্টা করে, এবং তাহাদের প্রস্রাবও বন্ধ হয়। কোন কোন সময় বায়ু সরিবার সময় গুহ্যদ্বার যেরূপ প্রসারিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বদাই থাকে।

**চিকিৎসা** :—পেট ফাঁপিলে পেটে জলের ছিটা দিবে। ব্যারামের প্রথম অবস্থায় একটী জোলাপ দেওয়া মন্দ নয়। কিন্তু ব্যারাম পুরাতন হইলে জোলাপ দেওয়া অকর্ত্তব্য।

নিতান্ত কষ্টের সময়, তিসি ও চাউল একত্র সিদ্ধ করিয়া ছিবড়ে বাদ দিলে যে ফেন থাকিবে, সেই ফেনের সহিত আধ ড্রাম আফিম বা আধ ড্রাম ক্লোরাল হাইড্রেট ঘণ্টায় দুইবার দিবে। ফেন গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে ঔষধ মিশাইবে। শূল পুরাতন হইলে বা তাহার কষ্ট কমিয়া গেলে, নিম্নলিখিত ঔষধটী ক্রমাগত দিন কয়েক খাওয়াইলে সমধিক উপকার হইবেঃ—

| | | |
|---|---|---|
| হিঙ্গ | ১ তোলা | |
| গাঁজা বা ভাঙ্গ | ২ ,, | |
| জিরা | ১ | ছটাক |

ইহা গরম জলের সহিত প্রতি ঘণ্টায় দিতে হইবে।

অথবা হিঙ্গের সহিত লঙ্কা মরিচ আধ তোলা ও

আফিম ১৫ রতি ঐ প্রকারে দিলে ঐ রূপই ফল হইবে। শূলের প্রথম অবস্থায় জোলাপ দিতে হইলে এইটী দেওয়া ভালঃ—

| | | |
|---|---|---|
| এপ্‌সম সল্ট | ½ | সের |
| য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট্ অব য়্যামোনিয়া | ½ | ছটাক |
| টিংচার ওপিয়াই | ১ | „ |

**ঘা**

যে স্থলেই ঘা হউক না কেন, গরুর শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে একটী জোলাপ দিবে। তাহার পর ঘা গরম জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দিবে, ও তৎপরে তাহার উপর এইরূপ ঔষধ লাগাইবেঃ—

| | |
|---|---|
| কেরোসিন তৈল | ১ পাইট |
| কার্ব্বলিক " (১:২০) | ২ আউন্স |
| গন্ধক | ঐ ঐ |

কার্ব্বলিক তৈল না পাইলে গন্ধক ও কেরোসিন তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। অল্প ঘা হইলে ফটকিরি বা গরম জল দিয়া প্রত্যহ তিনবার ধুইয়া দিলেই চলিবে।

——০——

## ব্যবসা ও বাণিজ্যের

# ব্ল্যাক্‌ লিষ্ট

বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের "নব পর্য্যায়" আরম্ভ হইয়াছে। আজ আমরা আমাদের পাঠকদিগের এবং দেশবাসীর সম্মুখে একটি দুঃখের এবং লজ্জার কাহিনী নিবেদন করিতেছি। দেশে, সমাজে এবং জাতীয় চরিত্রে যে সকল গলদ আছে, তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করতঃ সকল অন্যায়, অধর্ম্ম এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমতকে জাগাইয়া তোলাই আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, এবং এই জন্যই আজ আমরা এই অভিনব পন্থা গ্রহণ করিলাম।

সংবাদপত্র, পুস্তকের দোকান এবং Publication বা পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ে বহু লোক লিপ্ত আছেন। প্রত্যক্ষভাবে ইহা তাঁহাদের উপজীবিকা হইলেও পরোক্ষভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ইঁহারা নানারূপ জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর নীতি এবং ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত লোকের অত্যাচারে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। প্রত্যেক সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, পুস্তকের দোকান এবং Publication বা পুস্তক-প্রচার-ব্যবসায়ীর আপিসে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায় যে, এক শ্রেণীর লোক ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তক বা সংবাদপত্রাদি পাঠাইবার অর্ডার দিয়া, প্যাকেট্

তাঁহাদের কাছে যাইবা মাত্র তাহা ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ মোড়কের উপর পিওনের হাতে লেখা থাকে "মালেক লইতে অস্বীকার" অথবা ইংরাজীতে পোষ্টমাষ্টার লিখিয়া দেন "Unclaimed" বা Refused to accept", বা এই জাতীয় কোনও কিছু কথা। প্যাকেট্‌টী যখন এইরূপে নানা স্থান, নানা হাত ঘুরিয়া প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসে,তখন তাহার মধ্যস্থ দ্রব্যটী নানারূপে damaged বা নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রেরককে Postage এবং ভিঃ পিঃ খরচের জন্য সমস্ত ক্ষতিই নীরবে সহ্য করিতে হয়। যিনি অর্ডার দেন, তিনি মনেমনে কোনও গ্লানি বা অনুতাপ বোধ করেন কি না জানি না, কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁহাকে কোনও রূপে অপ্রস্তুত হইতে দেখা যায় না।

অবশ্য এরূপ ঘটনা বিরল নহে যেখানে পিওন গ্রাহকের বাড়ী একবার গিয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া ঐরূপ একটা কৈফিয়ৎ দিয়া পুনরায় তাঁহার বাড়ী যাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আবার কোনও কোনও পিওন হয়ত আদৌ না গিয়া ঐরূপ কৈফিয়ৎ দিতে পারে। তর্কের খাতিরে এরূপ জবাব মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভিঃ পিঃ প্রেরকেরাও এইরূপ সম্ভাবনার হাত এড়াইবার জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা কোনও ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলেই তৎক্ষণাৎ অর্ডারদাতাকে পত্র লিখিয়া জানাই যে, ভিঃ পিঃ টী ফেরৎ দিয়া কেন তিনি আমাদিগকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। আর পিওন যদি গাফিলি করিয়া তাঁহাকে না জানাইয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে জানাইলে আমরা পুণরায় ভিঃ পিঃ করিব, অথবা তিনি যেন এবার অগ্রিম দাম ডাকে পাঠাইয়া দেন। আর যদি তিনি সত্য সত্যই ভিঃ পিঃ টী অকারণে ফেরৎ দিয়া থাকেন, তবে ন্যায় ও ধর্ম্মের খাতিরে আমাদিগের যে পোষ্টেজটী দণ্ড করাইয়াছেন, সেই পোষ্টেজটী যেন অবশ্য অবশ্য পাঠাইয়া দেন।

আমাদের ব্ল্যাক্ লিষ্টে যে সকল লোকের নাম প্রকাশ করিলাম, ইহাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা এইরূপ পত্র পাঠাইয়াও যখন কোনও উত্তর বা পোষ্টেজ পাই নাই, তখন বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি যে, পরের ক্ষতি করিবার জন্য মানুষের মনে যে নীচ এবং দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি জগতের আদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সয়তানী প্রবৃত্তির তাড়নাতেই এই সকল লোক অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আমোদ অনুভব করে।

ব্যবসায়ীদের এইরূপ ক্ষতি সাধন করিয়া এই সকল লোকের যে কোন লাভ হয়, তাহা নহে। তবে পক্ষী শাবকদের ডানা ছিঁড়িয়া বা পা ভাঙ্গিয়া বালকেরা যেমন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে, উহাদের আনন্দও সেই জাতীয়। এই জাতীয় লোকের প্রধান কাজ এই যে, ইহারা নূতন কোন কাগজ বাহির হইলেই ভিঃ পিঃ যোগে তাহা প্রেরণ করিবার জন্য অর্ডার দিয়া থাকে, এবং যখন তাহা প্রেরিত হয়, তখন তাহারা পত্র পাঠ ভিঃ পিঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া ফেরৎ দেয়। যাঁহাদের ব্যবসায় যত বড়, প্রত্যাখ্যানের পরিমাণও সেই অনুপাতে তাঁহাদের তত বেশী। এমনি করিয়া এই সকল প্রতারকদের উৎপাতে প্রত্যেক পুস্তক এবং সাময়িকপত্র-ব্যবসায়ীকে সারা-বৎসরে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

সকলেই যে দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হয়ত সত্য নহে; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে একথা সত্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, অনেকের হাতে হয়ত একটী পয়সা নাই, অথচ ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাঠাইবার জন্য অম্লান বদনে অর্ডার দেওয়া হইল। অর্ডার দিলে মাল লইবার জন্য যদি বাধ্য থাকিতে হইত, তাহা হইলে ইহারা অর্ডার দিবার

সময় সাবধান হইয়া দিত। কিন্তু ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিলে যখন কোন penalty বা সাজা নাই, তখন কে আবার ট্যাকের খবর রাখিতে যায়? ইহার ফলে ভিঃ পিঃ করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা ব্যবসায়ীকেই সহ্য করিতে হয়। সুতরাং যাহারা দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অর্ডার দেয় নাই, অথচ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে,তাহাদিগকেও আমরা দুষ্টদের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তাহারা নিজে। এমনি করিয়া রাশি রাশি ভিঃ পিঃ যদি ফেরৎ আসে, তাহা হইলে কি ক্ষতিটা সহ্য করিতে হয়, তাহা কি এই সকল দায়ীত্বজ্ঞানহীন লোক একবারও চিন্তা করিয়া দেখে, কিম্বা অপর কেহ যদি অকারণে তাহাদিগের এইরূপ ক্ষতি করিত তবে তাহাদের প্রাণে কিরূপ লাগিত?

পল্লীগ্রামে এরূপ বহু অসৎ লোক আছে, যাহারা পুস্তক বিক্রেতাদের ক্ষতি করিবার জন্য একটা বড় অর্ডার পাঠাইয়া ভিঃ পিঃ আসিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। আজ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবসায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন নাই বলিয়া তাহাদের দুর্নীতি উত্তোরত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু উহা যে আইনানুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য তাহা তাহারা জানে না। আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের জেল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। ব্যবসায়ীরা আজ পর্য্যন্ত সে পথ অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এসম্বন্ধে প্রতীকারের পথ বাহির করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, উহাদের শাস্তির প্রয়োজন। আইনের আশ্রয় না লইয়া ভিন্নরূপে এই শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, যাহারা ভিঃ পিঃ করিবার অর্ডার দিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যেক সাময়িক পত্রে তাহাদের নামধাম উপর্য্যুপরি তিনবার প্রকাশ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে নাম প্রকাশ হইতে দেখিলে অনেকেই লজ্জায় সতর্ক হইয়া যাইবে। এই সকল নাম প্রকাশিত হইবার পর উহাদের নামের ডিরেক্টরী প্রস্তুত করিলে ব্যবসায়ী মহলের মহদুপকার সাধন করা হইবে। কারণ যখনই কোন ভিঃ পিঃর অর্ডার আসিবে, তখনই ডিরেক্টরী দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাহারা পুরাতন দাগী কিনা। যদি ডিরেক্টরীতে তাহাদের নাম পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা মণিঅর্ডার না পাইয়া এরূপ লোকদিগের নিকট কদাচ জিনিষ প্রেরণ করিবেন না।

এইরূপ ডিরেক্টরী প্রস্তুত করিবার আমাদের বাসনা আছে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে সহায়তা করিবার জন্য আমরা প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করিতেছি।

যাহারা এইরূপ ভাবে অর্ডার দিয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়াছে, আমরা তাহাদের নাম প্রকাশ করিব। যদি অন্য কোন ব্যবসায়ী এইরূপ লোকের নাম আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, তবে আমরা তাহাও প্রকাশ করিব। এই পাঁচ মাসে যে সকল লোক ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, আমরা এইখানে তাহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিলাম।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মাথুর,
ঝালরাপাতান সিটী,রাজপুতানা।

২। " এল্, এম, পাল,
আদাচাকী,
পোঃ ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা।

৩। " তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
পোঃ গোঁদলপাড়া— চন্দননগর।

৪। " উপেন্দ্র চন্দ্র সেন,
পোঃ নৌমারচর, নৌমারচর বাজার,
চটগ্রাম।

৫। " মহিমামোহন চক্রবর্ত্তী,
কবিরাজ,
বিশ্বেশ্বরী ঔষধালয়,
পোঃ আয়লিয়াবাদ,শ্রীহট্ট।

৬। " জগন্নাথ দাস,
গ্রাম কমলপুর,
পোঃ মহিষাদল, মেদিনীপুর।

৭। " সুশীলকুমার ঘোষ,
পোঃ গাভা, বরিশাল।

৮। " নবদ্বীপ চন্দ্র রায় চৌধুরী,
এস্, ডব্লিউ ফ্যাক্টরী,
পোঃ গ্রেল রায়পুর, ত্রিপুরা

৯। সেক্রেটারী—কমন্ রুম্,
হাজিগঞ্জ এচ্, ই, স্কুল,
পোঃ হাজিগঞ্জ, ত্রিপুরা

১০। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল দাস,
পোঃ উধুনিয়া,
উধুনিয়া রাজ এষ্টেট, পাবনা।

১১। শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১০।৪, ক্যানাল্ সারকুলার রোড্,
পোঃ শ্যাম্বাজার, কলিকাতা।

১২। " সুরেশচন্দ্র পাল চৌধুরী,
গ্রাম বারুণি,
দাসঘোড়, শ্রীহট্ট।

১৩। আহম্মদ রহমন্,
টেরীবাজার, চটগ্রাম।

১৪। শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ,
ব্রোকার, কমিশন এজেন্ট,
পাহাড়পুর, দিনাজপুর।

১৫। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চৌধুরী,
মোক্তার,
কুমিল্লা, ইষ্ট ব্যাঙ্ক—নান্নুর ট্যাঙ্ক।

১৬। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র নন্দী,
পিয়ারী চরণ নন্দী,
পোঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

১৭। মুন্সী মহম্মদ দায়ুদ আলী,
পোঃ ছয়আনী বাজার
ছয়আনী মাদ্রাসা, নোয়াখালি।

১৮। মহম্মদ বাদ্রুল হক চৌধুরী,
কেয়ার অফ—আবদুল সালান,জমিদার,
পোঃ করিমগঞ্জ, বাটরাসী

১৯। ঠাকুর যাদবচন্দ্র দেব বর্ম্মণ,
কর্ণেল হাউস, পোঃ আগরতলা,
ত্রিপুরা।
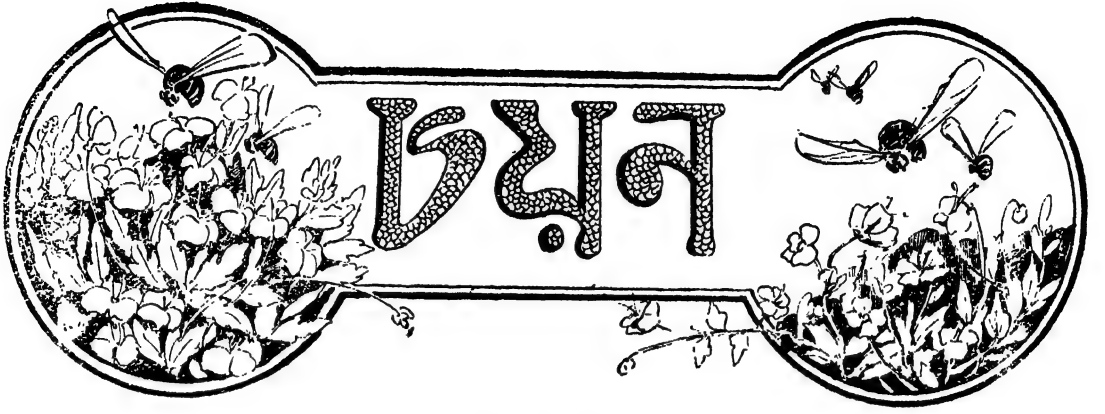
## শিল্প সংগ্রহ

### পুস্তক পরিষ্কার করা

পুস্তকে দাগ লাগিলে এক টুকরা শুক্‌না পাউরুটি দিয়া উহা পরিষ্কার করিতে পারা যায়। কাপড়ে বাঁধাই মলাট পরিষ্কার করিতে হইলে ডিমের সাদা ভাগে স্পঞ্জ ডুবাইয়া তাহা দিয়া ঘসিতে হয়।

### পুস্তক হইতে তেলের দাগ উঠান

পুস্তকের যে স্থানে তেল বা চর্ব্বির দাগ লাগিয়াছে, সে স্থানে বেঞ্জিন লাগাইয়া উভয় পার্শ্বে ব্লটিং চাপিয়া ধরিয়া গরম লোহা দিয়া ঘসিলে দাগ উঠিয়া যায়।

### পেটেণ্ট চামড়ার জুতা পরিষ্কার

পেটেণ্ট চামড়ার জুতা পরিষ্কার করিতে হইলে, ভিজা স্পঞ্জ দিয়া প্রথমে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর নরম শুষ্ক ন্যাকড়া দিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর সুইট অয়েল লাগাইতে হইবে। জুতার ধারগুলি কালি লাগাইয়া পালিশ করিতে পারা যায়। অল্প একটু দুধ লাগানও পেটেণ্ট লেদারের পক্ষে উপকারী।

### চামড়ার জুতা পরিষ্কার

জুতা পরিস্কার করিতে হইলে তিনখানি বুরুস থাকা প্রয়োজন। কাদা তুলিবার জন্য একখানি শক্ত বুরুস, কালি লাগাইবার জন্য একখানি নরম বুরুস, পালিশ করিবার জন্য একখানি মাঝারি রকমের শক্ত বুরুস। যখন জুতায় অত্যন্ত কাদা লাগে, তখন তাহা ধুইয়া ফেলা মন্দ নয়। তাহার পর উহাকে ছায়ায় শুকাইয়া ফেলিতে হইবে; কিন্তু সাবধান, আগুণের তাপে অথবা প্রখর রৌদ্রে শুকাইবে না। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে উহাতে কালি লাগাইয়া শুষ্ক করিতে হইবে।

### জুতার বার্ণিস

½ পাঁইট জলে বড় চামচের এক চামচ ইসিংগ্লাস মিশাও। অতঃপর উহাতে ছয়টা ডিমের কুসুম এবং ২ আউন্স ট্রিকল্‌ মিশাইয়া উপযুক্ত পরিমাণ ভুষা মিশাও। উহা স্পঞ্জে করিয়া জুতায় লাগাইলে উত্তম কালো পালিশ উঠিবে।

### বুরুসের লোম শক্ত করিবার উপায়

বুরুস ধুইয়া ফেলিবার পর বুরুসের লোম

সাধারণতঃ নরম হইয়া যায়। ফিটকারির জলে ডুবাইলে উহা আবার শক্ত হয়।

## পিতল পরিষ্কার করিবার উপায়

এক পাঁইট জলে (soft water) ১ আউন্স অক্সালিক এসিড মিশাইয়া এক টুকরা ফ্ল্যানেল দিয়া পিতল ঘসিতে হইবে। অবশিষ্ট পদার্থ একটি বোতলে পুরিয়া 'বিষ' এই কথা লিখিয়া লেবেল মারিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াতেও পিতল পালিশ করিতে পারা যায়। ½ পাউণ্ড রটন ষ্টোন (rotten stone) এবং এক আউন্স অক্সলিক এসিড মিশাইয়া অল্প জল দিয়া আঠা কাদার ন্যায় করিবে। উহা শুকাইয়া গেলে গুঁড়া করিয়া রাখিবে। ব্যবহার করিবার সময় সুইট অয়েল মিশাইয়া এক টুকরা শ্যাময়ঃচামড়া বা সিল্ক দিয়া পালিশ করিতে হইবে। এই গুঁড়া যে শিশির মধ্যে রাখা হইবে, তাহাতেও "বিষ" এই কথা লিখিয়া রাখিবে।

## ব্রিটেনিয়া মেটাল পরিষ্কার করিবার উপায়

ব্রিটেনিয়া মেটালের জিনিষ পরিষ্কার করিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিষ ব্যবহার করিতে হয়—

সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হোয়াইটিং ½ পাউণ্ড, ওয়াইন গ্লাসের এক গ্লাস সুইট অয়েল, বড় চামচের এক চামচ নরম সাবান (soft soap) এবং ½ আউন্স ইয়োলা সোপ জলে গুলিয়া একত্রে মিশাইবে। ইহা ক্রিমের মত হইলে স্পঞ্জ বা ফ্ল্যানেল দিয়া লাগাইবে এবং শ্যাময় চামড়া দিয়া জিনিসটি পালিশ করিবে।

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াতেও পালিশ করিতে পারা যায়। প্রথমে সাবান জল দিয়া দ্রব্যটী বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুকাইয়া লইয়া হোয়াইটিংএর সাহায্যে নরম চামড়া দিয়া ঘসিবে, অথবা এক টুকরা পশমী কাপড়ে সুইট অয়েল লাগাইয়া পালিশ করিতে হইবে। এরূপভাবে পালিশ করিলে অনেক কাল স্থায়ী হয়।

## কার্পেট পরিষ্কার করিবার উপায়

১ পাউণ্ড সাবান এবং ½ পাউণ্ড সোডা উত্তাপে গলাইয়া ফেল। উহাতে এক গ্যালন জল মিশাইয়া ১ আউন্স নাইট্রিক এসিড দাও। বুরুস দিয়া ইহা ধুইয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। এক এক বারে খানিকটা অংশ ধুইতে হইবে। ধোওয়া শেষ হইলে পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

## চুলের যত্ন

প্রথমে গমের ভুষি দিয়া জল বেশ করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে একটু সাবান মিশাইতে হইবে। উহাদ্বারা মাসে দুইবার করিয়া মাথা ধুইতে হইবে। অতঃপর ডিমের কুসুম চুলে লাগাইয়া কয়েক মিনিট রাখিয়া দিতে হইবে। জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুষ্ক গামছা বা তোয়ালে দিয়া মাথা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। যদি চুল অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, তাহা হইলে পমেটম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## পাতলা চুল ধুইবার প্রক্রিয়া

৮ আউন্স এল্ডার ফ্লাওয়ার ওয়াটার (Elder-flower water), ৪ আউন্স পরিশ্রুত ভিনিগার, ২ আউন্স রাম (rum), ৪ ড্রাম গ্লিসারিন, ৪ ড্রাম টিংচার অব বার্ক (Tincture of bark) একত্রে মিশাও। ইহা প্রতি রাত্রে ব্যবহার করিতে হইবে।

যাহাদের চুল পাতলা, তাহারা ইহা ব্যবহার করিলে

উপকার হইবে। সাধারণতঃ স্বাস্থ্য খারাপের জন্য চুল পাতলা হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে টনিক ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে পাতলা চুল ঘন হয়।

---

## ফেল্ট হ্যাট পরিষ্কার করিবার উপায়

প্রথমে ফেল্ট হ্যাট বেশ করিয়া বুরুস দিয়া ঝাড়িতে হইবে। অতঃপর সমপরিমাণ বেঞ্জিন এবং জল একত্রে মিশাইয়া স্পঞ্জ দিয়া উহা টুপিতে লাগাইতে হইবে। তাহা হইলেই ফেল্ট হ্যাট পরিষ্কার হইবে।

---

## কাল লেস্ নূতনের মত করিবার উপায়

গরম জলে চা ফেলিয়া খানিকটা "র" চা (raw tea) প্রস্তুত কর। একটি পাত্রে লেস্ যাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারে, সেই পরিমাণ চা ঢালিয়া লেস দশ বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর লেস্ তুলিয়া লইয়া নিংড়াইতে হইবে। কয়েকবার চায়ে লেস ডুবাইয়া নিংড়াইবার পর দেখা যাইবে, উহা ময়লা আকার ধারণ করিতেছে। তখন পাতলাভাবে প্রস্তুত গঁদের জলে উহা ডুবাইয়া লইয়া নিংড়াইয়া মিনিট পনের ছড়াইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর একখানি তোয়ালেতে ইচ্ছামত ভাঁজ করিয়া, পিন্ দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে। যখন উহা প্রায় শুকাইয়া আসিবে, তখন উহার উপরে আর একটি তোয়ালে চাপা দিয়া ঠাণ্ডা ইস্ত্রির সাহায্যে ইস্ত্রি করিয়া লইতে হইবে। লেসের রং যদি খারাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে উহার রঙ দেখিতে পূর্ব্বের মত নূতন হইবে।

---

## মার্ব্বেল পরিষ্কার করিবার উপায়

¼ পাঁইট সোপলীস (Soap-lees), ½ গিল টার্পেনটাইন এবং উপযুক্ত পরিমাণ পাইপক্লে (pipe-clay) এবং বুলকস্ গল (bullock's gall) একত্রে মিশাইয়া কাদার মত কর। যে মার্ব্বেল পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহাতে নরম বুরুস দিয়া উহা লাগাও। একদিন কিম্বা দুইদিন পরে উহা শুকাইয়া গেলে নরম ন্যাকড়া দিয়া ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। যতক্ষণ মার্ব্বেল সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রক্রিয়ায় মার্ব্বেল পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহা হইলে মার্ব্বেলের রং খুব উজ্জ্বল দেখাইবে।

---

## মার্ব্বেল্ হইতে দাগ তুলিবার উপায়

পাইপ ক্লে এবং ফুলার্স আর্থ মিশাইয়া কাদার মত কর। অতঃপর উহাতে ঘনভাবে সাবান মিশ্রিত জল মিশাও। মার্ব্বেলে ঘনভাবে উহা লাগাইয়া, যতক্ষণ উহা শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ গরম ইস্ত্রি চালাও। কিছুক্ষণ বাদে উহা ধুইয়া ফেল। যতক্ষণ দাগ না উঠে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়ায় মার্ব্বেল ধৌত কর। ধোঁয়ায় মার্ব্বেল বিবর্ণ হইয়া গেলে এই প্রক্রিয়ায় উহা দূর করিতে পারা যায়।

---

## অয়েল পেণ্টিং ছবি পরিষ্কার করিবার উপায়

এক টুকরা আলু ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া ছবিতে ঘসিয়া ফেল। অল্প অল্প ভিজা স্পঞ্জ দিয়া উহা মুছিয়া ফেল। তারপর ঈষদুষ্ণ জলে উহা ভিজাইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর পরিষ্কারভাবে ধোয়া সিল্ক দিয়া উহা পালিশ করিয়া ফেলিতে হইবে।

—

## ষ্টোভের পালিশ

২ চামচ টার্পেনটাইন এবং ২ চামচ সুইট অয়েল মিশাইয়া উপযুক্ত পরিমাণ এমিরি পাউডারের সহিত মিশাইয়া ক্রিমের মত ঘন করিতে হইবে। এক টুকরা নরম ফ্ল্যানেলে উহা লইয়া আর এক টুকরা ফ্ল্যানেলে উহা ঘসিয়া লইয়া অল্প এমিরি পাউডার দিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে। পরিশেষে চামড়া দিয়া ঘসিয়া লইলেই ষ্টোভ পালিশ হইয়া যাইবে।

—

## সিল্ক হইতে দাগ তুলিবার উপায়

একটি শিশিতে ১ আউন্স টার্পিন তেল (Oil of turpentine) এবং ২ আউন্স এসেন্স অব লিমন লইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলুন। সিল্কের যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সে স্থানে উহা লাগাইয়া নরম লিনেন বা সাদা কাপড়ের টুকরা দিয়া আস্তে আস্তে ঘসিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

## মিল্ক অব রোজ

২ আউন্স সাদা Almond বা বাদাম কাদার মত করিয়া পেষণ কর। তাহার পর উহাতে ১২ আউন্স রোজ ওয়াটার আস্তে আস্তে মিশাইতে হইবে। ২ ড্রাম সাবান, ২ ড্রাম সাদা মোম, ২ ড্রাম অয়েল অব Almond একটি জারের মধ্যে পুরিয়া উত্তাপে গলাইয়া তরল করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা রোজ ওয়াটার মিশ্রিত এলমণ্ডে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। পাতলা কাপড়ে উহা ছাঁকিয়া ফেলিয়া ৩ আউন্স রেকটিফায়েড স্পিরিটে ১ ড্রাম অয়েল অব বার্গমট (Oil of bergamot), ১৫ ফোঁটা অয়েল অব ল্যাভেণ্ডর এবং ৮ ফোঁটা গোলাপী আতর (attar of roses) মিশাইয়া উহার সহিত মিশাইতে হইবে।

সস্তায় আর এক প্রকার মিল্ক অব রোজ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ১ আউন্স সাদা এলমণ্ড, ৫ আউন্স রোজ ওয়াটার, ১ আউন্স স্পিরিট অব ওয়াইন, ½ ড্রাম ভেনিসিয়ান সোপ, ২ ফোঁটা গোলাপী আতর লইয়া প্রথমে এলমণ্ড পিষিয়া কাদার মত করিতে হইবে; সাবানও পিষিয়া কাদার মত করিয়া একত্রে মিশাইতে হইবে। তারপর রোজ ওয়াটার ও স্পিরিট মিশাইয়া আতর মিশাইতে হইবে।

## প্লেট পরিষ্কার করিবার উপায়

¼ পাউণ্ড খড়ি, ২ ড্রাম ক্যাম্ফর স্পিরিট, ১ ড্রাম এমোনিয়া, ১ আউন্স টার্পেনটাইন এবং বড় চামচের এক চামচ স্পিরিট মিশাইয়া কাদার মত কর। প্লেট ধুইয়া শুকাইয়া গেলে স্পঞ্জ দিয়া উহা লাগাইতে হইবে। উহা শুকাইয়া গেলে বুরুস দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই প্লেট পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

## মেহগনি হইতে দাগ তুলিবার উপায়

গরম জলের পাত্র বা গরম ডিস্ রাখার ফলে যদি মেহগনি কাঠের টেবিলে সাদা দাগ ধরে, তাহা হইলে তেল দিয়া ঘসিয়া সে দাগ তুলিতে পারা

যায়। তাহার পর একটু স্পিরিট অব ওয়াইন সেই স্থানে দিয়া কাপড় দিয়া ঘসিয়া ফেলিলেই হইবে।

## ফার্ণিচার পেষ্ট্

৩ আউন্স মৌচাকের মোম, ১ আউন্স সাদা মোম, ১আউন্স সাবান, ১ পাঁইট টার্পেনটাইন একত্রে মিশাইয়া উহাতে ১ পাঁইট ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা হইলে মিশাও। মাঝে মাঝে বোতল নাড়িয়া দিতে হইবে। উহা প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে না। ফ্ল্যানেল দিয়া উহা কাঠে লাগাইতে হইবে। ডাষ্টার দিয়া পালিশ করিয়া পুরাতন সিল্ক বা শ্যাময় লেদার দিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে।

## গহনা পরিষ্কার করিবার উপায়

গহনার রঙ মলিন হইয়া গেলে তাহা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়। উৎকৃষ্ট গায়ে মাখা সাবানের ফেনা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গহনাটি ডুবাইতে হইবে। অতঃপর নরম বুরুস দিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া স্পঞ্জ দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। উত্তমরূপে মোছা হইলে নরম শ্যাময় লেদার দ্বারা পালিশ করিতে হইবে। তাহা হইলেই গহনা উজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে।

## ঘোড়ার সাজের রঙ

২ পাউণ্ড লগ্উডের (Logwood) টুক্রা ৩ আউন্স কোপারাস, ৩ আউন্স নাটগল, ১ আউন্স নীল এবং খানিকটা বৃটিশ ইঙ্ক পাউডার (British ink powder) ২ কোয়ার্ট জলে দিয়া আধ ঘণ্টা কাল মৃদু আঁচে ফুটাও। যে সাজ কিছু দিন ধরিয়া অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছে, সেই সাজের পক্ষে এই রঙ অত্যন্ত উপকারী।

## বর্ষাতি মেরামত

খানিকটা ইণ্ডিয়া রবার টুকরা টুকরা করিয়া ন্যাপথার মধ্যে ভিজাইয়া ঘন কাদার মত করিতে হইবে। যে স্থান জুড়িতে হইবে, সেই স্থানে জোড়ের দুই অংশে উহা লাগাইয়া অংশ দুইটি একত্রিত করিয়া দিয়া তাহার উপর একটা ঠাণ্ডা ইস্ত্রি চাপাইয়া রাখিবে। জুড়িয়া গেলে ইস্ত্রি তুলিয়া লইবে।

# বৈঠকী

## বজ্জাৎ চাকর

এক চতুর চাকর মনিবের বড় অবাধ্য। একদিন মনিব তাহার ব্যবহারে রেগে বল্লেন, "দ্যাখ্ জগা, তুই যে এমনি মুখের উপর জবাব করিস্, তোর মুখে এমন লাথি মার্‌বো যে, তোর দাঁত ভেঙ্গে দেব।"

জগা। কেন? আমার ও পা নেই নাক?

মনিব! (চক্ষু আরক্ত করিয়া) কী! বেল্লিক্! বেইমান্! তুইও আমায় লাথি মার্‌তে চাস্?

জগা। (হাত জোড় করিয়া আড়ষ্ট স্বরে) আজ্ঞে না কর্ত্তা;—বলি আমারও ত পা আছে, পালাতে কি আর পার্‌বো না!

—•—

## গোয়ালার সঙ্গে সাট

কোন গৃহস্থের বাড়ী ব্রাহ্মণ ভোজন, গৃহস্থ গোয়ালার সঙ্গে গোপনে ঠিক্ ক'রলেন, "গ্যাখ্ গোপাল্! তুই রাশি দই দিবি; তবে আমি সকলের সাক্ষাতে বল্‌বো ভাল শুকো দই দিলিনে কেন? এই না ব'লে তোকে দুটো গালমন্দ দেবো, তুই কিছু মনে করিস্‌নে, সে'টা সহ্য ক'রে যা'স; তা'র দরুণ তোকে কিছু ধরে দেব।" গোয়ালাও এই বন্দোবস্তে রাজা হইল। তা'র পর ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্চে, সব খাওয়া দাওয়ার পর শেষে দই এল; গৃহস্থ পংক্তির মধ্যে দাঁড়াইয়া কর জোড়ে সকলকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "কেমন মশায়! দৈটা কেমন?"

কেউ কেউ বল্লেন,—আপনার এদিকের যেমন আয়োজন, দৈটা কিন্তু তা'র মত হয়নি; দৈটা রাশি।

গৃহস্থ তখন জিব্ কেটে বল্লেন—"অ্যাঁ বলেন কি?" গোয়ালাকে আদেশ মাত্র ডাকৃতে গোয়ালা আসিয়া

হাজির। তখন গৃহস্থ চীৎকার ক'রে আরম্ভ ক'ল্লেন—

"বলি হ্যাঁরে হাপলা?—

আমি দেব পয়সা, তুই দিবি দই—তা' এর মধ্যে আবার কারসাজি কেন রে হতচ্ছাড়া? আমি তোকে ব'ল্লাম ভাল শুকো দই দিবি, আর তুই বেটা রাশি দই দিলি?"—এই ব'লেই নেপালের গালে এক চড়।

গোয়ালা ও তখন চক্ষু ছানাবড়া করিয়া বলিল—"মশাই আপনিত দেখ্‌ছি বেজায় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলেন; দুটো গাল দিবার কথা ছিল বইত নয়; তার ওপর আবার চড় মারেন কেন?"

সভায় তখন হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

—•—

## বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যস্থতা

একদা কলিকাতার দুইজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ও অপর একজন বিখ্যাত এলোপ্যাথি চিকিৎসক। এলোপ্যাথি চিকিৎসা ভাল, কি হোমিওপ্যাথি ভাল, এই বিষয়ে পথে দু'জনে খুব তর্ক বাধিল। কিন্তু তর্কের মীমাংসা হইতে না হইতে, তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গিয়া পৌছিলেন, এবং তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মহাশয়ই বলুন না কেন, কোন্ চিকিৎসা ভাল, হোমিওপ্যাথি না এলোপ্যাথি?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় হেসে বল্লেন, "ভাল লোককে মধ্যস্থ মানা হইয়াছে। উহার ভাল মন্দ আমি কি জানি? তবে এর একটা গল্প বলিতেছি শোন।"—

এক দিন এক ভট্টাচার্য্য রাস্তার ধারে বসিয়া দক্ষিণ মুখো হইয়া প্রস্রাব করিতেছিলেন। সেই পথে আর এক ভট্টাচার্য্য যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, অশাস্ত্রীয় প্রস্রাব হইতেছে; কারণ দক্ষিণ মুখো প্রস্রাব শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তখন তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্যের প্রস্রাব হ'লে বল্লেন, "মশাই, ও কি রকম প্রস্রাবটা হোলো? ঘটাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা যোগেতে ক'রে দক্ষিণ মুখো প্রস্রাব ত অশাস্ত্রীয় প্রস্রাব।"

তিনি বলিলেন, "আরে তুমি লোকটাত নিতান্ত বেল্লিক, অর্ব্বাচীন!—দক্ষিণ মুখো নিষেধ, না উত্তর মুখো নিষেধ।" এই নিয়ে দু'জনে ঘোরতর বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। এমন সময়ে, সেই পথ দিয়া একজন চাষা লাঙ্গল ঘাড়ে করে চাষে যাচ্ছিল; দু'জনে তাকেই বল্লেন, "আচ্ছা ভাই, তুমিই বল ত দক্ষিণ মুখো প্রস্রাব নিষেধ, না উত্তর মুখো নিষেধ?"

সে একটু ভেবে বল্লে, "ঠাকুর! আমরা ওর কি জানি?—আপনি যে মুখে বল্‌ছেন আমরা ও মুখেও পেচ্ছাব করি, আর উনি যে মুখে বল্‌ছেন ও মুখেও পেচ্ছাব করি; আমাদের ওর কিছুই ঠিক নেই।" তখন ডাক্তারেরা হেসে বল্লেন, "খুব মধ্যস্থ মেনেছি যা' হোক্।"

## আড়ম্বর বাগীশ

গায়ে ডবল সার্ট, মাথায় এ্যালবার্ট টেরী, একটা ছেলে খাবার দোকানে গিয়ে ব'ল্লে, "মিহিদানা কি দর হে?"

দোকানদার ব'ল্লে, "দশ আনা সের।"

"তোমার ঐ রসগোল্লা?"

"আটআনা সের।"

"বটে, জিলিপি?"

"তাও ঐ আট আনা।"

"আচ্ছা, এক পয়সার মুড়্‌কি দেও ত।"

—০—

## সাবধানের বিনাশ নাই

একজন গুলিখোর দোতালার উপরের বারান্দায় ব'সে আছে। রাস্তার অপর দিকে, নীচে এক দর্জ্জি কাপড় সেলাই ক'চ্চে। দর্জ্জি যতবার ফোঁড় তোলে, গুলিখোর সেই উপরের বারান্দায় ব'সে ততবার মাথা তোলে। নিকটে একটী লোক ব'সেছিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "ওকি,—বার বার মাথা তুল্‌চেন্ যে?"

গুলিখোর ব'ল্লে, "দেখ্‌চোনা, নীচে কাপড় সেলাই কোচ্চে।"

তিনি ব'ল্লেন, "নীচে কাপড় সেলাই ক'চ্চে, তা উপরে কি?"

সে ব'ল্লে, "না বাবা, সাবধানের বিনাশ নেই; যদি খোঁচা খাঁচা লাগে!"

—০—

## ফাঁকা ওলাউঠা

শান্তিপুরের এক মুখুয্যে খুব গুলি খেতেন। কিন্তু তা'র বংশগত একটা সম্ভ্রম ছিল। মুখুয্যে মশায় বেশ মজার মজার কথা বল্‌তেন ব'লে পাড়ার ছেলেরা তাঁকে খুব ভাল বাস্‌তো। একবার একটী ছেলে মুখুয্যেকে বল্লে, "মুখুয্যে মশায়, কাল চাটুয্যে বাড়ী আপনার ফলারের নিমন্ত্রণ রৈল।" মুখুয্যে বড় খুসী হোয়ে বল্লেন্, "কি বল্লে, ফলার? ভায়া ফলারের "চি" টা কোথায়? গোড়ায় "চি", না শেষে "চি"?

"আজ্ঞে, কথাটা বুঝলেম্ না।"

"বুঝলে না? আরে চিড়ে, না লুচি?"

সে হেসে বল্লে, "আজ্ঞে শেষেই 'চি' বটে।"

"আরে বাঃ, যাব বৈ কি!"

ফলারের পরদিন একজন জিজ্ঞাসা কল্লে, "মুখুয্যে মশায়, কাল ফলারটা হলো কেমন?"

মুখুয্যে বল্লেন্, "বেজায় ফলার, কাল সারা রাত ওলাউঠা।"

"আজ্ঞে সারা রাত ওলাউঠো. তবে বাঁচলেন কি করে?"

মুখুয্যে বল্লেন, "আসল নয়, ফাঁকা ওলাউঠা।"

"ফাঁকা ওলাউঠো কি রকম?"

"এইত ভায়া, কোন কথাইতো তলিয়ে বোঝনা। ফাঁকা কি জান? কাল সারারাত উর্দ্ধে ঢেকুর তুলিচি, আর অধোভাগে বায়ু নিঃসরণ করিছি। অর্থাৎ বাহ্যের বদলে বায়ু ত্যাগ, আর বমির বদলে ঢেকুর। সুতরাং ফাঁকা বই কি?"

—০—

## বিষম বদরাগী

রামচরণ বিদ্যাবাগীশ বেজায় বদরাগী। তাঁহার রাগের চোটে বাড়ীশুদ্ধ লোক সব সময় থরহরি কাঁপিত। ভয়ে বাড়ীর লোক কেহ কখনও তাঁহার কথার বা কার্য্যের বাদানুবাদ করিত না; কিন্তু বাহির হইতে রাগের কারণ উপস্থিত না হইলেও, তিনি নিজের কৃতকার্য্যের প্রতিই মাঝে মাঝে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন, এবং প্রায়ই অনর্থ বাধাইয়া বসিতেন।

একদিন ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে যাইতে হইবে। তাই বিদ্যাবাগীশ যাত্রা করিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া যেমন ঘরের বাহির হইবেন, অমনি দুয়ারের চৌকাটটা মাথায় লাগিয়া গেল; তখন তিনি বাঁধা পোড়ল বলে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া গেলেন, এবং আবার যাত্রা বদলাইয়া 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে যেমন বের হবেন, আর অমনি চৌকাটটা আবার মাথায় লাগ্‌লো; বিদ্যাবাগীশ পুনরায় যাত্রা বদলাইতে গেলেন; কিন্তু গেরোর ফের, সুতরাং এবারও বাধা পাইলেন; এবং যেই চৌকাটে মাথা ঠেকা, আর

অমনি বিদ্যাবাগীশ রেগে নাক মুখ সিঁটকাইয়া "এই লাগো, লাগো লাগো" ব'লে বারম্বার সেই চৌকাটে মাথা ঠুকে মাথাটা রক্তারক্তি করে ফেল্লেন। ব্রাহ্মণী ভয়ে আড়ষ্ট, কথা বলিবার সাধ্য নাই।

আর একবার কি এক কারণে শীঘ্র বাহিরে যাইতে হইবে। তাই বিদ্যাবাগীশ শীঘ্র শীঘ্র আহার সারিয়া লইতে বসিলেন, এবং তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া আচমন করিবার জন্য গাড়ু লইয়া দাওয়ায় আসিলেন। এখন আচমনের সময় আবার খড়্কে চাই, সুতরাং গাড়ুটা বাঁ হাত থেকে নামিয়ে বিদ্যাবাগীশ চাল থেকে তাড়াতাড়ি একটা খড়্কে টান্‌লেন; কিন্তু সেটা হো'লোনা, সেটা ব্যানা খড় হোলো। তখন ব্রাহ্মণ রেগে দাঁত কিড়িমিড়ি ক'রে আর একটা টান্‌লেন; কিন্তু সেটাও হোলো না; সেটা কেশে খড় হোলো। তা'র পর আরও একটা টেনে যখন হোলো না, তখন অগ্নি তড়াক ক'রে চালে উঠে, বিদ্যাবাগীশ দু'হাতে গোছা গোছা খড় ধরে টেনে বের করেন, আর বলেন, "এই কেশে বেরোও, এই বেনা বেরোও, এই উলু বেরোও"—এইরূপে আধখানি চাল সাবাড় ক'রে ব্রাহ্মণ নীচে নাম্‌লেন। স্ত্রী এবং ছেলেপুলেরা সব ভয়ে আড়ষ্ট, কারও কিছু বলবার যো নাই, তা' হ'লেই উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা।

৺ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# পাট প্রসঙ্গ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগ হইতে পাটের final forecast বা শেষ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামেই পাটের চাষ হয়, এবং এই শেষ বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৩,৬২৯,৯৯৪ একর বা ১০,৮৮৯,৯৮২ বিঘা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। তাহা হইতে ১০,৮৮৮,৬০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রত্যেক প্রদেশের উৎপন্নের পরিমাণ এইখানে আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিলাম।

| প্রদেশের নাম | যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছে তাহার পরিমাণ<br>১ একর = ৩ বিঘা | | বেল্ বা গাঁইটের পরিমাণ<br>১ বেল = ৫ মণ | |
|---|---|---|---|---|
| | গত বৎসর | বর্ত্তমান বৎসর | গত বৎসর | বর্ত্তমান বৎসর |
| বাংলাদেশ ও কুচবিহার | ২,৭১৫,৫০০ একর | ৩,১৭০,৫৪৪ একর | ৮০২০,৭০০ গাঁইট | ৯,৬২১,৬০০ গাঁইট |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ২৬৩,২০০ ঐ | ২৮০,৪৪০ একর | ৭০০,৭০০ ঐ | ৭৩২,০০০ ঐ |
| আসাম | ১৩৬,৫০০ ঐ | ১৭৯,০০০ ঐ | ২৭৯,৩০০ ঐ | ৫৩৫,০০০ ঐ |
| মোট | ৩,১১৫,২০০ ঐ | ৩,৬২৯৯৯৪ ঐ | ৯,০০০,০০০ ঐ | ১০,৮৮৮,৬০০ ঐ |

এই বিবরণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ১৮৮৮,৬০০ গাঁইট বা ৯৪৪৩,০০০ লক্ষ মণ পাট বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে, এবার পাটের বাজার একেবারে মন্দা, পাটের দাম নামিতে নামিতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষকদিগের খরচ তোলাই একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; এই জন্য পাটের বাজারে একেবারে হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে চারিদিকে যে সকল আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, আমরা এখানে তাহার কিছু আভাস দিতেছি।

সহযোগী "আত্মশক্তি"তে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র কুমার সান্যাল লিখিয়াছেন—

"বাজারে যদি কোন জিনিষ অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আসে, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাহার মূল্যও কমিয়া যায়। পাটের বাজারেও এবার তাহাই হইয়াছে—কারণ গত বৎসর পাটের দাম এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, প্রতি বেল (প্রায় পাঁচ মণ) পাট ১৪০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। অজ্ঞ কৃষক ঐ প্রকার দাম দেখিয়া এবার তাহার অন্যান্য জমিতেও পাট বপন করিয়াছিল, ফলে এতই পাট উৎপন্ন হইয়াছে যে, পাটের বাজারে এখন প্রতিমণ পাটের দাম ৭।৮৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি বেলের দাম ৪০৲ টাকা করিয়া হইয়াছে। অথচ এবৎসর প্রতি মণ পাট উৎপন্ন করিতেই কৃষকের ৫।৬৲ টাকা করিয়া খরচ লাগিয়াছে। এখন কৃষক ৭।৮৲ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদই দিবে, না নিজের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিবে?

আমরা যদি প্রতিবৎসরের পাটের মূল্যের তালিকা আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ১৮৫১ সালের প্রতি বেলের দাম ১৪॥০ ছিল—ক্রমশঃ জগতের বাজারে পাটের চাহিদাও যত বাড়িতে লাগিল—পাটের মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ও তদনুযায়ী অধিক পরিমাণ জমিতেও পাট বপন করা হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯১৩ সালে পাটের মূল্য প্রতি বেল ৭১৲ হইয়া পরবৎসর জগতের অভাব পূরণ হওয়ায় ২০ লক্ষ বেল উদ্বৃত্ত থাকিল; কাজেই পাটের দাম কমিয়া প্রতি বেলের দাম (১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে) ৩১৲ টাকা হইল, অবশ্য ঐ প্রকার অল্প দামের জন্য মহাসমর কতকাংশে দায়ী সত্য, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ২০ লক্ষ বেল বিবেচনা করিলে আমাদিগের কৃষকগণও যে দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৯১৪ সালের পাটের বাজারের অবস্থা দেখিয়া কৃষক পাটের চাষ কমাইয়া দিল। তজ্জন্য পর বৎসর প্রতি বেলের দাম ৪১৲ টাকা হইল, ও বৎসরের পর বৎসর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; অবশেষে গত বৎসর প্রতি বেলের মূল্য ১৪০৲ টাকা হওয়ায় এই বৎসরের অবস্থা আবার ১৯১৪ সালের অনুরূপ হইয়াছে!

## প্রতিকারের উপায় কি?

যদি পাট চাষের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা যায়, এবং অধিক চাষের কুফল সম্বন্ধে কৃষকগণকে বুঝান যায়, তাহা হইলে কৃষকদিগকে এই দুরবস্থা হইতে বাঁচাইতে পারা যায়। এখন কি হইলে পাটের চাষ কমাইতে পারা যায়?—

১। যদি কৃষকগণ নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, এবং উপযুক্ত মূল্য না পাইলে পাট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত না হয়।

২। যদি জমিদার ও কৃষকগণ সংঙ্ঘবদ্ধ হয়।

৩। যদি কলিকাতার মিলওয়ালাদের পাটের বাজারে একাধিপত্য ভঙ্গ করা যায়।

৪। যদি অল্প সুদে টাকা আদায় করা—অর্থাৎ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠান করা যায়।

৫। দেশের যে সকল নেতাদের উপর সকলের বিশ্বাস আছে যদি সেই সকল নেতাদের দ্বারা একটি সমিতি-গঠন ও ঐ সমিতির দ্বারা কৃষকগণকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া ও তাহার বিনিময়ে পাট বেচিবার একাধিপত্য অধিকার লাভ করা যায়।

প্রথমতঃ উপায় গুলি আলোচনা করা যাউক—

১। আমাদের দেশে কৃষকগণের প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, সুতরাং তাহারা যে নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিবে, তাহা আশা করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

২। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে জমিদার ও কৃষকগণের মধ্যে এরূপ মধুর সম্পর্ক বিরাজ করে যে, উভয়েই সততই উভয়ের উচ্ছেদ কামনা করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে যদি দেশের জমিদারেরা কৃষকগণকে কি পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা উচিত, ও পাট উৎপন্ন হইলে যাহাতে তাহারা নিজেরা পাট বিক্রয় না করিয়া জমিদারগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়ার্থ রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দেন, ও পাট বিক্রয়ের পূর্ব্বে খাজনার জন্য উৎপীড়ন না করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষকগণকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের জমিদারেরা কি এতটা কষ্ট ও পরিশ্রম করিবেন?

৩। কলিকাতার মিলওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বহু টাকার দরকার—সেই টাকা সংগ্রহ করিতে হইলে পাচ নম্বর উপায় অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

৪। সমবায় সমিতি দ্বারা কৃষকগণকে রক্ষা করা যায় সত্য, কিন্তু যে ভাবে আমাদের দেশে সমবায় সমিতির উন্নতি হইতেছে, তাহাতে শীঘ্র তাহার উপর কোন আশা করা যায় না।

৫। এই উপায়টি হইতেছে যে, দেশের নেতারা মিলিত হইয়া একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিবেন। সমিতির কার্য্য হইবে কংগ্রেসের দ্বারা গ্রামে গ্রামে বেশী পাট বপন করিলে তাহার দ্বারা যে কি অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা কৃষকগণকে বুঝান ও কৃষকগণকে নাম মাত্র সুদে টাকা ধার দেওয়া এবং পাট উৎপন্ন হইলে পাট "ধরিয়া" রাখা ও পরে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রাপ্তমূল্য হইতে শতকরা দশ টাকা হিসাবে সমিতির জন্য রাখিয়া বাকী টাকা কৃষককে প্রত্যার্পণ করা। শতকরা দশ টাকা হিসাবে টাকা রাখিলে যে টাকা পাওয়া যাইবে সেই টাকা দ্বারা সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ করা ও পাটের চাষের জন্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি যে সকল রোগের উৎপাত হয়, তাহা দূরীকরণার্থ চেষ্টা করিতে হইবে। এখন কথা উঠিতে পারে যে, সমিতিকে মিলওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, বহু টাকার প্রয়োজন—এত টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে আমরা জানি যে, প্রতি বৎসর জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে বহু টাকার পাট ক্রয় করিয়া থাকে। যদি ঐ সকল দেশের ব্যাঙ্ককে বলা যায় যে, তাহারা যদি পাট কিনিবার জন্য সমিতিকে অগ্রিম টাকা দেয়, তাহা হইলে সমিতি তাহাদের পাট সরবরাহ করিতে রাজী আছে। ঐ সকল দেশের ব্যাঙ্কগুলি যদি অগ্রিম টাকা দিতে স্বীকৃত হয়—স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশী—তাহা হইলে সমিতি মিলওয়ালাদের সহিত টাকার প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, এবং ঐ সকল দেশগুলিতে সুবিধা দরে পাট কিনিতে পাইবে ও পাটের জন্য

মিলওয়ালাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

এ সম্বন্ধে মুসলমান সংবাদ পত্র "দৈনিক তরক্কী"তে শ্রীযুক্ত সৈয়দ মহাম্মদ ছালে সাহেব মুসলমান চাষী দিগকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। আমাদের কৃষক ভাইগণ যেরূপ পাট চাষে মন দিয়াছেন, যদি তাহারা এরূপ ভাবে পাটের চাষ আবাদ করেন, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে আমাদের দেশ যে কি অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিলে খাদ্যের অভাব যে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের প্রায় বার আনা লোকেই প্রায় সমস্ত জমিতে পাটের চাষ করিয়া থাকেন।

তাঁহারা মনে করেন, যত বেশী পাট করা যায় তত বেশী টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহারা গত বৎসর পাটের দর বেশী পাওয়ায় এবৎসর তাঁহারা আরও বেশী পাট করিয়াছেন। এখন যেরূপ পাটের দর ৭।৮৲ টাকা মণ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের খরচের টাকা পাইবেন না। আমার বিশ্বাস, শতকরা ৯০ জনই কর্জ্জ করিয়া টাকা আনিয়া পাটের চাষ করিয়াছেন। কিন্তু এই ৭।৮৲ টাকা দ্বারা তাঁহারা যে কিরূপে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিবেন, স্ত্রী পুত্রগণকে পালন করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিনা। এই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তাঁহারা যে তাঁহাদের যাহা কিছু আছে, তাহা মহাজনগণের হাতে তুলিয়া দিয়া পথের ভিখারী হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এখন কৃষক ভাইগণ, আপনারা সকলেই আপনাদের জমি জমা যাহা আছে, তাহাতে অর্দ্ধেকাংশে ধান্যের চাষ, এক চতুর্থাংশে অন্যান্য ফসল ও এক চতুর্থাংশে পাট উৎপাদন করুন; তাহাত আপনারা যদি পাটে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে ধান্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। পাটের চাষে যে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা আমার মনে হয় না। আমরা সচরাচর দেখিয়া আসিতেছি, যে সময়ে যে জিনিষ কম উৎপন্ন হয়, সেই সময় তাহার মূল্য বেশী হয়। আপনারা যদি আমার এই কয়েকটি কথা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আপনারা প্রভূত লাভবান হইতে পারিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণে বজবজ হইতে উত্তরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরে বহুসংখ্যক চটকল অবস্থিত। তন্মধ্যে অধিকাংশ কলেই শতকরা তিন চারি শত টাকা লাভ হইতেছে। কিন্তু যাহারা দেহের রক্তবিন্দু দানে ঐ অর্থ লাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন, সেই চাষীগণ শিক্ষা, সমবায় এবং সজ্যবদ্ধতার অভাবে, পেটের ভাতের যোগাড় করিতে পারিতেছেন না। অদৃষ্টের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস জগতের আর কোনও জাতির ইতিহাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

———

# পূজার সফর

পূজার ছুটীতে বহুলোক হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্ত নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার আয়োজন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সুবিধার জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ এখানে প্রকাশ করিলাম।

ই-আই-আর, ই-বি-আর, এবং বি-এন্-আর, প্রভৃতি সকল রেলওয়ে লাইন গুলিই এবার concession টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। কিন্তু এই concession কেবল মাত্র প্রথম, দ্বিতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরাই পাইবেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য কোন concession নাই।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যকর স্থানেই লোকে যাইয়া থাকে। রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিধি, মধুপুর, কার্ম্মাটার, মিহিজাম, জামতাড়া, যশিদি, দেওঘর, শিমুলতলা, ঝাঁঝাঁ, রাজগীর, চুণার, কৈলোয়ার, ডিহিরী, ঘাটশিলা, চাঁইবাসা, গ্যালুডি, চক্রধরপুর, পুরী, ওয়ালটেয়ার, ভাইজাস, গোপালপুর, চিল্কা, ভুবনেশ্বর, দার্জ্জিলিঙ, কার্শিয়ং, কালিম্পং ঘুম, শিলং, কক্সবাজার প্রভৃতি।

কাশী, কাশ্মীর, জব্বলপুর, সিমলা, মশুরী প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম না; কারণ এ সকল স্থানে লোকের সাধারণতঃ যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। এতদ্ব্যতীত অনেকে সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ সার্ব্বিসের ষ্টীমারে আসাম অঞ্চলেও বেড়াইতে যাইয়া থাকেন।

ই-আই-আর, বি-এন-আর, ও ই-বি-আর এর অনেক গাড়ীর এবার সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং এই সকল লাইনের 'টাইম টেবল' এখন হইতে না কিনিলে শেষে বন্ধের মুখে আর পাওয়া যাইবে না।

বি, এন, আর লাইনের গাড়ী রিজার্ভ করা সম্বন্ধে ট্রাফিক্ ম্যানেজার নিম্নলিখিত নিয়ম জারী করিয়াছেন :—

১। ১লা অক্টোবর হইতে হাওড়ায় গাড়ীর বার্থ রিজার্ভ এবং স্থানের (accommodation) সুব্যবস্থার জন্ত কলিকাতা এস্‌প্লানেড ম্যানসনে বি, এন, রেলওয়ের সুপারভাইসরের নিকট বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। ফোন্ নং কলিকাতা ৩৬১। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে এস্‌প্ল্যানেড ম্যানসন্‌স্ বুকিং অফিস বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সকল দিনই, এমন কি রবিবার ও সাধারণ ছুটীর দিনও, খোলা থাকিবে।

২। বার্থ রিজার্ভ এবং স্থানের সুব্যবস্থার জন্ত হাওড়ায় আবেদন করিতে হইলে বি, এন, রেলওয়ের ট্রেণ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট সন্ধ্যা ৬টা এবং বেলা ১০টার মধ্যে করিতে হইবে। টেলিফোন নং হাওড়া ১৮।

৩। ঐ তারিখের পর হইতে গার্ডেনরীচ হেড অফিসে কেহ বার্থ রিজার্ভ এবং স্থান সঙ্কুলানের জন্ত আবেদন করিবেন না।

৪। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ট্রেণগুলিতে অর্থাৎ ২নং আপ বোম্বে মেল, ৪নং আপ মাদ্রাজ মেল, ৮নং আপ্ পুরী এক্সপ্রেস এবং ১৮ নং রাঁচি এক্সপ্রেস ট্রেণে বার্থ এবং স্থান রিজার্ভ করা যাইবে।

৫। প্রকৃতপক্ষে যে তারিখ হইতে যাত্রা আরম্ভ হইবে, তাহার ছয় দিন পূর্ব্বে টিকিট খরিদ করিয়া সেই টিকিট দাখিল করিলেই, প্রত্যেক বার্থের জন্ত আট আনা দিলেই বার্থ রিজার্ভ করা যাইতে পারিবে। আবশ্যক মত যাত্রী টিকিট দাখিল করিলেই রেলের কামরা রিজার্ভ করা যাইবে, তাহার জন্ত কোন খরচ লাগিবে না।

৬। নীচের বার্থ যতগুলি পাওয়া সম্ভবপর, তাহার মধ্য হইতে আবেদনের পারম্পর্য্যানুসারে বিলি বন্দোবস্ত করা হইবে।

অতঃপর ৩টী প্রধান লাইনের মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেণগুলি ছাড়িবার ও পৌছিবার সময় প্রকাশ করিলাম :

## রেল গাড়ীর সময়

### বেঙ্গল নাগপুর রেল

| | কলিকাতায় পৌছে | কলিকাতা হইতে ছাড়ে |
|---|---|---|
| মাদ্রাজ মেল | ১৩-৫৬ (দিবা) | ৫-২৪ (বিকাল) |
| বোম্বে মেল | ৭-৩৪ (সকাল) | ৩-৫৪ (বিকাল) |
| পুরী এক্সপ্রেস | ৭-৫৪ " | ৮-৩০ (রাত্রি) |
| রাঁচি এক্সপ্রেস | ৬-৩৬ " | ৯-৪৪ " |

### ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল

| | | |
|---|---|---|
| পঞ্জাব মেল | ৬-৫৪ (সকাল) | ৮-৩০ (রাত্রি) |
| বোম্বে মেল | ৩-৪৯ (বিকাল) | ৭-৩৪ (রাত্রি) |
| দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া মেন লাইন)— | ৪৯ (সকাল) | ৫টা (বিকাল) |
| দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া গ্রাণ্ড কর্ড)— | ৭-৫৯ (সকাল) | ২৪ (সকাল) |
| লুপ প্যাসেঞ্জার | ৩-৪৫ (সকাল) | ৫-১৫ (বিকাল) |
| দেরাদুন এক্সপ্রেস— | ১০-৪৪ (সকাল) | ১-১৪ (বিকাল) |

### ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল

| | | |
|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং মেল | ৬-৩০ (সকাল) | ৯-১৮ (রাত্রি) |
| শিলং মেল | ১২-৩৯ (দিন) | ৩-২৪ (বিকাল) |
| ঢাকা মেল | ৫-৪৪ (সকাল) | ১০ ১৪ (রাত্রি) |
| চাটগাঁ মেল | ৭-৩৬ (বিকাল) | ৭-৪ (সকাল) |
| সিরাজগঞ্জ মেল | ৭-৮ (সকাল) | ৭-৪৭ (রাত্রি) |

পূজায় বিদেশে যাইতে হইলে যে সকল জিনিষ সঙ্গে রাখা নিতান্ত দরকার, এইবার তাহার একটা তালিকা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বিদেশে অপরিচিত স্থানে একাকী অথবা সপরিবারে যাইতে হইলে অনেক সময় এই সকল জিনিষের কতকগুলি অপরিহার্য্যরূপে দরকার হইতে পারে। একজায়গায় একত্রে তালিকাটী প্রকাশিত হওয়ায়, পাঠকদিগকে আর মাথা চুলকাইয়া ভাবিতে হইবে না যে, কি জিনিষ সঙ্গে নিয়া যাইব। অনেক স্থানে হয়ত ডাক্তার বৈদ্য নাই, অথবা থাকিলেও সহসা তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া দুর্ঘট এবং ব্যয়সাধ্য। এইজন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধও সঙ্গে নেওয়া বিশেষ দরকার।

### ( ক ) হোমিওপ্যাথি ঔষধাবলী :—

Aconite 3x, Nux, Sulphur China, Veratram, Aconite, Belladona, Pulsatilla, Rhustox, Merc. Cor, Merc. Sol, সকল ঔষধগুলিই ৩০ ক্রমের লওয়া ভাল। হোমিওপ্যাথি ঔষধগুলি liquid না কিনিয়া globule কেনা উচিত। কারণ সর্ব্বত্র জল পাওয়া না যাইতেও পারে, এবং পাওয়া গেলেও পরিস্কৃত পাত্রে ঢালিয়া খাইবার সুবিধা না জুটিতেও পারে। এরূপ স্থলে globule কিনিলে সহজেই কয়েকটী বড়ী মুখে ফেলিয়া খাওয়া যায়। ঔষধ কেনার সময় একখানি হাড়ের চামচও সেই সঙ্গে কেনা দরকার। তাহা হইলে সহজেই শিশির মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করা যাইবে। ১২টী অথবা ২৫টী হোমিওপ্যাথি শিশি রাখার উপযোগী চামড়ার ছোট পকেট কেস্ কলিকাতার কয়েকটী দোকানে তৈয়ারী হইতেছে, দামও অতি কম, প্রত্যেকটী ২৷৩ টাকার মধ্যে; আমাদিগকে লিখিলে পাঠাইয়া দিতে পারি।

### ( খ ) Snake-bite outfit বা সর্পদংশনের ঔষধাদি :—

Smith Stanistreet এবং Frank Ross এর দোকানে ছোট একটী টীনের কৌটার

মধ্যে একখানি তীক্ষ্ণধার lancet বা ছুরী, একশিশি সর্পদংশনের ঔষধ, অন্যান্য সরঞ্জাম সহ বিক্রয় হয়। এই কৌটা সহজেই ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রাখা যায়। দাম কৌটা সমেত ২।৩ টাকার মধ্যে। এতদ্ব্যতীত মিহিজামের সর্পদংশনের ঔষধও সঙ্গে রাখা ভাল; কারণ এই ঔষধদ্বারা বহু লোককে আরোগ্য হইতে শুনিয়াছি। ইহা খাওয়াইতে হয় না, শুধু নাকে সোঁকাইলেই রোগী আরাম হয়।

(গ) কলেরা, আমাশয় ও উদরাময়াদির জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ সঙ্গে থাকা ভাল :—

১। ক্লোরোজেন (chlorogen)—ইহার শিশির মধ্যে কাঁচের ছিপির সহিত একটী কাঁচের rod থাকে। প্রত্যেকবার জল পান করিবার সময় ঔষধ মাখানো এই rodটী খাবার জলের গ্লাসে একবার নাড়িয়া লইলেই গ্লাস-মধ্যস্থিত জলের সকল জীবাণ্ মরিয়া যায়। প্রত্যেকবার জল পান করার সময় এইরূপে জল শোধন করিয়া লওয়া ভাল।

২। আগ্নেয় ভস্ম—এই ঔষধের দ্বারা অনেক সাময়িক উদরাময় রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া জানি; তাহা ছাড়া, জর্মানি জল অথবা টাইকো সোডা ট্যাব্‌-লেট্ এক কৌটা সঙ্গে রাখা ভাল।

৩। শান্তি বটীকা—ইহা আমাশয়ের খুব ভাল ঔষধ বলিয়া জানি।

৪। সিদ্ধ মলম অথবা বহুরের ননী—ইহা সর্ব্বপ্রকার ঘায়ের খুব ভাল ঔষধ।

এই সকল ঔষধ ছাড়া এক শিশি টিংচার আইওডিন, এক কৌটা জম্বুক, এক শিশি ইন্‌-ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্, এক প্যাকেট্ বোরিক কটন, একটী থার্ম্মমিটার, একটী ষ্টীম্ কুকার, একটি প্রাইমাস্ ষ্টোভ্ সঙ্গে লওয়া উচিত।

এইবার গাইডের সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। প্রত্যেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে দর্শকদিগকে ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী দেখাইবার জন্য অনেক গাইড্ বা পথপ্রদর্শক থাকে। নবাগত ভ্রমণকারীদিগকে এই সকল দর্শনীয় স্থান দেখাইয়া ইহারা জীবিকার্জ্জন করে এবং পুরস্কারও পায়। কিন্তু এই সকল গাইড্ প্রায়ই অশিক্ষিত এবং unscrupulous বা সত্যমিথ্যা জ্ঞানবর্জ্জিত। নবাগত ভ্রমণকারী দিগের কৌতুহল তৃপ্তি করার জন্য তাহাদিগকে যে কোনও প্রশ্ন করা হউক না কেন, তাহারা তাহার সত্যমিথ্যা যা তা উত্তর দিয়া দেয়।

গাইড্‌দের কারচুপী সম্বন্ধে পরপৃষ্ঠায় একটী সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

———

# (Guide) গাইডের কারচুপী

দেশপর্য্যটনকারী জনৈক বাঙ্গালী সাহেব গাইড্ সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌয়ের Residency দেখিতে গিয়াছেন। গাইড্ মহা আড়ম্বর সহকারে গোলাগুলির দ্বারা বিধ্বস্ত একটা বাড়ী দেখাইয়া বলিল—

"সিপাহী বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত সৈনিকেরা রেসিডেন্সী আক্রমণ করিলে ইংরাজ রমণীরা এই বাড়ীটার মধ্যে আশ্রয় নিয়াছিল।"

টুরিষ্ট। সে কি! সেবার যে তুমি উত্তর দিকের আর একটা বাড়ী দেখাইয়াছিলে!

গাইড্। (সপ্রতিভ ভাবে) আজ্ঞে, সে বাড়ীটা এবার মেরামত হইতেছে।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান, স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটার দিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

### ১ নং পত্র।

আপনার মাসিক পত্রিকা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু একটী বিষয় জানিবার জন্য লিখিতেছি যে, হাঙ্গর ও কুম্ভীরের চামড়া বহু মূল্যবান। তাই জানাইতেছি যে সে সব কোথায় বিক্রয় হয়, ঐ সব খরিদের লেদার কোং কোথায়, চামড়ার দ্বারাই বা কি তৈয়ার হয়, কিরূপ দরেই বা তাহারা খরিদ করে এবং আমরা তাহা পাঠাইতে পারি কি না—তাহা বিশদভাবে বিস্তারিত করিয়া আগামী আশ্বিন মাসের পত্রিকাতে লিখিয়া জানাইবেন।

গ্রাহক নম্বর—১৭৮৯
দিনাজপুর।

### ১ নং পত্রের উত্তর

হাঙ্গরের চামড়ার দ্বারা কোন কাজ হয় বলিয়া জানিনা; কুমীরের চামড়া খুব দামে বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক চামড়ার সাইজ ( size ), কোয়ালিটি ( quality ) ইত্যাদি দেখিয়া তবে দাম স্থির হয়। গুলি লাগিয়া কিম্বা অন্য কোনও অস্ত্রের দ্বারা যদি চামড়ার আসল জায়গায় ফুটা বা দাগী হইয়া যায়, তবে চামড়ার দাম খুব কমিয়া যায়। সাধারণতঃ কুমীরের চামড়ায় খুব ভাল ভাল সুটকেস তৈয়ারী হয়। আমাদের নিকট চামড়া পাঠাইলে নানাস্থানে যাচাই করিয়া উহা সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতে পারি। বিক্রয় হইলে আমরা আমাদের কমিশন লইব।

## ২ নং পত্র।

মহাশয়!

আমি আপনাদের প্রকাশিত কাগজটী পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন।

১। কাপড় ধোলাই করাইতে হইলে কি করিয়া ভাটী করিতে হয়?

২। ভাটী হইয়া গেলে কি করিতে হয়?

৩। কেমন করিয়া ইস্ত্রী করিতে হয়?

৪। ধোলাই করিতে হইলে কোন্ কোন্ যন্ত্রের প্রয়োজন? ধোলাই করার সমস্ত বিবরণ লিখিবেন।

গ্রাহক নং ১৭৮৬

## ২ নং পত্রের উত্তর

বর্ত্তমান আশ্বিন সংখ্যার কাগজ হইতে আমরা "ধোপার ব্যবসায়" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির করিতেছি; ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বহুদিন বাস করিয়া এই ব্যবসায়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এরূপ জনৈক বিশেষজ্ঞের দ্বারা এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। আপনার জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ের উত্তর এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে পাইবেন।

## ৩ নং পত্র।

সবিনয় নিবেদন—

১। কয়েকটি Button Factoryর ঠিকানা জানিতে পারিলে ভাল হয়।

২। তেঁতুল, বীচিওয়ালা ও বীচিকাটা—কি দরে চলিতে পারে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন কি?

৩। নিয়মিত ভাবে কলিকাতায় পান লয় এমন একটী পাইকার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন কি না, অথবা পানের কোন দালালের নাম ঠিকানা জানাইলে বাধিত হইব।

গ্রাহক নম্বর ১৭৭৮।

## ৩ নং পত্রের উত্তর

নিম্নলিখিত কারখানা গুলি ঝিনুক ও অন্যান্য জিনিষের বোতাম তৈয়ারী করিয়া থাকেন:—

1. Coronation Button Manufacturing Co.,
   Faridabad, Dacca.
   Factory—Anandabagh
2. Imperial Button Works,
   165/1, Old Baitakkhana Road,
   Calcutta.
3. Jessore Comb, Button and Mat Manufg. Co., Ld.,
   20/1, Lall Bazar Street, Calcutta.
   Factory—Jessore, Bengal.
4. Oriental Button Manufg. Co.,
   40, Kaparianagar, Dacca.
5. Oriental Horn & Pearl Button Factory,
   4, Tantibazar, Dacca.
6. Ghose Datta & Co.,
   71, Sakharibazar, Dacca.
7. East Bengal Button Manufacturing Co.,
   75, Lyall Street, Dacca.
8. Eastern small Industries Ld.,
   Lakshmi Bazar, Dacca.
9. Indian Commercial Syndicate,
   5, Kripa Nath Lane, Calcutta.
10. Indian Industrial Works,
    35, Diamond Harbour Road,
    Calcutta.

11. **East India Button Manufg. Co., 55/13, Canning Street, Calcutta.**
12. **Bharat Luxmi Co., Ld., 13, Kagchitola, Dacca.**
13. **Tirhoot Moon Button Factory, Meshi, Champaran, B. N. W. Ry.**
14. **Jupiter Button Manufg. Works, 71, Sutrapur, Dacca.**

এই সকল কারখানার নিকট মালের নমুনা ও দর পাঠাইয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করুন।

খ। যশোহর ও খুলনার তেঁতুলের আদর বেশী। যে তেঁতুলের রং কাল এবং রসে আঠা আঠা আছে তাহাই ভাল দামে বিক্রয় হয়। আপনি যেরূপ নমুনা পাঠাইয়াছেন সেরূপ তেঁতুলের বর্ত্তমান বাজার দর ৪॥০ টাকা হইতে ৫৲ মণ। অনেক শেয়ানা ব্যবসাদার তেঁতুলে জল খাওয়াইয়া ভারী করার চেষ্টা করে; ফলে কলিকাতার জেটীতে Exporterরা যখন মাল পরীক্ষা করে তখন এই সব মাল বাতিল হইয়া যায় অথবা দামে অনেক discount দিয়া তবে বেচিতে হয়। তেঁতুলে জল খাওয়াইলে সে তেঁতুল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার গায়ের আঠা কাটিয়া যাওয়ায় Exporterরা যখন হাতে করিয়া চটকাইয়া দেখে, তখন হাতে আঠা না লাগিয়া ভস্‌কা ভস্‌কা লাগে। তাহা ছাড়া তেঁতুলের রংও জল মিশাইলে নষ্ট হইয়া যায়। এই সব কারণে কাঁচা ব্যবসাদারেরা তেঁতুলে জল খাওয়াইয়া বেচিতে গেলে শেষে পস্তাইবেন। আবার অনেক ঘাগী ও শেয়ানা ব্যবসাদার আছে; তাহারা পাতলা এবং সস্তা দরের চিটাগুড় তেঁতুলের সহিত মিশাইয়া উহার ওজন বাড়ায়। অবশ্য তেঁতুলের বাজার খুব গরম থাকিলে এবং চিটা গুড়ের বাজার খুব নরম থাকিলে এইরূপ ভেজাল দেওয়া সম্ভব হয়। তেঁতুলের সহিত চিটা গুড় মিশাইলে উহার রং খুব চটকদার হয় এবং হাতে করিয়া চট্‌কাইলে খুব আঠা আঠা লাগে; সুতরাং Exporterরা খুব খুসী হয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, তেতুলের বাজার খুব চড়া এবং চিটা গুড়ের বাজার একেবারে নরম থাকিলেই তবে এই চালাকী চলে। এতগুলি কথা বলিলাম ইহার মানে এই যে কলিকাতায় তেঁতুলের চালান দিতে গেলে এই সব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

যাহা হউক যদি আপনার পোষায় তবে মাল পাঠাইয়া দিতে পারেন, সব বেচিয়া দিব। কিন্তু আগে নমুনা পাঠাইবেন।

গ। আপনার পানের বিজ্ঞাপন ত এই মাসেই বাহির হইল; এইবার দেখুন যদি কেহ এই কারবার করিতে ইচ্ছুক হন। কলিকাতায় এত হাজার লোক পানের ব্যবসায় করেন যে তাহাদের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবার সময় আমাদের নাই। আপনার কোনও আত্মীয় বন্ধুকে পাঠাইয়া, কিম্বা কিছু অর্থ ব্যয় করিলে আমরাও কোনও একজন লোকদ্বারা বৈঠকখানা, নূতন বাজার, পোস্তা, বেলেঘাটা ইত্যাদি পানের আড়তে লোক পাঠাইয়া, পাইকারদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনা যাইতে পারে। নিজেরা উদ্যোগী হউন। সবই আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে চলিবে কেন? সন্ধান আমরা দিতেছি, কিন্তু শ্রম ও অর্থ আপনাকে দিতে হইবে।

## গুনম্বর পত্র

মহাশয়!

ব্যবসা ও বাণিজ্য ভিঃ পিঃ যোগে পাইয়া সুখী হইলাম।

Incubator ও Brooder যন্ত্রের ও অন্যান্য বিষয় অবগতির জন্য ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাযথ পত্রোত্তর দানে উপকৃত ও সুখী করিবেন। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত

Incubator ও Brooder যন্ত্র ১২৫৲। ৩০৲ মূল্যের অপেক্ষা আরও কম মূল্যে পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা কয়টী ডিম তা দেওয়া যাইবে ও বাচ্চা পালন করা যাইবে? আপনার নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রেই বা কয়টী ডিম ফুটাইতে পারা যাইবে। উক্ত কল সম্বন্ধে ক্যাটলগ থাকিলে পাঠাইবেন, কিম্বা ক্যাটলগ পাইবার ঠিকানা জানাইবেন। যন্ত্রের order দিলে কত দিনে পাইতে পারি?

(২) Sterilizer যন্ত্রের মূল্য কত জানাইবেন। Order দিলে কত দিবসে পাইতে পারি?

(৩) ফলসংরক্ষণের উপযুক্ত চওড়া মুখ Screw-top ওয়ালা বোতল ও উক্তরূপ চওড়া মুখওয়ালা সাধারণ বোতলের শতকরা অথবা গ্রোসের মূল্য ও তদুপযুক্ত কর্কের মূল্যাদি জানাইবেন।

(৪) কৃষি সম্বন্ধীয় বাঙ্গলা ভাল পত্রিকার সন্ধান দিতে পারিলে বিশেষ ভাল হয়।

(৫) 'কাজের লোক' নামীয় কোন পত্রিকা আছে কি? মধ্যে মধ্যে কোন কোন পত্রিকায় কাজের লোকের সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত নামীয় পত্রিকা থাকিলে তাহার ঠিকানা জানাইবেন।

গ্রাহক নম্বর
১৭৯২

### ৪ নম্বর পত্রের উত্তর

১। ইনকিউবেটার ও ব্রূডারের মূল্য ১২৫৲ টাকার কমে নাই। যদি কেহ কম দামে দিতে চাহেন তবে জানিবেন যে, তাহা আসল নহে। যন্ত্রপাতি খুব ভাল এবং বিলাতী Maker এর কেনা উচিত। এ সব বিষয়ে ১০।১৫৲ টাকা বাঁচাইতে গেলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট গোছের হইবে। হয়ত শেষে আশানুরূপ ডিম ফুটিবে না। তখন ইন্‌কিউবেটারের দোষ হইবে। আমরা জগদ্বিখ্যাত Cyphers Incubator Coy এবং Hearson কোম্পানীর Incubator এর এজেন্ট। আমরা এজেন্ট বলিয়া ১২৫৲ টাকায় মাল দিতে পারি। আপনি নিজে আনাইলে অন্ততঃ ১৫০৲টাকা দাম লাগিবে। উহাদের ঠিকানা প্রবন্ধের মধ্যে দিয়াছি। অর্ডার প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে মাল পাইবেন। অর্ডারের সঙ্গে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। যন্ত্রের ছবিও প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছি। ইহার বেশী Catalogue এর মধ্যে আর কিছুই নাই।

২। Sterilizer এর সর্ব্ব নিম্নমূল্য ৪৫৲ টাকা। অর্ডার দিলে ঐরূপ সময়ের মধ্যে পাইবেন।

৩। ফলসংরক্ষণের উপযুক্ত চওড়ামুখ বোতল, পুরাতন চীনা বাজারের যে সকল বোতল-ব্যবসায়ী আছে তাহাদের নিকট পত্র লিখিয়া দাম জানুন। ইহারা সকলে জাপান ও বিলাতী বোতল আমদানী করে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত কারখানায় আমাদের নামোল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন। আমাদের নামোল্লেখ করিলে ভাল ব্যবহার ও বেশী Attention পাইবেন।

( ১ ) Artistic Glass Works Managing Agents:—J. Sanderson & Co.
1/2, Tagore Castle Street,
Calcutta

( ২ ) Calcutta Glass Works,
46, Nemoo Gosain Lane,
Calcutta

( ৩ ) Kashi Glass Manufg. Coy., Ld.,
1 B, Buchatola, Gaighat,
Benares

( ৪ ) P. G. S. Works Ld.,
Belgachia, Calcutta

(৫) Reliance Glass Works,
Santragachi, Howrah,
B. N. Ry.

(৬) Bombay Glass Manufg. Coy.,
51, Naigaum Road,
Dadar, Bombay

(৭) Western India Glass Works Ld.,
South Road
Dist. Panch Mahals,
B. B. & C. I. Ry.,
Bombay

(৮) Paisa Fund Glass Works,
Talegaon,
Dabhade (G. I. P. Ry.)
Poona

(৯) Jubblepur Glass Factory,
Ghamapur,
Jubblepur

(১০) Imperial Glass Works
Bhalwal,
Dist. Shahapur,
Punjab

(১১) Upper India Glass Works,
Ambala City,
Punjab

(১২) Allahabad Glass Works,
Naini,
Allahabad

(১৩) Coronation Glass Works,
Ferozabad,
Agra

(১৪) Tandon's Glass Works,
3 & 4 Civil Lines,
Bareilly

(১৫) United Provinces Glass Works,
Bhajoi,
Dist. Moradabad

(১৬) Bengal Glass Works, Ld.,
Managing Agents:—
Orphan Brothers,
Rammohan Home,
14, Vidyasagar Street
Calcutta

৪। কৃষিসম্বন্ধীয় কাগজের ঠিকানা :—

(১) ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ সম্পাদিত—"কৃষিসম্পদ"

(২) ২৭ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত—"আবাদ"

(৩) "কাজের লোক" আগে আমরা পাইতাম ; এখন আর পাই না। উহার ঠিকানাও জানি না।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটা আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

## চা'ল।

| | |
|---|---|
| বালাম নূতন ... ... | ৮॥০—১০৲ |
| ঐ পুরাতন ... ... | ৯৲—৯॥০ |
| সীতা ... ... | ৯।০—৯৸০ |
| কাজলা বা কুলী ... ... | ৫॥০— ৫৸০ |
| পাটনাই ... ... | ৮॥০ |
| রেঙ্গুনে আতপ ... ... | ৭॥৵০ |
| বাঁক তুলসী ... ... | ৯॥৵০ |
| নাগরা ... ... | ৮।০ |

## ডাল।

| | |
|---|---|
| অড়হরের ডাল কাণপুর ... | ৭৲—৭॥০ |
| ঐ দেশী ... | —৭৲ |
| খেসারির ডাল ... | ৫৲—৫।০ |
| ছোলার ডাল ... | ৬।০—৬॥০ |
| মস্থর ডাল দেশী ... | —৬৸০ |
| ঐ পাটনাই ... | ৭।০—৭॥০ |
| মস্থরের ডাল খাড়ী ... | —৮।০ |
| মটরের ডাল ছোট ... | —৫৸০ |
| ঐ সাদা ... | ৬।০ |
| মুগের ডাল ... | ১২॥০ |
| ঐ ভাজা নহে ... | ৯৲—৯৸০ |
| কালি কলাইয়ের ডাল ... | —৮॥০ |
| মাষকলাই বিউলি ... | ৮।০—৮॥০ |
| মাষকলাই ডাল দেশী ... | ৭৲ |
| ঐ পাটনাই ... | —৮৲ |

## কলাই।

| | |
|---|---|
| ছোলা বা বুট, পাটনাই ... | ৫৲—৫৸০ |
| ছোলা সহরের ... ... | ৪॥০—৪৸৵০ |
| ছোলা দেশী ... ... | ৪৲—৪৸০ |
| মাস কলাই, দেশী ... | ৫॥০—৫৸০ |
| ঐ পাটনাই ... | ৭৸০—৮৲ |
| মুসুরী কালই, দেশী ... | ৫৲ |
| ঐ পাটনাই ... | ৬৲ |
| কালী কলাই ... | ৬৲ |
| মুগ সোনা নূতন ... | ১৪৲—১৪॥০ |
| মুগ কৃষ্ণ দেশী ... | ৬৸০—৬৸৵০ |
| মুগ পশ্চিম হালি ... | ৭৲—৭।০ |
| সিঙ্গাপুর মুগ ... | ৮৸০ |
| মটর সাদা ... | ৫॥০—৫॥৵০ |
| মটর সবুজ ... | ৪৸০ — ৫৲ |
| মটর গুলি ... ... | ৩৸০— ৪॥০ |
| অড়হর দেশী ... | ৫৲—৫৵০ |
| ঐ কাণপুর ... ... | ৫।০—৫।৵০ |
| ঐ বৈদ্যনাথ ( নূতন ) ... | ৫॥০ |
| খেসারি নাগপুরে গোটা ... | ৩৲—৩॥০ |
| ঐ পাটনাই ... | ৪৲—৪৵০ |
| ঐ দেশী ... | ৩৲—৩।০ |

## ঘৃত

| | |
|---|---|
| কয়ারালাল সাগর ... | ৭১৲ |
| শ্রীঘৃত ... | ৯০৲ |
| ঘৃত ( মহিষের ) মুঙ্গেরে মটকি ... | ৭৬৲—৮৫৲ |
| মটকি বেলিয়া ... | ৮২॥০ |
| খুরজা ... | ৭৫৲—৮২৲ |
| মাকা ... | ৮২৲ |
| গাওয়া ... | ৯৫৲ |

## তৈল

নারিকেল তৈল ১নং ২৪॥০ কোচিন ২৪॥০
দেশী ... ... কলম্বা ২৩॥০ ২৫৲
রেড়ির তৈল ১নং ১৮৲ অডিনারি ১৬৲
৩নং ১৪৲ ... ২নং ১৬৲ ১নং ১৮৲
সরিষার তৈল কলের ২৪৲—২৪॥০—২৬৲
সরিষার তৈল ঘানির ... ২৭॥০

| | | |
|---|---|---|
| মসিনার তৈল গৌরীপুরে | ... | ২৫৲—২৬৲ |
| বাদাম তৈল চীনা | ... | ২২॥০—২৬৲ |
| তিল তৈল খাঁটী | ... | ৩১৲ |
| কোঁচড়া | ... | ২৩৲ |

## কেরোসিন তৈল

| | | | |
|---|---|---|---|
| কেরোসিন তৈল শ্লোফ্লেক | বাক্স সমেত | | ৯৸৵০ |
| ঐ | গিরজা | ঐ | ৯॥৶০ |
| ঐ | ভিক্টোরিয়া | ২টীন | ৬৶০ |
| ঐ | হাতি মার্কা | ঐ | ৭।৵০ |
| ঐ | বাদর মার্কা | ঐ | ৭॥০ |
| ঐ | রাণী „ | ঐ | ৮।০ |
| বর্ম্মা নূতন স্বদেশী হাঁস মার্কা | | ঐ | ৬।০ |
| গোল্ড মোহর বর্ম্মা ২ টিন | | ঐ | ৭।৴০ |
| লোহাঙ্গের পাকা ৫ গেলেন | | | ... |
| ঐ | ফুলমার্কা | ... | ... |
| ফ্রেঃ পালীব | | ... | ৩॥০ গেলেন |
| ১০ গেলেন ১ বাক্স প্র্যাট মার্কা | | | ৩০৲ |
| ঐ | তালগাছ | | ... |
| ফেনাইল ( অর্ডিনারী ) গেলন | | | ১।৴০—১।৵০ |

## লবণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিবার পুল | ১০০/ | ... | —১৯৪৲ |
| করকচ | ... | ... | —১৯৪৲ |

## তৈলবীজ

| | |
|---|---|
| সরিষা কাজলা ভুমকা কাণপুর ... | ৮৸০—১০৲ |
| ঐ সেতি ... | ১০—১১৲ |
| তিসী ঝাড়া ( শতকড়া ৫/ খাদ ) ... | ৭॥০ |
| গম জামালপুর ( শতকরা ৭॥ খাদ ) ... | ১০৲ |
| ঐ শিবগঞ্জ দুধে ( ৫/ খাদ ) | ... |
| ঐ কাণপুর দুধে ( ৫/ খাদ) | ৬॥০ |
| ঐ বক্সার দুধে ( ঐ ঐ ) | ৮৸০ |
| ঐ গঙ্গাজলি ( ঐ ঐ ) | ৭॥০—৮৲ |
| পোস্তদানা ( শত ঝাড়াকরা ৫/ খাদ ) | ৬॥০—১১৲ |
| তিল সফেদ ... | ১৮৲—২০৲ |
| তিল কাট ... ... | ১০৲ |
| তিল কৃষ্ণ ... ... | ১২॥০ |
| রেড়ী দেশী ... ... | ৬॥০—৭।০ |
| ঐ মাদ্রাজী ... ... | ৭৲—৭।০ |
| হরিতকী ... ... | —৩।০ |
| ঐ ভাঙ্গা ... ... | ৬॥০—৬৸০ |

মাট বাদাম বা চীনা বাদাম ৩৸৵০,খোসা ছাড়ান ৯৸৵০

## যব ও বার্লি

| | | |
|---|---|---|
| যব পাটনাই | ... | ৪॥৵—৪৸০ |
| কে. সি বসুর পার্ল বার্লি | ... | ১৭৲ |

## মিছরী

| | |
|---|---|
| কারখানার মিছরী ১নং | ১২॥০ |

## চিনি

| | | |
|---|---|---|
| দোবরা | ... | ১৩৲ |
| একবরা | ... | ২২৲ |
| সাদাজাবা | ... | ১১।০ |
| হিন্দুস্থান চিনি | ... | ১২৲ |
| জাবা চিনি লাল | ... | ১১।০ |
| ঐ ডক্ হইতে | ... | ৯॥৵০ |
| চিনিপটী | ... | ১০।৶০ |
| চিনিপটী | ... | ৯৸০ |
| পাশা | ... | ১১৸৵০ |
| গাস্তিরা | ... | ১১॥৶০ |
| ক্যালকাটা | ... | ১১॥৴০ |
| বিটন | ... | ১১।৴০ |
| নিরপুরা | ... | ১১॥১০ |
| বেগম | ... | ১১।৴০ |

## বিবিধ

তেঁতুল .. ৯।০—১১৲
শীমুল তুলা কল দ্বারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা ৪৯৲—৫০৲
খোসা ও বীজ সহিত দেড়মণি বস্তার মূল্য ২৭৲—২৯৲

## মধু

মধু ১নং ২৫৲ ২নং ২২৲

## ময়দা

| | |
|---|---|
| ময়দা ১নং | ৯।০ |
| ঐ ২নং | ৯৲ |
| ঐ ৩নং | ৮৸৵০ |
| বাঙ্গাব আটা ১নং বিঃ | ৮৸৵০ |
| ঐ ২নং | ৭৸০ |
| ঐ ৩নং | ৬৲ |
| সুজি নং | ৯৲ |
| ২নং | ৭৸০ |
| ভূসী ২৸৵০ ২৸০ | — |

## বাতী

| | |
|---|---|
| বেঙ্গন ১৬ আউন্স পতি প্যাকেট | ॥৫ |
| " ১৪ " " | ।৶৫ |
| " ১২ " | ।৵১০ |
| " ১০ | ৫ |
| " ৮ | ⁄৫ |
| " ৬ " " | ।৶০ |
| রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ির যাত্রী | ।৵০ |

## ছাতা

নন্দলাল দত্ত

| | | |
|---|---|---|
| গোল সাক | ২২।১৪ ইঃ | ১২॥০ |
| স্প্রিং | ২২।২৪ ইঃ | ১৯৲ |
| গোল সাঁএ | ২০ ইঃ | ৯॥০ |
| রেলি স্প্রিং | ২স্থ ইঃ | ৩২৲ |
| বেটে ১২ নং | ২৪।০৬ ইঃ | —২২৲ |
| ঐ ১৯নং | ২৪।২৬ ইঃ | —২৬৲ |
| ঐ ১১নং | ২৪।২৫ ইঃ | ২৮৲—৩০॥০৲ |
| বাজাবাণী ১২ নং | ২৪ ২৬ ইঃ | ১৪৲ |
| ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট | ২৬ ইঃ | ৪৮৲ |
| ডিসন ব্রাদার্স | ২৪।২৬ ২৪ ইঃ | ২১॥০— |
| ইষ্টিল বাঁট ১২ নং | | ২৬৲ |
| ১৯ নং | ঐ | ২৯৲ |

## বেণে মসলা

| | | |
|---|---|---|
| মরিচ ( আলজ্ঞী ) | ৫৩।০ | মণ |
| মটন কবণ ফ্লাওয়াব | ১৩৸০ | কেশ ৩ ডজন |
| মুশব্বর | ৪০৲ | মণ |
| মাজুফল | ৭০৲ | |
| মিছরি কুন্দা ১নং | ১২॥০ | " |
| মৌরি সবেশ | ০১৲ | " |
| মৌরি মাঃ | ১০৲ | " |
| মেথী | ৬৸০ | " |
| রসসিন্দুর নরম | ৭৸০ | সের |
| রসসিন্দুর কড়া | ৬৸০ | " |
| রসাঞ্জন | ২৮৲ | মণ |
| রসকর্পূর | ১১৲ | সের |
| রূপা মুস্তফী ২নং | ২৬৲ | মণ |
| ঐ ১নং | ৪৲ | সের |
| রিটে | ০৩৲ | মণ |
| বাং এলাচ | ৫।০ | সের |
| লবঙ্গ জং | ৬১৲ | মণ |
| ঐ কেমা | ৫৪৲ | " |
| লঙ্কা পাটনা | ২০॥০ | " |
| ঐ কটকী | ২৬।০ | " |
| শুপারি গোটা | ১৭৲ | " |
| ঐ দেশী নূঃ | ২৬৲ | " |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গুপারি কাটা সিঙ্গাপুর | ১৯৲ | " | কুড় আসল | ৯।।০ | সের |
| গুপারি কাটা পিনাং | ২০৸০ | " | কলম্বা | ৯।।০ | মণ |
| সরিষা | ৯৸০ | " | কটকী | ৩০৲ | ,, |
| সিরিশ চিনা | ৪৭৲ | " | ক্লিঃ করণ ফ্লাওয়ার ৩ ডজন | ১৬।।০ | পেটি |
| সিরিশ বিঃ | ২৪৲ | " | ক্যাজীপটী ১নং | ১৵০ | বোতল |
| ঐ কাণপুর | ১৫৲ | " | কড়া হিঙ্গুল | ৫৸০ | সের |
| সালম্ মিছরী | ৭৲ | সের | খদির গুটী ১নং | ২৯৲ | মণ |
| সালম্ মিছরী বড় | ১।০ | " | খদির ২নং | ২৫৲ | ,, |
| সটীর পালো | ১৯৲ | মণ | খদিরর ৩নং | ২২৲ | ,, |
| শুট | ১৭৲ | " | খদির ৪নং | ২০৲ | ,, |
| সোনা পাতা | ৯৲ | ,, | খদির ৫নং | ১৮৲ | ,, |
| সাঃ জীরা | ২৮৲ | " | রেঃ খদির ১নং | ৩১৲ | ,, |
| সাঃ মরিচ | ৯৬৲ | " | রেঃ খদির ২নং | ২৮৲ | ,, |
| হরিদ্রা পাবনা | ৮।।০ | " | গুগুল | ১৮৲ | ,, |
| হরিদ্রা রং | ৭।।০ | " | গঁদ আরবি ১নং | ৩৫৲ | ,, |
| হরীতকী | ৪৲ | " | ঐ ২নং | ২৮৲ | ,, |
| হরলিকস্ বড় | ২৬।।৵০ | ডজন | গালা ১নং পিওর | ২।।০ | সের |
| হরলিকস্ ছোট | ১৫।৵০ | ডজন | ঐ ২নং | ২৲ | ,, |
| হিং মুলতান ১নং | ৩৲ | সের | গালা মাঃ | ৫৫৲ | " |
| ঐ ঐ ২নং | ৬৲ | " | গোঃ নির্য্যাস | ২৶০ | ডজন |
| ঐ ঐ ৩নং | ১০৲ | " | চন্দন সাদা | ৭০৲ | মণ |
| হিরাকশী | ৩৸০ | মণ | চন্দন লাল | ১০৲ | " |
| মিরাবাতী বাক্স ১৬ আউন্স | ।৵১০ | | চা পাতা ১নং | ৯২৲ | ,, |
| মিরাবাতী বাক্স ১৪ আউন্স | ।৵০ | | চা পাতা ২নং | ৬০৲ | " |
| কিশমিশ | ৪৩৲ | মণ | চালমুগরা ফল | ১৪৲ | ,, |
| কালজীরা | ১৩৲ | ,, | চালমুগরা তৈল | ১১৲ | ডজন |
| কর্পূর চিমা | ৪৸০ | ,, | চন্দন তৈল | ৩৮৲ | সের |
| কর্পূর সানুকী | ৫৵০ | ,, | জীরা ১নং নুতন | ২৭৲ | মণ |
| ক্যাশভা দানা | ১০৲ | মণ | জীরা ২নং " | ২৩৲ | " |
| ক্যাশভা ফ্লাওয়ার | ৯৸০ | ,, | জায়ফল | ৬০৲ | " |
| কুইনাইন হাওয়ার্ড | ১।৵১৫ | ফাইল | জৈত্রী | ৬৲ | সের |
| কুইনাইন হেরিং | ১।৵১৫ | ,, | জোয়ান | ১২।।০ | মণ |

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] কার্ত্তিক ১৩৩৩ [ ৭ম সংখ্যা

## খোকার জাগরণ

( ১ )

আর কত কাল গাইবি মা তুই ঘুমপাড়ানি গান?
ক্লান্ত হয়ে এলো যে তোর খোকার কচি প্রাণ।
আড়াল ক'রে আঁচল তলে
বাহুর ডোরে সোহাগ ছলে
আর কত রাত বাঁধবি মাগো? হ'লাম্ যে হয়রাণ!
আর কত দিন্ শুন্‌বো গো তোর এক ঘেয়ে ঐ গান।

( ২ )

কতই যে রাত এলো গেলো আঁধার জোছনায়
গল্প গানে ঘুমিয়ে প'লাম এম্নি দু'জনায়
সুখ্ স্বপনের গোপন পুরে
একলা মনে এলাম্ ঘুরে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসী ডাক্‌ল, "বাছা আয়"!
তাদের কোলেই রাত গিয়েছে আঁধার জোছনায়!

( ৩ )

মাগো আজি গানের সুরে ঘুম যাবোনা আর,
অন্ধকারের গহন বনে ঘুরবো সকল ধার।
জাগার নেশার মাতোয়ারা
আজকে আমি আপন হারা
তোর আঁচলের বাঁধন কেটে হবো ঘরের বা'র।
এম্নি ভাবে চুপটি করে ঘুম যাবনা আর।

( ৪ )

ছোট্ট খোকা নই মা আমি অনেক বড়ই বটি,
তোর কথাতেই কেবল রাতে জুজুর ভয়ে হটি।
করবো লড়াই ভূতের সনে
তা'তে আবার ভয় কি মনে?
তোর আদরেই কেবল আমার কুনাম গেল রটি।
এতটুকুন্ নই মা আমি. অনেক বড়ই বটি।

( ৫ )

ঐ যে মাগো বাঁশের বনে বৃষ্টি এল নামি,
মনে করিস্ ভয় পেয়েছি, শিউরে উঠি আমি ?
বলবো কি মা ? পুলক এযে,
হৃদয় আমার উঠল বেজে,
বাদলা-সুরে প্রাণটা যেন নাচ্‌বে সারা যামি !
রিম্ ঝিমি ঝিম্ বাঁশের বনে বাদল এলো নামি।

( ৬ )

পথে পথে গান ধরেছে ঝিঁঝিতে আর ভেকে,
মাতাল হয়ে ফির ছে যেন তোর খোকাকেই ডেকে।
হয়ত দূরে স্ফূর্ত্তি লুটে
নদীরা সব বেড়ায় ছুটে,
মনটা আমার উঠ্‌বে ফুটে তা'দের ছবি এঁকে।
আজ তুফানে গান ধরেছে ঝিঁঝিতে আর ভেকে।

( ৭ )

কে জানে মা, রাতের বুকে এতই মজা ছিল,
আজকে আমার শিরায় শিরায় নাচন তুলে দিল !
সাহস জমে আসছে বুকে,
রক্ত ক্রমে উঠছে রুখে,
আজকে পায়ের সব জড়তা কে রে হরে নিল !
অন্ধকারের বুকে কি মা এতই মজা ছিল ?

( ৮ )

আজগে আমায় যেতে দেগো যেথায় যেতে পারি,
তেপান্তরের পারে আছে রাজকন্যের বাড়ী !
বহুদূরের পথের শেষে
যাবো আমি তারিই দেশে,
আজত আমি ঘরের কোণে রইতে যেন নারি।
এই বাদলে যেতে দেগো যেথায় যেতে পারি।

( ৯ )

গল্পে শুধু শোনালী সেই রাজকুমারীর কথা,
একাকিনী মায়ার পুরে গভীর ঘুমে রতা।
রাক্ষসেরা ঘুম পাড়ালে
রূপোর কাঠি ছুইয়ে তালে,
হায়, কিশোরীর রূপের ছটায় আনলে মলিনতা।
গল্পে আমি শুনেছি সেই রাজকুমারীর কথা।

( ১০ )

বল্ মা সবই সত্যি কথা, আছে সে মা আছে,
সোনার কাঠি পরশ পেলে অমনি জেগে বাঁচে !
লক্ষ যুগের নিদ্রা নিয়ে
প্রাণটা তাহার যায় হাঁপিয়ে,
আজ বুঝি সে গভীর স্বপ্নে আমায় শুধু যাচে।
জানি আমি সত্যি মা সেই রাজকন্যে আছে।

( ১১ )

আজকে আমি যাবো গো মা তাহারি উদ্ধারে,
সকল দানব ফেলবো মাগো মায়াপুরীর দ্বারে।
বাঁচবে মানুষ সারি সারি,
মহোৎসবে ভরবে বাড়ী,
রাজকন্যে জাগ্‌বে হেসে প্রাণেরি ঝঙ্কারে।
আজ নিশীথে যাব আমি তাহারি উদ্ধারে।

( ১২ )

হয়ত হাতে ফুলের মালা আস্‌বে ধীরে ধীরে,
বলবে মোরে ; "হে রাজকুমার, আজকে এলে ফিরে।
চিরকালের সাথী তুমি,
এবার এসো কপোল চুমি,
এত রাতের স্বপ্ন দিয়ে তোমায় ছিনু ঘিরে।"
রাজকন্যে আসবে মাগো আমার পাশে ধীরে।

( ১৩ )

ভয় কি মাগো ? খোকা যে তোর হবে রাজার ছেলে,
আসবে জিতে রাজ্য সে এক কেবল হেসে খেলে।
তুই যে হবি তার রাণী-মা,
থাকবে না আর সুখের সীমা,
তবে আমায় যেতে দে আজ মাথায় আশীস্ ঢেলে।
ভয় কি মাগো ? খোকাত এই থাকবে তোরই ছেলে।

( ১৪ )

ঐ শোন ফের্ ডাক্‌ছে বাঁদল ডাক্‌ছে কত সুরে,
বক্ষ আমার চলার নেশায় উঠছে পুরে পুরে,
ঘরের চালে ছাঁচ-তলাতে
বাজে সে সুর আজকে রাতে,
জড়িয়ে-আসা চোখের অলস দিচ্ছে ভেঙে চুরে।
উতল-করা বাদল ঝরে শোন্ মা কত সুরে!

( ১৫ )

এবার তবে থামা গো তোর ঘুমপাড়ানি গান,
একটা রাতি জাগ্‌তে দে মা, হলাম্ যে হয়রাণ!
ঘুমানো ত আছেই মা গো,
আজকে কেবল জাগো জাগো
খোকার বুকে পশেছে তোর জাগরণের বাণ।
আর কতকাল গাইবি মা তুই ঘুমপাড়ানি গান!

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

# ধোপার ব্যবসায়

জনৈক বিশেষজ্ঞদ্বারা লিখিত

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বস্ত্র ধৌত করিতে হইলে, বস্ত্র ধৌত করিবার প্রত্যেক জিনিষটির রাসায়ণিক গুণ এবং তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং এইবার আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

## জল

কাপড় কাচিতে হইলে জল একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায় বস্ত্র ধৌত করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক চক্ষু দিয়া জলকে দেখিতে হইবে। আমরা যাহাকে জল বলি, বৈজ্ঞানিক তাহাকে $H_2O$ বলেন।

## ইহার অর্থ কি?

বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সবই ধুলা-পরিমাণ হইয়া গেল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের হাতে উহারও নিস্তার নাই। শিশুর হাতের খেলনা ভাঙিয়া চুরমার হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের হস্তে সকলই জিনিসই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এমন চূর্ণ হইয়া গেল যে, চূর্ণের কণাগুলি কল্পনাই করা যায়—কোনটি বৈজ্ঞানিকেরই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আজও তাহা ধরা পড়িল না।

যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক জলকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এমন একটা সীমায় আসিয়া পড়িলেন যে, জল-কণাকে ভাঙ্গিলে আর জল কণা থাকিতেছে না, দুইটা বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থ পৃথক হইয়া পড়িতেছে—একটির নাম হাইড্রোজেন, আব একটির নাম অক্সিজেন। এই সঙ্গে আরও দেখিলেন যে, একভাগ অক্সিজেনের সহিত দুই ভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত হইলে জল উৎপাদিত হয়।

বাপ মা আদর করিয়া হয়ত ছেলের নাম রাখিলেন জগজ্জ্যোতি; কিন্তু ডাকিবার সময় ডাকেন জগা বলিয়া। নামকে সংক্ষেপ করিবার অভ্যাস মানুষের স্বভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অভ্যাস বোধ হয় বৈজ্ঞানিকদের বদভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে।

তাই তাঁহারা হাইড্রোজেনকে সংক্ষেপ করিয়া বলিলেন এইচ্ (H) এবং অক্সিজেনকে ও (O)।

হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু (atom) অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া একটি অণু (molecule) পরিমাণ জল উৎপাদন করে। ইহার সমস্ত অর্থ প্রকাশ করে এরূপভাবে জলের বৈজ্ঞানিক নামকরণ হওয়া প্রয়োজন; তাই জলের বৈজ্ঞানিক নাম হইল $H_2O$.

ইহাই হইল খাঁটি জল। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ পাওয়া সম্ভব নহে। কোন না কোনরূপে ইহার সহিত অন্য কোন জিনিষ মিশ্রিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জলের গুণেরও অনেক তারতম্য হয়।

অন্যান্য যে গুণেরই তারতম্য হউক না কেন, যাহাদ্বারা বস্ত্র ধৌতের ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই আমাদের বিশেষ বিবেচ্য ও আলোচ্য।

বৈজ্ঞানিক বলেন, দুই প্রকার জল আছে— soft water (নরম জল) ও hard water (কঠিন জল)। নরম জল এবং কঠিন জল বলিলে হাসি পায়। জল তরল পদার্থ—কঠিন হইলে বরফ হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নরম এবং কঠিন জল সমান তরল। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে একটু তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন।

যে জলে অল্প সাবান গুলিলেই সহজেই ফেনা হয়, তাহাকে নরম জল বলা হয়; যে জলে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা হয় না, তাহাই কঠিন জল। বৃষ্টির জল লইয়া যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উহাতে সহজেই সাবানে ফেনা হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয়, বৃষ্টির জল কঠিন নয়।

জল কঠিন হয় কেন? ক্যালসিয়াম্ ও ম্যাগনেসিয়ামের যৌগিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে জল কঠিন হয়।

জলের কাঠিন্য দুই প্রকারের—ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী। জলের সহিত যখন ক্যালসিয়াম্ বাই কার্ব্বনেট্ এবং ম্যাগনেসিয়াম্ বাই কার্ব্বনেট্ মিশ্রিত থাকে, তখন সেই জলকে ক্ষণস্থায়ী কঠিন (temporary hard) জল বলে। কিন্তু জলে ক্যালসিয়াম্ সালফেট, ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড্, ম্যাগনেসিয়াম্ সালফেট্ এবং ম্যাগনেসিয়াম্ ক্লোরাইড্ বর্ত্তমান থাকিলে জলকে চিরস্থায়ী কঠিন (permanent hard) বলে। উহার সহিত যদি এ্যালকেলি (alkali) দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহার কাঠিন্য দূর হয়।

কঠিন জলে অত্যধিক সাবান নষ্ট হয়। সুতরাং ধোপার ব্যবসায়ে কঠিন জল ব্যবহার করা উচিত নয়। অতএব জল ব্যবহার করিতে হইলে, তাহা কঠিন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার, এবং কঠিন হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় কাঠিন্য দূর করিয়া উহা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

১। ফুটাইতে পারিলে জলের কাঠিন্য দূর হয়। কিন্তু বেশী পরিমাণ জল হইলে, উহা ফুটাইতে কিছু খরচ পড়ে। তবে উত্তাপ যদি কোন কাজে খাটাইয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে অবশ্য খরচ পোষাইয়া যায়।

২। চুণের জল মিশাইয়াও কাঠিন্য দূর করা যায়।

৩। কষ্টিক্ সোডা, কষ্টিক্ পটাশ্ এবং এ্যামোনিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়।

৪। সোডিয়াম্ ও পোটাসিয়াম্ কার্ব্বনেট্ মিশাইলেও জলের কাঠিন্য দূর হয়।

৫। বোরাক্স্ ও সোডিয়াম্-সিলিকেট্ জাতীয় এ্যালকেলি মিশাইলে জল নরম হয়।

৬। কাঠের ছাই মিশাইলেও কার্য্য সাধিত হয়। ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচ পড়ে।

৭। সাবান মিশাইলেও জলের কাঠিন্য

দূর হয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

জলের ক্ষণস্থায়ী কাঠিন্য দূর করিবার জন্য চূণ বা চূণের জল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চূণের জল যেন অত্যধিক মিশ্রিত করা না হয়; কারণ চূণের জল নিজেই কঠিন। সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্ মিশাইয়াও জলের কাঠিন্য দূর করা যায়।

সাবান দিয়া জলের কাঠিন্য দূর করিবার জন্য সাবান ব্যবহার করিতে হইলে প্রতি গ্যালনে নয় দশ গ্রেণ সাবান ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় লণ্ড্রিতে (Laundry) জলের কাঠিন্য দূর করিবার জন্য সোডা এবং চূণ একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। সোডা, জলের চিরস্থায়ী কাঠিন্য (permanent hardness) এবং চূণ, জলের ক্ষণস্থায়ী কাঠিন্য (temporary hardness) দূর করে। সুতরাং উহা ব্যবহার করিতে হইলে জলে যে পরিমাণ ক্ষণস্থায়ী কাঠিন্য এবং চিরস্থায়ী কাঠিন্য বর্ত্তমান, তাহা জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। কারণ—(১) ষ্টাণ্ডার্ড সোপ সলিউসন (standard soap solution) দ্বারা জলের কাঠিন্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। (২) যতটুকু চূণ এবং সোডার প্রয়োজন, তাহার বেশী হইলে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। (৩) জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য ট্যাঙ্কের প্রয়োজন; কিন্তু গার্হস্থ্য ব্যাপারে ইহার ব্যবস্থা হওয়া সকল সময়ে সম্ভব নহে। (৪) এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ জল নরম করা হয়, কিন্তু পারিবারিক ব্যবহারের জন্য এত প্রচুর পরিমাণ জলের কোন প্রয়োজনই হয় না।

জলে কাঠিন্য বর্ত্তমান কি না, তাহা বুঝিতে হইলে সামান্য একটু জল লইয়া তাহাতে সাবান গুলিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি সহজেই ফেনা হয় এবং ফেনা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জল নরম। কিন্তু যদি সহজে জলে ফেনা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জলে কাঠিন্য বর্ত্তমান।

কাপড় কাচিতে যাইয়া জল কঠিন না নরম, এ অদ্ভুত কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার এত কি প্রয়োজন, এ প্রশ্ন অনেকেই হয়ত করিয়া বসিবেন। ইহার যে বিশেষ প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ—

১। জল নরম হইলে সময় এবং পরিশ্রম অনেক পরিমাণে বাঁচিয়া যায়।

২। সাবানের খরচ কম হয়।

৩। কাপড় বেশী ঘসড়াইবার বা আছড়াইবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কাপড় সহজে ছিঁড়ে না।

## সাবান

এ পর্য্যন্ত আমরা জল সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। এইবার আমরা বস্ত্রধৌতের অন্যতম প্রধান উপকরণ সাবান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সাবান সাধারণতঃ পশুর চর্ব্বি বা উদ্ভিদজাত তৈলের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল সাবান শক্ত, তাহা সাধারণতঃ পশুর কঠিন চর্ব্বির দ্বারা প্রস্তুত হয়; যে সকল সাবান নরম, তাহা নরম চর্ব্বি বা তৈলের দ্বারা প্রস্তুত।

সাবান নানা রকমের আছে। কোন্ সাবান ব্যবহারের উপযোগী, কোন্ সাবান ভাল এবং ব্যবহারে কম খরচ পড়ে, তাহা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সাবানে কোন্ কোন্ জিনিষ ভেজাল হিসাবে মিশ্রিত করা হয়, তাহার আলোচনা করা যাক্।

সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক সময় রঞ্জন ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ হলদে সাবানে ইহা থাকে। ইহা সস্তা এবং ইহাতে সাবানের ফেনা বাড়ে। এাল-

কেলির সংমিশ্রণে উহা সাবানের ময়লা সাফ্ করিবার গুণ বৃদ্ধি করে। সাবানের মধ্যে পরিমিত ভাবে উহা থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু অপরিমিতভাবে থাকিলে উহাকে সাবানের ভেজাল বলিতে পারা যায়।

পাইন গাছের রস হইতে টার্পিন তৈল প্রস্তুত করা হয়। টার্পিন তৈল প্রস্তুত করিবার সময় উহার তলায় যাহা পড়িয়া থাকে, তাহাই রজন। উহা আল-কোহল, টার্পিন তৈল, ইথার, বেঞ্জিন এবং কষ্টিক সোডা বা পটাশের দ্রাবণে গলিয়া যায়, কিন্তু জলে গলে না। ইহা সাবানে অতিরিক্ত মিশ্রিত থাকিলে সাবান খুব ভারি হয় এবং হলদে রং গাঢ় হয়।

ফ্রি এ্যালকেলিও ( Free alkali ) ভেজাল হিসাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহা দেহ এবং কাপড় উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

সাবানে বেশী জল দিয়া উহার ওজন বৃদ্ধি করা হয়।

সাবানে যে সকল ভেজাল মিশ্রিত করা হয়, তন্মধ্যে সোডিয়াম্ সিলিকেট্ (sodium sillicate ) অন্যতম। যদিও ইহার জল নরম করিবার শক্তি এবং কাপড় সাফ্ করিবার ক্ষমতা আছে, তথাপি ইহা কাপড়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

সোডিয়ম কার্ব্বনেটও (Sodium Carbonate) সাবানে ভেজাল দেওয়া হয়। দেহের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর। সাবানে সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্ আছে কি না, তাহা জানিতে হইলে যে কোন এসিড্ সাবানে দিলে যদি ফেনা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহাতে সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্ আছে।

বাড়ীতে কাপড় কাচিবার জন্য সাবান ব্যবহার করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত :—

১। সাবান কিনিবার সময় আঙ্গুল দিয়া সাবান টিপিবে। যদি আঙ্গুল বসিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সাবানে অত্যন্ত জল বর্ত্তমান।

সাবান ওজন দরে ক্রয় করিয়া কয়েকদিন রাখি-বার পর যদি দেখা যায়, সাবানের ওজন পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সাবান নিকৃষ্ট।

২। সাবানের রঙ্ অত্যন্ত গাঢ় কি না দেখিতে হইবে।

৩। আঘ্রাণ লইতে হইবে।

৪। কাপড় কাচিবার সময় ভাল ফেনা হয় কি না, এবং কাপড়ের রং বিবর্ণ হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

খানিকটা সাবান একটা কাঁচের গ্লাসে লইয়া তাহাতে মেথিলেটেড্ স্পিরিট্ দিতে হইবে। গরম জলে উহা বসাইয়া সাবান গলাইয়া ফেলিতে হইবে, সাবান গলিয়া গেলে উহাতে দু'এক ফোঁটা ফিন্‌লপ্-থেলিন (phenolpthalein) মিশাও। যদি উহাতে এ্যালকেলি থাকে, তাহা হইলে বেগুণি রঙ্ দেখা যাইবে। উহাতে দু'এক কোটা এসিড্ দিলে যদি তৎক্ষণাৎ বেগুণি রঙ্ দূরীভূত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহাতে সামান্যই এ্যালকেলি আছে। কিন্তু রঙ্ নষ্ট করিবার জন্য আরও এসিড্ দিবার প্রয়োজন হইলে বুঝিতে হইবে, অত্যধিক এ্যালকেলি আছে।

## সাবান কেন ব্যবহার করা হয়

বস্ত্রে চর্ব্বি বা তৈল জাতীয় পদার্থ লাগিয়া ও তাহার সহিত ধূলা আটকাইয়া বস্ত্রকে ময়লা করিয়া দেয়। সাবান, চর্ব্বি বিদূরিত করিয়া কাপড় হইতে ময়লা সাফ্ করিয়া দেয়, এবং জল নরম করিয়া কাপড় পরিষ্কার করিবার সহায়তা করে। এই কারণেই সাবান ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## এ্যালকেলি

এ্যালকেলির আস্বাদন সাবানের মত। ইহা লাল কাগজকে ( red litmus ) নীল এবং হলদে

কাগজকে বাদামী রঙে পরিবর্ত্তিত করে।

কার্ব্বলিক্ এসিড্ গ্যাস্ গ্রহণ করিবার শক্তি উহার আছে।

এসিডের প্রতি উহার একটা রাসায়নিক আকর্ষণ আছে। এসিডের সহিত এ্যালকেলির সংমিশ্রণে সল্ট (salt) প্রস্তুত হয়।

সোডিয়াম্ হাইড্রোক্সাইড্ বা কষ্টিক্ সোডা (sodium hydroxide or caustic soda), পোটাসিয়াম্ হাইড্রোক্সাইড্ বা কষ্টিক্ পটাশ (potassium hydroxide or caustic potash), এমোনিয়াম্ হাইড্রোক্সাইড্ বা এমোনিয়া (ammonium hydroxide or ammonia) এবং ক্যালসিয়াম্ হাইড্রোক্সাইড (calcium hydroxide) বা চুণ—এই গুলিই প্রধান এ্যালকালি।

## সোডিয়াম্

যে সকল ধাতুর সহযোগে এ্যালকেলি উৎপন্ন হয়, সোডিয়াম্ তাহার মধ্যে অন্যতম। ইহা কখনও এক-ভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু অন্যের সংযোগে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। প্রধানতঃ উহা লবণের মধ্যে বর্ত্তমান। লবণের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (sodium chloride বা NaCl)। ইহা রৌপ্যের মত শুভ্র ধাতু, কিন্তু নরম এবং জল অপেক্ষা হাল্কা।

রসায়ণ শাস্ত্রে যাহাকে সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্ (sodium carbonate) বলা হয়, আমরা সাধারণতঃ তাহাকে সোডা বলি। নূন অর্থাৎ সোডিয়াম্ ক্লোরাইডের সহিত এমোনিয়াম্ বাই কার্ব্বনেটের (Ammonium bicarbonate) সংমিশ্রণে সোডা প্রস্তুত হয়। এই সোডা বায়ুর সম্পর্কে আসিলেই ফেনা বাহির হইতে থাকে। কাপড়-কাচা সোডাও এই জাতীয় সোডা।

## উহার আবশ্যকতা

আজকালকার ধোপারা সাধারণতঃ এই সোডা দিয়াই কাপড় সাফ্ করিয়া থাকে। সোডার কাপড় সাফ্ করিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু অপরিমিত ভাবে ব্যবহৃত হইলে কাপড় পচিয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এরূপ ব্যাপক ভাবে উহার ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাহা সত্ত্বেও ধোপার কাজে ইহা ব্যবহার হওয়ার সার্থকতা আছে। ইহা—

১। জলকে নরম করে।

২। তৈল বা চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ কাপড় হইতে দূর করে।

৩। এসিডের ক্ষতি করিবার ক্ষমতা নষ্ট করে।

ইহা ভালরূপে ঢাকিয়া জারের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া উচিত। ইহা দেখিতে সাদা গন্ধশূন্য পাউডারের মত।

রসায়ণ শাস্ত্র অনুসারে দুই প্রকারের সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্ আছে। এক প্রকারের মধ্যে জল বর্ত্তমান এবং উহার রাসায়ণিক ফরমূলা হইতেছে $Na_2CO_3 10H_2O$; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে জল বর্ত্তমান নাই—এবং উহার ফরমূলা হইতেছে $Na_2CO_3$ উভয়েরই এক প্রকার গুণ। উপরে যে গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উভয়েরই গুণ। সাধারণ ব্যব-হারের জন্য প্রথমোক্ত সোডাকে ক্রিষ্টাল সোডা (crystal soda), এবং দ্বিতীয় প্রকারের সোডাকে সোডা এ্যাস্ (soda ash) বলা হয়।

## নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্

প্রকৃতির রাজ্যে নূন বা সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ অপর্য্যাপ্ত ভাবে ছড়ান রহিয়াছে। ইহা সমুদ্রেও বর্ত্তমান এবং খনির মধ্য হইতেও পাওয়া যায়।

## ধোপার কাজে ইহার প্রধান ব্যবহার

১। রঙিন জিনিষ ধুইতে হইলে রঙ যাহাতে না

উঠিয়া যায়, তজ্জন্য উহার ব্যবহার করা দরকার।

২। রুমাল শক্ত করিবার জন্যও উহা ব্যবহার করা হয়।

৩। ফলের রস লাগিয়া দাগ ধরিলে উহার সাহায্যে তাহা উঠাইয়া ফেলা হয়।

## পোটাসিয়াম্ কার্ব্বনেট

কাঠ পোড়া ছাই হইতে পোটাসিয়াম্ কার্ব্বনেট্ (Potassium Carbonate = $K_2 CO_3$) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ধোপার কাজের জন্য কেবল ছাই হইলেও কার্য্য চলিতে পারে।

পোটাসিয়াম্ কার্ব্বনেট্ শুভ্র, গন্ধহীন, পাউডার সদৃশ্য। দাগ তুলিতে এবং জল নরম করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক স্থানে উত্তমরূপে বন্ধ করা জার বা কাচের শিশিতে ইহা রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ছাই ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমে খানিকটা ছাই একটি ট্যাঙ্ক বা বড় পাত্রে ফেলিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া বেশ করিয়া জল নাড়িতে হইবে। খানিক ক্ষণ স্থিরভাবে থাকিবার পর ছাই নীচে সঞ্চিত হইলে জল আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

## এমোনিয়া

এমোনিয়া (Ammonia) নানা প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তবে এমোনিয়াম্ ক্লোরাইড্ (ammonium chloride) বা সাল এমোনিয়াকের (Sal ammoniac) সহিত চুণ মিশাইয়া গরম করিলে এমোনিয়া বাহির হয়। এমোনিয়া একরূপ বায়বীয় পদার্থ (gas), ইহার কোনরূপ বর্ণ নাই, কিন্তু তীব্র গন্ধ আছে। ইহা এ্যালকেলির গোষ্ঠিভুক্ত।

১। জল নরম করিতে,

২। চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ দূর করিতে,

৩। দাগ উঠাইতে, এবং

৪। কাল রঙের জিনিষ সাফ্ করিতে,

ইহা ব্যবহৃত হয়।

যে বোতলে উহা থাকিবে, তাহার কাঁচের বা রবারের ছিপি থাকা দরকার এবং বোতলটি ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হইবে।

## বোরাক্স বা সোহাগা

তিব্বত, পেরু, চিলি প্রভৃতি স্থানে ইহা পাওয়া যায়; ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি শুষ্ক হ্রদের মধ্যেও প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্ ও বোরিক্ এসিড্ সংযোগে উহা প্রস্তুতও হইয়া থাকে।

### ব্যবহার

১। জল নরম করিতে,

২। দাগ তুলিতে,

৩। কাপড় সাদা করিতে,

৪। শক্ত করিতে, এবং

৫। চক্ চকে করিতে

উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একটি জারের মধ্যে করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত।

## শ্বেতসার

প্রায় সকল গাছেই কিছু না কিছু পরিমাণে শ্বেতসার বর্ত্তমান। চা'লের মধ্যে শতকরা ৭৬ ভাগ, জনার ও গমে শতকরা ৭০ ভাগ, আলুর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ শ্বেতসার বর্ত্তমান।

## গমের শ্বেতসার

একটি কাপড়ে খানিকটা ময়দা বাঁধিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে তাহা চটকাইলে জলের তলায় একরূপ সাদা পদার্থ সঞ্চিত হইবে, তাহাই গমের শ্বেতসার।

## চাউলের শ্বেতসার

চাউলের শ্বেতসার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে চাউল এ্যালকেলি দ্রাবণে ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর দ্রাবণ তুলিয়া ফেলিয়া চা'ল ধুইয়া ফেলিতে হইবে, এবং উহা যাঁতায় পিষিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই চাউল-গুঁড়া বা সবেদা দ্বিগুণ পরিমাণে এ্যালকেলিতে দিতে হইবে। শ্বেতসার নীচে সঞ্চিত হইবে, এবং অবশিষ্ট পদার্থ এ্যালকেলির সহিত মিশ্রিত হইবে। উহা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর শ্বেতসার জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে। ৭০ ঘণ্টা স্থির ভাবে থাকিবার পরে জল ফেলিয়া দিয়া উহা শুকাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রয়োজন মত নীল মিশাইলেই ব্যবহারের উপযোগী শ্বেতসার প্রস্তুত হইল।

এই খানে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, এ্যালকেলি বা জল মিশাইয়া উহা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে উহা গাঁজিয়া যাইয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

চাউলের সারই ধোপার কাজের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ উহার কণা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুতরাং উহা সকল প্রকার বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং উহা দ্বারা কাজ খুব সুন্দর হয়।

## গমের শ্বেতসার

বিলাতের বড় বড় রজকাগারে গমের শ্বেতসার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটা কাপড় ইহাতে সহজেই শক্ত হয়। কলার, কফ্ ইত্যাদি শক্ত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## আলুর শ্বেতসার

কাপড় এবং সূতা শক্ত করিবার জন্য উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## জনারের শ্বেতসার

গমের শ্বেতসার যেমন ভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহাও তেমনি ব্যবহৃত হয়। গমের শ্বেতসারের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহৃত হয়। কফ্, কলার প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্যও উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

## নীল শ্বেতসার

ইহা নিকৃষ্ট ধরণের চাউলের শ্বেতসার। সাদা ধব্‌ধবে শ্বেতসার তুলিয়া লইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে, ইহা তাহাই। উহার বর্ণ গোপন করিবার জন্য নীল রঙ্ মিশান হয়। সিদ্ধ করিয়া উহা ব্যবহার করিতে হয়।

## এক্‌রু শ্বেতসার

ওকার বা জাফ্‌রান মিশাইয়া ইহা রঙ করা হয়। পর্দ্দা প্রভৃতিতে উহা ব্যবহৃত হয়।

## শ্বেতসারের ব্যবহার

তুলা এবং লিনেনের বস্ত্র শক্ত করিতে, সুন্দর করিয়া তুলিতে এবং দীর্ঘকাল পরিষ্কার রাখিতে উহা ব্যবহার করা হয়। যে কাপড়ে শ্বেতসার ফুটাইয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা বেশী শক্ত করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই, এরূপভাবে শ্বেতসার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শক্ত করিবার প্রয়োজন থাকিলে ঠাণ্ডা জলে শ্বেতসার মিশাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

শ্বেতসার ঠাণ্ডা জলে গলে না, কিন্তু গরম জলে উহা ফুলিয়া উঠে। খানিকটা শ্বেতসার লইয়া ঠাণ্ডা জলে দাও, উহা দেখিতে কতকটা দুধের মত হইবে। কিন্তু শ্বেতসারে খানিকটা গরম জল দাও, এরারুট জলে ফুটাইলে যেরূপ দেখিতে হয়, উহাও দেখিতে সেইরূপ হইবে।

পৃথক পৃথক পাত্রে শ্বেতসার, কর্ণ্ ফ্লাওয়ার (corn flour), এরারুট, ও চা'লের গুঁড়া লইয়া উহাতে আইওডিন (iodine) দাও। বেগুনি রঙ্

ফুটিয়া উঠিবে। গরম করিলে উহা দূর হইবে বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা হইলেই আবার বেগুণি রঙ্ দেখা দিবে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, উপরি উক্ত সকল পদার্থেই শ্বেতসার আছে।

শ্বেতসার উৎকৃষ্ট কি না তাহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে :—

১। শ্বেতসারের রঙ ধব্ ধবে সাদা কি না ; যদি ধব্ধবে সাদা হয়, তাহা হইলে উহা উৎকৃষ্ট।

২। উৎকৃষ্ট হইলে উহাতে কলার, কফ্ ইত্যাদি খুব কড়া হইবে।

৩। ঠাণ্ডা জলে শ্বেতসার দিয়া কিছুক্ষণ স্থির ভাবে থাকিবার পর উহা থিতাইয়া গেলে জল ফেলিয়া দিয়া উহা শুকাইতে দিতে হইবে। শুকাইয়া যাইবার পর উহা যদি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে শ্বেতসার উৎকৃষ্ট বুঝিতে হইবে। শ্বেতসার উৎকৃষ্ট কি না, তাহা জানিবার ইহাই সহজ পরীক্ষা। ইহাতেও যদি সন্দেহ দূর না হয়, তাহা হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

### নীল রঙ্

কাপড় কাচার কাজে নীল রঙ্ ব্যবহারের প্রচলন সর্ব্বদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এদেশী ধোপারা সাধারণতঃ নীল ( বৃক্ষজাত নীল রঙ্ ) ব্যবহার করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক ধোপারাও নীল ব্যবহার করে ; কিন্তু উলট্রাম্যারাইন এবং প্রুসিয়ান ব্লুর প্রচলন তাহাদের মধ্যে বেশী।

কাপড় কাচিবার পর কাপড়ের হল্‌দে রঙ্ ফুটিয়া উঠে। এই রঙ্ স্বাভাবিক। নীল রঙ্ ব্যবহার করিলে, এই রঙ্ দূর হইয়া সুন্দর নীলাভ সাদা রঙ্ বাহির হয়।

এই রঙ্ ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া উচিত।

কাপড় কাচা সম্পর্কে ইহা কিরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

## কাপড় কাচা সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

### সল্ট্ অব্ সোরেল্ ও লিমন্

অক্সালিক্ এসিড্ (Oxalic acid) এবং পোটাসিয়াম্ কার্ব্বনেটের সংমিশ্রণে সল্ট্ অব্ সোরেল্ এবং লিমন (Salt of sorrel and lemon) প্রস্তুত হয়। ইহা বিষ। সুতরাং উহা বোতলে পুরিয়া ভাল করিয়া সাবধানে রাখিয়া দেওয়া উচিত।

টুপি (Straw hat) পরিষ্কার করিতে এবং দাগ তুলিতে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### অক্সালিক্ এসিড্

অক্সালিক্ এসিড্ দেখিতে দানা দানা। সল্ট্ অব্ সোরেল্ এবং সল্ট্ অব্ লিমন্ যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, উহাও সেইরূপ। তবে অক্সালিক্ এসিড্ উহাদের অপেক্ষা তীব্র।

### কার্ব্বলিক্ এসিড্

ইহা রোগ বীজাণু দূর করিতে অদ্বিতীয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

### টাংষ্টেট সোডা

ইহার ব্যবহারে পাতলা জিনিষ পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই কারণে মসলিন এবং অন্যান্য পাতলা কাপড়ে টাংষ্টেট সোডা (Tungstate soda) ব্যবহার করা হয়।

### ভিনিগার

ইয়োরোপ ও আমেরিকার ধোপাদের কাপড় কাচিতে ভিনিগারের প্রয়োজন হয়। ভিনিগারের এসিড্‌কে এসেটিক্ এসিড্ (acetic acid) বলে। হোয়াইট্ ওয়াইন্ ভিনিগার (White Wine Vinegar), ডিষ্টিল্‌ড্ মল্‌ট্ ভিনিগার (Distilled Malt Vinegar), অর্ডিনারি মল্‌ট্ ভিনিগার

(Ordinary Malt Vinegar) ও এসেটিক্ এসিড্ (Acetic acid) ব্যবহৃত হয়।

## এসিড্

নানা রকম এসিড্ ব্যবহৃত হয়। এসিডের আস্বাদন টক। এসিড্ যোগে উদ্ভিজ্জাত নীল রঙ্ লাল হইয়া যায়। কোনরূপ কার্ব্বনেটের সহিত মিশ্রিত হইলে কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ বাহির হয়।

## জাফ্রান

কাপড় কাচার কাজে জাফ্রানেরও প্রয়োজন হয়। স্পেন, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া হইতে উহার আমদানী হয়।

## লগ উড

লগ্উডের রঙ অত্যন্ত গাঢ় লাল। ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিজ ও জামেসিয়াতে লগ্উড (Logwood) নামক এক প্রকার গাছ জন্মায়। সেই গাছের রস হইতে এই রঙ্ প্রস্তুত হয়।

## প্যারাফিন্

খনিজ পেট্রোলিয়াম পরিশ্রুত করিবার সময় প্যারাফিন্ (Paraffin) পাওয়া যায়।

## মেথিলেটেড্ স্পিরিট

রেকটিফায়েড্ স্পিরিটের সহিত শতকরা দশ ভাগ উড্ স্পিরিট ও প্যারাফিন অয়েল মিশ্রিত করিয়া মেথিলেটেড্ (Methylated) স্পিরিট্ প্রস্তুত হয়। উহাতে সিল্ক চক্চকে হয় এবং দাগ উঠে।

## স্যানিটাস্

স্যানিটাস্ (Sanitas) টার্পেনটাইন হইতে প্রস্তুত হয়। যথা সময়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইবে।

## গঁদ

কুল, পীচ, চেরি, একেসিয়া প্রভৃতি গাছের রস হইতে গঁদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। খাঁটি গঁদ স্বচ্ছ এবং ঈষৎ হরিদাভ।

একেসিয়া গাছের রস হইতে গাম-আরেবিক (Gum-arabic) প্রস্তুত হয়। সিল্ক, লেস্ প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

## টার্পেনটাইন

নানা জাতীয় পাইন গাছ হইতে টার্পেনটাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই টার্পিন তৈল, রজন ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## ফুলার্স আর্থ

ফুলার্স আর্থ (Fuller's Earth) ধূসরবর্ণের মাটি। চর্ব্বি জাতীয় ময়লা তুলিবার জন্য ও দাগ তুলিবার জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

## ভুষি

ধুইবার জন্য ও ময়লা ছাপ করিবার জন্য ভুষি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## হোয়াইটেনিং

পালিশ করিবার জন্য হোয়াইটেনিং ব্যবহৃত হয়।

## বাথ ব্রিক্

ইস্ত্রি পরিষ্কার করিবার জন্য এবং পালিশ করিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়।

## এমেরি কাগজ

ইস্ত্রি অপরিষ্কার হইলে তাহা সাফ্ করিবার জন্য এমেরি কাগজের প্রয়োজন।

## হোয়াইট্ সিলভার্ স্যাণ্ড্

কাঁচ ঘসিবার জন্য হোয়াইট্ সিলভার্ স্যাণ্ডের ব্যবহার হয়।

### লবণ

ধোপার কাজে ইহার কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

### পাতগালা

একজাতীয় পোকা গাছে আশ্রয় লইয়া আপন দেহের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার রস সঞ্চিত করে। রস জমাট বাঁধিবার পর উহা সংগ্রহ করা হয়। উহা হইতেই পাতগালা প্রস্তুত হয়।

### ফ্রেঞ্চ্ চক্

ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে, ইহা সাধারণতঃ পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। ইহা সাদা বা ধূসর আভাযুক্ত সাদা পাউডার।

### ওয়াসিং পাউডার

গুঁড়া কার্ব্বনেট্ অব সোডার সহিত গুঁড়া ইয়োলো বা কার্ড সোপ, অল্প সোহাগা এবং মুক্তা ভস্ম (pearl ash) মিশ্রিত করিয়া উহা প্রস্তুত করা হয়। উহা ওজনে ভারি করিবার জন্য কেওলিন (kaolin) ভেজাল দেওয়া হয়।

### বেঞ্জিন

আলকাতরা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহা সহজেই জ্বলিয়া উঠে। ময়লা সাফ্ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### বেঞ্জোলাইন

প্যারাফিন্ তৈল ফুটাইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বেঞ্জোলাইনকে (Benzoline) বেঞ্জাইনও (Benzine) বলে। বেঞ্জিন (Benzene) অপেক্ষা উহা বেশী ব্যবহৃত হয়।

### ব্লিচিং পাউডার

চূণের সম্পর্কে ক্লোরিন্ গ্যাস আনিলে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত হয়। উহা কাপড়কে ফরসা করে এবং রোগবীজাণু দূর করে। (ক্রমশঃ)

---

বহু গ্রাহক আমাদিগকে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর আদৌ উল্লেখ করেন না। আমরা বার বার জানাইয়াছি যে, গ্রাহক না হইলে আমরা সাধারণতঃ কাহারও পত্রের জবাব দেই না। সুতরাং কেহ পত্র লিখিলেই আমরা দেখিতে চাই যে, তিনি আমাদের গ্রাহক কিনা। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে নিমেষের মধ্যেই আমরা ইহা দেখিয়া লইতে পারি। কিন্তু গ্রাহক নম্বর না থাকিলে রাশি রাশি নামের মধ্য হইতে বাছিয়া দেখা অত্যন্ত দুরূহ এবং সময় সাপেক্ষ। এই জন্য এই সকল পত্র লেখকের পত্রের শীঘ্র কোনও জবাব দেওয়া যায় না এবং হয়ত আদৌ উত্তর দিতে পারা যায় না। এই জন্য গ্রাহক দিগকে পুনরায় আমরা অনুরোধ করিতেছি যে পরিচিত অপরিচিত সকলেই যেন দয়া করিয়া গ্রাহক নম্বর দিতে ভুল না করেন্।

# খেজুরের আঠির ব্যবসায়

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

নাই। এক্ষণে এশিয়ার অপর প্রান্তে খেজুরের আঠির যে ব্যবহার হয়, তাহা দেখান যাইতেছে।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, খেজুর আরব দেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য। আমাদিগের দেশের ধান, গম যেমন জনসাধারণের আহার, তেমনি আরব দেশের লোক বৎসরের অধিকাংশ সময় খেজুর খাইয়াই জীবন ধারণ করে। কলসীর খেজুর ও সুহারা সে দেশের প্রধান আহার; কিন্তু উহারা শুধু এই খানেই ক্ষান্ত হয় নাই। খেজুরের ফলত খায়ই, তাহার পরে খেজুরের আঠিও পরে পায় না। খেজুরের আঠি শুকাইয়া, গুঁড়া করিয়া,তাহা হইতে সেখানকার লোকে ময়দার ন্যায় এক প্রকার গুঁড়া প্রস্তুত করে; এবং সেই গুঁড়া কখনও রুটীর আকারে, কখনও বা নানারূপ মিষ্টান্নের আকারে বাজারে বিক্রয় হয়। আরবে খেজুরের আঠির রীতিমত কারবার আছে। ফেরীওয়ালারা দূর দূরান্তর হইতে এই সকল আঠি সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং যাহারা আঠি হইতে ময়দা প্রস্তুত করে, তাহাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। আরব দেশের অনেক দুঃস্থ বালক বাড়ী বাড়ী এবং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া এই সকল আঠি সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং দোকানে বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করে।

জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি সহরে মুদিখানায় ও খাবারের দোকানে এই খেজুরের আঠির ময়দা ও নানারূপ মিষ্টান্ন সর্ব্বদা বিক্রয় হয়, এবং তথাকার লোকে অতি আগ্রহের সহিত ইহা খাইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আরব দেশে যাহা মানুষের অতি প্রিয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমাদিগের দেশে একেবারে অপচয় হইয়া যাইতেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, আমরা জড় ভরত হইয়া বসিয়া আছি, কোন বিষয়েই আমাদিগের উদ্যোগ আয়োজন নাই। বাড়ীর নিকটে কত জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অথচ সেই সকল জিনিষই একটু তদ্বির করিলে স্বর্ণ প্রসব করিতে পারে। বাংলা দেশে একটু চেষ্টা করিলে লক্ষ লক্ষ মণ খেজুরের আঠি সংগ্রহ করা যাইতে

পারে। ছোলা মটর প্রভৃতি ভাঙ্গিবার জন্ত ৮০৲ ৯০৲। ১০০৲।১৫০৲ টাকার মধ্যে ছোট ছোট কল পাওয়া যায়। খেজুরের আঠি এই সকল কলে ভাঙ্গিয়া চাপাটীর আকারে Cake করিয়া রাখিলে, মানুষের আহার না হউক, চমৎকার Fodder হইতে পারে। Mr. Burckhardt তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, খেজুরের আঠি গুঁড়া করিয়া ময়দা করিতে পারিলে, মানুষ এবং পশু উভয়েরই উৎকৃষ্ট আহার হইতে পারে।*

তবে আমার মনে হয় না যে, এ দেশের লোক খেজুরের আঠির ময়দা কখনও আগ্রহের সহিত খাইবে; কারণ যে দেশে যে খাদ্য প্রচলিত, তদ্বিপরীতে অন্য খাদ্য সহজে কেহ গ্রহণ করিতে চাহে না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলার ময়দা, কাঁইবিচির গুঁড়া প্রভৃতি অনেক প্রকার খাদ্যের কথা সরকারী কৃষিবিভাগীয় কাগজপত্রে অনেকবার আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল খাদ্য, এদেশের লোক কিছুতেই গ্রহণ করে নাই; তবে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, কি অকাল পড়ে, তখন লোকের উপায়ান্তর না থাকায়, বাধ্য হইয়া, জীবন বাঁচাইবার জন্য, এই সকল খাদ্য গ্রহণ করে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, মধ্যভারত এবং মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষের সময় লোকে কাঁইবিচির গুঁড়া আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। অবশ্য যদি কাঁইবিচির গুঁড়া মানুষে খাইতে পারে, তাহা হইলে খেজুরের গুঁড়া যে স্বচ্ছন্দে এবং একটু মিষ্টান্নের ন্যায় পাক হইলে যে লোকে আগ্রহের সহিত উহা খাইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অনেক ময়রার দোকানে দেখিয়াছি, কচুর নানাবিধ মিঠাই প্রস্তুত হয়, এবং লোকে আগ্রহের সহিত তাহা খাইয়া থাকে; কচুর গজা ত হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালাদের দোকানে সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং খেজুরের মিঠাই যে অপেক্ষাকৃত গরীব লোকদিগের মধ্যে প্রচলন করা যায়, এ কথা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কিন্তু আমি আজ এ প্রস্তাব লইয়া "ব্যবসায় ও বাণিজ্যের" পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। খেজুরের চাপাটী (cake) গরুর খাদ্য (cow fodder) রূপে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে প্রচলন করা যায় কিনা, সেই প্রস্তাব লইয়াই উপস্থিত হইয়াছি।

অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, খেজুর পাকিলে গরু ও ছাগল খেজুর গাছের তলায় গিয়া জড় হয় এবং পাকা খেজুর পাইলেই অতি আগ্রহের সহিত তাহা খাইয়া থাকে। ইহারা আঠি সমেত খেজুর খায়, এবং অবসর কালে জাবর কাটিবার সময় আঠি উগড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। পাকা আঠি খুব শক্ত এবং ভাঙ্গিতে পারে না বলিয়াই সম্ভবতঃ উহা ফেলিয়া দেয়; অনেক সময় আঠি শুদ্ধ খেজুর খাইতে গিয়া, ছাগলের গলায় উহা বাধিয়া গিয়াছে, এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গরু ও ছাগলে যে অতি আগ্রহের সহিত খেজুর খাইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত ঘটনা। কিন্তু আমাদিগের দেশে এমন একটা সহজ প্রাপ্য খাদ্য শুধু চেষ্টাও যত্নের অভাবে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে—কেহই তাহা খেয়াল করে না। গাছের পাকা খেজুরও কেহ গরু ছাগলকে পাড়িয়া খাওয়ায় না। তাহারা নিজেরা আপন মনে গাছতলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং ঝড়ে বাতাসে যে দুই চারিটা খেজুর তলায় পড়ে, তাহা খাইয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে; অথচ দিন দিন গরুর খোরাকী গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে "গোভাগার," "গোচারণের

* Travels in Arabia, Vol. II, P. 212.

মাঠ," "পতিত জমি" ইত্যাদি নানা প্রকার জমি পড়িয়া থাকিত, এবং গ্রামের গরু ছাগল সেই সকল পতিত জমির ঘাস খাইয়া বেশ সুস্থ ও সবল থাকিত। কিন্তু এক্ষণে কোনও গ্রামে আর এরূপ পতিত জমি দেখা যায় না। আগে কত জঙ্গল-জমি গ্রামে গ্রামে পড়িয়া থাকিত, এখন জঙ্গল-জমিও আবাদ হইয়া যাইতেছে, অথচ লোকের অন্নের অভাব যায় না। এক্ষণে এই সকল হতভাগ্য গৃহপালিত গরু ছাগলের খাদ্যের উপায় কি এসম্বন্ধে কেহ কি চিন্তা করিয়া থাকেন? আমাদিগের দেশের তথাকথিত হিন্দুরা "গোমাতা" "গোমাতা" করিয়া বচন আওড়ান, অথচ গোমাতাকে কেমন ভাবে পূজা ও পালন করিতেছেন, তাহা দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি বেশী বলিতে ইচ্ছা করিনা, প্রত্যেক গ্রামের গৃহস্থদিগের গোয়াল ঘরে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, মাতা কেমন যোড়শোপচারে পুজিত হইতেছেন! তাহার শরীরের অস্থি পঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরগত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ পাতলা গোবরের ছাপে অনুরঞ্জিত, নাদায় বিচালী নাই—এইত মাতার সেবা হইতেছে; আর তাহার আহার? নিজেদের আহার জুটে না, তা আবার গরুর আহার। সুতরাং বাংলার গো-জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে; আমরা যাহাদিগকে গোখাদক বলিয়া ঘৃণা করি, তাঁহাদিগের গোশালায় গিয়া দেখ, গোমাতার সত্য সত্যই কেমন পূজা হইতেছে! তাহার আয়োজনই বা কত, আর তাহার যত্নই বা কি। য'াক সে সকল কথা; পরান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

গরুর আহার যখন এতটা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই যে ঘরের দুয়ারে এমন একটা জিনিষ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এইটাকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিলে হয় না কি? এখন ঠিক উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; গাছে গাছে থোলো থোলো খেজুর ঝুলিতেছে। এখন যদি কোনও উদ্যোগী পুরুষ এই বিষয় লইয়া কিছু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে গরুর খোরাকী সম্বন্ধে বোধ হয়, একটা নূতন খাদ্য বাহির হইতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার ঘোড়া, গরু, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর জন্য কত নূতন নূতন খাদ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং এই দেশে সেই সকল খাদ্য আসিয়া অনেক দামে বিক্রয় হইতেছে। ইংরাজী দৈনিক কাগজ খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, এই সকল পশুর খাদ্যের (cattle fodder) জন্য কত বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে। এযাবৎ পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরাই এ দেশে আসিয়া নানা ফন্দী ফিকির করিয়া টাকা লইয়া যাইতেছে; একবার আমাদের দেশের লোকেরাও এইবার একটু ফন্দী ফিকির করিতে আরম্ভ করুন না? খেজুরের চাপাটী গরুর খাদ্য (cattle fodder) হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে কাটিতে পারে; শুধু গোড়ায় একটু বিজ্ঞাপন খরচ করা চাই। এ সম্বন্ধে যাহারা উদ্যোগী হইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ভাবে experiment করিলে ভাল হয়:—

১। পাকা খেজুরের আঁঠি গুঁড়াইয়া ময়দা করিয়া চাউল, কলাই ইত্যাদির ভূষি ও কুঁড়া প্রভৃতি মিশাইয়া চিটা গুড়ের সহিত মিলাইয়া চাপাটীর আকারে Cake করা।

২। অর্দ্ধপক্ক খেজুর শাঁস ও আঁঠি সমেত ছেঁচিয়া চাপাটী করা।

৩। ঐ রূপ ছেঁচা খেজুর চিটা গুড়ের সহিত মিশাইয়া চাপাটী করা।

৪। খেজুর কচি অবস্থায় ঐ রূপ ছেঁচিয়া চাপাটী করা।

৫। ঐ রূপ ছেঁচা খেজুর চিটা গুড়ের সহিত মিশাইয়া চাপাটী করা।

৬। Mr. Burckhardt বলেন যে, আরব দেশের লোকেরা খেজুরের আঠি না গুঁড়াইয়াই আস্ত আস্ত আঠি গরুকে খাইতে দিয়া থাকে। সে দেশে উহা গরুর প্রসিদ্ধ আহার। তবে আঠি শক্ত বলিয়া গরুকে খাইতে দিবার দুই দিন আগে জলে ভিজাইয়া রাখে। তাহাতে আঠিগুলি নরম হইয়া যায়। তিনি বলেন যে, সে দেশে কৃষকেরা বার্লি এবং অন্যান্য শস্য ফেলিয়া খেজুরের আঠিই উট, গরু, ভেড়া প্রভৃতিকে খাইতে দেয়; কারণ তাহারা বলে যে, ইহার ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাপাটি তৈয়ারী করিয়া গরু, ছাগল প্রভৃতিকে খাইতে দিয়া দেখা উচিত, কোন প্রকারের চাপাটী কিরূপ আগ্রহের সহিত উহারা খায়; তাহার পর ইহার অন্যান্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইরূপ চাপাটী প্রস্তুত করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইলে, আমরা যথাস্থানে উহা পাঠাইয়া Chemical Examination দ্বারা উহার food value ইত্যাদি সমুদয় নিরূপণ করিয়া দিতে পারি, এবং প্রয়োজন হইলে উহা Cattle fodder রূপে প্রচলন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। এ সম্বন্ধে যদি কেহ আরও আলোচনা করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি সাদরে পত্রস্থ করা যাইবে। দেখা যাউক, বাংলাদেশে কেহ উদ্যোগী হইয়া এ বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে প্রস্তুত ও প্রবৃত্ত হন কি না।

# কলম্বোর পত্র

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

আপনার অনুগ্রহলিপি ও 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' প্রাপ্তে আনন্দিত হইলাম। আপনি আমাকে সিংহলের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ব্যবসায় ও বাঙ্গালার সহিত কোন্ জাতীয় ব্যবসায়াদি চলে, তাহার বিবরণ লিখিতে লেখায় আরও উৎসাহিত হইলাম। আমার পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি মতে সিংহল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; তাহারই প্রথম পর্য্যায় স্বরূপ আমার গত পত্রের অবতারণা। সিংহল সম্বন্ধে লিখিতে গেলে উহার একটু পূর্ব্বাভাস আবশ্যক বলিয়াই গত পত্রে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আপনারই কথামত বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি; আশা করি, আপনার পাঠকবর্গ নিরাশ বা অধৈর্য্য হইবেন না।

চতুর্দ্দিকে সমুদ্রপরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপটি সত্য সত্যই যেন মহিমাময়ের এক মহান্ কীর্ত্তি। এই দ্বীপের লোক সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ। কলম্বোই ইহার রাজধানী, প্রধান সহর ও বন্দর। কলম্বো সহরের লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। সুতরাং কলিকাতা প্রভৃতির তুলনায় ইহা অতি ক্ষুদ্র স্থান। এত ক্ষুদ্র স্থান হইলেও ব্যবসায় বাণিজ্যের হিসাবে ইহা একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য সহর। ভারত হইতে ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের পথ কলম্বোর মধ্য দিয়া সহজ ও সুগম হওয়ায় ইহার বিশেষত্ব খুব বেশী রকম বাড়িয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্য ও সেজন্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত

হইতেছে। ঐ জাতীয় ব্যবসায়ের সহিত ভারতের এবং বাঙ্গালারও যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে ইহা বলাই বাহুল্য। সমগ্র ভারতের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা না করিয়া অদ্য আমি শুধু বাংলা সম্বন্ধেই দু'একটী কথা লিখিতে ইচ্ছা করি।

## চাউল

সিংহলে চাউল উৎপন্ন হয় না বলিলেই হয়। এত কম চাউল উৎপন্ন হয় যে, তাহা উল্লেখ না করাই ভাল। সুতরাং চাউলের ব্যবসায় এখানে বেশ ভালই চলে। এদেশের অধিকাংশ লোকই অন্নাহারী; সুতরাং চাউলের আবশ্যকতাও এখানে যথেষ্ট। এই চাউলের ব্যবসায় অতি লাভজনক ও উৎকৃষ্ট। সুতরাং যদি কোন বাঙ্গালী এখানে এই-জাতীয় ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরমানন্দ চিত্তে সহায়তা করিতেও প্রস্তুত আছি। প্রথমতঃ প্রশ্ন হইতে পারে—এই ব্যবসায় কি কেহ করিতেছে না? করিতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্যে করিবে না কেন? তাহার পর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী-গণ, ব্যবসায় ক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ যে, তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত জীবন মরণ পণ করিয়া প্রতিদ্বন্দিতা ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং আমাদের আর ভাবিবার অবসর নাই; যাঁহার যেমন অবস্থা তিনি সেইভাবে অগ্রসর হউন। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, এখানে জনকয়েক গুজরাটী বানিয়া ও জনকয়েক বোম্বাইএর বোরা মুসলমান এই চাউলের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য সকলেই যে বাংলা দেশের চাউল আমদানী করেন, তাহা নহে।

বাংলার কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতেই প্রধানতঃ বেশীর ভাগ চাউল আমদানী হয়। আর উহার অধিকাংশই সিদ্ধ মোটা-চাউল। মোটা আতপ চাউল রেঙ্গুন হইতে বেশী আমদানী হয়। তাহার পর টোটিকোরিণ, মাদ্রাজ ও মছলিপট্টম্ হইতেও আসে। কোচিন, মালবার হইতেও সিদ্ধ চাউল আমদানী হইয়া থাকে। আতপ সরু-চাউল বাংলা দেশের তো আদৌ নাই; উহা প্রধানতঃ বোম্বাই ও করাচী হইতে আইসে। যদিও ইহার বিক্রয় অল্প, তথাপি নিয়মিতরূপে ইহার ব্যবসায় চলে। চাউলের ব্যবসায়ে বেশী টাকা দরকার। আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে এমন ধনীও যথেষ্ট আছেন, যাঁহারা প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই অন্য ব্যবসায়ীকে পরাজিত করিতে পারেন। ফলে, অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কতগুলি বেকার শিক্ষিত যুবকের অন্ন-সংস্থান—আর দেশের নাম দশের সম্মুখে তুলিয়া ধরা। ছোট হিসাবে এই সরু আতপ চাউল এবং সিদ্ধ চাউলের ব্যবসায় অনেকেই আরম্ভ করিতে পারেন। ইহার খরিদ্দার যদিও এখানে কম তথাপি লাভ সুনিশ্চিত।

যেমন মূলধন হইবে তেমনই ব্যবসায় করিতে হইবে, ও তদনুপাতে লাভের হিসাব করিয়া চলিলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতির আশা করা যায়। কলিকাতায় ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আফিসে সংবাদ লইলে কত কম মাল পাঠান যাইতে পারে, কিরূপ মাশুল ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারা যায়। আর যত টাকার জিনিষ পাঠান হইবে, উহার উপর শুল্কও দিতে হইবে। সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তবে ব্যবসায়ে নামিতে হইবে। শুধু প্রবন্ধ পড়িয়াই কাজ হইবে না। ইহাতে মোটামুটি সংবাদ অবগত হইয়া, পরে নিজে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে। যদি কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক অল্প টাকায় এই সরু আতপ চাউলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চান, তবে সমস্ত সংবাদাদি লইয়া যদি দু'চার রকমের ভাল চাউলের কিছু কিছু নমুনা ও তাহার কলম্বো

হারবর ডেলিভারির নেট্ দাম আমাকে জানান, তাহা হইলে আমিই তাঁহার প্রথম উদ্যমে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার জন্য বাজার যাচাই করিয়া সমস্তই তাঁহাকে জানাইতে পারিব। এইভাবে চাউলের ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে।

কলিকাতার আমড়াতলায় এমন অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন, যাঁহারা এইজাতীয় চালানি কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবশ্য ব্যবসায়ের কোন সন্ধান ঠিক মত নিশ্চয়ই দিবেন না। তবে তাঁহাদের আড়তে মফঃস্বল হইতে মাল সরবরাহ করার মত ছোট ছোট ব্যবসায়ও করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত ব্যবসায়ী চাউল, ডাইল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের চালানি কাজ করেন। আমার বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের যাঁহারা যে ভাবে সরাসরি সিংহলে কাজ করিতে চান—তাঁহাদের অবগতির জন্য লিখি যে, মাল পাঠাইয়া বিল অফ লেডিং পাঠাইলে উক্ত টাকা ১৫।২০ দিনের মধ্যেই পাওয়া যায়, সুতরাং অগ্রধন খাটানেরও বিশেষ অসুবিধা হয় না। যাহারা ইহা করিতে না পারেন তাঁহারা চাউলাদি মফঃস্বল হইতে খরিদ করিয়া আনিয়া কলিকাতায় ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীর সহিত বন্দোবস্তে দিলেও চাকুরীর বৃথা মোহে ঘুরিয়া বেড়ানর চেয়ে মুক্ত জীবনের আনন্দ ও স্বোপার্জ্জিত অর্থে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। দাসত্বের অপেক্ষা যে ইহা পরম গৌরবের বিষয়, তাহা, আশা করি, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

## মুগের ডাইল

কাঁচা সোণামুগের ডাইলও এখানে মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমদানী হয়। ইহাও পৃথকভাবে বা চাউলের সহিত চালান দেওয়া চলে।

## মসুর ডাউল

ইহাও বাংলা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে কিছু কিছু চালান সম্ভব।

## আটা

ভারতবর্ষ হইতে অবশ্য আসে, কিন্তু কলিকাতা হইতে চালান দিয়া বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়া মনে করি না।

## ঘৃত

ইহাও ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হয়। বাংলা দেশই যখন ঘৃতের জন্য পরমুখাপেক্ষী, তখন বাঙ্গালীরা যে সিংহলের জন্য এ ব্যবসা করিতে অগ্রসর হইবেন, সে সম্ভাবনা আদৌ নাই বলিয়া মনে হয়। তারপর এদেশে ঘৃত চলেও খুব কম।

## মাখন

ইহা আসে আমেদাবাদ হইতে। ইহা একটী চমৎকার ব্যবসায়। যদিও অষ্ট্রেলিয়া হইতেও এখানে মাখন আমদানী হইয়া থাকে, কিন্তু পরিমাণে আমেদাবাদই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে ঐ ব্যবসায়ের ৩।৪ জন পার্শী ব্যবসায়ী সোল্ এজেণ্ট আছেন। সম্প্রতি আমরা একটা কোংরও এজেণ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছি না; তবে ভবিষ্যতে কিছু কিছু করিতে পারিব, এমত আশা অবশ্য পাইতেছি। সাধারণতঃ এখানে পাশ্চাত্য চাল চলন খুব বেশী, এবং বার্গার জাতীয় শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ, যদিও কৃষ্ণকায় সিংহল-বাসীর সংমিশ্রণে ক্রমশঃ নানারকম অবস্থায় পরিণত হইতেছেন, তথাপি তাঁহারা ফ্যাসনে খাটী সাহেবী ধরণের পক্ষপাতী। কিন্তু সাধারণ লোকে নারিকেল তৈলই ব্যবহার করেন।

## ফ্যান্সী দ্রব্য

ভোজ্য দ্রব্য ব্যতীত এই সমস্ত সখের জিনিষের

কাটতি এখানে খুব বেশী। স্নান সপ্তাহ ধরিয়া অনেকেই অবশ্য করে না, কিন্তু প্রতি প্রাতে সাবানে মুখহাত ধোওয়া চাইই; তারপর বৈকালে আর একবার সাবানে মুখহাত ধোওয়া। পাউডার, পোমেড্, স্নো, এসেন্স, গন্ধতৈল এখানে যথেষ্ট বিক্রীত হয়। এই সমস্তের মধ্যে ভারতের নাম গন্ধ নাই বলিলেই চলে। একমাত্র কলিকাতার 'কেশরঞ্জন' ও বোম্বের 'কামিনিয়া তৈল' বেশ বিক্রীত হয়। আমি সম্প্রতি চক্রবর্ত্তীর 'কানন কুসুম' ও 'মাধুরী তৈলের' সামান্য কাজ করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ তৈল সত্য সত্যই প্রতিযোগিতায় টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

এখানে সমস্তই চাই চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, ঠিক বিলাতীর ন্যায়। অবশ্য নাম করা জিনিষ সহজেই চালান যায়। যদি এই সমস্ত ফ্যান্সি সৌখীন দ্রব্যাদি ঠিক বিলাতীর মত কায়দায় এখানে চালানের চেষ্টা করা যায়, তবে বেশ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। কলিকাতায় অনেকে পারফিউমারী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তাঁহারা যদি ঐ সমস্ত জিনিষ চালাইতে চেষ্টা করেন, তবে বেশ সুন্দর মার্কেট তৈয়ারী করিতে পারেন। তবে শুধু বিজ্ঞাপনে ইহা হওয়া সম্ভব নহে। সাবান, তৈল, স্নো প্রভৃতির নমুনা এবং বিস্তারিত বিবরণ আমাকে পাঠাইলে আমি উহার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।

এ সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু জানিতে চা'ন, 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' আফিসে লিখিলেই আমি সানন্দ চিত্তে জানাইতে প্রস্তুত আছি। অবশ্য লোক পাঠাইয়া ক্যানভাসিং দ্বারা কাজ করাই ভাল; কিন্তু সকলের পক্ষে ইহা, প্রথমতঃ, সম্ভব নহে—দ্বিতীয়তঃ, অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তারপর মস্ত অসুবিধা এখানে আসা ও থাকা। কলিকাতা হইতে আসিতে হইলে মাদ্রাজের পথে আসিতে হয়। রামেশ্বরের কিছু দূরে মন্তপম্ নামক কোরাণ্টাইন্ ক্যাম্পে ডাক্তার নামাইয়া রাখে। তথায় ৫ দিন থাকার পর inocculation বা টীকা দিবার পর এখানে পাঠানই প্রধানতঃ নিয়ম। যদি এখানকার ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ সহ আসা যায়, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই কেবলমাত্র বিনা বাধায় ছাড়পত্র পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে; সুতরাং কোরাণ্টাইনের অত্যাচার ভোগ করিতেই হইবে। আমি যদিও আমার সহকর্মী মিঃ শেঠের ছাড়পত্রের জোরে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলাম, তথাপি পোর্ট সার্জ্জেনের নিকট ১৪ দিন হাজিরা দিতে হইয়াছিল।

তারপর এখানে আসিয়া থাকার কথা। ইহা একটি বিরাট সমস্যা। যে সমস্ত হোটেল এখানে আছে, উহার অধিকাংশই পাশ্চাত্য ধরণের এবং সর্ব্বত্রই গোমাংস ব্যবহৃত হয়, এ জন্য হিন্দুর পক্ষে ঐরূপ আশ্রয়ে বাস করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। অবশ্য যাহারা বেশী পয়সা খরচ করিয়া পাকা বাসেন্দা হইতে চান, তাঁহারা আসিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা অবশ্য ব্যয়সাপেক্ষ। সমুদ্রতীরে নানারকমের ছোট বড় বাংলা ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা সহর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে হইলেও ভাড়া প্রায়ই একশত টাকার কম নহে।

খাদ্যদ্রব্য তরিতরকারী যাহা পাওয়া যায়, তাহাও দুর্মূল্য। একটা সজিনার ডাটার দাম এক আনা। এক পাউণ্ড টোম্যাটোর দাম আট আনা। একটা কাঁচকলার দামও তিন পয়সা। ফুল ও বাঁধা কপি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের মতে তাহা অখাদ্য, অথচ একটী ক্ষুদ্র কপি, যাহা কলিকাতায় এক আনায় পাওয়া যায়, তাহার দাম এখানে আট আনা। নারিকেল এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হইলেও একটী ডাব দুই আনার কমে পাওয়া যায় না।

এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন লোকের পক্ষে, সম্পূর্ণ ভাষা ও রীতি-নীতি-জ্ঞানহীন লোকের পক্ষে, এখানে আসা অত্যন্ত অসুবিধাকর হইলেও আবশ্যক বোধ করিলে আমারই মত যেন-তেন প্রকারে আসিতেই হয়। তবে যদি দেশে বসিয়া এখানে এজেন্টের সাহায্যে কাজ করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার এবং আশা করি সন্তোষজনক। সম্প্রতি কলিকাতার 'রসা ফার্ম্মাসিউ-টিকাল্ ওয়ার্কস্' হইতে আমাদের এখানে তাঁহাদের প্রস্তুত দাঁতের মাজন এক ডজন কৌটা পাঠাইয়াছেন। ঐ জিনিসটী বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং কৌটাও বেশ সুদৃশ্য। তবে ঐ জাতীয় টিনের কৌটার পরিবর্ত্তে বেঙ্গল কেমিকেলের মত লম্বা শিশি হইলে এদেশে ভাল চলা সম্ভব। যাহা হউক, উক্ত কার্য্যের চেষ্টায় আছি। তাহাদিগকে কিছু মাল পাঠাইতেও লিখিয়াছি। আশা করি, সুবিধা করিতে পারিব। নানা কারণে লিখিতে হইতেছে যে, প্রথম প্রথম এজেন্টের সহায়তায় কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত ও একান্ত কর্ত্তব্য।

## পোষাক পরিচ্ছদ

ইহার প্রায় সমস্তই বিলাত, জার্ম্মাণ ও জাপান-জাত। বাংলাদেশ এ সমস্ত জিনিষের কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ক্যানানোর হইতে জামার কাপড় অবশ্য কিছু কিছু আমদানী হইয়া থাকে। আমরাও উহার সামান্য কিছু অংশ পাইতেছি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

## সিল্কের জিনিষ

কিছু কিছু চলে। বেনারসের সহিত এখানকার সামান্য কিছু সম্বন্ধ আছে। যদি মুর্শিদাবাদের সিল্ক-কোট প্রভৃতি তৈয়ারির জন্য চেষ্টা করা যায়, তাহারও কিছু কিছু কাজ হইতে পারে। ইহার কাজ এখানে নাই। জাপানি সস্তা, ফ্যান্সি ও নকল সিল্ক খুব চলে বটে, কিন্তু মোটা জিনিষ, যদি চেষ্টা হয়, চলার সম্ভব। কোট প্যাণ্টের রেওয়াজ অত্যন্ত অধিক। সুতরাং আসামজাত এণ্ডি, মুগা ও মুর্শিদাবাদ-সিল্ক এখানে চালান সম্ভব। ইহা বিজ্ঞাপন দ্বারা বা নমুনার টুকরা ডাকে পাঠাইয়াও সামান্য সামান্য কাজ পাওয়ার খুবই আশা করা যায়। তবে এজেণ্ট নিযুক্ত করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়াই মনে করি। যেমন ক্যানানোর ও লুধিয়ানার কোটিং ও সার্টিং প্রভৃতির নমুনাপুস্তকের সাহায্যে এজেণ্ট অর্ডার সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র কার্য্য করিয়া থাকে, ঐভাবে যদি এই সমস্ত আসাম ও মুর্শিদাবাদের জিনিষের কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে তেমন ভাল না হইলেও, ভবিষ্যতে যে বেশ ভাল কাজ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম প্রথম খুব কম লাভে সস্তা দামে এই সমস্ত জিনিষ প্রচলন করিতে যদি কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক চেষ্টা করেন, তাহা আমার মতে ২৫।৩০৲ টাকার চাকুরীর চেয়ে যে ভাল হয়, তাহা নিঃসন্দেহ।

## গেঞ্জি

জাপানই একচেটিয়া করিয়াছে কেবলমাত্র সস্তার খাতিরে। উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর স্থান করা যদি সম্ভব হয়, তবে বেশ চমৎকার ব্যবসায়। ইহার কাট্‌তি খুব বেশী। আমরা বাঙ্গালোর ও মহীশূর মিলের জিনিষ কিছু কিছু চালাইয়া থাকি। কাণপুর টেক্সটাইল্ লিমিটেডের ও কিছু কিছু চালাইতেছি। তারপর আহম্মদাবাদ হোসিয়ারিরও আরম্ভ করিয়াছি। প্রতিযোগিতায় কেহই জাপানের মত সস্তায় দিতে পারে না বলিয়া যাহা সম্ভব কিছু কিছু হইতেছে মাত্র। যদি বাংলার গেঞ্জি এখানে চালানের চেষ্টা করা যায়, তবে কিছু কিছু নিশ্চয়ই কাজ পাওয়া যায়। বাংলার গেঞ্জির কলের মালীকেরা বা কোন ভদ্রলোক যদি উক্ত হোসিয়ারীর সহিত বন্দো-বস্ত করিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র নমুনা ও দর

পাঠান, তাহা হইলে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। যদি সস্তা মাল সরবরাহ করা যায়, তাহা হইলে তো খুব ভালরূপ ব্যবসায়ই চলে। তাহা না হইলেও কিছু কিছু যে চলে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। খিদিরপুর, বালিগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে বহুতর গেঞ্জি প্রস্তুত হইয়া থাকে জানি। যদি এখানকার জন্য কেহ সস্তামত তৈয়ারি করার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে চমৎকার মার্কেট্ আছে। যাহা হউক, যদি কেহ এ সম্বন্ধে যত্নবান হন, তাহা হইলে আপনার 'ব্যবসা বাণিজ্যের' মধ্য দিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

## রুমাল

রুমালের জন্য বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না। যদি কেহ শুধু রুমাল তৈয়ারী করিয়া তাহারই কাজ করেন, তাহাও এখানে বেশ চালান যায়।

## জুতা

ইহা কলিকাতা হইতে আসে। কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ী এখানে সরবরাহ করিত, এবং বেশ সুন্দর বাজারও আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেকে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার জন্য একরূপ নমুনা দেখাইয়া অর্ডার লইয়া অন্যরূপ মাল পাঠাইয়া তাহাদের নাম ও ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। এ ব্যবসায়টী এখানে উত্তমরূপে পরিচিত। ইহার জন্য নূতন মার্কেট্ তৈয়ারী করিতে হইবে না বটে, তবে বিশ্বাসভাজনতা প্রমাণ করিতে হইবে। অনেক ব্যবসায়ীর সহিত আমাদের পরিচয় থাকায় আমরা ভরসা দিতে পারি। চটিজুতা ও পুরুসের ডার্ব্বিজুতা এবং লেডিজ সু অনেক চলে। কলিকাতার মুসলমান ব্যবসায়ীকে কেহ বিশ্বাস করিতে রাজী নহে; যদি হিন্দু ব্যবসায়ী হন, তবে সত্বর বিশ্বাসোৎপাদন করা সম্ভব। যদি কেহ বিভিন্ন প্রকারের নমুনা ও দর পাঠাইতে পারেন, যথেষ্ট কাজ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করার আশায় ও অদ্য প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বিধায়, এখানেই উপসংহার করিলাম।

ভবদীয়

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

# মুরগী-নির্ব্বাচন

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## মিলন ও জনন

এ পর্য্যন্ত মুরগীর ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছি, তাহা এই ব্যবসায় ফাঁদিবার উপক্রমণিকা মাত্র। ব্যবসায়ের সাফল্যলাভ খুব বেশী পরিমাণে উহার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আজ যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব, তাহার উপর ব্যবসায়ের কৃতকার্য্যতা সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। ইংরাজিতে এই ব্যাপারটিকে ব্রিডিং (breeding) বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, উপযুক্ত মোরগের সহিত উপযুক্ত মুরগীর মিলন সাধিত করিয়া উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। এই মিলন এবং জননের উপরেই মুরগীর ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, বিদেশ হইতে মোরগ-মুরগী আমদানী করিয়া ব্যবসায় ফাঁদিতে যাওয়া অপেক্ষা ভাল জাতের মুরগীর ডিম আনিয়া তাহা ফুটাইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া অধিকতর শ্রেয়ঃ। ইহাতে কেবল যে কম খরচ পড়ে তাহা নহে, আমদানী-মুরগীর মারফতে নানা রোগ আমদানীরও সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু ডিম ফুটাইয়া লইলে সে আশঙ্কা আদৌ থাকে না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, যথেচ্ছভাবে মিলিত হইতে দিলে যে বংশ বিস্তার হইবে, তাহাদের উৎকর্ষ সাধিত হইবে না, সুতরাং ব্যবসায়েরও উন্নতি হইবে না। অতএব অতি সাবধানে মোরগ-মুরগীদিগকে মিলিত করিতে হইবে। মিলিত করিবার কয়েকটি নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি সর্ব্বপ্রকারে পালন করা কর্ত্তব্য। নিম্নে আমরা নিয়মগুলি একে একে বিবৃত করিতেছি :—

১। একই জাতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎকৃষ্ট মোরগ এবং মুরগী মিলিত করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি ল্যাংসান্ জাতের সন্তান উৎপাদন করিতে হয়, তাহা হইলে বড় এবং সবল ল্যাংসান্ মোরগের সহিত তদনুরূপ ল্যাংসান্ মুরগী মিলিত করিতে হইবে।

২। দুর্ব্বল, রুগ্ন, কদাকার মোরগ-মুরগী কখনও মিলিত হইতে দিবে না। তাহাদের সন্তান কখনও ভাল হয় না।

৩। যে মুরগী ভাল ডিম পাড়ে, মোরগের সহিত মিলনের জন্য সেই মুরগী নির্ব্বাচিত করিবে।

৪। এক বৎসরের কম বয়সী এবং সাড়ে তিন বৎসরের উর্দ্ধ বয়সী মোরগ-মুরগী হইতে কখনও সন্তান উৎপাদন করিবে না। এক বৎসরের মোরগ ও দুই বৎসরের মুরগী বা দুই বৎসরের মোরগ ও এক বৎসরের মুরগীর মিলনে যে সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট।

৫। একই গোষ্ঠির (family) মোরগ ও মুরগী মিলিত করিবে না। এক রক্তের সম্পর্ক থাকিলে সন্তান কখনও ভাল হয় না। ভাই বোনে যাহাতে মিলিত না হয়, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। সম্পর্ক যদি সুদূর হয়, তাহা হইলে মিলিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা না করাই ভাল।

৬। বংশের উন্নতি বিধানের জন্য, যে মোরগ মুরগী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার সহিত মিলিত

করা প্রয়োজন। যদি মুরগী অপেক্ষা মোরগ অপকৃষ্ট হয়, সন্তান জননী অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে; কিন্তু যদি মোরগ মুরগী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, সন্তান জননী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। মুরগীর বংশের উন্নতি বিধানের জন্য উৎকৃষ্ট একটি মোরগ ক্রয় করিতে যদি ৫০৲ টাকাও ব্যয় হয়, তাহাও বরং শ্রেয়ঃ, কিন্তু তথাপি ৫৲ টাকা ব্যয় করিয়া একটি অপকৃষ্ট মোরগ ক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে লোকসানেরই সমধিক সম্ভাবনা। মোরগ ভাল দেখিতে হইলেই হইল না, উহার ভাল বংশ হইতে জন্ম, ইহাও দেখিতে হইবে। যদি উহার ভাল বংশ হইতে জন্ম না হয়, তাহা হইলে তাহার ঔরসে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহাও উৎকৃষ্ট হইবে না।

৭। উপরের সকল নিয়মগুলি যথাবিধ প্রতিপালিত হইলেও যদি মোরগ এবং মুরগী পর্য্যাপ্ত আহার না পায়, এবং সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে মুরগীর ব্যবসায়ে বিফল হইতে হইবে।

## সন্তানের উপর পিতামাতার প্রভাব

সন্তানের উপর পিতা এবং মাতা উভয়েরই প্রভাব পড়ে, ইহা সকলেই অবগত। কিন্তু পিতারই বা প্রভাব কিরূপ এবং মাতারই বা প্রভাব কিরূপ, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহে। আমরা এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

পিতার প্রভাবে সন্তানের দৈহিক গঠন, আকার, দৈর্ঘ্য ও বর্ণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়। মেজাজ, অভ্যাস ও সন্তান-উৎপাদন-শক্তি মাতার প্রভাবে প্রভবিত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সন্তানের যাহা কিছু বাহ্যিক তাহা পিতার প্রভাবে প্রভাবিত এবং মাতার প্রভাবে মন এবং আভ্যন্তরিণ গঠনপ্রণালী গঠিত হয়। যে মোরগ এবং মুরগীর রক্ত খাঁটি, অর্থাৎ অন্য কোন জাতের মোরগের রক্ত মিলিত হয় নাই, সেই মোরগ-মুরগীর মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহাদের মধ্যে পিতা-মাতার প্রভাব বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়।

প্রদর্শনীতে দেখাইবার যোগ্য মোরগ বহু চেষ্টার পর উৎপাদিত হয়। বার্ড রক (Barred Rock) লেস্‌ড ওয়েনডোট (Laced Wyandotta) মোরগকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে উৎপাদিত করা কঠিন। কিন্তু কোচিন, ল্যাংসান্ এবং ব্রহ্ম মোরগ নিখুঁতভাবে উৎপাদিত করিতে পারা যায়—পারা যায় বলিয়া যে সহজেই পারা যায়, তাহা নহে। কয়েক বৎসর ধরিয়া উপযুক্ত মোরগ এবং মুরগী নির্ব্বাচন এবং মিলনের দ্বারাই তাহা সাধিত হয়।

## মোরগ নির্ব্বাচন

সন্তান উৎপাদনার্থে মোরগ নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা কর্ত্তব্য :—

১। মোরগটি আকারে বড়, হাড় প্রচুর, দেহে মাংসও যথেষ্ট আছে, বক্ষ প্রশস্ত এবং দেহের ভঙ্গী সোজা।

২। যে জাতের মোরগ সেই জাতের মোরগের একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন-প্রকৃতি আছে। নির্ব্বাচিত মোরগটির গঠন-প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট গঠন-প্রকৃতির অনুরূপ কিনা দেখিতে হইবে।

৩। চঞ্চল, তেজস্বী এবং অল্পবয়সী, কিন্তু বয়স যেন এক বৎসরের কম না হয়।

৪। দেহের বর্ণ সুন্দর।

৫। সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যবান।

৬। ভাল বংশে তাহার জন্ম।

৭। সন্তান উৎপাদনের জন্য তাহাকে অত্যধিক ব্যবহার করা হয় নাই।

যে মোরগের এই সকল গুণ আছে, সেই

মোরগের সন্তান যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মুরগীর ব্যবসায়ে এইরূপ মোরগ নিয়োজিত করিলে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

## মুরগী-নির্ব্বাচন

মুরগী নির্ব্বাচন করিবার সময় নিম্নলিখিত গুণগুলি দেখিতে হইবে :—

১। মুরগীটি আকারে বড়, দেহে যথেষ্ট হাড় ও মাংস আছে, কিন্তু তাই বলিয়া যেন অত্যধিক মোটা না হয়। প্রশস্ত বক্ষ এবং দেহের ভঙ্গী উন্নত হওয়া চাই।

২। মুরগী যে জাতের সেই জাতের একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন-প্রকৃতি আছে। মুরগীর গঠন-প্রকৃতি যেন তাহার অনুরূপ হয়।

৩। দেহের বর্ণ উত্তম।

৪। শান্ত, শিষ্ট, কিন্তু চঞ্চল এবং কর্ম্মঠ ও অল্প-বয়সী, কিন্তু বয়স যেন এক বৎসরের কম না হয়।

৫। স্বাস্থ্য উত্তম এবং দেহে কোনরূপ বিকৃতি নাই।

৬। তাড়াতাড়ি ডিম পাড়ে এবং সংখ্যায় অনেকগুলি ডিম দেয়।

৭। যে মোরগের সহিত এই মুরগীকে মিলিত করা হইবে, সেই মোরগ এবং এই মুরগী যেন এক জাতের হয় এবং উহাদের বর্ণ একই প্রকার হয়।

এইরূপ ভাবে নির্ব্বাচিত মোরগ এবং মুরগী মিলনে যে সন্তান উৎপাদিত হইবে, তাহারা যে উৎকৃষ্টই হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

মনে রাখিতে হইবে যে, মুরগী কেবল তাহার আপন সন্তানের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ মুরগী যদি খারাপ বা ভাল হয়, সেই অনুপাতে তাহার গর্ভজাত সন্তানগুলিও খারাপ বা ভাল হইবে। কিন্তু মোরগ যতগুলি মুরগীর সহিত মিলিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করে, সে ততগুলি সন্তানের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং একটা মুরগী খারাপ হইলে যত ক্ষতি না হয়, একটা মোরগ খারাপ হইলে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে ক্ষতি হয়। অতএব মোরগ উৎকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মোরগ উৎকৃষ্ট কি না তাহা বহু বিচার এবং বিবেচনাসাপেক্ষ। যে মোরগ নির্ব্বাচিত করা হইবে, সেই মোরগের ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষও উত্তম কি না, তাহা দেখিতে হইবে। কারণ যে মোরগটি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে, সেই মোরগের মধ্যে পূর্ব্বতম পুরুষের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বতন পুরুষের দোষ যদি তাহার মধ্যে বর্ত্তাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ তাহার ঔরসে জাত সন্তানের মধ্যেও বর্ত্তাইতে পারে। সুতরাং বংশ বিস্তারের জন্য মোরগ নির্ব্বাচিত করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বতন পুরুষের ইতিহাস জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

উপযুক্ত মোরগ নির্ব্বাচনের উপরেই মুরগীর বংশের উন্নতি নির্ভর করে। তদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর পাল হইতে ভাল মুরগী এবং মোরগ বাছিয়া লইয়া তাহাদের মিলন সাধিত করিতে হইবে; কিন্তু মুরগী এবং মোরগ যাহাতে একই গোষ্ঠির না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সকল মোরগ এবং মুরগী বিকৃতাঙ্গ এবং বৃদ্ধ, সেগুলিকে হয় খাইয়া ফেলিতে হইবে, না হয় বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে।

যদি দুইটি খোঁয়াড় থাকে, তাহা হইলে দুইটি মোরগ-পরিবার ইহাতে থাকিতে পারিবে। এই দুইটি মোরগ-পরিবারের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু যদি তিনটি খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তিনটি মোরগ-পরিবার থাকিতে পারিবে,

এবং একটু বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক বিবাহের আদান-প্রদান করিতে পারিলে, একই রক্তের সংমিশ্রণ হইবে না, অথচ নূতন মোরগ আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না। এখানে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র যে, তিনটি খোঁয়াড়ের মোরগ-পরিবার একই জাতের হওয়া চাই।

ঠিক ভাবে মুরগীর ব্যবসায় পরিচালন করিতে হইলে, প্রতি বৎসর অর্দ্ধেক মুরগীতে সন্তান উৎপাদন করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত মুরগীর তিন ভাগের এক ভাগ বিক্রয় করিয়া ফেলিবে বা মারিয়া ফেলিবে। সন্তান উৎপাদনের জন্য মোরগ যেন কোনক্ষেত্রেই দোঁয়াশলা না হয়।

অত্যন্ত বড় মোরগকে অত্যন্ত ছোট মুরগীর সহিত এবং অত্যন্ত ছোট মোরগকে অত্যন্ত বড় মুরগীর সহিত মিলিত করিবে না। বড় জাতের পাখীদের পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই যেন যতদূর সম্ভব বড় হয়। কিন্তু ব্যান্টাম্ জাতীয় ছোট মুরগীর স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যতদূর সম্ভব ছোট হওয়া উচিত। একটী অত্যন্ত বড় এবং একটী অত্যন্ত ছোট হইলে বড় মোরগের চাপে তাহার দেহের অনিষ্ট সাধিত হয়।

## একটি মোরগের কয়টী মোরগী চাই

একটি ব্রহ্ম বা কোচিন মোরগের সহিত তিনটির অধিক মুরগী মিলিত করা উচিত নয়। রক্, ল্যাংসান্, অর্পিংটন্ এবং লড়াইয়ে মোরগের সহিত পাঁচ ছয়টি মুরগী মিলিত করা যাইতে পারে। একটি রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্ মোরগের সহিত ছয়টি মুরগী এবং চট্টগ্রাম, মিনোর্কা এবং লেগহর্ণ মোরগের সহিত সাত হইতে দশটি মুরগী মিলিত করিতে পারা যায়। যখন একটি মুরগী ডিম পাড়া শেষ করে, তখন মোরগের সহিত অপর মুরগী মিলিত করিবে।

একটি মোরগের সহিত কয়টি মোরগী মিলিত করিতে পারা যায়, তাহার সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল সকল সময়েই যে তাহা সত্য তাহা নহে। কোন কোন মোরগ তাহা অপেক্ষা বেশী মুরগী লইতে পারে, আবার কমও লইতে পারে। আবার একটি মোরগ যতগুলি মুরগীর সহিত মিলিত হইতে পারে, সেই জাতেরই অপর মোরগ তাহার অর্দ্ধেক মুরগীর সহিত মিলিত হইতে সাহস করে না। মোরগের বয়স এবং শক্তির উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। ঋতু অনুসারেও তাহাদের এ শক্তির তারতম্য হয়। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে উহাদের পুরাতন পালক খসিয়া গিয়া নূতন পালক গজায়, এবং এই জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর, এমন কি অক্টোবর পর্য্যন্ত, মোরগদের আসঙ্গলিপ্সা কম দেখা যায়; কিন্তু নভেম্বর হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত উহাদের আসঙ্গলিপ্সা অধিক হয়। মে এবং জুন মাসের অত্যন্ত গরমে উহাদের লিপ্সা কমিয়া আসে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত যখন উহাদের পালক পরিবর্ত্তনের কাল আসে, তখন মোরগ ও মুরগী পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মুরগীর ছানাদের সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠ দেহ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মোরগের উপর নির্ভর করে। সন্তান উৎপাদনের সময় (breeding season) চলিয়া গেলে মোরগকে পৃথক করিয়া রাখিবে, এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য যতদিন তাহাকে আবার প্রয়োজন না হয়, ততদিন তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। শুধু ইহাই করিলে চলিবে না, সন্তান উৎপাদনের সময়েও একই মোরগকে বহুকাল ধরিয়া একই মুরগীদের সহিত রাখিয়া দেওয়া উচিত নহে। কোন কোন ব্যবসায়ী প্রত্যেক খোঁয়ারের জন্য দুইটি করিয়া মোরগ রাখেন—এক সপ্তাহ একটিকে রাখিবার পর সেটিকে সরাইয়া দ্বিতীয়টিকে রাখেন। কেহ তিনদিন অন্তর করিয়া পালা করেন।

একটি মোরগের যতগুলি মুরগীর প্রয়োজন, তৎ-গুলিকে তাহার সহিত মিলিত হইতে না দিয়া যদি কম দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে ডিম জন্মিবে, তাহা অনুর্ব্বর। আবার একটি মোরগের যতগুলি মুরগী প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা বেশী মিলিত হইতে দিলেও অনুর্ব্বর ডিম উৎপাদিত হইবে। মোরগের সহিত অল্প সংখ্যক মুরগী মিলিত হইতে দিলে মুরগীর অনিষ্ট সাধিত হয়।

যখন মিলিত হওয়া উচিত, সে বয়স উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মোরগ মুরগীর সহিত মিলিত হইতে চাহে; কিন্তু তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ এক বৎসরের পূর্ব্বে মোরগ যদি মুরগীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান বড় এবং সবল হয় না। সুতরাং যতদিন তাহারা এক বৎসরের না হয়, ততদিন উহাদিগকে পৃথক রাখিয়া যত্নসহকারে উত্তম-রূপ আহার প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে।

যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুরগী প্রতিপালন করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বিভিন্ন জাতিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখিতে হইবে,—একজাতের সহিত অন্য জাতের যেন কোন মতে মিলন না হয়। যদি তাহা-দিগকে একত্রে মেলামেশা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান কোন মতে ভাল হইবে না।

যদি অপর্য্যাপ্ত জায়গা না থাকে এবং মূলধনের পরিমাণও অল্প হয়, তাহা হইলে একজাতের মুরগী পালন করাই শ্রেয়ঃ। একটি মোরগ এবং যে জাতের মোরগের যেমন প্রয়োজন, সেই অনুসারে চার হইতে এবং দশটি মুরগী রাখ। অল্প মুরগী পালন করা সহজ তাহাতে লাভও হয় যথেষ্ট।

যদি জায়গা যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে দুই তিনটি পৃথক খোঁয়াড় রাখা যাইতে পারে, এবং প্রত্যেক খোঁয়াড়ে একই জাতের মোরগ ও মুরগী রাখা উচিত। কিন্তু যাহাদের জায়গা কম এবং সকল পাখীকে একত্রে চরিতে দেওয়া হয়, তাহাদের ভিন্ন স্থান হইতে মোরগ আনিয়া সন্তান উৎপাদন করা উচিত; কারণ তাহা না হইলে একই গোষ্ঠির মোরগ-মুরগী মিলিত হইয়া মুরগীর বংশের অবনতি সাধন করিবে।

## ব্যাপকভাবে মুরগী পালন

তিন শত হইতে চারি শত ফিট লম্বা এবং এক শত হইতে দেড় শত ফিট দীঘ একটি বাগানের মধ্যে ১৫ ফিট লম্বা এবং ১০ ফিট দীর্ঘ একটি মুরগী-বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ বাগানে ছায়ার জন্য বড় বড় গাছ থাকা প্রয়োজন। এইরূপ স্থানে, তিনটি মোরগ এবং আঠার হইতে ত্রিশটি মুরগী নিঃশঙ্কচিত্তে রাখিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা ছোট জায়গায় এতগুলি মোরগ ও মুরগী রাখিতে পারা যায় না। এতগুলি মুরগীর সহিত দুইটি মোরগ দিয়া যদি ইহা অপেক্ষা ছোট স্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরে মারামারি করিবে। যদি জায়গা বড় হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং বেশ শান্তিতে বাস করিবে। মোরগগুলিকে মুরগীদের সহিত একত্রে রাখিবার পূর্ব্বে মোরগদের কিছুদিন একত্রে রাখিতে পারিলে ভাল হয়; তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং মুরগীদের সংস্পর্শে আসিয়া পরস্পরে ঝগড়া করিবে না।

## দেহের বর্ণের উৎকর্ষ সাধন

মুরগীর দেহের বর্ণের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে আলো-চনা করা অতি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সকল প্রকার দেহের বর্ণের আলোচনা না করিয়া কেবল বাফ (buff) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ যাঁহারা

প্রদর্শনীতে নাম লইবার যোগ্য মুরগী উৎপাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে বাক্ষের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিরাট প্রচেষ্টা চলিয়াছে। যাঁহারা মুরগী পালন করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, এই বর্ণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিরাট ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন; এবং দীর্ঘ কাল ধরিয়া একান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গেলে তবে এই বর্ণের মোরগের পুচ্ছে কাল পালকের উদ্গম হয়। আমার মতে স্ত্রী-পক্ষী অপেক্ষা পুং-পক্ষীর দেহের রং গাঢ় এবং উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন।

## সঙ্কর সন্তান উৎপাদন

সঙ্কর সন্তান উৎপাদন করিতে হইলে কৌশল, বুদ্ধি এবং বিভিন্ন জাতের পাখীদের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সকল সঙ্কর শাবকই ভাল নহে, এবং সঙ্কর শাবকদের সন্তান জননের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। তাহাদের কেবল খাইবার জন্য এবং ডিমোৎপাদনের জন্য ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। এই সঙ্কর শাবকেরা বড় হইলে যদি তাহাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান খারাপ হইবে। এক জাতের অমিশ্রিত রক্তের মোরগের সহিত ভিন্ন জাতের অমিশ্রিত রক্তের মুরগীর মিশ্রণে যে সঙ্কর উৎপাদিত হয়, তাহা ভাল। এই সঙ্কর মুরগীর সহিত উহার জনক যে জাতের সেই জাতের মোরগের সহিত মিলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু কদাচ সঙ্কর মোরগের সহিত মিলিত করিবে না।

সঙ্কর মোরগ-মুরগীর মিলনে কোন ভাল ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু অমিশ্রিত রক্তের মোরগ-মুরগীর মিলনে যে ফল পাওয়া যায়, তাহাদের মাংসও ভাল এবং তাহারা ডিমও দেয় বেশ। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, "অমিশ্রিত রক্তের একটি মোরগ এবং দুইটি মুরগী ক্রয় করিতে ২৫৲ টাকা লাগিবে। আমি ডিম এবং খাইবার জন্য মুরগী পাইতে চাই; সুতরাং আমার অত টাকা দিয়া মোরগ-মুরগী ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই"। ইহা সত্ত্বেও বলিতে পারি যে, অমিশ্রিত রক্তের মোরগ-মুরগী হইতে পরিশেষে লাভবান হইবার অধিক সম্ভাবনা।

ধরা যা'ক, দুইটি মোরগ এবং একটি মুরগী ৫০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করা হইল। দুইটি মুরগী বৎসরে ২৫০টি ডিম দিল। উহার অর্দ্ধেক ডিম হইতে সন্তান উৎপাদন করা হইল; কিন্তু ১২৫টা ডিম হইতে ৬০টি সন্তান উৎপাদিত হইল। এই ৬০ টির মধ্যে ৫০ টি পরিপুষ্ট হইল, এবং ১০টি নষ্ট হইল। উহার মধ্যে ১০ টিকে, প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া না হোক্, ৫৲ টাকা, করিয়া বিক্রয় করা হইল, এবং ৪০ টি খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হইল। সাধারণ মোরগের নিকট হইতে এরূপ আশা করা যায় না।

## সংখ্যাধিক্য

মুরগীদের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে যতগুলি মোরগ-মুরগী ধরিতে পারে, তাহার অধিক মোরগ-মুরগী রাখা কোন মতেই উচিত নয়। অধিক হইয়া গেলে তাহারা যে ডিম দেয়, তাহা অনুর্ব্বর না হইলেও তাহা হইতে যে সন্তান জন্মিবে তাহারা সাধারণতঃই দুর্ব্বল। শুধু তাহাই নয়, মোরগ-মুরগীরা পীড়িত হইয়া মরিয়া যাইবে। যে স্থানে মোরগ-মুরগী রাখা হয়, সেই স্থানেই হাঁস বা অন্য কোন পাখী রাখা কর্ত্তব্য নয়।

## যত্ন ও আহার দান

উহাদের যেরূপ যত্ন লওয়া হইবে এবং আহার প্রদান করা করা হইবে, উহারাও তদনুরূপ ফল প্রদান করিবে, অর্থাৎ আহার-প্রদান এবং যত্নের উপর মুরগী-পালন-ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে। যদি ভাল করিয়া যত্ন লওয়া না হয়, এবং উত্তম আহার প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে মুরগীর বংশের অবনতি সাধিত হইবে। (ক্রমশঃ)
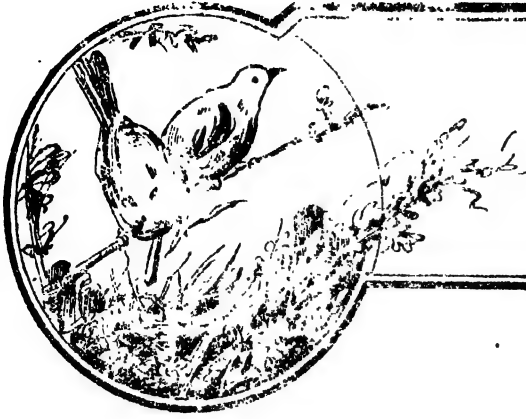
# শিল্প-সংগ্রহ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## ঘোড়ার সাজের পালিশ

প্রথমে ১ পাউণ্ড লিথারেজ জলে দিয়া পিষিয়া শুকাইয়া গেলে ছাঁকিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। অতঃপর ৮ পাউণ্ড হল্‌দে মোম বেশ করিয়া নাড়িয়া উত্তাপে গলাইতে হইবে। উহাতে লিথারেজ মিশাইয়া যখন মোম অল্প একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে, তখন উহাতে ১½ পাউণ্ড আইভরি ব্ল্যাক ( ivory black) মিশাইতে হইবে। পুনরায় উহা আগুণে বসাইয়া ফুটাইতে হইবে। তারপর আগুণ হইতে নামাইয়া আবার ঠাণ্ডা হইতে দিতে হইবে। অল্প একটু ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত পরিশ্রুত টার্পেণ্টাইন্ মিশাইয়া ঘন কাদার মত করিবে। নিজের পছন্দ মত আতর মিশাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ব্যবহারের সময় উহা যদি কঠিন হয়, তাহা হইলে টার্পেণ্টাইন্ মিশাইয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

## পমেটম

এল্ডার ফ্লাওয়ার ওয়াটারে ( elder flower water) ১½ পাউণ্ড চর্ব্বি (lard) বেশ করিয়া ধুইয়া ফেল, এবং বেশ করিয়া ফেনাইয়া ক্রিমের মত কর। উহার সহিত ½ পাইট অলিভ অয়েল ও ½ পাইট ক্যাষ্টর অয়েল এবং ৪ আউন্স স্পার্ম্মেসিটি (spermaceti ) মিশাইয়া বেশ করিয়া গরম করিয়া ফেল। স্পার্ম্মেসিটি মিশাইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। নিজের পছন্দ মত গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে শিশিতে পুরিয়া উত্তমরূপে আঁটিয়া দিতে হইবে।

---

## সিল্ক ধুইবার উপায়

কাল সিল্কের পোষাক পূর্ব্বে কোন দিন ধৌত না হইয়া থাকিলে ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা পরিষ্কার হইয়া যায়। যদি সিল্কের পোষাক অত্যন্ত পুরাতন এবং রঙ খারাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১ গ্যালন জলে এক পাইট হুইস্কি মিশাইয়া উহা ধৌত করিতে হইবে। উহা ধৌত হইয়া গেলে কখনও নিঙ্‌ড়াইবে না।

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় সিল্ক্ ধৌত করা যাইতে পারে :—

প্রথমে সিল্ক্ বা সিল্কের পোষাক টেবিলের

উপর পরিষ্কার করিয়া ছড়াইয়া পাতিতে হইবে। অতঃপর অল্প অল্প গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া উহাতে সাবান লাগাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে ফ্লানেলে সাবান লাগাইয়া সিল্কের উপর উহা ঘসিতে হইবে। যখন সিল্ক হইতে ময়লা উঠিয়া যাইবে, তখন স্পঞ্জ্ দিয়া সিল্ক হইতে সাবান তুলিয়া ফেলিতে হইবে। সিল্কের এক পিঠ এইরূপ ভাবে ধৌত হইয়া গেলে অপর পিঠও এইরূপ ভাবে ধুইতে হইবে। ধোয়া হইয়া গেলে ছায়ায় সিল্ক শুকাইতে হইবে। যদি সিল্ক্ কাল বা গাঢ় নালবর্ণের হয়, তাহা হইলে শুকাইয়া যাইবার পর টেবিলে ফেলিয়া জিন্ বা হুইস্কিতে স্পঞ্জ্ ভিজাইয়া তাহা দ্বারা উহা মুছিয়া লইলে উহার রঙ্ উজ্জ্বল হইবে। সিল্ক না ধুইয়া কেবল এইরূপ ভাবে স্পঞ্জ করিয়া লইলেও সিল্ক্ পরিষ্কার হইবে।

—

## সাদা এবং সিল্কের সাটিন পরিষ্কার করিবার উপায়

প্রথমে সাটিনটি পিন্ দিয়া একখানি কম্বলের উপর আটকাও। খানিকটা বাসি ব্রেড ক্রাম্বস্ ( bread crumbs ) এবং অল্প একটু পাউডার ব্লু ( powder-blue ) মিশাও। এক টুকরা লিনেনের সাহায্যে উহা সাটিনের উপর ঘসিয়া মাড়িয়া ফেল, এবং নরম কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেল। নরম বুরুস দিয়া উহা বুরুস করিয়া ফেলিতে পারা যায়।

—০—

## কালি

১। ১২ আউন্স আইভরি ব্ল্যাক, ১ আউন্স অলিভ অয়েল, ৮ আউন্স ট্রিকল্, ½ আউন্স গুঁড়া গাম আরেবিক একত্রে মিশাইয়া কাদার মত কর। উহাতে ২ কোয়ার্ট ভিনিগার মিশাইয়া ১½ আউন্স সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ মিশাও।

২। ½ পাউণ্ড আইভরি ব্ল্যাক এবং ½ পাউণ্ড ট্রিকল্ বেশ করিয়া মাড়িয়া মিশাও। উহাতে ১ আউন্স সুইট্ অয়েল্ দিয়া আবার মাড়িতে থাক। সুইট্ অয়েল যখন সম্পূর্ণ মিশ খাইয়া যাইবে, তখন ৩ কি ৪ আউন্স জলে ১ আউন্স ভিট্রিয়ল (Vitriol) মিশাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত কর। উত্তমরূপ মিশান হইয়া গেলে তিন চার ঘণ্টা স্থিরভাবে থাকিতে দিবে। তাহার পর উপযুক্ত পরিমাণ জল কিম্বা বিয়ার মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

৩। ২ আউন্স আইভরি ব্ল্যাক, ২ আউন্স আখের গুড় এবং টেবিল চামচের এক চামচ সুইট্ অয়েল বেশ করিয়া মিশ্রিত কর। উহার সহিত এক পাইট ভিনিগার মিশ্রিত কর।

—

## পুষ্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায়

গরম জলে ফুলের বোঁটা ডুবাইয়া দাও, জল ঠাণ্ডা হইলে ফুল পুনরুজ্জীবিত হইবে। তখন বোঁটার গোড়া কাটিয়া ঠাণ্ডা জলে উহাকে বসাও।

—

## পুষ্প সংরক্ষণের উপায়

পুষ্পকে দীর্ঘকাল টাট্‌কা রাখিতে হইলে একটি কাচের গ্লাসে জল দিয়া তাহাতে খানিকটা কাঠ-কয়লা বা কর্পূর দিতে হইবে। তাহার পর উহাতে ফুল বা ফুলের গুচ্ছ বসাইয়া একটী ডিসের উপর গ্লাসটি বসাইয়া কোন একটি গ্লাস দিয়া উহা ঢাকিয়া ধারে জল ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহার কারণ বাহিরের বাতাস তাহা হইলে আর কোনমতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

—

## ফিকে রঙের চামড়া পরিষ্কার করিবার উপায়

ফিকে হলদে রঙের চামড়া পরিষ্কার করিতে

হইলে প্রথমে ১ কোয়ার্ট মাঠা তোলা দুধে ( ঘোল ) ১ আউন্স সালফিউরিক্ এসিড্ মিশাইতে হইবে। ইহাতে মিশ্রিত পদার্থটি গরম হইয়া উঠিবে। উহা ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহাতে ৪ আউন্স হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড মিশাইয়া নাড়িতে হইবে। তখন উহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইবে। ধূমোদ্গীরণ শেষ হইলে দেখা যাইবে, খানিকটা জিনিষ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই জমাট পদার্থ হইতে তরল পদার্থ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ইতিমধ্যে অক্সালিক এসিডের দ্রাবণে চামড়া পরিষ্কার করিয়া উহা ধুইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। চামড়া শুকাইয়া গেলে স্পঞ্জ দিয়া উল্লিখিত তরল পদার্থ লাগাইতে হইবে।

## লিনেন্ সাদা করিবার উপায়

১ কোয়ার্ট জলে ( soft water ) ½ পাউণ্ড ক্লোরাইড অব্ লাইম্ মিশাইয়া বেশ করিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হইবে। ব্যবহার করিবার সময় যে পরিমাণ উহা লইবে, সেই পরিমাণ জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

## লিনেন্ হইতে লোহার দাগ তুলিবার উপায়

গরম জলে অক্সালিক্ এসিড মিশাইয়া লিনেনের যে স্থানে লোহার দাগ লাগিয়াছে সেই স্থানে উহা লাগাইতে হইবে। পরে লিনেন্খানি বেশ করিয়া ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে।

## ভিন্ন প্রক্রিয়া

যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে সেই স্থানে অল্প একটু গুঁড়া অক্সালিক্ এসিড চূর্ণ বা সল্ট অব লিমন্ গরম জল দিয়া লাগাইতে হইবে। কয়েক মিনিট রাখিবার পর ক্রীম অব টার্টার ( cream of tartar ) জলে মিশাইয়া তাহা দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। একবারে দাগ না উঠিলে কয়েকবার বার বার এইভাবে ধুইতে হইবে। তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

## সাইকেল পরিষ্কার

বাইসাইকেলের ব্যবহার খুব বেশী রকমই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যত লোক সাইকেল ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে একজনও সাইকেলের যত্ন লয় কিনা সন্দেহ। তাহার ফলে সাইকেল সহজেই খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু সাইকেলের যত্ন লইলে উহা আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

কেমন করিয়া উহার যত্ন লইতে হয়, অল্প কথায় আমরা উহার আলোচনা করিব।

সাইকেলের ব্যবহারের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, সে সকল যন্ত্রগুলি একটি বাক্সে একত্রিত করিয়া বিক্রয় হয়। উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। সাইকেল চড়িয়া আসিবার পর উহাতে যে ধূলা কাদা লাগিবে, তাহা ব্রুস দিয়া সাফ করিয়া ফেলিতে হইবে। চেনটাকে প্যারাফিন্ তৈল দিয়া সাফ করিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ তৈল লাগিয়া থাকিলে ধূলা সেখানে জমিয়া যন্ত্রটিকে খারাপ করিয়া দিবে। এনামেল করা এবং পালিশ করা স্থান ধুইয়া ফেলিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এবং পালিশ-করা স্থানটি পালিশ করিতে হইবে। টায়ার যাহাতে না ভিজে, তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। যে ঘরে সাইকেল থাকিবে, সে ঘর যদি অত্যন্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে সেই ঘরে একটা পাত্রে করিয়া জল রাখা উচিত। তাহাতে টায়ার নষ্ট হইবে না।

## কার্পেট পরিষ্কার করিবার উপায়

কার্পেট পরিষ্কার রাখিতে হইলে ব্রুস দিয়া

মাঝে মাঝে ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। মোটা কার্পেটে বুরুস একদিকে টানিবে। কার্পেটে চর্ব্বি বা তৈল লাগিলে তাহা তুলিতে হইলে সমান ভাগে ম্যাগনেসিয়া এবং ফুলার্স আর্থ বা সাজিমাটী লইয়া গরম জল দিয়া কাদার মত করিয়া, গরম থাকিতেথাকিতে উক্ত স্থানে লাগাইয়া দিতে হইবে। শুকাইয়া গেলে বুরুসদিয়া ঘসিয়া ফেলিতে হইবে।

যখন কার্পেট অত্যন্ত ময়লা হইয়া যায়, তখন উহা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় সাফ করিতে পারা যায়:—

প্রতি ২ গ্যালন ফুটন্ত জলে এক আউন্স সাবান এবং এক ড্রাম্ সোডা মিশাইয়া এক টুকরা পরিস্কার ফ্লানেল দিয়া কার্পেট ধুইতে হইবে। খানিকটা খানিকটা করিয়া ধুইতে হইবে। সমস্তটা ধোয়া হইলে শুকাইতে হইবে। কার্পেটের রঙ্ যদি ইহাতে মলিন হইয়া যায়, তাহা হইলে জলে অক্স গল (ox gall) মিশাইয়া ফ্লানেলের সাহায্যে উহা কার্পেটে লাগাইয়া ঘসিতে হইবে। তাহা হইলেই কার্পেটের রঙ্ উজ্জ্বল হইবে।

## বুরুস ধুইবার প্রক্রিয়া

এক কোয়ার্ট জলে একটা বাদাম পরিমাণ সোডা মিশাও। ইতিমধ্যে বুরুস হইতে চিরুণি দিয়া চুল বাহির করিয়া বুরুসের লোম নীচুদিকে করিয়া সোডা মিশ্রিত জলে ডুবাও। কাঠ বা বুরুসের হাণ্ডেল যেন না ডুবে। এইরূপ বার বার কর। যখন বুরুসের লোম বেশ পরিষ্কার দেখাইবে, তখন বুরুস ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লইয়া হাণ্ডল এবং কাঠ মুছিয়া ফেলিয়া রোদে শুকাইতে দিবে। কিন্তু, সাবধান, লোমগুলি মুছিওনা। লোম মুছিলে উহা অত্যন্ত নরম হইয়া যাইবে।

## কাচ ও চিনামাটির বাসন যুড়িবার সিমেণ্ট

খানিকটা রেকটিফায়েড স্পিরিট্ অব্ ওয়াইনে (highly rectified spirit of wine) এক আউন্স গাম-ম্যাষ্টিক মিশ্রিত কর। ১ আউন্স ইসিংগ্লাস গরমজলে নরম করিয়া রাম (rum) বা ব্রাণ্ডিতে উহা মিশাইয়া জেলির মত করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত গাম-ম্যাষ্টিক এবং ইসিং গ্লাসের সহিত স্বল্পভাবে চূর্ণ গাম-এমোনিয়াক ¼ আউন্স মিশাইয়া যে পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ গরম স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। তারপর বাতাসের জন্য বেশ করিয়া ছিপি আঁটিয়া শিশি করিয়া রাখিয়া দিন্।

ব্যবহার করিবার সময় খানিকটা বাহির করিয়া রূপার চামচে করিয়া আগুনের উত্তাপে গলাইতে হইবে। যে স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সে স্থান গরম করিয়া উহা লাগাইয়া দিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা আটকাইয়া যাইবে। ১২ ঘণ্টা আর উহা নাড়া-চাড়া করিবে না।

## কাপড় হইতে তৈল বা অন্য কোন প্রকার দাগ তুলিবার উপায়

১ পেক (১ পেক = ২ গ্যালন) চূণ লও। যাহাতে ২ গ্যালন পরিষ্কার চূণের জল হইতে পারে, সেই পরিমাণ মত জল ঢাল। ২ ঘণ্টা চূণ ভিজিবার পর উহা হইতে পরিষ্কার জল তুলিয়া লইয়া ৬ আউন্স মুক্তাভস্ম মিশাইয়া বোতলে ভরিয়া রাখিয়া দাও। ব্যবহার করিবার সময় পেঞ্জ দিয়া কাপড়ে লাগাও। পাতলা কাপড় হইলে উহাতে আর একটু জল মিশাইতে হইবে।

### পোষাক হইতে রঙ্ তুলিবার উপায়

কাপড় বা পোষাকে তৈল মিশ্রিত রঙ লাগিলে তাহা তুলিতে হইলে একটুকরা ন্যাকড়া স্পিরিট অব টার্পেণ্টাইনে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা ঘসিলেই রঙ্ উঠিয়া যাইবে।

---

### হীরক পরিষ্কার করিবার উপায়

সাবান জল দিয়া হীরক ধুইয়া ফেলিয়া ব্লটীং পেপার দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। যাহাতে একটুকুও জল না লাগিয়া থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

---

### পালক পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া

জলে পাইপ ক্লে ( pipe-clay ) মিশাইয়া কাদার মত করিতে হইবে, উহা লাগাইয়া পালকগুলি ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। শুকাইয়া গেলে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। গ্রিব ফেদার ( Grebe feather) সাবান জল দিয়া পরিষ্কার করিতে পারা যায়।

---

### কাঠের আসবাবের পালিশ

তিসির তৈল, টার্পেনটাইন, ভিনিগার এবং স্পিরিট্ অব্ ওয়াইন্ সমান ভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে। ব্যবহার করিবার সময় বেশ করিয়া নাড়িয়া লইতে হইবে। একটুকরা ন্যাকড়া দিয়া উহা লাগাইয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া বেশ করিয়া পালিশ করিয়া ফেলিতে হইবে। ভিনিগার ও তিসির তেল একত্রে মিশাইয়া ফ্লানেল দিয়া লাগাইয়া ঘসিলেও বেশ পালিশ হয়।

## ১৯২৬ সালের জুন মাসের নূতন লিমিটেড্ কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯২৬ সালের জুন মাসে মোট ৭৬ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩৬টী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব মাসে মোট ৭৬ লক্ষ টাকা মূলধনে ২৮টী কোম্পানী এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐ মাসে ১৫৫ লক্ষ টাকার মূলধনে ৩৬টী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ২২ লক্ষ টাকা মূলধনে ২২টী কোম্পানী, এবং সংযুক্তপ্রদেশে সমপরিমাণ মূলধনে ২টী কোম্পানী খোলা হইয়াছিল। টিউব ওয়েলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে গত জুন মাসে সংযুক্তপ্রদেশে যে কোম্পানী খোলা হইয়াছে, উহাই ঐ মাসের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী গুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মূলধন।

১৯২৬ সালের জুন মাসে ১৩টী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে। ঐ সব কোম্পানীর মূলধন সেয়ার বিক্রয় দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ঐ সালের ১লা জুনের পূর্ব্বে মোট ১৩৯ লক্ষ টাকা মূলধনে যে ১৩ টী কোম্পানী লিকুইডেসানে যায়, তাহাও ঐ জুন মাসে একেবারে উঠিয়া যায়।

ঐ জুন মাসে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান লিমিটেড্ কোম্পানীগুলিতে ন্যস্ত মূলধন অপেক্ষা ৮ লক্ষ টাকা কম হইয়াছিল।

# নূতন লিমিটেড্ কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন লিমিটেড্ কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা তাহার বিবরণ গত ভাদ্র মাসের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। ১৯২৬ সালের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত যে সকল নূতন লিমিটেড্ কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রকাশ করা হইল।

| কোম্পানীর শ্রেণী-বিভাগ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|
| **১। ব্যাঙ্ক, ঋণদান ও বীমা** | | |
| **(ক) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান** | | |
| (১) ব্যাঙ্ক | ১৩ | ২৫,৫০,০০০৲ |
| (২) ঋণদান | ১২ | ৭,০০,০০০৲ |
| (৩) হুণ্ডি ইত্যাদির কারবার | ৪ | ৫,৬৬,০০০৲ |
| **(খ) বীমা** | | |
| (১) জীবন, অগ্নি ও জাহাজ সংক্রান্ত বীমা | ১ | ১০,০০,০০০৲ |
| **২। যান বাহন** | | |
| (ক) মোটর সংক্রান্ত ব্যবসায় | ৪ | ৪,৯০,০০০৲ |
| **৩। উৎপাদিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-উৎপাদনের ব্যবসায়** | | |
| (ক) মুদ্রণ, পুস্তকপ্রচার এবং কালি ইত্যাদির ব্যবসায় ... | ৫ ... | ৪,৯০,০০১৲ |
| (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং ... | ৪ ... | ২৪,৫০,০০০৲ |
| (গ) চামড়ার ব্যবসায় ... | ১ ... | ১,০০,০০০, |
| (ঘ) গ্যাস, জল, ইলেকট্রীক্ লাইট, টেলিফোন ইত্যাদি ... | ১ ... | ২,০০,০০০৲ |
| (ঙ) পাথর, চুণ, সিমেণ্ট ও বাড়ী নির্ম্মাণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায় | ১ ... | ১,২৫,০০০৲ |
| (চ) বরফ, সোডা ও লেমনেড্ প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবসায় ... | ১ ... | ৩০,০০০৲ |
| (ছ) এজেন্সী ... | ৪ ... | ৪,০০,০০০৲ |
| (জ) দেশালাই ... | ১ ... | ১,৭১,০০০৲ |
| (ঝ) বিবিধ ... | ২০ ... | ৫৩,২৫,০০০৲ |

| | | |
|---|---|---|
| **৪। কল কারখানা** | | |
| (ক) কাপড়ের কল ... | ১ ... | ৩,৭০,০০০্ |
| (খ) পাটের কল ... | ১ ... | ১৫,০৫,০০০্ |
| (গ) তৈলের কল ... | ১ ... | ১,২৫,০০০্ |
| **৫। চা, কফি, রবার ইত্যাদির ব্যবসায়** | | |
| (ক) চা ... | ১০ ... | ২০,৭৫,০০০্ |
| **৬। খনি সংক্রান্ত ব্যবসায়** | | |
| (ক) কয়লা ... | ৩ ... | ১০,০০,০০০্ |
| (খ) মার্ব্বল ইত্যাদি ... | ১ ... | ১,০০,০০০্ |
| (গ) বিবিধ ... | ১ ... | ৭,৬৩,০০০্ |
| **৭। বিবিধ কোম্পানী** ... | ২ ... | ২,০০,০০০্ |
| | ৯২ | ২,০৭,৩৫,০০০্ |

| কোম্পানীর বিবরণ | কোম্পানীর সংখ্যা | মোট মূলধনের পরিমাণ |
|---|---|---|
| এই সকল লিমিটেড্ কোম্পানীর মধ্যে | | |
| বাঙ্গালার অংশ | ৪১ | ৬৩,২৫,০০০্ |
| মান্দ্রাজের ,, | ১৩ | ২৯,৬১,০০০্ |
| বোম্বায়ের ,, | ১১ | ১৮,১৫,০০০্ |
| যুক্তপ্রদেশের | ৫ | ২৮,৫০,০০০্ |
| বিহার ও উড়িষ্যার | ২ | ৮,২০,০০০্ |
| পাঞ্জাবের ,, | ২ | ২৮,৯,০০০্ |
| দিল্লীর ,, | ২ | ২,২৫,০০০্ |
| ব্রহ্মদেশের ,, | ৬ | ১২,৫৩,০০০্ |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ,, | ১ | ১০,০০,০০০্ |
| আসামের ,, | ২ | ২,০০,০০০্ |
| বাঙ্গালোরের | ১ | ২০,০০'০০০্ |
| বরদার ,, | ২ | ৫,০০,০০০্ |
| ত্রিবাঙ্কুরের ,, | ৩ | ৩,৩৫,০০০্ |
| হায়দরাবাদের ,, | ১ | ১,৭১,০০০্ |
| মোট | ৯২ | ২,০৭,৩৫,০০০্ |

# আঠা ও গঁদ প্রস্তুত প্রণালী

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

## কাচের পাত্র জুড়িবার সিমেণ্ট

১ আউন্স ভেনিস টার্পেন্‌টিনে ২ আউন্স পাত গালা মিশাইবে। তাহার পর উহাতে ৫ আউন্স পিউমিস পাথর (pumice stone) মিশাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে ব্যবহার করিবে।

## ল্যাম্পের জন্য সিমেণ্ট

কাচের আলোতে পিতলের বা অন্য কোন ধাতুদ্রব্যের মুখ আটকাইবার জন্য সিমেণ্টের প্রয়োজন। তৈল লাগিলেও যাহাতে সিমেণ্ট গলিয়া না যায়, সেইরূপ সিমেণ্ট প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে উহার ফরমুলা প্রদান করা যাইতেছে।

৫ আউন্স জলে এক আউন্স কষ্টিক সোডা মিশ্রিত কর। অতঃপর উহাতে ৩ আউন্স রজন সিদ্ধ কর। ইহাতে যাহা প্রস্তুত হইল, তাহার অর্দ্ধেক ওজনের প্লাষ্টার অব প্যারিসের সহিত উহা মিশ্রিত কর। এই সিমেণ্ট তৈলে গলে না।

## সিমেণ্ট

হোয়াইট্‌ লেড্‌ ২ ভাগ, রেড্‌ লেড্‌ ২ ভাগ, লিথারেজ ৩ ভাগ একত্রে মিশাইয়া গোল্ড সাইজের সহিত মিশাইয়া কাদার মত কর। স্বচ্ছ জিনিষের জন্য সিমেণ্টে করিতে হইলে ২ ভাগ ইসিংগ্লাস ও ১ ভাগ গাম্‌ আরেবিক বোতলে পুরিয়া তাহাতে আলকোহল দিবে। উহা গলিয়া গেলে স্বচ্ছ জিনিষ জুড়িবার জন্য সিমেণ্ট প্রস্তুত হইল।

## সাদা পাইপের সিমেণ্ট

| | |
|---|---|
| পনির | ১০ ভাগ |
| চূণ | ২½ ,, |
| কাঠের ছাই | ২ ,, |

পনিরের দ্বিগুণ ওজন জলে পনির ফুটাইয়া ২½ ভাগ চূণ এবং ২ ভাগ কাঠের ছাই মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই সাদা সিমেণ্ট প্রস্তুত হইবে।

## প্লাষ্টার অব প্যারিসের মূর্ত্তি মেরামতের জন্য সিমেণ্ট

আলকোহলে পাত গালা মিশাইয়া বা কেবল সিলিকেট্‌ অব সিলিউসন (silicate of solution) দিয়া প্লাষ্টার অব্‌ প্যারিসের জিনিষ জুড়িতে পারা যায়।

## আইভরির জন্য সিমেণ্ট

| | |
|---|---|
| ইসিংগ্লাস | ১ আউন্স |
| হোয়াইট গ্লু | ২ ,, |
| জল | ১½ ,, |

জলে গ্লু এবং ইসিংগ্লাস ভিজাইয়া যতক্ষণ উহা পাঁচ ভাগের এক ভাগ না হয় ততক্ষণ গরম করিবে। আধ আউন্স আলকোহলে ১ আউন্স ম্যাষ্টিক রজন মিশ্রিত করিয়া যে ম্যাষ্টিক্‌ বার্ণিস প্রস্তুত হইবে, তাহার এক আউন্স উল্লিখিত মিশ্রিত পদার্থে দাও। আধ হইতে ১ আউন্স জিঙ্ক অক্সাইড্‌ উহার সহিত মিশাইতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে মিশাইতে হইবে, এবং তাহার পর উহাকে ঠাণ্ডা করিতে দিতে হইবে। ব্যবহারের সময় গরম করিয়া নাড়িয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

## সাধারণ ব্যবহারের সিমেণ্ট

প্রথমে ৮ আউন্স এসেটিক এসিডে ৬ আউন্স ভাল গ্ল্ মিশাইতে হইবে। অতঃপর ৮ আউন্স জলে ১ আউন্স ফ্রেঞ্চ জিলেটিন মিশাইয়া উহা গ্ল্ মিশ্রিত এসেটিক এসিডের সহিত মিশাইতে হইবে। তাহার পর ১ পাঁইট পাত গালার বার্নিস মিশাইতে হইবে।

## কচ্ছপের খোলার জন্য সিমেণ্ট

| | |
|---|---|
| পাতগালা | ১৫ ভাগ |
| ম্যাষ্টিক | ৫ ,, |
| আলকোহল | ৬৫ ,, |
| টার্পিন তৈল | ১ পাঁইট |

এইগুলি একত্রে মিশাইতে হইবে।

## প্লাষ্টার অব প্যারিস, পাথর, কাচ প্রভৃতির সিমেণ্ট

| | |
|---|---|
| গন্ধক | ৬ আউন্স |
| হোয়াইট বার্গাণ্ডি পিচ | ৪ ,, |
| পাতগালা | ১ ,, |
| এলেমি রজন | ১ ,, |
| ম্যাষ্টিক রজন চূর্ণ | ২ ,, |
| শুষ্ক চীনামাটি | ৬ ,, |

প্রথমে পিচ গালাও ; তারপর উহাতে পাত গালা ও এলেমি মিশ্রিত কর। এগুলি বেশ মিশিয়া গেলে গন্ধক দাও। অতঃপর চীনা মাটি দিয়া ইচ্ছামত ছাঁচে ফেলিয়া আকার দাও। যাহা জুড়িতে হইবে, তাহা গরম করিয়া ইহার দ্বারা জুড়িতে হইবে। জুড়িবার সময় উহা গলাইয়া লইতে হইবে।

## সাধারণ ব্যবহারের জন্য গ্ল্

১½ পাইট ঠাণ্ডা জলে ১ পাউণ্ড ভাল গ্ল্ ৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর ৩ আউন্স সালফেট অব জিঙ্ক এবং ২আউন্স হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশাইয়া দশ বার ঘণ্টা ফুটাইতে হইবে। ইহা তরলই থাকে।

আর এক প্রক্রিয়ায় তরল গ্ল্ প্রস্তুত করা যায় ; এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

যতটা গ্ল্ প্রয়োজন, সেই ওজনের গরম জলে উহা মিশ্রিত করিবে। তাহার পর উহাতে শতকরা পাঁচ কি ছয় ভাগ নাইট্রিক্ এসিড্ এবং পাঁচ কি ছয় ভাগ সালফেট্ অব্ লেড্ (sulphate of lead) মিশাইতে হইবে।

## বারি-ধারণ আঠা

ন্যাপথায় প্যারা রবার মিশ্রিত কর। রবারের দ্বিগুণ পরিমাণ এস্ফাল্টাম্ উহাতে মিশাও। ময়দার আঠার মত হইলেই উহা প্রস্তুত হইল।

## ফটোগ্রাফের জন্য

নিম্নলিখিত ভাবে আঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খানিকটা জলে চাউলের গুঁড়া দিয়া যতক্ষণ উহা ক্রিমের মত না হয়, ততক্ষণ ফুটাইতে হইবে।

## আর এক প্রকার আঠা

প্রথমে গাম আরেবিক জলে ভিজাইয়া সিরাপের মত করিতে হইবে। ১ ড্রাম গাম ড্রাগন চূর্ণ ১ পাইট ঠাণ্ডা জলে এক সপ্তাহ ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া, গাম আরেবিকের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী আঠা প্রস্তুত হইবে।

## ওয়াল পেপারের জন্য আঠা

এক গ্যালন জলে এক বা দুই আউন্স ফিটকারি মিশাইয়া উহার সহিত ময়দা মিশাইতে হইবে। তাহার পর উহাতে গরম জল ঢালিতে ঢালিতে নাড়িতে হইবে। উহা ফুটাইতেও পারা যায়। ফুটান শেষ হইলে যাহাতে উপরে সর না পড়ে, তাহার জন্য উহাতে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত।

### গ্লু ও শ্বেতসারের আঠা

| | | |
|---|---|---|
| গমের শ্বেতসার | ... | ২ আউন্স |
| গ্লিসারিন | ... | ৬ ,, |
| কার্ব্বলিক এসিড্ | ... | ½ ,, |
| চিনি | ... | ৪ ,, |
| জিলেটিন বা সাদা গ্লু | ... | ৮ ,, |

জল পরিমাণ মত।

৮ আউন্স জলে ৮ আউন্স গ্লু ভিজাইয়া গরম কর, এবং তাহার পর উহার সহিত চিনি মিশাইয়া নাড়িতে থাক। পৃথক পাত্রে গ্লিসারিণের সহিত গমের শ্বেতসার মিশাইয়া, গরম গ্লুর সহিত উহা মিশ্রিত কর। অতঃপর উহার সহিত ৩ পাইট গরম জল মিশাও। তাহা হইলেই গ্লু প্রস্তুত হইল।

### কাগজ, পার্চমেণ্ট প্রভৃতির জন্য আঠা

| | | |
|---|---|---|
| জলে মিশ্রিত কাদার মত ময়দা | ... | ১ পাউণ্ড |
| জিলেটিন | ... | ২ আউন্স |
| জল | ... | ৮ ,, |
| সিলিকেট সোডা | ... | ৩ ড্রাম |

ক্লোভ অয়েল পরিমাণ মত।

প্রথমে অল্প ঠাণ্ডা জলে ময়দা কাদার মত করিয়া মাখিতে হইবে। তাহার পর জলে জিলেটিন ভিজাইতে হইবে। উহা গরম করিবার সময় ময়দার কাদা উহাতে মিশাইতে হইবে। উহা মিশিয়া ঘন হইয়া আসিলে ঠাণ্ডা হইতে দিতে হইবে। পরিশেষে সিলিকেট সোডা ও ক্লোভ অয়েল দিতে হইবে।

### মসৃণ ধাতু দ্রব্যের জন্য আঠা

| | | |
|---|---|---|
| ময়দা | ... | ১ পাউণ্ড |
| জল | ... | ১ পাঁইট |
| ফিটকারি | ... | ১ আউন্স |
| বোরাক্স বা সোহাগা | | ১ আউন্স |
| হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ | | ১½ ,, |

অল্প ঠাণ্ডা জলে ময়দা মিশাইতে হইবে। অবশিষ্ট জলে ফিটকারি এবং সোহাগা মিশাইয়া ফুটাইয়া ময়দায় ঢালিতে হইবে। তারপর উহা যতক্ষণ স্বচ্ছ আকার ধারণ না করে, ততক্ষণ গরম করিতে হইবে। ইহাতে এসিড আছে বলিয়া, উহা ধাতুকে ক্ষয় করে, এবং তাহার ফলে উহা আটকাইয়া যায়। ইহা দ্বারা কাচ এবং যাহার উপরি ভাগ মসৃণ তাহাও জোড়া যায়।

### ধাতুপাত্রে লেবেল আটিবার আঠা

১ পাইট জলে ১ আউন্স গাম ড্রাগন এবং ৪ আউন্স গাম আরেবিক মিশাইতে হইবে। জলে ভিজিতে এক সপ্তাহ কি তাহারও অধিক সময় লাগিতে পারে। তাহার পর উহা একটি পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া উহাতে ৪ আউন্স গ্লিসারিন এবং এক ড্রাম থাইমল (Thymol) মিশাইবে। পরিশেষে ১২ আউন্স গরম জল ঢালিয়া দিবে।

যে পরিমাণ গাম আরেবিক লইবে, তাহার শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ সালফেট্ অব এলুমিনা উহার সহিত মিশাইলে উহার আঠা বহু পরিমাণে বাড়াইতে পারা যায়। কিম্বা এসেটেড্ অব লেড্ (acetate of lead) ও ময়দা, গাম আরেবিকের সহিত মিশাইয়া গরম করিলেও যে আঠা প্রস্তুত হয়, তাহা বেশ উৎকৃষ্ট আঠা এই আঠা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

### গাম আরেবিক পেষ্ট্

| | | |
|---|---|---|
| গাম একেসিয়া | ... | ১ ভাগ |
| চিনি | ... | ২ ভাগ |
| শ্বেতসার | ... | ১ ,, |

গাম একেসিয়া জলে ভিজাইয়া উহাতে চিনি

মিশাইতে হইবে। তারপর শ্বেতসার দিয়া উহা ফুটাইতে হইবে।

## গাম, পেষ্ট্

আলুর ময়দার সহিত নাইট্রিক্ এসিড্ মিশাইলে ডেক্স্ট্রাইনের মত একরূপ পদার্থ প্রস্তুত হয়। উহার খুব আঠা, কিন্তু ধাতু নির্ম্মিত জিনিষে উহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

( ক )

| | | |
|---|---|---|
| ফেরিনা বা আলুর ময়দা | ... | ১ পাউণ্ড |
| জল | ... | ৪½ গিল |
| খাঁটি নাইট্রিক্ এসিড্ | ... | ১¼ আউন্স |

ফেরিনা বা আলুর ময়দা জল দিয়া কাদার মত করিতে হইবে। অতঃপর উহাতে নাইট্রিক এসিড দিয়া বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে। ৪৮ ঘণ্টা উহা এক পার্শ্বে রাখিয়া দিতে হইবে, তবে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া দরকার। উহা ডেক্স্ট্রাইনের মত হইবে। পরিশেষে উহা ফুটাইয়া ঘন করিতে হইবে।

( খ )

| | | |
|---|---|---|
| গাম একেসিয়া | ... | ১ পাউণ্ড |
| চিনি | ... | ৩ আউন্স |
| জল | ... | ৩ গিল |
| নাইট্রিক এসিড | ... | ½ আউন্স |

গাম একেসিয়া একটি পাত্রে জলে ভিজাইয়া উহার সহিত চিনি মিশ্রিত কর। উহা মিশ্রিত হইলে উহাতে নাইট্রিক এসিড্ মিশ্রিত কর। যতক্ষণ উহা সম্পূর্ণরূপে তরল হইয়া না যায় ততক্ষণ উহা ফুটাইতে হইবে। পরিশেষে "ক" বিভাগে প্রস্তুত তরল পদার্থ এবং "খ" বিভাগে প্রস্তুত তরল পদার্থ একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে।

## আফিসে ব্যবহারের জন্য আঠা

১ কোয়ার্ট জলে ১ পাউণ্ড গাম আরেবিক ভিজাইয়া ৪ আউন্স গ্লিসারিন্ মিশ্রিত কর।

## তরল গ্লু

১ পাউণ্ড ভাল গ্লু কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর উহা ফুটাইয়া সিকি পাউণ্ড হোয়াইট্ লেড্ মিশাইবে। যখন উহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, তখন উহাতে ৪ আউন্স আলকোহল ঢালিয়া দিয়া আর পাঁচ মিনিট ফুটাইবে।

## সস্তার গ্লু

| | |
|---|---|
| জিলেটিন | ১ ভাগ |
| গ্লেসিয়াল এসেটিক্ এসিড্ | ১ ,, |
| জল | ২ ,, |

জলে জিলেটিন ভিজাইয়া মৃদু উত্তাপে গরম করিতে হইবে। তারপর উহাতে গ্লেসিয়াল এসেটিক্ এসিড্ দিতে হইবে।

| | |
|---|---|
| গ্লু | ৫ ভাগ |
| জল | ১৩ ,, |
| নাইট্রিক্ এসিড্ | ১ ,, |

জলে গ্লু ভিজাইয়া উহাতে নাইট্রিক্ এসিড্ দিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাইতে হইবে।

## কারখানায় ব্যবহারোপযোগী আঠা

এইবার আমরা যে আঠা বা সিমেণ্টের কথা উল্লেখ করিব, তাহা সাধারণতঃ কারখানায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

জলে ময়দা (rye flour) মিশাইয়া কাদার মত করিয়া ফুটাইতে থাক। এইবার উহার সিকিভাগ জল মিশ্রিত গ্লু মিশাও। যাহাতে উহা অত্যন্ত আঁট বা শক্ত হইয়া না যায়, তজ্জন্য গ্লু মিশাইবার পূর্ব্বে উহাতে একটু চিনি বা গ্লিসারিন মিশাইতে পারা যায়।

## কাগজে লাগাইবার জন্য বারিবারণ আঠা

| | |
|---|---|
| আলকোহল | ৫ গিল |

| | |
|---|---|
| এলেমি রজন | ১ আউন্স |
| ম্যাষ্টিক রজন | ৪ ,, |
| স্যাণ্ডারাক রজন | ১০ ,, |

এই সমস্ত পদার্থগুলি একত্রে মিশ্রিত কর, এবং উহা লাগাইবার পূর্ব্বে কাগজে গ্লু সাইজ মাখাইতে হইবে।

## স্বচ্ছ আঠা

| | |
|---|---|
| সাদা গাম আরেবিক | ১ পাউণ্ড |
| জল | ৩ পাইট |
| গ্লুকোজ | ১ পাউণ্ড |

প্রথমে ৩ পাঁইট জলে এক পাউণ্ড গাম আরেবিক মিশ্রিত করিতে হইবে; তাহার পর উহাতে গ্লোকোজ মিশাইতে হইবে। ইহা লাগাইলে বেশ চক্‌চকে দেখায়।

## ফটোগ্রাফের জন্য আঠা

| | |
|---|---|
| গাম্ বেঞ্জিন | ১ আউন্স |
| সাণ্ডারক্ রজন | ২½ ,, |
| আলকোহল | ৪০ ,, |

আলকোহলে সাণ্ডারক রজন এবং গাম বেঞ্জিন মিশ্রিত করিতে হইবে। আলকোহলের পরিবর্ত্তে মেথিলেটেড্ স্পিরিট্ ব্যবহার করিতে পারা যায়। ফটোগ্রাফের নেগেটিভ ফিল্মে লাগাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃর হইয়া থাকে। উহা লাগাইলে ফিল্মের কোন ক্ষতি হয় না।

## গোল্ড সাইজ

সোণার পাত অন্য ধাতুদ্রব্যের সহিত আটকাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ৮ ভাগ কোপাল রজন গরম করিয়া তরল করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর উহাতে ২ ভাগ তিসির তৈল মিশাইতে হইবে। তারপর উহাতে আরও ৬ ভাগ উত্তপ্ত তৈল মিশাইতে হইবে। যখন ইহা সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হইবে, তখন প্রয়োজন মত টার্পিন তৈল মিশাইতে হইবে।

## টিনে লেবেল লাগাইবার আঠা

ঠাণ্ডা জলে ময়দা গুলিতে হইবে। যদি ১৬ আউন্স ময়দা লওয়া হয়, তাহা হইলে জলে ¼ আউন্স ফিটকারি মিশাইতে হইবে। অতঃপর উহা ফুটাইতে হইবে। উহা ঠাণ্ডা হইলে শতকরা ২০ কি ২৫ ভাগ খাঁটি মধু উহার সহিত মিশাইতে হইবে। ইহাতে কোনরূপ এসিড্ নাই, সুতরাং উহাতে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।

## লেবেল লাগাইবার আঠা

এখানে যে আঠার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহাতে এসিড্ আছে। সুতরাং ধাতুর উপর উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

১। ১ পাইট ঠাণ্ডা জলে ১ পাউণ্ড ডেক্সট্রাইন্ মিশ্রিত কর। অতঃপর উহাতে ৪ আউন্স এসেটিক এসিড্ মিশ্রিত কর।

২। মৃদু উত্তাপে এসেটিক্ এসিডে যতটা ইসিংগ্লাস মিশ্রিত হইতে পারে, ততটা মিশাও। ঠাণ্ডা অবস্থায় ইহা জেলির মত হইয়া যায়, গরম করিলে আবার গলে। ইহা অত্যন্ত দামী, সুতরাং ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার নাই।

৩। যতটা ওজনের গাম আরেবিক লইবে, ততটা ওজনের জলে উহা মিশ্রিত কর। উহার সিকি ভাগ জলে ভিজান জিলেটিন দিবে। শতকরা ২ ভাগ গ্লিসারিন এবং শতকরা ৩ ভাগ কর্পূর দিয়া সমস্তটিকে মৃদু উত্তাপে গরম কর।

| | | |
|---|---|---|
| ৪। | হোয়াইট গ্লু | ১½ পাউণ্ড |
| | চিনি | ২¼ ,, |
| | গাম আরেবিক | ১ ,, |
| | জল | ৫ পাইট |

৫ পাঁইট জলে গ্লু ১০ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ফুটাইবে। ফুটন্ত অবস্থায় উহাতে চিনি এবং গাম আরেবিক মিশাও।

৫। জলে গ্লু পাঁচ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তারপর বাকি জল ফেলিয়া দিয়া উহা ফুটাইতে থাক। ফুটন্ত অবস্থায় উহাতে শতকরা ২৫ বা ৩০ ভাগ গুড় বা চিনি মিশাইয়া আরও পাঁচ মিনিট ফুটাও। ইহাতে এসিড নাই, সুতরাং ইহা ধাতুপাত্রে ব্যবহার করা যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে খরচ কমই পড়ে।

## চামড়ার জন্য আঠা

চামড়া নানা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ট্যান করা হয়, সুতরাং ওক গাছের ছাল দিয়া যে চামড়া ট্যান করা হইয়াছে, তাহাতে যে আঠা ধরিবে, ক্রোম লেদার সে আঠা ধরিবে না। ওক গাছের ছাল দিয়া ট্যান করা চামড়া আটকাইবার জন্য জিলেটিন বা গ্লু এবং ট্যানিক্ এসিড্ মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। উহা লাগাইয়া যতক্ষণ উহা শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ চাপ দিয়া রাখা উচিত।

# বাঙ্গালীর ব্যবসায়-পথের অন্তরায় *

## ( পরশুরাম )

ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছেন, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হোক্, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না নিশ্চিত। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঔষধ প্রয়োগ মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য্য চাই, ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্ব্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া রোগভোগের কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দ্দশা কেবল ভদ্র-সমাজেই বর্ত্তমান এমন নয়, কিন্তু সমগ্র সমাজের অবস্থার বিচার আমাদের বিষয়ের অন্তর্গত নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিলে যে শ্রেণী বুঝায়, তাহাতে হিন্দু মুসলমান দুই ই আছে। মুসলমান ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। তবে প্রতিকারের পন্থা যে উভয়ের পক্ষেই এক, তাহা বলা বাহুল্য।

শত বৎসর পূর্ব্বে 'ভদ্র' বলিলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানতঃ জন্মগত হইলেও একটা গুণ-কর্ম্ম-বিভাগজ বিশেষত্ব সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপসত্বভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন এবং অধ্যাপনা দ্বারা

* এই প্রবন্ধটী ভারতবর্ষে পরশুরাম কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন; অধিকাংশ বৈদ্যই চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য্য করিতেন, এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরাজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিক-গৃহস্থকে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন; উভয় গৃহস্থের মধ্যে সামাজিক সদ্‌ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা পাটোয়ারী বুদ্ধি এবং মামলা পরিচালনে দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জ্জিত আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইত। এই প্রকার সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনো বর্ত্তমান; কেবল প্রভেদ এই যে বাঙ্গালী বণিকও তাঁহাদের বংশ-পরম্পরা-লব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য, তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ব্যবসায় না শিখিলে তাঁহাদের চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, অভাব কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইত। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। বাঙ্গালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমেরও সুবিধা হয়। কেরাণি-যুগের সেই আদিকালে সামান্য ইংরাজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল; সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকত অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সরকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্যোগী, তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানই ইংরাজী শিক্ষার অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরাজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতার মাত্রা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইঁহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণ যাহাই হোক্, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চাল-চলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল; কিন্তু একান্নবর্ত্তী সংসারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণ-পোষণ হইত। সভ্যতা এবং বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জ্জকের নিজস্ব খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারাও চাকরীর উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্ভ্রম-বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবন-যাত্রার প্রণালী-বিশেষ। ভদ্রতা লাভের উপায় হইল—বিশেষ প্রকার জীবিকা-গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা, এবং

জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটী ভদ্রমণ্ডুক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,—মাঠের মণ্ডুক, হাটের মণ্ডুক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতা লাভ করিল। কূপ-মণ্ডুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আহার্য্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই তাঁহার সম্ভ্রম বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা, অর্থাৎ স্কুল কলেজে লব্ধ বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়। কেরাণিগিরির বেতন যতই সামান্য হোক্, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই অল্প হোক্, তথাপি এ সকলে একটু কেতাবী বিদ্যা খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি, পুরাতন লৌহ-বিক্রয় বা গরুর গাড়ীর ঠিকাদারীতে বিদ্যা-প্রয়োগের সুযোগ নাই; সুতরাং এ সকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না, তখন অপর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙ্গালী ভদ্র ক্রমশঃ অকেতাবী বৃত্তিও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি এদেশে পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত, তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহা নূতন আমদানী হইয়াছে, কিম্বা যাহার ইংরাজী নামই প্রচলিত, এরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, সেলাইএর কাজ, কোচমানি, মুদিগিরি, ময়রার দোকান চলিবে না; কিন্তু ঘড়ি মেরামত, বাইসিক্‌ল্ মেরামত, নক্সা আঁকা, দর্জির দোকান, চায়ের দোকান, মাংসের হোটেল—এ সকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক অথবা ইংরাজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এই সকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগারের আশা নাই। দরিদ্র ভদ্র সন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনো রকমে সংসার চালাইতে পারে; কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা, তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকীলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পশার অনিশ্চিত, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদ্রি হয়, সেনা-নায়ক হয়, নাবিক হয়; কিন্তু বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ সকল বৃত্তি নাই।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে গণ্ডী। গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত, অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয় দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শিখাও, ইউনিভার্সিটির পাঠ্য পরিবর্ত্তিত কর। ছেলেরা অল্প বয়স হইতে হাতে-কলমে কাজ করিতে শিখুক্। তার-পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য্যকরী বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করুক্। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না, তাহারা banking, accountancy, economics ইত্যাদি বাণিজ্য এবং ধন-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিখুক। দেশে শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সংখ্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দ্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রা স্থির হয় নাই—রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। ঔষধ সেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয়, তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক উপকরণের ফলাফল বিচার করা কর্ত্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। আমার যতদূর জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দর্জির কাজ, সূতাকাটা, তাঁত বোনা, নক্সা করা এবং কৃষি। যে সকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিম্বা যাহারা ভবিষ্যতে ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয়ই হিতকর। যাহারা অবস্থাপন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্য্যা এবং ব্যায়াম শিক্ষা প্রয়োজন, হাতের নিপুণতাও তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষা কেবল গৌণভাবেই হিতকর,—মুখ্যভাবে উপার্জ্জনের কোন সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—কার্য্যকরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক শিল্পশিক্ষা। Mechanical এবং electrical engineering, agriculture, surveying banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্প-বিস্তর আছে। এখন কয়েক প্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে;—যথা, চামড়া, সাবান, কাচ, চিনামাটির জিনিষ এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, সূতা ও কাপড় রং করার প্রণালী, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা—যথা engineering, accountancy ইত্যাদি—শিখিলে চাকরীর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা বলিলে সাধারণতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদিই বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, কেবল এই প্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্য্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য, সাহিত্য, দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া দলে দলে ছাত্রগণ বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল, বি-এস্‌সি, এম্-এস্‌সিতে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয় স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স্ শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরাণি বা উকিল হইল! হায়, ছোকড়া কি করিবে? বিজ্ঞান ও কার্য্যকরী বিদ্যা এক নয়; কেমিষ্ট্রী ফিজিক্‌স্ পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনো গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহারে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা,—যাকে বলে technical education. অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্ব্বাচনে ভুল করিয়া পূর্ব্বে হতাশ হইয়াছি,—এবারেও কি আশা নাই? সাবান, কাচ, চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরাণিগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্ব্বেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসঙ্গত ছিল, তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, এবং এবারেও হয় ত সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল-কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে, তাহা উদাহরণ রূপেই থাকে;

উৎপাদনের তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞান পাঠে শিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়,—এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয়, শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যে সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে শিল্প বৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞান শিক্ষা তাহার অন্যতম, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্প-শিক্ষা। ইহার অর্থ—যে প্রণালীতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রণালীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন, ইহাই শিল্প প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদূর সঙ্গত, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না,—সেজন্য উপদেষ্টার কাছে হাতা-খুন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। ইহাই রন্ধন-শিল্পের technical education। এই শিক্ষা লাভ হইলে চাকরি মিলিতে পারে, এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুসী করা যায়। আয় ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না,—তাহা মণিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনো উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধন বিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধন-শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই তাহার কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত যায়গায় বাড়ী চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাসময়ে বহুলোকের আহার্য্য প্রস্তুত চাই,—হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়-ব্যয় খতাইয়া লাভ লোকসান নির্ণয়,—প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বপ্রকার শিল্প এবং ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অল্পাধিক দুর্গম। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের ভীষণ প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়-বুদ্ধি জন্মিবে না, এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল, তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্যোগী ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া, কিম্বা বিজ্ঞানের কোনো চর্চ্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং কার্য্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এইরূপ সুযোগ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি একলক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, এখন হয় ত দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আমরা এই মাত্র আশা করিতে পারি যে, কয়েকজনের নূতন প্রকার চাকরী মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে আপাততঃ কোনো প্রকার সুবিধা লাভ হইবে না।

Technical educationকে নিরর্থক প্রতিপন্ন

করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাই—যদি ছাত্রগণ অত্যধিক সংখ্যায় নির্ব্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন, তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফল-মনোরথ হইবেন; কারণ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এবং এদেশে কারখানাও এত নাই, যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। অতএব জীবিকা লাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কি না দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের একদল এদেশের কুলী, মজুর, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, মাঝি, মিস্ত্রিকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর একদল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী লোলুপনেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্ত্তি দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এই সকল পরদেশী ইংরাজী বিদ্যা জানে না, economics বোঝে না, ইহাদের হিসাব-প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট,—অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিতেও ব্যস্ত নয়,—কারণ ইহারা মনে করে, পণ্য প্রস্তুত অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্ব্বিচারে দেশী, বিলাতী, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, উপকারী, অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঋজু-কুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া, ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙ্গালী, কতক ঈর্ষার জন্য, কতক অজ্ঞতার বশে, এই সকল পরদেশীর কার্য্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্ব্বর, অশিক্ষিত, দুর্নীতি-পরায়ণ,—টাকার জন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে; যা-তা খাইয়া, যেখানে-সেখানে বাস করিয়া, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের মত অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদ্ বর্জ্জিত। ভদ্র বাঙ্গালী অত হীনভাবে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিতে পারে না; তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না;—অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী ভাবিয়াছিল—ইংরাজের আচার ব্যবহার অনুসরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে; বাঙ্গালী বুঝিয়াছে—মোটা চাল-চলনের সহিত বিদ্যা-বুদ্ধি-উদ্যমের কোন সম্পর্ক নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে, এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ মনে করার কোনো হেতু নাই যে, ঐ সকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই সাব্যস্ত হইবে যে, বাঙ্গালীর পরাজয় তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এই সকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিক্-বৃত্তির আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হইয়াছে, এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী কেরাণি মার্চ্চেণ্ট আফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice, voucher, day-book, ledger লিখিয়া দিনগত-পাপক্ষয় করিয়া আসে। মনিবের

সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র,—মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই, স্বার্থও নাই। পরদেশী বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। তাহার সহায়তা করিয়া বণিকপুত্র অল্প বয়সেই পৈত্রিক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শিখে, এবং কেনা, বেচা, আদায়,উশুল, জাব দা, রোকড়, খতিয়ান, হাতচিঠা, হুণ্ডি, মোকাম, বাজারের গূঢ় তথ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙ্গালী ভদ্রের গৃহে দুর্লভ। উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, কেরাণির পুত্র ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙ্গালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে, কিন্তু অভিভাবকের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল, আড়তদার, ব্যাপারী, পাইকার, দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্ত্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে পৌছায়। পণ্যের এই পরিক্রম পথে অগণিত ব্যক্তির অন্ন-সংস্থান হয়। এই মহাজন-অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে এই পথের বার্ত্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে এ সুযোগ নাই, সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙ্গালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয়, তাহারই কিয়দংশে ব্যবসায়-শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বাঞ্ছিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও হয় ত অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকল সময় সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না; কিন্তু যে হইতে চাহিবে, তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া পাঠদ্দশাতেই বাণিগবৃত্তির সহিত পরিচয় আরম্ভ করা ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। আগে ধন-বিজ্ঞান শিখিব, তার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব, এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না। আগে ভাষা তার পর ব্যাকরণ— ইহাই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট রীতি। দোকান, হাট, বাজার, আড়ৎ, ব্যবসায়-শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ;—এই সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে। আমদানী, রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়-প্রথা, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় মূল্য, হিসাব-প্রণালী, টাকা আদায়ের প্রথা—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এই সকল সংবাদ গ্রহণ করেন, তবে তিনিও উপকৃত হইবেন, এবং ছাত্রকে সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা (অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষা) শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকত কোন ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী হইয়া হাতে কলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য Premium দেওয়ার প্রথা নাই; কিন্তু যদি দিতেও হয়, তবে তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যে কোনো সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশি করায় লাভ আছে,—কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূল সূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা হইবে না,—সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবীশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া

কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চ শিক্ষা বা কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। প্রথমে যে ছোট ব্যবসায় আরম্ভ হইবে, তাহা 'হাতে খড়ি' বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তারপর অভিজ্ঞতা এবং আত্ম-নির্ভরতা জন্মিলে কারবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই প্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্ট-সাহিষ্ণুতা আবশ্যক, সৌখীন বাঙ্গালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙ্গালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া, রাত জাগিয়া, মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত টিনের ঘরে জ্বলন্ত চুল্লির কাছে লোহা পিটাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সার্ভেয়িং শেখে। ভোরে অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন কলম পিষিয়া বাড়ী ফেরে। এ সকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে, সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে—বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে,—সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনো কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্ব্বের তুলনায় বাঙ্গালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন দিয়াছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটীর-শিল্প, উন্নত কৃষি এবং কার্য্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মনোযোগ দেন, তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রামিত হয়। জন-কতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্ত্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই; নিপুণতা এবং সৌষ্ঠবজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এই সকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙ্গালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙ্গালীর যে সদ্‌গুণ আছে, তাহা কলম পিষিয়া উৎপন্ন হয় নাই। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে, তাহাও তাহার বৃত্তির ফল নয়। অনেক বাঙ্গালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়ি পাল্লা নিজের হাতে লইলেই বাঙ্গালীর ভাবের উৎস শুকাইবে না।
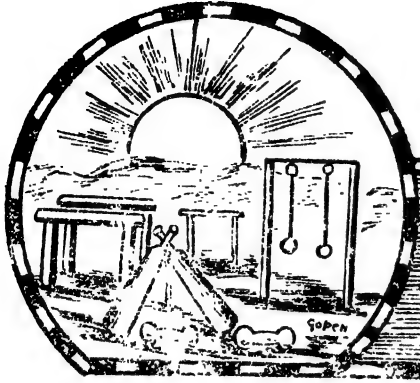
## স্বাস্থ্য

প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটি লোক বঙ্গদেশে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পড়ে; তদ্ভিন্ন কত সহস্র সহস্র লোক যে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে রাখে? অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য যে এই সকল মৃত্যুর প্রধানতম কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অবরোধ প্রথার ফলে স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহিরে মুক্ত বাতাসে বাহির হইতে না পারিয়া গৃহের বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থাকিয়া দলে দলে যক্ষ্মা রোগের কবলে পড়িয়া মৃত্যুর হার বাড়াইয়া তুলিতেছে। ইহার উপর সহরে গৃহের অবস্থা যেরূপ, যেভাবে উহারা নির্ম্মিত এবং অবস্থিত, আলো বাতাস প্রবেশের এমনি অবস্থা যে, তাহাতে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ যদি না বাড়িবে, তাহা হইলে উহা বাড়িবে কোথায়? সহরের অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অত্যধিক লোকের বাস হেতু এখানে সংক্রামক রোগ সহজেই সংক্রামিত হইবার সুযোগ পায়।

গত ১৯২৩—২৪ সালে ভারতের প্রধান প্রধান সহরের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডে প্রধান কয়েকটি রোগের মৃত্যুর হার কিরূপ, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল।

| সহর ও ওয়ার্ড | হাজার করা মৃত্যুর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | আমাশয় ও উদরাময় | শ্বাসযন্ত্রের রোগ | যক্ষ্মা |
| **বোম্বে সহর** | ২·৭০ | ১১·৫৫ | ১·১২ |
| এসপ্ল্যানেড | ৩·০৯ | ১১·৫৩ | ১·৯৯ |
| মণ্ডবী. | ১·০৫ | ১০·১৯ | ০·৩৫ |
| চাকলা | ১·০০ | ১৩·১৭ | ০·৫৬ |
| উমরখণ্ডী | ৫·৩১ | ১৪·৫৫ | ০·৫৯ |
| ভুলেশ্বর | ২·৪৯ | ১১·২১ | ১·৫৩ |
| মহালক্ষ্মী | ২·৬৩ | ৮·৩৫ | ২·১৪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| দ্বিতীয় নাগপাদ | ২·৩৯ | ১৭·২১ | ০·৭৭ |
| কামাথিপুরা | ২·৯৮ | ১২·২৮ | ১·০৬ |
| বাইকুল্লা | ২·৬২ | ১৭·৪৭ | ০·৭৩ |
| সিউড়ি | ২·৮০ | ১৪·৬৫ | ০·২৬ |
| সায়ন | ৪·৪৩ | ১১·৭১ | ০·৪০ |
| পারেল | ২·০২ | ১০·৮৮ | ০·৯৪ |
| মহিম | ৩·৪৮ | ১১·৪৫ | ০·৬৩ |
| ওয়ারলি | ৩·৭০ | ১২·৫৬ | ০·৪১ |
| **কলিকাতা সহর** | ৩·০ | ৬·৭ | ২·৩ |
| হেষ্টিংস্ | ২·৮ | ১২·৮ | ১·৬ |
| ইটলী | ৭·৮ | ১১·৮ | ২·৩ |
| বেনেপুকুর | ৫·৩ | ১০·৭ | ৪·০ |
| বালিগঞ্জ | ৩·৯ | ৬·৭ | ১·৭ |
| ভবানীপুর | ২·৯ | ১৫·৩ | ২·২ |
| খিদিরপুর | ৫·০ | ১২·৪ | ১·৭ |
| কলুটোলা | ১·৬ | ৭·৪ | ২·৬ |
| জোড়াসাঁকো | ২·৪ | ৫·৮ | ২·৪ |
| জোড়াবাগান | ২·০ | ৭·৭ | ২·৬ |
| ওয়াটগঞ্জ | ২·৫ | ৮·৪ | ১·৫ |
| **মান্দ্রাজ সহর** | ১৭·২ | ৬·৩ | ২·২ |
| রয়াপুরম্ | ৯·৮ | ৪·১ | ২·০ |
| টোণ্ডিয়ারপেট | ১২·১ | ৬·০ | ২·১ |
| ওয়াসার ম্যানপেট | ৭·৮ | ৭·০ | ১·৫ |
| হারবার | ৬·৪ | ৯·৫ | ৩·৪ |
| কোতোয়াল বাজার | ৫·৭ | ৭·৮ | ২·৭ |
| আমেন কয়েল | ৭·৫ | ৬·১ | ৩·৪ |
| সেভেন ওয়েল্‌স্ | ৮·৫ | ৭·৮ | ৩·৭ |
| পেড্ডুনাকেন পেট | ৭·৪ | ৭·৩ | ৩·০ |
| এস্প্ল্যানেড্ | ১০·৬ | ১৪·৭ | ২·৪ |
| পার্ক টাউন | ২·৬ | ৬·৯ | ১·৭ |
| পেরাম্বুর | ৯·৮ | ৪·৮ | ২·০ |
| চুলাই | ৯·৯ | ৫·৫ | ২·২ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ট্রিপ্লিকান | ৩.৯ | ৬.২ | ২.৩ |
| আমীর মহল | ৮.৭ | ৬.৯ | ৩.৮ |
| **কাণপুর সহর** | ১.১৪ | ১২.৭৩ | ৩.২৫ |
| গোয়ালতলি | ৭.২ | ১৯.৫ | ৭.৫ |
| বাঙ্গালী মহল | ২.৬ | ১৩.৭ | ৭.৯ |
| জেনারেলগঞ্জ | ৩.৬ | ২১.৮ | ১০.০ |
| আনোয়ারগঞ্জ | ১.৪ | ১৩.১৭ | ৬.৪ |
| পাতকপুর | ৩.ৃ | ১৫.৫ | ৩.৯ |
| পূর্ব্ব হীরামন | ২.৩ | ৩৩.৬ | ১০.৯ |
| শিসামন | ২.৬ | ২৪.২ | ৭.১ |
| কর্ণেলগঞ্জ | ২.৫ | ১৫.৩ | ৫.৪ |
| ম্যাকরবার্টগঞ্জ | ১.২ | ১৬.৯ | ৯.০ |
| এ্যালেনগঞ্জ | ১.১ | ১৮.৫ | ৫.২ |
| আমেদাবাদ | ১.১৩ | ১৬.৩৭ | ৩.৫১ |
| খাদিয়া | ২.২৩ | | ৩.০২ |
| কালুপুর | ০.৯৪ | | ৩.৩৭ |
| দরিয়াপুর | ১.৮৩ | | ৩.৫৯ |
| সাহপুর | ১.৫০ | | ৪.৬২ |
| জামালপুর | ১.৮৩ | | ৩.১৬ |
| রায়খণ্ড | ২.১০ | | ৪.৬১ |
| পারস | ১.১৪ | | ২.৮৫ |
| **নাগপুর সহর** | ১.১৪ | | ৯.৯ |
| ভালদরপুর | ২.০৪ | | ১৯.৯৫ |
| গণেশপেটা | ৪.৫১ | | ১৪.৯৯ |
| ভুটিয়া দরওয়াজা | ১.৩৯ | | ১৯.৩১ |
| কিল ও শুক্রওয়ানি | ২.২০ | | ১০.৩ |
| ফেন্দ্বিশপুরা | ১.৯৯ | | ৮.১২ |
| আয়াছিতোয়াহি ও ইতোয়ারি | ২.৭৩ | | ১০.৯২ |
| গঙ্গা যমুনা | ২.৩৫ | | ১৮.০৮ |
| মসনগঞ্জ | ২.৮৬ | | ১০.৬৯ |
| খাদন মোহল্লা | ১.৬৩ | | ১৪.৫১ |
| বেরিয়াপুরা | ২.০৯ | | ১৩.৬৮ |
| সীতাবলদি ও ধানতোলি | ১.০৪ | | ১০.৭৯ |

সহরতলীতে এবং শ্রমিক-পল্লীতে উদরাময় এবং আমাশয় রোগে অধিক লোক মরিতে দেখা যায়। ইহার কারণ, ঐ সকল স্থানে সাধারণের ব্যবহারের জন্য যে পায়খানা থাকে, তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে বলিয়া সে স্থানের বাতাস দূষিত হইয়া যায়, তদ্ভিন্ন শ্রমিক পল্লীর অপরিচ্ছন্নতা হেতু নানা আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে, তাহাতে উদরাময় এবং আমাশয় রোগ সহজেই লোককে আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়। বস্তিতে যাহারা বাস করে, তাহাদের মধ্যে শ্বাস যন্ত্রের রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ, বস্তির লোকেরা ভাল খাইতে বা ভাল পরিতে পায় না, তাহার উপর তাহারা যে স্থানে বাস করে, তাহা অত্যন্ত স্যাঁত-সেঁতে, এবং বস্তির ঘরগুলির অবস্থা এতই খারাপ যে, উহার মধ্যে বাস করিয়া ঋতুর পরিবর্ত্তন হেতু পরিবর্ত্তিত আবহাওয়ার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় না বলিলেও হয়। তা ছাড়া এক ঘরে বহুলোকের বাস হেতু এবং আলো বাতাস প্রবেশের অব্যবস্থার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই চলে; তাহাতে আবার শীতকালের রাতের হাওয়ার উপর লোকের এমন একটা উৎকট ভয় আছে যে, শয়ন গৃহের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রটুকু পর্য্যন্ত বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া তবে তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু চিন্তার কারণ যে, এই খানেই অজ্ঞ লোকে তাহা বুঝে না।

সহরের বাড়ীগুলি এতই ঘন সন্নিবিষ্ট যে, বাতাস এবং আলো প্রবেশের পথ অনেক পরিমাণে বন্ধ। এই সকল বন্ধ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়া প্রাণ যদি হাঁপাইয়া উঠিয়া কোন একটা রোগ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া যায়, সে দোষ কাহার? বয়ঃপ্রাপ্ত মানবের চেয়ে শিশুদের পক্ষে খোলা আলো-বাতাস ঢের বেশী প্রয়োজনীয়। তাই এই সকল রুদ্ধ গৃহে নবজাত মানব-শিশু বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—অধিকাংশ শিশু অকালে ঝরিয়া পড়ে। সহরের এই রুদ্ধ গৃহগুলি যে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাবের একটা কারণ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে যত বেশী থাকিতে পারা যায়, ততই যক্ষ্মা রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা কম হয়; তাই বর্ত্তমানে যক্ষ্মা রোগীকে খোলা বাতাসের মধ্যে রাখিয়া তাহার চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের প্রধান ব্যবস্থা। ইহার উপর হিন্দুদের অন্ধ-বিশ্বাস এবং কু-প্রথার অন্ত নাই। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন নবজাত শিশু এবং মাতা এমনি অশুচি হইয়া পড়ে যে, আবর্জ্জনা-কুণ্ডের চেয়েও নিকৃষ্ট স্থানে স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া, হিন্দু নবজাত অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করে। আনন্দে শঙ্খ বাজিয়া উঠে বটে; কিন্তু কদর্য্য প্রসবাগার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বে কত শিশু যে আনন্দভবনে নিরানন্দের সৃষ্টি করিয়া চলিয়া যায়, তাহারই বা খোঁজ রাখে কয়জন? সহরের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক গৃহস্থ একখানি বা দুইখানি গৃহ লইয়া বাস করে। তাহাদের গৃহে যখন কাহারও সন্তান সম্ভাবনা হয়, তখন গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার এবং আবর্জ্জনাময় গৃহকোণটি নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বোম্বে সহরে দরিদ্র গৃহস্থের অবস্থা আরও শোচনীয়, এক একটি গৃহে একের অধিক পরিবার বাস করে। সুতরাং সন্তান সম্ভাবনা হইলে মাতার এবং নবজাত শিশুর কিরূপ অবস্থা এবং ব্যবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অধিকন্তু গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া আছে। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে ধাই নামক যে প্রাণীগুলি আসিয়া প্রসূতি এবং নবজাত শিশুর শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা করিতে উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহাদিগকে মৃত্যুর দূত বলিয়াই মনে হয়। ১৯২০ সালে পাবলিক হেল্থ্ কমিশনার (Public Health

commissioner) ধাইদের সম্বন্ধে তাহার বিবরণীর যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।

তিনি বলিতেছেন, "ধাইদের কাপড় অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন ; হাতে একগাছা কাঁচের চুড়ি, আঙ্গুলে কয়েকটা খারাপ আংটি এবং আঙ্গুলের নখগুলি ময়লায় ভরা। উহাদের যন্ত্র হইতেছে, একটি বাশের চোঙা, একটি পুরাতন অপরিষ্কার ছুরি এবং একটি ছোট প্রদীপ। উহার তৈলে আলোও জ্বলে এবং প্রসবদ্বার পরীক্ষার পূর্ব্বে হাতে মাখাও চলে।" বাঙ্গালা দেশের ধাইদের সহিত যাঁহার এতটুকু পরিচয় আছে, তিনিই বলিবেন, ইহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নহে। সুতরাং বাঙ্গলাদেশের স্ত্রীলোকেরা বদ্ধগৃহের দুষ্ট বাতাসের মধ্যে থাকিয়া কয়েকবার উপর্য্যুপরি সন্তান ধারণ করিয়া যদি প্রসব বেদনার সময় বা সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাহারা কোনমতে টিকিয়া যায়, তাহারা এই সময়টিকে একটা বিভীষিকার মত দেখে।

১৯২২ সালে ভারতে কোন্ সহরে কত স্ত্রীলোক ও সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদান করা হইল :—

| প্রদেশ ও সহর | মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা |
|---|---|
| **যুক্তপ্রদেশ :—** | |
| সকল সহরের মৃত্যুসংখ্যা | |
| দশ হাজারের অধিক | ৬·৫ |
| কাণপুর | ৭·৩ |
| কাশী | ৮·৭ |
| লক্ষ্ণৌ | ৮·৯ |
| দিল্লী | ৫·৮ |
| **আসাম প্রদেশ :—** | |
| সকল সহরের একত্রে মোট মৃত্যুসংখ্যা | |
| দশ হাজারের অধিক | ১২·১ |
| **বোম্বাই প্রদেশ :—** | |
| সকল সহরের মোট মৃত্যু সংখ্যা | |
| দশ হাজারের অধিক | |
| গ্রাম্য বিভাগ | ৬·০ |
| বোম্বে সহর | ১৩·৫ |
| আমেদাবাদ | ১২·৫ |
| পুনা | ৩৮·৭ |
| সুরাট | ২০·১ |
| করাচি | ১৫·৫ |
| **মান্দ্রাজ প্রদেশ :—** | |
| সকল সহর একত্রে | ৯·৩ |
| গ্রাম্য বিভাগ | ১৩·৮ |
| মান্দ্রাজ সহর | ৩১·৮ |
| গণ্টুর | ৩১·৮ |
| বেজওয়াড়া | ১৮·৮ |
| ত্রিচিনপল্লি | ১৫·০ |
| **ব্রহ্মদেশ :—** | |
| সকল সহর একত্রে | ১০·৭ |
| মাণ্ডালে | ১১·৭ |
| রেঙ্গুন | ৪·০ |
| **বঙ্গদেশ—:** | |
| কলিকাতা | ৫·০ |
| **মধ্য প্রদেশ :—** | |
| নাগপুর | ৭·৭ |

প্রসব বেদনার সময় বা সন্তান প্রসব করিবার পর কতলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার হিসাব রাখিবার প্রথা বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহাকে ঠিক নিখুত বলিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর বলেন, বাঙ্গলা দেশে হাজার করা অন্ততঃ

কুড়িজন স্ত্রীলোক প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে বা সন্তান প্রসবের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যে সকল সংক্রামক রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে, এইবার সেই সকল রোগের আলোচনা করা যা'ক। এই রোগগুলি সহরে বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে না, গ্রামেই উহারা ভীষণ আকার ধারণ করে। একটা বিষয় ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার আছে এবং তাহা হইতেছে এই যে, যত দিন যাইতেছে, মহামারী ও সংক্রামক রোগের তীব্রতা না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। কলেরা অল্পবিস্তর স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে ভারতে ৬৫ লক্ষ লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৮ সালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা যখন মহামারীর আকার ধারণ করিল, তখন যত লোক মরিয়াছে, আর কোন রোগে কখনও তেমন মরে নাই। ঐ বৎসর ইন-ফ্লুয়েঞ্জায় কিঞ্চিদধিক ৭১০০০০০ লোক ইহলীলা সম্বরণ করে। ১৯১৯ সালে কিঞ্চিদধিক আরও দশ লক্ষ লোক মরে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রায় ৮৫ লক্ষ লোক উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভারতের দেশীয় নৃপতি-শাসিত রাজ্যে যে সকল লোক মরিয়াছিল, তাহাও যদি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, সারা ভারতবর্ষে মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক কেবল মাত্র ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা গিয়াছে। এই অসম্ভব মৃত্যুর সংখ্যা দেখিয়া মিঃ মার্টিন বলিতেছেন, 'হিসাব ঠিক হয় নাই, আরো বেশী লোক মরিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া, যে সকল কর্ম্মচারীর উপর হিসাব রাখিবার ভার ন্যস্ত ছিল, তাহারা কার্য্য করিতে পারে নাই, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে হিসাব রাখিবার কাজ একেবারে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।' তাহা হইলে পাঠকবর্গ একবার বুঝুন, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভারতের কি ভীষণ ক্ষতিই না হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা গিয়াছে, কুড়ি হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক লোকের মৃত্যুই অধিক হইয়াছে। যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, তখন কোন কোন গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল, মৃতদেহ ফেলিবার লোক ছিল না; ফসল পাকিয়াছে, কাটিবে কে?—জন নাই; ব্যবসায়-বাণিজ্য, কাজকর্ম্ম সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—সকলেই রোগাক্রান্ত। উপসংহারে মিঃ মার্টিন বলিতেছেন, মোটামুটি হিসাবে শতকরা দশজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা সাড়ে বার কোটি।

একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহর অপেক্ষা গ্রামেই মহামারী বা সংক্রামক রোগের প্রকোপ অধিক। ইহার কারণ সহরে চিকিৎসক পাওয়া যায়, এবং সহরের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য সমবেত চেষ্টা আছে।

ইহা সত্য যে, জনমজুর এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামক রোগের প্রাবল্য দেখা যায় এবং উহারাই বেশী মরে। ইহার কারণ, উহারা যে অবস্থায় বসবাস করে, তাহাতে রোগাক্রমণের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। যদি নিয়মিত ভাবে, প্লেগে-কলেরায় শ্রমিকদের কিরূপ মৃত্যু হয়, তাহার একটা হিসাব লওয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের অবস্থা কি শোচনীয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৮-১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রকোপ যখন অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠে, তখন কলিকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে শতকরা ২·১২ জন লোক উক্ত রোগে মরিয়াছিল। খিদিরপুরে অধিকাংশই কুলির বাস। সমগ্র কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের উক্ত রোগের মৃত্যুর হার হইতেছে শতকরা ৪·১ জন। অর্থাৎ কলিকাতা সহরে যখন একশত জনের মধ্যে চার জনের মৃত্যু

হইয়াছিল, তখন কলিকাতার খিদিরপুর ওয়ার্ডে একশত জনের মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এই একটা মাত্র উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সংক্রামক রোগের প্রকোপে কুলিরা কিরূপ দলে দলে মরে।

প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯২২ সালে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৪ জন ( ৬৩.৬ ) জ্বরে ভুগিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে। অবশ্য ম্যালেরিয়া জ্বরই যে বাঙ্গলা দেশের মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য ঘটাইতেছে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বাঙ্গলা দেশে যত হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে ১৯২১ সালে ৮০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল। একথা সকলেই জানে, এ দেশের লোক সহজে হাঁসপাতালে যাইতে চাহে না—যাহারা যায়, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে সকল লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতি অল্প সংখ্যক লোক হাঁসপাতালে গিয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ৮০ লক্ষ। এখন পাঠকবর্গ অনুমান করিয়া দেখুন, ১৯২১ সালে বাঙ্গলা দেশে কত লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়া-অধ্যুসিত স্থানে যে সকল লোক বাস করে, তাহারা রুগ্ন, জরাজীর্ণ, তাহাদের উন্নতি নাই—ইহা যে কেবল বাঙ্গলা দেশেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা নহে; জগতের অন্যান্য যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া ছিল বা আছে, সে সকল স্থানেও ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগে প্রাণহানি যত না হউক, ( অবশ্য বাঙ্গলা দেশে যে সকল লোক ম্যালেরিয়া রোগে মরে, তাহাদের সংখ্যা কম নয় ) তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী লোকের জীবনী শক্তি এবং আয়ু ক্ষয় হয় এবং তাহারা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৯২১ সালে বাঙ্গলা দেশে যেরূপ ভীষণভাবে লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া কি ভীষণ ক্ষতিই না হইয়া গিয়াছে। ইটালীর ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত বিবরণীতে, মিঃ পেইজ (Pais) বলিয়াছেন, ম্যালেরিয়া রোগ যেখানে বিস্তৃত হয়, সেখানকার লোকদের উন্নতি না হইয়া অধোগতি হয়। যক্ষ্মা রোগের সহিত ম্যালেরিয়ার তুলনা করিয়া তিনি বলিতেছেন, যক্ষ্মা রোগে মানুষ যত শীঘ্র মরে, ম্যালেরিয়ায় অবশ্য তত শীঘ্র মরে না। কিন্তু যক্ষ্মা রোগ অপেক্ষা ম্যালেরিয়া মানুষের জীবনী শক্তি ঢের বেশী পরিমাণে ক্ষয় করিয়া দেয়। ইহা মানব দেহের রক্তের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, সকল শক্তি হ্রাস করিয়া দেয় এবং যে জাতির মধ্যে এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়, সেই জাতির দৈহিক অবনতি সাধিত হয়।

বাঙ্গলার গ্রামে এবং সহরে ম্যালেরিয়া রোগের যে তাণ্ডবলীলা দেখা যায়, তাহার সহিত ডাক্তার পেইজের বর্ণনা নিখুঁতভাবে মিলিয়া যায়। গ্রামের লোক নীরবে ম্যালেরিয়া রোগে মরে, আর সহরের লোক কোন মতে ম্যালেরিয়া রোগের সহিত তাল ঠুকিতে ঠুকিতে মৃত্যুর তীর অবধি দেহটাকে লইয়া হাজির করে।

কেবল ঔষধ খাইয়া ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিকার হইতে পারে না। উহা দূর করিতে হইলে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন—চাই জল নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা এবং জলাশয়ের জলের বিশুদ্ধতা। রেলের কল্যাণে এবং গ্রামবাসীদের নিশ্চেষ্টতায় গ্রামের জল নিকাশের পথ প্রায় একেবারে অবরুদ্ধ

হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর নদ-নদী পুকুর-দীঘি প্রভৃতি হাজিয়া মুজিয়া যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে উহা পশুরও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের মানব-সাধারণকে উহাই ব্যবহার করিতে হয়। ম্যালেরিয়া যে তাহাদের মধ্যে তীব্রভাবে আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হইলে নদ, নদী, পুষ্করিণী. দীঘিকা প্রভৃতি পরিস্কার করিতে হইবে। জলের বিশুদ্ধতার উপর রোগের ব্যাপকতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এতদ্ভিন্ন বাসগৃহ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। এইগুলিই হইতেছে, ম্যালেরিয়া প্রতিকারের প্রধান উপায়। দেশের প্রত্যেক নরনারীকে এই উপায়গুলি অবলম্বন করাইতে হইবে। তবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে ব্যর্থ হইতে হইবে; কারণ তাহারা অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষিত। কিন্তু উহাদের মধ্যে আজও ধর্ম্মপ্রাণতা ও প্রাচীন বিধি-ব্যবহারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস বর্ত্তমান। এই ধর্ম্ম ভাবকে জাগ্রত করিয়া জলাশয় নির্ম্মাণ, জলদান প্রভৃতির দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের বিশ্বাস জাগাইয়া যদি তাহাদিগকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকারে নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে উহার প্রতিবিধান হইতে পারে বলিয়া আশা হয়।

পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবার আন্দোলন চালাইয়া কিছু কাজ হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সকল সহরে কলকারখানা আছে, সেই সকল সহরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে পল্লীতে বাস করে, তাহার কদর্য্যতা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিকার কিন্তু অত সহজে হইবে না। উহাদের পল্লীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং তাহাদের জীবন-যাপনের প্রণালী এতই খারাপ যে, উহার প্রতিকার এবং উহাদের দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-নিষেধ প্রতিপালিত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

---

## সলিম চাচা

( সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত )

আজ হাটের দিন। সলিম চাচা হাট খরচের চিন্তায় 'মহা' বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, হাতে একটি পয়সাও নাই। কিছুদিন যাবত ব্যবসায় ভালরূপ চলিতেছে না বলিয়াই অর্থের অপ্রতুল ঘটিয়াছে। আর কয়েক দণ্ড পরেই হাট বসিবে; আপাততঃ সলিম চাচা একখানি 'কাহই' ( চিরুণী ) লইয়া, এবং একটী জলপূর্ণ কলসীকে দর্পণ স্থানে বসাইয়া অজস্র তৈলনিষক্ত "বাবরি" চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ভাবিতে লাগিলেন, "এ্যাহন উপায়? কাচ্চা বাচ্চাডারেই বা আধার দিই ক্যাম্বায়! এট্টু তৈল, লবণ, পান, তামুক না কিন্‌লি ত চলে না।" কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অবশেষে যেন একটা উপায় ঠাওরাইলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, স্তাহা যা'ক, খোদার মর্‌জি, আর আমার হাতযশ কদ্দূর ফলে।" এই বলিয়া লাল রঙের গামছাখানি কাঁধের উপর ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চাচার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। সলিমদ্দি ওরফে সলিম চাচা একজন বিখ্যাত প্রতিভাবান তস্কর। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতায় চৌর্য্য-বৃত্তি আজকাল আর ততটা লাভজনক (lucrative) নাই; কিন্তু তখন চৌর্য্যব্যবসায় অত্যন্ত লাভকর ব্যবসায় বলিয়াই পরিগণিত ছিল। তাহা বুঝিয়াই সলিম চাচা বাল্যবয়সে ইহা অবলম্বন করেন, এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত উক্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া চৌর্য্য বিদ্যাকে অতি সুমহৎ, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্মান-জনক বৃত্তিরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সলিম চাচা তাঁহার গুণের আদর ও কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বহুবার জেলের কয়েদীরূপে নির্ব্বাচিত ও ধৃত হইয়া "দাগী" আখ্যা প্রাপ্ত হন, এবং ততোধিক বার পুলিশের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিরলশ্মশ্রু ছিল, ইহার কারণ পুলিশের স্নেহাধিক্য বশতঃ তাহারা তাঁহার শ্মশ্রু উৎপাটনের ব্যগ্রতায় অপক্ক শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়া দিয়াছিল। তিনি গৃহস্থের ভার মোচনে সতত সচেষ্ট থাকিতেন, এবং যে দিন যে পল্লীতে

কার্য্যব্যপদেশে পদার্পণ করিতেন, তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পাইলে সে দিন সে পল্লীর গৃহস্থেরা তাঁহার কীর্ত্তিস্মরণে এবং তাঁহার 'পদার্পণের' প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানসে সারারাত্রি বাতি জ্বালিয়া ও জাগিয়া কাটাইত, এবং নির্ণিমেষ নয়নে বসিয়া থাকিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিত।

তিনি যেমন প্রতিভাবান্ চোর ছিলেন, তেমনই ভক্তিবিনম্র সাধু ছিলেন। চুরি ধরা পড়িলে ও পুলিশের স্নেহালিঙ্গন প্রাপ্ত হইলে, তিনি অপূর্ব্ব বিনয় বশতঃ স্বকার্য্য অস্বীকার করিতেন (কারণ, যশোলালসা তাঁহার আদৌ ছিল না), এবং পুনঃ পুনঃ আল্লার নামের দোহাই দিতেন। ইহাতে স্পষ্টই ও অনায়াসেই বুঝা যায় যে, তিনি ভগবৎ-প্রেমিক ছিলেন। এইরূপে তাঁহার চরিত্রে চৌর্য্যপ্রবৃত্তি ও ভগবৎ-প্রেম এই উভয় গুণের সম্মিলনে মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়াছিল।

তাঁহাকে দর্শন করার সৌভাগ্য অনেকের ঘটিয়া থাকিতে না পারে, কিন্তু এ অঞ্চলে সলিম চাচার নাম কে না জানিত? তবু বলিতে হয়, এই স্বার্থময় আত্মম্ভরিতাপূর্ণ সংসারে তাঁহার গুণের যথোচিত সমাদর হয় নাই। প্রমাণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই জনহিতকর চৌর্য্যব্রতের অনুষ্ঠানে সলিম চাচা কোনও ভদ্রসন্তানের সাহায্য বা সাহচর্য্য লাভ করিতে পারেন নাই। যে সুমহৎ ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই কয়েকটী সহচর মাত্র লইয়া তাহার উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন; তাহাতে তাঁহাকে অনেক বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। অধম কাফের কুলের নিন্দা বিদ্রূপে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তবে একমাত্র, জালিয়াতি সাধনায় সিদ্ধ, স্থানীয় হরিসভার প্রতিষ্ঠাতা ঋষিকল্প সাধু বামাচরণ চক্রবর্ত্তী ওরফে বামা ঠাকুরদা তাঁহার প্রতি স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি ও আনুকূল্য প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই।

এখন আসল কথা "পাড়ি।" সলিম চাচা একেবারে গিয়া বামা ঠাকুরদার প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন। ঠাকুরদা তখন তাঁহার বারান্দায় একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া নিবিষ্টনেত্রে কতকগুলি দলিলের অক্ষর নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কপালে তিলক কাটা, বুকে মাটির ফোটা, গায়ে নামাবলী, পরনে একখানা গরদের ধুতি, নাকে এক জোড়া লৌহ ফ্রেমে বাঁধা জীর্ণ চশমা আটা। চশমার একদিক উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, অন্য দিক নামিয়া গিয়াছে, তাহাতে কাচের খানিকটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কাগজ আটিয়া মেরামত করা। সলিম চাচা সমীপস্থ হইলে ঠাকুরদা কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক চশমার উপর দিয়া তাকাইলেন ও বলিলেন "কিহে সলিম, খবর কি?"

চাচা তখন একটি সুদীর্ঘ "স্যালাম" দিয়া বলিলেন, "এইত ঠাউদ্দা বড় দায় ঠেহে আইছি, আজ আর হাট খরচ যোগাড় কত্তি পাল্লাম না, তোমার ধলা দামড়াডা যদি আজ দ্যাও, তয় হাট্টা করে আস্তি পারি, নলি বড় লজ্জা পাতি অয়।"

ঠাকুরদা সলিম চাচার বিস্তাবত্তার বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন, এবং তাহার বাক্যের অর্থও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন, অতঃপর একবার হাই তুলিয়া দুইবার "হরির ইচ্ছা" "হরির ইচ্ছা" উচ্চারণ করিয়া, অঙ্গুলিতে কয়েকবার অব্যর্থ "তুড়ি" দিয়া পুনরায় কাগজরাশিতে মনোনিবেশ করিলেন।

সলিম চাচাও অমনি বামা ঠাকুরদার "গোহাল" (গোশালা) হইতে দামড়া গরুটাকে ছাড়িয়া দিয়া হাটের দিকে খেদাইয়া লইয়া চলিলেন। বলা বাহুল্য, পথে বলদকে দ্রুতগামী করিবার নিমিত্ত বলদের পিতা-মাতা ও প্রভু সম্পর্কে অনেক সুশ্রাব্য বাগ্মিতাপূর্ণ

ভাষা প্রয়োগে সালিম চাচা কুণ্ঠা বা কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই।

ছাগল—ছিঁড়িয়া হাট বসিয়াছে। একে একে দলে দলে হাটুরিয়াগণ সমাগত হইলেন, হাট আর না মিলিয়া পারে কই? খরিদ্দারগণ কেহ গামছা কাঁধে ফেলিয়া, কেহ কোমরে চাদর জড়াইয়া, কেহ কোরা চাদর গলায় ফেলিয়া, বাবলা বনের পার্শ্ব দিয়া ক্ষেতের বেড়া ডিঙ্গাইয়া, নদীর ধার দিয়া বকিতে বকিতে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করিতে করিতে হাটের দিকে ছুটিয়াছেন, হাট আর না মিলিয়া পারে কই? কছিমদ্দি সেখ আসিলেন, ভোলাই মোল্লা আসিলেন, তোর্‌ফান খাঁ আসিলেন, কিনু মণ্ডল, চন্দ্র ঘরামি আসিলেন, নবীন চক্রবর্ত্তী, গদাই শিকদার, দবির ফকির, মোকাম সরিপ আসিলেন, হাট আর না মিলিয়া পারে কই? চাউলের বস্তা, তরকারীর "ঝাঁকা," নানা বেসাতির বোঝা লইয়া ব্যাপারিগণ ছুটিল, মৎস্য-ব্যবসায়িরা মাছের "ডালি" লইয়া আসিল, তৈল লবণের বোঝা লইয়া হারাণ কলু আসিল, মহাজন নারায়ণ রায় দোকান দিল, মধু বেণে বেণেতি লইয়া বসিল, বেদে ও বেদেনী একত্র বসিয়া হুকার খোল সাজাইয়া সম্মুখে "তাগি" ঝুলাইয়া, চুড়ি পাতাইয়া, এক পয়সা মূল্যের কাষ্ঠচিরুণী ও আয়না সম্মুখে রাখিয়া, "চাহার দরবেশ," "গোলেব কায়েলী," "সোনাভান" প্রভৃতি উজানগামী সুলিখিত গ্রন্থ নিচয় বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া, দোকান বিস্তার করিয়া বসিল, ক্ষুদ বেদে শিশুটী পার্শ্বে ধুলি মাখিয়া খেলিতে লাগিল, হাট আর না মিলিয়া পারে কই? মেছো হাটা বসিল, চেলোহাটা বসিল, তরকারী হাটা বসিল, গোহাটা বসিল, মুরগীর হাটা বসিল, হাট আর না বসিয়া পারে কই? কালীবাড়ীর পুরোহিত, খেয়া নৌকার পাটনি, কাছারীর পেয়াদা, হাটের ইজারাদার স্ব স্ব "তোলা" তুলিতে আসিল, হাটকে অগত্যা মিলিতেই হইল। জেলে জুটিল, কলু আসিল, বেণে বসিল, বেদে কাশিল, হাট আর না মিলিয়া করে কি? হাটে পিয়ন আসিল, ঘাটে ডিঙ্গি লাগিল, নদীতে খেয়া পড়িল, হাট মিলিলনা কে বলে?

হাটত মিলিল, বসিলও। বাড়ীর বড় কর্ত্তা গামছা কাঁধে, সে বাড়ীর মেঝ বাবু সার্ট গায়ে আসিয়া হাটের কোণে দুর্ব্বাক্ষেত্রে উপবেশন করিলেন, তামাক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নানা হাঁক হুকুম জুড়িয়া দিলেন, ইজারাদার নানা জুলুম আরম্ভ করিলেন। পঞ্চায়েত চৌকিদার সহ, ট্যাক্স আদায়ের সুযোগ বুঝিয়া কাণে কলম গুজিয়া আসিয়া বসিলেন। ওসমান মল্লিক "ঢেঁড়া" পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, "আগামী শনিবার কুস্তি, কলসী টাঙ্গান হইবে, 'যে জিনিবে ঘড়া লভিবে—"সেই"। ও আবার কি!—একটী স্বর্গগামী কলিকাকে ধরিবার নিমিত্ত কাড়াকাড়ি বনিয়া গিয়াছে, শত শত হস্ত আকাশে উত্থিত হইয়াছে, যে কাড়িয়া লইতে পারিল, সে "কলিকায়" একটী মাত্র টান দিয়াই পরম তৃপ্ত, অমনি 'কলিকা'টী হস্তান্তর আশ্রয় করিতেছে।

হাটে প্রথমে দু'একটী কণ্ঠস্বর, পরে কলরব, অতঃপর সোরগোল, পরিশেষে কোলাহল উত্থিত হইল। গবেষণার দ্বারা একটী সত্য জানা গেল যে, হাটে কেহই নিম্নস্বরে কথা বলে না। সবাই বিজ্ঞ, সবাই প্লুতস্বর, সবাই আত্মপ্রকাশশীল মর্য্যাদাসম্পন্ন। কোলাহলটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা গেল, মাছের দরাদরি লইয়া জেলে দু'একটী শক্ত কথা বলাতে চাচা রমজান উল্লার সম্মানহানি, ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাই তিনি সুশ্রাব্য ভাষায় "সোর" করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এদিকে মিঞাজান মাছের দর ঠিক করাটা অতিরিক্ত বিবেচনা করিয়া বলপূর্ব্বক একটী ইলিশ মাছ তুলিয়া লইয়া সন্ধ্যা বেলা

দাম দিবেন, এরূপ আশ্বাসে শাসাইয়া গৃহাভিমুখে অগস্ত্য যাত্রা করিলেন। হাটের অপর অংশে রহিম খাঁ খোয়াজ মামুদকে বলিতেছেন, "ও ভাই, আরে তোমার নানারে কবা, তানি যেন ধান কাট্‌তি জমির ধারে না যায়, তা'লি আর আস্ত ফির্‌তি অবেন না, আর যদি কাজিয়া কর্‌তি চান্ তয় চোহে সরিসার ফুল দেখ্‌তি অবে, তুলো ধোনা অ'রে ছাড়্‌বো—" ইত্যাদি ইত্যাদি আরও শত শত প্রকারের কণ্ঠ স্বরের সমষ্টিতে গঠিত, মাইল-ব্যাপী এই কোলাহল।

এ দিকে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে সলিম চাচা ধীরে ধীরে আসিয়া বলদটী লইয়া গোহাটার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। খরিদ্দার জুটিতে বিলম্ব হইল না; কারণ এমন সুন্দর "নাংলা" (লাঙ্গলোপযোগী) দামড়া দেখিয়া কাহার না লোভ হয়? অনেক ব্যাঘ্রের লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছে। কিন্তু বহুবার তাহাদিগকে রসার্দ্র জিহ্বা লইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছে। পঞ্চাশ লাঠিয়ালের সমকক্ষ বামা ঠাকুরদার বলদপ্রবর বামা ঠাকুরদারই মত হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, বিশাল বপুঃ ও উন্নত ককুৎ। ইহার খরিদ্দার না মিলিবে কেন?

ক্রেতা একবার লেজ পাকাইয়া বলদের শৌর্য্য পরীক্ষা করিল। তাহার পাঁজরের হাঁড়গুলি গণিয়া উন পাজুরে কিনা দেখিল। এইরূপ নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া মনে মনে প্রীত হইল, বাহিরে আত্মগোপন করিয়া প্রশ্ন পাড়িল। কিন্তু তাহার প্রকৃত ভাব সলিম চাচার সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

প্রশ্ন হইল—"কত হবে"?

সলিম চাচা উত্তর দিলেন—"চল্লিশ টাহার আধেলা পয়সা কম হবেন না।"

ক্রেতা—(কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া)—"আরে পচিশ টাহায় দিতি পারোত কও।"

শেষে অনেক বাদানুবাদের পর সলিম বলিলেন, "আচ্ছা, তোমারো কথা থাক্, আমারো কথা থা'ক্, এ্যাহন সন্দে নাগে আলো, ঐ দ্যাহো খাজুর গাছের আব্‌ডালে সুয্যি; বুলি এট্টা কতা শোন্‌বা?—তিরিশ টাহা দিতি পার্‌বা?—এর পরে আর কতা কতি পার্‌বা না।"

শাহাই স্থির হইল। ক্রেতা স্বীকৃত হইয়া ত্রিশ টাকা গণিয়া সলিম চাচার হস্তে দিল, চাচাও বাজাইয়া লইলেন। একটী টাকা নিজ কপালে স্পর্শ করাইলেন। টাকাগুলি কোমরে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, হাট খরচের জন্য একটী টাকা বাহিরে রাখিলেন।

পরে হঠাৎ সলিম চাচা উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিলেন। একবার গিয়া গরুর লেজ ধরিয়া খানিক কাঁদিলেন, আবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন, গরুর মুখে পুনঃ পুনঃ "চুমো" খাইতে লাগিলেন, আবার গলা জড়াইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "এ্যাত কাল তোরে খায়া'য়ে পরা'য়ে মানুষ কর্লাম, বড় শিয়ালের * মুখি ছাই দিয়ে তিন আষাঢ়ে পড়িলি, ওরে আমার ধলুরে, কি দোষে রামেরে বোনোবাসে দিয়ে গেলাম রে, এ পিথ্‌মে তুই ছাড়া আমার কেডা আছে রে?"—ইত্যাদি ভাষায় কিছুক্ষণ সলিম চাচা ফোস্ ফোস্ করিয়া কাঁদিলেন, হাটের সমস্ত লোক চাচার বলদ-প্রেম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

অতঃপর ক্রেতা জনার্দ্দন মণ্ডল দুই একটা সামান্য সামান্য দ্রব্য খরিদ করিয়া বলদ হাটাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজে হাটিয়া আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী নিজ গৃহাভি-মুখে অগ্রসর হইল। সলিম চাচাও ইতিমধ্যে টাকাটি ভাঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি হাট সারিয়া গুপ্তপথে সন্নিহিত অথচ অদৃশ্য থাকিয়া তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন।

* ব্যাঘ্রকে, যশোহর জিলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ "বড় শিয়াল" বলে।

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। রাজভবন ও দরিদ্র-কুটীরে সমভাবে রজতধারা ঢালিয়া, মাঝির বজরা ও জেলে ডিঙ্গির উপর সমভাবে কুহকস্বপ্ন বিস্তার করিয়া, হাস্যদীপ্ত মুখমণ্ডল ও বিষণ্ন বদনচ্ছবিতে সমভাবে নিপতিত হইয়া, পুরাতনের স্মৃতির মত জোৎস্না উঠিয়াছে। কিন্তু জ্যোৎস্না সাধু এবং চোর উভয়ের পক্ষে সমান নহে। একের চক্ষে মধুর-হর্ষিণী, অপরের পক্ষে গরল-বর্ষিণী। যাহা হউক, জোৎস্না উঠিয়াছে, কৃষককুল দিনের শ্রমশেষে কেহ ঘাট হইতে, 'কেহ মাঠ হইতে', কেহ হাট হইতে ঘরে ফিরিয়া হাত পা ধুইল; কেহ একা, কেহ দু'চার জনের সঙ্গে মিলিয়া ধুম সেবন করিতে বসিল। ক্লান্তি গিয়াছে, সকলেই পরম আরাম অনুভব করিতেছে, স্ফূর্ত্তির সহিত তামাক টানিতেছে ও গল্প কৌতুক জুড়িয়াছে।

জনার্দ্দনের গৃহে মহা-আনন্দ। বেসাতির "ধামা" বারান্দায় ফেলিয়া বলদরাজের শিংএ দড়ি দিয়া উঠানে একটী ঘরের 'পেলায়' বাঁধিয়া রাখিয়া জনার্দ্দন একটু তামাক সাজিতে বলিল। বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই আসিয়া গরুকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, ও উৎসুক নয়নে দেখিতে লাগিল। তৎপরে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ চলিল। বলদের সুন্দর কান্তি দেখিয়া ও স্বল্প মুল্যের কথা শুনিয়া সকলেই এক-বাক্যে জনার্দ্দনের বুদ্ধিমত্তা ও ক্রয়-নৈপুণ্যের 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

তখন স্ত্রী লোকেরা হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল। জনার্দ্দন-গৃহিণী বলদের সম্মুখের দুই পা ধোয়াইয়া দিয়া পরে অঞ্চলাগ্রে মুছাইয়া দিল, এবং গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। দুই শিংএর মধ্য ভাগে সিন্দুর লেপন হইল, আবার হুলুধ্বনি উঠিল। জনার্দ্দন আদেশ করিয়া রাখিল, "আরে সনাতন, কাল ব্যায়নে দামড়াডার গলায় এই ঘণ্টাডা ঝুলায়ে দিস্।

জনার্দ্দনের দুই ভ্রাতা সোনাতন ও নিধিরাম তথায় দাঁড়াইয়া রহিল; পাড়ার দু'একজন প্রতিবেশী আসিয়া বসিল। প্রতিবেশী সাধুরাম একটী হুঁকা টানিতে টানিতে একবার বেড়াইতে আসিলেন। প্রতিবেশী পুরোহিত সাধনচন্দ্র "দেবশর্ম্মা" বহুদিনের ঘর্ম্মক্লেদে মলিন পৈতে গাছিকে কৃষ্ণবর্ণ সুবিশাল উদর—গোলকের উপর স্থাপন করিয়া আবির্ভূত হইলেন। জনার্দ্দন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "পেরণাম, ঠাউর মশায়, বসেন"। "দেবশর্ম্মণঃ' আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কল্যেণ হুহক" পশ্চাৎ উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে একটী স্বতন্ত্র হুঁকা প্রদত্ত হইল।

জনার্দ্দন হুঁকায় দু এক টান দিয়া "চাঙ্গা" হইয়া লইল; পরে সকলকে সম্বোধন করিয়া আপনার ক্রয় সৌভাগ্যের উল্লেখ করিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "আমি গেয়েলাম বোলে, তা না হলি আর হামোন নাংলা দামড়া তিরিশ টাহায় কিন্‌তি হোত না"। সকলে একবাক্যে সায় দিল।

জনার্দ্দন বলিতে লাগিল, "আর আমি কি টাহারে টাহা বুলে মনে অরিছি? যহন তিরিশ টাহা চালো, আমার মনে অর্থাৎ কিনা হামোন পছন্দ হলো যে, তিরিশ টাহার কমে যদি না ছাড়ে ত তিরিশ টাহাই দেবো। গেল সন গোহাল খালি ছেলো, লাঙ্গল দুহোন ঝ্যান কাঁদ্‌তি নাগ্‌লো, করি কি, কতোক জমি পাহাল প'ড়ে রলো। সেবার সোনাতন কাঁদে কয়েলো 'দাদা, হাব্‌রা যদি হেবার জমি প'ড়ে থাহে, তয় ধোনে পরাণে মর্‌তি অবে'; আমিও তাই ভাব্‌লাম, করি কি টাহা গাঁটি বান্ধে হাটে চল্লাম্, তা হেবার যদি জমিতে কারকিত ক'রে উঠ্‌তি পারি, তা হলি হাল সোনের নাগাদ ভাদ্দরের মধ্যি এ্যাহে ঠ্যালায় তারক সরকারের টাহা শোধ ক'রে ফেল্‌তি পার্‌বো, তিনি টাহার জন্যি ঝ্যামন অনুরাগ কত্তি লাগেছে।

তা এ্যাহোন্‌ মাণিকপীর বাচায়ে রাইলি অয়”।

দেবশর্ম্মণঃ কহিলেন, ‘আশীর্ব্বাদ কামোনা কল্লাম এবার ফসোল ভাল ওক, অগ্রাণ নাগাদ নিধের বিয়ে ডা দিয়ে ফেলিস্‌, বধূমাতা আগমন কর্‌লি তোদের ভাল অবে”।

সাধুরাম মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। জনার্দ্দন বলিল—“এজ্ঞে ঠাউর মশায়, আমারো তাই ইচ্ছে”।

দেবশর্ম্মণঃ—“আর সত্তিনারায়ণের সিন্নিডে শীগ্‌গীর দিয়ে ফ্যাল্‌”।

এই প্রকার কথোপকথন চলিল। ছয় কলিকা তামাক পুড়িয়া গেল। তখন আহারের ডাক পড়িল, প্রতিবেশীরা উঠিয়া গেল। জনার্দ্দনেরা কয় ভ্রাতাও পাকাশালায় গমনোদ্যত হইল, কনিষ্ঠ নিধিরাম কহিল, “বলদকে গোশালায় স্থাপন করে গেলি অয় না? উঠানে রক্ষণ করাডা ভাল বোধ কর্‌তিছিনে, কেউ অপহরণ ক’রে নিতি পারে”।

নিধিরাম কিছুদিন ষষ্ঠি সিক্‌দারের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিল, পরে ঘরে বসিয়া শুণাকরের কাব্য পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এখন টেড়ি কাটে, ইয়ারকি দেয় ও সাধুভাষা প্রয়োগ করে। গৃহ-কার্য্য ক্ষেত্রের কার্য্য, জনার্দ্দন ও সনাতন করে।

নিধিরামের কথা শুনিয়া সনাতন গর্জ্জন করিয়া বলিল “খেডা চুরি অরবে, অরুক দি দেহি, তারে গলাডা পাড়ায়ে মার্‌তি পারিনে? আজ ক্যাবোল নতুন কেনা অইচে, এ্যাহনি গোয়ালি না তুল্‌লি কি অইবে? এট্টুক্ষণ উঠোনে থাউক না ক্যান্‌, তুই কোনো কামের কেউ না, ক্যাবলি শুদ্ধ কথা কতি পারিস্‌, ভারি ভদ্দর নোক অইচিস্‌।” (অন্যের নিকট কিন্তু সনাতন ভ্রাতার বিদ্যাবত্তার উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে)।

মোটের উপর, আহারান্তে গরু গোয়ালে তুলিবে এরূপ স্থির করিয়া তাহারা আহারে গিয়া বসিল। সুতরাং বলদরাজ একাকী উঠানে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

সহসা অদূরবর্ত্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষান্ত-রাল হইতে একটী ছায়ামূর্ত্তি বাহির হইল। চারিদিক একবার তাকাইয়া অগ্রসর হইল, চক্ষুর নিমিষে উঠানে গিয়া উপস্থিত, চক্ষুর নিমিষে মৃদু হস্তের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে বলদ-শৃঙ্গ বন্ধনমুক্ত, চক্ষুর নিমিষে ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত।

ছাড়া পাইয়াই বলদ প্রবর ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট! কুলায়মুখো পাখীর মত, রণমুখো সিপাহির মত, ঘরমুখো রাক্ষসীর মত গোহালমুখো গরু ছুটিল। লেজ খাড়া করিয়া, শিং নাড়াইয়া, কোথাও না দাঁড়াইয়া দামড়া ছুটিল। জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, পগার ডিঙ্গাইয়া, বেড়া ‘টপকাইয়া” বলদ ছুটিল। যাহা না খায়, তাহা শুঁকিয়া, যাহা খায় তাহা ছিঁড়িয়া, ঘাসের ডগা কামড়াইয়া দামড়া ছুটিল। ‘খেউ’ কুকুরকে ‘ঢুস’ দিয়া, ‘ফেউ’ শৃগালের পাশ কাটাইয়া রজ্জু হস্তে চাষাকে ‘চাটি’ মারিয়া বলদ ছুটিল। বহুক্ষণ ক্রমাগত ছুটিতে ছুটিতে গভীর রাত্রে বলদরাজ বামাঠাকুরদার প্রাঙ্গনে উপস্থিত। পথে পথচালক লাগে নাই, সুরুচিপূর্ণ ব্যাকরণসিদ্ধ ভাষার প্রয়োগ আবশ্যক হয় নাই, তবুও বলদরাজ ছুটিতে ছুটিতে চির পুরাতন অভ্যাসের টানে “ঝোঁকের মাথায়” গিয়া ঠাকুরদার গোহালের কাছে উপস্থিত।

ঠাকুরদা তখনো জাগিয়া আছেন, তিনি ‘বাহবা’ ভাই আমার’, বলিয়া কয়েকবার আদরের ‘চাপড় দিয়া’ তাড়াতাড়ি দামড়াকে গোহালে রাখিলেন। আরও প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষা করণান্তর সলিম চাচার সহিত ঠাকুরদার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল এরূপ শুনিয়াছি। সুদক্ষ বঙ্গীয় পুলিস এ ঘটনার কোনো কূল কিনারা করিতে পারেন নাই, তবে জনার্দ্দনের আরও বিস্তর অর্থনাশ ঘটিয়াছিল।

সলিম চাচা শেষ জীবনে ধর্ম্ম সঞ্চয়ের নিমিত্ত একবার মক্কায় গিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, বি, এ।

# ফসলের পূর্ব্বাভাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

## ১৯২৬—২৭ সালের

## তূলা ও পাটের ফসলের ভবিষ্যৎবাণী

কি পরিমাণ জমি আবাদ হইবে এবং তাহাতে কি পরিমাণ ফসল হইবে, পূর্ব্বেই তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই আনুমানিক হিসাব সকল সময়ে ঠিক হয় না। সর্ব্বসাধারণের চক্ষে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষ মূল্য না থাকিলেও, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইহার মূল্য যথেষ্ট। কারণ, এই আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই ব্যবসায়ীগণ মাল বাঁধি করিবেন কিনা, কিরূপ মাল বাঁধি করিবেন ইত্যাদি স্থির করেন। কিন্তু শস্যের নৈসর্গিক ও জাগতিক নানারূপ শত্রু আছে; সুতরাং উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত শেষ সিদ্ধান্ত যে প্রাথমিক আনুমানিক সিদ্ধান্তের সহিত একরূপ হইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই।

১৯২৫—২৬ সালে বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে ২৯২৬০০০ একর (১ একর—তিন বিঘা আধ কাঠা) স্থানে পাটের চাষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় যে মোট ৩১১৫০০০ একর জমি চাষ হইয়াছে, এবং তাহাতে ৭৮৫১০০০ গাঁইট পাট হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯২৬—২৭ সালে) ৩৬০৫০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয় যে এবৎসর পাটের চাষ, গত বৎসর অপেক্ষা ৪৯০০০০ একর জমিতে অধিক হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কত দূর সত্য, তাহা শেষ সিদ্ধান্তের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯২৬—২৭ সালে পাট ও তুলার জন্য কি পরিমাণ জমি চাষ করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে প্রকৃত পক্ষে কত জমি চাষ করা হইয়াছিল ও কি পরিমাণ ফসল ফলিয়াছিল, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

| ফসলের নাম | প্রদেশের নাম | ১৯২৬—২৭ সালে কত একর জমি চাষ করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে | ১৯২৫—২৬ সালে প্রকৃত পক্ষে কত একর জমি চাষ হইয়াছিল | ১৯২৫—২৬ সালে প্রকৃত পক্ষে কত ফসল ফলিয়াছিল |
|---|---|---|---|---|
| পাট | বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম | ৩৬০৫০০০ | ৩১১৫০০০ | ৭৮৫১০০০ গাঁইট |
| তুলা | তুলা উৎপাদনকারী স্থান সমূহ | ১৪৮১০০০০ | ২৭৯৬০০০০ | ৬০৬৮০০০ গাঁইট |

১৯২৫—২৬ সালে কোন্ ফসলের জন্য কি পরিমাণ জমি চাষ করা হইয়াছিল ও তাহাতে কি পরিমাণ ফসল হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে কি পরিমাণ ফসল ফলিয়াছিল, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এই ফসলগুলির সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৎসরের কোন আনুমানিক সিদ্ধান্ত এপর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

| ফসলের নাম | প্রদেশের নাম | ১৯২৫—২৬ সালে কতটা স্থান চাষ করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল | ১৯২৪—২৫ সালে কতটা স্থান প্রকৃত পক্ষে চাষ করা হইয়াছিল | ১৯২৫—২৬ সালে কি পরিমাণ ফসল হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে | ১৯২৪—২৫ সালে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ ফসল হইয়াছিল |
|---|---|---|---|---|---|
| ইক্ষু | সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ও সিন্ধু, বিহার, ও উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বেরার, দিল্লী, মহীশূর ও বরোদা | ২৬৪৮০০০ একর | ২৫৩২০০০ একর | ২৯২৩০০০ টন | ২৫৪৮০০০ টন |
| তিল | সংযুক্ত প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই ও সিন্ধু, বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, আজমীর, | ৪৯৮০০০০ একর | ৫২৯৩০০০ একর | ৪১৯০০০ টন | ৫১৩০০০ টন |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | মাড়োয়ার, হায়দারা-বাদ, বরোদা এবং কোটা | | | | |
| চীনাবাদাম | মান্দ্রাজ ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই ও হায়দরাবাদ | ৩৮৮৬০০০ একর | ২৮৮৫০০০ একর | ১৯০৮০০০ টন | ৫১৩০০০ টন |
| চাউল | বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও বেরার, আসাম, বোম্বাই ও সিন্ধুদেশ, কুর্গ, হায়দরাবাদ, মহীশূর ও বরোদা | ৮১৪৬১০০০ একর | ৮১৪৬৬০০০ একর | ৩০৩৫৭০০০ টন | ৩১০৮২০০০ টন |
| নীল | মান্দ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও সিন্ধুদেশ | ১২৯২০০ একর | ৯৯৩০০ একর | ২৭০০০ হন্দর | ১৮৭০০ হন্দর |
| রেড়ীর বীজ | সমগ্র রেড়ীর বীজ উৎপাদনকারী ভূমি | ১৩৬৫০০০ একর | ১৪০৯০০০ একর | ১৩৮০০০ টন | ১২৪০০০ টন |
| রাই সরিষা | যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, দিল্লী বরোদা, হায়দরাবাদ ও আলোয়ার | ৫৫৯২০০০ একর | ৬৪৮৩০০০ একর | ৯০৯০০০ টন | ১২১৯০০০ টন |
| তিসির তৈল | মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উরিষ্যা, বঙ্গদেশ, বোম্বাই পাঞ্জাব, হায়দরাবাদ এবং কোটা | ৩৫৭২০০০ একর | ৩৬৯৫০০০ একর | ৪০১০০০ টন | ৫০১০০০ টন |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গম | পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশ<br>মধ্যপ্রদেশ ও বেবার<br>বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ<br>বিহার ও উড়িষ্যা,<br>উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ<br>বঙ্গদেশ, দিল্লী, আজমীর,<br>মাড়োয়ার, মধ্যভারতবর্ষ,<br>গোয়ালিয়র, রাজপুতনা,<br>হায়দরাবাদ, বরোদা<br>ও মহীশূর | ৩০৪৭০০০০ একর | ৩১৭৭৪০০০ একর | ৮৭০৪০০০ টন | ৮৮৬৬০০০ টন |

বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের জেলাগুলির

# পাটের শেষ বিবরণী

( ১৯২৬ )

আমরা গত আশ্বিন মাসের সংখ্যায় বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও কুচবিহারে পাটের জমি ও উৎপন্নের পরিমাণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান ও গত বৎসরের তুলনামূলক হিসাব সরকারী কৃষি-বিভাগের শেষ বিবরণী হইতে দেখাইয়াছি। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের সরকারী কৃষি-বিভাগের শেষ বিবরণী হইতে ঐ সকল বিভাগের প্রত্যেক জেলায় পাট-আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপন্নের পরিমাণ নিম্নে দেখান হইল।

## বঙ্গদেশ

১৯২৪—২৫ সালের পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব অনুসারে ইহার পাটের আবাদী জমির পরিমাণ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের পাটের জমির শতকরা প্রায় ৮৪-৯ অংশ।

## আবহাওয়া

যে মাসে অনাবৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে বীজ-বপন কার্য্য শেষ হইতে গৌণ হইলেও জলবায়ুর প্রাথমিক অবস্থা মোটের উপর অনুকূলই ছিল। জুন মাসে স্বল্প বৃষ্টিপাত এবং পোকার অত্যাচার শস্য-উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল। পাবনা এবং বগুড়া জেলাতেও পোকায় পাটের ক্ষতি করিয়াছে। অপরাপর স্থানে পাট স্বাভাবিকমতই হইয়াছে; এবং পূর্ব্ববঙ্গে পাট ভিজাইবার জন্য জলের সাময়িক অভাবে অসুবিধা হইলেও প্রচুর বৃষ্টিপাতে উহা দূর হইয়াছিল। কিন্তু নদীর জল কমিয়া গেলে আবার এই অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

## ফসলের অবস্থা

এবৎসর প্রায় ৩১৭০০০০ একর বা ৯৫১০০০০ বিঘা জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে। গত বৎসরের সংশোধিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ৮১৪৬৫০০ বিঘা জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালি এবং মালদহ জেলাতে পাটের আবাদী জমির পরিমাণ প্রাথমিক বিবরণী

হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাবড়া, জলপাইগুড়ী এবং দার্জ্জিলিং জিলাতে উহার পরিমাণ কম হইয়াছে।

## উৎপন্ন

কোন্ বিভাগে কত শস্য সাধারণতঃ জন্মে, প্রতি বৎসরই তাহার একটি বিবরণী বাহির হয় এবং তাহাতে শতাংশিক হিসাব দেওয়া থাকে। সেই হিসাব অনুসারে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে প্রতি একরে বা তিন বিঘায় ৩·৭ গাঁইট, রাজসাহী বিভাগে প্রতি তিন বিঘায় ৩·৫ গাঁইট, এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে প্রতি তিন বিঘায় ৩·২ গাঁইট পাট জন্মিয়াছে।

এবারে মোট ৪০০ পাউণ্ডের ৯,৬২১,৬০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গত বৎসরের সংশোধিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ৮০২০৭০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এবৎসর ১৬০০,০০০ গাঁইট পাট অধিক হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

### ১৯২৬ সালের বঙ্গদেশের জেলা সমূহের পাটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

| জেলার নাম | আবাদী পাট ক্ষেত্রের আনুমানিক পরিমাণ * | | উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক পরিমাণ * | |
|---|---|---|---|---|
| | গতবৎসর ১৯২৫ | বর্ত্তমান বৎসর ১৯২৬ | গত বৎসর ১৯২৫ | বর্ত্তমান বৎসর ১৯২৬ |
| ২৪ পরগণা | ৬১,৭০০ | ৭১,৭০০ | ১,৮২,২০০ | ১৫৪০০ |
| নদীয়া | ৭৬,৭০০ | ৯১,২২৬ | ২,১২,০০০ | ২,৪০,০০০ |
| মুর্শিদাবাদ | ২৬,১০০ | ৩৮,৫৬৫ | ৬৭,০০০ | ৮২,০০০ |
| যশোহর | ১,০৭,৪০০ | ১,২৪,০০০ | ৩,৩৫,০০০ | ২,৭৫,৬০০ |
| খুলনা | ৩০,০০০ | ৪৫,০০০ | ৯৩,০০০ | ১,৪৪,০০০ |
| বর্দ্ধমান | ৩,৭০০ | ৪,৪৫৯ | ১২,০০০ | ১১,০০০ |
| মেদিনীপুর | ৯,৭০০ | ১০,০০০ | ২০,০০০ | ২৫,০০০ |
| হুগলী | ২৩,৪০০ | ৩২,১৩৪ | ৮৬,০০০ | ৫২,০০০ |
| হাবড়া | ৭,৪০০ | ১৪,১৩৮ | ২০,০০০ | ৪০,০০০ |
| রাজসাহী | ১,০৩,০০ | ১,১৯,০০০ | ৩,২৪,০০০ | ৩,৫৭,০০০ |
| দিনাজপুর | ৬৫,৯০০ | ৭৮,৭০০ | ২,০০,০০০ | ২,৩১,০০০ |
| জলপাইগুড়ী | ৪২,৪০০০ | ৫৩,০০০ | ১,২৮,০০০ | ১,৬৮,০০০ |
| দার্জ্জিলিং | ২,৪০০ | ২,৬৮৩ | ৭,০০০ | ৮,০০০ |
| রঙ্গপুর | ২,৮৬,২০০ | ৩,৩২,২০০ | ৮,১৫,০০০ | ১০,৯০,০০০ |

* জমির পরিমাণ একর হিসাবে ; ১ একর = ৩ বিঘা।

* ফসলের পরিমাণ গাঁইট হিসাবে ; ১ গাঁইট = ৪০০ পাউণ্ড ( ১ পাউণ্ড = আধ সের )।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বগুড়া | ৮৪,৮০০ | ৯৮,৫০০ | ২,৫১,০০০ | ২,৭৬,০০০ |
| পাবনা | ১,৪৪,৩০০ | ১,৬৭,৮০০ | ৪,৩৮,০০০ | ৪,৯৯,০০০ |
| মালদহ | ৩০,০০০ | ৪৬,০০০ | ৮৭,০০০ | ১,০০,০০০ |
| ঢাকা | ৩,১৩,৭০০ | ৩,৫৭,৬০০ | ১,০২০,০০০ | ১,০৭৪,০০০ |
| ময়মনসিংহ | ৫,৯২,৫০০ | ৬,৮৮,০০০ | ১,৪৭৮,০০০ | ২,২৯১,০০০ |
| ফরিদপুর | ২,৫২,৮০০ | ২,৯৩,০০০ | ৯,০৫,০০০ | ১,০১৭,০০০ |
| বাখরগঞ্জ | ৪১,৭০০ | ৫৮,৬০০ | ১,৪৭,০০০ | ২,১০,০০০ |
| চট্টগ্রাম | ২০০ | ২০০ | ৮০০ | ৬০০ |
| ত্রিপুরা | ৩,২১,৫০০ | ৩,৩০,৪০০ | ৯,৩০,০০০ | ৯,৬৫,০০০ |
| নোয়াখালি | ৫২,৭০০ | ৬৭,৫০৫ | ১.৮৪,০০০ | ১,৯৫,০০০ |
| মোট | ২৬,৮০,২০০ | ৩১,২৪,৪১০ | ৭৯,৪২,০০০ | ৯৫,০৪ ৬০০ |
| ত্রিপুরা রাজ্য | ৪,৩০০ | ৫,৫০০ | ৮,৭০০ | ১২,০০০ |
| কুচবিহার রাজ্য | ৩১,০০০ | ৪০,৬৪৪ | ৭০,০০০ | ১,০৫,০০০ |
| | ৩৫,৩০০ | ৪৬, ৪৪ | ৭৮.৭০০০ | ১,১৭০,০০ |
| | ২৭,১৫,৫০০ | ৬১,৭০,৫৫৪ | ৮০,২০,৭০০ | ৯৬,২১,৬০০ |

## বিহার ও উড়িষ্যা

১৯২৪—২৫ সালের পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতে পাটের জন্য যত জমির আবাদ হয়, তাহার তুলনায় এই প্রদেশের পাট-আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৮·৬ ভাগ।

এই প্রদেশের সাতটী জেলাতে পাট জন্মে। শেষ জেলা-বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এবৎসর মোট ২৮০৪৩০ একর অর্থাৎ প্রায় ৮৪১২৯০ বিঘা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের শেষ সংশোধিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর ২৬৩২০০০ একর অর্থাৎ ৭৮৯৬০০ বিঘা জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল। বালেশ্বর ব্যতীত অপর সকল জেলাতেই পাট-আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসরের পাটের মূল্য-বৃদ্ধিই এই আবাদ বৃদ্ধির কারণ।

## জলবায়ু

মার্চ্চ মাসে পাটোৎপাদনকারী জেলা সমূহে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। মজঃফরপুরে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতও হয় নাই; ইহা ছাড়া অন্যান্য জেলা সমূহে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইতে অধিক বর্ষণ হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে ভাগলপুর ও সাঁওতাল-পরগণা ব্যতীত এবং জুলাই মাসে কটক ও বালেশ্বর ছাড়া অন্যান্য জেলাতে বারিপাত স্বাভাবিক হইতে অধিকতর হইয়াছিল। কেবল মে ও জুন মাসে সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক হইতে কম বারিপাত হইয়াছিল।

জুলাই মাসে কটক ও বালেশ্বর ব্যতীত সর্ব্বত্রই

বেশ বারিপাত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুই জেলাতে স্বাভাবিক বারিপাতও হয় নাই। আগষ্ট মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, কিন্তু কটক ও বালেশ্বরে এত অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল যে, তথায় বন্যা হয়। পূর্ণিয়া ও সদরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের অভাবে শস্য বৃদ্ধির বাধা হইয়াছিল। পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণার কোন কোন অংশে কীট দ্বারা শস্য নষ্ট হইয়াছিল।

## উৎপন্ন

পূর্ণিয়া ও কটকে যথাক্রমে ফসলের শতকরা ৮০ ও ৮৮ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাগলপুরে স্বাভাবিক ফসলের অধিক অর্থাৎ শতকরা ১৩৮ ভাগ এবং চাম্পারণে পুরা ফসল হইয়াছে; সাঁওতাল পরগণা মজফঃরপুর ও বালেশ্বরে যথাক্রমে শতকরা ৯০, ৭৫ ও ৫০ ভাগ শস্য হইয়াছে।

ডিষ্ট্রিক্ট্ অফিসার আবাদী জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন শস্যের শতাংশিক হিসাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এবং প্রত্যেক একরের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সাধারণতঃ ৩ গাঁইট ধরিলে বর্ত্তমান বর্ষে এই প্রদেশে মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৬৮২০০০ গাঁইট হয়; গত বৎসরের সংশোধিত শেষ বিবরণীতে ৬৩৯৪০০ গাঁইট বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল।

নেপাল হইতে ৫০,০০০ গাঁইট বা ২৫০,০০০ মণ পাট আমদানী হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তাহা ধরিলে এই প্রদেশের মোট উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৭৩২০০০ গাঁইট।

### বিহারের জেলা সমূহের পাটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (১৯২৬)

| বিভাগ | জেলা | আবাদী জমির আনুমানিক পরিমাণ * | | উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক পরিমাণ * | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | গত বৎসর (১৯২৫) | বর্ত্তমান বৎসর (১৯২৬) | গত বৎসর (১৯২৫) | বর্ত্তমান বৎসর (১৯২৬) |
| ত্রিহুত | চাম্পারণ | ১,৪০০ | ১,৫০০ | ৪,২০০ | ৪,৫০০ |
| | মজঃফরপুর | ১,২০০ | ২,৬০০ | ২,৭০০ | ৫,৮৫০ |
| ভাগলপুর | ভাগলপুর | ২,২০০ | ৩,৭৪০ | ৫,৩৪৬ | ১৫,৪৮৩ |
| | পূর্ণিয়া | ২,৩৮,০০০ | ২,৫০,২০০ | ৫,৩৫,৫০০ | ৬,১০,৪২০ |
| | সাঁওতালপরগণা | ১,৬০০ | ২,০০০ | ৪,৮০০ | ৫,৪০০ |
| উড়িষ্যা | কটক | ১৬,০০০ | ১৭,৬০০ | ২৯,৭৬০ | ৪৬,৪৬৪ |
| | বালেশ্বর | ২,৮০০ | ২,৮০০ | ৭,১৪০ | ৪,২০০ |
| | মোট | ২,৬৩,২০০ | ২,৮০,৪৪০ | ৫,৮৯,৪৪৬ | ৬,৮২,৩১৭ |

* জমির পরিমাণ একর হিসাবে; ১ একর = ৩ বিঘা।

* ফসলের পরিমাণ গাঁইট হিসাবে; ১ গাঁইট = ৪০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড = আধ সের)।

## আসাম

১৯২৪-২৫ সালের পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে যত পাট আবাদী জমী আছে, আসামে তাহার শতকরা ৫·২ ভাগ।

যদিও জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুণ কতক পরিমাণে ফসলের ক্ষতি হইয়াছিল, তথাপি আবাদ ও ফসল বৃদ্ধির পক্ষে আবহাওয়া অনুকূলই ছিল। কয়েকটী স্থানে বন্যা ও কীটে সামান্য ক্ষতি করিয়াছে।

## আয়তন

মোট ১৭৯০০০ একর জমিতে পাট আবাদ হইয়াছে বলিয়া ডেপুটি কমিশনার সাহেব অনুমান করেন। গত বৎসরের সংশোধনী বিবরণীতে ১৩৬৫০০ একর এবং এ বৎসরের প্রাথমিক বিবরণীতে ১৬৮১০০ একর জমিতে পাট বপণ করা হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে। শিবসাগর ব্যতীত সমস্ত জেলাতেই আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসরে পাটের উচ্চদর ও বপনকালীন অনুকূল জল বায়ুই এই পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ। প্রাথমিক বিবরণীতে আবাদের যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছিল, চারিটি জেলাতে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি ও একটী জিলাতে তাহার পরিমাণ কম হইয়াছে।

## উৎপন্ন

প্রতি একরে স্বাভাবিক ফসলের শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গত বৎসর প্রতি একরে শতকরা ৫৮ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। প্রতি একরে সাধারণতঃ ৩—৫ গাঁইট ( প্রতি গাঁইটে ৪০০ পাউণ্ড ) পাট জন্মে—এই হিসাবে এ প্রদেশের মোট ফসলের পরিমাণ ৫৩৫৩০০ গাঁইট হইবে। গত বৎসরের সংশোধনী বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ২৭৯৩০০ গাঁইট পাট হইয়াছিল; সুতরাং এবৎসর শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ ফসল বেশী হইয়াছে।

### আসামের জেলা সমূহের পাটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

| জেলার নাম | আবাদী পাট ক্ষেত্রের আনুমানিক পরিমাণ * | | উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক পরিমাণ * | |
|---|---|---|---|---|
| | গত বৎসর ( ঠিক ) | বর্ত্তমান বৎসর ( ১৯২৬ ) | গত বৎসর ( ঠিক ) | বর্ত্তমান বৎসর ( ১৯২৬ ) |
| কাছাড় | ৩০০ | ৪০০ | ৬০০ | ১,০০০ |
| শ্রীহট্ট | ১৩,২০০ | ২২,০০ | ২৭,৭০০ | ৫৭,৭০০ |
| গোয়ালপাড়া | ৪১,৯০০ | ৬২,১০০ | ৫৮,৮০০ | ১,৯৫,৬০০ |
| কামরূপ | ১০,১০০ | ১১,৭০০ | ১৭,৭০০ | ৩৬,৯০০ |
| দরঙ্গ | ১৩,৯০০ | ১৪,৩০০ | ২৯,২০০ | ৪২,৫০০ |
| নওগাঁ | ৫২,৭০০ | ৬৩,৬০০ | ১,৩৮,৩০০ | ১,৮৯,২০০ |
| শিবসাগর | ৩০০ | ৩০০ | ৮০০ | ৮০০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৩০০ | ৬০০ | ৯০০ | ১৮০০ |
| গারো হিলস্ | ৩,৮০০ | ৪,০০০ | ৫,৩০০ | ৯,৮০০ |
| মোট | ১৩৬,৫০০ | ১,৭৯,০০০ | ২,৭৯,৩৯০ | ৫,৩৫,৩০০ |

* জমির পরিমাণ একর হিসাবে ; ১ একর = ৩ বিঘা।

* ফসলের পরিমাণ গাঁইট হিসাবে ; ১ গাঁইট = ৪০০ পাউণ্ড ( ১ পাউণ্ড = আধ সের )

## ফুলের বাগান

এই মাসের প্রথমে বিলাতী মরসুমী গাছের বীজ বপন করিবার সময়। বীজগুলি বাগানের একটি সুনির্ব্বাচিত স্থানে বপন করিতে হইবে। অঙ্কুর উদ্গত হইলে যেখানে বসাইবার সেই স্থানে বসাইবে। শুকো কাল হইলে প্রয়োজন মত জল দেওয়া প্রয়োজন। বৈকালে জল দেওয়াই প্রশস্ত।

## সব্জী বাগান

এই মাসেই অধিকাংশ বিলাতি সব্জী বপন করিতে হয়। গত মাসে যে সকল বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর উদ্গত হইলে এখন তাহা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপন করিতে হইবে। উহা তুলিবার সময় যাহাতে শিকড় কোন মতে ছিঁড়িয়া না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নার্শারি হইতে বাক্স করিয়া যে বীজ আসে, স্যাঁৎসেতে স্থানে বা স্যাঁৎসেতে দিনে তাহা খুলিবে না, এবং যতগুলি বীজ লইবার তাহা লইয়া অবশিষ্টগুলি বেশ করিয়া বাক্সবন্দী করিয়া বা কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে।

বীজ কদাচ গভীরভাবে পুঁতিবে না; গভীরভাবে পুঁতিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত না হইতেও পারে। যে জমি লবণাক্ত, অঙ্কুর উদ্গমনের সময় সে মাটি উহার পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু গাছ একটু বড় হইয়া উঠিলে উহার পক্ষে হিতকর।

আলু এখনই বপন করিতে হইবে। মটর এক্ষণে প্রতি সপ্তাহেই বপন করিতে পারা যায়। যে মাটি গভীরভাবে কর্ষণ করা হইয়াছে, সেই মাটিতে মটর ভালরূপ জন্মে এবং মাটিতে যদি সামান্য পরিমাণ চূণ থাকে তাহা হইলে মটরে বেশ সুগন্ধ হয়। মটর গাছ যখন পুষ্পিত হয় তখন গাছের গোড়ায় সার লেপিয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। সার উত্তমরূপে না লেপা হইলে জল দিবে না।

কপিগাছে গোবর সরবত দিবে। গোবর সরবত প্রস্তুত করিতে হইলে একটি টবের তিন ভাগের এক ভাগ গোবর লইয়া তাহাতে জল দিয়া টব পূর্ণ করিয়া উহা বেশ করিয়া নাড়িবে এবং তিন চার সপ্তাহ রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। যতদিন উহা রৌদ্রে থাকিবে, ততদিন প্রত্যহ দুই তিনবার নাড়িয়া দিবে। যদি এই সরবত অত্যন্ত তীব্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার দ্বিগুণ জলের সহিত সরবত মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে।

## ফলের বাগান

ফলের বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার

নাই। যে সকল ফলের গাছ আছে, তাহাতে মাঝে মাঝে সার প্রয়োগ করিবে। বাদাম,আতা, পিচ, কুল, আপেল, লীচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফল গাছের বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। শশা গাছে সপ্তাহে কয়েকবার করিয়া গোবর সরবত দিলে গাছের ভারি উপকার হয়।

---

## পার্ব্বত্য প্রদেশ

### ফুলের বাগান

একিমেন টিউবারের (Achimene tuber) ফুল ফোটা এখন শেষ হইয়াছে। হায়সিন্থ অন্য পাত্রে তুলিয়া বসাও। পাত্র ছয় সাত ইঞ্চির অধিক বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিবে। পাত্রটি ছাই দিয়া বা নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখা দরকার। যখন কন্দ (bulb) হইতে শিকড় বাহির হইতে আরম্ভ করিবে এবং পত্রোদ্গম হইবে, তখন বারান্দায় বা অন্য কোন গরম স্থানে উহাদিগকে রাখিয়া দিবে।

ক্রিসেন্থামকে এখন বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন। একটি ন্যাকড়ায় ঝুল পঁটুলির মত বাঁধিয়া তাহা জলে সপ্তাহ খানেক ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। এই জল ক্রিসেন্থামে দিলে উহার অনেক দোষ নষ্ট হয়। ঝুলও এক প্রকার সার। সুতরাং উহাদ্বারা গাছের উপকারও হয়।

এনিমোন্স্ (Anemones), ক্রকুস্ (Crocus), হায়সিন্থ্ (Hyacinth), রেণান্ কুলুস্ (Ranunculus), স্নোড্রপ (Snowdrop) টিউলিপ্ (Tulip) প্রভৃতি যে সকল গাছ বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহাদের এখনই রোপন করিবে বা টবে বসাইবে। প্যান্সি (Pansy) গাছ বসন্তকালে পুষ্পিত হইবে, এখনই উহার বীজ বপন করা উচিত।

জেরানিয়াম্ গাছ অঙ্কুরিত হইয়া থাকিলে টবে বসাইবে। মালি যেন অত্যধিক জল না দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। ফার্ণ, গ্লক্সিনিয়াস (Gloxinias) ডিফেন্ব্যাচিয়াস্ (Diffenbachias) প্রভৃতি স্কন্দ জাতীয় গাছে জল দেওয়া বন্ধ করিবে। উহার ডাল পালা শুকাইয়া গেলে, স্কন্দগুলি সংগ্রহ করিয়া বালির মধ্যে রাখিয়া দিবে।

মিলি বাগ (Mealy Bug) নামক এক প্রকার কীট ক্রোটোন, হোয়াস্, ক্যামিলাস্, ক্যাকটাস প্রভৃতি গাছ নষ্ট করিয়া দেয়। একবার বাগানে জাঁকিয়া বসিলে উহা দূরীভূত করা কষ্ট সাধ্য। ½ পাউণ্ড সাবান (soft soap), ½ পাউণ্ড পারমাঙ্গানেট অব পটাশ (Permanganate of Potash) তিন গ্যালন গরম জলে মিশ্রিত করিয়া উহাতে মদের গ্লাসের এক গ্লাস প্যারাফিন মিশাও। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ব্যবহার করিবে।

### সব্জী বাগান

ফুলকপি ও বাধাকপির চাষ এখনও করা যাইতে পারে। মটরের বীজ বপন করিবার ইহাই সময়। আলু, গাজর প্রভৃতি এখন তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

---

## বঙ্গদেশ

### ফুলের বাগান

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। এখন বাগানে নানা কাজ উপস্থিত। পিঙ্ক (Pink), পপি (Popy) প্রভৃতি বিলাতি ফুল গাছের বীজ এখন বপন করিতে হইবে। যদি বীজ ভাল হয়, তাহা হইলে পাঁচ ছয় দিনে অঙ্কুর উদ্গত হইবে। পলিমাটি ও পাতা পচা সার দিয়া মাটি তৈয়ার করিয়া উহা গামলায় ভরিবে এবং তাহাতে বীজ বপন করিবে। বীজ বপন করিবার সময় উহা ভিজাইয়া লইয়া ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর গামলাটি ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে। অঙ্কুর দেখা দিলেই ক্রমে ক্রমে উহা রৌদ্রে রাখিবে।

পাঁচ ছয়টি পাতা বাহির হইলে, উহা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপন করিবে। বিকাল বেলাই তুলিয়া স্থানান্তরে রোপন করিবার সময়। এষ্টর (aster) এবং ভার্ব্বেনার (Verbena) জন্য ভালরূপ সারযুক্ত মাটির প্রয়োজন। জলের সহিত গোবর-সরবত মিশাইয়া মাঝে মাঝে দিবে।

ফড়িং ছোট ছোট গাছের পাতা খাইয়া পাতা নষ্ট করে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া ঠাণ্ডা হইলে পিচকারিতে করিয়া বিকাল বেলা দেওয়া প্রয়োজন। পাঁচ গ্যালন জলে ২ আউন্স সাবান দিবে।

যে সকল গাছে ফুল ফুটে, তাহাদের গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া দিবে, ঘাস এবং আগাছা তুলিয়া ফেলিবে এবং পচা গোবর লেপন করিবে।

নার্সিসাস্, ডেফোডিল্ প্রভৃতি গাছ এই মাসে তুলিয়া রোপণ করিতে হয়। ডালিয়ার শিকড় হইতে এখন পাতা বাহির হইতে দেখা দিবে। এখনি উহা পাত্রে বসাইয়া দাও।

বাঙ্গলা দেশে ক্রিসেন্থাম্ জিয়াইয়া রাখা একটু শক্ত ব্যাপার। যে ক্রিসেন্থাম্ গত মাসে পাত্রান্তরে বসান হইয়াছে, তাহাদের এখন কুঁড়ি দেখা দিবে। উহাদের মাঝে মাঝে বেশ গোবর সরবত দিবে। এই গাছে যদি কাল পোকা লাগে, তাহা হইলে সাবান গোলা জল পিচকারি করিয়া দিবে।

## সব্জী বাগান

গতমাসে ফুলকপি ও বাঁধা কপির বীজ বপন করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও যদি কাহার কোন কারণে বীজ বপন করা না হইয়া থাকে, এখনি তাহা করিয়া ফেলিতে হইবে। বিলাতী বেগুণ, বীট, প্রভৃতির বীজ এখনই বপন করিতে হইবে। বিলাতি বেগুণ গাছে ঝুল সাররূপে প্রয়োগ করিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। পিঁয়াজ গাছ তিন চার ইঞ্চি উঁচু হইলে জল দেওয়া বন্ধ করিবে।

—•—

# টাকা খাটাইবার উপায়

( জনৈক বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত )

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

কোথায় টাকা খাটান উচিত—ইহাই হইতেছে প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের এক কথায় কোন উত্তর প্রদান করা সম্ভব নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, আপনি যে ব্যবসায় ভাল বুঝেন, সেই ব্যবসায়েই টাকা খাটান উচিত। যে ব্যবসায় আপনি ভাল বুঝেন না, যে ব্যবসায়ে আপনার কোনরূপ আকর্ষণ নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে টাকা না খাটানই উচিত।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, তাহা হইলে আপনার নিজের ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকুন। কেন না, আপনি আপনার নিজের ব্যবসায় যত ভাল বুঝেন, অন্য কোন ব্যবসায় সেরূপ বুঝেন না। আপনি যদি সাবান ব্যবসায়ী হন, তাহা হইলে আপনি সাবানের ব্যবসায় যেরূপ বুঝিতে পারেন, খনির ব্যবসায় সেরূপ বুঝিতে পারেন না। সুতরাং একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে টাকা খাটাইতে যাওয়া আপনার পক্ষে উচিত নয়। তবে আপনি যে টাকা রিজার্ভ রাখেন, সে টাকা এমন সিকিউরিটিতে খাটাইতে পারেন যে, নিজের কাজে প্রয়োজন হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে টাকা কর্জ্জ পাইতে পারেন।

সাদা কথায়, যিনি যে কাজের কাজী, তাঁহার সেই কাজেই টাকা খাটান যুক্তিসঙ্গত। সংবাদপত্রের সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটান খুবই বিপজ্জনক; কিন্তু সংবাদপত্র সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে, যিনি সংবাদপত্রসেবী, কিম্বা যিনি পুস্তকাদি প্রকাশের ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে সংবাদ পত্রের সেয়ারে টাকা খাটান অযুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু যিনি সাবানের ব্যবসায় করেন, তিনি যদি সংবাদপত্রের সেয়ারে টাকা খাটাইতে যান, তাহা হইলে উহা যে তাঁহার পক্ষে কেবল অশোভন হয়, তাহাই নয়, তিনি দুঃসাহসের মাত্রা অতিক্রম করিয়া একটা বিপদের সূত্রপাত করিয়া রাখেন।

কিন্তু মজা হইতেছে এই যে, মানুষ যে ব্যবসায় বুঝে, যাহার সহিত সে নিতান্ত পরিচিত, তাহার প্রতি তাহার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জাগে। তাই ধ্রুব পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের পিছনে টাকা খাটাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অনিশ্চিতের পিছনে এই যে তীব্র আকর্ষণ, ইহারই ফলে জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে; ইহারই ফলে মানুষ সমুদ্রের অতল হইতে রত্নোদ্ধারের জন্য অর্থ নিয়োগ করিতেছে, এবং আরও কত কি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে রাখে?

যদি পারি ভবিষ্যতে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু যাহারা বিশ্বের ব্যবসায়ের বাজারের সামান্য মাত্রও সংবাদ রাখেনা, যাহাদের নিকট সাবানের ব্যবসায় যেমন অজ্ঞেয়, পাটের ব্যবসায়ও তেমনি দুর্জ্জেয়, সেই সব সাধারণ লোক কিরূপে এবং কোথায় যতদূর সম্ভব নিরাপদে টাকা খাটাইতে পারে, তাহাই এস্থানে প্রধান বিবেচ্য এবং আলোচ্য।

সাধারণ লোকের ধারণা এই, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে সিকিউরিটি জারি করা হয়, তাহাতেই টাকা খাটান সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। মোটের উপর কথাটা সত্য—কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। ১৯১৪ সালে রুশিয়ান গবর্ণমেণ্টে যাঁহারা টাকা খাটাইয়াছিলেন, এবং এই সময়েই যাঁহারা জার্ম্মাণ

গবর্ণমেন্ট-কনসলে অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে আর কখনও টাকা ফিরাইয়া পাইবেন, সে সম্ভাবনা অতি অল্প। কোথায় টাকা খাটান সম্পূর্ণ নিরাপদ, তাহা কেহ সঠিক ভাবে বলিতে পারে না। যুদ্ধ, দুভিক্ষ, বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া কখন যে দেশের সমস্ত শৃঙ্খলাকে ওল্‌ট্ পালট্ এবং বিধ্বংস করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ইউরোপীয় গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটি বিপন্ন হওয়ার উদাহরণ দেওয়ার তাৎপর্য্য এই নয় যে, গবরমেন্ট-ষ্টকে টাকা খাটানোও নিরাপদ নহে। তবে একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, গবরমেন্ট-ষ্টক্‌ও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। অন্য সকল প্রকার ষ্টক্‌ও সিকিউরিটি অপেক্ষা নিরাপদ বটে—উহাতে টাকা খাটানই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

গবর্ণমেন্টের ষ্টক্ এবং সিকিউরিটিতে টাকা খাটান সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া, যে কোন সময়ে যথেচ্ছভাবে অর্থ নিয়োগ করা উচিত নয়। কেন উচিত নয়, তাহার কারণ দর্শাইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কন্সোলের (consol) কথা উল্লেখ করিতে পারি।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কন্সোলের দর ১১৪ পাউণ্ড ছিল, কিন্তু এখন উহার দর ৬০ পাউণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাঁহারা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কন্সোলে টাকা খাটাইয়াছিলেন,তাঁহারা এক্ষণে ৫৪ পাউণ্ড লোকসান দিতেছেন। এদেশের তিন এবং সাড়ে তিন পার্সেণ্টের কোম্পানীর কাগজের দশার কথা পূর্ব্বে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।

অতএব গবর্ণমেন্ট-ষ্টকে টাকা খাটাইবার মধ্যেও বিপদ আছে। উপরি উক্ত উদাহরণেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বস্তুতঃ গবর্ণমেন্ট ষ্টকে টাকা খাটানের মধ্যে যে বিপদ, সে বিপদের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে—এ বিশেষত্ব আমরা কেবল গবর্ণমেন্ট ষ্টকেই দেখিতে পাই, অন্য কোন প্রকার ষ্টকে বা সিকিউরিটির মধ্যে দেখিতে পাই না। এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলা দরকার।

যাঁহারা সেয়ার মার্কেটের সহিত সম্পৃক্ত, কিম্বা যাঁহারা সেয়ার লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বাজার যখন মন্দা, তখন গবর্ণমেন্ট-ষ্টকের দাম চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং যখন ব্যবসায় বাণিজ্য জোর চলিতেছে, তখন গবর্ণমেন্ট ষ্টকের দাম কম। ইহার কারণ কি?

যখন ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ, যখন বৈদেশিক বাজার মন্দা, তখন দুইটি ব্যাপার ঘটে। (১) ব্যবসায়ীরা বাজার খারাপ দেখিয়া ব্যবসায় বাড়াইবার জন্য এবং বিদেশে এজেন্সি স্থাপনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন না। (২) যদিই বা টাকা কর্জ্জ করিতে অগ্রসর হন, জনসাধারণ টাকা দিতে সম্মত হয় না, কারণ তাহারা দেখে বাজার খারাপ, সুতরাং টাকা ধার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্ক তখন ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে ব্যবসায়ের সেয়ারে টাকা খাটাইয়া আয়ের আশা নাই দেখিয়া লোকে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কের সুদের হারও নামিতে আরম্ভ করে। হয়ত সুদের হার এতই কমিয়া যায়, তাহা আর লোককে আকর্ষণ করে না। তখন তাহাদের নজর পড়ে গবর্ণমেন্ট-ষ্টকে। ইহার ফলে গবর্ণমেন্ট-ষ্টক ধীরে ধীরে উঠিতে আরম্ভ করে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, যখন গবর্ণমেন্টের ষ্টকের দর চড়ে, তখন দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ।

আমাদের দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এই ব্যাপারের সত্যতা

উপলব্ধ করা যায়। ব্যাপার বাণিজ্যের অবস্থা আজকাল চরম দুর্দ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে; ঘন ঘন দাঙ্গা, হাঙ্গামা এবং অশান্তির ফলে লোকে কোনও কাজ কারবারে নামিতে সাহস করিতেছে না। কারবারে টাকা খাটাইয়া ভাল লাভ পাওয়াত দূরের কথা, মূলধন নষ্ট হইবার ভয়েই লোকে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছে। এই সকল কারণে যাঁহাদের বাড়্তি টাকা আছে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ গভর্ণমেন্ট-সিকিউরিটী কিনিবার জন্য ঝুঁকিতেছেন। তাহার ফলে তিন ও সাড়ে তিন টাকার যে সকল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর দাম কমিয়া ৪৫।৫০৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল, তাহার দাম উঠিয়া ৬০।৬৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, এবং আরও দাম চড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে।

অতএব যিনি গবর্ণমেণ্ট-ষ্টকে টাকা খাটাইতে চাহেন, টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—প্রথমতঃ, স্বদেশের এবং বহির্জ্জগতের অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ষ্টক্ নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, ভবিষ্যতে যাহার দর না নামিয়া যায়। অর্থাৎ আজ কোম্পানীর কাগজের দর ১০০৲ টাকা ভবিষ্যতে দু' পাঁচ বৎসর বাদে যদি উহার দর কমিয়া যাইয়া ৮৫৲ টাকা হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এ কাগজ ক্রয় না করাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রথমে বহির্জ্জগতের অবস্থার কথা ধরা যা'ক। বহির্জগতের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। অবস্থার পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে, সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে বৈদেশিক সংবাদ পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালি, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্টের অবস্থা ভাল কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ভাল বুঝা যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টক্ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

নিজের দেশের অবস্থা বুঝিতে হইলে, ব্যাঙ্কের সুদের হারের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে সুদের হার বলিতে বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জের (bill of exchange) জন্য ব্যাঙ্ক যাহা গ্রহণ করেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। যখন সুদের হার শতকরা ৩৲ টাকা, তখন ব্যাঙ্ক ১০০৲ টাকা বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জে ৩৲ টাকা কাটিয়া লইয়া ৯৭৲ টাকা প্রদান করেন। যদি ইহার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, অর্থাৎ যদি ৩৲ টাকা স্থলে ৩॥০ টাকা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ব্যবসায়ের বাজার ভাল এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সেয়ার বা ডিবেঞ্চার জারি করিয়া, টাকা গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যখন ব্যাঙ্কের রেট্ চড়িবে, তখন সহজে গবর্ণমেণ্ট ষ্টকে টাকা খাটান উচিত নহে; কিন্তু যখন ব্যাঙ্কের রেট নামিতে আরম্ভ করিবে, তখন গবর্ণমেণ্ট-ষ্টকেই টাকা খাটান ভাল।

ইহা ছাড়াও আরও একটা কথা জানা উচিত। প্রতি মাসে কি পরিমাণে আমদানী এবং রপ্তানি হইল, তাহার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। যদি দেখা যায়, মাসের পর মাস আমদানী রপ্তানি বাড়িতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবস্থা ভাল। যদি ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টকের দর নামিয়া যাইবে।

উপরে যে দুইটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু কখন কখন দেশের এমন অবস্থা হয় যে, উপরি উক্ত দুইটি বিষয় দিয়া দেশের অবস্থার কোনরূপ বিচার বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। হয়ত দেশের আর্থিক অবস্থা এতই ভাল যে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বহুল পরিমাণে আমদানী রপ্তানি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট-ষ্টকের দরও চড়িতেছে; আবার দেশের এমনি বিপর্য্যস্ত অবস্থাও হইতে পারে যে,

ব্যবসায় ও বাণিজ্য হ্রাস পাইতেছে, আমদানী রপ্তানি কমিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট-ষ্টকের দরও কমিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থা কদাচিৎ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা ভিন্ন অন্য কোন উপদেশ দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর যাহা বলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট ষ্টকে টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে দেশের এবং বহির্জগতের অবস্থা বিবেচনা করা উচিত, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট-ষ্টক্ নির্ব্বাচন। ইহাই গুরুতর বিষয়। ইহা সত্য যে, দেশের সুসময়ে গবর্ণমেণ্ট-ষ্টকের দর নামিয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলেও পরে আবার উহা পূর্ব্বেকার দরে ফিরিয়া আসে। কিন্তু টাকা খাটানের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি যদি দর নামিয়া যাওয়ার হাত এড়াইতে চাহেন, তাহা হইলে এমন ষ্টকে টাকা খাটান উচিত, যাহার টাকা অদূর ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট-ষ্টকের টাকা যদি পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে উহার দর চড়া থাকে, কারণ যতই দিন যাইতে থাকে, ততই টাকা শোধের সময় আগাইয়া আসিতে থাকে। সুতরাং যে গবর্ণমেণ্ট ষ্টকের টাকা অদূর ভবিষ্যতে পরিশোধ না করা হইবে, সে ষ্টকে টাকা খাটান উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

---

# আমার কর্ম্মভূমি

ধন মান্য যশে গাঁথা
আমাদের এই কলিকাতা;
তার মাঝে এক আফিস আছে
সব আফিসের সেরা,
ও সে ইট পাথর ঘেরা
সে যে রেলিং দিয়ে ঘেরা।
(কোরাস্) এমন আফিস কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সব আফিসের সেরা সে যে
আমার কর্ম্মভূমি।

(২)

কেরাণী দপ্তরী তারা
কোথায় এমন খেটে সারা
কোথায় এমন বিষাদ জাগে
এমন মলিন মুখে
ও তারা "বেলের" ডাকে আঁতকে ওঠে
গভীর মনের দুখে।
(কোরাস্) এমন আফিস কোথাও খুঁজে ইত্যাদি

(৩)

এমন রুক্ষ সাহেব কাহার
কোথায় এমন গালি আহার,
কোথায় এমন লোহিত নেত্র
কট্‌কটিয়ে থাকে,
এমন কাণের উপর হাত খেলে যায়
মৃদু মধুর পাকে।
(কোরাস্) এমন আফিস কোথাও খুঁজে ইত্যাদি

(৪)

ঘরে ঘরে ভরা বাবু
কলম পিসে দেহ কাবু,
এপ্রেণ্টিস করে তবু
দলে দলে গিয়ে,
তা'রা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
টেবিল শিরে দিয়ে।
(কোরাস্) এমন আফিস কোথাও খুঁজে ইত্যাদি

(৫)

কেরাণীদের শীর্ণ দেহ,
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
চাকরী মা তোর চরণ দুটী
নিত্য পূজা করি—
এই আফিসে চাকরী যেন
বজায় রেখে মরি।
(কোরাস্) এমন আফিস কোথাও খুঁজে ইত্যাদি

শ্রী[illegible]

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

# ভারতীয়

## ক্রোম ওর

( পি—১৪০ ) কালিকটের জনৈক ব্যবসায়ী ক্রোম ওরের ( Chrome Ore ) খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন। ( T. J. 2. IX- )

## তালগাছের ও অন্যান্য গাছের আঁশ

( পি—১৪১ ) রাজগাঙ্গপুরের জনৈক ব্যবসায়ী তালগাছের ও অন্যান্য গাছের আঁশের খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন। ( T. J. 2. ix )

## বন্য পশুর নখ ও দাঁত

( পি—১৪২ ) মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী বন্য জন্তুর নখ ও দন্তের খরিদ্দারদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। ( T. J. 9, IX )

## ঝিনুক

( পি—১৪৩ ) রাজসাহীর জনৈক ব্যবসায়ী ঝিনুকের খরিদ্দারের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।
( T. J. 9. IX )

## হরিতকী

( পি—১৪৪ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী হরিতকী সরবরাহকারীদিগের সন্ধান চাহেন। (T. J. 9. IX)

## হরিতকি ও কেশু বাদামের শাঁস

( পি—১৪৫ ) রাজমন্দ্রীর জনৈক ব্যবসায়ী হরিতকী ও কেশু বাদামের ( cashew nut ) শাঁসের খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন। (T. J, 9. IX)

## চালমুগরা

( পি—১৪৭ ) চট্টগ্রামের জনৈক ব্যবসায়ী চালমুগরার খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন।
( T. J. 16. IX )

## ঘি

( পি—১৪৮ ) কোকনদের জনৈক ব্যবসায়ী ঘৃতের খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন। ( T. J, 16. IX)

## ছাগল ও ভেড়ার চামড়া

( পি—১৫৯ ) যাঁহারা রৌদ্রে শুষ্ক ছাগল ও ভেড়ার চামড়া সরবরাহ করিতে পারেন, স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান চাহেন।
( T. J. 16, IX )

## পামারোসা তৈল

( পি—১৫০) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী পামারোসা তৈলের সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন।

( T. J. 16. IX )

## রেড়ীর বীজ

( পি—১৫৫ ) রাজমহ্রীর জনৈক ব্যবসায়ী করিআণ্ডার (coriander) ও রেড়ীর বীজের খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন। ( T. J. 30 IX

## পলাশ গঁদ

( পি—১৫৬ ) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী পলাশ গঁদ সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন।

( T. J. 30. IX )

## চন্দন তৈল

( পি—১৫৭ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী চন্দন তৈলের খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন। (T.J. 30. IX)

## চা

( পি—১৫৮ ) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী বোম্বাই প্রদেশের জন্য কলিকাতা-চা-ব্যবসায়ীর এজেন্ট হইতে চাহেন। ( T. J. 30. IX )

## বাদুড়ের বিষ্টা

( পি—১৫২ ) গোয়ালিয়রের জনৈক ব্যবসায়ী বাদুড়ের বিষ্টার (bat's guano) খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন। ( T, J. 23. IX )

## তেঁতুল, পেঁয়াজ ও পান

যদি কেহ তেঁতুল, পেঁয়াজ ও পানের পাইকারী ব্যবসায় করিতে চান, তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত পত্র ব্যবহার করিলে নমুনা ও দর পাইবেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী,
মাধনগর, রাজসাহী,

## তসরসুতা

তসরের কাপড়, জামার কাপড় ইত্যাদি বুনিবার জন্য যদি কাহারও তসরের সুতার আবশ্যক হয়, তবে নিম্নলিখিত মহাজন প্রতি মাসে অথবা প্রতি সপ্তাহে তসরের সুতা সরবরাহ করিতে পারেন। পত্র লিখিলেই দাম ও নমুনা পাঠাইবেন।

শ্রীসৃষ্টিধর কুণ্ডু,
পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া।

## তাঁতের কাপড়, গামছা ও মশারীর থান

নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী মেদিনীপুর জেলার তাঁতিদিগের নিকট হইতে তাঁতের কাপড়, গামছা ও মশারীর থান সরবরাহ করিতে চান। যাঁহারা তাঁতের কাপড়ের কারবার করেন, তাঁহারা ইঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করুন।

শ্রীপদ্মলোচন দাস, সাং মহলন্দপুর,
পোঃ মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর।

—০—

# বৈদেশিক

## হরিতকী ইত্যাদি

( পি—১৫১ ) জার্ম্মাণীর জনৈক ব্যবসায়ী, ভারত হইতে যাঁহারা হরিতকী এবং ট্যান করিবার অন্যান্য মসলা রপ্তানি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্ধান চাহেন। ( T, J. 16. IX )

## কাটাকাপড়, আইভরি ও আইভরির জিনিষ, হীরা জহরত, সোণা রূপার গহনা ও সিল্কের কাপড়

( পি—১৫৩ ) ওহিওর অন্তর্গত ক্লিভল্যাণ্ডের (Cleveland) জনৈক ব্যবসায়ী আমেরিকায় উপরি উক্ত জিনিষ সকল বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট হইতে চাহেন। ( T. J. 23. IX )

## বক্সাইট

( পি—১৫৯ ) ভারতে যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট সরবরাহের কারবার করেন, জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হাম্বার্গে জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান চাহেন। ( T. J. 30. IX )

### হাড়, শিং ইত্যাদি

( পি—১৪৬ ) জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হাম্বুবার্গের জনৈক ব্যবসায়ী, ভারতে যাঁহারা শিং, হাড়, খুর, চামড়ার ছাঁট এবং অন্যান্য যে সকল জিনিষ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়, সেই সকল জিনিষের রপ্তানিকারকদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

( T. J. 9 IX )

### কার্ডেমন ও অন্যান্য মসলা

( পি—১৬০ ) ভারতে যাঁহারা কার্ডেমন ও অন্যান্য মসলার রপ্তানি করিয়া থাকেন, সুইডেনের অন্তর্গত জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সন্ধান চাহেন।

( T. J. 30. IX )

### চীনাবাদামের খইল ও অন্যান্য খইল

( পি—১৫৪ ) ইটালির অন্তর্গত ট্রিষ্টের জনৈক ব্যবসায়ী ইয়োরোপে চীনাবাদামের খইল, সরিষার খইল প্রভৃতি সকল প্রকার খইল ইয়োরোপে কাটাইয়া দিবার জন্য ভারত হইতে যাঁহারা উক্ত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এজেন্ট হইতে চাহেন।

( T. J. 23. IX )

## পত্র প্রেরকদিগের প্রতি

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ নানারূপ প্রশ্ন করিয়া সেই মাসে অথবা তাহার পরবর্ত্তী মাসেই তাহার সম্যক উত্তর পাইতেইচ্ছা করেন, এবং তাহা না পাইলে নিতান্ত অধীর হইয়া আমাদিগের নিকট অনুযোগ করেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এইস্থানে প্রকাশ করিতেছি :—

যে সকল ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায়েচ্ছুক কোনও ব্যবসায়ের সন্ধানাদি জানিবার জন্য প্রকৃতই ব্যাকুল হইয়া পত্র লিখেন, তাঁহাদের পত্রের উত্তর যথাসম্ভব তৎপরতার সহিতই আমরা দিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র চিত্ত বিনোদন এবং অবসর সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন পাঠান তাঁহাদের পত্রের জবাব আমাদিগের সময় ও সুবিধামতই প্রকাশ করিয়া থাকি।

অনেক প্রশ্নের পত্রে জবাব দেওয়া অসম্ভব, কারণ পত্রের মধ্যে সকল বিষয় খুলিয়া লেখার স্থানাভাব। টিকিট দেওয়া থাকিলে এইরূপ পত্রলেখকদিগকে আমরা জানাইয়া দিয়া থাকি যে পত্রে স্থানাভাব বশতঃ পত্রিকায় জবাব দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া বহু প্রশ্নের উত্তর নানাস্থান এবং নানালোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তবে প্রকাশ করিতে হয়। এজন্য স্বভাবতঃই বিলম্ব হয় এবং অনেক স্থলে যাতায়াত এবং পত্র ব্যবহারের পোষ্টেজের জন্য আমাদিগের খরচ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল খরচের কপর্দ্দকও আমরা গ্রাহকদিগের নিকট চার্জ্জ করি না।

ইউরোপ অথবা আমেরিকার কোনও ব্যবসায়ী পত্রিকার নিকট কোনও বিষয়ের সন্ধান জানিতে হইলে তাহার জন্য যথেষ্ট প্রিমিয়াম দিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকদিগের আর্থিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কপর্দ্দকও লই না, উপরন্তু নিজের খরচে সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়া থাকি।

আর এক শ্রেণীর পত্রলেখক তাঁহাদের পত্রের উত্তর প্রকাশ হইতে দেরী হইলে ভয়ানক উষ্মা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহারা ব্যতীত আমাদিগের আরও অনেক গ্রাহক আছেন এবং সকলের পত্রের উত্তর এক সঙ্গে দেওয়া সম্ভব নহে। প্রশ্ন করিলেই যথা সময়ে তাহার উত্তর চাইবেই একথা নিশ্চিত ; তবে উল্লিখিত নানাকারণ পরম্পরায় উত্তর প্রকাশ করিতে দেরী হইতে পারে এবং তজ্জন্য অনুযোগ করিলে আমরা নাচার।

অন্য আর এক শ্রেণীর পত্রপ্রেরক আছেন তাঁহারা কদাচ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেন না। আমরা বহুবার লিখিয়াছি যে গ্রাহক নম্বর না দিলে আমরা সে পত্রের কোনও উত্তর দেই না। কারণ খাতা হইতে নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য গ্রাহক নম্বর না থাকিলে সাধারণতঃ সে পত্র ফেলিয়া দেওয়া হয় ; আর টিকিট দেওয়া থাকিলে তাঁহার নিকট গ্রাহক নম্বর পুনরায় চাহিয়া পাঠানো হয়। ইহাতে পত্র প্রেরকের অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায় এবং দুইবার পোষ্টেজের খরচ পড়ে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পত্র প্রেরকদিগকে সব সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র লেখার জন্য আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি। নিবেদক—

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সম্পাদক

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

কাটোয়া ( বর্দ্ধমান )
১৩৩৩।২৭ শ্রাবণ

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

মহাশয়, আজ প্রায় ২ মাস হইল, আমি আপনাদের অফিস হইতে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র বৈশাখ সংখ্যা নমুনা আনাইয়া, ইহাতে আপনারা যে যে বিষয় প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করি। দেশের তথাকথিত ভদ্রসন্তান-দিগের বর্ত্তমান বেকার সমস্যা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আপনি যে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, ভগবান আপনার সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করুন্, ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

বর্ত্তমান struggle for existence এর দিনে দেশের যুবকগণের নাটক নভেল পড়ার নেশা অনেকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আশা করি, আপনার এ কাগজ খানির অনেক গ্রাহক জুটিবে।

উক্ত নমুনা সংখ্যা আনাইয়া, তৎপরে আমি উহার গ্রাহক হই। আমার গ্রাহক নম্বর ১৮০২। উক্ত কাগজ খানির সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। তাহা ভাল বিবেচনা করিলে গ্রহণ করিবেন, ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইলে মাপ করিবেন। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ-সংখ্যা আমার নিকট প্রায় একই সময়ে আসিয়া পৌছায়—২।১ দিন আগে পাছে পাইয়াছিলাম; কারণ আমি পরে গ্রাহক হইয়াছিলাম।

১। আষাঢ়-সংখ্যার মলাটের সম্মুখ পাতের উপর মোরগ-মুরগী এবং ইনকিউবিটারের ছবি বড় বিসদৃশ ঠেকিল। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" cover page ছাপিবার জন্য যে ব্লক তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে, সেই ছবিই দিবেন। অবশ্য Front page এ বিজ্ঞাপন দিলে আপনাদের দু'পয়সা বেশী রোজগার হইবে; তথাপি এটুকু ত্যাগ স্বীকার আপনাদের নিকট আশা করা অন্যায় নহে।

২। Cover page এর উপর মাথার সাদা জায়গায় যে মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রকাশ করিতেছেন, সেই মাস লেখা থাকিলে, কাগজ খানির ভিতর না খুলিয়া, কাগজ খানি কোন্ মাসের, তাহা উপর হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

৩। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় "নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ" মধ্যে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইন্সিওরেন্স, মণিঅর্ডার ভ্যালুপেয়েবল প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল। অনেক পুরাতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মফঃস্বলের অনেকে এসকল বিষয়ের খোঁজ খবর রাখেন না; যখন প্রয়োজন হয়, ডাকঘরে গিয়া কাজ সারিয়া আইসেন। সঠিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

৪। Exchange Gazette এ Share market এর weekly report যেরূপ প্রতি সোমবারে বাহির হয়, সেইরূপ ৪ সপ্তাহের report লইয়া, যদি আপনারা প্রতিমাসে উহা বাহির করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। তাহা ছাড়া "নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ" মধ্যে যদি সমস্ত share গুলির নাম, মূলধন, কত অংশ paid up, last dividend কত দিয়াছে, বর্ত্তমান মূল্য কত ইত্যাদি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেকের উপকারে আইসে।

৫। কৃষি সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচারিত হইতেছে, তাহা খুব অল্প। বিস্তৃতভাবে নানা বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে, লাভজনক কৃষিকার্য্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নানারূপ সার, তাহার প্রয়োজন, নানারূপ কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতির উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

৬। Labour saving machine সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন আলোচনা দেখিলাম না। ময়দা, বেসম, ডাল ইত্যাদির machine যাহা হস্ত বা গো-মহিষাদি দ্বারা চালিত হইলে বেশী কাজ পাওয়া যায়, অথচ ২০০৲—৪০০৲ টাকা ব্যয়ে উহা বিদেশ হইতে আনাইলে সুবিধা হয়, এরূপ যন্ত্রপাতির সন্ধান পাইলে অনেক ভদ্র গৃহস্থের অন্নের সংস্থান হয়।

আপনাদের ডাইরেক্টরীর জন্য কাটোয়া এবং তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রধান প্রধান ব্যবসাদারদিগের নাম পাঠাইলাম। কাটোয়ায় বৎসরে ১২।১৪ লক্ষ টাকার বিলাতী ও বোম্বাই কাপড় বিক্রয় হইয়া থাকে। উহা সমস্তই কলিকাতা হইতে আইসে। এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ধান, চাউলও শ্রীরামপুর, হুগলী, বারাকপুর, কলিকাতা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। কাটোয়ার ডাটা বলিয়া যাহা কলিকাতায় বিক্রয় হয়, তাহা ইহার নিকটবর্ত্তী আলমপুর এবং মোড়লহাট গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কলের তেল, ঘি, চিনি, ময়দা, খইল, তামাক এবং সকল রকম মসলা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। ভূষিমাল, তিসি, অড়হর, বুট, মুগ ইত্যাদি এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে লিখিলেই তাঁহা আনন্দের সহিত জানাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি, জানিবেন।

বিনীত—
শ্রীমণিমোহন চন্দ্র

# কাটোয়া মোকামের প্রধান প্রধান ব্যবসাদার এবং আড়তদারগণের নাম

পোঃ ও রেলষ্টেষন কাটোয়া, ( বর্দ্ধমান )

## কাপড়ের মহাজন

১। ৺সহচরী দাসী
রামরাম চন্দ্র
কালিদাস দাস
২। গৌরীশঙ্কর রামকুমার
৩। ৺চন্দ্রমতী দাসী
রামরাম চন্দ্র
৪। ৺প্রাণবল্লভ খাঁ
তারাপদ খাঁ
৪। গঙ্গাপ্রসাদ ভকত
৫। প্রাণগোপাল সাহা

## ঘি, মসলা, ময়দা ইত্যাদির মহাজন

১। বিহারীলাল দত্ত এণ্ড্ সন্স্
২। গৌরীশঙ্কর রামকুমার
৩। গৌরহরি দে
৪। হরিকিশোর সাহা
৫। সিন্ধুবালা দেবী

## ধান ও চাউলের মহাজন

১। ৺মুচিরাম দত্ত
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
২। হরিলাল সাহা
৩। অর্জ্জুন দাস গোলাপ রায়
৪। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
৫। শশীভূষণ পাল
৬। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
৭। অন্নদাপ্রসাদ সরকার
৮। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। মুটবিহারী রায়

## মনোহারী দ্রব্য বিক্রেতা

১। জ্ঞানচন্দ্র দাস
২। ভোলানাথ দাস
৩। ভাগবত দাস

## লোহা, লক্কড়, করগেট, বল্টু, স্ক্রু, কব্জা ইত্যাদির মহাজন

১। রাধিকাপ্রসাদ মল্লিক এণ্ড্ সন্স্
২। যদুপতি চট্টোপাধ্যায়

## আড়তদার

১। বনোয়ারীলাল পাজা
সতীন্দ্রনাথ পাজা
২। অর্জ্জুন দাস গোলাপ রায়
৩। বেণীপ্রসাদ ভকত

## গ্যাস্ লাইট, কারবাইড্, সাইকেল ইত্যাদি বিক্রেতা

১। ইন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। নারায়ণচন্দ্র হালদার

## তরিতরকারী, ফল ও মাছের আড়তদার

” যতীন্দ্রমোহন রায়

### রাইস্ মিল্স

১। অন্নপূর্ণা রাইস্ মিল্

২। কমলা রাইস্ মিল্

### পিতল কাঁসার বাসন বিক্রেতা

১। শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২। পূর্ণচন্দ্র রায়

৩। কিশোরীমোহন কর

### স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার বিক্রেতা

১। ইষ্টপদ দে
অভয়পদ দে

২। শ্যামসুন্দর দে

৩। রাধাগোবিন্দ দে

# কাটোয়ার সন্নিকট দাইহাট প্রভৃতি স্থান

পোঃ দাইহাট, রেলষ্টেষন কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান

### পিতল কাঁসার দ্রব্যাদির মহাজন

১। হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

২। গুরুপদ মুখোপাধ্যায়

৩। যতীন্দ্রনাথ ভাস্কর

### বস্ত্র বিক্রেতা

তারেশচন্দ্র সাহা

### ঘি, ময়দা, মসলা ইত্যাদির ব্যবসায়ী

১। অমূল্যরতন সাহা

২। রাধিকাপ্রসাদ সাহা

৩। রামতারণ সাহা

### তসর ও শেঠী কাপড় ব্যবসায়ী

পোঃ দাইহাট, ব্যাঘ্রটিকরা,

১। যোগীন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত

২। যদুনাথ অধিকারী

দাইহাট ও তাহার নিকটবর্ত্তী ঘোড়ানাল, মুস্থল, চাগুলী, ব্যাঘ্রটিকরা প্রভৃতি স্থানে তসর ও শেঠী কাপড় প্রস্তুত হয়।

দাইহাট এবং তাহার অপর পারে মেটিয়ারী নামক গ্রাম পিতলের চাদরের পেটা বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ।

### মেটিয়ারীর ব্যবসায়ী

মেটিয়ারী পোঃ ( নদীয়া )

১। রামপদ সেন

২। হরিনারায়ণ সেন

৩। কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহ

৪। রামেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত

৫। সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কাটোয়ার সন্নিকটে অজয় নদীর পারে বেগুণ-কোলা নামক গ্রাম পিতলের ঢালাই বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ।

### বেগুণকোলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী

পোঃ কাটোয়া,
বেগুণকোলা গ্রাম ( বর্দ্ধমান )

১। বিষ্ণুপদ মণ্ডল

২। রামনেহারী মণ্ডল

কাটোয়ার সন্নিকট ( কাটোয়া হইতে ৫ ক্রোশ দূরে ) পাটুলী গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যথেষ্ট পাট ও ভুসিমাল আমদানী হয়, এবং তথা হইতে কলিকাতায় চালান যায়।

## পাট ও ভূষিমালের মহাজন

পোঃ পাটুলী, ( বর্দ্ধমান )

১। ভূপতিভূষণ দাস

২। বলরাম দত্ত এণ্ড্ সন্স্

৩। পাঁচুগোপাল দত্ত হরিপদ দত্ত

এই স্থানে যথেষ্ট বিলাতী ও বোম্বাই কাপড় বিক্রয় হইয়া থাকে। নিম্নের মহাজনেরা তাহার কারবার করেন।

### বস্ত্র বিক্রেতা

১। বলরাম দত্ত এণ্ড সন্স

২। পাচুগোপাল দত্ত হরিপদ দত্ত

৩। অর্জ্জুনদাস ভড়

---

# নলডাঙ্গা

নলডাঙ্গা পোঃ, জিলা রঙ্গপুর, ই, বি, রেলওয়ে ষ্টেষন নলডাঙ্গা।

১। মেসার্স এইচ্, কে, ব্যাঙ্ক্স এণ্ড কোং, জুট মার্চ্চেণ্টস্।

২। " সদারাম রামপ্রতাপ মাহেশ্বরী, পাটের বড় খরিদ্দার ও ধান চাউল রাখি কারবারী ও অন্যান্য মোটামুটি জিনিষ বিক্রেতা।

৩। ,, রঘুনাথ দাস গণেশ লাল, পাট, ধান, চাউল, সরিসা, টীন, কাঠ ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

৪। ,, হীরালাল ডায়মল বয়েদ পাট, ধান. চাউল, সরিষা, কাঠ, টিন প্রভৃতির ব্যবসায়ী।

৫। ,, জহরীমল গণেশলাল, কোষ্টা, ধান, চাউল, টীন, কাঠ ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

৬। ,, অনাথবন্ধু প্রাণবন্ধু সাহা। তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতির বাসন বিক্রেতা।

৭। ,, লক্ষেশ্বর রুদ্রকান্ত সরকার, মনোহারী, বেণেতি দোকান।

৮। বাবু আশুতোষ ঘোষাল, ডাক্তার।

৯। নলডাঙ্গা ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, ব্যাঙ্কিং কারবার।

১০। মেসার্স, তারাচাঁদ রামচন্দ্র শুনি, পাট, ধান, চাউল, লবণ, তেল ও আড়তদার।

১১। বাবু নিকুঞ্জ বিহারী দেব শিকদার, স্বদেশী মিলের, তাঁতের, আজমগড়ী, ও বিলাতী কাপড় বিক্রেতা এবং গো-গাড়ীর চাকা, ফারাই কাঠ, বাটাম লোহা, টীন, নোয়াখালীর ধারাই সপ (মাছুর), পাথর কয়লা (soft coke coal) তুলা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

১২। বাবু গোপালচন্দ্র মৈত্র, ডাক্তার, মেডিকেল প্রাক্‌টীশনার ও কাপড়ের দোকান।

১৩। বাবু কৈলাশচন্দ্র ধর বর্ম্মা, পাটব্যবসায়ী।

১২। বাবু মনোরঞ্জন দেব সরকার,
মনোহারী ও বেণেতী ব্যবসায়ী

১৫। " উমেশচন্দ্র রমেশচন্দ্র সরকার,
আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় এবং বেণেতী, মনোহারী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী।

১৬। মেসার্স সরকার, সিকদার ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশী ও বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ী ও জুট্ ডিলার।

১৭। " বিশ্বম্ভর কিশোরি মোহন দত্ত,
স্বদেশী, বিলাতী ও তাঁতের বস্ত্র ব্যবসায়ী
ও
ধান, পাট, ইত্যাদির রাখি ও সোণা রূপার ব্যবসায়ী।

১৮। " হরেন্দ্রমোহন দেব সরকার,
মনোহারী ও বেণেতী ব্যবসায়ী।

১৯। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষ,
মনোহারী ও বেণেতী ব্যবসায়ী।

২০। বিনোদ রঞ্জন দেব শিকদার,
লেট্ ডিরেকটার গাইবান্ধা মহাজনী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ ও ডিরেক্টার কামারপাড়া ব্যাঙ্ক লিমিডেট্, প্রোপ্রাইটার, বি, আর শিকদার এণ্ড কোং, এবং সর্ব্ব প্রকার মনোহারী বেণেতী, মসলা ও পেটেন্ট ঔষধ ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

২১। বাবু চন্দ্ররাম সুরিয়া,
মুদী দোকানদার।

২২। " জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মনোহারী, বেণেতীর ব্যবসায়ী, বস্ত্র-বিক্রেতা ও জুট ডিলার।

২৩। মেসার্স সুগণচাঁদ হামির মল,
জুট, এবং ক্লথ মার্চ্চেন্টস্

২৪। " ধনারাম গোপাল রাম
জুট্ ও ক্লথ মার্চ্চেন্টস্

২৫। মোহার আলী বেপারী,
জুতা, কাপড়, কাটা কাপড়, বেত ইত্যাদি ব্যবসায়ী।

প্রেরক—

1756 No গ্রাহক

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

**চাউল**

| | |
|---|---|
| নূতন বালাম | ৭৸৵০—৮।০ |
| পাটনাই নূতন | ৭৸৵০—৮।০ |
| আতপ | ৮৸০—৯৲ |
| রেঙ্গুন আতপ নূতন | ৬৸০—৭৲ |
| ঐ নূতন | ৮৲—৮৵০ |
| বাঁকতুলসী নূতন | ৯৲—৯॥০ |
| ঐ পুরাতন | ৯৸০—১০৲ |
| পুরাতন মাজা | ১১৲—১১।০ |

**তৈল**

| | |
|---|---|
| সরিষা কলের | ২৪৲—২৬৲ |
| কাণপুর | ২৭॥০ |
| মাঃ কোচিন | ২৩৲ |
| ইলেক্‌ট্রিক | ২৩৲ |
| তৈল রেড়ি | ১৩॥০ |
| খইল সরিষার | ২॥৶০—৩৲ |
| খইল রেড়ীর | ৪৸০ |

**মসলা**

| | |
|---|---|
| সুপারি জাহাজী গোট | ১৬৲—১৬॥০ |
| কাটা | ২০॥০—২১॥০ |
| দেশী নূতন | ২৫॥০—২৮॥০ |
| লঙ্কা পাটনাই নূতন | ১৯॥০—২২॥০ |
| হরিদ্রা নূতন | ৮।০—৮॥০ |
| ধনে | ৭॥০—৮৸০ |
| জিরা | ১৯৲—২৬॥০ |
| মরিচ | ৫০৲—৫৪৲ |

**লবণ**

| | | |
|---|---|---|
| লিভারপুল | ১৴০ | ২॥৴০ |
| ১০০৴০ মায় খরচ বস্তাসহ | | ২৯২৲ |
| পেশাই | ১৴০ | ২৲ |
| ১০০৴০ মায় খরচ বস্তাসহ | | ২৩৫৲ |
| করকচ | | ২৴০ |

| | |
|---|---|
| মিশ্রি | ১৩॥০ |

**আটা**

| | |
|---|---|
| বি আসঙ্গ | ৮০৸৵০ |
| নকল | ৭৮৵০ |
| ২নং | ৭॥৵০ |
| ৩নং | ৫৸৶০ |

**ময়দা**

| | |
|---|---|
| ময়দা ১নং | ৯৲ |
| ২নং | ৮৸৵০ |
| ৩নং | ৮॥০ |

**সুজি**

| | |
|---|---|
| ১নং | ৯৵০ |
| ২নং | ৮৸০ |
| ৩নং | ৭৸০ |
| পাটনাই নূতন | ৪৸৵০—৫৲ |
| নাগরা নূতন | ৪৸০—৪৸৵০ |
| ঐ মোটা | ৪॥০—৪॥৵০ |

**ঘৃত**

| | |
|---|---|
| ভাতুয়া | ৯৬৲—৯৭৲ |
| শ্রীমার্কা | ৯০৲—৯১৲ |
| খুর্জ্জা ভারতী | ৮০৲—৮১৲ |
| লক্ষ্মীমার্কা | ৭৫৲ |
| সুরেন্দ্র খুর্জ্জা | ৮৪৲—৮৫৲ |
| বান্দা ও সাগর | ৬৮৲ |

**শস্য**

| | |
|---|---|
| সোণামুগ | ১১৲—১২৲ |
| হালি | ১০৲—১১৲ |
| পাটনাই ছোলা | ৪৸৴০—৪৸৵০ |
| সহরে | ৪৶০—৪।৵০ |
| দেশী | ৩৸০—৪।০ |
| মাষকালাই | ৪।৴০—৪৸০ |
| কালিকলাই | ৫৵০—৫॥০ |

| | |
|---|---|
| অড়হর | ৫৲—৫৵০ |
| সাদা মটর | ৫৲ |
| পায়রা মটর | ৩৵০—৩৸০ |
| মুসুরি দেশী | ৪।৵০—৫৲ |
| খেসারি | ২৸৵০—৩৵০ |
| তিসি | ৭৶০ |
| দেশী সরিষা | ৮৲—৮।০ |
| কাজলি | ৯।০—৯॥০ |
| শ্বেত | ১০॥০—১১৲ |

## কেরোসিন

| | |
|---|---|
| গির্জ্জা | ৯।৵০ |
| হাতিমার্কা | ৭৶১০ |
| হাঁস মার্কা নূতন টিন | ৬৲১০ |
| রাণীমার্কা | ৬/১০ |

## কোং কাগজ

| | |
|---|---|
| শতকরা ৩॥০ সুদে | ৭৭।০ |
| ,, ৫৲ সুদে | ১০৮৶০ |

## সোণা

| | |
|---|---|
| কলিকাতা টাকশালে | ৫১।০ |
| বড়াল | ২১।৶০ |
| ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | ২১৸০ |
| চিনাপাত | ২১॥/০ |
| গিনি | ১৩॥১০ |

## রূপা

| | |
|---|---|
| ১০০ ভরি | ৬১।০ |
| খুচরা ১০০ ভরি | ৬৫॥৵০ |

---

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান, স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটার দিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

### ১নং পত্র

আগামী সংখ্যায় বিদেশী মালের আমদানী এবং রপ্তানি-শুল্ক বিস্তারিত ভাবে দেওয়া দরকার বলিয়া বিবেচনা কার।

লোহার তৈয়ারী মাথার কাটা, বক্‌লেস্, আইহুক, ইত্যাদি জিনিস প্রচুর পরিমাণে ( প্রত্যেক দিন অনুমান ৪০০।৫০০ শত গ্রোস প্রস্তুত হইতে পারে ) কাল বার্ণিস করিবার সহজ উপায় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া বাধিত করিবেন ইতি।—

Dey Brothers,
গ্রাহক নং ১৭৩৬।

### ১নং পত্রের উত্তর

রঙ, পালিশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে সবিশেষ সন্ধান পাইবেন। সম্ভবতঃ পৌষ মাসের সংখ্যার প্রবন্ধে ইহার বিবরণ থাকিবে।

### ২নং পত্র

সবিনয় নিবেদন—

আপনার প্রেরিত পত্রিকা পাইয়াছি। পত্রিকা সত্যই বেশ ভাল হইয়াছে—আমি আপনার পত্রিকায় আমাদের ব্যবসায়ের একটা বিজ্ঞাপন

দিতে চাই। বিজ্ঞাপনটী আমার ছেলের নামে দিব। এই সঙ্গে ঐ বিজ্ঞাপনের অনুলিপি দিতেছি। উহা প্রতি মাসেই বাহির করিবেন। ঐ বিজ্ঞাপনের জন্য বাৎসরিক কত দিতে হইবে জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলেই টাকা পাঠাইয়া দিব, তখন বিজ্ঞাপনটী ছাপাইবেন। আর আমাদের এই বিজ্ঞাপনের লিখিত জিনিসগুলি যদি কাটাইয়া দিতে পারেন, বা কোন কোম্পানীর বা কোন মহাজনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যদি অর্ডার দেওয়াইতে পারেন, তবে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। টুকরা কাগজ ও টুকরা কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিতে আমরা ইচ্ছুক আছি। আপনি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য সকল জানাইবেন। উত্তরের জন্য ডাক টিকিট পাঠান গেল। আমি এখান হইতে সাময়িক ফলমূলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাঠাইতে পারি। যদি সে সম্বন্ধে বিক্রীর কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন জানাইলে সুখী হইব। মোট কথা, মফঃস্বলে পাওয়া যায় এরূপ জিনিষ সবই আমি পাঠাইতে পারি জানিবেন।

নিবেদক—
শ্রীপ্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী
মধিনগর, রাজসাহী।

## ২নং পত্রের উত্তর

১। শ্রাবণের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ৩৮৪ পৃষ্ঠায় ৩নং পত্রের উত্তরে টুকরা কাগজ ও কাপড় ইত্যাদির সম্বন্ধে সবিশেষ লিখিয়াছি। তাহা পড়িলেই সব বুঝিতে পারিবেন।

২। ফলমূলাদির খরিদ্দার ঠিক করিতে হইলে এখানে আসিয়া বাজারের ফড়িয়াদিগের সহিত দেখা করিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হয়। নিজে না আসিলে এই সকল কাঁচা মালের ব্যবসায়ের কথা পত্রে স্থির করা সম্ভব অথবা সহজ নহে।

## ৩নং পত্র

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রে ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসঙ্গে অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। অনুগ্রহ প্রকাশে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার পাঠকদিগের মধ্যে কেহ নিম্নলিখিত তথ্যগুলির সংবাদ প্রদান করিলে পরম বাধিত হইব।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ—

১। মাছের পোণা কোথায় এবং কোন্ সময়ে পাওয়া যায়। রঙ্গপুরে ঐ পোণা আনয়নের সর্ব্বাপেক্ষা কি সুবিধাজনক উপায় আছে, এবং আনুমানিক কি খরচ পড়িতে পারে?

২। মাছের পোণার পরিবর্ত্তে ডিম আনয়ন করা অধিকতর নিরাপদ ও কম ব্যয় সাধ্য কিনা। ঐ ডিম এখানে ফুটাইবার জন্য কি উপায় করা যাইতে পারে? রঙ্গপুর পর্য্যন্ত ঐ ডিম আনয়নের কিরূপ সুবিধা আছে, এবং অনুমান কিরূপ খরচ পড়িতে পারে?

৩। কোন কোম্পানী কিংবা কোন ব্যাঙ্ক এই ডিম ও পোণা সরবরাহের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানা আছে কি? থাকিলে তাঁহাদিগের অথবা তাঁহার ঠিকানা কি?

বিনীত—
শ্রীকেশব লাল বসু

## ৩নং পত্রের উত্তর

আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর আমরা বারান্তরে দিব। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় চৌধুরী মহাশয় মৎস্য সম্বন্ধে মুখপাত গোছের একটী প্রবন্ধ দিয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবত বাংলা দেশের মাছের ব্যবসায় সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং নিজেও উক্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি ধারাহিক প্রবন্ধ লিখিতে

রাজী হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারিবেন।

## ৪ নং পত্র

১। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীগণের জীবনচরিত, ব্যবসায়ের মোকামের বিবরণ, দেশীয় শিল্পের অবস্থা, কোথায় কোন্ শিল্পের অবনতি হইতেছে, কোথায় কোন্ নূতন শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ের প্রবন্ধ দিলে ভাল হয়।

২। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ দ্রব্য পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে রপ্তানি হইতেছে, এবং কোন্ কোন্ দেশ হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে, কাহারা এই সকল পণ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি করিতেছেন, কি প্রণালীতে এই সকল দ্রব্য আমদানী হইতেছে, তাহার বিবরণ দেওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্টের অমনোযোগিতার জন্য অনেক শিল্পের অবনতি হইতেছে, রেলওয়ের অসুবিধার জন্য অনেক ব্যবসায়ীর অসুবিধা হইতেছে, তাহারও আলোচনা হওয়া উচিত।

৩। কলিকাতায় একটী বণিক-সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতি জেলায় শাখা সমিতি স্থাপন করতঃ ব্যবসায়ীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা বিধেয়। এই বণিক-সমিতি হইতে প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা উচিত। জমিদারেরা সরকারকে যত টাকা রাজস্ব দেন, ব্যবসায়ীরা তদপেক্ষা অধিক টাকা আয়-কর বাবদ দেন। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সমিতি আছে। তাঁহারা প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ সে সকল সমিতিতে যোগদান করিতে পারেন না। বড় সমিতিগুলির বার্ষিক চাঁদার হার এত বেশী যে, তাঁহারা তাহার সদস্য হইতে অসমর্থ। এতদ্ব্যতীত উভয় শ্রেণীর স্বার্থ এক নহে। এজন্য একটী পৃথক সমিতি গঠণের আবশ্যক হইয়াছে। এই সমিতির বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিতেও যাহাতে এই সমিতির প্রতিনিধিরা স্থান পান, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সকল জেলায় ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, ব্যবসায়েরও উন্নতি হইবে এবং ব্যবসায়ীদেরও অনেক কষ্টের লাঘব হইবে। দরিদ্র ব্যবসায়ী-দের উপর অনেক সময় অযথা অত্যাচার হয়, এবং তাহার কোন প্রতিকার করা হয় না।

৪। ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদে "জাহাজ ব্যাপারী"দের অসুবিধার বিষয় বেশ আলোচিত হয়; কিন্তু "আদার ব্যাপারী" দের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় না।

৫। এই যে মফঃস্বলে নানাস্থানে এত হাট লুট হইতেছে, সে সম্বন্ধে কলিকাতার বণিক-সমিতি গুলি কোন আলোচনা করেন নাই। বারান্তরে এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিনীত—
শ্রীরামানুজ কর।

## ৪নং পত্রের উত্তর

১। 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কৃষ্ণপান্তীর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। 'ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী' অধ্যায়ে মোকামের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। শিল্পের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধেও আলোচনা বাহির হইতেছে। আমরাও আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু যে সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ী এ সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে সক্ষম, তাঁহারা যে একেবারে নিঝুম হইয়া আছেন। সকলে চেষ্টা করিলে, তবেইত কাগজ খানিকে সর্ব্ববিষয়ে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলা যায়। সংবাদপত্র একাকী পরিচালনা করা যায় না; তাহাতে তাহার শক্তিও বাড়েনা, এবং তাহা কার্য্যকরীও হয় না। সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ীর চিন্তাধারা এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার যখন এই কাগজের জন্য উন্মুক্ত হইবে, তখনই ইহা বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের একটা শক্তিশালী organ বা মুখপত্র হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা আপনাদের চিন্তাধারা এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার ইহার জন্য উন্মুক্ত করুন।

২। ইহার মধ্যে অনেক বিষয় 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' প্রতিমাসেই আলোচিত হইতেছে। অপরাপর বিষয় ও আলোচিত হইবে।

৩ ও ৪। আপনার প্রস্তাব অতি সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছে। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

৫। আপনার সংবাদ ঠিক নহে। মাড়োয়ারী চেম্বার অব্ কমার্স, মহাজন সভা, ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি বণিক সমিতিগুলি দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন, এবং গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ ব্যবসাদারদিগের-নিকট নানারূপ representation করিয়া-য়াছেন।

## ৬নং পত্র

মহাশয় আপনার 'ব্যবসায় ও বাণিজ্য' কাগজে ফল, সংরক্ষণ প্রণালী পড়িয়া আমি ১ বোতল আনারস রক্ষণ করিয়াছি। আপনার পুস্তকে লিখিত প্রণালী মতই প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানে মোটা গলার বোতল পাওয়া যায় না। প্রিজার্ভ করিবার যে সমস্ত বোতল বাজারে পাওয়া যায়, তাহার মুল্য শতকরা কত পড়িবে, তাহা সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন, এবং পত্র পাইয়া ২৫টি বোতল রেলওয়ে পার্শেলে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যদি টীনের ডিবি বোতল হইতে সস্তায় পাওয়া যায়, তবে না হয় ২৫টি টিনই পাঠাইবেন; আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। এই ২৫টি পাত্রে ফল রক্ষা করিয়া আপনার নিকট নমুনা স্বরূপ ১টি পাত্র পাঠাইব। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, আমি কতদূর সফলকাম হইলাম। মূল্য পরে নির্দ্ধারণ করা যাইবে। যদি বোতল পাঠান, তবে ইহার সঙ্গে কর্ক যেন থাকে।

ঠিকানা—
শ্রীদেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ—কোমলপুর
( স্বাধীন ত্রিপুরা )
ডালুগাছ—ষ্টেষন
A. B, Ry.

## ৫ নং পত্রের উত্তর

৮৮নং অপারচিৎপুর রোড্ হইতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ দাঁ মহাশয় আমাদিগের নিকট কয়েকটী বিষয়ের সন্ধান চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের কাগজের গ্রাহক না হওয়ায় আমরা তাঁহার পত্রের উত্তর দিতে অসমর্থ।

## ৬ নং পত্রের উত্তর

বোতলের সন্ধান সম্বন্ধে ৪ নং পত্রের উত্তরে সবিশেষ জানাইলাম। তদনুযায়ী কাজ করিবেন।

টীনের সম্বন্ধে Bengal Canning and Condiment LD., কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। তাছাড়া North West Box Manu-

facturing Company, বজ্ বজ্ (২৪ পরগণা) এই ঠিকানায় পত্র পাঠাইতে পারেন।

সাধারণতঃ ২ পাউণ্ড টীনের দাম শতকরা ১৬৲ টাকা, এবং ১ পাউণ্ড টীনের দাম শতকরা ১২৲ টাকা। যাচাই করিলে দামের আরও সুবিধা হইতে পারে।

## ৭ নং পত্র

মহাশয়!

আমি আপনাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার ১১৯৮ নং গ্রাহক। মাসের পর মাস ক্রমেই পত্রিকার উন্নতি হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। শিক্ষিত ভদ্র ছেলেদের জীবনোপায়ের পথ প্রদর্শন জন্য "Industry" অনেক করিতেছে। আপনাদেরও তৎপ্রতিই মনোযোগ হইয়াছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু পত্রিকা চালাইয়া ব্যবসা করা এবং দেশের প্রকৃত হিতসাধন করা দুইটা ভিন্ন জিনিষ। আপনারা শেষোক্ত প্রতিজ্ঞা ও অভিপ্রায় নিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকিলে, আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ আপনারা বোধ হয় জানেন, বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজের ছেলেরা ডিগ্রিধারী হইলেও সংসারের ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কিছুই জানেনা। বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থানে যাহাদের বাস অথবা যাহারা ইহার সহিত সংপৃক্ত,সেই মুষ্টিমেয় লোক ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালীর ছেলেরা যে বিষয় ব্যবসার বর্ণজ্ঞান শূন্য, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। এ হেন ছেলেদের আশা দিয়া ব্যবসা বাণিজ্য নিয়োগ করার মত ভাবেই পত্রিকা চালাইতে হইবে, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সকল কথারই প্রাথমিক (elementary) পাঠ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ছেলেরা কিছুই জানেনা মনে করিয়া নিতে এবং সেই ভাবেই উপদেশ দিতে হইবে। আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকিলে মাপ করিবেন।

দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য প্রতিনিয়ত দেখা যায়, এবং সকলেই জানে, তাহা ছাড়া অন্য দ্রব্যের বাংলা নাম, প্রাপ্তব্য স্থান এবং মূল্যাদি "কলিকাতার বাজার দর" হেডিংএর মধ্যে লিখিলে ভাল হয় বলিয়া মনে করি। এই সকল প্রস্তুত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কল ও যন্ত্রাদির নাম, পরিচয়, মূল্য এবং প্রাপ্তব্য স্থানের উল্লেখ করিলে উপকার হইবে। বাজার দরের সঙ্গে দেওয়া সমাচীন না হইলে এই বিষয়ের নীচে ফুট নোট করিয়া দিবেন। (দৃষ্টান্ত-গালা প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য) অম্বার রজন, কলোফনি, ম্যাসিকট্, ২৩৩ পৃঃ, Bay wood, Veneer Verdigris, আল্‌ডিহাইড, ২৫৭ পৃঃ, Strawderry ২৭৩ পৃঃ, প্রভৃতি Beriyর বাঙ্গালা নাম। এক স্থানে থার্ম্মোমিটারের উল্লেখ; তাহা কি থার্ম্মোমিটার এবং মূল্য ও প্রাপ্তি-স্থান ইত্যাদি।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী,
কুমিল্লা।

## ৭নং পত্রের উত্তর

আপনার প্রস্তাবগুলি বিশেষ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। গালা প্রস্তুত প্রণালীর প্রবন্ধে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই কলিকাতায় পাওয়া যায়।

## ৮নং পত্র

মহাশয়,

আমার গ্রাহক নং ১৭০১। আমার নিম্নলিখিত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আমি ৫।৬ দিনের মধ্যে আপনার office এ যাইয়া এ সংবাদ গুলি লইয়া আসিব।

১। গরুতে ঘোরান সুরকীর কল পাওয়া যায় কি

না। যদি পাওয়া যায় তবে তাহার দাম কি এবং কোথায় পাওয়া যায়? যদি পারেন ত তাহার Illustration catalogue যোগাড় করিবেন। যদি ভারতবর্ষে ঐ কল না পাওয়া যায়, তবে কোন কোম্পানী ঐ কল আনিয়া দিতে পারে কি?

২। ইনকিউবেটার (Cypper কোম্পানীর) আনাইয়া দিতে পারেন কিনা। ৭০।৮০ বা একশত ডিমের charge লইতে পারে এরূপ কল ১০০৲ শত টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে কি? যদি পাওয়া যায় তবে কোন সময়ে order দিলে আপনারা পৌষ মাস নাগাত কল আনাইয়া দিতে পারেন। টাকা আগে দিতে হইবে, না কল V. P. P. তে আসিয়া পৌছিলে দিতে হইবে।

### ৮নং পত্রের উত্তর

১। এরূপ কল বাজারে পাওয়া যায় না; তবে অর্ডার দিলেই বলদের টানিবার উপযোগী কল তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে। বিশেষ বিবরণ এখানে আসিলে পাবেন।

২। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের পত্রে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

### ৯নং পত্র ও তাহার উত্তর

নারায়ণগঞ্জ আর্য্যকেমিক্যাল ওয়ার্কস হইতে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দে সরকার এবং তেজপুর, আসাম হইতে মিঃ পি, সি, বিশ্বাস মহাশয় আমাদিগের নিকট কয়েকটী বিষয়ের সন্ধান চাহিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগের গ্রাহক নহেন, সুতরাং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না।

### ১০নং পত্র

মহাশয়—

আমি আপনার ১৮৩০ নং গ্রাহক। নিম্নলিখিত বিষয় দুইটী জানিবার আশায় আমি আপনাকে লিখিতেছি। আশা করি, সন্তোষ জনক উত্তর দানে বাধিত করিবেন। ইতি—

১। চর্ব্বির গন্ধ কিসে যায়, এবং কি করিলে উহা পরিষ্কার হয়?

২। মৎস্যের তৈলের গন্ধ কিসে যায়?

### ১০নং পত্রের উত্তর

স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

### ১১নং পত্র

মহাশয়,

(১) আমাদের গ্রামে অনেক পড়ো বাগান জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে উক্ত জমিতে আমি হরিদ্রা, ওল, মানকচু এবং কলার চাষ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব উক্ত কয়েকটী জিনিষের চাষ আবাদ সম্বন্ধে আপনি সবিশেষ বিবরণ আমাকে জানাইয়া সুখী করিবেন। আর শুনিতে পাওয়া যায়, যাহারা চাষ আবাদ করে, গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে agriculture Co-operative society হইতে টাকা ধার দেয়। ইহার সম্বন্ধে আপনি যদি দয়া করিয়া particulars আমাকে জানান, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

(২) আমি কলম্বো সহরে সোলা হ্যাটের এবং সুগন্ধ তৈলের ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি দয়া করিয়া উক্ত সোলা হ্যাট কোথায় প্রস্তুত হয়, এবং সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত প্রণালী আমাকে পত্রের দ্বারায় জানাইলে বিশেষ উপকৃত ও পরম বাধিত হইব।

### ১১নং পত্রের উত্তর

১। এই সকল কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ক্রমেই বাহির হইতেছে। Co-operative Loan সম্বন্ধে Secretary, Bengal Co-operative Society, Writes' Buildings এই ঠিকানায় পত্র দিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

২। কড়েয়া,টেরিটি বাজার এবং হগ সাহেবের বাজারের টুপিওয়ালা মুসলমানগণ সোলা হ্যাট তৈরী করে। গন্ধ তৈলের প্রস্তুত প্রণালী বহুবার আলোচিত হইয়াছে এবং আরও হইবে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ [ ৮ম সংখ্যা

# আক্ষেপ

[ বররুচি ]

( ১ )

জীবন যাদের হয়েছে বধির, হৃদয় হয়েছে অন্ধ,
হায়, স্বাধীনতা, কেমনে তাহারা চিনিবে তোমার ছন্দ ?
যাহাদের তুমি দিবা-নিশি ধরি'
ডাকিতেছ, দেবি, আয় আয় করি'
হের নি কি চেয়ে তাহাদের গৃহে রন্ধ্র সকল বন্ধ—
কেমনে তাহারা চিনিবে বল না তোমার গোপন ছন্দ ?

( ২ )

বিশ্ব-ভূবন বাহিরে রহিল, জীবন রহিল ভিতরে,
বাহিরের বায়ু, বাহিরের আয়ু পশে না জীবন-বিবরে।
বাহিরের আলো, বাহিরের জল
বাহিরেই শুধু করে টলমল,
ভিতরে আঁধার জীবন-গুহায় নেহার তাহারা কি করে !
বাহিরের বায়ু, বাহিরের আয়ু পশে না ত মন-বিবরে।

( ৩ )

ছোট ছোট প্রাণ, ছোট ছোট আশা, ছোট ভাবনায় মত্ত,
স্বার্থ-সাধন চিন্তা সবার লক্ষ্য এবং সত্য।
ক্ষণেকের সুখে উন্মাদ যারা
কেমন করিয়া বুঝিবে তাহারা
অকুল, অপার বসুন্ধরার হিয়ার সকল তত্ত্ব ?
ছোট ছোট প্রাণ, ছোট ছোট আশা,ছোট ভাবনায় মত্ত ।

( ৪ )

অপরের তরে যাদের পরাণে নাহি জাগে সহবেদনা,
হায়, স্বাধীনতা,কেমনে তাহারা লভিবে তোমার প্রেরণা ?
নাহি জানি ওগো কখন সকলে
জাগিয়া উঠিবে আপনার বলে,
জীবনে মোদের খেলিবে কখন্ উজল উছল চেতনা ;
হায়, স্বাধীনতা, কখ্‌ন আমরা লভিব তোমার প্রেরণা ?

"আত্মশক্তি"
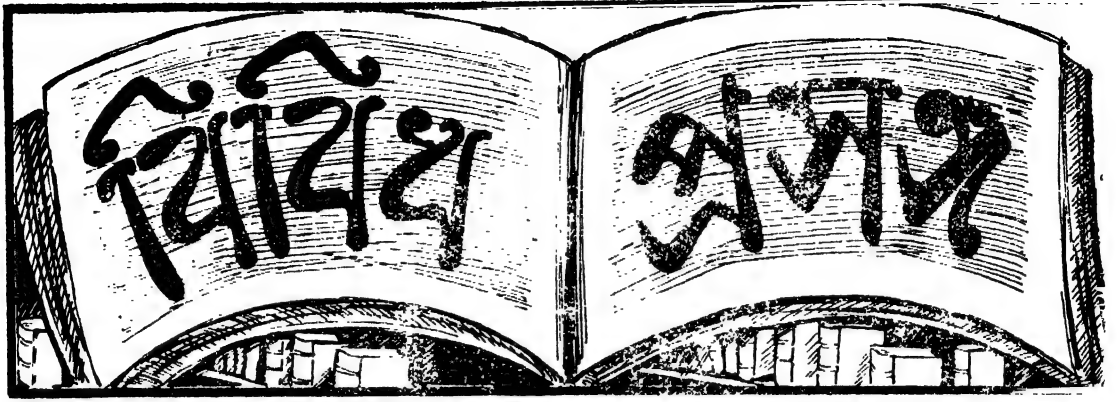
**কয়লা হইতে তৈল প্রস্তুত**—দক্ষিণ এডিনবরায় সম্প্রতি কয়লার আবর্জ্জনা রাশি হইতে এক প্রকার মূল্যবান তৈল বাহির করা হইতেছে। এইরূপ এক টন ওজনের অকেজো আবর্জ্জনা হইতে ১৮গ্যালন তৈল বাহির হয়, এবং ৩০০০ হইতে ৪০০০ ঘন ফিট গ্যাস উৎপন্ন হয়। একজন স্কচ্ম্যান এই আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং ইহার জন্য তিনি এডিনবরায় যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটি জননী বছর বছর কেবল হাজার হাজার বি, এস্, সি, আর এম, এস্, সি প্রসব করিতেছেন, এবং ভারতবর্ষব্যাপী একদল শিক্ষিত ভিক্ষুকের সৃষ্টি করিতেছেন।

**মাড়োয়ারীর পণ**—শুনা যাইতেছে, এবার মাড়োয়ারী সওদাগরগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর বিলাতী বস্ত্রের অগ্রিম কন্ট্রাক্ট করিবেন না।

সংবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় না। তবে এবারকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় মাড়োয়ারীরা যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহাতে ক্রোধের বশে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ সঙ্কল্প জাগিলেও আপন আপন ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহারা যে এই রাস্তা ধরিবেন, ইহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কারণ স্বদেশী যুগ হইতে এযাবত বহুবার দেখিয়াছি মাড়োয়ারীরা টাকার ক্ষতি কখনও সহ্য করিতে পারে না।

**বাংলা দেশের চাষের জমি**—বাঙ্লা দেশে ৬ কোটী ২৬ লক্ষ ৬ হাজার ১ শত বিঘা জমিতে চাষ হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতি বৎসর গড়পড়তায় ৩ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ৯০ মণ পাট এবং ৩১ কোটী ৩০ হাজার ৫ শত মণ ধান্য উৎপন্ন হয়।

**প্রসিদ্ধ দুবাসীর মৃত্যু**— চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার খাঁন ছাহেব আবদুল রহমান দুবাস (Dubash) হৃদ্‌রোগের আক্রমণে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পাল-তোলা জাহাজ ও বাষ্পীয় জলজান-ব্যবসায়ে দুবাস্ ছাহেব স্বীয় জীবনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময়ে বাষ্পীয় জাহাজের অভাব পালের জাহাজের দ্বারা পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়া মৃত শিল্পের পুনর্জ্জীবন দানে তিনি যে প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দুবাস

ছাহেব স্বীয় প্রতিভাবলে যেমন অগাধ ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই তাঁহার সদ্ব্যবহারের দ্বারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তুবাস ছাহেবের ন্যায় প্রতিভাবান ও ধর্ম্ম-পরায়ণ পুরুষের অকাল মৃত্যুতে চট্টগ্রাম তথা বঙ্গদেশের প্রভূত ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি।

**ইট্‌কীতে নূতন স্বাস্থ্যনিবাস**—রাঁচির নিকটে ইট্‌কীতে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য একটী স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্টিত হইবে। রাঁচির ১৪ মাইল দূরে ছোট নাগপুরের পার্ব্বত্য উপত্যকায় ইট্‌কী নামক স্থানে এই স্বাস্থ্য-নিবাসের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থানটী লোহারডগা রেল লাইনের ধারে অবস্থিত। যুক্ত প্রদেশের হাস্পাতাল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল কোক্রেন সাহেব স্থানটী পরিদর্শন করতঃ উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি টিউবার কিউলিসিস্ চিকিৎসায় পারদর্শী, এবং ভাওয়ালী-স্বাস্থ্য-নিবাসের প্ল্যান করিয়াছিলেন। ভাওয়ালীর স্বাস্থ্য-নিবাসের আদর্শে ইহার প্ল্যান ও বরাদ্দ ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে, এবং বিহার গভর্ণমেণ্টও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। উপস্থিত উহাতে ৫২ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে। এককালীন ৫,৯৮,৫৩৬৲ টাকা ইহার বাবদ ব্যয়ের ও বাৎসরিক ৪৫,৫৩৬৲ টাকা খরচার বরাদ্দ হইয়াছে। পাঁচ শত টাকা মাহিনায় একজন ডাক্তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আড়াই শত টাকা করিয়া বেতনে ২ জন নার্শ থাকিবেন। জায়গার মূল্য, মালমসলা সংগ্রহ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বেতন ইত্যাদি লইয়া এবার ৬০০০০৲ হাজার টাকা খরচার বরাদ্দ হইয়াছে।

**কলিকাতা করপোরেশনের ডেপুটী সেক্রেটারী**

শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় করপোরেশনের ডেপুটী সেক্রেটারী হইয়াছেন। ইনি পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জামাতা, পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের দৌহিত্র এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন দেশপূজ্য লেপ্‌টেনেণ্ট্ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

**বিলাত-ভারত বিমান পথ**—ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সোজা জলপথ আছে, স্থলপথ নাই, বিমানপথও এখনও হয় নাই। কিন্তু বিমান পথের আর বিলম্ব নাই: স্থির হইয়াছে,—আর দুই মাস পরেই ইংলণ্ড হইতে ভারত পর্য্যন্ত সরাসরি উড়োকল যাতায়াত আরম্ভ হইবে। আগামী ১২ই জানুয়ারী ইহার দিন স্থির হইয়াছে। বিলাতের বিমান-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর্ স্বয়ং সপত্নীক এই নূতন পথের প্রথম যাত্রী হইবেন। এয়ার ভাইস্-মার্শাল স্যার সেফটন ব্রাঙ্কারও আসিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রথমতঃ তিনখানা উড়োকল এই পথে যাতায়াত করিবে; তাহার পরে পাঁচখানা বরাবর যাতায়াত করিতে থাকিবে। যাহারা উড়োকল চালাইবে, তাহারা ছাড়া, আপাততঃ যাত্রী লওয়া হইবে চৌদ্দজন। মিশরের কাইরো সহর হইতে ভারতের করাচী বন্দর পর্য্যন্ত পথ হইয়াছে আড়াই হাজার মাইল; ইহার ভাড়া আন্দাজ ৭২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮৮০৲ টাকা। মাঝে মাঝে নামিয়া বিশ্রাম করিতে হইবে বলিয়া, প্রয়োজন মত ষ্টেশণ তৈয়ারি হইয়াছে, এবং হোটেল প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে, আর দুই মাস পরেই বহু সৌখিন ধনী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীলোক আকাশপথে ভারত হইতে বিলাত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যদেশীয়দিগের চারিদিকে উদ্যম, উৎসাহ, এবং অধ্যবসায়ের অন্ত নাই, আর আমরা আজিও "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" পড়িয়া রহিয়াছি।

**তহবিল তছরূপ**—মেসার্স বুলক ব্রাদার্সের ফার্ম্ হইতে দেড় লক্ষাধিক টাকা তহবিল ঘাটতির সংবাদ রাষ্ট্র হইবা মাত্র চট্টগ্রামে খুব চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। উক্ত অফিসের ডেলিভারী ক্লার্ক শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্যের নামে ফৌজদারীতে নালিশ রুজু করা হইয়াছে। তিনি এক্ষণে ছুটী লইয়া দেওঘরে বাস করিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধে বহু রহস্য প্রকাশিত হইবে বলিয়াই সকলের ধারণা।

**সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি**—গত মঙ্গলবার হুগলী মহিলা সমিতির উদ্যোগে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির জনৈক বক্তা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নারী সমিতির সভা সম্বন্ধে হুগলী ইমামবাড়া হলে বক্তৃতা দিয়াছেন।

**"মর্ণিং পোষ্ট অব ইণ্ডিয়া"**—স্যার ভিক্টর সেসুন এক ঘোষণা দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল নয়; এই জন্য আগামী বৎসরের প্রথমে "মর্ণিং পোষ্ট অব ইণ্ডিয়া" নামক যে একখানি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র প্রকাশ করার কথা ছিল, তাহা প্রকাশ করা হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে।

**"বোম্বাই ক্রণিকেল" পত্রিকা নিলামে**—"বোম্বাই ক্রণিকেল" পত্রিকাখানি সাধারণ নিলামে বিক্রীত হইয়াছে। প্রকাশ, ডিবেঞ্চার অংশীদারগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস রাওজী টৈয়ারসী উহা ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন।

**কাপড়ের কলে চাঞ্চল্য**—ল্যাঙ্কেশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকেরা কলে কার্য্য করিবার সময় কমাইয়া দিয়াছেন। এই সংবাদে বোম্বায়ে কলওয়ালাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। শীঘ্র একটী গোপন সভা আহ্বান করিয়া, তাঁহারাও ঐ ভাবে খাটুনির সময় কমাইবেন কিনা তাহা স্থির করিবেন।

**কাউন্সিলদের নামে মামলা**—সহকারী (বিল্ডিং) ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কাম্বেরালি ভালিদিনো, কাউন্সিল মিঃ মণিলাল এবং মিঃ মহম্মদ খাঁন গাজ্জী খাঁনের নামে ৫০০ ধারা অনুসারে মানহানির মামলা আনিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিউনিসিপ্যালিটির সভায় সেরা অঞ্চলের নানা কনট্রাক্ট লইয়া যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন আসামীরা ফরিয়াদীকে অসাধু বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন।

**দক্ষিণ-আফ্রিকা ডেপুটেশন**—দক্ষিণ আফরিকার বর্ণবিদ্বেষ আইন রোধ করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিং যে একটা কিস্তি বসাইয়া গিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা-ডেপুটেশন তাহারই ফল। মিঃ এফ্, ডাব্লিউ, বিয়ারস্ এবং মিঃ পোঁ ট্রিক্ ডনকান্ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী দক্ষিণ-গবরমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে এই ডেপুটেশন উপলক্ষে আফরিকা হইতে ভারতে আসিয়াছেন। গত সোমবার তাঁহারা কালিকাতায় আসিয়াছেন। রোটারী ক্লাব, কলিকাতার মেয়র, এডভোকেট জেনারেল, মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। ভারতবর্ষটা কেবল কুলীরই দেশ,—দক্ষিণ-আফরিকার লোকের ইহাই ধারণা।

এই ধারণা দূর করার জন্যই ভারত গবরমেণ্ট

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে এই ডেপুটেশন আনাইয়া ভারতীয় বিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগকে খানাপীনায় আপ্যায়িত করতঃ বুঝাইতে চাহেন যে, তোমরা দেখ, ভারতবর্ষ কেবলই কুলীর দেশ নহে, এখানে হ্যাট্-কোট-টাই পরা কালা সাহেবও আছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য মন্দ নহে ; কিন্তু বিদেশীয়দিগের নিকট সম্মান লাভের পথ ইহা নহে। আমাদের দেশের লোক মানুষ হইলে এমন করিয়া সম্মান আদায় করিতে হইবে না।

**পরলোকে মহিলা কবি**—বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উদীয়মানা কবি মোসাৎ রেজিয়া খাতুন ছাহেবা বিগত ফাতেহা দোয়াজ দাহামের দিনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র সতের বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু এই বয়সেই তিনি কবি-প্রতিভার যে বিকাশ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে উত্তরকালে সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশিষ্টা লেখিকা বলিয়া পরিগণিতা হইতেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি। দীনা বঙ্গভাষা তাঁহার একজন নিষ্ঠাবতী সেবিকা হারাইলেন।

**বাল্য বিবাহের ফল**— সম্প্রতি মাদ্রাজে একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সহিত একজন শিক্ষিত, ভদ্র যুবকের বিবাহ হইয়াছিল। বালিকা অসামান্যা সুন্দরী, কিন্তু স্বামী সহবাসের আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হয় নাই, অথচ শাস্ত্রের বলে, দেশাচারের বলে, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে তাহাকে বাধ্য হইয়া শয়ন করিতে হইয়াছিল। স্বামীর ভিতর দুর্দমনীয় কামবেগ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু বালিকা অক্ষম, সে কিছুতেই স্বামীর ইচ্ছাপূরণে সম্মত নহে। স্বামী কামান্ধ হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন। বালিকা বেগতিক দেখিয়া বলিল, "এখন নয়, একটু পরে"। স্বামী বাহিরে বসিয়া কামের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বার বার এইরূপে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। শেষকালে বালিকা নিজ-অঙ্গে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া পুড়িয়া মরিল। বালিকা কিন্তু মৃত্যুর সময় বলিয়াছিল যে, সে তাহার স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই বলিয়া, স্বামী গায়ের জ্বালা মিটাইতে, স্ত্রীর অঙ্গে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া, আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছে!

এই ঘটনা উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"স্মৃতিশাস্ত্র সমূহ বিরোধে পরিপূর্ণ। * * * বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যদি লোকমত গঠিত হইত, তাহা হইলে মান্দ্রাজের ঐ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত না। যুবকটি অশিক্ষিত শ্রমজীবী নহে, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত লোক ; যদি বাল্যবিবাহের বা অল্প বয়সে সহবাসের বিরোধী হইত, তাহা হইলে ঐ যুবক বালিকাকে বিবাহ করিতে বা স্পর্শ করিতে পারিত না। সাধারণতঃ অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন বালিকাকেই বিবাহ দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে।" কিন্তু মহাত্মার কথা কে শুনিবে? ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারে, হিন্দু সমাজে এমন বুকের পাটা কয়জনের আছে? যদি সমস্ত মিথ্যা শাস্ত্র ও দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, সমাজ-জীবনে বিপ্লব আনয়ন করিতে পারা যায়, তবেই এই সকল দৃঢ়মূল সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া, সমাজ-জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে।

**রয়েল কমিশনের সদস্যগণ** — রয়েল কমিশনের সভাপতি মার্কুইস্ লিন্‌লথগো স্যার হেনরী লরেন্স, স্যার জেমস্ ম্যাকেন্না এবং স্যার টমাস মিড্‌লটন ৮ই অক্টোবর বোম্বাই পৌঁছিয়া, সেই দিনই বৈকালে তাঁহাদের সিমলা রওনা হইবার কথা। সেখানে

কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণের সহিত তাঁহারা সম্মিলিত হইবেন। কমিশনের প্রথম অধিবেশন ১১ই অক্টোবর সিমলায় হইবে।

**খড়গপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট**— অন্যায়ভাবে কয়েকজন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করায় খড়গপুর কারখানায় প্রায় দুই সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। এবিষয়ে স্থানীয় শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ মেকানিকেল এঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

**খুলনায় কৃষি প্রদর্শনী**— আগামী ২৯শে জানুয়ারী হইতে খুলনায় কৃষি প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়া সপ্তাহকাল থাকিবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে।

**ভীষণ খনি দুর্ঘটনা**—চাম্পিয়ন রীফ স্বর্ণ খনিতে নিম্নস্তরে এক সাংঘাতিক বিদারণের ফলে আট জন লোককে পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদিগকে বাহির করিবার জন্য একদল লোক কার্য্য করিতেছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে।

**পেশোয়ারের বিমান দুর্ঘটনা**—পেশোয়ারে একখানা বিমান জাহাজ বিকল হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাঠ ছাড়িয়া উপরে উঠিবার পরই মেসিন্ একস্থলে ঠোক্কা খায় এবং সম্পূর্ণরূপে চূড়মার হইয়া যায়। চালক ও আর এক ব্যক্তি অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে।

**এন্, এম্, সমর্থ পরলোকে**—বোম্বাইর অন্যতম রাজনৈতিক নায়ক নারায়ণ মাধব সমর্থ আর ইহলোকে নাই। তিনি সাধারণতঃ মিঃ এন্, এম্, সমর্থ নামেই পরিচিত ছিলেন। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। সমর্থ মহাশয় লিবারেল মতের রাজনৈতিক ছিলেন। ১৯২১ সালে শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার (লেজিস্লেটিব্ এসেম্ব্লির) সদস্য হইয়াছিলেন, এবং ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত এই সভায় নানা ভাবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালেই তিনি ভারতের উচ্চস্তরের সিবিল সার্ভিসের সংস্কারমূলক রয়াল কমিশনের—সুবিখ্যাত লী-কমিশনের—সদস্য হইয়াছিলেন। এই বৎসরই তিনি বিলাতে ভারত-সচিবের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যপদে নিযুক্ত হন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত। এবার কলিকাতায় লিবারেল কন্ফারেন্সের অধিবেশনের সময়, আমরা তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার এবং আন্তরিক নিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 'একে একে নিভিছে দেউটি।'

**তহবিল আত্মসাৎ**—পাঁচবিবি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের জয়েণ্ট সেক্রেটারী অনাদিবন্ধু চক্রবর্ত্তী উক্ত ব্যাঙ্কের তহবিল ভাঙ্গিয়া বহু টাকা আত্মসাৎ করায়, তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। ঐ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের সময় অনাদি বাবু ঐ অর্থের জন্য মটগেজ বণ্ড লিখিয়া দিয়া, আদালতের কৃপাপ্রার্থী হইলে, জেলা জজ দণ্ড হ্রাস করিয়া মাত্র ২০০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

**বারোয়ারী দুর্গোৎসব**—বগুড়ায় একটী বারোয়ারী দুর্গাপূজা হইয়াছে। এই পূজায় বিশেষত্ব ছিল এই যে, জাতিনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুই পূজামণ্ডপে উঠিয়া জগন্মাতার পূজা দিয়াছিল। এতদিনেও যে আক্কেল হইতেছে ইহা মঙ্গল।

**সর্ব্বভক্ষ্য সিদ্ধপুরুষ**—সর্ব্বভক্ষ্য সিদ্ধপুরুষ শঙ্করাচার্য্য স্বামী সীতারামজী নামক জনৈক খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় ব্যক্তি পেরেক হইতে আরম্ভ করিয়া গালান সীসা, নাইট্রিক্ এসিড প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া বেমালুম হজম করিতেছেন দেখিয়া ডাক্তারগণের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। একটি টেবিলের উপর পূর্ব্বোক্ত কতগুলি জিনিষ রাখা হইল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেগুলি সাধুর উদরে স্থান পায়। উক্ত সাধু প্রথমতঃ একগ্লাস বিশুদ্ধ জল পান করিয়া, কতকগুলি লোহার পেরেক অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিলেন; অতঃপর পারা পান করিলেন, সুস্বাদু খাদ্যের ন্যায় কাচ চর্ব্বণ করিয়া খাইলেন, এবং সর্ব্বশেষে একপাত্র নাইট্রিক্ এসিড আস্তে চাটিয়া খাইয়া ফেলিলেন। সাধু ইহা 'সুপের' ন্যায় পান করিয়াছিলেন। সাধু বলিয়াছিলেন যে, ১২ বৎসর হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া প্রার্থনা এবং তপস্যার বলে তিনি এরূপ স্তরে পৌঁছিয়াছেন। এখন তিনি যে কোন জিনিস ভক্ষণ করিলেও তাহাতে তাঁহার অসুখ হয় না।

**চাকুরীর নামে চাতুরী**—সম্প্রতি পুলিশ এক অদ্ভুত প্রবঞ্চনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। বদি-উল-আলাম ওরফে সৈয়দ আলম নামক একব্যক্তি ঈদ্ উৎসবের পূর্ব্বে নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ থানার সোণাইমুড়ী অঞ্চলে আসে, নিজকে আসাম অয়েল কোংর এজেন্ট বলিয়া জাহির করে, এবং কতকগুলি লোককে ঐ কোম্পানীতে চাকুরী করিয়া দিবে বলিয়া আশা দেয়; তাহাদের রেজেষ্টারী ফি হিসাবে প্রতি লোকপিছু তিন টাকা এক আনা আদায় করিয়া লয়, এবং তাহাদিগকে লইয়া যাত্রা করিবার একটা তারিখ ঠিক করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে যাওয়া সেই যাওয়া, আর সে ফিরিয়া আসে না। পরে চাকুরীর প্রার্থীগণ উক্ত কোংর অফিসে খোঁজ লইয়া জানিতে পারেন যে, তাঁহারা একজন প্রবঞ্চক কর্তৃক বিষমরূপে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন।

**সাইকেল রেস প্রতিযোগিতা**—সম্প্রতি খুসরুবাগ হইতে কোণগর পর্য্যন্ত নিখিলভারত ১০০মাইল সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই সহরের ক্রফোর্ড প্রথম হইয়াছেন। কলিকাতার সিটি কলেজের শ্রীমান্ করুণা বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া, কলিকাতার সুনাম রক্ষা করেন। ভারতের সমস্ত স্থান হইতে ১৮ জন প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দাড়াইয়াছিলেন, এবং ৮ জন শেষ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন।

এইবার সাইকেল দৌড় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রতিযোগিতার মধ্যে অত্যন্ত জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। প্রথম ৫০ মাইল পর্য্যন্ত শ্রীমান্ করুণা বসু প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ৫০ মাইলের মধ্যে মিঃ ক্রফোর্ড শ্রীমান্ বসুকে ছাড়াইয়া যান। নিম্নে প্রথম ৫ জন সফল প্রতিযোগীর নাম উল্লিখিত হইল:—

(১) ক্রফোর্ড (বোম্বাই) সময়—৮ ঘণ্টা ২১ মিনিট, (২) করুণা বসু (সিটি কলেজ, কলিকাতা) সময় আট ঘণ্টা ২৩ মিনিট, (৩) আর, সিংহ (বেনারস) সময় ৮ ঘণ্টা ২৪ মিনিট, (৪) কেকনি (লক্ষ্ণৌ), (৫) বি. কে. চাটার্জ্জি (এলাহাবাদ)।

**কাবুলীর জুলুম**—বঙ্গের বহু পল্লীতেই কাবুলী মহাজনের নানারূপ জুলুম জবরদস্তির কথা প্রায়ই শুনা যায়। সম্প্রতি হুগলি হইতে এই ভাবের একটী সংবাদ আসিয়াছে। চুঁচুড়া মাদ্রাতলা বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খুব চড়া সুদে এক কাবুলীর নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট দিয়া দুই শত টাকা ধার করেন। পণ্ডিত কিস্তি কাবুলীকে সুদ কিস্তি করিয়া কাবুলীকে সুদ

এবং আসল বাবদে কিছু টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পীড়িত থাকার জন্য, ষোল আনা ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। গত ৪ই সেপ্টেম্বর পণ্ডিত মহাশয় চুঁচুড়ার মল্লিক কাসেমের হাটে যাইতেছিলেন। চারিজন কাবুলী লাঠি লইয়া সেই সময় তাঁহার পিছু লয়। পণ্ডিত মহাশয় বিপদ বুঝিয়া হাটের নিকট তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু কাবুলীরা তাহাতে নিরস্ত হয় নাই; তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত চড়াও হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে পাকড়া করে, এবং সাংঘাতিক ভাবে প্রহার করে। একজন কাবুলী পণ্ডিতকে ছোরা দেখাইয়া শাসাইয়াছিল বলিয়াও শুনা যায়। বাড়ীর স্ত্রীলোকদের চীৎকারের ফলে, অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল। তখন কাবুলীরা সরিয়া পড়ে। পণ্ডিত মহাশয় অতঃপর হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোদা আকবর, নজর খাঁ এবং আরও দুই জন কাবুলীর বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ ও প্রহার প্রভৃতির অভিযোগে নালিশ দায়ের করিয়াছেন।" কাবুলীর জুলুম যে এখন এদেশে নিত্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। ইহার কি কোন প্রতিকার হইবে না?

**কুকুর চালিত রেল**—আলাস্কার উত্তরাংশে নোম্ নামক স্থানে নব্বই মাইল পথ কুকুর দিয়া রেলগাড়ী চালান হয়। আটটী করিয়া কুকুর ঐ রেলে দৈনিক সিকি টন মাল ৪০ হইতে ৫০ মাইল হিসাবে টানিয়া থাকে।

**মোটর বোটের অভিযান**—আর.এস.এন এবং আই. জি. এন কোম্পানী খুলনা ও বরিশাল জেলার সর্ব্বত্র মোটর বোট সার্ভিস খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। অক্টোবরের প্রারম্ভে মোটর বোট চলিতে আরম্ভ করিবে। এই ব্যবস্থায় যে সমস্ত গ্রাম্য মাঝি গয়ণা নৌকা চালাইয়া উদরান্নের সংস্থান করে, তাহাদের ভাত মারা যাইবে। বাঙ্গালা দেশ নদীমাতৃক। এখানে মোটর বোটের সার্ভিস খুলিলে তাহাতে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা। দেশের ধনীরা সে সব আয়োজন না করিলে বিদেশীরাই তাহাতে হাত দিয়া প্রচুর লাভ করিবে। আমরা কেবল দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব, আর বুকপিঠ চাপড়াইয়া 'হায় হায়' করিতে থাকিব।

**শিল্পীর বিলাত যাত্রা**—শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, বি-এ কে লণ্ডনে দুই বৎসর শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিন হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি শীঘ্রই লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইবেন।

**পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ রেলপথ**—ক্ল্যাপহাম কমন হইতে মর্ডেন পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল দূরব্যাপী যে নূতন সুড়ঙ্গ (tube) রেলওয়ে বিস্তারিত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষায় সাফল্যলাভ হইয়াছে। অতঃপর যাত্রীরা কোথাও গাড়ী বদল না করিয়া লণ্ডনের উত্তর পশ্চিম উপকণ্ঠ হইতে উইম্বলডনের নিকট মার্ডেস পর্য্যন্ত ২১॥ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারিবে। পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ রেলওয়ে।

**সর্পাঘাতে মৃত্যু**—গত ১৯২৫ সালের সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯ হাজার ৩ শত ৮ জন লোক সর্পাঘাতে মরিয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১৯ হাজার ৮ শত ৬৭ জনের সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছিল। গত বৎসর বঙ্গদেশে সর্পাঘাতে মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে সাপের ভয় খুব বেশী।

**উত্তপ্ত কেমিকেল সলিউসনে জীবিত মানুষ সিদ্ধ**—বেঙ্গল কেমিকেল এবং ফার্ম্মাসিউটি-

কল কারখানায় একটা বড় কটাহে কেমিকেল সলিউসন্ জ্বাল দেওয়া হইতেছিল। সেই সময়ে পাঁচু চরণ সাহা নামক একজন মিস্ত্রী কাজ করিতেছিল। সে হঠাৎ ঐ তপ্ত কটাহের সলিউসানের মধ্যে পড়িয়া যায়। লোকটা তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে।

**মিঃ গজনভীর ভাগ্য**—আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, মাননীয় এ, কে, গজনভী সাহেবের পুত্র শ্রীমান্ বি, কে, গজনভী বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে খাঁ বাহাদুর আবদুল মমিন সাহেবের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ হইয়াছিল। আমরা সে বিবাহের আনন্দোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলাম। তখন কে জানিত যে, নির্ম্মম কাল তাঁহার সুখের জীবনকে, এমন ভাবে অকালে গ্রাস করিবে। কয়েকদিন পূর্ব্বে গজনভী সাহেবের বিদুষী বৃদ্ধা জননী দেহপাত করিয়াছেন, তাহার উপর আবার এই নিদারুণ শোক-শেল। সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। যিনি গজনভী সাহেবের বুকে এই শোকের বজ্র হানিয়াছেন, তিনিই শান্তির প্রলেপ দিন, এই আমাদের প্রার্থনা।

**সৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব দান**—ঢাকার ধনী কুঠীয়াল এবং ব্যবসায়ী জগমোহন পাল গত ২৭শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি—পাঁচ লক্ষ টাকারও উপর, উইল করিয়া সাধারণের উপকারার্থ দান করিয়া গিয়াছেন। উপরিউক্ত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তিনি উইল করিয়া একটী স্কুল বা কলেজ অথবা একটী মেডিকেল কলেজ তাঁহার নামে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার পরলোকগত কনিষ্ঠ সহোদর রাধাবিনোদ পালের নামে এবং একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁহার স্ত্রীর নামে স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্যও কোন সুব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ,বি,এল, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তফি উকীল এবং শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ বসাক এই উইলের একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কুসংস্কারের বশে দত্তক পুত্র রাখিয়া নিজেদের বিত্ত বিভব উৎসন্ন করিবার পথ উন্মুখ করিয়া দিয়া যান, তাঁহারা জগমোহন বাবুর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।

**আমেরিকায় মটর ডাকাতি**—চিকাগো সহরে ৩০শে আগষ্ট রাত্রিতে দুইটী ছাত্রী তিনজন অস্ত্রধারী পুরুষকে সঙ্গে করিয়া স্থানীয় ট্রাম কোম্পানীর খাজনা ঘর আক্রমণ করে। এই ডাকাত দলের ফ্রান্সিস্ ডোগান্ নামক ছাত্রীটী পলায়ন করিতে পারিয়াছে। ডাকাতেরা বাহির হইয়া পড়িবার সময়েই পুলিশ গুলি করে। একজন দস্যু তৎক্ষণাৎ মারা যায়। একজন গুলির আঘাতে আহত হয়। সেই সময়ে দুই বালিকাই মটরের ড্রাইভারের আসনে বসিয়াছিল, এবং গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। একজন পুলিশ মটর গাড়ী আক্রমণ করে, এবং একটা বালিকাকে গাড়ী হইতে টানিয়া নামায়। এই বালিকাটী পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে থাকে। অবশেষে পুলিশের যে হাতে রিভলবার ছিল, সেই হাত ধরিয়া যুঝিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে অন্য বালিকাটী একজন পুরুষ দস্যুকে লইয়া পলায়ন করে।

ধৃত বালিকার নাম মেরি নোলান। তাহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। পলায়িতা বালিকাটীই দলের নেত্রী। তিন জন পুলিশ এবং একজন ট্রামের ড্রাইভার গুলির আঘাতে অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে।

## দক্ষিণ আফ্রিকায় নারী মেয়র

### কলিকাতা দর্শনে আগমন

মিসেস্ উইলসন দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম মহিলা মেয়র নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা দর্শনে আসিয়াছেন। ১৯২১—২২ খৃঃ অব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় জারমিষ্টন নামক সহরের মেয়রের পদে নিযুক্ত হন।

আমাদের দেশেও শিক্ষিতা নারীগণ ক্রমে দায়ীত্ব-পূর্ণ পদ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু অতি ধীরে-মন্থর গতিতে।

**পিওনের কারসাজি**—বড়বাজার ডাকঘরের পিয়ন দলজিৎ সিং বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিবার জন্য ১৮৮ খানি মনিঅর্ডারের ৫০৪৪৲ টাকা লইয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করে ও কিছুকাল পরে ডাকঘরে গিয়া সংবাদ দেয় যে, গুণ্ডারা তাহার নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। বড়বাজার-পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া ঐ পিয়নকেই অপরাধী বলিয়া রিপোর্ট দেয়। জোড়াবাগানের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট দলজিৎ সিংকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

**মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে দান**—চাঁচলের রাজা শরৎকুমার চৌধুরী কলিকাতায় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তহবিলে এককালীন পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। সেই জন্য গত ২রা আশ্বিন তারিখে সাহিত্য সমিতির পক্ষ হইতে রাজাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। মুসলমান দিগের মধ্যে যাঁহারা দিনরাত রচনা করিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা তাঁহাদের জন্য কিছুই করে না, তাঁহারা একবার চোখ্ মেলিয়া দেখিবেন কি?

**হিন্দুর মুসলমান প্রীতি**—মেদিনীপুরের ভীষণ বন্যায় যে সকল লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, তাহার শতকরা ৭৫ জন মুসলমান। যাঁহারা সাহায্য বিতরণ করিতেছেন,এবং যাঁহাদিগের অর্থে এই সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দু। সুতরাং যে সকল মুসলমান প্রচার করিতেছেন যে, হিন্দুরা মুসলমানদিগকে দেখিতে পারে না, তাঁহাদের উক্তি সত্য নহে। দুঃখের দিনে যে দরদী হইয়া পিছনে দাড়ায়, সে যে দুষ্মন নহে, কবে এই বিশ্বাস দেশের লোকের মনে সম্যভাবে জাগিয়া উঠিবে?

**সাইকেল চালকের বিপত্তি**—কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে ট্রাফিক পুলিশের সার্জ্জেন্টগণ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে প্রায় দুইশত জন সাইকেল আরোহীকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছিল। আসামীদের মধ্যে অনেকেই বিনা আলোকে সাইকেল চালাইতেছিল, কেহ বা হাতলের উপর অন্য লোককে বসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পরদিন ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আসামীদের মামলা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ২০ জন আসামীকে মুক্তি দিয়া, অবশিষ্ট আসামীদিগের এক টাকা হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিয়াছেন। সাধু সাবধান।

**খিদিরপুরে দুর্ঘটনা**—বি, আই, এন্ কোম্পানির একজন খাদ্য পরীক্ষক ২ নং হেষ্টিংস জেটীতে "চাণ্টালি" নামক ষ্টীমারে খাদ্য পরীক্ষা করিতে যাইবার সময় সহসা জলে পড়িয়া যান। পোর্ট পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু জল মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, এবং তাঁহার মৃতদেহ এখন পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

**ভাইস-চ্যান্সেলরের সম্বর্দ্ধনা**।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সাদর সম্বর্দ্ধনার জন্য গত ২৫শে

সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এক বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেনেটে সদস্যগণের মুখপাত্র হিসাবে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি চিরাচরিত প্রথা মত নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলরের নিয়োগে যেমন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার এক পক্ষ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া দুঃখ জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এই নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলরের নিয়োগ লইয়া ভারতে এবং বিলাতে পর্য্যন্ত কত লেখা লেখি ও কথা-কাটাকাটিই না হইয়াছিল। সরকার মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া মাসিক পত্রাদিতে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলর হইলে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ উঠিয়া যাইতে পারে। তাই তাঁহার নিয়োগে তাঁহারা আপত্তি করিয়া বিলাতে গভর্ণর লর্ড লিটন্‌কে পর্য্যন্ত জানাইয়াছিলেন বলিয়া রটে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলর নিজে হিন্দু সন্তান, পরন্তু মুসলমান শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যা অসাধারণ; সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে এমন একজন লোক যে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা খুবই ভাল হইয়াছে। ভাইস-চ্যান্সেলার সরকার মহাশয় যথাযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার মোট কথা,—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন, এবং এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিবেন। আমরা বলি, তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, সাধনা ও আদর্শকে এমন করিয়া বদলাইয়া দিতে পারেন, যাহাতে ছাত্রেরা মানুষ হইয়া বাহির হইতে পারে, তবেই আমরা তাঁহার ধন্য ধন্য করিব!

---

পূজার বন্দের পর আমরা সকলকে বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি। প্রেসের কম্পোজিটারগণ একেবারে কালীপূজা কাটাইয়া কার্য্যে যোগদান করিতে আসায় কার্ত্তিক সংখ্যার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রকাশ করিতে আমাদিগের অনেক দেরী হইয়া যায় এবং সেই দেরী কাটাইয়া তুলিতে বর্ত্তমান অগ্রহায়ণের সংখ্যা প্রকাশ করিতেও দেরী হইয়া গেল। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নিজস্ব প্রেস না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগের এই সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী সকলকে মার্জ্জনা করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"। পরের প্রতি যাহাদের নির্ভর করিতে হয় তাহাদের পদে পদে দুঃখ এবং দুর্গতি। নিজের প্রেস না থাকায় অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া সহস্র চেষ্টা এবং আয়োজন সত্বেও গত দুই সংখ্যা কাগজ কিছুতেই আমরা সময়মত বাহির করিতে পারি নাই।

আশা করি আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক বর্গ সকলে আমাদিগের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

নিবেদক

**কর্ম্মকর্ত্তা, "ব্যবসা ও বাণিজ্য"**
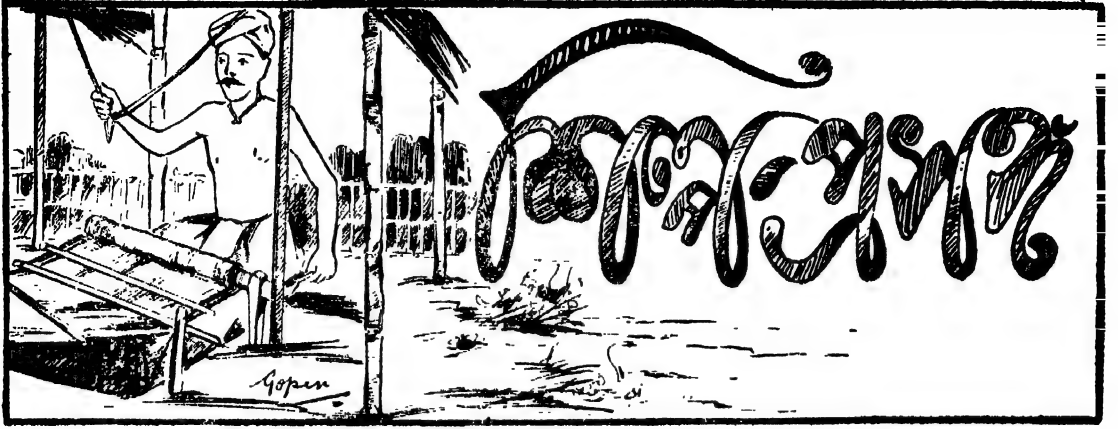
# কাপড় কাচিবার কল

মান্ধাতার আমলে যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে কাপড় কাচা হইত, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই কাপড় কাচা হইয়া থাকে। তবে তখন হয়ত কলাগাছের বাকল-পোড়া ছাই বা এইরূপ কোন একটা পদার্থের সাহায্যে মলিন কাপড় ধৌত করা হইত, এখন সে স্থানে সোডা বা সাবান ব্যবহৃত হইয়া থাকে—এই মাত্র উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—তাহারা আর হস্তের সাহায্যে কাপড় কাচিতে নারাজ। বস্ত্রধৌত করিবার কল পাশ্চাত্য জগতের কাপড় ধুইতেছে।

বস্ত্র ধৌত করিবার কল দুই প্রকার—যে সকল কল হাসপাতাল, হোটেল, স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রকাণ্ড। কিন্তু ঘরে ঘরে ব্যবহার করিবার জন্য আর এক প্রকার ছোট কল আছে—ইহা হস্তের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে এবং ইলেকট্রিকের সাহায্যেও চলিতে পারে।

এপর্য্যন্ত বস্ত্র ধৌত করিবার কলের বিপক্ষে আপত্তি তোলা হইতেছিল যে, কলের সাহায্যে কাপড় কাচিলে কাপড়ের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সকল কল প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহাতে এই আপত্তির উপর বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে আজকাল বিলাতের বাজারে যে সকল কল বাহির হইতেছে, সে সকল কলে কাপড় কাচিলে কাপড় আর জখম হয় না।

ধোপারা যে ভাবে কাপড় কাচে, তাহাতে সহজেই কাপড়ের সূতা আল্গা হইয়া পড়ে, তাহার উপর ময়লা কাপড় ফরসা করিবার জন্য তাহারা যে মসলা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও কাপড়ের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং বস্ত্রধৌত করিবার কলের গঠন-প্রণালী যদি সহজ হয় অর্থাৎ উহাতে কার্য্য করা যদি কষ্টসাধ্য না হয়, এবং কাপড় যদি পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে উহা যে কতখানি উপকারী, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য-দেশবাসীর একান্ত অধ্যবসায়ের ফলে তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে কল বাহির হইয়াছে, তাহাতে কাপড় জখম হয় না, অথচ উহা সুন্দররূপে পরিষ্কার হয়।

যে সকল কলে বাষ্পের সাহায্যে কাপড় কাচিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে যে কেবল ময়লা কাপড় ফরসাই হয় তাহা নহে; বাষ্প কাপড়ের সকল প্রকার রোগ-জীবাণুও মারিয়া ফেলে। ছোট কল গুলিতে যদি

মোটর ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে হাত দিয়া চালাইতে যে কষ্ট হয়, তাহা হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কাপড় কাচা হইলে তাহা নিঙড়াইবারও কল আছে, এবং ইহাও মোটরের সাহায্যে চলিতে পারে। মোটরের উল্লেখ করায়, অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, ছোট একটা কলের জন্য মোটর বসাইবার কোন সার্থকতাই ত দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং মোটর বসাইতে খরচ অনেক। সাধারণতঃ কলকারখানায় আমরা যে সকল মোটর দেখিয়া থাকি, সে সকল মোটরের কথা ধরিলে, মশা মারিতে কামান দাগার মত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা নহে—ছোট ছোট কল চালাইবার জন্য ছোট ছোট মোটরের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা উপরে সেই সকল মোটরের কথাই উল্লেখ করিয়াছি।

বস্ত্রধৌত করিবার যন্ত্রে কাপড় কাচিবার যে পাত্র আছে, তাহাকে সাবান গোলা গরম জল দিয়া কাপড় দিতে হইবে। অতঃপর মোটর সাহায্যে বা হস্তদ্বারা পরিচালিত করিতে হইবে। কাপড় কাচা হইবার পর কাপড় নিঙড়াইবার যন্ত্র থাকিলে তাহার দ্বারা কাপড় নিঙড়াইয়া লইতে হইবে, নতুবা হাত দিয়া নিঙড়াইয়া কাপড় শুকাইতে দিতে হইবে। কাপড় নিঙড়াইবার যন্ত্রে কাপড় নিঙড়াইলে, কাপড় হইতে প্রায় সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইয়া, শুষ্ক প্রায় হইয়া আসে।

বিলাতের বাজারে কাপড় ধুইবার নানারূপ কল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল যন্ত্রই মূলতঃ একই প্রকারের। সকল যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয়, সকল গুলির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় এবং কোন যন্ত্রেই কাপড় জখম হয় না।

---

# ছোট ইলেক্‌ট্রিক মোটর

বড় বড় কল কারখানায় যে সমস্ত ইলেক্‌ট্রিক মোটর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা বড় এবং অনেক সময় বিশেষ একটি কলের জন্য বিশেষ ধরণের মোটর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বড় বড় কারখানায় মোটর সর্ব্বদা চলে, সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে মোটর ব্যবহার করিয়া সুবিধা আছে। কিন্তু ছোট ছোট কারখানায় এই সকল বড় মোটর ব্যবহার করিয়া কোন লাভ নাই, উহা সর্ব্বদা চলে না, এবং তাহার ফলে ব্যয়ের দিক দিয়া সুবিধা না হইয়া বরং ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। বড় বড় কারখানায় এক একটি কলের জন্য এক একটি পৃথক মোটর থাকে, এবং তাহা অবিরত কাজ করিয়া যায়: কিন্তু ছোট কারখানায় প্রথমতঃ সমস্ত সময় কল চলে না, দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন কল চালাইবার জন্য একই মোটর স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হয়। অথচ ছোট কারখানার প্রত্যেক কলটির জন্য যদি এক একটি প্রকাণ্ড মোটর ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ছোট কারখানার পিছনেই বিপুল মূল ধনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যদি ছোট কারখানাকেই এইরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াই সজ্জিত করা হয়, তাহা হইলেও সে কারখানা হইতে অর্থ নিয়োগের অনুপাতে আয় হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ কল সমস্তক্ষণ চলে না। তাহার পর বড় কারখানায় মোটর যত বেগে ঘোরা বা কল যত বেগে চালিত হওয়া প্রয়োজন, ছোট কারখানায় অনেক সময় তাহা প্রয়োজন হয় না।

বড় বড় ইলেক্‌ট্রিক মোটর সাধারণতঃ মিনিটে

১০০০ পাক হইতে ১৫০০ পাক ঘোরে। ছোট কারখানায় হয়ত এত দ্রুত চালিত হইবার কোন প্রয়োজন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা উহার দ্রুততা কমাইয়া আনিয়া কল চালান হয়। ইহাতে দুই কিস্তি ব্যয় বাহুল্য হইয়া থাকে—প্রথমতঃ, প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বড় মোটরের জন্য বেশী ব্যয় করিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দ্রুততা কমাইবার জন্য নূতন ব্যবস্থায় আবার ব্যয় হইল।

এই সমস্ত অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছোট ছোট মোটর নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং উহা নানা কারখানায় নানারূপ ছোট খাট কার্য্য সাধন করিতেছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা কারখানায় উহা ব্যবহার হওয়ার ফলে উহা বেশ কার্য্যকরী বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে। এই সকল ছোট ছোট মোটরের প্রধান সুবিধা এই যে, এগুলি হাল্কা, অল্প স্থানে উহা বসাইতে পারা যায়, সহজেই এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরাইতে পারা যায়। তা ছাড়া বড় মোটর মিনিটে যত পাক ঘোরে, ছোট মোটর তাহা অপেক্ষা কম ঘোরে। ইহার আর একটা প্রধান গুণ এই যে, ইহার ভিতর যে কল-কব্জার ব্যাপার আছে, তাহা অতি সহজ। কারণ যাহারা এই সকল ছোট ছোট মোটর ব্যবহার করিবে, তাহারা নিতান্তই সাধারণ লোক, কলকব্জা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সুতরাং তাহাদের অজ্ঞতার দিকে চাহিয়া সহজ এবং সরল করিয়াই যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই মোটরগুলি জার্ম্মাণীর কারখানায় নির্ম্মিত হইতেছে।

ইয়োরোপে ডেয়ারি, ধোপার কারখানায়, হোটেলে এবং ছোট ছোট কারখানায় উহার ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হইতেছে। কামার শালায়, ছুতোরের কারখানায়, কল মেরামতের কারখানায় ছোট মোটর ব্যবহার করিয়া এত সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে যে, অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া কেবল মাত্র কলের সাহায্যে সমস্ত কার্য্যই সমাধা হইতেছে। পূর্ব্বেও কলের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন হইত বটে, কিন্তু কল হস্তের সাহায্যে চালিত হইত। ছোট মটর নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতে হাত দিবার প্রয়োজন হয় না।

শুধু যে ছোট ছোট কারখানায় উহার উপযোগিতা অনুভূত হয়, তাহা নহে, বড় বড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেও উহার উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বড় বড় ছুতোরের কারবারে উহার সাহায্যে অনেক রকম কাঠের কাজ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তা ছাড়া গ্রামোফোন প্রভৃতি নির্ম্মাণের কারখানায়ও ছোট মোটরের সাহায্যে অতি উত্তম কাজ পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীরা এমনি করিয়া কলের সাহায্য নিতান্ত ছোট খাট কাজগুলিও করাইয়া লইতে চাহিতেছে। সকল বিষয়েই তাহাদের চেষ্টা, তাহাদের অধ্যবসায়ের শেষ নাই, কিন্তু বাঙ্গালী নিশ্চেষ্ট। চাকরি করিয়া অর্থের সংস্থান করিবার জন্য তাহাদের অবশ্য চেষ্টার বিরাম নাই, কিন্তু তাহাতে না ভরে পেট, না হয় জাতীয় উন্নতির ভিত্তি পত্তন। অল্প মূলধনে করিবার মত হাজার হাজার কুটীর শিল্প পড়িয়া রহিয়াছে, এই সকল ছোট মোটরের সাহায্যে অনায়াসে তাহারা কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীকে চাকুরীর সন্ধান বলিয়া দিলে তাহারা কাণ পাতিয়া শুনিতে পারে, নহিলে এ অরণ্যে রোদন।

———

# পরিশোধন যন্ত্র

মদ, লিমনেট, সোডা এবং অন্যান্য তরল পানীয় কেবল মুখরোচক হইলেই যে হইল, তাহা নহে, উহা নয়ন তৃপ্তিকর হওয়াও বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ তরল পানীয়টি বেশ স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তরল পদার্থকে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার করিতে হইলে পরিশ্রুত করা প্রয়োজন। মদ লিমনেড, সোডা প্রভৃতি তরল পদার্থকে বোতলে পুরিবার সময় কোন না কোনরূপ ময়লা প্রবেশ করে। ইহাতে পানীয় ঘোলা হইয়া থকে, এবং অনেক সময় তাহা পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। কখনও কখনও উহার মধ্যে ছোট ছোট কণা ভাসিতে দেখা যায়। ইহাতে যদিও আস্বাদনের কোন ক্ষতি হয় না, তথাপি উহা দেখিয়া অনেক সময় পানীয়ের উপর বিতৃষ্ণা জাগে। সুতরাং পানীয় বোতলে পুরিবার পূর্ব্বে উহা পরিশ্রুত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। যে পিপাতে পানীয় থাকে, সেই পিপার সহিত পরিশ্রুত করিবার যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়া, উহা বোতলে পুরিবার যন্ত্র সেই সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে আপনা আপনি পানীয় পরিশ্রুত হইয়া যায়। কেবল ঘোলা পদার্থকে স্বচ্ছ করিলেই পরিশ্রুত করা হইল না। যাহাতে মারাত্মক বীজাণুগুলিও মরিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে যে সকল জার্ম্মাণ যন্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে এ ব্যবস্থা আছে।

সকল প্রকার পানীয়ের জন্য মসলা একপ্রকার নহে। জল পরিশোধনের জন্য বালি এবং ছোট ছোট পাথর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বারা যেরূপ কাজ পাওয়া যায়, অন্য কিছুতে সেরূপ কাজ পাওয়া যায় না। মদ শোধনের জন্য এ পর্য্যন্ত নানারূপ মসলার ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু এস্‌বেষ্টোজ পাউডার (abestos powder) বাহির হওয়ার পর হইতে, মদ পরিশ্রুত করিবার জন্য কেবল উহারই ব্যবহার হইতেছে, অন্য কোন মসলা ব্যবহার করা হয় না। ব্রিমষ্টোন, পোরসিলেন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এখন "ইউনিভার্সাল ফিল্টারিং সাবষ্টান্স" (Universal filtering substance) নামক পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে।

ফলের রস, মদ ও অন্যান্য পানীয় পরিশ্রুত করিবার জন্য "এস্‌বেস্‌টোজ ইনফিউসন এলিমেণ্ট ফিল্টার" (Asbestos Infusion Element Filter) বেশ কার্য্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে। অল্প পরিমাণ পানীয় পরিশোধন করিবার জন্য ছোট, এবং বেশী পরিমাণ পরিশ্রুত করিবার জন্য প্রকাণ্ড,- এই দুই প্রকার ফিল্টার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মদের জন্য বট্‌ল্ ফিলিং ফিল্টার (Bottle Filling Filter) নামক আর একপ্রকার ফিল্টার পাওয়া যায়, উহাও বেশ কার্য্যকরী। কেবল বেশ কার্য্যকরী বলিলেও উহার সমস্ত গুণ প্রকাশ করা হইল না। মদ ফিল্টার করিবার পক্ষে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু নূতন এবং ঘোলা মদ ফিল্টার করিবার জন্য উহা ব্যবহার করা হয় না। Bottle Filling Filter-এর সাহায্যে মদ ফিল্টার করিলে উহাতে কোনরূপ ময়লা থাকে না। অতি স্বচ্ছ মদেও ছোট ছোট কণা ভাসে, এ সকল কণা সাদা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু Bottle Filling Filterএর সাহায্যে মদ পরিশ্রুত করিলে উহাও বিদূরিত হয়। ইহার সাহায্যে আর একটি উপকার পাওয়া যায়,

তাহা হইতেছে এই যে, বোতলের মধ্যে ছিপির নীচে ফেনা সঞ্চিত হয় না; সুতরাং ফেনা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য পিপার মধ্যে বহুকাল মদ ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কার্ব্বনিক এসিডের চাপদিয়া মদ বোতলে ভরা হয়।

এসবেসটোজ ফিল্টারের প্রধান সুবিধা এই যে, কাগজের ফিল্টারের চেয়ে ইহাতে অনেক সস্তায় কার্য্য সমাধা হয়। তদ্ভিন্ন উহার সাহায্যে পরিশ্রুত করা মদ পরিশোধনের পরমুহূর্ত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়। জার্ম্মিসাইড ফিল্টারের (Germecide Filter) সাহায্যে পরিশ্রুত করিলে বীজাণু মরিয়া যায়। ইহাতে একপ্রকার পাতলা প্লেট ব্যবহার করা যায়। উহা খারাপ হইয়া যাইলে আবার নূতন প্লেট বদলাইতে পারা যায়।

ভিনিগার পরিশ্রুত করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহা অত্যন্ত কার্য্যকরী। উহার সকল অংশ মাটীর প্রস্তুত এবং তাহা চকচকে করা এবং ট্যাপগুলি কাঠের নির্ম্মিত। সুতরাং যন্ত্রটি এসিডে খারাপ হইতে পারে না এবং ভিনিগারেরও কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না।

## বোতলে পানীয় ভরিবার যন্ত্র

বোতলে পানীয় ভরিবার যন্ত্র প্রধানতঃ তিন প্রকার—সাইফন ফিলিং মেসিন, হোলসিং বটলিং মেসিন। প্রথম প্রকারের যন্ত্র ছোট এবং বড় উভয় প্রকারের কারখানায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাতেই তরল পদার্থ থাকে, উহা হইতে তরল পদার্থ লইয়া বোতলে ভরা হয়।

সারকুলার বট্‌লিং মেসিনের সাহায্যে যে কোন প্রকারের তরল পদার্থ যে কোন প্রকারের বোতলে ভরিতে পারা যায়। মদের কারখানার পক্ষে এই যন্ত্র অত্যন্ত উপযোগী। বোতলে দুধ ভরিবার জন্য ডেয়ারিতে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহার মধ্য দিয়া তরল পদার্থ পরিক্রম করে, তাহা কাঁচের, নিকেলের বা পিতলের তৈয়ারি।

নানা বৈদেশিক কারখানায় হোলসেল বটলিং মেসিনের চলন অত্যন্ত বেশী। যে পরিমাণ তরল পদার্থ বোতলে পোরা হইবে, তাহা তরল পদার্থের পাত্রটি উঠাইয়া বা নামাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। ছোট কারখানায় হোলসেল বট্‌লিং মেসিন থাকিলে নলের মুখে বোতল ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা তরল পদার্থের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে। বড় বড় কারখানায় উক্ত যন্ত্রের সঙ্গে একটি ধারণ যন্ত্র থাকে। তাহাতে বোতলগুলি রাখিয়া দেওয়া হয়। এবং যন্ত্রের সাহায্যে উহা তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠে। এই যন্ত্রের সকল অংশ নিকেল করা এবং ঘণ্টায় ৪৫০ হইতে ৫০০ বোতল ভরিবার যন্ত্র জার্ম্মাণিতে নির্ম্মিত হয়। যে সকল যন্ত্র সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে এবং ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

# নূতন শিল্প সৃষ্টি

দিন দিন অন্ন সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই, এ সমস্যার সমাধান হইবে—সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির পথ যে কি—তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। কৃষি সম্বন্ধে অনেকেই লিখিতেছেন, অতএব বাণিজ্যের দিক হইতে কি করিয়া বেকার-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে, তাহাই দেখা যাক্।

অনেকেই ভাবেন, বাণিজ্যের অপর নাম 'মোটা মূলধন'। মোটা মূলধন যে দরকার নয়, একথা বলিতে পারা যায় না, তবে এমন অনেক শিল্প বাণিজ্য আছে, যাহাতে অল্প মূলধনেই কাজ চলে।

অল্প মূলধনে যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে চাহেন, তাঁহাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত "শিল্প সৃষ্টি"। এ পথে বাধা অনেক; প্রথমে বড় কেহ সাহায্য করিতে চাহে না, কিন্তু মনে রাখা উচিত—ধৈর্য্য রাখিলে একদিন সফলতা আসিবেই।

শিল্প সৃষ্টির কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা নাই, এখানে Routine follow করা চলে না। দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা ও রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিল্প সৃষ্টি করা উচিত। সময় বুঝিয়া, চাহিদা বুঝিয়া, নূতন জিনিষ তুলিয়া ধরিলে, টাকা আপনিই আসিয়া পড়ে। মনে রাখা উচিত—মানুষ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে নূতনত্ব ও বিশেষত্বের (originality) পক্ষপাতী।

দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

(১)

আজকাল ছাত্রেরা সাধারণতঃ বাজারের খাবার খাইতে চাহে না, নিজেরাই ষ্টোভে কিছু না কিছু তৈরী করিয়া জলযোগ শেষ করে। এইখানে একটা নূতন শিল্পের ইঙ্গিত আছে। একটা ষ্টোভ, একটা প্যান, তিনখানা প্লেট-পেয়ালা, চাম্‌চে দুটো, তিনটে ছোট বোতল (চিনি, সুজি, ঘি প্রভৃতির জন্য), একটা ছোট শিশি (spirit এর জন্য), একটা দেশলাই রাখিবার টিনের কৌটা, ও আরো দুএকটা আনুসঙ্গিক একসঙ্গে টীন, এ্যালুমিনিয়াম, গ্যাল্‌ভানাইজ সীট অথবা Box wood-এর বাক্সে সাজাইয়া অল্প জায়গায় প্যাক pack করিয়া,তালা চাবি সমেত বাজারে পাঠাইতে পারিলে—বিক্রয় হইবেই। এইখানে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, বাক্সটী যাহাতে সুশ্রী ও handy হয়, এবং টুকরা জিনিষ গুলির খুচরা দাম সম্পূর্ণ সেটের মূল্যের অধিক না পড়ে। আপনি একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া খুচরা জিনিষ খরিদ করিলেন—যথেষ্ট কমিশন পাইলেন, বাক্সটী 'ফাউ' স্বরূপ দিয়াও যথেষ্ট লাভ রহিল। আপনিও খুসী, ক্রেতাও খুসী।

(২)

প্রত্যেক গৃহস্থেরই হাতা, খুন্তি ও ঝাঁঝরী দরকার হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, তিনটারই হাতল এক রকম। এইবার যদি তিনটে আলাদা মাথা (head) তৈরী করিয়া তার নীচে স্ক্রু দেওয়া যায়, যাতে একই হাতলে পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মাথা লাগাইয়া যথাক্রমে হাতা, খুন্তি ও ঝাঁঝরীতে পরিণত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারও কমে, নূতন জিনিষ দেখিয়া লোকেও ঝুঁকিয়া পড়ে। বাজারে Toy Tool Set দেখিয়াছেন? তাহাতে যেমন একই হাতলে বিভিন্ন মাথা বসাইয়া বাটালি, করাত, Screw-driver ইত্যাদি করা যায়—হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরীরও সেই principle হইবে।

( ৩ )

প্রত্যেক বাড়ীতেই জাঁতির দরকার হয়। এই জাঁতির সংস্কার করুন না? চলতি জাঁতি এক চাপে সুপারিকে মাত্র দুভাগ করে। যদি উপর হতে চার পাঁচটা দাঁত এসে, একসঙ্গে সুপারীর উপর পড়ে, তা হলে সুপারী কাটিতে সময় কম লাগে, টুকরো গুলোও সমান ( even ) হয়। এই রকম জাঁতিতে যদি লেভার শক্তি ( Lever ) বৃদ্ধি করে বাজারে পাঠান, কাটতি মারে কে?

শিল্প সৃষ্টির এই একটা দিক, আর একটা আমরা যাকে সচরাচর অকেজো বলে ফেলে দিই, সেগুলোকে কাজে লাগান। যেমন লেবুর খোসা, ভাঙ্গা কাঁচ, শিংএর গুঁড়ো ইত্যাদি। কচ্ছপ খোলার টুকরো, শিংএর গুড়ো—এগুলো আমাদের কাছে প্রথম দৃষ্টিতে আবর্জ্জনা বলে মনে হলেও, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে তারাই বিদেশ হতে ছাঁচে ঢালাই হয়ে ছাতার হাতল, ছুরির বাঁট, সেভিং ব্রাসের হাতল ইত্যাদি নব নব রূপ ধরে প্রতিনিয়ত আস্‌ছে। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শেষ কথা, field ( বাজার ) কোথায়? field তৈরী করা বিশেষ শক্ত নয়। যদি টাকার জোর থাকে, সচিত্র-বিজ্ঞাপন-যোগে, তা যদি না থাকে, দেশের শিল্প প্রদর্শনীর মারফতে, চাহিদা সৃষ্টি করা শক্ত নহে।

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

# জারমানীর নব আবিষ্কার

## কয়লা হইতে তৈল

জাতীয় শক্তি ধনসম্পদের ভিত্তিতে স্থাপিত। আবার দেশের ধন সম্পদ শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা লব্ধ। কিন্তু দেশের শিল্প বাণিজ্যের মূলে তৈল ও কয়লা নিহিত। কাজেই দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সদাই সচেষ্ট। সকল সম্পদের মূল কয়লার খনি বা তৈল কূপ।

কয়লা অপেক্ষা আবার তৈল সব চেয়ে বেশী দরকারী। কয়লা অপেক্ষা তৈলের ব্যবহার শিল্প বাণিজ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই জলীয় ইন্ধন তৈল কালে হয়ত কয়লার স্থান অধিকার করিবে। কাজেই জারমান রাসায়নিকগণ কিরূপে কম কয়লা হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য অনেক দিন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া ছিলেন। এতদিনে তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

কয়লাতে জমিয়া থাকা তৈল খনিওয়ালারা ( By product ) ফাউ রূপে বাহির করিয়া লইয়া বেনজোল ( Benzol ) প্রভৃতি জলীয় ইন্ধন বাজারে বিক্রয় করিতেন। কিন্তু এ প্রকার তৈল দ্বারা দেশের সমুদয় তৈলের চাহিদা পুরণ হইত না।

তের বৎসর আগে দেখা গিয়াছিল যে, বায়ুর উদ্‌যানের ( Hydrogen ) চাপে এবং ৪০০ শত সেণ্টিগেড কয়লা উদ্‌যান সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়া পেট্রোলিয়ামের মত জলীয় পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু এরূপ কার্য্যে যেরূপ রাসায়নিক অন্তরায় এবং যেরূপ ব্যয় বাহুল্য ছিল, তাহাতে ইহাকে সহজসাধ্য ও ব্যবসায়িকরূপে পরিণত করিতে পারা যাইবে বলিয়া বোধ হয় নাই। এত দিনে সর্ব্বপ্রকার রাসায়নিক অন্তরায়গুলি দুরীভূত করিয়া তৈল বাহির করিবার ব্যয় এরূপ ভাবে কমান হইয়াছে যে, এরূপ একটী কলের মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ মার্ক ( ৫॥০ লক্ষ টাকা )। প্রতি-টন তৈলে প্রায় ৩২ হইতে ৬৮ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা। বাৎসরিক উৎপন্ন ৫০ হাজার টন। যদি তৈলের দর শতকরা ৬৫৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়, তবে এ ব্যবসায়ে কোনও লাভ হইবে না। বর্ত্তমানে এরূপ হওয়া অসম্ভব।
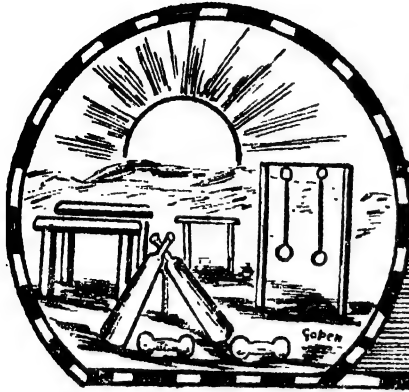
## স্বাস্থ্য-রক্ষা

গৃহস্থ মাত্রেরই নিজের ও আত্মীয়গণের শারীরিক নীরোগতা কাম্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যশঃ, সম্পৎ প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে, এ সকলের অপচয় ঘটে, একথা নূতন করিয়া প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। নীরোগতা লাভ চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান ও চিকিৎসকের উপদেশ পালনের উপর নির্ভর করে।

চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ "রোগীর ব্যাধি-মুক্তি ও সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা"—এই দুই কার্য্যের জন্য লোকহিতার্থে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। অনাগত ব্যাধির প্রতিষেধ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের মহামূল্য অনুশাসনরাজী বর্ণিত হইতেছে।

শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক ভেদে ব্যাধি চারি প্রকার। অনিয়মিত আহার বিহারাদির জন্য কুপিত বাত পিত্ত কফ শরীরকে অবলম্বন করিয়া যে সকল ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহাদিগকে শারীরিক রোগ বলা যায়। যথা—জর, অজীর্ণ, ক্ষয়, কাস প্রভৃতি। রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধিহেতুক কাম ক্রোধ লোভাদির অযথা উৎপত্তিকে মানস ব্যাধি বলে। আঘাত, পতন, বিষপ্রয়োগ, অগ্নিদাহ, শস্ত্রপীড়া প্রভৃতি বাহিরের কারণ হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আগন্তুক ব্যাধি বলা যায়। জরা, মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাধি। স্বাভাবিক ব্যাধির চিকিৎসা নাই। অপর ত্রিবিধ রোগের হেতু সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, অপ্রবৃত্ত মলমূত্রাদির বেগপ্রয়োগ, বলাতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্তি, অতিরিক্ত ও অনিয়মিত স্ত্রীসংসর্গ, কার্য্যকালের অবহেলা অর্থাৎ আলস্য, অযথা ভাবে কার্য্যারম্ভ, দেশাচার কুলাচার প্রভৃতির বর্জ্জন, পূজ্যের অবমাননা, জ্ঞানপূর্ব্বক অহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও স্মৃতিভ্রংশকর কার্য্যের সমাবস্থ, নীচাশয় ও নীচকর্ম্মাগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য, অকালে বিচরণ, অদেশে বিচরণ, সদাচার ত্যাগ, শরীর-ক্লেশদায়ক কার্য্যে আত্ম নিয়োজন, রাত্রিতে দধি, শক্তু ও তিলসংশ্লিষ্ট দ্রব্য ভোজন, সন্ধ্যাকালে পান ভোজন, অধ্যয়নে স্ত্রীসংসর্গ, বৈষয়িক

কার্য্যে মনোনিবেশ, রাত্রিজাগরণ, ভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা প্রভৃতি বহুবিধ রোগের হেতু সকলকে দূরতঃ পরিত্যাগ করা সঙ্গত। রজোগুণ এবং তমোভাবের প্রাবল্যহেতু বুদ্ধির মালিন্য হয়। তাহা হইতে ভয়, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, ঈর্ষা প্রভৃতি উৎপত্তি হয়। বুদ্ধিমালিন্য বর্জ্জন, ইন্দ্রিয় সকলের প্রশান্তি, দেশ কাল ও নিজের হিতাহিত সদাচার পালন করা সকলেরই পক্ষে প্রশস্ত।

শাস্ত্রোপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান, পরিণামশুভকর কার্য্যে প্রবৃত্তি, স্বকার্য্যে অবহিত হওয়া, উপযুক্ত কালে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু, পিত্ত ও কফের নির্হরণ করা, তদনন্তর রসায়ন ও বৃষ্য আহার ঔষধাদির ব্যবহার, অগ্নিবলানুসারে ভোজন, বলানুরূপ ব্যায়াম করিলে শরীর, মানস ও আগন্তু রোগোৎপত্তির ভয় থাকে না।

স্নানাহারাদি বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র, বাসি, রুক্ষদ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ। অনাবৃত ( ঢাকা না থাকা ) দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ। ভোজ্যদ্রব্যের উষ্ণাবস্থায় আহার করা কর্ত্তব্য। আহার কালে উদরের এক ভাগ শূন্য রাখা কর্ত্তব্য, একভাগ তরল দ্রব্যে পূর্ণ করা প্রশস্ত, এবং দুই ভাগ লঘুপাক খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া আহার করা উচিত। গুরুপাক দ্রব্য লঘুপাক দ্রব্যের অর্দ্ধ পরিমাণে বা ত্রিভাগ মাত্রায় ভোজন করা উচিত। পূর্ব্বভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ নৈশ আহার জীর্ণ হইলে ভোজন করা কর্ত্তব্য। রাত্রিভুক্ত খাদ্য জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আহার করিলে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে।

ঈপ্সিত স্থানে এবং সর্ব্বোপকরণযুক্ত খাদ্য ভোজন করা সঙ্গত। অতি সত্বর এবং অনতিবিলম্বিত ভাবে ভোজন করা দোষাবহ। জল্পনা কল্পনা, হাস্য পরিহাসাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক তদ্‌গতচিত্ত হইয়া ভোজন করা সঙ্গত। নিজের হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক ভোজন করা উচিত, অর্থাৎ অমুক সময় অমুক দ্রব্য ভোজনের ফলে রোগোৎপত্তি হইয়াছিল ইত্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক আহার করা প্রশস্ত। খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি, সংস্কার, সংযোগ, দেশ কাল প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক ভোজন করা কর্ত্তব্য। দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরু লঘু প্রভৃতি গুণকে প্রকৃতি বলা যায়। সংস্কারের বিভিন্নতায় দ্রব্যেরও গুণভেদ হইয়া থাকে—যেমন সতুষ শুষ্ক ধান্য ভর্জ্জন করিলে লঘুপাক খৈ হয়, আবার সতুষ আর্দ্র ধান্যের সংস্কারান্তর ফলে গুরুপাক চিপিটক ( চিড়া ) হয়। স্বভাবতঃ গুরুপাক ধান্য হইতে নানাবিধ লঘুপাক ও গুরুপাক খাদ্য সকল সংস্কার বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হয়। দ্রব্যের সংস্কার অনন্ত, সংস্কার সংযোগে গুণ ও অনন্ত হয়। সংযোগ ফলে নানা প্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। যেমন মধু ও ঘৃত দুই দ্রব্যই বহুগুণযুক্ত। কিন্তু এই দুই দ্রব্য সপরিমাণে সংযুক্ত করিয়া ভোজন করিলে প্রাণঘাতক হয়। দুগ্ধ বহুগুণবিশিষ্ট পুষ্টিকর দ্রব্য। মৎস্যও বাঙ্গালীর পক্ষে পুষ্টিকর শ্রেষ্ঠ খাদ্য। এই দুই দব্য অধিক পরিমাণে খাইলে রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ ও নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। দ্রব্যের উৎপত্তি দেশ ও প্রচার দেশের বিভিন্নতায় দ্রব্যগুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সময়ানুসারেও অনেক দ্রব্যের গুণব্যত্যয় ঘটে। যেমন ধান্যাদি শস্য সম্বৎসর অতিক্রম করিলে ক্রমশঃ লঘুপাক হয়। আবার মধু ঘৃত গুড় প্রভৃতি যত পুরাতন হয়, ততই তাহার গুণোৎকর্ষ হয়। প্রাতঃকালীন দুগ্ধ গুরুপাক আর সায়ংকালীন দুগ্ধ লঘুপাক। প্রাতঃকালে খালিপেটে ফল ভোজন করিলে পুষ্টি লাভ হয়, অথচ আহারান্তে বা রাত্রিকালে ফল ভোজন করিলে সহজে পরিপাক হয় না। অপক্ক

আম্র পিত্তকর, আর পক্ক আম্র বায়ুপিত্তনাশক। অপক্ক বিল্ব বহুগুণ বিশিষ্ট, আর পক্ক বিল্ব গুরুপাক এবং বহুদোষকর ইত্যাদি।

সংযোগের ফলে দ্রব্যের গুণান্তর ঘটাতে নানাবিধ ফলোৎপত্তি হয়। এক্ষণে সেই সংযোগ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছে। দুগ্ধের সহিত মৎস্য ভোজন করা অতিশয় দোষাবহ। লবণ ও অম্ল রসের সহিত দুগ্ধপান নিষেধ। জলজ, আনুপ ও গ্রাম্য মাংস, দুগ্ধ, মধু, গুড়, তিল, মাষকলাই মূলার সহিত ভক্ষণ করা অনুচিত। এই সকল সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজনে নানাবিধ ব্যাধি এমন কি মৃত্যুও উপস্থিত হয়। কপোত মাংস সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া দুগ্ধ মধুসহ ভোজন নিষিদ্ধ। রসুন, পেঁয়াজ, মূলা, সজিনা প্রভৃতি সেবনান্তে দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ। বনকাঁঠাল, ( মাদার ) দুগ্ধ, মধু, মাষকালাই, গুড়, ঘৃতসহ ভোজন করা গর্হিত। সর্ব্বপ্রকার অম্লদ্রব্য দুগ্ধসহ সেবন নিষিদ্ধ। তিলসহ পদিনা শাক অপ্রশস্ত। গরম মধু, উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধু সেবন, সমপরিমাণে মিশ্রিত ঘৃত মধু, সমান পরিমাণে মধু ও অন্তরীক্ষ জল, মধুপানান্তে উষ্ণ দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। সুরার সহিত দুগ্ধপান অহিতকর। কাংস্য পাত্রে দশ দিন স্থাপিত ঘৃত বিষক্রিয়াকারী হয়। ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা এই চারিটীর মধ্যে যে কোনও দুইটী সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ভোজন করা দোষাবহ।

সংক্ষেপতঃ হিতকর ও অহিতকর কতকগুলি দ্রব্য উল্লেখ করা যাইতেছে। গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, সৈন্ধব লবণ, মুগ মসুর ডাইল, রক্তশালি ও ষষ্টিক প্রভৃতি ধান্য, গোধুম, রোহিত মৎস্য, বাস্তু শাক, পুনর্নবা শাক, পল্‌তা, বেগুন, পটোল, আদা, তিল তৈল, সর্ষপ তৈল, হিং, দ্রাক্ষা, শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য এবং সাত্ম্য ও অভ্যস্ত হিতকর।

গোমাংস, মহিষ মাংস, ভেড়ার-মাংস, ভেড়ার দুগ্ধ, সর্ষপ শাক, শিম, পত্রশাক, নালশাক অর্থাৎ ডাঁটা, ছত্রশাক অর্থাৎ বেঙ্‌, প্রভৃতি ছাতা, পুষ্পশাক, সজিনা প্রভৃতির ফুল, মাদার ফল, গুরু ভোজন, অজীর্ণে ভোজন, অতিরিক্ত জলপান, রাত্রিতে দধি, শক্তু ও তিল সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ভোজন, বহু পরিমাণে ভোজন, অল্প মাত্রায় ভোজন, ক্ষুধার অনুদ্রেকে ভোজন, সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধার উদ্রেক সত্ত্বেও অভোজন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, ভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা, অসাত্ম্য ও অনভ্যস্ত দ্রব্য ও ক্রিয়ার উপযোগ প্রভৃতি অহিতকর। হিক্কা, শ্বাস, কাস, ক্ষয়রোগী, সঙ্গীতশীল, অধ্যয়নশীল, অতিরিক্ত কথোপকথনশীল, বক্তা, অজীর্ণ রোগী প্রভৃতির পক্ষে ভোজনান্তে জলপান নিষেধ। বিশেষতঃ মন্দাগ্নি ব্যক্তির পানীয় জল অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। মন্দাগ্নি, গ্রহণী ও অর্শ রোগীর পক্ষে ঘোল বিশেষ উপকারক। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে অভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা হিতকারী।

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে রৌদ্র লাগান অহিতকর। গ্রীষ্মব্যতিরিক্ত কালে শিশির সেবন দোষাবহ। গ্রীষ্মকালেই দিবানিদ্রা প্রশস্ত। সকল ঋতুতেই রাত্রি দুই প্রহরের পর জাগরণ নিষিদ্ধ। শীত ও বসন্ত কালে রৌদ্রবহুল বাসস্থান প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে ছায়াপূর্ণ ও বায়ুবহুল শীতল স্থান বাসের পক্ষে হিতকর। বর্ষা, শরৎ ও শীতকাল স্যাঁৎসেতে ও ঠাণ্ডা স্থান দোষাবহ। বর্ষায় নদীজল নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ জল গরম করিয়া পান করা উচিত। ফটকিরী বা নির্ম্মলী ফলের সংযোগে বিশুদ্ধ জল সেবন করা উচিত।

মোটামুটী হিতকর ও অহিতকর খাদ্যাদির বিষয় বর্ণিত হইলেও সাত্ম্য ও অভ্যাসের ফলে গুণের অন্যথা ভাব হয়—যেমন দিবানিদ্রা অনিষ্টকরী হইলেও উহা যাহার পক্ষে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে

দোষাবহ নহে। সুরা সংযুক্ত দুগ্ধ বা মৎস্য সংযুক্ত দুগ্ধ বিশেষ অনিষ্টকর হইলেও উহা যাহাদের অভ্যস্ত, তাহাদের দোষকর নহে। কিন্তু দোষকর না হইলেও হিতকর নহে, অতএব ক্রমশঃ উহার পরিবর্জ্জন করা সঙ্গত। অহিতকর দ্রব্য অভ্যস্ত হইলেও হঠাৎ ত্যাগ করা অনুচিত, ক্রমশঃ উহার পরিত্যাগ করা প্রশস্ত। আর অনভ্যস্ত হিতকর দ্রব্যের অধিক মাত্রায় হঠাৎ ব্যবহার করা অনুচিত। সেইরূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে অনভ্যস্ত হিতকর দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমশঃ আরম্ভ করা সঙ্গত।

কবিরাজ শ্রীশৈলজামোহন সেন,
৮৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# শিশু-মৃত্যুর প্রতিকার

## শিশু-মৃত্যুর হার।

আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হার যেরূপ বেশী এবং তদনুপাতে জনসাধারণের ভিতর যেরূপ ঔদাসীন্য দেখা যায়, তাহা বোধ হয় সভ্যজগতে আর কোথাও দেখা যায় না। সম্প্রতি বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়, ১৯২৪ সালে ২৫২৩০৭টি শিশু এক বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশে এক শিশু-মৃত্যু ও ম্যালেরিয়ার মৃত্যু-সংখ্যা সমস্ত বৎসরের সর্ব্বপ্রকারে মোট মৃত্যু-সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী (৬৪·৫ শতকরা)। শিশুরা ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া আমরা তাহাদের মৃত্যুতে তত বিচলিত হই না। কিন্তু ইহারা যদি বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে কালে ইহারা বাড়িয়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জাতিকে নানা বিষয়ে গৌরবান্বিত করিতে পারিত। এই কোমলপ্রাণ শিশুদের দেখিতে ও আদর করিতে সকলেই ভালবাসে; বাড়ীতে একটী সন্তানের জন্ম হইলে কত আনন্দ ও উৎসবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা চোখের সাম্‌নে যখন দেখিতেছি এতগুলি শিশু নিবার্য্য ব্যাধিতে নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে মারা যাইতেছে, তখন ত আমরা তাহার প্রতিকারের জন্য বিশেষ কোনও চিন্তা বা চেষ্টা করি না। সন্তানের জন্ম দিয়াই মাতাপিতার দায়িত্ব শেষ হয় না। সেই শিশু-সন্তান যাহাতে উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত হইয়া, সবল ও সুচরিত্র হইতে পারে, সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা মাতাপিতার একান্ত কর্ত্তব্য।

শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশে কি ভীষণ, তাহা অন্যান্য দেশের শিশু মৃত্যুর হারের সহিত তুলনা করিলে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

| দেশ | | প্রতি হাজারে এক বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুর মৃত্যু হার |
|---|---|---|
| নিউজিল্যাণ্ড | ... | ৪৮ |
| নেদারল্যাণ্ড (হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম) | | ৫০ |
| নরওয়ে | ... | ৫৪ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ... | ৬৫ |
| সুইডেন | ... | ৭৬ |
| সুইজারল্যাণ্ড | ... | ৯২ |
| গ্রেটব্রিটেন | ... | ৮৩ |
| মার্কিন | ... | ৮০ |
| ডেন্‌মার্ক | ... | ৯৫ |
| ইতালি | ... | ১৪০ |
| জাপান | ... | ১৮৯ |
| স্পেন | ... | ১৯২ |
| ভারতবর্ষ | ... | ২৬১ |

এক্ষণে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের পর স্ব স্ব লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য যেরূপ প্রবল চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, জন্মের হার পূর্ব্বের ন্যায় মোটামুটী একভাবেই আছে, কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ও বিস্তৃততর প্রচেষ্টার ফলে শিশু-মৃত্যুর হার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডে এক্ষণে হাজার করা ৫০ হইতে ৬০ জন এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশু মারা যায়। তা'ছাড়া প্রত্যেক দেশেরই শিশু-মৃত্যুর হার যদি ভাল করিয়া দেখা যায় ত সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সহর ও নগর অপেক্ষা গ্রামে শিশুমৃত্যু অল্প। বিশেষতঃ যে সব স্থানে কলের জন-মজুরগণ গরু-ভেড়ার মত বস্তিতে বদ্ধ হইয়া থাকে এবং ভদ্রশ্রেণীর গরীব গৃহস্থগণ জীর্ণ স্যাঁৎসেতে ব্যারাক বাড়ীতে মুর্গির ঝাঁকার মত ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া বাস করে, সেখানেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। কলিকাতা সহরে হাজার করা তিনশ'ষোল এর বেশী শিশুর মৃত্যু হয়। বম্বেতে মৃত্যুর সংখ্যা আরও ভয়ঙ্কর, হাজার করা পাঁচশ এর কাছাকাছি। আমাদের সহরের চারিদিকে যেরূপ কল কারখানা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং দিন দিন যত অল্প স্থানের মধ্যে বেশী লোকের বাস হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, এ বিষয়ে যদি আমাদের দেশবাসী উদাসীন হইয়া চলেন, তাহা হইলে, অচিরে সহরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

---

# হিন্দুর শারীরিক গঠন

হিন্দুর দেহ কোন অংশেই দুর্ব্বল নহে। অরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি জীবন বীমাকারীগণের কোম্পানী ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত বীমাকারীগণের ডাক্তারী রিপোর্ট হইতে বিভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়দের শরীরগঠন সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি পাওয়া যায়।

পঞ্জাব ও দিল্লীর হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা ভারী আর বোম্বাই দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা-হাল্কা। পাঞ্জাবী হিন্দুদের শারীরিক গঠন সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; ইউরোপীয়দের প্রায় সমতুল। তারপর মুসলমান, বাঙ্গালী হিন্দু ও পার্শী প্রায় সমান। ৩৫ বৎসর আগে মধ্য ও যুক্তপ্রদেশের হিন্দুরা পার্শীদের অপেক্ষা ভারী ছিল। তার পর কিন্তু পার্শীরা ওজনে বেশী হইয়াছে।

মধ্য ও যুক্তপ্রদেশের হিন্দুদের সহিত বাঙ্গালার হিন্দুদের কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, মধ্য ও যুক্তপ্রদেশের হিন্দুরা খর্ব্বাকৃতি হইলেও ৩৫বৎসর বয়সের পর শারীরিক গঠনে বিলক্ষণ উন্নত হয়। বাংলার হিন্দুরা ঐ বয়সের পর হইতে মোটা হয়।

পার্শী ও পাঞ্জাবী হিন্দুদের বক্ষের গঠন অন্য সকলের চেয়ে ভাল। ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চ লোকদের গড়ে-২ ইঞ্চি বক্ষস্ফীতি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন জাতির গড়পড়তা উচ্চতার একটী তালিকা দেওয়া গেল,—

| | ফুট | ইঞ্চি | | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|---|---|---|
| স্কটলণ্ডবাসী | ৫ | ৮১০ | মুসলমান | ৫ | ৫॥৵০ |
| আয়ারলণ্ডবাসী | ৫ | ৮ | বাঙ্গালী হিন্দু | ৫ | ৫॥০ |
| ইংলণ্ডবাসী | ৫ | ৭ | যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশের | | |
| ওয়েলস্‌বাসী | ৫ | ৬॥০ | হিন্দু | ৫ | ৫/০ |
| পাঞ্জাবী হিন্দু | ৫ | ৬ | মাদ্রাজী হিন্দু | ৫ | ৫ |
| ভারতীয় খ্রীষ্টান | ৫ | ৬ | বোম্বাই হিন্দু | ৬ | ৪॥৵ |

---

# স্বাস্থ্য-সংবাদ

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৯২৪ সালের স্বাস্থ্য রিপোর্ট এইবার বাহির হইল। স্বাস্থ্য রিপোর্ট হইতে নীচের তালিকাটি প্রদান করিলাম।

১৯২৪ সালের হাজারকরা সংখ্যা।

| প্রদেশ | জন্মেরহার | মৃত্যু | শিশুমৃত্যুরহার |
|---|---|---|---|
| মধ্য প্রদেশ | ৪৪'২ | ৩২'৬ | ২৩৪'৯ |
| পাঞ্জাব | ৪০'২ | ৪৩'৩ | ২১২'৬ |
| বিহার উড়িষ্যা | ৩৫'৭ | ২৯'১ | ১৫৮'৬ |
| বোম্বাই | ৩৫'৬ | ২৭'৬ | ১৯১'২ |
| মাদ্রাজ | ৩৪'৯ | ২৪ ৫ | ১৭৯'২ |
| আগ্রা অযোধ্যা | ৩৩'৭ | ২৮'৩ | ১৯১'৯ |
| আসাম | ৩১'০ | ২৭'৩ | ১৮৪'২ |
| বাঙ্গালা | ২৯'৫ | ২৫'৯ | ১৮৪'২ |
| ব্রহ্মদেশ | ২৭'৪ | ২১'৫ | ১৯৭'৯ |
| উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ২৭'০ | ৩১'০ | ১৬১'৪ |

হাজারকরা স্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এইরূপ হইয়াছে—মধ্যপ্রদেশ ১১.৬, মাদ্রাজ ১০.৪, বোম্বাই ৮.০, বিহার উড়িষ্যা ৬.৬, আগ্রা অযোধ্যা ৬.৪, ব্রহ্মদেশ ৫.৯, আসাম ৩.৭, বাঙ্গালা ৩.৬,। পাঞ্জাবে —হ্রাস হইয়াছে হাজারকরা ৩.৪ এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪.০।

# বাংলার স্বাস্থ্যকথা

বাংলা সরকার ১৯২৪ সালের স্বাস্থ্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-সম্পদে বাংলার শোচনীয় দীনতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর জন্মসংখ্যা শতকরা ১৩ জন কমিয়া গিয়াছে; মৃত্যু সংখ্যাও শতকরা ১৫ করিয়া বাড়িয়াছে।

মৃত-প্রসূতের (Still birth) সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৩ সাল অপেক্ষা ১৯২৪ সালে এই পর্য্যায়ের মৃত্যু শতকরা ৩৩ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে।

একমাত্র ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিভাগেই মুসলমানদিগের মৃত্যু হিন্দু অপেক্ষা বেশী। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে ত্রিপুরা জেলা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও দার্জিলিং জেলা সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর।

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বজাতির সর্ব্ব বয়সের পুরুষ-মৃত্যুর সংখ্যা স্ত্রী-মৃত্যু অপেক্ষা বেশী হইয়াছে; কেবল ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা রমণীগণের (যে বয়সে তাঁহারা সাধারণতঃ অধিক সন্তান প্রসব করেন) মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা এতদনুরূপবয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া জানা যায়।

আমাদের দেশের শতকরা ৪১ টি ছেলেই দশবৎসর বয়সে উপস্থিত হইতে না হইতেই শমন-সদনে মহা-প্রস্থান করে। আমাদের দেশে পূর্ণমাত্রায় যৌবন উপভোগ করিবার পূর্ব্বে (৩০ বৎসরের মধ্যে) শতকরা ৬৫ জন স্ত্রী-পুরুষ যমলোকে চলিয়া যায়। গড়পড়তা শতকরা ১০ জন লোক মাত্র ষাটের সীমানা অতিক্রম করিতে পারে। এ বৎসর জন্মপ্রাপ্ত প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৮৪·২ শিশুর ইহলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। এই শিশু অবশ্য একবৎসরের অনধিক বয়স্ক। কলিকাতায় পুরুষ-শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা হাজারকরা ৩২৭·৮ ও স্ত্রী-শিশুর হাজারকরা ৩০৫। গত পাঁচ বৎসরের তুলনায় শিশুমঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠান, শিক্ষিতা ধাত্রীর প্রসার প্রভৃতি ইহার কয়েকটি প্রধান কারণ।

আর একটি মনে রাখিবার বিষয় এই যে, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে যে বৎসর বেশী চাউল জন্মায়, সেই বৎসর মৃত্যু সংখ্যা তথায় কম থাকে; পূর্ব্ববঙ্গে যে বৎসর পাট প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং বাজার বেশী চড়া থাকে, সে বৎসর তত্রত্য অধিবাসীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হয়, চিত্রগুপ্তের খাতাও অনেকটা হাল্কা থাকে।

## বিশেষ বিশেষ রোগে মৃত্যুসংখ্যা

| রোগ | ১৯২৪ | ১৯২৩ |
|---|---|---|
| কলেরা | ৪৮,৫১৪ | ৪১,৪৮৩ |
| বসন্ত | ৫,৫৬৭ | ৪,২৩৬ |
| জ্বর | ৯,১২,৪০৮ | ৯,০৯৭৯৫ |
| প্লেগ | ৩৫ | |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা | ১,৬৭৬ | ১৯০৬ |
| নিউমোনিয়া | ১১,৪৯০ | ১০,৭৬৭ |
| যক্ষ্মা | ৫,৫৭৭ | ৪,৯৪২ |
| আমাশয় ও উদরাময় | ২২,৪৭০ | ২১,০১৯ |
| জলাতঙ্ক | ৩৪৩ | ২৪৫ |
| সর্পাঘাত প্রভৃতি | ৫,১৬০ | |

মোট কথা, ১৯২৩ সাল অপেক্ষা ১৯২৪ সালের স্বাস্থ্য স্পষ্ট খারাপ দেখা যাইতেছে। এই ভাবে চলিলে এ জাতির অস্তিত্ব কতদিন থাকিবে?

# রোগের দ্বারা জীবন

চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, অনেক গুলি রোগ আছে, যাহা মানুষকে আক্রমণ করিবার পর মানুষ যদি আরাম হয়, তাহাতে তাহার উপকার হয় এবং শাপে বর হয়। অনেক সময়ে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কাহারও কতকগুলি রোগ অল্প ভাবে থাকিয়া যায়, এবং ইহার জন্য আরও সাংঘাতিক রোগ সকল তাহাকে আক্রমণ করে না। বাতরোগ অতি কষ্টকর ব্যাধি, কিন্তু দেখা যায় যে, বাতরোগী সকল অন্য সকল প্রকারে স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকে। এই নিয়মই সর্ব্বত্র দেখা যায়, এবং তাহাদের অন্য কোন প্রকার রোগ সহজে হয় না। যাহাদের প্রৌঢ়াবস্থা পার হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের কাশি বা ব্রঙ্কাইটিস রোগ হইয়া থাকে, কিন্তু এই কাশি রোগ হওয়ার জন্য তাহারা প্রত্যেকবারই যখন কাশে, তখনই হৃদ-যন্ত্রকে অধিক কার্য্য করিতে হয়, ও তাহার ফলে রক্ত অধিক জোরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, কাশি-রোগী মাত্রেই ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের সচরাচর অন্য রোগ হয় না।

টাইফয়েড রোগ হইলে অজীর্ণ রোগ দূর হয়। টাইফয়েড রোগ আরাম হইলে পরে রোগী দেখে যে, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বাড়িয়াছে, ও সঙ্গে সঙ্গে হজম শক্তিও বাড়িয়াছে। যে ব্যক্তি বসন্ত রোগ হইতে বাঁচিয়া উঠে, সে নূতন জীবন লইয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করে। এই রোগের পরে সে ব্যক্তি ক্বচিৎ কোনও প্রকার রোগাক্রান্ত হয় এবং অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। যে ব্যক্তির গাঁটের বাত রোগ আছে, সে ব্যক্তি সাধারণতঃ লোকে যতদিন বাঁচে, তাহাপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। গাঁটের বাতের রোগে মানুষের জীবন দীর্ঘ করে, এবং রক্তে যে সকল উপকারী জীবাণু আছে তাহা অন্যান্য রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। তাহা ছাড়া এই রোগের রোগীগণ নিজের শরীরের খুবই যত্ন করে।

আমাদিগের মধ্যে অনেকেই কঠিন রোগ একবার হইলে খুবই সাবধান হইয়া থাকে এবং স্বাস্থ্যরক্ষা করে ও তাহার ফলে আমাদিগের জীবন অনেক দীর্ঘ হয়; যেমন, কাহারও হৃদ্‌যন্ত্রের নিকটে বেদনা হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া পড়ে এবং মনে করে নিশ্চয়ই হৃদরোগ হইয়াছে ও সেইজন্য সাবধান হয়। কিন্তু যাহাদিগের হৃদরোগ হয়, তাহারা হৃদ্‌যন্ত্রের নিকট বেদনা বা হৃদযন্ত্র অনিয়মিত ভাবে চলা প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে পারে না। অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক আছে যাহাদের হৃদরোগ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা সাবধানে ও প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী চলিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করে। "সঞ্জীবনী"

———

# পশুসম্পদ

কৃষি যেমন একটা সম্পদের মধ্যে পরিগণিত হয়, পশুও তেমনি অন্যতম সম্পদের মধ্যে গণ্য। এই সম্পদের দিকে কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকে ভারতের এই পশু-সম্পদ হ্রাস পাইতেছে বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঠিক সংবাদ অনেকেই রাখেন না, অতি অল্প লোকেরই এ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আছে। এ বিষয়ে যাঁহাদের দৃষ্টি আর্কষণ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একটা ভুল ধারণা, একটা ভ্রান্ত সংস্কার লইয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং সত্য ব্যাপার তাঁহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবার সুযোগ পায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এই সমস্যার পরিষ্কাররূপে বিশদ আলোচনা করিয়া প্রকৃত তথ্যে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতের পশু-সম্পদ অত্যন্ত অল্প বলিয়া লোকের যে ধারণা জন্মিয়াছে, সে ধারণা একেবারে ভুল। একযুগ পূর্ব্বে ভারতে যত সংখ্যক পশু ছিল, বর্ত্তমানে সেই সংখ্যার হ্রাস পাইয়াছে কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না, এবং তাহা জানিয়া বিশেষ কিছু লাভও নাই। বর্ত্তমান লইয়া আমাদের কারবার। বর্ত্তমানে ভারতের পশু-সম্পদ কিরূপ, তাহা জানাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। প্রাণীবিৎ বলিতেছেন, ভারতের পশু-সম্পদ এতই বেশী যে, উহার আধিক্যকে শোচনীয় বলা যাইতে পারে। ধারণ এবং পালন করিবার ভারতের যে ক্ষমতা সে মাত্রাকেও এই আধিক্য ছাড়াইয়া গিয়াছে—ঠিক মাত্রায় আসিতে বহু বৎসর লাগিবে।

তুলনা করিলে কথাটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। মার্কিণ যুক্ত প্রদেশের সম্পদের তুলনা নাই। ভারতের পশু-সম্পদ তাহা হইতে কি বিপুল, তাহা বুঝাইবার জন্য মার্কিণ যুক্ত প্রদেশের সহিত ভারতের তুলনা করিতে চাই। ভারতে ১,৭৬৬,০০০ বর্গ মাইল স্থানে ১৭৪, ৭৫৭, ৪২২ গরু মহিষ ইত্যাদি, ২,১১৪,৪০০ অশ্ব, ২,৪৪৯,৪১৭ অশ্বতর, গর্দ্দভ ও উট—মোট ১৭৯, ৩২১, ২৩৯ পশু আছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইল স্থানে ১০১.৫ পশু বাস করে। কয়েকটি করদরাজার রাজ্য ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই, কিন্তু ব্রহ্মদেশ ধরা হইয়াছে। পশু সম্পদের দিক দিয়া ইহাই হইল ভারতের অবস্থা। মার্কিণ যুক্ত প্রদেশের ২,৯৭০, ৯৩৮ বর্গ মাইল স্থানে ৬৭,৪৬৬,০০০ গরু মহিষাদি, ২১,৫৩৪,০০০ অশ্ব এবং ৩,৮০৪,০০০ অশ্বতর—মোট ৯২,৮০৪,০০০ পশু আছে। অর্থাৎ মার্কিণ যুক্ত প্রদেশে প্রতিবর্গ মাইলে ৩১.২ পশু আছে।

এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতের আয়তন মার্কিণের প্রায় অর্দ্ধেক, কিন্তু দুগ্ধ দিবার জন্য এবং গাড়ী ইত্যাদি টানিবার জন্য ভারতে যত পশু আছে, তাহাই প্রায় মার্কিণের দ্বিগুণ। ইহার উপর মার্কিণে প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ পশু মাংসের জন্য রাখা হয়, কিন্তু ভারতে মাংসের জন্য যে সকল পশু রাখা হয়, তাহার সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র।

ব্যাপারটা অন্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক। ধরিয়া লওয়া যা'ক, একটা পরিত্যক্ত অনধ্যুসিত দ্বীপে কতকগুলি পশু ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উহারা বংশ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। বংশ বিস্তার করিতে করিতে পশুর সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, দ্বীপে আর অতিরিক্ত পশুর খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই পশুরা আর অধিক সন্তান প্রসব করিবে না। যে বৎসর প্রচুর খাদ্য জন্মিবে, সে বৎসর হয়ত অধিক পশু-সন্তান প্রসূত হইবে, কিন্তু

যে বৎসর খাদ্যের অজন্মা হইবে, সে বৎসর কতকগুলি খাদ্যাভাব বশতঃ অনাহারে মরিবে—এমনি করিয়া খাদ্যের পরিমাণের সহিত পশুর সংখ্যার একটা সামঞ্জস্য থাকিয়া যাইবে।

ভারতের অবস্থাও ঠিক এই দ্বীপের অবস্থার অনুরূপ। যে সকল পশু অতিরিক্ত সংখ্যায় বাড়িতেছে, তাহারা এদেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তরিতও হইতেছে না, বা অতিরিক্ত পশুর সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে, এরূপ প্রচুর ভাবে পশু নিহতও হইতেছে না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাংসের জন্য পশু নিহত করা হয় এবং তাহাতে স্থানীয় কয়েকটি জেলার অতিরিক্ত পশুর সংখ্যা হ্রাস পায়, ইহা সত্য। বড় বড় সহরে এবং ক্যাণ্টনমেণ্টে মাংসের জন্য পশু বধ করা হয়, ইহাও সত্য, কিন্তু যেখানে ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ পশু বংশ বিস্তার করিতেছে, সেখানে উহা সমুদ্রে গোষ্পদের তুল্য। এইরূপ অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাবে এবং রোগাক্রমণে বংশনাশ হইয়া উহাদের সংখ্যা যে হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু এরূপ যদি না ঘটে, তাহা হইলে আশঙ্কা হয় যে, পরিশেষে এমন একদিন আসিবে, যে দিন পশুরা মানুষের খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিবে। ভারতে পশুর সংখ্যা এতই বেশী যে, এ আশঙ্কা আদৌ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না; অধিকন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় পশুর সংখ্যা বাড়িয়া গেলে পশুর অবস্থা খারাপ হয়। তাহার ফলে ভারতের পশু পালকেরা দুর্ভিক্ষের সময় উপযুক্ত খাদ্য যোগাইয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহারা ইয়োরোপীয় পশুপালকদের নিকট পরাজিত হয়, কারণ তাহাদের পশুগুলি ভারতের পশু হইতে ঢের উৎকৃষ্ট।

কৃষকেরা গাভী রাখা সত্ত্বেও আরও কয়েকটা পশু রাখিতে বাধ্য হয়। গাভী যে ষাঁড় জন্ম দেয়, তাহার সাহায্যে সে ক্ষেতে লাঙল দেয়; তদ্ভিন্ন দুধ, ঘি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আয় করিবার জন্য মহিষও রাখে। যদি সে ষাঁড়ের সাহায্যে লাঙল দিয়া গাভীর নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত দুধ পাইয়া দুধ ঘি বিক্রয়ের দ্বারা কিছু আয় করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার পশুদের খাদ্যের জন্য অল্প ব্যয় হইতে পারিত। ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ত্রিশ কোটী নরনারীকে খাদ্য যোগাইয়া আরও ১৭ কোটী ৪০ লক্ষ পশুর খাদ্য যোগাইবার শক্তি ভারতের নাই। সুতরাং ভারতে অধিক সংখ্যক কি অল্প সংখ্যক পশু আছে, তাহাই বিবেচ্য নয়, উপযুক্ত কর্ম্মঠ পশুর সংখ্যা অধিক কি অল্প, তাহাই ভাবিবার কথা। ভারতে দুগ্ধ এবং মালপত্র ও গাড়ী ঘোড়া টানিবার জন্যই পশুর আদর। ভারতীয় পশুদের শক্তি অল্প হইলেও বহন-বাহনের পক্ষে তাহাদের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত। কোন কোন স্থানে এই অভিযোগ শোনা যায় যে, পশুর দর যখন চড়িতেছে, তখন নিশ্চয়ই উহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপার তাহা নহে। খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা হেতু উহাদের দাম বাড়িয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধি উচিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ পশুদের খাওয়াইতে যে ব্যয় হয়, পশু ব্যবসায়ীদের সে খরচ ওঠা চাই ত। কিন্তু যাহারা ষাঁড় বা বলদ বিক্রয় করে, বিক্রয়ের উপযুক্ত করিয়া পালন করিয়া তুলিতে তাহাদের যে খরচ পড়ে অনেক সময় তাহাও তাহাদের ওঠে না। কৃষকেরা আজ বলদ কিনিয়া, কাল তাহা বিক্রয় করিয়া দেয়। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধি হেতু তাহাদের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। পশুদের বহন-বাহনের শক্তি যে বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, উহাদের অত্যধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি, অতএব পর্য্যাপ্ত খাদ্যের

অভাব। যখন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয়, তখন সেই স্থানে অল্প কয়েকদিনের জন্য খাদ্যাভাব ঘটে বটে, কিন্তু শীঘ্রই পাশাপাশি স্থান হইতে পশুর আমদানী হইয়া অবস্থা পূর্ব্বের মতই হয়।

## দুধের অল্পতা

ভারতে পশুর এত আধিক্য সত্ত্বেও দুগ্ধের স্বল্পতার কথা মনে হইলে পশুদের শোচনীয় অধঃপতন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হয়। ভারতে ৬ কোটি মাদী গো-মহিষ আছে, তবুও ভারতের অধিবাসীদের প্রয়োজনানুসারে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। পশু সন্তানেরা দুধ খাইবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই মানুষের ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়। উদ্বৃত্ত দুগ্ধের পরিমাণ কিরূপ, তাহা ভারতীয় গো-মহিষের সহিত যাহার এতটুকু পরিচয় আছে, তিনিই তাহা জানেন এবং যাহাদের সে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে নাই, তাহারা সহরে দুগ্ধাভাব হইতে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। বর্ত্তমানের এই অবস্থা, ভবিষ্যতে উহা যে আরও খারাপ হইবে, তাহাই সূচিত করিতেছে।

পনের কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে দুধ সস্তা ছিল এবং যে পরিমাণ চাহিদা ছিল, তাহার পক্ষে দুগ্ধের যোগান পর্য্যাপ্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে চাহিদার অনুরূপ দুগ্ধের যোগান পাওয়া যায় না। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই দুগ্ধ খাইয়া থাকেন এবং আজ যদি দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া ওঠে, তাহা হইলে চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে। সে যাহাই হউক, আজও হাজার হাজার শিশু পর্য্যাপ্ত দুধ পায় না। তাহাদের পিতামাতারা উপযুক্ত মূল্য দিয়া দুধ কিনিতে প্রস্তুত। সুতরাং ডেয়ারি (Dairy) করিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা রোজগার হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে সহজে খাঁটি দুধ মিলিবে, তাহা মনে হয় না। কারণ বর্ত্তমানে চাহিদা হইতে যোগান এতই অল্প যে, ভেজাল মিশ্রিত হইয়া যে দুধটুকু লোকের হাতে যাইয়া পড়ে, তাহাতে দুধ থাকে অতি সামান্য। তাহার উপর দুধের দাম যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাতে বাজারের দুধ হইতে খাঁটি দুধ বাহির করিয়া হিসাব কসিলে, দুধের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। চাহিদা ও মূল্য বেশী হইলে যোগান আপনা হইতে বাড়িয়া যায়, কিন্তু দুধের বেলায় তাহা রহিতেছে না কেন? ইহার কারণ, যেখানে গরু পালিত হয়, সেখানে গোয়ালারা চাহিদা যোগাইবার জন্য বেশী সংখ্যক ভাল গাভী রাখে না।

## গৃহ পালিত পশু

পনের কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ডেয়ারি স্থাপনের জন্য পাঞ্জাব হইতে ভাল ভাল গরু আনা হইত। অমৃতসরে বহু সংখ্যক সিংহলী গরু কিনিতে পাওয়া যাইত। হরিয়ানায় ভাল ভাল স্থানীয় গরু মিলিত। এই সকল গাভীর দামও তখন সস্তা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অমৃতসর বা হরিয়ানায় গরু পাওয়া যায় না। সিন্ধুদেশে [illegible] কিছু ভাল গরু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার দ্বারা চাহিদা সরবরাহ করিতে পারা যায় না। ইহার ফলে সহরে দুধ যোগাইবার জন্য যে সকল ডেয়ারি আছে বা স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে অধিক সংখ্যায় মহিষ রাখা হইতেছে। ১৯১১ সালে লেফটেনেণ্ট কর্ণেল জে, ম্যাটসন রোটক, হিসার, ফজিলকা এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ মহিষ ক্রয় করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেকটী মহিষের দাম ছিল ১০০৲ টাকা। বর্ত্তমানে শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাঁচ শত কি ছয় শতের অধিক মহিষ পাওয়া যাইবে না, এবং উহাদের প্রত্যেকটির দাম ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

উৎকৃষ্ট গবাদি যত পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী চাহিদা রহিয়াছে। ডেয়ারি স্থাপন করিতে হইলে উৎকৃষ্ট গো-মহিষ না হইলে চলে না। কিন্তু বেশী পরিমাণে তাহা পাওয়া যায় না বলিয়া নিকৃষ্ট পশু ক্রয় করিতে হয়। ইহার ফলে ডেয়ারি স্থাপন করিয়া যত লাভ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় না। তাহার পর সহরে পশুদের গোচারণ ভূমি বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং যে সকল ভাল গাভী সহরে আসে, তাহারা মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করিতে না পারিয়া এবং সন্তানবতী হইবার সুযোগ না পাইয়া খারাপ হইয়া যায়। সন্তান সমেত গাভী বিক্রীত হয়। বিক্রয় হইলে পর তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া যায়, গাভী বা তাহার সন্তান আর ফিরিয়া আসে না। সহরে গোয়ালা যতদিন তাহার নিকট হইতে দুধ পায়, ততদিন রাখে, তাহার পর বিক্রয় করিয়া দেয়। এই সকল গোয়ালাদের কাছে তাহারা আর সন্তানবতী হইবার সুযোগ পায় না। এইরূপে উৎকৃষ্ট গাভী হইতে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হইতে না পারিয়া এবং নিজেরাও উপযুক্ত পালনের অভাবে খারাপ হইয়া গোজাতি অধঃপতিত হইয়াছে।

যে সকল স্থানে গো-মহিষের কারবার চলে, সে সকল স্থানে উৎকৃষ্ট গো-মহিষের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। কারণ ভাল গাভীগুলি রপ্তানি হইয়া যাইতেছে এবং যে সকল খারাপ গাভী থাকিয়া যাইতেছে তাহারা বংশ বিস্তার করিয়া নিকৃষ্ট গাভীর দল পুষ্ট করিতেছে।

পশুদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং পশুপালনের বর্ত্তমান পদ্ধতির নানা নিন্দাবাদ এবং দোষারোপ করিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা বলা কঠিন। কি প্রকারে তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারা যায়, তজ্জন্য গঠনমূলক কার্য্য-পদ্ধতির নিতান্তই প্রয়োজন।

অনেকেই পশু রপ্তানি বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু রপ্তানি বন্ধ করিয়া কোন ফলোদয়ই হইবে না। বরং যে দেশে পশুদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সে দেশ হইতে পশু রপ্তানি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাতে একদিকে যেমন গো মহিষাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে তেমনি পশু পালকেরা গো-মহিষাদির যত্ন লইতে এবং তাহাদিগকে আরও উন্নত করিয়া তুলিতে উৎসাহিত হয়। তবে যদি মাদী গো মহিষাদির রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তাহা হইলে উপকারের সম্ভাবনা আছে।

গো-মহিষাদি যাহাতে সবল সুস্থ ষাঁড়ের ঔরসে গর্ভবতী হইতে পারে, এবং সন্তানের জন্ম দানের পর যাহাতে তাহারা এরূপ দুগ্ধ প্রদান করে, যাহা সন্তান খাইয়াও গাভীর স্বত্বাধিকারী কিছু দুধ পাইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। যাহারা ব্যবসায়ের জন্য গাভী পুষিবে, তাহারা যাহাতে দু পয়সা পায়, সেইরূপ দুগ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু সমস্যা এইখানেই। ভাল ভাল গরু আমদানী করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে গেলেও কিছু হইবে না, কারণ উৎকৃষ্ট গরুর যে সকল উৎকৃষ্ট সন্তান হইবে, তাহারা যদি পর্য্যাপ্ত আহার না পায়, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে ভাল গরু আমদানী করা হইল, তাহা কোন মতেই সফল হইবে না। পর্য্যাপ্ত আহার না পাইলে এই সকল গাভী সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং উহারা সর্ব্বপ্রথম অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা অনাহারে মৃত্যুর সহিত যুঝিয়া জীবন সংগ্রামে টিকিয়া যায়, তাহারা অত্যল্প দুধ দেয়, কিন্তু যাহারা বেশী দুধ দেয়, তাহারা অনাহারে সহজেই মরিয়া যায়।

সহজে কি ভাবে প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। পশুরা যদি সংখ্যায় হ্রাস পায় বা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন

হয়, তাহা হইলে উপায় হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয়ই একরূপ অসম্ভব। তবে যদি নির্ব্বাচিত যাঁড় ও গাভী ভিন্ন অপরগুলিকে অবাধে মিলিত হইতে দেওয়া না যায়, তাহা হইলে কতকটা প্রতিকার হইতে পারে। উত্তর ভারতে কতকগুলি গ্রাম্য সমবায় সমিতি ইহারই অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যদি অযোগ্য পশুগুলিকে সন্তান উৎপাদন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অমঙ্গলেরই হেতু হইয়া দাঁড়াইবে। যতদিন এরূপ চলিবে, ততদিন জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতে প্রতি সালে অসংখ্য গোবৎস অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য। হিন্দুরা মুসলমানদের গো কোরবাণী দেখিয়া গো-জাতির ধ্বংসের কথা ভাবিয়া মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করে না, কিন্তু এই যে অসংখ্য গাভী অযোগ্য সন্তান উৎপাদন করিতেছে বলিয়া অনাহারে প্রতি মুহূর্ত্তে কত শত গো বৎসরে কোরবাণি হইয়া যাইতেছে, তজ্জন্য এতটুকু মাথা ঘামাইতে ত তাহাদের কাহাকেও দেখি না। হিন্দু জাতির গো-প্রীতির এ এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব বটে!

## অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধ

ভারতে দুগ্ধ যেরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সেরূপ নহে। কিন্তু দুগ্ধের পরিমাণ যদি না বাড়ে, যদি গাভীদের দুগ্ধদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যকর রোগ-বীজাণুরহিত দুগ্ধের যোগান পাইবার বিশেষ আশা নাই। সহরে যে দুধ পাওয়া যায়, তাহা যদি প্রচুর না হয়, তাহা হইলে আইনের বাঁধন যতই কঠিন হউক না কেন, পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পা'ক না কেন, খাঁটি দুধ পাওয়া কঠিন হইবে। প্রথম এবং প্রধান কথা হইতেছে এই যে, সহরের সকল লোকেই যাহাতে দুধ কিনিতে পারে, খাঁটি দুধের সেইরূপ মূল্য হওয়া চাই—ধনী লোকেরা খাঁটি দুধ পাইলেই যে, বিশুদ্ধ দুধ যোগানের ব্যবস্থার চরম হইল, তাহা নহে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারত-বাসী দুধ না ফুটাইয়া খায় না, সুতরাং দুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় খাওয়াইলেও উহা তাহাদের পক্ষে ততটা মারাত্মক নহে কিন্তু ইয়োরোপীয়ানেরা দুধ কাঁচা খায়। কাঁচা বা ফুটাইয়া যে কোন প্রকারেই দুগ্ধ পান করা হউক না কেন, উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় পাওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

খাঁটি এবং স্বাস্থ্যকর দুধ যোগাইবার জন্য এপর্য্যন্ত যে সকল পদ্ধতি কার্য্যক্ষেত্রে খাড়া করা হইয়াছে, তাহা এই হিসাবে দোষাবহ যে, উহাদ্বারা দুগ্ধের পরিমাণ বাড়ে নাই। এই পদ্ধতিতে একজন লোকের হাত হইতে অন্যজন লোকের হাতে দুগ্ধ যোগানের ভার পড়িয়াছে। ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, তাহারা ক্রেতাকে খাঁটি দুধ সরবরাহ করিতেছে। কিন্তু চাহিদার অনু-রূপ দুগ্ধের যোগান নহে বলিয়া দুধের দর বাড়িবে। তাহার ফলে আজ যাহারা ক্রেতা, তাহারাই ব্যবসাদার সাজিয়া জল ও ভেজাল মিশাইয়া দরিদ্রদিগকে দুগ্ধ বিক্রয় করিবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন কোন পন্থা অনুসৃত হয় নাই, যাহাতে অল্প ব্যয়ে অধিক দুধ পাওয়া যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় সহরগুলিতে দুগ্ধ যোগাইবার জন্য সহরতলীতে গরু পালন করা হইয়া থাকে। তাহারা সাধারণতঃ খোঁয়াড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই পালিত। এরূপ অবস্থায় তাহাদের দুগ্ধদানের ক্ষমতা বাড়িতে পারে না, সুতরাং দুধ সস্তা হইবে কেমন করিয়া? অতএব

(ক) দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। তাহা করিতে হইলে আরও বেশী সংখ্যায় গরু রাখিলেই হইবে, তাহা নহে; যাহাতে তাহারা

বর্ত্তমানে যে দুধ দেয়, তাহা অপেক্ষাও বেশী দুধ দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) অল্প খরচে যাহাতে অধিক দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে হইলে নির্ব্বাচিত গাভী ও ষাঁড় দিয়া গোবৎস উৎপাদন করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য যোগাইতে হইবে। খাদ্য একদিকে যেমন পুষ্টিকর হইবে, অন্যদিকে তেমনি উহা সস্তা হওয়া চাই। তাহা করিতে হইলে যেখানে অল্প ব্যয়ে খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে, সেইখানে ডেয়ারি স্থাপন করা উচিত।

## সস্তা দুধ

দুইটি উপায়ে দুধ সস্তা হইতে পারে।

প্রথমতঃ, এমন কোন স্থান যদি পাওয়া যায়, যেখানে গাভীরা সারা বৎসর মাঠে চরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে খাওয়ার খরচ বাঁচিয়া যাইবে, সুতরাং অল্প মূল্যে দুধ বিক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থান পাওয়ার আশা দুরাশা—জগতে কোথাও এরূপ স্থান নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ডেয়ারি স্থাপনের সঙ্গে কিছু কৃষিকার্য্য করা। তাহাতে কৃষির ফসল বিক্রয় করিয়া কিছু পাওয়া যায় এবং ফসল ব্যতীত বাকি যাহা থাকে, তাহা গরুর খাদ্য হিসাবে চলিতে পারে। এই পদ্ধতিতে ডেয়ারি স্থাপিত করা উচিত।

পাঞ্জাবে যাহারা মহিষের কারবার করে, তাহারা কতকটা এই পথই অবলম্বন করিয়াছে। সহরতলীতে এইরূপভাবে ডেয়ারির সঙ্গে কৃষিকার্য্য যদি চলে এবং তাড়াতাড়ি দুগ্ধ সরবরাহের জন্য যদি উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যই দুগ্ধ সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে সহরের নিকটে এরূপ বড় স্থান খুব অল্পই আছে, যেখানে ডেয়ারি এবং কৃষি দুই চলিতে পারে। গবরমেণ্ট বা মিউনিসিপালিটির সহায়তায় যদি এইরূপ স্থান সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে পদ্ধতি কার্য্যে খাটাইতে পারা যায়।

মার্কিণ যুক্ত প্রদেশে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ পদ্ধতিতে কার্য্য চলিতেছে। সেখানকার কয়েকজন জমিদার জমি কয়েক খণ্ড করিয়া কয়েকটি ডেয়ারি-ফার্ম্মে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক ফার্ম্মে একটি গৃহ এবং তৎসঙ্গে গোয়াল ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই সকল গৃহ এই সর্ত্তে ভাড়া দেওয়া হয় যে, প্রত্যেককে ডেয়ারি চালাইতে হইবে। সকল ডেয়ারি হইতে যে দুধ পাওয়া যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয়, তাহা জমিদার ও রায়তদের মধ্যে বিভক্ত হয়। আবার কোন কোন স্থানে রায়তেরা জমিদারের কাছেই দুধ বিক্রয় করিয়া দেয় এবং জমিদার সেই দুধ অন্যত্র সরবরাহ করেন।

মোটামুটি ভাবে এই নীতিতে কার্য্য চলে; তবে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন জমিদার রায়তকে গরু বাছুর, অস্ত্রপাতি সমস্তই যোগাইয়া থাকেন, আবার কোন কোন জমিদারিতে রায়তকে গরু কিনিতে হয়। কিন্তু মূল কথা সর্ব্বত্রই এক। জমিদার বেশী অর্থ ফেলেন, রায়ত তাহার সামান্য মূলধন লইয়া, তাঁহারই অধীনে অথচ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করেন।

ভারতীয় মিউনিসিপালিটি যদি এক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন:—

প্রথমে ধরুণ পাঁচ হাজার একর জমি সংগ্রহ করা হইল। তারপর উহা ২৫ একর করিয়া নানা খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক খণ্ডে গৃহ এবং গোয়ালঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। তৎসঙ্গে যাতায়াতের পথ ও জল সর-

বরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর যে সকল কৃষক গোপালনে অভিজ্ঞ তাহাদিগকে আনিয়া বসাইতে হইবে। যদি তাহাদের গরু কিনিবার টাকা থাকে ভাল, নহিলে মিউনিসিপালিটি টাকা দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। ইহা করিতে পারিলে এক-দিকে অন্নসমস্যা, অন্যদিকে দুগ্ধ-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিয়া যদি কোন মিউনি-সিপালিটি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহারা যে রায়ত বসাইবেন, তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া আদায় না করিয়াও কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। কারণ ( ১ ) দুধ বিক্রয় করিয়া ( ২ ) গো-জাতি যে বংশ বিস্তার করিবে, তাহাদের বিক্রয় করিয়া এবং ( ৩ ) জমিতে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবেন, তাহা হইতে ভাড়া অনায়াসে উঠিয়া যাইবে। তবে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা নগদ ভাড়াও আদায় করিতে পারেন। কি ভাবে রায়তেরা কার্য্য করিয়া যাইবে, মোটামুটিভাবে মিউনিসিপালিটি তাহাও নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাহারা আপন আপন সুখ-সুবিধা অনুসারে চলিতে পারিবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকাও ভাল। তবে ইহা রায়তদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, গোপালনই প্রধান কর্ত্তব্য, অন্যান্য কার্য্য এই কর্ত্তব্য সাধনের পরিপূরক মাত্র।

রায়তদের নিকট হইতে প্রত্যহ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া সহরে প্রেরণ করিবার জন্য মিউনিসিপালিটিকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটি তাহাদের নিকট হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া লইতেও পারেন, কিম্বা প্রতি-মণ দুধ সহরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য কিছু ধার্য্যও করিতে পারেন। মোট কথা, কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইলে আজ যাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে, কার্য্যে নামিয়া হয়ত তাহা একান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তবে ইহা ঠিক যে, এপথে উপকার ব্যতীত অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের এই কার্য্য প্রধানতঃ আদর্শমূলক হওয়া চাই। তাহাতে এই স্থানের চতুর্দ্দিকের অধিবাসীরা গোপালন করিতে আগ্রহান্বিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মিউনিসিপাল ডেয়ারিতে যে সকল ভাল গাভী জন্মিবে, সে গাভীর খরিদ্দার তাহারাই হইবে। ইহাতে মিউনিসিপালিটির লাভ ব্যতীত লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই পন্থা অবলম্বন করিয়া মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ অধিক পরিমাণে খাঁটি দুধ সহরে যোগাইতে পারি-বেন। গাভীদের খাদ্যের ব্যয় কম হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইয়া তাহারা অধিক পরিমাণে দুধ দিবে। প্রচুর খাইতে পাইলে তাহাদের দুগ্ধ-ক্ষমতা এক বৎসর মাত্র স্থায়ী না হইয়া কয়েক বৎসর স্থায়ী হইবে। তাহার পর উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের ঔরসে গাভীদের গর্ভোৎপাদনের জন্য বহুদূরে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইবে না। ইহাতে একদিকে ব্যয়ের লাঘব হইবে, অন্যদিকে পিঁজরায় করিয়া গাভীদের লইয়া যাওয়ার জন্য তাহারা জখমও হইবে না।

গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকেও সহায়তা করিতে হইবে, নহিলে চলিবে না। যে সকল প্রদেশে ভাল গরু মিলে, যাহাতে সেই সকল স্থানে দুগ্ধবতী গাভী ও বহনবাহনের জন্য বলদের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে সেই সকল প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উৎকৃষ্ট গোজাতির প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য চাই। সুখের বিষয়, পাঞ্জাবে গোচারণভূমি আছে এবং পাঞ্জাব সরকারও ঐ বিষয়ে সতর্ক। সিন্ধুদেশের প্রাদেশিক সরকারও গোচারণভূমির ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট আছেন।

মধ্য পাঞ্জাব, সিন্ধু, হরিয়ানা এবং গুজরাট উৎকৃষ্ট গাভীর জন্য প্রসিদ্ধ। যাহাতে এই সকল স্থানের গাভীগুলি উৎকৃষ্ট গোবৎসের জন্ম দিতে পারে, তজ্জন্য এই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট ষাঁড় যোগাইয়া সহায়তা করিতে পারেন। এই সকল ষাঁড় বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত গাভীর গর্ভোৎপাদন করিবে। তাহার ফলে যে সন্তান হইবে, উহা উত্তম রূপে বর্দ্ধিত হইলে বাজার দর হইতে বেশী দর দিয়া গবরমেণ্ট তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই সকল গোবৎস সরকারী ফার্ম্মে পালিত হইয়া প্রাপ্ত বয়সে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করিবে তাহা গবর্ণমেণ্ট নিলামে বিক্রয় করিবেন। এইরূপে যদি গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করেন, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট গাভীর সংখ্যা বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রথমে তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু ক্রমে যখন লোকে এই সকল গরুর মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিবে, তখন নিলামে বেশী দর উঠিবে। এ দিকে যে সকল গোপালকেরা সরকারী ষাঁড়ের ঔরসে আপন আপন গাভীদের গর্ভে গোবৎস উৎপাদন করিতেছিল, তাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে বেশী মূল্য পাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট গোবৎস বিক্রয় করিতে চাহিবে না। তখন গবরমেণ্ট আর গোবৎস ক্রয় না করিয়া যদি কেবল ষাঁড় যোগাইতে থাকেন, তাহা হইলে উহাতে বেশ আয় হইবে। প্রথমে যে ক্ষতি হইয়াছিল, সে ক্ষতি উক্ত আয়ে পোষাইয়া যাইবে। ইহাতে প্রধান লাভ হইবে এই যে, গোপালকেরা উৎকৃষ্ট গোবৎস কেমন করিয়া পাইতে হয়, তাহা শিখিবে। অনেক ভাল ভাল গরুর বংশ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। উহাদের বংশ বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যাহা করিবার তাহা এখনই করিতে হইবে। এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, ইহা সত্য; কিন্তু জগতে কোন বাধা বিঘ্নই দুর্লঙ্ঘ্য নহে। বিঘ্ন বিপত্তি যাহাই হউক, প্রধান কথা হইতেছে—যে পরিমাণ দুগ্ধ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহা বাড়াইয়া তুলিবার অন্য কোন কার্য্যকরী পন্থা আছে কি না। দুগ্ধ সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে শিশুদের মঙ্গল সাধনের জন্য জাতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। দুগ্ধ সমস্যার সমাধান না হইলে শিশুদিগকে উন্নত করিয়া তোলা যাইবে কেমন করিয়া?

—o—

# কৃষির মাসিক ডায়েরি

## ফুলের বাগান

যে সকল মরসমী ফুলের চারা প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সকল চারা এক্ষণে যথা স্থানে রোপন করিতে হইবে, বা টবে তুলিয়া বসাইতে হইবে। সুইট পী, হলিহক, এ্যাষ্টারস, পিঙ্ক, পিটুনিয়া, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমাম, মিগ্নোনেট ও অন্যান্য মরসমী ফুলের বীজ এই মাসের প্রথমেই বপন করা উচিত, নহিলে শীতকালে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব।

কার্ত্তিক মাসে গোলাপের গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। তাহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর দেরী করা কর্ত্তব্য নয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়ার কাজ আরও পূর্ব্বে করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল কাটিতে ডাল কাটা কাঁচি ব্যবহার করিবে। কারণ অন্য কাঁচি দিয়া কাটিলে ডাল চিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ডাল চিরিয়া গেলে গাছের ক্ষতি হইতে পারে।

হাইব্রিড জাতীয় গোলাপের ডাল গোড়া ঘেঁসিয়া কাঁটিবে। মারসাল, নীল প্রভৃতি লতানে গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, তবে যে সকল ডাল নিতান্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, সেইগুলি কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে ডাল ছাঁটিয়া গোলাপের গোড়াও খুঁড়িয়া দিবে। চারদিনের কম নয় এবং দশ দিনের অধিক নয় গোড়ায় রৌদ্র খাওয়াইবে, তাহার পর সার দিবে। জমি যদি নীরস হয়, তাহা হইবে তরল সার দিবে; আর যদি সরস হয় তাহা হইলে গুঁড়া সার ব্যবহার করিবে। পোড়া মাটি, সরিষার খইল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণ এঁটেল মাটী একত্রে পচাইয়া জলে গুলিয়া যে তরল সার প্রস্তুত হয়, তাহা প্রয়োগ করিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত তরল না হওয়া বাঞ্ছনীয়। গুঁড়া সার নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিবে— এঁটেল মাটি দুই ভাগ, পোড়া মাটি একভাগ, সরিষার খইল এক ভাগ, পচা গোবর একভাগ। উহার সহিত কিছু ভূষা মিশাইতে পারা যায়। উপরি উক্ত ভাবে মিশ্রিত সারের সহিত এক প্যাকেট ভূষা মিশাইলে গোলাপের রঙ অতি সুন্দর হয়।

প্রত্যেক গাছে আধ পোয়া হইতে আধ সের

পর্য্যন্ত সার দিতে পারা যায়। কিন্তু কোন্ গাছে কতটা সার দিতে হইবে তাহা নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনা সাপেক্ষ। রাবিশের গুঁড়ো বা তাহার অভাবে পোড়া মাটি চূর্ণ সামান্য পরিমাণে প্রয়োগ করিলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

## সব্জী বাগান।

মটর, মুলা, বিলাতী সীম প্রভৃতির কার্য্য কার্ত্তিক মাসেই শেষ করিতে হয়। যদি কোন কারণে উহা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে এই মাসেও উহাদের বীজ বপন করা যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীত প্রধান স্থানে এবং যেখানে জমিতে রস অধিক দিন থাকে, সেখানে এখনও, বাঁধা কপি ও ফুল কপির বীজ বপন করা যাইতে পারে। নিম্ন বঙ্গে কপির চারা ক্ষেতে বসাইতে আর দেরী করা উচিত নয়।

চৈত্র বৈশাখ মাসে যে সকল ফসল হয়,যথা—লাউ, কুমড়া, ভুঁই শসা, তরমুজ, লঙ্কা ইত্যাদি, তাহাদের বীজ এখই বসান উচিত। যেখানে জমি অধিক দিন সরস থাকে, এবং মাটি বালিযুক্ত, সেই স্থানে তরমুজ বসান কর্ত্তব্য। তরমুজ চাষের পক্ষে নদীর চরই প্রশস্ত ক্ষেত্র।

গম, ছোলা, যব, মুগ, মুসুর প্রভৃতির আবাদ কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে উহা সম্পন্ন না হইলে এই মাসের প্রথমেই করা যাইতে পারে। ম্যাঙ্গোও বীটের আবাদ করিবার এখনও সময় আছে। বেগুন ও কার্পাস গাছের এবং অন্যান্য নব রোপণ চারার আল এখনও বাঁধা না হইয়া থাকিলে, এই মাসেই উহা সম্পন্ন করিবে। যব, যই, কলাই, মটর প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিবে। আলু এবং বিলাতী সব্জীর বীজ এই মাসেও লাগান যাইতে পারে। যে সকল কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেতে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির এখন হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

গত মাসে যে মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ শসা, পেঁয়াজ, বরবটি প্রভৃতির বীজ বপন করা হইয়াছে, এক্ষণে কোদালী দিয়া উহাদের গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আলুর ক্ষেতে এই মাসেই জল দেওয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে।

## ফলের বাগান

পূর্ব্বে যে সকল ফল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। উহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর ফেলিয়া রাখিবে না, এই মাসেই এই কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। শুষ্ক পাঁকমাটি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে গাছের ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা বাড়ে। খরমুজের বীজ এখন বপন করা কর্ত্তব্য।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে আম, পীচ, কুল ও আঙ্গুর গাছের গোড়া এখন খুঁড়িয়া দিবে। কলা গাছের ঝাড় এখন পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কলা গাছের গোড়ায় এখন যদি সার দিতে হয়, তাহা হইলে সারের সহিত নুন মিশাইয়া দিবে।

যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের গোড়ায় বেশ করিয়া সার দিবে। পচা মাছের সার হইলে ভাল হয়। ডাল পালা ছাঁটিয়া দিবে। গাছের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, সুতরাং জল দিবে না।

# চাষা

চাষা কথাটা এখন নিতান্ত অবজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কেহ কোন অভদ্রোচিত ব্যবহার করে, তবে লোকে তাহাকে বলে যে লোকটা বড় চাষা। বাস্তবিক একালের চাষা নিতান্তই চাষা। চাষার শিক্ষা নাই; দীক্ষা নাই; সে কেবল মাটি চাষ করিতে জানে,তাহার অভ্যন্তরে চাষ একেবারেই নাই। কিন্তু ভারতের গৌরবের দিনে, স্বাধীনতার দিনে, সুখ-সমৃদ্ধির দিনে চাষার এমন অবস্থা ছিল না। সেকালের চাষা আধুনিক পণ্ডিত অপেক্ষাও পণ্ডিত ছিল। সেকালের চাষা ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মের তথ্য অবগত হইয়া চাষে প্রবৃত্ত হইত। গুরুকুলবাসে শিক্ষা সংযমে মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা সম্পন্ন হইলে সেকালের চাষা লাঙ্গল ঠেলিতে, ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করিতে অধিকারী হইত। সেকালে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য চাষে অধিকারী ছিল। প্রথম বর্ণ দ্বিতীয় বর্ণও অবস্থা বিশেষে চাষ করিত। চতুর্থ শূদ্রও চাষ করিত। অধিকন্তু সেই চাষী শূদ্র ব্রাহ্মণদিগের ভোজ্যান্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। দেবল ঋষি বলিরাছেন যে, নিজের দাস, নাপিত, গোপ, কুম্ভকার এবং কৃষীবল অর্থাৎ কৃষক—শূদ্রের মধ্যে এই সকল জাতি ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্ন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের অন্ন খাইলে পাপী হইবেন না।

"স্বদাসো নাপিতো গোপঃ কুম্ভকারঃ কৃষীবলঃ।
ব্রাহ্মণৈরপি ভোক্তব্যাঃ পঞ্চৈতে শূদ্রযোনয়ঃ।"

পরাশরমাধব ১১ অ, ২২ টীকা।

সুতরাং দেখা যায় যে, সে যুগে ফুলবাবু অপেক্ষা চাষী শূদ্র পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

সেই শাস্ত্রশাসিত যুগের প্রত্যেক কার্য্যই বিধি-নিষেধের অধীন ছিল। অতএব জীবিকাশ্রেষ্ঠ কৃষি-কার্য্যেও বিধিনিষেধের অভাব ছিল না। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানবহুল যুগে পুরাতন যুগের নিয়মাবলী বিশ্বাসযোগ্য বা প্রতিকারের উপায় হইবে না জানি, তথাপি অতীতের অবস্থা-জিজ্ঞাসুর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পুরাতন চাষার শিক্ষাদীক্ষার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের তথ্য কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

কৃষিসম্বন্ধে অনেক ঋষিই নানাপ্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিধর্ম্মবক্তা মহর্ষি পরাশরের মতই বিস্তৃতাকারে নিবদ্ধ দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

"ষট্‌কর্ম্মসহিতোবিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ॥"

ব্রাহ্মণ যজনযাজন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের সহিত অন্যের দ্বারা কৃষিকর্ম্মও করাইবেন। বৃহস্পতি অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ কুসীদ (টাকার সুদ প্রভৃতি), কৃষি ও বাণিজ্য অন্যের দ্বারা করাইবেন, আপৎকালে নিজেও করিতে পারেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ পাপভাগী হইবেন না।

"কুসীদ কৃষি বাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতাস্বয়ংকৃতম্।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ॥"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যিনি যজনযাজন প্রভৃতি বেদাধ্যয়নসাধ্য কার্য্যে অধিকারী, তাদৃশ ব্রাহ্মণও কৃষিকার্য্যের অধিকারীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু হালিক ব্রাহ্মণের দায়ীত্ব বড় বেশী। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত অথবা শ্রান্ত বলদকে তিনি হলে যোজন করিতে পারেন না। বিকলাঙ্গ রোগযুক্ত এবং ক্লীব বৃষের দ্বারা লাঙ্গল চালানও নিষিদ্ধ।

"ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং
বলীবর্দ্দং ন বাহয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং
বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥"

প্রদর্শিত নিয়ম যে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নহে। কারণ চারি বর্ণের পক্ষেই অবস্থাবিশেষে কালবিশেষে একপ্রকার জীবিকার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং অনেক নিয়মই সর্ব্ববর্ণের পক্ষে সমান, এমত বুঝিতে হইবে। পরাশরই বলিয়াছেন,—

"ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা
দেবান্ বিপ্রাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ
কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম্॥" ২।১৩

কৃষিকারী ক্ষত্রিয়ও দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন। বৈশ্য এবং শূদ্র কৃষি-বাণিজ্য- শিল্প করিবে।

বলা বাহুল্য যে, কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠানে আনুসঙ্গিক কতকগুলি পাপ অপরিহার্য্য। পরাশর বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, একবৎসর কাল মৎস্য হত্যা করিলে যে পাপ হয়, এক দিবস লাঙ্গল চালাইলেই তাহার তুল্য পাপ হয়।

সংবৎসরেন যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী॥

বৃক্ষের ছেদন, ভূমির বিদারণ এবং কৃমিকীটের হত্যা, এই সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষক যে পাপ অর্জ্জন করে, খলযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"বৃক্ষাংশ্ছিত্বা মহীংভিত্বা হত্বা চ কৃমিকীটকান্
কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

ক্ষেত্রের ধান্য যে স্থানে প্রথম একত্র সংগ্রহ করে, তাহার নাম খল। এই খল অর্থে বর্ত্তমান সময়ে "খলা" ও "খলা", এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। খলে রাখিয়াই নির্দ্দিষ্ট ভাগের দানের নাম খলযজ্ঞ। উৎপন্ন শস্যের ছয়ভাগের এক ভাগ রাজার প্রাপ্য। একুশ ভাগের একভাগ দেব কার্য্যে দেয়। ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ত্রিশ ভাগের একভাগ। এই নির্দ্দিষ্ট ভাগ প্রদান করিয়া কৃষক কৃষিকার্য্যজনিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

রাজ্ঞে দত্ত্বাতু সড়্ভাগং দেবনাঞ্চৈকবিংশকম।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

কূর্ম্মপুরাণে দেবতার ভাগের ন্যায় পিতৃলোকেরও ভাগ কথিত হইয়াছে। যথা—

"দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দত্ত্বাদ্ ভাগন্তু বিংশকম্।
ত্রিংশদ্‌ভাগন্তু বিপ্রাণাং কৃষিং কুর্ব্বন্ন দোষভাক্॥"

কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের ধর্ম্মব্যবস্থাপক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যোতিস্তত্ত্বে চাষকার্য্যের অঙ্গোপাঙ্গ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তত্রত্য ভীম পরাক্রমের বচন পাঠে জানা যায় যে, কৃষক বামদিকে কৃষ্ণবর্ণ ও দক্ষিণদিকে লোহিতবর্ণ বলীবর্দ্দকে যোজন করিবে, এবং নিজে উত্তরাভিমুখী হইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে।

বামে কৃষ্ণং বলীবর্দ্দং দক্ষিণে লোহিতং ন্যসেৎ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা কর্ষকঃ কৃষিমারভেৎ॥

মিথিলার নিবন্ধ কৃত্যচিন্তামণিতে বলভদ্রের বচন নিবদ্ধ হইয়াছে। বচনাবলী বার তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিতেছে যে, হলধর ( কর্ষক ) ক্ষেত্রের ঈশান কোণে পুষ্পনৈবেদ্যের দ্বারা ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া। নিজে অলঙ্কারযুক্ত হইয়া মাল্যের দ্বারা লাঙ্গলটিকে ভূষিত করিবে। দধি-মধু-ঘৃতের দ্বারা ফালের অগ্রভাগ প্রলেপিত করিয়া নূতন লাঙ্গলের দ্বারা চাষ আরম্ভ করিবে।

ঐশান্যাং পুষ্পনৈবেদ্যৈঃ ক্ষেত্রপালঞ্চ পূজয়েৎ।
সালঙ্কারো হলধরঃ স্রগ্‌ভিশ্চ পূজিমতং। হল

দধ্যাজ্যমধুভিঃ শ্রেষ্ঠং ফালাগ্রঞ্চ প্রলেপিতম্ ॥
কর্ষং প্রাবর্ত্তয়েৎ প্রাজ্ঞো নূতনেন হলেন চ।

ভোজদেব রাজমার্ত্তণ্ডে হলকার্য্য ব্যবস্থায় বলিয়াছেন যে, কৃষক স্নাত হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে গন্ধপুষ্পের দ্বারা যথাবিধানে প্রজাপতি নবগ্রহ এবং পৃথিবীকে পূজা করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে। কৃষ্ণবর্ণ বৃষদ্বয় হলে নিযুক্ত করিবে। তাহাদের মুখের দুই দিকনবনীতের দ্বারা অথবা ঘৃতের দ্বারা লেপন করা এবং ফালের অগ্রভাগ স্বর্ণের দ্বারা স্পর্শ করা কর্ত্তব্য।

হলপ্রবাহের এবং বীজবপন প্রভৃতির পরিপাটী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত শাস্ত্রানুযায়ী হল-প্রবাহ বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার ব্যবস্থাপিত অনুষ্ঠান এইরূপ পৌর্ণমাস্যন্ত চৈত্রমাসের কৃষ্ণপঞ্চমীতে অর্থাৎ মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে পৃথিবী রজঃস্বলা হন। ঐ সময়ে সধবা স্ত্রীলোকেরা একটি পর্ব্বতাকার উচ্চপ্রদেশে তিন দিবস পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূজা করিবে। অভ্যাঙ্গদ্রব্য ( তৈল প্রভৃতি ) বস্ত্র নৈবেদ্য পুষ্প অলঙ্কার ও ধূপ এই সকল দ্রব্য পূজার উপকরণরূপে গৃহীত হইবে। ঐ সময়ে দুগ্ধ বর্জ্জনীয়। অনন্তর অষ্টমী তিথিতে পৃথিবীকে স্নান করাইয়া সধবাগণ প্রত্যেক বাড়ীতেই পৃথিবীর পূজা করিবে। তৎপর কোন এক শুভ দিনে অথবা বীজবপন দিনে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বৌষধি গন্ধ নানাপ্রকার বীজ রত্ন ফল শ্বেতসর্ষপযুক্ত জলের দ্বারা পৃথিবীকে স্নান করাইয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবেন। নৈবেদ্য শেষ প্রত্যেক গৃহস্থেরই ভক্ষণীয়। এইরূপ অনুষ্ঠান হইলে ঋতুমতী পৃথিবী গর্ভগ্রহণ করেন।

চৈত্রে চ কৃষ্ণপঞ্চম্যাং কাশ্মীরাচ রজঃস্বল।
নিত্যং ভবতিতস্মাত্তাং কৃত্বা শৈলময়ীং স্ত্রিয়ঃ ॥
অভ্যাঙ্গবস্ত্রনৈবেদ্যৈঃ পূজয়েয়ুর্দ্দিনত্রয়ম্।
পুষ্পালঙ্কারধূপৈশ্চ গোরসং বর্জ্জয়ন্তি চ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ ততঃ স্নাপ্য তাভিরেব গৃহে গৃহে।
সুতাভঃ প্রহৃষ্টাভির্জীবপত্নীভিরেবচ ॥
অনন্তরং দ্বিজৈঃ স্নাপ্য সর্ব্বৌষধিযুতৈর্জ্জলৈঃ ॥
গন্ধৈর্বীজৈস্তথা রত্নৈঃ ফলৈঃসিদ্ধার্থকৈস্তথা ॥
স্নাপয়িত্বাচ তাং দেবীং গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ পুজয়েৎ।
তন্নিবেদিতশিষ্টঞ্চ প্রাশিতব্যং গৃহে গৃহে ॥
অতঃপরমৃতুস্নাতা গর্ভং গৃহ্লাতি মেদিনী।

হলপ্রবাহদিনে এবং বীজবপনদিনে কৃষক স্নানাদি-ক্রিয়ার পর ক্ষেত্রমধ্যে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তটা জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দ্বাবিংশতি প্রজাপতির পূজা করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কাশ্যপ, সুরভি, ইন্দ্র, প্রচেতা, ( বরুণ ) পর্জ্জন্য, অনন্ত, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বল-রাম, হল ( লাঙ্গল ), ভূমি, বৃষভ, রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, সীতা, ( লাঙ্গল পদ্ধতি ), যুগ ( যোয়াল ) ও গগন এই দ্বাবিংশতি দেবতা প্রজাপতিদিগের পতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা প্রজা বর্গের শুভদায়ক। গো-মঙ্গলকার্য্যে এবং কৃষিকার্য্যের আরম্ভরূপ মহোৎসব-কার্য্যে এই সকল দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। বীজবপনের পর বন্ধুবান্ধবের সহিত সেই ক্ষেত্রেই ভোজন কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ কাশ্যপসুরভী তথা
ইন্দ্রঃ প্রচেতাঃ পর্জ্জন্যঃ শেষশ্চন্দ্রার্কবহ্নয়ঃ
বলদেবোহলং ভূমিবৃষভো রামলক্ষণৌ।
রক্ষোঘ্নৌ জানকী সীতা যুগং গগনমেব চ ॥
এতে দ্বাবিংশতিঃ প্রোক্তাংপ্রজানাং পতয়ং শুভাঃ
গোমঙ্গলে তু সংপূজ্যাঃ কৃষ্যারম্ভে মহোৎসবে

পৃথিবীর পূজায় ক্ষীরের দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান কর্ত্তব্য। অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—

"হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষযো পরিশায়িনি।
বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে ॥"

ইহার অর্থ—হে পৃথিবি! হে ধরিত্রি! তুমি অনন্তের উপরে শয়ন করিয়া আছ। আমি তোমার পৃষ্ঠে বাস করিতেছি। তুমি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অন্যান্য দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর পূজা "ওঁ নমস্তে বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ কর্ত্তব্য।

ইন্দ্রপূজার অর্ঘ্য দানের মন্ত্র—

"শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রেষ্ঠো বজ্রহস্তোমহাবলঃ।
শতযজ্ঞাধিপো দেব তুভ্যমিন্দ্রায় বৈ নমঃ॥

বীজ বপন সময়ে সুবর্ণজল সংযুক্ত তিন মুষ্টি বীজগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে স্বয়ং প্রাজাপত্য তীর্থের দ্বারা বপন করিবে।

হল-প্রবাহ সময়ে এবং বীজবপন-সময়ে পূর্ব্বমুখ হইয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে—

"ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধাং
( ধ্যাং ) শুভে কুরু॥

রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষাকাস্তু ভবন্ত্বগ্র্যা ধ্যানেন চ ধনেন চ স্বাহা॥"

ইহার অর্থ—হে পৃথিবি! হে বহুপুষ্পফলদায়িনি! হে সীতে (লাঙ্গলরেখাযুক্ত)! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমার কৃষিকে মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র কর। সমস্ত শস্য অঙ্কুরিত হউক। পর্জ্জন্যদেব উপযুক্ত কালে বর্ষণ করুণ। ধান্যে ধনে কর্ষকগণ শ্রেষ্ঠ হউক। হে শুভে! সর্ব্বদা আমার মঙ্গল কর।

বীজবপনের কালসম্বন্ধে পরাশর বলিয়াছেন যে, বৈশাখ মাসে বীজবপন শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে বপন মধ্যম এবং আষাঢ়ে বপন অধম। শ্রাবণ মাসে বপন করিলে কখনও শুভ হয় না

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং মধ্যমং রোহিণীরবৌ
অতঃপরস্মিন্নধমং ন জাতু শ্রাবণে শুভং।

বলা বাহুল্য যে, পরাশরের এই অনুশাসন আউস এবং বুনা আমন-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কারণ, কালিদাসবর্ণিত উৎখাত-প্রতিরোপিত অর্থাৎ রোপাধান্যের চারার বীজ আষাঢ় শ্রাবণেই প্রায় করা হয়; কখনও জ্যৈষ্ঠ মাসেও করিতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্ববঙ্গে আউসের বীজবপন চৈত্র মাসেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই ফসল ভাল হয়।

"স্বদেশী"

---

## চক্ষু উঠা

পাতিনেবুর রস দিয়া পাতিনেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষুর নীচে ও উপরে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা শীঘ্র সারিয়া যায়।

## দাদের ঔষধ

ধুপ, গন্ধক, সোহাগা ও ফটকিরি—প্রত্যেকটীর ১ তোলা লইয়া উত্তমরূপে জল দ্বারা বাটিয়া দাদের উপর প্রলেপ দিলে, বহুদিনের পুরাতন দাদ অবিলম্বে আরোগ্য হইয়া যায়।

## দাঁতের ঔষধ

দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনা হইলে নারিকেলের কাঁচামূল ছটাক পরিমাণ লইয়া, তাহাতে সামান্য ফট্‌কিরি মিশাইয়া জ্বাল দিয়া উহার ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা দিনে ৪।৫ বার কুলি করিলে ২।১ দিনের মধ্যেই দন্তরোগ সম্পূর্ণ ভাল হইয়া যায়।

## বোল্‌তা এবং বিছার দংশন

বোলতায় কিংবা বিছায় কামড়াইলে সেই স্থানে পেঁয়াজ ভাল করিয়া ঘসিয়া দিলে ব্যাথা থাকে না।

## পোড়ার ঔষধ

হঠাৎ শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে যদি তৎক্ষণাৎ লঙ্কাগাছের পাতার রস দেওয়া যায়, তবে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা হইবার আশঙ্কা থাকে না।

## দন্তশূলের ঔষধ [ অন্যপ্রকার ]

আহারের পরই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মাথায় শক্ত করিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া প্রতিদিন হাঁচি দিবার অভ্যাস করিলে বহুদিনের পুরাতন দন্তশূল ও মাথাধরা ভাল হয়।

## ক্ষতে পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

হেলেঞ্চা শাকের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে পুরাতন ক্ষত ও নালী ঘা সত্বরই শুকাইয়া নিরাময় হয়।

## প্লীহা যকৃৎ

পিপুল চূর্ণ, ইক্ষুগুড় অথবা মধু সহ প্রতিদিন সকালে সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ সত্বর স্বাভাবিক হইবে, মাত্রা চারি আনা।

## উকুনে

পানের, পিঁয়াজের অথবা শটীর রস মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

## চুল ওঠা

চা সিদ্ধ জল দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিলে চুল উঠা নিবারিত হয়। চুল উঠিয়া টাক পড়িতে আরম্ভ করিলে নিশাদল ও শুকনা চুনটাকে ঘষিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা

পরে ধুইয়া ফেলিবে। কেশের মূল শিথিল করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ৮।৯ দিনের মধ্যে মরিয়া যাইবে।

## কুকুর দংশন

শিরীষ মূলের ছাল গো-মূত্রে মাড়িয়া কুকুরের দষ্টস্থানে লাগাইলে ৫।৭ দিনের মধ্যে বিষ নষ্ট হয়।

## মূর্চ্ছা রোগের ঔষধ

শ্রীযুত পশুপতি পত্রনবিশ, পোঃ গঙ্গাজলঘাটী, জেলা বাঁকুড়া হইতে পত্রান্তরে লিখিয়াছেন, সাধারণের উপকারের জন্য নিম্নের ঔষধটা কোন ফকির তাঁহাকে জানা। ঔষধটী এই—'বাদসাই কল্যাণার' শিকড় সিকি তোলা, গোল মরিচ (কাল) ২॥টা একত্রে শিলায় পেষণ করিয়া স্নানের পর খাইতে হইবে। আর কোন নিয়ম নাই। একদিন খাইতে হয়। ঔষধ খাওয়ার পরে উক্ত রোগ আর কখনও হইবে না। তিনি আজ পর্য্যন্ত যতগুলি রোগীকে দিয়াছেন, কোনটতেই ব্যর্থ হন নাই, এবং আমার বন্ধুবান্ধবগণও বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

---

## বিষম জ্বর

ক্ষেত পাপড়া ও সেফালিকা পাতার রস মধু সহ সেবনে বিষম জ্বর ভাল হয়।

## মূর্চ্ছা [ অন্যপ্রকার ]

রক্ত চন্দন ও গোলমরিচ পোড়াইয়া নাকে ধরিলে মূর্চ্ছা ভাল হয়।

## মাথাধরা

একটু আদা ছেচিয়া মাথার রগে দিলে মাথা ধরা ভাল হয়।

## বাঘি

আদার রসে মুসব্বর ও আফিং ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া ও বাঘি বসিয়া যায়।

## অজীর্ণ

নারিকেল কিম্বা তাল ভোজনে অজীর্ণ হইলে চাউল সেবনে ভাল হয়।

## হাজা ও কুপাঁই

লৌহ পাত্রে কাঁচা হলুদের রস দ্বারা হরিতকী ঘসিয়া কুমুই বা পাঁকুইর স্থানে প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

## অর্শ

কাল তিল ॥॰ তোলা জলে ভিজাইয়া সেবন করিলে অর্শ সারে ও দন্তমূল দৃঢ় হয়।

## পালাজ্বর

নিসিন্দা মূল হাতে বাঁধিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও পালা জ্বর ভাল হয়।

## আমাশয়

শুষ্ক চিনি ⁄।॰ সেবন করিলে রক্ত আমাশায় ভাল হয়।

## চক্ষু ওঠা [ অন্যপ্রকার ]

১০টা বিল্বপত্র ও ৫টা ডালিম পাতা, এক আনা গেরী মাটি, বাসি হুকার জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা নিবারণ হয়।

## দাঁতের পোকা [ অন্যপ্রকার ]

বড় পানার মূল ও কর্পূর বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দাঁতের পোকা মরে।

## হিক্কারোগের মুষ্টিযোগ

১। চালতা পাকা হইলেই ভাল হয়, অভাবে কাঁচা বাকড়াগুলি সমুদয় ছাড়াইয়া ভিতরে যে একটা ফুলের মত থাকে, তাহার ভিতর হইতে যতটুকু আটা পাওয়া যায় বাহির করিয়া একটী পাথর বাটীতে রাখিয়া যতটুকু আন্দাজ ওজনে হইবে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে কাশীর চিনি, অভাবে পরিষ্কার চিনি

লইয়া ঐ আটার সহিত বেশ করিয়া ফেনাইয়া হিক্কার অবস্থা অনুসারে ৫।১০।১৫ মিনিট অন্তর একটু একটু করিয়া মুখে দিয়া চুষিয়া খাইতে দিলে খুব কঠিন হিক্কাও আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত)

—:০:—

# মাছের ব্যবসায়

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছের অভাব দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। সহরে অগ্নি মূল্যে মাছ বিক্রয় হইতেছে। পাড়াগাঁয়ে মাছের মূল্য পূর্ব্ব হইতে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে। এমতাবস্থায় মাছের চাষ যে অচিরেই একটী লাভজনক ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

যাহারা নূতন ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে এই ব্যবসায়টী সবিশেষ উপযোগী। কারণ, এই ব্যবসায়টীতে পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা ও অধিক মূলধনের দরকার হয় না। মোটামুটি একটা ধারণা থাকিলেই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় এই ব্যবসায়ে লোকসানের আশঙ্কা খুবই কম। তবে কচিৎ কোন সময় মাছে এক প্রকার সংক্রামক রোগ দেখা দিয়া ক্ষতি করে বটে, কিন্তু একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই।

২০০০৲—৪০০০৲ টাকা মূলধন হইলেই ব্যবসা করা চলিতে পারে। স্থান-বিশেষে আরও কমেতেও হয়। বাঙ্গালার প্রতি পল্লীগ্রামেই বহুসংখ্যক পুকুর অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এইরূপ ৫।৭টী পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া লইলেই বেশ ব্যবসায় চলিতে পারে। পুকুরের মালীকদিগকে একটা অংশ কিংবা এককালীন টাকা দিতে হইবে সত্য; তবু নূতন পুকুর কাটাইতে যে খরচ পড়িত, তাহার এক চতুর্থাংশ খরচেই কাজ চলিয়া যাইবে। অথচ পুরাতন পুকুরগুলিতে মাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া উঠিবে। আর একটা মস্ত বড় উপকার হইবে যে, গ্রামের স্বাস্থ্য অধিকতর উন্নতি লাভ করিবে। জাতীয়তার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাই শ্রেষ্ঠতম লাভ।

মাঝারি রকমের পুকুরে ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকার পোনা মাছ ছাড়িলেই যথেষ্ট হয়। তবে পোনাগুলি যাহাতে ভাল হয়, এই বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক সময় এই বিষয়ে জেলের সততার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কারণ, পোনা দেখিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করা অসম্ভব। তাই যে জেলের নিকট হইতে পোনা লইতে হইবে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, তাহাই প্রথম দেখা প্রয়োজন।

প্রতি বৎসরই পুকুরে কিছু কিছু পোনা ছাড়িতে হয়। তাহা না হইলে প্রতি বৎসরই মাছ বিক্রয়ের সুবিধা হয় না। প্রথম পোনা ছাড়িবার তিন চারি বৎসর পর হইতে মাছ বিক্রয় করা চলে। তখন প্রতি পুকুর হইতে ২৫৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকার মাছ বিক্রয়ের আশা করা যায়।

# কলম্বোর পত্র

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

শ্রীশ্রী৺ বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

আপ্ কান্ট্রি (Up-country) ঘুরিয়া গতকল্য এখানে আসিয়াছি; সুতরাং এবার তথাকার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা করি।

আশ্বিনের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রাপ্তিতে ও পাঠে আরও আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম। আপনি ক্রমশঃই যে "ব্যবসা ও বাণিজ্য"কে উন্নত করিতেছেন ইহা বাস্তবিকই সন্তোষের বিষয়। ছোট ছোট ব্যবসায়ের সন্ধান যত অধিক দিতে পারিবেন, ততই দেশের অধিক উপকার হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সর্ব্বোপরি আপনার "ব্ল্যাক্‌লিষ্ট" বাস্তবিকই উপযোগী হইয়াছে। সমস্ত সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র সম্পাদকগণ যদি আপনার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া প্রত্যেকের 'ব্ল্যাকলিষ্ট' প্রচার করেন, তাহা হইলে সমব্যবসায়ীর যে যথেষ্ট উপকার হয়, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই; এজন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনি উহা নিয়মিত প্রকাশিত করুণ, এবং অন্যকে উৎসাহিত করুণ। ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতাদের ও একটী ব্ল্যাকলিষ্ট ছাপিবার চেষ্টা করিতে পারেন না কি?

## "কাণ্ডি"

প্রথমতঃ এবার এখান হইতে কাণ্ডি যাই। কাণ্ডি কলম্বো হইতে মাত্র ৭৫ মাইল দূর। কলম্বো গরম দেশ হইলেও এই সামান্য ব্যবধানের পার্ব্বত্যস্থান কতকটা শীতপ্রধান বলিয়াই অনুমিত হইল। এ সহরটী পুরাতন সিংহলের এবং বর্ত্তমান সিলোনের পার্ব্বত্য দেশের রাজধানী। এখানে পুরাতন কাণ্ডিরাজ প্রসাদের ও অন্যান্য নিদর্শনও যথেষ্ট আছে। এখানে একটী হ্রদ আছে। তাহার পর ইহা বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। ভগবান বুদ্ধের দাঁত এখানে মন্দিরে স্বর্ণপাত্রে সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতি পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় উহা খোলা হয়। সেদিন খুব ভিড় হয়। আমি কোজাগরী পূর্ণিমার দিন তথায় উপস্থিত ছিলাম বলিয়া উহা দর্শন করার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। উক্ত মন্দিরের নাম "টুথ্ টেম্পল্" (Tooth Temple)। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের সযত্নে রক্ষিত বুদ্ধদেবের দন্তদর্শন লালসায় শত শত লোক নানাদেশ হইতে এখানে আগমন করেন।

এখানে রেষ্ট্ হাউস্ ও কতকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। যদিও এদিকে খরচ অত্যন্ত অধিক, তথাপি কোনরূপ কষ্ট হয় না। প্রতিদিন হোটেলে ৫৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মন্দিরে একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ কতকগুলি আছে; বুদ্ধদেবের সুবর্ণমণ্ডিত একটী প্রতিমূর্ত্তিও আছে। অন্যান্য ব্যবস্থা হিন্দু দেবদেবীমন্দিরেরই ন্যায়। সাধারণ পূজার উপকরণ ফুল, পাকাকলা, আস্ত ঝুনা নারিকেল ও মোমবাতি। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ঐ সমস্ত দ্রব্য হস্তে লইয়া কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, এই আশায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে, ইহা অবশ্য উপভোগ্য।

ব্যবসায়ের হিসাবে এস্থানটী খুব উচ্চ দরের। এখানে কতকগুলি বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন। তন্মধ্যে

'দরবার" ( মিসিয়ার মালীক ), ডব্লিউ, ডি, পেরেরা, এ, কে, ডি, সিলভা, এচ্, এল্, মিদিন, এ, মহম্মদ কাসেম, এ, ই, ইউসফ সাইবো, কে, কে, এম, আব্রাম্ সাইবো,আড্স্, এন্,এ,গামির, মট্মুল প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায় করেন। হোয়াইট্ এওয়ে লেড্লা, কার্গিল, মিলার প্রভৃতি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর বড় বড় দোকান আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ছোট খাট বহু দোকানে সহরটীকে বেশ মনোরম ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় দ্রব্য কিছু কিছু সর্ব্বত্রই বিক্রীত হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন দ্বারা অথবা ক্যাটালগ ও পত্র পাঠাইয়াও ব্যবসায়েরর চেষ্টা করা অসম্ভব নহে। তবে নমুনা সহ লোক পাঠাইতে পারিলেই ভালরূপ কার্য্যের আশা করা যায়। আমাদের কাজ এখানে বেশ ভালই হইয়াছে।

## "মাতালে"

কাণ্ডি হইতে মাত্র ১২ মাইল দূরে। রেলে যাওয়া যায় এবং উহাই ঐ লাইনের শেষ ষ্টেশন। আমি মোটরবাসে গিয়াছিলাম। উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত রবার বাগানের ও কোকো বাগানের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্ষুদ্র নদীতীর দিয়া সুন্দর সুবিস্তৃত রাস্তাদিয়া এই মোটরবাস ভ্রমণ পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। সমস্ত দৃশ্যের বিবরণ যদিও হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু তাহা বর্ণনা করার অদম্য বাসনাকে চাপিয়া রাখিয়া কাজের কথাই লিখিতে চেষ্টা করি। 'মাতালে' নামক হোটেলে ছিলাম। বেশ বন্দোবস্ত। নিরামিশ ভোজনের ব্যবস্থাও বেশ আছে। বাজার ও সহর খুব বড় না হইলেও খুব সুন্দর ব্যবসায়ের স্থান। চতুর্দ্দিকে চা বাগান, রবার বাগান আর কোকো বাগান; কাজেই সাহেব, কেরাণী ও কুলির আমদানী খুবই বেশী। আর সেই জন্য ব্যবসায়ও চলে বেশ চমৎকার।

কাণ্ডা স্বামী কোং, প্রেমদাসা, ক্রুজ্ পিলে, আপ্পুহামী, সৈয়দ্ আবু বেকার, ভি, কোষ্টা, ভিন্সেন্ট কোরেরা, এ, এল্, আবদুল হামিদ, জোসেফ্ কোষ্টা, ই, পিরিস্ প্রভৃতি ব্যবসায়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার কয়েকজন ব্যবসায়ী আমাকে কলিকাতার চটিজুতার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। যদিও এখানে আসিবার পর হইতেই আমার বন্ধু ও অংশীদার মিঃ শেঠ্ (Mr. Sheth) আমাকে ঐ সম্বন্ধে বলিতেছেন, কিন্তু আমি বিশেষ ভরসা করি নাই। বর্ত্তমানে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিতেছি, বাস্তবিকই বেশ ভালমতেই চটিজুতার ব্যবসায় করা চলে। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নিরাপদ হালদার নামক জনৈক ভদ্রলোক নারিকেল তৈল,হাট্, চটিজুতা ও সেগুন কাঠের আসবাব সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাকে চটিজুতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লিখিয়াছি। যদি ব্যবস্থা করেন,তবে বেশ ভাল কাজ দিতে পারিব, এমত আশা করি। আপনার পাঠকদিগের কেহ যদি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে চান, তাহা হইলে আমাদ্বারা যতদূর সাহায্যের সম্ভব তাহার ক্রটী হইবে না। তবে নমুনা ও দর পাঠান দরকার। আপনার পত্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা আমাকে লিখিলে সমস্ত সংবাদ সাদরে জানাইব।

ইহা ব্যতীত হারমোনিয়মের খরিদ্দার কাণ্ডিতে, এখানে ও অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রায় সকলেই কলিকাতা হইতেই আনান। উহারা ক্যাটালগ পাঠাইলেও কিছু কিছু অর্ডার পাওয়া অসম্ভব নহে। আগামী বৎসরে কলিকাতায় গিয়া আমারও উহার ব্যবস্থা করার একান্ত ইচ্ছা আছে।

আমার অংশীদার শেঠজী অন্যদিকে গিয়াছিলেন। এই মাতালে তাঁহার টেলিগ্রাফ্ পাই এবং প্রায় শতাধিক মাইল দূর হইতে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলিয়া

কার্য্যের জন্য আমিও পর দিবস তথায় রওনা হই। ইহার একটী প্রধান কারণ ছিল বলিয়া লিখিতেছি। ছাপাখানা সম্বন্ধে আমার যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে,তাহা অবশ্য আপনার অবিদিত নহে। কিন্তু আমার অংশীদারের সে সম্বন্ধে আদৌ কোন জ্ঞান নাই। আমারই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এবৎসর "বোম্বে কালেণ্ডার কোম্পানীর" সিলোনের জন্য এজেন্সী লইয়াছিলাম বলিয়া আমাকেই উক্ত কার্য্য একচেটিয়াভাবে করিতে হইয়াছে, এবং সেই জন্য শেঠজীর পরামর্শমতে তথায় আমার যাইতে হইয়াছিল। এই স্থানের নাম " তালোয়াকেলে "।

### "তালোয়াকেলে"

মাতালে হইতে রওনা হইয়া কাণ্ডি বা পেরাদ্ধনিয়াতে ট্রেণ বদলী করিয়া বৈকালে প্রায় ৩ টার সময় তালোয়াকেলে যাইয়া পৌছিলাম। শেঠজী তৎপর দিবস অন্যত্র রওনা হইলেন। আমি এখানকার সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া তবে অন্যত্র যাই। এই স্থানে এম্, ওয়াই, হেমচন্দ্র, বিক্রমমুরিয়া, লিওনাটম্, ডেভিস্ সিল্ভা, পিটার ডায়াস্ প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা সর্ব্বজাতীয় দ্রব্যেরই কারবার করেন। আমি সকলের নিকটই অর্ডার পাইয়াছি।

### "নুরালিয়া"

কলম্বো হইতে ১৩৫ মাইল দূর এবং সমুদ্র লেভেল হইতে ৬২০০ ফিট্ উচ্চ। তালোয়াকেলে হইতে আমাদের দ্বিতীয় সিংহলবাসী এজেণ্ট মার্সেল সিলভাকে সঙ্গে লইয়া প্রাতের ট্রেণে নুরালিয়া রওনা হই। "নানুয়া" নামক স্থানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমি সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিয়া থাকি। ইহাতে ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুবিধা হয়। বিশেষতঃ সঙ্গে প্রায়ই ৫।৬ টী সুটকেস্ ও অন্যান্য-নমুনাদি থাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে খরচেরও অনেক সুবিধা হয়। তার পর এটা সাধারণতঃ একটু চালবাজ দেশ। কাজে কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাকে বাধ্য হইয়াই ভ্রমণ করিতে হয়।

আমি অবশ্য আমার বাঙ্গালী পোষাকে ও খাদিতেই শোভিত হইয়া সর্ব্বত্র চলি। নানুয়া আসিয়া দেখি যে ৬।৭ হাত লম্বা ও অনুমান ৪ হাত চওড়া ছোট ছোট গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী, ২ খানি তৃতীয় শ্রেণীর, ৩ খানি মালগাড়ী ও একখানি এঞ্জিন লইয়াই এই বিরাট ট্রেণ। দ্বিতীয় শ্রেণী নাই, কাজেই ষ্টেশনে সন্ধান লইতে আমার এজেণ্টকে পাঠাইতে হইল। ষ্টেশন মাষ্টার নিজে আসিয়া প্রথম শ্রেণীতে তুলিয়া দিয়া গেল। এখান হইতে নুরালিয়া মাত্র মাইল সাতেক। কিন্তু উচ্চতার দূরত্ব প্রায় সহস্রাধিক ফুট। অবশ্য যাঁহারা দার্জ্জিলিং বা উটাকামণ্ড গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিশেষ বিশেষত্ব নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কয়েক ফুট মাত্র ব্যবধান দিয়া বারবার যখন ট্রেণ ক্রমশঃই উপরে উঠিতে থাকে, তখন বাস্তবিকই ইংরেজের কর্ম্মশক্তির উপর শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত না হইয়া পারে না। এই বিরাট পার্ব্বত্য ভূমির মধ্য দিয়া এই রেল লাইন সৃজন আর এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে চা বাগানের প্রতিষ্ঠা—ইহা কম কার্য্য-শক্তির কথা নহে। যাহা হউক ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই ছেলে খেলার গাড়ীতে চড়িয়া নুরালিয়া পৌছিলাম।

সহরটী অতি সুন্দর। শীত খুব বেশী। আমার খাদির জামা চাদর শীতের বেগ সহ্য করিতে সত্য সত্যই অক্ষম বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইলাম। বাধ্য হইয়াই আমার গুজরাট্ গোসযাবীর উলের সোয়েটার (নমুনা) সুটকেস্ হইতে বাহির করিয়া গায়ে দিতে হইল। "আত্মানং সর্ব্বতোরক্ষেৎ" নীতি অবলম্বন না করিয়া পারিলাম না। রিক্সা করিয়া সুন্দর একটী পার্কের

মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সহরের প্রান্তে উইও সন্ হোটেলে আসিয়া আড্ডা লইলাম। স্নানের গরম জলের ও নিরামিশ ভোজনে হুকুম করিয়া চলিলাম বাজারে কার্য্যের চেষ্টায়। এখানে দৈনিক ৬৲ টাকা হিসাবে হোটেলে দিতে হইয়াছে।

কে, আব্রাম্ লাহেবো, কে, এ. মহিদিন, পি বালচাঁদ এণ্ড সন্স্, এ, কে, ডি, সিল্ভা, এন্, এম্, ওমার, গ্রাণ্ড ওরিয়েন্টাল ষ্টোর্স্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে শাক সব্জী যথেষ্ট উৎপন্ন হয় এবং অনেকটা সস্তা। আমি কিছু কলম্বো পাঠাইয়া দিয়াছিলাম; বড় বাঁধাকপি ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ ।০ আনা করিয়া প্রত্যেকটী পাওয়া যায়।

এখানকার ব্যবসায়ীরা সর্ব্ববিধ দ্রব্যের ব্যবসা করেন। তবে উলের দ্রব্যের কাট্তি এখানে খুব বেশী। আমরা যদিও উহার কিছু কিছু সরবরাহ করিয়া থাকি, কিন্তু তুলনায় তাহা অতি সামান্য; কারণ ভারতে প্রস্তুত সোয়েটার, মাফ্লার, টুপি প্রভৃতির দাম বিদেশী জিনিষের তুলনায় দুর্ম্মূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখিয়া শুনিয়া আমি গুজরাট্ হোসিয়ারীকে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছি। যদি সস্তা সরবরাহ করা যায় তবে এই দিকের ২।৪টী স্থানের যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা আমার বিবেচনায় বেশ সন্তোষজনক।

ইহা ব্যতীত এই দিকেও চা ও রবার বাগানের কুলীদের জন্য কম্বল সমস্তই ভারত হইতে আসে। মহীশূরের বাঙ্গালোর হইতেই প্রায় সমস্ত কম্বল আসে। কিছু কিছু কাণপুর হইতেও আসে। এ সমস্ত কার্য্যে বেশী টাকা চাই; সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সে আশা করা একরূপ বাতুলতা মাত্র। তবে যদি কোন ধনী এইজাতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তবে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় করিতে পারেন। গরম জিনিষের ব্যবসায় যে কেহ ছোট খাট ভাবে নমুনা ও দর পাঠাইয়াও করিতে পারেন।

পি, বালচাঁদ এণ্ড সন্স সিন্ধুদেশবাসী। এখানে খুব বড় ব্যবসায়ী। এই কোম্পানীর মালিক আমাকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম (লোম সমেত) সরবরাহ করিতে পারিলে বড় বড় অর্ডার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যদি আপনার পাঠকদিগের কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট এবং অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দিতে পারি।

একদিনেই আমার কার্য্য শেষ করিয়া বৈকালে "সীতাশোক" দর্শন করিতে যাই। নুরালিয়া হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে বর্ত্তমান "হাক্কেলা" ও "কান্দাপালা"কেই ত্রেতাযুগের রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ও সীতা দেবীর অশোক কানন বলিয়া সকলে পরিচয় দেওয়ায় জীবনের এতবড় একটা আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে না পারায় তথায় রওণা হইলাম। কিন্তু কি দেখিলাম! হায়!—কোন চিহ্নই নাই, বলিতে বাধ্য হইয়াছি। এই হিন্দু বর্জ্জিত দেশে এখনও যে 'সীতাশোক' নামটা লোকমুখে শুনা গেল, ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করা ব্যতীত আর কি করিব?

মাইলের পর মাইল পার্ব্বত্যভূমি সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ। পরিচয় শুনিলাম যে—হনুমান যখন লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন তখন সমগ্র ভূভাগ কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়—আর তাহারই চিহ্ন আজও বিদ্যমান আছে। জানিনা সত্য কিনা—কিন্তু হিন্দু যখন তখন রামায়ণের কথা অবিশ্বাস করি কিরূপে? তারপর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাবণের রাজধানীর উপযুক্ত স্থান যে ইহা তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। দুঃখের বিষয় অশোক কাননের কোন চিহ্ন নাই। 'নাসিকে' যেমন পঞ্চবটীর খ্যাতি আজিও বিদ্যমান—'গড়াগে'

যেমন হনুমানের জন্মভূমির নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়—রামেশ্বরমে এখনও যেমন শ্রীরামচন্দ্র সেবিত শিবলিঙ্গ আজও তামিল ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সেবিত হইয়া সেই ত্রেতার সাক্ষ্যদান করিতেছি—এখানে তেমন কিছুই নাই।

### "নানুয়া"

তৎপরদিবস মুরালিয়া ত্যাগ করিয়া কয়েক মাইল দূরে নানুয়ায় যাই। এস্থানটী রেলওয়ে জংসন মাত্র। ছোট সহর। তবে গরম কাপড়াদি বেশ বিক্রয় হয়।

### "হাটন্"

সেই দিন বৈকালেই হাটন্ যাই। এটীও বেশ সহর। জে, এম্ মিরান্ডা এণ্ড সন্স্, কে, ডি, জি, ডি, সিল্ভা, মহম্মদ করিম প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন। সর্ব্বজাতীয় ব্যবসাই করেন। ষ্টীল ট্রাঙ্কের সস্তা কল সরবরাহ করিতে পারিলে বেশ চলে। এইস্থান হইতে ১০ | ১২ মাইল দূরে ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে অ্যাডামস্ পিক (Abam's Peak) অবস্থিত। সিলোনের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় বলিয়া পরিচিত। যাওয়া ও পাহাড়ে ওঠা বড় দুস্কর। দল বাঁধিয়া যাইতে হয়।

অ্যাডাম্স্ পিক্ পর্ব্বতে একটী শিবমন্দির আছে। প্রবাদ যে উহা রাবণ প্রতিষ্ঠিত সেই ত্রেতাযুগ হইতে এখানে বর্ত্তমান আছে। এই পিক্ হইতে সূর্য্যোদয় দর্শন একটী মনোরম দৃশ্য। কত দেশ বিদেশ হইতে বহুলোক এখানে আসিয়া থাকেন। প্রাতঃসূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন পরিষ্কার দেখা যায় যে একবার উঠিয়া পুনরায় ডুবিয়া যায়—এইরূপে তিনবারের পর সূর্য্যোদয় হয়। হিন্দুরা বলেন যে, রাবণ সেবিত শিবকে সূর্য্যদেব তিনবার প্রণাম করিয়া তবে উদিত হন। বৈজ্ঞানিক অবশ্য অন্য কথা বলিয়া থাকেন। এই আডাম্স্ পিক্ সম্বন্ধে খৃষ্টানেরা দাবী করেন যে, 'অ্যাডাম্ (Adam) এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মুসলমানেরা বলেন "বাবা আদম" এখানে আসিয়াছিলেন—আর বৌদ্ধেরা বলেন যে ভগবান বুদ্ধ এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যিনিই যাহা বলেন—প্রকারান্তরে ইহা সর্ব্বধর্ম্মীর তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য আধুনিকেরা মানেন না।

### "নওয়ালাপিটিয়া"

সহরটী বেশ সুন্দর। ভাড়া গাড়ীর পরিবর্ত্তে মোটরকারই চলিয়া থাকে এবং চার্জ্জও বেশী নয়। ডি, এচ্, আব্দু আপ্প, দি আর্মিষ্টিস্, এম্, কাদের সাহেবো, বাচ্চা সাহেবো, ডি, জি, লরেনসুহেওয়া, কে, জি, সলোমনস্ এম্, ই, আবদুল করিম এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী। উলের জিনিষ এখানেও বেশ ভালরকমই চলে। চলিয়া আসিবার সামান্য সময় পূর্ব্বে শুনিলাম যে এখানে একজন বাঙ্গালী আছেন। তাঁহার নাম এ, ঘোষ ( অঘোরনাথ ঘোষ )। তিনি একটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে গত ২।৩ বৎসর নিযুক্ত আছেন; অবিবাহিত যুবক। দেখা করিবার একান্ত বাসনা থাকা সত্ত্বেও সময় অভাবে পারিয়া উঠি নাই, কারণ তিনি সহর হইতে বহুদূরে থাকেন।

### "গাম্পোলা"

এটী ছোট সহর। ভাল ব্যবসাস্থান না হইলেও নিতান্ত মন্দও নহে। ই, আহমদ্ সাহেবো, লিওনারস্ সিল্ভা, এ, কোষ্টা, এই কয়টী দোকানই উল্লেখযোগ্য। পিতলের ড্রয়ার ও আলমারীর কল, হ্যাট্ ও চটিজুতার জন্য এখানেও সকলে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। আমরা এখানে থাকি বলিয়া সকলেরই একটা বিশ্বাস ক্রমশঃই বাড়িতেছে, সেই জন্যই সকলে আমাদের মধ্য দিয়া সমস্ত ভারতীয় দ্রব্য লইবার অভিলাষী। আর সেই জন্য আমাদিগকেও সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হয়।

## "কেগাল"

'গাম্‌পোলা' হইতে ট্রেণে আসিয়া 'পোলগেওলা' নামক স্থানে নামিয়া ১২ মাইল মোটরবাসে যাইতে হয়। এখান হইতে কলম্বো মাত্র ৫০ মাইল। এখানকার হাইল্যাণ্ডএ অবস্থিত রেষ্ট্‌ হাউস্‌টী অতি মনোরম; কিন্তু ব্যবস্থা ভারতীয়ের পছন্দমত নয়। যাহা হউক, তথায় থাকিতে বাধ্য হইলাম।

এখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে জে, এম্‌, এস্‌ মিরাণ্ডা এণ্ড কোং, পি, জে, কোরেরা, ম্যানুয়েল রড্রিগো, চিন্নে পিলে প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা অন্যান্য স্থানেরই মত। বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই নাই। এখান হইতে ৫০ মাইল মোটরবাসে করিয়া কলম্বো আসিয়াছি।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। নুরালিয়াতে এক ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক বর্ষাকালে হ্যাটে ব্যবহারের জন্য যে ট্রান্সপ্যারেণ্ট ঢাকুনি (Trasparent cover) ব্যবহৃত হয়, উহার সংবাদ জানিতে চান। আমি সংবাদ লইয়া জানাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। আপনার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ ইহার সম্যক বিবরণ আপনার পত্রিকায় লেখেন বা আমাকে জানান, তাহা হইলে আমার শক্তিমত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিব। উহার বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিতে পারি।

যদি কেহ উহার প্রস্তুত প্রণালীর স্বত্ব বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত থাকেন, উক্ত ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক সাগ্রহে খরিদ করিতেও রাজী আছেন। তবে আমি কাহাকেও তাহা করিতে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক নই। আমার ইচ্ছা যিনি উহা জানেন তিনি বাঙ্গালার বা ভারতের অর্থে ও সামর্থ্যে উহা যথাসম্ভব উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে থাকুন। বিক্রয়ের ভার কিছু কিছু আমরা লইতে প্রস্তুত আছি।

ইতিমধ্যে ৪এ, ঈশ্বরমিল্‌ লেন হইতে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এখানে কোন ব্যবসায় করা চলে কিনা সে সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া এক পত্র লেখেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে জানাইয়াছি যে শ্রাবণ হইতে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' আমার লিখিত যে, "কলম্বোর পত্র" প্রকাশিত হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া যে বিষয়ে তিনি প্রবৃত্ত হইতে চান তাহা জানাইলে তাহার যথাযথ সংবাদ জানাইব।

অন্য পত্রের কলেবর বড় বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া অন্যান্য অনেক বিষয় লেখার থাকিলেও পর পত্রের জন্য রাখিয়া অদ্য নমস্কারান্তে এখানেই বন্ধ করিলাম। আপনার পাঠকদিগের মধ্যে কেহ এবং আমার বাঙ্গালাদেশের বেকার যুবকসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যদি কেহ আমার পত্রপাঠে কোন কার্য্যে অগ্রসর হন তাহা হইলে পরম আনন্দিত হইব।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনার পত্রিকার দিন দিন উন্নতি হউক। নিবেদনমিতি—

ভবদীয়—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

---

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

# ভারতীয়

## থাইমল গাছ প্রভৃতি

( পি—১৬১ ) কাশ্মিরের অন্তর্গত শ্রীনগরের জনৈক ব্যবসায়ী থাইমল গাছ, আর্টেমিশিয়া ( Artemisia ) এবং ইনুলা গ্রাণ্ডিফ্লোরা ( Inula Grandiflora ) প্রভৃতির খরিদ্দারদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[ T. J. 7 X. ]

## করঞ্জি তৈল

( পি—১৬২ ) বোম্বায়ের অন্তর্গত বেলগাঁর জনৈক ব্যবসায়ী করঞ্জি তৈলের ( Karanji oil ) ক্রেতাদের সন্ধান চাহেন।

[ T. J. 7 X. ]

# বৈদেশিক

( পি—১৬৩ ) কানাডার অন্তর্গত ভাঙ্কুবারের (Vancouver) জনৈক ব্যবসায়ী ভারত হইতে প্লেন এবং ডোরা কাটা বুরলাপ ( Burlap ) সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[ T. J. 7 X.]

## কেসিন

( পি—১৬৪ ) জার্ম্মানীর অন্তর্গত হাম্বার্গের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতে কেসিন রপ্তানিকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 7 X.]

## নারিকেল তৈল

(পি—১৬৫) কানাডার অন্তর্গত ভাঙ্কুবারের জনৈক সংবাদদাতা ভারত হইতে নারিকেল তৈল রপ্তানিকারকদের সংবাদ চাহেন।

[T. J. 7 X.]

# ভারতীয়

## বাছুর ও ছাগলের চামড়া

(পি—১৫৩) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বই বাঁধাইয়ের জন্য বাছুর এবং ছাগলের চামড়া চাহেন। যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন, তাঁহারা সন্ধান লউন।

[ T. J. 14 X. ]

# বৈদেশীয়

## পিপীচিয়া নাটগল প্রভৃতি

(পি—১৬৭ ) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যক্তি রঙ

করিবার জন্য এবং রঙ্ ধরাইবার জন্য যে পিষ্টাচিয়া (Pistachia Nut Gall) ব্যবহৃত হয়, তাহা চাহেন। যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা সন্ধান লউন।

[T. J. 14 X.]

# ভারতীয়

## পিচ ব্লেণ্ড

(পিচ—১৬৮) কলিকাতার জনৈক ব্যক্তি পিচ ব্লেণ্ড ( Pitch Blend ) সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন।

[ T. J. 14. ]

# বৈদেশিক

## পাট ও পাটের জিনিষ

(পি—১৬৯) ভারত হইতে যাঁহারা পাট এবং পাটের জিনিষ রপ্তানি করেন, আর্জ্জেনটাইন্ রিপাবলিকের অন্তর্গত বুনোজ এয়ারে (Buenos Aires) জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক।

[T. J. 14 X.]

# ভারতীয়

## কাশ্মিরী দ্রব্য

( পি—১৭০ ) কাশ্মিরের অন্তর্গত শ্রীনগরের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতে পেপের মেচির জিনিষ, ওয়ালনাট কাঠের আসবাব, সূচের কাজ, সুমদা রাগ প্রভৃতি কাশ্মিরী পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট নিযুক্ত করিতে চাহেন।

[T. J. 12 X.]

# বৈদেশিক

## হেসিয়ান কাপড় ও চটের থলে

( পি—১৭১ ) চীনদেশের অন্তর্গত সাংহাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী ভারত হইতে হেসিয়ান কাপড় এবং চটের থলে সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 21 X.]

## স্যাভায়ার

( পি—১৭২ ) লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী বার্ম্মার স্যাভায়ার সরবরাহকারীদের সংবাদ চাহেন।

[T, J, 21, X]

# ভারতীয়

## বিড়ির তামাক

( পি—১৭৩ ) সিংভূমের জনৈক ব্যবসায়ী বিড়ির তামাক [ Biri tobacco ] সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 28 X.]

## রঙিন ছোবড়া

( পি—১৭৪ ) দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত কোলাচনের জনৈক ব্যবসায়ী রঙিন ছোবড়া প্রভৃতির (Dyed Palmyra Fibre and Palmyra stalk ) ক্রেতাদের সংবাদ চাহেন।

[T. J. 28 X.]

## ঘোড়া গরু ইত্যাদির চুল

( পি—১৭৫ ) জম্মুর জনৈক ব্যবসায়ী ঘোড়ার চুল, গরুর চুল, পাখীর পালক প্রভৃতি সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 28 X.]

### লাপিস লাজুলি

[ পি ১৭৬ ] দিল্লীর জনৈক সংবাদদাতা লাপিস লাজুলি [ Lapis Lazuli ] প্রস্তরের ক্রেতাদের সংবাদ চাহেন।

[T. J. 28 X.]

### নক্সভমিকা ও সার্ডাইন মাছের তৈল

[ পি —১৭৭ ] কালিকাটের জনৈক ব্যবসায়ী নক্সভমিকা ও সার্ডাইন মাছের তৈলের ক্রেতাদের সংবাদ চাহেন।

[T. J. 28 X.]

### ছোবড়া, পাট, খয়ের, শিমুল তুলা এবং বীজ রহিত তেঁতুল

[ পি—১৭৮ ] সিংভুম জেলার জনৈক ব্যবসায়ী ছোবড়া, [Palmyra Fibre], পাট, খয়ের, শিমুল তুলা এবং বীজ রহিত তেঁতুলের ক্রেতাদের সংবাদ জানিতে চাহেন।

[T. J. 28 X]

### কাঠ বিড়ালীর চামড়া

[ পি—১৭৯ ] স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বাতাসে শুষ্ক কাঠবিড়ালীর চামড়া ক্রয় করিতে চাহেন। যাহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহারা সত্বর অগ্রসর হউন।

[T. J. 28 X.]

## বৈদেশিক

### ক্রোম ওর

[ পি—১৮০ ] নিউইয়র্কের জনৈক ব্যবসায়ী ক্রোমওর [Chrome Ore] রপ্তানিকারকদের সংবাদ জানিতে চাহেন।

[T. J. 28 X.]

### চট এবং পাটের জিনিষ

( পি—১৮১ ) দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ডার্কানের জনৈক ব্যবসায়ী, ভারত হইতে যাঁহারা চট এবং পাটের জিনিষ রপ্তানি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এজেণ্ট হইতে চাহেন।

(T. J. 28 X.)

### পাতগালা, মসলা প্রভৃতি

( পি—১৮২ ) ভারত হইতে যাঁহারা পাতগালা, মসলা এবং ঔষধ রপ্তানি করিতে চাহেন, জার্ম্মানীর অন্তর্গত হাম্বার্গের জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের কমিশন এজেণ্ট হইতে চাহেন।

[T. J. 28 X.]

## ভারতীয়

### মাখম

( পি—১৮৩ ) বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নবসরির (Navsari) জনৈক মাখম প্রস্তুতকারক কলিকাতায় তাঁহার মাখম কাটতি করিতে চাহেন। কলিকাতায় যাঁহারা মাখমের ব্যবসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ উক্ত মাখম প্রস্তুতকারকের এজেণ্ট হইতে চাহেন, তাহা হইলে সত্বর আবেদন করুন।

[T. J. 4 XI.]

### ঔষধ

( পি—১৮৪ ) যাঁহারা দেশী ঔষধ, গাছ গাছড়া প্রভৃতি ক্রয় করিতে চাহেন, অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 4 XI.]

### তিসি, রেড়ি, সরিষা প্রভৃতি

( পি—১৮৫ ) ম্যাঞ্চেষ্টারের এক ব্যবসায়ের প্রতিনিধি বর্ত্তমানে বোম্বায়ে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি তিসি, রেড়ি, সরিশা, হরিতকি প্রভৃতি রপ্তানি-কারকদের সম্পর্কে আসিতে চাহেন।

[T. J. 4 XI.]

### কমলালেবুর খোসা

[ পি—১৮৬ ] যাঁহারা কমলালেবুর খোসা সরবরাহ করিতে পারিবেন, কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 4 XI.]

### শূয়ারের বিষ্ঠার সার

[ পি—১৮৭ ] যাঁহারা শূয়ারের বিষ্ঠার সার বা শূয়ারের শুষ্ক বিষ্ঠা ক্রয় করিতে চাহেন, মান্নারগুড়ির জনৈক ব্যবসায়ী উহা সরবরাহ করিতে পারেন।

[T. J. 4 X1.]

### সোপষ্টোন

[ পি—১৮৮ ] জয়পুরের জনৈক ব্যবসায়ী সোপ-ষ্টোণের খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

[T J. 4. XI]

### পশমের টুক্‌রা

[ পি—১৮৯ ] আগ্রার জনৈক ব্যবসায়ী পশমের ছাঁটের খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

[T. J. 4 XI.]

## বৈদেশিক

### মানুষের অস্থি

[ পি—১৯০ ] মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত চিকাগোর জনৈক ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক কার্য্যব্যপদেশে মানব অস্থির রপ্তানি করিতে চাহেন; তিনি সরবরাহ সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[T. J. 4 XI.]

### উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ

[ পি—১৯১ ] লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈল বীজ,যথা—তিসি, কোপ্‌রা, চীনাবাদাম, রেড়ি, তিল, প্রভৃতির এজেণ্ট হইতে চাহেন।

[T. J. 4 X1.]

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাবে থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

## পুরীর পত্র

"রাধাশ্যাম কুঞ্জ"
স্বর্গদ্বার ( সমুদ্র পার )
পুরী
১২ কার্ত্তিক, ১৩৩৩

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়!

অদ্য পুরীর প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের নাম পাঠাইলাম। পুরীর নাম হিসাবে সহরটী খুব ছোট। প্রায়ই উড়িষ্যাবাসীদের ছোট ছোট খুচরা দোকান। ষ্টেষণ হইতে সহর প্রায় দুই মাইল দূরে। এখানে মানুষ টানা গাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর যথেষ্ট পাওয়া যায়, বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা এখানকার শ্রমিক, মুটে ও গাড়োয়ানদের মজুরী অনেক কম। জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে সমুদ প্রায় দেড় মাইল দূরে। এই সমুদ্রের পারে এত প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় যে এখানে মৎস্যের ব্যবসায় খুব ভাল ভাবে চলে। কেবল দুইজন হইলেই একাজ করিতে পারা যায়—এক জনকে কলিকাতায় থাকিয়া মৎস্য বিক্রয় করিতে হইবে, আর অপর জনকে পুরী হইতে মৎস্য পাঠাইতে হইবে। বাঙ্গালী কেবল, হা চাকুরি, হা চাকুরি, করিয়া পথে পথে ঘুরিতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ের কথা শুনিলেই তাহাদের গায়ে জ্বর আসে।

এই সেই দিন সমুদ্রের পারে আমাদের এই "রাধাশ্যাম কুঞ্জ" ভাড়া নেওয়ার সময় এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছিল। তিনি একজন মৎস্য-ব্যবসায়ী। তিনি বাড়ী ও কয়েকখানি সংবাদ পত্রের এজেণ্ট হইলেও, মৎস্যের ব্যবসায়ই তাঁহার প্রধান। এই ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট আয়। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম যে, আপনার আয় বোধ হয় মাসিক দুই শত টাকার উপর। তিনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল মাত্র একটু হাসিলেন। তিনি এখানে ৯।১০ বৎসর যাবত এই ব্যবসায় করিতেছেন। প্রতি বৎসর পুরীতে কত শত শত বাঙ্গালী যুবক আসেন, কিন্তু কেহ ভুলেও এই ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

সমুদ্র ফেনা ( যাহা বেণেতী ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিয়া থাকেন ) এখানে যথেষ্ট সংগ্রহ করা যায়। "নুলিয়া" ছেলেদের কিছু কিছু পয়সা দিলেই তাহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া দেয়। এইরূপ এখানে অনেক ব্যবসায় আছে, যাহা খুব অল্প মূলধনে করা যাইতে পারে। বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহাদের ব্যবসায় করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগকে আর ব্যবসায়ের সন্ধান বাতলাইয়া দিতে হয় না। তাঁহারা আপনা হইতে পথ বাহির করিয়া লইতে পারেন।

বাঙ্গালী যদি ব্যবসায় করিতেই শিখিবে, তবে আফিসের হাড়ভাঙ্গা কলমের খাটুনি খাটিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরীতে যক্ষ্মা রোগ লইয়া আসিবে কে?

ইতি—
বশম্বদ
শ্রীরাধাকান্ত বণিক

---

## পোঃ এবং জেলা পুরী, রেলওয়ে ষ্টেষন পুরী, বি, এন, আর

### ঘৃত, ময়দা, চিনি, লবণ সুপারী প্রভৃতি বেণেতী মসল্লা বিক্রেতা

১। মিঃ তার মহম্মদ বাবু
( বড় পাইকারী বিক্রেতা )
২। শ্রীযুক্ত শেঠ বাবু হোসেন ( ঐ )
৩। ,, গদাই সাহু ( ঐ )
৪। ,, [illegible]নমালী কর
৫। ,, বলদেব প্রসাদ ভকত
৬। ,, পট্টম জগন্নাথ মহাপাত্র
৭। ,, নারায়ন পাত্র

### ষ্টেশনারী ইত্যাদি বিক্রেতা

১। মেসার্স আর, এন, সাহা এণ্ড কোং
ওয়াইন এণ্ড জেনারেল মার্চেন্টস্
২। মিঃ গোলাম মোস্তাফা

৩। মিঃ মহম্মদ আমিরুল্ল্যা
৪। ,, সমুদ্র খাঁ
৫। ,, মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৬। মেসার্স চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
৭ বি, এন, আর হোটেল
৮। ক্যাটারিং ষ্টোর ডিপার্টমেণ্ট (রেলওয়ে ষ্টেষন)

## বস্ত্র বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত চন্দুরাম কালুরাম
২। ,, ঈশ্বর প্রসাদ অযোধ্যা প্রসাদ
৩। ,, বিরিদী চাঁদ মহাদেব রাম
৪। ,, ধ্রুবসাহু বাসুসাহু
৫। ,, হরি বেহারা বালু বেহারা
৬। ,, ননীগোপাল বানার্জ্জী
৭। ,, হরি সাহু
৮। ,, দীনবন্ধু সাহু
৯। ,, কংগ্রেস খাদি ভাণ্ডার
১০। ,, আরতথ রাথ খুটিয়া

## এলোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রাও
লায়নস্ গেট্ ফার্ম্মেসী
২। ,, গগনচন্দ্র দাস গুপ্ত
গগনচন্দ্র ড্রাগিষ্ট হল
৩। ,, গোপালচন্দ্র গোস্বামী
জগন্নাথ ডিস্পেনসারী
৪। ,, পূর্ণচন্দ্র মিত্র
টেম্পল ফার্ম্মাসী

## হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

১। ডাক্তার এস, এন, বানার্জ্জী,
এইচ্, এল, এম, এস্

## কবিরাজী ঔষধ বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কাব্যতীর্থ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ভাণ্ডার
২। ,, প্রকাশচন্দ্র তর্করত্ন
৩। ,, রামচন্দ্র চন্দ
৪। ,, মাগুণী ব্রহ্মা
৫। ,, পূর্ণচন্দ্র রথ
৬। ,, শ্রীপতিসামন্ত রায়

## সাইকেল বিক্রেতা

১। মেসার্স মিত্র এণ্ড কোং
মোটর সরঞ্জাম বিক্রেতা
২। ,, মিশ্র এণ্ড সনস্
৩। ,, মিশ্র এণ্ড ব্রাদার্স

## পেট্রোল বিক্রেতা

১। মেসার্স মিত্র এণ্ড কোং
২। ,, এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড কোং

## সেলাইর কল

১। সিঙ্গার সিউয়িং কোম্পানী

## কয়লা ও চূণ বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত
২। ,, আশুতোষ সরকার
৩। ,, ননীগোপাল বানার্জ্জী
ইটের কারবার আছে

## কাষ্ঠ বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ চিয়ারা
২। ,, আশুতোষ সরকার
৩। ,, জগন্নাথ সাহু
৪। মেসার্স সুর ব্রাদার্স

৫। শ্রীকৃষ্ণ টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বানার্জ্জী

## দর্জ্জির দোকান

১। শ্রীযুক্ত মদন মোহন কুণ্ডু
২। " বিমলা চরণ আণ্ডি

## ব্যাঙ্কস্

১। পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত ভূদেব চন্দ্র বানার্জ্জী
২। জগন্নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মোহান্তী
৩। কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

## পাঠাগার

২। রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী

## হোটেল

১। বি, এন, আর হোটেল
২। ভিক্টোরিয়া ক্লাব এণ্ড্ সেনিটোরিয়াম
৩। পেলেস হোটেল
৪। আর্য্য নিবাস
৫। দি লজ
৬। দি রেষ্টরেণ্ট

## ধর্ম্মশালা

১। রামচন্দ্র গোেণেকা ধর্ম্মশালা
২। গণপত রাম খেমকা ধর্ম্মশালা
৩। মদনমোহন পাল আশ্রম
৪। ধন্ধী মূলজী ধর্ম্মশালা
৫। আগিয়া রাম মতিলাল
৬। গঙ্গাধর নিলে
৭। হরিরাম বেলজী
৮। মহাবীর প্রসাদ
৯। কানাইলাল বাগলা

## জুয়েলার্স

১। শ্রীযুক্ত মোহন চুণরা বনমালী চুণরা
২। " শঙ্কর লাল

## ফটোগ্রাফার্স

১। মেসার্স গুহ ব্রাদার্স
( ছবি বিক্রেতা )

## ছাপাখানা

১। দি উড়িষ্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২। জগন্নাথ প্রেস
৩। পুরুষোত্তম প্রেস

## মৎস্যব্যবসায়ী

১। মিঃ এল, জি, নোরোনা
( ইটের ব্যবসায়ও আছে )

## এজেন্টস্

১। দি হাউস্ এজেন্সী ডিপার্টমেণ্ট
( আণ্ডার দি জগন্নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ )
২। মিঃ এল, জি, নোরনা
( নিউস পেপার এজেণ্ট )

## সংবাদপত্র

১। "শক্তি" ( সাপ্তাহিক পত্রিকা, উড়িষ্যা ভাষায় শক্তি আফিস হইতে প্রকাশিত )
২। "সমাজ" ( সাপ্তাহিক পত্রিকা, উড়িষ্যা ভাষায় সমাজ আফিস হইতে প্রকাশিত )

# অল্প মূলধনে ব্যবসায়

দেশের যুবক সাধারণের মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, ব্যবসায় করিবার প্রেরণা আসিয়াছে,—এমনিতর একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া চাকরির বাজারে উমেদারের সংখ্যা কমিয়াছে, এমন কথা কেহ মনেও স্থান দিবেন না। জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দেয়, ব্যবসায় করিবার সামর্থ্য যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কি আর চাকরি করিতে আসে? টাকা কই?

ব্যবসায় করিবার কথা যাহারা মনেও স্থান দেয় নাই, বাল্যকাল হইতে যাহারা

"লেখা পড়া করে যে,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে"

ইহাই শুধু লিখিয়া আসিয়াছে, এবং আওড়াইয়া
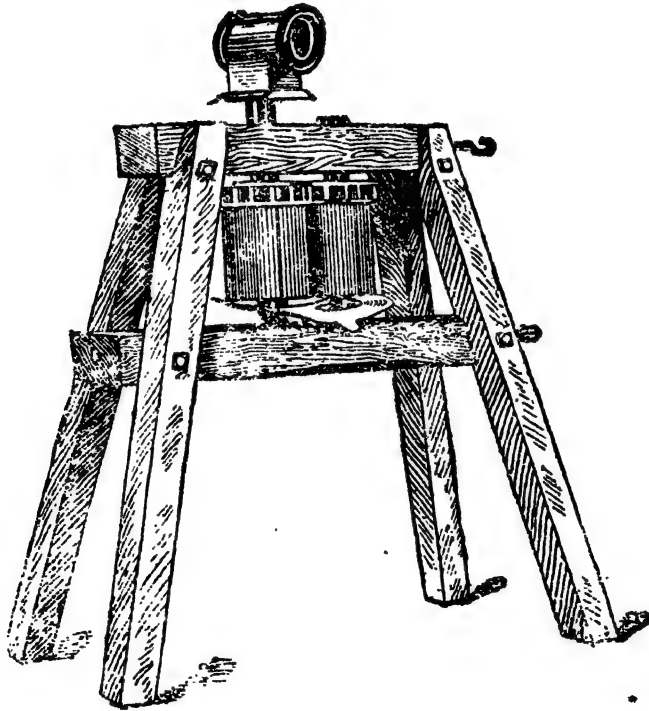
এইখানে দুই রোলার যুক্ত আক মাড়া কলের চিত্র প্রকাশিত হইল।

আসিয়াছে, যাহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এবং জ্ঞানলাভের সাথে সাথে চাকরিরই ধ্যান করিয়াছে, আজ হঠাৎ দেশ শুদ্ধ লোক যখন তাহাদের ডাকিয়া "ব্যবসায় কর ব্যবসায় কর" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন তাহাদিগের প্রাণে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিলেও কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার মত সাহস,

উদ্যম এবং উৎসাহ তাহাদিগের মধ্যে আদৌ দেখা যাইতেছে না। তাহাদের মনের ভাব যেন এই যে, তোমরাই ত শৈশব হইতে শিখাইয়াছ, যেমন তেমন লেখা পড়া শিখিলে ঘি ভাত জুটিবার সম্ভাবনা, আজ সেই আশৈশব সংস্কার এক নিমেষে বিদূরিত হইবে কিরূপে?

ব্যাপার হইয়াছে ইহাই। তাই দেশের যুবক সাধারণের মধ্যে ব্যবসায় করিবার আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রবল হইলেও চাকরি করিবার মোহ কিন্তু সমস্ত অন্তরকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার উপর আরামপ্রিয়তা বাঙ্গালী যুবককে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে। ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তণ সত্ত্বেও বাহিরে কোঁচার পত্তনের আড়ম্বর করিয়া বাঙ্গালী অলস ভাবে জীবন যাপন করিবে, তবুও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য যে পরিশ্রম করা প্রয়োজন তাহা করিবে না। এমনি কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে এই বাঙ্গালী জাতি। তাই বাঙ্গালীর গৃহে অন্ন নাই, অথচ এই বাঙ্গালীর দেশেই মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, গুজরাটি বোম্বেওয়ালা স্বর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

বাঙ্গালী বলিবে টাকা কই? ব্যবসায় করিতে হইলে টাকার প্রয়োজন বটে, কিন্তু একান্ত প্রয়োজন নয়। টাকা থাকিলে সহজেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামা যায় সত্য, কিন্তু টাকা না থাকিলে যে ব্যবসায়ী হওয়া যায় না, তাহা নহে। দরিদ্র কৃষ্ণপান্তি নিঃসম্বল অবস্থা হইতে কেমন করিয়া কোটিপতি হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিবার সময় বিবৃত করিয়াছি। এবং কত মাড়োয়ারি লোটা কম্বল সম্বল করিয়া বাঙ্গলায় আসিয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন ত চক্ষের সম্মুখেই রহিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর অব্যবসায়ী হইবার কারণ টাকার অভাব নয়—মনের অভাব।

মাড়োয়ারী যুবক অর্থাভাবে প্রপীড়িত হইয়া চাকরির উমেদারি করিতে ছুটে না,—বাঙ্গালীর কাছে নিতান্ত হেয় কাজ চাণাচুর ফেরি করে, গোলাপি রেউড়ি বিক্রয় করে, "এক টাকায় তিনখানা কাপড় একখানা ফাউ" হাঁকিয়া সারাদিন পথে পথে ঘুড়িয়া বেড়ায়, তথাপি গোলামি করিতে ছুটে না। "শিল কাটাবে গো" বলিয়া হাঁকিয়া যায় হিন্দুস্থানী, আলু, তেল কেরাসিন ইত্যাদি ফেরি করে অবাঙ্গালী, মুদির দোকান সাজাইয়া বসে মাড়োয়ারি, পথের ধারে যে সকল দোকান বাঙ্গালীকে খাদ্য সরবরাহ করে, তাহাও বাঙ্গালীর নয়।

অবাঙ্গালী যাহারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পথের সন্ধানে ছুটিয়া যায়—টাকা নাই, নিতান্ত সামান্য পুঁজিতে যে ব্যবসা হয়, তাহা করাও তাহারা শ্রেয়ঃজ্ঞান করে; কিন্তু বাঙ্গালীর পায়ের কাছে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের যদি কোন পথ আসিয়া হাজির হয়, তাহা হইলে না হয় তাহারা দেশের ও দশের মুখ চাহিয়া বাহির হইতে পারে।

পথ পায়ের কাছে আসিয়া হাজির হয় না, পথের সন্ধানে ছুটিয়া যাইতে হয়। অবাঙ্গালী পথের খোঁজে ছুটিয়া যায়, তাই পথ তাহাদের কাছে ধরা দেয়, উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, আর বাঙ্গালীর কাছে পথ দুরধিগম্যই হইয়া থাকে। যে মাড়োয়ারি একদিন ফেরিওয়ালা ছিল এবং নিজের চেষ্টার বলে আজ গদিয়ান হইয়া বসিয়াছে, সেই গদিতেই ত্রিশটাকা বেতনের চাকরিও বাঙ্গালীর নিকট শ্রেয়ঃ—ইহাই বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মনোভাব (এই মনোভাবই বাঙ্গালীকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, এই মনোভাবই বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার প্রধান বিঘ্ন। বাঙ্গালী যুবক যদি সত্যই ব্যবসায় ব্রতী হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার এই মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

পথ আছে বহু। প্রত্যেক মানবের সামর্থ্যানুযায়ী
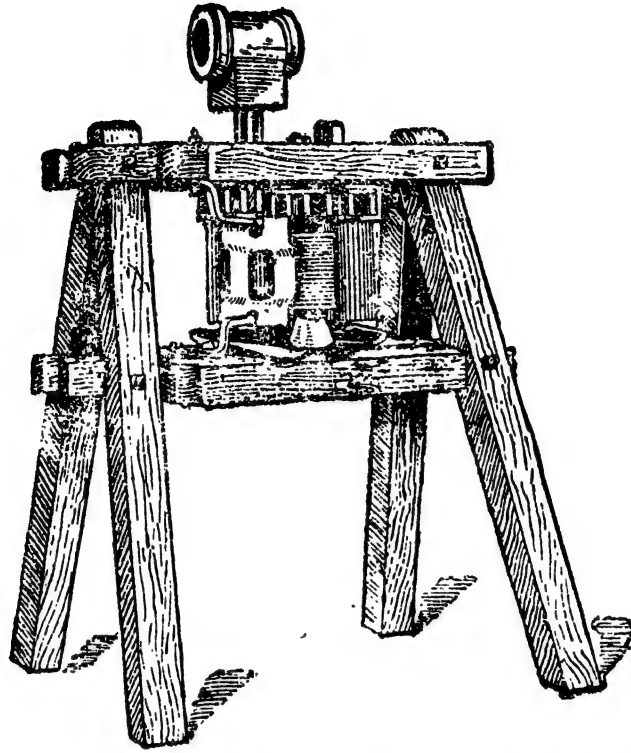
**এইখানে তিন রোলার যুক্ত আক মাড়া কলের চিত্র প্রকাশিত হইল।**

ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ নানা ব্যবসায় আছে। অল্প মূলধনে কি কি ব্যবসায় করা যায়, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। এই অধ্যায়েও আমরা আরও কয়েকটি অল্প মূলধনে ব্যবসায় করিবার পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।
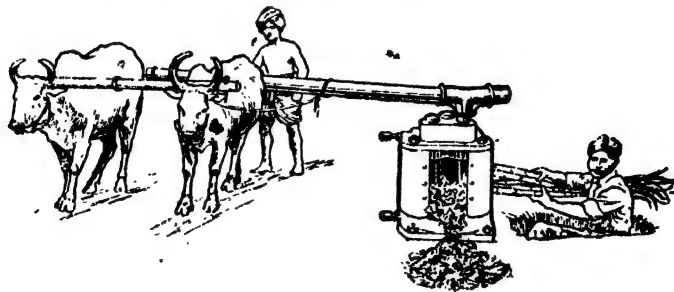
**এক জোড়া বলদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুই রোলার যুক্ত আকমাড়া কলে আক পেষা হইতেছে। একদিক দিয়া আক পুরিয়া দেওয়া হইতেছে, আর কলের মধ্যে সেই আক পিষ্ট হইয়া ছিদ্র পথে রস বাহির করিয়া দিতেছে এবং অন্য রাস্তায় আখের ছিব্‌ড়াগুলি বহির হইয়া যাইতেছে।**

আকমাড়াই কল লইয়া স্বাধীনভাবে ছোট খাঁট ব্যবসায় অনায়াসে চলিতে পারে। বিহার অঞ্চলে আকের চাষ প্রচুর হয়। সুতরাং একটী কল লইয়া বিহারে কিম্বা যেখানে প্রচুর আকের চাষ হয়, সেই স্থানে বসিলে গুড়ের ব্যবসায় করিতে পারা যায়। গুড়ের ব্যবসায় বিশেষ অর্থ-সাপেক্ষ নয়, কিন্তু উহার মধ্যে কিছু শিক্ষা-সাপেক্ষত্ব আছে বটে।

গুড়ের ব্যবসায় না ফাঁদিয়াও উহার সাহায্যে বেশ
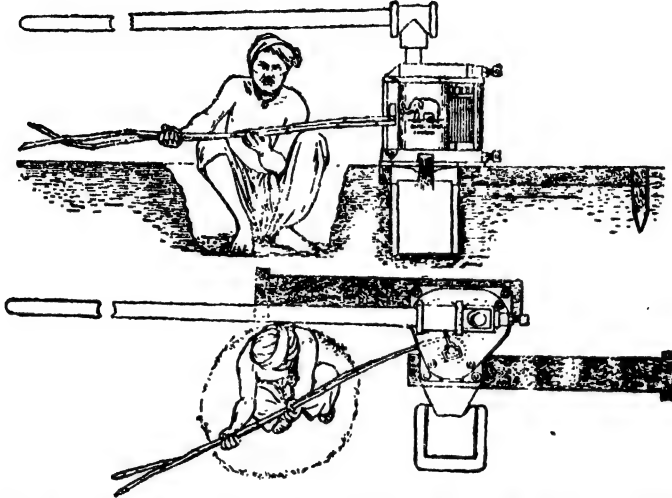
উপরের চিত্রে দেখান হইয়াছে যে কল চালক জমির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া নিজের আসন এমন ভাবে করিয়া লইয়াছে যে কল চালাইবার সময় বলদের জোয়াল তাহার মাথায় না লাগে। নীচের ছবিতেও ঐ ব্যাপারটি আর এক ভাবে দেখান হইয়াছে।

কিছু উপায় করিতে পারা যায়। আকের ফসল যখন উঠান হয়, তখন চাষীরা উহা মাড়াই করিয়া রস বাহির করিতে উদ্যোগ করে। এই সময় যদি তাহাদের সম্মুখে এই কল লইয়া উপস্থিত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা উক্ত কল দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে যাহার যেরূপ প্রয়োজন সেই মত ভাড়া লইয়া উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে আক পেষণ করিয়া লইতে পারে। এইরূপ করিয়া অনেকে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। কেহ আক মাড়াই কলের সঙ্গে বলদ রাখে, কেহ রাখে না। যে রাখে না, তাহার কলে আক মাড়াই করিবার জন্য চাষী তাহার নিজের বলদ সঙ্গে আনে। অবশ্য যাহার কলের সঙ্গে বলদ থাকে, তাহার যে কলের ভাড়া অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সকল দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, উহার মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই এবং উহা আজীবন স্থায়ী হয়। এই কলের সাহায্যে চাষীরা কিরূপে আক মাড়াই করে, তাহারও চিত্র প্রদান করা হইল। অতি সামান্ত মূলধনেই এই কাজ চলে, দুইশত টাকা পুঁজি লইয়া আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনেই ৩০৲ টাকা ঘরে ফিরিয়া আসে এবং তাহার পর প্রতি বৎসর যথেষ্ট লাভ পাওয়া যায়। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষেরই পথাবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি কোন যুবক উদ্যোগী হইয়া এই ব্যবসায়ে ব্রতী হন, তাহা হইলে তিনিও ইহাদ্বারা বেশ কিছু উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের লিখিলে আমরা কল কিনিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। পর মাসের পত্রিকায় অল্প মূলধনে আরও কয়েকটী ব্যবসায়ের বিবরণ প্রকাশ করিব।

# ধান চাউলের বাজার দর

মহাশয় !

আমরা চাউল ও ধান্তের আড়তদারী কাজ করি, এবং প্রায় ৪০ বৎসর আমাদের এই কারবার স্থাপিত। আমাদের এই মালিককাসিম হাটে, চাউলের কল হইবার পূর্ব্বে মেমারী, বৈঁচি, দেবীপুর, পাণ্ডুয়া' খন্যান মগরা, মান্দারণ হইতে (হাট হইতে ৪।৫ মাইল হইতে ২০।২৫ মাইল ব্যবধান মাত্র) ঢেঁকিছাঁটা চাউল প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইত এবং সপ্তাহে সপ্তাহে হাটবারে (সপ্তাহে দুদিন হাট হয়, বৃহস্পতিবার ও রবিবার,বৃহস্পতিবারের হাটই বরাবর প্রবল) বিশেষতঃ বৃহস্পতিবারে সেই চাউল বিক্রি হইত। কিন্তু চাউলের কল হওয়াতে এ হাটে তাদৃশ ঢেঁকিছাঁটা চাউল প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয় না। সুতরাং কলের চাউলই বেশী কাট্‌তি হইল, ঢেঁকিছাঁটা বা এই সব দেশী চাউলের আমদানী কমিয়া গেল। উপস্থিত কলের চাউল খুব বেশীই আমদানী হয় এবং অন্যান্য রাঢ়ি চাউল (লুপ লাইন মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের ও রাঢ় দেশের) হাটবারে বেচা কেনা হয়। সুতরাং তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ কার্য্য চলিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব এবং প্রতি মাসে এখানকার অবস্থা সাধ্যমত বর্ণনা করিতে পারিব এরূপ আশা করি।

প্রতি বৃহস্পতিবার হাটে একটা বাজার দর ঠিক হয়, এবং প্রায় এই দর ১ সপ্তাহ থাকে। গত ২৬শে নবেম্বর যে বাজার দর গিয়াছে,আমি তাহাই লিখিলাম, এবং এই দর প্রায় ১ সপ্তাহ কাল থাকিবে, এরূপ মনে করি।

(১) কলছাটা দেশী চাউল

| | | |
|---|---|---|
| পুরাতন ফ্রেশ— | ৭৷৵০ | ৸০ |
| ঐ ২নং | ৭৷৷০ | ৷৷৵০ |
| ঐ ৩নং | ৭৷৶০ | ৭৷৷০ |
| (২) ঐ নূতন ফ্রেশ | ৭৲ | ৭৵০ |

[ এবৎসরের ধান হইতে ]

| | | |
|---|---|---|
| ঐ আউশ | ৬৲ | ৬৴০ |

(৩) কলছাঁটা দাদখানি

| | | |
|---|---|---|
| পুরাতন | ৯৷০ | ৯৸০ |

[৪[ ঢেঁকিছাঁটা

| | | |
|---|---|---|
| পুরাতন | ৭৸৶০ | ৮৷০ |

আমদানী খুব কম

| | | |
|---|---|---|
| [৫] ঐ রাঢ়ি দুধকল্‌মা | ৭৷০ | ৭৷৷০ |
| [৬] ঐ মাঝারী | ৬৸০ | ৭৲ |
| [৭] " নূতন | আমদানী নাই | |
| [৮]পুরাতন ঢেঁকিদাদখানি | ৯৷৷০ | ১০৷০ |

ধান্য আমদানী কম

| | | |
|---|---|---|
| [১] পুরাতন নাগরা ধান্য | ৪৷৷০ | ৷৷৵০ |
| [২] নূতন নাগরা ধান্য | ৩৷৷০ | ৷৸০ |

মোট কথা নবেম্বর মাসের শেষে এরূপ দরভাব গেল বা যাইতেছে। তবে বাজারের হাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গরম আছে।

(১৩৩৩)

শ্রীমণীন্দ্র নাথ ঘোষ।
গ্রাহক নং ১৭৫৪

# মুরগীর ব্যবসায়

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## ভাল ডিম পাড়ে কি না জানিবার উপায়

কোন্ মুরগী ভাল ডিম পাড়িতেছে, ইহা জানা অনেক সময়ই কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি অল্প মুরগী পালন করেন, তাঁহার পক্ষে ইহা জানা তত কঠিন নয়। কিন্তু অনেকগুলি মুরগী থাকিলে ইহা দুঃসাধ্য। তবে ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে যদি পৃথক করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা কিরূপ ডিম প্রদান করে, তাহা জানিতে পারা যায়। যে সকল মুরগী চঞ্চল এবং তেজস্বী, যাহাদের চক্ষের দৃষ্টি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, এবং মাথার ঝুঁটি বেশ উজ্জ্বল, সাধারণতঃ তাহারাই ভাল ডিম দেয়।

মুরগীদের যদি এরূপ ঘর প্রস্তুত করা যায় যে, তাহারা যেই আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করিবে অমনি দরজা আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে, আর তাহারা বাহির হইতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহারা বৎসরে কয়টা ডিম পাড়ে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

## বয়স জানিবার উপায়

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মুরগীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বলিতে পারে, তাহার বয়স কত। কিন্তু এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কঠিন, কারণ যে সকল নিদর্শন দেখিয়া বয়স অনুমান করিতে পারা যায়, তাহা যে অভ্রান্ত তাহা নহে। সাধারণতঃ অল্প বয়সী মোরগদের পা মসৃন (delicate and smooth) মাথার ঝুঁটি এবং গলার ঝুঁটি (wattle) নরম এবং সতেজ (fresh) এবং খুব ভাল অবস্থাতেও তাহাদের গঠন-প্রকৃতি খুব হাল্‌কা এবং সুগঠিত। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পাখীদের পা অত্যন্ত শক্ত এবং পায়ের উপরিভাগে কণ্টকিত বলিয়া মনে হয়। মাথার ঝুঁটি এবং গলার ঝুঁটি অধিকতর শক্ত ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয় এবং সমস্ত দেহটি সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া আসে। কিন্তু যাহারা মুরগীর ব্যবসায়ী তাহারা বৃদ্ধ পাখীকে অল্প বয়স্ক পাখীর আকার দান করিতে পারে। সুতরাং পাখী চিনিতে হইলে বৃদ্ধ পাখীর দৃষ্টির মধ্যে যে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়ে, তাহা চিনিয়া মোরগ বা মুরগী বৃদ্ধ বা অল্প বয়সী তাহা জ্ঞাত হইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়।

## মোটা মুরগী

মুরগীদের কখনও মোটা হইতে দিবে না। মুরগী যখন মোটা হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার ডিমের সংখ্যা ও আকৃতি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। যে মুরগী ডিম পাড়িবে তাহার দেহের গঠন খুব পাতলাও হইবে না, মোটাও হইবে না। মুরগী যদি মোটা হইয়া যায়, তাহা হইলে সে পীড়িত

হইয়া পড়িতে পারে এবং ডিম দেওয়া বন্ধ করিবে। সুতরাং মুরগীকে যথাসম্ভব ভাল অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি মোরগ অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে অলস এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং তাহাদ্বারা কোন কাজ হইবে না। সুতরাং পাখীদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে, তাহারা মোটা হইতেছে কি না। যদি তাহারা মোটা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের খাদ্য কমাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গসঞ্চালনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহাতে তাহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

## বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন

ফ্যান্সি পাখী উৎপাদন করা যাহাদের উদ্দেশ্য, কেবল পাখীর অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহাতে পাখী ভালরূপ ডিম পাড়ে এবং তাহাদের মাংস মুখরোচক হয়, তাহার প্রতিও নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধারণতঃ ফ্যান্সি পাখী উৎপাদনকারীরা পাখীর অঙ্গ সৌন্দর্য্যের দিকেই দৃষ্টি রাখেন। মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তির যদি উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইলে উহার দেহের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে, এরূপ কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পাখীর অঙ্গসৌন্দর্য্য এবং ডিম পাড়িবার ক্ষমতার একত্রে উৎকর্ষ সাধন করিলে ফ্যান্সি পাখী অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

যাহারা বাজারে মুরগী বিক্রয় করিতে চাহেন উহা যাহাতে বড় আকারের হয়, তাহার প্রতি তাঁহাদের তীব্র দৃষ্টি থাকে। ফ্যান্সি পাখী-উৎপাদনকারীরাও পাখী যাহাতে বড় হয়, তাহাই চাহেন। সুতরাং পাখী উৎপাদন করিতে বড় আকারের মোরগ মুরগী নির্ব্বাচন করা দরকার। কেবল বড় আকারের হইলেই হইবে না—ওজন ও বেশী হওয়া চাই। অধিক মোটা পাখীর উৎপাদন শক্তি কম এবং বাজারেও তাহার যথেষ্ট আদর নাই।

ফ্যান্সি মুরগী প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে যতই তারিফ পাক, যদি তাহার সন্তান-উৎপাদনের শক্তি কম থাকে, তাহা হইলে সত্বাধিকারীর নিকট উহার বিশেষ মূল্য নাই। সকলেই চাহে, তাহার মুরগী বেশী পরিমাণে সন্তান উৎপাদন করুক। যিনি ফ্যান্সি মুরগী ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে উহার অঙ্গসৌন্দর্য্য দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং অঙ্গসৌন্দর্য্যের সহিত যখন সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতার কোন বিরোধিতা নাই, তখন ফ্যান্সি মুরগীর যাহাতে যথেষ্ট সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতা জন্মে, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

কোন কোন মুরগী যে অনুপাতে বড়, সেই অনুপাতে বড় ডিম পাড়ে না। আবার কোন কোন মুরগী যে ডিম পাড়ে, সে ডিমের আকার তেমন সুদৃশ্য নয়। এইরূপ ডিম হইতে যে মুরগী জন্মিবে, তাহাও পরে এইরূপ ডিম পাড়িবে। সুতরাং যে সকল মুরগী নিখুঁত ডিম পাড়ে, সেই সকল মুরগী নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। মোরগ নির্ব্বাচন করিতে হইলেও দেখিতে হইবে, এই মোরগ যে মুরগীর সন্তান, সেই মুরগীই ভাল ডিম পাড়িত কি না। কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে মোরগ ও মুরগী নির্ব্বাচন করিলে ও মুরগী নির্ব্বাচন করিলে সমস্ত মোরগ ও মুরগী ভাল হইয়া যাইবে।

( ক্রমশঃ

# টাকা খাটাইবার উপায়

( জনৈক বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত )

যদি এমন কোন গবর্ণমেণ্ট ষ্টক আপনি ক্রয় করেন, যাহা চিরস্থায়ী, তাহা হইলে যে কোন দুর্ঘটনার ফলে আপনার ষ্টকের দর কমিয়া যাইতে পারে এবং তাহার ফলে আপনাকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইতে পারে। সুতরাং এখন প্রশ্ন হইতেছে, "টাকা শোধ হওয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত কি না? অর্থাৎ ষ্টকের টাকা তিন বৎসর দশ বৎসর, চল্লিশ বৎসর বা এমনিতর কোন সময়ের পরে টাকা পরিশোধ হওয়া উচিত কিনা?"

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করা সম্ভব নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলা চলে যে, যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তিনি যে সময়ে টাকা ফিরাইয়া পাইতে চাহেন, সেই মত ষ্টকে তাঁহার টাকা খাটান উচিত। অর্থাৎ যদি তিনি দশ বৎসর পরে টাকা ফিরাইয়া পাইতে চাহেন, তাহা হইলে যে ষ্টক দশ বৎসর পরে পরিশোধ করা হইবে, সেই ষ্টকে তাঁহার টাকা নিয়োগ করা উচিত।

যে ষ্টক দীর্ঘকাল স্থায়ী, সে ষ্টকে টাকা খাটান বিপদজনক। খুব বেশী দীর্ঘকাল স্থায়ী ষ্টককে অপরিশোধনীয় (unredeemable stock) ষ্টকের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। বিলাতের শতকরা ৪৲ টাকা সুদের ফাণ্ডিং লোনের (Funding Loan) কথা ধরা যাক। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই ষ্টকের টাকা পরিশোধ করা হইবে না। যদিও টাকা পরিশোধ করা হইবে, তথাপি ইহাকে অপরিশোধনীয় ষ্টকের পর্য্যায়ে ধরিতেছি, কারণ টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বে যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবে, তাহার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক ওলট পালট হইতে পারে। সুতরাং মূল্যের ও অনেক তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা। ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, যিনি ষ্টক ক্রয় করিবেন, তাঁহার ষ্টক বিক্রয় করিবার যে কোন কারণ ঘটিতে পারে তাহা তিনি বর্ত্তমানে দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার টাকা দীর্ঘকাল ধরিয়া আটক পড়িয়া থাকিবে, ইহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। তিনিও চাহেন তাঁহার টাকা আট দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হউক। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে যে গবর্ণমেণ্ট ষ্টক দশ পনের বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে, তাহাই উৎকৃষ্ট।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে আয়কর হইতে মুক্ত Incometax free শতকরা চার টাকা সুদের ওয়ার লোন (War loan) মন্দ নয় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা উচিত নয়। কারণ যদি আয়করের হার কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য হ্রাস হইয়া যাইবে। শতকরা ৫৲ টাকা সুদের ওয়ারলোন যাহা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরিশোধ করা হইবে না, তাহার দর সকল সময়েই ঠিক না থাকিতে পারে, কিন্তু

যখন উহা পরিশোধ করিবার সময় আসিবে, তখন উহার প্রকৃত মূল্য উঠিবে, সুতরাং ইহাও মন্দ ষ্টক নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন কোন সহরের মিউনিসিপ্যালিটি কোন ষ্টক জারি করেন, তখন সেই ষ্টকে টাকা খাটান খুব ভাল। এই সকল ষ্টক উৎকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হয়।

## ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সেয়ার

জাহাজ নির্ম্মাণ এবং পরিচালনা, লৌহ, ইস্পাত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কয়লা, সূতা, সিমেণ্ট, সেলায়ের কল নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্র পাতি, সাবান, টায়ার, বস্ত্র, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির ব্যবসায় সম্পর্কে নানা কোম্পানী সেয়ার জারি করিয়া থাকেন। এই সকল সেয়ারের দর কখনও খুব বাড়িয়া যায় আবার কখনও অত্যন্ত নামিয়া যায়। ঠিকভাবে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে পারিলে সাধারণ সেয়ারেও যথাসম্ভব নিরাপদে টাকা খাটাইয়া বেশ আয় করিতে পারা যায়। কিন্তু কোন ব্যবসায়ের খ্যাতি দেখিয়াই সেই ব্যবসায়ের সেয়ারে টাকা খাটাইলে চলিবে না। টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে দেশের আভ্যন্তরিন্ অবস্থা কিরূপ তাহা দেখিতে হইবে। ব্যবসায় ও বাণিজ্য ভাল চলিতেছে কি না, ট্যাক্সের হার নামিয়া যাইতেছে কি না, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে; থিয়েটার, হোটেল প্রভৃতির সেয়ারে টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, থিয়েটার হোটেলের প্রতি দেশবাসীর মনোভাব কিরূপ, লোকে উহাদের চায় কি না ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খবর জানিয়া সেয়ার ক্রয় করা উচিত।

কোন কোন বিশেষ ব্যবসায়ের সেয়ার টাকা খাটাইবার সকল প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রকৃষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ দুধের ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। কারণ লোকে থিয়েটারে না যাইয়া থাকিতে পারে, হোটেলে না খাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু দুধ না কিনিয়া থাকিতে পারে না। ইহা একান্তই অপরিহার্য্য; যে সকল কোম্পানী এইরূপ একান্ত অপরিহার্য্য জিনিষের ব্যবসায় করে, সে সকল ব্যবসায়ের সেয়ারে টাকা খাটাইলে লাভেরই সম্ভাবনা; যখন দেশের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়, তখন অন্য সকল প্রকার ব্যবসায় মন্দা যাইতে পারে, কিন্তু একান্ত অপরিহার্য্য জিনিষের ব্যবসায় পূর্ব্ববৎই চলে, বরং এই সময়ে উহার অবস্থা আরও ভাল হইয়া উঠে।

ধরিয়া লওয়া যাক যিনি ব্যবসায়ের সেয়ারে টাকা খাটাইবেন তিনি দেশের সাধারণ অবস্থা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, কিন্তু তিনি কোন্ ক্ষেত্রে টাকানিয়োগ করিবেন, তাহা নির্ব্বাচন করিবেন কেমন করিয়া।

প্রথমে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কোম্পানী লাভাংশ কিরকম করিয়া দিতেছেন। যদি দেখা যায়, লাভাংশের কোনপ্রকার স্থিরতা নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এক্ষেত্রে টাকা খাটান যুক্তি-সঙ্গত নহে। যদি দেখা যায়, লাভাংশের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহা হইলেও হয়ত এক্ষেত্রে টাকা খাটান উচিত নয়। "হয় ত" বলিবার কারণ এই যে, সেয়ারের দর হয়ত অতিরিক্ত চড়িয়া গিয়াছে। কারণ স্পেকুলেটরেরা ভবিষ্যতে উহার দর আরও বাড়িবে আশা করিয়া সেয়ার ক্রয় করিতে থাকেন, তাহার ফলে দর চড়িয়া যায়।

যিনি টাকা খাটাইবেন, তাঁহার প্রথমতঃ দেখা উচিত, কোম্পানী নিয়মিত লাভাংশ দিতেছে কি না। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর ব্যালান্স সীট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কোম্পানীর রিসার্ভ, ( reserve ), গুড উইল ( good will ) এবং মূলধনের পরিমাণ কিরূপ। যদি সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে সেয়ার কিনিতে পারা যায়।

ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সেয়ারে অনেকে টাকা খাটাইয়া থাকেন। পুরাতন নামজাদা কোম্পানীর সেয়ারে টাকা খাটান খুবই নিরাপদ, কিন্তু নূতন কোম্পানীর সেয়ারে টাকা খাটাইতে না যাওয়াই ভাল, ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

গ্যাস ট্রামওয়ে এবং ইলেকট্রিক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার পাওয়া যাইলে তাহাতে টাকা খাটান খুবই ভাল, এমন কি বাঞ্ছনীয় বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যাঁহারা টাকা খাটাইয়া কিছু আয় করিতে চাহেন, খনির সেয়ারে তাঁহাদের টাকা না খাটানই উচিত। কারণ খনি হইতে যেমন লাভ হইতে পারে, তেমনি লোকসানও হইতে পারে, তা খনি রূপারই হউক, সোনারই হউক বা হীরেরই হউক। বিলাতের এক খনির সেয়ারের মূল্য এক এক সময় শিলিংএ ( বার আনায় ) নামিয়াছিল, আজ তাহার দর পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫৲ টাকা। এমন অনেক হীরের খনি আছে, যাহার সেয়ার এক সময় এক পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫৲টাকা করিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, আজ তাহার দর ১ পেনি অর্থাৎ ৪ পয়সাও নয়। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, যেখানে প্রচুর লাভের আশা আছে, সে খানেই প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং যাঁহারা টাকা খাটাইয়া আয় করিতে চাহেন, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থ নিয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত। খনির ব্যবসায়কে জুয়াখেলার সামিল ধরিতে পারা যায়। খনি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোন ধারণা নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন।

সাধারণ লোকের ধারণা খনির ব্যবসায়ের মত লাভের ব্যবসায় আর নাই। ইহা একদিকে সত্য; কিন্তু ইহার যে দিকটা অন্ধকার, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। ইহার উপর খনি যদি রূপা, সোনা বা হীরার হয়, তাহা হইলে আশার নেশায় মানুষ উন্মত্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা জানে না, আজ উপর হইতে যে সোনার খনি চল্লিশ ফিট প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতেছে, খানিকটা খুঁড়িবার পর তাহা কুড়ি ফিট হইয়া দাঁড়াইতে পারে, আরও কিছু নীচুতে তাহা দশ ফিট হইয়া পরিশেষে সোনার অস্তিত্ব বিলীন হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ অনেক হইয়াছে। এমনি করিয়া প্রচুর লাভের আশা এক নিমিষে নৈরাশ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এমনও দেখা যায় যে, অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর খনির সোনা আর একেবারেই পাওয়া গেল না। এমনি করিয়া কত খনির মালিক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, কত ব্যবসায় নষ্ট হইয়া কত লোকের অর্থ নষ্ট হইয়াছে। সোনার খনির পক্ষে যাহা সত্য, সকল খনির পক্ষেই তাহা সম্ভব। অন্যান্য ব্যবসায়ে অতীতের খাতাপত্র নথিপুঁথি দেখিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু খনির অন্ধকার গর্ভ কখন যে হঠাৎ চিরতরে অন্ধকার হইয়া যাইবে অতীতের কোন খাতাপত্রই তাহার নজির দিতে সমর্থ নহে।

ইহা সত্য যে খনির মালিক হইতে পারিলে অনেক সময় রাতারাতি আমীর হইতে পারা যায়, কিন্তু কত আমীর যে খনির মালিক হইয়া রাতারাতি পথের ফকির হইয়াছে, তাহার হিসাব

কতদিন রাখে? সুতরাং যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, খনির শেয়ারে টাকা খাটান তাঁহাদের একেবারে অনুচিত।

টাকা খাটাইতে হইলে ব্যবসায়ের সম্পত্তির পরিমাণ দেখা উচিত। অতএব খনিতে টাকা খাটাইতে হইলে খনির সম্পত্তি কিরূপ তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। এইখানে আমরা একটি খনির শোচনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে খনির ব্যবসায়ে কিরূপ সম্পত্তি থাকে তাহার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কোম্পানীর নাম দি বালারাট গোল্ড ফিল্ডস্ লিমিটেড। (The Ballarat Gold Fields Limited) নামেই প্রকাশ যে ইহা একটী সোনার খনি। কোম্পানীর মূলধন ৭৫০০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড =১৫৲ টাকা)। কোম্পানী অনেক কষ্টে সামান্য কিছু সোনা তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিছুদিন কাজ করিবার পর লিজ শেষ হইল এবং টাকা ফুরাইল, বাধ্য হইয়া কোম্পানীকে কারবার বন্ধ করিতে হইল। দেখা গেল যে, কারবার গুটাইবার পর কোম্পানীর সম্পত্তির মধ্যে একটি তাঁবু আর একটি বন্দুক মাত্র অবশিষ্ট আছে।

এই সকল ব্যাপারে সাধারণতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা টাকা খাটাইতে যান, তাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। যাঁহারা স্পেকুলেটর (Speculator) তাঁহাদের এক্ষেত্রে অর্থ নিয়োগ করা সাজে, কিন্তু যাঁহারা ইনভেষ্টর (Investor), যাঁহারা টাকা খাটাইয়া দুপয়সা আয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের ইহা সাজে না।

খনির সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, খনিজ তৈলের সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। আজ যে কূপ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল উঠিতেছে, একমাস পরে হয়ত সে স্থান হইতে এক কোঁটাও তৈল বাহির হইবে না।

কূপের কথা ছাড়িয়া দিয়া না হয় প্রকাণ্ড আকরের কথাই ধরিলাম। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, আকর হইতে কিছু দূরে আর একজন একটি কূপ খনন করিয়া তৈল উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেখা দেখি আর একজন তাহার পন্থা অনুসরণ করিল, এমনি করিয়া বহু লোকেই কূপ খুঁড়িল। ইহার ফলে ব্যাপার এই দাঁড়াইল যে, আকর হইতে তৈল কূপে যাইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং এইরূপে আকরের তৈল নিঃশেষিত হইতে লাগিল। এমনিভাবে কত কি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বিপৎপাৎ হইতে পারে; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রেও টাকা খাটান অনুচিত।

চা, কফি, রবার পাট প্রভৃতির বিরাট বিরাট ব্যবসায় এদেশে চলিতেছে। তাহা সত্বেও ইনভেষ্টর-দের এসকল ক্ষেত্রে টাকা খাটাইতে উপদেশ দিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ, গাছের রোগ জন্মিয়া কখন যে ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আবহাওয়ার জন্য কোন্ বৎসর কি পরিমাণ ফসল ফলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ইহার অতিরিক্ত ব্যবহার হেতু এই সকল জিনিষের উপর টেক্স বসিবার সম্ভাবনা আছে। তবে কোম্পানী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে ডিবেঞ্চারে টাকা খাটাইতে পারা যায়।

( ক্রমশঃ )

# কাঠের পালিশের ব্যবসায়

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

কেমন করিয়া ফ্রেঞ্চ পালিশ করিতে হয়, তাহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া কাঠের আঁশগুলি সুবিন্যস্ত করিতে হয় (filling the grain of the wood), তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করি।

ইতিপূর্ব্বে কাঠ বার্ণিস করিবার আগে কাঠে সাইজ মাখাইবার কথা বলিয়াছি। যে কারণে কাঠে সাইজ লাগাইতে হয়, সেই কারণে ফ্রেঞ্চ পালিশ করিবার পূর্ব্বে কাঠের আঁশ সুবিন্যস্ত করিতে হয়। ফ্রেঞ্চ পালিশ বা ঘন বার্ণিস কাঠে লাগাইলে কোন স্থানে উহা ঘন ভাবে লাগিয়া যায়, আবার কোন স্থানে উহা পাত্‌লা ভাবে লাগিয়া থাকে, কোন স্থানে উহা কাঠের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে, কোন স্থানে উহা কাঠের উপর উপর লাগিয়া থাকে; ইহার ফলে কাঠের কোন স্থানের পালিশ চকচকে দেখায়, আবার কোন স্থানে পালিশ তেমন উজ্জ্বল হয় না। ইহার কারণে যেখানে পালিশ ঘন ভাবে বা গভীরভাবে লাগিয়া থাকে, সেখানে পালিশ খুব চকচকে দেখায় এবং যেখানে পালিশ পাত্‌লা সেখানে উহা তেমন উজ্জ্বল নহে।

সকল স্থানের পালিশে সমতা আনিবার জন্যই কাঠের আঁশ সুবিন্যস্ত করিবার প্রয়োজন হয়। সস্তাদরের পালিশ দিয়া কাঠের উপরিভাগের ছিদ্র বন্ধ করিতে হয়। তাহতে কাঠের আঁশগুলি সুবিন্যস্ত হয় এবং তৎপরে ফ্রেঞ্চ পালিশ করিলে সকল স্থানেই পালিশ সমান হয়। যে সকল কাঠের আঁশ ঘনসন্নিবিষ্ট নয় এবং বহু সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত, সে সকল কাঠের সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করিয়া আঁশ সুবিন্যস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে কাঠের আঁশ ঘনসন্নিবিষ্ট তাহার আঁশ আর সুবিন্যস্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ আসবাবের জন্য যে কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে কাঠের আঁশ সাধারণতঃই অল্পবিস্তর পরিমাণে ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। সুতরাং গালা দিয়া উহা পালিশ করিতে হইলে প্রথমে আঁশগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ওক এবং আরও কয়েক প্রকার কাঠের আঁশ ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। সুতরাং উহা পালিশ করিবার পূর্ব্বে উহার আঁশ সুবিন্যস্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

আঁশ সুবিন্যস্ত এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করিতে হইলে প্রথমে কাঠ বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইতে হইবে; কারণ শিরিশ কাগজ দিয়া কাঠ পরিষ্কার করিবার সময় কাঠের গুঁড়া, শিরিশ কাগজের গুঁড়া প্রভৃতি কাঠে লাগিয়া থাকিতে পারে। ইহা যদি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে কাঠ চকচকে হইবে না।

সস্তায় কাজ করিবার জন্য অনেকে গ্লু বা সাইজের সহিত রঙ মিশাইয়া কাঠে লাগাইয়া অতঃপর পালিশ করে। মেহগনির অনুরূপ

রঙ করিতে হইলে সাইজের সহিত ভেনিসিয়ান রেড্ মিশাইতে হইবে। ওয়াল নাটের অনুরূপ রঙ করিতে হইলে ব্রাউন আম্বার মিশ্রিত করিতে হইবে। পাইনের অনুরূপ করিতে হইলে ইয়োলো ওকার মিশাইতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে বুরুস দিয়া লাগাইয়া একটুকরা ন্যাকড়া দিয়া আস্তে আস্তে ঘসিতে হইবে। আঁশ যে দিকে অবস্থিত সেই দিকে ধীরে ধীরে ন্যাকড়া দিয়া ঘসা উচিত। এইরূপ ভাবে সাইজ লাগাইলেই আঁশ সুবিন্যস্ত হইবে, আর অন্য কোন প্রক্রিয়ার সহায়তা লইতে হইবে না।

কাঠের সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করিবার এবং আঁশ সুবিন্যস্ত করিবার নানা প্রক্রিয়া আছে। বাজারে এই কার্য্যের জন্য নানারূপ "ফিলার" (কাঠের সূক্ষ্মছিদ্র বন্ধ করিবার এবং আঁশ সুবিন্যস্ত করার দ্রব্যকে Filler বলে) বিক্রয় হয়। ইহা সাধারণতঃ কাঠ হইতে প্রস্তুত এবং কাঠে লাগাইবার পুর্ব্বে উহা টার্পিন দিয়া পাতলা করিয়া লইতে হয়। উহা ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইতেও পার যায়। খানিকটা চীনা মাটি লইয়া গরম তিসির তৈল মিশাইয়া নাড়িতে থাক। তাহার পর পেটেণ্ট ড্রায়ার (Patent Dryer) মিশাইয়া টার্পিন দিয়া পাতলা করিয়া লও। যে কাঠে ফিলার লাগান হইবে, সে কাঠের রঙ যদি ফিকে রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ফিকে ড্রায়ার ব্যবহার করিতে হইবে।

বুরুস দিয়া "ফিলার" কাঠে লাগাইয়া কাঠের ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিবার পর উহা এমনভাবে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাতে কাঠের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু কাঠের উপরিভাগে উহা আদৌ লাগিয়া থাকিবে না। কারণ উহা যদি কাঠে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে পালিশ করিবার সময় সে স্থান কাল দেখাইবে। এ স্থানে একথা বলা প্রয়োজন যে, কাঠকে যেরূপ রঙ করা প্রয়োজন ফিলারও যেন সেইরূপ রঙের হয়।

বার্নিস বা ঘন পালিশও "ফিলারের" কাজ করিতে পারে। যতক্ষণ না কাঠের ছিদ্রগুলি ভরিয়া যায় ততক্ষণ উহা কাঠে ঘসিতে হইবে। সস্তার ফিলার হইতে ইহার দ্বারা যে কাজ ভাল হয় তাহা নহে। উহা কাঠে লাগাইয়া শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিতে হয়, আবার লাগাইতে হয়, আবার ঘসিতে হয়। যখন বুঝিতে পারা যায় যে, ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন আর লাগাইবার প্রয়োজন হয় না। যে কাঠের আঁশ ঘন সন্নিবিষ্ট তাহার কাজ শীঘ্রই শেষ হয়, কিন্তু ওক বা এ্যাস কাঠে বার্ণিশ বা ঘন পালিশ ব্যবহার করিয়া কাজ শেষ করিতে অনেক দেরী লাগে।

ঘন বার্ণিশ এবং পালিশ একত্রে মিশাইয়াও একপ্রকার ফিলার হয়, তাহা কাঠে লাগাইয়া পালিশ করিলে পালিশ খুব ভাল হয় না, তবে সাধারণ আসবাবে তাহা ব্যবহার করা যায়। দুই ভাগ পালিশের সহিত এক ভাগ বার্ণিস মিশাইয়া উহা প্রস্তুত করিতে হয়। উহা লাগাইয়া যতক্ষণ না শক্ত হইয়া যায়, ততক্ষণ কাঠখানিকে একধারে রাখিয়া দিতে হয়।

টার্পিনের সহিত হোয়াইটিং মিশাইয়া একপ্রকার ফিলার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহা বেশ পরিষ্কার এবং সস্তায়ও হয় বটে। জল লাগিলে আঁশ উঠিয়া পড়ে না, এবং উহাতে চর্ব্বিও নাই। যাহারা নূতন পালিশের কাজে হাত দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই ফিলারই উৎকৃষ্ট। প্লাষ্টার অব প্যারিশ জলে মিশাইয়া ফিলার স্বরূপ ব্যবহার

হয়, কিন্তু উহার প্রধান দোষ এই যে উহা অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু হোয়াইটিং ও টার্পেনটাইনে সে দোষ নাই। ঘন রঙ যতটা গাঢ় হয়, উহাও ততটা গাঢ় হওয়া উচিত। ন্যাকড়া করিয়া উহা লইয়া আঁশের যেদিকে অবস্থিতি তাহার বিপরীত দিকে টানিয়া উহা লাগাইতে হয়। লাগাইবার পুর্ব্বে কাঠে তিসির তৈল মাখাইয়া লইতে হয়। হোয়াইটিং ও টার্পিন লাগান হইয়া গেলে উহা মুছিয়া লইয়া কয়েক ঘণ্টা বা একরাত্রি রাখিয়া দিয়া পালিশ করিতে হইবে।

একরকম সূক্ষ্ম পাউডার (pumice powder) ব্যবহার করিয়া ফিলারের কার্য্য সাধন করা হয়। ফরাসী দেশেই এই প্রথার সমধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে পূর্ব্ব লইতে কিছু অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। প্রথমে এই পাউডার একটি পাতলা কাপড়ের ব্যাগে করিয়া লইয়া কাঠের উপর উহা আস্তে আস্তে নাড়িতে হইবে; তাহা হইলে ব্যাগ হইতে উক্ত পাউডার বাহির হইয়া কাঠের উপর ছড়াইয়া পড়িবে। তাহার পর রবারের উপর পালিশ লইয়া ঘসিতে হইবে। পাউডার অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

রাশিয়ান ট্যালোর সহিত প্লাষ্টার অব প্যারিশ বা হোয়াইটিং মিশাইয়া যে "ফিলার" প্রস্তুত হয়, তাহার প্রচলন খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাব কারণ ইহার দ্বারা কাজ অতি সহজে এবং শীঘ্র হইয়া যায়, সুতরাং খাটুনির খরচ কম পড়ে। ট্যালো এবং প্লাষ্টার অবপ্যারিস কাদার মত করিয়া মিশ্রিত করা হয়। তাহার পর কাঠে লাগাইয়া মুছিয়া ফেলা হয়। ট্যালো ব্যবহার করার প্রধান দোষ এই যে পালিস বা বার্নিস লাগাইবার পর উহা হইতে ঘাম বাহির হইতে দেখা যায়। ঘাম হইতেছে ট্যালো বা চর্ব্বি; চর্ব্বিযুক্ত "ফিলার" ব্যবহার করিলে এরূপ ঘাম বাহির হইবেই।

তৈল দিয়া অনেক সময় কাঠ মুছিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে তৈল যত কম লাগান হয় ততই ভাল, কারণ বেশী তৈল লাগান হইলে পালিশের চাকচিক্য বেশীদিন স্থায়ী হয় না, সুতরাং যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

চর্ব্বি ব্যবহারে যখন আপত্তি আছে, তখন জল ব্যবহার করিতে পারা যায় কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জল যে ব্যবহার করা হয় না তাহা নহে, বহু ক্ষেত্রেই জল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জল ব্যবহার করার প্রধান আপত্তি এই যে, উহাতে কাঠের আঁশ উঠিয়া পড়িয়া অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখায়। কিন্তু ট্যালো বা চর্ব্বি ব্যবহার করিলে তাহা হয় না। জল ব্যবহার করার আর একটা বাধা এই যে, যদি জল শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই পালিশ করা হয়, তাহা হইলে পালিশের রঙ সাদা হইয়া যায়।

অনেক পালিশকারক ট্যালোর পরিবর্ত্তে তিসির তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিসির তৈলের সহিত হোয়াইটিং মিশাইয়া উহাই তাঁহারা "ফিলার" স্বরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু যাঁহারা এ কাজে নূতন ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা সম্যকরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তৈল বেশী হইয়া যাইলে পালিশ হইতে ঘাম বাহির অনিবার্য্য। আবার তৈল যদি কম হয় তাহা হইলে উহা কাঠের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া উপরে লাগিয়া থাকিবে। অথচ কিরূপ অনুপাতে তৈল এবং হোয়াইটিং মিশ্রিত হইবে, তাহাও সঠিক ভাবে নির্ণয় করিয়া বলা যাইতে পারা যায় না। আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে উহা ঠিক করিয়া লইতে

হয়। সুতরাং একাজে নূতন ব্রতীদের পক্ষে উহা ভাল "ফিলার" নহে, কিন্তু অভিজ্ঞদের নিকট উহা উৎকৃষ্ট "ফিলার"।

পালিশের সহিত আলু এবং একটু প্লাষ্টারঅব্ প্যারি মিশাইয়া বেশ সুন্দর ফিলার প্রস্তুত করা যায়। ইহা কাঠে ঘসিয়া লাগাইতে হয়। এবং শুষ্ক হইয়া গেলে ভাল পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম শিরিশ কাগজ দিয়া ঘসিতে হয়।

ওক এবং এ্যাস কাঠের জন্য মিথিলেটেড স্পিরিটের সহিত প্লাষ্টার অব প্যারিস মিশাইয়া "ফিলার" প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে প্লাষ্টার অব প্যারিশ বেশ করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে, অতঃপর উহা একটি পাত্রে রাখিতে হইবে; অন্য পাত্রে স্পিরিট রাখিয়া একটুকরা ন্যাকড়া স্পিরিটে ভিজাইয়া প্লাষ্টারের চুর্ণের মধ্যে ডুবাইয়া কাঠে ঘসিতে হইবে। স্পিরিট এবং প্লাষ্টার একত্রে মিশাইবে না। "ফিলার" লাগাইবার পূর্ব্বে একবার সামান্যভাবে পালিশ লাগাইয়া লইলে কাজ ভাল হয় এবং ঘাম হয় না।

যে কাঠে "ফিলার" লাগান হইবে, ফিলারেরও সেই কাঠের অনুরূপ রঙ হওয়া উচিত। পালিশ কারকেরা সাধারণতঃ "ফিলারের" জন্য নিম্নলিখিত রঙ ব্যবহার করিয়া থাকেন :—

মেহগনির জন্য রোজপিঙ্ক; ওয়ালনাটের জন্য ভেনডাইক ব্রাউন বা আম্বার; ইবনির জন্য ভুষা; ফিকে রঙের কাঠের জন্য সাদা রঙের "ফিলার" ব্যবহার করিলেই চলিবে।

নানারূপ পেটেন্ট "ফিলার" কিনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালিশের ব্যবসায় করিতে যাইলে উহার ব্যবহার ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল "ফিলারের" কথা বলা হইল তাহাই ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে খরচ কম পড়ে।

এপর্য্যন্ত আমরা কেবল পালিশ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু পালিশ করিতে যাইয়া আরও নানা বিষয়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং কাঠের পালিশের আলোচনা করিতে যাইয়া সে সকল বিষয়েরও আলোচনা করা প্রয়োজন।

কাঠের আসবাবে স্ক্রু বসাইতে গিয়া গর্ত্ত থাকিয়া যাইতে পারে। এই গর্ত্ত যদি বন্ধ না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আসবাবটির সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়। কিম্বা কোন প্রকারে যদি কোনও কাঠের চাকলা উঠিয়া যায় তাহা হইলে তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন। সূত্রধর যে আসবাবটি নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে, ইহা সকল সময় সম্ভব নহে। সুতরাং ভাঙ্গা, ফুটা, ছেঁদা ফাটা ইত্যাদি নানা কিছু থাকিয়া যাইতে পারে। পালিশকারককে এইগুলি বন্ধ করিয়া পালিশ করিতে হইবে।

এই সকল ত্রুটি দূর করিবার জন্য কোন কোন পালিশকারক সমপরিমাণ রজন এবং মোম একত্রিত করিয়া ছিদ্র ইত্যাদি সারিয়া ফেলে। মেহগনি কাঠের জন্য লাল রঙ দিয়া উহা প্রস্তুত করা হয়। ওয়ালনাটের জন্য হলদে রঙ দিয়া প্রস্তুত করা হয়।

মোম এবং রজন দিয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ পুডিং বলে। পুডিংএর প্রধান দোষ এই যে উহা শুকাইয়া গেলে টানিয়া যায় (shrink), তাহাতে কাঠের সহিত পুডিংএর জোড় ছাড়িয়া যায়। আর একটি দোষ এই যে, উহা নানা রঙের প্রস্তুত হয় না। কিন্তু বিলাতি পালিশকারকেরা বুমন্টেজ (Beaumontage) নামক একপ্রকার জিনিষ ব্যবহার করেন। উহার এসকল দোষ নাই। উহা যে কোন প্রকার রঙ্গের প্রস্তুত হয় এবং শুকাইয়া গেলে কাঠ হইতে ছাড়িয়া আসে না।

পুডিংএর আর একটা দোষ এই যে, উহা কাঠে

লাগাইবার সময় যে স্থানে লাগে, পালিশ করিবার সময় সেই স্থানে পালিশ ভাল করিয়া কাঠে প্রবেশ করিতে পারে না ; ইহার ফলে সে স্থানের কাঠের পালিশ একটু বিশদৃশ হয়। এই কারণেও পুডিংএর পরিবর্ত্তে বুমনষ্টেজ ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়।

বুমষ্টেজ নানা রঙেরই প্রস্তুত হয় এবং শীল মোহরের গালা যেমন ভাবে তৈরী, উহাও তেমনি আকারের তৈরী হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে।

এক লোহার পাত্র বা টিনের পাত্র ( চা যে বাক্সে থাকে, সেই বাক্স হইলেও চলিতে পারে ) এক বাটি পাতগালা, চা চামচের এক চামচ রজন চূর্ণ, অল্প একটু মোম এবং চা চামচের এক চামচ লিমন ক্রোম চূর্ণ লইয়া গরম করিতে হইবে। গলিয়া গেলে বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে। উহা অত্যন্ত গরম না হইয়া যায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ অত্যন্ত গরম হইলে বা ফুটিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর এই গলিত পদার্থকে লম্বা পেন্সিলের মত করিলেই বুমষ্টেজ প্রস্তুত হইল।

নানা রঙের বুমষ্টেজ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে দুইটি বাতি (stick) প্রস্তুত করিবার মত উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত তরল পদার্থ ঢালিয়া লইয়া উহাদ্বারা বাতি পাকাও। ইহা এক রকম রঙ্গের বাতি প্রস্তুত হইল। অতঃপর বাকি যে তরল পদার্থ রহিল ত হাতে একটু ইয়োলো ওকার বা এলামাটী মিশ্রিত কর। ইহাতে যে রঙ্গের বুমষ্টেজ প্রস্তুত হইবে, তাহাদ্বারা ওক কাঠের ছিদ্র ইত্যাদি মেরামত করা যাইবে। অবশিষ্ট তরল পদার্থে ব্রাউন আম্বার মিশ্রিত করিলে ফিকে রঙের ওয়ালনাট কাঠের উপযোগী বুমষ্টেজ প্রস্তুত হইবে। আর একটু বেশী আম্বার মিশ্রিত করিলে ঘোর রঙের ওয়ালনাটের উপযোগী বুমষ্টেজ প্রস্তুত হইবে। ভেনিসিয়ান রেড Venitian red মিশ্রিত করিয়া মেহগনি কাঠের উপযোগী উহা প্রস্তুত হইবে। অল্পকাল রঙ মিশাইলে রোজউড এবং বেশীকাল রঙ মিশাইলে ইবনি কাঠের উপযুক্ত উহা তৈয়ারী হইবে।

বুমষ্টেজ ব্যবহার করিতে হইলে একটা চেপটা ধাতুর প্রয়োজন। উহা গরম করিয়া যে স্থানে বুমষ্টেজ দেওয়া হইবে, সেই স্থানে লাগাইবার দরকার হইতে পারে। ছয় ইঞ্চি চেপটা উখার দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। উখার মুখের দিকটা খসিয়া মসৃণ করিয়া ফেলিতে হইবে। যে স্থানে বুমষ্টেজ লাগাইতে হইবে, বাম হস্তের দ্বারা যথা স্থানে উহা স্থাপিত করিয়া গরম উখার দ্বারা উহা চাপিয়া ধরিতে হইবে। ভাঙ্গা, ফুটা, ফাটা বুজিয়া গেলে গরম উখার দ্বারা উহার উপর ঘসিয়া ফেলিতে হয়। তাহা হইলেই কার্য্য সমাধা হইল।

যদি উহা সহজে না ধরে, তাহা হইলে সেই স্থানে ছোট ছোট দুই একটি গর্ত্ত বা ছুরি দিয়া আচড় কাটিলে সহজেই উহা ধরিবে। ওয়ালনাট কাঠের আসবাবে বা অন্যান্য সৌখিন আসবাবে ছোট ছোট গর্ত্ত করাই শ্রেয়ঃ ; মেহগনি কাঠে ছুরি দিয়া আঁচড় কাটাই যুক্তিযুক্ত।

নানা রঙের মোম পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাও অনেক সময় অনেক কাজ পাওয়া যায়। জোড়ের স্থান যদি ভাল না মেলে, তাহা হইলে মোম দিয়া উক্ত স্থান ঠিক করিতে পারা যায়।

যে সকল জিনিষ পুরাতন, তাহার দোষ ত্রুটি সারিতে হইলে প্রথমে তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। তিসির তৈলের দ্বারা এই কার্য্য করিলেই ভাল হয়।

( ক্রমশঃ )

# দাক্ষিণাত্যের পান্থনিবাস।

পান্থনিবাস ভ্রমণকারীদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিদেশের সংবাদ অবগত না থাকার দরুণ তীর্থ-ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ীদিগকে অনেক সময়ে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশ হইতে যে সমস্ত ব্যবসায়ী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ব্যবসায়ের জন্য ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগের ও তীর্থযাত্রী দিগের ঐ প্রদেশের ভাষা-জ্ঞান না থাকায় এবং ঐ প্রদেশে বাসোপযোগী হোটেল না থাকায়, তাঁহাদিগকে যে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। আবার ঐ জাতীয় অসুবিধায় অনেকে ভয়ে এদিকে আসিতে ইতস্ততঃ করেন। প্রথমে আমি যখন এদিকে আসি, আমাকেও তখন প্রথম বিশেষ অসুবিধায় পাড়িতে হইয়াছিল। এইসব কারণে আমি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নানাস্থানে বাসোপযোগী পান্থনিবাস-সমূহের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, ইহা অনেক বাঙ্গালীর উপকারে আসিবে, ও অনেককে ঐ সমস্ত স্থানে আসিবার একটী উৎসাহ ও সাহস দান করিবে। ৺পুরীধামের কিছু দক্ষিণ হইতেই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আরম্ভ; সুতরাং তথা হইতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

## বহরমপুর

ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার সদর। উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এই স্থান সিল্কের বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে একটী কলেজও আছে। ষ্টেশনের সম্মুখেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সুন্দর একটী ধর্ম্মশালা আছে। এদেশে অর্থাৎ অন্ধ্রদেশে ধর্ম্মশালাকে 'ছত্রম্' অথবা 'চোল্টী' বলে। এই ছত্রমে একজন ম্যানেজার ও জন দুই চাকর আছে। একক একজনের জন্য অথবা পরিবারসহ হইলে সকলের জন্য একটী বাসগৃহ ও একটী রন্ধনগৃহ তিন দিনের জন্য বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায়। তিন দিনের বেশী থাকিতে হইলে প্রত্যহ ৷৷৹ আট আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। এই ছত্রমে পানীয় জলের কল ও স্নানাদির জন্য একটী কূপ আছে। পাইখানাও বেশ ভাল। ষ্টেশন নিকটে বলিয়া কোনও অসুবিধা হয় না। সহর প্রায় দুই মাইল দূরে। তথায় আর একটী ধর্ম্মশালা আছে, তবে বন্দোবস্ত তেমন সন্তোষজনক নহে।

## ভিজিয়ানাগ্রাম

বহরমপুরের পরে ইহাই উল্লেখযোগ্য স্থান। বেশ বড় সহর। ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। এখানে ভিজিয়ানাগ্রামের বাজার, একটী ইংরেজী ও একটী সংস্কৃত কলেজ আছে। যেমন দেখিবার স্থান, তেমনি ব্যবসায়ের স্থান। অধিকাংশ জিনিষেরই কলিকাতা হইতে আমদানী হয়। ষ্টেশন হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে সহরের প্রারম্ভেই একজন চাকরের (Watcher) তত্ত্বাবধানেই একটী ধর্ম্মশালা

আছে। সুন্দর বাসগৃহ ও রন্ধনগৃহ বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায়। সম্মুখেই বেশ সুন্দর একটী পুষ্করিণী আছে। পাইখানা নাই, ময়দান নিকটেই এবং খোলা জায়গায়—সুতরাং কোন কষ্ট নাই। কাঠ কয়লা পাওয়া যায়; সুতরাং "ইক্‌মিক্ কুকার" সঙ্গে থাকিলে আহারের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। মান্দ্রাজের দিকে আসিতে হইলে আহারের ব্যবস্থা নিজেরই করা কর্ত্তব্য, নচেৎ বড় কষ্ট পাইতে হয়।

## ভিজাগাপট্টম্

ইহাই পুরাতন বিশাখাপত্তন, আর বর্ত্তমান ভিজাগাপট্টম ও ওয়ালটেয়ার। এখানে হোটেল আছে বটে, কিন্তু সাধারণের উপযোগী নয়। ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে নামিয়া যে কোন গাড়োয়ানকে বলিলেই সে "টার্নারি চোলট্রি" তে লইয়া যাইবে। ভাড়া আট দশ আনার অধিক নহে। এই ছত্রম্‌টী খুব বড় ও ইহাতে দুইটী বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগ—'রেষ্ট্ হাউস্' নামে অভিহিত। রেষ্ট্ হাউসে প্রথম দিন হইতেই ।৷০ আট আনা করিয়া ভাড়া দিতে হয়। একখানি বাসগৃহ একখানি রন্ধনগৃহ ও খোলা জায়গা, বারাণ্ডা প্রভৃতি আছে। চেয়ার টেবিল সমস্তই সজ্জিত। দ্বিতীয় বিভাগ—ছত্রম্ নামে অভিহিত। এই বিভাগে অনেকগুলি গৃহ আছে। বাসগৃহ, রন্ধনশালা প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যায় বটে, তবে চেয়ার টেবিল নাই। এই বিভাগে প্রথম দুই দিন ভাড়া দিতে হয় না। যাঁহারা মাত্র ২ দিন থাকেন—তাঁহাদের অবশ্য সুবিধা, কিন্তু যদি তৃতীয় দিন থাকিতে হয় তাহা হইলে প্রথম দিন হইতেই প্রতিদিন ।৵০ হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। ইহা মিউনিসিপ্যালিটীর তত্ত্বাবধানে একজন ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত।

ইহা ব্যতীত ভিজাগাপট্টম সহরের মধ্যে একটী তালুকবোর্ডের অধীন ছত্রম্‌ও আছে। ভিজাগাপট্টম ষ্টেশনের সন্নিকটে অপর একটী সম্পূর্ণ ফ্রি ছত্রম্‌ও আছে। তবে টার্নারি চোলট্রিরই বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। জলের কল অনেকগুলি আছে; পাইখানাও বেশ। বাগান প্রভৃতিও বেশ মনোরম। সমুদ্র খুব নিকটে—বাজারও খুব নিকটে। সর্ব্ব প্রকার লোকের পক্ষেই এই স্থানটী সুবিধাজনক। এখানে মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ আছে।

## কোকনদ

সামলকোট্ হইতে শাখা রেল লাইনের শেষ ষ্টেশন। কোকনদ একটী বন্দর এবং সর্ব্ববিষয়েই অন্ধ্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া মনে হয়। ব্যবসায়ীর পক্ষে এস্থানটী সর্ব্বতোভাবেই ব্যবসায়ের উপযুক্ত স্থান। যে জাতীয় ব্যবসায়ই হোক না কেন—এখানে কাহাকেও বিফল মনোরথ হইতে হইবে না। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে সহরের মধ্যে "মল্লিপ্রগড় ছত্রম্" নামে ছত্রম্‌টীই বাসোপযুক্ত। মালিকের বাড়ী অতি নিকটে। মালিক প্রত্যহই অন্ততঃ একবার করিয়া নিজে ছত্রম্ পরিদর্শন করেন। বিনা ভাড়ায় গৃহাদি পাওয়া যায়। কল ও কূপ উভয়ই আছে। চাকরও আছে। নিকটে সুন্দর একটী পুষ্করিণী আছে। কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না। কলেজ আছে।

## রাজমহেন্দ্রী

ইহাও অন্ধ্রদেশের একটী উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানেই গোদাবরীতে স্নান করিতে প্রায়

তীর্থযাত্রীই নামিয়া থাকেন। সহরের এক প্রান্তে রাজমহেন্দ্রী ও অন্যপ্রান্তে গোদাবরী-তীরে গোদাবরী ষ্টেশন স্থাপিত। • যেখানে ইচ্ছা নামা চলে। গোদাবরীর অপর পারে 'কোভুর' নামক বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই রাজমহেন্দ্রীতেই 'কর্ণাটক পেপার মিল' স্থাপিত হইয়াছে। "গান্ধী পরিশ্রমালম্" নামে খুব বড় একটী খদ্দরের কারখানা আছে। "নালম্ ছত্রম্" উভয় ষ্টেশন হইতে সমদূরবর্ত্তী। পাঁচ ছয় আনা পয়সায় গাড়ী পাওয়া যায়। ছত্রম্টী অতি চমৎকার। নালম্ বংশীয়দেরই একজন ট্রাষ্টীদ্বারা তত্ত্বাবধারিত। একজন ম্যানেজার, জমাদার, ও কতকগুলি চাকর বাকর আছে; অনেকগুলি সুন্দর বাসগৃহ আছে। বহু লোক থাকিতে পারে। ভাড়া নাই, তবে তিনদিনের বেশী থাকিতে হইলে ম্যানেজারের অথবা ট্রাষ্টীর পৃথক অনুমতি লইতে হয়; তাহা পাওয়াও যায়। কোন কষ্ট হয় না। গোদাবরী নিকটে। বাজারও অতি নিকটে। এখানে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। কয়েকটী লাইব্রেরী এবং স্কুলও আছে। সকল প্রকারের ব্যবসায়ের স্থান বেশ সুন্দর জায়গা। গোদাবরীতীরে আর একটী ছত্রম্ও আছে।

## এলোর

ছোট হইলেও সুন্দর স্থান! বেশ ব্যবসায়ের কেন্দ্র, "রাজার ছত্রম্" নামে ছত্রম্টী চমৎকার ও সুবৃহৎ। কোনরূপ ভাড়া নাই। বাজার একটু দূরে। অন্য একটী ছত্রম্ও আছে; কিন্তু বন্দোবস্ত তেমন ভাল নহে। কোর্ট, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে।

## বেজোয়াডা

ইহা একটী বড় জংসন। এখান হইতেই মছলিপট্টম্ যাইতে হয়। ষ্টেশনের নিকটেই একটী মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালা আছে। খুব প্রকাণ্ড ছত্রম্ হইলেও প্রায় সর্ব্বদাই লোকপূর্ণ থাকে। জংসন বলিয়া এখানে লোকের ভিড় অত্যন্ত অধিক। কোনরূপ ভাড়া দিতে হয় না। একটী রেষ্ট্ হাউস্ আছে। ষ্টেশন হইতে প্রায় সিকি মাইল। বাজারের নিকটে। বাসগৃহ (চেয়ার টেবিলসহ), বারান্দা, রন্ধনশালা লইয়া এক একটী পৃথক বিভাগ। কলও পৃথক। পাইখানাও আছে। ভাড়া দৈনিক প্রথম তিন দিন।• চারি আনা হিসাবে। চতুর্থ দিন হইতে ১৲ এক টাকা। মুসলমানকে স্থান দেওয়া হয় না। তাহাদের জন্য পোষ্টাফিসের সামনে আলাহিদ মুসাফিরখানা (ফ্রি) আছে। ইহা ব্যতীত বাজারের মধ্যে একটী ছত্রম্ আছে; তবে ব্যবস্থা ভাল নয়। খালের অপর পারে অরুণ্ডেলপেট্ অবস্থিত; বর্ত্তমানে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া গান্ধীপেট্ হইয়াছে। অরুণ্ডেলপেটেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস। এখানে রামমোহন লাইব্রেরী নামে একটী ভাল লাইব্রেরী আছে। এই অরুণ্ডেলপেটেও দুইটী ছত্রম আছে। অরুণ্ডেল ছত্রম্ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে পরিচালিত। প্রথম দিন হইতেই ভাড়া দিতে হয়। ব্যবস্থাও বেশ ভাল। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে স্বরাজী চেয়ারম্যান যথেষ্ট দেখা শুনা করেন। ইহা ব্যতীত একটী প্রাইভেট ছত্রম্ আছে; এটী একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিক এবং বন্দোবস্তও চমৎকার। প্রথম তিনদিন বিনা ভাড়ায় এবং পরে দৈনিক।০ চারি আনা ভাড়ায় উপরের সুন্দর ঘর পাওয়া যায়।

এখানেই কৃষ্ণা নদী।

## মছলিপট্টম

বেজোয়াডা হইতে শাখালাইনে যাইতে হয়। সমুদ্র নিকটেই। ইহা একটী উল্লেখযোগ্য বন্দর।

কলিকাতা হইতে অনেক জিনিষ আমদানী হয়। সাধারণতঃ হারমোনিয়মের ব্যবসায় এদিকে খুব ভালই চলে। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সুন্দর ফ্রি ছত্রম্ আছে। বাজার হাট নিকটেই। কলেজ, স্কুল, কোর্ট, লাইব্রেরী সমস্তই উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বোপরি ন্যাশন্যাল কলেজ। বর্ত্তমান যুগে ইহাই মছলিপট্টমের গৌরব। সহরের বাহিরে সুন্দর অট্টালিকায় সেই ন্যাশন্যাল কলেজটী দেখিলে সত্য সত্যই একটা আনন্দ শিহরণে পুলকিত হইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে আছেন।

## গুণ্টুর

বেজোয়াডা হইতে মছলিপট্টমের বিপরীত দিকে এই সহরটী স্থাপিত। ইহা একটী জেলা। এখানে একটী কলেজ ও কয়েকটী স্কুল ও লাইব্রেরী আছে। অসহযোগযুগে অন্ধ্রদেশে গুণ্টুর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। এ স্থানটী তামাকের ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। ইম্পিরিয়েল টোব্যাকো কোম্পানিও গুণ্টুর-তামাক ব্যবহার করিয়া থাকে। বহু দেশ বিদেশের ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসায়ের জন্য আসিয়া থাকেন। ট্রাভেলার বাংলো তো আছেই; তাহা ব্যতীত ষ্টেশনের সম্মুখেই দুইটী ছত্রম্ সামনাসামনি ভাবে অবস্থিত। এখানে বাসস্থান ও রন্ধনগৃহ সমস্তই বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায়। কোন কঠোর নিয়ম নাই। তবে ব্রাহ্মণদের স্বতন্ত্র গৃহ এবং সে গৃহ অন্যকে দেওয়া হয় না। চাকরাদি সমস্তই আছে। তাহা ব্যতীত মালিকের জনৈক আত্মীয়ও সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন কূপ ও পায়খানা আছে। কোন কষ্ট হয় না।

## তেনালী

মেন্ লাইনের উপর। তেমন বড় সহর না হইলেও বর্দ্ধিষ্ট ও ব্যবসায়ের স্থান। কলিকাতার যথেষ্ট মাল আসে। ষ্টেশনের নিকটেই একটী প্রাইভেট ছত্রম্ আছে; ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ; এমন কি ঘর খালি থাকিতেও বিদেশীকে দিতে চায় না। সিকি মাইল দূরে আর একটী মন্দির সংলগ্ন ছত্রম্ আছে; ইহারও ব্যবস্থা তেমন ভাল নহে; কারণ অধিকাংশ গৃহই স্থায়ীভাবে ভাড়া দেওয়া হয়। তবে খালি থাকিলে পাওয়া যায়। সহরের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি আর দুইটী ছত্রম্ আছে। একটী শুধু ব্রাহ্মণের জন্য; অপরটী সর্ব্বজাতির জন্য হইলেও পৃথক পৃথক বিভাগ আছে। এ দুইটীরই বন্দোবস্ত ভাল জলের কল নাই, তবে কূপ আছে। ঘরও বেশ ভাল। তত্ত্বাবধায়কেরাও বেশ ভদ্রলোক। কোনরূপ ভাড়াও দিতে হয় না। পাইখানার বন্দোবস্ত সুবিধাজনক নহে। স্কুল ও কোর্ট আছে।

## বাপাট্লা

ছোট সহর। ষ্টেশনের নিকটেই ছোট একটী ছত্রম্ আছে। একটী লাইব্রেরী ও স্কুল আছে। কোর্টও আছে। ব্যবসার খুব বড় যায়গা নহে, তবে ব্যবসায়ী আসিলে যাহা হউক চেষ্টা করিতে ছাড়িবেন কেন?

## ওঙ্গোলি

ষ্টেশনের সম্মুখেই দ্বিতল বিরাট অট্টালিকার ন্যায় ছত্রম্। চমৎকার ব্যবস্থা। কল না থাকিলেও কূপ ও পুষ্করিণী আছে। চাকর-বাকরও আছে

বাসগৃহ ও রন্ধনগৃহ পৃথক পৃথক বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায়। যতদিন খুসী থাকুন, কেহ আপত্তি করিবে না। এখানে আরও ৩।৪টী ছত্রম্ আছে, তবে বহুদূর এবং ব্যবস্থাও ভাল নয়। সহর প্রায় এক মাইল দূরে। ইহা একটী ব্যবসায়ের স্থান। নানারূপ ব্যবসায়ের জন্য সর্ব্বদাই লোকজন আসে। তুলা একটী প্রধান জিনিষ। স্কুল, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, কোর্ট সবই আছে।

উল্লেখযোগ্য স্থান নাই। অবশ্য শাখা লাইনে অন্যান্য কয়েকটী স্থান আছে, যেমন—কার্ণুল, নন্দিয়াল, বেলারি, গুটি এবং কাড়াপ্পা। ইহা হইলেই অন্ধ্রের শেষ হইল। নূতন যাঁহারা আসিবেন তাহাদের ওদিকে প্রথমে না যাওয়াই ভাল। যাহা হউক, মাদ্রাজ পর্য্যন্ত এইভাবে বিনাকষ্টে আসার পরে যদি কাহারও আরও অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

## নেল্লোর

অন্ধ্রের একটী বিখ্যাত জেলা। ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এস্থানটীর প্রসিদ্ধি; সুতরাং উকিল, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের ছড়াছড়ি। সহরটীও বেশ বড়। ব্যবসায়েরও উল্লেখযোগ্য স্থান। যে কোন ব্যবসায়ীই আসুক না কেন, কাজ কিছু হইবেই। কলিকাতার বহুতর জিনিষ এখানে আমদানী হইয়া থাকে। চক্রবর্ত্তীর কালির বড়ি শুধু এখানে নয় উল্লিখিত সমস্ত স্থলেই আসে। কলিকাতার নানা কোম্পানীরই গন্ধ তৈল আমদানী হয়। চা কলিকাতা হইতেই সরবরাহ হয়। অন্ধ্র হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট খদ্দরও যাইয়া থাকে। কলিকাতার সহিত ব্যবসা সর্ব্বত্রই সম্ভব, এবং কোন স্থানে নূতন নহে। এখানে দুইটী ছত্রম্ আছে। একটী ষ্টেশনের সন্নিকটে হইলেও সবিধাজনক নহে, কারণ সহর বড় দূর। বাজারের নিকটেই একটী দ্বিতল ছত্রম্ আছে। কোন ভাড়া নাই, যতদিন ইচ্ছা থাকা চলে, অথচ বন্দোবস্তও বেশ ভাল। তার পর কোর্ট, কলেজ, বাজার সমস্তই নিকটে। ইহার পর মাদ্রাজ পর্য্যন্ত মেন্ লাইনে আর তেমন

## মাদ্রাজ

মাদ্রাজ ভারতবর্ষের তৃতীয় সহর। এখানে অনেকগুলি অনেক রকমের হোটেল আছে। সাহেবী মতেরও আছে, হিন্দু মতেরও আছে। তবে ব্রাহ্মণ হোটেল এখানে নিরামিশ-ভোজীরই উপযুক্ত; কারণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ নিরামিশাষী।

মাদ্রাজ আনন্দ ভবন ও কমলাবিলাস নামে দুইটী ভাল হোটেল আছে। এখানে থাকিবার ঘর পাওয়া যায়। ভাড়া দৈনিক এক টাকা হইতে দুই টাকা। আহার করিলে আহার ব্যয় দৈনিক ৸৹ হইতে ১।৹ পর্য্যন্ত। সমস্তই তাহাদের দেশীয় প্রথায় অবশ্য। মাদ্রাজ আনন্দ ভবনে রুটী খাইতে চাহিলেও পাওয়া যায়। পুরী, মিঠাই প্রভৃতিও বেশ ভালই পাওয়া যায়।

ছত্রম্‌ও এখানে অনেকগুলি আছে। সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের সম্মুখের ছত্রমে একক লোককে থাকিতে দেয় না। পরিবার সহ বা দুইজন বন্ধু হইলেও স্থান দেয়। দৈনিক ভাড়া ॥৶৹ হিসাবে।

সৌকারপেট্ নামক স্থানে মাড়োয়ারীদের কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে; তথায় যাওয়াই কর্ত্তব্য। বংশীলাল ধরমশালা অথবা পঞ্চায়তি ধরমশালা, সৌকারপেট বলিলে গাড়োয়ান ৷৷০ আনা ভাড়ায় পৌছাইয়া দিবে। সুন্দর দ্বিতল বাটী, কল, পায়খানা চাকর সমস্তেরই বন্দোবস্ত চমৎকার। ভাড়ার নামও নাই।

ব্যবসায়ে মাড়োয়ারী যেমন সুনাম করিয়াছে, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছে—তেমনই সাধারণের উপকারার্থে ব্যয়ও করিয়াছে। হায় বাঙ্গালি! কবে তোমাদের দাসত্বের মোহ টুটিবে?

( ক্রমশঃ )

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

---

## পত্র প্রেরকদিগের প্রতি

সবিনয় নিবেদন,—

পত্র যদি খুব জরুরী এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় এবং চিঠির মধ্যে স্বল্পস্থানে লেখা সম্ভব হয়, তবেই টিকিট দেওয়া থাকিলে সে কথা পত্রপ্রেরককে লিখিয়া জানানো হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল পত্রের জবাবই প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় কিন্তু কবে প্রকাশ হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব।

অনেকে আবার এত বাজে প্রশ্ন করিয়া পাঠান যে এই সকল অনাবশ্যক প্রশ্ন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই আমরা হয়ত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একটা ফি ধার্য্য করিতে বাধ্য হইব।

আমরা পুনরায় জানাইতেছি যে গ্রাহক না হইলে কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে এতবার জানাইতেছি কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তবুও প্রতি সপ্তাহে অন্যূন ৫।৬ খানা এইরূপ পত্র পাইতেছি।

সম্পাদক।

# ভারতের কৃষক ও কৃষি।

( শ্রীদুর্গাচরণ সিংহ )

ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন দেশ এবং আয়তনে, রুশিয়া ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান। ইহাকে মহাদেশ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। হিমালয়ের তুষারাবৃত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, বাঙ্গালা দেশের শস্য-শ্যামল সমতল ভূমি, রাজপুতানার তৃণশূন্য বালুকাময় মরুস্থানে, দাক্ষিণাত্যের উচ্চ ঢালুভূমি, সুন্দর বন ও পশ্চিম ঘাটের ব্যাঘ্র-ভল্লুক-শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর জঙ্গলে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা প্রভৃতি বিশাল নদনদী পরিদর্শনে মনে হয় না যে, আমাদের ভারত একটী দেশ মাত্র। ইহার আয়তন ১৮০২৬০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় একত্রিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ।

১৯২১ সালের গণনায় দেখা যায় যে, এখানে লোক সংখ্যার শতকরা ৭১ জন ব্যক্তি কৃষিজীবী, আর প্রত্যেক গ্রামের প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোক কোন না কোন প্রকারে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, এখন ভারতের উন্নতি ইহার কৃষক ও কৃষির উন্নতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আজ আমাদের কৃষক ও কৃষির অবস্থা কি?

যে ভারতের কৃষক, তাহার কৃষির সাহায্যে, দেশকে উদর পুরিয়া খাওয়াইয়া একদিন জগতের বহুদেশের পণ্য দ্রব্যের অভাব পুরণ করিয়া, নিজের বস্ত্রভাণ্ডারে রাশি রাশি রত্ন আনিয়া ঢালিয়াছে, আজ সেই কৃষক সারা বৎসর কি রৌদ্রে, কি বৃষ্টিতে, প্রাণাতিপাত পরিশ্রম করিয়াও স্ত্রীপুত্রকন্যাদের দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন-সংস্থান করিতে পারিতেছে না। এই কৃষককুলের দৌলতেই আজ, রেল কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পানী, বীমা কোম্পানী, বৈদেশিক বণিক, দালাল, ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলওয়ালা,—সকলেই রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে; আর সেই হতভাগ্য কৃষককে তাহার বৎসরের ছয় মাসের আহার সংস্থানের জন্য ঋণ-ভাণ্ড হস্তে মহাজনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে হয়।

কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষকের আজ দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ ও দুর্গতির সীমা নাই। এই অভাব ও দারিদ্র্যের ফলে দেশব্যাপী এক বিরাট হাহাকার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নানা প্রকার রোগ ও ব্যাধি সময় বুঝিয়া ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে, আর সেই জন্যই অনাহার-ক্লিষ্ট রোগীর মৃত্যুর হার দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

তাই এখন চারিদিকেই চীৎকার শোনা যাইতেছে, ইহার—প্রতিকার কি? রাজপুরুষেরা সিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি উচ্চ প্রদেশ হইতে চীৎকার করিতেছেন,—প্রতিকার কি? দেশের লোক টাউন হলে চীৎকার করিতেছেন—প্রতিকার কি? রাজা, মহারাজা, বিলাস-কক্ষে বসিয়াই নিমিলিত নেত্রেই সায় দিতেছেন,—প্রতিকার কি? আবার দারিদ্র্যক্লিষ্ট চাষা তাহার ক্ষুদ্র কুটীর হইতে ভগ্নস্বরে চীৎকার করিতেছে—প্রতিকার কি? চাষার স্বর ভগ্ন, তাই জনমানবাকীর্ণ

সহরের কোলাহলে তাহার চীৎকার সুস্পষ্ট শোনা যায় না।

ভারতের ভাগ্যবিধাতাগণ কৃষকের দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত হইয়া, প্রবল সহৃদয়তার আবেশে এক কৃষি কমিশনই বসাইয়া ফেলিয়াছেন! তাহার বেশীর ভাগ ব্যয় ভার বহন করিবে দরিদ্র কৃষককুল। কিছু দিন পরে যখন এই কমিশনের মেম্বারগণ সিমলা, দার্জ্জিলিং, দিল্লী, আগ্রা, রাঁচি, ওয়াল্‌টিয়ার, পুরী, বালেশ্বর, গয়া, কাশী, প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া দীর্ঘ রিপোর্ট বাহির করিবেন, তখনই কৃষককুলের, দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার সব ঘুচিয়া যাইবে!

দেশের এই অশিক্ষিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষক—তাহার এই দুঃখ মোচনের উপায় হইয়াছে—এ সুসংবাদ রাখে কি? সে ঋণ করিয়া তাহার দুঃস্থ, ক্ষুধাতুর, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্ত্রীপুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা করিবে, না বিদেশীয় বণিক-কুলের সুবিধার জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি না মানিয়া জমিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবে, না এই রয়েল কমিশনের খোঁজ রাখিবে?

ইতি পূর্ব্বে এদেশে বহু কমিশন বসিয়াছে, রিপোর্টও অনেক বাহির হইয়াছে; কৃষক কিংবা কৃষির কিছু উন্নতি হইয়াছে কি? তাহার দুর্দ্দশা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কৃষককুলের উন্নতির জন্য ৬৪ হাজার মার্কা কৃষি মন্ত্রীত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু কি দৈব দুর্ব্বিপাক, তাহাদের উন্নতি ত হইল না!

ভারতবাসী বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, পরাধীন জাতির দুঃখ মোচন পরের দ্বারা কখনই সম্ভব হয় না। আর সেই সত্য বাণীটাই দেশবাসীর নিকট প্রচার করিতে গিয়া, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কারাবাস ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। ভারতের কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের উন্নতির উপায় নিজে স্থির করিতে হইবে।

প্রথমে জানা আবশ্যক যে, "কৃষক" ও "কৃষি" দুইটী পদই সম্বন্ধবাচক; একটীর উন্নতি অপরটীর উন্নতির উপর নির্ভর করে। ইং ১৯২০ সালের গণনায় ইংরাজ শাসনের অধিকারে ভারতের আয়তন ছিল প্রায় ১৮৬৭৪০৪০০০ বিঘা।

তাহার মধ্যে জঙ্গল ভূমি প্রায় ২৬৪৯৬৯০০০ বিঘা
" কৃষির অনুপযুক্ত ভূমি " ৪৩৭৩১০০০০ "
" কৃষির উপযোগী কিন্তু অকর্ষিত ভূমি প্রায় ৩৪০২৪৫০০০ "
" পরিত্যক্ত ভূমি " ১৫৬৪০৫০০০ "
" প্রকৃত কৃষি নিযুক্ত ভূমি " ৬৬৮৪৭৫০০০ "

কৃষি নিযুক্ত ভূমির মধ্যে প্রায় ৬৩৩০০০০০০ বিঘা জমিতে খাদ্যশস্য ও প্রায় ১২৯০০০০০০ বিঘা জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়। অতএব দেখা যায় যে, প্রায় নয় কোটী বিঘা জমিতে ২।৩ বার করিয়া ফসল উঠান হয়।

আমাদের দেশে জমিতে প্রতি বিঘায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ফসলের পরিমাণ বড়ই কম এবং ইহাই আমাদের কৃষকের দারিদ্র্যের একটী প্রধান কারণ। চাষা সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া তার উপযুক্ত পুরস্কার পায় না। বাঙ্গালা দেশের লোকের চাউলই প্রধান খাদ্য এবং সেই জন্য এখানে ধান চাষও প্রচুর হইয়া থাকে, কিন্তু প্রতি বিঘা জমিতে বাঙ্গালা অপেক্ষা জাপানে ৩ গুণ অধিক ধান উৎপন্ন হয়।

চাষের সুফলতা নির্ভর করে প্রধানতঃ ৫টী

জিনিষের উপর—জমি, পরিশ্রম, অর্থ, শিক্ষা ও সুবন্দোবস্ত। এই বার আমাদের দেশের উক্ত পাঁচটী জিনিষের প্রাচুর্য্যতা সম্বন্ধে একের পর একটী করিয়া বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

## জমি ও উর্ব্বরতা

ইং ১৯১৯—২০ সালে বাঙ্গালা দেশ প্রায় ১১০০০০০০ জন কৃষক প্রায় ৭৩৪৯০৪০০ বিঘা জমির আবাদ করিয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক কৃষক গড়ে প্রায় ৬৭ বিঘা চাষ করিয়াছিল, দেখা যায়। ইংলণ্ডে ১৯১১ সালের গণনায় দেখা যায় যে, সেখানে গড়ে প্রত্যেক কৃষক ২১ একর (প্রায় ৬৩ বিঘা) জমি চাষ করিয়াছিল। অতএব অনায়াসেই বুঝা গেল যে, আমাদের দেশের জোত-জমি (holdings) অন্যান্য দেশের জোতজমির তুলনায় বড়ই ছোট। ইহার প্রধান কারণ যে, অন্যান্য দেশের লোক আমাদের দেশের লোকের মত কেবল কৃষিজীবী নয়; সেখানকার লোক নানা প্রকার শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। তাহাদের সকলেই যদি কৃষিজীবী হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদেরই মত তাহাদেরও লোক প্রতি গড়ে অতি অল্পই জোত জমি থাকিত। আমাদের দেশের জমির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, এখানে জোতজমি যাহাও আছে, তাহাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। জোত জমির এই ক্ষুদ্রতা ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতার কারণ:—

১। ভারতবর্ষে লোক সংখ্যার আধিক্য। যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সে পরিমাণে তাহারা তাহাদের জীবিকার উপযুক্ত পেশা অবলম্বনে অসমর্থ হইতেছে; ফলে, অনেকেই লাভ-জ্ঞানে চাষে নিযুক্ত হওয়ায় প্রত্যেক কৃষকের গড়ে জোত-জমির অল্পতা হইতেছে।

২। শিল্প ও বাণিজ্যের অভাব। পূর্ব্বে এদেশে এক এক সম্প্রদায় এক একটী স্বতন্ত্র পেশায় নিযুক্ত ছিল; কিন্তু আজকাল পুরাতন কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে, ফলে সেই সব শিল্প-ব্যবসায়ী কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে—ইহাতেও জোতজমির খণ্ডতা অনিবার্য্য।

৩। উত্তরাধিকারী সূত্রে (Law of Succession) সম্পত্তি বিভাগ। মনে করুন, কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক জোতে ১৫ বিঘা জমি ও তিনটী পুত্র রাখিয়া গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর যখন ভাই তিনটী পৃথক, হইল তখন প্রত্যেকেই নিজ নামে ৫ বিঘা করিয়া এক একটী বিভিন্ন জোত রেজিষ্ট্রী করিয়া লইল। এইরূপে যত বৃহদাকার জোত, সকলেই ক্রমান্বয়ে খণ্ড খণ্ড হইয়া এক একটী ক্ষুদ্র জোতজমিতে পরিণত হইতেছে। অন্যান্য দেশে কৃষির উন্নতিকল্পে জোত যাহাতে খণ্ড হইয়া ক্ষুদ্রাকারে পরিণত না হয়, তাহারই চেষ্টা করা হয়, এমন কি সময় সময় অনেক দেশে আইনের সাহায্য লওয়া হয়; কিন্তু ভারতে এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কেহ আছেন কি?

৪। ভারতবাসীর দারিদ্র্য:—এই দারিদ্র্য হেতু ভারতের কৃষককে অনেক সময় তাহার জমি বিক্রয় করিতে হয়, এবং তাহার যতটুকু বিক্রয় করিলে অভাব মিটিবে, সেই পরিমাণ জমি একটী বড় জোত হইতে বিক্রয় করে, ফলে জোত খণ্ড হইয়া যায়।

ভারতে জোতের এই খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতাই জগতের প্রতিযোগিতায় ভারতের কৃষি মাথা তুলিবার একটী প্রধান অন্তরায়। স্পষ্টভাবে ইহার পাঁচটী কুফল পরিলক্ষিত হয়।

(ক) ইহাতে যথেষ্ট সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। এক স্থানে এক বিঘা জমি চষিয়া, কৃষককে হাল, হেলে, যাবতীয় সরঞ্জাম সহ হয়ত আবার ১ মাইল দূরবর্ত্তী আর এক স্থানে ১ বিঘা জমি চষিতে যাইতে হইল। অধিকাংশ কৃষককেই এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ইহাতে এক ঘণ্টার কাজ দেড় ঘণ্টা সময়ে অতিবাহিত হয়। চাষের সময় কৃষকের নিকট একটী মুহূর্ত্তেরও যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ আমাদের দেশে ঠিক সময় মত চাষ না করিলে বা শস্যের উপযুক্ত যত্ন না লইলে সুফলের আশা করা যায় না।

(খ) ইহাতে কৃষকগণের মধ্যে অনেক সময় কলহ আদি অনিষ্ট এবং মামলা, মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুসঙ্গিক কুফলও ঘটিয়া থাকে; ফলে হতভাগ্য দরিদ্র কৃষক অনেক সময় ভ্রমের বশীভূত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। জমি খণ্ড হইলেই তাহার চতুঃসীমায় বহুব্যক্তির জমি থাকিতে পারে এবং সেই জন্যই কলহের আশঙ্কা অধিক।

(গ) জমি খণ্ড হইলেই তাহার চতুঃসীমা নির্দ্ধারণের জন্য আইল কিংবা বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। ইহাতে বহুপরিমাণ স্থান বৃথা পড়িয়া থাকে, কোন কাজেই লাগে না।

(চ) বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে চাষ করিতে হইলে এক জোতে অনেক খানি জমির আবশ্যক। জমি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বৈজ্ঞানিক চাষ অনেক আয়াসসাধ্য।

(ঙ) কোন স্থানে উপযুক্ত জল সেচনের সুবিধা নাই। যদি সেই স্থানে এক এক ব্যক্তির এক একটী বড় জোত থাকিত, তবে তাঁহারা অল্লায়াসেই পাতকূয়া কিংবা ইন্দারা কাটাইয়া জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড হওয়ায় কেহই সামান্যের জন্য এইরূপ কষ্ট স্বীকার করেন না।

এই সমুদয় অসুবিধা কতক পরিমাণে দূরীকরণ প্রয়াসে আমাদের দেশে কৃষকগণের মধ্যে সহযোগিতা আনয়নের চেষ্টা করা হইতেছে। যদি এই চেষ্টা ফলবতী হয়, তাহা হইলে দুইটী পন্থা অবলম্বন দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যদি ঐরূপ খণ্ড খণ্ড জমিগুলি অদল-বদল করিয়া, যাহার যেখানে সুবিধা এবং যাহার যতটুকু জমি, একস্থান-ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়, তবে অসুবিধা বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে।

মনে করুণ 'ক'য়ের একস্থানে ২ বিঘা জমি আছে, তাহার পার্শ্বে 'খ'য়ের ২ বিঘা জমি আছে; আর একস্থানে খ'য়ের ২ বিঘা জমি আছে ও তাহার পার্শ্বে গ'য়ের ২ বিঘা জমি আছে; আর এক স্থানে গ'য়ের ২ বিঘা জমি আছে ও তাহার পার্শ্বে ক'য়ের ২ বিঘা জমি আছে। এখন যদি তাহারা পরস্পরের জমি অদল বদল করিয়া লয়, তাহা হইলে 'ক', তাহার পার্শ্বস্থ 'খ'য়ের দুই বিঘা জমি লইয়া তাহাকে 'গ'য়ের নিকট যে 'ক'য়ের জমি আছে, তাহা দিল, "খ" আবার তাহার পার্শ্বস্থ 'গ'য়ের দুই বিঘা লইয়া, 'ক' এর নিকট হইতে প্রাপ্ত জমিটুকু 'গ'কে দিল সেখানে 'গ'য়ের পূর্ব্বেই দুই বিঘা জমি আছে। এখন প্রত্যেকের এক একস্থানে ৪ বিঘা করিয়া জমি হইল। ইহাতে সকলেরই সুবিধা হইল। এইরূপ সহযোগিতা থাকিলে বহু সংখ্যক ব্যক্তির জমি সুবিধামত অদল-বদল করা যাইতে পারে। সমবায় সমিতি গঠন না করিলে ঐরূপ কার্য্য সম্ভবপর হইবে না; কারণ ইহার প্রধান ভিত্তি চাই সহযোগিতা।

দ্বিতীয়তঃ, এক স্থানের বহুখণ্ড জমির মালিকগণ সমবায়ে কাজ করিতে পারেন। যথোপযুক্ত জল সেচনের সুবন্দোবস্ত কিংবা কৃষি-কার্য্যের উপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মূল্যবান সরঞ্জাম প্রভৃতি ক্রয়, কখনও কোন ক্ষুদ্র জমির মালিকের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। একজোটে কাজ করিলে অনেক আয়াসসাধ্য কাজ অতি সুচারুরূপে সাধন করা যাইতে পারে। দেশেত শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই, অশিক্ষিত কৃষক-দিগকে কেহ এ বিষয়ে কখনও পরামর্শ দিয়াছেন কি?

জমিতে যত ফসল উঠান যায়, ততই তাহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। সেই উৎপাদিকা শক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য রীতিমত সার দিয়া জমির যথোপযুক্ত পাট করিতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি এখন অশিক্ষিত কৃষকের হস্তে ন্যস্ত আছে, শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত তাহাদের সংস্রব নাই বলিলেই হয়। কাজেই অশিক্ষিত কৃষকের অত ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, আর তাহার সেরূপ অর্থও নাই। সে পিতৃপিতামহের নিকট হইতে যেভাবে চাষ করিতে শিখিয়াছে, সেই ভাবেই করে। জমিতে ফসল না হইলে নিজের অদৃষ্টকেই মন্দ জ্ঞান করে।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের জমির উর্ব্বরতা-শক্তি অন্যান্য দেশের জমির উর্ব্বরতা-শক্তি অপেক্ষা কিরূপ কমিয়া গিয়াছে।

ইং ১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষে প্রতি বিঘায় গড়ে গম জন্মিয়াছিল প্রায় ৩ মণ
ঐ সালেই ইংলণ্ডে " " প্রায় ৭½ "
" " ক্যানাডায় (আমেরিকা) " প্রায় ৪½ "

ইং ১৯২০ সালে প্রতি বিঘায় ভারতে তুলা জন্মিয়াছিল গড়ে প্রায় ১৪½ সের
" ঐ সালেই মিশরে (আফ্রিকা) " " ১ মণ ২৭
" " ইউনাইটেড এষ্টেট্ (আমেরিকা) ৩৩½ সের

ভারতবর্ষের জমির এই উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যাইবার অনেকগুলি কারণ আছে।

(১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ বহু পুরাতন দেশ। এদেশে রামায়ণেরও বহু পূর্ব্ব যুগ হইতে ক্রমান্বয়ে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে যে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

(২) বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলায় বৃষ্টিপাত কমিয়া গিয়াছে।

(৩) কৃষকগণ দরিদ্র ও অসহায়,—তাহারা অর্থব্যয় করিয়া সব সময় জমিতে সার দিয়া উঠিতে পারে না।

(৪) ভাগে জোত চাষ এবং সাজা বিলি। যে সমস্ত ব্যক্তি জমি কিনিয়া নিজ হাতে চাষ করেন না, তাঁহারা কৃষকদিগকে জমি ঠিকা বিলি করিয়া দেন। এই বিলিতে কৃষকের কিছুই স্বত্ব থাকে না; জমিতে ফসল উৎপাদন করিবে, ফসলের অংশ পাইবে মাত্র। সময়েরও কিছু স্থিরতা নাই, ফলে কৃষকও জমির প্রতি যথাশক্তি যত্ন লয় না; কারণ সে যত্ন লইয়া যে জমিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবে, হয়ত পর বৎসর তাহাকে সে জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুতরাং নিজ হইতে সার দিয়া পরের জমিকে সে কেন উর্ব্বর করিবে? ইহার ফল এই হয় যে, জমির উর্ব্বরতা শক্তিটুকু ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে।

(৫) জমিদারের সহিত প্রজার মধুর সম্পর্ক; উভয়েই উভয়ের নিপাত কামনা করে। জমিদার

খাজনা পাইলেই নিশ্চিন্ত ; কৃষক খাইতে পায় কি না, জমিতে সার দিতে পারে কি না, জমিদার সেদিকে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক বোধ করেন না।

(৬) উপযুক্ত জল সেচনের অভাব। আমাদের কৃষির জল সেচনের জন্য কৃষককে দেবতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। যদি সুবৃষ্টি হয়, সুফল হইবে, নচেৎ হাহাকার। ভারতবর্ষে যাবতীয় কৃষি-নিযুক্ত ভূমির মধ্যে মোট এক পঞ্চমাংশ জমিতে রীতিমত জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে। বাকী জমির জল সেচন কার্য্য দুইটী মনসুনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। একটী গ্রীষ্মকালীন মনসুন ও অপরটী শীতকালীন মনসুন। প্রথমটীর উপর ধান, পাট, চা, কফি, ইক্ষু প্রভৃতি শস্যের সুফলতা নির্ভর করে। বোম্বাই, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং আরও দুই এক স্থানের জমি কেবল মাত্র এই মনসুনের দ্বারা জল সিক্ত হয়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত উত্তর পূর্ব্ব কোণে প্রবাহিত হয়।

দ্বিতীয়টী দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রবাহিত হয়। ইহার উপর নির্ভর করে হায়দ্রাবাদ ও মান্দ্রাজের কিয়দংশ। ইহা তুলা, বজরা প্রভৃতি শস্যের সহায়ক। কোন বৎসর এই দুইটী মনসুনের অত্যাধিক্য কিম্বা স্বল্পতা হইলেই দেশে হাহাকার উঠিয়া যায়। কাজেই এই শতকরা ৮০ বিঘা জমির ফসলের স্থিরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অনেক সময় ভারতের কৃষককে সারা বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া এবং যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া শেষে প্রমাদ গণিতে হয়।

এই শস্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার প্রতিবিধান করিতে হইলে, বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। উহারও প্রতিবিধান করিতে হইলে কৃষকদিগের মধ্যে একতা ও সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক।

( ক্রমশঃ )

# ব্যবসায়ে জুয়াচুরী

### ট্যাব্‌লয়েড্‌ কুইনাইন

### (Tabloid Quinine)

এদেশে পূর্ব্বে শিশিতে করিয়া কুইনাইন বিক্রয় হইত, এখনও যে হয়না, তাহা নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে এখন আর শিশির কুইনাইন খাইতে চাহে না; কারণ গুঁড়া কুইনাইন মুখে ফেলিয়া খাইতে গেলে, অত্যন্ত তিতো লাগে; এইজন্য মানুষের রুচি অনুসারে বিদেশ হইতে এখন ট্যাব্‌লয়েডের আকারে কুইনাইন প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে যাহারা গুঁড়া কুইনাইন মুখে ফেলিয়া খাইতে পারিত না, তাহারা কুইনাইনের উপরে ফোঁটা দুই জল দিয়া আস্তে আস্তে গুলি করিয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া, টপ্‌ করিয়া গিলিয়া ফেলিত। ইহাতে মুখে তিতো লাগিত না, অথবা অতি অল্পই লাগিত। অনেকে আবার কুইনাইন খাইবার আগে, হরিতকী চিবাইয়া লইতেন; তাহাতে আদৌ তিতো লাগিত না। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সময়ের এত অভাব হইয়াছে যে, কুইনাইন খাইবার জন্য এত আয়োজন করিতে অনেকের পোষায় না। এই জন্যই বিদেশী ঔষধ বিক্রেতাগণ সময় বুঝিয়া ট্যাব্‌লয়েডেরআকারে কুইনাইন বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ চিনির আবরণ দিয়া (sugar coating) কুইনাইনকে ঢাকিয়া রাখেন, কেহবা আবার জিলেটিন (jelatine) দ্বারা আবরণ দিয়া থাকেন। কুইনাইন এইরূপে আবৃত অবস্থায় (coated) থাকায়, কাহারও কুইনাইন খাইতে আর কষ্ট হয় না, টপাটপ্‌ গালে ফেলিয়া দিয়া গিলিলেই হইল। আবার এইরূপ Tabloid কুইনাইনের সুবিধা এই যে, ইহা পকেটে ফেলিয়া ম্যালেরিয়াক্রান্ত প্রদেশে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাওয়া যায়, এবং জল না পাইলেও খাওয়া যায়। এই সকল সুবিধার জন্য আজকাল এদেশে ট্যাব্‌লয়েড কুইনাইনের বিশেষ প্রচলন হইয়াছে।

কিন্তু এইখানেই আবার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাজারে যে দ্রব্যের কাট্‌তি বেশী, জুয়াচোরেরা সেই দ্রব্যেরই নকল বাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়, এবং যেখানে নকল চলেনা, সেখানে ভেজাল দ্রব্য চালাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। কুইনাইন টেব্‌লয়েডেরও ঠিক সেই দুর্গতি হইয়াছে। এই সকল ট্যাব্‌লয়েডে কুইনাইন একটা আবরণের (coating) মধ্যে থাকায় লোকে বুঝিতে পারে না যে, উহার মধ্যে কি আছে, এবং কুইনাইন থাকিলেও কত পরিমাণ কুইনাইন আছে, তাহাও জানা যায় না। এইজন্য বিদেশ হইতে আনীত অনেক কুইনাইন ট্যাব্‌লয়েডে একেবারে কুইনাইনের নাম গন্ধ নাই; সবই ময়দার গুলি মাত্র।

এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর সুবিখ্যাত Statesman পত্রে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কোন্ কোন্

মার্কা ট্যাব্‌লয়েডে এইরূপ জুয়াচুরী থাকে, তাহার নাম প্রকাশ করিবার জো নাই, তাহা হইলে ফঁ্যাসাদে পড়িতে হইবে এইজন্য Statesman পত্রের সম্পাদক এই সম্বন্ধে আইন পাশ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কুইনাইন ট্যাব্‌লয়েডের মধ্যে কি আছে তাহা বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই। যদি কেহ ভাঙ্গিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ঠিক কুইনাইনের ন্যায় সাদা দ্রব্য রহিয়াছে। আবার যদি মুখে দিয়া চাখিয়া (tasting) দেখেন, তাহা হইলেও বুঝিবার উপায় নাই। কারণ সেয়ানা জুয়াচোরেরা এখন নিছক্ ময়দা দেয়না, উহার সহিত হয় সামান্য পরিমাণ কুইনাইন অথবা অন্য কোন তিক্ত দ্রব্য মিশাইয়া দেয়; সুতরাং আস্বাদনের দ্বারাও উহা কুইনাইন কিনা তাহা ধরিবার উপায় নাই। এই জন্যই জাল কুইনাইন, ট্যাব্‌লয়েডের আকারে বাজারে হু হু করিয়া কাটিয়া যাইতেছে।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এইরূপে জাল কুইনাইন বেচায় জুয়াচোরদের লাভ কি? ইহার সহজ উত্তর এই যে, কুইনাইন অতি মূল্যবান পদার্থ সিন্‌কোনা গাছের ছাল হইতে (cincona bark) কুইনাইন প্রস্তুত হয়; এই cincona bark অনেক মূল্যে কিনিতে হয়, এবং তাহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে অনেক দাম পড়িয়া যায়। এই জন্যই অধিক লাভের আশায় জুয়া চোরেরা এইরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

এখন একটা অতি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশানোরত অবধি নাই; তাহার ফলে সমুদয় বাঙ্গালী জাতি রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইয়া যাইতেছে। এখন যদি ঔষধ-পত্রাদিতেও ভেজাল চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশের অবধি থাকিবে না। ঔষধের মধ্যে আবার কুইনাইনের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই। ডাক্তারী শাস্ত্র বলেন যে, ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র ঔষধ কুইনাইন। এই জন্য সরকারী জেল, পল্টন, হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে সমগ্র বর্ষাকাল ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট সকলকেই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া কুইনাইন খাওয়াইয়া থাকেন। এই কুইনাইন বাজার হইতে কেনা হয় না; ইহা গভর্ণমেণ্টের কারখানাতেই তৈয়ার হয়। সুতরাং কোনও ভেজালের সম্ভাবনা নাই। আলিপুরের জেলেও কুইনাইন তৈয়ার হইয়া বিক্রয় হয়, উহাতেও কোন ভেজালের সম্ভাবনা নাই। গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আপন আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিজেই কারখানা খুলিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন; কিন্তু জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় কি? এদেশে ভাত জল যেমন প্রয়োজনীয় পদার্থ, কুইনাইনও তেমান প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে: ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে; ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, কুইনাইন ভিন্ন ম্যালেরিয়ার আর কোনও ঔষধ তাঁহাদিগের জানা নাই।

এইরূপ অবস্থায় বাংলা দেশের মৃতসঞ্জীবনী-স্বরূপ ম্যালেরিয়া রোগের এই একমাত্র ঔষধটীতে যদি ভেজাল চলিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এদেশের উপায় কি? আমরা তাই এইগুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতাস্থ মেডিকেল ক্লাবের সভ্যাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আর ম্যালেরিয়াক্রান্ত প্রদেশের জনসাধারণকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কোনও বিহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন পয়সা দিয়া ময়দার গুঁড়া না খান। সব জায়গাতেই

গভর্ণমেণ্টের কুইনাইন বিক্রয় হইয়া থাকে, সকলে তাহা অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন। পাড়াগাঁয়ের কৃষকেরা অনেক সময়ে বলে যে, পোষ্টাপিশের সরকারী কুইনাইনে বড় "দলক", অর্থাৎ তেজ বেশী, আর বাজারের কুইনাইন অত "কড়া" নহে। ইহার সরল অর্থ এই যে, সরকারী কুইনাইন খাঁটী তাই কড়া, আর বাজারের কুইনাইনে খাঁটী জিনিষ নাই।

( ২ )

## স্যাণ্টোনাইন

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, স্যাণ্টোনাইন ক্রিমির মহৌষধ। বালকদিগের ক্রিমি রোগে সকল ডাক্তারে স্যাণ্টোনাইন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে স্যাণ্টোনাইন খাইলে যেমন হাতে হাতে ফল পাওয়া যাইত, এখন শিশি শিশি গুলিয়া খাওয়াইলেও তাহার কোনও ফল পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বিলাতের Medical Journal-এ একটী সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধ-লেখক দেখাইয়া ছিলেন যে, বাজারে যাহা স্যাণ্টোনাইন বলিয়া বিক্রয় হয়, উহার মধ্যে স্যাণ্টোনাইনের পরিমাণ অতি অল্পই থাকে—এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। শতকরা ৯৮ ভাগ বোরাসিক্ এসিড ( Boracic acid ) আর ২ভাগ মাত্র স্যাণ্টোনাইন; সুতরাং ব্যারাম সারিবে কি? যে রোগের যে ঔষধ তাহা না পড়িয়া, শরীরে যদি অন্য জিনিষ পড়ে, তবে ব্যাধি সারিবে কি প্রকারে? এই ঔষধে ভেজালের জন্যই আজকাল ঔষধ খাইয়া রোগী ফল পায় না; নচেৎ ব্যবস্থাত ( prescription ) ঠিকই আছে কিন্তু ব্যবস্থানুযায়ী যে ঔষধ আমরা কিনি, জুয়াচোরদের জন্য তাহা সে ঔষধ নহে; অন্য যা হয় একটা কিছু কিনিয়া আনি; এই জন্যই ব্যাধি সহজে সারে না।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, কবিরাজী ঔষধেও ঠিক এই প্রকার দুর্দ্দশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিরাজী শাস্ত্রে যে রোগের যে ঔষধ ও ব্যবস্থা, তাহা যেমন লেখা আছে, ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও তেমনি লেখা আছে। সুতরাং ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করা খুব কঠিন বা একেবারে দুঃসাধ্য নহে। যদি এইরূপে খাঁটি ঔষধ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস, এদেশের জলবায়ু এবং ধাত্ অনুসারে কবিরাজী ঔষধ যেমন খাপ্ খায়, সুতরাং সহজে ফল দেখাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু এ বাজারে সকলেই ব্যবসাদার সাজিয়া বেচাকেনা করিতে বসিয়াছে, এবং টাকার কাঁড়ি করিতেছে—বৈদ্য আর কোথায় পাইব? স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, চন্দ্রকিশোর সেন, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন প্রভৃতি রোগী দেখিতেন এবং ঔষধ দিতেন—সে ঔষধসত্য সত্যই কথা বলিত—এখন সাত নকলে আসলও খাস্তা হইয়া যাইতেছে। যাক্, বারান্তরে কবিরাজী ঔষধেও সচরাচর যে সকল ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার বৃত্তান্ত বাহির করিব।

( ৩ )

## কলিকাতার দোকানের তৈরী চা

আজ কাল চাও অন্নজলের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলে

যদিও এখন পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ সকলে চা ধরে নাই, তথাপি কলিকাতার এই এক পয়সার নেশা ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, মুহুরী, মুটে মজুর, বড়লোক, ছোটলোক সকলকেই একপ্রকার গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। চা খাওয়া ভাল কি মন্দ—উপকারী কি অপকারী, সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা করিব না; আজ শুধু দেখাইব যে, চা'র নামে আমরা কি পান করিতেছি। বাস্তবিক চা অতি বিলাসের সামগ্রী; প্রস্তুত করিতে জানিলে ইহা অতি উপাদেয় পানীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেশে এক হাজার লোকের মধ্যে একজনেও চা তৈরী করিতে পারেন না, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। সাহেবদের খানসামা বেহারাদের মধ্যে যাহারা ভাল চা তৈরী করিতে পারে, তাহাদের মাহিয়ানা খুব বেশী। Grand Hotel, Great Eastern Hotel এবং কেল্‌নারের হোটেলে এক পেয়ালা চা'র জন্য যে চারি আনা পয়সা নেয়, তাহার অর্থ আছে। চা তৈয়ারী করিতে এত খুঁটীনাটী বিষয় দেখিবার আছে যে, সাধারণের পক্ষে সেরূপ উপাদেয় চা তৈরী করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ইহাতে চা'র পাতা এবং quality হইতে আরম্ভ করিয়া দুধ, চিনি, কয়লা, আগুণ, কেট্‌লি, টিপট্‌, পেয়ালা, উত্তাপ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষে খুঁটীনাটী দেখিবার আছে; কিন্তু সে সকল বিষয় বারান্তরে আলোচ্য, আজ আমরা প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় চা'র নামে যে বিষ গলাধঃকরণ করিয়া থাকি, সেই সম্বন্ধেই দুই একটা কথা বলিব।

কলিকাতার রাস্তার দুধারে যে চা'র দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা আমাদিগকে যে চা খাওয়াইয়া থাকে প্রায়ই তাহা চা নহে; কারণ অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, চা দামী জিনিস। ভাল চা'র ত কথাই নাই, অপেক্ষাকৃত চলনসই গোছের চা'রও দাম কম নহে। এই চা যদি প্রত্যহ শত শত লোককে এক পয়সায় খাওয়াইতে হইত, তাহা হইলে অনেকেই চা'র দোকান উঠাইয়া দিত। এই জন্য এই সকল চা'র দোকানে ব্যবহারের জন্য বাজারে একরূপ চা বড় বড় টীনের বাক্সে পাওয়া যায়, উহা চা নহে; শুষ্ক কপির পাতা সামান্য চায়ের সহিত মিশান থাকে। অনেক স্থলে আবার Vegetable dye ( উদ্ভিজ রং ) দ্বারা এই সকল শুষ্ক পত্রকে রঙ্গানো হয়; সুতরাং গরম জলে ফেলিলেই ইহা হইতে ঠিক চায়ের রংয়ের ন্যায় রং নির্গত হইয়া চা'র জল রঞ্জিত হইয়া যায়, এবং লোকে ভাবে যে চা-ই তৈয়ারী হইতেছে। ফলে উহা চা নহে, রঞ্জিত কপির পাতার জলে একটু দুধ চিনি মিশাইয়া খাওয়া মাত্র।

যাহারা একেবারে এরূপ পুকুর চুরীর মত ফাঁকি না দেয়, তাহারা আবার অন্য উপায় অবলম্বন করে। ইহারা প্রায়ই অতি নিকৃষ্ট দরের চা কিনিয়া রাখে, এবং সকালে গরম জলের গাম্‌লার মধ্যে কিছু পরিমাণে চা ফেলিয়া দেয়; এই গাম্‌লা হইতে যে চা তৈরী হয়, তাহা প্রথম খরিদ- দারেরা পান। ইহারা তবুও যা হো'ক চা খাইলেন; কিন্তু ইহাদের পরে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা আর চা পান না; কারণ, খরিদ্দার আসার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চা'র টান্‌ পড়িতে আরম্ভ হয়, আর দোকানীও অমনি সেই চা'র গাম্‌লাতে গরম জল ঢালিতে থাকে। এই রূপে সেই এক মুষ্টি চা'র উপর ক্রমাগত গরম জলের উপর গরম জল পড়িতে থাকে, এবং বাবুরা পয়সা দিয়া ঢোক্‌ ঢোক্‌ করিয়া তাহাই খাইয়া আসেন। এখন দেখা যাউক, তাঁহারা খান কি? অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, চা'র মধ্যে থিয়েন নামক একটা বিষাক্ত পদার্থ আছে; তাহা ছাড়া উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ট্যানিন্‌

থাকায় শরীরের পক্ষে উহা অত্যন্ত অপকারী। এতদ্ব্যতীত উহাতে সুগন্ধ বিশিষ্ট যে পদার্থ আছে (flavoury substance) তাহারই লোভে সকলে চা'র এত আদর করিয়া থাকে। গরম জলে চা পড়িবা মাত্র এই সুগন্ধি টুকু বাহির হইয়া আসে। এবং চা'র অন্যান্য দ্রব্যসহ রঙ্‌ও নির্গত হয়। ইহা দ্বারা চা রঞ্জিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়। এই সুগন্ধ এবং রং চা'র পাতার qualityর উপর নির্ভর করে, এবং সেই জন্যই চা'র দামের এত ইতর বিশেষ দেখা যায়।

এই যে প্রথম বারের চা ইহাকে first drawing বলে, এবং এই চা-ই প্রকৃত চা ও সুগন্ধযুক্ত। প্রথম খরিদ্দারেরা যাঁহারা দোকানে যান, তাঁহারা যাহ'ক একটা কিছু খান, কিন্তু পরবর্ত্তী লোকেরা শুধু থিয়েন ও ট্যানিন পেটে পুরিয়া বাড়ী আসেন। কারণ চা'র পাতার উপর যতই গরম জল পড়িতে থাকে, ততই চা'র পাতার মধ্য হইতে এই দুই বিষাক্ত দ্রব্য বাহির হইতে থাকে। চা'র যেটা ব্যবহার্য্য এবং আস্বাদের বস্তু, তাহাত প্রথমবারেই বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন যতই উহাকে গরম জলে সিদ্ধ করিবে, ততই এই বিষ বাহির হইবে, এবং আমাদের বাবুরা পয়সা দিয়া এই বিষ সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত গলাধঃকরণ করিতেছেন; ফলে—অম্ল, অজীর্ণ, শূলবেদনা' ডিসপেপসিয়া, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। হায়, কবে আমাদিগের দেশের যুবকেরা অনুসন্ধিৎসু হইবে, এবং কবে ইংরেজের বৃথা অনুকরণ ছাড়িয়া তাহাদিগের ন্যায় চোখ্ মেলিয়া সব বিষয় দেখিতে এবং সব বিষয়ের দোষটা ছাড়িয়া দিয়া গুণটুকুই লইবার জন্য সচেষ্ট হইবে। বারান্তরে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

## চিনিতে ভেজাল।

দুষ্ট লোকে চিনিতে অনেক সময় অনেক জিনিষ ভেজাল দিয়া থাকে। পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই সকল বালাই ছিল না। লোকে গুড় অথবা খেজুরের দোবরা চিনি খাইত, সুতরাং যাবা অথবা কলের চিনির কোনও আদর ছিল না। উহাতে ভেজাল দেওয়া তত সহজ নহে; কিন্তু স্বদেশীর টান যতই ঢিলা হইতেছে, ততই আবার যাবার চিনির আদর বাড়িতেছে, এবং দুষ্ট লোকের ভেজাল দেওয়ার পক্ষেও তেমনি সুবিধা হইতেছে। কদিন পূর্ব্বে ফেনিক বাজার থানায় কাশীপুরের চিনিতে ভেজাল দেওয়ার এক অদ্ভুত রহস্য বাহির হইয়াছিল। প্রকাশ যে, কাশীপুরের চিনির কারখানা হইতে বস্তা বস্তা চিনি জনৈক মহাজনের গুদমে পাঠান হইত; এ দিকে সেই মহাজন আবার সেই চিনির সহিত বস্তা বস্তা বালুকা মিশাইয়া পুনরায় এইরূপ বালুকা মিশ্রিত চিনির বস্তা তৈয়ারী করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন, এইরূপ কারখানার মালিক ও খরিদ্দার উভয়েই প্রতারিত হইতেছিলেন, এবং জুয়াচোরেরা এই সুযোগে আপনাদের পেট মোটা করিতেছিল। মাথাঘসার গলিতে এক প্রকার বাটা চিনি তৈয়ারী হয়, অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া কলিকাতার বাজারে গরীব লোকদিগের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও উহার খুব প্রচলন হইয়াছে; ইহাকে আদবেই স্বদেশী চিনি বলা যাইতে পারে না; যাবা হইতে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এক প্রকার দলা বাঁধা চিনি আসিয়া থাকে; দোকানদারেরা ঐ চিনির সহিত অনেক সময় ধূলা মাটি পর্য্যন্ত মিশাইয়া পিষিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কলিকাতার প্রায় সমুদয় মুদীখানাতেই এই চিনি বিক্রয় হয়, এবং যাঁহারা

চাকর-বাকরের উপর বাজারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা এই চিনিই খাইয়া থাকেন। ইহা দেখিতে অনেকটা ধূলার গুঁড়ার ন্যায়, এবং খাইতে গেলে শুষ্ক শুষ্ক (dry) বলিয়া মনে হয়; কারণ ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ পাথরের গুঁড়া মিশানো থাকে; সুতরাং ইহাতে মিষ্টত্বও অতি কম; বাজারে কম দামে পাওয়া যায় বলিয়া এবং চাকরদের দস্তুরী মিলে বলিয়া উহারা এই চিনি পাইতে আর অন্য চিনি প্রায়ই নেয় না; এতদ্ব্যতীত ইহা স্বদেশী চিনি বলিয়া অনেকের ভুল ধারণা আছে। যত সত্বর ইহা দূরীভূত হয়, ততই মঙ্গল। প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্যের ঘরে ঘরে অধিষ্ঠান হয়, ইহা সকলেরই করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া স্বদেশী নামে যদি একদল জুয়াচোর প্রতিপালিত হইতে থাকে, আবার সে জিনিষও প্রকৃত স্বদেশী নহে এইরূপ হয়, তাহা হইলে যত সত্বর এই ভুল ভাঙ্গিয়া যায় সকলেরই তাহা করা উচিত গুড় ও খেজুরের দোবারা চিনি খাওয়াই সবচেয়ে ভাল। তাহাতে প্রকৃত পক্ষে খাঁটি চিনি খাওয়া হয়, এবং স্বদেশী অনুষ্ঠানের সহায়তা করা হয়; ইহা তৈয়ারী করিতে কোনও কলকব্জার দরকার হয় না, এবং সে জন্য একটী পয়সাও বিদেশে যায় না; গরীব চাষাদিগের ঘরে ঘরে ইহা তৈয়ারী হয়, সুতরাং ইহার সব পয়সা দেশেই থাকিয়া যায়; আবার খাইতেও ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক।

"তীক্ষ্ণদর্শী"

---

# রবারের ইতিহাস

বর্ত্তমান যুগটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলা হয়। কেন না মানবজাতি নানা দিকে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া যে কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই উন্নতি সাধনের প্রায় পুরা দাবী পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীদের। প্রাচ্যবাসীর যে বিজ্ঞানে কিছুমাত্র দান নাই, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাঁহাদের সে দান এতই সামান্য যে, সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত তাহা মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

প্রাচ্য জগতের অন্যান্য অধিবাসীদের কথা তুলিব না—শুধু বাঙ্গালীর কথাই ধরিব। বাঙ্গালীর একটা বড় গর্ব্ব যে, তাহার মত মাথা খুব কম

লোকেরই আছে। কিন্তু এই মাথাওয়ালা জাতটা হইতে কয়টা বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সত্য বটে, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাজার হাজার যুবক বিজ্ঞানের উপাধি লইয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু কয় জন যুবক বিজ্ঞানকে জীবনের সাধনা করিয়া লয়?

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লইবার জন্যই কেবল এদেশের যুবক বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের যুবকদের নিকট ডিগ্রি-লাভই জীবনের চরম এবং পরম কাম্য নহে—তাহারা বিজ্ঞানকে জীবনের সাধনা করিয়া লয়। তাই তাহাদেরই চেষ্টায় বিজ্ঞান আজ এত উন্নত।

সত্য বটে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা মারণ যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু তাহারা মানবের হিতকর বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানেরও ক্রুটি করেনাই। মানুষ যেখানে প্রাণের আবেগে অনুপ্রাণিত, সেখানে সে আপনাকে দিকে দিকে বিকশিত করিয়া তোলে। পাশ্চাত্য জাতিরা তাই যেমন নানা মারণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মানুষের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই জীবনকে সুখকর করিবার জন্যও নানা জিনিষের আবিষ্কার করিয়াছে। এই সকল নানা আবিষ্কারের মধ্যে রবারের আবিষ্কার অন্যতম।

রবার আবিষ্কার হইয়া মানব সাধারণের যে কি অসীম হিত সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। মোটরকারের চাকার টায়ার হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষাতি জামা, গাড়ীর হুড, রবারের কার্পেট, রবারের রাস্তা ইত্যাদি কত কার্য্যই যে হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। সামান্য গাছের আটা হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য জিনিষ মানব জাতির এক অসামান্য জিনিষে পরিণত হইয়াছে।

গাছের আটা অনেক লোকেই দেখিয়াছে এবং দেখিয়া থাকে। কিন্তু উহা যে মানুষের পরম উপকার করিতে পারে, সেরূপ দৃষ্টিতে উহা দেখিবার কয়জনকার চোখ আছে?

পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীরা অনুসন্ধিৎসু নয়ন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহারা সর্ব্বদাই অনুসন্ধান করিতেছে, কেমন করিয়া জীবনকে আরও মধুময় করিয়া তোলা যায়। তাহারা সর্ব্বদাই খুঁজিতেছে, আজ যাহা আবর্জ্জনা বলিয়া অবজ্ঞাত, তাহার মধ্য হইতে জীবনের প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ বাহির করা যায় কি না? পাশ্চাত্য জাতির এই অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিই তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। আর বাঙ্গালী আজ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আছে—শুধু তাহাই নহে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে।

পাট যেমন বাঙ্গলা দেশের একচেটে জিনিষ, তেমনি অধিকাংশ রবারই ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু পাটের কারবার যেমন বৈদেশিক বণিকের করতলগত, তেমনি রবারের কারবারও বিদেশী বণিকের হস্তগত।

রবারের ব্যবহার ষাট বৎসরের অধিক নহে। যিনি প্রথম রবার প্রচলিত করেন, তিনি আজও জীবিত। তাঁহার নাম সার হেনরি উইকহাম (Sir Henry Wickham)।

প্রথমতঃ তিনি শিল্পী ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন এই শিল্পী-জীবন তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। সুতরাং তিনি জীবনের ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইবার জন্য মধ্য আমেরিকার নাইকারগুয়াতে (Nicargua) যাত্রা করিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে ব্রেজিলের বনে কিছুদিন বসবাস করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে তিনি আজ যাহাকে পারা রবার বলে, তাহা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বিৎ সার যোসেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) কিউ গার্ডেনের (Kew gardens) ডিরেক্টর ছিলেন। সার হেনরি তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যে গাছ হইতে রবার প্রস্তুত হয়, তাহা চাষ করিবার পক্ষে ভারতের মাটি এবং আবহাওয়া অত্যন্ত উপযোগী, সুতরাং ভারত গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

সার যোসেফ হুকার ইণ্ডিয়া আফিসের তদানীন্তন কর্ত্তা সার ক্লিমেণ্টস্ মার্কহামের (Sir Clements Markham) এবং কলোনিয়াল সেক্রেটারি লর্ড সালিসবারির এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে সার হেনরি উইকহামকে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবারঅধিকার দেওয়া হয়।

রবার গাছের বীজ তখন পাকিতেছিল, এবং তিনি ভাবিতেছিলেন, কিরূপে ইংলণ্ডে উহা প্রেরণ করিবেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন যে লিভারপুল হইতে একখানি জাহাজ আসিয়াছে, কিন্তু ফিরিবার সময় কোনও মাল না পাওয়ায় সে কিছু না লইয়াই ফিরিয়া যাইবে। সার হেনরি উক্ত জাহাজের কাপ্তেনকে চিনিতেন। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, এই জাহাজে করিয়া রবারের বীজ প্রেরণ করিবেন। হাতে টাকা নাই; তাহা সত্ত্বেও দুঃসাহসে বুক বাঁধিয়া তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে জাহাজ ভাঁড়া করিয়া ফেলিলেন।

বৃথা সময় অপব্যয় করিবার আর কিছু মাত্র সময় নাই। যেখানে বড় বড় রবার গাছ আছে, সার হেনরি সেখানে ছুটিলেন। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া যতগুলি রেড ইণ্ডিয়ান সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহাদেরও সঙ্গে লইলেন।

তাহার পর তাহাদের দিয়া প্রত্যহ সারাদিন ধরিয়া গাছ ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন প্রচুর পরিমাণে রবার বীজ সংগৃহীত হইল, তখন তিনি বীজগুলি জলাশয়ের ধারে লইয়া যাইয়া ধৌত করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর বীজগুলি শুষ্ক করিতে দিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, না শুকাইয়া কাঁচা অবস্থায় প্যাক করিলে বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

বীজ শুকাইতে দিয়া তিনি ঝুড়ি নির্ম্মাণের জন্য মহিলাদের নিযুক্ত করিলেন। ঝুড়ি প্রস্তুত হইলে তাহাতে প্যাক করিয়া বীজ প্রেরিত হইবে।

ঝুড়ি প্রস্তুত হইল এবং তাহাতে বীজ প্যাক করিয়া জাহাজ বোঝাই করা হইল।

সার হেনরি এই সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া বলিতেছেন, "যদি ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষ ঘুনাক্ষরেও আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাকে কখনও রবারের বীজ রপ্তানি করিতে দিতেন না, কারণ তখনকার কালে সে দেশের কোনও জিনিষ দেশের বাহিরে রপ্তানি করিতে দেওয়া হইত না।"

তা ছাড়া জাহাজ ছাড়িতে কোন কারণে দেরী হইলে বীজ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহা হইলে সমস্ত বীজ প্রেরণ করাই ব্যর্থ হইত।

গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনরূপে তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে না পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ছাড়পত্র পাওয়া যায়, সেই জন্য তিনি সেই স্থানের প্রধান কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিলেন। সাক্ষাৎ কালে তিনি যে চাতুর্য্য প্রকাশ করিলেন,

তাহাতেই তিনি ভবিষ্যত জীবনে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমি ভারতের প্রতিনিধির পক্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছি। ব্রিটেনের অবিশ্বরের কিউ গার্ডেনের জন্য জাহাজে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বীজের নমুনা আছে। ইহার সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত, এবং আমি উহা প্রেরণের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।"

ইহাতে ফল খুব ভাল হইল। তিনি অবিলম্বে ছাড়পত্র পাইলেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছাইয়াই তিনি কিউ গার্ডেনে চলিলেন। সেখানে যাইয়াই তিনি পরীক্ষার জন্য ভালরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। কিউ গার্ডেনের খানিকটা স্থান পরিষ্কার করা হইল। বীজ আনিবার জন্য স্পেশাল মালগাড়ীর বন্দোবস্ত হইল।

বীজ ছড়াইয়া দিবার এক পক্ষকাল পরেই দেখা গেল বীজের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে। সার হেনরীর আনন্দের আর সীমা নাই। কিন্তু সমস্যা জাগিল, অঙ্কুরগুলি কোথায় প্রেরণ করা যায়। প্রথমে স্থির হইল বার্ম্মায় প্রেরণ করা হউক। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ বার্ম্মায় উহা প্রেরণ করা গেল না। পরিশেষে উহা সিংহলে প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। আজ সিংহল রবারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ষাট বৎসরের মধ্যে রবার কি বিরাট প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সার হেনরীর কথায় বলিতে হয়, "The whole world now runs on rubber wheels,"—জগতের সকল প্রকার গাড়ীই এখন রবারের চাকায় চলিতেছে।

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] মাঘ ১৩৩৩ [ ১০ম সংখ্যা


## বিবিধ সংবাদ

### উৎকল ট্যানারী

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস, সি, আই,ইর নিকট হইতে পুরীর রাজা উৎকল ট্যানারী ৬৭ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। শুনিতেছি উহাকে একটী যৌথ কারবারে পরিণত করা হইবে।

প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে কত লক্ষ লক্ষ টাকার চামড়া চালান যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব চামড়া বিদেশ হইতে পাইট ( tan ) হইয়া আবার আমাদের দেশে আইসে এবং আমরা উহা উচ্চ মূল্যে কিনিয়া থাকি। এই রীতিই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। তবে কয়েক বৎসর যাবত কয়েকটী দেশী ট্যানারী হইয়া এই শোষণ কিছু বন্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য পরিমাণে মাত্র। সুতরাং এরূপ বহু কারখানার ক্ষেত্র আমাদের দেশে রহিয়াছে। পুরীরাজ ইহাকে যৌথ কারবারে পরিণত করিলে একদিকে যেমন দেশের উপকার করিবেন, অন্যদিকে ইহা সমাজেরও যথেষ্ট উপকার সাধন করিবে। বর্ত্তমান অন্ন সমস্যার দিনে অনেক যুবকের চামড়ার কারবার খুলিতে ইচ্ছা থাকিলেও সমাজ-শাসন ভয়ে তাহা খুলিতে পারে না। বাঙ্গালী চামড়ার দোকানে কেরাণীগিরী করিলে, কুলী মজুরের কাজ করিলে, কর্ম্মচারীরূপে চামড়া বিক্রী করিলে, কোন দোষ হয় না, কিন্তু সে নিজে ঐ ব্যবসায় খুলিলে, অমনি সমাজের নিষ্পেষণ যন্ত্রে দলিত ও মথিত হইবে। কিন্তু জগতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে কর্ম্মের দ্বারা আবশ্যকমত নিজকেও সমাজকে

গড়িয়া পিটিয়া দেশোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া লইতে হইবে; সমস্ত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত মানুষের মত দাঁড়াইয়া দশজনকে পথ দেখাইতে হইবে। পুরীরাজের এই প্রচেষ্টা যদি অন্যান্য রাজা মহারাজকে এইরূপে শিল্প কার্য্যের সহায়তা করিতে প্রবৃদ্ধ করে, তবে দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি পুরীরাজের শুভেচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

* * *

## বঙ্গদেশের বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা

শুনা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এই শিক্ষায় "পুস্তকস্থাস্থিতা বিদ্যা" প্রথার অনুসরণ করা হইবে না; যাহাতে স্কুলের ছাত্রগণ হাতে-লাঙ্গলে কৃষি কাজ শিক্ষা করিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা হইবে। যাহাতে ব্যবস্থাটা বাজে না হয় এজন্য—অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ার্থে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ ষ্টেপলটন, বঙ্গের কৃষি-বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর মিঃ ম্যাকলিন এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল—এই লোকত্রয়ের সমবায়ে গঠিত একটি কমিটি পাঞ্জাবে প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে বিদ্যালয়ে হাতে-হেতেড়ে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং তথাকার অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত মতামত বিশেষজ্ঞের অভিমত হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রিপোর্টও দিয়াছেন; এবং তাঁহাদের সুপারিশ মতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কয়েকটী বিদ্যালয়ে হাতে-হেতেড়ে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্য সাধন হইবে, অপরদিকে লজ্জা ও জীবিকা সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইবে। কিন্তু এদেশের আবহাওয়া প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যদি কেবল পাঞ্জাবী পদ্ধতি এদেশের কৃষি-কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ঘোল দিয়ে দুধের স্বাদ মিটাইবার মত সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবে। আশা করি, সমিতি এসব বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

* * *

## ডুয়ার্শের চা বিক্রয়

জলপাইগুড়িতে ই, বি, আর ও বি, ভি, আরের ট্রাফিক ম্যানেজারগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আলোচিত হইয়াছে যে ডুয়ার্শের অধিবাসিগণের সংখ্যা ১৬০০০০ এবং প্রতি বৎসর ৬ কোটি পাউণ্ড চা তথা হইতে বিক্রী হইয়া থাকে।

* * *

## কাঠের গুড়ার চিনি

অনেক দিন পূর্ব্বেই কাঠের গুড়াকে Laboratory অর্থাৎ পরীক্ষাগারে সেলুলোস (Cellulose)এ পরিণত করিয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করা হইয়াছে—এতদিন পরে বৈজ্ঞানিকেরা ঐ চিনি সস্তায় বাজারে চালাইবার মত করিতে পারিবেন আশা করিয়াছেন।

* * *

## মাছের বৎসর গণনা

'স্যালমন' মাছের বয়স জানিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই মাছের আসের উপর প্রতি বছরে যোলটী করিয়া দাগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই দাগ গুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। একটি আসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে যত যোলটি দাগ দেখা যাইবে—মাছের বয়স তত বৎসর।

* * *

## কাঁটার সাহায্যে কলের গান

'ওয়ার্ক' পর্ব্বতের উপর এক রকম গাছ দেখা যায়। এই গাছে এক রকম কাঁটা জন্মে। আজকাল এই কাঁটা কলের গানের 'পিন' রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। এই কাঁটা গুলিকে ধাতুগঠিত নলের ভিতর যথাযথ ভাবে স্থাপন করিয়া 'পিন' তৈরী করা হয় এবং এইরূপ একটি 'পিনে'র সাহায্যে ত্রিশখানা রেকর্ড বাজান যায়।

* * *

## স্পেনে জলপাইয়ের চাষ

বর্ত্তমানে স্পেনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ একারের অধিক জমিতে জলপাইয়ের চাষ করা হইতেছে আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান—কিন্তু কৃষির দিকে আমাদের মোটেই নজর নাই। বহু জমি চাষ অভাবে পড়িয়া আছে। এ দেশে স্পেনের আদর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

* * *

## তালগাছের মদ

বর্ত্তমানে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে শতকরা নব্বইয়ের অধিক পরিমিত মদ অথবা তরল মাদকীয় জিনিষ তালবৃক্ষের রস হইতে তৈয়ারী হইতেছে।

* * *

## ১৯২৬ সালে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য

মহাসমরের পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় চা-কারবারের ক্রমোন্নতি, পাটের বাজারের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং যুক্তরাজ্যে মাল রপ্তানির বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ডি, বি, মিক ১৯২৬ সালের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে সাধারণ আমদানী ১৪ কোটি টাকা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু নানা কারণে মোটর গাড়ী এবং উহার সরঞ্জামাদির আমদানী অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে এ দেশে প্রায় ১২৭৫৭ খানি মোটর গাড়ীর আমদানী হইয়াছে।

পশমী দ্রব্যের আমদানী উপযুক্ত পরিমাণে হইলেও তুলা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার জিনিষের আমদানী সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত কম হইয়াছে। যাহা হউক অবশেষে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বিগত তিন বৎসর ভারতীয় দ্রব্যের যে প্রকার রপ্তানি হইয়াছে—তাহাতে ভারত তাহার ১৯২৪ সালের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমদানী হিসাবে ভারত এখনও এতদূর পশ্চাৎপদ যে, তাহা পূর্ণ করিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে।

---

## পিকিনের আশ্চর্য্য প্রাচীর

পিকিনের প্রাচীরের কথা জগৎ বিখ্যাত। এই প্রাচীর দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ এবং প্রস্থে চল্লিশ ফুট। পিকিন সহরের যতখানি যায়গার উপরে এই প্রাচীর তোলা হইয়াছে—সেই যায়গা মাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার পরিমাণ যোল মাইলের কম হইবে না।

চীনেরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় যে জগতের কাছে খাটো নয়—এই প্রচারই তার প্রমাণ।

* * *

## অল্পব্যয়ে এলুমিনিয়াম

পৃথিবীর প্রায় সব যায়গাতেই অল্পবিস্তর এলুমিনিয়াম আছে। এই এলুমিনিয়াম অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইহাকে সেই সব জিনিষ হইতে আলাদা করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। এখন পর্য্যন্ত এই ব্যয় হ্রাস করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা অল্প খরচে এলুমিনিয়াম পাইবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করিতেছেন।

* *

## মশা মারাতে কামান দাগা

'কষ্টারিকা'য় পতঙ্গের বড় উৎপাত হওয়ায় সেখানকার একজন বৈজ্ঞানিক এই পতঙ্গ ধ্বংস করিবার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বন্দুকের গুলিতে এর ঝাঁককে ঝাঁক ধ্বংস করা হইতেছে। এই বন্দুকে—বারুদের কোন আবশ্যক করে না। বারুদের পরিবর্ত্তে বালি ব্যবহার করিলেই চলে।

এই বৈজ্ঞানিকের কৃপায় আমাদের "মশা মারতে কামান দাগা'র প্রবাদটি আজ সত্যে পরিণত হইল, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

* * *

## লোহার চেয়ে কাঠ শক্ত

'ওক' গাছের তক্তা খুব শক্ত ও মজবুত। লণ্ডণ সহরে পঁচিশ বৎসরে পূর্ব্বে এই 'ওক' গাছের তক্তা দিয়ে একটা বাড়ীর ছাত তৈরী করা হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এই ছাত পরীক্ষা করে বলিয়াছেন যে তক্তাগুলি এখন পর্য্যন্ত সমানই মজবুত আছে। তাঁরা আরও বলিয়াছেন যে তক্তাগুলি লোহার চেয়ে অনেক বেশী মজবুত।

* * *

## ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ

জার্ম্মাণীর ডুসেল- ডরফ্ নামক স্থানে ডাক্তার-দিগের কংগ্রেসে সিন্থেটীক প্রণালী মতে প্রস্তুত "প্লাসমোচিন" নামক ম্যালেরিয়া জ্বরনাশক এক নূতন ঔষধের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত ঔষধটি কুইনাইন অপেক্ষাও ফলপ্রদ। উন্মাদ লোকেরাই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। তাহাদের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ নাকি সহজে বিসর্পিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক সিয়োনি প্রথমে এ সম্বন্ধে পাগলদের লইয়া পরীক্ষা করেন। অধ্যাপক মুচলেন্স পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সমাগত ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ১ শত উন্মাদ রোগীর উপর "প্লাশমোচিন" পরীক্ষা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। হাসবর্গেরসারের ট্রপিক্যাল ইনিষ্টিটিউটে এই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ফলে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত বহু রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াছে।

* * *

## জগদ্ব্যাপী প্রচার

ভারতবাসী কল্পনাও করিতে পারেন না যে, কেমন করিয়া মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে একটি শ্রমশিল্প জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করুন এবং এই দেশবাসীর উদ্যমের সহিত বিদেশীয় উদ্যমের তুলনা করুন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের মিঃ কিং, সি, গিলেট সর্ব্বপ্রথম ক্ষুরের উন্নতি করিবার জন্য সেফটি ক্ষুরের উদ্ভাবন করেন। তিনি উহা ব্যবসায়োপযোগী করিতে বহু আয়াস স্বীকার করেন। অবশেষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে যৌথ কারবার গঠন করেন এবং ক্ষুর উৎপন্ন করিতে থাকেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৫১ খানি ক্ষুর ও ১৫ ডজন ফলা বিক্রয় হইয়াছিল। তৎপরে বিক্রয় ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গত বৎসরে ১৪,৮৫২,৪৯৮ খানি ক্ষুর ও ৫২,৯৮৩,৫৩৩ খানি ফলা বিক্রয় হইয়াছে। বিক্রয়লব্ধ মূল্য ৩০ ডলার হইতে ২০০,০০০,০০০ ডলারে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৫১ খানি ক্ষুর বিক্রয় হয়, আর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় পনর কোটি ক্ষুর বিক্রয় হইয়াছে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সহর আজ গিলেট ক্ষুরে ছাইয়া ফেলিয়াছে। জগতে আজ প্রায় ৫০ কোটি গিলেট ক্ষুর ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহাদের তিনটি বিশাল কারখানা আছে। একটি বোষ্টন সহরে, একটী কানাডা রাজ্যে মন্ট্রিল সহরে আর অপরটি লণ্ডণ সহরে।

মিঃ কিং সি. গিলেটের অধ্যবসায় ও উদ্যম প্রশংসার্হ; এই অধ্যবসায় ও উদ্যমের বলেই আজ আমেরিকা ক্ষুর-জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিক্রয় বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া এই দোকানটি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া নাই; পরন্তু ক্ষুরশিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য এই কোম্পানী বহু বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বিশেষজ্ঞেরা কারখানায় থাকিয়া সতত নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

## শিল্প শিক্ষায় গবর্ণমেণ্ট

ইংলণ্ডে শিল্প বিদ্যা শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দুইটী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এস্, সি বস্ত্ররঞ্জন এবং শ্রীশিশির কুমার ঘোষ বি-এস্ সি সাবান প্রস্তুত করণ শিক্ষার জন্য বৃত্তি দুইটী প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃত্তি দুইটী বৎসরে দুইশত পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসর কাল চলিবে। এতদ্ব্যতীত চল্লিশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ছয় শত টাকা করিয়া প্রত্যেককে পুরস্কাররূপে প্রদান করা হইবে। সাবান প্রস্তুত করণ শিক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট আরও পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত শত টাকার প্রদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

* * *

## পুরুলিয়ায় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী

আগামী ১৫ই জানুয়ারী (১৯২৭) পুরুলিয়ায় একটী শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে। এই প্রদর্শনীতে নানারূপ ক্রীড়া ও ব্যায়াম কৌশলাদি দেখাইবারও আয়োজন করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে ডেপুটী কমিশনারকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

* * *

## নূতন রেল লাইন

নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমা হইতে বিলানিয়া পর্য্যন্ত এক নূতন রেল-লাইন খোলা হইবে।

* * *

## ভরতপুরে ট্রাম লাইন

গত ১লা নবেম্বর তারিখে ভরতপুরের যুবরাজের জন্ম-তিথি উপলক্ষে ভরতপুরের মহারাজা একটী প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন এবং নিজ রাজ্যে একটী ট্রাম লাইনের উদ্বোধন করেন। এই লাইনটী ভরতপুর রাজ্যের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় এক শত মাইল। ইহা তৈয়ার করিতে খরচ হইয়াছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। সম্মেলন-দিনে পাতিয়ালা, আলোয়ার, ঢোলপুর ও রতলামের মহারাজাগণ, ভূপাল ও করওয়াইয়ের নবাবগণ এবং মণ্ডির রাজা উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে রাজ্যের পণ্ডিতগণ ২৪ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

## বরফের সহোদর

জনেক বৈজ্ঞানিক 'পেপিয়ার মেকি' ( Papier Mache ) নামক এক রকম পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জিনিষ নাকি বরফের মত ঠাণ্ডা। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগর হইতে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত যে সব মাল জাহাজ যাওয়া আসা করিতেছে— তাহাতে মাছ প্রভৃতি জিনিষগুলি অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার জন্য বরফের পরিবর্ত্তে 'পেপিয়ার মেকি' ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে জিনিষগুলি মোটেই নষ্ট হয় না।

* * *

## আয়ারল্যাণ্ডের অপূর্ব্ব হ্রদ

আয়ারল্যাণ্ডে এক অপূর্ব্ব হ্রদ আছে। এই হ্রদে যে কোন জিনিষ ফেলিলে ইহার জলের গুণে সেই জিনিষের উপরে লোহার আবরণ পড়িয়া যায় এবং সেই জিনিষটি লোহার জিনিষের মত শক্ত হইয়া যায়। এই হ্রদে খুব নরম জিনিষ ফেলিয়া দেখা গিয়াছে যে জল হইতে লওয়ার পর তাহা ইস্পাতের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বৈজ্ঞানিকেরা ইহার জল পরীক্ষা করিয়াছেন।

* * *

## গন্ধ শুঁকে সহর চেনা

আমরা সাধারণতঃ সহরের নাম শুনে সহর চিনি, কিন্তু সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, যে কোন অজ্ঞাত লোক গন্ধের দ্বারা সহর চিনিতে পারিবে। ল্যাঙ্কাসায়ারের সহরগুলি তূলার গন্ধে চেনা যায়—কারণ এখানে তূলার কাজ সব চেয়ে বেশী; লণ্ডন সহরের জলে স্থলে, আকাশে-বাতাসে পেট্রোলের গন্ধ ছড়াইয়া রহিয়াছে—সুতরাং পেট্রোলের গন্ধে লণ্ডন সহর চেনা যায়। স্পেনের সহরগুলি রসুনের গন্ধে মাতোয়ারা—সুতরাং রসুনের গন্ধে স্পেনের সহর সহজে চেনা যায়। কয়লার গন্ধে পারিসকে এবং চামড়ার গন্ধে মধ্য ইংলণ্ডের সহরগুলিকে চেনা যায়।

উক্ত বৈজ্ঞানিকের এই আবিষ্কারের জন্য আমরা তাঁহাকে তারিফ না করে থাকতে পারি না। এ না হলে কি আর বৈজ্ঞানিক?

* * *

## বিনা চোখে দর্শন

এক রকম পতঙ্গের চোক নেই; তা সত্বেও তারা দেখতে পারে। তাদের সমস্ত শরীরের ভিতর আলোক অনুভূতির যন্ত্র আছে। এইগুলিই তাদের চোখের কাজ করে।

## হাতবিহীনকে হাত দান

বিজ্ঞান প্রভাবে মানুষ সবই করতে পারে; কেবল পারে না বুঝি হারানো জীবন ফিরিয়ে আনিতে। সম্প্রতি বিজ্ঞান জগতে যে কতটা উন্নতি হয়েছে—তা নিম্নলিখিত ঘটনাটি থেকে বেশ বোঝা যাবে।

Henry Wieghman নামে একটি আমেরিকান বালক যখন জন্ম গ্রহণ করে—তখন দেখা গেল যে তার হাত দুখানি নাই বলিলেও চলে। X' Ray দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—যে তার ডান হাতের হাড় মাত্র ৩ ইঞ্চি ও বাঁ হাতের হাড় মাত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা।

তাহা দেখিয়া ১৯২০ খৃঃ অব্দে চিকাগোর ডাক্তার Henry E. Mock বালকটির হাত দুখানিতে অস্ত্র করিয়া মাংস থেকে হাড় ছাড়িয়ে দেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তার হাড় খুব দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে। আজ কাল নাকি সেই বালকটি টাইপ রাইটারের কাজ অনায়াসে করিতে পারে।

* * *

## ব্যাঙের চামড়া

সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিকর জানাইয়াছেন যে ব্যাঙের চামড়া যত পাতলা ও মোলায়েম হয় অন্য কোন চামড়াই তেমন হয় না।

* * *

## জলজ ও স্থলজ প্রাণী

একজন প্রাণী বৃত্তান্ত বিষয়ক বৈজ্ঞানিক অনেক গবেষণা করিয়া জানাইয়াছেন যে জলজ জীবের অনুভূতি স্থলজ জীবের চেয়ে অনেক কম। স্থলজ প্রাণীর যেমন গন্ধ ও আস্বাদ গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে—জলজ জীবের তা নাই।

# ভারতের কৃষক ও কৃষি

( শ্রীদুর্গাচরণ সিংহ )

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

অনেক সময় আমাদের দেশের কৃষক ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের দুঃখ নিজেই টানিয়া আনে অথচ দেশে এত শিক্ষিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার কেহই নাই। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে কয়েক বৎসর পরে গত বৎসর ( ইং ১৯২৫ ), পাটের দর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল—মণকরা প্রায় ২৪।২৫৲ টাকা। এপর্য্যন্ত পাটের দর ২৪৲ টাকা কখনও উঠে নাই। পাটের এই উচ্চ দর পাইয়া এইবৎসরও ( ইং ১৯২৬ ) অবোধ কৃষক লোভে পড়িয়া ধানের জমিতে পর্য্যন্ত পাট বুনিতে আরম্ভ করিল,—চাহিদার বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর পাইল না।

অত্যাধিক উৎপত্তির ফলে পাটের দর আশাতীত কমিয়া গেল এবং কৃষকেরও দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল। শিক্ষার অভাবে তাহাদের বুদ্ধি চালনা করিবার শক্তি নাই বলিয়া তাহারা বাহিক হুজুক বা রটনা এবং ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের দুঃখ টানিয়া আনে। দেশের ব্যবসায়বিৎগণ—যাঁহারা বাজারের আমদানী ও চাহিদা ( demand and supply ) সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, যদি কৃষকদিগকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে হিসাব করিয়া কার্য্য করিবার বিশেষ সুবিধা হয় ও বোধ হয় অযথা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

কৃষকদিগের দুঃখের অপর একটী কারণ ঋণ—এ কথা আমি সর্ব্ব প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর কৃষকই অল্প বিস্তর ঋণভারাক্রান্ত; তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগণের ঋণের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা সারা বৎসরটাই ঋণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, পরে জমির ফসল পাকিয়া উঠিলে তাহা হইতে পূর্ব্ব বৎসরের ঋণ কতক পরিমাণে পরিশোধ করিয়া পুনরায় ঋণ করিয়া বৎসর চালাইতে থাকে। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে প্রতিবৎসরই ঋণের মাত্রা বাড়িয়া উঠে। এমন অনেক দেখা যায় যে পিতার ঋণ পুত্রের স্কন্ধে, আবার তস্য ঋণ তস্য পুত্রের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়া, ক্রমান্বয়ে তিন চারি পুরুষ কেবল ঋণের বোঝাই বহিয়া আসিতেছে। ঋণ আর শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ঋণের জন্যই কত কৃষকের শান্তি পূর্ণ সংসার ছাড়খার হইয়া গিয়াছে। ইং ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের ( Famine commission ) রিপোর্ট অনুসারে তখনকার দিনে ভারতবর্ষের কৃষক কুলের প্রায় ⅓ অংশ লোক ভীষণ ভাবে ঋণদায় গ্রস্ত ছিল।

আমাদের দেশের কৃষকগণকে অভাবের সময় মহাজনদিগের নিকট হইতে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ দুই একজন করিয়া মহাজন আছেন যাঁহারা কৃষক এবং অন্যান্য দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে তেজারতি কারবারে অর্থ নিয়োগ করিয়া

সম্মানের সহিত স্বচ্ছন্দে সমাজে বাস করিতেছেন। ইঁহারা কৃষকদিগের অনটনের সময় কৃষির সরঞ্জাম, যথা—বীজ, লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য এবং সাংসারিক অপরাপর ব্যয়ের জন্যও টাকা কর্জ্জ দিতে কুণ্ঠিত হন না। অতএব দেশের মধ্যে ইঁহারাই দরিদ্র কৃষকদিগের "মা বাপ্"।

অনেক স্থানে কাবুলিওয়ালাগণ পল্লীর গ্রামে গ্রামে যাইয়া মোটা সুদে টাকা ধার দিয়া আসে এবং টাকা আদায়ের সময় কৃষকদিগকে বড় উৎপীড়ণ করে। গ্রামের মহাজনেরা অবশ্য কাবুলীওয়ালাদের ন্যায় কৃষক দিগকে উৎপীড়ণ করে না; তবে অপর দিক দিয়া তাহাদের উপর সুবিধাটুকু লইতে পরাঙ্মুখ হন না। মহাজনের ঋণের সুদ সাধারণ ব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার অপেক্ষা ৪।৫ গুণ অধিক; কিন্তু তাহা হইলেও কৃষকের মহাজন ছাড়া গতি নাই।

দেশের বড় বড় সহরে যে সকল ব্যাঙ্ক আছে তাহারা পল্লীর কৃষক দিগের সহিত আর্থিক লেনদেন (monetary transaction) করিতে রাজী নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীকৃষকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব মিটাইতে এক এক সময়ে অল্প ঋণের আবশ্যক হয়; সেই জন্য ঋণের পরিমাণও অতি অল্প—বড় বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে ৫৲ টাকা ১০৲ টাকার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদিগের এক একটী স্বতন্ত্র হিসাব বহি খোলা অসুবিধা জনক। তাহার উপর কৃষকেরা কর্জ্জের টাকার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট উপযুক্ত জামিন (security) দিতে পারে না।

আর একটা কথা, উপযুক্ত জামিন দিতে সক্ষম হইলেও, ৫৲ টাকা ১০৲ টাকার কর্জ্জ গ্রহণের জন্য দূরবর্ত্তী পল্লী গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়া—কৃষকের পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার। তাহারা গ্রামেই মহাজনদিগের নিকট অনায়াসেই নগদ টাকা গণিয়া পায়, লেখা পড়ার ধার ধারিতে হয় না—একটা কোন প্রকারে নাম স্বাক্ষর বা টিপ সহি দিলেই হাণ্ড নোটের কাজ মিটিয়া যায়। যাহারা বর্ণ পরিচয় শূন্য—তাহাদের পক্ষে সহরের কেতা দুরস্ত ব্যাঙ্কের সহিত পত্র ব্যবহার, অর্থ আদান প্রদান বা হিসাব রাখা, কখনই সম্ভবপর নহে। এই সকল কারণে আমাদের দেশের কৃষকের অদৃষ্টে ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লওয়ার সুবিধা বড় একটা হইয়া উঠে না। কাজেই, অর্থের আবশ্যক হইলে কৃষককে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়—সুদ খতাইলে চলে না।

তবে ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, প্রতি গ্রামেই এই মহাজনবর্গ আছে বলিয়াই কৃষক এখনও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বাঁচিয়া আছে। তাহারা কৃষকদিগের উপর অতিরিক্ত সুদের দাবী এবং অপরা প্রভুত্ব চালনা করিলেও, যদি কৃষকের অভাবের সময় কর্জ্জরূপে অর্থ সাহায্য না করিত, তবে বোধ হয় কৃষককে আর বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। বৎসরের প্রায় ছয় মাস কাল মহাজন কৃষককে অর্থ সাহায্য করে বলিয়াই, বৎসরের শেষে তবু কৃষকের ঠোটে হাসির রেখা দেখা যায়।

অনেকের মতে, মহাজনের কৃষকের নিকট হইতে অতিরিক্ত সুদের হার, কৃষকের পক্ষে হিতকর। তাঁহারা বলেন যে, কৃষক একে দরিদ্র, তাহার চতুর্দ্দিকেই অভাব,—অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া গেলে, কৃষকের কর্জ্জ লইবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া যাইত এবং ফলে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রাপ্ত হইত।

ভারতবর্ষের কৃষক ঐ যে কেবল মাত্র মহাজন দিগের নিকট হইতে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করে এরূপ বিবেচনা করিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। জগতের প্রায় সকল দেশেরই ক্ষুদ্র চাষীগণ অল্প বিস্তর ঋণজালে জড়িত এবং তাহাদেরও

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অর্থ কর্জ্জ দিবার মহাজন বিরাজমান আছে। তাহাদেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবের সময় এই মহাজনদিগের শরণ লইতে হয়, ব্যাঙ্কের নিকট বড় একটা যাইতে হয় না।

ইউরোপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদিগকে মহাজনদিগের ঋণজাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহুদিন হইতে নানা প্রকার চেষ্টা চলিতেছিল। অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবিত ও প্রস্তাবিত হইলেও জার্ম্মাণ দেশে যখন রয়্‌ফিজেন (Raiffisen) এবং স্নুলজ্ ডেলিজ্ (Schulser Delitzrch) "সমবায় ঋণদান সমিতির" (Co-operative Credit Society) বাণী প্রচার ও তৎসঙ্গে জার্ম্মাণির নানা স্থানে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই ইউরোপের দরিদ্র কৃষককুল বহু পরিমাণে ঋণদায় হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইয়াছে। এখন এই সমবায় সমিতির আলোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আমি ইতঃপূর্ব্বে দুই এক স্থলে বলিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের কৃষক এবং কৃষির আধুনিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কৃষকদিগের মধ্যে একতা ও সহযোগিতা ব্যতীত উন্নতির আদৌ আশা নাই। আজকাল প্রতিযোগিতার দিন। ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প—সর্ব্বত্রই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে মানবের কার্য্যকারিতা শক্তি (efficiency) সুস্পষ্টরূপে জাগ্রত হয় না। সেই জন্য, জগতের প্রতিযোগিতায় আমাদের কৃষিকে দাঁড় করাইতে হইলে, কৃষকদিগের একতা ও সহযোগিতা সাহায্যে শক্তি সঞ্চয়ের আবশ্যক।

আমাদের দেশেও এখন নানা স্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সমবায় ঋণদান সমিতি ও ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষকদিগের ঋণের ও দারিদ্র্যের তুলনায়, তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। এখনও বহু বহু সমিতি ও ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠান হইলে তবে কৃষকের ঋণ মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে প্রতি গ্রামে যদি একটি করিয়া সমবায় ঋণদান সমিতি ও তৎসঙ্গে সমবায় ভাণ্ডার (co-operative store) প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা গ্রামের সকলেই উপকৃত হইবেন। গ্রামে যাহারা শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা উদ্যোগ সহকারে এই কার্য্যে ব্রতী হইলে দেশের কাজও বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়া যাইবে, আশা করা যায়।

অনেকে কৃষকের ঋণের জন্য আমাদের চাষের পদ্ধতিকে আর একটি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে কৃষক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া উপযুক্ত পুরস্কার পায় না—জমিতে ফসল কম হয় বলিয়া পুরাতন পদ্ধতি (indigenous methods of agriculture) পরিত্যাগ করিয়া নূতন পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক এবং পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও "বৈজ্ঞানিক প্রণালী" মতে চাষ করিবার উপদেশ দেন। আজ কয়েক বৎসর আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে আমাদের পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করিলে জগতের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিব না, কাজেই নূতন পদ্ধতির অবলম্বন আবশ্যক; আর এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিকেই নূতন পদ্ধতি বিবেচনা করেন।

পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক মতে চাষ করে বলিয়াই যে আমাদেরও ঐ পদ্ধতিকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া মাথায় তুলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এরূপ চিন্তা করা ভুল,—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের দেশের কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন অসম্ভব এবং যদিও

কোন প্রকারে উক্ত পন্থা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের পক্ষে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক করা যায়।

বৈজ্ঞানিক মতে চাষ করিতে হইলে প্রথমতঃ অবিচ্ছিন্নভাবে (not of scattered character) এক কিতায় অনেকটুকু জমির আবশ্যক। অন্ততঃ এক প্লটে ৫০।৬০ বিঘা জমির প্রয়োজন; নচেৎ ফল লাভের আশা করা যায় না। এক কিতায় ৫০।৬০ বিঘা জমি আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ চাষ করিবার জন্য কলের লাঙ্গল, জল সেচনের জন্য টিউব ওয়েল (tube well), পাম্পিং মেসিন্ (pumping machine), প্রভৃতি ক্রয় করিতেও অধিক মূলধনের আবশ্যক। এত মূলধন নিয়োগ করা কৃষকের সাধ্যায়ত্ত নহে। ধনবান ব্যক্তিগণ অবশ্য এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও দরিদ্র কৃষককুল মারা যাইবে। ছোট ছোট কৃষককুলকে রক্ষিত করিয়া যদি জমির বড় বড় কিতা (big plots of land) সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে ছোট খাট কৃষকের আর অস্তিত্ব থাকিবে না—বেকার সমস্যা ক্রমশঃই জটিল হইবে। বর্ত্তমান কালে এদেশে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে চাষ করিলে দেশের পক্ষে কি কি ইষ্ট এবং অনিষ্ট সাধিত হওয়া সম্ভব, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব এবং ফসলও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। সুতরাং দেশে অধিক অর্থাগম হইবে। উপস্থিত দেশে যে অর্থাগম হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল কৃষকই এই অর্থের অংশ পাইতেছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের ফলে দেশে যখন অধিক অর্থ আসিবে,—তাহা পাইবে কয়েকজন ধনবান ব্যক্তি মাত্র—তৈল পূর্ণ মস্তকে তৈলের শ্রাদ্ধ করা হইবে। দরিদ্র কৃষককুল কৃষির লভ্যাংশ কিছুই পাইবে না; সামান্য মজুরের ন্যায় ধনী কৃষকগণের নিকট চাকুরী করিয়া দিন কাটাইবে। অনেকে হয় ত বলিবেন "কৃষির" উন্নতি হইবে,—জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে।—যাঁহারা জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ত এখনও পারেন। "Extensive method in agriculture" এর দোহাই দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উৎসুক কেন? দেশের যখন কিতা (holdings) ছোট, আর কৃষকও ক্ষুদ্র, তখন তাহাদিগকে সমবায়ে "Intensive method" অনুসারেই চাষ করিবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কলে চাষ করিলে অল্প সময়ে অধিক কাজ পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু কলে চাষ করিতে হইলে আমাদিগকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি (costly implements) ক্রয় করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশ কলে চাষ করে,—তাহাদের স্বদেশে কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। যন্ত্রপাতি কিনিলেও, তাহাদের দেশের টাকা দেশে থাকিয়াই দেশীয় লৌহশিল্পের সহায়তা করে। আমাদিগকে যন্ত্রপাতি কিনিতে হইলে পরদেশ হইতে কিনিতে হইবে; কারণ আমাদের দেশের লৌহশিল্প এখনও ততদূর উন্নত হয় নাই। ইহাতে দেশের অর্থ বিদেশে গিয়া দেশেরই সর্ব্বনাশ করিবে—যাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিব বলিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছি, তাহাদিগকেই পরোক্ষে সাহায্য করা হইবে। তার পর বৈদেশিক যন্ত্রপাতি এদেশে আনীত হইলেই, স্বদেশী যন্ত্রপাতি যথা—কাঠের লাঙ্গল, ফাল, কোদাল, বিদে প্রভৃতির প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। ফলে এদেশের কর্ম্মকারগণ—যাহারা উপযুক্ত দেশী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত অথবা মেরামত করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছিল তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইবে, এবং বেকার সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইবে।

এই সকল কারণে এদেশে বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উপস্থিত আমাদের যে পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করা হয় তাহারই সংস্কার করিলে আশাতীত ফললাভ করা যাইবে।

আর একটা কথা কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, যাহাতে কৃষিক্ষেত্র বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহাদের অর্থ আছে ও তার সঙ্গে চাষ করিবারও ইচ্ছা আছে তাঁহারা যদি পতিত, অকর্ষিত কিংবা সংস্কারাভাবে বন জঙ্গল সমাচ্ছন্ন স্থানগুলিকে পরিষ্কার করিয়া কৃষি-উপযোগী নূতন নূতন জমি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলেও বহু লাভের আশা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগেরও প্রাদুর্ভাব বহু পরিমাণে হ্রাস হইবে।

কৃষককে বজায় রাখিয়া কৃষির উন্নতি করিতে পারিলেই প্রকৃত উন্নতি করা যাইবে, এবং বর্ত্তমান সময়ে সেই বিষয়ে চিন্তা করা ভারতবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

"সমাপ্ত"

# পাউরুটির ব্যবসায়

## ময়দার পরিমাণ

এক সের ময়দায় একসের আধ পোয়া ওজনের পাউরুটি প্রস্তুত হইবে। সের পিছু চা চামচের দুই চামচ লবণ দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে। অতঃপর ময়দা স্তূপীকৃত করিয়া উহার মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত করিবে। এই গর্ত্তে ইয়েষ্ট প্রদান করিবে। ইয়েষ্টের গুণানুসারে পরিমাণ মত ইয়েষ্ট ব্যবহার করিবে। উহা যদি অত্যন্ত তীব্র না হয়, এবং মিষ্ট হয়, তাহা হইলে দেড় সের ময়দায় টেবিল চামচের এক চামচ ইয়েষ্ট মিশাইবে। গ্রীষ্মকালে ইয়েষ্ট যদি একটু টক হইয়া যায় এবং অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে, তাহা হইলে চা-চামচের এক চামচ বা তাহারও কম মিশাইলেই যথেষ্ট হইবে। যদি ইয়েষ্ট টাটকা হয়, তাহা হইলে টেবিল চামচের দু'চামচ ব্যবহার করিতে পারা যায়। ময়দার মধ্যস্থিত গর্ত্তে চায়ের বাটির এক বাটি ঈষদুষ্ণ জল ঢালিয়া দিয়া পাশ হইতে বড় চামচের দু-চামচ ময়দা দিয়া নাড়িতে থাক। অতঃপর উহার উপরে খানিকটা ময়দা ছড়াইয়া দিয়া একখানা নেকড়া বা একখানি ডিস ঢাকা দিয়া রাখ। এক্ষণে উহা গরম স্থানে রাখা উচিত। কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে ভিতরে স্পঞ্জ প্রস্তুত হয়। একদিন বা একরাত্রি এইরূপভাবে রাখিয়া দিলে রুটী খুব ভাল হয়। পূর্ব্ব রাত্রেই এইরূপ করিয়া রাখিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ।

## প্রয়োজনীয় পাত্র ও অন্যান্য জিনিষ

ময়দা মাখিবার পূর্ব্বে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় পাত্রাদি ঠিক করিয়া রাখিবে। যে টিনে রুটি সেঁকিবে, সে টিনগুলি বেশ পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। উহার ভিতর দিকে ময়দা ছড়াইয়া দেওয়া দরকার। যদি টিন পুরাতন এবং পাতলা হয়,

তাহা হইলে তাহাতে তেল বা চর্ব্বি মাখাইয়া লইবে। অতঃপর ঈষদুষ্ণ জল প্রস্তুত করিয়া লইবে। একসের ময়দায় এক পাঁইট জল দিয়া মাখিতে হইবে। আর একটা প্লেটে ময়দা রাখিবে। ময়দার ইয়েষ্ট রাখিবার জন্ত একটি ছোট জার বা পাত্র চাই। এক চামচ চিনি চাই। একখানি বোর্ড, একটি ছুরি এবং টেবিল চামচ চাই।

## ময়দার ইয়েষ্ট

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে ময়দায় ইয়েষ্ট দিয়া স্পঞ্জ প্রস্তুত হইলে ময়দার মধ্যস্থল ফেনময় দেখাইবে। উহাতে আর একটু ময়দা দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। অতঃপর পরবর্ত্তী বারের রুটি প্রস্তুতের জন্ত বড় চামচের দু'চামচ উক্ত ফেনময় ময়দা তুলিয়া রাখিবে। উহাতে চা চামচের এক চামচ চিনি মিশাইয়া পরিষ্কার জারের মধ্যে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে।

## রুটির ময়দা প্রস্তুত

ময়দার ইয়েষ্ট তুলিয়া লইবার পর স্পঞ্জের উপর ঈষদুষ্ণ গরম জল ঢালিয়া দিয়া সমস্ত ময়দা বেশ করিয়া মাখিয়া ফেল। যদি জল বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে অল্প ময়দা মিশাইয়া ঠিক করিয়া লইবে। যখন ময়দা হাতে বা পাত্রে আট্‌কাইবে না, তখন ময়দা মাখা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহার পর প্রয়োজন মত বড় ছোট আকারের পাউরুটী প্রস্তুত করিবে।

## রুটি প্রস্তুত

রুটির আকারে ময়দা প্রস্তুত হইলে উহা গরম স্থানে রাখিয়া দিবে। গরমে উহা ফুলিয়া উঠিবে। যখন উহা ফুলিয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে, তখন উহা উনানে দিবার উপযোগী হইবে। উত্তাপের তারতম্য অনুসারে উহা ফুলিয়া উঠিতে দুই ঘণ্টা কি তাহারও অধিক সময় লাগিতে পারে। সাধারণতঃ বাড়ীতে প্রস্তুত টাটকা ইয়েষ্টের প্রস্তুত রুটি ফুলিয়া উঠিতে একটু বেশী সময় লাগে।

রুটি কিরূপ অবস্থায় ফুলিয়া উঠে তাহা বুঝিয়া ওঠা একটু কঠিন। শীত প্রধান দেশ বলিয়া ইংলণ্ডে কাঁচা রুটি একটি প্যান-মগে রাখিয়া আগুনের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া সে ব্যবস্থায় তত সুবিধা হইবে না। কিন্তু বর্ষাকাল ব্যতীত অন্ত সময় ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

একটি বড় টিনের বাক্স লইয়া তাহাতে কাঁচা রুটিগুলি রাখিয়া তাহার উপর একটি ভিজা ফ্লানেল চাপা দিবে এবং কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণের উত্তাপ অত্যন্ত তীব্র। সুতরাং ছায়ায় ফ্লানেল চাপা দিয়া রাখিয়া দিবে। মাঝে মাঝে ফ্লানেল ভিজাইয়া লওয়া প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিও অবলম্বন করিলেও চলিতে পারে।—একটি পাত্রকে আগুণের উত্তাপে গরম করিয়া লইয়া তাহাতে কাঁচা রুটি রাখিয়া দিতে হইবে। অবশ্য রুটি যখন দিবে, তখন আগুন সরাইয়া লইবে। পাত্রের উত্তাপেই রুটি ফুলিয়া উঠিবে।

নরমভাবে ময়দা প্রস্তুত করিয়া তাহার রুটি তৈয়ারী করিলে, উহা সহজেই ফুলিয়া উঠে। শক্ত ময়দা ফুলিতে দেরী হয়। অতঃপর উনানে দিয়া উহা উত্তমরূপে সেকিয়া লইতে হইবে :—

জার্ম্মাণ ইয়েষ্ট দিয়া রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে :—

প্রথমে একটি পাত্রে প্রয়োজনমত ময়দা লইয়া তাহাতে সের করা দুই চা-চামচ লবণ মিশাইবে। দেড়সের ময়দায় আধ আউন্স বা চারসের ময়দায় ১ আউন্স ইয়েষ্ট দিতে হয়। উহাতে চা-চামচের এক চামচ চিনি দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া তরল হইয়া

যাইলে উহাতে চা পেয়ালার এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ জল মিশাইবে। তারপর ময়দার মধ্যস্থলে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে উহা ঢালিয়া দিবে। জার্ম্মাণ ইয়েষ্ট ব্যবহার করিলে স্পঞ্জ সৃষ্টি করিবার জন্ম উহা আর রাখিবার প্রয়োজন নাই। ময়দা মাখিবার জন্ম উপযুক্ত পরিমাণ ঈষদুষ্ণ জল দিয়া নাড়িতে থাক। পরবর্ত্তী বারের রুটি প্রস্তুত করিবার জন্ম উহা হইতে খানিকটা তুলিয়া রাখিবে। অতঃপর ময়দা মাখা হইলে কাঁচা রুটি প্রস্তুত না করিয়াই সমস্ত ময়দা গরম স্থানে রাখিয়া দিবে। উহা যখন ফুলিয়া দ্বিগুণ হইবে, তখন কাঁচা রুটী প্রস্তুত করিয়া আরও ফুলিবার জন্ম আরও আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। তাহার পর সেঁকিবে।

## লাল আটার পাউরুটি

যে পরিমাণ লাল আটা লইবে, তাহার অর্দ্ধেক সাদা ময়দা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহার পর যেমন ভাবে রুটি প্রস্তুত করে, সেইরূপ ভাবে রুটি তৈয়ারী করিবে। শুধু জল দিয়া ময়দা না মাখিয়া যদি খানিকটা দুধও উহার সহিত মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে অতি সুন্দর রুটি হয়। সাদা ময়দা যতটা নরম হয়, এ ময়দা তাহা অপেক্ষা একটু বেশী নরম হওয়া আবশ্যক। এই ময়দা ফুলিয়া উঠিতে একটু বেশী সময় লয়।

## সুজির পাউরুটি

আধসের ময়দার আধসের সুজি মিশাইয়া যেমন ভাবে পাউরুটি প্রস্তুত করিতে হয়, তেমনি ভাবে রুটি তৈয়ারি করিলে সুজির পাউরুটি প্রস্তুত হইল। সুজি মিশাইলে উহা বহুক্ষণ সরস থাকে। সরস রাখিবার জন্ম ভাত বা সিদ্ধ আলু মিশ্রিত করিতে পারা যায়।

## দুধের রুটি

রুটি প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ জল ব্যবহার করা হয়। জলের পরিবর্ত্তে দুধ ব্যবহার করিলেই দুধের রুটি প্রস্তুত হইবে। সাধারণ রুটি অপেক্ষা ইহার পুষ্টিগুণ যে অধিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঘোল বা জল মিশ্রিত দুধ ব্যবহার করা উচিত। ইহা বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। পরবর্ত্তী বারের রুটি প্রস্তুত করিবার জন্ম যে ইয়েষ্ট তুলিয়া রাখা হয়, তাহাতে যেন দুধ মিশ্রিত করা না হয়; সে বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

## কিসমিসের রুটি

কিসমিসের রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে একখানি ছোট রুটিতে আধপোয়া কিসমিস দিতে হইবে। ময়দা মাখিবার পূর্ব্বে বা পরে যখন খুসী কিসমিস দেওয়া যাইতে পারে। ময়দা মাখিবার সময় উহাতে বড় চামচের দুই চামচ চিনি মিশ্রিত করিবে। মাখম মাখাইয়া এই রুটি খাইতে অতি সুন্দর। ফরাসীরা এই রুটি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দার সহিত একটু মাখম মিশ্রিত করিয়া থাকে।

## ডিনার রোল

সাধারণতঃ রুটিওয়ালার দোকানে যে সকল ডিনার রোল পাওয়া যায়, বর্ণে এবং স্বাদে তাহা তেমন ভাল নহে। তাহাদের প্রস্তুত ডিনার রোল ( Dinner roll ) অত্যধিক মিষ্ট এবং বর্ণ খারাপ। বাড়ীতে রুটি প্রস্তুত করিবার সময় সেই ময়দা হইতেই উহা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

পাউরুটির ময়দা যে ভাবে প্রস্তুত করিতে হয় সেই ভাবে উহা প্রস্তুত কর। স্পঞ্জ প্রস্তুত করিবার জন্ম একরাত্রি রাখিবার পর পরবর্ত্তী বারের জন্ম ইয়েষ্ট রাখিয়া মাখা ময়দা হইতে খানিকটা ময়দা লইয়া উহাতে গরম দুধ এবং ডিম মিশাইবে। উহার সহিত সামান্ম একটু মাখম মিশাইতেও পারা যায়। এই সমস্ত মিশাইয়া বেশ করিয়া ময়দা মাখিয়া রোল প্রস্তুত করিবে।

চর্ব্বি বা তৈল মাখাইয়া টিনের উপর রাখিয়া ফুলিয়া উঠিবার জন্য গরম স্থানে উহা রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহার উপর ডিম বা দুধ মিশ্রিত ডিম মাখাইয়া দিবে। তাঁহার পর পনের মিনিট বা আধঘন্টা ধরিয়া উহা সেকিবে। খাইবার পূর্ব্বে উহা একবার গরম করিয়া লইলে উহা টাটকাই বোধ হইবে।

## ভিয়েনা ব্রেড

যে ময়দা হইতে ইহা সাধারণতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই ময়দার নাম হইতেই উহার নামকরণ হইয়াছে। ভিয়েনা ময়দা না হইলে যে ইহা প্রস্তুত হইবে না তাহা নহে ; যে কোন ভাল ময়দা দিয়া ইহা প্রস্তুত হইতে পারে। আধসের ভাল ময়দায় বড় চামচের এক চামচ মাখম মিশ্রিত করিবে, এবং চা চামচের এক চামচ নুন দিবে। একটা ডিম ভাঙ্গিয়া বেশ করিয়া ফেনাইয়া লইবে, এবং উহাতে আধ পাইট গরম দুধ বা জলমিশ্রিত দুধ মিশাইবে। ময়দার মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত কর। বড় চামচের এক চামচ ইয়েষ্টে ডিম এবং দুধ মিশাইয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া দাও। ময়দা মাখা হইলে ডিনার রোলের আকারে উহা কাটা হয় বা অন্য কোন প্রকার ফ্যান্সি আকার দেওয়া হয়। উহার উপরিভাগে ডিম বা দুধ মিশ্রিত ডিম মাখাইয়া সেঁকিয়া লওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে উহা যাহাতে ফুলিয়া উঠে, তজ্জন্য গরম স্থানে রাখা হয়।

## রাই রুটি

রাই রুটি ( Rye bread ) জার্ম্মাণীর অতি প্রিয় খাদ্য। ইহা সহজেই প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যেমনভাবে সাধারণ রুটি প্রস্তুত করা হয়, ইহাও তেমনি ভাবে প্রস্তুত করিবে। তবে সাধারণ ময়দার সহিত রাই ময়দা ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে ইয়েষ্টের পরিমাণ একটু বেশী হওয়া দরকার, কারণ রাই ময়দা ভারী। সাধারণ ময়দার স্পঞ্জ প্রস্তুত করিবার পর, যে পরিমাণ সাধারণ ময়দা লওয়া হইয়াছে সেই পরিমাণ রাই ময়দা উহাতে মাখিবে। ইহাদ্বারা অতি সুন্দর ব্রাউন ব্রেড প্রস্তুত হয়।

## জার্ম্মাণীর ফ্যান্সি রুটি

১ গিল ক্রিম, দুইটি ডিম ভাঙ্গা, ১ আউন্স জার্ম্মাণ ইয়েষ্ট বা বড় চামচের দু-চামচ অন্য কোন প্রকার ইয়েষ্ট, ২ আউন্স চিনি এবং ৪।৫ আউন্স ময়দা একত্রে মিশ্রিত কর। একটি বড় পাত্রে ১ পাউণ্ড ময়দা এবং চা-চামচের আধ চামচ নুন উহাতে দিয়া মধ্য স্থলে একটি গর্ত্ত কর। প্রথমে একটি ভিন্ন পাত্রে যে সকল জিনিষগুলি একত্রে মিশাইয়া রাখা হইয়াছে, ময়দার গর্ত্তে উহা ঢালিয়া দাও। এক রাত্রি বা অন্ততঃ দুই তিন ঘন্টা স্পঞ্জ সৃষ্টির জন্য রাখিয়া দাও। ১০ আউন্স মাখন, বড় চামচের ৩।৪ চামচ গরম দুধ এবং চা-চামচের এক চামচ চূর্ণ সিনামন (cinnamon) ও চা-চামচের এক চামচ লেবুর খোসা এবং যতক্ষণ ঐগুলি তরল মত না হয়, ততক্ষণ ক্রিম মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত পদার্থ স্পঞ্জের মধ্যে ঢালিয়া দাও এবং ময়দার সহিত মিশ্রিত কর। প্রয়োজন হইলে গরম দুধ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে পারা যায়। মাখন মাখান টিনে উহা দিয়া এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা উহা ফুলিবার জন্য রাখিয়া দিবে। তারপর এক ঘন্টা যাবত উহা উনানে সেকিবে। উনানের আঁচ মৃদু হওয়া প্রয়োজন।

## হট ক্রস বান্‌স্

হট ক্রস বান্‌স্ (hot cross buns) প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি চাই :—

ময়দা—১ পাউণ্ড ; মাখম—¼ পাউণ্ড , চিনি—¼ পাউণ্ড , চূর্ণ সিনামন—চা-চামচের এক চামচ ; দুধ—½ পাইট ; ডিম—১টা ; ইয়েষ্ট—১ আউন্স ; নুন—চা-চামচের আধ চামচ ; ইচ্ছা হইলে অন্যান্য মসলা মিশাইতে পারা যায়।

প্রথমে ময়দা, নুন এবং মসলা একত্রে মিশ্রিত কর। অতঃপর উহাতে মাখন দিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত কর। মাখন বেশ করিয়া মিশান হইলে চিনি দিবে। ডিম বেশ করিয়া ফেনাইয়া লইয়া উহাতে গরম দুধ ঢালিয়া দিবে। ইয়েষ্টে ইহা আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা নাড়িতে থাকিবে। ময়দার মাঝখানে একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে উক্ত মিশ্র পদার্থ ঢালিয়া দাও। ঢালিতে ঢালিতে নাড়িতে থাক। ময়দা সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইলে উহাতে কিছু কিসমিস দিতে পারা যায়। গোল বানের (bun) আকারে উহা প্রস্তুত কর। টিনে মাখন মাখাইয়া তাহাতে উহা রাখ। ছুরির পিঠ দিয়া আড়াআড়ি দাগ কাটিয়া তাহাতে চিনি ছড়াইয়া দাও। যতক্ষণ না উহা ফুলিয়া দ্বিগুণ হয়, ততক্ষণ গরম স্থানে উহা রাখিয়া দিবে। তারপর ২০ মিনিট ধরিয়া সেঁকিয়া লও। মসলার পরিবর্ত্তে আদা বা লেবু দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আদা বা লেবুর বান প্রস্তুত হইবে।

## বাথ বান্‌স্‌

বাথ বান্‌স্‌ (Bath buns) প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি চাই :—

ময়দা—½ পাউণ্ড ; মাখম—৪ আউন্স ; দুধ—চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা ; ডিম—২টা ; নুন—একটুখানি ; ছোট ছোট করিয়া কাটা সাইট্রনের খোসা—২ আউন্স ; ময়দার ইয়েষ্ট—বড় চামচের দুই চামচ। পেষা নাটমেগ (nutmeg) আধখানা। ময়দা এবং নুন একটা পাত্রে রাখ। উহাতে বেশ করিয়া মাখম মিশাইয়া মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত কর। ডিম বেশ করিয়া ফেনাইয়া উহাতে গরম দুধ ঢালিয়া দাও। ইয়েষ্টের সহিত উহা মিশাইয়া ময়দার মধ্যে ঢালিয়া দাও। নরম ভাবে মাখিয়া ফুলিবার জন্য গরম স্থানে রাখিয়া দাও। ফুলিয়া উঠিলে পর উহাতে সাইট্রনের ছাল, চিনি এবং নাটমেগ মিশ্রিত কর। উহাতে আটটি বা দশটি বান প্রস্তুত কর। টিনে চর্ব্বি বা মাখন মাখাইয়া তাহার উপর উহা আরও ফুলিবার জন্য আধ ঘণ্টা রাখিয়া দাও। তারপর ডিমে উহা ডুবাইয়া চিনি মাখাইবে। পনের মিনিট সেঁকিলেই উহা প্রস্তুত হইবে।

## বাপ্‌স্‌

বাপ্‌স্‌ (Baps) স্কটলণ্ডবাসীর অতিপ্রিয়। তাহারা সাধারণতঃ প্রাতর্ভোজে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

এক পাউণ্ড ময়দায় এক আউন্স মাখন মিশাইয়া তাহার পর যেমন ভাবে পাউরুটির ময়দা প্রস্তুত করিতে হয়, তেমনিভাবে ময়দা প্রস্তুত কর। তারপর উহাতে চা-চামচের এক চামচ চিনি মিশাইয়া ফুলিয়া উঠিবার জন্য গরম স্থানে উহা রাখিয়া দাও। ফুলিয়া উঠিবার পর চার ভাগে বিভক্ত করিয়া ডিমের আকারে উহা গড়িয়া ফেল। যাহাতে উহা আরও ফুলিয়া উঠে তজ্জন্য আরও খানিকক্ষণ রাখিয়া দাও, তারপর সেঁকিয়া লও। গরম গরমই ইহা খাওয়া হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে আবার গরম করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

## চায়ের কেক

ময়দা—পৌনে এক পাউণ্ড ; ইয়েষ্ট—রুটি প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ প্রয়োজন হয়, তাহার অর্দ্ধেক ; চিনি—বড় চামচের এক চামচ ; ডিম—১টা ; ঈষদুষ্ণ দুধ—সিকি পাইট ; নুন—চা-চামচের আধ চামচ। ময়দাতে নুন মিশাইয়া মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত কর। ইয়েষ্ট, গরম দুধ এবং ডিম একত্রে মিশ্রিত কর। দশ পনের মিনিট নাড়িবার পর উহাতে অল্প ময়দা মিশাইতে পারা যায়। তারপর উহা ময়দায় ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া ফেল। উহাতে তিনটি গোল চায়ের কেক হইবে। টিনে চর্ব্বি বা

মাখন মাখাইয়া উহাতে কেক রাখিয়া উনানের তাকে রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে উনানে সেঁকিয়া লইবে। ২০ মিনিটের মধ্যে উহা প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

উহাতে দুই আউন্স কিসমিস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় চায়ের কেকে অতি অল্পই মিষ্ট থাকে, এবং কদাচিৎ ফল দেওয়া হয়।

## ডাফ কেক

পাউরুটির জন্য মাখা ময়দা হইতে একখানি রুটির মত ময়দা লও। উহা দ্বারা ডাফ কেক প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি চাই—৩ আউন্স চিনি, ৩ আউন্স কিসমিস, ২টি ডিম।

একটি পাত্রে মাখা ময়দা লও, তাহাতে ডিম দুইটি ভাঙ্গিয়া দিয়া দশ মিনিট ধরিয়া বেশ করিয়া মিশাইতে থাক। তাহার পর অন্যান্য জিনিষগুলি মিশাইয়া দিয়া আর একবার বেশ করিয়া মিশাইয়া লও। কেক তৈয়ারি করিবার টিনে বেশ করিয়া মাখন মাখাইয়া উহাতে মিশ্রিত পদার্থ ঢালিয়া দাও। ফুলিয়া উঠিবার জন্য কিছুক্ষণ উহা একধারে রাখিয়া দাও। ফুলিয়া উঠিলে সাবধানে না নাড়িয়া উনানে সেঁকিয়া লও। যাহাতে উহা শক্ত না হইয়া যায়, তজ্জন্য তাড়াতাড়ি সেঁকিয়া লইবে।

যদি মিশ্রিত পদার্থটি অত্যন্ত পাতলা হয়, তাহা হইলে কিসমিস আবার পড়িয়া যাইবে। ডিম ভাঙ্গিয়া ফেনাইয়া না লইলেও চলিতে পারে, কারণ ময়দার সহিত মিশ্রিত করিবার সময়ই উহা ফেনান হইয়া যায়।

## স্যালি লান

স্যালি লান (Sally lunns) প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি চাই :—

ময়দা—পৌনে এক পাউণ্ড; নুন—চা-চামচের আধ চামচ; ডিম—১ টা; মাখম—১ আউন্স; গরম দুধ আধ পাইট; ইয়েষ্ট—বড় চামচের এক চামচ।

ময়দায় নুন মিশ্রিত কর। ময়দার মধ্যস্থলে ইয়েষ্ট দিয়া ডিম মিশাও। গরম দুধে মাখন ফেলিয়া উহা গলাইয়া লও। উহা যখন অল্প অল্প গরম থাকে, তখন ময়দায় ঢালিয়া দিবে। ১০ মিনিট ধরিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাও। মাখন বা চর্ব্বি মাখান টিনে উহা ঢালিয়া দিয়া ফুলিয়া উঠিবার জন্য দুই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। তাহার পর আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেঁকিবে। ইহা সাধারণতঃ টোষ্ট করিয়া খাওয়া হয়।

# টাকা খাটাইবার উপায়

কোন কোম্পানীর সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইবার সময় সেয়ার-ক্রেতা যাহা ভাবেন, দুই দিন পরে এমন অবস্থা অনেক সময় ঘটিয়া থাকে যে, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবিতে হইতেছে। আজ সেয়ার কিনিয়া তিনি ভাবিলেন, যাক—নিরাপদে টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে কোম্পানীর এমন একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল যে, টাকাটা নিতান্তই অনিশ্চিতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে এবং ভাবনার আর অন্ত থাকিবে না। সুতরাং যিনি সেয়ার ক্রয় করিয়া ডিভিডেণ্ড পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন, তিনি নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবেন।

পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে, যদি সেয়ারের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যায়, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন।

সেয়ারের বাজার চড়িয়া যাইলে যেমন সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত, তেমনি মন্দা হইলেও বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তা ছাড়াও ব্যবসায়ের ভবিষ্যত বলিয়া একটা কথা আছে : যে ব্যবসায়ের সেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে, সেই ব্যবসায়ের ভবিষ্যত যদি আশাপ্রদ না হয়, তাহা হইলেও সেই কোম্পানীর সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

কথাটা একটু ভাল করিয়া বোঝা দরকার। এক শতাব্দীর আগেকার কথা ধরা যাক। ষ্টিম এঞ্জিনের আবিষ্কার তখনও হয় নাই। এরূপ সময়ে যদি কোন কোম্পানী ঘোড়ায় টানা ট্রাম করিয়া জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া একটা বিরাট ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে, তাহা হইলে সে কোম্পানীর ব্যবসায়ে ফেল হইবার যে খুব সম্ভাবনা, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ যখন ইলেকট্রিক ট্রাম, মোটর, ষ্টিম এঞ্জিন প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে, তখন যদি কোন কোম্পানী ঘোড়ায় টানা ট্রামের ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে সে কোম্পানীর ভবিষ্যত আশাপ্রদ বলিয়া কিছুতেই মনে হইবে না। সুতরাং এরূপ কোম্পানীর সেয়ারে টাকা খাটাইতে যাওয়ার মত মূর্খতা আর কিছুই হইতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কথা ধরা যাক। এতদিন পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না, সুতরাং উক্ত কোম্পানীর সেয়ারে টাকা খাটান খুবই নিরাপদ ছিল। কিন্তু বেতার বার্ত্তা উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমাদের দেশে আজও যদিও বেতার বার্ত্তার তেমন ব্যাপকভাবে প্রচলন হয় নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে উহার প্রসার খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে টেলিগ্রাম পাঠাইতে যেখানে ১২ পেন্স খরচ পড়ে, সে ক্ষেত্রে বেতার বার্ত্তা পাঠাইতে মাত্র ৯ পেন্স খরচ হয়। তাহা হইলে দেখুন, যে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ব্যবসায় একদিন খুবই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ বেতার বার্ত্তা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

প্রত্যেক ব্যবসায়েরই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর। আজ যাহা আশাপ্রদ, কালে তাহার ভবিষ্যত ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। সুতরাং সেয়ারে টাকা খাটাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে নাই। ব্যবসায়ের অবস্থা কখন কিরূপ হইতেছে, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়, এবং প্রয়োজন হইলে সময় বুঝিয়া সেয়ার বিক্রয় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল কোম্পানীর

জাহাজ লইয়া কারবার ছিল, তাহাদের জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে জাহাজ মেরামতের ব্যবসায় ফাঁদিলে লাভবান হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে বড় বড় জাহাজ কোম্পানী জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া ফেলিল। তাহাতে জাহাজ মেরামতের ব্যবসায়ের অবস্থা যে খারাপ হইয়া আসিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং টাকা খাটাইতে হইলে সব দিক বুঝিয়া টাকা খাটাইতে হয় এবং টাকা খাটাইবার পরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীতও আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যে কোন ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, একজন ব্যক্তি বিশেষের একান্ত চেষ্টার ফলে সেই ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিয়াছে—তা সে ব্যবসায় লিমিটেড কোম্পানীরই হউক, আর একজন ব্যক্তি বিশেষেরই হউক। বিলাতের "এন্সার" (Answer) নামক সংবাদ পত্রের কথাই ধরা যাক। উক্ত পত্রের আবির্ভাবের তিন বৎসর পরে দেখা গেল, লর্ড নর্থক্লিফের (Lord Northcliffe) নাম উহার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংপৃক্ত। অর্থাৎ লর্ড নর্থক্লিফ যে মুহূর্ত্তে উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিবেন, সেই মুহূর্ত্তে উক্ত পত্রের অবস্থা শোচনীয় হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ উক্ত সংবাদপত্রের সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইতে চাহিতেন, তাহা হইলে উক্ত সংবাদপত্রের কোম্পানীর মধ্যে নর্থক্লিফের স্থান, তাহার স্বাস্থ্য, তাঁহার স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হইত। তেমনি আজ যদি আপনি কোন ব্যবসায়ের সেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে হইবে, সেই ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ যে ব্যক্তি, তিনি সেই ব্যবসায়ে আছেন কিনা, বা তাহার সহিত ব্যবসায়ের সম্পর্ক কিরূপ। এই ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যবসায়ের সেয়ারে যিনি টাকা খাটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা যে দুর্ঘটনাস্বরূপ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এতদ্ভিন্ন আরও নানা বিপদ আপদ ঘটিতে পারে, সেদিকে নজর থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যুদ্ধ আর এক প্রকারের বিপদ। যিনি টাকা খাটাইবেন, কোন্ সময়ে যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার সঠিক সংবাদ রাখা উচিত। সঠিক সময় হয়ত তিনি না বুঝিতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধের আশঙ্কা বুঝিয়া আপনার সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারেন। যুদ্ধের আশঙ্কা হয়ত ভবিষ্যতে ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু টাকা নিরাপদ করিবার জন্য কিছু ভুল করাও বরং ভাল।

যুদ্ধ সংঘটনের ফলে ব্যবসায়ের বাজার যেমন এক দিকে নিতান্তই মন্দা পড়িয়া যায়, তেমনি যাহারা অস্ত্র বা বারুদের ব্যবসায় করে, তাহাদের কারবার জোর চলে, সুতরাং অন্যান্য ব্যবসায়ের সেয়ারে যেমন লাভাংশ পাওয়ার কম সম্ভাবনা, তেমনি বারুদ ও অস্ত্রের ব্যবসায়ের সেয়ারে প্রচুর লাভাংশ পাওয়া যায়।

পরিশেষে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচ্য। শ্রমিক সমস্যা দিন দিন যেরূপ জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সেয়ারে টাকা খাটাইতে হইলে এই সমস্যাকে উপেক্ষা করা চলিতে পারে না। কারণ যদি কোন ব্যবসায়ের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে, তাহা হইলে কারবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা থাকিলে সে ব্যবসায়ের সেয়ার ক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে।

দেশের অবস্থা যখন খারাপ হইয়া আসে, যাঁহারা টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের সুযোগ আসিয়া

উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা সস্তায় সেয়ার ক্রয় করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন ব্যবসায়ের সেয়ারের দর চিরদিনই নামিয়া যাইতে থাকে না। তেমনি কোন সেয়ারের দর অবিরত নামিতে থাকে না। মোট কথা, কোন ব্যবসায়ের সেয়ার যখন নামিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে, উহা চড়িয়াছিল, তাই নামিতেছে; আবার যখন কোন সেয়ারের দর চড়িতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে, উহার দর নামিয়া গিয়াছিল। এই নিয়ম যে কেবল সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের পক্ষেই সত্য তাহা নহে—ষ্টক ও সেয়ারের পক্ষেও ইহা সত্য।

সেয়ারের মূল্য দেখিয়া ব্যবসায় কিরূপ চলিতেছে, তাহা নিরূপণ করা যাইতে পারে। ব্যবসায় জাত পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ হইতেছে, কি লোকসান হইতেছে, তাহা সেয়ারের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াই অনুমিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ের বাজারের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই অনুসারে সেয়ারের বাজার ওঠে নামে।

বাজারের এই ওঠা নামাকে ব্যবসায়ের আবর্ত্তন (Trade Cycle) বলা হয়। এই আবর্ত্তন কম পক্ষে পাঁচ বৎসর এবং বেশী পক্ষে নয় বৎসরের মধ্যে সাধিত হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে ব্যবসায়ের অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইতে খুব ভাল হইয়া উঠে এবং আবার ভাল হইতে খারাপে নামিয়া আসে। আবর্ত্তনের এই গতি কখনও থামে না। কিরূপ ভাবে ইহার গতি প্রধাবিত হয়, তাহার আলোচনা করা যা'ক।

ধরা যা'ক, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আপনি সংবাদপত্রে দেখিলেন বেকারের সংখ্যা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদেশী বণিকদের সহিত কণ্ট্রাক্টের লেনদেন চলিতেছে। কাঁচা মাল আমদানী হইতেছে এবং আমাদের দেশের পণ্যদ্রব্য-উৎপন্নকারীদের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। মাস দুই যদি এইরূপ চলিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্যবসায়ের অবস্থা ফিরিবার সূচনা হইয়াছে। পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং তাহারই ফলে বেকারের সংখ্যা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাহিদা থাকিলেই মূল্য ধীরে ধীরে চড়িতে আরম্ভ করে। মূল্য বাড়িলেই পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। এইরূপে চারিদিকে সকল ব্যক্তিই ব্যবসায়ের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হয়। পণ্যদ্রব্য উৎপন্নকারীরা ভাবে, তাহারা ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে। ব্যবসায়ী এবং দোকানদারেরা ভাবে, দেশের আর্থিক অবস্থা যখন ভাল এবং বেকারেরা যখন কাজ পাইয়া এখন প্রচুর উপার্জ্জন করিতেছে, তখন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইতে ভাবনা নাই। এইরূপে উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ে। লোকের যখন আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল, তখন ভাবনা কি? এই যে ভাল অবস্থা, ইহা সাধারণতঃ এক হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ধরা যাক, দুই বৎসর। ইহাই বুমের (boom) সময়।

যিনি তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষক, তিনি দুই বৎসরের শেষে দেখিবেন যে, ব্যবসায়ের বাজারে একটা থমথমে অবস্থা (hesitation) উপস্থিত হইয়াছে। আমদানী ও রপ্তানি আর বাড়িতেছে না। কোন কোম্পানী ফেল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কোন কোম্পানী অন্য কোম্পানীর সহিত মিলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কারণ কি?

সুসময়ের সুযোগ লইয়া পণ্য উৎপাদনকারীরা অত্যধিক পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন করিয়াছে, এবং নূতন উৎপন্নকারীরা ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছে। ইহার ফলে এত অধিক পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে যে, ব্যবসায়ীরা পণ্য ক্রয় করা সত্ত্বেও বহু মাল জমিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে উৎপন্নকারীদের অর্থ আটকাইয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে উৎপন্নের পরিমাণ কমাইতে হয়, অর্থাৎ কারখানার কাজ কিয়ৎ পরিমাণে বন্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। যদি সকল কারখানায় এবং সকল ব্যবসায়ে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে দেশের বেকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পায়। এই স্থানে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রমিকেরাই সব চেয়ে বড় ক্রেতা। তাহারা পরিমাণে অল্প ক্রয় করিলেও সংখ্যায় তাহারাই অধিক। সুতরাং তাহারা বেকার হইয়া পড়ার অর্থই হইতেছে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষতি।

অত্যধিক পণ্য উৎপাদনের ফলে এইরূপে ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা পড়িতে আরম্ভ করে। চতুর ব্যক্তি প্রথম মুখেই একথা বুঝিতে পারে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা অবস্থা চরমে না উঠিলে বঝিয়া উঠিতে পারে না। অবস্থা যখন চরমে আসে, তখন চারিদিকে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং সকলেই সেয়ার বিক্রয় করিতে তাড়াতাড়া লাগাইয়া দেয়—কেনা দরে, কিম্বা তাহা অপেক্ষাও কম দরে বিক্রয় করিয়া দেয়।

এই সময়ের পরই মন্দার বাজার পড়ে। স্থান এবং অবস্থা অনুযায়ী কম তীব্র বা বেশী তীব্র হয়। এই অবস্থা তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে দীর্ঘকাল স্থায়ী মন্দার বাজার চলিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ গত মহাসমর। এইরূপ মহাসমরের অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্ব্বে লাভ হয় নাই, সুতরাং ইহাকে আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার পরে যে একটা ভাল অবস্থা আসিবে, তাহা সুনিশ্চিত।

মন্দার বাজারে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষকে জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। তাহার থাকিবার গৃহ চাই, পরিবার কাপড় চাই, যাতায়াত করিবার জন্ত ট্রাম, মোটর বাস চাই। মন্দার বাজারে এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যে জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ হইয়া আসিতেছে, ইহার কারণ পূর্ব্বে যে মাল জমায়েত হইয়াছিল, এখন তাহা কাটিতেছে। এইরূপে যখন মজুদ মাল এবং যে সামান্ত পরিমাণ মাল উৎপাদিত হয়, তাহার টান ধরিবে তখনই জিনিষের দর বাড়িয়া যাইবে। চড়া দর দেখিয়া পণ্য উৎপাদনকারীদের সাহস বাড়িবে। তাহারা আবার বেশী মাল উৎপাদন করিতে মনোযোগী হইবে। আবার দেখিবে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে, বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমদানী রপ্তানি বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাই আবার একটা বুমের (boom) সূত্রপাত।

যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহাদের এই সকল ব্যাপারের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর থাকা চাই। যিনি স্পেকুলেটর তিনি মন্দার বাজারে সস্তায় সেয়ার কিনিয়া বেশী লাভবান হইতে চাহেন। যিনি টাকা খাটাইতে চাহেন, তাঁহার এরূপ ঝুঁকি লওয়া উচিত নয়; যখন মন্দার বাজার চড়ার দিকে উঠিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাঁহার পক্ষে সেয়ারে টাকা খাটান উচিত। তাহা হইলেও টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, ব্যবসায়ের বাজার আর নামিবে না। আবার ব্যবসায়ের বাজার যখন থমথমে হইয়া আসিবে এবং এই থমথমে অবস্থা দুই

মাস যাবৎ স্থায়ী হইবে, তখন সেয়ার বিক্রয় করিয়া দিবে। হইতে পারে, হয়ত এইরূপভাবে বিক্রয় করিয়া দেওয়া ভুল হইল, ধরিয়া রাখিলে বেশী লাভ হইত। কিন্তু মনে রাখা উচিত, আসলের কিয়দংশ লোকসান করা অপেক্ষা শতকরা পাঁচ ছয় টাকা সুদ হইতে বঞ্চিত হওয়া ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়।

# ভারতীয় চা

## চায়ের বাগানের শ্রমিকের বিবরণ

( ১৯২৫ )

গত ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষের কোন্ জেলার চা-বাগানগুলিতে কত শ্রমিক খাটিয়া ছিল ও কত পরিমাণ জমি হইতে চা তোলা হয় নাই ইত্যাদি বিবরণ, নিম্নে প্রদত্ত হইল।

### আসাম

| | শ্রমিকের সংখ্যা ( দৈনিক গড় ) | | | জমির পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|---|
| জেলার নাম | স্থায়ী মজুর যাহারা বাগানে থাকে | স্থায়ী মজুর যাহারা বাহির হইতে আসে | অস্থায়ী মজুর যাহাবা বাহির হইতে আসে | যে পরিমাণ জমি হইতে চা তোলা হইয়াছে | যে পরিমাণ জমি হইতে চা তোলা হয় নাই |
| কাছাড় | ৫৭,৪৯৭ | ২,১৩৮ | ২,৩৬৪ | ৫৬,৪৪৭ | ১,০১৫ |
| শ্রীহট্ট | ৮,৪৬১৩ | ২৪৩০ | ৪,০৩১ | ৮৪,৮২৬ | ৩,৩৭৬ |
| গোয়ালপাড়া | ১,১৫৩ | ৮ | ৫৭ | ১,৮০৪ | ৫৬৯ |
| কামরূপ | ১,৭৩২ | ৬৬০ | ৬২৪ | ২,৬০১ | ৪৮৫ |
| দরঙ্গ | ৬২,৪০০ | ২,৮২০ | ৬,১৮৭ | ৫৫,৬২৪ | ২,১৬৯ |
| নওগাঁ | ১১,৮৫০ | ১,৭২১ | ১,৫৫৭ | ১১,৯১১ | ১৪৬ |
| শিবসাগর | ১২৬,৬৮৮ | ৮,৭৩৪ | ১১,২৪৮ | ৯৫,৫৪৩ | ২,৬৭৭ |
| লখিমপুর | ১১৪,৭২৬ | ১১,৭৬১ | ৯,৯২৮ | ৯১,৩৪৮ | ৫.৫১২ |
| সদিয়া সীমান্ত ভুভাগ | ৫৬২ | ... | ৩২ | ৪২৫ | ৯ |
| মোট | ৪৬১,২২১ | ৩০,২৭২ | ৩৬,০২৬ | ৪০০,৫২৯ | ১৫,৯৫৮ |

### বঙ্গদেশ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং | ৫৩২১১ | ২,০১৫ | ৩,৫৮৩ | ৫৭,২৮৩ | ১,৯৬৬ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জলপাইগুড়ি | ৯৪,০৩০ | ৩,১৯৮ | ৫,৪৫২ | ১১৪,৬৩২ | ৮,২৭৩ |
| চট্টগ্রাম | ৪,৪৯৩ | ১৪৩ | ৭৭৮ | ৫,১৭২ | ৫০০ |
| পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম | ৬০ | ২২ | ... | ৬৮ | ৫ |
| মোট | ১৫১,৭৯৩ | ৫,৩৭৮ | ৯,৮১৩ | ১৭৭,১৫৬ | ১০,৭৪৪ |

## বিহার ও উড়িষ্যা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| হাজারিবাগ | ৮ | ... | ... | ২০ | ১০ |
| রাঁচি | ১৮১ | ৯৬০ | ১৬২ | ১,৮৪৫ | |
| মোট | ১৮৯ | ৯৬০ | ১৬২ | ১৮৬৫ | ১০ |

## সংযুক্ত প্রদেশ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আলমোড়া | ২৯৯ | ১৭৩ | ১৭৬ | ৭০০ | ৪৯ |
| গাড়ওয়াল | ২২ | ৫ | ৪০ | ৪২০ | ২০০ |
| দেরাদূন | ১,৬১৮ | ৩৪৬ | ১,৩২৮ | ৫,০৫০ | |
| মোট | ১৯৩৯ | ৫২৪ | ১,৫৪৪ | ৬,১৭৬ | ২৫৭ |

## পাঞ্জাব

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কাঙ্গারা | ১,০২৩ | ২,৭০৯ | ৮,১৯১ | ৯,৬৬১ | ২২ |

## মান্দ্রাজ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নীলগিরি | ১৭,৮৭০ | ২৫৯৪ | ৩,০৩৩ | ১৯২২৮ | ২,৬২৮ |
| মালাবার | ৯,১১০ | ৫৭৭ | ১,০৬৩ | ৯,৫৮৮ | ৯৮৯ |
| কইম্বাটুর | ৭,০৮৮ | ৮,৫৮২ | ৪,৩৩১ | ১৩,৫০৬ | ৪,০৮৭ |
| তিনেভেলী | ... | ... | ৪ | ১৩ | ৬ |
| মাদুরা | ১৬ | ... | ৩ | ৪৬ | ... |
| মোট | ৩৪,০৬০ | ১১,৭৫৩ | ৮,৪৩৪ | ৪২,৩৮১ | ৭,৭১০ |
| খাস ব্রিটিশ ভারতের মোট | ৬৫০,২২৬ | ৫১,৫৯৮ | ৬৪,১৭০ | ৬৩৭,৭৬৭ | ৩৪,৭০৮ |
| ত্রিপুরা (বঙ্গদেশ) | ২,৮১৯ | ৬২৪ | ৫৩৫ | ২,৯৭৭ | ২,২৮৪ |
| ত্রিবাঙ্কুর | ৫৩,২৭৫ | ৩২৯ | ১,৬১৩ | ৪৬,৯১৫ | ৪,১৬৩ |
| মোট | ৭০৬,৩২০ | ৫২,৫৪৯ | ৬৬,৩১৮ | ৬৮৭,৬৫৭ | ৪১,১৫০ |

## কৃষ্ণ ও নীল চা

গত ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষের কোন্ জেলার কত পাউণ্ড (black) কৃষ্ণ ও (green) নীল চা উৎপন্ন হইয়াছিল নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। ( ১ পাউণ্ড = আধ সের )

### আসাম

| | ১৯২৪ | | ১৯২৫ | |
|---|---|---|---|---|
| | কৃষ্ণ চা | নীল চা | কৃষ্ণ চা | নীল চা |
| কাছাড় | ২৭,৩৩২,০১৯ | ... | ২৭,১৩০,৪২১ | ৩৮৫,২০২ |
| শ্রীহট্ট | ৪২,৯৬৩২১৬ | ১০,৭৬,০৩৩ | ৪৪,২৩৫,৬৬৮ | ১,০৬১,৭২৭ |
| গোয়ালপাড়া | ৪৫৫,৪৭২ | ২৪,০০৭ | ৪২৬,১০৬ | ৭১,৭৮৮ |
| কামরূপ | ৭০৯,০৬৪ | ... | ৭১৪,২১০ | ... |
| দরঙ্গ | ৩১,৮৮০,২৬৯ | ... | ৩০,৭৪৭,৮৭২ | ... |
| নওগাঁ | ৬,১৪১,৬৮০ | ... | ৫,৯৮১,৬০৮ | ... |
| শিবসাগর | ৫৮,৩০৬;৯১০ | ... | ৫৩,২৩১,৭৭৮ | ... |
| লখিমপুর | ৬৮,০০৫,৩৭২ | ... | ৬১,০০১,৯৮৯ | ... |
| সোদিয়া সীমান্ত ভূভাগ | ২৫৯,১০৮ | ... | ২০০,৫৫৮ | ... |
| মোট | ২৩৬,০৫৩,৩৭০ | ১,১০০,০৪০ | ২২৩,৬৬৬,২১০ | ১,৫১৮,৭১৭ |

### বঙ্গদেশ

| | কৃষ্ণ চা (১৯২৪) | নীল চা (১৯২৪) | কৃষ্ণ চা (১৯২৫) | নীল চা (১৯২৫) |
|---|---|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং | ১৮,৮৬৯,০৪৬ | ... | ১৮,৭৩২,৫০০ | ... |
| জলপাইগুড়ি | ৬৬,৫৭৬,১৪৩ | ... | ৬৪,৩৩৫,৮৫০ | ... |
| চট্টগ্রাম | ১,৫৮৮,২৯২ | ৭১,৩২৪ | ১,৫৮০,১৮৬ | ৫৬,৯৩২ |
| পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম | ৯,০২০ | ৭৩৮০ | ৮,৯৬০ | ৪৪০০ |
| মোট | ৮৭,০৪২,৫০১ | ৭৮১,৭০৪ | ৮৪,৬৫৭,৪৯৬ | ৬১,৩২২ |

### বিহার ও উড়িষ্যা

| | কৃষ্ণ চা (১৯২৪) | নীল চা (১৯২৪) | কৃষ্ণ চা (১৯২৫) | নীল চা (১৯২৫) |
|---|---|---|---|---|
| হাজারীবাগ | ৫৪৫ | ... | ৬৩৩ | ... |
| রাঁচি | ৮৯০ | ২১২,০৭৮ | ৫০,২০৭ | ১৮৬,৫৭৩ |
| মোট | ১,৪৩৫ | ২১২,০৭৮ | ৫০,৮৪০ | ১৮৬,৫৭৩ |

### সংযুক্ত প্রদেশ

| | কৃষ্ণ চা (১৯২৪) | নীল চা (১৯২৪) | কৃষ্ণ চা (১৯২৫) | নীল চা (১৯২৫) |
|---|---|---|---|---|
| আলমোরা | ৪৭,৭৪৯ | ৩২,২০০ | ৫২,৩১৫ | ৩৬,৯৮৭ |
| গাড়োয়াল | ৮,৮০০ | ৭০০০ | ২,১০০ | ১২,৫০০ |
| দেরাদুন | ১,২০৫,৬৭৮ | ৪৩৯,৮৮৯ | ১,১৫৯,৮৮০ | ৪২৬,৩৯১ |
| মোট | ১,২৬২,২২৬ | ৪৩৯,৮৮৯ | ১’২১৪,২৯৫ | ৪৭৪,৮৭৮ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **পাঞ্জাব** | | |
| কাঙ্গারা | ৬৯৬৯৮ | ১,৮৬৭,০৬৪ | ৬৮৬৮৬ | ১,৭৪২,২৯০ |
| | | **মান্দ্রাজ** | | |
| নীলগিরি | ৯,০১৬,৮৪৮ | ১৭৯,২৭৮ | ৯,১৪৩,৮৪৮ | ৬৫৮১৪ |
| মালাবার | ৪,৯৯২,০৯১ | | ৫,০৭৭,৯৪৪ | |
| কইম্বাটুর | ৫,৪৯০,৫৯৬ | ... | ৬,৯২:,৪০৯ | ... |
| তিনেভেলী | ... | ৭০০ | ... | ৭০০ |
| মাদুরা | ১৬,৮৪২ | ... | ২০,৮৫২ | ... |
| মোট | ১৯,৫১৬,৩৭৯ | ১৭৯,৯৭৮ | ২১,১৬৩,০৫৩ | ৬৬,৫১৪ |
| খাস বিটীশ ভারতের মোট | ৩৪৩,৯৪৫,৩১০ | ৩,৯১৬,৯৫৩ | ৩৩০,৮২০,৫৮০ | ৪,০৫০,৩০৪ |
| ত্রিপুরা (বঙ্গদেশ) | ৩৩৮,২৭২ | ... | ৫৬০,৫৬৮ | ... |
| ত্রিবাঙ্কুর | ২৬,৭৫০,৮০৩ | ৩০৪,৫৩৬ | ২৭,৪৮২,৫৩৪ | ৫৯২,৫৮৫ |
| ভারতে মোট | ৩৭১,০৩৪,৩৮৫ | ৪,২২১,৪৮৯ | ৩৫৮,৮৬৩,৬৮২ | ৪,৬৪২,৮৮৯ |

## জল ও স্থল পথে
## ভারতীয় চায়ের রপ্তানি
( ১৯২৩-২৪ হইতে ১৯২৫-২৬ )

১৯২৩-২৪ সাল হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় চা স্থল ও জলপথে কোন্ দেশে কত পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। ( ১ পাউণ্ড = আধ সের )

### ইউরোপে ( জল পথে )

| | ১৯২৩-২৪ | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ |
|---|---|---|---|
| গ্রেট ব্রিটেন | ২৯৬,২৮৭,৬৬৫ | ২৯৯,৭২২,২১৬ | ২৮০,৫৭২,৬৯৩ |
| আস্ট্রিয়া | ১, ৯৫০ | ৩৩০ | |
| হাঙ্গারী | | | |
| বেলজিয়াম | ৯৩৪ | ৩,০৫৫ | ১২১,৪৬৬ |
| দেনমার্ক | ২৫,৭১৮ | ৩৯,০১৯ | ২০,১১০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফ্রান্স | ৩৫২,২৯২ | ২৭৬,৭২৮ | ১৬৫,১৬৯ |
| জার্ম্মাণী | ৩৯০,৯৩৮ | ৩৮৬,২৮২ | ৩৭৫,২৬৩ |
| স্পেন | ২২০ | | |
| গ্রীস | ৪৮২,৪৯৪ | ১০৬,৭০২ | ১৪৩,৬০২ |
| নেদারল্যাণ্ড | ১৩০,৪১১ | ১০৯,৬২৮ | ৩০,২০৬ |
| ইতালী | ১৩৮,৫৪৫ | ৪৮,৬৪৮ | ৩৮,৭১৪ |
| মাল্টা ও গেজো | | | ১,০০০ |
| নরওয়ে | | ১০০ | ৪,৫৯৭ |
| রোমাণিয়া | ১১,০০০ | | ৭৪,৭৩০ |
| রুশিয়া | | ১,৩৮৮,২০৭ | ২০৬০,৯২৮ |
| জর্জ্জিয়া | | | ২৫৬,১০০ |
| সুইডেন | ৬০০ | ৬,৮৪৩ | ৭৪৯ |
| তুরস্ক ( ইউরোপীয় ) | ৩৪৫,৫৯৯ | ৩৬৮,০৩৬ | ৩০৬,৮৮৯ |
| ইউরোপের অপরাপরদেশ | ২,৮১৩ | ৪৯৮ | ১,৭১৪ |

## আফ্রিকায় ( সমুদ্র পথে )

| | ১৯২৩-২৪ | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ |
|---|---|---|---|
| মিশর | ১,৯৫২,৬৬০ | ২,৭১৪,৫৭৩ | ৩,৫৭০,৫৫৪ |
| কেনিয়া উপনিবেশ | ৫৭৯,৬২০ | ৬৫৪,৬৮১ | ৬৫২,৯৭৫ |
| ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকা | ৭১,৮৫০ | ৬৫,২১৫ | ২১১,৩১৮ |
| পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্যান্য বন্দর | ১০২,১৭৭ | ১২৫,০৩৭ | ১৬৬,৯৩৩ |
| দক্ষিণ আফ্রিকার মিলিত রাজ্য | ৮১৪,০৮৬ | ১,১৯৯,২৩০ | ১,৩১২,২২০ |
| মাদাগাস্কর | ১,৮২০ | ৫৫৩ | ... |
| মরিসস | ১৫,৫৩২ | ২৮,০৭৪ | ২০,৯৬৫ |
| জাঞ্জিবার ও পেম্বা | ৭৫,৭৮৪ | ৭৯,৮৭৩ | ১০৯,৯৩৫ |
| আফ্রিকার অপরাপর দেশ | ৬৫,১০৯ | ১২,৮৬৬ | ৪২,০৩৮ |
| মোট | ৩,৬৭৮,৬৩৮ | ৪,৮৮০,১০৩ | ৬,০৮৬;৯৫৮ |

## আমেরিকায় ( সমুদ্র পথে )

| | ১৯২৩-২৪ | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ |
|---|---|---|---|
| কাডানা | ১২,১৭৭,৯৮০ | ৮,৮৯৯,২৬৯ | ৭,৯৫১,২৪২ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ | ৫,৮৬৯,২১৫ | ৬,২০৯,২৪৫ | ৪,৯০২,০২৫ |
| আর্জেন্টাইন রিপাব্লিক | ১৫৬,২৩৭ | ১১৭,৪৬৬ | ৭২৯,২৮৩ |
| চিলী | ১,১৭৪,৫৯০ | ৯২৯,৭১৩ | ১,৪৫৬,৭২০ |
| পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ | ৭,২০০ | ৯,৫৭২ | ৮৭,১০০ |
| অন্যান্য দেশ | ৫৫,৮৯২ | ৬৯,৫৮৫ | ৭২,৯০৫ |
| মোট | ১৯,৪৪১,১১৪ | ১৬,২৩৪,৮৫০ | ১৪,৫৯৯,২৭৫ |

## এশিয়ায় ( সমুদ্র পথে )

| দেশ | ১৯২৩-২৪ | ১৯২৪-২৫ | ১৯২৫-২৬ |
|---|---|---|---|
| এডেন | ৩২৪,২৭২ | ২৫০,৮৯৯ | ৪৫৯,০৬৮ |
| আরব | ১৩৭৯,৩৩৪ | ৮৪৯,৩৪৩ | ৩২২'০১৮ |
| বারীন দ্বীপপুঞ্জ | ৬৯৪,৭৬৫ | ৩৯৯,০১৮ | ৪৬৫,০১৫ |
| সিংহল | ৩,৮৪৫,৮৭০ | ৩,৯৮৫,১৮২ | ৪,১৭৩,২১৬ |
| হংকং | ৫,০৪০ | ৫,৬৮০ | ২৬,৫৬০ |
| চীন ( হংকং ও মাকাও বাদে ) | ৯,৫৮৮ | ১৮৯,০১৫ | ২,০৬৩,২২১ |
| জাপান | ৪৮,১৫০ | ১২,২৪৫ | ৮৬,০৬৩ |
| পারস্য | ২,৩৫৭,৮৬৩ | ৩,০৯৫,০৯৪ | ৩,১৮৭,৭১৪ |
| শ্যাম | ১৩,৩৩৬ | ৮,৯৮৮ | ৩,৫৩১ |
| ষ্ট্রেইট সেটেলমেন্ট | ৩৫৭,৬৩৩ | ২৮১,৬৪৩ | ৩৯৬,৭৩৮ |
| সুমাত্রা | ... | ৫০০ | ... |
| এসিয়াটিক্ তুরস্ক } | ৬১,৭২১ | ২২২,৬০৩ | ৩৫৫,৮৯০ |
| মেসোপটেমিয়া } | ৩,৩১৮,২০২ | ২,৩৫৭,৭২৩ | ৩,০১৭,৯৯৭ |
| রুশীয় তুর্কীস্থান | ... | ... | ... |
| অপরাপর দেশ সমূহ | ৮১৭,০৮৯ | ৫৭৯,৫৩৭ | ৭৬৫,৮৮৬ |
| মোট | ১৩,২৩৪,৯০১ | ১২,২৩৭,৪৮০ | ১৫,৩২২,৯০৮ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিলেণ্ড ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ | ৪,৭৭২,০৩৯ | ৫,১০৫,৫১৪ | ৬,৩৬১,৯৭০ |
| সমুদ্র পথে মোট | ৩৩৯,২৯৭,৮৭১ | ৩৪০,৯০৪,১৩৯ | ৩২৬,৫৪৫,১৭৬ |
| স্থল পথে মোট | ৫,৪৭৬,২৪০ | ৭,৫৭১,৮৭২ | ... |
| সীমান্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ষ্টেষনে (রেলপথে) | ... | ... | ১০,৭৬৯,৫৮৪ |

## গ্রেটব্রিটেন হইতে ভারতীয় চায়ের পুনঃ রপ্তানি

( ১৯২৩—১৯২৫ )

১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কত পাউণ্ড ভারতীয় চা গ্রেটব্রিটেন হইতে প্রধান প্রধান বিদেশীয় রাজ্য সমূহে পুনঃ রপ্তানি হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ( ১ পাউণ্ড = ½ সের )

| দেশ | যে পরিমাণ চা পুনঃ রপ্তানি হইয়াছে | | |
|---|---|---|---|
| | ১৯২৩ | ১৯২৪ | ১৯২৫ |
| আইরিস ফ্রি ষ্টেট | ১৪,৪১৬,৯৩৪ | ২০,৩৮০,৭৯৩ | ১৮,০৫০,৫১০ |
| রুশিয়া | ৪৫৭,৭৩৪ | ১,৭৬৬,৩৪৫ | ৬,৪৯১,৭১৬ |
| দেনমার্ক | ৩৯১,৬৭৫ | ৫৬৭,৪৭৮ | |
| জার্ম্মাণী | ১,১৯৫,০৫১ | ৩,২২১,৮২৯ | |
| নেদারল্যাণ্ড | ২,৪৭৫,৭৬৮ | ১,৩২৮,৩৭১ | |
| বেলজিয়ম | ১০৩,৮৬১ | ২২৭,২৮৬ | |
| ফ্রান্স | ১১৭,৩৪৯ | ১২৬,৮৫২ | |
| অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী | ৪৫,৪৩৫ | ১৪৬,৪৯৫ | |
| চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ | ১,৫৬৭,২৯১ | ২,০০৭,০৬৮ | |
| ইউরোপীয় তুরস্ক } এসিয়াটিক তুরস্ক | ৪১০,৭৩৮ | ১৫২,৯৭১ | |
| পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা | | | |
| ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ | ২,৭৬৭,৯৫৭ | ৩,৮৮৬,৭০২ | ৭,৫৪৯,৫০৮ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| কানাডা | ২,৫৩০,৫৯৮ | ২,৩৪৪,১৫০ | ৪,৫৫৮,০১৫ |
| নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড | ৫৫,৩০৪ | ৭৪,৬৪৬ | |
| চিলী | ৪৮৪,৫৮৭ | ৫৮০,২০৪ | |
| আর্জ্জেনটাইন রিপাব্লিক | ৬৭৪,২৪৬ | ৬৪৬,৩৩০ | |
| দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত প্রদেশ | ৪৬৪,০৬৬ | ৪৪৪,৯৮৮ | |
| অপরাপর দেশসমূহে | ২,৩৯৬,৫০৫ | ৩,০৯৭,৭০৬ | ৩,৪৪৮,৪৬৩ |
| মোট পুনঃ রপ্তানি | ৩০,৫৫৫,০৯৯ | ৪..০০০,২৬৪ | ৪৯,৪৮৯,৯৭১ |

## ভারতীয় বন্দরসমূহের রপ্তানি

গত ১৯২৩-২৪ সাল হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত কত পাউণ্ড ভারতীয় চা ইহার বিভিন্ন বন্দর হইতে জাহাজে বোঝাই হইয়া গিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ( ১ পাউণ্ড = ½ সের )

| বন্দর | যে পরিমাণ চা জাহাজে বোঝাই হইয়াছে | | |
|---|---|---|---|
| | ১৯২৩-২৪ | ১৯২৪-১৯২৫ | ১৯২৫-১৯২৬ |
| কলিকাতা | ২২৫,৩৫৮,৭৭২ | ২২০,০৯০,১২১ | ২০৭,৬৭২,৯১৮ |
| চট্টগ্রাম | ৭১,৪১৯,৭৪৮ | ৭৬,৬৫৬,৬৯৪ | ৭২,৩৫১,৫৯৭ |
| দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরগুলি (ত্রিবাঙ্কুর সহ) | ৩৯,১০২,২৩১ | ৩৮,৫১৪,৭২০ | ৪৩,৯৪৪,৪৯৩ |
| বোম্বাই ও করাচি | ৩,৪১১,৯৩৯ | ২,৬৩৭,৩৭২ | ২,৫৭১,৮৩১ |
| ব্রহ্মদেশীয় বন্দরগুলি | ৫,১৮১ | ৫,২৩২ | ৩,৯৩৭ |

## চা বোঝাই বাক্স কলিকাতাতে নিলামে বিক্রী

গত ১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত কোন্ জেলার কতগুলি চা বোঝাই বাক্স কলিকাতায় নীলামে বিক্রয় হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

| প্রধান প্রধান জেলাগুলি | চা বোঝাই বিক্রীত বাক্সের সংখ্যা | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯২২-২৩ | ১৯২৩-২৪ | ১৯২৪-৫ | ১৯২৫-২৬ |
| আসাম | ১৮৯,০১৫ | ২৩৭,১৮৯ | ২৫৯,৪৭৩ | ২২৯,৬২৬ |
| কাছাড় | ৮০,৩৮৪ | ৯৫,৭৫৯ | ৭৭,৬০৭ | ৮১,২৪৮ |
| শ্রীহট্ট | ৭৭,৪৭৮ | ৯৭,২৯১ | ৮৯,৯২৮ | ১০০,২৩৭ |
| ডুয়ার্স | ১৮৭,৮৫১ | ২৫৫,২৬২ | ২৬৭,২০৭ | ২২৪,৫৪৮ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| দার্জ্জিলিং | ৩৭,৫৯৩ | ৫০,৪৯২ | ৪৫,৫৪৭ | ৪৫,৭৩০ |
| চট্টগ্রাম | ৫,৮৭৬ | | | |
| তেরাই | ২৮,১০৪ | ৩৭,২৫৬ | ২৮,১৭৬ | ৩০,৮০৬ |
| ছোটনাগপুর | ৫৫২ | | | |
| কুমায়ুন ও কাঙ্গারা | | | | |
| দেরাদুন | ৬৪৩ | | | |
| মান্দ্রাজ | | | | |
| নেপাল | ৫৯৮ | ১০,১৬৭ | ৯,৬০৩ | ১০,৭৭১ |
| অন্যান্য স্থান | | ১০,১৬৭ | ৯,৬০৭ | ১০৭৭১ |
| মোট | ৬০৮,০৯৪ | ৭৮৩,৪১৩ | ৭৭৮,৫৪১ | ৭২২,০৬৬ |

## ভারতীয় চা বোঝাই বাক্স

( লণ্ডনে বিক্রী )

গত ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন্ স্থানের কত বাক্স চা এবং প্রতি পাউণ্ড চা গড়পরতায় কত দরে লণ্ডনে বিক্রীত হইয়াছিল, তথাকার চা-দালাল-সমিতি ( Tea Brokers' Association ) তাহা জানাইয়াছেন ; নিম্নে সেই বিবরণী প্রকাশিত হইল।

| উৎপন্নকারী স্থান | ১৯২৪ বাক্সের সংখ্যা | ১৯২৪ প্রতি পাউণ্ডের গড়পরতায় দাম পেন্স | ১৯২৫ বাক্সের সংখ্যা | ১৯২৫ প্রতি পাউণ্ডের গড়পরতায় দাম পেন্স | ১৯২৬ বাক্সের সংখ্যা | ১৯২৬ প্রতি পাউণ্ডের গড়পরতায় দাম পেন্স |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আসাম | ৫৭০,৭২৩ | ১৮'১১ | ৫৯২'৭৪৫ | ১৭,৯৩ | ৬১৪,৪২৭ | ২১'০৫ |
| কাচাড় | ২১১,০৫৭ | ১৬'২৪ | ২০৩'৯৫৪ | ১৪,৫২ | ২২৫,৮৯৮ | ১৮'৬২ |
| দার্জ্জলিং | ৫৮,৯৫২ | ২০'৬৯ | ৭০'০১৪ | ১৯,০২ | ৬৭.৬৯৪ | ২২'৩৬ |
| ডুয়াস | ১৭১,৮৫২ | ১৭'৫২ | ১৬০'৬৬১ | ১৬,১১ | ১৭৯,১৬১ | ১৯'৮৭ |
| দাক্ষিণাত্য | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| প্রভৃতি | ১,১০৮,৩১২ | ১৭,৮৪ | ১,১৫২,৪৮৯ | ১৭ ০৮ | ১,২০৪,৯৫৪ | ২০,৩০ |

# জোড়হাট প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে

'জোড়হাট প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে' গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত একটী ষ্টেট রেলওয়ে। এই লাইন প্রথমে জোড়হাট হইতে মারিয়ানী পর্য্যন্ত ১১ মাইল বিস্তৃত; পরে মারিয়ানী হইতে দুইটী লাইন বাহির হইয়া একটী ১২ মাইল দূরে কোকিলামুখ ষ্টীমার ঘাটে যাইয়া আসাম ডেঁস্প্যাচ্ সার্ব্বিসের ষ্টীমার লাইনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে; অপর লাইনটী ৮ মাইল দূরে সিন্নামোরা জংসনের সহিত টীটাবর ষ্টেশনের সংযোগ সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, এতদঞ্চলের চা বাগান সমূহের উৎপন্ন চা গভর্ণমেণ্ট ফরেষ্ট আফিসের timber (কাষ্ঠাদি) props (খুঁটী) জঙ্গলজাত নানাবিধ দ্রব্য (forest produce) কার্পাস, এণ্ডি প্রভৃতি রপ্তানির পথে এবং জলপথে কোকিলামুখ ষ্টীমার ঘাট হইতে এতদঞ্চলের বাণিজ্য দ্রব্যাদি কলিকাতায় আনিতে এই রেলপথই শোণিতবাহী প্রধান শিরা স্বরূপ। কিন্তু বহুদিন হইতে এই লাইনে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, উপর্য্যুপরি কেবলই লোকসান হইতেছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট অতঃপর এই লাইন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছেন।

উভয় পক্ষের মধ্যে এই সম্বন্ধে agreementএর সর্ত্ত লইয়া আলোচনা চলিতেছে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ জোড়হাট-কোকিলামুখ লাইন এবং সিন্নামোরা-টীটাবর লাইন এই দুইটী লাইন তুলিয়া দিতে চাহেন এবং ইহা চালাইবার দায়িত্ব লইতে রাজী নহেন। পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, এই দুই লাইন রক্ষা করিতেই হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় উভয় লাইনেই গাড়ী চালাইতে হইবে ও Traffic এর জন্য খোলা রাখিতে হইবে।

ইহার জন্য প্রথম সর্ত্ত এই যে গভর্ণমেণ্ট বিনা পয়সায় (free of charge) এই লাইনটী এ, বি, রেলের হাতে তুলিয়া দিবেন।

দ্বিতীয়, এই ব্যবস্থায় যদি দেখা যায় যে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ক্ষতি হইতেছে তাহা হইলে ছয় মাসের নোটীশ পাইবার পর গভর্ণমেণ্ট এ, বি, রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই দুই শাখা লাইন চালাইতে এ, বি, রেলের যে ব্যয় হইবে, তাহা হইতে গ্রোস্ আয় (gross earnings) বাদ দিলে যাহা বাহুল্য ব্যয় থাকিবে, তাহাই ক্ষতি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, এবং গভর্ণমেণ্ট এই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই ক্ষতির পরিমাণ যদি কোনও বৎসর অতি সামান্য মাত্রও হয়, তথাপি গভর্ণমেণ্ট অন্যূন (minimum) দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবেন।

তৃতীয়, মারিয়ানী হইতে কলিকাতার ভাড়া স্থলপথেই হউক আর জলপথেই হউক ঠিক সমান রাখিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে একটী চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ষ্টীমার ও রেল কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদিগের শিলংয়ে একটী সভা হইতেছে। জোড়হাট হইতে তথাকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান আসাম কাউন্সিলের সদস্য মৌলভী কেরামত আলী প্রভৃতি এই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা এবং বহির্জগতের অন্যান্য স্থানের সহিত এতদঞ্চলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সংযোগ রাখিতে হইলে, গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগের আয়, এবং ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষা

করিতে হইলে, এবং সর্ব্বোপরি এতবড় একটা উদীয়মান বিভাগের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ প্রসার ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে হইলে, এই রেলপথটী কদাচ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে।

পর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া লোকসানের অজুহাত দেখাইয়া গভর্ণমেণ্ট এই লাইনটী এ, বি, রেলের হস্তে তুলিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে সর্ব্বত্র লোকে জানে যে, গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত কল, কারখানা অথবা রেল লাইনে প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালিত কল, কারখানা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়া থাকে; এই জন্য গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত অনুষ্ঠান সমূহে লাভের মাত্রা সব সময়েই কম থাকে এবং অনেক স্থলে ক্ষতি না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। আয় না দেখাইতে পারিলে অথবা উপর্য্যুপরি ক্ষতি হইতে থাকিলে প্রাইভেট কোম্পানী সমূহে কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে কোনও গুরুতর দোষ না পাইলে কর্ম্মচারীদিগের কাজ যাইবার কোন ভয় নাই। একবার গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে ঢুকিতে পারিলে কর্ম্মচারীরা যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া মাসে মাসে মাসোয়ারা লইতে পারে। রোজ উদয়াস্ত হাজিরা দিয়া দিনগত পাপক্ষয় এবং লাল ফিতার দপ্তর সাবাড় করিতে পারিলেই তাহাদের আর মারে কে। এইরূপ নানা কারণে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ লোকসান হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য জোড়হাট প্রভিন্সিয়াল রেলওয়েতে গভর্ণমেণ্টের উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর যে লোকসান হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। এই লাইনই আবার সুপ্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর হাতে ভালরূপে পরিচালিত হইলে, হয়ত খুব লাভজনক হইয়া উঠিতে পারে।

যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট যখন এই লাইন বেচিয়া ফেলিয়া দায়ভার লাঘব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলিতে চাহি না। কিন্তু ইহা এ, বি, কোম্পানীর নিকট বিক্রয় না করিয়া দেশস্থ অন্য কোনও কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলেই আমরা খুব সুখী হইতাম। এ, বি, রেল কোম্পানীর হাতে ইহার পরিচালনার ভার তুলিয়া দেওয়া আর "তেলা মাথায় তেল দেওয়া" একই কথা। তার পর যখন দেখা যায় যে, ইহার জন্য এ, বি, রেল কোম্পানীকে মূল্য বাবদ গভর্ণমেণ্টকে একপয়সাও দিতে হইবে না, উপরন্তু লোকসান হইলে তাহা গভর্ণমেণ্ট পূরণ করিবেন, তখন মনে হয় যে দেশে যাহারা ধনকুবের হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা কি উপযুক্ত কোম্পানী গঠন করিয়া এই লাইনটা চালাইতে পারেন না? ব্যবসায় ও বাণিজ্যের জন্য আসামের লোকদিগের উৎসাহ এবং উদ্যোগ সর্ব্বজনবিদিত। আশা করি, তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই লাইনটীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবেন।

## ভাড়া হ্রাস

বর্ত্তমান ১৯২৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল কোম্পানী দূর পথের যাত্রীদিগের ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। নূতন নিয়মে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে প্রথম ৩০০ মাইলের ভাড়া মাইল প্রতি ৯ পাই এবং তদূর্দ্ধে প্রতি মাইল ৬ পাই হিসাবে দিতে হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে প্রথম পঞ্চাশ মাইল ৩½ পাই, পঞ্চাশ মাইলের ঊর্দ্ধে কিন্তু ৩০০ মাইলের মধ্যে প্রতি মাইল ৩ পাই এবং ৩০০ মাইলের ঊর্দ্ধে প্রতি মাইল ২ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

## বেঙ্গল ক্যামিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্

এই কারখানাটী বাঙ্গালীর শিল্প প্রচেষ্টার একটী প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। গত ১৮৯২ সালে অর্থাৎ প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানাচার্য্য সার পি, সি, রায়, ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে অতি ক্ষুদ্রাকারে এই কারখানাটীর সূত্রপাত করেন। পরে কার্য্য বিস্তৃতির জন্য ১৯০১ সালে সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত করেন। দিন দিন ইহার কাজের এত বিস্তৃতি লাভ হয় যে, ১৯০৫ সালে মাণিকতলায় ইহার কারখানা স্থাপন করা হয়। এই সময় হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত বেঙ্গল ক্যামিকেলের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং মাণিকতলায় আর স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পানিহাটীতে ইঁহারা ১৩৫ বিঘা জমি খরিদ করিয়া আরও নূতন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, এবং নানা রূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশবাসীর অর্থ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। গত ২২শে জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে বেঙ্গল ক্যামিক্যালের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মাণিকতলায় তাঁহাদের কারখানায় রৌপ্য জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে দেশের গণ্যমান্য বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সকলকে নানারূপ আদর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরাও নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলাম, এবং বেঙ্গল ক্যামিক্যালের প্রাণস্বরূপ রাজশেখর বাবুর সৌজন্যে বাঙ্গালীর গৌরব মুকুট স্বরূপ এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নানা কল কারখানা দেখিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বারান্তরে আমরা ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।

—:o:—

## চরখার কথা

১৯২১ সালে মহাত্মার নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন প্রচার করিল—'চরখাই ভারতের স্বরাজ লাভের প্রথম ও প্রধান উপায়, এক খদ্দরই ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি জাগাইয়া তুলিতে এবং সবার উপর ধনী ও দরিদ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটী যোগসূত্র স্থাপন করিতে সমর্থ'—তখন হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল চরখা কাটাকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তখন প্রতি দিনই চরখার গুণ ব্যাখ্যাত হইত, মাসিকে মাসিকে চরখার গান বাহির হইত, এবং ঘরে ঘরেই চরখার ঘরঘরানি শ্রুত হইত। প্রকৃত পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ভাগকে চরখার আন্দোলন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেসের ডাকে ছাত্রের দল স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা এখন কি করিব"? কংগ্রেস উত্তর করিল—"চরখা কাট"। উকীল ওকালতি ছাড়িয়া, চাকুরীয়ারা চাকুরী ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা এখন কি করিয়া খাইব?" কংগ্রেস হইতে সেই একই উত্তর আসিল—"চরখা কাটিয়া"। আশু স্বরাজ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে যুগে সকলেই নেতৃবর্গের উপদেশ মাথা পাতিয়া লইয়াছিল। স্ন্ত্ত

কাটিয়া নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে তখন অনেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু তথাপি আজ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শিক্ষিত সমাজে চরখা আপনার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারে নাই। আচার্য্য প্রফুল্লের অক্লান্ত পরিশ্রম—তাঁহার সহচর বৃন্দের প্রাণপণ প্রচার কার্য্য সত্ত্বেও প্রতি ঘরেই মাকড়সার সুতায় চরখার অঙ্গ ভরিয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গেলেও, কেহই সুতা কাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে রাজী নহে। শিক্ষিত সমাজের চরখার প্রতি এই বিরাগের কারণ কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। অনেকেই তাহাদিগকে অলস, অকর্ম্মণ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাহাদের স্কন্ধেই সকল দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় চরখার উপর অত্যধিক আস্থা বশতঃ ইঁহারা সকল দিক তলাইয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই।

কোন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে সুতা কাটাকেই পেশারূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। কারণ শুদ্ধ চরকা চালাইয়া হয়ত কোনও রূপে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভদ্রভাবে জীবন যাপন করা যায় না। একজন শিক্ষিত যুবক—যাহার চক্ষের সম্মুখে ভবিষ্যতের সহস্র উজ্জল চিত্র আশার আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছে, অযুত সম্ভাবনায় যাহার কল্পনা ভরপুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ভাবিতেছে যে, সে হয়ত একদিন আইন বা চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসীম খ্যাতি ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিবে, কিম্বা কোন অফিসের উচ্চতম কর্ম্মচারী রূপে সুখে স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটাইয়া দিবে—সে আজ কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিলেও তাহাকে বসিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে চরখা চালাইতে বলিলে সে তাহা পারিবে কেন? ঐ উপায়ে সে কয় পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবে?—যাহা পারিবে তাহা কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের পক্ষে অল্প না হইলেও একজন উচ্চাশাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

১৯২১ সালে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেস কর্ম্মীরা চরখা কাটিয়া আপনাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করুক। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল চরখা চালাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চরখা গ্রহণ করা সম্ভব হইত যদি শিক্ষিত সমাজ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত যে, চরখার প্রবর্ত্তনের দ্বারাই স্বরাজ লাভ হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব্বে বহু বক্তা ও বহু লেখক বহু ভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, চরখাই আমাদের মুক্তি আনয়ন করিবে। তখন বিরুদ্ধ বাদীর যুক্তিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া অন্তরের প্রতিবাদকে উত্তেজনার চাপে দাবাইয়া রাখিয়া অনেকে সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, কেবল খদ্দর পরিলেই বৃক্ষ বিশেষের মূলের গন্ধে সর্পের মত ইংরাজেরা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাই অসহযোগ আন্দোলন খদ্দরেরই আন্দোলন।

কিন্তু যাহা সত্য, তাহাকে শারীরিক বা বাচনিক বলে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উত্তেজনার মুখে যে সকল যুক্তিকে উপহাস করা হইত, আজ তাহার সারবত্তা উপলব্ধি হইতেছে। আজ শিক্ষিত সমাজ বুঝিতে পারিয়াছে, চরখার দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। তাই তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চরখার পিছনে ছুটিতে রাজী নহে।

স্বরাজ লাভ ত দূরের কথা, আদৌ চরখা ও হাতের তাঁতের দ্বারা সমগ্র দেশের বস্ত্রের অভাব দূর করা সম্ভব কিনা, তাহাতেই অনেকের সন্দেহ আছে। সত্য বটে, যখন কলের উদ্ভব হয় নাই, তখন তাঁতীরাই

গোটা ভারতের কাপড় জোগাইত; কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তখন এখনকার মত কাপড়ের এত বেশী ব্যবহার ছিল না। সে যুগে একখানি বস্ত্র ও একখানি গামছা বা চাদরই ভদ্রতা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে একজন পাচকের পক্ষেও তাহা বাবুয়ানি বলিয়া গণ্য হয় না। স্বীকার করিলাম, বস্ত্রের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে; এবং লক্ষ লক্ষ নিষ্কর্ম্মা লোক যদি চরখা ঘুরাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে হয়ত চরখার সুতাই একদিন সমগ্র দেশের বস্ত্রাভাব দূর করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই কল কারখানার যুগে স্বাধীন প্রতিযোগিতায় খদ্দর টিকিতে পারিবে কিনা কে বলিবে?

জনসাধারণ খদ্দর ব্যবহার করে না বলিয়া অনুযোগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর প্রচারের পরও এক খণ্ড খদ্দরের মূল্যে ৩।৪ খানি দেশী মিলের কাপড় ক্রয় করা যায়। এরূপ স্থলে সস্তা মিলের কাপড় থাকিতে বেশী দাম দিয়া খদ্দর কেনা অপব্যয় বা অর্থনীতির নিয়ম বিরুদ্ধ হউক বা না হউক, এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের যে সামর্থ্যসাপেক্ষ নহে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। খদ্দর আজিও প্রচারের অবস্থা ছাড়িয়া যায় নাই। কবে যে ইহা নিজের সামর্থ্যের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাও বলা কঠিন। সত্য বটে, খদ্দর ব্যবহার করার অর্থ প্রকারান্তরে নিজেরই কোন দেশবাসীকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা। কিন্তু তাহারা নিজেরাই দারিদ্র্যের অত্যাচারে নিষ্পেষিত—কায়ক্লেশে যেমন তেমন করিয়া যাহারা দিন গুজরান করিতেছে, দেশের সেই আপামর সাধারণ কেবল অপরকে সাহায্য করিবার লোভে বা স্বদেশীর খাতিরে সুলভ মিলের কাপড় ছাড়িয়া চিরদিন যে মহার্ঘ খদ্দর কিনিবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

চরখার নিন্দা করা বা খদ্দরের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। স্বরাজ আন্দোলনে চরখার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায়না, অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত দেশীয় মিল সমূহ সমগ্র দেশের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে না পারিবে। আমরা শুধু বলিতে চাই যে, প্রত্যেক বস্তুই ন্যায্য পাত্রে ন্যস্ত হওয়া উচিত। কৃষকের হস্তে লেখনী তুলিয়া দিলেই যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না—সেইরূপ সাহিত্যিকের হস্তে চরখা তুলিয়া দিলেও বস্ত্র সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে না।

বর্ত্তমানে দেশী মিল সমূহে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র দেশের অভাবের তুলনায় যথেষ্ট নহে। কাজেই অন্ততঃ যতদিন না উপযুক্ত সংখ্যক মিল সংস্থাপিত হইতেছে, ততদিন দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও খদ্দরের চাহিদা বাড়িতেই থাকিবে। বিশেষতঃ মোটা খদ্দর যাহা গায়ের কাপড় বা জামার কাপড় রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে; এবং মসলিনের মত সূক্ষ্ম খদ্দর তৈয়ারী করিতে পারিলে বাজারে চিরদিনই তাহার কাটতি হইবে। তবেই দেখা গেল, চরখা অনেক পরিমাণে দেশের দুঃখ, দুর্দ্দশা ও অভাব মিটাইতে সমর্থ। খদ্দরের উৎপাদনে বহু লোক কাজ পাইবেন। শুধু যাহারা সুতা কাটিবে ও কাপড় বুনিবে তাহারা নহে, যাহারা চরখা ও তাঁত তৈয়ারী করিবে, খদ্দর সংগ্রহ ও বিক্রয় করিবে তাহারাও। বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার খাদি বাংলায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই খাদি উৎপন্ন করিতে প্রায় ৪০০০০ কাটুনিকে অবসর মত সুতা কাটিতে ও ১০০০ তাঁতিকে তাঁতে নিযুক্ত থাকিতে হয়। আজ কালকার মত দিনে ইহা কম আনন্দের কথা নহে। কিন্তু তাই বলিয়াই শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক বৃদ্ধ বা নরনারী নির্ব্বিশেষে চরখা ঘুরাইতে থাকিবে এমন

আশা করাও বাতুলতা মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরখা কাটাকে পেশারূপে গ্রহণ করা কোন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে সম্ভব নহে, এখন বলিতে চাই কোন অশিক্ষিত সবল পুরুষের পক্ষেও তাহা সম্ভব কিনা সন্দেহ।

অবসর মত চরখা কাটাই প্রশস্ত। মুহূর্ত্তে চরখা চালাইয়া একজন লোক মাসিক ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। কাজেই পল্লী গ্রামের লোকে যেমন অবসর মত জাল বুনিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা যদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুতা কাটায় মন দেয়, তাহা হইলেও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক অসচ্ছলতার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে। কিন্তু এখানেও একটু বাধা আছে।

প্রথমতঃ, জাল বুনা এবং চরখা কাটা ঠিক এক জাতীয় কার্য্য নহে। জাল বুনিতে হইলে এক স্থানে স্থাণুবৎ বসিয়া থাকা অনিবার্য্য নহে, কিন্তু সুতা কাটিতে কাটিতে গমনাগমন করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের কৃষকেরা এ ধরণের কার্য্যে সম্পূর্ণ রূপেই অনভ্যস্ত। তাহারা দারুণ বর্ষায় সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া চাষের কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু ঘরের দাবায় বসিয়া বসিয়া আনমনে চরখা ঘুরাইতে একেবারেই নারাজ।

তৃতীয়তঃ, সবল কর্ম্মঠ ও চাষের কার্য্যে চিরাভ্যস্ত কৃষককুলকে নূতন নূতন সব্জী চাষের উপদেশ না দিয়া অলসের মত চরখা কাটিতে বলা অর্থনীতি সম্মত ও দেশের স্বার্থানুকুল কিনা, তাহাতেই সন্দেহ আছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটু আধটু চরখা কাটিলেও কাটিতে পারেন। কৃষকদিগের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ বা রুগ্ন তাঁহারাও ঐ উপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন—কিন্তু চরখা কাটিবার উপযুক্ত পাত্রী হইতেছেন দেশের গৃহস্থ ও গরীবের ঘরের মেয়েরা। পাশ্চাত্য জগতের মত আমাদের দেশের নারীরা গৃহের বাহিরে পুরুষের কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন না; তাঁহারা যদি অবসর মত অন্তঃপুরে বসিয়া চরখা ঘুরাইয়া মাসিক ২।৪ টাকাও রোজগার করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের বা গৃহস্থের পরম লাভ।

বরং তাঁতের কার্য্যকে পেশা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ তাঁত চালাইয়াই একজন লোকের পক্ষে তাহার পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব। কিন্তু এমন কি ইহাতেও দেখা গিয়াছে যে যাহারা অবসর মত তাঁত চালায় তাহাদিগের লাভই বেশী হয়। সেই জন্য খদ্দর আন্দোলনের প্রথম ভাগে অনেক ভদ্র সন্তান তাঁতীর কাজ আরম্ভ করিলেও প্রতিযোগিতায় হারিয়া শেষে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়াই যে শিক্ষিত যুবকদিগের চরখা সম্পর্কে কিছুই করিবার নাই—একথা আমরা বলিতে চাহি না। খদ্দরের ব্যবসায় চালাইয়া তাঁহারা একাধারে নিজেদের আর্থিক উন্নতি ও দেশের সেবা উভয়ই করিতে পারেন। খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রভৃতি খদ্দরের প্রতিষ্ঠান সমূহ এ বিষয়ে সকলের পথপ্রদর্শক। স্থানে স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে সুতা সংগ্রহ করিয়া তাঁতী দিয়া কাপড় বুনাইয়া, তাহা বাজারে বিক্রয় করা কম লাভজনক ব্যবসায় নহে। শিক্ষিত যুবকেরা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে শুধু যে তাঁহারাই লাভবান হইবেন তাহা নহে—ইহাতে দেশেরও পরম লাভ হইবে। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অশিক্ষিত লোকে নূতন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে পল্লী সংগঠনের কার্য্য সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকাস, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষঅভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

## করিমগঞ্জ

### পোঃ করিমগঞ্জ, জিলা শ্রীহট্ট

#### আড়তদার

সীতানাথ রায় চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার—
ধান্য, লবণ, কমলা ও আনারস

গণেশদাস শ্রীরাম আগরওয়ালা—
সোণা, চান্দি, ভুষি, চিনি, ময়দা, তৈল ও সুতা

চুনিলাল তনসুকদাস লালানি—
সোণা, কাপড়, টীন ও ধান্য

নিত্যানন্দ নবকিশোর পাল—ভুষিমাল

নবীনচন্দ্র, নয়ানচন্দ্র রূপচন্দ্র পাল—ভুষিমাল

বনমালী রায়, কৈলাশচন্দ্র কুঞ্জমোহন ও
প্যারীমোহন পোদ্দার—গুড়, ধান্য ইত্যাদি

লক্ষ্মীচরণ রায় ও লাবাণ্যকুমার রায়—দালালি

হরচরণ নরেন রায়—ভুষিমাল,

হরিশ্চন্দ্র রামকানাই ভুইঞা—ভুষিমাল

শুয়াইরাম বেজনাথ—
কার্পাস, তিল, শস্য, তিসি—ইত্যাদি

হাজি আব্দুল মজিদ আব্দুলকরিম—
টীন, লবণ ও ধান্য

গোবিন্দচন্দ্র জগচ্চন্দ্র রায়—টীন, চূণা বিক্রেতা,
এবং বর্ম্মা অয়েল কোংএর এজেন্ট

কৃষ্ণমোহন ব্রজমোহন লাহা—ভুষিমাল এবং
ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং'র এজেন্ট

### রং বার্ণিশ, হার্ডওয়ার টীন ইত্যাদি

আনন্দচন্দ্র রামকৃষ্ণ দাস
যামিনীকান্ত শ্রীনাথ দাস
প্রহ্লাদচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্র দাস

### ষ্টেশনারী ও মনোহারী

সুখময় ভৌমিক
রমণীমোহন রায়
অম্বিকাচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক
দুর্গাচরণ দাস
বৈকুণ্ঠচন্দ্র দে
নীরেন্দ্রনাথ দাস
বীরেন্দ্রনাথ বিরজাকুমার দাস
মনোরঞ্জন দাস
বর্দ্ধন এণ্ড কোং ( স্বদেশী কাপড়, হোমিওপ্যাথিক
ও পেটেণ্ট ঔষধ আছে )

### কাটা কাপড়, জুতা, গ্লাস ও চীনাবাসন এবং অয়েলম্যান ষ্টোর

আব্দুল বারি
মাঃ ইদ্রিছ
হামিদ আলী চৌধুরী
হাজি ইব্রাহিম আলী চৌধুরী
(গন্ধক ও বারুদ ইত্যাদির লাইসেন্স আছে)
মৌলবী ইদ্রিছ আলী এণ্ড ব্রাদার্স
মজিদ আলী চৌধুরী
বাবরু মিয়া ( গন্ধক বারুদ ইত্যাদির লাইসেন্স আছে )
মুন্সী ফুরকান আলী
আব্দুল রসিদ
মদনমোহন বণিক্য

### তামা, কাঁসা ইত্যাদি

ক্ষেত্রমোহন বণিক্য
রাইমোহন বণিক্য
কৃষ্ণচন্দ্র ধর
রাধাবিলাস হীরালাল বণিক্য

### ছাতা প্রস্তুত কারক

রেবতীমোহন আদিত্য এণ্ড্ সন্স্
নীলমণি নাথ
তারাচরণ পোদ্দার
বঙ্কচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং

### বাঁশ ও মাতুর ব্যবসায়ী

বৃন্দাবনচন্দ্র রায়
নজর আলী মিঞা, জকিগঞ্জ বাজার

### এলোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

কে, সেন এণ্ড কোং
ডাঃ মথুরামোহন চৌধুরী—শিবসুন্দরী ফার্ম্মেসী
ডাঃ অভয়াচরণ চন্দ—Royal Medical Hall
ডাঃ প্যারীমোহন শর্ম্মা—New Medical Hall

### হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা

বিনোদবিহারী দত্ত
হেমচন্দ্র চৌধুরী—হোমিও রিলিফ্ হল্
শশীভূষণ দত্ত
রামশরণ দে এণ্ড সন্স্

### আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

সুর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী—করিমগঞ্জ ব্রাঞ্চ
নারায়ণ ঔষধালয়—করিমগঞ্জ ব্রাঞ্চ
কবিরাজ শ্রীরমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
,, শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
,, শ্রীক্ষীতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

### প্রেস্

করিমগঞ্জ প্রেস্

সানৃবিম্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

### পুস্তক বিক্রেতা ও ষ্টেশনার্স

শর্ম্মা ব্রাদার্স—কমলা লাইব্রেরী

দাস ব্রাদার্স—ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী

শ্রীধর লাইব্রেরী

দুর্গা লাইব্রেরী

বীণাপানি লাইব্রেরী

### ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট

নিবারণচন্দ্র পুরকায়স্থ—শিল্প-আশ্রম

কুমুদরঞ্জন লুই

রমণীমোহন দাস

### টেইলার্স ও আউটফিটার্স

ফ্রেণ্ডস্ টেইলারিং ষ্টোরস্

এ, সি চৌধুরী এণ্ড কোং

কুঞ্জবিহারী নাথ—ফ্যান্সি টেইলারিং ওয়ার্কস্

ইয়াছিন মিঞা খলিফা

### ঘড়ী মেরামতকারী

মালাকার ব্রাদার্স

তছবর হোসেন

### ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও ক্যাশ বাক্স প্রস্তুত কারক

দাশবন্ধু ফ্যাক্টরী

### সাইকেল মেরামতী ও সরঞ্জাম বিক্রেতা

সুর্ম্মা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্

মালাকার ব্রাদার্স

### মটর সরঞ্জাম বিক্রেতা

যামিনীকুমার দে

মৌলবী ব্রাদার্স

### চা বাগান সমূহ

Sunamukhi Tea Company Ltd. Managing Agents :—The Commercial League.

Sylhet Tea & Industry Ltd. Managing Agents :—The Traders. Association.

The Surma Tea Company Ltd. Managing Agents :—Friends & Co.

The Hindsthan Tea & Fishery Ltd.

The Srihatta Tea Company Ltd. Managing Agents :—The National Trading Syndicate.

Enterprising Tea & Trading Co. Ltd.

Managing Director :—S. C. Dutt.

East Bengal Hindu Muslem Planters Ltd.

Managing Agents :—Abdul Gofur & Friends.

Indian Tea & Commerce Ltd. Managing Agents :—Planters' Guild.

The Eastern Tea Corporation Ltd. Managing Agents :—The Pioneer Trading concern.

Sylet Dooars Tea Company Ltd. Managing Agents :—The Mercantile Union.

Hill Tipperah Tea Syndicate Ltd. Managing Agents :—Planters' Society.

Karimganj Tea Company Ltd.}
Hashanpur Tea Company Ltd.}

Managing Agents :—The Eastern Commercial Union.

Jalai Tea Company Ltd.
Managing Agents :—The Roy Das & Co.

Gourisankar Tea Company Ltd. (Private).

Kalishahar Tea Company Limited Managing Agents :—The Oriental Agency.

### ব্যাঙ্ক

The Karimganj Central Co- Operative Banking Union Ltd.

The Co-Operative Town Bank Ltd.

The Karimganj Industrial BankLtd, Managing Agents :—The Commercial Syndicate.

The Aryya Luxmi Ltd.

### অন্যান্য কলকারখানা

Assam Bengal Loan Company Ltd.

Pioneer Industrial Works.

Proprietors—Das Paul & Co. Mechanical & Chemical Engineers, Manufacturers, Contractors & Founders.

Govindlal Chunilal Rico & Oil Mill. Managing Agents :—Suairam Bejnath.

The Surma Valley Rrce Mill Ltd.

Das & Co.—Deep tube well drillers.

### চা ব্যবসায়ীগণ

Harendra Kumar Das.

Pyari Mohan Sarma.

Kiran Kumar Das.

Jamini Kumar De.

Chaudhury Brothers.

### চা বীজের ব্যবসায়ী

K. N. Das.

K. K. Das.

### কণ্ট াক্টর

Das Paul & Co.

B. N. Das.

C. C. Das.

### Forwarding Agents
### বা মাল চালান্‌দার

N. C. Bose.

B. M. Slnha & Co.

Manindra Kumar Guha.

### বিবিধ

Dr A. Rashid & Sons—Ivory Merchants, Chemists, General Merchants & Commission Agents.

Calcutta Supply Company—Dealers in Gramophone, sports goods, soap etc.

Singer Sewing Machine Co.

## জলিরপাড় ( ফরিদপুর )

### পোঃ জলিরপাড়, জিলা ফরিদপুর ; ষ্টীমার ষ্টেশন কালিগ্রাম

জলিরপাড় নামে ষ্টীমার ঘাট অন্যস্থানে আছে বলিয়া মাল বুক করিতে অসুবিধা হওয়ায় ঘাটের নাম কালিগ্রাম করা হইয়াছে। বাজার গভর্ণমেণ্টের কেনাল নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত। এখানে কুত আদায়ের একটী টোল আফিস আছে। তাহা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত।

### ঔষধ ব্যবসায়ী

এলগ্রেভ এণ্ড কোং

খাটি কুইনাইন টেবলেট প্রস্তুত কারক

বেঙ্গল ক্যামিক্যাল ফার্ম্মেসী

নানাবিধ দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত কারক

ডাঃ কে, সি, বিশ্বাস

হোমিওপাথিক ঔষধ বিক্রেতা ;

ডাঃ নীরদবরণ মজুমদার, হোমিওপাথিক ডাক্তার

ডাঃ রসিকলাল মৃধা"

ডাঃ রসিকলাল অধিকারী, এলোপাথিক

ডাঃ প্রভাস চন্দ্র শীল, এলোপাথিক

কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র বৈদ্য

কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সরকার, নানাবিধ ঔষধ বিক্রয়ার্থ মজুত রাখেন।

কবিরাজ অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত

ডাঃ নন্দলাল সমদ্দার

হোমিওপাথিক

## বেণেতী ও পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতা

বসন্তকুমার মজুমদার

অক্ষয়কুমার সাহা

ব্রজবাসী চক্রবর্ত্তী

অধরচাঁদ হীবৎ

শ্রীনাথ সরকার

মদনচন্দ্র মল্লিক

রজনীকান্ত বালা

সুরেন্দ্রনাথ রায়

দ্বারিকানাথ সাহা

## মনোহারী বিক্রেতা

ভুবনচন্দ্র বালা

রামচন্দ্র রায়

ব্রজবাসী চক্রবর্ত্তী

নারায়ণ মজুমদার

## পাইকারী খুচরা কাপড় বিক্রেতা

মেসার্স মোহান্ত বিশ্বাস এণ্ড কোং

গোপালচন্দ্র জগবন্ধু বালা

পতাকীচরণ গিরিধর শাখারী

উমাচরণ শ্রীকান্ত বালা

বসন্তকুমার হেমন্তকুমার তালুকদার

প্রতাপচন্দ্র কীর্ত্তনীয়া

অধরচাঁদ নিতাইচাঁদ হীরা

করুনাকান্ত রতনকান্ত রায়

## করগেট টিন বিক্রেতা

মেসার্স মোহান্ত বিশ্বাস এণ্ড কোং

কৃষ্ণচন্দ্র মোহান্ত

নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

চৈতন্যকুমার মোহান্ত

## লবণ তৈল ইত্যাদি

শ্রীনাথ বিশ্বাস

অক্ষয়কুমার ললিত সাহা

কৃষ্ণমোহন কানাই বালা

## জার্ম্মাণ সিলভার ও তাহার গহণা আমদানী কারক ও বিক্রেতা

মোহান্ত বিশ্বাস এণ্ড কোং

জার্ম্মাণ সিলভারের তার চাদর ডাইরেক্ট বিলাত হইতে আমদানী করেন। উক্ত স্থানে ৪৫০ শতের অধিক গহনা প্রস্তুতের কারিকর আছে। উহারা কারিকরের দ্বারা গহনা করাইয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সরবরাহ করেন।

অক্ষয়কুমার বিশ্বাস

## টেইলার্স

শরৎচন্দ্র বাকচী

রামজীবন মজুমদার

ভুবনচন্দ্র মণ্ডল

রতিকান্ত বাগচী

## স্বর্ণকার

সুধন্যকুমার বাগচী

বিমলচন্দ্র কীর্ত্তনীয়া

# হুইপেট কুকুর

আমরা গত মাসের কাগজে হুইপেট রেসিং (Whippet Racing) বা কুকুরের দৌড় সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা প্রকাশিত হইবার পর হুইপেট কুকুরের ছবি বাহির করার জন্য অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে অনুরোধ পত্র পাইতেছি। সেই জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা হুইপেট্ কুকুরের ছবি প্রকাশ করিলাম।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, জগতের সমস্ত জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই যে, তাহারা চির উন্নতিশীল। তাহারা এক জায়গায় স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেও কখনও তৃপ্ত থাকে না। যাহা আছে তাহাকে আরও বড়, আরও উন্নত করার জন্য দিনরাত তাহারা কত না মাথা খাটাইতেছে। লেবুর মধ্যে বীচি থাকে, উহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি করিয়া বীচি শূন্য করা যায় তাহার জন্য কৃষি-বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, নানারূপ লেবু গাছের জোড় কলম লাগাইয়া, সারের পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারা প্রায় বীচি শূন্য লেবুর এক জাত সৃষ্টি করিয়াছেন; মাল্টা এবং ইটালীর সমুদয় লেবু

হুইপেট কুকুরের ছবি।

বাগিচায় (Citron Estates) এখন এই জাতের লেবুর চাষ হইতেছে।

আমাদের দেশের যে মুরগী বছরে ৫০টা ডিম দেয়, সে খুব ভাল জাতের মুরগী বলিয়া বিবেচিত হয়; অথবা এ দেশের কোন গৃহস্থই খবর রাখে না যে, কোন্ মুরগী কতটা ডিম দিয়া থাকে। যাহারা চাষী তাহাদের মুরগীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়াই একেবারে আকুল হয়; তাহারা মনে করে, মুরগী আবার একটা জিনিষ, তাহার বিষয়ে আবার এত অনুসন্ধান ও খোঁজ খবর! অনেক চাষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া একই উত্তর পাইয়াছি। তাহারা বলে মুরগীর কথা আমরা জানি না—আমাদের বাড়ীর "বিটীরা" অর্থাৎ মেয়েরাই জানে। বস্তুত মোরগ ও মুরগী চাষার ঘরে মেয়েরাই পালিয়া থাকে সুতরাং যাহা কিছু খোঁজ খবর তাহা মেয়েরাই রাখে। আমাদের দেশের চাষারা ত একেবারে নিরক্ষর; সুতরাং চাষার ঘরের মেয়েদের অবস্থা যে কি, তাহা আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। কোন্ মুরগী কতটা ডিম পাড়ে, এ সংবাদ রাখা এদেশের লোকে একেবারে বাতুলের কাজ বলিয়া মনে করে। যদি কোনও মুরগী এক সঙ্গে বেশী ডিম পাড়ে, এবং শীঘ্র শীঘ্র ডিম পাড়ে, তবে আমাদের দেশের লোক মোটামুটী একটা

ধারণা করিয়ালয় যে এই মুরগীটা বেশী ডিম দেয়; কিন্তু ঠিক কতটা পাড়ে, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানা এদেশের লোক একেবারেই বাজে কাজ বলিয়া মনে করে।

যা'ক, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। আমাদের দেশে কোনও মুরগী ৫০টা ডিম দিলেই আমরা মনে করি যে, মুরগীটা খুব ডিম দিতেছে, কিন্তু আমেরিকার পক্ষীপালকেরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছে যে, কেমন করিয়া মুরগীর পেট্ হইতে বছরে ৩৬৫টা ডিম বাহির করা যায়, অর্থাৎ কেমন করিয়া মুরগী রোজ একটা ডিম পাড়িতে পারে। প্রায় পঁচিশ বৎসর ব্যাপী অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত চেষ্টার পর আমেরিকার পক্ষিপালকেরা সত্যই এমন এক জাতের মুরগী সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা বছরে ৩৬৫টা ডিম প্রসব করে। লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধা মিসেস্ ফক্স্ গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যে মুরগী প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, তাহাতে এমন এক জাতের মুরগী দেখাইয়াছিলেন, যাহারা বছরে ৩২৫টা পর্য্যন্ত ডিম দিয়া থাকে।

ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার কৃষকগণ গরুর দুধ দিবার শক্তি এমন বাড়াইয়া তুলিয়াছে যে, রোজ ২৫।৩০ সের দুধ দিতে পারে এমন গরু সচরাচর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এমন কি এক মণ দুধ দিতে পারে এরূপ জাতের গরুও এখন সহজ প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

Race এ বা ঘোড়দৌড়ে দৌড়াইবার জন্য
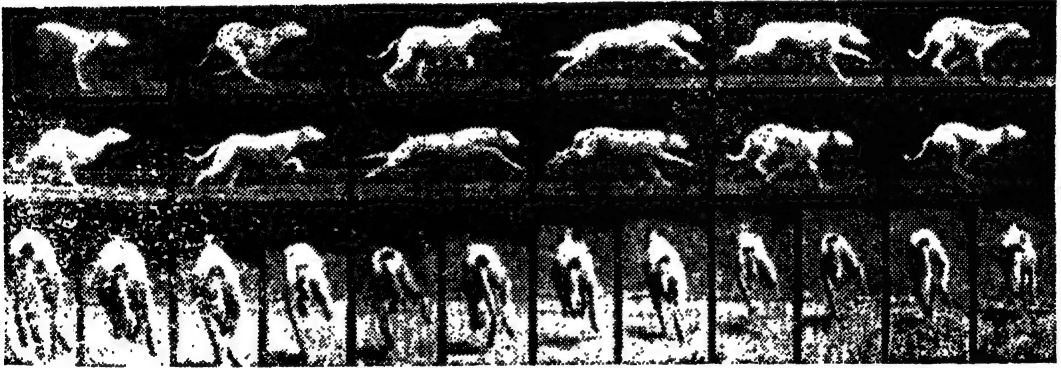
হুইপেট্ রেসিং (Whippet Racing) বা হুইপেট্ কুকুরের দৌড়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ছবি।

Horse Breederরা বা ঘোড়া পালকেরা এমন এক জাতের ঘোড়া সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা কিছুতেই অপর ঘোড়াকে দৌড়াইয়া আগে যাইতে দিবে না। শিক্ষা, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার দ্বারা ঘোড়ার মনের মধ্যে ইহারা এমন একটা জেদ্ ও উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে যে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে নামিলেই ইহারা কিছুতেই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়াকে দৌড়াইয়া আগে যাইতে দিবে না।

এইরূপ যে দিকেই তাকাই না কেন, সব দিকেই পাশ্চাত্য জাতের চেষ্টা, যত্ন এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইলে অবাক হইয়া যাই। আর আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, তাহার উৎকর্ষ বা উন্নতি সাধন ত দূরের কথা, প্রাপ্ত জিনিস বজায় রাখিতে পারিলাম না। আমাদিগের হাতে দিন দিন তাহার অধগতি হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবাধ সংজনন এ সংমিশ্রণের ফলে (Promiscuous Breeding)

বাংলা দেশের ঘোড়া গাধায় পরিণত হইয়াছে, এবং গরু ও বলদ ক্রমে রামছাগলের আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ জাতির ইহাই পরিচয়।

পাশ্চাত্য দেশীয়েরা সকল রকম জীবজন্তুরই উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিজেরা যেমন ধনবান ও লাভবান হইতেছে, প্রাণী জগতেরও তেমনি অসাধারণ উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতেছে। নানা জাতীয় কুকুরের সংমিশ্রণে তাহারা Grey Hound, Bull Dog, Mastiff, Spaniel, Terrier, St. Barnado's Dog, Shehperd's Dog, Fox Terrier, Whippet ইত্যাদি কত রকমের কুকুর যে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সকল কুকুর খুব দামে বিক্রয় হয় বলিয়া কুকুর পালকেরা যেমন প্রভূত লাভবান হইতেছেন, তেমনি বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত কুকুরের পাল সৃষ্টি করিয়া জগতের লোকেরও মঙ্গল সাধন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের কুকুর সেই চিরকালের উচ্ছিষ্টভোজী "ঝোণ্টো" কুকুরই রহিয়া গেল; আস্তাকুঁড়ের ছাইয়ের গাদা তাহার শয্যা এবং এঁটো পাতার কাটা কুটাই তাহার আহার। ব্যবহারের দোষে তাহার "সরকারী ভেলো" নাম কদাচ ঘুচিল না। কুকুরের কথা ছাড়িয়া দিই; কুকুরত একেবারে জঘন্য জীব; বাড়ীর হাতার কাছে আসিলে বাড়ীর চাকর বাকরেরা ঝাঁটা হাতে দর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং ছেলে পেলেরা ইঁট পাট্‌কেল ছুড়িয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

এদেশে মানুষকেই আমরা যুগযুগান্ত ধরিয়া হেয় এবং অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি—তা' জীবজন্তু ত দূরের কথা। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এই জন্য যে একজন অপরকে সাহায্য করিবে এবং উহার মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত থাকে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়া দেশেরও সমাজের কাজে লাগাইবে। কিন্তু আমরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা দীক্ষার কোনও রূপ সাহায্য করা ত দূরের কথা, বরং সকল বিষয়ে তাহাদের উন্নতি পথের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছি, এবং শেয়াল কুকুরের ন্যায় তাহাদিগকে জন সমাজে হেয় ও অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি। তাই আমাদের স্বরাজের সাধনা স্বপ্নেই বিলীন হইয়া গেল। এখনও সময় আছে। জগতে কোন জিনিষই উপেক্ষার বস্তু নহে; চেষ্টা করিলে সব বিষয়েরই যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা যায়। আজ আমাদের গ্রাহক এবং পাঠক বর্গের সম্মুখে নানারূপ জীবজন্তু পালনের ব্যবসার সুবিস্তৃত পথের আমরা ইঙ্গিত করিলাম। হাত পা গুটাইয়া কেবলই আর বসিয়া থাকিও না; তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর ন্যায় অসাড় ও অপটু হইয়া যাইবে। আপন আপন রুচি, প্রকৃতি এবং অবস্থানুযায়ী এক একটা গঠন ও সৃজন মূলক ব্যবসায়ে লিপ্ত হও।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

### এসবেষ্টোজ

(পি—১৯২) যাঁহারা এসবেষ্টোজ ( silky fibrous asbestos ) কিনিতে চাহেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সন্ধান চাহেন। ( T. J. II. xi. )

### শিমুল তুলা, নক্সভমিকা প্রভৃতি

(পি—১৯৩) যাঁহারা শিমুল তুলা, নক্সভমিকা, পামিরা ফাইবার (palmyra fibre), এলয় ফাইবার (Aloe fibre), ঘোড়েলের চামড়া এবং হরিতকী সরবরাহ করিতে পারিবেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সন্ধান চাহেন। (T. J. 11. xi)

## বৈদেশীক

### রেড়ীর বীজ

(পি—১৯৪) ইটালীর অন্তর্গত মিলানের জনৈক ব্যবসায়ী রেড়ীর বীজের রপ্তানিকারকের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. J. 11. xi)

## ভারতীয়

### আর্টিমিসিয়া মারিটিমা প্রভৃতি

( পি—১৯৫ ) যাঁহারা আর্টিমিনিয়া মারিটিমা, (Artimisia Maritima), কেসিয়া ফিষ্টুন পড্‌স্ ( Cassia Fistula Pods) এবং পডোফিলাম এমোডির মূল (Podopyllum Emody Roots) কিনিয়া থাকেন, অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংবাদ জানিতে চাহেন। (T. J. 18. xi)

### কুমীরের চামড়া

(পি—১৯৬ ) পেশোয়ারের জনৈক ব্যবসায়ী কুমীরের চামড়া সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 18. xi)

### হিমালয়ের মধু এবং ভেষজ গাছ গাছড়া

(পি—১৯৭) হিমালয়ের মধু এবং ভেষজ গাছ গাছড়া যাঁহারা খরিদ করিতে চাহেন, অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 18. xi)

### মাজুফল

(পি—১৯৮) মাজু ফল ( Markلng nut or Dhobie's nut ) যাহারা সরবরাহ করিতে পারেন, স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা লইতে প্রস্তুত। (T. J, 18, xi)

## রেড অক্সাইড অব আইরণ

(পি—১৯৯) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী রেড অক্সাইড অব আইরণ (Red Oxide of Iron) সরবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. J. 18. xi)

## বৈদেশিক

### মরিচ

(পি—২০০) মার্কিন যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী মরিচের রপ্তানি-কারকদের সহিত কারবার করিতে চাহেন। (T. J. 18. xi)

### সূতার ছাঁট ও থলে

(পি—২০১) ভারত হইতে যাহারা সূতার ছাঁট ও থলে (Thread waste and Bagging) রপ্তানি করেন, মার্কিন যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ফিলা-ডেলফিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 18. xi)

## ভারতীয়

### এপ্রিকট কার্ণেল

(পি—২০২) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী বর্ত্ত-মানে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি এখানকার এপ্রিকট কার্ণেলের (Apricot Kernal) খরিদ্দারের সংবাদ জানিতে চাহেন। (T. J. 15. xi)

### চীনামাটি, ফলস্পার প্রভৃতি

পি—২০৩) রওয়ালপিণ্ডির জনৈক ব্যবসায়ী চীনা মাটি, ফলস্পার (Felspar), ফ্লিন্ট (Flint), জিপসাম (Gypsum), মেঙ্গনিজ ওর (Manganese Ore), রেড অক্সাইড অব আইরণ (Red Oxide of Iron), মেটাল পলিশ ক্লে (Metal polish clay) এবং ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের (Calcium carbonate) খরিদ্দারের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. J. 25. x:)

### মাদুর

(পি—২০৪) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত আলেপ্পির জনৈক ব্যবসায়ী কলিকাতাস্থ দড়ি এবং অন্যান্য প্রকার মাদুরের ক্রেতাদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25. xi)

### ক্রুড এসবেষ্টোজ

(পি—২০৫) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী ক্রুড এসবেষ্টোজের (crude asbeostos) খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25 XI)

### লিমন গ্রাস

(পি—২০৬) পাঞ্জাবের জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী লিমন গ্রাসের খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25, XI)

### পিক্‌ল্

(পি—২০৭) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী পিক্‌লের খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25. XI)

### সাবাই গ্রাস

(পি—২০৮) বেনখোলের জনৈক সংবাদ দাতা সাবাই গ্রাসের (Sabai Grass) খরিদ্দারের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25. XI)

### স্পেণ্ট ট্যান

(পি—২০৯) একটি গভর্ণমেণ্ট হারনেস এবং

স্যাডলারি ফ্যাক্টরিতে স্পেণ্ট ট্যান পাওয়া যায়। এই ট্যান যাঁহারা ক্রয় করিতে চাহেন, জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25, XI)

### কাটবিড়ালের চামড়া

(পি—২১০) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বাতাসে শুষ্ক কাটবিড়ালের চামড়া সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25 XI)

### সালফেট অব এমোনিয়া

(পি—২১১) এখানকার জনৈক ব্যবসায়ী সালফেট অব এমোনিয়ার (sulphate of amonia) খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 25 XI)

### হলদে জোয়ার বা জোয়ারি

(পি—২১২) যাঁহারা হলদে জোয়ার বা জোয়ারি (yellow juar or jowari) সরবরাহ করিতে পারেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 25 XI)

বৈদেশীক—

### বাতি

(পি—২১৩) মিশরের অন্তর্গত পোর্ট সৈয়দের জনৈক ব্যবসায়ী বাতি রপ্তানিকারকদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 25 XI)

### কেশুনাট শেল অয়েল

(পি—২১৪) মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত নিউ ইয়র্কের জনৈক ব্যবসায়ী কেশুনাট শেল অয়েলের (cashewuut shell oil) রপ্তানীকারকদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 25 XI)

ভারতীয়—

### কাপড়ের ছাঁট

(পি—২১৫) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী কাপড়ের ছাঁট সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 25 XII)

### মাদুর

(পি—২১৬) টিউটীকারিনের জনৈক ব্যবসায়ী মাদুরের (Dunnage mat) খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 2 XII)

### হাইড ফ্লেসিং

(পি—২১৭) মান্দ্রাজের জনৈক সংবাদ দাতা হাইড ফ্লেসিংএর খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 2 XII)

### মধু

(পি—২১৮) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী খাঁটি মধুর খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 2 XII)

### নীলের বীজ

(পি—২১৯) সারণ জেলার জনৈক ব্যবসায়ী নীলের বীজ (Samatrana Indigo seed) সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 2. XII)

### টিনের টুকরা

(পি—২২০) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী টিনের টুকরা (Tin Plate cuttings) সরবরাহকারীদের সংশ্রবে আসিতে চাহেন।

(T. J. 2. XII)

## হুইস্ক ফাইবার

( পি—২২১ ) বুরুস প্রস্তুত করিবার জন্য যে হুইস্ক ফাইবার ( whisk fiber ) ব্যবহৃত হয়, মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী তাহা লইতে চাহেন।

( T. J. 2 XII )

## ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরোজেন

( পি—২২২ ) ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরিণকে ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরোজেন ( Electrolytic Chlorogen ) বলা হয়। ইহা হইতে শতকরা অড়াই ভাগ ক্লোরিন পাওয়া যায়। কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী এই জিনিষের রপ্তানীকারক ও ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

( T. J. 9. xii)

## কাঁচা মুগ

( পি—২২৩ ) কোকোনদের জনৈক ব্যবসায়ী কাঁচা মুগের খরিদ্দারদের সন্ধান জানিতে চাহেন।

(T. J. 9. xii)

## চামড়ার জিনিষ

(পি—২২৪) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী চামড়ার উৎপন্নকারী ব্যবসায়ী ক্রেতাদের সন্ধান জানিতে জিনিষ চাহেন। (T. J. 9. xii)

## ট্যালিপট নাট

(পি—২২৫) ত্রিবেন্দ্রমের জনৈক ব্যবসায়ী ট্যালিপট নাটের (Talipot nut) খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন। (T. J. 9. xii)

## ট্রোকাস সেল

(পি—২২৬) ট্রোকাস সেল (Trocas shell) যাহারা রপ্তানি করিয়া থাকেন, বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধানে জানিতে চাহেন।

(T. J. 9. xii)

## মোম, শিং ও ফ্যান্‌সি চামড়া

(পি—২২৭) মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী মোম, শিং এবং ফ্যান্সি চামড়ার ক্রেতাদের সন্ধান চাহেন:

( T. J. 16. xii)

## রেড়ির ও মহুয়ার খইল

(পি—২২৮) কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী রেড়ীর এবং মহুয়ার খইলের ক্রেতাদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 16. xii)

## ইবনি কাঠ

(পি—২২৯) জনৈক ব্যবসায়ী ইবনি কাঠ সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন। (T. J. 16. xii)

## হাতীর হাড়

(পি—২৩০) কানপুর জনৈক ব্যবসায়ী হাতীর হাড়ের খরিদ্দারদের সন্ধান চাহেন।

(T. J. 16 xii)

## ছাগলের লোম

(পি—২৩১) রটরডামের জনৈক ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে বোম্বায়ের জনৈক ব্যক্তি জানাইতেছেন যে, বোম্বাই, করাচি, আগ্রা ও অমৃতসর হইতে যাহারা ছাগলের লোমের রপ্তানির কাজ করেন, তিনি তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 16. xii)

## ভেড়ার চামড়া

( পি—২৩২ ) মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী সলোম ভেড়ার চামড়া ও কিন্তু চামড়ার সরবরাহ কারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

( T. J. 16. XII )

## ঘোড়েলের চামড়া

( পি—২৩৩ ) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী ট্যান করা ঘোড়েলের চামড়া সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহেন।

( T. J. 16. XII )

## চা

( পি—২৩৪ ) কানাডার অন্তর্গত টরন্টোর ( Tornto ) জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন যে, যে সকল চা-রপ্তানিকারকদের চা টরন্টোতে এখনো রপ্তানী হয় নাই, তিনি তাঁহাদের সন্ধান চাহেন।

( T. J. 16. XII )

## বাবুল গাছের ছাল

( পি—২৩৫ ) হায়দ্রাবাদের জনৈক সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে, যাঁহারা বাবুল গাছের টুকরা ছাল এবং ছালের নির্য্যাস ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর সন্ধান লউন।

( T. J. 23 XII )

## বক্সাইট

( পি—২৩৬ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন, যাঁহারা ধূসর বর্ণের বক্সাইট (Bauxi te ) চাহেন, তাহারা অবিলম্বে সন্ধান লউন।

( T. J. 23. XII )

## নীল

( পি—২৩৭ ) মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন, তাঁহার নিকট প্রচুর নীল মজুত আছে, যাঁহারা কিনিতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর সন্ধান লউন।

( T. J. 23. XII )

## মৎস্যের তৈল, উদ্ভিজ্জ তৈল ইত্যাদি

( পি—২৩৮ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন যে, যাঁহারা মালাবার মৎস্যের তৈল, উদ্ভিজ্জ তৈল, তৈলবীজ, খইল, সার, মসলা, ভেষজ দ্রব্য এবং ম্যাঙ্গানিজ ওর ( Manganese Ore ) ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর আবেদন করুন।

( T. j. 23 XII )

## ম্যাঙ্গানিজ

( পি—২৩৯ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন, যাঁহারা ম্যাঙ্গানিজ ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর আবেদন করুন।

( T. J. 23. XII )

## সোপ ষ্টোন

( পি—২৪০ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন, যাঁহারা সোপ ষ্টোন ( চাদর বা ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর সন্ধান লউন।

( T. J. 23. XII )

## আফ্রিদি মোম এবং রঘান ও কার্থামাস তৈল

(পি—২৪১) লণ্ডনের জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, যাহারা আফ্রিদি মোম (Afridi wax), রঘান (Roghan) ও কার্থামাস (Carthamus Oil) তৈল (Saffiower Seed Oil, Husum Oil or Kardi Seed Oil) রপ্তানি করেন, তিনি তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন।

(T. J. 23. xii)

ভানতীয়—

## পিক্‌ল্‌স্‌

( পি—২৪২ ) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন যে, যাঁহারা পিক্‌ল্‌ (pickle) খরিদ করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর আবেদন করুন।

( T. J. 30 XII )

## রেড অক্সাইড অব আইরণ

( পি—২৪৩ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন যে, যাঁহারা রেড অক্সাইড অব আইরণ ( Red Oxide of Iron ) খরিদ করিতে চাহেন, তাঁহারা সন্ধান লউন।

( T. J. 30. XII

### সোপষ্টোন

( পি—২৪৪ ) জয়পুর ষ্টেটের জনৈক রাজ কর্ম্মচারী জানাইতেছেন, যাঁহারা সোপষ্টোনের টুকরা বা চাদর ক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট আবেদন করিলে সকল বিষয় অবগত হইবেন।

( T. J. 30 XII )

### কাটবিড়ালের চামড়া

( পি—২৪৫ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী জানাইতেছেন যে, তিনি বায়ুতে শুষ্ক কাট বিড়ালের চামড়া খরিদ করিতে চাহেন। যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা সন্ধান লউন।

( T. J. 00. XII )

বৈদেশিক—

### পাট ও পাটের জিনিষ

( পি—২৪৬ ) আর্জেন্টইনের জনৈক সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে, ভারত হইতে যাঁহারা পাট ও পাটের জিনিযের রপ্তানী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এজেন্ট হইতে চাহেন। যাঁহারা এই ব্যক্তির মারফত কাজ করিতে চাহেন, তাহারা আবেদন করুন।

( T. J 30. XII )

---

# আলু রক্ষার বৈজ্ঞানিক উপায়

( ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকে )

আলু রক্ষার বৈজ্ঞানিক উপায় জানিবার জন্ত আশ্বিনের সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম। এ যাবত সেইরূপ কোন প্রবন্ধ বাহির হয় নাই। ফ্রেন্স মিনিষ্টার অফ্ এগ্রিকালচার (French Miuistes of Agriculture) সরকারী বুলেটীনে আলু রক্ষার যে উপায়টী প্রকাশ করিয়া ছেন, তাহার অনুবাদ ও সারাংশ "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক বর্গের অবগতির জন্ত দেওয়া হইল। এ বিষয়ে যাহারা ইচ্ছা করেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

"বাজার চলিত ব্যবসায়ীর সলফিউরিক এসিড্ (Sulphuric Acid) দুই ভাগ এবং জল ১০০ ভাগ দিয়া যে সলিউসন (Solution) হইবে, তাহাতে আলুগুলিকে ভিজাইয়া ১০ ঘণ্টা রাখিয়া, তাহার পর শুষ্ক করিয়া গুদামজাত করিলে আলু নষ্ট হইবে না।

ঐ একই সলিউসনে বরাবর আলু নিমজ্জিত করিলেও ইহার শক্তি বিকৃত হয় না, বা কমিয়া যায় না। একটা জালা বা ট্যাঙ্ক ঐরূপ সলিউসন্ করিয়া আলুকে নিমজ্জিত করিবার সুবিধা হইবে। রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, উপরোক্ত প্রকার রক্ষিত আলু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নহে; বরং পুষ্টিকর ও সুখাদ্য। অধিকন্তু ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। মনে হইবে যেন জমি হইতে সদ্য আলু কুড়াইয়া আনা হইয়াছে।

( গন্ধবণিক )

# সুমাত্রায় রবারের চাষ

নগরের জাকজমক হইতে নিজকে দূরে রাখিয়া যাঁহারা ভ্রমণ-সুখ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে সুমাত্রা ভ্রমণ অতীব উপাদেয়, শান্তিদায়ক এবং অল্প ব্যয়সাধ্য। রোগ হইতে মুক্তিলাভোন্মুখ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শে জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থে সিঙ্গাপুর যাইবার জন্য সমুদ্র যাত্রা করেন. কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের সুমাত্রা, জাভা এবং দীনেমারদের অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় বিশাল দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের কথা অতি অল্প লোকের মনেই উদিত হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সকল দ্বীপ সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ, এবং অনেকেই জানেন না যে. এই সকল দ্বীপ অনেক লুপ্তপ্রায় অতীত গৌরবের চিহ্ন আজও বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বন্দর সিঙ্গাপুরের কোলাহল পরিত্যাগ করিবার সময় কেহই ভাবিতে পারেন না যে, সুমাত্রা এরূপ মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে এক সহস্র মাইলের অধিক। অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত, এবং অনেকেই ঐ সকল স্থানের কোন খবর জানেন না। কিন্তু ইহা পৃথিবীর মধ্যে রবার চাষের একটী প্রধানতম স্থান।

সুমাত্রা গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। এখানে সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর, এখানকার জঙ্গল বহু যোজন বিস্তৃত এবং হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল; শিকারীদিগের পক্ষে ইহা লোভনীয় স্থান, এবং প্রাকৃত-তত্ত্ববিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা-ক্ষেত্র। এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে স্থিরসলিল হ্রদ, স্রোতস্বতী নদী, ১২০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতমালা এবং আগ্নেয় গিরি রহিয়াছে। বৃক্ষ-রাজি শাখায় শাখায়, লতায় লতায় মিশামিশি হইয়া স্থির, নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। স্বভাব-সুন্দর এই নিবিড় অরণ্যের দৃশ্যে সকল সৌন্দর্য্যের সার সেই পরম সুন্দরের কথা মনে উদিত হইয়া, অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত, প্রাণ পুলকে উদ্বেলিত এবং হৃদয় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এখানে অনেক রকম ভাষার প্রচলন আছে; কিন্তু মালয় ভাষাই সকলের মাতৃভাষা। এখানে প্রধান জাতি হইল মুসলমান। ইহারা মালয় ও আরবের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্ম নহে; কারণ অনেক পৌত্তলিকও আছে। ইহা ছাড়া এখানে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, চীন দেশীয় লোক, খাটি আরব দেশীয় লোক এবং ইউরোপীয়দের একটী ছোট উপনিবেশ আছে। যে সকল দ্বীপপুঞ্জ প্রণালীর ছোট ছোট সাগর গুলিকে বিভিন্ন করিতেছে, তাহাতে বহু সংখ্যক হিন্দু বাস করিতেছে।

এই দ্বীপাবলীর একটী দ্বীপে এখনও স্বায়ত্ত শাসন-ক্ষমতাযুক্ত দুইটী রাজ্য আছে। এই রাজ্য দুইটী দীনেমারদের পরিচালনায় আছে।

১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আরব আক্রমণ ঘটে। সিন্ধবাদ নাবিকের মত লোকও প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ পূজাদি জোর করিয়া উঠাইয়া দেয়। বর্ত্তমানে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীর জীর্ণ ভগ্নাবশেষ ভ্রমণকারীগণকে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কিন্তু এই দ্বীপাবলী কেবল অতীত গৌরবেই গৌরবান্বিত নহে। বর্ত্তমানে শিল্প-জগৎ ইহাকে প্রতিযোগিতায় আরও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা এখন যেন ভাগাড়ের মরা ; রবারের জন্য পাশ্চাত্য শিল্প-জগতের চীল, শকুনির দৃষ্টি এখন ইহার উপর পড়িবেই। তাঁহারা এখন এখানে বাস করিবার— একবারে পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহার কারণ হইল "ল্যাটেক্স"। এখন "ল্যাটেক্স" কি তাহা দেখা যাউক।

## ল্যাটেক্স বা রবারের নির্য্যাস্

ল্যাটেক্স বা রবারের নির্য্যাস্ দুগ্ধের মত সাদা জিনিস। ইহা দ্বারা মটর টায়ার প্রস্তুত হয় এবং রবার দ্বারা যে সকল জিনিস প্রস্তুত হয় তাহা সমস্তই ল্যাটেক্সের তৈয়ারী।

যখন কোন রবারের গাছের ছাল কাটা হয় তখন ভিতর হইতে এক রকম সাদা জিনিষ ঐ কর্ত্তিত স্থান পূর্ণ করিতে বাহির হয়। এই সাদা জিনিষই ল্যাটেক্স বা রবারের নির্য্যাস্। ইহা হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় রবারের জিনিষ তৈয়ারী হয়। গাছের রসে রবার হয় না ; কিন্তু গাছের ছাল হইতে যে রস উল্লিখিত ভাবে ক্ষরিত হয় তাহাতেই রবার প্রস্তুত হয়।

বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি।

সুমাত্রার সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাদ্বারা বোঝা যায় যে একদিন এই সব দ্বীপ পুঞ্জে বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী জাতির কি প্রভাবই না বিস্তৃত হইয়া ছিল।

পূর্ব্বে জঙ্গলে যে সকল অযত্ন-সম্ভূত রবার গাছ হইত, তাহা হইতেই ল্যাটেক্স বাহির করা হইত। কিন্তু যখন সমস্ত পৃথিবীতে ইহার চাহিদা হইল এবং চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, তখন ক্রমে রবারের চাষ আরম্ভ হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমস্ত রবারের শতকরা ৯০ ভাগ মালয় উপদ্বীপ হইতে আমদানী হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সুমাত্রাই

প্রধান। সেখানে এখন ৫০০০,০০০ রবার গাছ লাগান হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে ইহাই বৃহত্তম রবার চাষ ক্ষেত্র। ইহা ৭১ বর্গ মাইল বিস্তৃত। 'রয়েল কর্ড টায়ারের' প্রস্তুত-কর্ত্তা ইহারই মালীক।

'রয়েল কর্ড টায়ার' প্রস্তুত কর্ত্তা এখন রবার চাষের প্রধান পরিচালক। পৃথিবীর মধ্যে এই কোম্পানীর মত আর কোন কোম্পানীই এই পরিমাণ রবার উৎপন্ন করিতে পারে নাই। এই কোম্পানী যে কেবল সুমাত্রাকে অর্থই আনিয়া দিতেছে তাহা নহে,

এই যে বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী দেখিতেছেন ইহা সব বৈদেশিক রবার কোম্পানী সমূহের কারখানা। সুমাত্রা ভারতবর্ষের এত নিকটে, আর আমেরিকা কত লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত। অথচ আমেরিকার উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা সুমাত্রা হইতে কোটী কোটী টাকার রবার উৎপন্ন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর ভারত তাহার ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়া স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে রবার নির্ম্মাণের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা। ইহা সুমাত্রার মধ্যে কিসা-য়ান্‌-নামক স্থানে অবস্থিত এবং United States Rubber Company ইহার মালীক।

ইহার স্বাস্থ্যও দিয়াছে। ক্যাথারিণ কনভালেসেণ্ট হাসপাতালই ইহার প্রমাণ। মালয় রাজ্যে ইহাই অত্যুৎকৃষ্ট হাসপাতাল।

এই হাসপাতালে অনেক বাঙ্গালীও আছেন। তাহাদিগকে সযত্নে শুশ্রূষা করা হয়।

সুমাত্রা দীনেমারদের অধিকৃত। কিন্তু ইহার

শিল্প-কলার উন্নতি একজন ইংরেজের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ফলে এবং পরবর্ত্তী রবার-সম্পদের উন্নতি আমেরিকার যত্নে হইয়াছে।

"রয়েল কর্ড" কোম্পানীর রবার চাষে ১০,০০০ লোক কাজ করিতেছে। ইহার অধিকাংশ লোকই ভারতবর্ষের। সুতরাং এই টায়ারের উৎপত্তি ভারতবাসীদের পরিশ্রমের ফল। সকলেই অবগত আছেন যে এই টায়ারে "হোয়াইট ব্যাণ্ড (white band) বলিয়া মার্কা থাকে।

সুমাত্রা ও ফেডারেটেড্ মালয় দ্বীপপুঞ্জ রবার সরবরাহ করিবার প্রধানতম কেন্দ্র বলিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই রবার চাষে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা নিজেরাই যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা নহে, আরও কত লক্ষ লক্ষ লোকের আয়ের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

মোটর কারের আবির্ভাবের পর হইতে পৃথিবী হইতে ফিটন্, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম ইত্যাদি যাবতীয়

United States Rubber Companyর বাগান হইতে ট্রেন বোঝাই করিয়া রবারের নির্য্যাস্ কারখানায় নীত হইতেছে। এই কোম্পানীর বাগান এত বৃহৎ যে ইহার ৬০ মাইল ব্যাপী রেলওয়ে লাইন আছে এবং সমগ্র Estateএ ২০০ মাইল লম্বা মোটর যাতায়াতের উপযোগী পাকা রাস্তা আছে।

অশ্বযান ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে; মোটর লরীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গো-যান ও মহিষযান গুলিও ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে! এই সকল মোটর কার, মোটর লরী, মোটর বাইক, সাইকেল, গাড়ী ইত্যাদি সকল যানই রবারের চাকার উপর চলিতেছে; তাহা ছাড়া অয়েল ক্লথ, রবারের জুতা, রবারের ছোল্, Ice bag, গরম জলের ব্যাগ্, Water-proof coat, Matting ইত্যাদি অসংখ্য জিনিষ রবারের দ্বারা তৈরী হইতেছে। এই সব দেখিয়া একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতেছে, যখন সমগ্র দুনিয়াটাই রবারের উপর চলিবে।

এই যে জগদ্ব্যাপী রবারের চাহিদা ও টান্ ইহা দিন দিনই সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িয়া চলিতেছে এবং চলিবে; কিন্তু এই টানের যোগান দিয়া লাখ্‌পতি হইতেছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ্ ও

আমেরিকানরা ; আর আমরা ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতেছি এবং আমাদের আশাবাহিনী যুবকের দল বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা গলায় পরিয়া এই সব কারবারীর আপিশে ও কারখানায় কুড়ি, পঁচিশ টাকায় আত্মবিক্রয় করিয়া উদরান্ন কলম ঠেলিতেছে।

সুমাত্রার জঙ্গলে রবারের গাছ বুনো অবস্থায় জন্মাইত ; একজন ইংরাজের চক্ষু জঙ্গলের মধ্যে

উক্ত কোম্পানীর কয়োনী রবার প্রস্তুতের কারখানা

এই সোণার তাল দেখিতে পাইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার চাষ সুরু করিয়া দিলেন ; তাই আজ Tea Estate, Coffee Estate, Cincona Estate প্রভৃতির ন্যায় Rubber Estateও জগতের মধ্যে স্বর্ণপ্রসূ estate এ পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আসামের জঙ্গলেও রবারের গাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাতের জন্য সমগ্র আপার্ আসাম রবার চাষের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান বলিয়া বহু বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আসামে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত স্থানেরও কোন অভাব নাই ; অভাব কেবল উৎসাহী লোকের। যদি দেশের লোক সংঘবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত চেষ্টায় চা বাগিচার ন্যায় কয়েকটী রবারের বাগিচা খোলার চেষ্টা করেন, তবে আমার মনে হয়, অচিরাৎ দেশের মধ্যে একটী নূতন ধনাগমের পথ উন্মুক্ত হয়। আশা করি, দেশের লোক এদিকে একটু মনোযোগ দিবেন।

---

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও সাদরে আমরা পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটার দিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

### ১নং পত্র

১৩৩৩ সালের ভাদ্রের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' চামড়া তৈয়ারীর সকল প্রকার নিয়মাদি অবগত হইয়াছি। আমি ঘড়িয়ালের চামড়ার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করি, কোন্ ঠিকানায় ইহার নমুনা পাঠাইলে বাজার দর জানিতে পারি, দয়া করিয়া অতি সত্বর লিখিয়া জানাইবেন। আগামী ফাল্গুন মাসে ৫০।৬০ খানা চামড়া পাঠাইতে পারিব। ইতি।

নিং—শ্রীমহিমচন্দ্র রায়

গ্রাহক নং ১৭৬৬

### ১নং পত্রের উত্তর

ফাল্গুন মাস ত আগত। আপনার নমুনা পাইলে দর যাচাই করিয়া লিখিব। সম্প্রতি একটী firm নিম্নের হারে বাজার দর দিয়াছে :—

চন্দ্রবোড়া সাপের চামড়া—১ টাকা ফুট হিসাবে।

হলদে দানাওয়ালা ঘড়িয়ালের চামড়া শতকরা অর্থাৎ গড়পড়তায় প্রত্যেক ১০০ খানির দাম—৩০০৲ টাকা।

কালো দানাওয়ালা ঘড়িয়ালের চামড়ার প্রত্যেক ১০০ খানার দাম—১০০৲ টাকা।

ঘড়িয়ালের চামড়া একখানা দুইখানা করিয়া কেহ কেনে না বা দর দেয় না। ১০০ খানার হিসাবে বিক্রয় হয়; কারণ আকার সকলের সমান নহে; ছোট বড় আছে।

## ২নং পত্র

মহাশয়,

আমাদের দেশে তরিতরকারীর দর খুব সস্তা; ইহার মণ হিসাবে দর কি? কলিকাতার কোথায় বিক্রয় করিতে হয়, সবিশেষ খবর লিখিবেন। আমাদের দেশের ঝাঁটা কোথায় বিক্রয় হয়? তাহা দাম সহ লিখিবেন। ইতি—

শ্রীপদ্মলোচন দাস

## ২নং পত্রের উত্তর

কলিকাতায় ২৯টী বাজার আছে; তাহার মধ্যে নূতন বাজার, মল্লিক বাজার, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট গুলি, জগুবাবুর বাজার প্রভৃতি খুব বড় বাজার। এই সকল বাজারে মাল পাঠাইয়া বিক্রয় করিতে হয়। তরিতরকারীর কোনও ধরা বাঁধা দর নাই। বাজারে আমদানী বুঝিয়া দর ওঠে নামে। এখানে দোকান দিয়া ওখান হইতে তরিতরকারী চালান দিতে পারিলে, তবে সুবিধা হয়।

ঝাঁটাও এই সকল বাজারে বিক্রয় হয় এবং তাহা ছাড়া বেলিয়াঘাটার আড়তদারেরা নেয়। নিজে নমুনা সঙ্গে আনিয়া পাঁচ দোকানে যাচাই করিয়া কণ্ট্রাক্ট লইয়া যাইতে হয়। পত্রে এ সকল বিষয় হয় না।

## ৩নং পত্র

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার পত্রিকায় উঠাইলে অথবা আপনি নিজে ইহার সদ্যুক্তি প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব। আপনার পত্রিকায় সুতার দর এবং কার্পাস তুলার দর থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ এই স্থানটী তাঁতি ও জোলা প্রধান; তাহারা সকলেই সুতার ও তুলার দর জানিতে চাহে।

১। আমি গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক বিভাগে প্রায় ৬ বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিয়া, ইউরোপ এবং এসিয়া মাইনরের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, স্বাবলম্বন মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সরকারী চাকরীর আশায় চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের গ্রামের কুটির-শিল্পের ও চাষ আবাদের উন্নতি কল্পে একটী শিল্পাশ্রম স্থাপন করিয়া নিজের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়াছি; কিন্তু তথাপি সহযোগিতার প্রয়োজন। সহযোগিতা ছাড়া কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। তাই এই ক্ষুদ্র পত্রখানি লইয়া আমি 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহক বর্গের ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম।

২। Labour Saving Machine—যথা:—সুপারী কাটা কল, ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী করার কল, ছোট লেছ্ তৈয়ারীর কল, ছোট হস্ত চালিত চাউল তৈয়ারী কল, ছোট হস্ত চালিত তৈলের কল, উন্নত ধরণের সূতা কাটা কল, তুলার বিচি ছাড়ান কোন প্রকার নূতন ধরণের কল, অর্থাৎ যত রকমের ছোট ছোট শিল্প কার্য্যের কল থাকে তাহার মূল্য এবং কোথায় পাওয়া যায় সমস্ত বিবরণ, কোন্ কোন্ স্থানে বা কোম্পানীতে পাওয়া যায়, তাহার সঠিক সংবাদ দিবেন।

৩। তাঁতের সরঞ্জাম—যথা:—সানা, মাকু, "ব" নলী প্রভৃতি যৎ যাবতীয় সরঞ্জাম এবং সর্ব্ব রকমের উন্নত এবং হস্তচালিত তাঁত প্রভৃতি কোথায় এবং ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ কোম্পানীতে পাওয়া যায় তাহার বিবরণ দিবেন। ৩টী

সুতা পাকাইয়া তাহার গুটী তৈয়ার করার ছোট কল কোথায় পাওয়া যায়?

৪। লোহার জিনিষ—যথা:—স্ক্রুপ্, বল্ট্,তার-কাটা, পেরেক, ছুরী, কাঁচী, সুচ্ প্রভৃতি কোথায় তৈয়ার হয় অথবা যদি ইহার কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল থাকে তাহার বিবরণ, কোথায় কিনিতে পাওয়া যায় বা কোথায় শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার সঠিক বিবরণ জানাইবেন।

৫। কোন্ কোন্ ব্যবসায়ীরা সুতার কারবার করিয়া থাকে এবং পাকা ও কাঁচা সর্ব্বপ্রকার রং কোথায় পাওয়া যায়, কাহারা উক্ত কারবার করিয়া থাকে তাহার বিশেষ বিবরণ দিবেন।

৬। কলম্বো প্রবাসী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধে অল্প মূলধনে তাঁহার সহিত কার্য্যের সহায়তার জন্য লিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিলে কোথায় থাকিয়া কার্য্য বা ব্যবসায় করিতে হইবে এবং কত টাকা মূলধন লইলে প্রথম অবস্থায় হইতে পারে, এবং সিংহলেই থাকিতে হইবে বা কোথায় থাকিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহার সহিত আদান প্রদান চলিতে পারে, সমস্ত সঠিক বিবরণ এবং তাহার সহিত চিঠি পত্রাদি আদান প্রদানের ঠিকানা ও পরিচয় সমস্ত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি।

নিবেদক—
শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার
সম্পাদক,
রাধারাণী শিল্পাশ্রম,
পো: তরা, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

## ৩নং পত্রের উত্তর

২। নানারূপ কুটীর শিল্পের উপযোগী কল প্রচলন করিবার চেষ্টা আমরাও করিতেছি। ইতিমধ্যে মুরগীর ডিমফুটানো কল, আটা ভাঙ্গা কল, সোডা লিমনেড তৈরীর কল, সুপারীকাটা কল, নারিকেলের রসী তৈরীর কল, পাটের দড়ী, এক সঙ্গে ৪ তার কাটার কল, তৈলের কল, চাউলের কল, হাতে চালাইবার ছোট প্রেস—আমরা আমদানী করিয়াছি এবং আমাদের এখানে নমুনা দেখিতে পারেন। ইহার প্রত্যেকটীর দ্বারা অতি অল্প মূলধনে বেকার যুবকেরা মাসে অন্ততঃ ৫০টী টাকা আয় করিতে পারেন। অথচ মূলধন ৫০৲ টাকা হইতে দুই শত টাকার মধ্যে মাত্র প্রয়োজন। আপনার প্রস্তাবানুযায়ী আরও অনেক কল আনিবার জন্য লেখালিখি করিতেছি। কল গরীব এবং মধ্যবিত্ত যুবকদিগের সাধ্যায়ত্তের মধ্যে অল্প মূলধন নিয়োগ দ্বারা যাহাতে ছোট ছোট কুটীর-শিল্প স্থাপন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় আছি।

৩। আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেছেন Bros Partners Ld.,এবং Leslie, Marshall Planters Stores, Ahmuty কোম্পানী প্রভৃতি দোকানে লিখিলেই মূল্য তালিকাদি পাইবেন।

৪। কলিকাতায় অনেকগুলি কারখানা আছে যেখানে এই সব তৈয়ারী হয়; শিখিতে গেলে তাহাদের কারখানায় এপ্রেন্টিস্ হইয়া ঢুকিতে হয়। এ সকল তৈয়ারী করার কারখানা স্থাপন করিতে বহু টাকার প্রয়োজন—দুই একজনের ক্ষমতার অতীত।

৫। সুতার মহাজনদিগের তালিকা:—

Indo Trading Co., 11 Clive Row.

Jaharlall Pannalall & Co.,
134, Canning St.

Jaitha Muljee & Co.,
2, Lucas Lane

Japan Cotton Trading Co.,
D-3 Clive Buildings
K. Paul & Co., 81, Clive Street.
Symington Cox & Co. Ld.,
4 Mission Row.

রংয়ের মহাজনদের নামঃ—
K. Banerjee, 133 Canning St.
Indian Industrial & Importers Alliance, 21, Canning St.
G. C. Laha, 1, Dharamtala St.
P. Mukherjee & Co.,
29-32 College St. Market.
Nagindas S. Parekh,
5 Pollock Street.
P. K. Vyas & Co., 4 Dand Joseph Lane.

৬। সতীশ বাবুর ঠিকানাঃ—
Sj Satish Ch. Ghose,
C/o S. P. Seth, Esq.,
62 Bambalapitiya, South Colombo.,

## ৪নং পত্র

মাণ্যবরেষু—

আপনারা মুরগীর ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন, তা পড়ে বিশেষ প্রীত হলাম। আমার অনেক দিন হ'তে এই ব্যবসায় করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কারও কাছে পরামর্শ করবার সুবিধে না পেয়ে আমার বাধ্য হয়ে এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। আমি এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করতে মনস্থ করেছি। আশা করি, আপনারা আমার সময় সময় কিছু কিছু পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন। আমাকে অনুগ্রহ করে Iunbator ও Brooder এর কত দাম ও মুরগীর অন্যান্য আবশ্যকীয় খবর জানাইলে বিশেষ উপকৃত হ'ব। Brooder ও Incubator কোথায় পাওয়া যায় Address দিতে ভুলিবেন না। ডাক টিকেট দিলাম।

বিনীত

শ্রীনীহার কুমার পালচৌধুরী

## ৪নং পত্রের উত্তর

গত ৯ মাস ধরিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপে মুরগীর ব্যবসায় করা যায়, তাহা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখনও উহা আরও কয়েক মাস বাহির হইবে। এই সকল কপি পড়িলেই আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় ছাড়া আরও অনেক জিনিষ জানিতে পারিবেন।

Incubator ও Brooder এখানে Leslie & Co. বিক্রয় করেন। আমরাও বিক্রয় করি। আমাদের দাম ১২৫৲ টাকা। উহাদের দাম কত সেখানে জানিবেন।

## ৫নং পত্র

মহাশয়,

(১) পাট হইতে সূতা বাহির করিবার কলের কথা ভাদ্র সংখ্যাতে লিখিয়াছেন; ঐ কলটার দাম কত? উহা আমাদের চলিতে পারে কি?

(২) শামুক ও বেঙের মাংস বিক্রী করিতে হইলে কোন্ দোকানদারের কাছে বিক্রী হয়? তাহাদের নাম প্রকাশ করিবেন।

(৩) মুরগীর ডিম ফুটান ও যাবতীয় ব্যাপার—ঐ কলের দাম কত?

(৪) কাঁচের সার্সি প্রস্তুত করিতে হইলে কিরূপে করিতে হয়?

শ্রীপদ্মলোচন দাস
গ্রাহক নং ৩৭২৮

### ৫নং পত্রের উত্তর

১। আমাদের এখানে পাওয়া যায়, দাম ত্রিশ টাকা, বেশ কাজ হয়।

২। কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয়।

৩। ১২৫৲ টাকা

৪। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভবিষ্যতে বাহির হইবে।

### ৬নং পত্র

আমাদের ১৮২০ নং গ্রাহক শ্রীযুক্ত বি, এন, সোল টিউব ওয়েল খননকারী কয়েকটী কার্ম্মের নাম চাহিয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে পত্র দিয়াছেন। আমাদের বাংলা কাগজ, সুতরাং বাংলায় লিখিলে উত্তর দেওয়া সহজ হয়। আশা করি, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে বাংলাতে পত্র লিখিয়া আমাদের সাহায্য করিবেন।

### উত্তর

1. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ltd.,
15 College Square.

2. Limye Brothers,
5 Pollock St.

3. Indian Sanitation Tube Well Co.
264/B Bowbazar St.

4. Messrs. Burn, & Co. Ltd.,
Howrah.

### ৭নং পত্র

মহাশয়,

আপনার মাসিক পত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' প্রথম সংখ্যা একখানা কিনিয়া পাঠে বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইলাম। আশা করি, এরূপভাবে প্রবন্ধাদি লিখিলে ও ব্যবসায়ের সন্ধান দিতে পারিলে, আপনার পত্রিকাটী স্থায়ী হইবে, ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান আপনাকে এইরূপ ভাবে সমাজ-সেবা করিতে মানসিক বল প্রদান করুন।

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার "আর্থিক উন্নতি" নামে একটি ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের মত গরীব অল্প পুঁজিওয়ালা লোকের জন্য কোন সন্ধান দিতে পারিবেন বা দিবেন বলিয়া আশা করি না; অন্ততঃ প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে। দশ বিশ হাজার হইতে দশ বিশ লাখ পর্য্যন্ত মূলধন বিশিষ্ট ধনীদের জন্য উহা উপকারে আসিলেও আসিতে পারে। আমাদের মত ২০০৲, ৫০০৲, ১০০০৲, ২০০০৲ টাকা পুঁজি-ওয়ালা লোকের বোধ হয় বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। যেহেতু আমাদের প্রথমে অল্প মূলধন লইয়া ছোট ছোট কারবার করিয়া পরে বড় কারবারের চেষ্টা করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমি আপনার পত্রিকাকেই অধিকতর উপকারী বলিয়া মনে করি।

আমি এখানে প্রায় একবৎসর হইতে চাউলের ব্যবসায় করিতেছি। অনভিজ্ঞতার জন্য কিছু লোকসান দিয়াছি। এসময় আপনার পত্রিকা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইব, এরূপ আমার বিশ্বাস।

যেহেতু আমি মুসলমান ও আমাদের দেশে হাঁস মুরগী সস্তা, সেই জন্য অনেক দিন হইতে হাঁস মুরগী আমদানীর ব্যবসায় করিব বলিয়া মনে করিতেছি। শুধু কোথায় বেচা কেনা করিতে হয় ইহার সন্ধান জানিনা বলিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যাহা হউক, যদি আপনারা এ কার্য্যের ইঙ্গিত কিছু কিছু দিতে পারেন, তবে আমি বিশেষ অনুগৃহিত হইব। এ কার্য্যের জন্য জমি বা বাগান বাড়ী কেনা দরকার হইবে। যদি দরকার হয়, তবে কম পক্ষে কতটুকু জমি হইলে চলিতে পারে জানাইতে আজ্ঞা হয়।

সেই জমি বা বাগান বাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্যে কোথায় আপনাদের সন্ধানে আছে কিনা জানাইতে আজ্ঞা হয়। কত টাকার মধ্যে ঐরূপ জমি যোগার করিয়া দিতে পারেন এবং আপনাদের পারিশ্রমিকই বা কত দিতে হইবে খোলাসা লিখিলে বাধিত হইব।

বাঙ্গালি আমরা ( হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যাহারা বাঙ্গালায় সাত পুরুষ হইতে আছি ) নিজগৃহে "পরবাসি" হইয়া আছি। আর বাঙ্গালার বাহিরের লোক আসিয়া আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া আমাদেরই রক্ত শোষণ করিতেছে, ইহা আমাদের আজ কাল অসহ্য কষ্টদায়ক হইয়া উঠিতেছে। আশা কার, আপনারা বঙ্গবাসীর চোখের পরদা সরাইয়া যথার্থ আলোকে আনয়ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সমাজের যথার্থ হিতসাধন করিয়া সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

বিনয়াবনত—
মোহাম্মদ ইব্রাহিম,
৩নং বেলেঘাটা মেইন রোড,
কলিকাতা।

## ৭নং পত্রের উত্তর

মুরগীর ব্যবসায় সম্বন্ধে ধারাবাহিক যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা পড়িলেই সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমাদের হাতে পাঁচ হাজার টাকায় ২টী সুন্দর বাগান আছে। একটী বালীগঞ্জে এবং অপরটী বেহালায়। যদি আপনার দরকার হয় তবে আমাদিগের নিকট আসিলে সকল ব্যবস্থা করিতে পারি।

## ৮নং পত্র

আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকা মাদৃশ গরীব লোকের কতদূর উপকার সাধনে ব্রতী হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

আমাদের দেশটী একেবারে নদীমাতৃক দেশ না হইলেও নদী বিল, ডোবা ইত্যাদির সুবিধা আমরা ভোগ করিয়া থাকি। আমি জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিলেও আমার মনপ্রাণ সাধারণতঃ ব্যবসায়ের দিকে লাগিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমি আপনার নিকট জানিতে চাই যে **বড় ও মধ্যম ধরণের** কুমীরের আসল চামড়া প্রত্যেকটী খুব কম পক্ষে কত টাকা দরে বিক্রীত হয়, এবং কোন্ কোম্পানী তাহার খরিদ্দার আছেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে পল্লীগ্রামে বিনা মূলধনের একটা বিশাল ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত হয়। চেষ্টা করিলে আমরা আসল কুমীরের চামড়া সংগ্রহ করিতে পারি।

একান্ত বিনীত—
শ্রীমুনসী মহম্মদ আরবআলী,
শঙ্কর বাটী,
পোঃ রাজারামপুর,
জেলা মালদহ।

## ৮নং পত্রের উত্তর

আসল কুমীরের চামড়াব কোনও প্রচলিত বাজার দর নাই। চামড়া কত বড়, কিরূপ অবস্থায় ট্যানারীতে আসিয়া পৌঁছিল, চামড়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিনা ইত্যাদির উপর দাম নির্ভর করে। কুমীরের চামড়ার দ্বারা সুটকেস্ তৈরী হয়। জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি যাহাতে নরম চামড়ার দরকার ইহাদ্বারা তাহা হয় না। সুটকেসের উপযোগী কুমীরের চামড়া এক একটা দশ টাকা হইতে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় হয়। আপনারা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে সুখী হইব। মাল আমরা কাটাইয়া দিব জানিবেন।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

## বিবিধ শস্য

সরিষা কাজলা হুমকা কানপুর ৮৸০—৯।০
ঐ সেতি ১০৲—১১৲
ছোলা বা বুট, পাটনাই ৫।০—৫॥৶০
ছোলা সহরের ৫৲—৫৵০
ছোলা দেশী ৪॥০—৪৸৶০
মাস কলাই, দেশী ৫৲—৫॥০
ঐ পাটনাই ৬৸৶০—৭৲
মুসুরী কলাই, দেশী ৪॥০—৫৲
ঐ পাটনাই ৫৲—৫॥০
কালী কলাই ৬৵০—৬।০
মুগ সোনা নূতন ১১॥০—১২৲
মুগ কৃষ্ণ দেশী —৭॥০
মুগ পশ্চিমে হালি ৭৲—৭৸০
সিঙ্গাপুর মুগ ৮৲
মটর সাদা ৫।০—৫॥০
মটর সবুজ ৪৸০—৫৲
মটর গুলি ৩৸০—৪॥০
অড়হর দেশী ৫।৵০—৫॥৵০
ঐ কানপুর ৬।০—৬॥০
ঐ বৈদ্যনাথ ( নূতন ) ৬॥০
খেসারি নাগপুরে গোটা ৩।০—৩॥০
ঐ পাটনাই ৪।০—৪॥০
ঐ দেশী ৩৲—৩।০
যব পাটনাই ৪৲—৪৵০
কে সি বসুর পারল বার্লী ১৭৲
তিসী ঝাড়া ( শতকরা ৫৴ খাদ ) ৭৷৴০
গম জামালপুর ( শতকরা ৭॥০ খাদ ) ১০৲
ঐ শিবগঞ্জ দুধে ( ৫৴ খাদ ) ...
ঐ কানপুর দুধে ( ৫৴ খাদ ) ৬॥০
ঐ বক্সার দুধে ( ঐ ঐ ) ৮৸০
ঐ গঙ্গাজলি ( ঐ ঐ ) ৭॥০—৮৲
পোস্তদানা ( শতকরা ঝাড়া ৫৴ খাদ ) ৯॥০—১১৲
তিল নাগপুরে সাকি ( শতকরা ৫৴ খাদ ) ১২৲
তিলসফেদ ... ১৮৲—২০৲
তিল কাট ... ১০৲
তিল কৃষ্ণ .. ১২॥০
রেড়ী দেশী ... ৫৲—৫॥৵০
ঐ মাদ্রাজী ... ৬॥০—৭৲
হরীতকী ... ২॥৵০—৩।০
ঐ ভাঙ্গা ৫৵০—৫।০
মাটবাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৵০ খোসা ছাড়ান ৯৸৵০
তেঁতুল ৯।০—১১৲
শীমুল তূলা কলদ্বারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা ৪৯৲—৫০৲
খোলা ও বীজ সহিত দেড়মণিবস্তার মূল্য ২৭৲—২৮৲

## চাল

বালাম নূতন ৮৷৴০—৯॥০
ঐ পুরাতন ৯৲—৯।০
সীতা ৮।০—৮৸০
কাজলা বা কুলী ৫৲—৬৲
পাটনাই আতপ পুরাতন ৯॥০—১০৲
ঐ সিদ্ধ ৭৲—৭।০
রেঙ্গুনে আতপ ৬৸০—৭৲
বাঁক তুলসী ৯৲—৯॥০
নাগরা ৭৲—৭।০
চিনি শকর ১০৸০—১২৸০
রাড়ী ৭৲—৭।০
দাদাখানী ৯॥০—৯৸০

## ডাল

অড়হরের ডাল কাণপুর ৮৸০—৯৲
ঐ দেশী —৮৲
খেসারির ডাল ৫৲—৫।০
ছোলার ডাল ৬।০—৬॥০
মুসুর ডাল দেশী ৬॥৴০—৬॥০

# পান

সংস্কৃত তাম্বুলম্ হইতে পনম্ পান ইতি ভাষা। অস্য গুণাঃ কটুত্বম্, তিক্তত্বম্, উষ্ণত্বম্ মধুরত্বম্ ক্ষারত্বম্ কষায়ত্বম্। বাত, কৃমি, কফ, দুঃখদোষ-নাশিত্বম্। কামাগ্নি-সন্দীপনত্বম্। স্ত্রী সম্ভাষণভূষণত্বম্ ইত্যাদি-রাজবল্লভ।

আয়ুর্ব্বেদেও পানের অপরিসীম গুণ দৃষ্ট হয়। অনেক রোগে কবিরাজ মহাশয়েরা অনুপানে পানের রস ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। হিন্দুর দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে, বহু পর্ব্ব ও ধর্ম্ম কার্য্যে, পানের প্রভূত ব্যবহার আছে। মুসলমানেরা পান ও আতর দিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। আহারের পর তাম্বুল ব্যবহার করেন না এরূপ লোক কি হিন্দু কি মুসলমান সব সমাজেই অতি বিরল।

## পানের গুণ

রুচিকারক, সারক, মুখদোষনাশক, বলকারক কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক। অধিকমাত্রায় পান খাইলে শরীরস্থ ত্রিদোষ কুপিত হয়। পরিপাক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং বলের হ্রাস হয়। রক্তপিত্ত রোগী—যাহার মুখদিয়া রক্ত উঠে, তাহার পান খাওয়া উচিত নহে। পানের ডগা, শির ও বোঁটা বাদ দিয়া পান খাওয়া উচিত। পচা ঘায়ে পান বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষত শীঘ্র পুরিয়া উঠে ও বাড়িতে পারে না। পানের রস রাতকাণা লোকে চক্ষে দিলে রাতকাণা ভাল হয়। আমাদের দেশে আহারের পর যোয়ান লবঙ্গ ইত্যাদি মসল্লা সহযোগে পান খাওয়ার প্রথা আছে; তাহা হজমশক্তির সাহায্য ও মুখের বিরসতা নাশ করিবার পক্ষে সুন্দর ব্যবস্থা।

## জাতিভেদ

পানের নানা জাতি আছে, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আকৃতি ও স্বাদের পার্থক্য পত্রে যথেষ্ট বিদ্যমান। কলিকাতার বাজারে, মিঠা পান, ছাঁচি পান, দেশী পান ও কস্তুরী পান দেখিতে পাই। দেশী পান আবার রংপুরী, যশুরে ও বারুইপুরী নামে জন্মস্থানানুযায়ী পরিচিত। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার পান আমরা দেখিতে পাই, উহা বাড়ীর প্রাচীর বা আম কাঠাল জাম ইত্যাদি গাছে আরোহী লতা রূপে আশ্রয় করিয়া থাকে—উহাকে গাছ পান বলে। বারুজীবীরা বরোজে ইহার আবাদ করে না।

## মিঠা পান

ক্ষেত্রজ, রং একটু ফর্সা এবং শ্বেত আভাযুক্ত, সুস্বাদু এবং লালা বর্দ্ধক, ইহার একটী সুগন্ধ আছে; পাতা একটু পুরু, চর্ব্বণে মুখ সরস হইয়া থাকে। মিঠা পানই পানের রাজা, মূল্যও অধিক। ইহার জন্মস্থান মেদিনীপুর, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ।

## ছাঁচি পান

ইহাও চর্ব্বণে উত্তম সুগন্ধযুক্ত অনুভব হয়; আকারে ও বর্ণে সাধারণ পানের ন্যায়। পার্থক্যের মধ্যে পত্রের নিম্নে সূক্ষ্ম কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা বা শিরা দৃষ্ট হয়। ইহাতে মুখের সরসতা বর্দ্ধিত করে। কিন্তু চর্ব্বণে ওষ্ঠের রঞ্জরাগ বৰ্দ্ধিত হয় না।

## কর্পূর পান

দেখিতে আকারে ও বর্ণে মিঠা পানের ন্যায়; কেবল কর্পূরের গন্ধবিশিষ্ট। ইহার জন্মস্থান মধ্য প্রদেশ।

## দেশী পান

উল্লিখিত ত্রিবিধ পান ব্যতীত বাজারে আমরা যে পান দেখি, তাহাদের নাম **দেশী পান**। কেবল কয়েক প্রকার সামান্য বিশেষত্ব লইয়া ইহার মধ্য হইতে রংপুরী যশুরে, বারুইপুরী ইত্যাদি নামে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এবং উহাদিগকে সেই বিশিষ্টতার জন্য পৃথক জাতীয় বলা হয়। ইহারা সকলেই বরোজে জন্মে। সাধারণ দেশী পান হইতে রংপুরী পানের পার্থক্য এই যে, ইহা ক্ষুদ্রাকার, পাতা পুরু এবং সহজে খিলি করা যায় না। যশুরে পান বৃহদাকার, পাতলা পাতা এবং বর্ণে কৃষ্ণাভাযুক্ত। বারুই-পুরের পানের বিশিষ্টতা আকারে বা বর্ণে ধরা যায় না। পাতাগুলি অল্প পুরু অথচ কোমল, বেশ খিলি করা যায়, এবং চর্ব্বণের পর আদৌ ছিবড়া থাকে না। অন্য দেশী পানে ছিবড়া থাকে। ওষ্ঠ-রাগ বর্দ্ধন ও মুখ সরস করাই দেশী পানের বিশিষ্টতা। পান মাত্রেই সুখী লতা, ইহারা বেশী রৌদ্র ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই বরোজে ইহারা বর্দ্ধিত হয়।

## গাছ পান

গাছ পানের পাতাও পুরু, মচ্‌মচে এবং ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া ভাল খিলি হয় না। ইহার বল্লরী আম কাঁঠাল প্রভৃতি বড় গাছ বা ইষ্টক প্রাচীরের পার্শ্বে রোপন করিতে হয়। বৃক্ষ বা প্রাচীরের মূল হইতে ২।২॥ হাত দূরে এক হাত গভীর খাত করিয়া পৌষ বা মাঘ মাসে ছাই এবং গোবর সার দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবে, এবং পরে বর্ষার সময় চারা সংগ্রহ করিয়া, ঐখানে এক পোয়া সরিষার খৈল দিয়া রোপন করিবে। যদি বৃষ্টি বন্ধ থাকে, তবে কয়েক দিন মূলে জল দিবে। ইহার "ডগা" বসাইয়া গাছ হয়; পুরাতন মূল হইতেও স্বাভাবিক চারা পাওয়া যায়, এই চারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ডগা বা চারা বসাইয়া তাহার মূলে জল দিয়া মৃত্তিকার রন্ধ্র বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন চারার গোড়া শুষ্ক না হয়। এইরূপে দুই তিন সপ্তাহ অতীত হইলে নূতন শিকড় ছাড়িয়া বর্দ্ধিত হইয়া যখন গাছের নূতন পাতা ছাড়িয়া গাছ লতাইয়া যাইবে, সেই সময়ে চারি পাঁচ খানি কঞ্চি একত্রে তাড়ি বাঁধিয়া চারার মূল দেশ হইতে অবলম্বন-বৃক্ষ বা প্রাচীরের গাত্রে হেলাইয়া রাখিয়া অতি কোমল ধীর হস্তে লতাটি কঞ্চির আটির গাত্রে রাখিয়া তৃণ বা পাটের দ্বারা খুব আলগা করিয়া আট সহ বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ বাঁধিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, লতাটা যেন মাটিতে পড়িয়া না যায়। পরে ঐ কঞ্চির সাহায্যে লতা ক্রমে স্বীয় আশ্রয়-তরু-অবলম্বন

করিয়া ইঁদুরের নখের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম শিকড় বাহির করিয়া গাছের ত্বক জড়াইয়া থাকে; লতা ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। গাছের উপর উঠিয়া লতা বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ পাতায় পূর্ণ হইয়া যায়; এই পাতার নামই পর্ণ বা পান। আম কাঁঠাল জাম ইত্যাদি গাছের উপরে গিয়া পান ধরে বলিয়া লতা যে একেবারে পান শূন্য হয় তাহা নহে। পান তুলিবার সময় এ বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন লতাই যেন একেবারে পত্র শূন্য না হয়। বিশেষতঃ লতার অগ্রভাগের কচি কচি পাতাগুলি রাখিয়া দিতে হইবে। মূল ও মধ্যদেশে যে সুপক্ক পাতা পাওয়া যাইবে তাহাই ভাল পান।

গাছ একবার লাগিয়া গেলে উহার পালন ও পোষণ জন্য যে কোনও তদ্বির নাই, তাহা নহে। ফলে যত কাল লতা জীবিত থাকিবে, ততদিন বর্ষে বর্ষে গোড়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে জল সেচন এবং বর্ষার প্রারম্ভে সার প্রদান কর্ত্তব্য। বৃক্ষের নিম্নস্থ পানের লতায় শীতকালেও প্রভূত জলের দরকার হয়। পান গাছের গোড়া ভিজা থাকা প্রয়োজন। লতা যত দীর্ঘজীবী হইবে পানও তত বেশী এবং ভাল হইবে। আমি ২০ বৎসরের একটী পান লতা দেখিয়াছি; সেই একটী গাছেই সেই গৃহস্থের পানের কার্য্য চলিত।

এই গাছপানের আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে, ইহারা আশ্রয় দাতা তরুর কোনও অপকার করে না। কেবল আশ্রয় মাত্র গ্রহণ করে এবং বৃক্ষ শাখার উপর নির্লিপ্ত ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। একারণ আশ্রয় দাতা বৃক্ষের শাখা পল্লব ফুল ও ফলের কোন ক্ষতি করে না। কেবল মাত্র লতার গ্রন্থি সম্ভূত শিকড় সকল বৃক্ষ কাণ্ডের পরিত্যক্ত-প্রায় জীর্ণ শীর্ণ ত্বক-সন্ধি এরূপ দৃঢ় ভাবে ধারণ করে যে বায়ুভরে চালিত বা অন্য প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও সহসা যেন স্থান চ্যুত না হয়।

## ক্ষেত্র নির্ব্বাচন

কালো রং এর দোঁয়াশ মাটি পান চাষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমি। পানের জমি উচ্চ হওয়া আবশ্যক, যেন জল দাঁড়াইতে না পারে। কিন্তু লাল রংএর বালু দোঁআশ জমিতে মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ মিঠা পান হইয়া থাকে। পানের জমি সর্ব্বদা সরস থাকা প্রয়োজন। অমিশ্র কোমল মাটি পানের বিশেষ উপকারী। এই জন্য কেহ কেহ পাক্‌মাটি প্রভূত পরিমাণে দিয়া থাকেন।

## সময় নিরূপণ

ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসে পান রোপন করা যায়। একারণ কার্ত্তিক ও মাঘ মাস হইতে অর্থাৎ ৫।৬ মাস পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র পতন বা জমির পরিপাট্য সাধনের কার্য্য করিতে হয়। মাটিতে খোলা চারা কচ্চর তৃণ মূল ইত্যাদি কিছুই থাকিতে দিবে না।

## বীজ বা চারা প্রস্তুত করণ

পানের "ল" বা "ডগা" হইতে চারা উৎপন্ন হয়। ইহা আর কিছু নয়। বর্ষার জল পাইয়া পান গাছের গ্রন্থি সমূহ হইতে যে পানি বা শাখা বহির্গত হয় তাহার নাম ল বা ডগা। বারুজীবের চারা সংগ্রহের ইচ্ছা না থাকিলে ঐগুলি নষ্ট করিয়া দেয়।

কারণ ঐ গুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পানের পাতা ছোট হইতে থাকে। নূতন বরোজ করিবার প্রয়োজন হইলে ঐ ল বা ডগা মাটি চাপা দিয়া চারা করিয়া লওয়া হয়। আবার অনেকে পুরাতন গাছ (মূল লতা) খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপন করিয়াও চারা তৈয়ার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঐ খণ্ড গুলিকে মাটিতে পচাইয়া তদুপরি অল্প অল্প মাটি চাপা দিয়া চারা বাহির করিয়া লইয়া থাকেন। এই চারাকে বোসি চারা বলে। ইহাই উৎকৃষ্ট চারা।

## রোপন প্রণালী

পান ক্ষেত্র বা বরোজের উপরি ভাগ হইতে চারা কঙ্কর তৃণমুল ইত্যাদি দুর করিবার জন্য আবশ্যকতা অনুসারে ২।১ ফুট মাটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ৪ ফিট্ অন্তর পিনি বা সারি করিয়া প্রত্যেক পিনিকে অন্ততঃ ৬।৭ ইঞ্চ প্রসর করিবে এবং উহার মধ্যস্থিত মাটি ধূলির মত করিতে হইবে। এই সময়ে বিঘা প্রতি ১০ মণ সরিষার খৈল দিলে উত্তম হয়; কিন্তু আমি পুষা পরীক্ষা ক্ষেত্রে ৫৲ মণ পাক মাটি চূর্ণ ও ৫৲ মণ রেড়ির খৈল দিয়াছিলাম। এই পিনির ভিতর সুস্থ ও সবল তেজী চারা লাগাইতে হইবে। প্রতি ৬।৭ ইঞ্চ অন্তর দুইটী করিয়া চারা পিনির দক্ষিণ ও বামে বসাইতে হইবে। এইরূপ শৃঙ্খলানুযায়ী পান বসান হইয়া থাকে। গারার গোড়া বেশ করিয়া চাপিয়া মাটি দিবে, গোড়ায় যেন ছিদ্র না থাকে; তারপর জল দিয়া মূল দেশে বায়ু প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। আষাঢ় মাসের রোপিত চারায় বৃষ্টির জল পায় বলিয়া অনেকটা শ্রমের লাঘব হয়; কিন্তু তাহাতে পান ভাঙ্গিবার জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। আর ফাল্গুন মাসের রোপিত চারাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জল সেচন করিতে পারিলে আষাঢ় মাসেই পান তুলিবার সময় হয়। এই পানকে নূতন পান বলে।

## বরোজ

পানের ক্ষেত্র ঘেরা এবং আচ্ছাদন যুক্ত হয় বলিয়া উহাদের নাম বরোজ। প্রবল ঝড়ের এবং রৌদ্রের প্রভাব হইতে গাছ গুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। চতুর্দ্দিকের ঘের বা বেড়া শক্ত হওয়া উচিত; নতুবা গরু ছাগল ইত্যাদি হইতে রক্ষা করা অসম্ভব। সাধারণ বেড়ার মত বরোজের বেড়া হয় না; প্রবল বায়ু রোধ এই বেড়ার উদ্দেশ্য। একারণ বেড়া ঘন হওয়া উচিত। সাধারণতঃ গুপারির বোগো, খেজুরের পাতা, তালপাতা, নল, পাটকাঠি, কঞ্চি ইত্যাদিতে বেড়া হয়, এবং প্রতি এক ফুট অন্তর শক্ত বংশখণ্ড, অন্য কোন সরল কাঠ গরান দিবে, ধকে বা লৌহ দণ্ডের আশ্রয়ে বেড়াকে শক্ত করা হয়। উপরে ছায়া মণ্ডপ বা বিচাল নির্ম্মাণ করা হয়। তজ্জন্য বেড়ার শক্ত খুটার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লম্বা লম্বা বাখারী এপার ওপার করিয়া সাজাইবে। প্রত্যেক বল্লরী বা পান গাছের মূলের কাছে ত্রিপদীর ন্যায় বাখারী বা গরানছিট্ আশ্রয় দণ্ড প্রোথিত করিবে। এই গুন গাছের এবং বিতানের বা ছাউনীর উভয়ের আশ্রয় হইবে। ঐ ত্রিপদিগুলির মধ্যে প্রত্যেক বল্লরীর জন্য সরু সরু কঞ্চি বা পাটকাঠি নির্ম্মিত পৃথক আশ্রয় থাকিবে। নল, খড়ি ইত্যাদি গুল্মদ্বারা যেমন বেষ্টন করা হয় তেমনি লম্বা বাখারীর পূর্ব্ব

কথিত পাড়ের উপরে সাজাইয়া বাঁশের বাটা ঘন ঘন বাঁধিয়া তদুপরি কেশে বা উলুখড় পাতলা করিয়া বিছাইয়া, ছাউনি করিবে। এমন ভাবে বিছাইবে যেন মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়া অল্প রৌদ্র ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, এই ছাউনী সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হওয়া দরকার, নতুবা বাতাসে উড়িয়া যাইবে। ছাউনি ক্ষেত্র হইতে এত উচ্চ হওয়া দরকার যেন উহার মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত চলে অর্থাৎ ৫ হাতের কম না হয়। অনুচ্চ হইলে যাতায়াতের অসুবিধা এবং লতাকে উত্তমরূপে বর্দ্ধিত করিবার পথে বাঁধা প্রদান করাও হয়। সুতরাং বিতান একটু উচ্চ হওয়াই আবশ্যক। মঞ্চ নিম্ন হইলে কোন মতে কার্য্য চলিবে না। তাহাতে প্রথম বাধা ক্ষেত্রপালের যাতায়াতে ব্যাঘাত; দ্বিতীয় বাধা লতা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতে না হইতে তাহার পরিবর্ত্তনে বাধা পড়িবে; কারণ অপর লতার ন্যায় পানের লতাকে স্বেচ্ছানুরূপ ও স্বাভাবিক রূপে বিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। লতাটিকে উর্দ্ধভাগের মঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়িতে দিবে। উহার অগ্রভাগ মঞ্চ স্পর্শ করিলেই লতার আগায় বিবেচনা মত পাতা রাখিয়া উহার মূল ও মধ্য দেশ হইতে পাতা ভাঙ্গিবে। ধীর ও কোমল হস্তে নিস্পত্র লতাটিকে তাহার আশ্রয় দণ্ড হইতে নিম্নে পাতিত করিয়া, দাঁড়া বা আইলের উপর পাশাপাশিভাবে গোল চক্রাকারে সর্প কুণ্ডলীর ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সাজাইয়া রাখিবে ও বিস্তৃত পরিমাণ অথবা তাহার অধিক লতার সর্ব্বাগ্রভাব পত্রপুঞ্জ সহ অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বস্থাপিত পুরাতন বা আবশ্যক হইলে নূতন দণ্ড স্থাপন করিয়া ঐ দণ্ড গাত্রে লতার অগ্রভাগ সংযোজিত ও সংবদ্ধ করিয়া দণ্ডের মূলদেশে ও সন্নিকটে মৃত্তিকার উপর লতার যে অংশ সরল ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিবে, তদুপরি পুনরায় বিশুদ্ধ দোআঁশ মৃত্তিকাচূর্ণ সরিষার খৈল সহযোগে স্থাপন করতঃ উভয় হস্তে সজোরে চাপিয়া জল শেচ দ্বারা মাটির ছেঁদা (বন্ধ) বন্ধ করিয়া দিবে। লতা ও পত্রে অল্প অল্প জলের ছিটা দিবে। লতা মূলে আলগা মাটির উপর জল শেচনকালে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে মাটি ধুইয়া লতার বাহিরে না পড়ে, বা জলের পতন বেগে মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া কিছু মাত্র মাটি সরিয়া না যায়। এইরূপ যথা ক্রমে লতাটী স্থাপিত হইলে ঐ নূতন প্রদত্ত মৃত্তিকা মধ্যে শিকড় বাহির করিয়া, গাছ পুনরায় নূতনত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদিও নূতন চারা বসানের ন্যায় সমুদয় পাইট পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, কিন্তু লতার অগ্রভাগকে পুরাতন লতা হইতে কর্ত্তন বা বিচ্ছিন্ন করিবে না। বিচ্ছিন্ন করিলে চারা বাঁচিতে পারে বটে, কিন্তু নূতন বরোজের ন্যায় ঐ চারা সতেজ হইতে বহু বিলম্ব ঘটে। লতা কুণ্ডলীকৃত করণ কার্য্য বৎসরে দুই বার অর্থাৎ আষাঢ় ও ফাল্গুন মাসে করিতে হইবে। ইহাতে ক্ষেত্রস্বামীর অর্থাগমের ক্ষতি বা সঙ্কোচ ঘটে না, কারণ যখন বরোজের এক অংশের পাইট চলিতে থাকে, তখন অপর অংশের পত্র চয়ন সম্পূর্ণ চলিবে। বরোজের কার্য্য সম্পাদনের কার্য্য অসম্ভব ও অনাবশ্যক। বারুইকে সকল সময়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সুবুদ্ধির সহিত বরোজ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে নিরত থাকিতে হইবে যেন কোন স্থানে একটী মাত্র তৃণ অঙ্কুরিত হইতে না পারে। অধিকন্তু পান তোলা, লতামূলে জল সেচন বায়ু তাড়িত ভূপতিত লতার উদ্ধার ও তাহাকে যথাস্থানে স্থাপন, চূর্ণ খৈল নিক্ষেপ, চারার মূল শিথিল ও মৃত্তিকার অভাব হইলে, তাহার পূরণ, অপ্রয়োজনীয় পুরুণ

প্রয়োজনীয় নূতন চারা গজাইলে তাহার সংহার খোলা, ইষ্টক, কঙ্কর, অস্থি, কাষ্ঠ খণ্ড ক্ষেত্র হইতে অপসরণ তাহার নিত্য কার্য্য। সময়ে সময়ে নিড়ানি দ্বারা চারার মূল দেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া শিথিল করিয়া দেওয়াও প্রয়োজনীয় কার্য্য। উপরিউক্ত রূপে সযত্নে সার প্রদান ও পাইট রাখিতে পারিলে একটী বরোজ ত্রিশ বৎসর স্থায়ী হইতে পারে। ১ম বৎসরের পর হইতে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়িতে থাকে। পানের বরোজের স্থান বিশেষে চই, চুপড়ি আলু, শাক আলু, পুই, ডাঁটা, ওল, মানকচু, উচ্ছে, পটল ও সুপারি বৃক্ষ চারিধারে রোপিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই জমির খাজানা অনেক স্থানে শোধ যায়। এইরূপ কৃষিতে বরোজের কোন অনিষ্ট হয় না।

## সার কথন

বাঙ্গালা দেশের বারুজীবীরা কেবল মাত্র সরিষার খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রথম বর্ষে বিঘা প্রতি ৪/ মণ পরে বাড়াইতে বাড়াইতে বিঘা প্রতি ৪০/ মণ খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু যদি বিঘা প্রতি ৪/ মণ বোদ মাটি অর্থাৎ পাকা পাক্ মাটি শুকাইয়া চূর্ণ করতঃ ব্যবহার করেন, তবে বিঘা প্রতি ৫/ মণ সরিষার খৈল হইলেই যথেষ্ট হইবে। কৃষিবিজ্ঞানে আমরা বিঘা প্রতি ৫/ মণ খৈল, ৪/ মণ পাক্ মাটি, ১/ মণ ঘুঁটে চূর্ণ এবং অর্দ্ধমণ সোরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার বলিয়া বিবেচনা করি। যে যে স্থানে পোকার উপদ্রব আছে বা পান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, আমি সেই সেই স্থানে একপ্রকার মিশ্র সার প্রদানে বিশেষ ফল পাইয়াছি। এক বিঘা জমিতে ২০৲ টাকা মূল্যের ঐ সার প্রদানে বহুল পান হয়, এবং কোনরূপ পোকা ধরে না।

## তদ্বির

অন্যান্য কৃষির ন্যায় পানেও যথেষ্ট বাধা বিঘ্ন আছে। পান লতা গ্রীষ্মকালে অধিক রৌদ্রের জন্য খারায়, বর্ষাকালে বেশী জল বসিলে মরিয়া যায়, তৃণভোজী গো মেষ ছাগাদি পশুতেও অনিষ্ট সাধন করে, শৃগাল কুকুর বরোজ মধ্যে প্রবেশ করিলে লতা ছিন্ন, পত্র ভঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, সজারু, কাঠবিড়ালি, লাপা ও ইন্দুর ও পানের ক্ষতি করে, আর উচ্চিংড়ে, ঘুরে ঘুরে, সময়ে সময়ে পঙ্গপাল ও ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে এই সকল প্রতিকারের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আর পানে ধসা লাগা এবং নানাবিধ পোকা সর্ব্বদাই দেখা যায়; বিশেষতঃ গত ৫ বৎসর হইতে সমগ্র বাংলায় এক প্রকার পোকা লাগিয়া পানের বংশ নির্ব্বংশ করিতেছে। ধসা লাগা বা যে কোন প্রকারের পোকাই হউক না কেন, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঘুঁটের ধুয়া দিতে পারিলে পোকা লাগা নিবারিত হয়, এবং ঘুঁটের আগুনের উপর একটী পাত্র বসাইয়া উহাতে দুই এক ছটাক গন্ধক রাখিয়া দিলে উহা গলিয়া ধুয়ার সহিত মিশিয়া বরোজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ায় ধসা লাগা নিবারণ হয়। ঘুঁটের ধুয়া প্রতিদিন দিলে কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু গন্ধক সপ্তাহে একদিন দিবে। মিশ্র সার অর্থাৎ 'বিটিল টোন' দিয়া চারা বসাইলে কোনরূপ পোকা ধরিবেনা। পোকা ধরা বরোজেও ঐ সার ব্যবহারে পোকা নিবারিত হয়।

## আয় ব্যয়

একটী এক বিঘা জমিতে বরোজ করিতে হইলে প্রথম বর্ষে এক শত টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অল্প ভূমি অপেক্ষা অধিক জমির ব্যয় অল্প লাগিবে, একারণ একযোগে দশ বিঘা জমিতে পান লাগাইতে পারিলে খুব সুবিধা হয়। এক এক বিঘা জমির বরোজ হইতে আমরা অন্যূন ২৫ লক্ষ পান পাতা সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি। টাকায় ৩০০ পান পাওয়া গেলে এক বিঘা জমিতে বৎসরে ৮০০ টাকা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি দ্বিতীয় বৎসর হইতে ৫০০-৭০০ টাকা খরচ বাদ লাভ থাকে, ইহা একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি। আশা করি, বাংলার বেকারী যুবকগণ জমি সংগ্রহ করিয়া এই পান চাষ করতঃ জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া গোলামী বর্জ্জন করিবেন।

## সাবর পান-চাষের প্রণালী-ফল

বরোজের চারিদিকে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা, মাথার উপরে চাল এবং সমস্ত ঘরটী উলু খড় দিয়া পাতলা ছাওয়া। জমির পরিমাণ ৭ কাঠা মাত্র। মাটি বেলে দোঁয়াশ। ২॥ ফিট্ অন্তর, এক ফিট্ অন্তর মাদা করা হইয়াছে। পুকুরের পাক মাটি আনিয়া মাদাটী ৪ হইতে ৬ ইঞ্চ উচু করা হইয়াছে। মাদার পরিসর ১ ফুট মাত্র। বরোজের মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারিবে, মৃদু সূর্য্যালোক ও অল্প উত্তাপ প্রবেশ করিবে এরূপ ব্যবস্থা করা। প্রখর রৌদ্র বা আলোতে পানের পাতা জলিয়া যাইবে। পানের বেশ সবুজ সরস পাতাই চর্ব্বণের উপযোগী এবং তাহাই আদরের। এই প্রকারের গাছ-ঘর না থাকিলে বাতাসের মমতা রক্ষা করা যায় না। অনাবৃত স্থানে পানের গাছ থাকিলে, প্রবল বাতাসে ক্ষতি হয়। বরোজের ঘর সাধারণতঃ ৪॥—৬॥ ফিট উচু হয়। মানুষ তাহার ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে এরূপ উচু করা হয়। গাছ ঘর প্রস্তুত করিয়া পরে পান বসান হয়। ঘর ৮—১০ বৎসর টেকে। প্রতি বৎসরই ঘর মেরামত ও উলু পাল্টাইয়া ছাওয়া আবশ্যক হয়। তিন বা ততোধিক বয়সের গাছের ডগা ছাঁটিয়া জমিতে বসাইলে পান গাছ হয়। ডগাটি ১ ফুট লম্বা এবং তাহাতে ৪।৬টী পত্র গ্রন্থি থাকা চাই। এই গ্রন্থি মুখ হইতে হইতে নূতন ফাঁকড়া বাহির হইবে। ফাল্গুন মাসে মাদায় কাত ভাবে শোয়াইয়া চারা বসান বিধি। মাদার এক ধার হইতে ৪।৫টী ডগা কাটা বসাইয়া, আবার ১২ কিম্বা ১৬ ইঞ্চ তফাতে আবার ৪।৫টা ডগা কাটা বসাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ হিসাবে ডগা বসাইলে এক বিঘা জমিতে আবাদ করিবার জন্য ১৫০০০ ডগার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মাদাতে ৪।৫ বার জল দিয়া কাটিং গুলি সজীব রাখিতে হইবে। প্রায় ১ মাস কাল এইরূপ জল দিবার পর তবে শিকড় বাহির হইয়া ডগা গুলি গজাইতে থাকে।

অতঃপর গোড়ায় মাটি দিয়া ডগার নিকটে বাখারির বেড়া পুতিয়া দিতে হয়। ডগাগুলি লতাইবার সুবিধার জন্য কুশ ঘাষ দিয়া বাখারি চটার সহিত ৪।৫ ইঞ্চ অন্তর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সময় হইতে সপ্তাহে দুই দিন জল দেওয়া হয়। বৃষ্টির সময় জল দিবার আবশ্যক হয় না; পৌষ মাসে ও জল দেওয়া হয় না। পৌষমাসে ডগাগুলি প্রায় ৪ ফিট লতাইয়া উঠে। পান গাছের ২ ফিট পর্য্যন্ত নিজের পাতাগুলি বিক্রয় জন্য ভাঙিয়া লওয়া হয়। এবং পানের লতাগুলি নামাইয়া লইয়া জমিতে মাটি চাপা দিয়া পুতিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই লতাগুলি পোতায় মাঝে যে ১২ ইঞ্চ

হইতে ১৬ ইঞ্চ ফাঁক রাখা হইয়াছে, তাহা পানের ডগায় পূর্ণ হইয়া যায়। এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাঁশের চটা পুতিয়া দিবার আবশ্যক হয়। গাছ বছরে দুইবার নামাইয়া মাটি চাপা দেওয়া হইয়া থাকে। ভাদ্রে একবার ও ফাল্গুনে দ্বিতীয় বার।

## সার

পানের জন্য এ অঞ্চলে পাক্ মাটি ও সরিষার খৈল কেবল মাত্র ব্যবহার করে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ৪ বার খৈল দেয় বিঘা প্রতি ৪০/ মণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। কিন্তু ইহা আমার মতে অপব্যবহার; মিশ্র সার প্রয়োগ করিলে ইহার সিকি খরচে বেশী পান হইবে; অথচ পোকার ভয় থাকিবে না। আমার আবিষ্কৃত মিশ্র সারের নাম **"বিটিলস্টোন"** ১৭২নং বউবাজারে 'কৃষক' আফিসে পাওয়া যায়। এক বিঘা জমির উপযুক্ত সারের মূল্য ২০৲ মাত্র। আমি যে বরোজের কথা বলিতেছি এইরূপ একটী বরোজের জন্য ২ জন মজুরের প্রতিদিনের কার্য্য আছে, কখনও নিড়ান, কখনও জল দেওয়া, কখনও সার দেওয়া, পানের লতা বাঁধা, ডগা নামাইয়া বসান, বরোজের ঘর মেরামত একটা না একটা কার্য্য আছেই।

প্রত্যেক গাছ হইতে মাসে দুইবার পান ভাঙ্গা হয়। এবং প্রত্যেক বারে প্রত্যেক লতা হইতে ৮টা পাতা পাওয়া যায়। বৎসরে এক বিঘা জমিতে ২৫ লক্ষ পাতা পাওয়া যায়। নূতন বরোজ বসাইলে, ভাদ্র মাস হইতে পান ভাঙ্গা চলিতে পারে। বরোজ একবার তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিলে ২০ বৎসর বেশ অবস্থায় থাকে।

## ২৪ পরগণায় পান চাষের পার্থক্য

২৪ পরগণায় পানের বরোজের চারিদিকে পাকাটি বা ধঞ্চে কাটির বেড়া দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে বাঁশের চটার খুঁটি দেওয়া হয় মাত্র। এখানে বরোজ ৪ ফিটের অধিক উচু করা হয় না। লোকে কষ্টে হেঁট হইয়া ভিতরে যাতায়াত করিতে পারে। এ অঞ্চলের লোকের ধারণ অধিক উচু করিলে পান গাছের মাত্তি হইবে এবং হাওয়ায় বরোজ ভাঙ্গিয়া যাইবে উচ্চতা বাড়াইলে পান খারাপ হইবে না, তবে বেশী হাওয়া লাগিলে বরোজ ভাঙ্গিতে পারে; এই কারণই আমি যশোহর ও খুলনার বরোজ প্রথায় যাহা লিখিয়াছি তাহাই শ্রেষ্ঠ। এখানে বারুইগণ বৎসরে দুইবার গাছ নামাইয়া নূতন ও পুরাতন উভয় গাছের গোড়ায়ই শুষ্ক পাক্ মাটি দেয়। এখানকার বরোজের কাঠাম এড়ো এড়ো গড়ানের সরু কচা পুতিয়া হয়। তাহার উপর দিয়া লম্বা বাঁশের চটা চালাইয়া কাঠাম করে। চালে ও পাকাটি দয়, ও উলুখড় দিয়া চারিদিক দিয়া ছায়। ডগা বসাইয়া ৪।৫ দিন জল দেয় না। একবার জলেই যথেষ্ট। দুই মাস অন্তর এক মাসে ২ বার শেচ্ দেয়। এখানকার বারুইরা পেকাটি দ্বারা পান লতা উঠায় এবং পান হইতে ফেকড়া বাহির হইলে তাহা নামাইয়া মাটি চাপা দিয়া নূতন চারা তৈয়ার করিয়া লয়। ইহারা অশুচি কাপড়ে বরোজে যায় না, বলে পোকা হয়। সমগ্র বাংলায় যত লোকে পান চাষ করে তাহার মধ্যে যশোহর ও খুলনার বারুজীবীরা অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীতে চাষ করে।

ডাক্তার যামিনীরঞ্জন মজুমদার।

# শাবক প্রতিপালন

শাবক প্রতিপালনের উপর মুরগীর ব্যবসায়ের সাফল্য লাভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যখন তাহাদের দেহ পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এবং আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন যদি উহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিপালন করা না যায়, তাহা হইলে এই সকল শাবক বড় হইলে উহাদের নিকট বেশী কিছু আশা করিতে পারা যাইবে না। প্রতিপালনের তারতম্য অনুসারে তাহাদের দেহ বড় বা ছোট হয় এবং জীবনী শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি পায়। অবহেলা এবং অব্যবস্থার ফলে বহু শাবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। সুতরাং শাবক প্রতিপালন তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়।

সকল জাতের মোরগ-শাবকদের একই ভাবে পালন করা এবং একই স্থানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। চট্টগ্রাম জাতীয় মোরগ-শাবকদের পৃথক রাখা আবশ্যক। একত্রে রাখা উহাদের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অন্যান্য যে শাবকদের সহিত রাখা হয়, তাহাদের পক্ষেও ক্ষতিকর। চট্টগ্রাম, লড়াইয়ে মোরগ, ল্যাংসান, রক, অর্পিংটন, ওয়েনডোট এবং সিল্কি জাতীয় মুরগীর বাচ্চাদের পৃথক পৃথক রাখা অত্যন্ত দরকার। ব্রহ্ম এবং কোচিন জাতীয় মুরগীর ছানাদের একত্রে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু পৃথক রাখিতে পারিলে ভাল হয়। চট্টগ্রাম, লড়াইয়ে মোরগ, ল্যাংসান এবং সিল্কি জাতীয় মোরগ-শাবকদের আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। উহাদের জন্য বিস্তৃত স্থান প্রয়োজন। উহাদের প্রচুর ব্যায়াম এবং পোকামাকড় ইত্যাদি খাদ্য আবশ্যক। তা ছাড়া উহাদিগকে কাদা, জল এবং রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতে হইবে। চট্টগ্রাম এবং ল্যাংসান মোরগ-শাবকদের যতটা স্বাধীনতা প্রয়োজন, রোড আইল্যাণ্ড রেড, রক, অর্পিংটন এবং ওয়েনডোটের ততটা স্বাধীনতার প্রয়োজন নয়, তবে একেবারেই যে আবশ্যক নয়, তাহা নহে; এবং উহাদিগকেও কাদা, জল এবং রৌদ্র হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। সিল্কি-শাবকদিগকে যখন মায়ের সহিত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে এবং প্রচুর চাল ও গম খাইতে দেওয়া হয়, তখন শাবকগুলি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠে। ব্রহ্ম এবং কোচিন শাবকদের আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়, কারণ উহাদের দেহে অত্যন্ত বেশী পালক এবং উহারা তেমন চঞ্চল প্রকৃতিরও নয়। উহাদের অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন এবং বেশী বার খাদ্য দেওয়া আবশ্যক, তবে প্রতিবারে কম করিয়া খাদ্য দিতে হইবে। যখন তাহাদের বয়স এক সপ্তাহ বা দশ দিন হইবে, তখন তাহাদের আর একটু বেশী স্বাধীনতা দিতে হইবে।

প্রত্যেক জাতের শাবকদিগকে পৃথক রাখিবার কারণ এই যে, কোন জাতের শাবক তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং অত্যন্ত ঝগড়া করে, আবার কোন জাতের শাবক ধীরে এবং আস্তে আস্তে বড় হয়। যাহারা ঝগড়া করে, তাহাদের ক্ষতি হয় এবং যাহারা ধীর, তাহারা কষ্ট ভোগ করে। ইহার ফলে শাবকদের অনিষ্ট সাধিত হয়।

## প্রথম খাদ্য

ডিম ফুটিবার পর ছত্রিশ ঘণ্টা যাবত শাবকদের

কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও না খাওয়াইয়া ত্রিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখা উচিত নয়। ডিম ফুটিবার ত্রিশ ঘণ্টা পর মুরগীর শাবকদের বাহির করিয়া আনিয়া পরিষ্কার বাক্সের মধ্যে বা পরিষ্কার মেঝের উপর ঝুড়ি চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। এই স্থান গরম এবং শুষ্ক হওয়া আবশ্যক।

শাবকগুলির মাতাকেও ভালরূপ খাওয়াইতে হইবে। তাহাকে ভাল গম প্রচুর দেওয়া যাইতে পারে। ধাড়ীকে খাওয়াইয়া এবং পরিষ্কার জল পান করাইয়া ঝুড়ির মধ্যে বা বাক্সের ভিতর শাবকদের সহিত তাহাকে রাখিতে হইবে। ধাড়ীকে যে শস্য দেওয়া হইয়াছে, সে শস্য যাহাতে শাবকগুলি গিলিয়া না ফেলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি তাহারা গিলিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা গলায় আটকাইয়া যাইবে। শাবকদের শুধু ডিম খাইতে দিলে উদরাময় বা অজীর্ণ রোগ হইতে পারে। সুতরাং ডিমের সহিত ভুষি মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। প্রথম তিন দিন রুটির ভিতরকার শাঁস দুধে ভিজাইয়া এবং খুদ খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। একবার দুধে ভিজান রুটি এবং একবার খুদ এইরূপ ভাবে খাইতে দিবে।

ওটমিল (oatmeal) ছড়াইয়া দিবে। ধাড়ী শাবকগুলিকে ডাকিয়া খুঁটিয়া খাওয়াইতে শিখাইবে। প্রতিবার অতি অল্প পরিমাণ দিবে। প্রতি দুইঘণ্টা অন্তর উহাদের খাইতে দিবে। যেখানে খাদ্য ছড়াইয়া দিবে, সে স্থান যেন বেশ পরিষ্কার হয়। তবে যেখানে খাদ্য ছড়াইয়া দিবে, সেখানে একমুঠা বালিও ছড়াইয়া দিবে।

## শাবকদের কতবার খাওয়ান উচিত

শাবকগুলি যতদিন দেড় মাসের না হয়, ততদিন তাহাদিগকে দিনে সাত আটবার খাইতে দিবে। তাহার পর ছয় মাস অবধি দিনে চারিবার খাইতে দিবে। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহাদিগকে প্রথমবার খাওয়াইবে, এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১০টার মধ্যে শেষবার খাওয়াইবে। শাবকগুলি প্রতিবারে যতটা খাইতে পারে, তাহাই দিবে, তাহার অধিক দিবে না। তাহাদের খাওয়ার পর একটুমাত্র অবশিষ্ট না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

## শাবকদের খাদ্য

প্রথম তিন দিন শাবকদিগকে দুধ, রুটি, খুদ ও ওটমিল প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। তাহার পর প্রতিদিন সকাল বেলা চূর্ণ ওটমিল, বার্লি, মটর চূর্ণ ও ময়দা দুধ দিয়া ময়দার মত মাখিয়া খাইতে দিবে। ইহার পরিবর্ত্তে ঘোল বা টাটকা দুধে রুটি ভিজাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়। দিনে অন্যান্য বার যখন খাইতে দিবে, তখন ওটমিল চূর্ণ, গম চূর্ণ এবং খুদ দিবে। গ্রীষ্মকালে ভাতের সহিত ভুষি মিশাইয়া সামান্য পরিমাণে একবার করিয়া খাইতে দিতে পারা যায়।

প্রথমে সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ গম এবং চাল খাইতে দিবে। কিন্তু শাবকগুলি যতই বড় হইতে থাকিবে, উহাদের আহারের জন্য গম বা চাউলের চূর্ণও ততই ক্রমশঃ মোটা হইতে থাকিবে। যখন উহাদের বয়স দুইমাস হইবে, তখন গোটা ডাল এবং আধভাঙ্গা গম খাইতে দিবে। শাবকদের খাদ্যের সহিত সামান্য পরিমাণ "পোল্‌ট্রি পাউডার" (Poultry powder) মিশাইয়া দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

শাবকগুলিকে প্রতি সপ্তাহে সামান্য পরিমাণ পিঁয়াজ কুচাইয়া খাইতে দিবে। ছয় সপ্তাহ

অতিবাহিত হইলে অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস বেশ করিয়া থুড়িয়া তাহা এবং ভুষি মিশ্রিত কাঁচা পিঁয়াজ একদিন অন্তর খাইতে দিবে। কাঁচা মাংস কদাচ খাইতে দিবে না। পোকা-মাকড় শাবকদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। তাহারা ইহা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খায় এবং ইহা তাহাদের প্রত্যহই খাওয়া উচিত। উহাদিগকে প্রচুর পিড়িং ( white ants ) খাওয়াইলে আর মাংস খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। মাংস বা পিড়িংএর অভাবে সূক্ষ্মভাবে হাড় গুঁড়াইয়া খাওয়াইলেই চলিতে পারে। যখন তাহারা বাড়িতে থাকে, তখন খইল তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যখন উহাদের বয়স তিন মাস হইবে, তখন সরিষার খইল বা তিসির খইল দিনে একবার করিয়া খাদ্যের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে; জলের সহিত মিশাইয়া দিলে কোন কোন শাবক নিজেই উহা খায়।

শাবকদিগকে দ্বিতীয় দিন হইতে শাকসব্জী ( green food ) দিবে, নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কচি দূর্ব্বা ঘাসও শাবকদের পক্ষে উপকারী।

## জল

শাবকদিগকে প্রথম তিন দিন যখন ডিম খাওয়ান হয়, তখন তাহাদিগকে আদৌ জলপান করিতে দিবে না। যদি ডিম খাইতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিন হইতে জল দিতে পারা যায়। চতুর্থ দিন হইতে উহাদিগকে চার পাঁচ বার এমন কি ছয় বারও জলপান করিতে দিতে পারা যায়। শাবকগুলি বেশ করিয়া জল পান করিয়া লইবার পর জলপাত্র সরাইয়া লইবে। জল যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে জল দিবে—

এক বাটি জল লইবে। একখানি ডিস তাহার উপর উল্টাভাবে দিয়া বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিবে, অর্থাৎ যে ডিস প্রথমে উল্টান ছিল, এখন তাহা সোজা হইল এবং জলপূর্ণ পাত্রটি উল্টাইয়া রহিল। এরূপ ব্যবস্থার ফলে ডিসের উপর বাটির চারিদিকে অল্প অল্প জল রহিয়া গেল। শাবকেরা সহজেই তাহা খাইতে পারিবে, অথচ ইহাতে তাহাদের গা মাথা কিছুই ভিজিবে না, বা পা দিয়া জল অপরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিবে না।

খাদ্য দিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে জল দিবে এবং জল পান করা হইলে উহা সরাইয়া লইবে।

প্রতিদিন জলের সহিত কয়েক ফোঁটা কণ্ডিস ফ্লুইড ( Condy's Fluid ) বা সামান্য পরিমাণ পারমাঙ্গানেট অব পটাশ ( Permanganate of Potash ) মিশাইয়া দিবে। যে পরিমাণ পারমাঙ্গানেট দিলে জলের অল্প ফিকে রঙ্ হয়, সেই পরিমাণ উহা দিবে। কণ্ডিস ফ্লুইড বা পারমাঙ্গানেট দিলে উহারা আর সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। মাসে মাসে জলের সহিত কয়েক ফোঁটা প্যারিস কেমিক্যাল ফুড ( Parish's Chemical Food ) মিশাইয়া দিবে। মাঝে মাঝে জলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া দেওয়াও শাবকদের পক্ষে উপকারী।

## ঘাস পাতা

ডিম ফুটিবার পর দ্বিতীয় দিন হইতে ঘাস পাতা (green food) শাবকদের প্রয়োজন। কচি দূর্ব্বা ঘাস খাইতে উহারা অত্যন্ত ভালবাসে। জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় ঘাস খুঁজিয়া লইতে পারে। কিন্তু শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে উহা পাওয়া যায় না। তখন উহাদিগকে সপ্তাহে দুই তিনবার পিঁয়াজ

বেশ করিয়া কুচাইয়া শাবকদের খাইতে দিতে হইবে। উহাদের লিটুস ও (Lettuce) প্রতিদিন দিতে পারা যায়। অত্যধিক ঘাস বা অত্যধিক পিঁয়াজ খাওয়ার ফলে অনেক সময় তাহাদের উদরাময় হয়। কিন্তু লেটুস খাইলে কোন অপকার হয় না। বেল, নিম এবং পেপে গাছের কচি পাতাও উহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু উহা একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছানাদের দিবে, এবং অতি অল্প পরিমাণেই দিবে।

## পিড়িং

পিড়িং (animal food) শাবকদের একান্ত প্রয়োজন। উই পোকা উহাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার অভাবে সিদ্ধ মাংস বা পরিষ্কার হাড়ের গুঁড়া উহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। মাংস যদি দিতে হয়, তাহা হইলে ছাগল বা ভেড়ার নাড়ীভুঁড়ি উহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট। মাংস বা হাড় চূর্ণের সহিত হলুদ চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া দিবে। হলুদ রোগপ্রতিষেধক। দুধ এবং ছানা শাবকদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। শাবকদের জন্মের প্রথম দিন হইতে উই পোকা এবং দুধ দিতে পারা যায়। উহাদের বয়স যখন একমাস কি দেড়মাস হইবে, তখন উহাদিগকে সপ্তাহে তিনবার করিয়া মাংস এবং হাড়ের গুঁড়া খাইতে দিবে। বর্ষাকালে শাবকেরা মাঠ হইতে নিজেরাই পোকা সংগ্রহ করিয়া খাইবে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে যখন পোকা মাঠে বাগানে মিলে না, তখন উহাদিগকে পোকা আনিয়া দিতে হইবে।

শাবকদিগকে কিছু মোটা বালি, সূক্ষ্ম গ্রাভেল বা কাঁকর এবং সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ পাথর দিতে হইবে। যেখানে উহাদের খাদ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়, সেইখানে সামান্য পরিমাণে কিন্তু একটি বাক্সে প্রচুর পরিমাণে উহা দেওয়া যাইতে পারে।

## মিশ্রিত খাদ্য

শাবকদের বয়স দুইমাস হইলে উহাদিগকে নিম্নলিখিত মিশ্রিত খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| গমের ভুষি | ... | ... | ২ পাউণ্ড |
| বার্লি চূর্ণ | ... | ... | ১ ,, |
| মটর বা ছোলার ছাতু | | ... | ২ ,, |
| চালের গুঁড়া | ... | ... | ৩ ,, |
| তিসির গুঁড়া | ... | ... | ১ ,, |
| প্রিসিপিটেটেড্ মস্কোট অব লাইম | | ... | ½ ,, |

উহার সহিত বড় চামচের এক চামচ পোলট্রি পাউডার মিশ্রিত করিবে। ঘোল দিয়া উহা মাখিয়া দিনে দুইবার করিয়া সামান্য সামান্য দিবে।

## শাবকদের বর্ণ

ডিম ফুটিবার পর শাবকদের গায়ে যে পালক থাকে, তাহার রঙ্ তাহাদের বংশের অনুরূপ অনেক সময় হয় না। সুতরাং প্রথম পালকের বর্ণ দেখিয়াই ভাবিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

## অবহেলা

যখন শাবকেরা দুই তিন মাসের হয়, তখন অনেক পালক শাবকদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, এইবার শাবকেরা নিজেদের যত্ন নিজেরাই লইতে পারিবে। কিন্তু ইহার ফল অনেক সময় বিষময় হয়। এইরূপ অবহেলার ফলে বহু শাবক কালগ্রাসে পতিত হয়। সেইজন্য এখনও তাহাদের স্নেহ যত্ন কম করা

উচিত নয়। কারণ এই সময় তাহাদের নূতন পালক বাহির হইতে থাকে। পালক বাহির হইবার সময়, তাহাদের যে শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে, অনেক সময় সে শক্তি পূরণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। সুতরাং যত্ন না লইলে অকালে প্রাণ হারায়।

## পালক ছাঁটাই

শাবকেরা একটু বড় হইলে মাঝে মাঝে উহাদের পালক ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। লেগহর্ণ, ল্যাংশান এবং আরও কয়েকটি জাতের মুরগীদের পালক এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে যে, তাহাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের সমস্ত পালক পড়িয়া গেলে পালক ছাঁটিয়া দেওয়ায় উপকার হইয়াছে।

শাবকদের অনেক সময় উদরাময় রোগ হয়। ইহাতে কাহারো কাহারো গুহ্যদ্বার বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং ঠোকরাইতে থাকে। যদি তখনি উহার প্রতিকার করা না হয়, তাহা হইলে উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যখনই উহাদের গুহ্যদ্বার বন্ধ হইবে, তখনই উহার প্রতিকার করিবে। গুহ্যদ্বার পরীক্ষা করিয়া সে স্থানে ময়লা জমিয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে, তাহার পরে গরম জলে পারমাঙ্গানেট অব পটাশ মিশাইয়া সেই স্থান ধুইয়া দিবে। শুষ্ক কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিয়া ভেসেলিন বা স্যালাড অয়েল লাগাইয়া দিবে। উহাদের শুষ্ক স্থানে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিবে। উহাদের গলায় কয়েক ফোঁটা জলপাইয়ের তৈল ঢালিয়া দিবে এবং দুধ রুটি খাওয়াইবে।

## অতিরিক্ত আহার প্রদান

শাবকদিগকে অত্যধিক আহার করান অত্যন্ত খারাপ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মোরগ-মুরগীদের অধিক আহার করাইলে এবং আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহারা মোটা হইয়া পড়ে। মুরগী মোটা হইয়া পড়িলে তাহাদের ডিম দেওয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং নানা রোগ জন্মে। শাবক অবস্থায় উহাদিগকে অধিক খাদ্য দিলে তাহা হজম করিতে না পারিয়া উহাদের পেটের পীড়া হয়। অত্যধিক আহার প্রদানের ফলে বহু শাবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দুই ঘণ্টা অন্তর উহাদিগকে খাইতে দিবে এবং উহারা একবারে যতটা খাইতে পারে, ততটা খাদ্য দিবে, তাহার অধিক দিবে না। নিতান্ত ছোট শাবকেরা যতটা খাদ্য একবারে হজম করিতে পারে ততটা দিবে, তাহার অধিক দিবে না; যে খাদ্য উত্তেজক উহা তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর। শাবকেরা তিন মাসের হইলে উহাদের আর অধিক ভোজনের ভয় থাকে না। তিন মাস হইতে আটমাস অবধি তাহাদের বৃদ্ধির সময়, উহারা তখন অধিক আহার গ্রহণ করিতে সমর্থ। যাহাতে হাড় এবং পেশীর স্নায়ু ভালরূপ পুষ্ট হইতে পারে, এই সময় উহাদের সেইরূপ খাদ্য প্রদান করা কর্তব্য।
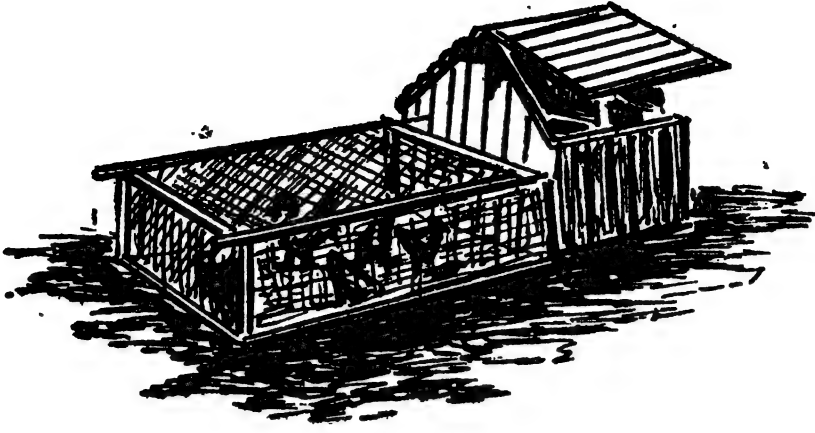
## শাবকদের বাসস্থান

তিন ফিট চৌকা একটি বাক্স প্রস্তুত কর এবং জালে আবৃত আর একটি বাক্স উহার সহিত সংযুক্ত কর। উপরের ছবি দেখিলেই ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম হইবে। বায়ু চলাচলের ভালরূপ ব্যবস্থা থাকা চাই। জালে ঘেরা স্থানটি ছয় ফিট লম্বা, তিন ফিট চওড়া এবং পৌনে দু ফিট উঁচু হওয়া আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে শাবকদিগকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাসস্থানের উপর একখানি কাপড় ছড়াইয়া দিবে। উপরে যে বাসস্থানের বর্ণনা প্রদান করা গেল, তাহাতে একটি ধাড়ী এবং ১২টি ছানা থাকিতে পারিবে, কিম্বা কেবল এক মাসের ১৮টি ছানা থাকিতে পারিবে।

ডিম ফুটিবার পর প্রথম তিন দিন দিনের বেলা শাবকদিগকে ধাড়ীর সহিত একটি ছোট টপ্পা ( ঝুড়ি ) বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিবে। যদি প্রখর রৌদ্র উঠে এবং মাটি বেশ শুষ্ক থাকে, তাহা হইলে ঘাসের উপর টপ্পার মধ্যে শাবকদিগকে রাখিবে। কিন্তু বাদলা দিনে বাক্সের মধ্যে শুষ্ক বালি ছড়াইয়া দিয়া তাহাতে তাহাদিগকে রাখিবে। প্রথম তিন দিন শাবকদিগকে আবদ্ধ স্থানে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ এ সময়ে যদি তাহারা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, তাহা হইলে তাহাদের শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়া স্বাস্থ্যের হানি করে। চতুর্থ দিনে তাহাদিগকে অল্প মুক্তভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। পঞ্চম দিনে তাহাদিগকে উপরি বর্ণিত বাসস্থানে রক্ষা করিবে। এইরূপ বাসস্থানে রাখিলে অনেক বিপদ এবং দুর্ঘটনার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়। শাবকগুলি এক মাসের হইলে তাহাদিগকে প্রাতে এবং অপরাহ্নে ধাড়ীর সহিত মুক্তভাবে বিচরণ করিতে দিবে। দেড়মাস দুইমাসের হইলে দিনের অধিকাংশ সময়ই যেন মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। কিন্তু রৌদ্র হইতে শাবকদিগকে রক্ষা করিবে। বেশী রৌদ্র লাগিলে সর্দি গর্ম্মি হয় এবং তাহার ফলে উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রতিদিন তাহাদের বাসস্থানটি ঘাসের উপর অথচ ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে।

বাসস্থানের উপর চট বা মাদুর চাপা দিলে আরও ভাল হয়।

শাবকদিগকে বেশী আবদ্ধ রাখিতে নাই। বেশী আবদ্ধ রাখিলে তাহারা রোগাক্রান্ত হয় এবং মরিয়া যায়। যখন তাহাদিগকে দীর্ঘকাল আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তখন তাহারা ঠোকরাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। উহাদিগকে যতদূর সম্ভব খোস মেজাজে রাখিবে। উহারা যখন ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় এবং মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে, তখন উহারা খুব আনন্দে থাকে। উহারা যখন দেড়মাস দুইমাসের হইবে, তখন উহাদিগকে ধাড়ীর সহিত সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বিচরণ করিতে দিবে, কেবল বাদলার সময় এবং প্রখর রৌদ্রের সময় উহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। সকাল বেলা ঘাস যখন শিশিরে ভিজিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে আবদ্ধ রাখা উচিত। তবে এও ঠিক যে, যত সকালে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যায়, ততই ভাল।

## ছায়ার প্রয়োজন

রৌদ্র এবং উত্তপ্ত বাতাস হইতে শাবক দিগকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। রৌদ্রের এবং উত্তাপের প্রকোপে বহু শাবক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উহাদের বাসস্থানটি ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দিবে। যেখানে উহারা বিচরণ করিবে সেখানে ছায়া এবং ছোট ছোট গাছপালা থাকা প্রয়োজন। এই ছায়ার নীচে ছোট ছোট গাছের তলায় তাহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে, তবেই তাহারা আনন্দে থাকিবে।

## শাবকদের শত্রু

কাক, চিল, এবং বাজ পাখী শাবকদের প্রধান শত্রু। শাবকদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে উহারা ছানা চুরি করিবেই। ইহা ব্যতীত বিড়ালও উহাদের কম শত্রু নয়।

রাত্রিকালে শাবকদিগকে ধাড়ীর সহিত তাহাদের বাসস্থানে যতদূর সম্ভব নিরাপদে রাখিয়া দিবে। কারণ রাত্রিকালে ইঁদুর, বিড়াল, চোর প্রভৃতি শাবকদিগকে চুরি করিবার জন্ম ওৎ পাতিয়া থাকে।

বাসস্থানটি শাবকদের পক্ষে যতদূর সম্ভব আরাম-দায়ক হওয়া চাই। স্যাঁতসেতে, আবর্জ্জনা পূর্ণ, বায়ুচলাচলহীন বাসস্থান উহাদের রোগের কারণ হইয়া থাকে। একটি বাসস্থানে অত্যধিক শাবক রাখিলে উহাদের রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

উহাদের বাস্থসানের কাঠের মেজের উপর দুই ইঞ্চি পুরু বালি ছড়াইয়া রাখা অত্যন্ত দরকার।

ধাড়ীকে তাহার শাবকদের সহিত অন্যান্য মোরগ মুরগীকে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিবে। দুটী ধাড়ীকে তাহাদের শাবকদের সহিত কদাচ একই বাসস্থানে বা নিকটে রাখিবে না। একই বাসস্থানে বা নিকটে রাখিলে ধাড়ীরা পরস্পরের শাবকদের ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলে।

ভিন্ন বয়সী শাবকদিগকে একত্রে রাখিবে না। বড় শাবকগুলি ছোট শাবকগুলিকে ঠোকরাইয়া আহত করিবে। বয়ঃপ্রাপ্ত মোরগদের সহিতও ছানাদের রাখা উচিত নয়। একই আকারের, একই বয়সী এবং একই জাতের ছানাদের যখন অল্প সংখ্যায় একটি বাসায় রাখা হয়, তখন তাহারা উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায়।

## অন্যান্য আচরণ

শাবকদের ঠোঁটে একপ্রকার ছোট ছোট লোম (horny scale) জন্মায়। অনেকে তাহা তুলিয়া দেয়। তাহারা মনে করে, উহা তুলিয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অনেকে আবার শাবকদের ঠোঁট ফাঁক করিয়া খাদ্য গিলাইয়া দেয়, এবং জল পান করাইয়া দেয়। এরূপ ভাবে খাওয়ানও অন্যায়। তাহারা নিজেরা আহার গ্রহণ করুক, এবং জল পান করুক, তাহাই তাহাদের পক্ষে ভাল।

## শাবকদের বিচরণ ভূমি

অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায় যে, যে ভূমিতে বয়ঃপ্রাপ্ত মোরগ-মুরগী বহুদিন যাবত বিচরণ করিয়াছে, কিম্বা বহু শাবক চরিয়াছে, সদ্যজাত শাবকদের প্রতিপালনের পক্ষে সে জমি উপযোগী নয়। যে জমিতে হাঁস, টার্কি প্রভৃতি প্রতিপালিত হইয়াছে, সে জমিও উপযোগী নয়। নূতন জমি বা যে জমির মাটি বেশ করিয়া উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই জমিই মুরগীর শাবক প্রতিপালনের উপযোগী। উহাদের জমি বেশ বড়, পরিষ্কার এবং ছায়াযুক্ত হওয়া চাই এবং সে স্থানে প্রচুর পরিমাণে দুর্ব্বা ঘাস জন্মান আবশ্যক। বৎসরে একবার করিয়া মাটি খুঁড়িয়া উল্টাইয়া দিতে হইবে। মাটির সহিত চূণ রাবিশ প্রভৃতি মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। সম্ভব হইলে শীতকালে সেই জমিতে সরিষা বুনিলে ভাল হয়।

## পরিচ্ছন্নতা

বড় মোরগদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যতটা প্রয়োজন না হউক শাবকদের কিন্তু পরিচ্ছন্নতা না হইলে একেবারেই চলে না। যদি বাক্সে, কিম্বা তাহাদের বাসস্থানে, অথবা তাহাদের বিচরণ ভূমিতে ময়লা, বাসি খাদ্য অথবা অন্যান্য আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ঠিকভাবে পালন করা অসম্ভব। বাক্সের মধ্যস্থিত বালি মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিবে এবং তাহাদের বাসা (যেরূপ বাসার চিত্র পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে) প্রতিদিন নূতন স্থানে রক্ষা করিবে।

## পোকার উৎপাত

শাবকদের গায়ে যদি পোকা ধরে, তাহাহইলে তাহারা বাঁচিবে না। পোকার উপদ্রব হইতে উহাদের রক্ষা করিতে হইলে, উহাদের দেহে মাঝে ২ কিটিংস্ পাউডার Keating's powder) মাখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। জলে বেশী করিয়া ফিনাইল মিশাইয়া উহাদের বাক্স মাঝে মাঝে ধুইয়া ফেলিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। যদি উহাদের বাসস্থান পরিষ্কার না রাখা যায়, তাহা হইলে উহাদিগকে পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা করা কঠিন হইবে। সাত ভাগ কেরোসিন তৈলের সহিত একভাগ আলকাতরা মিশাইয়া তাহাদ্বারা উহাদের বাক্স রঙ্ করিয়া ফেলিবে। ইহাতে উহাদের বাক্সে পোকার উৎপাত হইতে পারিবে না।

## স্যাঁতা ও ভিজা স্থান

শাবকদিগকে স্যাঁতা এবং ভিজা স্থানে রাখিলে উহারা বাঁচিবে না। ঠাণ্ডা লাগিয়া বহু শাবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে। বর্ষা কালে এবং যে সময় কখন বৃষ্টি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, সে সময় উহাদের বাহির হইতে দিতে নাই।

শাবকেরা নয় মাসের না হইলে দাঁড়ের (roost) উপর বসিয়া ঘুমাইতে দিবে না। দাঁড়ের উপর বসিয়া ঘুমাইলে বা বিশ্রাম করিলে উহাদের বুকের হাড় বিকৃত হইয়া যায়। পুরু বালির উপর বা ঝুরো মাটির উপর উহারা যাহাতে ঘুমায় বা বিশ্রাম করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। মাটি ও বালির উপর গন্ধকচুর্ণ, কেরোসিন তৈল বা ফিনাইল ছড়াইয়া দিবে। প্রতি রাত্রে এক একটি খোপে দশ বারটির অধিক শাবক থাকিতে দিবে না। তিন মাস হইতে ছয় মাসের বারটি ছানার জন্য খোপ ছয়ফিট, লম্বা, তিন ফিট চওড়া ও দুই ফিট উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। উপরে ছাওয়া স্থানে খোপ রাখা কর্ত্তব্য। একবয়সী এবং এক আকারের শাবকদের একত্র রক্ষা করিবে।

মোরগ-মুরগী যাহাতে অত্যধিক না বাড়িয়া যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা আহারের উপযোগী পক্ষী উৎপাদনের জন্য এই ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা শাবক আহারের উপযোগী হইলেই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ইহার ফলে অনেক সময় মোরগ-মুরগীর সংখ্যা কমিয়া যায়। এরূপ হওয়া ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতি কর। জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসে যে সকল শাবক জন্মগ্রহণ করে, শীতকালে তাহাদের নিকট হইতে ডিম পাওয়া যাইবে, সুতরাং উহাদের রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে শাবক জন্মগ্রহণ করে, অনেক ব্যবসায়ী তাহাদের অক্টোবর নবেম্বর মাসে বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং অক্টোবর নবেম্বর মাসে যে শাবক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের রাখিয়া দেন। ইহার মত ভুল আর কিছুই নাই। কারণ শীত-কালই ডিম পাড়িবার সময়। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অক্টোবর নবেম্বর মাসে তাহারা ডিম দিবে, কিন্তু সেই সময়ই তাহাদের বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল।

বংশ বিস্তার হইতে হইতে এমন একটা সময় আসিয়া পড়ে, যখন সংখ্যা না কমাইলে নয়। যদি সংখ্যা না কমান যায়, তাহা হইলে অত্যধিক জনতার ফলে উহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ইহা ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

জীবজন্তুদের লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহাদের উপর একটা স্বাভাবিক স্নেহ জন্মাইয়া যায়। ব্যবসায় করিতে নামিয়া জীবজন্তুদের প্রতি এরূপ মমতাবোধ বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্নেহ মমতার স্থান নাই। স্নেহ মমতা করিতে গেলেই ব্যবসায়ে লোকসান সহিতে হইবে।

শাবকেরা যখন দুইমাসের হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিকৃতাঙ্গ এবং অন্য কতকগুলি যতদিন না চারমাসের হয়, ততদিন তাহাদের কোন গুণই প্রকাশ পায় না। যখন দেখিবে বিকৃতাঙ্গ পক্ষীগুলির দেহ এতই বিকৃত যে, তাহাদের আর কোন মতেই সৃষ্টি কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত নয়, তখন তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কতকগুলি পাখী রাখিয়া দিবার এবং কতক-গুলিকে বিক্রয় করিয়া দিবার সময়, কতকগুলি বিষয় নজর রাখা প্রয়োজন। নিতান্ত বাচ্চা পাখী রাখা ভুল। যদি মোরগ এবং মুরগী উভয়েই একবৎসরের হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান খারাপ হইবে। তাহারা সহজে বাড়িবে না, কিম্বা তেমন বড়ও হইবে না। সুতরাং দুই তিন বৎসরের মুরগীর সহিত অল্পবয়সী মোরগ বা দুই তিন বৎসরের মোরগের সহিত একবৎসরের মুরগীর মিলন সংগঠন করিবে। ইহাদের সন্তানেরাই উৎকৃষ্ট হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রত্যেক মুরগী ব্যবসায় জানা একান্ত কর্ত্তব্য।

কাল ল্যাংসান, কাল অর্পিংটন, কাল মিনর্কা প্রভৃতি কাল জাতীয় পক্ষী শাবকেরা যখন প্রথম ডিম ফুটিয়া বাহির হয়, তখন তাহাদের পালক সাদা এবং হলদে থাকে, কিন্তু এই পালক ক্রমশঃ কাল হইয়া দাঁড়ায়।

বড় জাতের মুরগীরা যে বড় ডিম পাড়িবে তাহা নহে। বড় ডিম হইতে যে বড় পাখী জন্মিবে, তাহাও নহে। ডিমের আকার এবং বর্ণ হইতে জাতের কোন নির্দ্দেশই পাওয়া যায় না।

বার্ড রক, কাল ব্রহ্ম, লেস্‌ড ওয়েনডোট এবং অন্যান্য আংশিক রঙিন পাখীদের শাবক যখন প্রথম ডিম হইতে বাহির হয়, তখন উহাদের রঙ্‌ জনকজননীর রঙ্‌ হইতে পৃথক থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ উহাদের বর্ণ জনকজননীর বর্ণের অনুরূপ হয়।

আগাগোড়া কাল পাখী প্রায়ই সাদা সন্তানের জন্ম দেয়। কাল ল্যাংসানের গর্ভে সাদা ল্যাংসান এবং কাল মিনোর্কার গর্ভে সাদা মিনোর্কা জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

বাফ্‌ শ্রেণীর পক্ষীদের গর্ভে ফিকে রঙের এমন কি, সাদা রঙের শাবক জন্মাইতেও দেখা যায়।

ডিম নাড়িয়া উহা তাজা কি না, তাহা বলা যায়। ডিম নাড়িলে বা উহা তাজা, কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য জলে ডুবাইলে সে ডিম হইতে ছানা বাহির হইবার সম্ভাবনা আর থাকে না।

যে স্থানে উহাদের রাখিবে, যেরূপ খাদ্য উহাদের খাইতে দিবে, যেরূপ বাসস্থানে উহারা থাকিবে, তাছাড়া আবহাওয়া—এই সমস্তের উপর মুরগীর ডিম প্রদানের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে।

প্রাণীজগত অনুশীলন করিলে দেখা যায়, প্রাণীরা এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত যে শ্রেণী হইতে উৎপাদিত, সেই শ্রেণীর অনুরূপ সন্তান উৎপাদন করিতে উন্মুখ। এই উন্মুখতা যে তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাহা নহে—ইহা প্রাণী মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। ইহারই ফলে একই জাতীয় শাবকদের মধ্যে নানা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবিরত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত নির্ব্বাচনের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া যাইতে পারিলে তবেই আপনার মনোমত আকার, বর্ণ ইত্যাদি গুণ সমন্বিত মোরগ-মুরগী উৎপাদিত হইতে পারে।

---

# শোক সংবাদ

## ৺রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুর পরলোকে

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৫ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নবেম্বর রাত্রি ২ ঘটিকার সময় রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুর, এম্-আর-এ-এস্ (ইংলণ্ড) হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। ঐ দিনও রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি নিজ বাস-স্থানে কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি বেরী-বেরী রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। ইহাই তাঁহার হৃদরোগের প্রধান কারণ।

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাসিরা গ্রামে অতি সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ কাশীশ্বর দাসগুপ্ত বিজনী রাজ এষ্টেটের উকীল ছিলেন। রায় বাহাদুর বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভোলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে তিনি শিবপুর কৃষি কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া কৃষি বিভাগের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ১৯০১ সালে শিবপুরের কৃষি বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্ররূপে উচ্চ বিষয়ের অধ্যয়ন শেষ করেন। তদনন্তর তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু গৌরীপুরের জমিদার উক্ত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোরের এষ্টেটে কিছুকাল কার্য্য করিবার পর, ঠাকুর রাজ এষ্টেটে চিফ্ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯০৪ সালের ১২ই জানুয়ারী বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ট্রাভেলিং ওভারসিয়ার পদে নিযুক্ত হন। বঙ্গ-ভঙ্গের সময়ে তিনি শিলংএ বদলী হন এবং ১৯০৮ সালে জোড়হাটে ফার্ম্ম-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে ঢাকা বীজগারে (সিড্‌ষ্টোরে) বদলী হন। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি এগ্রিকালচারেল সুপারভাইজার পদে উন্নীত হন। সে সময় তিনি গরু ও পাটের আদম সুমারীতে ( Cattle ও Jute census ), এবং অনেক প্রদর্শনীতে বিশেষ কাজ করেন। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে তিনি পশ্চিম সার্কেলের অস্থায়ী ডেপুটী ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকাল-চার পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯২০ সালে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি স্থায়ীভাবে ডেপুটী ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার পদে নিযুক্ত হন।

তিনি পরোপকারী ছিলেন। দুঃসময়ে পড়িয়া তাঁহার নিকট কেহ কোন সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ সকলকে সমান ভাবে দেখিতেন। তাঁহার সরলতা ও অমায়িকতায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

কৃষিই এই দেশের জীবন—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। রায়তদের উপকার করিবার জন্য তিনি কৃষি বিভাগে যথাসাধ্য সুবিধা ও সুযোগ করিয়া গিয়াছেন। এত দিনের পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার ফলে তিনি একখানি অতি উপাদেয় কৃষি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান তাঁহার আত্মার সদগতি করুন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

---

## পরলোকে স্যার কৈলাস বসু

গত ২০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ৫ টার সময় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, তাঁহার সুকিয়া ষ্ট্রীটের ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বহুদিন হইতেই শোথ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। হৃদয়যন্ত্রের স্ফীতি তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

স্যার কৈলাস ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতার নাম ৺মধুসূদন বসু; এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন; ১৮৭৪ সালে এল্, এম্. এস্ উপাধি পান। একবৎসর মেডিকেল কলেজে সার্জ্জনরূপে কার্য্য করিয়া তিনি স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত অনুগমন করেন।

---

# চট্টগ্রামে হল উৎসব

সম্প্রতি চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক মাঠে বিরাটভাবে "হলউৎসব" ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৭টার পুর্ব্বেই দলে দলে লোক আসিয়া উক্ত মাঠের নিকট সমবেত হয়। ইহাদের সকলের সম্মুখেই রায় বাহাদুর শ্রীযুত কামিনীকুমার দাস, উকিল শ্রীযুত বিলাসচন্দ্র ঘোষ, উকিল শ্রীযুত নন্দলাল গুহ, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বি, এল, পণ্ডিত শ্রীযুত দৈবকীনন্দন ক্রিয়ানিধি, শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বণিক, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রুদ্র, রুক্মিণীরঞ্জন আচার্য্য, বিনোদরঞ্জন আইচ, যতীন্দ্রমোহন আইচ, ক্ষিরোদচন্দ্র সিংহ, রেবতীরমণ দত্ত, বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী, রাখালচন্দ্র দে, মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, হরিরঞ্জন সেন প্রভৃতি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকগণ নিজ হস্তে হলকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফতেয়াবাদ-বাসী জমিদার শ্রীযুত রজনীকান্ত পাল, শ্রীযুত বরদাচরণ নন্দী, শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন সেন, পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুত বামাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুত বরদাচরণ ধর, শ্রীযুত হরদয়াল চৌধুরী, শ্রীযুত আশুতোষ, চৌধুরী বি, এ, শ্রীযুত শ্রীমন্তরাম পাল, শ্রীযুত সুরেন্দ্রলাল খাস্তগীর, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুত নির্ম্মলকান্ত নন্দী, শ্রীযুত উপেন্দ্রলাল সেন,শ্রীযুত সারদাচরণ বণিক, শ্রীযুত রজনীকান্ত বণিক, শ্রীযুত ক্ষিরোদ চন্দ্র ভদ্র, শ্রীযুত জগবন্ধু দেবানন্দী, শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত মোক্ষদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত মোহিনীমোহন দত্ত, শ্রীযুত যামিনীরঞ্জন ভুঁইমালী, শ্রীযুত অপর্ণাচরণ ধুপী, শ্রীযুত ললিতচন্দ্র আচার্য্য, শ্রীযুত অবলাকুমার আচার্য্য, শ্রীযুত রোহিনীরঞ্জন সেন, শ্রীযুত তারা কিঙ্কর পাল, শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ দে, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার বঙ্গচন্দ্র নাথ, শ্রীযুত জ্যোতিশ চন্দ্র নাথ, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং আরও অনেকেই এই হলকর্ষণে যোগদান করিয়া ফতেয়াবাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। দশ বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের শতাধিক সকল শ্রেণীর হিন্দুই স্বহস্তে হলকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পরদিনও এইরূপে হল-উৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিতে সেবকগণ হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তৎপ্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে লিখিত 'পল্লীসেবা' অভিনয় করিয়া দেশের লোককে তাহাদের দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

হল উৎসবের উৎসব-ক্রিয়াকে কার্য্যে পরিণত করার মানসে ইহার পরে এই গ্রামের যুবকবৃন্দ একত্র হইয়া কতক জমি লইয়া স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে। গ্রামে গ্রামে এইরূপ উৎসব যতই হয় ততই দেশের মঙ্গল।

# গৌহাটী ব্যবসাদার সঙ্ঘ

গত কংগ্রেসের সময় গৌহাটী ফাঁসিবাজারে মেসার্স মহাসিং রায় মেঘরাজ বাহাদুরের বিস্তীর্ণ হলে, একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য স্থানীয় নবগঠিত ব্যবসাদার সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশন বসিয়াছিল। শ্রীযুত পীযূষকান্তি ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সকল মাড়োয়ারী মহাজন এবং কয়েকজন আসামী ও বাঙ্গালী ব্যবসাদার এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সঙ্ঘের সেক্রেটারী সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন গৌহাটীর ব্যবসাদারগণ রেলওয়ে ও ষ্টীমার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে তাঁহাদের মালপত্রের আমদানী রপ্তানিতে যে অসুবিধা ভোগ করেন, তাহা তিনি বিবৃত করিয়া বলেন, যে, তাঁহাদের এই সমিতি এবং প্রতিষ্ঠান যথারীতি গঠিত হইলেও রেল বা ষ্টীমার কোম্পানী তাহাদিগকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন।

সভাপতি মহাশয় হিন্দিতে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বলেন, গৌহাটীর ব্যবসাদারেরা সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন, কারণ এটা সংগঠনের যুগ। যদি তাঁহারা ঐকান্তিকতার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে যথারীতি একতাবদ্ধ হইতে পারেন, রেল ষ্টীমার ত সামান্য কথা, জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে। ইউরোপীয়গণ দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ী সঙ্ঘের শক্তি দেশে বড় কম নয়। ব্যবসাদার এবং বণিক সমিতি গভর্ণমেণ্টের সম্মানিত এবং ব্যবস্থাপক সভায় পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যদি তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হন এবং তাঁহাদের সঙ্ঘকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারা সমস্ত দেশের সাহায্য পাইবেন। যদি বর্ত্তমান ষ্টীমার কোম্পানী তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন না করেন, তাঁহাদের নিজের ষ্টীমার ব্রহ্মপুত্রে যাতায়াত করিবে না কে বলিতে পারে? গৌহাটীর ব্যবসাদারেরা তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সচেষ্ট এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন জানিতে পারিলে সিন্ধিয়া নেভিগেশন কোম্পানী ব্রহ্মপুত্রে তাহাদের জাহাজ চালাইতে পারেন। বোম্বাইয়ের মোরারজী গোকুলদাস দেশের নদী গুলি দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনারা একতাবদ্ধ হইলে তাঁহার কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইবে।

# লৌহশিল্পে সাহায্য

ভারতে লৌহের এবং ইস্পাতের কারবার ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতেছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯২৪ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই শিল্প রক্ষার জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া-

ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সরকারী সাহায্যই ভারতীয় লৌহ-শিল্পের এই পুষ্টিসাধনের অন্যতম কারণ। যুদ্ধের সময় লোহার ও ইস্পাতের বাজার বড়ই চড়িয়াছিল। তাহার পর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, অনেকে মনে করিয়াছিলেন, আর বুঝি চলে না। টাটার কারখানাই ভারতের একমাত্র লোহার কারখানা। এত বড় বিরাট কারখানা এদেশে আর নাই। কিন্তু টানের মুখে এই কারখানাও টলমল হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই সময়েই বাউণ্টি দিতে সম্মত হন। তাহা ছাড়া, রক্ষা-শুল্কও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; তাই আবার এই কারবার বেশ গুছাইয়া উঠে। এখন আর গভর্ণমেণ্ট লৌহ-কারবারের সাহায্য করিবেন কি না এইরূপ কথা উঠিয়াছিল। তাই কারবারের অবস্থা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টেরিফ-বোর্ড বা ভারতীয় শুল্ক সভা তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বোর্ডের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহার মোট কথা এই যে,—লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট গত ১৯২৪ সাল হইতে যে রক্ষা-শুল্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আরও সাত বৎসরকাল বাহাল রাখিতে হইবে; অর্থাৎ আগামী ১৯৩৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই রক্ষাশুল্ক বাহাল রাখা হউক,—ইহাই শুল্ক-বোর্ডের সুপারিশ। কিন্তু বোর্ড বাউণ্টি অর্থাৎ সরকারী দান বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই সাত বৎসরের পরে, ভারতের লোহার কারখানার অবস্থা এতই ভাল হইবে যে, আর তখন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—টাটার কারখানার ইস্পাতের জিনিসের কাটতি ক্রমেই বাড়িতেছে; ১৯২৩-২৪ সালে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টন ইস্পাতের জিনিস জেমসেদপুরে টাটার কারখানায় তৈয়ারি হইয়াছিল; ১৯২৬-২৭ সালে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন জিনিষ তৈয়ারী হইবে। বোর্ডের মতে আগামী সাত বৎসরে এই কারখানার কাজ আরও বাড়িবে; ১৯৩৩-৩৪ সালে সম্ভবতঃ ৬লক্ষ টন মাল তৈয়ারি হইতে পারিবে। ফলে, ভারতে ইস্পাতের তৈয়ারি জিনিসের দরও অনেক কমিয়া যাইবে। আপনা হইতেই কারবার চলিবে ভাল; সরকারী রক্ষা-শুল্ক পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইবে না। বোর্ড বাউণ্টি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন এবং রক্ষা-শুক ৩৪ টাকার স্থানে একেবারে ১৩ টাকা করিতে বলিয়াছেন। শুল্ক-বোর্ডের সুপারিশগুলি অবশ্য এখনও গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন নাই। তবে শীঘ্রই এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পেশ করা হইবে। সম্ভবতঃ বোর্ডের সুপারিশ মঞ্জুর হইতেও পারে; তাহাতে ফল হইবে বিপরীত। বোর্ড বলিয়াছেন যে, ভারতের রেলপথসমূহ টাটার কারখানা হইতেই রেল লইবে এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের প্রয়োজনমত মাল ঐ কারখানা হইতেই ক্রয় করিবেন, তাহা হইলেই কারখানার কাজ বাড়িবে, ফলে, রক্ষা-শুল্ক প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কাজের বেলায় যে এইরূপই হইবে, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

বর্ত্তমান সময়ে ইস্পাতের ব্যবসায়ে যেরূপ অনিশ্চয়তা এবং অবসন্ন ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ব্যবস্থাপক সভায় আইন দ্বারা ইস্পাত শিল্পকে বজায় রাখিবার জন্ম যে রক্ষা-শিল্পের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে উহার সময় আরও বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করা কর্ত্তব্য, নচেৎ সাধারণের মন হইতে আশঙ্কা দূর না হইলে এই ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্ম নূতন মূলধন কেহ নিয়োগ করিবে না।

## ঢাকায় কৃষিপ্রদর্শনী

গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মাননীয় নবাব নবাব আলী চৌধুরী ঢাকা কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। একদিন কেবল স্ত্রীলোক দিগের জন্য খোলা ছিল। এবারকার প্রদর্শনীতে বাছাই বাছাই নানা প্রকার শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তা-কর্ষক জিনিষাদি দেখান হইয়াছিল। বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ হইতেও আর্থিক উন্নতি বিধায়ক নানাবিধ দ্রব্য ও সহজ লভ্য যন্ত্রাদির কুটীর শিল্প নির্ম্মাণে দেশবাসীর স্বাবলম্বী হওয়ার সাহায্যকারী অদ্ভুত ক্রীয়া কৌশলাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শিল্প বিভাগ হইতে ছাতার বাট তৈয়ারী, বাঁশ ও বেতের দ্রব্য, হাতে চালান ধানভাঙ্গা কল, কচুরি পানা দ্বারা নানাবিধ ব্যবহার্য্য জিনিষাদি প্রস্তুত প্রকরণ, শাঁখা কাটা ও পালিশ করার কল, পালিশ যন্ত্র, পাট, শোণ ও নারিকেলের ছোবড়া হইতে উন্নত চরকার দ্বারা সুতাকাটা, দড়ি পাকান, চট তৈয়ারী করা, অব্যবহার্য্য পরিত্যক্ত রেশম হইতে সুতা তৈয়ারী, সেই সুতার দ্বারা কোটের কাপড় প্রভৃতি তৈয়ারী করা, রং ও নকসা করা, চামড়া পাকান ও চামড়ার নানাবিধ জিনিষ তৈয়ারী, উন্নত প্রকারের ও চরকা প্রভৃতি নানাপ্রকার সহজসাধ্য গৃহজাত শিল্পাদির কার্য্য প্রদর্শনের বাবস্থা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া কুটীর শিল্পের বিশেষতঃ সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়নের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোক চিত্রের সাহায্যে বক্তৃতাও হইয়াছিল। শিল্প বিভাগ ইহার আয়োজন করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের নানা স্থানে এইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলে এবং দেশের যুবকগণ এই সকল প্রদর্শনীতে যাইয়া সকল বিষয় হাতে কলমে করিয়া দেখিলে দেশের বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

## বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনী

আমরা আনন্দের সহিত নিম্নের পত্রখানি ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করিলাম।

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও বাহেরক সত্যাশ্রমে বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে; ঢাকা জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে। প্রদর্শনী এবং সম্মেলনের জন্য পাশাপাশি দুইটী মণ্ডপ তৈয়ার হইতেছে। আশা করা যায় যে, এবার প্রদর্শনীরও দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ৬ দিন পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা রাখা হইবে। আশা করি, শিল্পীগণ প্রদর্শনযোগ্য জিনিষাদি প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শনীতে পাঠাইবেন। শ্রেষ্ঠ শিল্প কার্য্যের জন্য নানাপ্রকার পুরস্কার ও পদকাদি প্রতিবৎসরই দেওয়া হয়। প্রদর্শনীতে কাপড়ের প্রস্তুত কোনও জিনিষ দিতে হইলে তাহা খদ্দরের হওয়া আবশ্যক। মিলের বা বিলাতী বস্ত্রের কোনও জিনিষ গ্রহণ করা হইবে না। দোকানদার গণ ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে দোকান ভাড়া লইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত করিবেন।

চরকা প্রতিযোগিতা।

ঐ প্রদর্শনীর সময় একটী চরকা প্রতিযোগিতাও হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাটুনীকে একটী স্বর্ণ ও একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। দূর হইতে যাঁহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চাহেন, তাঁহারা ২০শে মাঘের মধ্যে পত্র লিখিলে চরকার বন্দোবস্ত করা হইবে।

"সত্যাশ্রম"<br>পোঃ—বাহেরক,<br>জিঃ ঢাকা।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশ<br>সম্পাদক,<br>ঢাকা জিলা-সম্মিলন

# ধোপার কাজে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র

ধোপার কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটি পাত্রের প্রয়োজন। গৃহের জন্য এই পাত্র ও আসবাবের সংখ্যা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু দস্তুর মত ধোপার ব্যবসায়ে কর্ম্মচারীর সংখ্যার অনুপাতে এই আসবাব ও পাত্রের প্রয়োজন।

এই পাত্র ও আসবাবগুলি যথাসম্ভব ভাল হওয়া উচিত। এই পাত্র কাঠ, গ্যাল্‌ভানাইজড্‌ আইরন, টিন, তামা, রবার ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## কাপড় কাচা টব

কাপড় কাচা টবের সহিত ষ্ট্যাণ্ড্‌ যদি ফিট্‌ করা না থাকে, তাহা হইলে উহা বসাইবার জন্য প্রয়োজন মত বেঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া লওয়া প্রয়োজন। ঘরের ব্যবহারের জন্য ষ্ট্যাণ্ড্‌ না হইলেও চলিতে পারে।

ঠাণ্ডা ও গরম জলের ট্যাপ্‌ লাগান পোর্সিলেন বা কাঠের কাপড় কাচা টব পাওয়া যায়। ইহাতে সুবিধা আছে অনেক। বড় বড় ধোপার ব্যবসায়ে ইহা ব্যবহার করিলে সময় এবং পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়।

রঙ্‌ করা কাঠের টব ব্যবহার করিতে খরচ কম পড়ে, অথচ কার্য্যের দিক দিয়া পোর্সিলেন টব অপেক্ষা তাহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং কাঠের টব ব্যবহার করার কোন আপত্তি নাই। এই টবের চারিদিকে লোহার বেড় দিয়া বাঁধা। সমস্ত জিনিষটি রঙ্‌ করা বলিয়া লোহার বেড়টিতে মরচে ধরিয়া পাত্রটিকে নষ্ট করিয়া দেয় না।

আর এক প্রকার রঙ্‌ না করা টব পাওয়া যায়। ইহাতে লোহার বাঁধন নাই। এই টব অপেক্ষা রঙ্‌ করা টব অধিক দিন স্থায়ী হয়।

## দুইভাগে বিভক্ত নিঙড়াইবার যন্ত্র সংযুক্ত কাপড় কাচা টব

আর এক প্রকারের টব আছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহাতে কাপড় নিঙ্‌ড়াইবার যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। এই টবে—

১। কাপড় কাচা,

২। কাপড়ে নীল দেওয়া, এবং

৩। কাপড় নিঙ্‌ড়ান

এই তিন প্রকার কাজ সম্পন্ন হয়।

সাবান জল দিয়া টব ধৌত করা কর্ত্তব্য। টব কখনও একেবারে শুষ্ক রাখিয়া দিবে না। কারণ শুকাইয়া গেলে কাঠ টানিয়া যায়, সুতরাং উহাতে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

টব শুকাইয়া যাওয়াতে কাঠ টানিয়া গিয়া যদি উহা হইতে জল পড়িতে থাকে, তাহা হইলে টবটি কয়েক ঘণ্টা জলের মধ্যে রাখিয়া দাও। কাঠ ফুলিয়া

উঠিলেই জল পড়া বন্ধ হইবে। টব যদি রঙ্ করা না হয়, তাহা হইলে গরম জল ব্যবহার করিলে আরও শীঘ্র কাঠ ফুলিয়া উঠিয়া জল পড়া বন্ধ হইবে।

## গ্যাল্‌ভানাইজড্ আইরন বাথ

ইহা যেমন কাজ দেয়, তেমনি ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী। দস্তা তরল ভাবে গালাইয়া তাহাতে লোহার চাদর ডুবাইয়া গ্যাল্‌ভানাইজ করা হয়। এই চাদর দিয়া আইরন বাথ প্রস্তুত করা হয়।

গরম জলে সোডা মিশাইয়া তাহা দ্বারা এই পাত্র ধৌত করা প্রয়োজন।

হল্‌দে কাগজকে চাপ দিয়া শক্ত করিয়া ও তাহাকে কলাই করিয়া তাহাদ্বারাও পাত্র প্রস্তুত হয়। ইহাকে পেপের মেচির পাত্র ( Papier Mache Basin ) বলা হয়। প্যারাফিন বা টার্পেনটাইনে কিম্বা সাবান মিশ্রিত প্যারাফিনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া এই পাত্র পরিষ্কার করা যায়। এইরূপ ভাবে পরিষ্কার করিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। যাহাতে ধুলা উড়িয়া ভিতরের পাত্রে না লাগে, তাহার জন্য পাত্র ধুইবার পর উল্টাইয়া রাখিবে।

চীনামাটির পাত্র হইলে সাবান জল দিয়া ধৌত করিবে।

টবের ষ্ট্যাণ্ড্ ধৌত করিতে হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া তাহা দিয়া ধৌত করিতে হইবে, তাহার পর ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইবে।

## ইস্ত্রি করিবার টেবিল

কাপড় জামা ইস্ত্রি করিবার জন্য যে টেবিল প্রয়োজন, তাহা বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। টেবিল যতটা উচু হইলে কাজের বেশ সুবিধা হয়, ততটা উচু হওয়া চাই। কাপড় জামা ইস্ত্রি করা হইলে তাহা রাখিবার জন্য সুবিধামত সেল্‌ফ থাকা আবশ্যক। যিনি ইস্ত্রি করিবেন, যাহাতে তাঁহার কোন রকম অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান থাকা দরকার।

এই টেবিল পরিষ্কার করিতে হইলে গরম জল ব্যবহার করা দরকার। টেবিলে চর্ব্বি বা তৈলাক্ত পদার্থ লাগিয়া না থাকিলে সোডা ব্যবহার করিবে না। যতটা পারা যায়, একবারে ততটা টেবিল ন্যাকড়া দিয়া ভিজাইয়া লইবে। তাহার পর কড়া বুরুসে সাবান লাগাইয়া ইচ্ছা করিলে সেই সঙ্গে সিলভার স্যাণ্ড্ এবং অল্প একটু ফুলার্স আর্থ লাগাইয়া টেবিলের কাঠের আঁশ যে দিকে সেই দিকে বুরুস টানিবে। এইরূপ ভাবে সাবান লাগাইয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। সাবান যেন কিছুমাত্র লাগিয়া না থাকে। লাগিয়া থাকিলে কাঠে হল্‌দে দাগ হইবে। কাঠে যদি কালির দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে অক্সালিক এসিড্ বা সল্ট্ অব্ লিমন লাগাইলেই উহা উঠিয়া যাইবে।

## বয়লার

বয়লার তিন প্রকার জিনিষ দিয়া প্রস্তুত হয়—

১। লোহা,

২। গ্যালভানাইজড আইরন, বা

৩। তামা।

লোহার তৈয়ারি বয়লারের দাম সস্তা। গ্যালভানাইজড্ আইরনের বয়লার আরও বেশী দামী, তামার বয়লার অত্যন্ত দামী।

ব্যবহারের পর গরম থাকিতে থাকিতে উহা ধুইয়া শুকাইয়া রাখিবে।

টার্পিন তৈলে ইটের গুঁড়া মিশাইয়া কাদার মত করিয়া ন্যাকড়া বা ফ্লানেলের টুকরা দিয়া ঘসিবে। শেষে শুষ্ক ইটের গুঁড়া দিয়া ঘসিলে উহা খুব চক্‌চকে হইবে।

## ম্যাঙ্গেল

কাপড় চাপ দিবার জন্য এবং মসৃণ করিবার জন্য এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কাঠের দুইটা ভারী রোলার আছে। এই রোলার দুটি ধাতু নির্ম্মিত

ফ্রেমে দাঁতযুক্ত চাকার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে একটি লেভার আছে, তাহার দ্বারা চাপ কম বেশী করা যায়।

সস্তাদরের ম্যাঙ্গেল কিনিয়া ভাল কাজ পাওয়া যায় না। দাম দিয়া কিনিলে সস্তাদামের ম্যাঙ্গেল অপেক্ষা তিনগুণ টেঁকসই হয়। যে ম্যাঙ্গেলে দুইটি সেল্‌ফ আছে, সেই ম্যাঙ্গেল ক্রয় করিবে। যাহাতে সেল্‌ফ দুটি সহজেই নড়াইতে পারা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহাতে সুবিধা অনেক, ইচ্ছামত সরাইতে পারা যায়।

দুই রোলারের মধ্যে একটি রোলার নরম কাঠের তৈয়ারী, অপরটি শক্ত কাঠে প্রস্তুত।

ম্যাঙ্গেল পরিষ্কার করিতে হইলে প্যারাফিনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া যেখানে যে মেসিন অয়েল লাগিয়া আছে, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। দাঁতযুক্ত চাকার দাঁতগুলি হইতে ধুলা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। রোলার এবং সেল্‌ফ গরম জলে সাবান মিশাইয়া ধুইতে হইবে। শুকাইয়া গেলে মেসিন অয়েল লাগাইতে হইবে।

## নিঙ্‌ড়াইবার যন্ত্র

কাপড় নিঙ্‌ড়াইবার যন্ত্রে ইণ্ডিয়া রবারের দুইটি রুলার থাকে। যে যন্ত্রের ফ্রেম কাঠের প্রস্তুত, তাহা পরিষ্কার রাখা কঠিন। সাবান জল, শ্বেতসার, এবং ধুলা কাঠের জোড়ের মুখে সঞ্চিত হয়। উহা বুরুসের সাহায্যে পরিষ্কার করা শক্ত। কিন্তু ধাতু নির্ম্মিত ফ্রেম অতি সরলভাবে প্রস্তুত এবং তাহা পরিষ্কার করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না।

যেমন ভাবে ম্যাঙ্গেলের ফ্রেম পরিষ্কার করিতে হয়, তেমনি ভাবে এই যন্ত্র পরিষ্কার করিবে। কোন প্রকার দাগ ইণ্ডিয়া রবারের রোলারে লাগিয়া থাকিলে টার্পিনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহাদ্বারা ঘসিতে হইবে। তাহার পর ঠাণ্ডা জলে সাবান গুলিয়া তাহাদ্বারা রোলার ধুইয়া ফেল। সাবধান, গরম জল ব্যবহার করিবে না, তাহাতে রবার নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ব্যবহার করিবার সময় অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করিবে না।

## কাপড় কাচা কল

কাপড় কাচিবার জন্য নানা প্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের প্রধান জিনিষ হইতেছে টব বা কাঠের বাক্স। এই টব বা কাঠের বাক্স এমন ভাবে স্থাপিত যে, উহা সহজেই ঘুরান যাইতে পারে। ঘুরানোর ফলে কাপড় ঘর্ষিত হইয়া ধৌত হয়।
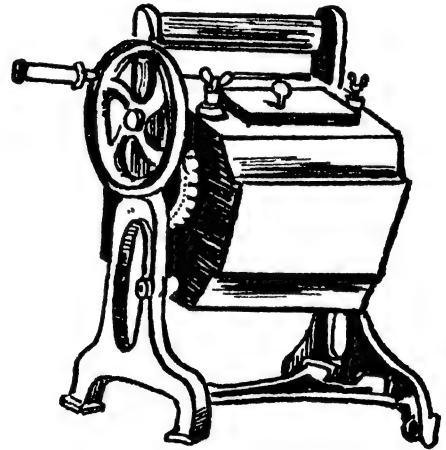
গৃহস্থের বাড়ীতে একটী ছোট কাপড় কাচা কল থাকিলে ধোপার খরচ এবং কাপড় কাচার খাটুনি উভয়ই বাঁচিয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে কাপড় কাচা হয়, তাহাতে কাপড়ের সূতা আল্গা হইয়া যায়, সুতরাং কাপড় সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু কলের সাহায্যে বস্ত্র ধৌত করিলে সূতার উপর কোনরূপ জোর পড়ে না, সুতরাং কাপড় বহু দিন টেঁকে।

কাপড় কাচা কল কিনিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিতে হইবে—

১। টবে কোন প্রকার ধাতু ব্যবহার করা হয় নাই।

২। উহা এমন ভাবে স্থাপিত যে, একটি বালকও উহা অনায়াসে চালাইতে পারিবে।

৩। জল বাহির হইতে দিবার জন্য যে ছিদ্র আছে, তাহা উত্তমরূপে বন্ধ করিবার জন্য রবারের প্লাগ্ আছে।

৪। ঢাকনি দৃঢ়রূপে বন্ধ করা যায়, এবং বাষ্প বাহির হইবার জন্য রাস্তা ( valve ) আছে।

৫। টব্‌টি যখন জলে ভরা হইবে, বা খালি থাকিবে, তখন তাহা ঠিকভাবে রাখিবার জন্য বন্ধনি আছে।

কল যে প্রকারেরই হউক না, উহা পরিপূর্ণভাবে জল দিয়া ভরিয়া ফেলা উচিত নয়। কিরূপ পরিমাণ জল এবং মসলা ব্যবহার করিতে হয়, তাহার পরিমাণ যন্ত্রের সহিত উপদেশ-পত্রে লিখিত থাকে। জল যখন ময়লা হইয়া আসে, তখন তাহা ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কার জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কাপড় নিঙ্‌ড়াইবার যন্ত্র সংযুক্ত থাকিলে, তাহাতে কাপড় নিঙ্‌ড়ানও চলিবে। যদি কাপড় অত্যন্ত ময়লা হয়, তাহা হইলে, হয় টবে কাপড় দিবার পূর্ব্বে কিম্বা পরে, হাত দিয়া কাপড় কাচিয়া লইতে হইবে।

## ইস্ত্রি গরম করিবার ষ্টোভ্

ইস্ত্রি গরম করিবার নানা প্রকার ষ্টোভ্ পাওয়া যায়। এই ষ্টোভ্‌গুলি ঢালাই লোহার তৈয়ারি। দেখিতে কোন ষ্টোভ্ গম্বুজের মত, কোন ষ্টোভ্ বাক্সের মত। ইহার ভিতর দিকে কয়লা দিয়া ধরাইয়া উপরিভাগে ইস্ত্রি বসাইয়া গরম করিতে হয়।

ষ্টোভ্ হইতে গ্যাস বাহির হইবার জন্য যে চিমনি আছে, তাহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। আগুন দিবার পূর্ব্বে ষ্টোভের ভিতর বেশ করিয়া সাফ্ করিয়া লইতে হইবে। গ্যাস ষ্টোভই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক।

## ইস্ত্রি

সাধারণতঃ যে সকল ইস্ত্রি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একখণ্ড চাপ লোহার তৈয়ারি। ইহা আগুনের উপর বসাইয়া গরম করা হয়। এই ইস্ত্রিগুলি সস্তা। বর্ত্তমানে ইলেক্‌ট্রিক ও স্পিরিট ইস্ত্রি বাহির হইয়াছে এগুলির দাম কিছু বেশী, কিন্তু সুবিধা অনেক।

ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি

## ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি
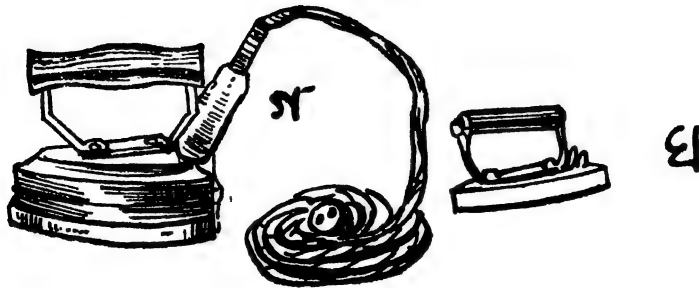
ইহা নানা রকমের আছে। কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে উত্তপ্ত হয়, কোনটি সরাসরি বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা উত্তপ্ত হয়। শেষোক্ত ইস্ত্রির পিছন দিকে তার থাকে, সেই তার বৈদ্যুতিক প্রবাহের তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে উহা গরম হইয়া উঠে। তার খুলিয়া রাখিয়া উহা ব্যবহার করা যায়, কিম্বা খুব বড় হইলে বা খুলিয়াও উহা ব্যবহার করা যায়। এই ইস্ত্রি ব্যবহার করা অত্যন্ত সুবিধা-জনক। অন্য প্রকারের ইস্ত্রি গরম করিবার সময় অপরিষ্কার হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রিতে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু উহা খুব তাড়াতাড়ি গরম হইয়া উঠে।

ভাল অবস্থায় উহা রাখিতে হইলে মাঝে মাঝে প্যারাফিনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া উহা মুছিয়া ফেলা উচিত। তাহার পর ইটের গুঁড়া চূর্ণ বা হোয়াইটিং দিয়া মাজিয়া ফেলিবে।

## বাক্সপ্রকরণের ইস্ত্রি

এই ইস্ত্রিকে ইংরাজিতে বক্স আইরন (box iron) বলে। সাধারণ ইস্ত্রি অপেক্ষা এই ইস্ত্রি পুরু। ইহার ভিতর ফাঁপা এবং একটি দরজা আছে। এই ইস্ত্রির সঙ্গে দুইখণ্ড লৌহ থাকে। একখণ্ড লৌহ গরম করিয়া উহার মধ্যে দেওয়া হয়। তাহাতে ইস্ত্রি গরম হইয়া ওঠে। ইত্যবসরে আর একখণ্ড লৌহ আগুনে গরম করিতে দিতে হয়। ইস্ত্রির ভিতরকার লৌহ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে দ্বিতীয় খণ্ড পুরিয়া দেওয়া হয়।

## গ্যাস ইস্ত্রি

ইহাও বাক্স-ইস্ত্রির অনুরূপ। এই ইস্ত্রির সহিত একটি নল সংযুক্ত আছে। গ্যাসের পাইপের সহিত ইস্ত্রির পাইপ একটি রবারের নল দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইস্ত্রির ভিতর গ্যাস জ্বলিতে আরম্ভ করিলেই ইস্ত্রি গরম হইয়া উঠে।

এই ইস্ত্রিতে বেশ সুন্দর কাজ হয়, তবে বাড়ীতে ব্যবহারের পক্ষে ইহা একটু বেশী ভারি। বড় বড় ধোপার কারখানায় ইহা ব্যবহারের অত্যন্ত উপ-যোগী। ইহার ভিতরের গ্যাসের আলো কম বেশী করিবার ব্যবস্থা আছে।

## কাঠ কয়লার ইস্ত্রি

ইস্ত্রিটা যে কাঠ কয়লা দিয়া প্রস্তুত নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই ইস্ত্রি কাঠ কয়লা দিয়া গরম করা হয় বলিয়া ইহাকে কাঠ কয়লার ইস্ত্রি নামে অভিহিত করিলাম।

প্রথমে ইস্ত্রির ভিতরে কাঠ কয়লা ভরিয়া দেওয়া হয়। তারপর একখানা কাঠ কয়লা ধরাইয়া তাহার ভিতর দেওয়া হয়। সমস্ত কাঠ কয়লা ধরিয়া উঠিলে ইস্ত্রি গরম হইয়া উঠে। "ড্যালি" (Dalli) নামক এই জাতীয় ইস্ত্রি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

## স্পিরিটের

স্পিরিটের সাহায্যে এই ইস্ত্রি উত্তপ্ত করা হয়। বাড়ীতে ব্যবহারের পক্ষে এই ইস্ত্রি অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু সাবধানে ইহা ব্যবহার করা দরকার। কারণ

## স্পিরিটের ইস্ত্রি

একটু অসাবধানতার ফলে গর্ত্তের মধ্য দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইয়া আগুন ধরাইয়া দিতে পারে।

## ডিম্বাকৃতি ইস্ত্রি

আগুনের উপর রাখিয়া এই ইস্ত্রি গরম করা হয়। কলার, হাতা ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

## মিলিনারি ইস্ত্রি

মিলিনারি ইস্ত্রির (Millinery Irons) দুই দিকই গোল। টুপির মাথা ইস্ত্রি করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

## গুজ আইরন

গুজ আইরন (Goose Iron) লম্বাকৃতি। দর্জ্জিরা জামার ধার ইস্ত্রি করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

## পাঞ্চিং আইরন
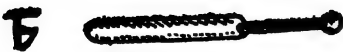
পাঞ্চিং আইরন (Punching Iron) ফুলা, পাতা ইত্যাদি লেস ইস্ত্রি করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ফ্ল্যাট আইরন, পলিশিং আইরন ও গফারিং আইরন (Goffering Iron)—এইগুলিই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়।

ইস্ত্রি পছন্দ করিতে হইলে যে ইস্ত্রির হাতল শক্ত এবং তলা মসৃণ, সেই ইস্ত্রিই গ্রহণ করা উচিত। পালিশ করিবার ইস্ত্রির পক্ষে এই গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। মরিচা ধরিয়া ইস্ত্রি খারাপ হইয়া গেলে হাজার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলেও কাপড়ে আঁচড় বা দাগ পড়ে। ধোপাখানায় প্রত্যেক কর্ম্মচারীর একটি পালিশের ইস্ত্রি ও দুইটি সাধারণ ইস্ত্রি থাকা আবশ্যক।

## গফারিং আইরন

গফারিং আইরন (Goffering Iron) পালিশ করা লোহে প্রস্তুত। ঘাবরা বা লেসের কোঁচ ঠিক করিবার জন্য ইহার ব্যবহার। এই ইস্ত্রি কদাচ আগুনের উপর বসাইয়া গরম করিবে না। আগুনে বসাইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। নিকেল করা ইস্ত্রির দাম বেশী।

## ক্রিম্পিং আইরন

ক্রিম্পিং আইরনও (Crimping Iron) দেখিতে গফারিং আইরনের মত। বড় বড় ধোপার ব্যবসায়েই গফারিং আইরন ও ক্রিম্পিং আইরন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## নূতন ইস্ত্রি ব্যবহারের নিয়ম

যে ইস্ত্রি কিছুদিন ব্যবহৃত হইতেছে, সে ইস্ত্রি যেমন সহজেই সরে, নূতন ইস্ত্রি তেমন সরে না। সুতরাং নূতন ইস্ত্রি ব্যবহার করিতে হইলে ইস্ত্রি গরম করিয়া একভাগ সুইট অয়েল ও দুইভাগ

প্যারাফিন মিশ্রিত করিয়া উহাতে লাগাইতে হইবে। কয়েকবার এইরূপ করিয়া সাবান এবং ছাই দিয়া উহা ধুইয়া ফেলিবে। শুকাইয়া গেলে গরম করিয়া ব্যবহার করিবে।

## ইস্ত্রি পরিষ্কার করিবার উপায়

গরম সোডার জলে ইস্ত্রি ধৌত করিবে। ইস্ত্রির ধারগুলি সাবধানে ধুইবে। সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে শুষ্ক ইটের গুঁড়া দিয়া পালিশ করিবে। তাহার পর ইস্ত্রি গরম করিবে।

ভেড়ার চর্ব্বি মাখিয়া ব্রাউন কাগজ মুড়িয়া রাখিয়া দিবে। তাহা হইলে ইস্ত্রি খারাপ হইবে না।

## ইস্ত্রি হইতে মরিচা দূর করিবার উপায়

অবহেলার ফলে যদি ইস্ত্রিতে মরিচা পড়ে, তাহা হইলে প্যারাফিন ইটের গুঁড়ায় মিশাইয়া তাহাদ্বারা বা এমিরি কাগজ দিয়া ইস্ত্রি প্রস্তুত করিবে।

জ

ঝ
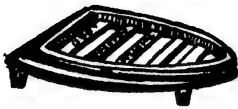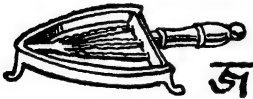
## ইস্ত্রি রাখিবার পাত্র

গ্যাল্‌ভানাইজড্ করা লোহার পাত্র (Galvanised iron stand) উৎকৃষ্ট। কারণ উহাতে মরিচা পড়ে না এবং গরম সাবান জলে উহা সহজেই পরিষ্কার করা যায়।

## ইস্ত্রি করিবার টেবিল

জামা কাপড় ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবার জন্য একটা প্রশস্ত টেবিল থাকা প্রয়োজন। এই টেবিলকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য একটি চাদর থাকা আবশ্যক। টেবিল এবং চাদর যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

ট

## সার্ট বোর্ড

বিলাতি ধোপার ব্যবসায়ীদের এ ছাড়াও সার্ট বোর্ড (shirt board) গ্লসিং বোর্ড (glossing board, স্লিভ বোর্ড (sleeve board) ইত্যাদি থাকে।

ঠ

## স্লিভ বোর্ড

সার্টের সম্মুখের দিকের কলার ইস্ত্রি করিবার জন্য সার্ট বোর্ডের প্রয়োজন। কফ কলার চকচকে করিবার জন্য গ্লসিং বোর্ড আবশ্যক। হাতার কফ ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবার জন্য স্লিভ বোর্ড দরকার হয়।

## ধোপার কাজে আবশ্যকীয় পাত্র ইত্যাদি

চকচকে করিবার জন্য বা ইস্ত্রি করিবার জন্য ইস্ত্রি করিবার টেবিলে

১। জল দিতে ছোট ছোট এনামেলের বাটি,
২। জল ছিটাইবার জন্য ছোট ছোট পাত্র,
৩। মাড় প্রস্তুত করিবার জন্য বড় চীনামাটির পাত্র,
৪। কাঠের বাটি,

৫। সাবান গুলিবার জন্ত এনামেলের ডিস,

৬। সাবান কাটিবার জন্ত ছুরি,

৭। সাবান রাখিবার ডিস,

৮। তামার কাঠি,

৯। ইস্পাতের চিরুণী, বুরুস,

১০। ছোট ও বড় নানা প্রকারের চামচ,

১১। কাঠের চামচ,

১২। পরিমাপ যন্ত্র ও জিনিষপত্র রাখিবার জার,

এই সকল জিনিষগুলি ধোপার কাজের জন্ত একান্ত প্রয়োজন।

কাপড় জামা শুকাইতে দিবার জন্ত দড়ি আবশুক। দড়ি কাল হইয়া গেলে সাবান-জলে কাচিয়া ফেলা প্রয়োজন, নতুবা দড়ির ময়লা কাপড়ে লাগিবে।

কাপড় রাখিবার জন্য আল্‌না থাকা দরকার।
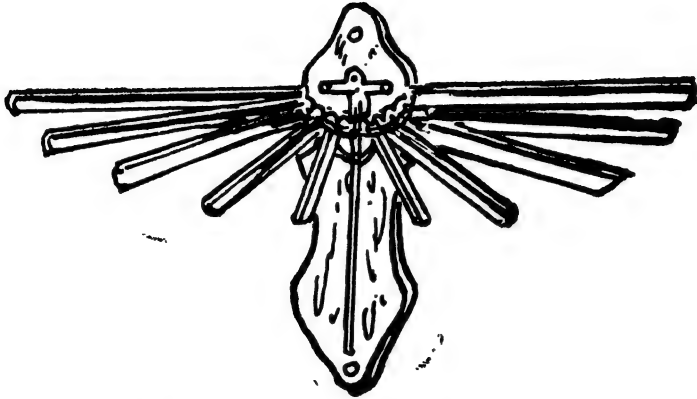
## কাপড় শুকাইতে দিবার আল্‌না

এদেশী ধোপারা দড়ি খাটাইয়া কাপড় শুকায়। এদেশী ধোপাদের কাপড় খাটাইয়া শুকাইবার নানারূপ যন্ত্র আছে। উপরে তাহার চিত্র দেওয়া হইল।

ভিজা কাপড় রাখিবার এবং তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঝুড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ঝুড়িগুলি সাফ্ করা দরকার। অল্প অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া তাহা দ্বারা ঝুড়ি ধুইবে।

## কাপড় কাচিবার আয়োজন

যেদিন কাপড় কাচিবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস কাপড় কাচিবার সমস্ত আয়োজন করা উচিত। তাহা হইলে তাড়াহুড়া করিতে হয় না।

(১) যে কাপড়গুলি কাচিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব দিবস একত্রিত করিবে।

(২) ফ্লানেল, পশমি কাপড়, মোজা একদিকে রাখিবে।

(৩) ভাল কাপড়, জামা একদিকে রাখিবে।

(৪) বিছানা সংক্রান্ত কাপড় পৃথক ভাবে, আর একদিকে রাখিবে।

(৫) মোটা কাপড় আলাহিদা করিয়া আর এক দিকে রাখিবে।

(৬) ছাপান এবং রঙিন কাপড়, জামা আর এক দিকে রাখিবে।

এমনি ভাবে পৃথক পৃথক ভাবে রাখিবার পর ফ্লানেলের কাপড়গুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং সেগুলি একটি থলে বা ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া দিবে। রঙিন কাপড়গুলিকেও এইরূপ ভাবে ঝাড়িয়া রাখিয়া দিবে। ছাপান কাপড় একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিতে পারা যায়।

ছেঁড়া থাকিলে তাহা মোটামুটি ভাবে সেলাই করিয়া ফেলিবে, নহিলে কাপড় কাচিবার সময় তাহা আরও বাড়িয়া যাইবে। মোজা কাচিবার পরই সেলাই করা হয়।

দাগ লাগিয়া থাকিলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে। তাহা না হইলে কাপড় কাচিবার সময় এক কাপড়ের দাগ অন্য কাপড়ে লাগিতে পারে। বিশেষতঃ লোহার দাগ কাপড় কাচিবার সময় বাড়িয়া যায় এবং এক কাপড় হইতে অন্য কাপড়ে সংক্রামিত হয়।

কাপড়গুলি যেমন ভাবে পৃথক করা হইয়াছে তেমনি পৃথক ভাবে সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে ময়লা আলগা হইয়া যায়, মাড় নরম হয় এবং তাহার ফলে সাবানও কম লাগে এবং খাটুনিও কম হয়।

মসলিন, কফ, কলার, লেস প্রভৃতি ভাল জিনিষ-ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে।

রুমাল একটি পৃথক পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। জলে একটু নুন দিবে। বাড়ীতে যদি সর্দ্দি কাশীর প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে জলে একটু স্যানিটাস (sanitas) মিশ্রিত করিবে। ইহা রোগবীজাণু নাশক।

পর্দ্দা যদি অত্যন্ত কাল হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা একটি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, এবং তিন চার বার জল পরিবর্ত্তন করিবে।

বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় ইত্যাদি একটি পৃথক পাত্রে ভিজাইবে। জল যদি কঠিন হয়, তাহা হইলে এক গ্যালন জলে বড় চামচের এক চামচ সোডা—এই পরিমাণ অনুসারে সোডা মিশাইবে। সোডা যদি জলের সহিত মিশ্রিত না হয় এবং অমিশ্রিত সোডা কাপড়ে লাগে তাহা হইলে হলদে দাগ হইবে এবং সেই স্থান বাড়িয়া যাইয়া গর্ত্ত হইতে পারে।

রন্ধনশালায় যে কাপড় ব্যবহৃত হয়, তাহা গরম জলে সোডা মিশাইয়া তাহাতে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ইহাতে কাপড় হইতে চর্ব্বি তৈল ইত্যাদি উঠিয়া যায়।

---

# কলম্বোর পত্র

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার অনুগ্রহলিপি প্রাপ্তে সমস্ত অবগত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে

(১) সিংহলে নারিকেলের চাষ,

(২) নারিকেলের খোসা ও অন্যান্য অংশের ব্যবহার,

(৩) নারিকেলের তৈল

সম্বন্ধে তিনটী পৃথক পৃথক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিলে বাংলা দেশের বহু বেকার লোকের উপকার হইতে পারে—এজন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, এই কয়মাসের মধ্যে নারিকেল তৈল সম্বন্ধে বাংলাদেশ হইতে কয়েক-জন ভদ্রলোক আমার নিকট অনুসন্ধান করিয়াছেন;

তাহাতেই ও নিজের আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমি নারিকেল সম্বন্ধে এদেশে অনুসন্ধান করিতেছি। বিরাট বাঙ্গালাদেশে যথেষ্ট নারিকেল উৎপন্ন হয় ও চেষ্টা করিলে আরও অনেক অধিক উৎপাদন করা অতি সহজ ; তথাপি কলিকাতা সহরে কোচিন ও সিংহলের নারিকেল তৈল যথেষ্ট বিক্রীত হয়। বোম্বাই ও কলিকাতায় সিংহল হইতে নারিকেলের ছোবড়া চালান লয়। এই সমস্ত অবগত হওয়ায় আমার দৃষ্টি স্বতঃই ঐ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর আপনার পত্র তাহাতে আরও উৎসাহ দান করিল। তবে এ বিষয়ে অদ্য আমি কিছু লিখিতে পারিতেছি না। কিছুদিন পরে আপনার লিখিতমত বিভিন্ন প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার আশা রহিল।

ইতিমধ্যে সিংহলের সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে (coast line) গিয়াছিলাম ; তথাকার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই অদ্যকার পত্রের উদ্দেশ্য। ইহাতেই প্রায় সিংহলের সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়-স্থানের বিবরণ শেষ হইবে। আর যাহা কিছু বাকী থাকিবে—যদি ভগবান সময় ও সুযোগ দেন, পরে চেষ্টা করিব। কোষ্ট্ লাইনে রেল কলম্বো হইতে মাতারা পর্য্যন্ত যাইয়াই শেষ হইয়াছে এজন্য মাতারা একটী উল্লেখযোগ্য স্থান। তথায় যাইতে মধ্যে আরও ২।৩টী সমৃদ্ধ সহর ও একটী বন্দর পথে পড়ে, উহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার বিবরণ ব্যবসায়ীর পক্ষে আবশ্যকীয় বলিয়াই তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

## মরাপুরা

কলম্বো হইতে মাত্র ২৫।৩০ মাইল দূর। এত নিকটে বলিয়া ব্যবসায় হিসাবে ইহার বিশেষ খ্যাতি নাই। অধিকাংশ লোকেই কলম্বোর ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া থাকেন। অনেক শিক্ষিত লোক কলম্বোতে চাকুরী ও ব্যবসায় করেন, ও দৈনিক নিয়মিত যাতায়াত করেন। পাথর-খনি (Ceylon saphirre) নিকটেই আছে।

## আম্বালান্ গোডা

এই সহরটী যদিও তেমন বড় নহে, তথাপি বেশ ব্যবসায়ের স্থান। অনেক ব্যবসায়ীই বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকেন। আমরাও সরবরাহ করিয়া থাকি। কে, মুমনাদাসা, জি, এম্, এ, ডি, সিল্ভা, এ, কে, হেণ্ড্রিক্, সিলভা, টি, ও, ফারনান্ডো, ই, করোলিস্. সিল্ভা, ডি, এচ্, জেম্স সিলভা ও এ, কে ডি, সিল্ভা এই কয়টী ব্যবসায়ীর নামই উল্লেখযোগ্য। ইহারা ভারতীয় ও বিদেশী নানারকম জিনিষের ব্যবসায় করেন। একেবারে সমুদ্রের ধারে বলিয়া সমুদ্রস্নানের পোষাকাদি অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

## গাল্

এটীও সমুদ্রতীরে। ইহাই কলম্বো বন্দর প্রস্তুতের পূর্ব্বে সিংহলের প্রধান বন্দর ছিল। এখানেই সমস্ত জাহাজ ভিড়িত। ডাচ্ ও পর্ত্তুগীজগণ প্রথমে এখানেই বাণিজ্য পত্তন ও পরে রাজ্যস্থাপন করেন। এখনও পুরাতন দুর্গ বর্ত্তমান আছে। ইংরেজের আমলেই কলম্বো বন্দরের পত্তন এবং তাহারই ফলে গালের পতন। বর্ত্তমানে সমগ্র সিংহলের মধ্যে বাণিজ্য হিসাবে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। জাহাজ চলাচল এখনও আছে তবে পরিমাণে অল্প।

এইস্থানেই কচ্ছপের খোলার (Tortoise shell) নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়, এবং বেশ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়। বিদেশীয়েরা বড় পছন্দ করে বলিয়াই এই ব্যবসায়টী বেশ লাভজনক। সিংহলের পাথর (saphirre) পৃথিবী বিখ্যাত ; উহার ব্যবসায়ও এখানে বেশ উচ্চদরেই হইয়া থাকে।

দূরে নিকটে অনেক এষ্টেট্ আছে; তথা হইতে ঐ সমস্ত আমদানী হয়। অবশ্য তাহার পর ক্রমশঃ বড় সহর কলম্বোতে সমস্ত জিনিষই যায়।

রেঙ্গুন হইতে সরাসরি চাউলের জাহাজ এখানে আসিয়া থাকে। বাংলা হইতে চট্, থলে প্রভৃতিও আমদানী হয়। বাংলার চাউল ব্যবসায়ীরা রেঙ্গুনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠেন না বলিয়া বাঙ্গালার খুব কম চালই এখানে আমদানী হয়। ভারতের অনেক দ্রব্যই এখানকার ব্যবসায়ীরা সরাসরি আমদানী করিয়া থাকেন; নারিকেলের ছোবড়া, তৈল প্রভৃতিও চালান দিয়া থাকেন। এই সমুদ্রতীরের দিকেই নারিকেলের বাগান অত্যন্ত অধিক।

এখানকার ফোর্টে এফ্‌রান্ লিমিটেড্ নামক একটী খুব বড় ও প্রসিদ্ধ যৌথ কারবার আছে। ইহারা সর্ব্ববিধ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। তাহা ব্যতীত এস্, এম্, হাজিয়ার, সিটি ষ্টোরস্, এম্, এ, রহিম, পি, ডি, এম্, ডি, সিল্‌ভা, এস্, এম, ডি, সিল্‌ভা, এল, ও, ই, ডি, সিল্‌ভা, ন্যাশনাল ড্রাপারি ষ্টোরস্, আই, এস, এম, মহম্মদ ইস্মাইল ব্রাদার্স, এস্, এ, মহম্মদ গাল ষ্টোরস্, সেণ্ট্রাল ষ্টোরস, পি, জি, এম, ডি সিল্‌ভা, এ, এইচ্, আবদুল রহমান, এম, এস্, গুণশেখরা, এ, আর, আহামেদ জামালদ্দিন, ও সলোমান ফারনাণ্ডো প্রভৃতি ব্যবসায়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেষ্ট হাউস্, হোটেল, মোটর ক্যারেজ, রিক্সা গাড়ী সমস্তই আছে। ঐ সমস্ত দোকানদারদের প্রায় সকলই আমাদের নিকট হইতে অল্পবিস্তর মাল লইয়া থাকেন। চামড়ার স্যুটকেশ ও মনিব্যাগই আমাদের প্রধান ব্যবসায়ের জিনিষ। তারপর গেঞ্জি, সোয়েটার, সুইমিং ড্রেস্ প্রভৃতিও সরবরাহ করিয়া থাকি।

কলিকাতার চটিজুতা এখানে খুব বেশী পরিমাণে চলে। যদি কেহ উহার ব্যবস্থা করেন, তবে বেশ লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে। ইউনিভার্সেল ট্রেডিং কোং লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নমুনা পাঠাইবার কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। যিনিই ব্যবসায় করিতে চাহেন ঘরে বসিয়া নিজে নিজে চেষ্টা করিতেও পারেন। তবে এখানে কাহারও দ্বারা চালাইলে কাজ ভাল পাওয়া যাইতে পারে।

## মাতারা

এখানেই রেল লাইন শেষ, সুতরাং এস্থানের ব্যবসায়ীরা বেশ ভাল ব্যবসায়ই করিয়া থাকেন। রেলবিহীন স্থানের সমস্ত গ্রাহকই এই স্থান হইতে মাল লইয়া থাকেন। ছোট সহর বটে--কিন্তু ব্যবসায়-হিসাবে খুব ভাল। নূতন সহর—সুতরাং ক্রমশঃ বড় হইতেছে।

এম, এল, এম, মহাম্মদ ইস্মাইল, আই, এম, টাসিম, এন, এ, ভিথান্ধামা, এ, এম, কুলতিলক ও সিটি ষ্টোরই--উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত স্থান ঘুরিয়াছি, আদরও পাইয়াছি সর্ব্বত্র। তাই মনে হয়, যদি এখানে থাকিয়া সৎভাবে কার্য্যাদি করা যায়, তাহা হইলে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যায়। এদেশে খরচ অত্যন্ত অধিক বলিয়া সামান্য দু একটী এজেন্সীর কার্য্য করিয়া কোন গতিকে দিন কাটানই চলে মাত্র।

আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহকবর্গের ২।৪ জন ব্যবসায়ের সন্ধান করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। জানিনা ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত নিরাপদ হালদার মহাশয় চটি জুতা ও সোলাহ্যাটের জন্য যথেষ্ট লিখিয়াছিলেন, এমন কি দুই জোড়া চটিজুতা ও হ্যাটের নমুনা পাঠাইবেন এমনও লেখেন, কিন্তু তাহার পর কোন সন্ধান নাই।

অন্ত ( Varton & Company ) ভার্টন এণ্ড কোম্পানীর এক পত্রে চাউলের ব্যবসায়ের সন্ধান

চাহিয়াছেন,—জানিনা কি উদ্দেশ্যে। সম্ভবতঃ চাউল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তাহা দেখিয়াই এ চিঠি। কিন্তু সমস্তই আমার দ্বারাই অনুসন্ধান চান, অথচ নমুনা পাঠাইতেও চেষ্টা করেন না। যাহা হউক, আমার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হইবে না, বিশেষতঃ যখন এক আনার টিকিটও পাঠাইয়াছেন। ২।৪ দিনের মধ্যে তাঁহাদের পত্রের যথাযথ উত্তর দিব। যদি কেহ কোন বিষয় জানিতে চান, সানন্দেই জানাইব।

বড় দিন চলিয়া গেল গত ডিসেম্বরে—তাহার ধুম পড়িয়াছিল এখানে অক্টোবর হইতে। নভেম্বরের শেষ, এমন কি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্তও ব্যবসায়ীরা মাল খরিদ করিয়াছিল। তার পর তাহাদের বিক্রয়ের পালা খ্রীষ্টমাস্ সেল ( Christmas sale ) সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেল্। ইহার পর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাজার অত্যন্ত মন্দা যাইবে। সেলুলয়েডের খেলানা ও নানা জাতীয় ফ্যান্সী দ্রব্যে বাজার দিন দিন বোঝাই হইতেছে।

গত কয়েক মাসে আপনার পত্রে যাহা কিছু লিখিয়াছি উহা ব্যতীত কলম্বো সহর সম্বন্ধে আরও কিছু লেখার আছে। যদি বিবেচনা করি যে, আমার পত্রের সংবাদে কেহ কেহ যেমন তেমন কার্য্যেও ব্রতী হন, তাহা হইলে আরও এমন সব সংবাদ দিতে পারিব যাহাতে ভীষণ বেকার সমস্যার সামান্য একটু সমাধানও হয়।

দাসত্বের মোহে সারা বাংলা আজ যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে—যদি আপনার সুযোগ্য পত্রিকার সাহায্যে তাহার কথঞ্চিৎ উপশমও সম্ভব হয়, সেই জন্য আপনার সাধু উদ্দেশ্যকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। আর সেই জন্যই সহস্র অসুবিধার মধ্যেও যথাসম্ভব সংবাদ সানন্দে দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি ও থাকিব।

শীঘ্রই বোধ হয় মাসখানেকের জন্য কলিকাতায় আসিব, উদ্দেশ্য :—হারমোনিয়াম, চটিজুতা, শিংএর চিরুণী, গেঞ্জি ও যদি আরও কিছু সুবিধা মত ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারি। আপনার গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের যে কেহ উক্ত বিষয়ে অগ্রসর হইতে চান, যেন এই মাসেই সন্ধান করেন, কারণ সে সময় কলিকাতায় থাকিব।

ভবদীয়—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

---

# পুরীর মৎস্য-ব্যবসায়

পুরী হইতে কয়েক দিন হইল আসিয়াছি। ইতি-মধ্যেই মৎস্য ব্যবসায় সম্বন্ধীয় Redirected পত্র পাইতেছি। প্রত্যেককে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখিয়া জানান অসম্ভব, সেইজন্য পত্রিকায়ই প্রকাশ করিলাম। ইহা ছাড়া যদি আর কেহ অন্য বিষয় জানিতে চাহেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র লিখিবেন। পত্র পাইলে সাদরে উত্তর দিব। আমার ঠিকানা

'শ্রীরাধাকৃষ্ণ বণিক, রঙ্গপুর'।

সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে, কয়েক দিন হইল যে একখানি পত্র পাইয়াছি, তাহা সকলের

অবগতির জন্য নিম্নে দিলাম। পত্রখানিতে একদিকে যেমন বাঙ্গালী যুবকদের বেকার-সমস্যা, অপরদিকে তেমন বঙ্গের গৃহিণীর সুন্দর কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পত্রখানি এই—

Dear sir,

আমার সাদর-সম্ভাষন গ্রহণ করিবেন। আমিও "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" জনৈক গ্রাহক। অগ্রহায়ণের সংখ্যায় আপনার "পুরীর পত্র" পাঠ করিয়া কত যে আনন্দিত এবং উপকৃত হইয়াছি, তাহার কৃতজ্ঞতা এই চিঠিতে লিখিয়া আর কি জানাইব। আমি যে বাসনা অনেক দিবস হইতে এই দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আপনার পত্রে তাহা পূর্ণ হইবার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়ায় সেই হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ হইল। আমরা দুই ভাই, অবস্থা বড়ই শোচনীয়, অর্থাভাবে লেখাপড়াও বেশী শিখিতে পারি নাই। Matriculation ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া আমাকে অনন্যোপায় হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আমি এখানে ১৫৲ টাকার মাহিনায় চাকুরী করিতেছি। ভাইও আমার কষ্ট দেখে লেখাপড়া ছেড়ে কোন স্কুলের মাষ্টারী করিতেছে। আমি বিবাহিত; দুই ভাইয়ের উপার্জ্জনে ৫টী পোষ্য কোনরূপ পালিত হইতেছে। বরাবরই ইচ্ছা যে, এই সমস্ত "দিন ভিক্ষা তনু রক্ষার" হাড় ভাঙ্গা খাটুনি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কিছু ব্যবসায় করি; কিন্তু মনে করিলে ত আর হইল না, অর্থ কোথায়? এত দুঃখকষ্ট মধ্যে থাকিলেও গুণবতী ভার্য্যার উৎসাহপূর্ণ বাক্য আমাদিগকে মাঝে মাঝে ভুলাইয়া রাখে। সংসারের উন্নতির জন্য যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট নিজ হাতে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই আমাদিগকে আশার আলোকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। তারই যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমাদিগকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এবং এইরূপে প্রায় ৩০০৲ শত টাকা সংগ্রহ করা যাইবে। এই সামান্য অর্থ লইয়া আপনার কথিত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অবশ্য কলিকাতাতেই ইহা চালাইতে হইবে। ইহা আরম্ভ করার পূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট আরও কতকগুলি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, সে সমস্ত বিষয় ভালরূপ জানিয়া শুনিয়া আপনার মতামত সহ উপদেশ দিয়া উপকৃত করিবেন। এই চিঠিতেই যেন কাজ হয়, কেননা অনর্থক যাতায়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বড়ই দুঃখের হইবে।

১। সেখানে সাধারণতঃ কি কি মাছ প্রচুর আমদানী হয়?

২। বৎসরের কোন সময়ে অধিক মাছ পাওয়া যায়?

৩। প্রত্যেক রকমের বড় মাছের অন্ততঃ কত সের ওজন হইতে পারে।

৪। সেখান হইতে কোন্ সময় চালান দিলে কলিকাতায় কোন্ সময় আসিয়া পৌছিবে?

৫। সেই সময়ে উহা পচিয়া যাইবে কি? পচিলে উহা নিবারণের কোন উপায় আছে কি?

৬। এই সামান্য মূলধন লইয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইবে কি?

আপনি তথায় কি কাজ করেন, দয়া করিয়া লিখিবেন। আপনার উপদেশপূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ সহ চিঠি পাইলেই আপনার সহিত দেখা করিয়া কাজ আরম্ভ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইতি—

Sincerely yours,

শ্রী—

তাঁহার প্রশ্ন সমূহের উত্তর স্বতন্ত্র পত্রে দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই জাতীয় ব্যবসায় বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে প্রথমে আমি অল্পমূলধনে ডিমের ব্যবসায় করিতে লিখিয়াছি, এবং ডিম রংপুরের

কেবিনে বিক্রী করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। (তাঁহার বাড়ী রংপুরের নিকটেই)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই পত্রের কোন উত্তর পাই নাই।

### প্রশ্ন

১। পুরীতে সাধারণতঃ কি কি মাছ পাওয়া যায়?

২। কোন্ সময় চালান দেওয়া সুবিধা?

৩। পচিবার সম্ভাবনা আছে কি?

৪। থাকিলে নিবারণের উপায়?

৫। কত মূলধন দরকার?

### উত্তর *

১। টেকচাঁদা, চিংড়ি ও ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অনেক রকম মাছ আছে তাহা দেখিতে অদ্ভুত। ইহাদের নাম জানি না, কিন্তু এই সব মাছ কলিকাতার বাজারে বিক্রী হইতে দেখিয়াছি।

২। Puri Express এ মাছ চালান দেওয়াই সুবিধা। ইহা সন্ধ্যার সময় পুরী হইতে ছাড়ে এবং কলিকাতায় ভোরে আসিয়া পৌঁছায়।

৩। শীতের দিনে পচিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। যদি পচে, তবে বরফ দিয়া পাঠাইতে হইবে।

পুরীতে বরফের দাম প্রতি সের ৵০ তিন আনা। সেই জন্য বরফ কলিকাতা হইতে আনিতে হইবে, নতুবা পোষাইবে না।

যে বাক্সে মাছ আসিবে সেই বাক্সেই পুনরায় বরফ পাঠাইতে হইবে, তাহা হইলে প্যাকিং প্রভৃতি খরচ অনেক কম লাগিবে।

৫। ৩০০৲।৪০০৲ টাকা হইলেই এই কার্য্য সুন্দর ভাবে আরম্ভ করা যায়।

শ্রীরাধাকান্ত বণিক,
রংপুর।

* এই সমস্ত যে ধ্রুব সত্য, তাহা যেন মনে না করেন, তবে যতদূর সম্ভব, খুব ঠিক।

---

## শীতকালের কয়েকটী ফল ও তরকারী রক্ষার উপায়

আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার রক্ষিত ফলের ব্যবসায় সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছি, এবং সমগ্র সভ্যদেশে ফল, তরকারী, মাছ, মাংস ও নানারূপ খাদ্য দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষা করিয়া কত কোটী কোটী টাকার যে বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে তাহার আভাস দিয়াছি। এই সকল ফল, তরকারী ও খাদ্য দ্রব্যাদি আমাদিগের দেশেই যে আবার কত কোটী টাকার প্রতি বৎসর আমদানী হইতেছে, তাহারও হিসাব সরকারী রিপোর্ট হইতে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। এই জগদ্ব্যাপী বিরাট ব্যবসায়ের কণামাত্রও কি আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং গরীব ভদ্র লোকেরা গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইবেন না?— ইহাতে লাখ দুলাখ মূলধনের প্রয়োজন নাই; লাখ দুলাখ ত দূরের কথা, দশ বিশ হাজার টাকারও

কোন দরকার নাই; আমার মতে বেশী টাকা নিয়া এই সব কারবারে নামা আমাদিগের দেশের লোকের পক্ষে ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এ ব্যবসায়ের মজা এই যে, যাহার যেমন পুঁজী, সে সেইরূপ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারে ব্যবসায় সুরু করিতে পারে; তার পর বাজার ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া ধীরে ধীরে মূলধন বাড়ানোই সঙ্গত।

ব্যবসা জগতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, মাল উৎপন্ন করা খুব কঠিন নহে; প্রয়োজন মত মূলধন, মাল-মসলা এবং উপযুক্ত মানুষ যোগাড় করিতে পারিলেই (ইংরাজিতে যাহাকে man, money and materials বলে) মাল উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু আসল মুস্কিল এবং শক্ত রাস্তা আরম্ভ হয় মাল উৎপন্ন করার পর (after production); কারণ কাটাইবার সময় দেখা যায় যে, বাজারে সেই একই রকমের জিনিষ চালাইবার জন্য হাজার হাজার দালাল, ফঁড়ে, দোকানী এবং ফেরীওয়ালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাল কাটাইবার জন্য ভাল দালাল এবং ফেরীওয়ালা জুটানোই সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। শুধু ভাল মাল তৈরী করিতে পারিলেই হইল না; সে মাল বিজ্ঞাপনের দ্বারা জগতে জাহির করিতে হইবে, দালাল, ফঁড়ে এবং ফেরীওয়ালার সাহায্যে বাজারে তাহা কাটাইতে হইবে, তবেই ত জিনিষ বিক্রয় হইবে এবং লাভ হইবে। নচেৎ সোণার তাল মাটীতে পুঁতিয়া রাখাও যা, আর ভাল মাল তৈরী করিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখাও তাই। এই জন্য আগেই হুড়ুম হুড়ুম করিয়া বিশ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া কারবার ফাঁদিয়া মাল কাটাইবার জন্য মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ার চেয়ে ছোট আকারে ব্যবসায় ফাঁদিয়া জিনিষটী খুব ভাল করিয়া তৈরী করিয়া ধীরে ধীরে পথ দেখিয়া চলাই, আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি, এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এই পন্থা ছাড়া শিক্ষিত ভদ্র যুবকদের আর কোনও উপায় নাই।

দশ বিশ হাজার টাকা বাহির করার সঙ্গতি কাহারও নাই, এবং দশ জনে মিলিয়া দশ বিশ হাজার টাকা একত্রে যোগাড় করার ক্ষমতাও খুব কম লোকেরই আছে; লোকে সহজে কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে চাহে না; আর কিনিবেই বা কেন? আগে যোগ্যতা দেখাও, দেশের লোককে হাতে কলমে করিয়া দেখাও যে, এই ব্যবসায় করার মত এবং এই ব্যবসায়োৎপন্ন মাল বাজারে কাটাইবার মত তোমার যোগ্যতা আছে; তবেই ত লোকে তোমার প্রস্তাবিত ব্যবসায়ে টাকা খাটাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে? দেশের লোকের যতই নিন্দা কর না কেন, যেখানে টাকা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম এবং লাভের আশা সুনিশ্চিত, সেখানে দেশের লোক সেয়ার কিনিতে কখনও কার্পণ্য করে নাই এবং করিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, বেঙ্গল কেমিক্যাল, মার্টীন কোম্পানী, জলপাইগুড়ির চা-বাগিচা প্রভৃতি। অতএব দেশের লোক মূলধন দিতে চাহে না বলিয়া ক্ষোভে দুঃখে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া, ছোট ছোট কাজ আগে নিজের চেষ্টায় হাতে কলমে করিয়া দেশের লোককে তোমার যোগ্যতা দেখাও, দেখিবে কারবার বড় করিবার জন্য মূলধনের কখনও অভাব হইবে না।

আজ এই রকম কয়েকটি ছোট ছোট কারবারের কথা বাঙ্গলার বেকার যুবকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

শীতকাল চলিয়া যাইতেছে; এই সময়ে কতক-গুলি ফল, তরকারী এবং খাদ্য দ্রব্য বাংলাদেশে জন্মায় যাহা বাঙ্গালীর অতি প্রিয় এবং মুখরোচক খাদ্য অথচ যাহা আর এক বছরের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এই খাদ্যগুলি যদি এখন টিনের কৌটায়

ভরিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আগামী চৈত্র মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই খাদ্য দ্রব্য গুলি অতি আদরের সহিত বিক্রীত হইবে। "বৈজ্ঞানিক" কথাটার নাম শুনিলেই আমাদের দেশের লোকের পীলে চম্‌কাইয়া যায় তা' সে যতবড় শিক্ষিতাভিমানী যুবকই হউক না কেন। আর অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরত কথাই নাই; তাহাদের চোখ একেবারে কপালে উঠিয়া যায়। অথচ ফলরক্ষণ ব্যাপারে যে বৈজ্ঞানিক উপায়টি অবলম্বিত হয়, তাহা আমাদের গ্রামের "রামী শ্যামী"রাও অনায়াসে পারে এবং টীন ঝালাই কারকেরাও দেশের সর্ব্বত্র ইহা করিতে পারে। অতএব "বৈজ্ঞানিক" নামটী শুনিয়া যাঁহারা আৎকাইয়া না উঠিবেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্যাপারে হাত দিতে বলিতেছি।

যেরূপ আকারের কৌটায় দ্রব্যগুলি রক্ষা করিতে হইবে সেইরূপ আকারের বার্লীর কৌটার ন্যায় ছোট, বড়, মাঝারী কৌটা খরিদ করুন। কৌটাগুলির চারিদিক যেন ঝালিয়া বন্ধ করা থাকে। কেবল কৌটার উপরের ডালায় একটী মাঝারী গোছের ছিদ্র রাখিয়া দিবে; ঐ ছিদ্র দিয়া রক্ষিত দ্রব্যাদি কৌটার মধ্যে রাখিতে হইবে। যেমন কেরোসিন তৈল অথবা ঘিয়ের টীনের উপর ছেঁদা থাকে (যেখান হইতে তৈল অথবা ঘি ঢালিয়া লইতে হয়), এই কৌটাগুলির উপরও ঠিক ঐরূপ গোল একটী করিয়া ছেঁদা রাখিতে হইবে। তবে কেরোসিন অথবা ঘিয়ের টীনের ছেঁদাগুলি সব টীনের একপাশে থাকে; আর এই কৌটগুলির ছেঁদা ঠিক মাঝখানে রাখিয়া দিবে।

তার পর এই কৌটার মধ্যে রক্ষিত খাদ্য দ্রব্যাদি রাখিয়া দিবে; এখন বড় এক কড়াই জল আগুনের উপর চড়াইয়া দিবে এবং তাহার মধ্যে রক্ষিত টীনগুলি বসাইয়া দিবে। কড়াইতে এমন পরিমাণ জল দিবে যে, রক্ষিত কৌটাগুলির আধামাত্র যেন জলে ডুবিয়া থাকে; অর্থাৎ কড়ার মধ্যের জল যখন আগুনের উত্তাপে টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিবে, তখন যেন জলের ছিটকানী কৌটার মধ্যে না যায়। যে কড়াইতে কৌটাগুলি বসাইয়া জাল দিবে, সে কড়াইয়ের তলা চ্যাপ্টা (flat-bottomed) হওয়া চাই; যেমন আখের রস জাল দেওয়া বড় বড় কড়াই হইয়া থাকে। flat-bottomed বা চ্যাপ্টা তলাওয়ালা কড়াই ব্যবহার করার অর্থ এই যে, তাহা হইলে রক্ষিত কৌটাগুলি কড়াইয়ের উপর বেশ ভালভাবে বসিতে পারিবে এবং অনেকগুলি কৌটা একসঙ্গে বসানো যাইবে। এই সঙ্গে আর একটী কথা বলা দরকার। লোহার কড়ার তলায় একখানি গোল গোল ছিদ্র বিশিষ্ট তক্তা বসাইয়া তাহার উপর টীনগুলি বসানো দরকার; অভাবে খড় বা বিচালী বসাইলেও চলিতে পারে। ইহা বসাইবার অর্থ এই যে টীনগুলি লোহার কড়াইয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে (direct contact) আসিলে আগুনের উত্তাপে রক্ষিত দ্রব্যগুলি অতিরিক্ত সিদ্ধ (overdone) অথবা পুড়িয়া যাইতেও পারে। এইজন্য লোহার কড়াইয়ের তলায় সচ্ছিদ্র কাঠের তক্তা বসাইয়া তাহার উপর টীনগুলি রাখাই যুক্তিসঙ্গত। সচ্ছিদ্র তক্তা বলার অর্থ এই যে তাহা হইলে তক্তাখানি সহজেই জলের তলায় বসিয়া থাকিবে। নচেৎ উহা জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে। একখানি প্যাকিং বাক্সের তক্তায় ১০।১২ টা মোটা মোটা ছিদ্র করিয়া লইলেই চলিতে পারে অথবা পাথরের নুড়ি কিম্বা কোনও ভারী দ্রব্য এই তক্তার উপর রাখিয়া দিলেও চলিতে পারে; তাহা হইলে উহা আর ভাসিয়া উঠার সম্ভাবনা নাই।

চ্যাপ্টা তলাযুক্ত কড়াই না পাইলে বড় sauce

প্যানও ব্যবহার করিতে পারেন। অর্থাৎ চ্যাপ্টা তলা ওয়ালা বড় কড়াই, সস্‌প্যান্‌, কিম্বা অন্য কোনও পাত্র পাইলেই হইল যাহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি টীন বসানো যাইতে পারে।

এইবার জ্বাল দিতে আরম্ভ কর এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ষিত টীনগুলির মধ্য হইতে বাষ্প বাহির হইতে আরম্ভ না হয় ততক্ষণ টীনগুলি কড়াইয়ের মধ্যে রাখিয়া জ্বালাও। তাহার পর একে একে কড়াইর মধ্য হইতে বাহির করিয়া উহার ছিদ্রগুলি উনুনের পাশে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ ঝালিয়া দাও; টীনের ভিতর ফল ঢুকাইয়া দিবার যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রের উপযোগী গোল একখানি টীনের চাক্তি কাটিয়া তাহাদ্বারাই ছিদ্রমুখ ঝালিয়া দিবে। এইরূপে ঝালিয়া দিলেই ফল রক্ষা করা হইয়া গেল। এখন টীনগুলি উনুনের পাশে গরম জায়গায় সাজাইয়া রাখিয়া দিবে এবং একটুকাল পরে আপনা আপনি ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহাতে লেবেলাদি লাগাইয়া বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিবে।

ইহাই মোটামুটি ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল রক্ষার নিয়ম। আশা করি পল্লীগ্রামের বেকার লোকেরা এইরূপে খাদ্যদ্রব্যাদি রক্ষা করিয়া নূতন আয়ের পথ বাহির করিতে চেষ্টা কারবেন। এইবার কোন্‌ কোন্‌ খাদ্যদ্রব্য এই সময় রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার একটা তালিকা আমরা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

### ১। মটর শুঁটী বা Green Peas

মটর শুঁটী বা Green Peas শীতের মরসুমের একটী উপাদেয় ফল বা তরকারী। সাহেব, বাঙ্গালী সকলেই কাঁচা মটর শুঁটী তরকারীতে খাইবার জন্য পাগল। অসময়ে অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে দার্জ্জিলিং হইতে যে মটর শুঁটী আমদানী হয় তাহা ১॥০ টাকা হইতে ২৲ টাকা সেরে হগ্‌ সাহেবের বাজারে বিক্রয় হয়। ইংরাজদের টেবিলে মটর শুঁটী সিদ্ধ অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া পরিগণিত এবং প্রতিদিনই উহা ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালীরা কপি, কলাইশুটী, চিংড়ী মাছ, কলাইশুঁটীর ভুনী খিচুড়ী ইত্যাদি খাইবার জন্য পাগল। কিন্তু শীতের কয়মাস ছাড়া আর উহা পাওয়া যায় না। অসময়ে যদিই বা দার্জ্জিলিঙ্গের কলাইশুঁটী কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা ধনী, বিলাসী, আমীর, ওম্‌রাহ ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে খরিদ করা আকাশ কুসুমের ন্যায়, কারণ দেড় টাকা, দুই টাকা সেরে কলাইশুঁটী কিনিয়া খাওয়া গরীব এবং মধ্যবিত্ত লোকদিগের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সেই কলাইশুঁটী এখন তিন পয়সা, চার পয়সা সের হিসাবে বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং মণ হিসাবে লইলে সাত সিকা কিম্বা দুই টাকা মণ দরে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। এই সময় কলাইশুঁটী টীনে করিয়া রক্ষা করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে অতি আদরের সহিত তাহা বিক্রয় হইতে পারে। কলাইশুঁটী রক্ষা করিতে হইলে টীনের মধ্যে আন্দাজমত জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে।

### ২। কলাইয়ের বড়ী

মাসকলাইয়ের সহিত কচু বাটা দিয়া এই সময় বাংলা দেশের সর্ব্বত্র বড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড়ী যে কত দ্রব্যের মিশ্রণে তৈয়ারী হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পোস্তদানার বড়ী, তিলের বড়ী, কচুর বড়ী, নানারূপ মসল্লার বড়ী ইত্যাদি নানা রকমের বড়ী ভাল ভাল গৃহিণীরা এই সময় তৈয়ারী করিয়া থাকেন। কিন্তু air tight করিয়া রাখার প্রক্রিয়া না জানার দরুণ বর্ষাকালে কিম্বা ঠাণ্ডা জোলো বাতাসের হাওয়া লাগিলেই এই সব সুন্দর জিনিষ খারাপ হইয়া যায়; বৃষ্টি কিম্বা জোলো হাওয়া না লাগিলেও কেবল damp বা স্যাঁতার জন্যও এই সব জিনিষ খারাপ হইয়া যায় এবং "খো" পড়িয়া অখাদ্য হইয়া ওঠে। এইরূপ সামান্য একটু সতর্কতা

অবলম্বন না করার জন্তেই বাংলা দেশ ব্যাপী এই যে একটী সুন্দর খাদ্য দ্রব্য তাহা হেলায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে অথচ রাজা জমিদার হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকল বাঙ্গালীই বড়ীর জন্ম পাগল। এই সময় টীনে রক্ষা করিয়া বর্ষাকাল হইতে উহা বাজারে আমদানী করিয়া চালাইলে "রক্ষিত বড়ীর" অসম্ভব কাট্‌তি হইতে পারে।

## ৩। টোপা কুল

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বালিকা বধূর কবিতায় "টোপা কুলকে" অমর করিয়া গিয়াছেন। এই টোপা কুল খাইবার জন্ম বাংলা দেশের বালক বালিকারাই যে কেবল পাগল তাহা নহে, যুবক, যুবতী, এবং বৃদ্ধ, বৃদ্ধারাও টোপাকুলের অম্বল খাইবার জন্ম কম পাগল নহেন। কুলের টকের ন্যায় সুস্বাদু, মুখ-রোচক, পাচক এবং অম্ল মধুর টক আর দ্বিতীয় নাই। এই সময় বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে ঝোপে, জঙ্গলে অগণ্য, অফুরন্ত কুল জন্মিয়া তলায় পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অথচ এই সময়েই সব সহরে দুই আনা তিন আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আমরা এই সময়ে বিক্রয়ের জন্ম উহা বলিতেছি না। এই সময় টীনে রক্ষা করিয়া আষাঢ় মাস হইতে বাজারে আমদানী করিলে টোপাকুল খরিদ্দারের অভাব হইবে না।

## ৪। জলপাই

জলপাইয়ের মরসুম প্রায় শেষ হইতে চলিল। কিন্তু এখনও বাজারে জলপাইয়ের আমদানী দেখিতেছি। জলপাইয়ের টকও অতি উপাদেয় জিনিষ; তাহা ছাড়া জলপাই সিদ্ধ খাইবার জন্ম ইউরোপীয়ানেরা পাগল; কারণ ইহা পাচক,মুখরোচক, হজমীকারক, এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারক। কিন্তু ইউরোপীয়ানদিগের জন্ম জলপাই রক্ষা করিতে হইলে উহা বোতলে রক্ষা করিতে হইবে, টীনে হইবে না। জলপাই রক্ষা করিতে হইলে টীনে জল দিয়া উহা সিদ্ধ করিতে হইবে।

## ৫। মানকচু

মানকচু শীতের মরসুমের এক অতি উপাদেয় তরকারী। ইহা শোথ্‌নাশক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, এবং অত্যন্ত মুখরোচক তরকারী বলিয়া বাংলা দেশের সর্ব্বত্র উচ্চদামে অত্যন্ত বিক্রয় হয়। বেরীবেরী, শোথ এবং উদরী রোগে ডাক্তার কবিরাজ সকলেই একমাত্র কচুই পথ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। "মান মণ্ড" মানের গুঁড়া, মানের মিঠাই প্রভৃতি মান কচুর নানারূপ খাদ্য এই সকল রোগে একমাত্র পথ্য বলিয়া ডাক্তার কবিরাজেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যশোহর জেলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কচুর জন্ম বাংলা দেশে বিখ্যাত। কিন্তু এক শীতকাল ছাড়া অন্য কোনও সময় যদি কচু চাকলা চাকলা করিয়া কাটীয়া টীনে রক্ষা করিয়া রাখা যায়, তবে সারা বছর ধরিয়া উহা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র বিক্রয় করা যাইতে পারে। কচুর চাকলা কাটীয়া, উহা রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তবে টীনে রক্ষা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, যে উহাতে জল দিতে নাই। এইরূপ কচুর চাকলা আলু ভাজার ন্যায় ভাজিয়া খাওয়া যাইতে পারে। গুঁড়া করিয়া "মান মণ্ড" হিসাবে সকল কবিরাজের নিকটেও বেচা যায়। গজার ন্যায় এইরূপ কচু ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া উত্তম মিঠাইও প্রস্তুত হইতে পারে। মানকচুকে নানা উপায়ে রক্ষা করিয়া উহাদ্বারা অনেক রকমের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া বাজারের সর্ব্বত্র প্রচলন করা যায়।

আমরা কয়েকটী মাত্র জিনিষের সন্ধান দিলাম। শীতকালে আরও কত রকমের তরীতরকারী এবং ফল মূলাদি আমদানী হয় যাহা এই সময় রক্ষা করিলে সারা বছরে বিক্রয় করিয়া বেকার যুবকেরা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। বেকার ভাইরা এই দিকে মনোযোগ দিবেন কি? আমরা এই সব জিনিষ কাটাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] ফাল্গুন ১৩৩৩ [ ১১শ সংখ্যা

# শ্রদ্ধানন্দ স্মরণে

[ শ্রীগোপেশ্বর সাহা ]

একদিন মনে পড়ে দ্বাপরের সেই যুগশেষে
ব্যাধশর বক্ষমাঝে লয়েছিল, লয়েছিল হেসে ;
প্রসন্ন গম্ভীর দৃষ্টি নাহি ছিল কোন দুঃখ লেশ,
বিস্ময়ে নির্ব্বাক মৌন স্তব্ধ সৃষ্টি হেরিয়া সে বেশ।
আজি নবযুগ প্রান্তে করি নব মহিমার খেলা,
কর্ম্মশ্রান্তক্লান্ততনু তাজি সর্ব্ব কোলাহল মেলা
নীরবে লইল বরি অগ্নি অস্ত্র হ'তে দীপ্ত গোলা,
অপূর্ব্ব সহন শৌর্য্য দেখাইল প্রাণ আত্মভোলা!
লোকচক্ষু অন্তরালে অকস্মাৎ করিয়া প্রয়াণ,
মনোরাজ্য সিংহাসনে আজো তুমি সম দীপ্যমান।
পুঞ্জীভূত শক্তি পুণ্য লভেছিল যাহা মহাপ্রাণ
মরণে তাহাই তুমি আর্য্যাশিরে করিয়াছ দান।
তোমারে প্রণমি দেব. অশ্রুময় আজি দু'নয়ন,
কণ্ঠহীন, মূকভাষা, দুঃখময় আর্য্য জন-মন।
তোমারে প্রণমি' দেব—আজি তুমি দৃষ্টির অতীত,
—মৃত্যুর অতীত তুমি—স্মরি পুনঃ জাগিবে পতিত।

# শ্রদ্ধানন্দ

( শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী )

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এসেছিলেন ভারতের জীর্ণ মৃতকল্প ধর্ম্মের সংস্কার ক'রে সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করতে। একটি ক্ষুদ্র হীনপ্রাণ মুসলমান তাঁকে হত্যা করেছে, এতে তাঁর মহাপ্রাণের বিনাশ হয় নাই। তাঁর অমর আত্মা ভারতের আকাশে-বাতাসে, প্রত্যেক ভারত-বাসীর প্রাণে সনাতন ধর্ম্মের অমৃত বাণী ঘোষণা করছে।

ইংরেজ সরকার শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারীর বিচার করছেন। দেশবাসী হিন্দু সাধারণের কেউ কেউ বা উৎকণ্ঠিত প্রাণে হত্যাকারীর ফাঁসীর আদেশের অপেক্ষা করছেন—আর শ্রদ্ধানন্দ অমর ধাম থেকে বলছেন—ওকে ফাঁসী দিয়ো না, ওর এখনও শিক্ষা হয় নাই, জ্ঞান হয় নাই, শুদ্ধি হয় নাই। ওকে জ্ঞান দাও, ওর মন পবিত্র কর, ওকে শুদ্ধ কর। ওর মত অশুদ্ধ আত্মা আর যারা আছে তাদেরও ডেকে এনে শিক্ষা দাও, শুদ্ধ কর।

শ্রদ্ধানন্দ ভারতের সত্য জাতীয় ধর্ম্মের সংস্থাপনের কার্য্য আরম্ভ করেছিলেন। তাতে অপর ধর্ম্মের কোন অনিষ্টের সম্পর্ক ছিল না। তাঁর শুদ্ধি কার্য্যে মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ানে সম্পর্ক দূরতর করে দেয় নাই, বরং উদারতার আদর্শ হিসাবে ঘনিষ্ঠ করেই দিয়েছে।

শ্রদ্ধানন্দ বুঝেছিলেন ভারতের কল্যাণ সম্পাদনার্থে বিভিন্ন ধর্মীদের মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া চাই, যথাসম্ভব পার্থক্যের বিরোধ হ্রাস পাওয়া চাই। তাই তাঁর হিন্দু-সংগঠনে হস্তক্ষেপ।

ধর্ম্ম কালে জীর্ণ হয়, শক্তিহীন হয়, তার মধ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ করে; মানুষ প্রেম হারায়, মানুষে মানুষে ভালবাসার পরিবর্ত্তে পরস্পর ঘৃণা করে, হিংসা দ্বেষ করে। ভগবান মানুষরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়ে পুনরায় কালোপযোগী সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

ভারত "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচার করেছে। শুধু মানুষ কেন জীবমাত্রে প্রেম করা ভারতীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট ছিল; আজ সে ভারত আত্মকলহে শক্তিহীন, মৃতকল্প। হিন্দু-মুসলমান দুইটী প্রধান জাতি পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করছে—কি ভীষণ দশা!

এই দুর্দ্দশার দিনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এসেছিলেন সাম্যের প্রচার করতে। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মরণ-দশা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তিনি দেখলেন দেশ পাপে পূর্ণ হয়েছে, হিংসা বিদ্বেষ বহ্নি মানুষের প্রাণে দাউ দাউ করে জলছে।

তিনি দেখলেন প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে ঘৃণা করে, একে আরএকের দেওয়া অন্ন-জল গ্রহণ করে না।

তিনি দেখলেন যাকে হারাই তাকে আর পাই না, সে আসতে চাইলেও তাকে নিই না, চিরকালের মত তাকে বর্জ্জন করি।

ভারতের ভাইএ ভাইএ এই যে পার্থক্যের লীলা চলছিল তা তাঁর প্রাণে সইল না, তিনি বলিলেন—দূর হ'ক দেশ হতে এ অপ্রণয়ের মহাপাপ, দূর হ'ক দেশ হতে এ অস্পৃশ্য জ্ঞানের মহাপাপ, দূর হ'ক দেশ হতে এ অন্ন-বিচারের মহাপাপ।

তিনি ডাক দিলেন হারানো ভাইদিগকে, যারা চলে গিয়েছিল সমাজ থেকে এই অস্পৃশ্যতার তাড়নে

ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ, ও অভিমানে; ডাকলেন তিনি তাদিগকে—এস ভাই—তুমি আমি আজ থেকে আবার এক। আজ থেকে আবার তুমি আমার সকল অধিকারের অধিকারী।

সারা দেশ যে হিংসা দ্বেষ দম্ভ প্রভৃতির পাপে পরিপূর্ণ,—তিনি একা এর কত কি সংশোধন করবেন? তাঁর কথা ত সব জায়গায় পৌঁছল না, সব জায়গায় তো গৃহীত হবার সুযোগ ঘটল না।

এমনই যুগে যুগে হয়ে আসছে—একা মানুষ জগতের এত পাপরাশি বহন করে জগতে বাস করতে পারে না।

আমাদের এই প্রাচ্য খণ্ডের পশ্চিম প্রান্তে আর এক মানুষ এসেছিলেন দু'হাজার বছর আগে এমনই এক জরাজীর্ণ ধর্ম্মের দিনে, এমনই এক হিংসা বিদ্বেষের হলাহলপূর্ণ জাতির মধ্যে। কত উপদেশ দিলেন, কত মিলনের বার্ত্তা, কত শান্তির বার্ত্তা শুনালেন। দেশ তখন এমনই অধঃপতিত, ধর্ম্ম তখন এমনই বিকৃত যে, তাঁর অমূল্য উপদেশেও কোন ফল হল না।

জাত্যাভিমানী ধর্ম্মাভিমানীরা তাঁর কথা গ্রাহ্য করল না; দেশের পতিতদের মধ্য থেকে নগণ্য পরিমাণ লোকে মাত্র তাঁর অনুবর্ত্তী হল। সারা দেশের পাপ তাতে দূরীভূত হল না। তিনি ঊর্দ্ধে পিতা পরমেশ্বরের পানে চাইলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—জগতের এত পাপের বিনাশ কেমন করে হবে পিতঃ?

উত্তর পেলেন—প্রায়শ্চিত্ত চাই। মহাপ্রাণের বলিদান করে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিনি প্রস্তুত হলেন। দেশের পাপরাশি ঘনীভূত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করল। দেশবাসীগণ তাঁকে ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করে হত্যা করল। খ্রীষ্টের এই অপূর্ব্ব আত্মদান দেশের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

মহাত্মা গান্ধী অতি স্বাভাবিক সত্য কথাই বলেছেন—"স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জীবনের অবসান, এ হত্যা নহে—এ দেশবাসীর পাপের বিরুদ্ধে মহাপ্রাণের বলিদান। দেশবাসীর পাপের প্রতিকারার্থে বলিদানের প্রায়শ্চিত্ত।"

একটিমাত্র জিঘাংসাপরায়ণ ব্যক্তি শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করেছে বললে কথাটি অপূর্ণ থেকে যায়। দেশের জাতিতে জাতিতে পরস্পরের হিংসায় যে অনল জ্বলে উঠেছিল সেই অনলে তিনি নিজ প্রাণ আহুতি দিয়ে দেশবাসীর এই পাপের বিরুদ্ধে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

এস দেশবাসী, শ্রদ্ধানন্দের এই মরণ যজ্ঞে বিশ্বাস কর, তাঁর এই মহাপ্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে তাঁর কার্য্যের অনুগামী হও; দেশবাসীকে বিরোধ ও বিভিন্নতার পাপ থেকে মুক্ত ক'রে সাম্যের পথে আনয়ন কর।

এস দেশবাসী, এক ভগবানের চরণতলে সকলে এক হই; আমাদের মধ্যে প্রেম আসুক, শান্তি আসুক, স্বর্গ আসুক।
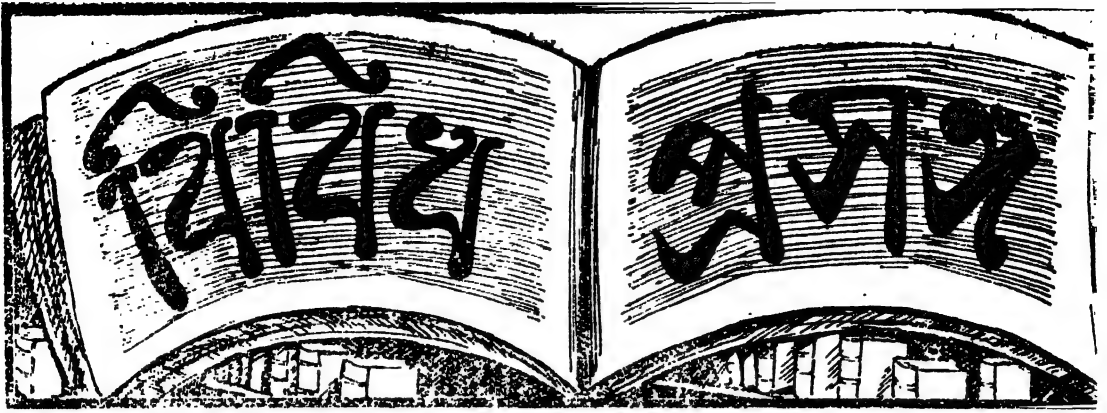
### রেল কর্ত্তৃপক্ষের নূতন প্রোপাগ্যাণ্ডা

ই-বি রেলকর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই তাঁহাদের ব্রডগেজ লাইনের সর্ব্বত্র একটী নূতন ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রকাশ,—এই ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগেই এই রেলের নানাস্থানে জনসাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক নূতন রকমের ট্রেণ চালাইবার ব্যবস্থা হইবে। রেলপথ, সাধারণ-স্বাস্থ্য, শিল্প, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য্য ও পশু চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য —রেল কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ বলিতেছেন। প্রকাশ,—রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ লাভের জন্য এরূপ করিতেছেন না। তবে, এইরূপ শিক্ষার ফলে, দেশের লোকের নানা স্থানে যাতায়াতের এবং এক স্থানের জিনিষপত্র অন্য স্থানে চালান দেওয়ার প্রবৃত্তি যখন বাড়িবে, তখন তাঁহাদের লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। রেলপথে যাহাতে লোকের ভ্রমণস্পৃহা বলবতী হয়, রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। ক্রমে ট্রেণের ভিতর বায়স্কোপ দেখাইবারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

### স্বদেশী বস্ত্র শিল্পের উন্নতি

মাদ্রাজের রুমাল ও লুঙ্গী শিল্পে ৪০ হাজার হস্ত-চালিত তাঁত চলে এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক খাটে। এখান হইতে প্রতি বৎসর আড়াই কোটী টাকা মূল্যের রুমাল, ও লুঙ্গীর জন্য ৪ কোটী গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রকাশ যে, হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যন্ত্রচালিত তাঁত ফেল মারিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ হস্তচালিত তাঁতে অল্প খরচে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করা চলিতে পারে। তা ছাড়া বর্ত্তমানে হস্তচালিত তাঁতে যেরূপ সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, সেই গুলি ইউরোপীয় বাজারেও বিদেশী মালকে হার মানাইয়া দিতেছে। মাদ্রাজী লুঙ্গী প্রধানতঃ পিনাং, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা ও মালয় ষ্টেট প্রভৃতি দেশের বাজার দখল করিয়া তুলিয়াছে। ১৯২৩-২৪ সালে বিদেশে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬ লক্ষ গজ রুমালের বস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছে এবং ঐ বৎসর সওয়া দুই কোটী টাকা মূল্যের সাড়ে তিন কোটি গজের উপর লুঙ্গী রপ্তানি হইয়াছে। বাংলার বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারীগণ এদিকে দৃষ্টি দিলে লাভবান হইতে পারিবেন।

—:০:—

### ভোলায় তৈলের কল

দশ বৎসর পূর্ব্বে ভোলাতে একটী তৈলের কল স্থাপিত হয়। সম্প্রতি উহা লিকুইডেশনে গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ চাটার্জ্জী লিকুইডেটার নিযুক্ত

হইয়াছেন। পুরাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত সকল তেলের কলের অবস্থাই খারাপ।

## খুলনায় কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী

গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ত খুলনায় কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এবার চরকা প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের জন্য একটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

এদেশের মেলাগুলির ধরন ধারণ সবই একঘেয়ে রকমের হইয়া পড়ায় যাহাদের উন্নতির জন্য এই সব কৃষিশিল্প মেলার আয়োজন, তাহাদের এবিষয়ে আর তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না; বরং এই সকল মেলায় ইহাদিগকে আনন্দ দিবার জন্য যে হলাহলের আয়োজন করা হইয়া থাকে তাহাতে বাংলার কৃষক-কুলের সর্ব্বনাশ সাধন হইতেছে। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিব।

## ভারতের স্বাস্থ্য

মৃত্যুর হার বৃদ্ধি ও জন্মের হার হ্রাস

ভারত সরকার ১৯২৪ সনের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯২৩ সনে জন্মের হার ছিল প্রতি মাইলে ৩৫·৬; এই হার কমিয়া ১৯২৪ সনে প্রতি মাইলে ৩৪ ৪৫ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৩ সনে প্রতি মাইলে মৃত্যুর হার ছিল ২৫·০০ এবং ইহা বাড়িয়া ১৯২৪ সনে প্রতি মাইলে ২৮·২৪ দাঁড়াইয়াছে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯২৩ সনে ছিল ১৭৬ এবং ইহা বাড়িয়া ১৯২৪ সনে দাঁড়ায় ১৮৯।

## কলিকাতায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র

কলিকাতায় ৪টি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র আছে এবং প্রতি কেন্দ্র একজন মহিলার কর্তৃত্বাধীনে আছে। কেন্দ্র সমূহে ৪টি করিয়া অভিজ্ঞ ধাত্রী আছে। এই বৎসর কলিকাতায় ৪৮০টি প্রসূতির মধ্যে ৯টি প্র- মারা যায়।

## ম্যালেরিয়া

১৯২৩ সনে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে ম্যালেরি- ৫৩৯৮৯৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আলোচ্য- ৫২৭৯০২ জন মারা যায়। সুতরাং মৃত্যুর হার - করা ২৬ জন কমিয়াছে। ডাঃ বেণ্টলি বলেন যে, সমস্ত স্থানে মানুষের বসতি কমিয়া যাইতেছে, সে- স্থানেই ম্যালেরিয়া প্রবলভাবে দেখা দিতেছে।

## কালাজ্বর

বাঙ্গলায় কালাজ্বরে ৯৯৯৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে আসামে ১৯২৫ সনে কালাজ্বরে ১২৪৭ জনের মৃ- হইয়াছিল এবং আলোচ্যবর্ষে ৫৫৮৫ জনের মৃত্যু হয়।

## বেকার ও হিতসাধন মণ্ডলী

১৯২৭ সালে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী যে শি- বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত সেই স্কু- হইতে ৯৫৭ জন ছাত্র শিল্প-শিক্ষা পাইয়া বাহি- হইয়াছে। এইখানে জামার ছাঁট কাট শিক্ষা, সেলাই বুনন, ফটোগ্রাফী ও পুস্তক বাঁধাই ইত্যাদি আবশ্যকী- বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দরিদ্র যুবকগণ- অবসর সময়ে এই সব শিক্ষা করিয়া অতিরিক্ত আয়ে- ব্যবস্থা করিতে পারেন। যে সব ছেলে এখান হইতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহারা সকলেই বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন।

বর্ত্তমানে বই বাঁধাই শিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থাটা খুব বড় রকমে হইয়াছে। জানুয়ারী হইতে ছাত্র গৃহীত হয়। যাঁহারা এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চাহেন, তাঁহারা ৭০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিবেন। পুস্তক বাঁধাই শিক্ষা করিতে মাহিয়ানা দিতে হইবে না। দুই মাস কাল শিক্ষার

পরেই শিক্ষার্থী কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

## রমণীর অদ্ভুত শক্তি চর্চ্চা

চলন্ত মোটরকারের গতিরোধ করিতে এতকাল প্রফেসর রামমূর্ত্তিই অদ্বিতীয় ছিলেন। সম্প্রতি মাদ্রাজে মিস্ রুক্মা বাই নাইডু চলন্ত মটর গাড়ীর গতিরোধ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। রামমূর্ত্তি ও মিস্ রুক্মার মধ্যে এ বিষয়ে তফাৎ এই যে, রামমূর্ত্তি সোজা দণ্ডায়মান হইয়া মোটর থামাইয়া থাকেন; কিন্তু মিস্ রুক্মা একটি কাঠের খোটায় পা আটকাইয়া মাটীর উপর প্রায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া গাড়ী থামান। মিস্ রুক্মা দক্ষিণ ভারতের নাইডু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর।

## কলিকাতা ম্যালেরিয়া শূন্য করিবার উপায় সম্বন্ধে স্যার রোণাল্ড রসের পরামর্শ

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী বিশেষ সভার অধিবেশনে স্যার রোণাল্ড রসকে একটি অভিনন্দন পত্রের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। অভিনন্দন পত্রে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য স্যার রোণাল্ড রসের জীবনব্যাপী সাধনা, তাঁহার যুগান্তরকারী আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য তিনি যে সব মূল্যবান কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য বঙ্গবাসীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

অভিনন্দনের উত্তরে সার রোণাল্ড বলেন, আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম, তখনকার সময় হইতে এই সহরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমার মনে হয় মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্ত্তব্য হইল সহরের স্বাস্থ্য-বিধান করা। কলিকাতা সহরের পরিমাণ ৪০ বর্গ মাইল। এই সহর হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে মশক ধ্বংশ করিবার জন্য ৪ শত লোক আবশ্যক; ইহা ছাড়া সুদক্ষ পরিচালক এবং কর্ম্মচারী-বর্গও আবশ্যক। আমি সিঙ্গাপুর হইতে আসিতেছি, সেখানে মশক ধ্বংস করিবার জন্য হেল্‌থ অফিসার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর অধীনে ৪শত মশকধ্বংসী লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে তাঁহারা এই সহর হইতে ম্যালেরিয়া অনেক কমাইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে মশক নাশ করিতে পরামর্শ দিতেছি। সিঙ্গাপুরে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশকই ধ্বংস করা হইতেছে, এই সহরে বেশী মশক নাই; কিন্তু ম্যালেরিয়া ছাড়া এই সহরে মশকবাহী আরও অনেক রোগ—ডেঙ্গু প্রভৃতি ব্যাধি আছে। মশক নানারূপ চর্ম্মরোগ এবং অন্যপ্রকার জ্বরের বিষ বহন করিয়া থাকে। সুতরাং আমি আপনাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার মশক ধ্বংশ করিতে বলিতেছি। আপনারা আমাকে ক্ষেপা মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি আমার এই নীতির জন্য নিজের গর্ব্ব বোধ করিয়া থাকি। বলিতে পারেন, মশক ধ্বংসের জন্য ৪শত লোক রাখিবার খরচ অত্যন্ত বেশী লাগিবে। হয়ত বৎসরে ১লাখ বা দুই লাখ টাকা খরচ পড়িবে। কিন্তু ইহাতে কত লক্ষ টাকা বাঁচিবে, আপনারা তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। মশারীর জন্য এবং ধুপ ধুনার জন্য কলিকাতায় যে টাকা ব্যয় হয়, তাহা বাঁচিবে।

## ভারতের বিমান কেন্দ্র

বিলাতের বিমান-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোড় উড়োকলে করিয়া ইংলণ্ড হইতে একটানা ভারতে আসিয়াছিলেন, সে বেশী দিনের কথা নহে। বিমান-পথে এই দুইটী দেশের দূরত্ব-সংক্ষেপ কতদূর সম্ভবপর,

স্বচক্ষে সে সম্বন্ধে সকল অবস্থা পরিদর্শন করাই তাঁহার এই আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়াই ব্যক্ত। প্রয়োজন মত সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া বিমান-সচিব সেদিন ভারত হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন—"ভারতবর্ষই প্রাচ্য-দেশের বিমান-কেন্দ্র হইতে পারে। মিশরের কাইরো সহর হইতে ভারতের করাচী বন্দর পর্য্যন্ত যে বিমান-পথ হইয়াছে, তাহা একটা সাম্রাজ্যব্যাপী বিরাট বিমান-পথের নমুনা মাত্র। এখন ইহার উন্নতি ভারতের উপর নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ড এবং ভারত-বর্ষ এই দুই স্থানের ব্যবধান কেন যে মাত্র এক সপ্তাহের পথে পর্য্যবসিত হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই।" বৃটিশ বিমান-সচিব বলেন, ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে বিমান পথেই ডাক ও যাত্রী-যাতায়াতের উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। বিমান-সচিব যে কয়দিন ভারতে ছিলেন, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—দুর্গম গিরিসঙ্কট-সমন্বিত ভারতের এই সীমান্ত প্রদেশ এতদিন যেরূপ নিরাপদ ছিল, বিমান-পথে উড়োকল চলিতে আরম্ভ করিবার পর আর তেমন নিরাপদ নহে। অর্থাৎ এখন বিমান-পথে বহিঃশত্রুর ভারতাক্রমণ সহজসাধ্য। সুতরাং তাহার প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ভারতের বিমান-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের রাজকোষ রীতিমতই আঘাত পাইবে। এখনই ত' ভারতের সামরিক ব্যয়-বাহুল্যের ফলে ভারতবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি উপেক্ষিত; ইহার উপর বিমান-বাহিনী পোষণের ব্যবস্থা হইলে যে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

## আসামে পতিত ভূমির বন্দোবস্ত

আসামে চা চাষের উপযুক্ত পতিত ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য আসাম সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। আসাম উপত্য-কার কমিশনার মিঃ বার্ণস, আই,সি এস, উক্ত কমিটির সভাপতি ও ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ স্কট, আই, সি, এস, শিবসাগরের সেটলমেণ্ট অফি-সার মিঃ রোড্স্ আই, সি, এস, ডিব্রুগড়ের চা-কর মিঃ রফি ও যোড়হাটের রায় বাহাদুর শিবপ্রসাদ বরুয়া সাধারণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সরকার যাহাতে ভূমির যথোপযুক্ত মূল্য পাইতে পারেন ও যাহাতে বন্দোবস্তগ্রহণকারীরা অধিক লাভের জন্য এই সব ভূমি হস্তান্তর করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে কমিটি সাধারণের মত সংগ্রহ ক্রমে সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। জনসাধারণের পক্ষে কেহ কোন অভিমত প্রকাশ করিতে হইলে অতি সত্বর তাহা কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন। অনেকে আশঙ্কা করেন যে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে আসামের বাহিরের লোকদের পক্ষে চাষের জমি বন্দোবস্ত লওয়া উত্ত-রোত্তর কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন যেমন কলি-কাতার অনেক ধনী সহজে চা-বাগান স্থাপন করি-তেছেন এই ব্যবস্থার ফলে তাঁহাদিগের পক্ষে আসামে চা বাগানের উপযোগী জমি পাওয়া বোধ হয় তত সহজ হইবে না।

## শস্যের বীজ রক্ষা

আমাদের দেশে সাধারণের ধারণা এই যে, বীজ এক বৎসরের বেশী তাজা থাকে না; অর্থাৎ বীজ এক বৎসরের বেশীদিন রাখিলে তাহা হইতে আর চারা বাহির হয় না। কৃষকেরা যে ফসল পায়, তাহারই বীজ আগামী সনের জন্য সংস্থান করিয়া রাখে। বিশেষজ্ঞরা এই বদ্ধমূল ধারণা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বীজ যদি শুষ্ক স্থানে সযত্নে রাখা হয়, তাহা হইলে মাত্র দুই এক বৎসর কেন হাজার

হাজার বৎসরেও তাহার অঙ্কুর বাহির হওয়ার শক্তি নষ্ট হয় না। তাঁহারা ইহার কতকগুলি প্রমাণ পাই য়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চারি হাজার বৎসরের পুরাতন একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত কবর ভাঙ্গিয়া তাঁহারা না কি কয়েকটী গমের দানা পাইয়াছিলেন। সেই গমের দানাগুলিও অবশ্য চারি হাজার বৎসরেরই পুরাতন, কবর গাঁথার কালে পাথরের থানের সঙ্গে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। সেই গমের দানা যথানিয়মে বপন করা হয়, এবং যথারীতি তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। ছোলা মটর, ধান, ফুলের বীজ সমস্তই বহুকাল ধরিয়া রাখিয়া দেওয়া চলিবে, ইহাদের অঙ্কুরোদ্গম শক্তি কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না; তবে বীজ গুলিকে একেবারে Airtight অবস্থায় রাখা চাই; হাওয়া এবং বাতাস লাগিয়া যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায়।

## আগ্নেয় গিরি হইতে বিজলী সরবরাহ

নেপলসের নিকট দুইটী আগ্নেয় গিরি আছে। তাহার একটীর নাম ভিসুভিয়াস্, অপরটী অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ছোট ভিসুভিয়াস। সেই ছোট আগ্নেয় গিরি হইতে যাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পারে এবং তাহার সাহায্যে নেপলসের ট্রামগাড়ী চলিতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন যে, সেই আগ্নেয় গিরি হইতে শুধু ট্রামের জন্য কেন, সারা নেপলসের বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পারিবে। জল-প্রপাতের গতি-শক্তিতে যাঁতার ন্যায় যন্ত্র বিশেষ পরিচালিত হইতেছে, এবার আগ্নেয় গিরি হইতেও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। বিজ্ঞানের আমলে প্রাকৃতিক শক্তি মাত্রকেই মানবের কল্যাণে না খাটিয়া নিস্তার নাই। মানুষ শুধু মাথা ঘামাইবে, কায-কর্ম্ম সবই কলে ও প্রাকৃতিক শক্তিতে নিষ্পন্ন হইবে।

## বিজ্ঞানের শক্তি

একটা নূতন কিছু করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রতি নিয়তই মাথা ঘামাইতেছেন। বৈজ্ঞানিক ও স্বভাবের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা চলিয়াছে। গাছে অদ্ভুত রকম ফল ফলাইবার ও গাছপালাকে এক অস্বাভাবিক ধরণে গড়িয়া তুলিবার দিকে তাঁহাদের খুবই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের কল্যাণে প্রতিবৎসরই নূতন নূতন ধরণের গোলাপ চারার উদ্ভব হইতেছে। কমলালেবু এমন রসাল ফল, তাহাতে বিচী থাকা সুবিধার নহে, সুতরাং তাহাকে বীচিহীন করার খুব চেষ্টাচরিত্র হইতে লাগিল। প্রকৃতির পরাভব হইল, বীচিহীন কমলা লেবু উৎপাদন সম্ভব হইল। চেরী ফলও এমন উৎপন্ন হইতেছে যে, তাহাতে একটী মাত্র বীচি থাকিবে না। বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতিকে হার মানিতে হইয়াছে। আমকে আঁটীশূন্য করা অচিরেই সম্ভব হইতে পারে। এক জাতীয় ফলে অন্য জাতীয় ফলের আস্বাদ সঞ্চার করা বা এক প্রকৃতির ফল বিভিন্ন প্রকৃতির বৃক্ষে উদ্ভব—বিজ্ঞানের কল্যাণে হয়ত তাহাও কালে সাধ্য হইবে।

---

আঠার হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপরেও গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

---

চীন দেশের কয়লা ক্ষেত্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ—৩০ হাজার বর্গ মাইল।

---

শামুকের খোলা, ইট, টালি, হাড়, হাতির দাঁত, লোহার পাত, তামার পাত, কাঠ ও তালপাতা প্রভৃতির উপর লিখিত নানা ভাষায় নানা দেশীয় পুস্তক বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

## কৃষির উপযোগী জমির বন্দোবস্ত

পূর্ব্ববঙ্গ রেল লাইনের উত্তর বিভাগে, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর সাবডিভিশনে, নাটোর রেল ষ্টেশন হইতে ১ হইতে ৬ মাইল মধ্যে গোকুলনগর, মাটিয়াপাড়া, লালোর, আগদিঘা, মৃজাপুর, ছাতনি, পিপরুল, হোগলবাড়িয়া, নারায়ণপাড়া ও অন্যান্য বহু গ্রামে জমির অবস্থানুযায়ী, বিঘা প্রতি বার্ষিক ১৲ হইতে ৩৲ খাজনায় আবাদ জন্য জমি, এবং ৬৲ হইতে ২০৲ খাজনায় বাসের জন্য জমি, বিনা নজরে ও কোন কোন স্থলে সামান্য নজরে, সহজেই পাওয়া যায়। খাজনা দেওয়া বন্ধ না করিলে বা জমি আবাদের অযোগ্য না করিলে, প্রজাকে কোন কারণেই উচ্ছেদ করা হয় না। আবাদের উপযোগী করার জন্য, আগাছা ও জঙ্গলাদি প্রজা স্বেচ্ছামত কাটিতে পারিবে। জমির খাজানা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, স্বেচ্ছামত যে কোন সময়ে আবাদ আরম্ভ করা যায়। কোন কোন মহলে আবাদী জমির সন্নিকটে জমিদারী কাছারী আছে। এই সকল গ্রামে বন্য শূকরের প্রাদুর্ভাব ছাড়া, শস্য ও সব্জি ক্ষেত্র, ফলের বাগান, মৎস্য চাষের পুকুর বা poultry farmingএর অনিষ্টকারী বানর বা অন্য কোন জন্তু বা বিষাক্ত সর্পাদির তেমন উপদ্রব নাই। কোন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া ও কোন গ্রামের কিছু দূরে প্রবাহিত নদী এবং অধিকাংশ গ্রামেই পুকুর বর্ত্তমান আছে।

যাহাদের লাঙ্গল গরু আছে এরূপ কৃষকগণ, ও হাল হাতিয়ারওয়ালা ঘরামী, ছুতার, কামার, কুমার, গোপ ও অন্যান্য কারিকরের ও নানা শিল্প ব্যবসায়ীগণ, জমি ও বাসের স্থান ও হাট বাজারে দোকান ও ব্যবসায়ের সুবিধা পাইবে। শিক্ষিত যুবকগণ, যদি চাকরীর মোহে কালক্ষয় না করিয়া, যৎসামান্য পুঁজি লইয়া একক বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, হাতে কলমে কৃষিকার্য্য সব্জি ও ফল বাগান, মৎস্যের চাষ, ডায়েরী বা পলট্রী কার্য্য জন্য, এদিকে আসিয়া স্থায়ী হইয়া কার্য্য করেন, তবে তাঁহারা জমি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা পাইবেন। সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত হইয়াও, যাঁহারা অলীক লজ্জা ত্যাগে, কার্য্যকরী শ্রমিকের কার্য্যে ব্রতী হইতে দ্বিধা করিবেন না, এরূপ কর্ম্মের স্থান ও সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সাদরে করিয়া দেওয়া হইবে। সোৎসুক ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান ও জ্ঞাতব্য, নিম্নের ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

নিবেদক—শ্রীআশুতোষ রাহা,
নাটোর, রাজসাহী।

## কৃত্রিম নীল ও রেশম উৎপাদনের উপায়

২৪ পরগণা জেলায় আলমবাজার নামক স্থানে অবস্থিত 'ক্রাউন কেমিক্যাল ওয়ার্কসে'র শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার শীঘ্রই সাধারণের সমক্ষে কৃত্রিম উপায়ে নীল ও রেশম উৎপাদনের উপায় প্রদর্শন করিবেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার প্রদর্শিত উপায়ে এই দুইটী জিনিস উৎপাদনের খরচা এত কম যে, এই উপায়ে উৎপাদিত মাল বিদেশ হইতে আমদানী মালের সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিয়া বিশেষ লাভ রাখিতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের সকলের নিকট তিনি তাঁহার উক্তি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

ভারতে নীলের ইতিহাস যে সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে, তাহা আমাদের শ্রুতিসুখকর না হইলেও, বর্ত্তমানে যাহারা দেশের আর্থিক মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ইতিহাস হইতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে।

খৃষ্টিয় যুগের আরম্ভে এই ইতিহাসের আরম্ভ। প্রাচীনকালে বহু ভ্রমণকারী এই নীল উৎপাদনের উপায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে নীল একটী প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল। ১৯০৭—৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রং ও চামড়ার কার্য্যের উপাদান স্বরূপ এদেশ হইতে যত টাকার উপাদান রপ্তানি হইত, নীলই ছিল তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর। কিন্তু জার্ম্মাণীর বিজ্ঞানমন্দিরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত কৃত্রিম নীল ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষের মৃত্যু ঘোষণা করিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে কৃত্রিম নীল উৎপাদনের চেষ্টা হয়। নানা কারণে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্ত্তমানে একমাত্র জার্ম্মাণীই ইহা উৎপাদন করে এবং অন্যান্য দেশ সেই মাল খরিদ করে। নীলের জন্মভূমি ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত এই মাল আমদানী হয়। জার্ম্মাণী বাৎসরিক ৪৬ হাজার টন কৃত্রিম নীল চালান দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে চীন ও জাপানে ২৭০০০ টন চালন হয়। ইউনাইটেড কিংডাম, ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস ৬০০ টন ব্যবহার করিয়া থাকে। মিশর এবং পারস্যেও বহু মাল কাট্তি হয়।

## কৃত্রিম রেশম

সম্প্রতি কৃত্রিম রেশম পৃথিবীর বয়নশিল্পের এক প্রয়োজনীয় অংশস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১৪১,১৬,৪৪,০০০ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক হাজার কোটি টাকারও অধিক। বর্ত্তমানে এদেশে রেশম শিল্পের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। অবস্থায় কৃত্রিম রেশমের আমদানী হইলে এই শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য। রেশম-শিল্পে এদেশে ইতিমধ্যেই মন্দা পড়িয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে বহুল পরিমাণে রেশম প্রস্তুত করিতে পারিলে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে। হেমন্তবাবুর বিশেষত্ব এই যে, ইহা (কারখানায়) একসঙ্গে বহুল মাল উৎপাদনের জন্যও অবলম্বন করা যাইতে পারে; আবার কুটির-শিল্পরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইজন্য তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের পরিচালনা চরকা অপেক্ষাও সহজসাধ্য, স্ত্রী পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ সকলেই এই যন্ত্রে প্রস্তুত সূতা অতি সহজে বুনিতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া মনে হয় যে, হেমন্তবাবু যাহা দেখাইবেন তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক হইবে।

## সরকারী পাটের বীজ

এ বৎসরের নূতন পাটের বীজ নিম্নলিখিত স্থানে বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। ইহার শতকরা ৯০টী গাছ জন্মাইবে।

১। সরকারী কৃষিক্ষেত্র, ঢাকা এবং সরকারী কৃষিবিভাগের ভিন্ন ভিন্ন জিলাস্থ আফিস সমূহ।

২। ষ্টিমার আফিস—নারায়ণগঞ্জ, বাদামতলী, সিন্দিয়াঘাট, গোয়ালন্দ।

৩। এগ্রিকাল্চারেল্ এসোসিয়েসন্—চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, বারাসত, কিশোরগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও ওরাকান্দি।

৪। কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক—গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ (ঢাকা), বগুড়া, পাবনা, বাগেরহাট এবং মুস্তফাপুর ব্যাঙ্ক ও বেদগ্রাম কৃষি সমিতি।

৫। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, ফরিদপুর ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভদ্র, নসিবনগর (কুমিল্লা)।

## কাবুলে ভারতীয় বিমানবীর

কাপ্তেন এ, ডি, পটবর্দ্ধন নামক প্রথম ভারতীয় বিমানবীর দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন। ইনি বিমানপোত পরিচালনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন্। ফ্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি কাপ্তেন পটবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, ভারতে বিমানপোত সম্পর্কে ক্লাব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি দিল্লীতে আসিয়াছেন। এই সমস্ত ক্লাবের প্রধান কেন্দ্র হইবে বোম্বাই, দিল্লী এবং কলিকাতা। তিনি বলেন যে, ক্লাবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনীর ( university corps ) সঙ্গে যুক্ত করা হইবে এবং এই বাহিনীর সভ্যগণকে বিমানপোত চালনা শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে।

কাপ্তেন পটবর্দ্ধন প্রতিনিধিকে আরও বলেন যে, তিনি প্রথম জীবন হাতুড়ী বাটালী লইয়া কাজ আরম্ভ করেন এবং পরে অদম্য সাধনা এবং অনবরত চেষ্টার ফলে, তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ফলবতী করিয়াছেন।

কাপ্তেন পটবর্দ্ধন একজন তরুণ বয়স্ক মারহাট্টা ব্রাহ্মণ। তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল এবং মেজাজ অতি ঠাণ্ডা। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এস, এম, ই পাশ করেন এবং রেওয়া ষ্টেটে ১১ বৎসর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন। সেখানে থাকিবার সময় তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের দৃষ্টিপথে পতিত হন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত-সচিবের আফিসে তাঁহার জন্য এক সুপারিশ পত্র দেন। তিনি ইংলণ্ডে এবং জার্ম্মাণীতে গমন করিয়া বিমানপোত চালনার কার্য্য শিক্ষা করেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আফগান রাজের বিমানপোত বিভাগের কাজে যোগদান করেন।

কি প্রকারে তিনি এই চাকরী যোগাড় করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় কাপ্তেন পটবর্দ্ধন বলেন,—"যখন ইউরোপ হইতে আমি ভারতে প্রত্যাগমন করি, তখন আমি প্রায় দেউলিয়া ছিলাম। আমার চাকুরীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি যে ধরণের কার্য্য শিখিয়াছিলাম সেরূপ কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলাম না। অতঃপর আমি দিল্লীস্থিত আফগান রাজদূতের সঙ্গে দেখা করি এবং আফগানিস্থানের আমীরের অধীনে কর্ম্ম প্রার্থনা করি। সৌভাগ্যক্রমে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছিল, এবং ১৯২৫ সনে আফগান বিমানপোত বিভাগে প্রবেশ লাভ করি ও বিমানপোত চালকের পদে নিযুক্ত হই। বর্ত্তমানে আমি কাপ্তেনের পদমর্য্যাদায় ভুক্ত হইয়াছি।

আফগানিস্থান ও তৎদেশীয় লোকদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি, জিজ্ঞাসা করিলে কাপ্তেন পটবর্দ্ধন বলেন,—আফগানিস্থানে তাঁহার দিন বেশ সুখে

কাটিয়াছে। আফগানেরা এখন উন্নতির পথে। ভারতীয়দের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে, আফগানেরা লুণ্ঠনকারী বর্ব্বর মুসলমান মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ইহার বিপরীত। তাহারা বৈদেশিকদিগের সহিত খুব ভদ্রতা ও সম্ভ্রম সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ভারতীয়গণকে ভাইয়ের মত মনে করে।

কাবুলের বর্ত্তমান আমির একজন উদারদৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ রাজা। তিনি খুব সাধারণভাবে জীবন-যাপন করেন এবং তাঁহার আচার ব্যবহার অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সরলতাপূর্ণ। তিনি গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসবান্ এবং শাসনবিভাগে কার্য্যতঃ অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি কুটীর-শিল্প রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সহকারী কর্ম্মচারিদিগকে দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে ও জাতীয় পোষাক পরিধান করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তিনি রাস্তা, হাসপাতাল এবং টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের জন্য ও সামরিক বিদ্যালয়ের জন্য জার্ম্মাণ ও তুর্কি অফিসার-গণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রুষগণ বিমান বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

সমগ্র শিক্ষা-বিভাগের ভার জনৈক বাঙ্গালীর উপর অর্পিত হইয়াছে। এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম মিঃ এন, এম, লাহিড়ী। আমির প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

কাপ্তেন পটবর্দ্ধন মন্তব্য করেন যে, বার্লিন হইতে কনষ্টান্টিনোপল, তেহরাণ ও কাবুলের মধ্য দিয়া যে জার্ম্মাণ-ভারত বিমানপথ খুলিবার কথা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে কাইরো-করাচী পথের বেশ সাফল্যজনক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। কারণ জার্ম্মাণ-ভারত বিমান পথ কাইরো-করাচী পথের চেয়ে সংক্ষেপ ও যাতায়াতের পক্ষে শীঘ্রগম্য হইবে।

## চলন্ত প্রদর্শনী

গত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে একটা চলন্ত প্রদর্শনী পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতার ব্যবসায়ীদের কতিপয় দল এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ প্রদর্শনীর পরিচালকগণকে নানাবিধ সুবিধাও দান করিয়াছেন। এক মাস কাল এই প্রদর্শনী বঙ্গ দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবে। প্রদর্শনী শিল্প, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র দেখাইবে।

—:০:—

## সিউরি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী

২৮শে মাঘ হইতে ৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সিউড়ি বড় বাগানে উক্ত প্রদর্শনী বসিয়াছিল।

## কর্পোরেশনের সাহায্য

কলিকাতা কর্পোরেশন ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনস্থ 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মহিলাদের জন্য 'অবৈতনিক শিল্প বিদ্যালয়ে' ১২ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

## স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই মাঘ, বাগবাজার, ৩নং নন্দলাল বসুর লেনস্থ "মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউটে" ১নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য-সমিতির উদ্যোগে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়াছিল।

## স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী

প্রতিবৎসর শীতকালে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও কলিকাতা সহরে প্রদর্শনী হইয়া থাকে।

প্রদর্শনী লোক-শিক্ষার একটী বিশিষ্ট উপায়। এখানে আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়া অনেক জিনিষ অতি সহজে শিখান যায়। নিরক্ষর লোকেরাও যাহাতে

চিত্র ও মডেল সাহায্যে বেশী জিনিষ অনায়াসে শিখিতে পারে তাহারই জন্ত প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। ইহা ব্যতীত বায়স্কোপ ও আলোক-চিত্র বক্তৃতা সাহায্যেও বহু তথ্য অল্প সময়ে শিখান যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কৃষির বিস্তার এইরূপে হইয়াছে একথা ইতিহাস পাঠকেরা জানেন। বর্ত্তমানে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের সহিত তুলনামূলক চিহ্নাদি দেখিয়া লোকের নিজ দেশের উন্নতির প্রয়াস জাগিয়া থাকে। নানা দ্রব্য দেখিয়া লোকের উৎসাহও বাড়ে। ৭ই ফেব্রুয়ার হইতে ৩৮নং থিয়েটার রোডে, কলিকাতায় ১ সপ্তাহব্যাপী স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী হইয়াছিল। বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখিতে যাতায়াতের জন্ত অল্প ভাড়ায় মোটর বাসও পাওয়া যাইত।

## বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ সরবরাহ

সম্প্রতি ঢাকায় আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ সরবরাহ সমস্যা সম্বন্ধে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য রায় এই সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। বর্ত্তমানে ইহাও ভারতের একটী প্রবল ও জাতীয় জীবনমরণ সমস্যা। তৎপর ভারত গভর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়েল ডেয়ারী একস্পার্ট মিঃ উইলিয়াম স্মিথ এ সম্বন্ধে বায়স্কোপের চিত্র সংযোগে একটী হৃদয়গ্রাহী সুচিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। মিঃ স্মিথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন কিরূপে বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ সরবরাহ হইতেছে, আর ভারতে গো-দুগ্ধে কিরূপ ভীষণভাবে ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব ভারতের উন্নতির মূলে আঘাত করিতেছে। বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাবেই ভারতবাসী এরূপ ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পজীবি হইয়া পড়িতেছে। তিনি আরও বলেন যে ইহার সমাধান করিতে হইলে সমবায় নীতির অনুসরণ করিয়া ও তৎসাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সহরে আমদানী বা সরবরাহ করিতে হইবে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর উদ্যোগে ঐ দিনই সন্ধ্যার পর এই সমস্যার বিশদ আলোচনার জন্ত ও মিঃ স্মিথকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত সহরের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মিউনিসিপাল অফিস গৃহে এক কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর হেলথ অফিসার ডাক্তার পি. সি. সেন সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে ধীরে ধীরে অত্র সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের আমদানী কমিয়া গিয়াছে তাহার এক বিবরণ দেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, গত বৎসরের মহামারীর দরুণ বহু গাভীর মৃত্যু এবং দুগ্ধে শতকরা ১৫ হইতে ৬০ অংশ ভেজাল-মিশ্রণ। কাজেই এই সমস্যার সমাধান হেতু সমবায়-নীতি মূলে দুগ্ধ আমদানী করিয়া সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা; মিঃ স্মিথ কিরূপে এই নীতিমূলে কলিকাতা ও বোম্বে সহরে সুন্দরভাবে কাজ চলিতেছে তাহার এক নাতিদীর্ঘ বিবরণ দেন। তিনি আরও বলেন যে মিউনিসিপালিটীর দ্বারা এ কার্য্য চলিতে পারে না, কারণ অন্যান্ত বহু স্থানেই মিউনিসিপালিটীর এইরূপ প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। তিনি সমবায় নীতিমূলে কাজ করিতেই পরামর্শ দেন। সর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়:—

"এই সভা বিবেচনা করিতেছেন যে ঢাকা সহরের দুগ্ধ-সমস্যা নিবারণকল্পে সমবায় নীতিমূলে এক প্রচেষ্টা করা হইবে এবং এই প্রচেষ্টাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্ত বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ, সমবায় বিভাগ, মিউনিসি-পালিটী এবং সহরের গণ্যমান্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে লইয়া সাময়িকভাবে একটী কমিটী গঠিত হইবে।"

## শিল্প শিক্ষার্থ দান

পঞ্জাবের আর্য্য প্রতিনিধি সভা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের স্মৃতি রক্ষার জন্ত হরিদ্বার গুরুকুলে একটী শিল্প শিক্ষার

কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আড়াই লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন।

### স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায়

অবৈতনিক শিল্প বিদ্যালয়ে (কলিকাতা) ৩১।১১ মলঙ্গা লেনে সন্ধ্যার সময় দর্জ্জির কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চান, সত্বর উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

---

## গাছ কাপাস

যে সব দেশে সাধারণের ভিতর শিক্ষার আলো পৌঁছিয়াছে, সে সব দেশের লোক কোন জিনিষই নষ্ট করে না, বরং সব জিনিষই কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক উল্টা। কোনো জিনিষেরই ব্যবহার আমরা জানি না। তাই সব জিনিষই অপচয় না করিয়া আমরা ব্যবহার করিতে পারি না।

বাঙ্গলায় চরকার প্রচলন, দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছে। কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ কাজের অভাবেই যাহারা আলস্যে বসিয়া থাকে এবং অনাহারে, অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন করে। তাহাদের অনেকেই আজ চরকার ভিতর কাজের উপাদান এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের উপাদানও খুঁজিয়া পাইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গলাদেশে চরকা আজ যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিয়া দিতেছে, এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নহে। এক খাদিপ্রতিষ্ঠানেই এরূপ দশ সহস্র কাটুনী আছে, যাহারা চরকার সূতা কাটিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

সুতরাং বাঙ্গলাদেশে তূলা আজ আর অবহেলার বস্তু নহে। কিন্তু তূলা যে সম্যকভাবে সমাদৃত হইতে পারিতেছে না, তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। কাপাসের গাছ অনেক গৃহস্থের বাড়ীর আনাচে কানাচে অনেক সময়েই দেখা যায়। এ গাছগুলির যত্ন লওয়া তো হয়ই না, উপরন্তু এসব গাছে যে তূলা জন্মে, তাহাও অবহেলায় আমরা নষ্ট করি। অধিকাংশ সময়েই গাছ হইতে সেগুলি বাতাসে ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। নতুবা যদি কখনো গাছ হইতে আহরণ করা হয়, তবে ঘরের কোণে বস্তাবন্দী হইয়া পচিতে থাকে তাহা কাজে লাগাইবার চেষ্টাও করা হয় না।

কাপাসের গাছ যে উপেক্ষণীয় নহে আজ তাহা সহজেই অনুমেয়। গাছ কাপাস হইতে সূতা খুব ভাল হয়। যাহাদের বাড়ীতে কাপাসের গাছ আছে তাঁহারা সেই গাছ কাপাস হইতে সূতা করিয়া যদি বস্ত্র তৈরী করেন তবে পরিবারের একটা প্রকাণ্ড খরচ কমাইবার পথ ত হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও বিরাট উপকার সাধিত হয়। যাহারা কাপড় বুনাইতে না পারেন, তাঁহারা সূতা কাটিয়া বিক্রয় করিলে তাহাতেও ঢের কাজ হইতে পারে। কিন্তু এ দুইটি পথের একটিও যাহাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নহে, তাঁহারা তূলাগুলি নষ্ট হইতে না দিয়া যদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও ঘরে যে দুই পয়সা আসে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সঙ্গেই সাধারণতঃ দুই এক টুকরা উদ্বৃত্ত জমি আছে। এসব জমি বেশীর ভাগ পতিত পড়িয়া থাকে, কোনো

কাজে লাগেও না—লাগানও হয় না। এই অকাজের জমিগুলিতেও যদি দুই চারিটি কাপাসের গাছ লাগাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাতেও একটা ছোটখাট উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া যায়। নিত্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাঙ্গালীর পক্ষে এইসব ছোটখাট উপার্জ্জনও উপেক্ষার বস্তু নহে। অনেক দুঃখ এই সব উপেক্ষিত শিল্পের দ্বারা দুর হইতে পারে। তুলা বা সূতার জন্য আজকাল ক্রেতার অভাব হয় না। খাদি-প্রতিষ্ঠান সূতা এবং তুলা ঐ উভয় জিনিষই কিনিতে রাজি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহাকে প্রত্যহ প্রায় দশহাজার কাটুনীকে তুলা যোগান দিতে হয়, সুতরাং তুলার প্রয়োজন যে তাহার অল্প নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে যাহা জন্মায়, তাহারই ব্যবহারের উপর কুটির শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পকেই আবার কুটির শিল্পে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং গাছকাপাস তাহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই প্রয়োজন। যাহাদের ঘরে গাছ কাপাস আছে, তাহারা যদি তাহা ব্যবহার না করেন, তবে অনায়াসে তাঁহাদের পণ্য প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করিতে পারেন। প্রতিষ্ঠান আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের জিনিষ গ্রহণ করিবে। ঘরের আশেপাশে পতিত জমিগুলিতে কাপাসের গাছ লাগাইয়া তুলা উৎপাদন করার দিকেও এই জন্য প্রতিষ্ঠান সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

খাদিপ্রতিষ্ঠান,
১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

## গৃহশিল্পে চরকার স্থান

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মসগুল হইয়া আছেন। দেশকে তাঁহারা চেনেন না, দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোনো ধারণা নাই। তাই দেশের সমস্যাগুলি আসিয়া যখন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যেই সেগুলির সমাধান করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন। ফলে সত্যপথের সন্ধান তো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু পথ আরও জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। এই বিদেশী শিক্ষার প্রভাবেই চরকা আজিও আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনে তেমনভাবে রেখাপাত করিতে পারিতেছে না।

কিন্তু এ অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, চরকার নিজের শক্তিই তাহার শক্তি সম্বন্ধে সাধারণের মনকে সচেতন করিয়া তুলিতেছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের অন্যতম মন্ত্রী অনারেবেল মিঃ এ, রঙ্গনাথ মুদালিয়র একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় ভারতের পক্ষে চরকা যে একটা কত বড় হাতিয়ার, তাহা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতাটির প্রতি বাঙ্গালার মন্ত্রীদের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজেরও দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। নিম্নে এই বক্তৃতার কিয়দংশের অনুবাদ দেওয়া গেল :—

"দেশের কৃষিজীবিদের সাহায্যের জন্য কতগুলি ছোটখাট কুটিরশিল্পের প্রবর্ত্তন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে দেশের অধিবাসীদের প্রায় সকলেই অল্পপরিমাণ জমি লইয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে, এরূপ প্রায় সমস্ত দেশেই—ছোটখাট শিল্পগুলি রক্ষা করার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিকে কৃষির কাজে লাগাইয়া কৃষকগণ যে পরিশ্রম এবং উৎসাহ-উদ্যম ক্ষয় করে, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের লাভ তো বিশেষ হয়ই না—উপযুক্ত পরিমাণ খোরাকের সংস্থান বা একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহারা করিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই এই সমস্ত ছোট ছোট

ক্ষেতই যাহাদের সম্বল—অর্থের দিক দিয়া এগুলি তাহাদের পক্ষে লাভজনক নহে বলিয়াই—তাহাদের জন্য একটা লাভের পথ খুলিয়া দেওয়া—একটা অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী যে কোনো প্রকার গৃহশিল্পের চর্চ্চা করিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এবং অবসর সময়ে পুরুষেরাও অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। লোকে যদি বুঝিতে পারে, কোন কাজ না করিয়া কোনো উপার্জ্জন না করা অপেক্ষা কিছু উপার্জ্জন করাটা অনেক ভালো—তাহা হইলে সুতাকাটা অতি সহজেই একটা প্রয়োজনীয় গৃহ-শিল্পরূপে পরিগণিত হইতে পারে। সুতাকাটার কতগুলি সুবিধাও আছে। কারণ পরিশ্রমের ফলে যে সুতা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপাদনকারীর নিজের অভাব পূরণের পক্ষেই যথেষ্ট সাহায্য করে। সুতার কাটতি হইবে কিনা, তাহা ভাবিবার দরকার হয় না। অন্য সব শিল্পের প্রসার, প্রধানতঃ, বাজারের চাহিদার উপরেই নির্ভর করে এবং উৎপাদনকারিগণ নিজের ব্যবহারের জন্য না করিয়া বিক্রয়ের জন্যই যেখানে কিছু উৎপাদন করেন, সেখানে প্রতিযোগিতার প্রশ্নও অবশ্যই উঠিবে, কিন্তু সুতাকাটা সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কাজেই অন্যান্য গৃহশিল্পের সহিত তুলনায় সুতাকাটা কাজ যে বিশেষ সুবিধাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সুতা কাটিবেন, একথা তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, যতই অল্পপরিমাণ সুতা তাঁহারা কাটুন না কেন—যত অল্প লাভই তাহাতে হোক না কেন, তবু সুতা কাটার মূল্য তাহাদের পক্ষে অল্প নহে। কারণ যে অবসর সময় তাঁহারা সম্পূর্ণ অপব্যয় করিতেন সেই অপব্যয় বাঁচাইয়াই তাঁহারা এই সুতা কাটিতে পারিয়াছেন।"

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৭০ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## ভবিষ্যদ্বাণী

১৬ই মাঘ রবিবারের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশ "আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর জনগণের শতকরা ৯৯ জন বিপদাপন্ন হইবেন।" এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী দেখিয়া অনেকেই ভীত হইয়াছে।

তজ্জন্য রাষ্ট্রবিপ্লব বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, ভারতবর্ষে পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবার সম্ভাবনা নাই। তবে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি ১৯২৭ সালে ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

১। চীন ও ইংলণ্ডে যে মন কসাকসি চলিতেছে, তাহা শীঘ্র অবসান হইবার আশা কম।

২। চীন, জাপান ও মেক্সিকোতে নানাপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা।

৩। জার্ম্মাণ, ডেনমার্ক এবং সাইবিরিয়ার মধ্যে চাঞ্চল্য ঘটিবে।

৪। ভারতের উত্তরাংশে রাজনৈতিক বিভ্রাট, পশ্চিমাংশে ট্রেণ দুর্ঘটনা, এবং পূর্ব্বাংশে পীড়া বৃদ্ধি ও অর্থাভাব পরিলক্ষিত হইবে।

৫। ভারতবাসীকে অল্পমাত্রায় স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইবে।

৬। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তির সূত্রপাত দৃষ্ট হইবে।

৭। আগামী ৯ই এপ্রেলের পর মহামান্য ভারত-সম্রাটের দৈহিক ও মানসিক পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ভয়ের আশঙ্কা নাই।

শ্রীহেরম্বনাথ জ্যোতির্ভূষণ
কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য-পুরাণতীর্থ।

---

হেরিং মাছের আঁস হইতে এক্ষণে নকল মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে, আসল মুক্তার মতই এগুলি দেখিতে

সুন্দর ও উজ্জ্বল। বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত ইহার দোষ কেহ সহজে ধরিতে পারে না।

---

এক জাতীয় উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহার মোটে শিকড় নাই। বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া ইহা ঝুলিয়া থাকে এবং বৃক্ষ পত্র হইতে আহার্য্য শোষণ করিয়া লয়।

---

দীর্ঘপথ উড়িয়া যাইবার সময় পাখীরা প্রায় ১০০০ হইতে ২৫০০ ফুট উচ্চ দিয়া উড়িয়া থাকে। সারসগণ কখন কখন পাঁচ মাইলের উর্দ্ধে উড়িয়া থাকে।

---

# "নারিকেল"।

একটা গল্প আছে যে, একদিন এক ভিখারীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে, হিমালয়নন্দিনী মহাদেবকে বলেছিলেন—"ওর দুঃখ দূর করে দাও।" তাতে মহাদেব উত্তর করেন—"দুঃখ ত আমি দিচ্ছি না—ও যে নিজেরই দোষে কষ্ট পায়।" কিন্তু দুর্গা একথা অবিশ্বাস করায় মহাদেব একদিন এক সোণার তাল সেই ভিক্ষুকের পথের উপর ফেলে দিলেন; উদ্দেশ্য—সে সেইটা কুড়িয়ে নিয়ে বড় লোক হবে। এদিকে কিন্তু ভিক্ষুকের মাথায় হঠাৎ এক খেয়াল চাপ্‌ল। সে ভাবলে, অন্ধের মত না-দেখে সে পথ চলতে পারে কিনা, পরখ করে দেখ্‌বে। যেমন ভাবনা—তেমনি কাজ। সে সারা রাস্তাটাই চোখ বুজে চলে গেল। সোণার তাল আর তার ভাগ্যে মিল্‌ল না।

তা, বাংলার কথা যখনই ভাবি, তখনই এই গল্পটা আমার মনে আসে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলা দেশ। এর ধন ধান্যে, এর ফলে পুষ্পে দেশবিদেশের ধনাগার দিন দিন পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে—সারা জগতের লোক এই সোণার বাংলার রত্নসম্ভার লুটে খাচ্ছে। আর অন্ধ বাঙালী সেই রত্নপ্রসবিনী অন্নপূর্ণা জননীর ভাণ্ডারে এক মুষ্টি অন্নের সন্ধান মেলাতে পারে না। বল্‌বই বা কাকে? বাঙালী কি মানুষ?—এরা সেই পুস্তকের বর্ণিত পুতুল; চোখ আছে—দেখ্‌তে পায় না; কাণ আছে—শুন্‌তে পায় না। নইলে, যে বাংলার আনাচে কানাচে এমন শত সহস্র বৃক্ষ লতা রয়েছে যে যা' কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক প্রভৃত অর্থোপার্জ্জন কর্‌তে পারে, সেই বাংলার সন্তান আজ উচ্ছিষ্টভোজী কাঙালীর মত সামান্য ধান্দায় অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে কেন? তবু বারবার বল্‌তে বল্‌তে যদি কখনও কোন দিনও এই মৃতকল্প জাতির প্রাণে চেতনার সঞ্চার হয়, এই আশায় বাংলার কৃষিসম্পদের সন্ধান আমরা মাসে মাসেই আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে দিয়ে থাকি।

ভারতের কৃষিসম্পদের তুলনা নেই। কথায় বলে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।' অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে জিনিস মেলে না।—সারা জগতে তার সন্ধান পাওয়া কঠিন। আবার বাংলাই হ'ল ভারতের সেরা দেশ। এর এক এক রকমের গাছ বা ফসল অবলম্বন করে যে শিল্প ও ব্যবসায় গড়ে উঠতে পারে, তাতে কেবল যে দেশের সহস্র সহস্র লোকের অন্নের সংস্থান হওয়া সম্ভব কেবল তা নয়, সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের

ধনাগমের পথও সুপ্রশস্ত করা যায়। এসব স্বপ্ন বা কাহিনী নয়, এর প্রতি কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য।

অধুনা নারিকেলজাত দ্রব্যের ব্যবসায় সারা ভারত ছেয়ে ফেলছে। তাই নারিকেলের কথাই আজ বলব।

সকলেই জানেন, নারিকেলের ছোবড়া থেকে আরম্ভ ক'রে শাঁস পর্যান্ত, কিছুই ফেলা যায় না। নারিকেল গাছের সবই দরকারী। কিন্তু আমরা কোন্ জিনিসটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি? কোন্ জিনিসটার কেনা বেচা করে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা দু'পয়সা রোজগার করে? বড় বড় কথা ছেড়ে দিলেও, নাম মাত্র মূলধনে, ছোট খাট ব্যবসায় ও ত করা যায়—কিন্তু সে দিকেই বা লক্ষ্য কার?

## ডাব

প্রথমেই ধরা যাক্ ডাবের কথা। গ্রীষ্মকালে এই কলিকাতা সহরে ডাব বেচে, বেশ দুপয়সা রোজগার করা যায়। আমরা জানি, হাইকোর্টের সামনে দোকান দিয়ে এক একজন ডাবওয়ালা মাসে ২৫০৲-৩০০৲ টাকা আয় করেছে। কিন্তু এই লাভ করছে কারা?—তারা আর যেই হোক্, বাঙালী নয়। ডাবওয়ালা হবে বাঙালী?—তাহলে যে তার মানের কানা ভেঙ্গে যাবে। দরকার হয়, বাঙালী বিড়িওয়ালার দোকানে খাতা লিখ্‌বে—ডাবওয়ালার দোকানে খাতা লিখ্‌বে—কিন্তু ম'রে গেলেও নিজেরা বিড়িওয়ালা বা ডাবওয়ালা হবে না। হায় ভগবান! এই অভিশপ্ত জাতির এই দুরন্ত মনোবৃত্তির কবে পরিবর্ত্তন হবে? কবে বাংলার ছেলে ভাব্‌তে শিখবে, ব্যবসায় বা শারীরিক পরিশ্রমে মান বই অপমানের কথা কিছুই নেই।

যাহা হউক, সুখের বিষয় সুবাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। অন্ততঃ দু'চার জন শিক্ষিত যুবকও আজ ফিরিওয়ালার কার্য্য করিতে বা ছোট খাট ব্যবসায়ে হাত দিতে লজ্জা বোধ করেনা। গত বৎসর, আমাদের পরামর্শে কয়েক জন শিক্ষিত যুবক কলিকাতায়, ডাব ও ডাবের সরবতের দোকান খুলেছিলেন, তাতে তাঁদের যথেষ্ট লাভ হয়েছিল। আনন্দের কথা—তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন যে, এবৎসরও তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে হাত দেবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁদের সাফল্য কামনা করি। এই ত চাই। নিজ বাসভূমে আর কত দিন পরবাসী হয়ে থাকবে? ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে পরের দুয়ারে ভিখারী সাজ্‌লে চল্‌বে কেন্? আমরা চাই—বাঙালীর বিদ্যা আছে, বাঙালীর বুদ্ধি আছে—তারা সগর্ব্বে তাদের লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনঃ স্থাপনা করুক্। বাঙালী ধনী হোক্—বাঙালী মানুষ হোক্।

## নারিকেল কাঠি

ঝাঁটা আমাদের একটা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রত্যেকের বাড়ীতেই সব সময় দুচার খানা ঝাঁটার দরকার করে। তা ছাড়া যে কোন একটা বড় প্রতিষ্ঠানে, যেখানে অনেক লোকের সমাবেশ হয়, অনেক আবর্জ্জনা স্তুপীকৃত হয়—সেখানেই ঝাড়ুর বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কর্পোরেসান্, মিউনিসিপ্যালিটি, গভর্ণমেণ্ট অফিস্, মার্চেণ্ট অফিস্, জুট্ মিল্, কটন্ মিল, চা-বাগান—এসব যায়গায় ঝাড়ু নহিলে এক দণ্ডও চলে না। কাজেই বাজারে ঝাড়ুর চাহিদা যে কত বেশী, তা সহজেই অনুমেয়।

এই সমস্ত ঝাঁটাই নারিকেল কাঠি দিয়ে তৈরী হয়। অনেকে অনেকবার অনেক রকমেই চেষ্টা করেছে—নারিকেল কাঠির পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিয়ে ঝাঁটা তৈরী কর্ত্তে। কিন্তু কেহই তাতে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হতে পারেনি।

আমাদের দেশে নারিকেল পাতা আবর্জ্জনা বলেই গণ্য হয়। কিন্তু কেউ ক্ষণেকের তরেও ভাবেনা যে, এই আবর্জ্জনার সঙ্গে কত অর্থই না প্রতিদিন পুড়িয়ে নষ্ট করা হচ্ছে। কলিকাতায় নারিকেল কাঠি প্রায় ৪।৫ টাকা মণ দরে বিক্রী হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা যদি মফঃস্বল থেকে বহুল পরিমাণে নারিকেল কাঠি চালান দেয়, তাহলেও বাজারে বেচে বেশ দুপয়সা লাভ কর্ত্তে পারে।

লোকে বলে কলিকাতার রাস্তায় টাকা ছড়ান আছে। এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু সেই ছড়ান টাকাকে কুড়িয়ে নিতে জানা চাই। তরুণ যুবকের দল, তোমরা ওঠ। ধনাগমের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার কর। দিকে দিকে অর্থের সন্ধান পড়ে রয়েছে, সে সমস্ত সুবর্ণ সুযোগ অলস অবহেলায় হারিও না।

পায়ের ওপর পা দিয়ে চক্ষু বুঁজে ঘরে বসে থাকলে সিন্দুক আপনা হতে টাকার ভরে ওঠে না। প্রাণপাত চেষ্টা—বিপুল অধ্যবসায় থাকলে তবে বড়লোক হওয়া যায়। কাজ নিজেদের খুঁজে বার কর্ত্তে হবে—সুপ্ত সিংহের মুখবিবরে মৃগ আপনি এসে ধরা দেবে না। আমরা শুধু সন্ধান দিতে পারি, ইঙ্গিত দিতে পারি, কিন্তু কারো কাজ জুটিয়ে দেওয়া আমাদের পেশা নয়। এই প্রবন্ধ পড়ে অনেকেই হয়ত বলে বসবেন, "আমরা এই সব জিনিস সরবরাহ কর্ব্ব। আপনারা খদ্দের জুটিয়ে দিন।" এদের আমরা এখানেই বলে রাখি, যে আমরা কারুর কনট্রাক্ট ঠিক করে দেব, এ আশা যদি কেউ করে থাকেন, তবে সেটা তাঁর একটা প্রকাণ্ড দুরাশা মাত্র।

## নারিকেল মালা

নারিকেল মালাও ফেলে দেবার জিনিস নয়—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তা ফেলে দিই। বস্তুতঃ নারিকেলের কোন অংশই অনাবশ্যকীয় নয়। গরু যেমন মানুষের অশেষ উপকার করে—তার দুধ দিয়ে, গোবর দিয়ে, এবং মরে গেলে তার হাড় দিয়ে, চামড়া দিয়ে, খুর ও শিং দিয়ে—নারকেল গাছ ও সেই রকম যতদিন বাঁচে আমাদের শতেক উপকার সাধন করে থাকে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুরা গরুকেও যেমন পূজা করে দেবতা জ্ঞানে—নারিকেল গাছ কাটাও তেমনি তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

কিন্তু এই যে বিধি নিষেধ এর অর্থ বোঝে কয় জন? গরু হিন্দুর দেবতা; কিন্তু হিন্দুর হাতেই বোধ হয় তার নিগ্রহ হয় সব চেয়ে বেশী। নারিকেল গাছও আমরা কাটিনা বটে, কিন্তু তার উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করি কৈ? তার সমস্ত অংশ কাজে লাগাতে চেষ্টা করি কৈ?

যাই হোক, আমরা বলছিলাম নারিকেলের মালা থেকে কি কি জিনিস তৈরী হতে পারে। হুকার খোল যে নারকেল মালার তৈরী, একথা বোধ হয় আর কাউকে বলে দেবার দরকার করে না। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, ঐ মালা থেকে বোতাম তৈরী হতে পারে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল মালার বোতামের খুব প্রচলন আছে। সাধারণতঃ খালাসী ও অন্যান্য গরীব লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করে। নির্ম্মাণ প্রণালীও খুব সহজ। অল্প দামের সব কল আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে করে সামান্য সময়েই রাশি রাশি বোতাম তৈরী হয়ে যায়। বিজ্ঞানের কারখানায় পিটিয়ে অনেক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যকেও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিণত করা সম্ভব। আমাদের মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে হাড়ের পরিবর্ত্তে নারিকেল মালার ব্যবহার চলতে পারে। তাই শিক্ষিত সমাজকে আমরা আহ্বান কর্‌ছি, তাঁরা যেন এই সমস্ত ছোট খাট শিল্পের দিকে মন দেন।

## নারিকেল ছোবড়া (Coir)

তারপর ছোবড়ার কথা ধরা যাক্। এদেশের

অধিকাংশ ছোবড়াই পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু এই ছোবড়া থেকে কত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই যে তৈরী হতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই।

সকলেই জানেন, ছোবড়া থেকে নারিকেল দড়ি বা নারিকেল কাতা তৈরী হয়। এ দড়ির প্রচলন শুধু এদেশে নয়;—গোটা জগতের লোকেই তা ব্যবহার করে। নারিকেল কাতার প্রধান এবং বিশেষ গুণ এই যে জলে ভিজলে এর কোন ক্ষতিত হয়ই না, বরং আরও লাভ হয়ে থাকে। পাট, শণ প্রভৃতির দড়ি জলে ভিজলে পচে যায়, কিন্তু নারিকেল কাতা তাতে আরও শক্ত হয়ে ওঠে। এইজন্য জাহাজা-দিতে ব্যবহৃত কাছি, দড়ি প্রভৃতি সমস্তই নারিকেল কাতার তৈরী। আমাদের এই বাংলা দেশে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ খুব বেশী। তাই গৃহাদি নির্ম্মাণে প্রায় সর্ব্বত্রই নারিকেল কাতা ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে কুয়ার সংখ্যা খুব বেশী। এই সকল কুয়া থেকে বাল্‌তি করে জল তোল্‌বার জন্যে যে কাছির ব্যবহার হয়, সে সমস্তই নারিকেল কাতার তৈরী। এই রকম ছোট খাট অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়া দেখিয়ে দিতে পারি, নারিকেল দড়ির চাহিদা কত বেশী।

এতক্ষণ ত শুদ্ধ দড়ির কথা বল্‌লাম। কিন্তু এই দড়ি থেকে আবার নানা জিনিস তৈরী হতে পারে, যেমন—পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতি। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই পাপোষের দরকার। বড়লোকেরা আবার অনেক সময় কার্পেটের বদলে দড়ির ম্যাটিংও ব্যবহার করেন। কলিকাতার অফিস অঞ্চলে যারা কখন গিয়েছেন, তাঁরা জানেন, পাপোষের ব্যবহার ত সর্ব্বত্র আছেই, তাছাড়া, আজকাল গভর্ণমেণ্ট আফিসে ও বড় বড় মার্চেণ্ট আফিসে করিডরের উপর নারিকেল দড়ির ম্যাটীং ফেলা থাকে।

কাজেই নারিকেলের আর সব জিনিস বাদ দিলেও শুধু নারিকেল কাতারই এক বিস্তীর্ণ কারবার চলতে পারে। চলতে পারেই বা বলি কেন? বর্ত্তমানেও চল্‌ছে। কিন্তু সে ব্যবসায় চালাচ্ছে কারা? তারা আর যেই হোক্, প্রধানতঃ বাঙালী নয়। সারা জগতে যে পরিমাণ নারিকেল দড়ির প্রয়োজন, তার অধিকাংশই মালাবার উপকূল, সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে কিন্তু বঙ্গদেশেও ত নারিকেল গাছের সংখ্যা বড় কম নয়। তবে বাংলাই বা এ ব্যবসায়ে পিছিয়ে থাকে, কেন? আজকাল এক রকমের কল বেরিয়েছে যাতে এক সঙ্গে ৩।৪টা বা ততোধিক দড়ি বেরিয়ে আসে। এই কলগুলির দাম খুব অল্প; কাজেই খুব কম মূলধনেও ব্যবসায় ফাঁদা সম্ভব। অনেকে প্রায়ই বলে থাকেন, আমাদের বেশী মূলধন নেই, আমরা ব্যবসায় করব কেমন করে?" তাঁদের প্রতি আমাদের উপদেশ, যেন এক আধটা কল কিনে নারিকেল দড়ির ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

তারপর coir বা নারিকেল ছোবড়া—যা গদির জন্য ব্যবহৃত হয়, তার কথাই ধরা যাক্। সারা জগৎ জুড়ে এই coir এর বিস্তীর্ণ কারবার চলছে। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গদির ব্যবহার দিন দিন অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। আর এই গদির প্রধান উপাদান হচ্ছে coir বা নারিকেল ছোবড়া। এই যে হাজার হাজার মটর কার পৃথিবীময় ছুটাছুটী করছে, ওদের প্রত্যেকটারই বসবার গদি কি দিয়ে তৈরী?—যে কোন একটা আসন কেটে ফেল। দেখ্‌বে ভিতরটা ছোবড়া দিয়ে ভরা। এই রকম শুধু মটরকার নয়, ঘোড়ার গাড়ী, রেল, চেয়ার প্রভৃতি যেখানেই নরম আসনের দরকার হয়, সেখানেই নারিকেল ছোবড়ার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বাজারে Coir এর চাহিদা কত, অনেকের

সে বিষয়ে ঠিক মত কোন ধারণা নেই। পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্ত আমরা Simmonds সহরের Tropical Agriculture থেকে একটা পুরাতন statistic উদ্ধৃত করলাম। শুধু মান্দ্রাজ থেকে কি পরিমাণ নারিকেল দড়ি ও ছোবড়া একবৎসর বিলেতে চালান হয়েছিল, এটা তারই একটা হিসাব।

| সাল | মান্দ্রাজ |
|---|---|
| ১৮৬৬ | ১২০৯৫৫৲ টাকা |

এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ ক'রে, লোকের চোখের সামনে ধরবার উদ্দেশ্য—যদি তাতে কারুর প্রাণে চেতনায় সঞ্চার হয়। সারা জগৎ জুড়ে এক বিরাট কারবার চলছে, সেই জিনিসটা নিয়ে, যে জিনিস আমাদের দেশে খুবই সুলভ—অথচ সে কারবারের লাভের অংশ হতে আমরা বঞ্চিত। বাংলা দেশে নারিকেল গাছ জন্মায়, কিন্তু নারিকেলের চাষ হয় না। গদির জন্ত ছোবড়া বাংলা দেশেও তৈরী হয়—কিন্তু তার দাম ওঠে না।

কলিকাতায় গদির ছোবড়া প্রধানতঃ কোচিন থেকে আমদানী করা হয়।

ঐ অঞ্চল থেকে ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত যত সংখ্যক নারিকেল বাংলা দেশে চালান দেওয়া হয়েছে, তার একটা হিসেব নীচে দেওয়া গেল:—

| সাল | সংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৭১ | ১৬৯৯৯৯৬৪ |
| ১৮৭২ | ২২২৭১১৯০৪ |
| ১৮৭৩ | ১৬৮১২৪৪৪ |
| ১৮৭৪ | ৭৩১৯০৪৯৪ |
| ১৮৭৫ | ১১৬৮৮৮৫৪ |

এ দেশে এক জেলের মধ্যেই বিস্তৃত রূপে ছোবড়ার কাজ করা হয়। কিন্তু তাতে প্রধানতঃ কলের কোন সাহায্য নেওয়া হয় না। কাজেই জিনিস যা উৎপন্ন হয়, তাতে অনেক খুঁত থেকে যায় এবং ফলে দামও ওঠে খুব কম। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। কলের সাহায্য নিয়ে কারবার ফাঁদলে এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যও পরিমাণে না হউক, অন্ততঃ উৎকর্ষতায় যে কোচিন প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, এ বিশ্বাস করলে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না। কারণ, সত্য বটে দক্ষিণ ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই নারিকেল গাছের প্রকৃত জন্ম স্থান এবং সেখানে ফসল ও জন্মে প্রচুর পরিমাণে; কিন্তু সে দেশের নারিকেল উৎকর্ষতার দিক দিয়ে বাংলার নারিকেলের চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়। তবে এই যে কয়ের বা তেলের দামের তারতম্য এ কেবল প্রস্তুত প্রণালীর দোষে এবং আমাদের গাফিলতিতে।

## নারিকেল তৈল

এতক্ষণ ত কেবল By products এর কথাই বললাম। নারিকেলের আসল product হচ্ছে তৈল আর তার আনুসঙ্গিক খৈল। বাংলা দেশে নারিকেল তৈল এক মাখবার জন্তই ব্যবহৃত হয়, কি বড় জোড় বাতিতে পোড়ান হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে সরসের ও তিলের তৈলের বদলে লোকে নারিকেল তেল খেয়ে থাকে। কিন্তু এই তেলের প্রধান ব্যবহার খাদ্য বা জ্বালানি রূপে নয়। বহুদিন থেকেই মান্দ্রাজ, কোচিন সিংহল প্রভৃতি স্থান হতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল তেল ইউরোপে রপ্তানি হ'ত সাবানের উপাদান হিসাবে। ১৮৬২ সাল থেকে সুরু করে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বছরে শুধু সিংহল থেকেই তেল রপ্তানি হয়েছিল ১৬০০০০০০ গ্যালনেরও উপর। ঐ সিংহল থেকেই তার পরের তিন বছরে কত টাকার তেল রপ্তানি হয়, নীচে তার একটা হিসাব দিলাম।

| সাল | দাম |
| --- | --- |
| ১৮৭২ | ৪৯৬০৩৩৫৲ টাকা |
| ১৮৭৩ | ২১২৭১১৯৫৲ টাকা |
| ১৮৭৪ | ২৫৪৩৫৯৫৲ টাকা |

এ ত গেল অনেক আগেকারের কথা। বর্ত্তমানে নারিকেল তেলের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অসম্ভব রকম বেড়ে উঠেছে। এই যে ভেজিটেবল প্রোডাক্টে আজ ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে এ আর কিছুই নয়, নারিকেল তেলেরই রূপান্তর মাত্র। কোকোটিন, কোকো প্রোডাক্ট প্রভৃতি নানা ছদ্ম নামে নারিকেল তেল বিক্রী হচ্ছে। ভেজিটেবল প্রোডাক্ট খুব বেশী রকম আমদানী হয় হলাণ্ড, ফ্রান্স আর সুইজারলণ্ড থেকে। ঐ সকল দেশে যে সমস্ত যৌথ কারবার গড়ে উঠেছে তার বিরাটত্ব ভাবলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশে এক টাটা কোম্পানীই ভেজিটেবল প্রোডাক্ট তৈরী করে। কিন্তু টাটা কোম্পানীকে দিনে দশবার করে কিনতে এবং বেচতে পারে এমন সব বড় বড় কোম্পানী এক আধটা নয়, রাশি রাশি ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার ফল কি? ফল যে কি, তা'ত আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করছি। বাংলা দেশে শুধু বাংলাই বা বলি কেন?—সারা ভারতে আজ ঘি মেলা ভার। ঘি যে আদৌ মেলে না, একথা বলি না—কিন্তু যে ঘি মেলে তা গরু বা মোষের দুধ থেকে তৈরী নয়—তৈরী হয়েছে নারিকেল তেল দিয়ে।

ভেজিটেবল ঘিয়ের দোষ বা গুণের বিচার করবার যথার্থ স্থান বা কাল এটা নয়। আমরা শুধু আলোচনা করছি এর ব্যবসায়ের দিকটা। তবে একথা সত্য যে ঘিয়ের নামে সাপ কুকুরের চর্ব্বি খাওয়ার চেয়ে বিশুদ্ধ ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ব্যবহার করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

যাই হোক, আমরা বলছিলাম, কি বিস্তৃত ভাবেই না ভেজিটেবল ঘিয়ের ব্যবসায় ভারতবর্ষের বুকের উপর চলছে। নগর ছাড়িয়ে সুদূর পল্লী-গ্রামেও এ জিনিস প্রসার লাভ করেছে। এই বাংলা দেশেই ভেজিটেবল প্রোডাক্টের কি রকম চলন হয়েছে তার একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যে এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করব। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কার্য্যোপলক্ষে এখানকার কোনও বিখ্যাত ব্যাঙ্কের অবসর প্রাপ্ত বড়বাবু আমাদের 'ব্যবসায় ও বাণিজ্য' অফিসে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে, পূর্ব্ববঙ্গে ভেজিটেবল ঘির চালান দেবেন বলে তিনি এক ডাচ্ কোম্পানীর এজেন্ট হয়েছেন, আর তার জন্যে তাঁকে আমানত রাখতে হয়েছে সাড়ে চারলক্ষ টাকা। কাজেই বুঝ্তে পারেন যে শুধু ডিপজিট হিসাবেই যাকে সাড়ে চারলক্ষ টাকা জমা রাখতে হয়, কত টাকার মাল তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তবু এ সারা বাংলা দেশের কথা নয় এবং সমস্ত কোম্পানীর কথাও নয়। বাংলা দেশের একটা মাত্র অংশে একটা কোম্পানী কেবল একজন এজেন্টের হাত দিয়েই কত টাকার মাল চালান দিচ্ছে, তারই একটা সামান্য মাত্র ইঙ্গিত এ থেকে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই যে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারবার চলছে, কোটী কোটী টাকা খাটচে—হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হচ্ছে, এতে বাংলার, তথা বাঙালীর স্থান কোথায়? আমরা 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' বলে চেঁচাই—ত্রিসন্ধ্যা ইংরেজদের গাল না দিয়ে জলগ্রহণ করিনা; কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্যে আমাদের চেষ্টা কৈ?—আগ্রহ কৈ? উৎসাহ কৈ? নিছক গলার জোরে একটা জাতি বড় হয়ে উঠতে পারে না। জাতি গড়্তে অনেক কাঠ, খড় ও মাল মশলার দরকার করে।

বাংলা দেশে জমিদারের সংখ্যা কম নয় এবং আবাদী জমিও যথেষ্ট মেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে একবন্দে ৪।৫শ বিঘে জমি সংগ্রহ করা—বিশেষতঃ জমিদারদের পক্ষে, খুবই সহজ। ঐ সমস্ত যায়গার জমি, নারিকেল চাষের পক্ষে বড়ই উপযোগী। কাজেই জমিদারেরা কিম্বা জমিদারেরা না করুন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও যদি লিমিটেড কোম্পানী খুলে ৪০।৫০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে সুন্দর বন অঞ্চলে বিস্তৃত রূপে নারিকেলের চাষ আরম্ভ করেন ত আমাদের মনে হয়, অল্পদিনের মধ্যে পাট বা চায়ের মত নারিকেলও বাংলা দেশের একটা সম্পদ বলে গণ্য হবে।

আমরা ইংরেজদের হিংসে করি গাল দিই তারা এদেশ থেকে ধন সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে বলে। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যে সত্য ঈর্ষা জেগে ওঠে কৈ? বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা—একথা ত পড়েই আছে, তারা বীর—তারা ভোগ কর্ত্তে জানে—ভোগ কর্ব্বার জন্যে তারা পৃথিবীটাকে ওলটপালট করে বেড়াচ্ছে—ভোগ কর্ব্বার অধিকারও তাই তাদের জন্মেছে। হিংসায় ত আমরা ফেটে মরি—তাদের দোষ গুলাই ত কেবল আমাদের চোখে ঠেকে, কিন্তু তাদের ভাল গুণ গুলার অনুকরণ কর্ব্বার প্রবৃত্তি ত আমাদের জেগে ওঠে না।

বাংলার খনি থেকে আজ অজস্র কয়লা উঠছে। কয়লা হ'ল বাংলার একটা সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদের সন্ধান দিলে কারা? যুগ যুগ ধরেই ত এই রত্ন সম্ভার ধরাগর্ভেই নিহিত ছিল। হাজার হাজার বৎসর আমরা এদেশে বাস কচ্ছি, কিন্তু এই রত্নের সন্ধানত আমরা মেলাতে পারিনি? ইংরেজ এদেশে এল—তারাই প্রথমে দেখালে কেমন করে মাটি খুড়ে কয়লা বের কর্ত্তে হয়। তাই আজ বাঙালী হোলো কয়লার খনির মালিক। কিন্তু আদর্শ হোলো ইংরেজ—আমরা কেবল অনুগামী।

আসামের চা বাগান আজ ইন্দ্রপুরীকেও ছাড়িয়ে উঠেছে—ঐশ্বর্য্যে আর সৌন্দর্য্যে। কিন্তু ঐ ইন্দ্রপুরীর স্রষ্টা কারা? আসামের জঙ্গলে চা গাছ চিরদিনই জন্মাত—চিরদিন জঙ্গলের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হ'ত। আসাম ছিল ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি—কালা জ্বরের লীলানিকেতন। কামরূপে গেলে মানুষ আর ফিরত না। তাই কামরূপ সম্বন্ধে কতই না আজগুবি গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত। আমরা যেমন অসাড় তেম্‌নি অসাড়ই ছিলুম। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা যে আমাদের চিরদিন অভ্যাস।

তারপর ইংরাজ এল এদেশে তাদের অফুরন্ত শক্তির উৎস নিয়ে। সারা ভারত জুড়ে তারা অর্থের ভাণ্ডার খুজে বার কর্ত্তে লেগে গেল। তাদেরই অমিত সাহস, অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি ও অসামান্য অনুসন্ধিৎসার ফলে হোলো আসামের এই পরিবর্ত্তন। আজ অনেক বড় বড় টি গার্ডেনই বাঙ্গালীর অধিকারে। কিন্তু পথ দেখালে কারা? টাকা দিয়ে, যন্ত্র দিয়ে, বিজ্ঞানের বলে, সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে একটা নূতন ব্যবসায়ের প্রথম পত্তন কর্ব্বার যে ঝঞ্চাট পোহাতে হ'ল, কাদের? সে ঐ শ্বেত চর্ম্মধারী শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরেজদের। তাই ঐ আট হাজার মাইল দূর থেকে সাগর পার হয়ে ইংরেজ এসে এদেশের হ'ল আদর্শ—আর বাক্যবীর আমরা হ'লাম তাদের অনুগামী।

এমন করে কত কথাই আর বলব? পাট হ'ল বাংলার একচেটে ব্যবসায়। প্রায় সমস্ত জগতের পাটই যোগায় এক বাংলা। কিন্তু সে ব্যবসায় চালাচ্ছে কারা?—বাঙালী চাষায় চাষ করে—আর লাভ খায় ইংরেজ। কিন্তু তাদের গাল দেব কোন মুখে? এ পুরস্কার তাদেরই যে প্রাপ্য। ইংরেজই প্রথমে দেখালে পাটের উপযোগিতা। জগতে কেমন করে মার্কেট তৈরী কর্ত্তে হয়—তারাই সে পথ দেখালে। গঙ্গার কূলে কূলে আজ কত পাটের কল গড়ে উঠেছে। কিন্তু

দুর্ভাগ্য এই কোন বাঙালী এদের অধিকারী নয়। প্রায় সমস্ত মিলই ইংরেজের—দুই একটা আছে মাড়োয়ারীর; কিন্তু বাঙালীর সেথা স্থান নেই। আমরা শুনেছি ভাগ্যকুলের জমিদারেরা ও কুমিল্লার কয়েকজন উদ্যোগী ব্যবসায়ী জুটমিল স্থাপনের কল্পনা করেছেন কিন্তু এখনও তা বাস্তবে পরিণত হয়নি।

যাই হোক, এই যে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা, এই যে আমাদের উদ্‌যোগের অভাব—এতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল। টি ষ্টেটস্, সিঙ্কোনা ষ্টেটস্ প্রভৃতি নাম গুলো শুনতে বেশ গালভরা। কিন্তু ওগুলা তৈরী কর্ত্তে যথেষ্ট সাহস ও অধ্যবসায়ের দরকার করে। ইংরেজের সে সাহস ও অধ্যবসায় আছে তাই তারা আজ জগতের মালিক। আমরা পারি কেবল ঘরে বসে নেজুড় নাড়্‌তে। তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। বাংলার জমিদারেরা রোলস্ রয়েস্ গাড়ী কিনে হাজার হাজার টাকার অপচয় কচ্ছেন—অপচয় বৈ আর কি বল্‌ব?—কিন্তু একটা কোকোনাট্ ষ্টেট্‌স্ এর সৃষ্টি করুণ দেখি? হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হয়ে যাবে, জগতের সম্পদে বাংলার ঘর ভরে উঠবে। কিন্তু সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। সবাই সেই "বাক্যেই বীর রয়ে গেলাম চটে মোটেইত"র দল।

কিন্তু ইংরেজের যদি আজ দরকার হ'ত নারকেলের চাষ কর্ব্বার, তা হলে দেখতে পেতে অসংখ্য কোকোনাট্ ষ্টেটস্ এ বাংলার শোভাসম্পদ, বাংলার গৌরব বাড়িয়ে তুলেছে। আজ তাদের দরকার হয়নি: কিন্তু কে জানে, কাল তাদের দরকার হবে কি না? তখন হয়ত আমরা অনুশোচনা কর্ব্ব—কেন আমরা আগেই আরম্ভ করিনি বলে; কিন্তু সে অনুশোচনা সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে।

ইংরেজের গুণগান কর্‌তে আমি বসিনি। বাঙালীর নিন্দা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বড় দুঃখেই আমাকে ওসব কথা বলতে হয়েছে। জীবন যুদ্ধে চিরদিনই কি আমরা পালিয়ে বাঁচব? সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতায় আমরা চিরদিনই কি পেছিয়ে থাকব? স্বাধীনতাকামী বাঙালী "সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" বলে গান ধর্লেই জন্মভূমি সকল দেশের রাণী হয়ে উঠিবে না; দেশমাতৃকাকে গৌরবময়ী করে তুলতে হলে কাজ করার দরকার। তোমাদের সে কর্ম্মশক্তির পরিচয় দাও। একটাও নূতন ব্যবসায়ের পত্তন যদি তোমরা কর্ত্তে পার ত তাতে লাখ লাখ বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হবে। নারিকেলের চাষ কেমন করে কর্ত্তে হয়—নারিকেল সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি কিসে সম্ভব, সে সম্বন্ধে সকল তথ্যই ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ আকারে আমাদের কাগজে বেরুবে। তাতে যদি একজনারও বিন্দুমাত্র লাভ হয়—তাতেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে।

(ক্রমশঃ)

---

# ফসলের শত্রু নিবারণের উপায়

ভগবানের সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই জগতের কোন না কোন উপযোগিতা আছেই। কিন্তু কাহার কি উপযোগিতা, কে কোন কার্য্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে কাহার কি উদ্দেশ্য, তাহা অনেক স্থলেই ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধির বহির্ভূত বা আজও মানবজাতি তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই—ভবিষ্যতে পারিবে কি না, তাহা কে জানে।

প্রাণী জগতের কত প্রাণীকেই না আমরা বিভীষিকার মত দেখি। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরাই যে মহা অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা নহে, ক্ষুদ্র কীটাণুকীটেরাও কম অনিষ্ট সাধন করে না। হয়ত কোনও মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কাটাণুকীটগুলিকে ভগবান সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু সময় সময় উহারা মানবজাতির যে সমূহ ক্ষতি করে, তাহাতে মানব উহাদিগকে বিঘ্ন মনে করিয়া নানা প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; কোথাও বা ধ্বংসের পথ গ্রহণ করিয়াছে, কোথাও বা ভয় দেখাইয়া দূরে রাখিবার পথ ধরিয়াছে। ধ্বংস করিতে যাইয়া মানুষ ধর্ম্মের দিক দিয়া, নীতির দিক দিয়া ঠিক করিয়াছে, কিম্বা ভুল করিয়াছে, সে কথা এখানে বিচার্য্য নয়। প্রয়োজন হইলে মানুষ কিরূপে তাহার প্রতিকার করিবে, এখানে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র কীট হইতে বৃহৎ শ্বাপদ পর্য্যন্ত সকলেই মানব-জীবনকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকেরই কবল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়; ফসল এবং ফলবাগান লইয়া আমাদের কারবার, সুতরাং উহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে বিবেচনা করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

যাহাদিগকে আমরা শত্রু বলিয়া অভিহিত করিতেছি, তাহারা যে নানা ভাবে আমাদের উপকার সাধন করিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উইয়ের কথাই ধরা যাক। ইহারা ফসলের শত্রু বলিয়া পরিগণিত। ক্ষেত্রে বাসা বাঁধিতে পারিলে উহারা গাছের শিকড় কাটিয়া এবং আরও অন্যান্য প্রকারে বৃক্ষের বৃদ্ধির ও ফসলের বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহারা মাটির মধ্যে যে সরু সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করে তাহার মধ্য দিয়া বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। তাহার পর উহারা যে ঢিপি প্রস্তুত করে, তাহার মাটি অতি উৎকৃষ্ট সার। উহা মাঠে ছড়াইয়া দিলে ঘাস বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, প্রাণী মাত্রেই কোন না কোন উপকার সাধন করে।

কুকুর বিড়াল ইত্যাদি প্রকারের জন্তুরাও বাগানের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। কুকুরকে সহজেই তাড়াইতে পারা যায়; কিন্তু বিড়ালকে পারিয়া ওঠা দায়, কারণ উহারা নরম মাটির অত্যন্ত ভক্ত। পাখীরাও বাগানের কম শত্রু নয়। মুরগী বাগানে ঢুকিলে পোকা মাকড়ের সন্ধানে মাটি আচড়াইয়া, গাজর কপি ইত্যাদি নষ্ট করিয়া বাগানের ক্ষতি করে। মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িলে পাখীরা পালায়। তা'ছাড়া অন্যান্য যে সকল প্রতিকার আছে, তাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

কিন্তু কীট পতঙ্গই বাগানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। উইচিংড়ী কপি ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। আর এক

প্রকার পোকা আপেল গাছের অনিষ্ট করে। সবুজ এবং কাল মাছি সকল প্রকার গাছের এমন কি গোলাপ গাছের কোমল শাখাগুলি নষ্ট করিয়া দেয়।

আর একপ্রকার ফুলের পোকা আছে, উহারা ফুলের মধ্যে আশ্রয় লইয়া ফুল নষ্ট করে। লাল মাকড়সাও বাগানের শত্রু। বোলতা ফলের শত্রু। এইরকম নানা শত্রু আছে, সকল প্রকার শত্রুর নাম এখানে উল্লেখ করিয়া কোন প্রয়োজন নাই, কোন জাতীয় কীটের কি প্রতিকার, এখানে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

## আপেল পোকা

আপেল এবং আপেল জাতীয় গাছে যে কীটের উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজীতে তাহাকে আমেরিকান ব্লাইট ( American Blight ) বলা হইয়া থাকে, আমরা ইহাকে আপেল পোকা নামে অভিহিত করিলাম। ইহাদের কতকটা পশমের মত দেখিতে। ইহারা দ্রুত বংশ বিস্তার করিয়া সমস্ত গাছ ছাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালেই ইহাদের প্রকোপ বেশী। শীতকালে ইহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে, বসন্তের আগমনে সতেজ হইয়া আপনাদের বংশ বিস্তার ও ধ্বংসসাধন কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমে কড়া বুরুস দিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। তার পর সমস্ত গাছটায় সাবান জল বুরুস দিয়া লাগাইয়া দিবে। ইহাতেও যদি প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে পেট্রোলিয়াম ও প্যারাফিন লাগাইয়া দিবে।

## পিপীলিকা

পিপীলিকা ধ্বংস করিতে হইলে উহাদের বাসার উপর একটি ফুলগাছে খালি টব বা গামলা উপর করিয়া দিবে। পিপড়েরা উহার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন পাত্রটি লইয়া গিয়া গরম জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিবে। যদি কোন গাছে উহাদের উপদ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই গাছে গন্ধক ছড়াইয়া দিলে প্রতিকার হয়! গরম জল উহাদের বাসার উপর ঢালিয়া দিলে উহারা ধ্বংস হয়। চিনির সহিত আর্সেনিক মিশাইয়া দিলে উহারা সেই চিনি খাইয়া মরিয়া যায়। চুণ ছড়াইয়া দিলে উহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

## বৃক্ষ-জলৌকা

এক প্রকার কীটের উপদ্রবে বৃক্ষের কোমল শাখা ও পত্র কুঞ্চিত হইয়া যায়। ইংরেজীতে এই কীটকে এফিস (Aphis) বলে। গাছের রক্ত শোষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। এই কারণেই ইহাকে আমরা বৃক্ষ-জলৌকা নামে অভিহিত করিলাম। দোক্তা ভিজান জল বা চূণের জল পিচকারী করিয়া দিলে উহাদের উপদ্রব নিবারণ হয়। যে সকল গাছে উহাদের উপদ্রব হয়, মে মাসে সেই সকল গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে উহাদের ধ্বংস হওয়া প্রয়োজন। তামাকের ধোঁয়ার দ্বারাও উহাদের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; কিন্তু এমনভাবে ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে উহা কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই আবদ্ধ ধোঁয়ার মধ্যে গাছ কিছুক্ষণ থাকিতে পারে।

কোন গাছের শাখায় উহারা যখন একত্রে বাসা বাঁধে, তখন এফিজ ব্রাস (Aphis Brush) নামক বুরুসের সাহায্যে উহাদের সহজেই দূরীভূত করিতে পারা যায়। এই বুরুস কাঁচির আকারে প্রস্তুত। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এফিজ ব্রাস্

## এফিজ ব্রাস

কোমল লোম দিয়া এই বুরুস প্রস্তুত। শাখার যে স্থানে বৃক্ষ-জলৌকা বাসা বাঁধে, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে এফিজ ব্রাসের মুখস্থিত বুরুস দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে ও পিছনে টানিবে। ইহাতে একেবারে না হউক, প্রায় সম্পূর্ণভাবে বৃক্ষ-জলৌকা ধ্বংস করিবে, অথচ ইহাতে গাছের বা শাখার কোন ক্ষতি হয় না।

আর একপ্রকার এফিজ ব্রাস আছে। দুইটি ইস্পাতের ধনুকে বুরুস সংযোজিত করিয়া এই ব্রাস প্রস্তুত হইয়াছে। দুইটি বুড়া আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া প্রথমোক্ত বুরুসের সাহায্যে যে ভাবে বৃক্ষ-জলৌকা ধ্বংস করিতে হয়, ইহাদ্বারাও সেইভাবে ধ্বংস করা হয়।

## পাখীর ভীতিউৎপাদক যন্ত্র

পাখীও যে বাগানের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উহাদের উপদ্রব হইতে বাগানের ফসল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পাখীরা শব্দ সহিতে পারে না এবং কোন কিছুর উপর আলো পড়িয়া সেই আলো প্রতিফলিত হইয়া যদি চিক্‌মিক্ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাও উহারা সহিতে পারে না। সুতরাং যদি ভাঙ্গা আরসির টুকরা সূতা দিয়া বাগানে ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা চিকমিক করিবে এবং পাখীরা ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইবে।

প্রতিফলিত আলো এবং শব্দের একত্রে ব্যবস্থা করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। কিরূপে উহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।
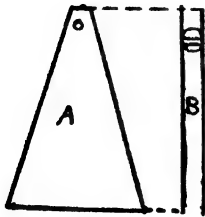
পাখীতাড়ক

যে টিনের এক পিঠ বেশ চকচকে আছে, সেইরূপ টিনের টুকরা সংগ্রহ করুন। 'A' নামক চিত্রের আকার অনুসারে সেই টুকরা কাটুন। দুইটি টুকরা লইয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন করুন। কিরূপ ভাবে সংলগ্ন করিতে হইবে, চিত্রে 'B' নামক দুইটি লাইন দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, অর্থাৎ দুইটুকরা টিনের মধ্যস্থলে যেন একটু ফাঁক থাকে। ফাঁক থাকার কারণ এই যে, উহা ঝুলান থাকিলে হাওয়া লাগিয়া ঠোকাঠুকি হইয়া শব্দ হইবে, এদিকে টিন চকচকে বলিয়া আলোও প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং পাখী তাড়াইবার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়, এবং ইহা আদৌ ব্যয়সাপেক্ষও নয়।

## পাখীধরা ফাঁদ

পাখীধরা নানারূপ ফাঁদ পাওয়া যায়। এখানে তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমে ঝুড়ি-ফাঁদের কথা আলোচনা করা যাক। ইহা দেখিতে ঝুড়ির মত এবং উহার উপরিভাগ চুঙির মত। উহার পার্শ্বদেশে একটি ছোট দ্বার আছে। ছবি দেখিলেই ফাঁদ সম্বন্ধে ধারণা হইবে।

পাখীর ফাঁদ

### ঝুড়ি-ফাঁদ
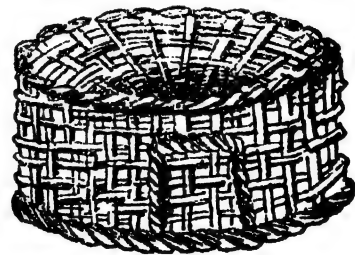
ঝুড়ির মধ্যে খাবার দিয়া রাখিবে। খাদ্যের লোভে আকৃষ্ট হইয়া পাখী সবেগে ঝুড়ির উপরিভাগে চুঙির উপর আসিয়া পড়িলে ফাঁদে আটকাইয়া যাইবে।

## পাখী মারিবার সাদাসিধা ফাঁদ

নিয়ে এই ফাঁদের যে চিত্র প্রদান করা যাইতেছে, তাহা দেখিলেই বোঝা যাইবে, এই ফাঁদ নিতান্তই সাদাসিধ।

'A' নামক স্থানে একটি বক্রমস্তক পিন মাটিতে পোঁত হইয়াছে। তাহার উপর 'B' নামক একটি কাঠ স্থাপন করিয়া তাহার সহিত 'C' নামক ফ্যাকড়াযুক্ত একটি গাছের ডাল রাখা হইয়াছে। তাহার উপর 'D' নামক কাঠ খাড়া করিয়া তাহার উপর 'F' নামক একটি ভারি প্রকাণ্ড পাথর হেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাথর খানি যেখানে মাটিতে স্পর্শ করিয়া আছে, সেই স্থান হইতে B নামক স্থান পর্য্যন্ত পাখীদের লোভনীয় খাদ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়। খাদ্যের লোভে আকৃষ্ট হইয়া পাখী 'C' নামক ফ্যাকড়াযুক্ত চালের উপর আসিয়া বসিবে। বসিতে তাহার ভারে 'B' এবং 'D' স্থানচ্যুত হইবে, এবং 'F' নামক পাথর খানি পাখীর ঘাড়ের উপর পড়িবে এবং পাখীটী মরিয়া যাইবে।

সহজ ফাঁদ
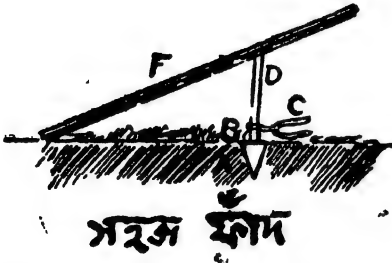
পাখীর উৎপাত হইতে ফসল রক্ষা করিবার এবং তাহাদিগকে ধরিবার ও মারিবার পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এইবার পোকার উৎপাত হইতে যথার্থ রক্ষা করিবার কথা আলোচনা করা যাক।

## কপি পোকা

এক প্রকার সবুজ মাছি গ্রীষ্মকালে কপির পাতায় ডিম পাড়ে। তাহার ফলে পাতা হলদে হইয়া যায় এবং নেতাইয়া পড়ে। যে গাছে ডিম পাড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইবে, সে গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিবে। পোড়াইয়া ফেলাই প্রকৃষ্ট উপায়। যে স্থানে এই পোকার উপদ্রব হইবে, সেই স্থানে নুন ছড়াইয়া দিবে, কিম্বা চুণ লাগাইয়া দিবে।

## বিড়ালের উপদ্রব হইতে রক্ষার উপায়

বাগানে বিড়াল প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত উপদ্রব করে। এই উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উহারা যাহাতে বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন, তবে অসাধ্য নয়। কিরূপ ব্যবস্থা করিলে তাহাদের গতিরোধ করিতে পারা যায়, একে একে তাহার বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

## তারের বেড়া

প্রাচীরের উপরিভাগে কাঁচ পুঁতিয়া দিলে যে বিড়ালের গতিরোধ হইতে পারিবে, তাহা নহে। ইহা সত্য যে, উহাদের পায়ের তলদেশ অত্যন্ত কোমল। ইহা সত্বেও উহারা কাঁচের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। প্রাচীরের উপর যদি বাঁশের বেড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ যেমন মই বাহিয়া উঠিয়া যায়, উহারাও তেমনি ভাবে বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানে প্রবেশ করিবে। কিন্তু যদি প্রাচীরের উপর দুই তিন ফুট উচ্চ সরু তারের জাল দিয়া বেড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহারা আর প্রবেশ করিতে পারিবে না। কারণ উহারা উহাদের কোমল পদবিক্ষেপে তারের জাল অতিক্রম করিতে অনিচ্ছুক। তারের জাল প্রাচীরের সহিত এমন ভাবে বাঁধিয়া দিবে, যেন উহারা গলিয়াও প্রবেশ করিতে না পারে।

## তারের জাল

নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও বিড়ালের উপদ্রব হইতে বাগান রক্ষা করিতে পারা যায়।

প্রাচীরের উপরিভাগের দুই দিক কিম্বা এক দিক গড়ানে করিলে বিড়ালের গতি রোধ করিতে পারা যায়।
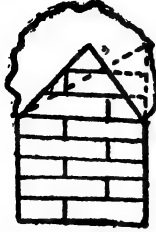
তারের ঘের

## তারের জাল দিয়া ঘেরা প্রাচীরের উপরিভাগের দৃশ্য

এই ছবিতে প্রাচীরের একদিক গড়ানের চিত্র বিন্দু বিন্দু চিহ্নের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ একদিক বা দুই দিক হেলান করিলে প্রাচীরের উপরি-ভাগ দিয়া বিড়াল অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা সত্ত্বেও অধিকতর নিরাপদ হইবার জন্য উহার উপরে তারের জাল আবৃত করিয়া দিলে বিড়ালের উপদ্রবের আর কোন ভয় থাকে না। কিরূপভাবে তারের জাল আবৃত করিতে হইবে, তাহা ছবি দেখিলেই বোধগম্য হইবে।

তারের বেড়া

## তারের প্রতিবন্ধক

চিত্রে প্রদর্শিত তারের প্রতিবন্ধকের অনুরূপ উহা প্রস্তুত করিয়া প্রাচীরের উপরিভাগে কিছু অন্তর অন্তর বসাইবে। উহার মধ্য দিয়া বাগানে প্রবেশ করিতে বিড়াল সাহস করিবে না।

চিত্রের অনুরূপ কাঠের বা লোহার ফ্রেম প্রস্তুত করিয়া দেড় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি অন্তর পেরেক বসাইবে। ছবি দেখিলেই সমস্ত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বিড়াল যদি কোন কিছুতে আঘাত বা যন্ত্রণা পায়, তাহা হইলে সে সেদিকে আর যাইতে চাহে না। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, বিড়াল একটা নির্দ্দিষ্ট দিক দিয়া বাগানে গতায়াত করে এবং সেদিকে বিড়ালকে যন্ত্রণা দিবার কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বিড়াল আর সে দিক দিয়া গমনাগমন করিতে সাহস করিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

একখানি পাতলা কাঠ লইবে। কাঠ খানি যেন আধ ইঞ্চির অধিক পুরু না হয়। অতঃপর আড়া-আড়ি ভাবে লাইন টান। যেখানে একটি রেখা আর একটি রেখার উপর দিয়া গিয়াছে, সেই খানে এক ইঞ্চি সরু পেরেক মারিবে।

জালের বেড়া

ছবিতে বিন্দুদ্বারা যে সকল রেখা টানা হইয়াছে, তাহাই লাইন। প্রত্যেক লাইনের সংযোগ স্থলে পেরেক বসান হইয়াছে। যে স্থান দিয়া বিড়াল বাগানে প্রবেশ করে, সেইস্থানে উহা উল্টাইয়া অর্থাৎ যে

দিকে পেরেকের মুখ বাহির হইয়া আছে, সেই দিক উপর করিয়া ফেলিয়া রাখিলে বিড়াল আসিবার সময় পায়ে আঘাত পাইবে। একবার আঘাত পাইলে সে আর দ্বিতীয়বার সেই পথে যাইবে না।

## পক্ষীর ভীতি উৎপাদক যন্ত্র

পাখীর উপদ্রব হইতে বাগানের ফসল রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ একটি বাঁশ খাড়া করিয়া তাহাতে খড়ের বা ন্যাকড়ার মনুষ্য মূর্ত্তি রাখিয়া দেওয়া হয়। উহা দেখিয়া পাখীরা ভয় পাইয়া আর বাগানের মধ্যে উৎপাত করিতে অগ্রসর হয় না। কিন্তু ঐ নিশ্চল গতিহীন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং একটু একটু করিয়া কাছে অগ্রসর হইতে থাকে। এমনি করিয়া যখন উহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া যায় তখন উহারা পূর্ব্বের মত উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এমন কোন ব্যবস্থা করা দরকার, যাহাকে উহারা চিরদিনই ভয় করিবে।

মনুষ্য মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অনেকে তাহার হাতে সূতা দিয়া একটুকরা কাগজ ঝুলাইয়া দেয়। বাতাসে উহা উড়িতে থাকে। পাখীরা উহা দেখিয়া ভয়ে দূরে থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা নিম্নে যে চিত্র প্রদান করা হইল, সেই অনুরূপ ব্যবস্থা প্রশস্ত।
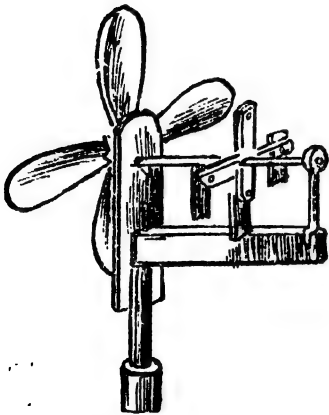
চেরী ক্ল্যাক্

## চেরিক্ল্যাক

ইংরেজিতে ইহাকে চেরি ক্ল্যাক বলে। পাখার সঙ্গে একটি লম্বা কাঠ সংযুক্ত আছে। উক্ত কাঠের মধ্যস্থলে একটি ক্রস সংযুক্ত আছে। ক্রসের প্রত্যেক মুখে ছোট ছোট কাঠ আলগাভাবে সংযুক্ত আছে। পাখা যখন ঘুরিতে থাকে, তখন ক্রসের ক্ষুদ্র কাঠগুলি নীচের কাঠে লাগিয়া খটাখট্ শব্দ করে। পাখীর গতি এবং শব্দ উভয়ই পাখীদের বিরক্তিকর এবং ভীতিজনক। এই পাখা অতি সামান্য বাতাসে ঘোরে এবং ঘুরিলেই শব্দ হয়। সুতরাং বাগানে এই পাখার ব্যবস্থা করিলে পাখীর উৎপাত অনায়াসে নিবারিত হইবে।

## কুরান্ট মথ

এই জাতীয় পোকাকে অনেকে প্রজাপতি বলিয়া ভ্রম করেন। ইহারা গুজবেরি ( Goosberry ), কুরান্ট ( Currant ) বাদাম প্রভৃতি গাছের অনিষ্ট সাধন করে। গ্রীষ্মকালে উহারা প্রাদুর্ভূত হইয়া গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে ডিম হইতে কীট বাহির হয়। মে হইতে জুনের মধ্যে উহারা গুটি বাঁধিয়া জুনমাসের শেষাশেষি প্রজাপতির মত আকার ধারণ করে।

যখন ডিম হইতে কীট বাহির হয়, তখন উহাদের তুলিয়া মারিয়া ফেলা উচিত। কিম্বা তামাকের গুঁড়া গাছে ছড়াইয়া দিলেও উহার প্রতিকার হয়। ঝুল এবং চুণ গুঁড়াইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া গাছের পাতায় ছড়াইয়া দিলেও উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাতা যখন ভিজা থাকিবে, তখনই এসকল দেওয়া উচিত।

## গাছে চুণ ও ঝুল দিবার যন্ত্র

ছোট ছোট কীট পতঙ্গের উৎপাত হইতে বৃক্ষকে রক্ষা করিতে হইলে উহাতে চুণ এবং ঝুল মিশাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রের সাহায্যে উহা ঠিকভাবে

ছড়াইয়া দেওয়া যায় না। একটি গোল টিনের কৌটা লইয়া তাহার ঢাকনিতে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া তাহার সাহায্যে উহা দিলে সমস্ত গাছটিতে বেশ সুন্দর ভাবে দেওয়া যায়। ইহা প্রস্তুত করা আদৌ কঠিন নহে। চিত্র দেখিলেই উহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

একটি টিনের কৌটা সংগ্রহ কর। ঢাকনি খুলিয়া ফেলিয়া একখানি কাঠের উপর উহা উল্টাইয়া রাখ। উহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র কর। এই ছিদ্রকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি বৃত্ত অঙ্কিত কর এবং এই বৃত্তের উপরে ছিদ্র কর। উপরকার চিত্রে 'A' হইতেছে ঢাকনির চিত্র। এই চিত্র দেখিলেই কিরূপ

চাদুনী

ভাবে ছিদ্র করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে

# মুরগীর ব্যবসায়

## কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান

যেদিন কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবার উপায় প্রথম আবিষ্কৃত হইল, সে দিন মুরগীর ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের একটি প্রধান পথ ব্যবসায়ীর সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। বর্ত্তমানে মুরগীর ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা এমনি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইতে না পারিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

সকল মুরগীই যে ডিমে তা দিতে নিপুণ, তাহা নহে। এমন অনেক মুরগীই আছে, যাহারা ডিমে তা দিতে যাইয়া ডিমগুলিকে ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। তাছাড়া যে সকল মুরগী ডিমে তা দিতে সুনিপুণ, ডিমে তা দিবার পর কিছুদিন তাহাদের ডিম পাড়িবার শক্তি থাকে না, বা তাহাদের ডিম পাড়িতে নিযুক্ত করাও সঙ্গত হয় না। এতদ্ভিন্ন যখন কতগুলি ডিম সঞ্চিত হয়, তখন তা দিতে সুনিপুণ মুরগী পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। যে দিন কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবার পন্থা উদ্ভাবিত হইল, সেদিন এসকল বিঘ্ন দূরীভূত হইল।

ইনকুবেটর যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। এই যন্ত্রের কার্য্য এতই সুন্দর যে উহার কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ইহার সাহায্যে বৎসরের যে কোন সময়ে যতগুলি ইচ্ছা ডিম ফুটাইতে পারা যায়।
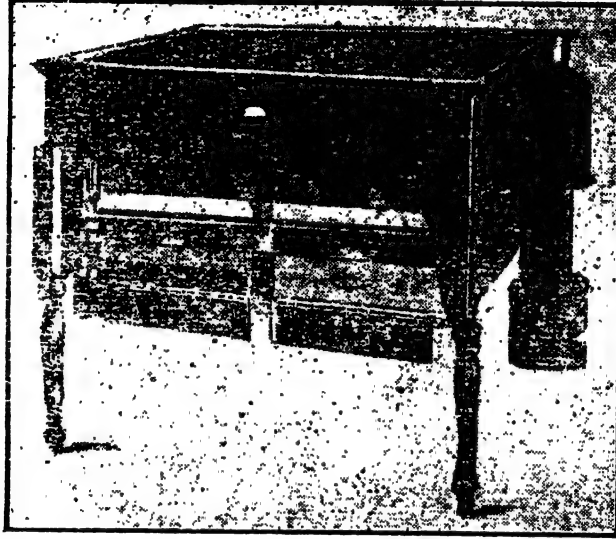
ইন্‌কিউবেটর বা ডিম্ ফোটাইবার কল

ইনকুবেটারে ডিম ফুটাইতে হইতে ডিমগুলি টাটকা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে এই যন্ত্রে তিন দিনের ডিম দেওয়া যাইতে পারে। শীতকালে সাত দিনের ডিম চলিতে পারে। ইনকুবেটর যন্ত্রে উত্তাপ ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করাও কম প্রয়োজনীয় নয়। ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে যাঁহারা ইনকুবেটর যন্ত্রের সাহায্যে ডিম উৎপাদন করিবেন, তাঁহাদের দেখিতে হইবে, যেন ১০১° ডিগ্রির কম বা ১০৩° ডিগ্রির অধিক উত্তাপ প্রদত্ত না হয়। উত্তাপ কম হইলে ডিম হয়ত ফুটিবে না, বেশী হইলে ছানার ক্ষতি হইতে পারে। কিরূপে ইনকুবেটর ব্যবহার করিতে হইবে, সেকথা এখানে বলা বাহুল্যমাত্র; কারণ প্রত্যেক ইনকুবেটরের সঙ্গে তাহার বিবরণ পত্র ও ব্যবহারের নিয়মাবলী দেওয়া থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর নির্ম্মিত যন্ত্রের বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়, এবং তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতিও পৃথক। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া মোটামুটি কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

প্রথমতঃ, উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ডিম রাখিবার ড্রয়ার (drawer) দিনে অন্ততঃ দুইবার খুলিয়া দিয়া ডিমে বাতাস লাগান প্রয়োজন। প্রথম প্রথম দশ মিনিট বাতাস লাগাইতে হইবে। দশদিন পরে কুড়ি মিনিট বা যতক্ষণ ডিম ঠাণ্ডা না হয়, ততক্ষণ বাতাস লাগাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইনকুবেটরের মধ্যে যে আলো আছে, যাহাতে তাহা হইতে ধুম নির্গত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

তৃতীয়তঃ, ১০৩° ডিগ্রির অধিক উত্তাপ কোন মতে হইতে দিবে না। যতদূর সম্ভব ১০২° কাছাকাছি উত্তাপ রাখিবে। জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। ১০৩° ডিগ্রি উত্তাপ ঠিক রাখিবার জন্য আমাকে কখন কখন যন্ত্রের মধ্যস্থিত আলো একেবারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছে। ইনকুবেটরটি এরূপ অবস্থায় দুই তিন দিন ছিল। যেই উত্তাপ কমিতে আরম্ভ করিল, অমনি আলো আবার জ্বালাইয়া দিলাম।

চতুর্থতঃ, শীতকালে সামান্য পরিমাণে স্যাঁতার (moisture) প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহা না হইলেও ইনকুবেটর পরিচালিত করিতে পারা যায়।

পঞ্চমতঃ, যন্ত্রটি, ডিম রাখার টানা ও জলের পাত্র পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। ডিম ফোটার পর ডিম রাখার টানা (egg-drawer), জলের পাত্র এবং ক্যাম্বিশ ফুটন্ত জল ও পারম্যাঙ্গানেট অব পটাস (Permanganate of Potash) দিয়া ধৌত করা কর্ত্তব্য।
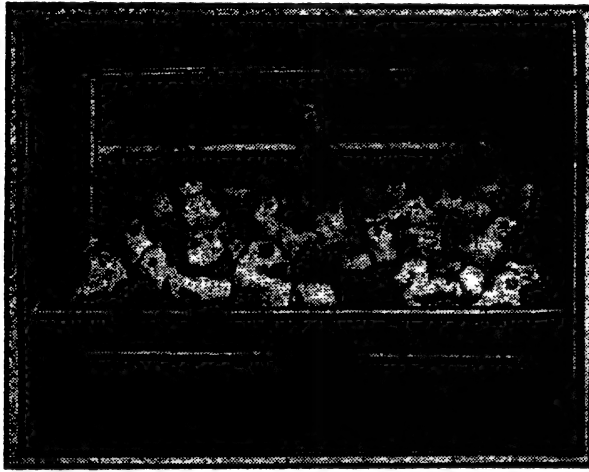
ইনকিউবেটরে ডিমের খোলা ফাটিয়া বাচ্চা বাহির হইতেছে।

ষষ্ঠতঃ, যখন ডিম হইতে ছানা বাহির হইতে থাকিবে, তখন বার বার ডিম রাখার টানা খুলিবে না। কারণ তাহাতে উহাদের ঠাণ্ডা লাগিতে পারে।

## প্রতিপালন

ডিমে তা দিতে নিপুণ নয়, এরূপ মুরগীকে তা দিতে নিযুক্ত করিলে তাহারা অনেক সময় ডিম ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে। ইহা যে অত্যন্ত বিরক্তিকর, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ডিম হইতে বেশ সুপুষ্ট ছানা বাহির হইয়াছে—এরূপ সন্তান যদি এই অনিপুণ মুরগীর পায়ের চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহা আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে। তাহার ফলে মোরগ সন্তানদিগের জন্য ধাই-মা ( Foster mothers and cold brooders) উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ইনকুবেটরের মধ্যে ডিম হইতে যখন ছানা ফুটিয়া বাহির হয়, তখন উহাদের দেহ শুষ্ক হইবা মাত্র যন্ত্রের মধ্য হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া লইবে। কোন কোন ইনকুবেটর যন্ত্রে ছানাদের দেহ শুষ্ক করিবার জন্ম স্বতন্ত্র বাক্স আছে। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইবার পর সেই বাক্সের ভিতর উহাদিগকে বার হইতে ষোল ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে উহাদিগকে ব্রুডারের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। দেহ শুষ্ক করিবার বাক্স এবং ব্রুডার যাহাতে অত্যন্ত গরম না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তা'ছাড়া উহার মধ্যে যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। শুষ্ক করিবার বাক্স এবং ব্রুডার যেন ৯০° ডিগ্রির অধিক উত্তপ্ত না হয়। উহার মধ্যে জল রাখিবে না। যদি ব্রুডার অত্যন্ত গরম হয়, তাহা হইলে ছানাগুলি অসুস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বিলাতে যে ব্রুডারে ৫০টি ছানা ধরিতে পারে, এখানে সেই ব্রুডারে ১২টি ছানা রাখিবে।

ইহা ভিন্ন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও ছানা প্রতিপালন করা যাইতে পারে। ছানা বাহির হইবার পর তিন চার দিন মুরগীর সহিত তাহাদের থাকিতে দিবে। মুরগীর দেহের উত্তাপ ছানাদের পক্ষে উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। যদি ইনকুবেটরে ডিম ফোটান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনদিন শুষ্ক করিবার বাক্সে ছানাগুলিকে রাখিয়া দিবে। এই বাক্সের উপরকার ঢাকনা এক ইঞ্চি কি আরও কিছু অধিক ফাঁক
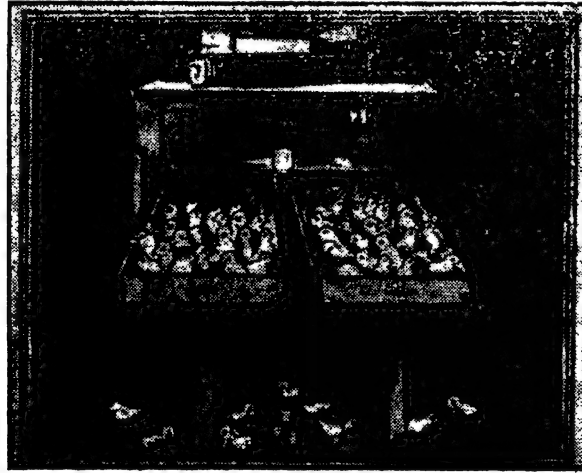
**তৃতীয় অবস্থায় ইন্‌কিউবেটরে বাচ্চারা যেরূপ বাহির হইয়াছে তাহার দৃশ্য**

রাখিয়া ঢাকা দিবে। এই ফাঁকের মধ্য দিয়া বায়ু চলাচল করিবে। ছানাদের বাক্স হইতে বাহির করিয়া খাওয়াইবে, তাহার পর আবার তাহাদিগকে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিবে। ছানাদের দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত। প্রতিবার সামান্ত সামান্ত খাইতে দিবে। ছানাদের কিরূপভাবে খাওয়াইতে হইবে, তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং উহার আর পুনরুক্তি করিতে চাই না।

ডিম ফুটিবার পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ছানারা দৌড়া-দৌড়ি করিবার মত শক্তি পাইবে। এখন তাহা-দিগকে শুষ্ক করিবার বাক্স বা মুরগীর নিকট হইতে সরাইয়া ফষ্টার মাদার বক্সে (Foster mother box) রাখিবে। এই বাক্সের কথা আমরা পরে বলিব।

এই বাক্সের মধ্যে ছানাগুলিকে রাখিবার পরবর্ত্তী প্রাতে বাহির করিয়া রান (run) বা টপ্পার মধ্যে কাঠের তক্তার উপর বা একটি বড় খোলা বাক্সের মধ্যে রাখিবে। তাহাদের মাথার একটু উপর হইতে তক্তার উপর কিছু খাবার ছড়াইয়া দিবে। মুরগীর নিকট হইতে যাহাদের লওয়া হইয়াছে, প্রথমে তাহারা খাইতে পারিবে না এবং তাহাদের মাকে ডাকিতে থাকিবে। কয়েকবার খাদ্য ফেলিয়া দিবার পর তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খুঁটিয়া খাদ্য খাইতে থাকিবে, দেখা দেখি অন্য গুলিও খাইবে। যখন উহারা খাওয়া এবং খাইবার জন্য ছুটাছুটি বন্ধ করিবে, তখন তাহাদিগকে আবার পূর্ব্ব বাক্সে রাখিয়া দিবে এবং দুই ঘন্টার জন্য শান্ত ভাবে থাকিতে দিবে। তখন উহা-দিগকে আবার বাহির করিয়া ঐরূপ ভাবে খাওয়াইবে এবং আবার পূর্ব্ব বাক্সে রাখিয়া দিবে। তখন উহারা গরম উপভোগ করিবে এবং ঘুমাইবে। ছানাগুলির এক সপ্তাহ বয়স পর্য্যন্ত প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এইরূপ ভাবে খাওয়াইবে। শুষ্ক রৌদ্রময় দিনে খোলা মাঠে শুষ্ক ঘাসের উপর ছোট রানের (run) মধ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় দুই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। ছানার জন্মের দুই তিন দিন পর হইতে শুষ্ক ঘাসের উপর এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা রাখা উহাদের পক্ষে হিতকর।

স্যাঁতসেতে দিনে বা ঝড় বাতাসের দিনে উহা-দিগকে কদাচ বাহিরে রাখিবে না। যদি রৌদ্রের কিরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে মাদুর বা ক্যাম্বিস উহাদের টপ্পা বা রানের উপর চাপা দিবে। বাতাস যখন এলোমেলো বহিতে থাকে, তখন উহাদিগকে একটি উপর খোলা বড় বাক্সের মধ্যে রাখিবে। এবং বাক্সটি ছায়ায় গরম স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। বাক্সের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কার বালি বা শুষ্ক মাটি রাখা উচিত।

ডিম ফুটিবার পর তিন দিন পর্য্যন্ত দুই তিন ফুট বেডের টপ্পার মধ্যে ১২টি ছানা থাকিতে পারিবে। চতুর্থ দিনে আর একটু বড় স্থানের প্রয়োজন। ছয় ফিট লম্বা, তিন ফিট চওড়া এবং দুই ফিট উচ্চ রান বারটি ছানা থাকিবার পক্ষে উপযুক্ত। ছয় সপ্তাহের হইলে উহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে চিল প্রভৃতি শত্রুরা যাহাতে উহাদের না লইয়া যায় তজ্জন্য পাহারা দেওয়া কর্ত্তব্য। আট সপ্তাহ বয়স পর্য্যন্ত উহাদিগকে দ্বিপ্রহরে দুই তিন ঘণ্টা একটি রানের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিশ্রাম উহাদের পক্ষে হিতকর।

## শাবক পালনের বাক্স

ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইবার পর প্রথম তিন দিন ছানাগুলিকে মায়ের কাছে বা ইনকুবেটরের মধ্যস্থিত ড্রাইং বক্সে (drying box) রাখিয়া দিবে। এই বাক্সের মধ্যে যাহাতে পর্য্যাপ্ত বায়ু চলাচল করে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। তৃতীয় দিন রাত্রে তাহাদিগকে শাবক পালনের বাক্সে (Foster mother box) রাখিবে। বাক্স নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিবে।

বাক্সটি দুইফুট লম্বা, আঠার ইঞ্চি চওড়া ও আঠার ইঞ্চি উচ্চ হওয়া চাই। তারের জাল দিয়া বাক্সের উপরিভাগ ঢাকিবে। দরজাও তারের জাল দিয়া প্রস্তুত করিবে। বাক্সের উপরিভাগের জাল হইতে ফ্লানেলের টুকরা ঝুলাইয়া দিবে। টুকরাগুলি দুই ইঞ্চি অন্তর ঝুলিবে এবং প্রান্তভাগ বাক্সের

তলদেশ হইতে এক ইঞ্চি উপরে থাকিবে। বাক্সের মধ্যে এক ইঞ্চি পুরু পরিষ্কার বালি ছড়াইয়া দিবে, তাহার উপর আধ ইঞ্চি পুরু করাতের গুঁড়া এবং তাহার উপর কিছু নরম শুষ্ক খড় ছড়াইয়া দিবে।

যখন এই বাক্সের মধ্যে ছানা দেওয়া হয়, তখন মুরগীর ডানার নীচে উহারা যেরূপভাবে আশ্রয় লয়, তেমনি ভাবে ফ্লানেলের টুকরার মধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে। শীতের রাত্রে দরজায় একখণ্ড কাপড় ঝুলাইয়া দিবে এবং আর একখণ্ড কাপড় দিয়া বাক্সের উপরিভাগের অর্দ্ধেকটা চাপা দিবে। শাবক পালনের পক্ষে এই বাক্স অতি উৎকৃষ্ট। উপরে বাক্সের যে মাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এক সপ্তাহ বয়স্ক ২৪টি শাবক ধরিবে। এইরূপ বাক্সে ছয় সপ্তাহ বয়স্ক ছয়টি ছানার অধিক রাখা কর্ত্তব্য নয়। দরজার এবং বাক্সের উপরিভাগের মধ্য দিয়া প্রচুর বায়ু চলাচল করিবে এবং যতটুকু গরম প্রয়োজন, ফ্লানেল হইতে শাবকগুলি তাহা পাইবে।

যখন মুরগী ডিমে তা দিয়া ডিম ফুটায়, তখন ডিম ফুটিবার পর ২৪ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তাহাদিগকে কীট নিবারক পাউডার (Keating's insect powder) মাখাইয়া দিবে। তারপর যখন তাহাদিগকে তাহাদের মাতার নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে, তখন আর একবার কীট নিবারক পাউডার মাখাইয়া দিবে। যদি শাবকদের গায়ে পোকা হয়, তাহা হইলে উহারা বাঁচিবে না। মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া বাক্স এবং ফ্লানেল, জলে ফিনাইল গুলিয়া তাহাতে ধৌত করিয়া লইবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিবে। ছানাদের মাঝে মাঝে কীট নিবারক পাউডার মাখাইয়া দিবে।

ছানাগুলি আট সপ্তাহের হইলে বড় বাক্সের মধ্যে পরিষ্কার শুষ্ক খড় বা বালি ছড়াইয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দিবে। একটি বড় মোরগ বা মুরগী রাখিতে যে স্থানের প্রয়োজন, দুই মাস হইতে ৪ মাসের দুইটি ছানা রাখিতে সেই পরিমিত স্থান আবশ্যক হয়।

এইরূপ ভাবে ছানাদের হাতে পালন করার প্রধান অসুবিধা এই যে, উহাদের সন্তুষ্ট এবং খুসী রাখা কষ্টকর। তাহাদের খাওয়ান শক্ত নয়, যেটুকু উত্তাপ দেওয়া প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করাও কঠিন নয়, কিন্তু যাহাতে তাহারা ছটফট না করে এবং পরস্পরকে না ঠোকরায়, অর্থাৎ যাহাতে তাহারা কোনরূপে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করে, তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা কঠিন, তাহাদের বেশী পরিমাণে যত্ন লওয়া আবশ্যক। প্রথম সপ্তাহে তাহাদের পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই পোষ মানে। একই জাতের এবং একই বয়সী শাবক একত্রে রাখিবে—ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন বয়সী শাবক একত্রে রাখিবে না।

যদি সামান্য কয়েকটা শাবক হয়, এবং মুরগী সন্তান পালনে সুনিপুণ হয়, তাহা হইলে শাবকদিগকে মুরগীর নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য নয়। শীতকালে একটি মুরগী ছয়টি হইতে আটটি গ্রীষ্মকালে আটটি হইতে ষোলটি পর্য্যন্ত শাবক সামলাইতে পারে। কিন্তু যদি শাবক সংখ্যা এরূপ হয় যে, দুই তিনটি মুরগীও তাহাদের ভাল করিয়া সামলাইতে পারে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে হাতে করিয়া পালন করাই ভাল। ছয় সাতটা মুরগীর সাহায্যে একশতটি শাবক প্রতিপালন করিতে যে ব্যয় এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা অপেক্ষা ঢের কম ব্যয়ে এবং অল্প পরিশ্রমে তাহাদের হাতে পালন করা যায়।

একটি বাক্সের মধ্যে অধিক সংখ্যায় শাবক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটি বাক্সে অধিক শাবক হইলে শাবকেরা অসুস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার বাক্স গরম না হইলে উহাদের ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। প্রথম কয়েক দিন বাক্সের উত্তাপ ৯০ ডিগ্রি হওয়া প্রয়োজন, তাহার পর ৮০° ডিগ্রি হইলেই চলিবে।

# ধোপার কাজ

পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে কাপড় কাচিবার পূর্ব্বদিন কাপড় কাচার সমস্ত আয়োজন করিয়া পরদিবসে কাপড় কাচিতে হইবে। জল গরম হইলে ফ্ল্যানেলের কাপড় জামা তাহাতে কাচিয়া শুকাইতে দিতে হইবে। অতঃপর পরিষ্কার জল টবে লইয়া সূক্ষ্ম কাপড় ভিজাইয়া কুড়ি পঁচিশ মিনিট ফুটাইবে। তারপর কাপড়গুলি তুলিয়া লইয়া উহাতে মোটা কাপড়গুলি ফুটাইতে হইবে।

কাপড় কাচা শেষ হইলে মাড় দিয়া কাপড় শুকাইতে দিতে হইবে। এইদিনকার কাজ এই-খানেই শেষ হইবে।

যদি কাপড় জামা এই দিনেই শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি ইস্ত্রি করিতে পারা যায়। নতুবা পরদিনে ইস্ত্রি করিতে হইবে। ইস্ত্রি করা হইলেই কাজ শেষ হইবে।

## দাগ

অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় কাপড়ে অনেক দাগ লাগে। এই দাগ না তুলিলে কাপড় দেখিতে খারাপ হয়, আবার অনেক সময় কাপড় নষ্ট হইয়াও যাইতে পারে। সুতরাং দাগ যত শীঘ্র সম্ভব তুলিয়া ফেলিতে হইবে। নূতন থাকিতে থাকিতে তুলিয়া ফেলিলে সহজেই উত্তমরূপে তুলিতে পারা যায়।

দাগ তুলিতে হইলে দুইটি বিষয় বিবেচ্য—

( ১ ) দাগ কিরূপ, এবং

( ২ ) কোন জিনিষের দাগ লাগিয়াছে।

এই দুই বিষয় জানিলে যাহাতে কাপড়ের ক্ষতি না হয়, সেইরূপ প্রক্রিয়ায় দাগ তুলিতে পারা যায়। অন্যথা তীব্র রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়া দাগ তুলিতে যাইয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যায়।

কোন কোন দাগ কাপড় কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলেই উঠিয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে দাগ তুলিতে হইলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান বেশ করিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এসিড্ ব্যবহার করিয়া যদি দাগ তোলা হয়, তাহা হইলে কার্ব্বনেট অব সোডার জলে সেই স্থান ধুইয়া ফেলিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে।

নানারকমে দাগ লাগে। এই দাগগুলির কারণ অনুসারে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

( ১ ) জৈব—যথা—তৈল, মোম, রক্ত প্রভৃতি।

( ২ ) বৃক্ষজ—যথা—মদ, ফল, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি।

(৩) খনিজ—যথা—কালি, লৌহের মরিচা প্রভৃতি।

যে কাপড় জামা কাচিতে পারা যায়, তাহাতে যদি চর্ব্বি লাগে, তাহা হইলে তাহা কাচিলেই চর্ব্বি উঠিয়া যাইবে।

যে সকল পশমের জামা কাচিতে পারা যায় না, তাহাতে চর্ব্বি বা তৈল লাগিলে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় উহা দূর করিতে হইবে :—

যে স্থানে চর্ব্বি বা তৈল লাগিয়াছে, সেই স্থানে পেট্রোল লাগাইতে হইবে। যদি পেট্রোল পাওয়া না যায় এবং যাহাতে দাগ লাগিয়াছে, তাহা ধূসর বর্ণের হয়, তাহা হইলে ফুলার্স আর্থ ( Fuller's earth) অর্থাৎ সাজিমাটী জল দিয়া কাদার মত কর। এবং দাগের উপর উহা লাগাইয়া দেও। শুকাইয়া গেলে বুরুস দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি দাগ তুলিবার প্রয়োজন হইলে টিস্যু পেপারের প্যাড্ করিয়া তাহা গরম করিবে।

যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, গরম থাকিতে থাকিতে সেই স্থানে ঘসিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

শূয়ারের চর্ব্বি বা তৈল ফিকে রঙের পোষাকের উপর পড়িয়া গিয়া দাগ হইলে ফ্রেঞ্চ চক ব্যবহারে তাহা সহজেই উঠিয়া যাইবে। যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সে স্থানে ফ্রেঞ্চ চক্ (French Chalk) লাগাইয়া দিয়া নীচে একখানা পরিষ্কার ব্লটিং এবং উপরে একখানা পরিষ্কার ব্লটিং রাখিয়া একটা গরম ইস্ত্রি দিয়া ব্লটিং এর উপর বেশ করিয়া ঘসিতে হইবে। ফ্রেঞ্চ চক চর্ব্বি টানিয়া লয়। একবারে দাগ না উঠিলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিবে; অতঃপর নরম এবং পরিষ্কার বুরুস দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে।

ফিকে রঙের পোষাকে চর্ব্বি বা তেলের ছোট ছোট দাগ লাগিলে ইথার (ether) বা পেট্রোল ব্যবহার করিবে। কাপড় যে রঙের সেই রঙের এক টুকরা কাপড় ইথার বা পেট্রোলে ভিজাইয়া দাগের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঘসিতে থাক। যতক্ষণ ন্যাকড়া শুকাইয়া না যায় ততক্ষণ ঘসিবে। দাগ তুলিতে পেট্রোল যেমন উৎকৃষ্ট ঔষধ, তেমনি উহা কাপড়ের রঙেরও কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিবার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; কারণ শুধু পেট্রোল নয় পেট্রোলের বাষ্পও অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ, সামান্য একটু উত্তাপেও জ্বলিয়া উঠে। সূর্য্য কিরণের উত্তাপেও উহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

কাল জামার কলারে দাগ লাগিলে কাল ন্যাকড়া এমোনিয়াতে ভিজাইয়া যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে সেই স্থানে ঘসিতে হইবে। তাহা হইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

মোম বা মোমবাতির দাগ লাগিলে প্রথমে ভোঁতা ছুরি দিয়া যতটা পারা যায় মোম তুলিয়া ফেলিবে। তাহার পর সেই স্থানে ব্লটিং পেপার রাখিয়া তাহার উপর গরম ইস্ত্রি চালাইবে। পরিশেষে যদি সামান্য দাগ লাগিয়া থাকে, পেট্রোল, বেঞ্জিন, বা ইথার লাগাইয়া তাহা তুলিয়া ফেলিবে।

কাপড় জামায় মেসিন অয়েল বা মোটর গ্রীজ (Motor grease) লাগিলে ইথার বা পেট্রোল দিয়া ঘসিয়া তুলিয়া ফেল।

তেলের রঙ (Paint) লাগিলে প্রথমে টার্পিন দিয়া বেশ করিয়া ঘসিয়া ফেলিবে। ইহার পর যে দাগ লাগিয়া থাকিবে, তাহা বেঞ্জিন বা পেট্রোল দিয়া তুলিয়া ফেলিবে। কিম্বা প্যারাফিন এবং এমোনিয়া সমভাবে মিশ্রিত করিয়া তাহা লাগাইবে, তাহা হইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

আলকাতরা লাগিলে সুইট অয়েল বা শূয়ারের চর্ব্বি দিয়া আলকাতরা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর যে দাগ লাগিয়া থাকিবে, তেলের রঙ তুলিয়া ফেলিবার পর যে দাগ থাকিয়া যায়, তাহা যে প্রক্রিয়ায় তুলিতে হয়, ইহাও সেই প্রক্রিয়ায় তুলিতে হইবে।

সাদা কাপড়ে মদের দাগ লাগিলে ভিজা থাকিতে থাকিতে সেই স্থানে শ্বেতসার চুর্ণ লাগাইয়া ঘণ্টাখানেক রাখিয়া দিতে হইবে। শুকাইয়া গেলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাপড় কাচিয়া ফেলিতে হইবে।

ফলের রস লাগিয়া দাগ ধরিলে সেই স্থান ভিজাইয়া ফেলিবে। অতঃপর উক্ত স্থান লবণ দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া গরম জল ঢালিতে থাক। তাহা হইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। মদের দাগও এই প্রক্রিয়ায় উঠাইতে পারা যায়।

ইহাতে যদি দাগ না উঠে, তাহা হইলে ভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে। এক পাইট ঠাণ্ডা জলে চা-চামচের এক চামচ ক্লোরিনেটেড লাইম্ (Chlorinated lime) মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দাগযুক্ত স্থানটী ভিজাইতে হইবে। মিনিট পনের ভিজিতে থা'ক। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিলেই দাগ উঠিয়া

যাইবে। পরিশেষে গরম জলে কাপড় ধৌত করিতে হইবে।

তরল ক্লোরিনেটেড লাইমকে ক্লোরাইড অব লাইম (Chloride of lime) বলা হয়। উহা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যাইতে পারে :—

সিকি পর্য্যন্ত ক্লোরিনেটেড লাইম এক কোয়ার্ট পরিষ্কৃত জলে মিশাইয়া একটী ছিপিযুক্ত বোতলে রাখ। উহা তিন ঘণ্টা একদিকে রাখিয়া দাও, তবে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে। তাহার পর ক্যালিকো (Calico) দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে বেশ করিয়া ছিপি আঁটিয়া অন্ধকার ঘরে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিবে এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবে।

যে দাগের কোন হেতু জানিতে পারা যায় না, কেমন করিয়া দাগ লাগিল, কিসের দাগ তাহা বুঝিতে পারা যায় না, সেই দাগ তুলিতে হইলে প্রথমে উক্ত দাগ অ্যালকালি জাতীয় বা এসিড জাতীয় জিনিষের সংস্পর্শে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, ঠাণ্ডা জলে সেই স্থান ভিজাইয়া উহার উপর ফিনল্‌প্‌থ্যালিন পাউডার (Phenolpthalein powder) ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই পাউডারের বর্ণ সাদা। এসিড জাতীয় বর্ণের সংস্পর্শে যদি উক্ত দাগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বর্ণের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না। কিন্তু যদি অ্যালকালি জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে দাগ ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইবে। ইহাতে যদি বোঝা যায় যে, দাগ এসিড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে অ্যালকালির সাহায্যে দাগ তুলিতে হইবে, আর দাগ যদি অ্যালকালি জাতীয় হয়, তাহা হইলে এসিডের সাহায্যে উহা তুলিতে হইবে।

কাপড়ে চায়ের দাগ লাগিলে সেস্থান ছড়াইয়া ফেলিবে। তাহার পর গ্লিসারিনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া দাগযুক্ত স্থান ঘসিয়া ফেলিয়া সাবান জলে ধুইয়া ফেলিবে।

চা এবং কফির দাগ অন্য উপায়েও তুলিতে পারা যায়। যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সেই স্থানে গরম জল ঢালিতে থাক। তাহার পর রৌদ্রে দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। যদি চায়ে দুধ মিশান থাকে, তাহা হইলে দাগ তুলিতে বেগ পাইতে হয়। তখন ক্লোরাইড অব লাইম দিয়া দাগ তোলা উচিত।

কোকোর দাগ লাগিলে সেই স্থানে জলে ভিজাইলে দাগ উঠিয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও যদি দাগ থাকে, তাহা হইলে বেঞ্জিনের সাহায্যে দাগ তুলিবে। সকল সময়েই শুষ্ক অবস্থায় বেঞ্জিন ব্যবহার করা উচিত।

লোহার দাগ লাগিলে সেই দাগ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে সেই স্থান একটি ছোট পাত্রের উপর বিস্তার করিয়া ধরিয়া তাহার উপর গরম জল ঢালিতে থাক। তাহার পর সামান্য একটু লিমন সল্ট (salt of lemon) দিয়া মসৃণ একটুকরা কাঠের সাহায্যে ঘসিতে হইবে। কাঠের পরিবর্ত্তে কদাচ ধাতু দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। লিমন সল্ট এসিড ধাতুর সংস্পর্শে আসিলে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়। সুতরাং লিমন সল্ট লাগাইয়া ধাতু ব্যবহার করিলে হিতে বিপরীত হইবে।

কাঠ দিয়া লিমন সল্ট ঘসিয়া গরম জল ঢালিবে। তাহা হইলে দাগ উঠিয়া যাইবে। তাহার পর কার্ব্বনেট অব সোডা দিয়া ধুইয়া ফেলিবে, তাহা হইলে এসিড লাগানের দাগ দূর হইবে। এই স্থানে এক কথা বলা প্রয়োজন যে, লিমন সল্ট বিষ, সুতরাং উহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

সাদা সিল্কে লোহার দাগ লাগিলে এই প্রক্রিয়ায় দাগ তুলিতে পারা যায়, কিন্তু ফুটন্ত জল ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে গরম জল ব্যবহার করিবে।

কাপড় জামায় কালি লাগিয়া শুকাইয়া গেলে লোহার দাগ যেমন করিয়া তুলিতে হয় তেমনিভাবে উহা তুলিয়া ফেলিবে। কালির মধ্যে যে লোহার কষ আছে, লিমন সল্ট তাহা দূর করিবে। ধুইয়া ফেলিলেই নীল রঙ উঠিয়া যাইবে।

কালি ভিজা থাকিলে সহজেই উহা তুলিতে পারা যায়। যে স্থানে কালি লাগিয়াছে, সেই স্থানে লাল কালি ঢালিয়া দিয়া ধুইয়া ফেলিবে, তাহা হইলে কালি উঠিয়া যাইবে। কিম্বা লেবু এবং একটু নুন সেই স্থানে ঘসিয়া দিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

গাছের একপ্রকার রোগ হইলে সেই গাছ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা যদি কাপড়ে লাগে, তাহা হইলে দাগ ধরিয়া যায়। এই দাগ তোলা অত্যন্ত কঠিন।

উহা তুলিতে হইলে কাপড়টিকে ভিজাইয়া যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সেই স্থানে ঘন করিয়া সাবান লাগাইবে; তাহার পর দাগযুক্ত স্থানে ফ্রেঞ্চ চক লাগাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। যতক্ষণ দাগ না উঠে, ততক্ষণ এইরূপ বার বার করিবে।

যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে নুন এবং লেবুর রস ব্যবহার করিয়া দাগ তুলিতে পারা যায়। দাগের উপর পুরু করিয়া নুন ছড়াইয়া লেবুর রস দিয়া ঘসিবে। একবারে দাগ না উঠিলে আবার এইরূপ করিবে। তাহার পর বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

ইহাতে যদি দাগ না উঠে তাহা হইলে ব্লিচিং সলিউসন ও ভিনিগার একত্রে বা পৃথক ভাবে লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

রক্তের দাগ লাগিলে জলে নুন মিশাইয়া বার ঘণ্টা তাহাতে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পর কাপড় কাচিবে।

পশমের কাপড়ে রক্তের দাগ লাগিলে শ্বেতসারে জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া তাহা দাগযুক্ত স্থানে লাগাইয়া দিবে। কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিবার পর ধুইয়া ফেলিবে।

ঔষধের দাগ কাপড়ে লাগিলে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া সে দাগ তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি কাপড় কাচার পর কাপড়ের দাগ গাঢ় বাদামী রঙের আকার ধারণ করে, লিমন সল্ট ব্যবহার করিলেই সে দাগ উঠিয়া যাইবে। দাগ যদি রক্তাভ হয়, তাহা হইলে শ্বেতসার ভিজাইয়া দাগের উপর লাগাইয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিবে, তাহার পর বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতেও যদি দাগ না উঠে, তাহা হইলে ঠাণ্ডা জলে ক্লোরাইড অব লাইম মিশাইয়া তাহা ব্যবহার করিবে।

সিল্ক, সুতী, বা লিনেনের কাপড়ে ঘাসের দাগ লাগিলে বেঞ্জিন বা ইথার লাগাইয়া সাবান জলে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

পোর্ট ওয়াইনের দাগ শুষ্ক কালির দাগ তুলিবার পদ্ধতিতে তুলিতে পারা যায়। যদি রঙিন কাপড়ে পোর্ট ওয়াইনের দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তীব্র রসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিবে না, আলকোহলের সাহায্যে দাগ তুলিতে হইলে তাহাতে একটু ভিনিগার মিশাইবে। সাদা কাপড় হইলে সাদা ভিনিগার মিশাইবে।

নীল দাগ, হলদে দাগ, কপিং পেন্সিলের দাগ এবং রঙিন কালির দাগ তুলিতে হইলে মেথিলেটেড স্পিরিট কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ, তাহার পর আস্তে আস্তে ঘসিয়া প্রয়োজন হইলে ধুইয়া ফেলিবে।

স্কর্চের দাগ (scorch) জলে ভিজাইয়া এবং রৌদ্রে শুকাইয়া তুলিতে পারা যায়। রৌদ্র-কিরণ ব্লিচ করার কাজ করে। নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়ায়ও দাগ তুলিতে পারা যায়—

(১) পাতলা ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া শুষ্ক সোহাগা (borax) দিয়া ঘস, কিংবা সাবান দিয়া ঘস।

(২) জলমিশ্রিত এমোনিয়া লাগাও।

(৩) জলমিশ্রিত ক্লোরাইড অব এমোনিয়া ব্যবহার কর। রঙিন কাপড়, সিল্ক বা পশমের কাপড়ে ইহা কদাচ ব্যবহার করিবে না।

সিল্ক বা পশমের কাপড়ে কালির দাগ লাগিলে নিম্ন প্রক্রিয়ায় তুলিতে হইবে :—

১ গ্যালন জলে আট আউন্স পোটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট (potassium permanganate) মিশাইয়া তাহাতে কাপড় ভিজাও। তাহার পর উহা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের দ্রাবণে (hydrogen peroxide solutionএ) স্থাপন কর। প্রথমোক্ত দ্রাবণে যে স্থান ভিজান হয়, তাহা বাদামী আকার ধারণ করে, দাগও বাদামী রঙের হয়। দাগ যদি বাদামী না হয়, তাহা হইলে সে দাগ উঠিবার সম্ভাবনা কম। যাহা হউক দাগ বাদামী হইলে উক্ত স্থান হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের দ্রাবণে সিক্ত করা হয়। তাহাতে দাগ উঠিয়া যায়। একবারে না উঠিলে আবার এইরূপ করিবে। উক্ত দ্রাবণে বেশী ক্ষণ ভিজাইয়া রাখা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা ভাল। যদি সামান্য বাদামী দাগ থাকিয়া যায়, সামান্য অক্সালিক এসিড ব্যবহার করিবে।

সূতী এবং লিনেনের কাপড় হইতে কালি উঠাইতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের পরিবর্ত্তে সালফিউরাস এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সোডার জলে বেশ করিয়া কাপড় ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কাপড়ে যদি মাড় দেওয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম কাপড় হইতে মাড় তুলিয়া ফেলিবে। দাগ তোলা হইবার পর বেশ করিয়া কাপড় ধুইয়া ফেলিবে।

অত্যধিক নীল ব্যবহার করার ফলে যদি লিনেনের রঙ খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় উহার প্রতিকার করা যাইতে পারে :—

জলে ভিনিগার মিশাইয়া তাহাতে কাপড়খানি ঘণ্টা কয়েক ভিজাইয়া রাখ, তাহার পর ফুটাইয়া ধুইয়া ফেল।

কাপড়ে দাগ দিবার জন্য যে কালি ব্যবহৃত হয়, সেই কালির দাগ তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

প্রথমে কাপড় হইতে সমস্ত মাড় তুলিয়া ফেল এবং যে স্থানে দাগ লাগিয়া আছে, সেই স্থান ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেল। সিকি পাইট জলে সিকি আউন্স সাইনাইড পোটাসিয়াম মিশাইয়া তাহাতে দাগযুক্ত স্থান ভিজাও এবং তুলি দিয়া দাগের উপর টিংচার অব আইওডিন লাগাও। কয়েকবার এইরূপ করিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। তাহার পর বেশ করিয়া কাপড় ধুইয়া ফেলিবে। সাইনাইড অব পোটাসিয়াম (cyanide of potassium) বিষ, সুতরাং সাবধানে ব্যবহার করিবে।

কাপড় কাচিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখিবে :—

১। কাপড় কাচিবার পূর্ব্বে যত শীঘ্র সম্ভব দাগ তুলিয়া ফেলিবে, কারণ অনেক সময় সাবান জল লাগিলে দাগ স্থায়ী হইয়া যায়।

২। জলে কাপড় ভিজাইবার পূর্ব্বে লোহার দাগ তুলিয়া ফেলিবে, কারণ জলে ভিজিয়া লোহার দাগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

৩। যে সকল পদ্ধতিতে দাগ তুলিলে কাপড়ের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না, সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দাগ তুলিতে চেষ্টা করিবে। জল, টক দুধ, সোহাগা, লবণ প্রভৃতির সাহায্যে দাগ উঠিলে রাসায়ণিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে যদি উহাতে না উঠে,

তাহা হইলে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু মনে রাখিবে রাসায়নিক পদার্থ কাপড়ের ক্ষতি করে।

৪। তীব্র অ্যালকালির দ্রাবণ ব্যবহার করিবার পর এসিড ব্যবহার করিবে। কারণ তাহা হইলে অ্যালকালির সমস্ত দোষ দূর হইয়া যাইবে। জলে ভিনিগার মিশাইয়া ব্যবহার করিলেই তাহা এসিডের কাজ করিবে।

৫। লিমন সল্ট ব্যবহার করিবার পর কার্ব্বনেট অব সোডা মিশ্রিত জলে কাপড়টি কাচিয়া লইবে। অ্যালকালি এসিডের দোষ নষ্ট করে।

৬। রঙিন কাপড়ের দাগ তুলিবার জন্ত কদাচ এসিড কিম্বা তীব্র অ্যালকালি ব্যবহার করিবে না, কারণ তাহাতে রঙ উঠিয়া যায়।

## সাদা রঙিন ও কাল পশমী দ্রব্য, কম্বল ও শাল ধৌত প্রকরণ

পশমী দ্রব্য কি প্রকারে ধৌত করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে পশম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। পশম সম্বন্ধে বলিলেই উহা কিরূপে শক্ত ও বিবর্ণ হইয়া যায় তাহাও বলা হইবে। সুতরাং পশমী দ্রব্য কাচিবার সময় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তাহাও এখানে বিবৃত হইবে।

বসন্ত কালে ভেড়াদের স্নান করাইয়া দিবার দুই তিন দিন পরে তাহাদের গায়ের লোম কাটা হয়। উহা হইতে যদি একটি লোম লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উহা তিন হইতে আট ইঞ্চি লম্বা একটা চুল এবং উহার গায়ে করাতের দাঁতের মত দাঁত আছে। করাতের দাঁতের মত এই সরু চুলগুলি যদি কাচিবার দোষে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে পশমের কাপড় শক্ত হইয়া যায়।

লোম কাটা হইবার পর যে ভেড়ার লোমের যেরূপ দাঁত আছে, সেই অনুসারে উহা পৃথক করিয়া রাখা হয়। যে লোমে বেশী দাঁত আছে, তাহা মোটা কাপড় হইবার জন্য এবং যাহার দাঁত অল্প তাহা পাতলা বুননির কাপড়ের জন্ত ব্যবহৃত হয়।

ইহার পর সাবান এবং সোডা মিশ্রিত জলে উহা ধৌত করা হয়। উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেলে উহা বস্ত্র প্রস্তুতের জন্ত প্রেরিত হয়।

কাশ্মিরী ছাগলের লোম হইতে যে পশম প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আলপাকা, ইলামা এবং আঙ্গোরা ছাগলের পশমও ভাল। উৎকৃষ্ট পশমী দ্রব্য ইহাদের পশম হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে সকল সার্জ্জ এবং চকচকে গরম কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল কাপড়ের চাকচিক্য যে স্বাভাবিক তাহা নহে। পশমের সূতা হইতে কাপড় বোনা হইবার পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় উহাকে চকচকে করিয়া তোলা হয়।

## ফ্লানেল ও পশমী কাপড়

যে ফ্লানেলের রঙ ভাল, নরম এবং ঠাস বুনন, সেই ফ্লানেলই ভাল। ওয়েল্‌স্ ফ্লানেল পরিধানের যোগ্য নহে। ইহা নীলাভ এবং অত্যন্ত খসখসে।

স্যাক্সনি ফ্লানেলের রঙ ক্রিমের মত। উহা অত্যন্ত নরম এবং হাল্কা। শিশুদের জামা অনেক সময় এই ফ্লানেল দিয়াই প্রস্তুত হয়।

ইয়র্কসায়ার ফ্লানেল কিছু সস্তা। ইহার রঙও ক্রিমের মত সাদা।

ল্যাঙ্কোসায়ার ফ্লানেল সূতা ও পশমের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। ওয়েল্‌স্ ফ্লানেলের মতই ইহার রঙ, কিন্তু উহার মত খসখসে নয়।

স্যানিটারি ফ্লানেল ধূসর আভাযুক্ত বাদামী রঙের। স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন প্রকারে ক্ষতিকর নয়, এইরূপ পশম দিয়া ইহা প্রস্তুত। সুতরাং অন্যান্ত

ফ্লানেল যে ভাবে ধৌত করা হয়, ইহা সে ভাবে ধৌত করা হয় না। ইহার প্রক্রিয়া কিছু স্বতন্ত্র।

ফ্লানেলের প্রধান গুণ এই যে, ইহা শরীরের উত্তাপ বাহির হইতে দেয় না, কারণ

প্রথমতঃ, ফ্লানেল আদৌ উত্তাপ পরিচালনা করে না ( Non-conductor of heat );

দ্বিতীয়তঃ, ইহা সহজেই দেহের ঘাম টানিয়া লয়;

তৃতীয়তঃ, ভিতরে পরিবার জন্য ব্যবহারের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী। ইহার ছোট ছোট লোম বস্ত্রটিকে চর্ম্মের একটু উপরে রাখিয়া দেয়, তাহাতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়।

ফ্লানেল যে উত্তাপ বাহক নয় ( Non conductor of heat ) এবং উহার যে পোষণ ক্ষমতা আছে, তাহা নিম্নলিখিত এই দুইটী সহজ পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়:—

১। দুইটি ছোট ছোট পাত্র ফুটন্ত জলে ভর্ত্তি কর। একটি পাত্রে এক খণ্ড ফ্লানেল এবং অন্য পাত্রে ফ্লানেল যত বড় তত বড় একখণ্ড ক্যালিকো (Calico) দাও। খানিকক্ষণ বাদে থার্ম্মোমিটার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ; তাহাতে দেখা যাইবে, যে পাত্রে ফ্লানেল আছে, তাহার জলের উত্তাপ অধিক। ফ্লানেল জলের উত্তাপ ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ফ্লানেল উত্তাপ বাহক নয়।

২। চা-চামচের এক চামচ জল দিয়া তাহাতে এক টুকরা ফ্লানেল ভিজাও। আর একটি পাত্রে আর এক চামচ জল লইয়া ফ্লানেলের টুকরা যত বড় তত বড় ক্যালিকো ভিজাও। ইহাতে কালিকো যতটা ভিজা মনে হইবে, ফ্লানেল ততটা ভিজা মনে হইবে না, অথচ ফ্লানেল ক্যালিকো অপেক্ষা বেশী জল টানিয়াছে। ক্যালিকো ও ফ্লানেল ভিজাইবার পর অবশিষ্টটুকু মাপিলেই দেখা যাইবে, ফ্লানেল বেশী জল টানিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ফ্লানেলের শোষণ ক্ষমতা অধিক।

## সাদা ফ্লানেল ও পশমী কাপড় ধৌত করিবার পদ্ধতি

ছুরি দিয়া সাবান বেশ করিয়া কুঁচাইয়া একটি পাত্রে রাখ এবং তাহাতে গরম জল ঢালিতে থাক, আর নাড়িতে থাক; কিম্বা মৃদু মৃদু উত্তাপে উহা গরম করিতে পারা যায়। ১ পাঁইট জলে সিকি পাউণ্ড সাবান মিশ্রিত করিবে।

নিঙড়াইবার যন্ত্র সংযুক্ত দুইভাগে বিভক্ত কাঠের টব হইলে ফ্লানেল কাচিবার ভারি সুবিধা হয়। এরূপ টব না থাকিলে যে ফ্লানেল কাচা হইবে না তাহা নহে।

প্রথমে ঈষদুষ্ণ জলে পাত্রটির অর্দ্ধেক ভরিবে। জল অত্যন্ত গরম হইলে ফ্লানেলের তন্তুতে যে স্বাভাবিক তৈল আছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি সম্ভব হয়, চারিটি পাত্রে একই রকম উত্তাপের জল লইবে। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে নূতন জলের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি ফ্লানেল কাচা শেষ হইবে।

সাদা পশমের কাপড় কাচিতে হইলে প্রথম যে জলে ধৌত করিবে তাহাতে এবং শেষে যে জলে ধৌত করিবে তাহাতে তরল এমোনিয়া মিশ্রিত করিবে।

সোডা একেবারেই ব্যবহার করিবে না। সোডা ব্যবহারে পশম একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা পশমের স্বাভাবিক তৈল নষ্ট করে এবং রঙ নষ্ট করে।

জলে এমোনিয়া মিশ্রিত করিবার পর উহাতে সাবান মিশ্রিত কর। সাবান মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমে অল্প জলে উহা গুলিয়া তরল করিতে হইবে, তাহার পর মিশাইবে। এই জলে বস্ত্র বেশ করিয়া ধৌত কর। ফ্লানেল হইলে ঘষিবেনা, তাহাতে ফ্লানেল শক্ত হইয়া যায়। যতক্ষণ কাপড় হইতে সম্পূর্ণভাবে

সাবান ধুইয়া না যাইবে ততক্ষণ বেশ করিয়া পরিষ্কার জলে উহা ধৌত করিবে। যদি পশম বা ফ্লানেলের মধ্যে সামান্যও সাবান থাকিয়া যায়, তাহা হইলে উহা শক্ত হইয়া যায় এবং উহার রঙ নষ্ট হইয়া যায়।

কাপড় ধৌত করিবার পর কাপড় নিঙড়াইবার পালা। পশমী কাপড় নিঙড়ানের মধ্যে বিশেষ কৌশল আছে। ঠিক করিয়া কাপড় না নিঙড়াইতে পারিলে উহা কুঁচকাইয়া যায়।

## কেমন করিয়া কাপড় নিঙড়াইতে হয়

যদি সম্ভব হয়, প্রত্যেক কাপড় কয়েকবার নিঙড়ানযন্ত্রে নিঙ্ড়াইয়া লইতে হইবে। যদি যন্ত্র না থাকে, তাহা হইলে একখানি তোয়ালের ভিতরে কাপড়খানি লইয়া দুইজনে মিলিয়া বেশ করিয়া নিঙড়াইতে হইবে। তাহার পর শুকাইতে হইবে। আগুনের নিকট বা প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিবে না। কারণ উত্তাপে পশমের রঙ বিবর্ণ হইয়া যায়।

বার বার কাচিবার পর যদি সাদা পশমী কাপড় অল্প হলদে-রঙের হইয়া যায়, তাহা হইলে জলে অল্প নীল গুলিয়া তাহাতে উহা ভিজাইলে সাদা পশমী কাপড় বা ফ্লানেলের হরিদ্রাভ বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

যখন পশমী কাপড় প্রায় শুকাইয়া যাইবে, তখন উহা সাবধানে পাট করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর গরম ইস্ত্রি দিয়া চাপিতে হইবে। যদি কোন স্থান একেবারে শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া শুষ্ক স্থানে তাহা ছড়াইয়া তাহার উপর গরম ইস্ত্রি চালাইয়া দিবে।

নূতন ফ্লানেল ধৌত করিতে হইলে উহার উভয় দিকে সাবান লাগাইয়া জলে ধৌত করিতে হইবে।

## রঙিন পশম

গ্যালন পিছু গরম জলে একমুঠা লবণ দিয়া তাহাতে সাবান মিশাও এবং তাহাতে লাল বা অন্য কোন প্রকার রঙিন পশমী কাপড় পনের মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখ, তাহার পর সাবান জলে মিশাইয়া কাচিয়া লও। লবণ জলে রঙিন কাপড় ডুবাইয়া লইলে, রঙ উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এতদ্ভিন্ন কাপড় কাচাও তাড়াতাড়ি হইয়া যায়।

জলে এমোনিয়া দিবে না, রঙিন পশমী কাপড়ের পক্ষে উহা ক্ষতিকর। গরম সাবান-জলে তাড়াতাড়ি ধুইয়া ফেলিবে। পরে গ্যালন পিছু গরম জলে ১ চামচ ভিনিগার মিশাইয়া তাহাতে উহা ধৌত করিয়া লইবে। যদি পশমী কাপড় নানা রঙের হয়, তাহা হইলে উহার উপরে একখানি কাপড় বিছাইয়া ভাজ করিবে। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, একটা রঙ আর একটা রঙের সংস্পর্শে আসিতে পারে না এবং তাহার ফলে রঙ বিবর্ণ হইতে পারে না।

পশমী বস্ত্র শুষ্ক করিবার সময় উহা মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে, তাহাতে উহার আঁশগুলি ফুলিয়া উঠিবে।

সাদা ফ্লানেল ধৌত করিবার সময় সর্ব্বশেষে যে যে কাজ করিতে হয়, রঙিন ফ্লানেলেও তাহাই করিতে হয়।

## কাল মোজা

সাদা ফ্লানেল যেরূপভাবে ধৌত করিতে হয়, কাল মোজাও সেইভাবে ধৌত করিবে। সাদা ফ্লানেলে যে পরিমাণ এমোনিয়া ব্যবহার করিতে হয়, কাল মোজা ধৌত করিতেও সেই পরিমাণ এমোনিয়া ব্যবহার করিবে। প্রথমে মোজা সোজা দিকে ধৌত করিয়া পরে উল্টাইয়া ফেলিয়া ধৌত করিবে।

যখন মোজা প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিবে, তখন উহা ভাঁজ করিয়া ফেলিবে।

মোজা পরিষ্কার জলেই ধৌত করা কর্ত্তব্য।

নূতন মোজা পরিবার আগে ধৌত করিলে উহা দীর্ঘকাল টিকে। কারণ, মোজার রঙের সহিত ঘাম মিশ্রিত হইলে পশম পচিয়া যায়, কিন্তু ধৌত করিয়া লইলে সহজে পচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

রঙিন ফ্লানেল যে পদ্ধতিতে ধৌত করিতে হয়, ব্রাউন বা রঙিন মোজাও সেই পদ্ধতিতে ধৌত করিতে হইবে।

কাল মোজা যে পদ্ধতিতে ধৌত করিতে হয়, কাল সার্জ্জ বা কাশ্মিরী পোষাক ধৌত করিতে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। তারপর খানিকটা জলে লগউড এবং কোপারাস ফেলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, উহা যখন বেশ কাল হইয়া উঠিবে, তখন উহাকে ঠাণ্ডা করিতে দিবে। ঠাণ্ডা হইলে উহাতে কাল সার্জ্জ বা কাশ্মিরী পোষাক ডুবাইয়া লইলে উহা দেখিতে নূতনের মত হইবে।

নীল সার্জ হইলে গাঢ় নীল জলে উহা ডুবাইয়া লইতে হইবে। উহার সহিত একটু গঁদ মিশাইয়া লইলে সার্জ দেখিতে নূতনের মত হইবে।

## পশমী ভেষ্ট

ফ্লানেল যে প্রক্রিয়ায় ধুইতে হয়, ইহাও সেই প্রক্রিয়ায় ধৌত করিতে হইবে। শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে টানিয়া দিবে। ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রি করিবে।

## শাল

ফ্লানেল যেমন ভাবে ধৌত করিতে হয়, ইহাও সেইরূপভাবে ধৌত করিবে। এক কোয়ার্ট গরম জলে বড় চামচের এক চামচ বোরাক্স (borax) মিশাইয়া তাহাতে, কিম্বা এক বাটী মাড়ে উহা ডুবাইয়া লইবে। নিঙড়াইয়া অল্প শুকাইয়া ফেলিয়া গরম ইস্ত্রি দিয়া ইস্ত্রি করিবে। ধার বেশ করিয়া ছড়াইয়া লইবে, নহিলে তাহা কুঁচকাইয়া যাইবে। ছড়াইয়া পিন আটিয়া রাখিতে পারিলে আর কুঁচকাইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

## উটপাখীর পশমের সাদা শাল

সোহাগার জলে উহা ধৌত করিতে হইবে। উটপাখীর পশমের সাদা শাল ধৌত করিতে সামান্তই সাবান ব্যবহার করা উচিত, নহিলে সাদা শালের রঙ হরিদ্রাভ হইয়া যায়। পরিশেষে শালের ধৌতক্রিয়া যেমন ভাবে সম্পন্ন করিতে হয়, ইহারও ধৌতক্রিয়া সেইভাবে সম্পন্ন করিবে।

## হোয়াইট আইস উল শাল

হোয়াইট আইস উল শাল (white ice wool shawl) ধৌত করিতে এমোনিয়া ব্যবহার করিবে না। এমোনিয়ার প্রভাবে শালের রঙ হরিদ্রাভ হইয়া যায়। ধৌত করিবার জল সাবান দিয়া নরম করিয়া লইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে ঈষদুষ্ণ নীল জলে ধৌত করিতে পারা যায়। পরিশেষে শালের প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়।

## রঙিন শাল

রঙিন শাল ধৌত করিতে এমোনিয়া ব্যবহার করিবে না। প্রথমে যে জলে শাল ভিজাইবে তাহাতে খানিকটা ভিনিগার দিবে। তৎক্ষণাৎ তাহা শুকাইয়া ফেলিবে। কারণ বেশীক্ষণ ভিজা থাকিলে শাল কুঁচকাইয়া যায় এবং তাহার রঙ বিবর্ণ হইয়া যায়। ফিকে রঙের শাল বাহিরে না শুকাইয়া ঘরের মধ্যে শুষ্ক করিবে, কারণ বাহিরের হাওয়ারও রঙ পরিবর্ত্তনের অল্পবিস্তর ক্ষমতা আছে। সুতরাং ফিকে রঙের শাল বাহিরে শুকাইলে উহার রং বিবর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ফ্লানেল ধৌত করিবার সময় উহার শেষ কাজ যে ভাবে সম্পন্ন করিতে হয়, রঙিন শাল ধৌত করিবার সময়ও উহার সেই কাজ সেইভাবে সম্পন্ন করিবে। গরম ইস্ত্রি দিয়া উহা ইস্ত্রি করিবার সময় যদি অত্যন্ত ধোঁয়া উঠে,

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শাল অত্যন্ত ভিজা আছে এবং অত্যন্ত গরম ইস্ত্রি চালান হইতেছে। অত্যধিক উত্তাপ শালের পক্ষে ক্ষতিকর।

## মোটা পশমের শাল

সাদা ফ্লানেল যে ভাবে ধৌত করিতে হয়, ইহাও সেইভাবে ধৌত করিতে হইবে, তবে শুষ্ক করিবার সময় একটু বেশী করিয়া মাঝে মাঝে টানিয়া দিতে হইবে, নতুবা পশম কুঁচকাইয়া যাইবে। যত সাবধানে ভাল করিয়া চারিদিক টানিয়া দেওয়া হয়, উহা দেখিতে ততই ভাল হয়। মোটা পশমের শালকে তাড়াতাড়ি শুষ্ক হইতে দিবে না।

### কম্বল

বসন্ত কাল বা গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভই কম্বল ধৌত করিবার উপযুক্ত সময়। কম্বল বাহিরে শুষ্ক হইতে দিলে উহার রঙ ভাল হয়।

কম্বল প্রথমে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইবে। ফ্লানেল যেমন করিয়া ধৌত করা হয়, প্রথমে কম্বল সেইভাবে ধৌত করিবে। কম্বলের চারি পাশে যদি বর্ডার দেওয়া থাকে, তাহা হইলে এমোনিয়া ব্যবহার করিবে না। তাহার পর বেশ করিয়া ঠাসিয়া কাচিয়া ফেলিবে। যতক্ষণ কম্বল উত্তমরূপে ধৌত না হয় ততক্ষণ এবং যতবার প্রয়োজন ততবার প্রচুর সাবান জলে উহা ধৌত করিয়া লইবে। তাহার পর তিন চার বার পৃথক ভাবে গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে। নিঙড়াইয়া শুকাইতে দিবে, প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিলে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া আর একবার বেশ করিয়া শুকাইয়া রাখিয়া দিবে।

অনেকগুলি কম্বল একসঙ্গে কাচিতে হইলে প্রথম কম্বল দ্বিতীয় বার যে সাবান জলে ধৌত করা হইয়াছে, সেই সাবান জলে দ্বিতীয় কম্বল প্রথম বার ধৌত করা যাইতে পারে। আবার দ্বিতীয় কম্বল খানা দ্বিতীয়বার যে কম্বলখানা কাচা হইয়াছে, তৃতীয় কম্বলখানা প্রথমবার সেই জলে ধৌত করিতে পারা যায়।

### ব্লিচিং

বার বার ধৌত করার ফলে সাদা পশমী কাপড় হরিদ্রাভ হইয়া গেলে গন্ধকের ধোয়ায় উহার রঙ সাদা করিতে পারা যায়।

অনেকগুলি ফ্লানেল বা পশমী কাপড় হইলে একটি ঘরের প্রয়োজন। ভিজা ফ্লানেলগুলি দড়িতে টাঙ্গাইয়া দিয়া ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অতঃপর একটি পাত্রে দুই আউন্স গন্ধক লইয়া তাহাতে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ঢালিয়া দিবে। তারপর উহাতে আগুন লাগাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিবে। ফ্লানেলগুলি কয়েকঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় থাকিলেই ব্লিচিং হইয়া যাইবে। ছোট খাট জিনিষ হইলে পিপার মধ্যে পুরিয়া ব্লিচিং করা যাইতে পারে।

ফ্লানেল, শাল বা অন্য কোন প্রকার পশমী কাপড় কাচিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিবে হইবে :—

১। ফ্লানেল এবং পশমী কাপড় নরম বোধ হওয়া চাই।

২। বহুক্ষণ যাবত উত্তাপ পাইলে বা ভিজিয়া থাকিলে উহা কুঁচকাইয়া যায় এবং শক্ত হইয়া যায়।

৩। পশমের আঁশ করাতের মত দাঁতযুক্ত সুতরাং উহা সহজেই জড়াইয়া যায়।

৪। এমোনিয়া ব্যতীত আর সকল রকম অ্যালকালি (alkali) পশমের রঙ বিবর্ণ করিয়া দেয়।

৫। রৌদ্র, উত্তাপ বা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ফ্লানেল শক্ত এবং বিবর্ণ হইয়া যায়।

# পালিশের ব্যবসায়

## ফ্রেঞ্চ পালিশ

কাঠের জিনিষ বার্ণিস করা খুবই সোজা। কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও অনেকে একাজ করিতে পারে। সাধারণ আসবাবে বার্ণিসই করা হইয়া থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকিলে ফ্রেঞ্চ পালিশ যে কেহ করিতে পারে না এবং ভাল জিনিষেই ফ্রেঞ্চ পালিশ করা হইয়া থাকে। শিক্ষানবিশদের প্রথমতঃ খারাপ জিনিষে ফ্রেঞ্চ পালিশ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন কাঠের জন্ত ফ্রেঞ্চ পালিশ করিবার পদ্ধতি পৃথক বটে, কিন্তু মোটের উপর সকল গুলিই একপ্রকার। নানা রকমের পালিশ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের মসলা নানা রকমের নয়—অল্প। ফ্রেঞ্চ পালিশে কৃতকার্য্য হওয়া প্রধানতঃ পালিশস্থ মাল মসলার সংখ্যা বা মিশ্রণের জটিলতার উপর নির্ভর করে না। মোটামুটি বলিতে গেলে কাঠের আসবাবের উপর পাতল ভাবে গালার আবরণ দিয়া তাহাকে যতদূর সম্ভব চকচকে করিয়া তোলাই হইল ফ্রেঞ্চ পালিশের মূল কৌশল।

পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে অনেক ছোট খাট খুটিনাটি কাজ করিবার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, প্রথমে কাঠের আঁশের ফাঁকে ফাঁকে যে রন্ধ্র থাকে তাহা বন্ধ করিয়া ফেলা হয়। ইহার কারণ তাহাতে কাঠের উপরিভাগ মসৃণ হইয়া যাওয়ায় তাহাতে বেশী পালিশ লাগাইবার প্রয়োজন হয় না এবং কাঠও বেশী পালিশ টানিতে পারে না। আবার কখন কখন পালিশ করিবার পূর্ব্বে তৈল সিক্ত করিয়া কোন কোন কাঠের রঙ উজ্জ্বল করিয়া তোলা হয়। তৈল লাগাইলে কাঠ খুব পাকা ও নরম হইয়া যায় এবং ইহাতে ইহার রঙও বেশ খোরাল হইয়া উঠে।

যে স্থানে ফ্রেঞ্চ পালিশ করা হয়, সে স্থানের উত্তাপ এবং আবহাওয়ার সহিত ফ্রেঞ্চ পালিশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ঠাণ্ডা বা স্যাঁতসেতে ঘরে উত্তমরূপে ফ্রেঞ্চ পালিশ হইতে পারে না। কারণ ঠাণ্ডা ঘরে পালিশে ঠাণ্ডা লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে পালিশ বিবর্ণ হয়। অতএব পালিশ করিতে হইলে গরম ঘরেই পালিশ করা উচিত। ঘরের উত্তাপ অন্ততঃ ৭০ ডিগ্রি হওয়া প্রয়োজন। যদি পালিশকারক দেখেন যে, তাঁহার পালিশে ঠাণ্ডা লাগিতেছে, তাহা হইলে তখনই ঘরের উত্তাপ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। যে স্থানে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে সেই স্থানে উত্তাপ লাগাইলে, তখনই ঠাণ্ডা লাগার বিবর্ণতা দূর হইবে। ছোট জিনিষ হইলে তাহা আগুণের নিকট ধরিলে কাজ হইতে পারে। অন্য ক্ষেত্রে আসবাবের যে স্থানে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, তাহার নিকটে একটি উত্তপ্ত লৌহ আনয়ন করিলে কাজ হইবে। সাধারণ ইস্ত্রির দ্বারা একার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু সাবধান, কদাচ ঠাণ্ডা লাগা স্থানে উহা স্পর্শ করিবে না; কারণ বেশী উত্তাপ লাগিলে রঙ চটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার যে, কাঠকে জল দিয়া ষ্টেন (stain) করার পর উহা সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। কারণ সম্পূর্ণরূপে না শুকাইলে ঠাণ্ডার জন্য ইহাতে স্যাঁতা লাগিতে পারে।

কল্পতরুর
দুইটী
দান
"কল্পতরু"
মকর-ধ্বজ
গুণে ও বিশুদ্ধতায়
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
৭ মাত্রা ১৲
ষড়গুণ বলিজারিত
ঐ ,, ১।।০
সিদ্ধ
ঐ ২৲
"কল্পতরু"
চ্যবনপ্রাশ
বিবিধ রোগ নাশক
বলপুষ্টিকর
শ্রেষ্ঠ
রসায়ন।
।০ পোয়া (৪০ মাত্রা)
২।।০
কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন
কল্পতরু প্রাসাদ
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (নর্থ)

পালিশের মালমশলা এবং পালিশ করিবার সরঞ্জামও বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হওয়া কম বাঞ্ছনীয় নহে। ফলকথা, মালমশলা বা যন্ত্রপাতি যতই ভাল হউক না কেন, আনাড়ির হস্তে পড়িলে তাহাদের যেমন কোনই সার্থকতা থাকে না—ঐ গুলি খারাপ হইলে পাকা মিস্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ ভাল পালিশ তুলিতে পারা অসম্ভব। কাজেই পালিশকারককে তাহার সরঞ্জামের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই গুলি সংখ্যায় খুব বেশী নহে। পালিশ লাগাইবার প্যাড্ তৈয়ারী করিবার জন্য খানিকটা কট্‌ন্ উল এবং নরম লিনিন বা তুলার কাপড়, নানা প্রকারের পালিশ রাখিবার জন্য কয়েকটী বোতল এবং ষ্টেন্ ও তাহার আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য আরও কয়েকটী বোতল--মোটামুটি এই-ই হইল সমস্ত সরঞ্জামের তালিকা।

যাহাদ্বারা ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগান হয়, তাহাকে রবার বলা হয়। পালিশ করিবার প্রাথমিক কার্য্য—যথা, ষ্টেন করা ইত্যাদি, রবারের সাহায্য ব্যতিরেকেও হইতে পারে, কিন্তু পালিশের কাজ এই রবার ব্যতীত সম্ভব নহে। এই রবার যতই সাধারণ জিনিষ হউক, সাবধানে উপযুক্ত জিনিষ দিয়া উহা প্রস্তুত না হইলে কাজ ভাল হইবে না। যাহারা পালিশকারককে পালিশ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের সহজেই মনে হইতে পারে, এই রবার প্রস্তুত করিতে কি-ই বা প্রয়োজন হয়? খানিকটা ন্যাকড়া হইলেই হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জিনিষটী অত উপেক্ষার পাত্র নহে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ঐ অপরিচ্ছন্ন রবারটী বাহ্যতঃ অযত্ননির্ম্মিত বলিয়া মনে হইলেও উহার প্রতি অংশই বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত।

অভিজ্ঞ পালিশকারক, দেখিতে পরিষ্কার রবার অপেক্ষা সুগঠিত রবারই অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু সেইহেতু তাঁহারা যে সুগঠিত বলিয়া নোংরা রবারকে প্রাধান্য দেন তাহা নহে। নোংরা রবার উৎকৃষ্ট পালিশের পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং রবার পরিষ্কার রাখা পালিশকারকদের প্রধান কর্ত্তব্য। অবশ্য পালিশের সম্পর্কে আসিয়া রবার দেখিতে বিবর্ণ এবং মলিন হইবে; কিন্তু রবার বিবর্ণ হইলেও নোংরা বা ময়লা না হইতে পারে। নূতন রবার অপেক্ষা পুরাতন রবার ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ, তবে রবার যাহাতে শক্ত না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যাহা হউক, এখন সমতল ক্ষেত্র বিশিষ্ট কাষ্ঠে পালিশ লাগাইবার জন্য সাধারণতঃ যে রবার ব্যবহৃত হয়, তাহার নির্ম্মাণ প্রণালীর কথা অলোচনা করা যাউক। প্রথমেই এক বা দুই ইঞ্চি পরিমিত চওড়া একখণ্ড দীর্ঘ পশমি কাপড়ের ফালি সংগ্রহ করিতে হইবে। এই কাপড়ের ধার কাটা হইলে চলিবে না; কারণ তাহা হইলে ইহা ধারাল ও শক্ত হইবার সম্ভাবনা। এখন এই ফালিটী আঁট করিয়া জড়াইয়া একটী গুটি পাকাও, এবং একটী সরু সুতলী দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধ। কেমন করিয়া গুটাইতে বা বাঁধিতে হইবে, তাহা নিয়ের চিত্র দেখিলেই পরিষ্কার রূপে বোঝা যাইবে।

১ নং চিত্র
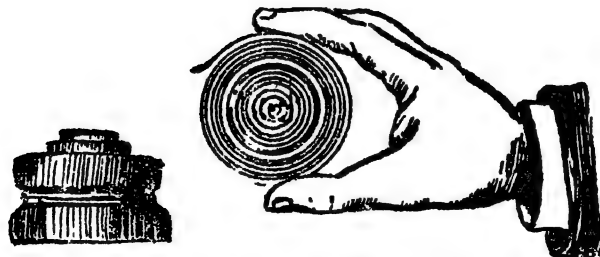
সমতল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রবারের গুটির সম্মুখ ও পার্শ্বের দৃশ্য

কার্য্যের পরিমাণ অনুযায়ী এই গুটিটীকে ১, ২ বা ৩ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট করিতে হইবে। অর্থাৎ বেশী কাঠ পালিশ করিতে হইলে বড় এবং কম কাঠ পালিশ করিতে হইলে ছোট করিয়া গুটিটীকে বাঁধিতে হইবে। এখন কেবল একখণ্ড ছোট লিনিন কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিলেই রবার তৈয়ারী হইয়া গেল। লিনিন খানিকে দুই পুরু করিয়া তাহার মধ্যে গুটিটীকে রাখিয়া লিনিনের চারিকোণ একত্র করিয়া ধর। এই চারি কোন সুতা বা দড়ি দিয়া বাঁধিতে নাই। পুডিং তৈয়ারী করিবার সময় কেমন করিয়া হাত দিয়া কাপড় ধরিতে হয় তাহা সকলেই দেখিয়াছে ; এক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবেই কাপড় ধরিবার নিয়ম।

২ নং চিত্র

## খারাপ রবার বা গুটি খারাপ ভাবে ধরা হইয়াছে

কিন্তু এরূপ রবার দ্বারা কেবল সমতল ক্ষেত্রই পালিশ করা চলে। অন্য কোন প্রকার কার্য্যের পক্ষে (যথা,—গোলাকার এবং ঘোরান বা পেঁচ বিশিষ্ট হাতল বা পায়া প্রভৃতি স্থানে পালিশ করিবার পক্ষে) ইহা সম্পূর্ণ রূপেই অনুপযুক্ত। আবার বড় বড় মেহগিনি কাঠের দরজা, জানালা বা অন্যান্য আসবাবও ইহা দ্বারা ভাল রকমে পালিশ করা যায় না। কারণ এই রবার বৃত্তের মত আকার বিশিষ্ট হওয়ায় ইহা দরজা জানালা প্রভৃতির নীচের তক্তার কোণ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না। নিম্নের চিত্রের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ব্যাপারটী পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে।

৩ নং চিত্র
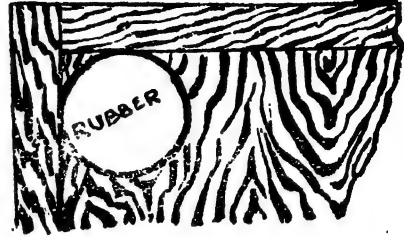
ফ্রেঞ্চ পালিশ করিবার জন্য সাধারণতঃ যে রবার ব্যবহৃত হয়, নিম্নে তাহার একটি ছবি দেওয়া গেল।

৪নং চিত্র

## ফ্রেঞ্চ পালিশের উপযোগী রবার

এইরূপ রবারের দ্বারা সকল প্রকার আসবাবই পালিশ করা যায়, কারণ কোণ, বেচ বা বাক্ সকল স্থানেই ইহা পৌছান সম্ভব। একজন পাকা পালিশ-কারকের নিকট এই ধরণের একটী সুগঠিত, কোমল ও নমনীয় রবার (অবশ্য যদি ইহার বহিরাবরণের কাপড় খানি কোন রূপ ভাঁজ বা দাগ বর্জ্জিত হয়) কোন সুদক্ষ তক্ষশিল্পীর হস্তে তীক্ষ্ণধার র‍্যাদার মতই আদর-নীয় ও উপকারী। যাহা হউক, উক্তরূপ রবার কেমন করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় এখন তাহাই বলিব।

নরম সুটি পাকাইবার উপযোগী একখানি ওয়াডিং হইতে ৯ইঞ্চি লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি চওড়া একটী ফালি

কাটিয়া লও। (অবশ্য ইহা দ্বারা একটী বড় রবারই প্রস্তুত হইবে ; প্রস্থে আরও ছোট হওয়া আবশ্যক।) এখন এই কাপড়ের টুক্‌রাটীকে দুই ভাঁজ করিয়া ফেল। তাহা হইলে ইহা ৪½ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি হইয়া গেল। এখন ইহাকে এক হাতের চেটোর উপর রাখিয়া আর এক হাতের চেটো দিয়া চাপিয়া গুটাইয়া ৪নং ছবির আকার বিশিষ্ট কর। ৪, ৫ এবং ৬নং চিত্র ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই ইহার আকৃতি, নির্ম্মাণ এবং ধারণ প্রণালীর বিষয় সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

তাহার পর রবারের মুখে একটু পালিশ ঢালিয়া দিয়া ইহাকে একখণ্ড পরিষ্কার ও নরম ন্যাকড়া দিয়া মুড়িয়া ফেলিতে হইবে। এই ন্যাকড়া কেমন করিয়া ধরিতে হয় সে কথা গোল রবারের সম্পর্কে পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে। তফাৎ এই যে, এক্ষেত্রে ইহা মুড়িবার সময় রবারের উপরদিকে (অর্থাৎ ইহার যে দিকটী মোটা সেই দিকে) কাপড়খানিকে পাকাইয়া ধরিতে হয়। যতই পাক দেওয়া যাইবে রবারের অগ্রভাগও ততই সরু হইতে থাকিবে এবং ভিতরের পালিশ কাপড় ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিবে। নিম্নে একটী কাষ্ঠের কোণের দিক পালিশ করিবার উপযোগী রবারের চিত্র দেওয়া হইল।

৫ নং চিত্র

ফ্রেঞ্চ পালিশের উপযোগী রবার

আমরা উপরে রবারের গুটিকার বহিরাবরণ স্বরূপ র‍্যাগ্ বা ন্যাকড়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছি। কিন্তু যেমন তেমন ন্যাকড়া হইলে চলিবে না। খুব দেখিয়া শুনিয়া উপযুক্ত ন্যাকড়া বাছিয়া লওয়া উচিত। কারণ উহার উপর যদি কোন জোড়ন্ বা সেলাইয়ের দাগ থাকে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। রবার ঘসিবার সময় পালিশের উপর দাগ পড়িয়া সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম এই ন্যাকড়াটি নির্দ্দোষ হওয়া চাই। লিনিন বা তুলার কাপড় হইলেই চলিবে; তবে ইহা যেন নরম সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার হয় এবং ইহাতে কোনরূপ জোড়নের দাগ বা সূতার গুটলি না থাকে। পুরাতন সার্ট বা অন্য কোনরূপ বহুদিন ব্যবহৃত কাপড়ই রবারের পক্ষে উপযুক্ত ন্যাক্‌ড়া। কারণ ঐ সমস্ত কাপড় অনেক বার কাচিয়া কাচিয়া নরম ও মসৃণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে নূতন কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে না, এমন কথা বলি না। কেবল কাপড় যদি নূতন হয় তাহা হইলে তাহাকে কাচিয়া নরম ও মসৃণ করিয়া লইবে ইহাই আমাদের বক্তব্য।

আমরা বার বার বলিয়াছি, পালিশে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই ড্যাম্প ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই রবারের সমস্ত উপাদানই বেশ ভাল করিয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত। এখন কি দিয়া প্যাড বা গুটিকা তৈয়ারী করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রবার পাওয়া যাইবে—তাহাই আলোচনা করা যাউক। সাদা ওয়াডিং (wadding) বা ব্যাণ্ডেজ্ করিবার জন্য ব্যবহৃত তুলা (যাহা সাধারণতঃ যে কোন ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়) রবারের প্যাড্ করিবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ বলিয়াই গণ্য। যে সমস্ত দোকানে লেপ, গদি, বালিশ প্রভৃতি গৃহ সজ্জাদি বিক্রয় হয়, সেখানেও অনেক সময় এই তুলা পাওয়া যায়। অবশ্য ডাক্তারখানার তুলা খুবই বিশুদ্ধ, কিন্তু ইহার দামও অত্যন্ত বেশী। আমাদের কার্য্যের জন্য গৃহসজ্জার দোকান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের তুলা কিনিলেই চলিবে। প্যাড্ করিতে

খরচ খুবই অল্প পড়ে। কয়েক আনার তুলা কিনিয়া তাহা দ্বারা প্যাড্ তৈয়ারী করিলে তাহাতেই অনেক দিন কাটিয়া যায়।

এখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। কটন্ ডিষ্ট্রিক্টে যে কাঁচা তুলা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাও সুন্দর রূপে কাজ চলিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া বালিশ বা গদি করিবার জন্য যে তুলা বিক্রয় হয় তাহা দ্বারা ভাল রবার তৈয়ারী করা যায় না। কখন কখন বা শুদ্ধ ফ্লানেল দিয়া রবার প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যবহার করায় যে বিশেষ কোন লাভ আছে তাহা মনে হয় না। কাজেই যাহারা শিক্ষানবিশী করিতেছে, তাহাদের পক্ষে অন্য কোনরূপ বাজে রবার ব্যবহার না করিয়া ওয়াডিং নির্ম্মিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রবার ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

যাহারা শিক্ষানবিশী করিতেছেন, তাঁহাদের প্রথমে বড় রবার ব্যবহার করা উচিত নয়। কখন কিরূপ আকারের রবার ব্যবহার করা উচিত, অভিজ্ঞতালাভের সহিত তাহার জ্ঞান জন্মিবে। মাঝারি আকারের রবার আঙ্গুল দিয়া ধরিতে হয়, কিন্তু বড় রবার সমস্ত হাত দিয়া ধরিতে হয়। কিরূপে ধরিতে হয়, তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

৬ নং চিত্র

ঠিক ভাবে রবার ধরিবার প্রকৃতি

রবার ব্যবহার করিবার সময় উহাতে পালিশ দিতে হইবে। রবারে পালিশ দিবার কিছু বিশেষত্ব আছে। রবারের উপরকার আবরণ খুলিয়া একটু একটু পালিশ ঢালিয়া দিতে হইবে। এরূপ ভাবে পালিশ ঢালিতে হইলে একটি বোতলে পালিশ রাখিয়া ছিপিতে এমন ভাবে ছিদ্র করিতে হইবে যে, একবারে সামান্য কয়েক ফোঁটা মাত্র রবারে পড়িবে। কোন কোন পালিশকারক রবারের একটু অংশ পালিশে ডুবাইয়া লইয়া পালিশ লাগাইয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ পালিশকারকই বোতলের ছিপিতে ছিদ্র করিয়া রবারে পালিশ ঢালিয়া থাকেন। রবারটিকে ভিজাইতে যতটুকু পালিশের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক পালিশ একবারে লওয়া উচিত নয়। রবারের সকল স্থানে যাহাতে পালিশ লাগে, তাহার জন্য রবার ধীরে ধীরে টিপিতে হইবে। রবারের সকল স্থানে সমান ভাবে পালিশ লাগিলে উহা কাঠে লাগাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে কাঠে প্রথম কোটিং পালিশ লাগাইতে হইবে।

আসবাবের সর্ব্বদেহে যাহাতে সমান ভাবে পালিশ লাগে, সেই ভাবে পালিশ লাগাইতে হইবে। ধরা যাক, একটা সমতল কাঠ পালিশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। রবার অল্প চাপ দিয়া, কাঠের আঁশের যে দিকে অবস্থিতি সেই দিকে উহা টানিয়া সমস্ত কাঠে পালিশ লাগাইয়া দিবে। অতঃপর আঁশের পাশের দিকে টানিয়া পালিশ লাগাইয়া দিবে। তাহার পর ধীরে ধীরে পালিশ করিতে হইবে। যেমন পালিশ হইতে থাকিবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গতি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

যতক্ষণ রবার কাঠের সম্পর্কে থাকিবে, ততক্ষণ রবার একবারও থামাইয়া রাখিলে চলিবে না। কখনও কাঠের উপর রবার ফেলিয়া রাখিবে না—ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে। রবার যখন শুকাইয়া আসিবে তখন উহাতে একটু পালিশ লাগাইয়া লইবে, কিন্তু সাবধান, পালিশ যেন বেশী না হয়।

একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নূতন অপেক্ষা পুরাতন রবারই ভাল। সুতরাং কাজ হইয়া গেলে উহা বায়ু-অবরোধক (air-tight) কৌটার মধ্যে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন কাজ শেষ হইয়া উক্ত রবারে আর কোন কাজ হইবে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রবার ফেলিয়া দিও না। হাওয়ার মধ্যে আলগা করিয়া রাখিয়া দিলে অবশ্য রবার শক্ত হইয়া যায়, এবং কৌটার মধ্যে রাখিয়া দিলে তাহা হয় না। আলগা থাকিলে উহা শক্ত হইয়া যায়, কারণ পালিশের মধ্যে যে স্পিরিট থাকে, তাহা উপিয়া যাইয়া যে গালা অবশিষ্ট থাকে তাহা কঠিন হইয়া যায়। যাহাতে হাওয়া না লাগে এইরূপ কৌটার মধ্যে উহা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু নিত্য যে কৌটা ব্যবহৃত হইবে, তাহা বায়ু-অবরোধক হইতে পারে না। সুতরাং যে কৌটায় উহা রক্ষিত হইবে, সেই কৌটায় কয়েক ফোটা স্পিরিট ঢালিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে আর কৌটার মধ্যে রবার শুকাইয়া যাইবে না।

এই স্থানে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা দরকার যে, সাধারণতঃ রবার বলিলে যাহা বুঝায়, পালিশকারকের রবার আদৌ তাহা নহে। পালিশ কারকের হাতে আমরা সাধারণতঃ যে ন্যাকড়ার পুটুলি দেখি, পাশ্চাত্য জগতের পালিশকারক তাহারই নামকরণ করিয়াছে রবার।

---
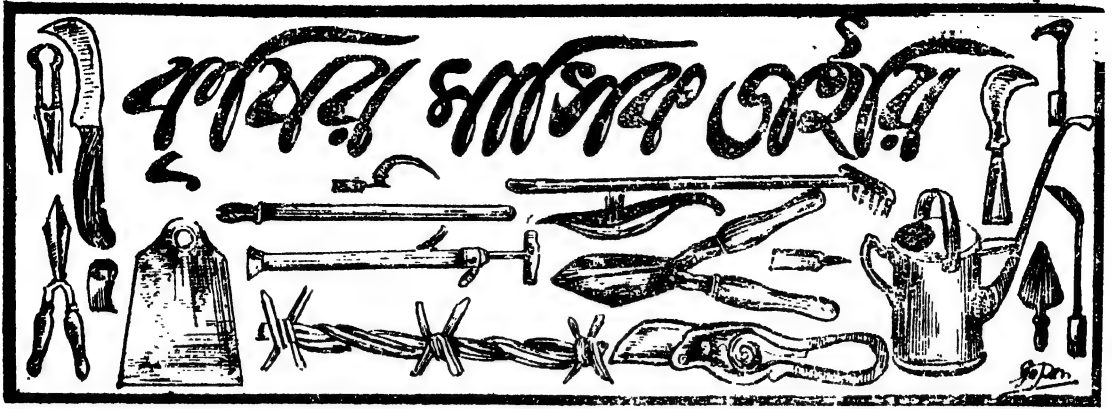
# পশ্চিমের মাটী

## ফুলের বাগান

যে সকল ফুল গাছের পাতা ঝরিবার সময় হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাঁটিয়া দিবে, গাছের যখন ফুল দেওয়া শেষ হয়, তখন তাহাদের ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। কারণ নূতন ঋতু আসিলেই তাহারা আবার ফুল দিবে। পেটুনিয়া (Petunia) উর্ব্বর জমিতে রোপণ করিলে বর্ষাকালে প্রচুর পারমাণে ফুল দিবে। খুব প্রখর সূর্য্য-কিরণও ইহার কিছুই করিতে পারে না—কিন্তু সমগ্র গ্রীষ্মকাল ইহার গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া চাই।

অধিকাংশ Season-flower বা ঋতুকালীন ইংরাজী ফুলগাছ যাহা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায় এই সময়ে তাহারা যথেষ্ট ফুল দেয়, কিন্তু এই মাসের শেষে তাহাদের গোড়ায় প্রচুর জল দেওয়া উচিত। এই সময়ে লিলি জাতীয় ফুল রোপণ করা উচিত, এ্যামারিলিস্ (Amaryllis) জন্মাইবার পর, যখন তাহাদের ডাঁটা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন পচা সার অথবা এক বৎসরের পুরাতন ঘোড়ার বিষ্ঠা যাহা চালুনি দিয়া বেশ করিয়া চালিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা সমস্ত জমির উপর এক হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত পুরু করিয়া দিবে, এবং জমি খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবে।

চন্দ্রমল্লিকার একটী মাত্র শাখা রাখিয়া নড়াইয়া দিবে, এবং যখন চারা বড় হইতে থাকিবে তখন যে সমস্ত ডাঁটা বা শাখা সেই একই শিকড় হইতে বাহির হইবে, তাহা ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। যদি বেশী পরিমাণে ফুল উৎপাদন করিবার ইচ্ছা হয় এবং বড় ফুল পাইতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে ফুল গাছের শাখা ছয় কিম্বা আট ইঞ্চি লম্বা হইলেই ডগা কাটিয়া দিবে এবং তাহার পর অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হইলে তাহাদের প্রত্যেকের আগা, তুমি যতগুলি ফুল পাইতে ইচ্ছা কর, সেই পরিমাণে কাটিয়া দিবে, কিন্তু সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, শাখা যত বাহির হইবে ফুলও সেই পরিমাণে ছোট হইবে। কুঁড়ি হইবার সময়ে গ্রীষ্মকালে চারা ফুলের বাগানে জন্মাইতে পারে। পূর্ব্বেকার নিয়মই ভাল, কারণ ইহাতে শীঘ্র ফুল হয় এবং ইহাতে চারার একস্থান হইতে অন্যস্থানে নড়াইবার দরুণ কোন ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় নিয়মটী অবলম্বন করিলে গাছের খুব জোর হয় এবং বেশী ফল ফুল দেয়।

যদি শেষ নিয়মটি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে খুব যত্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে শিকড় সহ চারা-

গুলি জমি হইতে উত্তোলন করিতে হইবে এবং উহা রোপণ করিবার পর কয়েক দিন ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। মোটা ডালগুলি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেজন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং প্রত্যেক ডালের সঙ্গে কোন কিছু অবলম্বন বাঁধিয়া দিতে হইবে, উত্তাপ হইতে কচি চারাগুলি যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং শীতকালে ঠাণ্ডার সময়ে উত্তাপের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন চারার ভিন্ন ভিন্ন রকমের তদ্বির করা আবশ্যক, কারণ কতকগুলি চারা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতে পছন্দ করে এবং কতকগুলি ছায়া ভালবাসে। চারা লাগাইবার টব ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহার ভিতর এবং বাহির বেশ করিয়া ধৌত করিবে। তাহার পর যদি যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস ও রৌদ্রের উত্তাপ মাটীর মধ্যে অথবা গাছের গোড়ায় প্রবেশ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহারা হেলিয়া পড়ে এবং অসুস্থ হয়। টব ধুইবার পর ইহাকে বাতাসে রাখিয়া সুন্দর করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে, যদি টপ ধোয়া না হয়, তাহা হইলে তাহা শুক্‌না কাপড় দিয়া এরূপ ভাবে ঘষিতে হইবে যেন ইহার সমস্ত ময়লা উঠিয়া যায়। টবের মাটী তৈয়ার করিবার পক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীই উৎকৃষ্ট :—

প্রথমে টবের তলার ছিদ্রটী ছিপি অথবা ন্যাক্‌রা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া প্রথমে এক থাক (layer) ঝামার টুক্‌রা বা কাঁকর, বা ইটের টুক্‌রা বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর বালি বিছাইয়া দিবে, তাহার উপরে কিছু কাঠের টুক্‌রা দিতে পারিলে খুব ভাল হয়, অভাবে পুনরায় ঝামার টুক্‌রা বিছাইয়া দিয়া পরে সার মিশ্রিত মাটী দিয়া টব ভরিয়া তাহার উপর এক ইঞ্চি পরিমাণে গোবরের সারের সূক্ষ্ম গুঁড়া দিলেই টব চারা রোপণের উপযোগী করিয়া তৈয়ার করা হইল। ঝামা, কাঁকর ইত্যাদির যে স্তর বা layer এর কথা উল্লেখ করিলাম, উহা প্রত্যেক স্তর এক ইঞ্চি পুরু হইলেই যথেষ্ট হইবে।

এই উপায়ই পয়ঃপ্রণালীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এবং ইহার দ্বারা মাটীর উৎকৃষ্ট কণাগুলি ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

Amaryllis যত্ন করিয়া রোপণ করিলে ইহা হইতে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটান যাইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। এদেশে সাধারণতঃ লোকে তেমন যত্ন করিয়া ফুল গাছের তদ্বির করে না ; তাই পাশ্চাত্য দেশের মত ফুলও ফোটে না এবং দামও মেলেনা।

গার্ডেনিং ওয়ারল্‌ড্‌ (Gardening World) এ প্রকাশিত নিম্নের উপদেশটী স্মরণ রাখা উচিত :—

সাধারণতঃ এ্যামেরিলিস্‌ (Amaryllis) এর ঠিক যত্ন লওয়া হয় না। ইহা যখন বাড়িতে থাকে তখন ইহার প্রচুর পরিমাণে সূর্য্য কিরণ এবং নির্ম্মল বায়ু পাওয়া উচিত। মাটীর সহিত কিছু বালি মিশাইয়া মাটীকে ঠিক দোআঁশ করিয়া লইতে হইবে। টপে যেন সুন্দর নালী থাকে এবং চারার ডাঁটার অপেক্ষা যেন টব বড় না হয়, যদি টব জলে পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে টবের মাটী খারাপ হইয়া যায় এবং চারার শিকড় মরিয়া যায়। অনেক শিকড় বিশিষ্ট একটী বৃহৎ ডাটার পক্ষে আট ইঞ্চি পরিমিত একটী টবই যথেষ্ট এবং সাধারণ চারার পক্ষে ছয় ইঞ্চি টব যথেষ্ট। নূতন কেনা চারার পক্ষে যাহার কোনই শিকড় বাহির হয় নাই, তাহার পাঁচ ইঞ্চি টব যথেষ্ট।

চারা বাড়িতে থাকিবার ঠিক্‌ পূর্ব্বেই এবং বৎসরের প্রথমেই যে সকল চারা টবে বসান উচিত তাহাদের টবে বসাইতে হইবে এবং যাহাদের তাহা দরকার নাই, তাহাদের অনুরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সাধারণতঃ পাতা বাহির হইবার

অগ্রেই ফুলের শিষ বাহির হইতে থাকে এবং ফুল ফোটা শেষ না হইলে পাতা বাহির হয় না। গাছে জল বেশ সাবধানের সহিত দিতে হইবে। যতদিন পাতা আপনিই বাহির না হয় তত দিন মাটীকে মাত্র ভিজা অবস্থায় রাখিবে। কিন্তু ইহার পর অধিক পরিমাণে জলের দরকার। ফুল দেওয়া শেষ হইলে চারাগুলিকে যেখানে বেশী সূর্য্য কিরণ পতিত হয়, সেইখানে রাখিবে এবং এই সময়ে যত্ন করিলে, তবে আগামী ঋতুতে আবার বেশী ফুল দিবে।

শরৎকালে, চারার ক্রমান্বয়ে বাড় বা বৃদ্ধি কমিয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে কম পরিমাণে জল দিবে এবং যখন পাতা সকল হরিদ্রা বর্ণ হয় অথবা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তখন তাহাদের একেবারে ছাটিয়া দিবে এবং একটা ঠাণ্ডা নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দিবে। প্রত্যেক বৎসরেই তাহাদিগের জন্য টব বদলাইতে হইবে না, পরন্তু দুই বৎসর অন্তর একবার বদলাইলেই যথেষ্ট।

এক বৎসর অন্তর, বাড়িবার পূর্ব্বেই বসন্ত কালে তাহাদের মাথাগুলা একবার ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার করিয়া তরল সার ব্যবহার চারার পক্ষে বিশেষ উপকারী; কারণ ইহার দ্বারা তাহাদের উত্তম পাতা এবং ফুল ও ডাঁটা হয়। টবে বসাইবার সময় ডাঁটার অর্দ্ধেক অথবা তিন ভাগ মাটি দিয়া আবৃত করিয়া দিবে।

## টেনিস খেলার মাঠ

টেনিস্, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার মাঠ এই সময়ে তৈয়ার করাই প্রশস্ত। অনেক সৌখিন ব্যক্তির ধারণা যে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল, কিন্তু ইহা ভুল।

যদি বৃষ্টির জলের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে মাঠের উন্নতির আশা একরূপ অসম্ভব। স্থান মনোনীত করিবার পর, প্রথম কার্য্য হইবে যত গর্ত্ত আছে তাহা বুজাইয়া জমিটাকে সমান করা, তাহার পর গর্ত্ত করিবার সুবিধার জন্য জল উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হইবে। তাহার পর দুই ফিট গভীর করিয়া জমী খনন করিবে এবং যত শিকড়, আগাছা, ইট ইত্যাদি আবর্জ্জনা থাকে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার পর পুনরায় জল দিতে হইবে।

এই সময়ে সমস্ত মাটি ভিজাইয়া দিতে হইবে। যাহাতে মাটীর মধ্যে জল বসিয়া জমিটী বেশ আট বাধিয়া (settled) যাইতে পারে। কারণ জমিতে ভালরূপ জল না খাওয়াইলে পরে কোন কোন স্থানে টোল্ খাইয়া গর্ত্ত হইয়া যাইবে। যখন জমি শুকাইয়া কার্য্যের উপযুক্ত হইবে (এবং এইখানে মনে রাখা উচিত ভিজা জমিতে যেন কোন পাইটের কার্য্য করা না হয়) তখন চারি ইঞ্চি পরিমিত পুরু করিয়া উপযুক্ত সার জমীতে দিবে এবং কোদালি দিয়া আট ইঞ্চি বা এক ফুট পরিমাণ গভীর করিয়া মাটি এবং সারের সহিত মিশাইয়া খনন করিবে। তাহার পর আর একবার জল দিতে হইবে, এবং তাহার পর জমি শুকাইয়া ব্যবহারের উপযুক্ত হইলে সমান করিয়া দিবে। এইবার জমি ঘাস লাগাইবার উপযুক্ত হইবে।

উপযুক্ত পরিমাণে জল, শিকড় সহ কর্ত্তিত দুর্ব্বা ঘাসের খণ্ড, গোবর এবং মাটীর সংমিশ্রণে লেপো প্রস্তুত হয়। যে ঘাস ব্যবহার করা হইবে তাহার নির্ব্বাচনে যেন বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। দেখিতে হইবে যেন তাহাতে আগাছা না থাকে। শক্ত বেঁটে দুর্ব্বা ঘাসই ব্যবহার করিবে, কারণ গিট হইতে নুতন ঘাসের শাখা বাহির হয়। ঘাসগুলিকে খুব সূক্ষ্ম করিয়া কাটিবে না, ইহা তুষের ন্যায় রাখিবে।

তাহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী জমিতে এই মিশ্রিত দ্রব্য আধ হইতে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া

প্রলেপ দিবে। যদি যত্নের সহিত জল দেওয়া হয় এবং উপযুক্ত তদ্বির করা হয় তাহা হইলে তিন সপ্তাহ হইতে এক মাসের মধ্যে জমি সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এবং সেই সময় হইতে নিয়মিত রূপে ঘাস কাটিয়া এবং ছাটিয়া দিতে হইবে।

## সব্জী বাগান

ইংরাজী শাক সব্জী বপন করিবার এখন আর সময় নাই। এই মাসে রীতিমত জল দেওয়া একটা প্রধান কার্য্য। এই সময়ে কপি ফুল, মটর কপি, ক্যারট এবং নানাবিধ শাকসব্জী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বীজ করিবার জন্য ধীরে ধীরে মটর গাছে জল দিবে। কিন্তু অনেকে এইখানে একটা মস্ত ভুল করিয়া বসে।

এই সময়ে আলু তুলিবার উপদেশ নানা কারণে দেওয়া যাইতে পারে। আলু পরিপক্ক হইলেই তোলা উচিত।

কোদালী দ্বারা আলু তুলিবে না, পরন্তু কত্তরী ব্যবহার করিবে। আলুর শিকড় যতদূর গিয়াছে তাহার কিছু নীচ হইতে মাটী খুড়িবে এবং মাটী এরূপ পরিষ্কার করিয়া লইবে যেন আলুর গায়ে কোন মাটী না থাকে; আলুর শিকড় খানিকটা করিয়া মাটীর নীচে রাখিয়া মাটী খোড়া খুব খারাপ।

## ফলের বাগান

গত মাসে যে সকল দ্রাক্ষা লতা দেখা যায় নাই তাহা ছাটিয়া দিবে। দ্রাক্ষালতার আবাদ এদেশে খুবই উপেক্ষার চক্ষে দেখা হয় এবং দ্রাক্ষা লতা ছাটিয়া দিবার প্রণালী না জানা থাকার দরুণই এরূপ হয়।

## পার্ব্বত্য প্রদেশে ফুলের বাগান

ফুলের বাগানে পেটুনিয়াস (petunias); সিনারারাস্ (Cinera.ers) এবং প্রাইমুলাস (Primulas) তুলিবার সময় হইয়াছে। ইহাদিগকে যদি খোলা যায়গায় রাখা হয়, তাহা হইলে ছায়ার দরকার।

এষ্টারস্ (Asters), ক্যালকোলারিয়াস্ (Calceolarias), দেসিস্ (Daisies) এবং প্যানসিস্ (Pansies) এই সময় রোপন করিবে।

পেলারগোনিয়ামস্ (Pelargoniums), গেরা-নিয়ামস্ (Geraniums) এবং চন্দ্রমল্লিকার টব বদলাইয়া দিবে। চন্দ্রমল্লিকাকে এখনও কাটিয়া দেওয়া চলে।

এই মাসের প্রথমেই প্রত্যেক চন্দ্রমল্লিকাকে এক একটী টবে বসাইবে এবং তাহারা বড় হইলে বড় টবে বসাইবে; এবং এপ্রিল মাসে তাহাদিগকে বড় টবে অথবা মাটিতে পুতিবে। যদি তাহাদিগকে ফুল ফুটাইবার দরকার হয় তাহা হইলে টবে বসাইবার পর অথবা মাটিতে পুতিবার পর তাহাদের মাথা মাত্র একবার ছাটিয়া দিবে। দক্ষ মালির স্মরণ রাখা উচিত যে, হলিহকের (Hollyhocks) বৎসর বৎসর ফুল হয়, তাহাদের ফুল দেওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাটিয়া দিবে না। শুকনা পাতা ব্যতীত আর কিছু কাটিবে না।

## সব্জীবাগান

এই সময়ে কয়েকটী সব্জীর বীজ রোপন করা যাইতে পারে। মটর বা ক্যারটের বীজ বপন করা যাইতে পারে, কিন্তু শিশির হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন।

## ফলের বাগান

ফলের বাগানে যে সমস্ত ফলের গাছের শিকড় পুর্ব্বেই খুলিয়া গিয়াছে বা যাহাতে সার দেওয়া হইয়াছে তাহাদের গোড়ায় জল দিতে হইবে। পানফল পুতিতে হইবে। যদি তাহাদের চারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলে তরল সার দিয়া বলবান করিতে হইবে।

অনেকে বলেন যে এই সময়ে গাছের গোড়ায় সার লাগাইয়া দিতে হইবে, এবং যখন জমিতে কোন আগাছা না থাকে তখন ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ফল পাকিবার আগেই গাছের গোড়া বাহির হইলে, ঐরূপ সার প্রয়োগ কিছু দেরীতেই করা ভাল।

সমস্ত ফল গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে এবং তাহার চারি পাশের মাটি খুড়িয়া দিতে হইবে; কিন্তু ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে সে যতদিন শিশির পড়িতে থাকিবে ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আপেল এবং ফুল ইত্যাদির গাছ ছাটিয়া দিতে হইবে এবং ইহাদের গোড়ায় সার দিতে হইবে। এমন শত ২ ছোট বড় ফলের বাগান আছে, যাহাতে —অনেক মুল্যবান গাছ আছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দেয় না অথবা যদিও দেয় তাহা খুবই কম—এবং ইহার একমাত্র—কারণ তাহাদের ঠিক সময়ে ছাটিয়া দেওয়া হয় না বা রীতিমত সার দেওয়া হয় না। বিশেষতঃ বড় বড় ফলের গাছে আদৌ সার দেওয়া হয় না এবং সেই জন্য সম্পুর্ণ পরিমাণে ফলও দিতে পারে না। যে সকল গাছে বড় বড় ফল হয় তাহাদের এমন করিয়া রোপন করা উচিত যাহাতে জমি লাঙ্গল দিয়া চাষ করা যায়। আর গাছে সার দিবার প্রণালী সম্বন্ধে নিউজিল্যাণ্ড দেশে ফল উপাদন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মাননীয় মিঃ জি, সি, ব্লাকমোর (Mr. G. C. Blackmore) নিম্নলিখিত উপদেশটী দিয়াছেন—

"যদি দেখা যায় গাছ খুব শক্ত, মোটা ও সতেজ হইয়া বাড়িতেছে এবং ঘোর সবুজ বর্ণ পাতায় পুর্ণ হইতেছে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে—সেখানকার জমিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে, তখন যে সারে নাইট্রোজেন নাই—তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে গাছ খুব বাড়িতেছে এবং ঘোর সবুজ বর্ণের পাতা পুর্ণ হইতেছে, কিন্তু কোন ফল দিতেছে না,—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জমিতে পটাস্ এবং ফস্ফরাস এসিড কম আছে—এবং যে সারে উহা বিদ্যমান আছে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে। যদি দেখা যায় গাছ সরু হইয়া গিয়াছে, খুব আস্তে আস্তে বাড়িতেছে এবং পাতা সকল দুর্ব্বল হলদে বর্ণের হইয়াছে, তাহা হইলে মাটিতে নাইট্রোজেন কম আছে বুঝিতে হইবে এবং যে সারে নাইট্রোজন আছে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

উৎকৃষ্ট সার অথবা শুকনা রক্ত, সালফেট অব এ্যামোনিয়া অথবা নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিলেই চলিবে। সময়ে ফল না হইলে গাছের শিকড় ছাটিয়া দেওয়া বা সার ব্যবহার করা অনেকেই ভাল মনে করেন। অনেকে ইহাও বিশ্বাস করেন যে, গাছের শিকড় ছাটিয়া দিলে ফলের গুণ বাড়িয়া যায় এবং ফলে কোন পোকা হয় না। যে সকল গাছের শিকর মাটির নিচে সোজা হইয়া অনেক দূরে যায় তাহার অপেক্ষা যে সকল গাছের শিকড় মাটির একটু নীচে খুব বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেই গাছ খুব রস গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার ফল খুব সুস্বাদু এবং রসাল হয়।

# বাঙ্গলাদেশ

## ফুলের বাগান

এই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যে ফুলের গৌরব অতুলনীয়। গোলাপ গাছ এই সময়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুল প্রদান করে।

এই সময়ে ইহার গোড়া খুড়িয়া মধ্যে ২ খুলিয়া রাখা দরকার, যে সকল গাছ একবৎসর ফুল দিয়া মরিয়া যায় তাহারা এখন যথেষ্ট পরিমাণে ফুল দিবে। সুতরাং তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। যে সকল ফুলের শিষ হয় তাহার বীচ এই সময় বপন করিবে এবং সপ্তাহে দুইবার করিয়া কিছু তরল সার ইহার গোড়ায় দিবে। এই সময় ইহাদের মাথা ছাটিয়া দিবে এবং গোড়ার জল নিয়মিত ভাবে দিতে হইবে।

গোলাপের এই সময় কুঁড়ি হইতে পারে। এই মাসের শেষে যে সকল চারার ডাটা শীত কালে বাহির হইয়াছিল তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এই সকল ডাটা কাটিয়া দিয়া পুনরায় ভাল উর্ব্বর মাটি দিয়া টবে বসাইবে। এ্যামেরিলিস এবং হিপ্পিস (Amaryllis) and (Hippeas) এর টবে যেন সুন্দর রূপে জল দেওয়া হয়।

## সব্জী বাগান

বাঙ্গলা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই সময়ে শাক সব্জীর বাগানে নিয়মিত ভাবে জল দিবে। পূর্ব্ব এবং নিম্ন বাংলায় নিশ্চয়ই গরম হইবে এবং এক পশলা বৃষ্টি হইয়া প্রভূত উপকার সাধন করিবে। এই মাসে চিনা কপি রোপন করা যাইতে পারে। যদি কোন মটর বীজের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহাতে কিছু সামান্ত পরিমাণে জল দেওয়া যাইতে পারে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের উপযোগী বীজ বপন করিবার জন্ত জমি প্রস্তুত করিবে।

তাহার পর জমি সুন্দর রূপে খনন করিয়া এবং আগাছা সকল পরিষ্কার করিয়া সার ব্যবহার করিবে। ফলের বাগান আম, লিচু; জাম ইত্যাদি ফলের গাছে যেন এই সময় উপযুক্ত পরিমাণে জল দেওয়া হয়। সকলেরই এখন ফুল বাহির হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া জমিটা ভিজাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হইবে। তাহার পর সমান পরিমাণে গোবরের সার কাঠের ভস্ম এবং মাটী ব্যবহার করিবে। যেমন গরম পড়িবে সেইরূপ ভাবে জল দিবে।

## সবজী বাগান সম্বন্ধে
## বার মাসের কর্ত্তব্য নির্ণয়
### জানুয়ারী পৌষ মাসের শেষ পক্ষ ও মাঘ মাসের প্রথম পক্ষ

সকলপ্রকার শাক্ সবজীতে সপ্তাহে ২.৩ বার করিয়া, রীতিমত জল সেচন করিবে। কুমড়া ও লাউ গাছে প্রতিদিন জল দিবে। সকল প্রকার সবজীর মধ্যেই সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তরল সার দিতে পারিলে ভাল হয়।

পৌষ মাসের শেষ পক্ষে, নামী (Late) ফসল পাইবার জন্ত সরিষা, রাই, সিপনাক ও সালাপের বীজ বপন করিতে পার। এবং বীজ রাখিবার জন্ত, যাহাতে ফুল জন্মে নাই এরূপ সবল মুলার মূল শিকড়ের সরু ডগা কাটিয়া, স্থানান্তরে (যাহা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া আছে) রোপন কর। যদি বান্ধা ও ওলকপির এবং সেলেরির চারা, পুর্ব্বের রোপনাবশিষ্ট কিছু "হাপোরে" (যে স্থানে শিশু চারা রক্ষা ও পালন করা

যায়) থাকে, তাহা এই সময়ে নাড়িয়া ক্ষেতে রোপণ কর। ফুটী, কাঁকুড় ও ভূয়ে শশার বীজ রোপণ কর। পূর্ব্বরোপিত সেলেরি সাদা করিবার জন্য এই সময়ে মাটী চাপা দিবে।

আর্টি চোক, ছালাদ, সরিষা হালিসের কতকগুলি সুস্থ সবল চারা (যাহার ফসল শীঘ্র (early) পাইবার জন্য পূর্ব্বেই বীজ বপন করা হইয়াছে,) বীজের জন্য রাখিয়া দাও।

**ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ও ফাল্গুনের প্রথম পক্ষ**

ক্ষেতে যে সকল সবজী প্রস্তুত আছে তাহাদের মধ্যে নিয়মিত রূপে জল সেচন কর; যে সকল মটর বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জলের পরিমাণ কম করিয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে এখনও সালাদ, সরিসা ও হালিমের বীজ বপন করা যাইতে পারে এবং ফুটি, তরমুজ ও খরমুজের বীজ রোপণ কর।

**মার্চ্চ মাস—ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রের প্রথম পক্ষ**

স্পারাগাসের গোড়ায় পুরাতন মাটী তুলিয়া ফেলিয়া পুরাতন গোবর-সার মিশ্রিত নূতন মাটী দিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই গর্ত্ত পূরণ কর এবং প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর।

গোল আলুর নিয়মানুসারে, গাছের ও বীজের মূল, অসময়ে পাইবার জন্য, শুষ্ক মেজে কিম্বা মাচার উপরে চড়া বালির মধ্যে, যত্নের সহিত রক্ষা কর।

পেঁয়াজ তুলিয়া, যথানিয়মে সঞ্চয় কর। যে সকল বাঁধা কফির ফসল কাটিয়া লওয়ায়, কেবল গোড়াগুলি ক্ষেতে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যত্নের সহিত জল সেচন কর। জল সেচন করিলে, সেই সকল গোড়া হইতে যে ফেঁকরী বাহির হইবে, তাহা তরকারীর কার্য্য করিবে। সেজ জৈত্রীও থাইনের পাতা সংগ্রহ করিয়া, যথা নিয়মে বোতলে রক্ষা কর। ছায়া বিশিষ্ট স্থানে পরিসিলির বীজ বপন কর। এই সময়ে লম্বা জাতীয় ফুটীর বীজ (যাহার ফসল বর্ষাকালে পাওয়া যায়) রোপণ করিতে পার। যে সকল ক্ষেত্রের ফসল উঠিয়া গিয়াছে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ফসল করিবার জন্য, সেই সকল ক্ষেত্রে যথা-রীতি চাষ দিয়া প্রস্তুত রাখ।

**এপ্রিল চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম পক্ষ**

যে সকল পেঁয়াজের গাছ বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, সেই সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক, উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বোতলে রক্ষা কর।

চুপড়ী আলু, থাম-আলু প্রভৃতির বীজ রোপন কর;—তাহাদের গাছ লতাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখ। এ সময়ে, চাঁপা নটে ও ডেঙ্গুয়ার বীজ বপন করিতে পার।

ভুঁয়ে শসা, তরমুজ ও ফুটীর ক্ষেত্রে নিয়মিতরূপে জল সেচন কর।

---

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সকলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

মহাশয়,

যদিও আমি আপনার পত্রিকার গ্রাহক নহি কিন্তু, একজন নিয়মিত পাঠক। আপনারা বহু আয়াস ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রতিমাসে ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীতে যে সমস্ত স্থান সমূহের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন তাহা শুধু প্রশংসনীয়ই নহে, সমস্ত লোকের পক্ষেই ইহা পরম উপকারী। আপনাদের এই পত্রিকা পাঠ করিয়া আমিও আমার নিবাসস্থল আড়ানীর প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণের নাম লিখিয়া পাঠাইলাম। আড়ানী রাজসাহী জিলার অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। ভারতের নানাস্থান হইতে প্রতিবৎসর বহু ব্যবসায়ী এখানে আসেন এবং নানাবিধ কৃষিপণ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকেন। একমাত্র হরিদ্রা ব্যবসায়েই যে ইহা ভারতীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত তাহা সর্ব্বজনবিদিত। দেশের উপকারার্থে আপনার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিলে আনন্দিত হইব। ইতি

বিনীত

শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

# আড়ানী (রাজসাহী)

## রেলওয়ে ষ্টেশন মালঞ্চি ই, বি, আর. ষ্টীমার ষ্টেষন চারঘাট, আই, জি, এন্‌ কোং

( বাঙ্গলা বলি কেন, ভারতের মধ্যে হরিদ্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কলিকাতার বাজারে আড়ানীর হরিদ্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত )

### হরিদ্রা ও ভূষামাল ব্যবসায়ী

+ ১। মেসার্স নবকুমার মহেশ চন্দ্র সাহা চৌধুরী
+ ২। " বৈদ্যনাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা
+ ৩। " ললিত মোহন মহিমচন্দ্র দোবে
+ ৪। " মাণিক চন্দ্র প্রভাস চন্দ্র সাহা
+ ৫। " মহেশ চন্দ্র কালীনাথ সাহা
• ৬। " গৌরচন্দ্র সাহা এণ্ড ব্রাদাস
৭। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী সাহা
• ৮। ,, বিপিন বিহারী মালাকর
• ৯। ;, রামশঙ্কর দাস
• ১০। ,, আতব প্রামাণিক
১১। ,, হাজি হারাণ উল্লা প্রামাণিক

### পাট ব্যবসায়ী

• ১। মেসার্স নবকুমার মহেশচন্দ্র সাহা চৌধুরী
• ২। ,, বৈদ্যনাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা
• ৩। ,, ললিত মোহন মহিম চন্দ্র দোবে
• ৪। ,, মহেশচন্দ্র কালীনাথ সাহা
• ৫। ,, মাণিকচন্দ্র প্রভাস চন্দ্র সাহা
৬। ,, জে, এন্‌, সাহা এণ্ড ব্রাদার্স
৭। ,, যোগেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ পাল
৮। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র পাল।

### কাপড় ও কাটা কাপড় বিক্রেতা

১। মেসার্স মাণিকচন্দ্র প্রভাসচন্দ্র সাহা
• ২। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সাহা
• ৩। ,, শ্রীশচন্দ্র সাহা
• ৪। ,, কুঞ্জ বিহারী সাহা
৫। মেসার্স মহেশচন্দ্র কালীনাথ সাহা
৬। শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র সাহা
• ৭। ,, ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহা
৮। ,, তারাপদ ত্রিবেদী

### করগেট টিন প্রভৃতি বিক্রেতা

১। মেসার্স নবকুমার মহেশচন্দ্র সাহা চৌধুরী
২। " ললিত মোহন মহেশচন্দ্র দোবে
• ৩। " গজেন্দ্রনাথ শচীন্দ্র নাথ পাল

### ধান্য বিক্রেতা

১। শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সাহা
২। কেছু প্রামাণিক
৩। বাঁশী মণ্ডল
৪। আতব প্রামাণিক
৫। নীলমহম্মদ ফকীর
৬। আশাউল্লা ফকীর

### চিনি, আক ও খেজুরের গুড় ও মিঠাই বিক্রেতা

১। শ্রীযুত রাম শঙ্কর দাস
২। " গজেন্দ্রনাথ শচীন্দ্রনাথ পাল

---

+ সকল প্রকার জিনিষের আড়ৎদার
‡ লৌহ ব্যবসায়ী
● চাউল ব্যবসায়ী

৩। " সুরেন্দ্রনাথ পাল
৪। " চণ্ডীচরণ পাল
৫। " সুবোধচন্দ্র গজেন্দ্র নাথ পাল
৬। " সতীশচন্দ্র মালি
৭। " চন্দ্রনাথ পাল
৮। " ক্ষেত্রনাথ নাথ
৯। " শ্রীশচন্দ্র দাস

## জুয়েলার্স

১। শ্রীযুত শান্তনু কর্ম্মকার মাণি
২। " রোহিনীকান্ত কর্ম্মকার
৩। " শরৎ চন্দ্র কর্ম্মকার

## গাঁজা বিক্রেতা

১। শ্রীযুত শোভা উপাধ্যায়

## ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা

১। শ্রীযুত বিপিন বিহারী দত্ত

## ঔষধ বিক্রেতা

১। Dutt's New Pharmacy
প্রোঃ—শ্রীযুত বিপিন বিহারী দত্ত
২। কমলা ঔষধালয়
প্রোঃ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সাহা এল, এম, এস্

## দালালী

১। শ্রীযুত তারাপদ ত্রিবেদী
২। " হারাণ প্রামাণিক
৩। " হায়পত মোল্লা
৪। " জ্যোতিশ চন্দ্র সাহা

## মটকার কাপড়, শাড়ী চাদর প্রভৃতি, আমদানীকারক, বিক্রেতা ও প্রস্তুত কারক

১। শ্রীযুত শ্রীকান্ত নাথ
২। " যজ্ঞেশ্বর নাথ
৩। " ষষ্ঠী চরণ নাথ
৪। " তারাপদ ত্রিবেদী

## বেনেতি মসল্লা, ষ্টেশনারী, তৈল, লবণ ও নানাবিধ দ্রব্য আমদানী কারক ও বিক্রেতা

১। মেসার্স নবকুমার মহেশচন্দ্র সাহা চৌধুরী
২। " বৈদ্যনাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা
৩। " ললিত মোহন মহিমচন্দ্র দোবে
৪। " গৌরচন্দ্র সাহা চৌধুরী
৫। " ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা এণ্ড ব্রাদার্স
৬। " মহেশচন্দ্র কালীনাথ পাল
৭। " গজেন্দ্রনাথ শচীন্দ্রনাথ পাল

## দর্জ্জি

১। শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস
২। " জগৎ গাইন
৩। " মেবুর খলিফা

# টাকা খাটাইবার উপায়

যিনি টাকা খাটাইবেন, তিনি একবার কোন কোম্পানীর সেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনিয়া চিরদিন তাঁহার সমস্ত মূলধন সেই খানেই আটকাইয়া রাখিবেন না। টাকা খাটান একটী ব্যবসায় মাত্র। ইহা বিবাহ নয়, যে একবার নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেলে পুনরায় বন্ধন ছেদন করা দোষাবহ হইবে। এ ক্ষেত্রে বরং ঠিক্ তার উল্‌টা। যে ব্যক্তি সারা জীবনই একই স্থানে টাকা আবদ্ধ রাখে, তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি মাঝে মাঝে টাকা তুলিয়া লইয়া, আবার নূতন সেয়ার কিনিবার জন্য ব্যয় করে, সেই সাধারণতঃ অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হয়। সেয়ার কিনিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সেই সংক্রান্ত সকল সংবাদই অহরহঃ রাখিতে হইবে। যে সমস্ত লোক টাকা খাটাইতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকই প্রতিদিন প্রাতঃকালে একখানি করিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ও সেয়ার সম্বন্ধীয় খবরের কাগজ (financial news paper) পাঠ করা উচিত। ইহাদ্বারা, সেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা তাঁহারা সর্ব্বদাই অবগত থাকিবেন।

কোম্পানীর অংশীদারগণের আর একটী বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা উচিত। কোম্পানীর বার্ষিকী বিবরণী বাহির হইলে কোন কোম্পানীই প্রায় সেয়ার ও ডিবেঞ্চারের অংশীদারগণকে তাহা বিতরণ করেন না। কিন্তু অংশীদারগণ নিজেরা চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহারা তাহা প্রেরণ করিতে বাধ্য। সেইজন্য প্রত্যেক অংশীদারের কর্ত্তব্য তিনি যে কোম্পানীতে টাকা খাটাইতেছেন তাহার বার্ষিক বিবরণ পত্র বাহির হইবা মাত্র তাহা একখানি করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা। প্রত্যেক বৎসরই, আয় ব্যয়ের হিসাব এবং কোম্পানীর সাধারণ অবস্থা বিধি মতে পরীক্ষা করিয়া তবে ঠিক করিতে হইবে সেখানে পরের বৎসর ও টাকা ফেলিয়া রাখা আদৌ যুক্তিসঙ্গত এবং বুদ্ধিমানের কার্য্য কি না? যদি তিনি দেখেন ক্রমশঃই লাভের অংশ কমিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে তাঁহার সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। যদি তিনি দেখেন যে কোম্পানীর লাভের মাত্রা কমিতে থাকিলেও এখনও তাঁহার ডিবেঞ্চার বা সেয়ারের উপর লাভ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলেও তাঁহার সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। কারণ যেখানে টাকা খাটাইতে দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই সন্দেহাকুল থাকিতে হইবে সেখানে টাকা না খাটাইলেই ভাল হয়।

আর এক কথা, সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে গেলে, ব্যাঙ্কে টাকা বসাইয়া রাখিবার ভয় করিলে চলিবে না। দুই তিন মাসের জন্য যদি সমস্ত মূলধন ব্যাঙ্কেই বসাইয়া রাখিতে হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? ব্যাঙ্ক হইতেও মাসে মাসে কিছু কিছু সুদ পাওয়া যাইবে। ধরা যাউক্, তাহা শতকরা ৬৲ টাকা। সেয়ারের লভ্যাংশ যদি শতকরা ৭½ সাড়ে সাত টাকাই হয়, তাহা হইলেও মাসে শতকরা মোটে দেড় টাকা করিয়া লোকসান গেল। কিন্তু চিরদিন আর কিছু টাকা ফেলিয়া রাখিতে হইবে না। দুই চার দিনের মধ্যে পাওয়া না গেলেও, দুই চারি মাসের মধ্যেই যে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক সেয়ার কিনিতে পাওয়া যাইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই দেখা গেল, যদি তিনি ভরসা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সেয়ারে বেচিয়া না ফেলিতেন, তাহা হইলে এখন নূতন সেয়ার অর্থ নিয়োগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। আসল কথা,

ব্যবসা করিতে বসিয়া আদৌ উতলা হইয়া পড়িতে নাই।

ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে অধিকাংশ সময়েই লাভের মাত্রা বড়িয়া যায়। সহজেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে কিরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে আমরা তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। কোম্পানী হইতে ৮৭ টাকা দরে ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়াছিলেন। এই ডিবেঞ্চারের অবস্থা খুবই ভাল। বহুদিন যাবৎ ইহার দাম ৮৫ টাকা হইতে ৮৮ টাকার ভিতর উঠা নামা করিতেছে। আপনি ভাবিয়া রাখিয়াছেন আপনার টাকার আর মার নাই ; কেন না উহার মূল্যের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। কিন্তু একদিন ইহার দাম হঠাৎ ৮০ টাকায় নামিয়া আসিল। খুব পাকা লোক না হইলে আপনার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে। "সব হারাইবার চেয়ে, যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভাল" মনে করিয়া আপনি আপনার অংশের সমস্ত ডিবেঞ্চারই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই ইহাদের পূর্ব্ব মূল্য ফিরিয়া আসিল, অর্থাৎ আপনি ৮৭ টাকার যে জিনিষ ৮০ টাকায় বেচিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা আবার ৮৭।৮৮ টাকায় বিকাইতে লাগিল।

এখন আপনার অবস্থাটী ভাবিয়া দেখুন। গালে মুখে চড়াইতে ইচ্ছা করিবে না কি ? আপনি কি নিজের বুদ্ধিকে শতবার ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিবেন না "হায় আমি কি নির্ব্বোধ ? " তাই বলিতেছিলাম অল্পেই ধৈর্য্য হারা হইয়া না পড়িয়া প্রথমেই ধীর মস্তিষ্কে সকল দিক তলাইয়া দেখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া যদি বুঝিতে পারা যায় যে সেখানে টাকা ফেলিয়া রাখা নিরাপদ নহে, তাহা হইলে অবশ্য তৎক্ষণাৎ সকল সেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত ; কেন না, তাহাতে দু দশ টাকা লোকসান হইলেও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইবার ভয় নাই, অথচ অযথা দেরী করিলে আপনার মূলধনের অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। কিন্তু পক্ষান্তরে সকল দিক বিবেচনা করিয়া যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কোম্পানীর অবস্থা সর্ব্বতোভাবেই বিশ্বাসজনক তাহা হইলে সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলা ত দূরের কথা, বরং আরও নূতন সেয়ার কিনিবার চেষ্টা করাই উচিত। কারণ সেয়ার বা ডিবেঞ্চারের দাম নানা কারণে কমিয়া যাইতে পারে।

[ক] হয়ত কোন ডিবেঞ্চার হোল্ডার Debenture holder মরিয়া গিয়াছে এবং মৃতের ঋণ শোধ করিবার জন্ত তাহার আত্মীয় স্বজন অল্পমূল্যে সমস্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। মৃত ব্যক্তির অংশ অপরে কিনিয়া লইলে আবার পূর্ব্বমূল্য ফিরিয়া আসিবে।

[খ] হয়ত বাজারে গুজব রটিয়াছে যে, কোম্পানী আরও নূতন ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়াই হয়ত অদূরদর্শী অংশীদারগণ ধরিয়া লইয়াছে যে, কোম্পানীর অবস্থা খারাপ এবং ভয়ে অল্প মূল্যেই তাড়াতাড়ি আপনাদের অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু ইহাতেও ভয় পাইবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না। নূতন ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিলেই কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হয় না। এবং কোম্পানীর অবস্থা যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে ডিবেঞ্চারের মূল্য আবার যে বাড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

[গ] হয়ত সেয়ার মার্কেটেই একটা মন্দা চলিয়াছে। কিন্তু জোয়ারের পর ভাটাও যেরূপ সত্য, ভাটার পর জোয়ারও সেইরূপ সত্য। কাজেই বাজারের অবস্থা চিরকাল আর কিছু একভাবে যাইবে

না। আজ মন্দা পড়িতে পারে, কিন্তু কাল যে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

সেই জন্য আমার মতে, ডিবেঞ্চারের দাম কমিয়া গেলেই উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে নাই। বরং কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা জানিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারিলে, আরও অধিক সংখ্যক নূতন ডিবেঞ্চার ক্রয় করা উচিত। ইহাতে আপনার ক্রীত সমস্ত ডিবেঞ্চারের দাম গড়ে কম করিয়া পড়িবে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব, তাহা নিম্নে একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি।

মনে করুন প্রথম দফায় আপনি একখানি ১০০৲ একশত টাকার ডিবেঞ্চার ১০০৲ টাকা মূল্যেই ক্রয় করিয়াছেন। তাহার পর উহার দাম কমিয়া ৯৪৲ টাকা হইল। এখন যদি আপনি আর একখানি ১০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার ৯৪৲ টাকায় ক্রয় করেন, তাহা হইলে ২০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার কিনিতে আপনার মোট ১৯৪৲ টাকা খরচ হইল। অর্থাৎ গড়ে ৯৭৲ টাকা দরে আপনি একখানি ডিবেঞ্চার ক্রয় করিলেন। এই গড় কমাইয়া ফেলিবার একটু বিশেষ উপযোগিতা আছে। যে ডিবেঞ্চারের মূল্য ৯৪৲টাকায় নামিয়া আসিয়াছে তাহা পুনরায় বাড়িয়া ১০০৲ টাকায় দাঁড়াইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বাড়িয়া ৯৭৲ টাকা হইতে পারে। আপনি যদি পূর্ব্ব হইতেই গড় কমাইয়া রাখেন, তাহা হইলে আপনি প্রচুর পরিমাণে লাভবান হউন আর নাই হউন আপনাকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

গড়পড়্তা কমাইয়া ফেলিবার উপকারিতা সম্বন্ধে আমি নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি। কারণ আমার নিজের উপর দিয়াই ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমি প্রথমে ৪৮৲ টাকা দরে কোন জিনিষের ষ্টক্ (stock) কিনিয়াছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই ইহার দাম বাড়িয়া ৫৪৲ টাকা হইল। তখন আমি আবার ৫৪৲ টাকা দরেই সমান সংখ্যক ষ্টক্ ক্রয় করিলাম। ইহাতে আমার গড়পড়্তা কমিয়া ৫১৲ টাকায় দাঁড়াইল। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই ষ্টকের মূল্যের অসম্ভব হ্রাস হইয়া গেল। ইহা কমিয়া ৪১৲ টাকায় দাঁড়াইল। তখন ত আমার চক্ষু স্থির। আমি যে কেবল প্রথমবারের ক্রীত ষ্টকে ৭৲ টাকা করিয়া লোকসান দিতে বসিলাম তাহা নহে, পরন্তু দ্বিতীয় বারের ক্রীত ষ্টকের মূল্য (৫৪৲—৪১৲) =১৩৲ টাকা করিয়া কমিয়া গেল। কিন্তু তথাপি আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম না। নানাস্থান হইতে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যখন আমি স্থিররূপে বুঝিতে পারিলাম যে ষ্টকের মূল্যের হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর অবস্থা সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরযোগ্য তখন সাহস করিয়া ৪১৲ টাকা দরেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের দ্বিগুণ সংখ্যক ষ্টক্ কিনিলাম। ইহাতে আমার গড়পড়্তা ৪৬৲ টাকায় দাড়াইল; এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেই যে, বাজারে এখন উহার দাম ৪৭৲ টাকা হইয়াছে। ইহাতে আমার প্রচুর লাভ হইল না সত্য, কিন্তু লোকসানও হইল না; এবং তাহাকেই আমি আমার পরম লাভ বলিয়া গণ্য করি; কারণ, আমার সামান্য মূলধন যে মাঠে মারা গেল না, ইহাই আমার সৌভাগ্যের কথা।

আমি অংশীদারগণকে সহজে ঘাবড়াইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে দুঃসাহসিকতাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। নিজকে অবিশ্বাস করিলে চলিবে না বটে, কিন্তু পদে পদে নিজের বিবেচনার উপর সন্দেহ জাগাইয়া ভুলিতে হইবে। কারণ ব্রোকার (broker), জবার (jobber) এবং ব্যাঙ্কার (banker) প্রভৃতি সকলই Stock Exchange এর অবস্থা সাধারণ লোক

অপেক্ষা বেশী বুঝে। কাজেই প্রথমে ধরিয়া লইতে হইবে যে (Stock Exchange) এর মতই অভ্রান্ত এবং আপনার ধারণা ভ্রমাত্মক। তাহার পর যদি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াও আপনার মতের পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ খুজিয়া না পান, তাহা হইলে অবশ্য স্বীয় মতানুসারেই কাজ করাই আপনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, নিরাপদে টাকা খাটাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত :—

১। সেয়ার মার্কেটের অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সংবাদ রাখিতে হইবে।

২। নূতন সেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

৩। ক্রীত সেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৪। সেয়ার মার্কেটের নানারূপ গুজবের উপর আস্থা স্থাপন করিবে না।

৫। সুসংবাদে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাড়াতাড়ি সেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনিয়া ফেলিলে চলিবে না।

৬। কোম্পানীর অবস্থা খারাপ শুনিয়াই হতাশ হইয়া পড়িবে না।

৭। পদে পদে সন্দেহ করিবে এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিবে "সাবধানের বিনাশ নাই।"

---

# পাঁউরুটির ব্যবসায়

## ইয়েষ্টের পরিবর্ত্তে বেকিং পাউডার ব্যবহার করিয়া পাউরুটি এবং কেক্ তৈয়ারী করিবার নিয়ম

আদৌ ইয়েষ্ট ব্যবহার না করিয়া, উহার পরিবর্ত্তে বেকিং পাউডার বা ঐরূপ গুণবিশিষ্ট অন্য কোন দ্রব্য দিয়াও পাউরুটি তৈয়ারী করা যায়। এই রুটিকে অনেকে ইয়েষ্ট বর্জ্জিত রুটি বা Unfermented Bread বলে। এই রুটি প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণতঃ সোডা ব্যবহৃত হয়, এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে সোডা ব্রেড্ও বলিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ময়দার সহিত ইয়েষ্ট মিশাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য রুটির মধ্যে গ্যাস সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরটাকে স্পঞ্জের মত হাল্কা ও ছিদ্রবিশিষ্ট করিয়া ফেলা। এইরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট করিয়া ফেলাই পাউরুটি নির্ম্মাণের প্রধান কৌশল। আন্ফারমেন্টেড্ করিতে ইয়েষ্ট ব্যবহার করা হয় না বটে, কিন্তু অন্য দ্রব্য দিয়া ইহার অভাব পূরণ করিয়া লইতে হয়, কারণ ভিতরে গ্যাস সৃষ্টি করিতে না পারিলে পাউরুটির মধ্যভাগ স্পঞ্জের আকার ধারণ করিবে না। এই পদ্ধতিতে ইয়েষ্টের পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ কোন এসিড্, কার্ব্বনেটের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। এই দুইটা পদার্থ কোন জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র একটী রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে গ্যাসের সৃষ্টি হইয়া রুটির ময়দাকে স্পঞ্জের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট করিয়া ফেলে। এই উপায়ে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই রুটি প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ এই যে, ইহা প্রত্যহ আহার করিতে ভাল লাগে না, এবং নিয়মিত ভাবে বা অধিক

পরিমাণে ইহা ব্যবহার করা অনুচিত। কারণ কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। ইহা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের হজম শক্তি কমিয়া আসে এবং পরে ডিস্পেপ্সিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু দুই এক দিন বা দুই এক টুক্রা রুটি আহার করিলে শরীরের কোন অনিষ্টই হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, ধান ভানিতে আসিয়া শিবের গীত গাহিয়া কোন লাভ নাই। কতদিন অন্তর এবং কি পরিমাণে খাইলে অসুখ হইবে বা হইবে না, তাহা যাঁহারা রুটি খাইবেন বা কিনিবেন তাঁহাদেরই বিচার্য্য—আমাদের বিবেচ্য নহে। আমরা দেখিতেছি বাজারে আন্ফার্মেন্টেড রুটির যথেষ্টই প্রচলন আছে। আমরা জানি ইহা প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্প সময়সাপেক্ষ। কাজেই ওসমস্ত চুলচেরা বিচার চিকিৎসক বা খাদ্য তত্ত্ববিদ্গণের জন্য ফেলিয়া রাখিয়া আমরা শুধু ইহার ব্যবসায়ের দিকই আলোচনা করিব।

এই রুটি প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটী দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যথা :—

১। ক্রিম্ অব্ টার্টার (Cream of tartar)

২। টার্টারিক্ এসিড্ (Tartaric Acid)

৩। বাই কার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of soda)

এতদ্ব্যতীত টক্ দুধও অনেক সময় কার্বনেটের সহিত এসিড্ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই প্রকার এসিডের পরিমাণ কমাইয়া অর্দ্ধমাত্রায় ব্যবহার করাই রীতি।

## বেকিং পাউডার

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বেকিং পাউডারের (Baking powder) প্রধান উপাদান দুইটা— ১। বাই কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা এবং ২। কোন এক প্রকার এসিড্।

কিন্তু শুধু ঐ দুইটী জিনিস একত্র মিশাইয়া রাখিলে দলা বাঁধিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য সাধারণতঃ উহা ভুট্টাচুর্ণ, চালের গুঁড়া বা এই প্রকার কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়।

অন্য উপাদানেও বেকিং পাউডার প্রস্তুত করা যায়। বাজারের সস্তা দরের পাউডার সাধারণতঃ সেই সব জিনিষ দিয়া তৈয়ারী; সেই জন্য যাঁহারা ভাল এবং বিশুদ্ধ রুটি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে স্বহস্তে পাউডার তৈয়ারী করিয়া লওয়া উচিত। কতখানি কার্বনেটের সহিত কতটুকু এসিড্ মিশ্রিত করিতে হইবে, আমরা নিম্নে তাহার একটি পরিমাণ বলিয়া দিলাম :—

বাই কার্বনেট অব সোডা— ১ছটাক।

টার্টরিক এসিড ,,

চালের গুড়া— ১½ ছটাক

এই তিন দ্রব্য একটী সূক্ষ্ম ছাঁকনি দিয়া দুই তিন বার ছাঁকিয়া লইয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া ফেলিবে। তাহার পর একটী বায়ু-অবরোধক (air-tight) কৌটা বা শিশিতে পুরিয়া কোন শুষ্ক স্থানে উহা রাখিয়া দিবে। বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিলে পাউডার খারাপ হইয়া যায়। কাজেই উহা তৈয়ারী করিবার সময় যেরূপ যত্ন লওয়া উচিত—তুলিয়া রাখিবার সময়ও সেইরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ক্রীম্ অব্ টার্টার দিয়া খমীর প্রস্তুত করিলে উহা বেশ হাল্কা হয় বটে, কিন্তু উহা সহজেই রস টানিয়া লইয়া খমীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। কিন্তু বেকিং পাউডারের এই দোষ নাই। সেইজন্য অনেক স্থলে সোডা এবং ক্রীম্ অব্ টার্টারের পরিবর্ত্তে বেকিং পাউডার ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। এক প্রকারের ময়দা আছে, যাহাতে ইয়েষ্ট বা বেকিং পাউডার কিছুই মিশাইতে হয় না—আপনা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। ইহা সাধারণ ভুট্টাচূর্ণ বা চালের গুড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল উহাতে কিছু মাত্রায় উপরোক্ত সোডা বা এসিড্ মিশ্রিত করা হয়। যখনই এই ময়দা জলের সংস্পর্শে আইসে, তখনই এক প্রকার গ্যাস্ সৃষ্টি হইয়া ইহার মধ্য দিয়া বাহির হইতে থাকে। এবং সেই অবকাশে সেঁকিয়া লইতে পারিলে বেশ ভাল রুটি তৈয়ারী

## ইয়েষ্ট বর্জ্জিত রুটি তৈয়ারী করিবার নিয়ম

এই প্রকারের রুটি তৈয়ার করিতে হইলে সমস্ত কার্য্যই যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা উচিত। কারণ বেশী দেরী হইলে রুটি সেঁকিবার পুর্ব্বেই সমস্ত গ্যাস বাহির হইয়া যাইবে এবং রুটি আদৌ ফাঁপিবে না। ময়দার সহিত সমস্ত উপাদান খুব তাড়াতাড়ি মিশাইয়া ফেলিবে। এই পদ্ধতিতে ময়দা যথা সম্ভব অল্প করিয়া ঠাসিতে হয়—কখনও বেশী ঠাসিতে নাই।

কার্বনেট অব্ সোডা খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। উহা সহজেই দলা বাঁধিয়া যায়। জমাট বাঁধিয়া গেলে বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট—ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া তবে তাহা ব্যবহার করা উচিত। কার্বনেট্ অব্ সোডা বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিতে নাই। আধসের ময়দায় চা-চামচের এক চামচ মিশাইলেই যথেষ্ট। ইহার বেশী মিশাইলেই রুটির আস্বাদন খারাপ হইয়া যায়, এবং বর্ণ সাদার পরিবর্ত্তে হরিদ্রাভ হইয়া যায়।

এই প্রকার রুটির ময়দা মাখাইবার জন্য ভাল টাট্‌কা দুধ অপেক্ষা ঘন টক ক্রীম্ ও দুধ, কিম্বা মাখন-তোলা-দুধ বা ঘোলই বেশী উপযোগী। টক্ দুধের গুণ এই যে, ইহাতে রুটি বেশ হাল্‌কা হয়।

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি ইয়েষ্ট বর্জ্জিত অর্থাৎ বেকিং পাউডার মিশ্রিত রুটি তৈয়ার করিতে গেলে সকল কার্য্যই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সমাধা করিতে হয়। ময়দা মাখিবার পুর্ব্বেই টিনে তৈল মাখাইয়া এবং উনানে আগুণ ধরাইয়া সব ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। (যাহাতে করিয়া রুটি সেঁকা হয় তাহাকে টিন বলে)। তাহার পর আর বিশেষ কিছু গোল-যোগ নাই। সেঁকিবার সময়, ইয়েষ্ট সহযোগে রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে যে সমস্ত নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হয়, এক্ষেত্রে সেই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

## ইয়েষ্ট ব্যবহার না করিয়া পাউরুটি এবং কেক্ তৈয়ারী করিবার নিয়ম ব্রাউন ব্রেড্

| | |
|---|---|
| ভুষিসমেত আটা | ১ পোয়া |
| কিংবা | |
| { লাল আটা (সাধারণ চা পেয়ালা) | ২ পেয়ালা |
| { সাদা ময়দা | ১ পেয়ালা |
| মাখন | ১ ছটাক |
| লবণ | ½ চামচ (ছোট) |
| দুধ | ২½ বা ৩ ছটাক |

প্রথমেই উপরের লিখিত দ্রব্য কয়টী সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার পর উনানে আগুণ দিয়া এবং টিনটীকে তৈলসিক্ত করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে। এখন দুই রকমের ময়দা (লাল এবং সাদা) একত্র করিয়া তাহাতে বেকিং পাউডার এবং লবণ ঢালিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া ফেল। তাহার পর একটী বোতলে দুগ্ধ এবং মাখনটুকু পুরিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দাও। শীঘ্রই মাখনটুকু গলিয়া যাইবে।

এইবার সেই দুগ্ধ খুব ক্ষিপ্রতাসহকারে ময়দার সহিত মাখাইয়া ফেল এবং তাহাকে একটী শক্ত সুদৃশ্য রুটীর আকার বিশিষ্ট করিয়া অবিলম্বে উনানে সেঁকিয়া লও। সেঁকিবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যেন কোন অংশ পুড়িয়া না যায় বা কাঁচা না থাকে। ভাল করিয়া সেঁকা হইয়া গেলে রুটখানিকে টিন্ হইতে নামাইয়া লও। কিছুক্ষণ পরে ইহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। ইহাই আন্‌কার্ম্মেন্টেড্ ব্রাউন্ ব্রেড্ বা ইষ্টে বর্জ্জিত ব্রাউন্ রঙের রুটি।

## Butter-milk scones বা তক্র সংযুক্ত বিস্কুট

স্কোম্ কেমন করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় তাহা বলিবার পূর্ব্বে, ইহা কিসে করিয়া সেঁকা হয় তাহার একটু বর্ণনা করা প্রয়োজন। স্কোন্ সেঁকিবার পাত্রটাকে Girdle (গার্ডল্) বলে। ইহা আর কিছুই নহে, একটী গোলাকার চেপ্টা লৌহপাত্র মাত্র। পাতলা লৌহের পাত দিয়া প্রস্তুত। আমাদের দেশে জিলাপী ভাজিবার জন্য যে কড়া ব্যবহৃত হয়, তাহা কি আকারের সকলেই দেখিয়াছেন। গার্ডল্ ঐ জিলাপী ভাজিবার কটাহেরই অনুরূপ। কেবল তফাৎ এই যে, ইহার হাতল কড়ার হাতলের ন্যায় দুই দিকে না থাকিয়া ফুলের সাজির হাতলের মত উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এই হাতলটী খুব উঁচু করিয়া তৈয়ারী করা হয়, কারণ তাহা না হইলে, হাতে তাপ লাগিবার সম্ভাবনা। একটী বড় গার্ডলের খোলের ব্যাস সাধারণতঃ ১০ হইতে ১২½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এখন আমরা কেমন করিয়া স্কোন্ তৈয়ারী করিতে হয় তাহাই বলিব। ইহার উপাদান সমূহের নাম এবং মাত্রা নিম্নে দেওয়া গেল।

| | |
|---|---|
| ময়দা | আধ সের |
| লবণ | আধ চামচ (ছোট) |
| কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা | এক চামচ্ " |
| ক্রীম্ অব্ টার্টার | এক চামচ্ " |
| মাখন তোলা দুধ (ঘোল) বা মনটক্ দুধ | তিন ছটাক |

দুধ তিন ছটাকের কথা বলিয়াছি। কিন্তু উহা সামান্য কম বেশী হইলেও ক্ষতি নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যাইবে ঠিক কত লাগিবে।

প্রথমেই গার্ডলটাকে (এখন হইতে আমরা ইহাকে হাতা বলিব) গরম করিয়া তাহাতে কিছু ময়দা তাতাইয়া লও। ময়দার রঙ্ ইষৎ হরিদ্রাভ হইলে তবে বুঝিতে হইবে হাতাটী ঠিক মত গরম হইয়াছে।

প্রথমেই ময়দার সহিত লবণটুকু মিশাইয়া ফেল। তাহার পর ইহার সহিত কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা এবং ক্রীম্ অব্ টার্টার মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লও। ছাঁকনির উপর যে সমস্ত জড়া পড়িয়া থাকিবে তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে। এইবার দুধের সহিত ঐ মিশ্রিত ময়দা মাখাইয়া খামীর তৈয়ারী করিয়া ফেল। খামীর যেন বেশ নরম হয়। উপযুক্ত পরিমাণে নরম করিতে যতখানি দুগ্ধের প্রয়োজন ততখানি দুগ্ধই মিশাইতে হইবে এ বিষয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। এই জন্যই আমরা দুধের একটা আনুমানিক মাত্রা দিয়াছি মাত্র; ঠিক কত পড়িবে বলিয়া দিই নাই।

যাহা হউক, এইবার একটা সমতল তক্তার উপর কিছু ময়দা ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর খামীর ফেলিয়া তাহাকে একটী এক ইঞ্চি পুরু গোল আকার বিশিষ্ট করিয়া ফেল। তাহার পর সেটাকে তুলিয়া হাতার

করিয়া সেঁকিয়া লও। যদি ময়দা মাখান হইতে সেঁকা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই অতি সত্বর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা আরও আধ ইঞ্চি বা খুব ভাল হইলে এক ইঞ্চি ফুলিয়া উঠিবে। ইহা খুব যত্ন সহকারে সেঁকা উচিত। একদিক্ অর্দ্ধ সিদ্ধ হইয়া গেলে, আর এক পিঠ উল্টাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেদিক অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে আবার উল্টাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে যতক্ষণ না উভয় পিঠ এবং বিশেষতঃ ইহার মাঝখান অর্থাৎ অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ এপিঠ ওপিঠ করিয়া সেঁকিতে হইবে। তাহার পর নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইলেই স্কোন্ তৈয়ারী হইয়া গেল।

আমরা গোল কেকের আকার বিশিষ্ট করিয়া স্কোন্ গড়িতে বলিয়াছি। কিন্তু কখন কখন ইহা ঢেলা করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবেও সেঁকা হয়।

### ব্রাউন্ স্কোন্‌স্ (Brown scones)

প্রায় সকল প্রকার স্কোন্‌ই একই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের উপাদানও সাধারণতঃ একই প্রকার। কেবল উপাদানের মাত্রা বিভিন্ন রকমের স্কোনে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। ব্রাউন্ স্কোন্ প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত মাত্রায় ময়দা, কার্বনেট, এসিড্ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়।

| | |
|---|---|
| হোল্‌মিল্ | আধ সের |
| কিম্বা | |
| { লাল আটা | দেড় পোয়া |
| { সাদা ময়দা | আধ পোয়া |
| কাব্‌নেট্ অব্ সোডা | এক চামচ (ছোট) |
| লবণ | আধ চামচ " |
| ক্রীম্ টার্টার | এক চামচ " |
| মাখন তোলা দুধ বা ঘোল | তিন ছটাক |

ময়দায় মাখন দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মাখাইয়া ফেল (রুটি বা লুচি তৈয়ারী করিতে হইলে, যেভাবে ময়দা ময়েন দিয়া মাখিতে হয় সেই ভাবে মাখিতে হইবে।) তাহার পর তাহাতে অন্যান্য দ্রব্য ঢালিয়া ঘোল দিয়া বেশ নরম করিয়া খামীর প্রস্তুত কর। খামীর প্রস্তুত হইয়া গেলে পূর্ব্বের মত গোল, চেপ্টা, এক ইঞ্চি পুরু কেক্ তৈয়ারী করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্কোনের মত করিয়া সেঁকিয়া ফেল।

### সুইট্ স্কোন্‌স্ (Sweet Scones) বা মিঠা রুটি

| | |
|---|---|
| ময়দা | ১ পোয়া |
| লবণ | ½ চামচ (ছোট) |
| চিনি | ২ ,, |
| কার্বনেট্ অব্ সোডা | ½ ,, |
| ক্রীম্ অব্ টার্টার | ১ ,, ,, |
| মাখন | ১ ছটাক |
| কিস্‌মিস্ | ১ ছটাক |
| মিষ্ট দুগ্ধ | ১½ ছটাক। |

Sweet Scons বা মিঠারুটী তৈয়ারী করিতে হইলে উল্লিখিত জিনিস কয়টীর প্রয়োজন হয়। আবার কখন কখন সোডা এবং ক্রীম্ অব্ টার্টার ব্যবহার না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে চা-চামচের ১½ চামচ বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়।

প্রথমেই girdle (গার্ডল্) তাতাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখ। এইবার লবণ, চিনি এবং কিস্‌মিস্ ময়দার সহিত মিশাইয়া ফেল। তাহার পর একখানি সূক্ষ্ম ছাঁকনি দিয়া সোডা এবং ক্রীম্ অব্ টার্টার ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত ময়দার সহিত মিশ্রিত কর। তৎপরে মাখনটুকু দুগ্ধে গলাইয়া লও এবং যথাসম্ভব শীঘ্র ময়দায় মাখাইয়া বেশ নরম খামীর তৈয়ারি কর। বাকী সমস্ত কার্য্যই পূর্ব্বের মত। অর্থাৎ ব্রাউন্ স্কোন্ বা বাটার মিল্ক স্কোন্ (Brown

Scones or Butter milk Scones) প্রস্তুত করিবার সময় যেমন একটা সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট কাষ্ঠের উপর কিছু ময়দা ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর খামীর ফেলিয়া তাহাকে একটা পুরু পাতের মত করা হইয়াছিল এখনও ঠিক্ সেইরূপ করিতে হইবে। স্কোন্‌গুলিকে গোলাকার কেকের মত করিতে হইলে ঐ পুরু পাতটীকে ছোট ছোট অথচ গোল গোল ভাগে বিভক্ত করা উচিত; নহিলে চারকোণা বা বরফির মত করিয়াও কাটা যায়। যাহা হউক্, যে ভাবে ইচ্ছা কাটিয়া লইয়া অন্যান্য স্কোনের মত দুই পিঠ ভাল করিয়া সেঁকিয়া লওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল স্কোন্ সেঁকিবার প্রণালীই এক। কাজেই Sweet Scones সেঁকিবার পদ্ধতি বর্ণনা করিবার অজুহাতে বার বার আর এক কথার উল্লেখ করিলাম না।

## ড্রপ্‌ড্ স্কোন্‌স্

| | |
|---|---|
| ময়দা | ৪ চামচ ( বড় ) |
| চিনি | ১ চামচ ( ছোট ) |
| লবণ | এক চিম্‌টে |
| কার্ব্বনেট অব্ সোডা | ½ চামচ ছোট |
| ক্রীম্ অব্ টার্টার | ½ ,, ,, |
| দুধ বা ঘোল | ১ পেয়ালা (সাধারণ পেয়ালা) |
| ডিম | ১টা |

প্রথমে ময়দাগুলি একটা বাটিতে ছাঁকিয়া ইহার সহিত সমস্ত শুষ্ক উপাদানগুলি মিশাইয়া ফেল। তাহার পর ডিমটা ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত ময়দাগুলি মাখাও। অবশ্য ময়দা বলিতে আমরা ময়দা, চিনি, লবণ, কার্ব্বনেট প্রভৃতি সমস্ত মিশ্রিত পদার্থকেই বুঝাইতেছি। এইবার ইহাতে অল্প অল্প দুধ ঢালিয়া বেশ নরম খামীর প্রস্তুত কর কিন্তু সাবধান যেন ইহা অত্যধিক পাত্‌লা হইয়া না যায়। এইবার গার্ডলটীকে (Girdle) তৈলসিক্ত করিয়া বেশ করিয়া তাতাইয়া লও এবং তাহার উপর কিছু অন্তর অন্তর এক এক চামচ খামীর ফেলিয়া ভাল করিয়া ভাজিয়া লও। একপিঠ সেকা হইয়া গেলে আর একপিঠ উলটাইয়া দিতে হইবে। এই স্কোন্ আর কিছুই নহে ইহা এক প্রকারের ডিমের বড়া বলিলেই চলে। ইহা সেঁকিবার প্রণালীও ভিন্ন নহে। আমাদের দেশে মেয়েরা কেমন ভাবে কড়ায় করিয়া বড়া ভাজে তাহা সকলেই দেখিয়াছ—এই স্কোন্‌ও ঠিক সেইরূপভাবে ভাজিতে হয়। ইহা গরম গরম মাখন মাখাইয়া খাইতে বড়ই ভাল লাগে।

## Oat Cakes (ওট্ কেক্) :—

ইহার উপাদান ও মাত্রা—

| | |
|---|---|
| ওট্‌মিল্ | ৪ চামচ (বড়) |
| ময়দা | ১ ,, ,, |
| মাখন বা চর্ব্বি | ২ কাঁচ্চা |
| গরম জল | ২ চামচ বড় |
| লবণ | ১ চিমটা (One pinch) |

ময়দা ওট্‌মিল এবং লবণ একত্রে মিশ্রিত কর। মাখন বা চর্ব্বিটুকু গরম করিয়া তাহা উষ্ণ জলে ঢালিয়া দাও। এইবার সকল দ্রব্য একত্রে মাখাও। মাখা যেন বেশ নরম হয়। প্রয়োজন হইলে বেশী জল ব্যবহার করিবে। তাহার পর মাখা গরম থাকিতে থাকিতেই ইহা বেলিয়া খুব পাতলা রুটির মত করিয়া ফেল। এইবার ইহা ছুরি দিয়া চারিখণ্ড করিয়া গার্ডলের উপর সেঁকিয়া লইলেই কেক্ তৈয়ারী হইয়া গেল।

গার্ড্‌ল করিয়া সেকিবার নিয়ম আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথমেই গার্ডলটী তাতাইয়া তাহার উপর কিছু ময়দা ফেলিয়া দিবে। ময়দার রঙ্ ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া গেলে বুঝিতে হইবে গার্ডল ঠিক্‌মত গরম হইয়াছে। তৎপরে যেমন করিয়া চাটুর উপর সাধারণ ময়দার রুটী সেঁকা হয়, ঠিক সেই ভাবেই ইহার

উপর রাখিয়া পাতলা কেকগুলি সেঁকিয়া লইবে। কেক্ যদি যথেষ্ট পাতলা করিয়া বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা আর বার বার উল্টাইয়া সেঁকিবার প্রয়োজন হইবে না। উপর পিঠ আগুণের আঁচে টোষ্ট করিয়া লইলেই চলিবে। এই কেক্ বায়ু অবরোধক টিনের কৌটায় রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহা আহার করিবার পূর্ব্বে একবার টোষ্ট করিয়া লওয়া উচিত। চীজ্ (Cheese) দিয়া খাইতে ইহা বড়ই ভাল লাগে।

**Potato Cake ( বা আলুর কেক্) :—**

| | |
|---|---|
| টাটকা এবং সুসিদ্ধ আলু | ১ পোয়া |
| ময়দা | ½ পোয়া |
| লবণ | চামচ (ছোট) |
| মাখন | ১½ ছটাক |
| বেকিং পাউডার | ½ চামচ (ছোট) |

মাখনটুকু ময়দার সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া মাখাও। তাহার পর তাহার সহিত লবণ ও বেকিং পাউডার মিশ্রিত কর। এইবার আলুর খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া উহা ঐ ময়দার সহিত চটকাইয়া মাখাইয়া ফেল। ইহাতে ময়দা খুব তরল হইয়া না গেলেও বেশ নরম এবং আটার মত গুণ বিশিষ্ট হইবে। এখন একটা সমান তক্তার উপর কিঞ্চিৎ ময়দা ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর উহা ফেলিয়া একটা পুরু পাতের মত কর এবং ছোট ছোট চারকোণা টুকরা করিয়া কাট। কেমন করিয়া কাটিতে হইবে তাহা একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। গজা তৈয়ারী করিবার সময় কেমন করিয়া ময়দা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটা হয় তাহা সকলেই দেখিয়াছে। এক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবে কেকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিতে হয়। তাহার পর তাড়াতাড়ি গার্ডলে (Girdle) করিয়া উত্তমরূপে উভয় পিঠই সেঁকিয়া লইলে—কেক আহারের উপযোগী হইয়া গেল।

ইহা তৈয়ারী করিবার সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ইহার আলু বেশ সুসিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেগুলিকে সদ্যঃ সদ্যঃ সিদ্ধ করিলেই ভাল হয়। আলু সিদ্ধ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা ময়দার সহিত মাখাইলে ভাল জমাট্ বাঁধে না। এ ক্ষেত্রে অল্প একটু দুধ দিয়া জমাট বাঁধান উচিত।

এই কেক্ ভাজিবার সঙ্গে সঙ্গে গরম থাকিতে থাকিতেই খাইয়া ফেলা ভাল। খাইবার পূর্ব্বে ইহাতে একটু মাখন লাগাইয়া লইতে হয়।

**Girdle Cakes ( গার্ডল্ কেক্‌স্ ) :—**

ইহার উপাদান—

| | |
|---|---|
| ময়দা | ১ পোয়া |
| মাখন | ১ ছটাক |
| ক্রীম্ | ২ চামচ (বড়) |
| বেকিং পাউডার | ১ চামচ ছোট |
| লবণ | ½ চামচ ,, |
| | One pinch |

এবং সামান্য একটু দুগ্ধ।

**কেক প্রস্তুত করিবার প্রণালী :—**

প্রথমে মাখনটুকু ময়দার সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া মাখাও। তাহার পর তাহাতে বেকিং পাউডার এবং লবণ ঢালিয়া ক্রীম্ দিয়া মাখিয়া খামীর প্রস্তুত কর। যদি প্রয়োজন হয় খামীর উপযুক্তমত নরম করিবার জন্য একটু দুধ মিশান যাইতে পারে। এইবার উহা খুব পুরু করিয়া বেলিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট। টুক্‌রাগুলি যেন চারকোণা হয়। ইহা অন্ততঃ ½ ইঞ্চি পুরু হওয়া আবশ্যক। তৎপরে এইগুলি সুইট্ স্কোনের মত গার্ডলে করিয়া উত্তমরূপে সেঁকিয়া লইলে কেক তৈয়ারী হইয়া গেল।

Singing Hinnie :—

উপাদান ও মাত্রা—

| | |
|---|---|
| ঘন টাট্‌কা ক্রীম্‌ বা মাখন | ২ ছটাক |
| ময়দা | ৩ ছটকে |
| লবণ | ১ চিম্‌টা ( 1 Pinch ) |

প্রস্তুত করিবার প্রণালী :—

একটী বাটীতে মাখনটুকু রাখিয়া একটী চামচ দিয়া ঘাঁটিতে থাক। তাহার পর তাহাতে অল্প অল্প করিয়া ময়দা ঢালিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া শক্ত চটচটে আটার মত করিয়া ফেল। বলা বাহুল্য ময়দার সহিত লবণটুকুও মিশাইয়া দিতে হইবে। এইবার ইহা হইতে প্রায় এক ইঞ্চি পুরু গোলাকার বা চতুষ্কোন কেক্ তৈয়ারি করিয়া গার্ডলে (Girdle এ) করিয়া সেঁকিয়া লইলেই কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইগুলি গরম থাকিতে থাকিতে মাখন মাখাইয়া খাইতে বড়ই সুস্বাদু লাগে।

## আসামের চাবাগিচা সমূহের তালিকা এবং এই সকল বাগিচার দেশীয় ও ইউরোপীয়ানদিগের হিসাব

বঙ্গ ভঙ্গের পূর্ব্বে বিহার ও আসাম বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; তখন ইহার প্রধান সম্পদ ছিল কয়লা, পাট ও চা কিন্তু বিহার বাঙ্গলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পর হইতেই কয়লার খনিগুলি সমস্ত বিহার গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া গিয়াছে, এখন কিছু কিছু কয়লার খনি বাঙ্গলার অধীন থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে প্রধান প্রধান সমস্ত কয়লার খনিই এখন বিহার গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া গিয়াছে। এখন সিংহভুম, মানভুম, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানের কোনও কয়লা খনার মঞ্জুরী লইতে হইলে বিহার গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হইবে। সুতরাং অধিকাংশ কয়লার খনি বিহার গভর্ণমেণ্টের অধীন হওয়ায় বাঙ্গলা দেশ একটা প্রধান সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

তাহার পর পাট সারা ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা-দেশে যত প্রচুর পরিমাণে পাটের চাষ হয় সেরূপ আর কোথায়ও হয় না, এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত পৃথিবী পাটের জন্য বাঙ্গালার দ্বারস্থ। এই পাটের চাষ হইতে বাঙ্গালা দেশ কি পরিমাণে ধন সম্পদ উপার্জ্জন করে এবং বাঙ্গলার চাষীরা কি পরিমাণে লাভবান হয় তাহা আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব না।

আমরা পাঠকদিগের নিকট শুধু চায়ের আবাদ সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিতে চাই। বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং, শিলং, আসাম, কাচার, শীলেট, চিটাগং, জলপাইগুড়ী ও ডুয়ারস্ প্রভৃতি অঞ্চলে চায়ের আবাদ হয় ইহা অতি লাভজনক ব্যবসা। চা বাগান সমূহের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১০৮টা কোম্পানী শতকরা ৪৫৲ টাকা ১৪টী কোম্পানী শতকরা দেড়শত টাকা ও অনেক কোম্পানী শতকরা ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন; ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে চায়ের ব্যবসা কিরূপ লাভজনক, ইহা বাঙ্গলার এক বিশেষ সম্পদ; কিন্তু এই সম্পদের উপসত্ত্ব বাঙ্গালীরা কতটুকু ভোগ করিতেছেন তাহাই দেখানো বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আসাম প্রদেশই চা বাগানের জন্য সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং এই আসাম অঞ্চলে যত চা বাগান আছে এত আর কোথায়ও নাই। আমরা এইখানে যে তালিকা প্রকাশ করিতেছি তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এই চা ব্যবসায়ের কতটুকু মাত্র বাঙ্গালী অথবা এদেশীয় লোকের হাতে আছে আর কতখানি বিদেশীয়দের হাতে চলিয়া গিয়াছে। আমরা আসাম অঞ্চলের প্রত্যেক বাগানের নাম, ঠিকানা, পরিমাণ ও তাহার পরিচালকগণের নাম প্রকাশ করিলাম।

## আসাম

| চা বাগিচার নাম অথবা কোম্পাণীর নাম | এজেন্ট বা সেক্রেটারীর নাম | কত একর জমীতে চা আবাদ হয় |
|---|---|---|
| আচাবান টি কোং লিমিটেড | জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ | ১০৪ |
| এ্যামাল গ্যামাটেড টি এষ্টেটস্ কোং লিঃ | | |
| লতা কুঞ্জন ডিভিসন | ঐ | ১৮৫০½ |
| ডিপো | ঐ | ২৮২১½ |
| হাতি ফুলি | ঐ | ৮৫৯ |
| নাহোর কুটিয়া | ঐ | ৫৭৮ |
| নাম রূপ | ঐ | ৮৮০½ |
| টানজান | ঐ | ৪৪৪½ |
| আসাম ডুয়ারস্ টি কোং লিঃ— ওরান্ গাপুলী | ডানকান্ ব্রাদারস্ এণ্ড কোং লিঃ | ৯৯২ |
| আসাম এষ্টেটস্ লিঃ— | | |
| এথেলউড্ | ম্যাক্নিল্ এণ্ড কোং | ৩১৯ |
| হাজেল ব্যাঙ্ক | ম্যাক্নিল্ এণ্ড কোং | ৫০০ |
| আসাম ফ্রন্টিয়ার টি কোং লিঃ— | | |

| | | |
|---|---|---|
| টালুপ | | ১০০০ |
| ধলুলা | | ৪৩৪ |
| ডাকৃগ্রি | | ৭০০ |
| হিলিকা | | ১১৬৫ |
| হকনুগোরী | সংওয়ালেস্ | ১০৫৭ |
| সুকারএটীং | এণ্ড কোং | ৮০৪ |
| খবং | | ১০০০ |
| ঃাপজান | | ১০০৮ |
| লংসল | | ১০০০ |
| লেনা | | ৩৮৫ |
| আসাম প্রপার টি কোং লিঃ— | | |
| ব্রজলিবার | গিলেণ্ডারস্ আরবাথ্‌নট্ এণ্ড কোং | |
| আতারবারী টি এষ্টেট্‌স্ | জে, ম্যাকনিক্যাল এণ্ড কোং | ৭০৬ |
| আম গোরী টি এষ্টেট লিঃ | | |
| আমগোরী ডিভিশন | | ১০০০ |
| বরব্যান | বেগ ডানলপ | ১০২৫ |
| হ্যাগওয়াটাব | | ৬৪১ |
| নাগা ভগলী | এণ্ড কোং লিঃ | ৫৭৭ |
| আমলকি টি কোং লিঃ | ঐ | ৮৫১৫ |
| আনন্দ বাগ টি কোং লিঃ | সিলানডারস্ আরবাথনট এণ্ড কোং | ৮০ |
| এ্যাংগ্লো আমিরেকান ডিরেকট টি ট্রেডিং কোং লিঃ | | |
| লাহোয়ানি ডিভিসন্ | জেমস্ ফিনলে | ১৫৬৭ |
| কলোনি | | ৬২৮৪ |
| লাহোয়াটলি | এণ্ড কোং | ৯১৩ |
| আসাম কোম্পানী লিঃ | ফিনবারন এণ্ড কোং | ১২৫৪৬ |

| | | |
|---|---|---|
| আসাম কনসলিডেটেড টি এষ্টেটস লিঃ | | |
| ডুকেন্ হেন্‌গ্রা | এণ্ড্রুইউল এণ্ড কোং লিঃ | ৫৪২ |
| সকেটিং | | ৪০৩ |
| ঘিল্‌লিডারী | | ৩১০ |
| ভামন্ | | ৫১০ |
| হিন্‌গ্রিজান্ | | ৫৯৫ |
| খয়ান্ | | ৫৭৩ |
| টিন্‌কং | | ৮৩৯ |
| আটারিখাটু টি কোং লিঃ | উইলিয়মন মেজর এণ্ড কোং | ২৯১৯½ |
| বাড়ুলিপার টি কো লিঃ | অকটেভিয়াস্ ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৩২৭৮ |
| বাঘজাল টি কোং লিঃ | ম্যাকনিল এণ্ড কোং | ৪৩৭ |
| বাগমারী টি কোং লিঃ | বেগডানলপ্ এণ্ড কোং লিঃ | ৫১৩ |
| বাহনি টি এষ্টেট্‌স্ | নেশন্যাল এজেন্সি কোং লিঃ | ২০০ |
| বলিজান টি কোং লিঃ | প্ল্যান্‌টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৭২ |
| বামগাঁও টি কোং লিঃ | অকৃটেভিয়াস্ ষ্টিল্ এণ্ড কোং লিঃ | ১০৪৯ |
| বারদুয়ার টি এণ্ড টিম্‌বার কোং লিঃ | প্ল্যান্‌টারাস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ২৬৩৫ |
| বারল্যাং টি কোং লিঃ | উইলিয়াসন্ মেগর এণ্ড কোং | ১৭২০½ |
| বাশমতিয়া টি কোং লিঃ | এণ্ড্রুইউল এণ্ড কোং লিঃ | ৩০২ |
| বাতিলি টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৪০০ |
| বেহুবর কোং লিঃ | প্ল্যান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১০৭১ |
| বেঙ্গল ইউনাইটেড্ টি কোং লিঃ তেজপুর এণ্ড কগরা | জারডিন্ স্কিনার এণ্ড কোং | ১১১৬ |
| বেতজান্ টি কোং লিঃ—বেতজান | গিলাণ্ডারস্ আরবাথনট এণ্ড কোং | ৪৫০ |
| ভুটিয়া চাং টি কোং লিঃ | ব্যারি এণ্ড কোং | ৮৮৪ |
| বিস্‌নথ্ টি কোং লিঃ | উইলিয়মসম্ মেগর এণ্ড কোং | ৩৫৭১½ |
| বোগাবাঘ টি কোং লিঃ | অকৃটেভিয়াস্ ষ্টিল্ এণ্ড কোং লিঃ | ৪০৮ |
| বোকাখট্ টি এষ্টেট | ঐ | ৪৯০ |
| বোরাহি টি এষ্টেট | বেগডানলপ্ এণ্ড কোং লিঃ | ৪১৪ |
| বেরভিট্ টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৭০১ |
| বরদুবী টি কোং লিঃ | ঐ | ১২০৯ |
| বরেলি টি কোং লিঃ | ঐ | ২১১২½ |

| | | |
|---|---|---|
| বরহাট টি কোং লিঃ— | | |
| বরহাট— | জেমস্ ফিন্‌লে | ৮৯১ |
| জামগুরী— | এণ্ড কোং লিঃ | ৭৩০ |
| বরজান টি কোঃ লিঃ | উইলিয়ামসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৯০৬ |
| বরমাজন টি কোং লিঃ | ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং | ৪৫০ |
| বরাই টি কোং লিঃ | উইলিয়ম্সন্ মেগর এণ্ড কোং | ৭৪৭ |
| বরপানি টি কোং লিঃ | ভিলিয়ারন্ লিমিটেড | ২৯২ |
| বরপুখুরী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৫৭৬ |
| ব্রে এণ্ড চিন্‌গর টি এষ্টেট্‌স্ লিঃ— | | |
| লুংসুং— | বারলো এণ্ড কোং | ৮৩৮ |
| ব্রহ্মপুত্র টি কোং লিমিটেড :— | | |
| নেগেরিটিং | জেমস্‌ফিন্‌লে | ১৮৩৭ |
| সক্‌লেটিংগা | এণ্ড কোং লিঃ | ৮৫৯ |
| রাঙ্গামাটি | | ৯২৭ |
| মেসামারা | | ১২১৯ |
| ব্রিটীস্ আসাম টি কোং লিঃ | | |
| আদাবারী— | ম্যাক্‌লিয়ড | ৯১১ |
| বালিপারা— | এণ্ড কোং লিঃ | ৩৮৮ |
| ব্রিটীস্ ইণ্ডিয়ান্ টি কোং লিঃ | বামার, লরী এণ্ড কোং লিঃ | ১০৪২ |
| বুদ্‌লাবেটা টি কোং লিঃ— | | |
| বুদলা বেটা ডিভিসন্ | শ, ওয়ালেস্ | ৮৩৫ |
| কান্‌জিকোয়া | এণ্ড কোং | ৫১০ |
| বক্‌পারা | | ৬৩২ |
| থরজান | | ৭৪৭ |
| বখিয়াল টি এষ্টেট্ | ম্যাক্‌নিল এণ্ড কোং | ৩১৪ |
| চকিদিংঘী টি এষ্টেট্, লিঃ | স্যামুয়েল ফিজ এণ্ড কোং লিঃ | ৭৩২ |
| চোবা টি কোং লি :— | | |
| চোবা | জেমস্ | ১৫৪৮ |
| ননই | ফিন্‌লে | ১২৬০½ |
| কেলিদেন | এণ্ড কোং লিঃ | ১১৬৯½ |

| কোম্পানী | এজেণ্ট | |
|---|---|---|
| কনসলিডেটেড টি এণ্ড ল্যাণ্ডস্ কোং লি :— | | |
| হতিগর | জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ | ১৭৩৩½ |
| পাণ্ডই | ঐ | ১৭৫৬ |
| সাগমুটিয়া | ঐ | ৬১৩¾ |
| মঙ্কুলি | ঐ | ৬৯১½ |
| লামাবারী | ঐ | ৪৬৯¼ |
| কলিকসি টি কোং লিঃ | প্লাণ্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৪৮৭½ |
| করামোর টি এষ্টেট | উইলিয়মসন্ ম্যাগর এণ্ড কোং | ৯৯০ |
| দহিনজপুর টি এষ্টেট্ | বেগডানলপ এণ্ড কোং লিঃ | ৫৬২ |
| দিমলি টি কেং লিঃ | প্লাণ্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১৩০৩ |
| দেকাজুলী টি কোং লিঃ | ঐ | ৪০০ |
| দেকহারী টি কোং লিঃ— | | |
| দেকহারী | ঐ | ১০০১ |
| দেওহল | ঐ | ৮৭৫ |
| দিজো টি কোং লিঃ | বামা, লরী এণ্ড কোং লিঃ | ৯১৫ |
| দিজো ভ্যালি কোং লিঃ | বেগডানলপ এণ্ড কোং লিঃ | ২৫৫½ |
| দেশাই এণ্ড পার্ব্বতীয়া টি কোং লিঃ | জি, হেনডারসন্ এণ্ড কোং | ১৪৫৩ |
| ধিমদাই টি কোং লিঃ | উইলিয়ামসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৬৭৮¾ |
| ধানেশ্বরী টি কোং লিঃ— | | |
| ধানেশ্বরী | জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ | ৪৯২ |
| ধলাই টি এষ্টেট | অকেটভিয়াস ষ্টিল্ এণ্ড কোং লিঃ | ৭৬৫ |
| দিক্রুদারাং টি কোং লিঃ | টি এষ্টেটস ইণ্ডিয়া লিঃ | ৫৮৬ |
| দিমাখুসী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন মেগর এণ্ড কোং | ৬৫৮ |
| দোলাগুরী টি এষ্টেস্ | জি হেনডারসন্ এণ্ড কোং | ৫০০ |
| ডুলাহাট টি কোং লিঃ | উইলিয়নসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৮১৯ |
| ডুলুগ্রাম টি কোং লিঃ— | | |
| মাছুরী | ম্যাক্লিয়ড এণ্ড কোং | ৪৪৭ |
| ডুমডুমা টি কোং লিঃ— | | |
| হানসারা ডিভিসন্ | প্লাণ্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১০৭৬ |
| তবসাকপি | ঐ | ১২৬১½ |
| সামডং | ঐ | ১৩৩৬ |
| রায়ডং | ঐ | ১০০১¼ |
| দমমুখিয়া | ঐ | ৯২১ |

| | | |
|---|---|---|
| দরিয়া টি কোং লিঃ | শ, ওয়ালেস্ এণ্ড কোং | ৯৯২৩ |
| দয়াং টি কোং লিঃ | অকেটভিয়াস ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৫২০ |
| ডিয়ার, ডি ও ব্রায়ান্স কোং লিঃ | বামরে লরী এণ্ড কোং লিঃ | ৪১৮ |
| ডম্লাগড় টি কোং লিঃ | উইলিয়ামসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৬০০ |
| দারাং টি কোং লিঃ | কিল্বারন্ এণ্ড কোং | ৫৭০ |
| ইষ্টি ইণ্ডিয়ান্ টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ১৫৫০৲ |
| ইষ্টারন্ আসাম কোং লিঃ | | |
| বালজান | বাবয়া এণ্ড কোং | ১৭০৫ |
| শিয়ালকুটী | বাবয়া এণ্ড কোং | ১২১৮ |
| মোহনবারী | বাবয়া এণ্ড কোং | ৪৬৮ |
| এম্প্যায়ার অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড মিলস্ টি কোং লিঃ— | | |
| সোণাজুলী ডিভিসন্ | ম্যাক্লিয়ড্ এণ্ড কোং | ১২৩৯ |
| বরজুলী | ম্যাক্লিয়ড্ এণ্ড কোং | ২১০৩ |
| নামগাঁও | ম্যাক্লিয়ড্ এণ্ড কোং | ৭৩৬ |
| সেসা | ম্যাক্লিয়ড্ এণ্ড কোং | ৫৯৬ |
| ধুলাপাদং | ম্যাক্লিয়ড্ এণ্ড কোং | ১০৯২ |
| ধইরালী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৫১০ |
| গিলাপুকুরী টি এণ্ড সিড্ কোং লিঃ | এণ্ড্ ইউল এণ্ড কোং লিঃ | ৪০০ |
| গিনজিয়া টি কোং লিঃ | ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং | ৭০৬ |
| গপুর টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৪৪২ |
| গ্রিনন্উড্ টি কোং লিঃ— | | |
| গ্রিন্উড্ | ম্যাক্নিল এণ্ড কোং | ১০০৫ |
| ডিন্জান | ম্যাক্নিল এণ্ড কোং | ৭২৫ |
| গ্রব টি কোং লিঃ | অক্টেভিয়ান ষ্টিল্ এণ্ড কোং লিঃ | ১২৪০ |
| হালেম টি কোং লিঃ | ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং | ১৭০০ |
| হালসিরা টি এষ্টেট, | বেগডান্লপ এণ্ড কোং লিঃ | ৪৯৩৲ |
| হরমুটী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৮৩৯ |
| হুগরাজুলী ( আসাম ) টি কোং লিঃ | এ্যাণ্ডুইল এণ্ড কোং লিঃ | ৪৩৪ |
| হলাংগয়ী টি কোং লিঃ | ঐ | ১২৩৮ |
| হানওয়াল টি কোং লিঃ | জি, হেনডারসন্ এণ্ড কোং | ১৪৫৯ |

| কোম্পানী | এজেন্ট | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ইম্পিরিয়াল টি কোং লিঃ— | | |
| সোনাবারী ডিভিসন্ | ম্যাকলিয়ড এণ্ড কোং | ১৬১৬ |
| টারাজুলী | | ৭০০ |
| ইতাখুলী টি কোং লিঃ | প্লাণ্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৮৫৫ |
| জয়পুর টি কোং লিঃ | বামার লরী এণ্ড কোং লিঃ | ১১২২ |
| ঝানজী টি এসোসিয়েসন্ মিঃ | ঐ | ৪৬২০ |
| জকাই ( আসাম ) টি কোং লিঃ | ঐ | ১১৬৪২ |
| জুংম্‌টলী টি কোং লিঃ | কেটেস ওয়েল বুলেন এণ্ড কোং | ৫৪৩ |
| জোরহাট টি কোং লিঃ | বেগ্ ডানলপ্ এণ্ড কোং লিঃ | ১০০১২ |
| জুটলিবারী টি কোং লিঃ জুটলীবারী | গিলেণ্ডারস্ আরবাথনট এণ্ড কোং | ৮৩৪ |
| কাচারী গাঁও টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৭২৮ |
| কানান দেভান্ হিলস্ প্রডুয়স্ কোং লিঃ | | |
| কাকাজান ডিভিসন্ | জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং লিঃ | ২১১১৬ ১/৩ |
| দিপ্রোপার | | ৬৪৮ ১/২ |
| টিওক্ | | ৬২৩ ১/৪ |
| কাথনি টি কোং লিঃ | জি হেনডারসন্ এণ্ড কোং | ১০০ |
| খনিকর টি এষ্টেটস্ | ব্যারী এণ্ড কোং | ৪২৬ |
| খান্‌জি টি এষ্টেট | অক্টেভিয়স্ ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৫৯৪ |
| কিলিং ভ্যালি টি কোং লিঃ কিলিং ভ্যালি | জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং লিঃ | ৫৯৪ ১/৪ |
| কিংসলে গোলাঘাট আসাম টি কোং লিঃ | | |
| বরকাতণী | সা, ওয়ালেস এণ্ড কোং | ৬৭৬ |
| গোবাংগা | | ৩২৩ |
| দেহা | | ৩০৭ |
| সোতাই | | ২৫৪ |
| কলিয়াবার এণ্ড সিকণী টি কোং লিঃ | | |
| কলিয়াবার | বেগ্, ডানলপ কোং লিঃ | ৪৬২ |
| সিকণী | | ৭৬৯ |
| কমসং টি কোং লিঃ | উইলিয়াসন মেগর এণ্ড কোং | ১০০৪ |
| লিডো | ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ | ৬০৮ |
| নাগ্রিজুলী | | ৩৮১ |

| | | |
|---|---|---|
| লিমবুগারী টি কোং লিঃ | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৫৯৯ |
| লুকওয়া টি কোং লিঃ | বেগ ডানলপ এণ্ড কোং লিঃ | ১২৬৭ |
| মাদার খাট টি এষ্টেট | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১৬৬ |
| মাজুলী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন মেগর এণ্ড কোং | ৩৭১৫ |
| তমাকাম ( আসাম ) টি কোং লিঃ | বামার লরী এণ্ড কোং লিঃ | ২০২৪ |
| মঙ্গলভই টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন মেগর এণ্ড কোং | ৮৯৫ |
| মেলেং এষ্টেট | বেগ ডানলপ্ এণ্ড কোং লিঃ | ১৬৪৫ |
| মেথণী টি এষ্টেট্ | অক্টেভিয়স্ ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৩৭২ |
| মোয়াবন্দ টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৩৫০৭ |
| মোকালবারী টি কোং লিঃ | বারী এণ্ড কোং | ৭৬৭ |
| মকরাং টি এষ্টেট | ন্যাস্ন্যাল এজেন্সী কোং লিঃ | ৪৮০ |
| মহিমা লিঃ | ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ | ৭০৫ |
| মসোলো কোং লিঃ | কেটেল ওয়েল বুলেং এণ্ড কোং | ৪৪১ |
| লাহোরহটী টি এষ্টেট | অক্টেলিয়ম্ ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৮৮০ |
| লাহোরজান টি কোং লিঃ | জি, হেণ্ডারসন্ এণ্ড কোং | ৭৫৭ |
| নামডাং টি কোং লিঃ | বামার লরী এণ্ড কোং লিঃ | ১০৩৫ |
| লামবরনদী টি কোং লিঃ | সাওয়ালেস এণ্ড কোং | ৭৭৩ |
| ন্যাশন্যাল টি কোং লিঃ | | |
| মোনাই, জয়সিদ্ধি এবং ধোপাকাটা | এস্, এম্ বোস | ৫৩০ |
| নেপাকু টি এষ্টেট | ন্যাশন্যাল এজেন্সী কোং লিঃ | ১২৬ |
| নিউ আসাম ভ্যালি টি কোং লিঃ | ম্যাকনিল এণ্ড কোঃ | ৩৫১ |
| নিউ চিনাওলিয়া টি কোং লিঃ | ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ | ৯১৫ |
| নিউ ইষ্টারন্ টি এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ | টি এষ্টেট ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ | ৬৪০ |
| নিউ ইণ্ডিয়ান টি করপোরেসন্ জুলিয়া | ঐ | ২৭৭ |
| নিউ মনখুসী টি কোং লিঃ | ম্যাকনিল এণ্ড কোং | ৪৫৭ |
| নিউ পুরুপবারী টি কোং লিঃ | শা, ওয়ালেস্ এণ্ড কোং | ৩০০ |
| নিলপুর টি কোং লিঃ | ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং | ১৮৪ |
| পাবৃজান টি কোং লিঃ | | ৫১১ |
| পাবৃজান ডিভিসন | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ | ১০০০ |
| খিদাস | এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১১৪৭ |

| | | |
|---|---|---|
| পানবারী টি এষ্টেট | অক্টেভিয়াস ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ১১৪৭<br>৪১৩ |
| পাত্রকোলা টি কোং লিঃ জিয়াজুরী | ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ | ৬০৭ |
| ফুকেনবারী টি কোং লিঃ | ন্যাশন্যাল এজেন্সী কোং লিঃ | ৫৩০ |
| রাজাবারী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৫৪২ |
| রাজা খালী টি এষ্টেট লিঃ | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৩৮৯½ |
| রাজগর টি কোং লিঃ | এ্যাণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং লিঃ | ২৬৫ |
| রাজমই টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ২২৯৬½ |
| রোমাই টি কোং লিঃ | ঐ | ৫৭৪½ |
| রংগাজান টি কোং লিঃ | অক্টেভিয়স্ ষ্টিল্ এণ্ড কোং লিঃ | ২১৩১ |
| রুপাই টি কোং লিঃ | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১০৫৭¼ |
| রুপাজুলী টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ৮০৬½ |
| সালোনা টি কোং লিঃ | | |
| সালোনা ডিভিসন | ম্যাকিলন্ ম্যাকেনজি এণ্ড কোং | ২০৯৭ |
| কনতোলি | | ১১৭৯ |
| কোটালগোরী | | ১০১৩ |
| সাপই টি কোং লিঃ সাপই | জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিঃ | ৮৬৪ |
| স্কটিস্ আসাম টি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ১৩৭৫ |
| সিয়াজুলী টি কোং লিঃ | ঐ | ৫২১ |
| সাকোমাতো টি এষ্টেট লিঃ | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৯১৭ |
| সিলোনিবারী টি কোং লিঃ | ব্যারী এণ্ড কোং | ১১৭৫ |
| সিংলো টি কোং লি :— | | |
| সাফ্রি | গিলিণ্ডারস্ আর-বাথনট এণ্ড কোং | ১০১৪ |
| যাবোকা | | ১০১৬ |
| মুগ্রপুর | | ৮৬৯ |
| নপাক | | ৭৮৯ |
| সোনাভিল ( আসাম ) টি কোং লিঃ | আক্টেভিয়াস্ ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৬০৩ |
| ত্রৈকং টি এষ্টেট ধুলি | টি এষ্টেট ইণ্ডিয়া লিঃ | ৪৫৪ |
| তারা টি কোং লিঃ | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ১২০০ |
| তিল আলি টি কোং লিঃ | অক্টেভিয়ান্ ষ্টিল এণ্ড কোং লিঃ | ৫০৭ |
| ডিলোইজান টি এষ্টেট | ম্যাক্লিয়ড্ এণ্ড কোং | ৪৫০ |

| | | |
|---|---|---|
| টেংপাণী টি কোং লিঃ | গিলেণ্ডারস্ আরবাথনট এণ্ড কোং | ৩৫৮ |
| তেজপুর টি কোং লিঃ | শ, ওয়ালেস্ এণ্ড কোং | ৯১৬½ |
| থানাই টি কোং লিঃ :— | | |
| থানাই | ম্যাকনিল | ৬৯০ |
| ওয়াকল্যাণ্ডস্ | এণ্ড কোং | ৫৯৭ |
| দিগুলট্যারাং | | ৭২৩ |
| তিন গ্রাটি কোং লিঃ | উইলিয়মসন্ মেগর এণ্ড কোং | ১৯৮৭ |
| টিক্যাল টি কোং লিঃ | ন্যাশন্যাল এজেন্সী কোং লিঃ | ২০০ |
| তিতাবর টি কোং লিঃ | বেগ ডানলপ্ এণ্ড কোং লিঃ | ৬২৫¼ |
| টিটাদিমরো টি এষ্টেট | ব্যারী এণ্ড কোং | ৩০৭ |
| তনপাণী টি এষ্টেট | উইলিয়মসন মেগর এণ্ড কোং | ৩৬৬½ |
| তনিজান টি কোং লিঃ | ঐ | ২২১ |
| টাইরন টি কোং লিঃ | বেগ ডানলপ এণ্ড কোং লিঃ | ৬৫২ |
| অপার আসাম টি কোং লিঃ | | |
| মইজান এণ্ড রাজগড় | | ১৩৭৩ |
| বরবরুয়া | | ৫৮৪ |
| নাদওয়া | ম্যাকনিল | ৫৩২ |
| রংগাগোরা | এণ্ড কোং | ৬৪৯ |
| চাটো টিংগিরি | | ৩০০ |
| নাগাধোলি | | ৭৬৬ |
| জালনী টি এষ্টেট লিঃ | প্লান্টারস্ ষ্টোরস্ এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ | ৫৬৩ |

**আগামী মাসে অন্যান্য বাগানের বিবরণ প্রকাশ করিব।**

---

# গো চিকিৎসা

গত আশ্বিনের সংখ্যায় আমরা গো চিকিৎসা সমন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, গরুর কয়েকটী পীড়ার লক্ষণ ও তাহার উপশমের ঔষধ ও বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা গরুর গর্ভ সংক্রান্ত পীড়া বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব কারণ এই সময়ে গাভীরা প্রায়ই গর্ভ হয় এবং অসময়ে গর্ভ পাতও হয়, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই পাঠকগণ যাহাতে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে পারেন সেজন্ম আমরা এবার ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

## গর্ভ সংক্রান্ত পীড়া

সঙ্গম বিফলতা ও পাল ঝাড়া।

পালের নিষ্ফলতা নানা কারণে হইতে পারে এবং সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া তবে চিকিৎসার বিধান করিতে হইবে।

১ম।—নপুংসক গরু হইলে বা যমজের (সাড় ও নই) নষ্ট হইলে তাহার কখনই পাল হওয়া সম্ভবে না—।

২য়।—উৎপাদিকা যন্ত্রের রোগ বা বিকার জন্মিলে পাল নিষ্ফল হইতে পাকে।

৩য়।—গরু বৃদ্ধ হইলে বা অত্যধিক পরিশ্রম করিলে অথবা আবশ্যক মত আহার না পাইলে বা অন্য কোন কারণে বেশী দুর্ব্বল হইলে পাল বিফল হইয়া থাকে। অধিক দৌর্ব্বল্যে যাঁড়ও অক্ষম হয়।

৪র্থ।—অত্যধিক আহার্য্যে অনেক চর্ব্বি জন্মিয়া উৎপাদিকা যন্ত্র ঢাকিয়া পড়িলে পাল নিষ্ফল হয়।

৫ম। স্বঘরে বংশানুক্রমে ক্রমাগত পাল দিলে গরু বাঁজা হইয়া আইসে।

৬ষ্ঠ। গরুর পেটে বাছুর মরিয়া শুকাইয়া গেলে সে বরাবর পাল ঝরিয়া ফেলে।

এই কারণ গুলি বুঝিলেই চিকিৎসা কিরূপ হইবে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রথমটীতে চিকিৎসা করা বৃথা। দ্বিতীয়টীতেও সেইরূপ তবে গর্ভাশয়ের মুখটী কোন কারণ বশতঃ নিতান্ত সরু থাকিলে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। হাতে তৈল মাখাইয়া যোনির মধ্যে হাত চালাইয়া দিয়া গর্ভাশয়ের মুখটী পাইলে, সেইখানে আঙ্গুলগুলি বেশ "গোটো" করিয়া ক্রমশঃ বিস্তারিত করিলে তাহা বিস্তারিত হইবে এবং গরুকে তাহার—অনতিবিলম্বে যাড় দেখাইলে পাল সফল হইবে। গাভী নিতান্ত "ভয় তরাসে" হইলেও তাহার গর্ভাশয়ের দ্বার পালের সময় ছোট—হইয়া যায়। পাল দিবার পূর্ব্বে সেই স্থানে খানিক একসট্রাকট—বেলেডোনা (সোরসাল) মাখাইয়া দিলে এরোগ আরোগ্য হয়।

তৃতীয়টীর সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই, গরুর আহারের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই তাহার চিকিৎসা হইল। আর "খেঁড়ো" গরু হইলে তাহার বাছুরকে তাহার কাছে যাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, চতুর্থটী সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক গরুর আহার কমাইয়া, দেওয়াই তাহার চিকিৎসা, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে যেন পেটে মারা না হয়। কাঁচা ঘাস ও খড় ইত্যাদি দিলেই চলিবে, বিচালি একবেলা দিলেও ক্ষতি নাই।

তবে খোল, মাতগুর, চিনি, তিসি ইত্যাদি সকলই কিছু দিনের জন্য একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। গরু কিছু শুকাইলে তাহাকে ছোলা,

মটর, সিম বা তাহাদের গুঁড়া দিন কয়েক খাওয়াইলেই সে আবার সফল পাল হইবে।

ষষ্ট। গরুর গর্ভবেদনা হইয়া বৎস না জন্মিলে এবং তাহার পর গরু বারম্বার পাল লইলে তাহার গর্ভে বাছুর আছে বুঝিতে হইবে। তাহাকে তিসি, মসিনা, গুর ও ভুসি ক্রমাগত খাওয়াইলে ও মধ্যে মধ্যে এপ্‌সন সল্টের জোলাপ দিলে মরা বাছুর পেট হইতে বাহির হওয়া সম্ভব। তাহা না হইলে চিকিৎসকের দ্বারা বাছুরকে কাটিয়া ২ বাহির করিতে হইবে। ইহা করিলে গরুর আর বড় শীঘ্র গর্ভ হয় না, তবে দুই চারি বৎসর পরে আবার হইতে পারে।

অসময়ে গর্ভ বেদনা। ইহার সূত্রপাত হইলেই গাভীকে একটী অন্ধকার ঘরে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে গাভীর নিতান্ত কষ্ট হইলে তাহাকে প্রতি ঘাটায় ক্লোরাল হাইড্রেট ২ ড্রাম বা আরও অল্প ২ করিয়া দিতে হইবে, পেটে বাছুর মরিয়া না গেলে এইরূপে অনেক স্থলে গর্ভস্রাব নিবারণ করিতে পারা যায়। গর্ভিণী গাভীর শরীরের উত্তাপ ১০১র বেশী হইলে, তাহার গর্ভ বেদনার সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গর্ভস্রাব। নানা কারণে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে যথা:—

১ম।—কোন ২ ঘাসের একরূপ ছাতা হয়, তাহা দেখিতে ঘাসেরই বীজের ন্যায়, কেবল লম্বে তাহার দ্বিগুণ, আর বাহিরে দেখিতে পাটকিলে ও গুড়াইয়া ফেলিলে ভিতরে সাদা। ইহার নাম আর্গট। এই ছাতা ঘাসের সহিত খাইয়া ফেলিলে গাভীর গর্ভস্রাব হয় গাভীর গর্ভস্রাব হইলে সে যে মাঠে চরে. সেই মাঠে তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলে যদি কোনও ঘাসে এই ছাতা দেখা যায়, তাহা হইলে সেখানে আর গরু চরিতে দেওয়া উচিত নয়। সেই মাঠের ঘাস গুলি মুড়াইয়া কাটিয়া কাটা ঘাস গুলি পুড়াইয়া ফেলিবে। পর বৎসর সেখানে গরু চরিলে ক্ষতি হইবে না।

২য়।—গাভীর কোনরূপ আঘাত লাগিলে বা সে ভয় পাইয়া দৌড়াদৌড়ি করিলে, তাহার গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। গর্ভিণী গাভীর পিছনে কুক্কুর লাগিলে তাহার এইরূপ গর্ভস্রাব আকচার হইতে দেখা যায়।

৩য়।—পেঁকো মাটি, বা গোবর গাদার উপর দিয়া অনেকক্ষণ হাঁটিয়া গেলে গাভীর গর্ভস্রাব হয়।

৪র্থ।—নিতান্ত পচা, ও দুর্গন্ধ জল খাওয়াইলে গাভীর গর্ভস্রাব হয়।

৫ম। যথেষ্ট ভেদ হইলেও গর্ভস্রাব হইবার কথা। এজন্য গর্ভিণী গাভীকে তীব্র জোলাপ দেওয়া অকর্ত্তব্য।

৬ষ্ঠ। প্রবল জ্বর ও সংক্রামক পীড়া হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে।

৭ম। গাভীর পালে একটীর গর্ভস্রাব হইলে অপর গর্ভিণী গাভী গুলিরও এইরূপ হইবার সম্ভবনা। এজন্য গাভীর গর্ভস্রাবের সূত্রপাত হইলেই তাহাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তব্য।

৮ম। পচা মাংসের বা রক্তের দুর্গন্ধে গর্ভস্রাব হয়। বাটীতে ইন্দুর, বিড়াল, ভেক ইত্যাদি পচিলে বা কোন কারণে রক্তপাত হইলে, তাহা পরিষ্কার করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা উচিত।

গর্ভস্রাবের পর ফুল বা জলান অনেক দিন না পড়িলে তাহা হাত দিয়া টানিয়া, এবং আবশ্যক হইলে ছিড়িয়া বাহির করিতে হইবে। হাতে কারবলিক্ তৈল মাখাইয়া তবে হাত পুরিয়া দিবে।

আর সমস্ত জলান বাহির হইলে পর গর্ভস্থানে দুইবার এই জলের পিচ্‌কারি দিবে:—

খাঁটি কারবালিক্ য়্যাসিড্ ১ভাগ

গরম জল—৯৯ ,, ,,

কিন্তু এইরূপ চিকিৎসা করিলে গরুর আর শীঘ্র গর্ভ হয় না, সুতরাং প্রথমে জলান ফেলিবার জন্য ভুসি, তিসি ও গুড় খাওয়াইবে। তাহাতে কিছু না হইলে একটী জোলাপ দিবে ও আধসের ফেনে আধ ছটাক আর্গট মিসাইয়া খাওয়াইবে। আবশ্যক হইলে এক ঘণ্টার পর ইহা আবার দিবে। দশ বার দিনের মধ্যে যদি জলান না পড়ে তাহা হইলে প্রথমোক্ত রূপ চিকিৎসা করা ব্যতীত আর উপায় নাই।

প্রথম বিভাগে গোয়ালের মেঝের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সেইটী মনে রাখা কর্ত্তব্য। গর্ভ সংক্রান্ত সকল রোগই গোয়ালের মেঝে গরুর পিছনে কিছু উঁচু রাখিতে পারিলে ভাল। যে গাভীর গর্ভস্রাব হইয়াছে, তাহাকে অন্ততঃ এক মাস কাল গরুর পালে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রসব বেদনা। ইহা তিনটী কারণে হইয়া থাকে।

১ম। বাছুর খুব বড় হইলে, গাভীর প্রসব করিতে কষ্ট ও বিলম্ব হয়। এইরূপ বুঝিলে বাছুরের সম্মুখস্থ পা দুইখানি ও মাথাটী ঈষৎ নিচের দিকে ঝোঁকাইয়া দুই জনে সজোরে টানিয়া প্রসব করাইতে হইবে। কোন কোন সময় চারি পাঁচ জনের সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। প্রসবের সময় একজন গাভীর যোনি টানিয়া ফাঁক করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

২য়। গর্ভে বাছুর উল্টাইয়া থাকিলেও এইরূপ হয়। গর্ভের ভিতর হাতদিয়া বাছুরকে ঘুরাইয়া তাহার সম্মুখস্থ পা দুইখানি ও মাথাটী বাহিরের দিকে আনিবে ও সজোরে তাহাকে এই অবস্থায় টানিবে। যদি ঘুরাইয়া এরূপ না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পিছনের পা বাহিরের দিকে ধরিয়া অল্প নীচু করিয়া টানিবে। এই দুইটী ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় বাছুর টানিয়া বাহির করা যায় না, সুতরাং এই দুইটীর কোনটী না করিতে পারিলে বাছুর কাটিয়া কাটিয়া বাহির করা ব্যতীত অন্য উপায় প্রসব বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হইলে গাভীকে এক বোতল বিয়ার বা ১ পাইট হুয়িস্কি বা ধেনো মদ, অথবা ½ আউন্স য়্যামোনিয়া কার্বনেট খাওয়াইয়া দিবে। দুই হাতে করিয়া মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা জল খাওয়ানও ভাল।

প্রসবের পর ঠাণ্ডা জলে অল্প ভুসি মিশাইয়া গাভীকে খাইতে দিবে। তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইলে আর জল দিবার আবশ্যক করিবে না।

যোনি উল্টান। ইহা প্রসবের পূর্ব্বেও হইতে পারে। চিকিৎসা। গরম জলে যোনি ধুইয়া দিবে এবং পরে জিঙ্ক্ ক্লোরাইড বা খয়েরের জল দিয়া সেইটী ভিজাইয়া রাখিবে।

আবশ্যক হইলে উহা হাত দিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিবে এবং সেই হাত ভিতরে খানিক (১০ মিনিট) রাখিবে।

জরায়ু বা গর্ভাশয় বাহির হওয়া। জরায়ু বাহির হইলে গরম জল ও কার্ব্বলিক য়্যাসিড (১:২০) সেইটী বেশ করিয়া ধুইয়া দিবে। এবং পরে হাতে মুটা করিয়া ও হাতেও তৈল মাখাইয়া গর্ভাশয়ের ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া দশ মিনিট হাত ভিতরে রাখিবে। গাভী ফের যদি কোঁৎ পারিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে একটী সূচ ও ফিতা দিয়া তাহার যোনির দুই পার্শ্বের মাংস ফুঁড়িয়া যোনি দারটি ইংরেজী x (একস) আকারে বাঁধিয়া রাখিবে। কোঁৎ পাড়িয়া গরুর নিতান্ত কষ্ট হইলে তাহাকে এক ড্রাম্ ক্লোরাল হাইড্রেট্ সেবন করাইবে। আবশ্যক হইলে ইহা দুই, তিন ঘণ্টা পরে আবার দিতে হইবে। কষ্টের দরুণ জ্বর হইলে গরুকে দুই ঘণ্টা অন্তর সোরার জল পান করাইবে। ফুল পড়ার পর গরু কোঁৎ পারিতে আরম্ভ করিলেই যদি নিম্নলিখিত

ঔষধটীর পিচ্‌কারি দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার আর জরায়ু বাহির হইবে না।

| | |
|---|---|
| কারবলিক য়্যাসিড | ১ ড্রাম। |
| স্থইট্‌ অয়েল | ১০ ,, |
| টিংলডেনাম | ২ ,, |

## দুগ্ধজ্বর বা প্রসূতা রোগ।

পালানে অত্যধিক দুগ্ধ হইলে প্রসূতীর এই রোগ হয়। প্রসবের পর তিন দিনের ভিতর এই রোগ দেখা দেয়। অপাক, প্রবল জ্বর, মাথা ভারি এবং নিতান্ত দুর্ব্বলতা এই কয়েকটী এই পীড়ার লক্ষণ।

চিকিৎসা। নিতান্ত প্রবল জ্বরের পর গাভীর মাথা অত্যন্ত ভারি হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ গাভী সংজ্ঞা হীন হইতেছে দেখিতে পাইলে তাহার কপালের বা বাম গালের শীরা (gugular vein) কাটিয়া দুই তিন বোতল রক্ত বাহির করিতে পারিলে গাভী আরোগ্য হইতে পারে, নচেৎ তাহার মরণ নিশ্চয়। পীড়াটী অপেক্ষাকৃত সোজা হইলে এইরূপ চিকিৎসা করিবে :--এই পীড়া হইয়াছে টের পাইলেই তৎক্ষণাৎ এই ঔষটী খাওয়াইবে :—

| | |
|---|---|
| গরম মাৎগুড় | /৪ |
| সোরা | ১ ছটাক |

পরে আধ বোতল করিয়া দুইবারে এক বোতল ধেনো মদ বা হুয়িস্কি অথবা দুই বোতল বিয়ার দিবে। বারম্বার গোরুটিকে ঘরের বাহির করিয়া দুহিবে, এবং পিঠে টার্পিন তৈল মালিস করিবে বা রাই সরিয়া বাটিয়া দিবে, এবং মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটী দিবে, এই পীড়া কেবল দুগ্ধবতী গাভীরই হইয়া থাকে। পীড়ার উপক্রম হইলেই তাহাকে জোলাপ দিবে। প্রসবের দশদিন পূর্ব্ব হইতে—নিয়মিতরূপে দুহিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

কম্পন। প্রসবের পর কম্পন হইয়া গরুর হাত পা পড়িয়া গেলে প্রসূতি রোগের ন্যায় চিকিৎসা হইবে, হাত পা পড়িয়া গেলে গরু প্রায়ই বাঁচে না। দুর্ব্বলতা বশতঃ হাত পা পড়িয়া গেলে, গরুর জ্বর বা অরুচি হয় না, এবং দুগ্ধ দিতেও লাফালাফি করে না। প্রসবের পর এরূপ হইলে গাভীকে গরম ঘরে গা ঢাকা দিয়া রাখিবে এবং দুইবারে এক বোতল মদ দিন দুই খাওয়াইবে।

পালানের প্রদাহ। পালানের একটি বাঁটের চারিপাশ ও তাহার নিকটস্থ পেটের কতকটাও হঠাৎ ফুলিয়া উঠে এবং গরম হয়। গোড়াগুড়ি চিকিৎসা না হইলে, এই ব্যারামে গরুর একটি বাঁট নষ্ট হয় এবং কোন কোন স্থলে গরু মরিয়াও যায়।

চিকিৎসা। প্রথমে একটী জোলাপ দিবে। উত্তপ্ত বাঁটটী প্রত্যহ গরম জলে দুইবার ধুইয়া দিবে, ও চর্ব্বি বা ঘৃত দিয়া বেশ করিয়া ডলিবে এবং বাঁটটী বারম্বার টানিবে। যদি পাকিবার মত দেখ, একটী ভুষীর পুল্‌টিস লাগাইবে। পাকিলে আপনি ফাটে ভালই, না ফাটে কাটিয়া দিবে। পরে ঘি গরম করিয়া লাগাইলেই সারিয়া যাইবে। বাঁট ফাটিলে সেটা একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

---

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

### ব্রিষ্টলস্ (Bristles).

(পি-২৪৭) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী শূকরের কুচীর (Bristles) ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 6. I).

### দারুচিনি।

(পি-২৪৮) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী দারুচিনি ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 6. I).

### পাট অথবা শনের (Flax) ওয়াটার প্রুফ ক্যানভ্যাস ইত্যাদি।

(পি-২৪৯) যে সকল ব্যবসায়ী পাট অথবা ফ্লাকস এর ওয়াটার প্রুফ ক্যানভাস, Gunny বা চট্ ইত্যাদি তৈয়ারী করেন, কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 6. I).

### হরিতকী প্রভৃতি নকস ভূমিকা,

(পি-২৫০) যে সকল ব্যবসায়ী নকস ভূমিকা (Nux vomica বা কুচিলা, হরিতকী (Myrabolams) বকসাইট্ (Bauxite), ব্যারাইটীজ (Barytes) এবং Ochres বা এলামাটী প্রভৃতি ক্রয় করেন, জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. J. 6. I).

### ভিজা লবণসিক্ত ঘোড়েলের চামড়া, কুমীরের চামড়া ইত্যাদি।

(পি-২৫১) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী ভিজা লবণাক্ত ঘোড়েলের চামড়া, কুমীরের চামড়া, হাতীর শুঁড়, দাঁত এবং ব্রিষ্টলস্ ইত্যাদি ক্রেতাদের সন্ধান চাহেন। (T. J. 6. 1).

### তুলা।

(পি—২৫২) ইউরোপে তুলা রপ্তানি ও বিক্রয়ের জন্য হল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী এজেণ্ট চাহেন। (T. J. 6. I).

### হেসিয়ান ব্যাগ এবং চট।

(পি—২৫৩) যাঁহারা পাট, চট্ থলে ইত্যাদির কারবার করেন বা বিদেশে রপ্তানি করেন স্কটল্যণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের এজেণ্ট হইতে চাহেন। সত্বর আবেদন করুন। (T. J. 6. I).

### কাঠবিড়ালির চামড়া এবং শিয়ালের চামড়া।

(পি—২৫৪) যাঁহারা ভারত হইতে বিদেশে কাঠবিড়ালির চাম্ড়া এবং খেঁক্শিয়ালির চাম্ড়া রপ্তানি করেন জার্ম্মানীর জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 6. I).

(—পি—২৫৫) সেলুলয়িড ওয়েষ্ট, গাম আলিবে- নাম ইত্যাদি হায়দ্রাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী জানাই- তেছেন যে, যাঁহারা সেলুলয়িড ওয়েষ্ট (Celluloid waste) গাম অলিবেনাম্ (Gum olibanum) হেনা পাউডার (Henna powder), গাম আরে- বিক্ (Gum Arabic) বা গঁদ এবং তিলের খইল (Gingili Oilcake) প্রভৃতির ব্যবসা করেন। তিনি তাঁহাদের সন্ধান জানিতে চাহেন।

(T. J. 13. I)

### শন

(পি—২৫৬) রায়পুরের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতীয় গাঁইট বাঁধা হেম্প ফাইবারের (Hemp Fibre in pressed bales) ক্রেতাগণের সন্ধান জানিতে চাহেন। (T. G. 19. I).

### তৈল

(পি—২৫৭) মধ্য ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী জোয়ানের তেল [Thyme oil (Ajowan oil)] ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 13. I)

### হুইস্ক ফাইবার

(পি—২৫৮) ব্রাস তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহৃত হুইস্ক ফাইবার (Whisk Fibre) সরবরাহকারীদের সহিত মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 13. I).

### জুতা

(পি—২৫৯) যাঁহারা জুতা এবং বুটজুতা (Ankle and knee Boots) রপ্তানি করেন ঈজিপ্টের জনৈক সংবাদ দাতা তাঁহাদের এজেণ্ট হইতে চাহেন। (T. J. 13. I).

### তৈলবজী

(পি—২৬০) ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা তিল, রসিনা, রেড়ী, চীনে বাদাম এবং নরিকেল or copra রপ্তানি করেন ফ্রান্সের জনৈক ব্যবসায়ী কমিশন লইয়া তাঁহাদের এজেণ্ট হইতে চাহেন।

(T. J. 13. I.)

(পি—২৬১) এ্যাসবেস্টস্ (Asbestos) স্থানীয় জনৈক সংবাদ দাতা যাঁহারা এ্যাসবেস্টস্ (Abestos) খরিদ করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 20. I.)

### তুঁতে

(পি—২৬২) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা তুঁতে (Copper Subphate) খরিদ করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 20. I)

### রসুন

(পি—২৬৩) পাঞ্জাবের জনৈক সংবাদ দাতা রসুনের (Garlic) খরিদ্দারের অনুসন্ধান করিতে- ছেন। ঐ দ্রব্য যদি কাহারও দরকার থাকে তবে তিনি উক্ত ব্যক্তির নিকট সন্ধান করুন।

(T. J. 20 I).

### গাটস্ বা জানোয়ারের অন্ত্র

(পি—২৬৪) সেকেন্দর বাদের জনৈক ব্যবসায়ী ভিজা ও শুক্না গাটস্ (Guts) ক্রেতাদের অনুসন্ধান করিতেছেন, এ বিষয় কাহারও দরকার থাকিলে ঐখানে অনুসন্ধান করুন (T. J. 23. I).

### হ্যাজেল্‌নট্‌স্

(পি—২৬৫) হ্যাজলনটস্ (Shelled Hezelnuts) আমদানীকারীদিগের কাশমীর ষ্টেটের জনৈক ব্যবসায়ী অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 20. I).

### লাইম ষ্টোন বা চুণের পাথর

(পি—২৬৬) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী লাইম ষ্টোনের (Line Stone) খরিদ্দারের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 20. I).

## হরিতকী ও কুটিলা

( পি—২৬৭ ) যাঁহারা মধ্য প্রদেশে হরিতকী ও কুটিলার আমদানী করেন, বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। T. J. 20. I.).

## হরিতকী, কুঁটিলা ও চাউল ইত্যাদি

( পি—২৬৮ ) যাঁহারা হরিতকী ( Myrobalams), নকস ভুমিকা ( Nux Vomica) চাউল, উদ্ভিজ্জ তৈল ( Vegetable oils,) খইল, তেঁতুল, তুলা ও পাটের ছাঁট কাট ইত্যাদি খরিদ করিতে চাহেন, স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সন্ধান করিতেছেন। (T. J, 20. I).

## জাফরাণ

( পি—২৬৯ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা জাফরান (Saffron) খরিদ করিতে চাহেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

T. J. 20. I)-

## Soap Nuts বা রীটে ফল

( পি—২৭০ ) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা সোপনটস্ ( Soapnuts ) ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 20. I.)

## বন্য শূকরের চামড়া

( পি—২৭১ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা বন্য শূকরের চামড়া আমদানী করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 20. I)

## বাংলা চাউল

( পি—২৭২ ) মাহির জনৈক ব্যবসায়ী বাংলার চাউল রপ্তানি কারিদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J, 20. I).

# ভারতীয়—

## এমব্লি মিরোবালান

( পি—২৭৩ ) মেদাকের জনৈক সংবাদ দাতা আমলকি, এমব্লি মিরোবালান ( Emblic Myrobalan) ইত্যাদি ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T J 29 E.)

## কমলা পাউডার

(পি—২৭৪) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী দক্ষিণ ভারতের কমলা পাউডার (Kamala Powder) ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

( T. J. 27. I.).

# প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সমালোচনা

সুবাসিত তিল তৈল।

প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব Technological কেমিষ্ট, মহীশূর, বরদা এবং পাতিয়ালা রাজ্য সমূহের শিল্প বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জে, চক্রবর্ত্তী বি, এ, সম্প্রতি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাবান, গন্ধ তৈল ও গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা করিতেছেন। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশীযুগে ইনিই ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী হইতে টয়লেট সাবান বাহির করেন এবং গুণে ও গন্ধে উহা তখন দেশের সর্ব্বত্র বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। ওরিয়েন্টাল সোপের নাম এবং খ্যাতি যখন দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল ঠিক সেই সময়ে কারখানার মালিকের সহিত মতান্তর হওয়ায় মিঃ চক্রবর্ত্তী কাজ ছাড়িয়া দিয়া দীর্ঘকাল যাবত মহীশূর, বরদা, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে শিল্প বিভাগের অধ্যক্ষতা করিতে থাকেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেই এখন কারখানা স্থাপন করিতে উৎসোগী হইয়াছেন। ইহা বিশেষ আশাও আনন্দের কথা। কারণ এতকাল যাবত যে জিনিষ লইয়া নাড়া চাড়া করিলেন তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ উন্নতি দেখিবার জন্য দেশের লোক তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করে। তাহার কারখানার নাম "কুনেলিয়া পার্ ফিউমারী"। সম্প্রতি এই কারখানা হইতে আমরা এক বোতল সুগন্ধি তিল তৈল পাইয়াছি, আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। বাজারে প্রচলিত যে সকল তিল তৈল পাওয়া যায় তাহাতে সাধারণতঃ মাথায় আঠা হয় এবং চুল চট্ চট্ করিতে থাকে। আবার তিল তৈল বলিয়া বাজারে এক প্রকার গন্ধহীন কেরোসিন তেল পাওয়া যায় যাহাকে Mineral oil বা Mineral Colza বলে; এই তেলে রং ও গন্ধ মিলাইয়া বাজারে কেহ কেহ সুবাসিত তিলের তেল বেচিয়া থাকেন,তাহাতে চুলে আঠা হয় না বটে কিন্তু চুলের বৃদ্ধির অথবা মাথা ঠাণ্ডা রাখার তাহা কোনও সহায়তা করে না। মিঃ চক্রবর্ত্তী খাঁটী তিল তৈলকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আটাবিহীন করিয়া স্নিগ্ধ গন্ধের দ্বারা সুবাসিত করিয়াছেন। আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যদি ভাল করিয়া চালাইতে পারেন তবে যাহারা তিলের তেলের ভক্ত তাঁহারা আর অন্য তেল কিনিবেন না। দাম একবোতল ৸৹ আনা কুনেলিয়া পারফিউমারীতে ৯১।১B মানিকতলা ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

---

# দি লহর ভেলী টি কোং লিঃ।

আমরা উক্ত কোম্পানীর রিপোর্টাদি পাঠে সন্তুষ্ট হইলাম। মেসার্স এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সী এই কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাদের অধীনে আরও এই প্রকার চা বাগান বেশ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে, এই এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সীর মালিক একজন শিক্ষিত যুবক। বাগানের কার্য্যাদি ৩০ বৎসরের চা অভিজ্ঞ ম্যানেজার বাবুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমাদের দেশে এই বেকার সমস্যার দিনে শিক্ষিত যুবকরা যে চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া এই প্রকার ব্যবসায়ে মনোযোগী হইয়াছেন ইহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। দেখা যায় এই চার ব্যবসায়ে আজকাল কয়েকটী বাগান ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছেন। এবং এই সকল বাগানও কেবল মাত্র বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। আমাদের এই দুর্দ্দিনে আজ ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ভুলিয়া যাওয়া উচিত সে বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত যৌথ কোম্পানী গুলি কোনও কাজের নয়। অনেকেই বাঙ্গালী কোম্পানীর নাম শুনিলেই নাক সিটকান কোনও বাঙ্গালী কোম্পানীর সেয়ার বিক্রয়ার্থ কেহ কোনও বাঙ্গালীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন কোনও সাহেব বাগানের সেয়ার আছে কি না। আমরা এই প্রকারে বিদেশীয়দের হাতে টাকা সাধিয়া দিতেছি তাহারাও প্রথম অবস্থায় অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আজ এতবড় ব্যবসায়ী হইয়াছেন। আমাদেরও সেদিন আসিয়াছে। এখন আমাদের উচিত আমাদের বাঙ্গালী ভাইয়েদের দ্বারা পরিচালিত কোম্পানী গুলির যাথাসাধ্য সাহায্য করা।

ইহাদের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে এই কোম্পানীর বাগানে প্রায় ৫০ একর স্থানে পুরাতন আবাদ রহিয়াছে। ৪।৫ বৎসরের পুরাতন চারা দ্বারা পাচটী নার্শারী পরিপূর্ণ আছে। এই সকল চারা দ্বারা আরও ৫০ একর বোনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেই এই বৎসর বাগান ১০০ একর স্থানে আবাদ শেষ হইবে। বাগানের কার্য্যাদি বেশ ভাল প্রকার চলিতেছে। এই বাগানের আরও একটী বিশেষ সুবিধা আছে যে কখনও কুলী রিক্রুটিং কার্য্যে এক পয়সাও ব্যয় করিতে হইবে না। কেন না এই বাগানের চতুর্দ্দিকে সাহেব বাগান প্রত্যাগত কুলীদের বাস। তাহারা সকলেই চা বাগান কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী এবং এই বাগানের কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

এই বৎসর হইতেই এই বাগানে চা পাওয়া যাইবে এবং কার্য্য পরিচালকগণ আশা করেন যে আগামী ১৯২৯ সাল হইতেই ভাল প্রকার লভ্যাংশ বিতরণ করিতে সক্ষম হইবেন।

কোম্পানীর মূলধন ২৫০০০০ আড়াই লক্ষ টাকা প্রত্যেক সেয়ারের মূল্য ২৫৲ টাকা মাত্র করা হইয়াছে এবং ছয় কিস্তিতে এই টাকা দিতে হয়। ইহাতেও আরও সুবিধা হইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে সেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও সাদরে আমরা পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলথাকিয়া যাইতে পারে।

### ১নং পত্র

মহাশয়,

আপনার ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসের **ব্যবসা ও বাণিজ্য নামক মাসিক** পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৪৮৬ পৃষ্ঠার বহুমূত্রে বিছুটির ব্যবহারের বিষয় লিখিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার ব্যবহার প্রণালী জানাইয়া বাধিত করিবেন। মাত্রার পরিমান দৈনিক ব্যবহারের প্রণালী বা কতদিন পর্য্যন্ত কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে ও ব্যবহার কালীন পথ্যাপথ্য বিষয় প্রভৃতি লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন) আমি আপনার এই মাসিক পত্রের একজন গ্রাহক, গ্রাহক নম্বর ২০২৭

**শ্রীবিধুভূষণ সামন্ত**

### ১নং পত্রের উত্তর

ইংরাজী কাগজে বহুমূত্র রোগ বিছুটীর ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ বাহির হইয়াছিল আমরা তাহারই অনুবাদ ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করিয়াছিলাম, বিছুটীর পাতা গায়ে লাগিলে গা জ্বালা করে বটে, কিন্তু বিছুটী বিষাক্ত নহে, কারণ পলতার পাতার ন্যায় বিছুটীর পাতা ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। বিছুটীর পাতা এবং কচি ডাল জলে ফুটাইয়া তাহার পাঁচন খাইবার কথাই লেখা হইয়াছে। মাত্রা ও পরিমাণ কোনও কবিরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। ইহা খাইয়া ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। নানাবিধ দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলে সকলের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং তদ্বারা জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা এইরূপে পরস্পরের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে।

# বৈশাখে কি কি থাকিবে।

১। কৃষির মাসিক ডায়েরী অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কোন্ কোন্ কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার স্মারক লিপি

২। খাদ্যাদিতে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার বিবরণ

৩। পত্রাবলী

৪। কলিকাতার বাজার দর

৫। ব্যবসায়ের সন্ধান

৬। ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

৭। নানারূপ Labour saving machineries বা ছোট ছোট যন্ত্রপাতির বিবরণ

৮। চয়ণ

৯। সংগ্রহ

১০। শিল্প-প্রসঙ্গ

১১। বাণিজ্য-প্রসঙ্গ

১২। আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান

১৩। কৃষিতত্ত্বের কথা

১৪। খনার বচন

১৫। গো পালন ও গো চিকিৎসা

১৬। মুষ্টিযোগ

১৭। সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী

এই সকল বিষয়ে প্রতিমাসে নানারূপ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করাই "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাই "ব্যবসা ও বাণিজ্যকে" সকলের নিকট আদৃত করিতেছে। বৈশাখে এই সকল বিষয়ে প্রবন্ধত থাকিবেই, তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ প্রবন্ধ বাহির হইবে।

১। দীর্ঘ কালের জন্য মুরগীর ডিম তাজা রাখিবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবলম্বিত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার বিবরণ

২ দীর্ঘকালের জন্য আলু রক্ষার উপায়

৩ কমলা লেবু প্রিজার্ভ করার প্রণালী

৪ লেবুর এবং আদার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আচার প্রস্তুত প্রণালী

৫ নানাবিধ কলম প্রস্তুত প্রণালী

৬ মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ডিম চালান দিবার উপায়

৭ নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ

৮ আমের নানারূপ ব্যবসায়

৯ নারিকেলের আবাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ

১০ মাড়োয়ারী লক্ষপতি হইবার ইতিহাস

১১ খয়েরের মধ্যে ভেজালের বিবরণ

১২ কমলালয়ের উত্থানের ইতিহাস

১৩ এ দেশের চা বাগান সমূহ দেশীয়দের হাতে কতটুকু আছে তাহার পরিচয়

১৪ কলিকাতার আড়তদার দিগের ডাইরেক্টরী অর্থাৎ কলিকাতার যে সকল আড়তদার মফঃস্বলের নানারূপ কাঁচা ও পাকা মাল নগদ ও আড়তদারীতে লইয়া থাকেন তাঁহাদিগের ধারাবাহিক নাম, ঠিকানা এবং কে কোন্ কোন্ জিনিষ সওদা করেন তাহার বিবরণ

১৫। কলিকাতার অন্যান্য ব্যবসায়ী দিগের ডাইরেক্টরী। অর্থাৎ মফঃস্বলের ব্যাপারীরা কলিকাতার কোন্ ব্যবসায়ীর নিকট কি কি জিনিষ বেচিতে বা কিনিতে পারেন তাহার বিবরণ।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

ষষ্ঠ বর্ষ ] চৈত্র ১৩৩৩ [ ১২শ সংখ্যা

# ডোমের মেয়ে

[ শ্রীস্ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]

থের মাঝারে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিছে ডোমের মেয়ে
শে সরে যায় হেলাভরে সবে তাহার পানেতে চেয়ে।
তির আস্তাকুড়েতে জনম অশুভ লগ্নে তার,
চ্চের সাথে এক পংক্তিতে নাহি কোন অধিকার।
ৃষের কাছে মানুষ সহিছে যাতনা অহর্নিশ
পনার গড়া বিভেদ রচিয়া ঢালে বিদ্বেষ বিষ।
নরক—পাপেরি ছাপ সে—কালিমার প্রতিনিধি
তে এসেছে যুগ সঞ্চিত পাপ ভাগ্যের বিধি।
বংশে জনমিয়া এই সব অশুচির দেশে,
বমলিন ক্ষীণতনু লতা, জটা পড়িয়াছে কেশে।
উন্মেষ বয়ঃ সন্ধির নব বসন্ত ক্ষণ।
কূলে কুলে উঁকি দিয়ে যায় কুণ্ঠিত যৌবন
। আঁখি কোণে চপল ইন্দু ঘনায় সুষমাভার
ন বক্ষ মাঝারে হ'তেছে অমৃতের সঞ্চার,
ছায়া কৈশোর কোরক ফুটিছে আলো যৌবন ফুলে।
কি যেন কি রসে কিসের আবেশে উঠিছে পরাণ দুলে।
প্রেমের নিকট ঘৃণিত নহে সে নীচ হীনজাতি বলে।
চির মধুমাস যায়নি তাহারে অনাদরে পায়ে দলে।
মানুষের কাছে পায়নি শুধু সে যোগ্য স্নেহের স্থান।
অন্তর মাঝে কাঁদিছে গুমরি ব্যথিতের ভগবান।
বাপ মা তাহার কবে মরিয়াছে তিলে তিলে দহে' দহে'।
বংশের বাতি একা সে ফিরিছে তার অভিশাপ বহে'
মাথা গুঁজিবার কুঁড়েটুকু ছিল,—কেড়ে নেছে জমিদার।
দু'বেলা জোটেনা দু'মুঠা অন্ন—পড়ে' থাকে পথধার।
তাহারে ভিক্ষা দিলে পাপ হয়—একি কথা লোকে বলে।
দেবতার অপমান এ কি নহে হান অবহেলা ছলে।
ব্যথিত নয়ন বহিয়া তাহার পড়িছে ঝড়িয়া বারি
ঘৃণ্য ডোমের বালা সে ত নহে—সে যে জগতের নারী।
হানিতেছে আজি মহা অভিশাপ দহি দহি অনাহারে।
কুলগর্ব্বিত উচ্চের দল! কেমনে ঠেকাবে তারে।

# রবারের ইতিহাস

অতি নগণ্য দ্রব্যও যে মানুষের চেষ্টায় অসীম উপকারী বস্তুতে পরিণত হইতে পারে, রবারের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টরূপেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বর্ত্তমান সভ্যতাকে যদি একখানি দ্রুতগামী চারি চাকার গাড়ীর সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে বিদ্যুৎ, কয়লা, লৌহ এবং রবারই উহার চারিখানি চাকা। আজ পৃথিবীতে কোটী কোটী টাকার রবার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। কত অসংখ্য রকমে যে ইহা মানুষের কাজে লাগিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রবারজাত দ্রব্যের একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। কত রকমের টায়ার, টিউব, হুড্, জামা, জুতা, থলি, গ্লোব, বল, বেল্‌টিং, খেলনা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যে ইহা হইতে প্রস্তুত হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ এক দিন ছিল, যখন রবারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সভ্য জগতের জানা ছিল না। যুগ যুগ ধরিয়া এই অশেষ ধন সম্পদ লোক চক্ষুর অন্তরালে বৃক্ষ-ত্বকের মধ্যেই লুক্কাইত ছিল। আজিও ঐরূপ কত দ্রব্য আমাদের চক্ষের উপর থাকিয়াও অদৃশ্য রহিয়াছে কে বলিবে? আমাদের যে দিব্য দৃষ্টি নাই—তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

রবারের ইতিহাসকে এক রোমাঞ্চকর উপন্যাস বলিলেও চলে। কেমন করিয়া রবারের সন্ধান মিলিল—কোন্ মহাপুরুষ প্রথম ইহার উপযোগিতার কথা জানিতে পারিলেন, কাহার অতি মানুষিক অধ্যবসায়ে রবার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল—সে সকল কথার ইতিহাস মনোহর উপন্যাসের মতই মনোজ্ঞ বলিয়া আমার মনে হয়।

আমি যাহা ভালবাসি তাহা আরও পাঁচজনের ভাল লাগিতে পারে—শুধু এই আশায় সংক্ষেপে রবারের ইতিহাস আলোচনা করিতেছি। যদি কাহারও ভাল লাগে সে কেবল ইতিহাসের মনোহারিত্বে; যদি ভাল না লাগে, বুঝিতে হইবে সে দোষ সর্ব্বতোভাবেই আমার।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ কোন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে একটী স্কুলের ছোট্ট বালকেরও উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়, "তিনি দ্বিতীয়বার সমুদ্র পার হইয়া এমন কোন্ মূল্যবান্ দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহাকে বাদ দিলে বর্ত্তমান সভ্যতা অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া পড়ে?"—তাহা হইলে শুধু ছাত্র কেন, অনেক শিক্ষককেও নিরুত্তর থাকিতে হইবে।

নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া দেশে ফিরিবার পর, প্রথম আনন্দের ঘোর কাটিয়া গেলে, কলম্বস আবার নূতন উদ্যম লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন—স্বুবর্ণ খনির সন্ধানে। তিনি হেতী (Hayti) দ্বীপে অবতরণ করিয়া সমস্তদেশ চুড়িয়া ফেলিলেন কিন্তু স্বর্ণের সন্ধান মিলিল না।

বিফলতার দুঃখে ভগ্নচিত্তে দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতেছেন, হঠাৎ একদল বালকের কলহাস্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন—একদল অর্দ্ধনগ্ন ইণ্ডিয়ান্ বালক সমুদ্রোপকূলে মাঠের উপর ছোট ছোট কয়েকটা বল লইয়া খেলা করিতেছে। একটা বালক বলটী ছুড়িয়া দিল—ইহা মাটিতে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, আবার পড়িল আবার লাফাইল। কলম্বস্ আশ্চর্য্য

হইয়া গেলেন। কাঠের বলেত এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। লৌহ গোলকও ত মাটিতে ফেলিলে লাফাইয়া উঠে না। তবে উহা কিসের তৈয়ারী অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, ঐ বলগুলি একপ্রকার গাছের আঠা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি স্বর্ণ পাইলেন না, তাহার পরিবর্ত্তে কয়েকটী কাল রঙের বল লইয়া দেশে ফিরিলেন।

দেশে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সেখানে দেনার দায়ে

১নং চিত্র ঃ—তিনি চাহিয়া দেখিলেন............খেলা করিতেছে।

তাঁহার মাথা বিকাইয়া ছিল। কাজেই জেলে যাইতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না। কলম্বস্ সুবর্ণ আনিতে না পারিয়া লৌহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর চারিশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল। আজ যদি কলম্বস্ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন যে, যে জিনিষকে তিনি এবং তাঁহার সমসাময়িকগণ তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিয়াছিলেন সেই সামান্য বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়াই অধুনা কুবেরের ভাণ্ডার উপার্জ্জিত হইতেছে।

কলম্বস্ ফিরিয়া আসিবার পরের শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সমুদ্রের উপকূলেই তাঁহাদের উপনিবেশ। সেই খানেই তাঁহারা বসবাস করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিবার মত উৎসাহ কাহারও দেখা দিল না। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রায় একশত বৎসর পরে, একজন পর্ত্তুগীজ মিশনারী এই অঞ্চলে প্রবাহিত বিখ্যাত আমাজন নদীর স্রোত ধরিয়া তাহার উৎপত্তি স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানেও তিনি দেখিতে পাইলেন যে কলম্বস্ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে বৃক্ষের সন্ধান পাইয়াছিলেন এই অঞ্চলের আশে পাশে সেই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণেই জন্মিয়া রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, সে দেশের অধিবাসিগণ এই বৃক্ষ নির্য্যাসের স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন আরও একটা গুণ আবিষ্কার করিয়াছে।

তাহা এই যে ইহা জলে ভিজিয়া যায় না। যে কোন দিন লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, কোন স্থানীয় বালক একটা গাছের কাছে আসিয়া তাহার পায়ের উপর খানিকটা রস ( আঠা ) ঢালিয়া

**২নং চিত্র:—পর্ত্তুগীজ মিশনারী বিখ্যাত আমাজন নদীর স্রোত ধরিয়া তাহার উৎপত্তি স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন।**

দিতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ নির্য্যাস শুকাইয়া গেলেই তাহার পায়ের মাপসই একজোড়া সুন্দর জুতা প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে।

১৭৩১ সালে প্যারিস্ একাডেমী অব্ সায়েন্স (Paris Academy of Science) একদল বৈজ্ঞানিককে আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদের মধ্যে লা কনডামি (La Condamine) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক হিভিয়া (Hevea) নামক এক জাতীয় বৃক্ষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই বৃক্ষের ত্বক্ কাটিয়া দিলে ভিতর হইতে এক প্রকার রস বাহির হইয়া আইসে। ইহাতে বাতাস লাগিলে ইহা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠে এবং রঙ্ কাল হইয়া যায়। তিনি (La Condamine) কুইটো (Quito) প্রদেশের লোকদিগকে ইহা হইতে কাপড় জামা বর্ষাতি (Water proofing ) করিয়া লইতে এবং আমাজন নদী তীরস্থ লোকদিগকে জুতা তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছেন। এই স্থানের অধিবাসী-গণ ইহা হইতে আরও একটী প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত। তাহা তরল পদার্থ রাখিবার উপযোগী এক প্রকারের বোতল বিশেষ। বোতলাকৃতি একটী মাটির তাল লইয়া তাহার উপর খানিকটা নির্য্যাস ঢালিয়া দেওয়া হইত। কিছুক্ষণ পরে আটা শুকাইয়া গেলে ভিতরের মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেলিলেই একটী সুন্দর বোতল পাওয়া যাইত।

তাহার পর আবার কত দিন কাটিয়া যায়। ক্রমে ঐ সমস্ত দ্রব্যের কিছু কিছু লিস্‌বনে (Lisbon) রপ্তানি হইতে লাগিল। নূতন জিনিস দেখিয়া অনেকেই কিনিলেন। এমন কি, কথিত আছে ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগালের রাজা ওয়াটারপ্রুফ করাইবার জন্য কয়েক জোড়া জুতা ব্রেজিলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে পারার গভর্ণমেণ্ট (Government of Para, Brazil) তাঁহাকে

একটী রবারের পরিচ্ছদ উপঢৌকন দেন। এই সময় রবারের দ্রব্য কেহ কেহ ব্যবহার করিতেছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল নিছক সখ মিটাইবার জন্য। ইহার উপযোগিতা পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা ত দূরের কথা, "রবার" এই নামকরণই তখনও ইহার হয় নাই।

আনুমানিক ১১৭০ খৃঃ অব্দে একজন ইংরাজ আমাদের বর্ণনানুরূপ একটী ছোট্ট বল ইংলণ্ডে লইয়া আসেন। কেমন করিয়া বলিতে পারি না, ইহা অম্লিজনের আবিষ্কর্ত্তা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রিষ্টলির ( Preistly ) হাতে আসিয়া পড়ে। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিলেন যে, ইহা দ্বারা পেন্সিলের দাগ তুলিয়া ফেলা যায়। এবং ইহা ঘসিলেই পেন্সিলের দাগ উঠিয়া যায় বলিয়া তিনিই ইহার নামকরণ করিলেন "রবার" (Rub-ber) সকল দেশের লোকই যে 'রবার'কে রবার বলে তাহা নহে। ব্রেজিলের ফ্রেঞ্চ (French) অধিবাসিগণ ইহাকে কৌচুক্ (Caoutchoue) বলিত। কৌচুক্ শব্দের অর্থ ক্রন্দনশীল বৃক্ষ। রবারের গাছে আঘাত করিলে ক্ষতস্থান হইতে রস নির্গত হয় এবং তাহা দেখিয়া মনে হয় গাছটী যেন আঘাতের কষ্টে কাঁদিতেছে, এই ব্যুৎপত্তি হইতেই ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতিরা রবারের গাছের সম্ভবতঃ Caoutchoue বা ক্রন্দনশীল গাছ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। প্রিষ্টলীর আবিষ্কারের পর হইতে রবারের চাহিদা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময় এক একটী এক ইঞ্চি লম্বা রবার ন'সিকা, আড়াই টাকা দরেও বিক্রয় হইয়াছিল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও একমাত্র ব্রেজিলেই রবারের জিনিস প্রস্তুত হইত। উত্তর আমেরিকাতে এই সমস্ত দ্রব্যের অত্যন্ত বেশী রকম কাটতি ছিল।

রবারের জুতা, বোতল, ফ্লাস্ক, হুকার নল প্রভৃতি নানা প্রকারের দ্রব্য আমেরিকার বন্দরে বন্দরে প্রেরিত হইত। সকল দ্রব্যেরই ক্রেতা জুটিত বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী চাহিদা ছিল রবারের জুতার। ক্রমে আমেরিকানদেরও চোখ ফুটিল। তাহারা নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান পাইয়া নিজেরাই কাঁচা রবার এবং রবারজাত দ্রব্যের চালান দিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

## ( দুই )

স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী ম্যাকিন্‌টস্ (Macintosh) প্রথম জলাবরোধক জামা বাহির করেন। সেইজন্য আজিও অনেকে জলাবরোধক জামাকে ( rain coats ) ম্যাকিন্‌টসি জামা বলিয়া থাকে। কোল ন্যাপথা ( Coal Naphtha ) নামক একপ্রকার অঙ্গারক তৈলের সহিত রবার মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের উপর সেই মিশ্রিত পদার্থের একটী পাতলা আবরণ সমান ভাবে ঢালিয়া দিয়া তিনি জলাবরোধক কাপড় প্রস্তুত করিতেন। প্রথম প্রথম ইহার খুব কাট্‌তি হইত লাগিল। রবারের জুতার মত রবারের জামা কিনিবার জন্যও বড় লোকেরা পাগল। কিন্তু ইহাত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই; কাজেই বেশীদিন বাজারে চলিল না। ইহার প্রধান দোষ হইল শীতাতপ সহ্য করিতে না পারা। সামান্য রৌদ্র লাগিলেই রবার গলিয়া চট্ চটে হইয়া যাইত, আবার শীতকালে জামাটী শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিত। নূতন জিনিস দেখিয়া একে আর দর দিগ্ও গৃহস্থ জামা কিনিল বটে, কিন্তু তাহা পরিধান করিয়া

রৌদ্রে বাহির হইবার উপায় রহিল না। ভদ্রলোক হয়ত বহুদূর ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত দেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠিতে গিয়া দেখিলেন, একি! চেয়ার যে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না।

৪ নং চিত্র—একি? চেয়ার যে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না!

জামার রবার চেয়ারের সহিত এমন জুড়িয়া গিয়াছে যে,তাহাকে টানিয়া ছাড়ানই দায় হইয়া উঠিল। শীতকালে মুস্কিল কম নহে। জামা এরূপ শক্ত হইয়া যাইত যে মনে হইত ইহা যেন কাঠের তৈয়ারি। ম্যাকিনটসের আবিষ্কারের পর অনেক বড় বড় কোম্পানী প্রভৃত অর্থ ব্যয়ে জলাবরোধক জামা কাপড় তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই একে একে সকলকেই লালবাতি জ্বালিতে হইল।

চার্লস গুডইয়ার (Charles Goodyear) একজন ব্যবসাদার-লোক, কনেক্টিকাটে তাঁহার একটী নানা প্রকারের তৈজস পত্র ও যন্ত্রপাতির দোকান ছিল। কিন্তু তিনি অন্য সাধারণ দোকানদারের মত অর্থোপার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন কি করিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায়। একদিন তিনি একটা লাইফ প্রিজার্ভার কিনিবার জন্য একটা কারখানায় গিয়া উপস্থিত হন। অনেক দেখিয়া শুনিয়াও তিনি একটীও মনের মত লাইফ প্রিজার্ভার (Life preserver) খুঁজিয়া পাইলেন না। সবটীতেই একটু না একটু খুঁত রহিয়া গিয়াছে। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কারখানার নানা প্রকারের রবারের কাজ দেখিয়া তাঁহার মন আজ নূতন করিয়া রবারের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি দিবারাত্র ভাবিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া রবারের উন্নতি সাধন করা যায়।

বড়লোকের বিশেষত্বই এই যে,তাঁহারা কোন কাজে হাত দিলে তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িতে পারেন না। নিউটন্ যখন ভাবিতে বসিতেন, তখন তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। আর্কিমিডিস্ বুঝিতে পারিতেন না, কোন্ দিক দিয়া তাঁহার সময় কাটিয়া যাইতেছে। নাম করিব কাহার? সকল বৈজ্ঞানিকেরই ঐ এক দশা। অমন আপন ভোলা হইয়া একাগ্রমনে

সাধনা করিতে বসেন বলিয়াই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন। আমরা চার্লস গুড্‌ইয়ারের কথা বলিতেছিলাম। তিনিও ঐ জাতীয় লোক। যখন তাঁহার মনে একবার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে রবারের সহিত অন্য কোন দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে ইহাকে এরূপ অবস্থায় পরিণত করা সম্ভব যাহাতে কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই সকল রকম বিপরীত অবস্থার মধ্যেই ইহা সমান ভাবে দৃঢ় এবং স্থিতি-স্থাপক থাকিবে, তখন হইতেই তাঁহার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিনের পর দিন তিনি ল্যাবোরেটারিতে (Laboratory) কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার অবহেলায় তৈজসের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গেল—বিষয় আশয় বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিল। তিনি নিতান্তই দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বিফলতায় ভগ্নোৎসাহ না হইয়া তিনি দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। গৃহের অভাবে রন্ধনশালাকে ল্যাবরে-টারিতে পরিণত করিতে হইল। কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? তিনি রান্না ঘরে বসিয়াই দিনের পর দিন একাগ্র মনে তাঁহার পরীক্ষা কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কতদিন কাটিয়া যায়। তথাপি তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইলনা। শেষে তিনি হাল

**৩নং চিত্র:—রান্নাঘরে বসিয়াই দিনের পর দিন একাগ্রমনে তাঁহার পরীক্ষাকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।**

ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। দুর্ব্বল মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে? তাহার ধৈর্য্যের ত একটা সীমা আছে। দুঃখে দারিদ্র্যে, হতাশায় ভগ্নমনোরথ হইয়া গুড্‌ইয়ার রবারের উন্নতি করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বরও নাকি তাহার সহায় হন, তাই গুড্‌ইয়ার ছাড়িতে চাহিলেও ঈশ্বর তাঁহাকে রেহাই দিলেন না।

সে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন শীত কাল। গুড্‌ইয়ার তাঁহার রান্নাঘরে উনানের কাছে বসিয়া একজন প্রতিবেশীর সহিত রবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল একতাল গন্ধকমিশ্রিত রবার। কথা কহিতে কহিতে উত্তেজিত হইয়া তিনি সেই রবারের তালটী সম্মুখস্থ উনানের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। তর্কের

ঘোর কাটিয়া গেলে তিনি রবারের তালটা অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এত দিন প্রাণপাত করিয়াও যাহার সন্ধান মিলাইতে পারেন নাই, আজ কি সম্পূর্ণ অনাদরের মধ্য দিয়াই তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল? অগ্নির উত্তাপে রবারের সহিত গন্ধক মিশিয়া গিয়া এমন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল যে ইহাকে টানিলে বাড়িয়া যায়, কিন্তু ছিঁড়িয়া যায় না, মোচ্‌ড়াইলে মুয়িয়া যায়, কিন্তু ভাঙ্গিয়া যায় না। এক কথায় ইহা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার চটচটে ভাব একেবারেই দুরীভূত হইয়াছিল। গুড্‌ইয়ার আরও লক্ষ্য করিলেন যে উহা আগুণের নিকট রাখা সত্ত্বেও সহজে গলিয়া গেল না। গুড্‌ইয়ার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধি লাভে কাহার না মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়? এমন কি সাধারণ লোকের ত নিজেকে সংযত রাখাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রায় অর্দ্ধেক কাজই সারা হইয়া গিয়াছিল। তিনি এখন দেখিতে লাগিলেন ঐ মিশ্রিত রবার শীতের আধিক্যও সহ্য করিতে পারে কি না? তিনি রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে রবারের তালটীকে ঘরের বাহিরে দরজার গায় পেরেক দিয়া লট্‌কাইয়া রাখিলেন। সে দেশ আমাদের মত নহে। সেখানে সাধারণতঃই রাত্রিকালে বরফ পড়িয়া থাকে। তাহার উপর তখন শীতকাল। কাজেই শীতের রাত্রে বাহিরে পড়িয়া থাকিয়াও যদি রবারে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহা শীতাতপ সমানভাবেই সহ্য করিতে সক্ষম।

সে দিন সারা রাত্রি গুড্‌ইয়ার ঘুমাইতে পারিলেন না। ভোর হইতে না হইতেই উঠিয়া দেখিলেন যে সেই রবারের চাপ্‌টী দুয়ারের গায় অবিকৃত ভাবেই ঝুলিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে জিনিস্‌ আবিষ্কার করিতে গিয়া তিনি সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিলেন, আজ শেষ মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি রবারের এই পরিবর্ত্তন সাধনের নাম দিলেন ভল্‌কানাইজিং (vulcanizing)। রোমীয়দের অগ্নি দেবতার নাম ভাল্‌কান্‌ (Vulcun)। তাঁহারই নামানুসারে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

অনেকেই হয়ত ভাবিলেন, এইবার গুড্‌ইয়ারের বরাত ফিরিয়া গেল। তিনি এখন রাশি রাশি টাকার মাল বিক্রয় করিয়া কুবেরের ভাণ্ডার উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু ব্যাপারটী অত সহজ নহে। গুড্‌ইয়ার জানিতে পারিলেন বটে যে, গন্ধকের সহিত রবার মিশাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে পারিলে রবার ভলকানাইজড্‌ (vulcanized) হইয়া যায়, কিন্তু কত রবারের সহিত কত গন্ধক মিশাইয়া কি পরিমাণ উত্তাপ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

যাহা হউক, নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি আবার পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। রাশি রাশি রবার নষ্ট হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনিই জয়লাভ করিলেন।

পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু টাকা কোথায়? লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে লোকসান দেওয়ায় তাহাদের মনোভাব এরূপ হইয়াছিল যে, কেহই আর রবারের ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে চাহিল না। বহু অন্বেষণে, প্রায় চার পাঁচ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, তবে তিনি একটী বড় রকমের কারখানা খুলিতে সমর্থ হ'ন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কম হইলেও অন্ততঃ ষাট রকম রবারজাত দ্রব্যের পেটেন্ট করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই প্রিষ্টলি ও ম্যাকিন্‌টস্‌ রবারের উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু বলিতে গেলে গুড্‌ইয়ারই

রবারের ব্যবসায়ে এক অত্যদ্ভুত নূতন যুগের সূচনা করেন।

গুড্ইয়ারের বিস্ময়কর আবিষ্কারের পর অনেকেই তাঁহার পেটেন্টের নকল করিয়া টাকা রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই জন্য প্রায়ই তাঁহাকে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইত। আমেরিকার বিখ্যাত রাজনীতিক ডেনিয়েল ওয়েব-ষ্টারের (Daniel Webster) নাম হয়ত অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ওয়েবষ্টার একবার ঐরূপ একটী মোকদ্দমায় গুড্ইয়ারের পক্ষে উকিল দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বিপক্ষে দাড়াইয়া ছিলেন Rufus Choose. এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে রবার আবিষ্কারকের জীবনীর সহিত আমেরিকার দুইজন বিখ্যাত রাজনীতিকের নাম জড়িত রহিয়াছে।

## ( তিন )

রবার গাছের ছাল চাঁচিয়া দিলে, ভিতর হইতে আঠার মত একপ্রকার তরল পদার্থ বাহির হইয়া সেই ক্ষত স্থানটীর উপর একটী পুরু পর্দ্দা পড়িয়া যায়। এই তরল পদার্থকে লেটেক্স (Latex) বলে এবং ইহা হইতেই রবার প্রস্তুত হয়। অনেকের ধারণা আছে যে, গাছের গায়ে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে একটী নল চালাইয়া দেওয়া হয় এবং ভিতরের রস এই নল বাহিয়া বাহির হইয়া আসিতে থাকে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ রূপেই ভ্রান্ত। রবার আদৌ গাছের রস নহে। ইহা ক্ষত ছাল পুরাইবার জন্য ভিতর হইতে বহির্গত এক প্রকার আঠা মাত্র। এইজন্য লেটেক্স সংগ্রহ করিবার সময় গাছের ছাল এমন ভাবে চাঁচিয়া দেওয়া হয় যাহাতে ভিতরের হাড়ে (শক্ত কাঠে) কোনরূপ আঘাত না লাগে।

রবার গাছ এক জাতীয় নহে। নানা প্রকারে গাছের আঠা হইতে রবার উৎপন্ন হয়। কোন্ জাতীয় গাছ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং উৎকৃষ্ট রবার পাওয়া যায়, তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। শেষে বহু পরীক্ষার পর বুঝা যায় যে ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিক লা কন্ডামি বর্ণিত হিভিয়া বৃক্ষই সর্ব্বপ্রকার রবার বৃক্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

একটী পূর্ণ বর্দ্ধিত হিভিয়া গাছের উচ্চতা কম হইলেও ৬০।৭২ ফিটের কম নহে। ইহার গুঁড়ির বেড় প্রায় ১০।১২ ফিট হইবে। দেবদারু ও ঝাউ গাছের মত হিভিয়া গাছও সোজা উঁচুর দিকে বাড়িতে থাকে এবং সাধারণতঃ ইহার গুঁড়ি খুব লম্বা হয়। ইহার পাতা গুলি একটু লম্বাটে এবং চক্‌চকে। সাধারণতঃ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি হিভিয়া গাছে ফুল ধরিতে থাকে এবং কয়েকমাস মধ্যেই তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হয়। ফল গুলি পাকিয়া গেলে উপরের আবরণটী সশব্দে ফাটিয়া যায় এবং ভিতরের বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে প্রকৃতির সুন্দর ব্যবস্থায়, আপনা আপনি হিভিয়া গাছের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাজন নদীর তীরস্থিত জঙ্গলে এবং দক্ষিণ আমেরিকার আরও অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে রবার গাছ জন্মিয়া থাকে। রবারের চাষ কেবল ঐ সকল দেশেরই এক চেটিয়া নহে। আজকাল পৃথিবীর নানা স্থানেই রবারে চাষ হইতেছে; তন্মধ্যে সিংহল, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশ প্রধান। খুব বেশী দিনের কথা নহে, কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রেজিলই দুনিয়ার অধিকাংশে রবার সরবরাহ করিত—কিন্তু আজ পৃথিবীতে যত রবার খরচ হয় তাহার এক দশমাংশও ব্রেজিল হইতে রপ্তানি হয় কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষ এবং সিংহলই এখন রবার চাষের প্রধান আড্ডা।

খুব গ্রীষ্ম প্রধান দেশে—যেখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় বার মাসই সমান উত্তাপ থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে বারিপাত হয়, সেই সকল স্থানই রবার

চাষের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। বিষুবরেখার নিকটে এবং বিষুবরেখার উত্তর এবং দক্ষিণে ৩০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যেই প্রায় সকল রকম রবার গাছ জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীতে অন্ততঃ সাড়ে তিন শত রকমের রবার গাছ আছে। তন্মধ্যে যে সকল গাছ হইতে ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী অধিক পরিমাণে রবার সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার সকলগুলিই উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যস্থিত স্থানেই জন্মিয়া থাকে। এই জন্য অনেক সময় পৃথিবীর ঐ অংশকে রবারমণ্ডল বা রবার বেল্ট বলা হয়।

ভূমণ্ডলের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে আমাজন নদীর অববাহিকার মধ্য দিয়া বিষুবরেখা চলিয়া গিয়াছে। তাই আমেরিকার
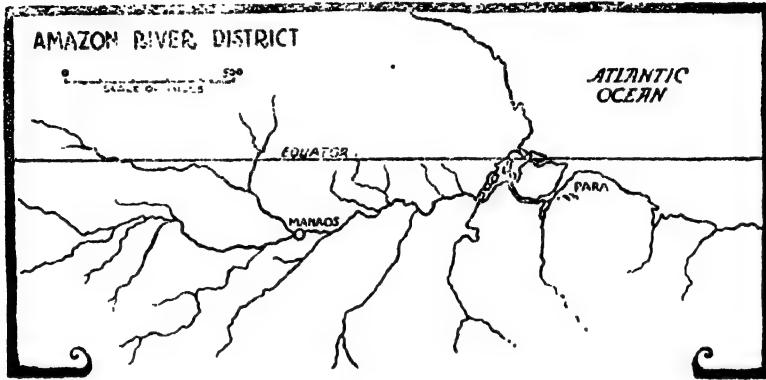
৫নং চিত্র—আমাজন নদীর অববাহিকা।

ঐ অঞ্চলই রবারের আদি জন্মভূমি। আফ্রিকার বেলজিয়ান, কঙ্গো ও বিষুবরেখার সন্নিকটেই অবস্থিত তাই সেখানে ও কিছু কিছু রবারের চাষ হইয়া থাকে। আর সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, যে স্থানে বর্ত্তমানে জগতের অধিকাংশ রবারই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও যে রবার বেল্টের মধ্যেই অবস্থিত তাহা বিষুবরেখার মানচিত্রের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি ফিরাইলে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

# মোরগ মোটা করিবার প্রক্রিয়া

অনভিজ্ঞ লোকে মোরগের বাচ্চা পালন করিবার বিষয়ে একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে, তাহারা মোরগের ছানার ১মাস হইতে ৮ মাসের মধ্যে যেরূপ যত্ন করা উচিত তাহা করিতে তাচ্ছিল্য করে। তাহারা ভাবে যে, ছানাগুলা এখন এত বড় হইয়াছে যে, তাহাদের নিজের ভালমন্দ তাহারা নিজেরাই বেশ বুঝিতে পারে, সুতরাং খুব ছোট ছানাগুলির যেরূপ যত্ন করা উচিত তাহাদের প্রতি আর সেরূপ যত্ন লওয়া দরকার নাই।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পক্ষী শাবকগুলির যখন বয়স ১মাস হইতে ৮মাসের মধ্যে থাকে, তখন তাহাদের বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত এবং এই সময়ে একটু অবহেলা করিলে তাহার ফল বড় ভীষণ হয়, এই সময়ে ছোট পালকগুলি ঝড়িয়া পড়িতে থাকে এবং উপযুক্ত বড় পালক সকল তথায় জন্মায়, এজন্য শাবকের স্বভাবের একটা পরিবর্ত্তন হয় এবং পাখী গুলির এই সময় অধিক পরিমাণে উত্তাপ ও খাদ্যের প্রয়োজন, এবং যাহাতে এই সময় ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয় বিশেষ নজর রাখা দরকার।

আট মাসের কম বয়সের শাবকগুলিকে দৈনিক চারিবার খাদ্য দেওয়া উচিত, এবং তাহারা যতদূর খাইতে পারে তাহা দেওয়া দরকার। কারণ উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে দিলে, শাবকগুলি সুন্দর হইবে। ছোট শাবক এবং বড় মোরগের উৎকৃষ্ট খাদ্য হইতেছে গম, যব, ধান, খইল, ছোলা, ছাতু, মটর, ঘাসের বীজের খাদ্য, ছোলাদানা, সবুজ ঘাস, এবং কিছু জন্তুর খাদ্য।

গম, ধান, ছোলা এবং মটর বেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া বা পিশিয়া লইতে হইবে এবং ছোট পক্ষী শাবকগুলিকে তাহা দিবার অগ্রে কিছুক্ষণ গরম জলে সিক্ত করিয়া লইতে হইবে। হাড়ের গুঁড়া এবং উই নিয়মিতরূপে খাইতে দিতে হইবে।

তাহাদের বাক্স, গৃহ এবং গর্ত্ত বা প্রাঙ্গনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ঘরগুলি নোংড়া এবং অপরিষ্কার হইলে পক্ষীগুলি শীঘ্রই মরিয়া যাইবে।

বড় শাবকগুলির পক্ষে কিরূপ স্থান দরকার এবং তাহাদের শয়ন করিবার জন্য শুক্‌না বালির কথা ইতিঃপূর্ব্বেই আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু আমি পুনরায় বলিতেছি যে cockerels এবং মুরগীর ছানাগুলিকে পৃথক গৃহে এবং পৃথক স্থানে রাখা অত্যন্ত দরকার, যখন cockerels গুলি তিন কিম্বা চারি মাসের হইবে তখন তাহাদিগকে মুরগী এবং তাহাদের ছানাগুলির মধ্য হইতে সরাইয়া লইতে হইবে এবং তাহারা যতদিন ১০ মাস বা এক বৎসরের না হয় ততদিন তাহাদিগকে এক জায়গায় রাখিতে হইবে।

যাহাতে এক বয়সের এবং এক পিতামাতা হইতে উৎপন্ন cockerels একত্রে থাকে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।।

যদি বিভিন্ন আকৃতির পক্ষীগুলিকে এক স্থানে রাখা যায় তাহা হইলে বড় পাখীগুলা ছোট পাখীগুলার প্রতি খারাপ ব্যবহার করিবে এবং এইরূপে তাহাদের অনেক ক্ষতি করিবে। যদি ছয় মাসের কম বয়সের cockerels গুলিকে একত্রে এবং এক সময়েই এক স্থানে রাখা যায় তাহা হইলে তাহারা বেশ একত্রে বেড়ে উঠিবে এবং শান্তিতে বাস করিবে। উপযুক্ত মোরগ মুরগী হইতে উৎপন্ন অল্প cockerels

হইতে গেম এবং টাটাগর cockerels গুলা অধিক পরিমাণে কর্মঠ এবং ঝগড়াটে, সুতরাং তাহাদিগকে পৃথকভাবে রাখা দরকার, নচেৎ তাহারা অন্য পক্ষী গুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তাহাদিগকে কিছুতেই এক জায়গায় জড় হইয়া থাকিতে দিতে নাই। বড় পাখীগুলিকে যেমন স্থান ও কুটীর দিবে, ইহাদিগকেও সেইরূপ স্থান ও গৃহ অবস্থান করিতে দিবে। চারি মাস বা ছয় মাস বয়সের মধ্যে cockerels গুলা বেশ খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই সময়ের মধ্যে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে যে সমস্ত খুঁত বিশিষ্ট পাখীগুলাকে বাছিয়া বাদ দেওয়া—যেমন কতগুলা পাখী লক্ষ্যহারা এবং যে গুলির লেজ, পিঠ, ঠোঁট, পা, পায়ের আঙুল এবং ঘাড় গুলা ঠিক্ সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় নাই অর্থাৎ নমিত এবং সকলগুলি সমান পরিমাণে নয় এবং সকলগুলিই দুর্ব্বল। এইরূপ খুঁত বিশিষ্ট পাখীগুলাকে মারিয়া ফেলা অথবা খাওয়ার জন্য বিক্রয় করিয়া ফেলা দরকার; তাহার পর উৎকৃষ্ট পাখীগুলিকে বাছিয়া লও এবং উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদনের জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখ। যখন নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট পাখীগুলাকে বাছিয়া পৃথক করা হইয়াছে তখন অবশিষ্ট পাখী-গুলিকে আরও দুই কিম্বা চারিমাস একত্রে রাখিয়া দাও এবং পুনরায় সেগুলি লইয়া শেষবার একবার মনোনয়ন কর এবং যেগুলির তোমার দরকার হয় সেগুলি রাখিয়া দাও এবং বাকীগুলি বিক্রয় করিয়া দাও।

সন্তান উৎপাদনের জন্য যেগুলিকে মনোনীত করা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতে হইবে এবং যখন তাহারা ১ বৎসরের হইবে, তখন মনোনীত মুরগীর সহিত তাহাদিগকে মিলিত হইতে দিতে হইবে, মুরগীর ছানাগুলি যখন পাঁচ ছয় মাসের হইবে তখন তাহারা খাইবার উপযুক্ত হইবে।

যখন তাহাদের বয়স দশমাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে থাকে তখন যে মোরগের বয়স তাহাদের অপেক্ষা অন্ততঃ এক বৎসরের বেশী সেই মোরগের সহিত মিলিত হইতে দাও; এবং উপযুক্ত মোরগের সহিত উপযুক্ত মুরগীর মিলন সাধিত করিয়া উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন বিষয়ে ইতিঃপূর্ব্বে যাহা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি বিশ্বস্তভাবে পালন করিতে হইবে।

## মোরগ খাসী করিবার নিয়ম

খাসী করা মানে Cockerelsএর নিকট হইতে সন্তান উৎপাদনের শক্তি কাড়িয়া লওয়া। এই উপায়ে পক্ষীর ওজন এবং মাংসের কমনীয়তা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

ঠাণ্ডা সময়ে এবং পাখীর বয়স যখন চারি হইতে ছয় মাসের মধ্যে থাকে তখন অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত।

নিম্নলিখিত বর্ণনাটী একখানি ফ্রান্স দেশীয় পুস্তক হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে:—

"যে যন্ত্রের দ্বারা অস্ত্র করিতে হইবে, তাহা যেন খুব ধারাল হয়। সাধারণ ছুরি অপেক্ষা সার্জ্জেনরা যে ছোট ছুরি অস্ত্রের নিমিত্ত ব্যবহার করে তাহা বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট, কারণ ইহা পরিষ্কারভাবে আঘাত করে এবং শীঘ্র আরাম হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ব্যতীত বক্র সূঁচাগ্র, কলম কাটা ছুরি ব্যবহার করা যাইতে পারে। মোটা ছুচ্ এবং মাজা শক্ত সুতা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণ ব্যবহৃত সোজা ছুরি অপেক্ষা, অস্ত্রের জন্য যে ছোট বাঁকান ছুচ ব্যবহৃত হয় তাহা অধিক পরিমাণে সুবিধা জনক।"

"অস্ত্র করিবার সময় দুইজন লোকের দরকার। যে লোকটী অস্ত্র করিবে তাহার ডানদিকের হাঁটুর উপর সাহায্যকারী লোকটী পাখীটিকে স্থাপন করিবে, এবং অস্ত্র প্রয়োগকারী এরূপ একখানী উঁচু চেয়ারে

বসিবেন যেন তাহার উরু দুইখানি সমান্তরাল ভাবে থাকে। পক্ষীর পিছন দিক অস্ত্র-প্রয়োগ কর্ত্তার দিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে এবং তাহার সম্মুখের পা লেজের সহিত এরূপ করিয়া ধরিতে হইবে যেন পাঁজরা হইতে উরু পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায় এবং সেই উন্মুক্ত স্থানে কর্ত্তন করিতে হইবে। পালক সরাইয়া চামড়া বাহির করিতে হইবে এবং স্ঁচের আগা দিয়া পালক তুলিতে হইবে, যাহাতে অস্ত্রে আঘাত না পড়িতে পারে এবং শেষ পাঁজরা খানির পার্শ্বে দেহের উপর কর্ত্তন করিয়া এরূপ একটা গর্ত্ত করিতে হইবে যাহাতে একটা আঙ্গুল প্রবেশ করান যাইতে পারে। যদি নাড়িভুঁড়ির কোন অংশ আঘাতের স্থানে চলিয়া আসে তবে ইহাকে যত্নের সহিত ফিরাইয়া দিবে। তাহার পর সেই গর্ত্তের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং ইহা এরূপ ভাবে দিবে যেন অন্ত্রের পার্শ্ব দিয়া পিছন দিকে যায় হঠাৎ দেহের মাঝামাঝির কিছু বাম দিকে।"

"ঠিক স্থান যদি লাভ করা যায়, যাহা অনভিজ্ঞ অস্ত্র প্রয়োগকারীর পক্ষে অসম্ভব এবং বিশেষতঃ মোরগ যদি প্রমাণ আকৃতির হয়, তাহা হইলে আঙ্গুল বামদিগের অণ্ডকোষের সহিত মিলিত হয়, বড় horse bean অপেক্ষা চারিমাস বয়সের পাখীর অণ্ডকোষ আকৃতিতে বড়।

ইহাকে সরাইতে পারা যায় এবং মেরুদণ্ডের সহিত লাগিয়া থাকিলেও আঙ্গুলের নীচে পিচ্লাইয়া যায়। যখন অণ্ডকোষ পাওয়া যাইবে, তখন আঙ্গুলের দ্বারা খুব আস্তে আস্তে ইহার সংলগ্ন স্থান হইতে ধাক্কা দিতে হইবে এবং ক্ষতের মুখ দিয়া ইহাকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। এই অস্ত্র প্রয়োগে প্রভূত অভ্যাস এবং নিয়মিতভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার; কারণ অণ্ডকোষ পাইবার অগ্রেই ইহা আঙ্গুলের নীচে চলিয়া যায় এবং অন্ত্রের মধ্যে গড়াইয়া যায়, শীঘ্র ইহাকে পাওয়া যায় না। আবার কখন কখন ইহা দেহের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে বাহির করিয়া ফেলাই ভাল কারণ ইহা দেহের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলে শরীর গরম ও উত্তেজিত হয়।

"বামদিকের অণ্ডকোষটী সরাইয়া ফেলার পর পুনরায় আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে এবং ডান পার্শ্বের অণ্ডকোষটী পূর্ব্বের ন্যায় খুঁজিতে এবং বাহির করিয়া দিতে হইবে। ইহাকে শীঘ্রই পাওয়া যায়, কারণ ইহা পূর্ব্বেকার বিচির পার্শ্বেই অবস্থান করে এবং দেহের ডানদিকের একটু দূরেই থাকে।

তাহার পর অস্ত্রের মুখ দুইটা একত্র করিয়া মাজা সুতা দিয়া সেলাই করিয়া দিতে হইবে।

অস্ত্র আঘাতের একই মুখে যেন ক্রমাগত বাঁধন দেবার চেষ্টা করা না হয়, পরন্তু প্রত্যেক ফোঁড় সম্পূর্ণরূপে যেন পৃথক করা হয় এবং বেশ ভালভাবে বাঁধা হয়।

ফোঁড় তুলিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার এবং চামড়া এরূপভাবে তুলিয়া সেলাই করিতে হইবে যেন স্চ দিয়া অন্ত্রে আঘাত না পড়ে, এমন কি সামান্য মাত্র অংশেও সুতার দ্বারা আঘাত করিলে পাখীর মৃত্যু নিশ্চিত।

অস্ত্রের পর পাখীকে একটা খাঁচায় পুরিয়া নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেওয়া ভাল, এবং তাহাকে জল ও নরম খাদ্য, যেমন—সুরাসিক্ত রুটী, খাইতে দেওয়া উচিত। কয়েক ঘণ্টার পর, তাহাকে স্বাধীনভাবে বেড়াইতে দেওয়া ভাল; কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা উচিত যেন সে অন্যান্য মোরগ-মুরগীর চরিবার স্থান হইতে নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে পায়; কারণ যদি অন্যান্য মোরগের দ্বারা সে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে

ক্ষত সারিবার পক্ষে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

"অস্ত্রের পর পাখীকে দাঁড়ে বসিতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ লাফাইয়া বেড়াইতে যে শ্রম হয় তাহাতে ক্ষতের পক্ষে অবধারিত ক্ষতি হয়। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে যে ঘরের মেঝেতে পরিষ্কার বালি ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে, সেই ঘরে রাত্রে পাখীকে রাখিবে, অস্ত্রের তিন কিম্বা চারিদিন পরে পাখীকে নরম খাদ্য খাইতে দিবে। তাহার পর ইহাকে স্বাধীনভাবে কিছুক্ষণ বেড়াইতে দিবে, এবং যতদিন সম্পূর্ণরূপে ক্ষত সারিয়া না যায় ততদিন ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।"

ভারতীয়েরা খাসি করার বিষয়ে খুব adept. যে লোক ইহা করিতে জানে সেই মাত্র কয়েক পয়সাতেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। আমি প্রত্যেক পাখীর জন্য একআনা করিয়া দিয়াছি, কখন কখন বা কিছু বেশীও দিয়াছি।

### সার

মুরগী এবং হাঁসের সার ফুল বা ফলের বাগানের পক্ষে অথবা যে কোন শস্যের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। ইহা অন্য দ্রব্যের সহিত মিশাইবার আগে অত্যন্ত তেজস্কর থাকে, সুতরাং জমীতে ইহা ব্যবহার করিবার আগে ইহার সহিত কিছু সূক্ষ্ম শুকনা মাটী মিশাইয়া লইবে। ঐ সার সকল কিছু দূরে একটা গর্ত্তে জড় করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত।

খাসী এবং বলিষ্ঠ মুরগী শীঘ্র মোটা হয়। বর্দ্ধনশীল শাবক বা বৃদ্ধ পাখীগুলিকে মোটা পাখীর খোঁয়াড়ে রাখিবে না।

কেবল মাত্র স্বাস্থ্যবান এবং হৃষ্টপুষ্ট মুরগীকে মনোনীত করিবে। এইরূপে পাখীগুলিকে প্রত্যেক বিভিন্ন বিভিন্ন খাঁচায় বা গৃহে আবদ্ধ রাখিবে। এই খাঁচা বা গৃহগুলি পনের হইতে আঠার ইঞ্চি চতুষ্কোণ এবং দুই ফুট ওসরে হইবে, কিন্তু যেন ইহার বেশী না হয়, ইহার উপর দিক, পার্শ্বদিক এবং পিছন দিক বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং সম্মুখ দিকটা ডাণ্ডা দিয়া আবদ্ধ করিয়া দিবে; বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মুরগীসকল যেন পরস্পরের সহিত দেখা করিতে না পারে। খাঁচাগুলি এমন গৃহে রাখিবে যেন ইহা পাখীদের খাওয়ার পর বন্ধ করা যায় এবং অন্ধকার করিতে পারা যায়।

যদি তাহাদিগকে খোলা যায়গায় রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে একটা ক্যানভাসের পরদা যেন দুয়ারের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হয়, পিঞ্জরের নীচের দিকটা যেন পরদা দিয়া আবদ্ধ থাকে এবং পাখীর মল মূত্রাদি বাহির করিবার জন্য তাহার যেন একটা ড্রয়ার থাকে। পাখীর মল মূত্রাদি যেন দিনে দুই বার করিয়া পরিষ্কার করা হয়। খাঁচাগুলার অনবরত কেরোসিন তৈল ও ফেনাইল দেওয়া দরকার, কারণ তাহা হইলেই খাঁচাগুলি বিষাক্ত পোকামাকড় হইতে মুক্ত থাকে। যে সকল মুরগীকে মোটা করিতে হইবে তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হইতেছে ভারতবর্ষীয় শস্য খাদ্য, যবচূর্ণ এবং সিদ্ধ ভাত এবং কখন কখন গমের ময়দা অথবা চাউলের মধ্যে যে তুষ থাকে তাহা, সিদ্ধ গোলআলু, শাকসব্জি এবং দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুটি দেওয়া যাইতে পারে। খাদ্য এবং যবচূর্ণ যতক্ষণ শক্ত এবং শুক্‌না না হয় ততক্ষণ সিদ্ধ করিবে এবং তাহার পর ঠাণ্ডা হইতে দিবে, পাখীর খাদ্য প্রায়ই মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিবে, মুরগীকে দৈনিক যেন চারিবার করিয়া খাবার দেওয়া হয় এবং তাহারা প্রত্যেক বারে যত পরিমাণে খাদ্য খাইতে পারে, তাহা দিতে হইবে। মধ্যে খাওয়ার জন্য জল দেওয়া উচিত।

বড় মুরগীকে নিয়মিতভাবে খাওয়াইলে তাহারা সপ্তাহে এক হইতে দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজনে বাড়িবে এবং দুই কিম্বা তিন সপ্তাহের মধ্যেই খাইবার উপযুক্ত হয়, শীতকাল অপেক্ষা গরম কালেই মুরগীরা

সত্বর মোটা হয়। কখন কখন মুরগী মোটা না হইবার দরুণ মোটা করিবার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলেই তাহারা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে মুরগী প্রথম সপ্তাহের মধ্যে একটুও ওজনে বাড়ে নাই, তখন তাহাকে সেইরূপ অবস্থাতেই মারিয়া ফেলা ভাল।

---

# তুলার রপ্তানি

ইং ১৯২৬ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কোন্ প্রদেশ হইতে কত তুলা রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

| প্রদেশের নাম | | কত মণ রপ্তানি হইয়াছে |
|---|---|---|
| **আসাম** ( রেল এবং ষ্টিমার দ্বারা ) | | |
| ১। অপার আসাম | | ৪৯ |
| ২। লোয়ার আসাম | | ১১৬ |
| ৩। সুরমা উপত্যকা | | ২৩ |
| | মোট | ১৮৮ |
| **বাঙ্গলাদেশ** | | |
| ১। কলিকাতা | | ৩৫০০ |
| ২। পশ্চিম বঙ্গ | | ৮ |
| ৩। পূর্ব্ব বঙ্গ | | ৩৫৬ |
| ৪। উত্তর বঙ্গ | | ৫ |
| ৫। ঢাকা | | ১২৬১ |
| ৬। চট্টগ্রাম বন্দর | | ৪৬০ |
| | মোট | ৫৫৯০ |
| প্রদেশের নাম | | |
| **বিহার ও উড়িষ্যা** | | |
| ১। পাটনা | | ১১৯ |
| ২। বিহার ( পাটনা সিটি বাদ ) | | ১৬০৬ |
| ৩। ছোটনাগপুর | | ৩৯ |
| ৪। উড়িষ্যা | | ৩৮ |
| | মোট | ১৮০২ |

| আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ | | কত মণ রপ্তানি হইয়াছে |
|---|---|---|
| ১। আপার দোয়ার | | ৮৩৬৩ |
| ২। মধ্য দোয়ার | | ৩৯১৩৫ |
| ৩। কাণপুর সিটি | | ২৪৭২ |
| ৪। নিম্ন দোয়ার | | ২০২ |
| ৫। বুন্দেলখণ্ড | | ১৭১ |
| ৬। বেনারস্ | | ৫১৬ |
| ৭। গোরক্ষপুর | | ৪ |
| ৮। রোহিলখন্দ | | ৬ |
| ৯। উত্তর অযোধ্যা | | ৩ |
| ১০। দক্ষিণ অযোধ্যা | | ৬২৪ |
| | মোট | ৫১৪৯৬ |

| পাঞ্জাব | | |
|---|---|---|
| ১। দিল্লি | | |
| ২। রোট অব সিজ্ সাটলেজ টেরিটরি | | ৬০৫৪ |
| ৩। শতদ্রু ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ | | ৩৯৭৩ |
| ৪। ঝিলম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান | | ১২ |
| ৫। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | | ১৪৮৫ |
| | মোট | ১১৫২৪ |

| সিন্ধু এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্থান | | |
|---|---|---|
| ১। সিন্ধু ও ব্রিটিশ বেলুচিস্থান ( করাচির সহর ও বন্দর বাদ ) | | ২৭৮১ |
| ২। করাচি সহর ও বন্দর | | ৭২৫ |
| | মোট | ৩৫০৬ |

| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার | | |
|---|---|---|
| ১। জব্বলপুর | | ১১৭৩ |
| ২। নর্ম্মদা প্রদেশ | | |
| ৩। ছাইমার | | ১ |
| ৪। নাগপুর | | ১৫৬৪ |
| ৫। চৈতাসগড় | | ৩ |
| ৬। বেরার | | ৪৬০৬ |
| ৭। সাতপুরা প্রদেশ | | ৪ |
| | মোট | ৭৩৫১ |

**বম্বে**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বম্বে বন্দর | ৪৭৯৪৫ |
| ২। | গুজরাট ও কাথিওয়ার | ২৫৬৪ |
| ৩। | কনকন | |
| ৪। | উত্তর দাক্ষিণাত্য | ১১৮২ |
| ৫। | পূর্ব্ব দাক্ষিণাত্য | ১৭৩২ |
| ৬। | পশ্চিম দাক্ষিণাত্য | ৪৩৩৬ |
| ৭। | দক্ষিণ মারহাট্টা প্রদেশ | ৯৬৬৫ |
| ৮। | গোয়া | |
| | মোট | ৬৭৫২৪ |

**মাদ্রাজ**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মাদ্রাজ বন্দর | '৮৭ |
| ২। | ফরাসী বন্দর | |
| ৩। | অন্য অধীন বন্দর | ৫১৫১ |
| ৪। | সারকার্স ব্লক | ১১৬৪ |
| ৫। | ডেল্টাস্ ব্লক | ৮৫৯১ |
| ৬। | ডেকান্ ব্লক | ২২২০৭ |
| ৭। | উত্তর কর্ণাট প্রদেশ | ২২৭০ |
| ৮। | দক্ষিণ কর্ণাট প্রদেশ | ১৬৬৬৬ |
| ৯। | সেণ্ট্রাল ডিষ্ট্রিক্ট ব্লক | |
| ১০। | দক্ষিণ ডিষ্ট্রিক্ট ব্লক | ৩৯১৬ |
| ১১। | পশ্চিম উপকূলভাগ | ৩ |
| ১২। | পার্ব্বত্য প্রদেশ | |
| | মোট | ৬০৫৫৫ |

| | |
|---|---|
| রাজপুতনা | ৭৬৩৮ |
| মধ্য ভারত | ৩৭১২ |
| নিজাম রাজ্য | ১৩২৫ |
| মহীশূর | ১০৫৪ |
| কাশ্মীর | ১০৫৪ |

### সর্ব্ব প্রদেশের মোট সংখ্যা

| | |
|---|---|
| আসাম | ১৮৮ |
| বাঙ্গলাদেশ | ৫৫৯০ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ১৮০২ |
| আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ | ৫১৪৯৬ |
| পাঞ্জাব | ১১৫২৪ |
| সিন্ধু ও ব্রিটিশ বেলুচিস্থান | ৩৫০৬ |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার | ৭৩৫১ |
| বম্বে | ৬৭৫২৪ |
| মাদ্রাজ | ৬০৫৫৫ |
| রাজপুতানা | ৭৬৩৮ |
| মধ্যভারত | ৩৭১২ |
| নিজাম রাজ্য | ৬৩২৫ |
| মহীশূর | ১০৫৪ |
| কাশ্মীর | ... |
| মোট— | ২১৮২৬৫ |

# পাঁউরুটি প্রস্তুত প্রণালী

## Aerated Bread

## ( এয়ারেটেড্ ব্রেড্ )

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে সাধারণতঃ দুই উপায়ে পাউরুটি তৈয়ারি করা হয় :—

১। ইয়েষ্ট্ ব্যবহার করিয়া,

২। ময়দার সহিত বেকিং পাউডার মিশাইয়া।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক উপায়ে পাউরুটি প্রস্তুত করা যায়। তাহাকে এয়ারেটেড্ ব্রেড্ বলে। বহুদিন পূর্ব্বে ডাঃ ডেঙ্গলীশ্ নামক একজন ইউরোপীয় এই রুটি প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করেন। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইলেও আজিও ইহার তেমন বহুল প্রচলন হয় নাই। তবে মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার উদ্দেশ্যে সময় সময় অনেকে ইহা আহার করিয়া থাকেন।

### এয়ারেটেড্ ব্রেড্ প্রস্তুত করিবার প্রণালী

এই প্রক্রিয়ায় রুটী প্রস্তুত করিতে হইলে সোডা ওয়াটারের মধ্যে যেমন গ্যাস্ থাকে, সেইরূপ যে জলে ময়দা মাখান হইবে সেই জলের মধ্যে কোন কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস্ প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া

হয়। তাহার পর সেই জলে ময়দা মাখাইয়া রুটি সেঁকিবার সময় ঐ গ্যাস্ উত্তাপ পাইয়া আয়তনে বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে রুটির মধ্যভাগও ফাঁপিয়া স্পঞ্জের আকার প্রাপ্ত হয়। এই রুটি খুব পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ; কিন্তু ইহার গন্ধ অন্য রুটি হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকারের।

যাহা হউক,এই রুটি বৃহদায়তনের ব্যবসায়োপযোগী করিয়া ঠিকমত তৈয়ারি করিতে হইলে অনেক যন্ত্র পাতির প্রয়োজন; এই জন্য যাহারা ঘরে দুই চারিখানি প্রস্তুত করিয়া মাঝে মাঝে আহার করিতে চান, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত এই রুটি তৈয়ারি করিবার একটী সহজ প্রণালী বলিয়া দিতেছি।

প্রথমেই গার্ডল্ গরম করিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ ময়দা ছড়াইয়া দাও। তাহার পর একটী পাত্রে কিছু সাদা বা লাল আটা রাখিয়া তাহাতে একটু লবণ মিশাইয়া দাও।

একখানি রুটি তৈয়ারি করিবার জন্য বড় চামচের ছয় চামচ ময়দা ও চা চামচের আধ চামচ লবণ লইলেই যথেষ্ট।

এইবার একটী সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিয়া সোডা ওয়াটার দিয়া তাড়াতাড়ি ময়দা মাখিয়া ফেল, এবং হাত দিয়া একটী গোলাকার কেক্ তৈয়ারী করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা গার্ডলে করিয়া সেঁকিয়া ফেল। সেঁকিবার প্রণালী স্কোন্ সেঁকিবারই অনুরূপ, অর্থাৎ এক পিঠ সেঁকা হইলে আর একদিক উল্টাইয়া দিতে হইবে। এয়ারেটেড্ ব্রেড্ তৈয়ারি করিবার প্রধান কৌশল হইল ক্ষিপ্রকারিতা। ময়দা মাখা হইতে সেঁকা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই দ্রুততার সহিত নিষ্পন্ন করিতে হইবে। রুটি তৈয়ারি করিতে যে পরিমাণে বিলম্ব হইবে, রুটিও সেই পরিমাণে ভারী হইবে অর্থাৎ কম ফুলিবে।

## উনান, টিন্, গার্ডল্ প্রভৃতি রুটী সেঁকিবার সরঞ্জাম

ভাল রুটি তৈয়ারি করিতে হইলে যেমন খাঁটী ভাল ময়দা (ভাল ময়দা বলিতে সাদা ধব্‌ধবে fine ময়দা নহে) এবং ভাল ইয়েষ্টের দরকার, সেই রকম ভাল উনানে, টিন্ ও গার্ডল্ নহিলেও চলে না।

## উনান্

অনেকের ধারণা আছে আমাদের দেশে সচরাচর রুটি সেঁকিবার জন্য যে উনান ব্যবহৃত হয় তাহা বুঝি তেমন ভাল নহে। অন্যান্য সব জিনিসের মত বিলেত বা ইউরোপীয় অপর সকল দেশের উনান ও এতদ্দেশীয় উনান অপেক্ষা সহস্রাংশে উন্নত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এদেশের ইষ্টক নির্ম্মিত ও লৌহ দ্বার বিশিষ্ট সাধারণ উনানের সহিত বিলাতের রুটি প্রস্তুতকারকের উনানের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

যাহা হউক, ভাল করিয়া রুটি সেকিতে হইলে উনানটী এরূপ হওয়া প্রয়োজন এবং রুটি খানিকে এরূপ স্থানে রাখা উচিত, যাহাতে ইহার চারিদিকেই সমান ভাবে উত্তাপ লাগে কিম্বা তাহা যদি একান্তই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ রুটির নীচের দিক হইতে তাপ লাগা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ উনানগুলি ইটের তৈয়ারী। এই গুলির একটী করিয়া লৌহের দ্বার আছে এবং নীচে আগুন দিবার স্থান আছে।

ইহা ছাড়া আরও একপ্রকার দেশী উনানে বেশ ভালরকম রুটি সেঁকা যায়। এই গুলিকে চলিত ভাষায় তন্দুর বলে। তন্দুর ব্যবহার করিবার আরও এক সুবিধা এই যে ইহাকে ইচ্ছামত যখন তখন স্থানান্তরিত করা যায়। ইহা একটী ত্রিপদ লৌহ পাত্র (প্যান্) বিশেষ। ইহার দুইদিকে হাতল বিশিষ্ট দৃঢ় সংযুক্ত একটী ঢাকনি আছে। এই ঢাকনির মধ্যস্থল খালি।

রুটি সেঁকিবার সময় রুটি খানিকে তন্দুরের মধ্যে স্থাপন করিয়া প্যানের নীচে ও ঢাকনির উপর জলন্ত কাষ্ঠ বা কয়লা রক্ষা করা হয়। ইহাতে রুটি উপর এবং নীচে উভয় দিক হইতেই উত্তাপ পায়। কিন্তু প্রথম হইতেই ঢাকনির উপর আগুণ চাপান হয় না। রুটি প্রায় অর্দ্ধেক সেঁকা হইয়া গেলে তাহার পর উপরে জলন্ত কয়লা স্থাপন করাই বিধেয়। কলিকাতার পথে ঘাটে মুসলমানদের বড় বড় রুটি সেঁকিবার যে বৃহৎ উনুন দেখা যায় উহারই নাম তন্দুর। তবে উহা ইট ও টিন্ মাটীর প্রলেপ দিয়া ব্যবসায়ের জন্ত বৃহদাকারে করা, আর গৃহস্থ ঘরে ব্যবহারের জন্ত লোহার একরূপ তোলা তন্দুর পাওয়া যায়,তাহা কেবল আয়তনে ছোট, কিন্তু গঠন ও ব্যবহার প্রণালী ঠিক বড় তন্দুরের ন্যায়।

পূর্ব্বে রুটি সেঁকিবার প্রসঙ্গে আমরা বহুবারই টিন্ কথাটীর উল্লেখ করিয়াছি। এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

এই টিন্ আর কিছুই নহে, বাজারে কেরোসিন তৈলের যে টিন পাওয়া যায় তাহা হইতে নির্ম্মিত পাঁউরুটী সেঁকিবার আধার বা খাপ বিশেষ। ছোট বড় গোল বা লম্বা নানা আকারের টিন হইতে পারে। একটী মাঝারি রকমের টিন সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি লম্বা ৪½ ইঞ্চি চওড়া এবং ৩ ইঞ্চি গভীর হইলেই যথেষ্ট। কলিকাতায় মিউনিসিপাল মার্কেটে Hardware পটীতে রুটি ও কেক্ তৈরী করিবার রাশি রাশি টিন অতি সস্তায় কিনিতে পাওয়া যায়।

ময়দা মাখা হইয়া গেলে তাহাকে রুটির আকার বিশিষ্ট করিয়া তৈলসিক্ত টিনে রাখিয়া ফাঁপিবার অবসর দিবে, এবং রুটি উপযুক্ত রূপ ফুলিয়া উঠিলে সেই টিনে করিয়াই তাহা সেঁকা হইবে। সেঁকিবার সময় একটু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। টিনের নীচে কিছু বালি বা ছাই রাখিয়া না দিলে রুটি পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কখন কখন রুটির টিন আর একটী টীনের বা তারের জালের উপর স্থাপন করা হয়। ইহাতেও অত্যধিক তাপ লাগিতে পায় না বলিয়া রুটি পুড়িয়া যাইবার ভয় নাই।

বড় টিন অপেক্ষা ছোট টিন ব্যবহার করাই ভাল, কারণ তাহাতে রুটি কাঁচা থাকিবার সম্ভাবনা অল্প। আর এক কথা, খামীর দিয়া যেন টিন ভর্ত্তি করিয়া ফেলা না হয়। সেঁকিবার সময় রুটি ফাঁপিয়া উঠিবে, কাজেই টিন যদি পূর্ব্ব হইতেই খামীরে পূর্ণ থাকে তাহা হইলে পরে ফাঁপিবার স্থান না পাইয়া রুটি জমিয়া ভার হইয়া পড়িবে। খামীর টিনে ভরিয়া ইহার উপর ছুরী বা অন্য কিছু দিয়া লম্বালম্বি ভাবে একটী গভীর দাগ কাটিয়া দিতে হয়। কখন কখন আড়া আড়ি ভাবে আর একটী দাগ কাটিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে রুটি খুব ফুলিয়া উঠে।

খামীর বেশী পাতলা হইলে টিনের গায় তাহা লাগিয়া যাইবার সম্ভবনা। এরূপ স্থলে একখণ্ড শক্ত তেলা কাগজ দিয়া কাঁচা রুটি খানি জড়াইয়া দেওয়াই নিয়ম। ইহাতে রুটি জড়াইয়া পড়িবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

## গার্ডল

অধিকাংশ ইয়েষ্ট বর্জ্জিত রুটিই (unfermented bread) উনানের পরিবর্ত্তে গার্ডলে (girdle) করিয়া সেঁকা হয়। গার্ডল কাহাকে বলে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাকে ফুলের সাজির হাতলের মত লম্বা হাতল বিশিষ্ট একটি বড় লোহার চাটু বা তাতা বলিলেও চলে।

## রুটি প্রস্তুত কারকের দুই একটী জ্ঞাতব্য বিষয়

ইয়েষ্ট সহযোগে পাউরুটি তৈয়ারি করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা

প্রয়োজন। উনানে খামীর প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই উনানে আগুন দিয়া রাখিতে হইবে। উনানের তাপ রুটি সেঁকিবার সময় আগুনের তাপ কত হওয়া উচিত তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে মোটা মুটিব লা যায় যে ৪৫০° ডিগ্রী হইতে ৫০০° ডিগ্রী হইলেই যথেষ্ট। উনানের তাপ আর থার্ম্মোমিটর দ্বারা দেখার দরকার নাই। খুব গন্ গনে আগুণ হইলেই হইল।

উপযুক্ত মত আগুণ হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার আর একটি সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। সামান্য একটু খামীর টিনের উপর রাখিয়া উনান হইতে সেঁকিয়া লইবে। যদি রাখিবামাত্রই খামীরের রঙ্ ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উনান ঠিকমত উত্তপ্ত হইয়াছে। তবে সত্য কথা বলিতে কি, পুস্তকের বিদ্যা এ সমস্ত বিষয়ে অতি অল্পই কাজে লাগে। রুটি প্রস্তুত করিতে করিতে কিছুদিন পরে এমন অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যায় যে উনানের তাপ রুটি উত্তমরূপে সেঁকিবার পক্ষে উপযুক্ত কি না, তাহা জানিবার জন্য কোনরূপ পরখ করিবারই প্রয়োজন হয় না।

রুটির উপরিভাগে বেশী তাপ লাগিতে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ প্রথম অবস্থায় উপরে বেশী উত্তাপ লাগিতে দিলে উপরিভাগ শক্ত হইয়া যাওয়ায় রুটি আদৌ ফুলিতে পারিবে না, এবং উহা অত্যন্ত ভারী হওয়ায় খাইবার অযোগ্য হইয়া পড়িবে।

রুটি সেঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে উনানের উত্তাপ কমাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে কোন অংশই কাঁচা থাকিবে না। সকলেই জানেন চাল যখন প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে তখন হাড়ী অল্প আঁচে বসান থাকিলে ভাত বেশ সুসিদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আঁচ বাড়াইয়া দিলে ভাত পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঠিক সেইরূপ রুটি যখন প্রায় হইয়া আসিয়াছে তখন আঁচ কমাইয়া দিলে ইহার সকল অংশই সুসিদ্ধ হইবে—কিন্তু গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত আঁচ সমান থাকিলে রুটির উপরিভাগ পুড়িয়া যাইবে, তথাপি অন্তঃস্থল সিদ্ধ হইবে না।

একখানি রুটি সেঁকিতে কত সময় লাগে তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। কারণ তাহা রুটির আকার এবং উপাদানের তারতম্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমরা যে টিনের মাপ দিয়াছি সেইরূপ একটী টিনে করিয়া একখানি মাঝারি রকমের রুটি সেঁকিতে সাধারণতঃ তিন কোয়ার্টার হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে।

ভাল করিয়া সেঁকা হইয়া গেলে তবে উনান হইতে রুটি নামান উচিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, উনান অত্যধিক গরম হইলে চলিবে না। কারণ ইহাতে ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে উপরিভাগ সেঁকা হইয়া যাইবে, কিন্তু ভিতর কাঁচা থাকিবে; এবং আরও বেশীক্ষণ উনানের ভিতর রাখিলে উপর পুড়িয়া যাইবে, তথাপি ভিতর সিদ্ধ হইবে না।

## রুটি উপযুক্তরূপে সেঁকা হইয়াছে কিনা জানিবার উপায়

সেঁকা শেষ হইয়া গেলে রুটি খুব ফুলিয়া উঠিবে এবং ভিতর বেশ ফাঁপা হইবে। আঙুলের টোকা দিয়া রুটির গায়ে আঘাত করিলে যে শব্দ হইবে তাহা শুনিলেই ইহার ভিতর ঠিক মত ফাঁপিয়াছে কিনা বুঝা যাইবে। এই সময় রুটি বেশ দৃঢ় অথচ স্থিতি-স্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয়।

সেঁকা হইয়া গেলে রুটিখানিকে উনান হইতে নামাইয়া এমন স্থানে এবং এমন ভাবে রাখা উচিত যাহাতে ইহার মধ্যস্থিত গ্যাস্ সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাহার পর ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ইহাকে তুলিয়া বাক্সে বা অন্যত্র রাখিয়া দিতে হইবে।

### কেমন করিয়া রুটি রাখিতে হয়

আমাদের দেশে রুটি বাহিরে ( বাতাসে ) ফেলিয়া রাখিলে অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র শক্ত হইয়া যায়; এই জন্য এইগুলিকে কোন বায়ু অবরোধক বাক্সে রাখিয়া দেওয়া উচিত। কখন কখন রুটির উপর একখানি ঈষৎ ভিজা কাপড় চাপা দেওয়া হয়; তাহাতেও রুটি বেশ টাট্‌কা থাকে। খালি বরফের বাক্সও রুটি রাখিবার বাক্স রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

### বাসি রুটি টাট্‌কা করিবার উপায়

রুটি বাসি হইয়া গেলে শক্ত হইয়া যায়। ইহা নরম করিবার জন্য সাধারণতঃ আবার গরম করিয়া লওয়া হয়। কোন একটী গরম পাত্রে বা উত্তপ্ত উনানের পাশে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা রাখিয়া দিলেই ইহা আবার তাজা হইয়া উঠিবে। কখন কখন গরম করিবার পূর্ব্বে ইহাকে একবার জলে ডুবাইয়া লওয়া হয়। তাহাকে ইহা ঠিক নূতন এবং টাট্‌কা রুটির আকার ধারণ করে।

# ফসলের শত্রু নিবারণের উপায়

## ইয়ারউইগের জাল

ইয়ারউইগ লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে। যদি উহারা কোন মতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহারা তখনই নিকটস্থ কোন স্থানে লুকাইয়া পড়িতে চাহে। এই কারণে তাহারা ডালিয়া, গোলাপ, কার্ণেশান প্রভৃতি ফুল গাছের অন্তঃস্থলে আশ্রয় পাইলে, তাহারই মধ্যে লুকাইয়া পড়ে। কপি পাতা স্লাগ (slug) কীটের অতি লোভনীয়। এই কীট কপি পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকিবার স্থান পাইলে উহারই মধ্যে আশ্রয় লয়। কিন্তু উহারা তাড়াতাড়ি পলাইতে পারে না বলিয়া উহাদের আশ্রয়স্থল জানিতে পারিলে সহজেই ধ্বংস করিতে পারা যায়। কিন্তু ইয়ারউইগ (earwig) সামান্য মাত্র তাড়া পাইলেই পলাইয়া যায়। সুতরাং উহাদের ধরিবার ও ধ্বংস করিবার জন্য এক প্রকার ফাঁদ উদ্ভাবিত হইয়াছে।

একটি কাঠের বাক্সের উপরিভাগে কাচের একটি

সহজ ফাঁদ

চুঙি স্থাপিত করা হইয়াছে। এই চুঙির ভিতর দিয়া ইয়ারউইগ বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু আর বাহির হইয়া আসিতে পারে না। গরম জল ঢালিয়া দিলেই উহারা মরিয়া যায়।

### গুজবেরি ধ্বংসকারী কীট

এই কীট সাধারণতঃ পাতার নীচেকার শিরার নিকট ডিম পাড়ে। যেটুকু অনিষ্ট করা দরকার, তাহা করা শেষ হইলে তাহারা মাটিতে পতিত হয়। সেই

স্থানে উহারা কিছুকাল নির্জীব হইয়া পড়িয়া থাকে। এই কারণে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া ঝোপ ঝাড় পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে পাতায় ডিম পাড়িয়াছে, সেই পাতা তুলিয়া ফেলিবে। যাহাতে এই কীট গাছে ডিম পাড়িতে না পারে, তজ্জন্য গাছে হেলবোর পাউডার (hellebore powder) ছড়াইয়া দিবে। যদি কীটেরা অনিষ্ট সাধন আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে চুণ ছড়াইয়া দিবে এবং গাছের নীচে কয়েক বার ফাঁকা আওয়াজ করিবে, তাহা হইলে গাছের ডিমগুলি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। উহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক উপায় হইতেছে, উপরকার মাটি চাঁছিয়া ফেলিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে এবং গাছের যে পাতায় এবং শাখায় কীট ধরিয়াছে, তাহাও কাটিয়া ফেলিয়া নষ্ট করিয়া দিবে। গাছের গোড়ায় নূতন মাটি ছড়াইয়া দিবে।

## সবুজ মাছি

যে গাছে মাছির উপদ্রব সেই গাছে তামাকের ধোঁয়া লাগাইবে। পরে পিচকারির সাহায্যে পরিষ্কার জল দিয়া বেশ করিয়া ধৌত করিয়া ফেলিবে। তামাকের ধোঁয়া লাগান সম্ভব না হইলে বুরুস দিয়া তামাকের জলে গাছ ধৌত করিবে।

## পোকা

পোকা মাত্রেই ডিম হইতে উৎপন্ন হয়। কীটমাতা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে এমন স্থানে ডিম পাড়ে যেখানে ডিম নিরাপদে থাকিতে পারে এবং কীট বাহির হইয়া আসিলে সহজেই প্রচুর খাদ্য পাইতে পারে। এই কারণে পোকার কবল হইতে বাগান রক্ষা করিতে হইলে ডিম নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিবে। ডিম হইতে কীট বাহির হইয়া আসিবার পর° স্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উহারা উদ্ভিদের অত্যন্ত ক্ষতি করে। এই অবস্থায় নিকট-বর্ত্তী স্থানে উহারা যতটা খাদ্য পায় তাহা গ্রহণ করিয়া উহারা একটি গুপ্ত স্থানে আশ্রয় লইয়া গুটিতে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার পর উহারা নিজেদের প্রকৃত অবস্থায় রূপান্তরতি হইয়া বাহির হইয়া আসে। এই অবস্থায় উহারা বেশী দিন জীবিত থাকে না। এবং বেশী অনিষ্টও করে না; সুতরাং ডিম্বাবস্থায়ই উহাদের নষ্ট করা প্রয়োজন।

## ডিম ধ্বংস করিবার উপায়

ডিম ধ্বংস করিবার উপায় গাছের ছালে এবং দেওয়ালে যে সমস্ত ডিম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ধ্বংস করিতে হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিতে পারা যায় :—

আধ পাউণ্ড দোক্তা, আধ পাউণ্ড গন্ধক, সিকি পেক (peck) চুণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া তিন চার গ্যালন জলে বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাও। কিছুক্ষণ স্থির ভাবে থাকিবার পর থিতাইয়া যাইলে পিচকারি দিয়া দেওয়ালে ও গাছে দিবে। জল ফুরাইয়া গেলে উহাতে আবার জল মিশাইতে পারা যাইবে।

## গোলাপ গাছে পোকা

গোলাপ গাছে যত পোকার উৎপাত হয় এমন আর কোন ফুল গাছেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পোকাদের প্রকৃতি এবং পরিবর্ত্তনের পদ্ধতি না জানিলে কোনরূপ প্রতিকার করা সম্ভব নহে।

নিম্নের চিত্রে বন্য গোলাপ গাছে কিরূপ

গোলাপের পোকা

পোকা ধরিয়াছে তাহা দেখান হইল। গোলাপ গাছ লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহারা জানেন, সবুজ পোকা গোলাপ গাছের কচি শাখায় আশ্রয় লইয়া গাছের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে। জুন জুলাই মাসে এক প্রকার মাছি (golden rose beetle) গাছের চারিদিকে গুণ গুণ করিয়া ঘুরিতে এবং মধু পান করিতে থাকে। কিন্তু উহাদের কীটগুলি গাছের অনিষ্ট করে।

## পিয়ার গাছের পোকা

পিয়ার গাছে অনেক প্রকার পোকার উপদ্রব দেখা যায়। তাহার মধ্যে এক প্রকার পালক-যুক্ত পোকা আছে। ইহাদের পশ্চাদ্দেশে একটি হুল আছে। এই হুল গাছের ছালে বিদ্ধ করিয়া ডিম প্রসব করে। জুলাই মাসে ডিম ফুটিয়া কীট বাহির হয়, আগষ্ট মাসে উহারা বড় পোকা হয়। বড় হইয়াই উহারা গাছের মধ্যে গর্ত্ত করিতে আরম্ভ করে। সেপ্টেম্বর মাসে খোলস ছাড়িয়া পরবর্ত্তী জুন মাসে উহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। চড়ুই পাখী এই কীটের পরম শত্রু। এই কীট দেখিলেই উহারা ধ্বংস করে।

ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার কীট পিয়ার গাছের প্রবল শত্রু। ইহারা মে মাসের শেষাশেষি গাছের পাতার উপরিভাগে যে ছাল আছে, তাহার নিম্নে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীট পাতার আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিতরকার শাঁস খাইয়া ফেলে।

## ইঁদুর

মাঠে যখন ছোলা মটর বপন করা হয়, তখন ইঁদুর উহা খাইয়া অত্যন্ত ক্ষতি করে। ইহা ছাড়া শসা, তরমুজ প্রভৃতিরও অত্যন্ত ক্ষতি করে।

ইঁদুরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ছোলা, মটর প্রভৃতি বপন করা হইলে, উহার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া উহারা ছুটিয়া আসে। কিন্তু যদি ছোলা, মটর প্রভৃতি ছাই দিয়া আবৃত করিয়া বপন করা যায়, তাহা হইলে আর ইঁদুরের উৎপাত হয় না। কারণ ছাইয়ের আবরণ ছোলা মটরের গন্ধ বাহির হইতে দেয় না।

## ইঁদুরের ফাঁদ

বাজারে ইঁদুর মারিবার নানা প্রকার কল পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্নে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়ে ফাঁদ প্রস্তুত করিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

একটি জার বা বয়েম লইয়া গলা পর্য্যন্ত মাটিতে পুতিয়া রাখিবে। মাটির উপরিভাগে যেটুকু বাহির হইয়া থাকিবে তাহা এবং অভ্যন্তর ভাগ চর্ব্বি বা তৈল লেপন করিয়া রাখিবে। অর্দ্ধেক জার জলপূর্ণ করিবে।
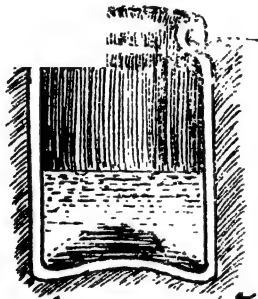
ইঁদুর মারা ফাঁদ

## ইঁদুর ধরিবার ফাঁদ

কিরূপভাবে উক্ত ফাঁদ স্থাপন করা হইবে, উপরের চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। এইরূপ ভাবে ফাঁদ স্থাপিত করিয়া উহার নিকট একটু খাদ্য ছড়াইয়া দিবে। খাদ্যের লোভে ইঁদুরাদি আকৃষ্ট হইয়া জারের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং আর উঠিতে পারিবে না।

আর এক প্রকার ফাঁদও সহজে করা যাইতে পারে। এই ফাঁদের চিত্র এখানে দেওয়া যাইতেছে।

ইঁদুর মারা ফাঁদ

## ধরিবার ফাঁদ

দুইটি কাঠি পুতিয়া একটি সূতা বাঁধিবে। এই সূতায় বেশ করিয়া চর্ব্বি বা ঘি লাগাইবে, এবং দুই তিনটি ছোলা বা মটর আটকাইয়া

দিবে। মাটির সহিত সমতল করিয়া নীচে একখানি শ্লেট বা পাথর রাখিবে এবং সূতার উপরে হেলাইয়া ইটের আকারে একখানি পাথর রাখিবে। সূতায় আটকান ছোলার লোভে আকৃষ্ট হইয়া ইঁদুর ফাঁদের মধ্যে যাইয়া ছোলা খাইবে এবং চর্ব্বি বা ঘিয়ের লোভে সূতা কাটিতে আরম্ভ করিবে। সূতা ছিড়িয়া গিয়া উপরকার পাথর পড়িয়া যাইবে এবং তাহারই চাপে ইঁদুর মরিয়া যাইবে। নীচে শ্লেট বা পাথর না রাখিলেও চলিতে পারে, কিন্তু মাটি নরম হইলে কিম্বা মাটিতে গর্ত্ত থাকিলে ইঁদুর নাও মরিতে পারে কিম্বা তাহার মৃত্যু হইতে দেরী হইতে পারে। কোন প্রাণীকেই কোন মতে কষ্ট দিয়া মারা সঙ্গত নয়।

## মিলডিউ বা ছাতা ধরা

গাছের উপর শেওলা জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মে। উপযুক্ত আলো ও বাতাসের অভাবে এবং মনোযোগ না দেওয়ার ফলে উহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ১আউন্স নাইটার (nitre) এক গ্যালন জলে গুলিয়া পিচকারীর সাহায্যে সমস্ত গাছে দাও। সাবান এবং গন্ধ দিলেও ইহার প্রতিকার হইতে পারে। ইহার প্রতিকারের জন্য নানা প্রকার ঔষধ কিনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ইউইংস মিলডিউ কম্পোজিসন (Ewing's Mildew Composition) ভাল। এক গ্যালন ঈষদুষ্ণ জলে এক আউন্স ইউইংস্ মিলডিউ কম্পোজিসন মিশাইয়া তাহা দ্বারা গাছ ধৌত করিলে উহার প্রতিকার হয়।

## ভুঁইয়ে ইঁদুর ও ছুঁচা

ইহারা অনেক সময় বাগানের ক্ষতি করিয়া থাকে। খেলিবার লনের মাটিতে আশ্রয় লইয়া উহারা যে ক্ষতি করে তাহা বিশেষ মারাত্মক বলিয়া মনে হয় না। ইহারা বাগানে পিঁয়াজ এবং অন্যান্য ক্ষেতের ক্ষতি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আলুর ক্ষেতের কোন অপকার করিতে সমর্থ হয় না। আবার উহারা একদিকে যেমন ক্ষতি করে, তেমনি কয়েক প্রকার ফলের শত্রুকে ধ্বংস করে। উহাদের প্রতিকার করিতে হইলে মাটির মধ্যে যে সুড়ঙ্গ পথ থাকে তাহার মধ্যে নিম ইত্যাদি গাছের পাতা রাখিলে উহার গন্ধে উহারা দূরে পলাইয়া যায়। কিম্বা সামান্য পরিমাণে কার্ব্বনেট অব ব্যারাইটা (carbonate of Barytes) রাখিলেও উহার প্রতিকার হয়।

ইঁদুর মারা ফাঁদ

## ছুঁচা বা ভুঁয়ে ইঁদুর ধরার ফাঁদ

ইহা ধরিবার জন্যও কয়েক প্রকার ফাঁদ আছে। তন্মধ্যে পুরাতন ধরণের ফাঁদই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক। কিন্তু এই ফাঁদ পাতিবার কৌশল আছে। যাঁহারা এইরূপ ফাঁদ পাতিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারাই নিপুণভাবে ফাঁদ পাতিতে সমর্থ হন।

বিলাতে এক শ্রেণীর লোক আছে, ছুঁচা ধরা তাহাদের পেশা; ছুঁচা ধরিয়া তাহারা তাহাদের জীবিকা

সংগ্রহ করিয়া থাকে। মানুষ কত প্রকারে যে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। জোক ধরিয়া আমাদের দেশেও অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, ছুঁচা ধরিয়া এদেশে কেহ জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে কিনা, তাহা আজও শোনা যায় নাই। মানুষের যেখানে প্রয়োজনীয়তা আছে, যাহা দ্বারা কোন না কোনরূপে মানুষের উপকার সাধিত হয়, সেইখানেই মানুষের জীবিকা অর্জ্জনের পথ পড়িয়া আছে। ছুঁচা এবং ইঁদুর বাগানের ফসল নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং যাহারা উহা ধ্বংস করে, তাহারা বাগানের ফসল রক্ষার সহায়তা করে, ভূস্বামীর উপকার সাধন করে। এই উপকারের বিনিময়ে তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করে।

এই শ্রেণীর লোকদের ইঁদুরধরা পেশা বলিয়া উহারা পুরাতন ধরণের ফাঁদ পাতিতে নিপুণ। কিন্তু যাহারা নূতন, তাহারা সহজে এই ফাঁদ পাতিয়া ইঁদুর ধরিতে সহজে কৃতকার্য্য হইবে না। বিলাতের লোহার ব্যবসায়ীরা নানা প্রকার ফাঁদ বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহার সাহায্যে অনেক ইঁদুর ছুঁচা ইত্যাদি ধ্বংস করা যায়।

যেখানে ইঁদুরের মাটীর ঢিপি অবস্থিত, সেইখানেই যে ইঁদুর থাকে তাহা নহে। যদি ঢিপির নিকটেই কোথাও ইঁদুরের বাসা থাকে, তাহা হইলে এই ফাঁদ বসাইতে পারা যায়। কিন্তু বাসা যাহাতে ধ্বংস না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, ইঁদুরের বাসা খুঁড়িয়া কেরোসিন ভিজান ন্যাকড়া পোড়াইলে তাহার গন্ধে ইঁদুর পলাইয়া যায়।

আবার কেহ কেহ বলেন, সকাল নয়টা এবং বেলা তিনটার সময় ইঁদুর মাটি খুঁড়িয়া ঢিপি প্রস্তুত করিতে থাকে, সেই সময় তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়িয়া উই ধ্বংস করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে এই যে ইঁদুর মারিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা কষ্টকর; বিশেষতঃ, ইঁদুরের ঢিপির কাছে কেহ আসিবার সময় মাটির সহিত পায়ের সংস্পর্শের শব্দে উহারা ভয় পাইয়া দূরে পলাইয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে ইঁদুরো গভীরভাবে বাসা করে বর্ষাকালে উহারা উপরিভাগে বাসা করে। ইঁদুর ধরিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

একটি বড় ফুল গাছের টব বা টিনের বালতি সংগ্রহ করিবে। যেখানে ইঁদুরের বাসা আছে, সেই স্থানে গর্ত্ত করিয়া উহাদের চলাচলের পথের সহিত বালতির কানা মিলাইয়া দিবে। অতঃপর একখানি পিচবোর্ড ঢাকা দিয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিতে হইবে। মাটি চাপা দিবার কারণ এই যে, ইঁদুরের চলিবার পথে আদৌ আলো প্রবেশ করিবে না। আলো প্রবেশ না করিলে উহারা নিঃসঙ্কোচে এই

মাছি মারা ফাঁদ

পথে চলাচল করিবে। যাতায়াত করিবার সময় উহারা টবের মধ্যে পড়িয়া যাইবে এবং আর উঠিতে পারিবে না। ছবি দেখিলেই সমস্ত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই ফাঁদ প্রস্তুতের প্রণালী অতি সহজ, অথচ ইহা

খুব কার্য্যকরী। উহাদের মুখের উপর একটা শুঁড় আছে, তাহা সঞ্চালিত করিয়া উহারা সমস্তই অনুভব করিতে পারে। কিন্তু এই ফাঁদ এমন কৌশলে প্রস্তুত যে, ইহার মধ্যে অনুভব করিবার কিছুই নাই। সুতরাং উহারা সাধারণভাবে গতায়াত করিতে যাইয়া ফাঁদে পড়িয়া যায় এবং আর উঠিতে পারে না।

## ফল গাছে শেওলা

শৈবাল বা শেওলাও গাছের শত্রু। ফলগাছে শেওলা ধরিলে গাছ শুকাইয়া যায়, কিম্বা উহাদের ভাল ফল হয় না। উহার প্রতিকার করিতে হইলে চূণের জল দিয়া গাছ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। বাগানের পথে বা অন্য কোন স্থানে শেওলা ধরিলে সেই স্থানে লবণ ছড়াইয়া দিবে। কিন্তু সাবধান, ফুল গাছে বা ঘাসে যেন লবণ না লাগে। যখন শিশির পড়ে তখন ছড়ানই কর্ত্তব্য, বর্ষাকালে লবণ দিবে না। তুঁতে জলে গুলিয়া ছড়াইয়া দিলেও শেওলা নষ্ট হয়।

লনে (Lawn) শেওলা ধরিলে সর্ব্ব প্রথম জল নিকাশের উত্তম ব্যবস্থা করিবে। তাহার পর রেক (rake) দিয়া লন পরিষ্কার করিয়া লইয়া রোলার দিয়া বেশ করিয়া পিটিয়া লইতে হইবে। প্রতি একর পিছু দেড় হন্দর হইতে দুই হন্দর নাইট্রেট অব সোডা দিবে। যেখানে অত্যন্ত বেশী শেওলা সেখানে সুক্ষ্মভাবে চূর্ণ কয়লা বর্ষাকালে দিলে উহার প্রতিকার হয়।

## পিঁয়াজ পোকা

ইহারা এক প্রকার ধূসর বর্ণের মাছি। ইহারা ডিম পাড়িবার পর ডিম হইতে যে কীট বহির্গত হয়, তাহা পিঁয়াজ গাছের অত্যন্ত ক্ষতি করে। ইহাদের উপদ্রবে গাছ হলদে হইয়া যায় এবং পাতা ঝরিয়া যায়। মে হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইহারা পিঁয়াজ গাছ আক্রমণ করে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে পিঁয়াজের সারির মধ্য ভাগে যে স্থান থাকে, সেখানে চূণ ছড়াইয়া দিবে।

## খরগোসের উপদ্রব

ছোট গাছ হইলে খরগোস গাছের মাথা মুড়াইয়া খাইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গাছের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। তারের জাল দিয়া ঘেরিতে পারিলে খরগোসের উপদ্রব হইতে গাছ রক্ষা করিতে পারা যায়। কিন্তু উহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উহাদের চারিদিকে বাঁখারি বা কঞ্চি দিয়া ঘেরিয়া দিতে পারিলে খরগোসের উপদ্রব হইতে গাছ রক্ষা করা যাইতে পারে।

## লাল মাকড়সা

ইহারা বাগানের যেরূপ শত্রু, এরূপ শত্রু অতি অল্পই আছে। ইহারা অদৃশ্য বলিলেই চলে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের চক্ষেও ইহারা সহজে ধরা পড়ে না। যে পাতায় ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা দগ্ধ পত্রের ন্যায় আকার ধারণ করে। তাহা দেখিয়াই উহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। গ্রীন হাউসের (Green house) গাছে উহাদের উপদ্রব দৃষ্ট হইলে গরম জলে সাবান, গন্ধক এবং মাটি ঘনভাবে মিশ্রিত করিয়া লেপিয়া দিবে। গন্ধকের ধোঁয়ায়ও ইহার প্রতিকার হইতে পারে। ধোঁয়া লাগাইবার পর পিচকারী দ্বারা পরিষ্কার জল দিয়া ধৌত করিবে।

## করাতী পোকা

ইহাও এক প্রকার মাছি। স্ত্রী-মাছির পশ্চাদ্দেশে একপ্রকার করাতের মত যন্ত্র আছে, সুতরাং ইহাকে করাতী পোকা বলিয়া অভিহিত করা যাইতেছে। ইহারা বাগানের বড় শত্রু। ইহারা নানা জাতীয় গোলাপের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। করাতী পোকা নানা জাতের আছে। তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ প্রদান করিবার প্রয়োজন দেখি না। যে গাছে

উহারা আশ্রয় লইয়াছে সেই গাছ বেশ করিয়া ঝারিয়া ফেলিবে। যে স্থানে পড়িবে সেই স্থানের মাটি চাঁচিয়া লইয়া ফেলিয়া দিবে, কিম্বা সেই স্থানে গন্ধকের গুঁড়া বা হেলিবোর (hellebore) মিশ্রিত জল ছড়াইয়া দিবে।

### স্কেল

পুং-কীট এক প্রকার ছোট মাছি, কিন্তু স্ত্রী-কীট দেখিতে প্লেট (plate) বা স্কেলের (scale) মত। ইহারা গাছের পাতায় বা গায়ে আটকাইয়া থাকে। আপেল, পিয়ার, পীচ, কমলা লেবু, অন্যান্য লেবু ও গোলাপ গাছের ইহারা অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ১ কোয়ার্ট জলে ১ আউন্স সাবান দিয়া তাহা লাগাইবে। কিম্বা ১ গ্যালন জলে ½ গিল প্যারাফিন মিশাইয়া তাহাও দেওয়া যাইতে পারে। মাছের তেল, তামাক জল, ও পটাশ বা কাঠ পোড়ান ছাই মিশ্রিত করিয়া লাগাইলেও উহার প্রতিকার হয়।

### শ্লাগ

অনেক জাতীয় শ্লাগ (slug) কীট আছে, কিন্তু ছোট জাতের সাদা বা কাল শ্লাগ সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট কর। উহারা মাটির মধ্যে বা পাতার নীচে লুকাইয়া থাকে, খাইবার জন্য রাত্রি কালে বাহির হইয়া আসে। ইহাদের ধ্বংস করিতে হইলে টাটকা চূণ বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া একটি থলের মধ্যে ভরিয়া লইবে। সন্ধ্যার পর বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই চূর্ণ মাটিতে ছড়াইয়া দিবে। শ্লাগ কীট যদি এক কণা চূণ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে। বর্ষাকাল হইলে চূণের শক্তি অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং এই সময় চূণ ছড়াইয়া কোন লাভ হইবে না। এই সময় সন্ধ্যাকালে মাটিতে টাটকা কপি পাতা ছড়াইয়া রাখিবে। শ্লাগ রাত্রি কালে এই পাতার নীচে আশ্রয় লইবে। প্রভাতে অনায়াসে উহাদের ধ্বংস করিতে পারা যাইবে।

### শামুক

শামুক যাহাতে বাগানের প্রাচীর বা বৃক্ষ বাহিয়া না উঠিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। দেখিতে পাইলেই উহাদের তুলিয়া ফেলিয়া মারিয়া ফেলিবে। যদি ট্রেণ অয়েল (Train oil) ও ঝুল মিশাইয়া প্রাচীরের তলদেশে লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শামুক আর উহা অতিক্রম করিতে চাহিবে না।

### স্পর্ট

ইহা গাছের এক প্রকার রোগ। ইহা বংশানুগত এবং সংক্রামক। নিম্নে সে সকল কারণ দেওয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে যে কোন একটু কারণ বর্ত্তমান থাকিলে এই রোগ জন্মাইতে পারে।

১। জল নিকাশের অব্যবস্থা।

২। যে সার ভালরূপ পচে নাই, তাহার প্রয়োগ।

৩। মাটিতে অক্সাইড অব আইরণ (Oxide of Iron) বর্ত্তমান।

৪। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের অভাব।

৫। যে আবহাওয়ার মধ্যে গাছ বাড়িতেছে, সেই আবহাওয়ার উত্তাপ অপেক্ষা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ।

৬। প্রভাতের বাতাস গ্রীণ হাউসে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে গাছের পাতায় রৌদ্র লাগাইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি।

৭। অত্যধিক জল প্রয়োগ।

৮। অত্যন্ত তীব্র গোবর সরবত ব্যবহার।

৯। গাছে উপযুক্ত পরিমাণ জল না দেওয়া।

১০। অসাবধানের সহিত ধোঁয়া প্রয়োগ।

এই কারণ গুলি দূর করিতে পারিলে গাছের আর স্পর্ট রোগ হইবে না। শুধু তাহাই নহে, ইহাদ্বারা গাছগুলি বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং সুন্দর হইবে।

# মৎস্যের ব্যবসায়

সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সিভিলিয়ান ৺ স্যার কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্ত তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন, "বাঙ্গলা দেশের জন সংখ্যা ৫২ কোটী, তাহার মধ্যে অন্ততঃ ৪ কোটী লোক মৎস্য আহার করে—প্রত্যেকের দৈনিক ২ ছটাক ধরিলে— এবং বৎসরে ৩২০ আমিষ আহারের দিন ধরিলে প্রত্যেকে অন্যূন ১ মণ মৎস্য ১২ মাসে আহার করিয়া থাকে অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মাছের খোরাক বাৎসরিক ৪ কোটী মণ। কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে লোক সংখ্যা অন্ততঃ ১০ লক্ষ, তাহার ভিতর ৮ লক্ষ লোক মৎস্য প্রিয় এবং প্রত্যেকের বাৎসরিক খোরাক ১ মণ ধরিলে অন্যূন ৮ লক্ষ মণ মৎস্য কেবল কলিকাতা সহরেই দরকার —কিন্তু রেলপথের এবং নিকটস্থ খাল ও বিলের আমদানী মাছ ২ লক্ষ মণেরও কম। এই কমতির অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, যে সকল খাল, বিল, নদী ও হ্রদ মৎস্যে পরিপূর্ণ, সেই সকল জলাশয় অগম্য এবং সুদূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ, মৎস্যের ব্যবসায়ে অতি অল্পই মূলধন খাটিতেছে।

তৃতীয়তঃ, মৎস্য ধরিবার প্রণালী এবং তাহা সহরে আনিবার ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন কালের নিয়মেই চলিতেছে।

দেশে যত সুমিষ্ট জলাশয় আছে এবং মৎস্য পূর্ণ নদনদী আছে সে সমুদয় জলাশয়ে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব জনসাধারণের নাই। হয় জমিদার, নচেৎ সরকার জলকরের মালিক এবং জমিদার জলকর হইতে প্রভূত খাজনা আদায় করিয়া থাকেন। সরকার জলকর হইতে যৎসামান্য খাজনা পাইয়া থাকেন। দেখা যায় অনেক স্থলে ১০ ক্রোশ নদী বা খিওর ৩০ টাকায় বিলি আছে। অনেকগুলি বড় বড় জলকর প্রজাবিলি আছে এবং প্রজারা প্রচুর লাভ লইয়া সেই সকল জলকর বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন মৎস্যজীবী ধীবর দিগকে এক বা দুই কিম্বা তিন বৎসরের জন্য বিলি করিয়া থাকে। ফলে দীন দরিদ্র ধীবর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া জলের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহা রোজগার করে তাহার একটা মোটা অংশ জমিদার বা মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি ভোগ করেন এব আর এক অংশ নিকারী বা মৎস্য ব্যবসায়ীর পকেটস্থ হয়।

"জেলের পোঁদে ট্যানা
আর নিকারীর কাণে সোণা"

—এই জনশ্রুতি একশত বৎসর পূর্ব্বে যেমন সত্য ছিল, এখনও সেই সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। একটু প্রভেদ এই হইয়াছে যে, অনেক অত্যাচারী জমিদার বলপূর্ব্বক অনেকগুলি নূতন জলাশয় দখল করিয়াছে। এবার লাঠী এবং লাঠীয়ালের জোরে 'ট্যানা' পরা ধীবর ঠ্যাঙ্গাইয়া অর্থাগম করিতেছেন এবং সেই শীর্ণ শ্রমজীবীর রক্ত ওঠার অর্থে সহরে সুরম্য প্রাসাদে বাস করিয়া গাড়ী জুড়ি মোটরে চড়িতেছেন এবং মোসাহেব পুষিতেছেন। এ সম্বন্ধে লেখকের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। লেখক ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ অবস্থান কালে মৎস্য-ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া ছিলেন এবং গ্রিমস্‌বী বন্দরে বিলাতী ধীবর দিগের সহিত কিছুদিন বসবাস করিয়া ছিলেন; পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ১৯১১ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে এবং উড়িষ্যায় মৎস্যের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন।

সুন্দরবন হইতে সহরে মৎস্য আনয়ন করিবার জন্য অনেকগুলি নৌকা, মাঝী এবং বৃহৎ মটর লঞ্চ নিয়োগ করিয়া ছিলেন এবং পরে চিল্কা হ্রদে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিয়া ছিলেন। সেই সময় মৎস্যজীবি উড়িয়া ধীবরদিগের সহিত চিল্কার উপদ্বীপে প্রায় ৩ বৎসর কাল বসবাস করিয়া ছিলেন। জমিদারের উৎপীড়ন, ব্যবসায়ীর শঠতা এবং সরকারী কর্ম্মচারীর কি জুলুম —তাহা লেখকের বিশেষ ভাবে স্মরণ আছে।

পুরীর ৮ ক্রোশ দক্ষিণে বিখ্যাত জলাশয় চিল্কা হ্রদ মাদ্রাজ দেশে গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত—প্রায় ৫০ মাইল দৈর্ঘ্যে এবং ৪ মাইল হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত প্রস্থে। এই সুবিস্তৃত জলাশয়টী পুরীর ১২ মাইল দক্ষিণে সর্ককুদা দ্বীপের নিকট সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়াছে। এই বৃহৎ জলাশয়ে পূর্ব্বে হাজার হাজার স্থানীয় উড়িয়া এবং তুলীয়া ধীবরেরা বিনা করে মৎস্য ধরিত এবং দিন গুজরান করিত; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি স্থানীয় জমিদার বিশেষতঃ পারীকুদের রাজা এই সুবৃহৎ জলাশয়টী বলপূর্ব্বক দখল করেন এবং সেই হইতে মালীক মামলা করিয়া বৎসর ৩০।২৫ হাজার টাকা জলকর আদায় করিয়া আসিতেছে। এই কর সৃষ্টি হইবার পর হইতে অনেক মৎস্যজীবি গ্রাম ছাড়িয়া পুরী এবং অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

# পল্লীগ্রামে বেকারদিগের অর্থোপার্জ্জনের উপায়

অনেক দিন বর্দ্ধমান অঞ্চলের পল্লীগ্রামসমূহে অবস্থিতি করিয়া, অনেক পল্লীগ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেক পল্লীগ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেক তথ্য অবগত হইয়াছি। পল্লীগ্রামের প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে দেখা যায়। কোন জায়গায় ভাল পানীয় জলের পুষ্করিণী নাই, যাহা আছে, তাহা আবর্জ্জনা পূর্ণ; ফসল রক্ষার জন্য জল সেচনের তেমন বড় জলাশয় নাই, যাহা আছে, তাহাও মজিয়া গিয়া দারুণ গ্রীষ্মের সময় শুষ্ক হইয়া যায়, মাঠে গরু বাছুর চরিয়া জল খাইতে পায় না। অনেক স্থলে গোচারণ ভূমি নাই, যাহা আছে, তাহাও গ্রাম্য তালুকদার জমিদারগণের খাস ভূমি নামে অভিহিত হইতেছে, এবং তাহাতে খাজনা পত্তনের চেষ্টা হইতেছে ও কতক স্থলে পত্তনও হইয়াছে। ঐ ভূমি গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে খাসভূমি বটে, তবে উহা স্বয়ং সম্রাটের খাস, আবহমান কাল হইতে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান সম্রাটগণের আমল হইতে ঐ সকল ভূমি ভারতে গোচারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে গবাদি পশুর চারণের জন্য একদিকে তাঁহাদের পুণ্য সঞ্চয় হইত, অন্য দিকে অধিক পশু পালনের পক্ষে প্রজার তত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না, তাই তখন অধিক পশু রক্ষার ফলে দেশে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইত। দুগ্ধ ঘৃত সহজে পাওয়া যাইত বলিয়া লোকে তাহা প্রত্যহ আবশ্যকমত খাইতে পাইত। তাহার ফলে লোকে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ থাকিত, সামান্য জরাদি রোগে কাহাকেও জখম করিতে পারিত না। যাহা হউক, এ দুঃখ গাহিয়া আর কি হইবে, যত দিন না এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, ততদিন অরণ্যে রোদনই সার।

পল্লীগ্রামে শতকরা ৮০ জন বেকার দেখা যায়।

শুধু গৃহে বসিয়া থাকিয়া পিতার অন্ন ধ্বংস করা—পিতৃপিতামহগণের সযত্নে রক্ষিত সম্পত্তির ব্যয়সাধন করা ভিন্ন তাহাদের আর কোন কাজ দেখা যায় না। কৃষিকার্য্যেও পরিশ্রম করিয়া কিছু কিছু আয় করা তাহাদের সাধ্যাতীত ; এই সকল বেকারের পক্ষে একটী আয়ের বিষয় উল্লেখ করিব। অনর্থক চাকরি না পাইবার অজুহাতে বসিয়া থাকিয়া আর যেখানে সেখানে আড্ডা গাড়িয়া লাভ কি ?

এই সকল বেকারের পক্ষে ছাগ-পালন করা কর্ত্তব্য। ইহাও চাষের একটী অঙ্গ। এই প্রস্তাবে অনেকে হয়ত নাক সিট্‌কাইবে এবং বলিবে—'নিম্ন-শ্রেণীর লোকে ইহার চাষ করে, ভদ্রলোকের কি ছাগল চাষ করা সাজে ?" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, ইহা ত আর চামড়ার ব্যবসায় নহে যে, হিন্দুর করিতে নিষেধ আছে। ছাগ-পালন করিয়া সংখ্যায় বেশী হইলে ও ছাগ বড় হইলে তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া অর্থাগম করা। আমেরিকার লোকে এই কাজে কত ক্ষুদ্র হইতে লক্ষপতি হইয়াছে।

এ কাজে বেশী কিছু মূলধনের আবশ্যক হইবে না—১০।১২৲ টাকা মূলধন হইলেই কার্য্য আরম্ভ করা চলিবে। প্রথমে ৫।৬টী ছাগী খরিদ করিয়া তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিবে। ঐ সকল ছাগী বৎসরে দুইবার সন্তান প্রসব করিবে, তাহাতে যে সকল ছানা হইবে, তাহার মধ্যে পাঠাগুলি একটু বড় হইলে এক একটী ৪।৫৲ মূল্যে বিক্রয় হইবে। ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থে পুনরায় পাঁঠী ছাগল খরিদ করিবে। এইরূপ করিয়া যদি ১০০ শত ছাগী পালন করা যায়, তাহা হইলে বৎসরে ১০০ শত ছাগীর ন্যূনকল্পে (ব্যারামে মরা বাদেও) অন্ততঃ ৩০০ শত পাঁঠা পাঁঠী জন্মিবে। ৩।৪ মাস পরে সেগুলি বিক্রয় করিয়া দিলেও ৭০০।৮০০৲ টাকায় বিক্রয় হইবে। যে ধাড়ী ছাগলগুলি রোগে মরিয়া যায় বা বৃদ্ধা হইয়া যায়, তাহার স্থানে ছানা-ছাগিগুলির সমস্ত বিক্রয় না করিয়া উহার মধ্যে কতক রাখিয়া ধাড়ীগুলির স্থান পূরণ করিয়া ১০০টা বজায় রাখিবে। আবার পাঁঠা ছাগল-ছানাগুলির কিয়দংশ বিক্রয় না করিয়া তাহাদিগকে যদি খাসী করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ২।১ বৎসর পরে উহার এক একটী ১২।১৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতে পারিবে।

ছানা-ছাগীগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিবার অর্থ এই—সংখ্যায় অনেক বেশী হইয়া গেলে মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত উহাদিগকে চরাইবার পক্ষে অসুবিধা হইবে। কেন না, উপরে বলিয়াছি যে, পূর্ব্বেকার মত এখন পশুচারণের ভূমি নাই, জমিদার তালুকদারগণের কৃপায় তাহা লোপ পাইতেছে, কাজেই পরিমাণ মত ছাগল যাহাতে সহজে পালন করা যাইতে পারে, তাহাই করা উচিত, নতুবা পাউণ্ডের (খোঁয়াড়ের) কৃপায় প্রত্যহই অর্থনষ্ট হইবে।

এই ছাগ-পালনের জন্য খড় খরিদ করিবার আবশ্যক হয় না, মাত্র মাঠের ঘাসে ছাগ পালন করা চলিবে। তবে উহাদিগকে চরাইবার জন্য একটি রাখাল রাখা আবশ্যক হইবে। তাহার বেতন ও খোরাকী বাৎসরিক ১৫০৲ টাকা লাগিবে। তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভ।

ইহার মধ্যে আর এক লাভ আছে, ছাগলের লাদি (বিষ্ঠা) গরুর গোবর অপেক্ষা অধিক মূল্যে অর্থাৎ ছাগলের লাদির সার একটু বড় ঝুড়ির ৩ ঝুড়ি দরে আর গোবর সার টাকায় ১৬ ঝুড়ি দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। যে স্থলে ১৬ ঝুড়িতে গোবর সারে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে, সে স্থালে ছাগসারে ৩ ঝুড়িতে সমান কার্য্য করিবে।

ছাগ সম্বন্ধে নানা ভৈষজ্যতত্ত্ব আছে। সকল বিষয় আমরা অবগত নহি, তবে যাহা জানি, তাহা উল্লেখ করা হইল—রাত্রিতে যদি কেহ গৃহে ছাগ

রাখিয়া নিদ্রা যায়, কস্মিনকালেও তাহার কাশরোগ হয় না। বড় পাঁঠাছাগলের বোট্‌কাগন্ধে কাশ রোগ জননকারী জীবাণুর বিনাশ হয়। যক্ষ্মাকাশগ্রস্ত রোগী প্রত্যহ রাত্রিতে ছাগলের সহিত একগৃহে নিদ্রা গেলে তাহার স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া বেশী দিন জীবন ধারণের সহায়তা করে, ইহা ঋষি-বাক্য। খাসি ছাগলের লাদি বাত ও বেদনানাশক, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

( সময় )

# উইণ্ড মিল

## ( Wind Mill )

## বা

## বায়ুচালিত কল।

পৃথিবীতে বাস কর্ত্তে গেলে কেমন করে যে বেঁচে থাকতে হয়, তা ইউরোপিয়ানরা জগৎকে দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা ছেলেবেলায় রামায়ণে পড়েছিলুম যে, লঙ্কার রাবণ তার অমিত ভুজবলে ত্রিভুবন জয় করে' শেষে অরুণ বরুণ প্রভৃতি দেবতা মণ্ডলীকে পর্য্যন্ত দাস করে রেখেছিল। কোন দেবতা তার সেই গগনস্পর্শী বিরাট স্বর্ণ প্রাসাদকে আলোয় আলো করে দিত, কেউ জল যোগাত, আর কেউবা যখন সে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর নিজের বিপুলায়তন দেহখানিকে এলিয়ে দিত, তখন আস্তে আস্তে বাতাস করে তার চিত্তবিনোদন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্ত। ছেলে বেলায় আমরা আরও পড়েছিলুম, "পুষ্পক রথের" কথা, "অগ্নিবাণের" কথা এবং আরও কত কি। সে সব তখন রূপ কথা বলেই মনে হত। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেরা স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছে যে স্বর্গের দেবতাকে দাস করা শুধু কল্পনা নয়, বাস্তব জগতেও সম্ভব। তাদের আজ্ঞায় বিদ্যুৎ আজ আকাশ থেকে নেমে এসে ভৃত্যের মত মানুষকে সেবা কর্চ্ছে, —তাদের আজ্ঞায় বাতাস আজ দূর দূরান্তরে আমাদের বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিশ্ববিজয়ী মানুষ ত্রিভুবন চুঁড়ে ফেল্‌লে। পাখীর মত ওড়্‌বার জন্যে এরোপেলেন তৈরী হ'ল—মাছের মত ডোববার জন্যে সাব্‌মেরীন্ তৈরী হ'ল—আর জলে স্থলে বেড়াবার জন্য কত রকমে যান বাহনই যে উদ্ভাবিত হয়েছে তার ঠিকানা নেই। প্রকৃতির দুরন্ত সন্তান বাধ্য সমস্ত শক্তিকে [illegible] নিজের কাজে লাগাতে ব্যস্ত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দিবানিশিই ভাব্‌না, কেমন করে অল্পব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করা যাবে এবং তাঁদের এই ভাবনার ফলেই ষ্টীম্, মোটার, ইলেক্ট্রীক্ মোটার প্রভৃতির সৃষ্টি। আজ ইলেক্ট্রীকে পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছে। আলো, পাখা, কল, গাড়ী প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার সব কিছু সরঞ্জামই ইলেক্ট্রীকের শক্তিতে চল্‌ছে। বাষ্পের অপরিসীম শক্তির কথাও সকলে জানেন। কিন্তু পবন দেবকেও তাঁরা অব্যাহতি দেন নাই। জল প্রপাতের অবিরাম গতির সুবিধা নিয়ে স্রোতের সাহায্যে তাঁরা যেমন নিজেদের আলো, পাখা কল কারখানা চালিয়ে নিচ্ছেন, বাতাসের স্রোতকে

কৌশলে বেঁধে, মিল্ এঞ্জিন্ প্রভৃতি চালিয়ে নিতেও তেমনি তাঁদের বিন্দুমাত্রও দেরী হয়নি। সমগ্র আমেরিকার এবং ইউরোপের যে সকল স্থান কৃষি প্রধান সেই সকল দেশে বিশেষতঃ হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে বহুদিন থেকেই একরকম বায়ু-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে শস্য ক্ষেত্রে জল সেচন করা হ'ত। এই যন্ত্রকে "উইণ্ডমিল" বলে। তারই কথা আজ আমরা বল্‌ব।

উইণ্ডমিলের কার্য্য প্রণালীটা খুবই সোজা। ছেলেবেলায় খেজুর পাতার "পতঙ্গ" তৈরী করে সকলেই প্রায় অল্প বিস্তর ঘুরিয়েছেন—নীচের ছবি দেখ্‌লে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন যে বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত বিরাট উইণ্ডমিল্ তারই এক্‌টা উন্নত সংস্করণ মাত্র।

চারিদিকে মইয়ের ন্যায় একটা লোহার কাঠামে (Steel frame) গাথিয়া একটা খুব উঁচু যায়গায়
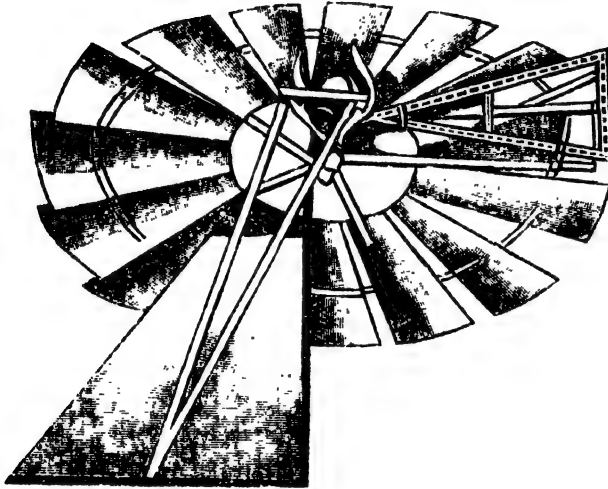
যন্ত্রটীকে স্থাপন করা হয় যাতে সহজেই তার গায় বাতাস লাগে। তারপর বায়ুবেগে পাখাগুলা ঘুরতে থাকে এবং পাখার সঙ্গে নীচের পম্পের যোগ থাকায় সঙ্গে সঙ্গে পম্প ও কাজ কর্ত্তে থাকে। পাখাগুলা দিন রাতই ঘুর্চ্ছে—কারণ খুব মৃদু বাতাসেও সেগুলি সঞ্চালিত হয়। এবং বাতাসের বেগ যত বাড়্‌তে থাকে পম্পের ক্রিয়াও তত দ্রুত হয় এবং জলও ওঠে তত বেশী।

প্রথম যখন উইণ্ড মিলের সৃষ্টি হ'ল, তখন সব চেয়ে বেশী অসুবিধা ছিল এই যে, বাতাস সব সময় এক দিক থেকে না বহায় অনেক সময়েই মিলের কাজ বন্ধ রাখ্‌তে হ'ত। কিন্তু সে অসুবিধাও দূর কর্ত্তে বেশী দেরী হয় নি। পণ্ডিতেরা এমন এক রকমের পাখা আবিষ্কার করলেন যে বাতাসের গতি যে দিকে ইচ্ছা থাকুক না কেন, তাতেই পাখা ঘুরতে থাকবে।

উইণ্ড মিলের কার্য্যকারিতা বড় কম নয়। এই রকম একটা যন্ত্রের সাহায্যে পাশাপাশি ৭৫ ফুট গভীর দুইটা কূপ থেকে জল তুলে ২০০।২৫০ বিঘে জমি অনায়াসেই জলে ভিজিয়ে দেওয়া যায়। একটা রেলের কারখানায় প্রত্যহ কতখানি জলের প্রয়োজন হয়, তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। তবুও শুধু উইণ্ড মিলের শক্তিতে কূয়া থেকে জল তুলে গুজরাটের নিকটস্থ একটা বিরাট কারখানায় সমস্ত জলাভাবই মেটান হচ্ছে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, সকল মিলের শক্তি সমান নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল কারখানা কিম্বা বড় বড় বাগানে জল সরবরাহ করতে গেলে যেমন বড় বড় কলের দরকার, অল্প জলের প্রয়োজন মিটাতে সেই রকম ছোট ছোট কল হইলেই চলে।

নাসিকের নাম সকলেই বোধ হয় শুনেছেন। অনেকে হয়ত সেখানে গিয়েছেন। রামচন্দ্র রামায়ণ বর্ণিত সূর্পণখার নাসিকা এই খানেই কাটিয়া দিয়াছিলেন তাই এই সহরের নাম "নাসিকা" হইয়াছে কলিকাতার সন্নিকটে দেওঘর অথবা মধুপুর যেমন বাঙ্গালীদের সর্ব্বপ্রধান হাওয়া বদলাইবার স্থান, নাসিকও বোম্বাইয়ের সেইরূপ এক স্বাস্থ্যকর স্থান। বোম্বাইয়ের জনাকীর্ণ সহর হইতে বাহির হইয়া সেখানকার শেঠ্‌ ও সওদাগরেরা নাসিকেই হাওয়া বদলাইতে যা'ন। এখানকার জমী, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অবস্থান প্রভৃতি ঠিক মধুপুর ও দেওঘরের ন্যায়।

খুব স্বাস্থ্যকর যায়গা বলিয়া বোম্বাইয়ের অনেক ধনী পার্শী সওদাগর নাসিকে বাড়ী করিয়াছেন। বাগবাগিচা সমন্বিত সুন্দর সুদৃশ্য বাড়ীগুলি দেখিলে চোক জুড়াইয়া যায়। নাসিকের এই অংশটীতে পার্শীদিগের উপনিবেশ।

ভারতবর্ষে পার্শীরাই হ'ল সবচেয়ে ধনী সম্প্রদায়। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, অর্থে, সম্পদে, তারা এ দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছে। কাজেই তাদের প্রতিষ্ঠিত নাসিক সহরের এই অংশটা যে কত সুন্দর তা সহজেই অনুমান করা চলে। সেখানে কলকাতার মত জল সরবরাহ কর্ব্বার কোন বিরাট ব্যবস্থা নেই। অথচ জলের সুবিধা কলিকাতার চেয়ে সেখানে ঢের বেশী। নাসিকে গেলেই প্রথমে যে জিনিসটা সকলের চোখে ঠেকে, সেটা হ'ল উইণ্ডমিল বা বায়ুচালিত যন্ত্র। প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ীতে কূয়ার উপর একটা করে উইণ্ডমিল বসান আছে; আর ছাতের উপর বসান আছে একটা করে জলের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক্‌। সমুদ্রোপকূল বা মরুভূমির কাছ ছাড়া আর কোথায়ও বড় একটা এক টানা বাতাস পাওয়া যায় না। কিন্তু সব জায়গায়ই দিনের এক সময় না এক সময়ে যে কোন দিক থেকেই হোক্‌ একটু জোরে বাতাস বইবার সম্ভাবনা। নাসিকে সর্ব্বদাই প্রবল বেগে বাতাস বয় না বটে, কিন্তু দিন রাতের মধ্যে যখনই বাতাসের একটু জোর হয়, তখনই সকল পাখাই ঘুরতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইঁদারা থেকে জল উঠে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি হয়ে যায়। তারপর গৃহস্থ সারাদিন সেই জল ইচ্ছামত ব্যবহার করে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, ছোট বড় নানা আকারের উইণ্ডমিল তৈরী হতে পারে। আকারের তারতম্য অনুসারে এক একটা মিল বসাতে তিন চার শ টাকা থেকে চার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। তবে এর বিশেষত্ব এই যে অন্য সব রকম যন্ত্রপাতি চালাতে গেলেই একটা পৌনঃপুনিক খরচ পড়ে যায়, কিন্তু উইণ্ডমিল একবার বসান হয়ে গেলে আর কোন ঝঞ্ঝাটই পোহাতে হয় না।।

আমাদের এই বাংলা দেশে প্রতি বৎসরই গ্রীষ্ম কালে যে রকম জলকষ্ট হয়—কিম্বা বর্ষার সময় চাষীদের চাতকের মত যেমন আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, তাতে—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—এদেশে

ব্যাপক ভাবে উইণ্ডমিল চালাতে পারলে, আমাদের একটী প্রধান অভাব দূরীভূত হবে।

জলের আর একটা নাম হ'ল 'প্রাণ'। বাংলার পল্লী যে আজ প্রাণহীন হ'তে বসেছে—ম্যালেরিয়ায়, বিসূচিকায় গ্রামের পর গ্রাম উৎসাদিত হয়ে যাচ্ছে, তার একমাত্র কারণ না হলেও, প্রধান কারণ যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, তাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অভাব দূর কর্ত্তে আমাদের কত অবহেলা, কি মর্ম্মান্তিক ঔদাসীন্য! কলেরায় মরে যাবে তথাপি জলটুকু ফুটিয়ে খাবে না—বসন্তে মর্ব্বে, তবুও বিনা পয়সায় পেলেও "টিকা" নেবেনা—এ অদ্ভুদ মনস্তত্ব কেবল এই পোড়া ভারতবর্ষেই সম্ভব।

আমরা নাকি ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিক জাত—পূর্ব্ব পুরুষদের বড়াই কর্ত্তে আমরা পঞ্চানন কেন দশানন বল্লেই চলে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই যে, আমাদের অলস নিষ্ক্রিয় ভাব, এটা কি বিমল সাত্বিকতার লক্ষণ, না ঘোর তামসিকতার উৎকট অভিব্যক্তি মাত্র? বিবেকানন্দ বল্‌তেন—"যারা এ জন্মেই শৃগাল কুকুরের মতন জীবন যাপন কর্ল্ল—তারা যে পর জন্মে স্বর্গলাভ কর্ব্বে তার প্রমাণ কি?" কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। পাশ্চাত্যেরা বাঁচ্‌তে জানে—তাই তারা বীরের মত বসুন্ধরাকে ভোগ করে যাচ্ছে। তাদের শক্তি আছে, তাই তারা জগতের রাজা। আর আমরা?—আমরা কি কর্চ্ছি? চিরদিন যে অন্ধকারে ছিলুম—আজও সেই অন্ধকারেই রয়ে গেলুম।

প্রায়ই বলা হয় আমাদের আদর্শ—ত্যাগ, আর পাশ্চাত্যের আদর্শ হ'ল—ভোগ। সত্য কথা তারা ভোগী, তারা বিলাসী। কিন্তু সেই ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ কর্ত্তে কতখানি মূল্য তাদের দিতে হচ্ছে—কতখানি ত্যাগের বদলে তারা সেই বিলাসের উপাদান অর্জ্জন কর্চ্ছে, সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন?

ইউরোপের উন্নতি তাদের অদৃষ্টের জোরে নয়। অদৃষ্ট তাদের সাহায্য করেছে তারা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করেছে বলে। মরণোন্মুখ বাঙ্গালী পুরাতনকে আকড়ে থাক্‌বার উৎকট স্পৃহাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল। কলকারখানায় পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক্ মেসিন্, ষ্টিম্ এঞ্জিন্ নানা রকমের শ্রমলাঘবকারী লেবার সেভিং মেসিন্ প্রভৃতি যন্ত্র তত্রই ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কি আর ভাঙ্গিবে না?

শুন্‌তে পাই যে বাঙ্গালী ভারী বুদ্ধিমান। কিন্তু সে বুদ্ধি কি এত সূক্ষ্ম যে দর্শন ইন্দ্রিয়েরও অগোচর? নইলে এত বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে বিংশ শতাব্দীর সুখ সুবিধা সম্ভোগ কর্ত্তে সে এত পশ্চাদ্‌পদ কেন? সারা জগৎই যখন উন্নতির পথে ছুট্‌ছে তখনও আমাদের মান্ধাতার সেই আমলের গদাই লস্করী চাল আর গেল না কেন?

দোষ দেব কারে? রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—
"ওমা স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি।"

আমাদের যে সত্যসত্যই সেই দশা। অন্য দেশের লোকে কোন নূতন জিনিষ আবিষ্কার কর্ত্তে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে—একটা নবোদ্ভাবিত জিনিষ পরীক্ষা কর্ব্বার জন্যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় কর্চ্ছে,—আর আমরা এমনই জড়ভাবাপন্ন যে নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা ত দূরের কথা, যে যন্ত্র অপর কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও শত শতবার পরীক্ষিত হয়ে গেছে—কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এতটুকু প্রশ্ন কর্ব্বারও কোন অবকাশ নেই, যত উপকারীই হোক্‌না কেন, প্রাণান্তেও তা ব্যবহার করে সুখ সুবিধার মাত্রা বাড়িয়ে তুলব না। সকলেই বল্‌বে,—গরীব দেশ; টাকা কোথায়? স্বীকার করি, দেশ অত্যন্তই গরীব এবং টাকার একান্তই অভাব। কিন্তু একথাও স্বীকার্য্য যে ইচ্ছা থাক্‌লে—উপায়ের অভাব হয় না।

আমরা উইণ্ডমিলের বিষয় বল্‌ছিলাম। উদাহরণ

স্বরূপ তারই কথা ধরা যাক্। আমাদের এই বাংলা দেশের গ্রাম গুলাকে "জলময় মরুভূমি" বল্লেও চলে। যে কোন গ্রামে যান, পুষ্করিণীর সংখ্যাধিক্য দেখে অবাক্ হয়ে যাবেন—কিন্তু সারা গ্রাম ঢুঁড়ে একগ্লাস ভাল পানীয় জল খুঁজে বের কর্ত্তে পার্ব্বেন না। অথচ চার পাঁচ খানা গ্রামের লোকও যদি একত্র হয়ে গোটা দুই টিউব ওয়েল বসিয়ে একটা উইণ্ডমিলের সঙ্গে তাদের সংযোগ করে দেয়, কিম্বা একটা কূপ খনন করে উইণ্ডমিল্ ও পম্পের সাহায্যে একটা বড় ট্যাঙ্ক ভরিয়ে রাখে, তা হ'লে বহুদিনের মতই জলকষ্ট একেবারে মুছে যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি উইণ্ডমিল্ চালাতে কোন পৌনঃপুনিক খরচের দরকার করে না। কেবল মাঝে মাঝে মিল্ ও পম্পের কল্‌কব্জায় একটু আধটু তেল দিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়।

উইণ্ডমিলের সবচেয়ে উপযোগিতা চাষীদের ক্ষেতে জল দেবার জন্যে। আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে' ব্যাপক ভাবে চাষ কর্ব্বার বিষয়ে অনেক কথাই লিখেছি এবং লিখব। কিন্তু এক বন্দে ৩০০।৪০০ বিঘে জমি চাষ কর্ত্তে গেলে প্রচুর পরিমাণে জলের ব্যবস্থা করা আগে দরকার।

বাংলার ধনী সম্প্রদায়! বিলাসের কুঞ্জ ছেড়ে বাংলার কৃষি সম্পদের উন্নতি সাধনে যত্নবান হও। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রচলন করে দেশের মধ্যে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর। সোণার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ওগো কমলার বরপুত্রগণ! ভুলোনা যে মায়ের দৈন্য ঘোচাবার ভার তোমাদেরই উপর ন্যস্ত আছে। আমরা আজ শুধু উইণ্ডমিলের কথাই বল্‌লাম। কিন্তু ক্রমে আরও অনেক অতি প্রয়োজনীয় কলকব্জার সন্ধানই এই "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবেন। এমন কি যদি দরকার হয় সেই সমস্ত কলকব্জা সুবিধা মত আনিয়ে দিতেও আমাদের আপত্তি নেই। আমরা শুধু চাই দেশের উন্নতি হোক্—আমরা চাই, এই যুগ যুগের পুঞ্জীভূত আলস্য ঝেড়ে ফেলে, দেশের লোকে সেই সব নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার কোরে আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হোক্—বাঙ্গালী আবার মানুষ হোক্।

---

# কাঠের পালিশ

বিদেশী পালিশকারকদের অভিধানে "বডিইং" (bodying) বলিয়া একটা কথা আছে। ইহার অর্থ কাঠের উপর পাতলা করিয়া পালিশ দেওয়া। এই পালিশের উপর চাকচিক্য ও উহার স্থায়িত্ব বহু পরিমাণে নির্ভর করে। পালিশ অত্যন্ত পাতলা হইলে প্রথমে চাকচিক্য অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। কিন্তু পরে চাকচিক্য মলিন হইয়া যায়। পালিশ অত্যন্ত মোটা হইলে চাকচিক্যের কোন হানি না হইলেও, মনে হয়, যেন বার্ণিস লাগান হইয়াছে। তাছাড়া পুরু করিয়া পালিশ লাগানের ফলে কোন কোন কাঠের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (pure tone) নষ্ট হইয়া যায়।

সাধারণতঃ যে সকল পালিশ করা ঝক্‌ঝকে জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চাকচিক্য দেখিয়া উহাকেই আদর্শ পালিশ বলিয়া মনে করিবেন না। অনভিজ্ঞ লোক ভাল মসলা ব্যবহার করিয়া এবং যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় করিয়াও ভাল পালিশ করিতে পারিবে না। সুতরাং পালিশ ভাল হওয়া

না হওয়া প্রধানতঃ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তবে মসলাও যে ভাল হওয়া আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পালিশ বেশী পুরু বা বেশী পাতলা হওয়া উচিৎ নয়। এক পাইট মেথিলেটেড স্পিরিটে ছয় আউন্স পাতগালা মিশ্রিত করিবে। এই ভাগের সামান্য কম বেশী হইলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। পালিশ করিতে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, পালিশকারক সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে উক্ত পরিমাণের কম বেশী করেন। পালিশ যদি অত্যন্ত ঘন হয়, তাহা হইলে স্পিরিট মিশাইয়া পাত্‌লা করিতে পারা যায়। আবার অত্যন্ত পাতলা হইয়া গেলে পাতগালা মিশাইয়া ঘন করিতে পারা যায়। পাতগালা ধীরে ধীরে গলে। মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন। উত্তাপ প্রয়োগের আবশ্যক নাই—উত্তাপ প্রদান বিপজ্জনক।

দুই প্রকার পালিশ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যে পালিশ ব্যবহৃত হয়, তাহার রঙ্ বাদামী। আর এক রকম পালিশ ব্যবহৃত হয়; তাহা সাদা পালিশ নামে অভিহিত হয়, কিন্তু উহা ঠিক সাদা নয় বরং উহার কোনরূপ বর্ণ নাই বলিলেই ভাল হয়। সাদা গালা দিয়া এই পালিশ প্রস্তুত হয়। বাদামী রঙের পালিশ গোলাপী রঙের গালা দিয়া তৈয়ারী।

এই দুই প্রকারের পালিশ যে কোন কাঠে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ফিকে রঙের যে কোন কাঠে সাদা পালিশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঘোর রঙের কাঠে বাদামী রঙের পালিশ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাদামী পালিশ অপেক্ষা সাদা পালিশকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। তবে মেহগনি কাঠে উহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাদা পালিশে সকল প্রকার কাঠের আসবাব পালিশ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে অসুবিধা আছে। যাঁহারা দুই প্রকার পালিশ রাখিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা সাদা পালিশ রাখিলেই চলিবে।

বাড়ীতে প্রস্তুত পালিশ বাজারের পালিশ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। তথাপি বাজারের পালিশ কি কি মসলা দিয়া প্রস্তুত, তাহা জানা না থাকায়, অনেক সময় আশানুরূপ পালিশ হয় না। তা ছাড়া বাড়ীতে পালিশ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় পড়ে বাজারের পালিশ তাহা অপেক্ষা সস্তা, তাহাতে মনে হয়, পাত গালা এবং স্পিরিট অপেক্ষা অল্প দামের কিছু মিশ্রিত করা হয়। যদি সত্যই কিছু ভেজাল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে পালিশ খারাপ হইবার কথা। বাজারে যদি ভাল খাঁটী পালিশ কিনিতে পারা যায়, তাহা হইলেও নিজ হাতে প্রস্তুত পালিশ ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

পালিশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা বলে, গঁদ বা রজন মিশাইলে পালিশের উৎকর্ষ সাধন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, এক প্রকার গঁদ মিশাইলে পালিশের স্থিতিস্থাপকতা গুণ বৃদ্ধি পায়, আবার অন্য প্রকার গঁদ মিশ্রিত করার ফলে পালিশ অত্যন্ত কঠিন হয়। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ পালিশকারক বলিয়া থাকেন, মেথিলেটেড স্পিরিট এবং পাতগালা মিশাইয়া যেমন পালিশ প্রস্তুত হয়, উহার সহিত অন্য কোন জিনিস মিশাইয়া তাহা অপেক্ষা ভাল পালিশ প্রস্তুত হয় না। আমরা পরে পালিশ এবং বার্ণিস প্রস্তুত করিবার করমুলা প্রকাশ করিব। এক্ষণে শুধু এই মাত্র বলিয়া রাখি, পাত গালাই পালিশের প্রধান জিনিস। যাঁহারা পাতগালা এবং স্পিরিট দ্বারা তৈরী পালিশ দিয়া ভাল পালিশ করিতে পারেন না, তাঁহারা যে অন্য জিনিষ দিয়া প্রস্তুত পালিশ দিয়া ভাল পালিশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং এ পালিশে

ভাল পালিশ হইল না, অন্য পালিশে হইবে, এ ধারণা ভ্রান্ত এবং ইহার কোন সার্থকতা নাই।

যে জিনিষ দিয়া পালিশ প্রস্তুত সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এখন ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক্।

প্রথমে কাঠের আসবাবটিকে বেশ করিয়া শিরিস দিয়া ঘসিয়া ষ্টেন ও ফিল করিয়া (Stain ও Fill সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি) পালিশ করিবার প্রারম্ভিক কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবে।

রবরের (বৈদেশিক পালিশকারকেরা পালিশ লাগাইবার পুটলিকে রবার বলে, আমরাও রবার বলিব) ভিতরকার তুলা পালিশে ভিজাইয়া উপরে একখানি ন্যাকড়া দিয়া জড়াইয়া ফেলিবে, অর্থাৎ পালিশ করিবার পুটুলি যেরূপ আকারের হয়, সেইরূপ করিবে। তাহার পর বাম হস্তের তলের উপর রবারটি চাপ দিবে, তাহা হইলে ভিতরের পালিশে ভিজা তুলার পালিশ সমরূপেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবে। এখন মনে করা যাক যে, একখানি কাঠের চৌকা তক্তা পালিশ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিম্ন লিখিতরূপ প্রক্রিয়ার আবশ্যক :—

আঁশের যে দিকে অবস্থিতি, তাহার আড়াআড়ি দিকে রবার টানিয়া পালিশ লাগাইবে। অতঃপর বৃত্তাকার গতিতে পালিশ করিতে থাক। রবার কিরূপ গতিতে যাইবে, নিম্নে তাহার চিত্র দেওয়া হইল। এই চিত্র দেখিলেই রবারের গতি বুঝিতে পারা যাইবে।

রবার পরিচালন করিবার সময় অল্প চাপ দিয়া
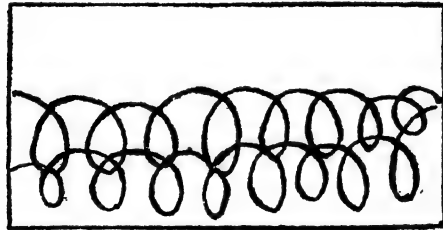
পালিশ করিবার সময় রবারের গতি

চালাইবে। রবার যত শুষ্ক হইয়া আসিবে, চাপও তত বেশী দিতে থাকিবে, কিন্তু কদাচ গতি হ্রাস করিবেনা। রবার যাহাতে মোলায়েম ভাবে চলে, তাহার জন্য মাঝে মাঝে অল্প অল্প তিসির তৈল ব্যবহার করিবে। এই তৈল যত কম ব্যবহৃত হয়, ততই ভাল। যদি আদৌ ব্যবহার না করিয়া পারা

যায়, তাহা হইলে আরও ভাল। যদি নিতান্তই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে আঙ্গুলের মাথা দিয়া তৈল স্পর্শ করিয়া তাহা রবারে লাগাইবে। কদাচ তৈলে রবার ভিজাইবে না। তৈল বেশী ব্যবহৃত হইলে সমস্ত কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

ফ্রেঞ্চ পালিশের জন্য কেবল এক কাঁচা তিসির তৈলই ব্যবহৃত হয়। প্রথমে কাঠের উপর এই তৈল লাগাইতে পারা যায়। ইহাতে কাঠের একটি বিশেষ ধর্ম্ম (Peculiar tone) প্রস্ফুট হয়। এরূপভাবে তৈল না লাগান হইলে উহা যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল। ইহাতে পালিশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু মনে রাখিবেন, তৈল পালিশের কোনরূপ সহায়তা করে না। পালিশ শুকাইয়া আসিলে রবার কাঠে আটকাইয়া যাইতে থাকে। যাহাতে উহা না আটকায় তাহার জন্যই কেবল তৈল ব্যবহার করা হয়। রবার শুকাইয়া যাইলে আর একটু পালিশ লাগাইবে। রবার পালিশে অত্যন্ত বেশী করিয়া ভিজাইবে না, অল্প মাত্রায় ভিজাইবে।

শিক্ষানবীশেরা অনেক সময় মনে করে, শুষ্কপ্রায় রবার দিয়া ঘসিতে থাকা কষ্টকর ব্যাপার, যদি যথেচ্ছভাবে পালিশে ভিজাইয়া পালিশ করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে কাজ শীঘ্র হইত এবং ভাল হইত। কাঠের উপর যদি এক পর্দ্দা পাতগালা লাগাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবশ্য এরূপভাবে পালিশ লাগাইলেই চলিতে পারিত। কিন্তু তাহা ত নহে। বেশী পালিশ লাগাইলে পুরু হইয়া যাইবে এবং কোথাও পালিশ বেশী এবং কোথাও কম লাগিয়া পালিশ খারাপ হইয়া যাইবে। যখন রবার হইতে আদৌ পালিশ বাহির হয় না, তখন উহা লইয়া ঘসিলে পালিশ হইতে অত্যন্ত সময় যায়।

যে পর্য্যন্ত কাঠ পালিশ টানিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অল্প অল্প পালিশ লাগাইয়া পালিশ করিতে থাকিবে। যতক্ষণ কাঠ পালিশ টানিবে, ততক্ষণ চাকচিক্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে; কিন্তু তখনও রবারের দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে, পরে এই দাগ দূর করিতে হইবে।

পালিশ অত্যন্ত পাতলা লাগানের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, উহাতে ভালরূপ পালিশ হইতে, অনেক সময় লয়। তবে পুরু করিয়া পালিশ লাগান অপেক্ষা পাতলা করিয়া লাগান ঢের ভাল। কারণ পুরু হইলে পালিশ ভয়ানক খারাপ দেখায়।

প্রথমে কাঠের আসবাবটিতে পালিশ লাগাইয়া সাবধানে ঢাকিয়া অন্ততঃ এক দিন রাখিয়া দিবে। (পাছে ধূলা লাগে এই জন্য ঢাকিয়া রাখিতে বলিতেছি পরদিন ঢাকা খুলিয়া দেখা যাইবে, উহার রঙের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাঠের মধ্যে যে পরিমাণ পালিশ প্রবেশ করিবে, সেই অনুপাতে রঙের পরিবর্ত্তন হইবে। পূর্ব্বের মত আবার পালিশ লাগাইবে। আবার আবাবটীকে ঢাকিয়া এক ধারে রাখিয়া দিবে। যতক্ষণ রঙের পরিবর্ত্তন না হইবে, ততক্ষণ এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া যাইবে। পরিশেষে যখন কয়েক দিন রাখিয়া দিবার পরও আর বর্ণের পরিবর্ত্তন হইবে না, তখন কার্য্য শেষ হইবে। এই কার্য্যকে "বডিইং" শেষ হইলে পালিশের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

যে কাঠের আঁশ সূক্ষ্ম, ঘনসন্নিবিষ্ট, সেই কাঠকে "বডিইং" করিতে তত বেশী বার পালিশ লাগাইবার প্রয়োজন হয় না, মোটা এবং ফাঁক ফাঁক ভাবে অবস্থিত আঁশযুক্ত কাঠ "বডিইং" করিতে তাহা অপেক্ষা আরও বহুবার পালিশ লাগাইবার প্রয়োজন হয়। ওক, মেহগনি প্রভৃতি ভাল কাঠ "বডিং" করিতে চার বারের অধিক পালিশ লাগাইবার প্রয়োজন হয় না। একবার পালিশ লাগাইয়া একদিন

বা তাহা অপেক্ষা অধিক দিন অপেক্ষা করার উদ্দেশ্য হইতেছে, কাঠের মধ্যে প্রয়োজন মত পালিশ প্রবেশ করিতে অবকাশ দেওয়া। যদি বডিইং করার পর আসবাবটি কয়েকদিন ধরিয়া একদিকে রাখিয়া দিবার পরও পালিশ কাঠের মধ্যে আদৌ প্রবেশ না করে, তবে তাহার পর আর বডিইং করিয়া কোন সার্থকতা নাই। একবার বডিইং করিয়াই .. কার্য্য শেষ করা যায় এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু দাম সস্তা করিবার জন্য অনেক সময় একবার বডিইং করিয়া পালিশের কাজ করা হইয়া থাকে।

তাহা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ ভাবে বডিইং করিয়া পালিশ করা সঙ্গত নয়। আসবাব-ব্যবসায়ীরা মনে করিতে পারেন যে, একবার মাত্র বডিইংই যথেষ্ট, কিন্তু যিনি ক্রেতা তাঁহার পক্ষে এরূপ মনে করা অসঙ্গত। প্রথম এবং দ্বিতীয় বার বডিইং করার পর সূক্ষ্ম শিরিস কাগজ দিয়া আস্তে আস্তে ঘসিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু ঘসিয়া সমস্ত গালা তুলিয়া ফেলিবে না, কেবল উহার উপরিভাগ মসৃণ করাই ঘর্ষনের উদ্দেশ্য। প্রথম এবং দ্বিতীয়বার বডিইং করিবার পর শিরিস কাগজ দিয়া ভাল করিয়া ঘসিলে অন্যান্য বার বডিইং করিবার পর আর শিরিস ঘসিবার প্রয়োজন হয় না, তবে ঘসিলেও ক্ষতি নাই।

নূতন করিয়া কোন আসবাবে বডিইং করিতে হইলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ লাগিয়া থাকিলে রবার চলে না। যাহাতে রবার অবাধে চলিতে পারে, সেই উদ্দেশে গরম জলে ধৌত করা প্রয়োজন। রবার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে জল সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিমিত মাত্রায় ধৌত করা আদৌ ক্ষতিকর নয়, বরং ইহাতে সুবিধা আছে। বহুদিন অতীত হইয়া যাইবার পর যদি পুনর্ব্বার বডিইং করিতে হয়, তাহা হইলে কদাচ ধৌত করিতে ভুলিবে না। কারণ তাহার উপর প্রচুর ধূলা [illegible] হইয়াছে। পালিশের সহিত এই ধূলা মিশ[illegible] নয়।

বডিইং করিবার সময় [illegible] হাত পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন [illegible] পুরাতন পালিশ লাগিয়া না থাকে। [illegible] পুরাতন পালিশ লাগিয়া থাকে, [illegible] গুঁড়া নূতন পালিশের সহিত মিশিয়া [illegible] নষ্ট করিয়া দেয়। এইখানে একথা উল্লেখ [illegible] যায় যে, হাতে পালিশ লাগিয়া [illegible] সোডা মিশাইয়া তাহার দ্বারা কিম্বা [illegible] স্পিরিট দিয়া ধৌত করিলেই হাত হইতে পালিশ উঠিয়া যায়। পুরু করিয়া বডিইং করিতে নাই। [illegible] ভাল বডিইং হওয়া ইহার মাত্রাধিক্যের উপর নির্ভর করে না ইহার গুণের উপর নির্ভর করে। [illegible] সময় অন্তর অন্তর পালিশ লাগান যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রতিবার বডিইং করিবার পর যতক্ষণ রবার শুষ্ক না হয়, ততক্ষণ কাজ [illegible] অবিরত পালিশে উহা ভিজাইবে না। [illegible] কাজ করিলে বডিইং পাতলা থাকিবে [illegible], আর ভিজাই হউক, কোন ক্ষেত্রে পালিশ [illegible] করিতে রবার থামাইয়া রাখিবে না। [illegible] রবার পরিচালিত করিবে। রবার তুলিবার সময়ও সাবধান হইবে।

শিক্ষানবীশদিগকে এই বিশেষ [illegible] দেই যে, তাহারা যেন কিনারা বডিইং [illegible] লয়; তাহা হইলে অন্য সমস্ত স্থানের বডিইং [illegible] হইতে ভাল হইবে। একথা বলিতেছি [illegible] কিনারা পালিশ করিতে অবহেলা প্রদর্শন [illegible] হইয়া থাকে। ভাল স্থায়ী পালিশ করিতে হইলে [illegible] স্থানেই সমভাবে বডিইং করা প্রয়োজন।

ফ্রেঞ্চ পালিশের শেষ কার্য্যকে 'স্পারটিং অফ্_

(spiriting off) বলে। ইহাতে রবারের দাগ দূর হয় এবং তাহার ফলে সুন্দর ফ্রেঞ্চ পালিশ হয়। স্থায়িত্ব হিসাবে বডিইংএর গুরুত্ব; কিন্তু ফ্রেঞ্চ পালিশ উত্তম করিবার জন্য স্পিরিটিংএর প্রয়োজন। স্পিরিটিং যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত কাজই ব্যর্থ হইয়া যায়। স্পিরিটিং এ যিনি নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন, তিনিই নিপুণ ফ্রেঞ্চ পালিশকারক।

যাহা হউক, এখন কাহাকে স্পিরিটিং করা বলে বর্ণনা করিব। স্পিরিটিং এবং বডিইং করিবার পদ্ধতির কোন তারতম্য নাই এবং স্পিরিটিং এর প্রথম পর্ব্বকে বডিইং এর শেষ পর্ব্ব বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া ধৌত করাই হইতেছে স্পিরিটিং পদ্ধতি। এইরূপ ভাবে ধৌত করার অর্থ হইতেছে রবার হইতে পালিশ হ্রাস করা। পরিশেষে রবার হইতে পালিশ একেবারে দূর হইয়া যায়। প্রথমে রবারে তিন ভাগ পালিশ ও এক ভাগ স্পিরিট লাগাইবে, তাহার পর দুই ভাগ পালিশ ও দুই ভাগ স্পিরিট, অতঃপর এক ভাগ পালিশ এবং তিনভাগ স্পিরিট এবং পরিশেষে কেবল স্পিরিট লাগাইতে হইবে। তবে কেহ যেন মনে করেন না যে, এই নিয়ম নিখুঁত ভাবে পালন করিতে হইবে। তবে কিরূপভাবে স্পিরিটিং করিতে হইবে, তাহাই মোটামুটি ভাবে বর্ণনা করা হইল। পরিশেষে যখন রবার ব্যবহার করিবে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পালিশ হইতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই অবস্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে স্পিরিটিং আরম্ভ হইবে। এখন নূতন রবার ব্যবহার করিতে হইবে। এই রবার যে একেবারে নূতন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে, উক্ত রবার পূর্ব্বে স্পিরিটিংএ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে উহা ব্যবহারে আপত্তি নাই। এই রবারের উপর যদি তিন চার পুরু কাপড় থাকে তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ স্পিরিট যখনই শুকাইয়া যাইবে তখনই এক পুরু কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া দিবে। স্পিরিট সহজে উপিয়া যায় এক পুরু কাপড় থাকিলে স্পিরিট সহজেই উপিয়া যাইবার সুযোগ পায়, কিন্তু তিন চার পুরু কাপড় থাকিলে স্পিরিট তত শীঘ্র উপিয়া যায় না। রবারের স্পিরিট বডিইং এর গালা কিয়ৎ পরিমাণে গলাইয়া দেয়। তবে রবার অতিরিক্ত না ভিজিলে গালা গলাইতে পারে না। যাহাতে রবার অতিরিক্ত না ভিজে তাহার দিকে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রবারে এমন ভাবে স্পিরিট লাগাইবে যাহাতে গালা নরম হইয়া মসৃণ হইয়া যাইবে, কিন্তু গলিয়া যাইবে না। সকল জায়গায় সমান চাপ দিয়া ঘসিবে, এক স্থানে বেশী চাপ দিবে না, তাহাতে পালিশ দেখিতে খারাপ হইবে। শিক্ষানবীশেরা যদি অতি অল্প স্পিরিট ব্যবহার করে, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ভুল হইবে না, কারণ রবারে যত কম স্পিরিট থাকে, ততই ভাল। রবারে তৈল ব্যবহার করিবে না।

ফ্রেঞ্চ পলিশ করিতে যাইয়া যাহারা বিফল হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, তাহারা রবার অত্যধিক স্পিরিটে ভিজাইয়া ছিল।

যদি স্পিরিটিং পদ্ধতি ঠিক ভাবে করা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই চাকচিক্য দেখা দিবে; সুতরাং পালিশ করিবার সময় এই স্পিরিটিংএর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

# ভেজাল দ্রব্যের বিবরণ

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিবরণ :—

| বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা | কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে | জরিমানার পরিমাণ |
|---|---|---|
| কুমোদচন্দ্র সাহু | | |
| ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড | | |
| ( টেরিটিবাজার মার্কেট ) | সরিষার তৈল | ১৫৲ |
| কানাইলাল খাঁ | ঐ | ১৫৲ |
| ১-২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট | | |
| নটবর দে ও হরিহর দে | ঐ | ১০০৲ |
| ৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড্ | | |
| আবদুল রেজাক | | |
| ১৪।৬ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট | ঐ | ১৫৲ |
| আনন্দপ্রসাদ সাধু খাঁ | | |
| ৫৭ ষ্ট্রাণ্ড রোড্ | ঐ | ১৫৲ |
| সাধনচন্দ্র দাস | | |
| ১১০।১ হ্যারিসন্ রোড | ঐ | ৩০৲ |
| আলি মাহাম্মদ | | |
| ৩৩ ফিয়ার্স লেন | সাগু | ৬. |
| বিনজ রাজ | | |
| ১৫২ বৌবাজার ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ২০৲ |
| হররি পাল | | |
| ৪২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট | ঐ | ১০৲ |
| রামপদ ঘোষ | | |
| ওল্ড বৈঠকখানা বাজার | দুধ | ২২৲ |
| মহান্ত ঘোষ | | |
| সাং ঐ | ঐ | ২২৲ |
| নরেন্দ্র ঘোষ | ঐ | ২৫৲ |
| সাং ঐ | | |
| নেতারাম | | |
| ১৪৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট | ঘি | ৫০৲ |

| | | |
|---|---|---|
| গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত | | |
| ৩ মধু গুপ্ত লেন | সরিষার তৈল | ১৫৲ |
| হাবুল ঘোষ | | |
| ৩ বৈঠকখানা বাজার | দুধ | ৩৫৲ |
| করমত মণ্ডল | | |
| শিয়ালদহ ষ্টেশন | ঐ | ২০৲ |
| জামাল আলি | | |
| ৩ বৈঠকখানা বাজার | ঐ | ৩৫৲ |
| জয় নারায়ণ গোবর্দ্ধন | | |
| ২ হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন | সরিষার তৈল | ১৫০৲ |
| ভূপতিচন্দ্র রায় | | |
| ১ জেমস্ স্কোয়ার | ঐ | ১২৲ |
| বিদেশী সাও | | |
| ৮৪ বউবাজার ষ্ট্রীট | ঐ | ২০৲ |
| খেজারীমল | | |
| ৭ টেরেটী বাজার | ঐ | ২৪৲ |
| সুধীর ঠাকুর | | |
| নূতন বাজার | ছানা | ১৫৲ |
| মহাবীর | | |
| ৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট | সন্দেশ | ৩৫৲ |
| ভূধরচন্দ্র দত্ত | | |
| ৬৩ শাঁখারীটোলা লেন | সরিষার তৈল | ২০৲ |
| মান্নালাল | | ৩০৲ |
| ১০৯।৩ হাজরা রোড | ঐ | |
| ভজু সা | | |
| ৯৭ হাজরা রোড | ঐ | ১২৲ |
| শশীভূষণ ঘোষ | ঐ | ১০০৲ |
| ২৩।১।এ জষ্টিস দ্বারকানাথ রোড | | |
| ভূষণ দাসী | | |
| ১০০।১ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড | ঐ | ১৫৲ |
| পঞ্চানন দত্ত | | |
| ৭ জি ল্যান্সডাউন মার্কেট | ঐ | ৩৫৲ |

| | | |
|---|---|---|
| ধীরেন নিওগী<br>৭ জি, ল্যান্সডাউন মার্কেট | দুধ | ২২৲ |
| নগেন্দ্রনাথ ঘোষ<br>২৭৭ কালিঘাট রোড | গাওয়া ঘি | [illegible] |
| নয়ানকৃষ্ণ নন্দী<br>২ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন | লুচী | ৩০৲ |
| মান্নালাল<br>১০০।৩ হাজরা রোড | সরিষার তৈল | ৩০৲ |
| ভল্ সা<br>৯৭ হাজরা রোড | ঐ | ১২৲ |
| শশীভুষণ ঘোষ<br>২৩।১।এ জষ্টিস দ্বারকানাথ রোড | ঐ | ১০০৲ |
| ভূষণ দাসী<br>১০০।১ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড | ঐ | ১৫৲ |
| পঞ্চানন দত্ত<br>৭ জি ল্যান্সডাউন মার্কেট | ঐ | ৩৫৲ |
| ধীরেন নিওগী<br>সাং ঐ | দুধ | ২২৲ |
| নগেন্দ্রনাথ ঘোষ<br>২৭৭ কালিঘাট রোড | গব্য ঘৃত | ৫০৲ |
| নয়ানকৃষ্ণ নন্দী<br>২ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন | লুচি | ৩০৲ |

ইং ১৯২৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিবরণ :—

| বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা | কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে | জরিমানার পরিমাণ |
|---|---|---|
| শীতল প্রসাদ হালওয়ে<br>৫৬ ক্লাইব ষ্ট্রীট | দুধ | ১৫৲ |

| | | |
|---|---|---|
| হরিশচন্দ্র দাস | | |
| ৫৮ ক্লাইব ষ্ট্রীট্ | সরিষার তৈল | ২০৲ |
| (কাশী নাথ মল্লিক বাজার) | | |
| লক্ষ্মী নারায়ণ হালওয়ে | কচুরী | ২০৲ |
| ২৫ এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ | | |
| শ্যামা চরণ দে | | |
| ৯-১০ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ | সরিষার তৈল | ৩৫. |
| রূপ নারায়ণ | | |
| রাধা মোহন পাল লেন | ঐ | ৫০৲ |
| (প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের নিকট) | | |
| শ্যাম লাল পোদ্দার | | |
| ১৪২ এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ | ঐ | ৪০৲ |
| উপেন্দ্র চন্দ্র সাহা | | |
| ১৬।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন | ঐ | ৪০৲ |
| আশুতোষ ঘোষ | | |
| ওল্ড বৈঠক খানা বাজার, | দুধ | ২০৲ |
| বিনোদ বিহারী ঘোষ | | |
| সাং ঐ | ঐ | ৩৫৲ |
| রাস বিহারী ও পানেন্ত ঘোষ | | |
| সাং ঐ | ঐ | ৩০৲ |
| হরিদাস দে | | |
| ১৯০ মির বাহার ঘাট ষ্ট্রীট্ | ঐ | ২৮০৲ |
| কেদার নাথ দেব | | |
| ৬৫ ফিয়ার লেন | ঐ | ৫০৲ |
| ভগবী চন্দ্র দে | | |
| ৬৭-৫ মির বাহার ষ্ট্রীট্ | ঐ | ১৫০৲ |
| ভদ্রেশ্বর সাধু খাঁ | | |
| ৬৭ মির বাহার ঘাট ষ্ট্রীট্ | ঐ | ১০০৲ |
| সূর্য্য | | |
| ২৬ নেটু লাল লেন | ঐ | ৪০৲ |
| সুরজমল হনুমান | | |
| ১৫৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট | ঐ | ১০০৲ |

| | | |
|---|---|---|
| হরিদাস সাধুখাঁ<br>১০০ ক্যানিং ষ্ট্রীট | সরিষার তৈল | ২০৲ |
| তুলসীচরণ ঘোষ<br>জগুবাবু বাজার | দুধ | ৩০৲ |
| মহাদেও<br>১৬৬ রসা রোড | সরিষার তৈল | ৫০৲ |
| দিলসুখ রায়<br>৩৭ মদন পাল লেন | ঐ | ৩৫৲ |
| অক্রুর সাধুখাঁ<br>৫০ শঙ্করীপাড়া রোড | ঐ | ৪০৲ |

## জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের বিবরণ

| | | |
|---|---|---|
| দাশরথী ঘোষ<br>২-২ বাগবাজার ষ্ট্রীট | সাগু | ৩৲ |
| রামসুন্দর সা এবং রঘুনাথ প্রসাদ সা<br>১ আর জি কার রোড<br>( শ্যামবাজার মার্কেট ) | সরিষার তৈল | ১৫৲ |
| অবিনাশচন্দ্র ধর<br>৩৫৬ আপার চিৎপুর রোড (নতুন বাজার) | ছানা | ৬৲ |
| অক্ষয়কুমার দত্ত<br>১৫০ অপার চিৎপুর রোড্ ( শোভাবাজার মার্কেট ) | সাগু | ৮৲ |
| হৃদয়নাথ শেট<br>৩৫৬ অপার চিৎপুর রোড্ ( নতুন বাজার ) | সরিষার তৈল | ২০৲ |
| গোষ্ঠবিহারী দত্ত<br>৮০ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট ( হাতী বাগান মার্কেট ) | পার্ল সাগু | ৮৲ |
| চুখন লাল<br>৪৭ উল্টাডিঙ্গি রোড | ঘি | ১০৲ |
| শ্রীমতী গিরিবালা দাসী<br>৮২-২ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট | বুঁদে | ৫৲ |
| হরিভূষণ মুখার্জি<br>৩৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট | দুধ | ৪৬॥০ |

| | | |
|---|---|---|
| কুলদাপ্রসাদ সরকার | | |
| ১১৫-৭ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট | সাগু | ৬৲ |
| বাঁকেলাল রাম গোপাল | দরবেশ | ৬০৲ |
| ১৫৫ অপার চিৎপুর রোড ( শোভাবাজার মার্কেট ) | | |
| রমণীমোহন ব্যানার্জ্জী | | |
| ৮৩ শোভাবাজার ষ্ট্রীট | দুধ | ২৫৲ |
| ছোটলাল | | |
| ৬৩ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট | ঘি | ৮০৲ |
| জহর সিং ও চূণি সিং | | |
| ১১৫-৩ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট | জিলাপী | ১২৫৲ |
| বিধুভূষণ নন্দী | | |
| ১১৪।৩ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট | সন্তোনিন্ | ১৫৲ |

---

# দুগ্ধ এবং মাখন

মানুষ এ যাবত আপনাদের জন্য যত প্রকারের খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছে—আমার মনে হয়, দুগ্ধ এবং মাখনই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। দুগ্ধের মত পুষ্টিকর খাদ্য আর কি আছে? মাখন এবং ঘৃতের তুল্য বলবর্দ্ধক দ্রব্য আর কৈ খুঁজিয়া পাই না। দেশের স্বাস্থ্য, বিশেষতঃ শিশুর স্বাস্থ্য-সমস্যা, প্রধানতঃ দুগ্ধ সমস্যার উপর নির্ভর করিতেছে।

মাসিক বা দৈনিক সংবাদপত্র খুলিলেই আজকাল দেখিতে পাই অন্ন এবং বস্ত্র সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিবার জন্য দিকে দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, শিশু-মঙ্গল, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি বিবিধ নামধেয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান চারিধারেই গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা অবশ্যই নিতান্ত সুখের বিষয়। এই মরণোন্মুখ জাতিকে অনিবার্য্য ধ্বংসের গ্রাস হইতে বাঁচাইতে হইলে জাতির ভবিষ্যৎ শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

কিন্তু কেমন করিয়া শিশুকে বাঁচান যাইবে? কিসের অভাবে আজ ভারতের শিশু নবকিসলয় কুসুমের মত নয়নাভিরাম না হইয়া জীর্ণ শীর্ণ দেহ এবং কঙ্কালসার হইয়াছে?—ইহার উত্তরে আমি বলিব "কেবলমাত্র দুগ্ধের অভাবে না হইলেও, প্রধানতঃ বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে।"

শুধু শিশুই বা বলি কেন? সমগ্র জাতিই আজ হীনবীর্য্য। সমাজের মেরুদণ্ড যে যুবক সম্প্রদায় সেই যুবকের দেহে সামর্থ্য নাই, বক্ষে বল নাই, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই। দেশের মধ্যে আজ প্রৌঢ় খুঁজিয়া পাওয়া দায়। যৌবনের পরই বার্দ্ধক্য আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। কিন্তু কেন?—ইহার উত্তরে আমি বলিব, "কেবলমাত্র খাদ্যের অভাবে না

হইলেও—প্রধানতঃ বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাবে।" পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখনই হইল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের দেশ পশু-সম্পদে কোন দিনই দরিদ্র ছিল না। ভারতবর্ষ আবহমান কাল হইতেই গো পালন করিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা গরুকে দেবতা বলিয়া মানে—গো পালন তাহাদের নিকট পুণ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীর মত দুগ্ধের অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আর কাহাকেও অনুভব করিতে হয় না। ভারত চন্দ্রের পাটনী অন্নদার নিকট বর চাহিয়া ছিল, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"—পাটনীর বংশধরেরা আজিও "দুধে ভাতে" আছে কিনা জানি না, কিন্তু বাংলার সন্তান সন্ততির পক্ষে 'নুন ভাত' জোটাও যে দিন দিনই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে একথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

দুগ্ধ শুধু যে দুষ্প্রাপ্য এবং মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে—উপরন্তু বাজারের দুগ্ধ অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ফলে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব অধুনা অত্যন্ত অধিক ভাবে অনুভূত হইতেছে। দুগ্ধ সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ কাজ নহে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা প্রভৃতি যতগুলি বিষয়ের সমস্যা আজ দেশের সম্মুখে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে, দুগ্ধ সমস্যা তাহাদের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা কম জটিল বলিয়া মনে হয় না। "বর্ত্তমান অবস্থা খারাপ," "বর্ত্তমান অবস্থা আশাপ্রদ নহে," "উন্নত প্রণালীতে পশু পালন করা উচিত" প্রভৃতি গোটাকয়েক বাঁধা গদ, বিজ্ঞের মত মাথা দোলাইয়া মাঝে মাঝে আওড়াইয়া যাওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি উপায়ে পশু পালন করিলে দুগ্ধ সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে তাহা বলিয়া দিতে হইলে অনেক শিক্ষা দীক্ষা এবং অনেক মাল মসলার প্রয়োজন। আমরা এ প্রবন্ধে ব্যাপক ভাবে দুগ্ধ সমস্যার সমাধান করিতে বসি নাই; তবে অনেক সময় পয়সা ফেলিয়াও বাজার হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বা বিশুদ্ধ এবং টাটকা মাখন ও ঘৃত সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে দুই একটী গাভী পুষিয়া লোকে ব্যক্তিগত ভাবে কেমন করিয়া ঘি দুধের অভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে—এই প্রবন্ধে আমরা মাত্র সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

আমরা উপরে পুনঃ পুনঃ গরুর কথাই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু মহিষের দুগ্ধও আমাদের দেশে খুব বেশী রকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাগলের দুধেরও অত্যধিক প্রচলন না থাকিলেও ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই।

যাহা হউক, ছাগলের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে গো-মহিষাদির কথাই আলোচনা করা যাউক।

একটী গাভীর দাম কত পড়িবে, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। কারণ গাভীর মূল্য—সেই গাভী কত দুগ্ধ দিতেছে, তাহারই উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'গরুর মুখে দুধ'। অর্থাৎ গরুকে যত বেশী খাইতে দেওয়া যাইবে তাহার দুধের পরিমাণ ও তত বাড়িয়া যাইবে। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও—সম্পূর্ণ সত্য নয়। গাভীর দুধের পরিমাণ প্রধানতঃ তাহার জাতি বা জন্মের উপর নির্ভর করিতেছে। বাছুর, ভাল গাইএর গর্ভোৎপন্ন বলিয়াই—কালে ভাল গাই হইয়া উঠিবে না—অধিকন্তু তাহাকে ষাঁড়ের ঔরসজাত হওয়া চাই।

ভারতবর্ষে নানা জাতির এবং নানা আকারের গরু পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাজারে যে সমস্ত গরু বিক্রয় হয় তাহাদের আকার ছোট এবং সেগুলি খুব অল্প দুধ দেয়। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটীর দুধের মাত্রা বিভিন্ন প্রকারের। আরও বিপদ এই যে,

আকারের সাদৃশ্য থাকিলেও দুগ্ধের মাত্রার তারতম্য থাকিতে পারে। আসল কথা, কোন গাভীর চেহারা দেখিয়া নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়না যে, এই গাভী এত পরিমাণ দুগ্ধ দিবে। কাজেই গোয়ালা লোক বাজারে গরু কিনিতে আসিয়া বাঁশ বনে ডোম কাণার মত হইয়া পড়িবে। গো-মহিষাদি কিনিবার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। গাভী নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে চার পাঁচ দিন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে দোহন করাইয়া দেখিতে হইবে ইহা কি পরিমাণ দুগ্ধ দিতে পারে।

সাধারণতঃ গোয়ালারা সত্য কথা বলিতে চাহেনা। দর বাড়াইয়া দিবার জন্য সত্য কথা গোপন করিয়া দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইয়া বলাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পর পর তিন চার দিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি; কারণ সাধারণতঃ গোয়ালারা বড়ই ধূর্ত্ত। তাহাদের পক্ষে সরল বিশ্বাসী লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা খুব কঠিন নহে। কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই পাত্রে কিছু জল রাখিয়া আপনার সম্মুখেই গাভী দোহন করিয়া দেখাইয়া দিবে—অনেক দুগ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বা দোহন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গাভীকে খানিকটা দুধ খাওয়াইয়া রাখে ইহাতে দুগ্ধ বেশী হয়। এইরূপে সরলভাবে কাজ করিলে পদে পদেই ঠকিবার সম্ভাবনা। কাজেই গোয়ালার কথাই বেদ বাক্য বলিয়া মানিয়া না লইয়া পূর্ব্ব হইতেই বাছিয়া বাচাই করিয়া, স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া তবে গো-মহিষাদি ক্রয় করা উচিত।

কিনিবার সময় আর একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। বেশী দুধ দিলেই গরু ভাল হয় না। গরুর স্বাস্থ্য খুব ভাল হওয়া উচিত। হাড়সার বা কোন ছোঁয়াচে রোগ বিশিষ্ট গরু কোন মতেই কেনা উচিত নয়। অনেকেই মনে ভাবেন, অল্পমূল্যে শীর্ণকায় গাভী কিনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া মোটা করিয়া লইবেন। অবশ্যই তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু শীর্ণ বা রুগ্ন গাভী কিনিতে নিষেধ করিতেছি, তাহার অন্য কারণ আছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে জীর্ণ-দেহ গরুর বুকে থাইসিস্ রোগের জীবাণু জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। এইরূপ থাইসিস্ রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিলে ঐ মারাত্মক ব্যাধি আমাদের শরীরে ও প্রবেশ করিবার সমধিক সম্ভাবনা।

তবে একটা বাঁচোয়া এই যে আমাদের সাধারণতঃ দুগ্ধ ফুটাইয়া তবে খাওয়া হয়। কাজেই দুধের বীজাণু সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু রুগ্ন গাভীর নাসাশ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তেই যে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত জীবাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—আমরা দেখিতে না পাইলেও বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে নিরন্তর আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাই বলিতেছিলাম গাভী কেবল দুগ্ধবতী হইলেই যথেষ্ট হইবে না। তাহার স্বাস্থ্যও অটুট থাকা চাই।

গাভী কিনিবার সময় তাহার বয়স অল্প দেখিয়া কেনাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। প্রথম বা দ্বিতীয় বার বাছুর হইয়াছে এমন গাভী যদি খুব শান্ত স্বভাব হয় তাহা হইলে তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

### মহিষের দুধ

একথা সকলেই জানেন যে সাধারণতঃ মহিষ গাভী অপেক্ষা অনেক বেশী দুধ দেয়। দুধ যে শুধু পরিমাণেই বেশী হয় তাহা নহে—এক সের গরুর দুধ অপেক্ষা এক সের মহিষের দুধে অধিক পরিমাণ মাঠা থাকে। এক সের মহিষের দুধে প্রায় আধ পোয়া মাঠা থাকে; কিন্তু এক সের গরুর দুধ হইতে দেড় ছটাকের বেশী মাঠা পাওয়া

যায় না। এই তৈলাক্ত পদার্থের আধিক্য হেতু মহিষের দুধ একটু বেশী গুরুপাক এবং ঠাণ্ডা। এবং এই কারণেই শিশু বা রোগীর পক্ষে ইহা পানকরা বিধেয় নহে।

গুণে, গন্ধে বা স্বাদে গব্য ঘৃত মহিষের ঘৃত ( মোষে ঘি বা ভয়সা ঘি ) অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও মহিষা ঘৃত আমরা প্রত্যহই বহুপরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। ভয়সা ঘৃত মাখনের রঙ্ সাদা—শুধু এই কারণেই অনেকে ইহা ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু রঙের পরিবর্ত্তন সাধন করা খুব সহজ ব্যাপার এবং বাজারে যে সমস্ত মাখন বিক্রয় হয় তাহার পনের আনাই মহিষের দুধ হইতে উৎপন্ন কেবল কৃত্রিম উপায়ে রঙ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র।

মহিষ বেশী দুধ দেয়, এবং মহিষের দুধে বেশী পরিমাণে মাখন উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ গোয়ালাই বেশীর ভাগ মহিষ পালন করিয়া থাকে। মহিষকে প্রাধান্য দিবার আরও একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। গরু অপেক্ষা মহিষ অধিক কষ্টসহিষ্ণু এবং শীতাতপ বেশী সহ্য করিতে পারে। অবশ্য গরু অপেক্ষা মহিষ পালন করিবার খরচও পড়ে বেশী; কারণ আকারে গরু অপেক্ষা মহিষ ঢের বড়; কাজেই তাহার খাদ্যের পরিমাণ সেই অনুপাতেই অধিক হওয়া স্বাভাবিক।

একটী মহিষ গড়ে প্রত্যহ ১০ সের হইতে ১৪ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়। যে মহিষ দৈনিক ১০ সের দুধ দিতেছে তাহাকে ঘাস, জল ও খড় ছাড়া অন্ততঃ ৬ সের খাদ্য খাইতে দিতে হইবে। ৪ সের তুলার বীজ, বা ঐ জাতীয় কোন শস্য, এবং দুইসের খইল—এই হইলেই চলিবে। ২ সের খইল অন্ততঃ চারি ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে এবং পরে তাহাতে এক ছটাক লবণ ঢালিয়া ভাল করিয়া মিলাইয়া দিয়া তবে মহিষকে খাইতে দিবে। এতদ্ব্যতীরেকে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত খড়, ঘাস, পাতা, ডাল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া উচিত।

## ছাগলের দুধ

ছাগল খুব কষ্ট সহ্য করিতে পারে এবং ইহা-দিগকে পুষিতেও বেশী খরচ পড়ে না। ছাগলের দুধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা খুবই পুষ্টিকর অথচ সহজ পাচ্য বলিয়া চিকিৎসকেরা প্রায়ই শিশু এবং রোগীকে ছাগদুগ্ধ পান করিবার বিধান দিয়া থাকেন। চিকিৎসক মহলে ছাগ-দুগ্ধের আদর হইবার আরও একটা কারণ আছে। ছাগলের দুধে প্রায়ই কোন রোগের জীবাণু থাকে না। কাজেই যাঁহাদের গৃহে রোগী বা শিশু সন্তান আছে তাঁহারা ২।৩টী ছাগী পুষিলে অনায়াসেই প্রয়োজন মত দুগ্ধ পাইতে পারেন। ছাগল পুষিতে বেশী হাঙ্গামা নাই বলিয়া তাহার দুধ খাইতে হইলে তাহাকে বিন্দুমাত্রও অনাদর করিলে চলিবে না। গরু বা মহিষের মত তাহাদের যত্ন সহকারে সেবা করিতে এবং খাওয়াইতে হইবে।

## গরুর খাদ্য

গরুর দুধের মাত্রা তাহার খাদ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এমন কি খাদ্যের গুণাগুণের সহিত দুগ্ধের গুণাগুণেরও নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইবার ভার চাকরের উপর ন্যস্ত রাখিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। নিজকে সদা সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে তদারক করিতে হইবে।

আমাদের দেশে প্রায় ঘরে ঘরেই গরু আছে। কাজেই তাহার খাদ্য যে কি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ঘাস, খড়, খোল, ভুষি, ফেন প্রভৃতিই হইল গরুর প্রধান খাদ্য। অবশ্য ছাগলের মত গরুও মুখের গোড়ায় পাইলে প্রায় সকল দ্রব্যই

আহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে যাহা তাহা খাইতে দিতে নাই।

একটি গাভীর কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কারণ ইহা গাভীর আকৃতি কিরূপ, সে কি পরিমাণে দুধ দেয়, তাহার মাঠে চরিবার সুবিধা আছে কিনা এইরূপ একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। তথাপি পাঠকের সুবিধার জন্ত একটী সাধারণ গাভীর (যে দৈনিক ৫ সের বা ৫॥০ সের দুধ দেয়) দৈনিক আহারের উপাদান ও পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম :—

দোহন করিবার পূর্ব্বে খাইতে দিবার উপযোগী খাদ্যের একটী তালিকা :—

| | |
|---|---|
| সরিষা, নারিকেল বা তিসির খইল | /১ সের |
| তুলার বীজ | /১ সের |
| বিরি (বা বিউলি) কলাই | /১ সের |
| গম বা কলাইয়ের ভুষি | /১ সের |
| | /৪ সের |

কলাই সিদ্ধ করিয়া ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতেই খাইতে দেওয়া ভাল। খইল অন্ততঃ চারি ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত একটী দুগ্ধবতী গাভীকে প্রত্যহ অন্ততঃ আধ পোয়া লবণ খাইতে দেওয়া উচিত।

তুলার বীজ খাওয়াইলে গরুর খুব দুধ বাড়িয়া যায় এবং খোল, কলাই এবং ভুষিরও দুধ বাড়াইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া রাশি রাশি খাইতে দিলেই রাশি রাশি দুধ হইবে না। গর্ভিনী অবস্থায় গাভীকে অল্প মাত্রায় আহার দেওয়া কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ এই সময় খইল খুব কমাইয়া না দিলে দুধ বাড়িবার পরিবর্ত্তে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক।

যাহা হউক, একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে, যে খাদ্যের বিবরণ দিয়াছি, তাহা একটী গাভীর সারাদিনের খোরাক হইতে পারে না। কেননা /৪ সের খাদ্য গরু কেন, বাছুরের পক্ষেও বোধ হয় যথেষ্ট নহে। ঐ চারি সের কেবল মাত্র গাভী দোহন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই খাওয়াইতে হইবে। ইহা ছাড়া সারাদিন তাহাকে ইচ্ছামত কোচা খড়, ঘাস প্রভৃতি খাইতে দিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রায় ঘরে ঘরেই গো-মহিষ পালন করা হয়, কাজেই এসকল বিষয় সকলেরই অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাই বাহুল্য ভয়ে ও পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় খুটিনাটি সকল কথার আলোচনা করিলাম।

# টাকা খাটাইবার উপায়

নিরাপদে টাকা খাটাইতে হইলে কাহাদের সহিত কারবার করা উচিত, আজ তাহারই কথা বলিতে চাই। ব্যাঙ্কার বা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের সভ্য নহেন এরূপ ব্যক্তির সহিত কখনও কারবার করিবেন না। একজন লোক—গুণে, জ্ঞানে বা মানে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আপনার যত উচ্চ ধারণাই থাকুক না কেন—যদি তিনি Stock Exchange এর সভ্য না হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত কারবার করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। লেন দেন সম্পর্কে এ সব লোককে অসাধু বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই নিরাপদে টাকা খাটাইতে হইলে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চলিবেনা।

আমি যে সকল লোককে ব্যবসায় সম্পর্কে অবি-

বিশ্বাস করিতে বলিতেছি তাহা নিতান্ত অকারণে নহে। একজন লোককে Stock Exchange এর সভ্য হইতে হইলে, অন্ততঃ ১০০০ পাউণ্ড মূল্যের সেয়ার কিনিতে হয়। এই ১০০০ পাউণ্ডকে এক প্রকার গ্যারাণ্টি বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গ্যারাণ্টি হিসাবে ১৫ হাজার টাকা নিতান্তই অল্প; কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবার আরও অনেক কারণ আছে। Stock Exchange এর সভ্যগণ সাধারণতঃ দায়িত্বশীল লোক। তাহারা ক্ষতির ভয় করে—এবং ক্ষতি হইবার মত কিছুও তাহাদের আছে; বিশেষতঃ তাহাদের সুনামের মূল্য যথেষ্ট। যদি তাহারা নিজেদের দেয় মিটাইয়া না দেয়, বা দিতে অক্ষম হয়—তাহা হইলে Stock Exchange এ আর তাহাদের স্থান নাই, সেই মুহূর্ত্তেই জুয়াচোর বা দেউলিয়া বলিয়া তাহাদের নাম রটিয়া যাইবে। কেহই তাহাদের সহিত লেন দেন করিবেনা—তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। এই জন্য Stock Exchange এর সভ্যগণ দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোন জুয়াচোরী করিতে সাহস পায় না, তাহাদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য কিসে বাজারে সুনাম বজায় থাকিবে।

আবার এখানে একথাও বলিয়া রাখি যে, Stock Exchange এর সভ্য না হইয়াও দালালি করেন এমন লোক মাত্রেরই সাধারণতঃ Stock Exchange এ দুর্ণাম রটিয়াছে এবং সেখানের দুর্ণামই তাহাদের স্বাধীনভাবে দালালি করিবার একমাত্র কারণ। এই ধরণের লোককে সর্ব্বদাই পরিহার করিয়া চলা উচিত। ইঁহাদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ না থাকিতে পারে; ইঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত বা আপনার ঘনিষ্ট আত্মীয় বা অত্যন্ত পরিচিত থাকিতে পারেন, কিন্তু তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও টাকা কড়ি সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না। ইহাই আমার অভিজ্ঞতা লব্ধ একমাত্র উপদেশ।

Stock Exchange এর দালাল কমিশন লইয়া আপনার কার্য্য করিয়া দিবে—jobber সেয়ারের প্রকৃত মূল্য আপনার দালালকে বলিয়া দিবে। ইহা ছাড়া আপনার কার্য্যে তাহাদের অন্য কোনও স্বার্থ নাই। এমন কি, কাহারও ব্যাপারে অত্যধিক ঔৎসুক্য দেখানও তাহাদের পক্ষে বেআইনী। Stock Exchange সম্বন্ধে যাঁহারা অণুমাত্রও খবর রাখেন তাঁহারাই বলিতে পারিবেন, আইন কানুন প্রতিপালন সম্বন্ধে এখানে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইয়া থাকে। বাঁধা ধরা নিয়ম কানুন ছাড়িয়া একটু আধটু এদিক ওদিক করিলেই Stock Exchange এর সহিত সকল সম্পর্কই ঘুচিয়া যায়।

কিন্তু স্বাধীনভাবে যাহারা দালালি করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা খাটে না। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা কোন রকম আইন কানুনের ধার ধারেন না। নানা প্রতিষ্ঠানের নাম লইয়া নিজকে অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া জাহির করিয়া, কোনও রূপে আপনার মন আকর্ষণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের কার্য্য হাসিল হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্ততঃ কিছু টাকা না থাকিলে Stock Exchange এর সভ্য হইতে পারে না। কিন্তু যিনি Stock Exchange এর সভ্য নহেন অথচ দালালি করেন, তাঁহার সিকি পয়সা নিজস্ব মূলধন না থাকিলেও কিছুমাত্র যায় আসে না। হয়ত তিনি পরের ধন লইয়াই পোদ্দারী করিতেছেন। হয়ত কেবল মাত্র আপনার টাকা লইয়াই তাঁহার কারবার।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি আপনার নিকট যত ইচ্ছা কমিশন দাবী করিতে পারেন। আবার এমনও হইতে পারে যে, ২২ টাকা দরে সেয়ার কিনিয়া আপনার নিকট '২৩ টাকা দরে কিনিয়াছি' বলিয়া

প্রকাশ করিলেন। আপনাকে ২৩ টাকাই দিতে হইবে। কি করিবেন? আপনার ত কোন উপায় নাই। আপনি ত দালালের দাতে পুত্তলিকা মাত্র; তাই বলিতেছিলাম এইসব লোকের খুরে দূর হইতেই নমস্কার করা ভাল। ইঁহাদের এক একজনকে আবার এক একটা বাক্যবীর বলিলেও চলে। কথায় আঁটিয়া উঠে কাহার সাধ্য? "এই কার্য্য করিয়াই আমার চুল পাকাইলাম। এ কাজের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত আমার নখদর্পণে। অমুক আমার client, অমুখ আমার সুখ্যাতি করিয়াছে—"ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া নানা কথার ছটায় ইহারা আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সাবধান, এই স্বর্ণ মৃগের মায়ায় মুগ্ধ হইবেন না। ইঁহারা আপনার মিত্র নয়—মিত্রের আকারধারী শত্রু। যেন তেন প্রকারেন আপনাকে ফাঁদে ফেলাই ইঁহাদের আসল উদ্দেশ্য - ইহাদের ব্যবসায়। পনর বৎসর যাবৎ ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আমি এই কঠোর সত্যে উপনীত হইয়াছি যে নিকৃষ্টতম Stock Broker ও উৎকৃষ্টতম বাহিরের দালাল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধিক নির্ভরযোগ্য। কাজেই নিরাপদে টাকা খাটাইতে হইলে, ইহাকেই মূলমন্ত্র করিতে হইবে যে—

**ব্যাঙ্কার বা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভ্য নহে এরূপ ব্যক্তির সহিত কখনও কারবার করিবনা।**

এই সম্পর্কে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। যদি কেহ আপনাকে বিজ্ঞাপন পাঠায়, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিবেন না। Stock broker দিগের আপনার কাজের জন্য মাথা ব্যথা পড়িয়া যায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনেক সময় investment list ও তদানুসাঙ্গিক নানা জ্ঞাতব্য তথ্য ও উপদেশাবলি ছাপান বটে, কিন্তু অযাচিত ভাবে লোকের ঘরে সে সমস্ত বিতরণ করা তাঁহাদের পেশা নয়; বিশেষতঃ এরূপ কার্য্য Stock Exchangeএর বিধিবহির্ভূত। কেহ চাহিয়া পাঠাইলে অবশ্যই তাঁহারা সকল সংবাদই জানাইয়া থাকেন; কিন্তু কাহারও কার্য্যে অনুচিত ঔৎসুক্য দেখাইতে তাঁহারা একেবারেই নারাজ।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের চটকে আপনার মন ভুলাইতে চায় তাহার উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কি যথেষ্ট কারণ নাই? আচ্ছা, আপনি টাকা খাটান আর নাই খাটান, তাহাতে তাহার কি যায় আসে? তবে কাহার গরজে সে অযাচিত ভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে উপদেশ বিলাইয়া ফিরিতেছে? অপরে যাহা ইচ্ছা ভাবিতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ী বা কারবারী লোকের পক্ষে এইসব বিড়াল তপস্বীকে বিশ্বাস করা নিতান্তই আহাম্মকী বই আর কিছুই নহে। এ জগতে পরার্থপর কয়জন? প্রায় সকলেই স্বার্থের জন্য ফিরিতেছে। কাজেই যখনই দেখি কেহ খবরের কাগজে লম্বাই চওড়াই করিয়া বিজ্ঞাপন ঝাড়িতেছেন, "শতকরা এত টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমি অমুক কোম্পানীর ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মূল্যের সেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিতে চাই"—তখনই বুঝা উচিত ক্ষতিটা তিনি স্বীকার করিতে চান না, এবং আমাকেই স্বীকার করাইতে চান। অবশ্য কস্মিন কালেও যে উহার ব্যভিচার হয় না তাহা বলিনা। কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র নিয়ম নহে।

বাজে দালালের ফাঁদে পা না দেন, এই জন্য মহাজনদিগকে একটা বিষয়ে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছি। সেটি নূতন সেয়ার বা নূতন ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময় (in regard to new issues). নূতন সেয়ার ও ডিবেঞ্চার বা "new issues" বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নূতন কোম্পানী যে সেয়ার বা ডিবেঞ্চার

বিক্রয় করে তাহাকেই নূতন সেয়ার বলা হয়। আবার পুরাতন কোম্পানী যদি মূলধন বাড়াইতে চায়, তাহা হইলে এই বাড়তি টাকার যে সেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইবে তাহাকেও new issue বলা হইবে।

সাধারণতঃ কোম্পানীগুলি একাধিক উপায়ে মূলধন তুলিয়া থাকে যে সমস্ত কোম্পানী খুব বিশ্বস্ত ও নামজাদা, তাহারা প্রায়ই নূতন সেয়ার বিক্রয় করিবার সময় সকল বিবরণ সমেত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করে। আবার সময় সময় এমনও হয় যে কোন একজন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কার (merchant banker) একাই সমস্ত সেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ লাভে সাধারণকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন নূতন সেয়ার ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে ইহাই হইতেছে সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ-পন্থা।

সহজে কেহই কাহাকেও লাভবান হইবার সুযোগ দিতে চাহেনা। সকলেরই ইচ্ছা, নিজে লাভ করিব, নিজে বড় লোক হইব ইত্যাদি। ইহাই সাধারণ—ইহাই স্বাভাবিক। ইহার ব্যতিক্রম দেখিলেই সন্দেহ করা উচিত। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে—"মার চেয়ে যার টান বেশী তার নাম ডাইন।" এটা নিতান্ত কথার কথা নহে—এটা মস্তবড় সত্য ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি যে কোন ব্যক্তি বা যে কোন কোম্পানী আগের ভাগে আপনাকে সংবাদ পাঠাইবে তাহাকেই অসাধু বলিয়া গণ্য করিবেন?—না। আমার মতে সব সময় সকলেরই উপর ওরূপ দোষারোপ করা অন্যায়। যেমন মনে করুন, আপনি একটা কোম্পানীর Share-holder আছেন। এই কোম্পানী যদি সামান্য মাত্র মূলধন বাড়াইতে চায়, তবে কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির না করিয়া বা বাহির করিবার পূর্ব্বে আপনাকে সকল সংবাদ জানাইতে পারে। ইহাতে ন্যায় বই কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। আবার মনে করুন, সেয়ার ক্রেতা হিসাবে বাজারে আপনার খুব নামডাক আছে। এস্থলেও যে কোন কোম্পানী আপনাকে পূর্ব্বাহ্ণেই বিবরণ পত্র পাঠাইতে পারে। অথবা আপনি যদি কোন ব্যাঙ্কের বা Stock-brokerএর বাঁধা মক্কেল হন, তাহা হইলে আপনাকেই সর্ব্বাগ্রে সকল সংবাদ জানান তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক; এবং তাহাতে কোন দোষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু এসকল স্থলেও ভালরূপ বিচার বিবেচনা করিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে নামা উচিত।

নিরাপদে টাকা খাটাইতে হইলে কিরূপ লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিয়াছে। এখন ধরুন, একদিন সকালে উঠিয়া খবরের কাগজে দুই কলাম-ব্যাপী এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন যে Quarries Ltd. কোম্পানী সর্ব্বসাধারণে শতকরা ৬ পাউণ্ড সুদের ২০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে চায়। মনে করুন, পাথর ও গৃহ নির্ম্মাণের অন্যান্য সরঞ্জামের বাজার সম্বন্ধে সকল খবরই আপনার জানা আছে এবং আপনি উক্ত ডিবেঞ্চার কিনিতে উৎসুক এরূপ স্থলে আপনি কি করিবেন? প্রথমেই আপনার দেখা উচিত, ঐ ডিবেঞ্চার কতদিনে শোধ করা হইবে বা আদৌ উহা পরিশোধনীয় কিনা? যদি উহা অপরিশোধনীয় (unredeemable) হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান লোকে উহা কিনিবে না—একথা ডিবেঞ্চারের কথা লিখিবার সময় বার বার করিয়াই বলিয়াছি। কিন্তু যদি উহা শোধনীয় হয় এবং ধরুন, ২৫ বৎসরে শোধ করিবার কড়ার থাকে, তাহা হইলে কি করিবেন?—তখন আপনাকে কিছু হিসাব খতাইয়া দেখিতে

হইবে। প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে শতকরা ৬ পাউণ্ড হইলে ২০০০০০ পাউণ্ডের ডিবেঞ্চারে কোম্পানীকে বার্ষিক ১২০০০ পাউণ্ড সুদ বহন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি সমস্ত টাকাই ২৫ বৎসরে শোধ করিতে হয়, তাহা হইলে এই কোম্পানী প্রতি বৎসর লভ্যাংশ হইতে গড়ে ৮০০০ পাউণ্ড সরাইয়া রাখিতে বাধ্য। অবশ্য কোম্পানীর বার্ষিক দেয় যে কত তাহা এইরূপে কড়াক্রান্তি মিলাইয়া কষিয়া বাহির করা দুষ্কর; কারণ ডিবেঞ্চার শোধ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুদের পরিমাণ ও কমিয়া আসিবে। কিন্তু মোটামুটি হিসাব উহা গড়ে ১৪০০০ পাউণ্ড বা তাহার কাছাকাছি হইবে। অনেক সময় কিন্তু হিসাব লইয়া এত মাথা ঘামাইতে হয় না। কোম্পানীর বিবরণ পত্রেই সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লেখা থাকে। তাহাতেই দেখিতে পাইবেন কোম্পানী কত টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চার বছর বছর শোধ করিতে চায়। যাহা হউক, ধরিয়া লউন উহা ৮০০০ পাউণ্ড। তাহা হইলে ঐ কোম্পানীকে প্রথম বৎসর রিডেমসনের এই ৮০০০ পাউণ্ড এবং সুদ বাবদ ১২০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ একুনে ২০০০০ পাউণ্ড শোধ দিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের দেয় ইহা অপেক্ষা প্রায় ৫০০ পাউণ্ড কম হইবে, এবং তৃতীয় বর্ষে আরও ৫০০ পাউণ্ড কমিয়া যাইবে ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক, এই কোম্পানীর টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা কত দূর? ইহা দেখিতে হইলে আবার বিবরণ পত্র (prospectus) খুলিয়া বসিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিয়া রাখি। আদর্শ বিবরণ পত্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের আয়, ব্যয় ও লাভালাভের সমস্ত হিসাব নিকাশ বিশদ ভাবেই লিখিত থাকা উচিত। তাহা দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারিবে ডিবেঞ্চার শোধ হইবার সম্ভাবনাই বা কতটুকু এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ কিনা। কিন্তু অনেক বড় বড় ও ভাল কোম্পানীও বিবরণীতে পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব পত্র (Complete balance sheet) সন্নিবিষ্ট করে না। ইহাতে বিশেষ দোষ না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একটী বিশেষ গুণের কথা নহে। আবার কতকগুলি কোম্পানী আছে যাহারা অৰ্দ্ধ বা বিকৃত সত্য প্রকাশিত করিয়া লোককে ঠকাইবার চেষ্টা করে। বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন পড়িল— "গত পাঁচ বৎসরে এই কোম্পানী গড়ে ৭৩০০ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে। ইহাতে টাকা ফেলিলে তাহার আর মার নাই" ইত্যাদি। কথাগুলি শুনিতে বেশ। অনভিজ্ঞ লোকে শুনিয়াই ভাবিবে কোম্পানীর অবস্থা ভাল। কিন্তু এই ধারণাটী যে কত বড় ভুল, তাহা নিম্নে একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

ধরুন, কোন কোম্পানীর

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম বর্ষের লাভ | ১৫৯০০০ | পাউণ্ড |
| ২য় ,, ,, | ৮০০০০ | ,, |
| ৩য় ,, ,, | ৭১০০০ | ,, |
| ৪র্থ ,, ,, | ৫৫০০০ | ,, |
| ৫ম ,, ,, | ০ (শূন্য) | ,, |

একুনে—৩৬৫০০০ পাউণ্ড।

তাহা হইলে এই কোম্পানী বৎসরে গড়ে ৭৩০০০ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে। অনভিজ্ঞ লোকে শুনিয়া ভাবিবে এখানে টাকা খাটান খুবই লাভজনক। কিন্তু বৎসরের blance sheet এর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে কোম্পানীটী অতি দ্রুত মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—গণেশ উল্টাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

এই জন্য বলিতেছিলাম গত কয়বৎসর কি পরিমাণ লাভ হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপেই জানা প্রয়োজন।

অবশ্য সকল বৎসরই সমান লাভ হয় না। এবং তাহার প্রত্যাশা করাও অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ নূতন ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতেছে বলিয়াই কোন কোম্পানীকে খেলো ভাবিবার কারণ নাই। তবে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, সকল জিনিষই যাচাই করিয়া লওয়া উচিত। অকারণে বিশ্বাস করাও যেমন অন্যায় অকারণে অবিশ্বাস করাও সেইরূপ অবিবেচনার কার্য্য।

যাহা হউক আমাদের কার্য্যের কথাই বলা যাক। যে কাল্পনিক কোম্পানীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে যদি ২৫০০০ পাউণ্ড করিয়াও লাভ হয়, তথাপি ওখানে ডিবেঞ্চার ক্রয় করা উচিত নহে। এ সময়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডিবেঞ্চারের বিষয় আলোচনা করিবার কালে বিশদরূপেই বলিয়াছি। এখানে আবার তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। (শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৩৩ সাল) মোটামুটি এই কথা মনে রাখিলেই চলিবে যে **বার্ষিক শোধনীয় ডিবেঞ্চারের মূল্য ও সমস্ত ডিবেঞ্চারের সুদের অন্ততঃ তিনগুণ লাভ না হইলে এবং জমি, কল, বাড়ী প্রভৃতি কোম্পানীর সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য সমস্ত ডিবেঞ্চারের মূল্যের দ্বিগুণ না হইলে সেখানে আদৌ ডিবেঞ্চার ক্রয় করা উচিত নয়।**

নূতন ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার সময় (when buying a new issue of debentures) মহাজনকে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হয়। "এই কোম্পানী ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার না লইয়া ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতেছে কেন? নূতন অর্ডিনারী বা প্রেফারেন্স সেয়ারও ত বিক্রয় করিতে পারিত—তাহাই বা না করিবার উদ্দেশ্য কি?"—এইরূপ নানা প্রশ্নের সদুত্তর লইয়া তবে টাকা ফেলিতে হইবে। হয় ত কোম্পানীর কোন গলদই নাই; কিন্তু তথাপি মনে শতেক সন্দেহ জাগাইয়া তোলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। "অপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ যথা উপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ" অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই ভাগ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন। এবং আমার মতে বরং মন্দের দিকটাই আরও বেশী করিয়া ভাবা উচিত। আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে যে সাবধানের বিনাশ নাই। এই কয়বৎসর যাবৎ নানা প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার সত্যতা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছি।

যাহা হউক এখন নূতন ডিবেঞ্চার কি দরে কেনা উচিত তাহা আলোচনা করা যাউক। কখন কখন ১০০ পাউণ্ড মূল্যের ডিবেঞ্চার ৯৮ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়া থাকে। আবার কখনও বা উহা বাড়িয়া ১০৩ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই ন্যায্য দাম অপেক্ষা কম বা বেশী দরে বিক্রয় করাকে যথাক্রমে ডিস্‌কাউন্টে ও প্রিমিয়ামে বিক্রয় করা বলে।

সাধারণতঃ লোকের ডিস্‌কাউন্টে ডিবেঞ্চার কিনিবার দিকেই বেশী ঝোঁক থাকে। কারণ, ধরুন কোন কোম্পানী শতকরা ১০ পাউণ্ড ডিস্‌কাউন্টে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতেছে। ইহার অর্থ আপনি ৯০ পাউণ্ড মূল্যেই ১০০ পাউণ্ড দরের জিনিষ কিনিতেছেন এবং ১০০ পাউণ্ড খাটাইয়া কিঞ্চিদধিক ১১১ পাউণ্ডের সুদ ও আসল ফিরিয়া পাইবেন। কাজেই এক্ষেত্রে লোভ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে মাত্রাতিরিক্ত লোভই লোকসানের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। কে না জানে যে অতি লোভই তাঁতীর বিনাশের হেতু? শতকরা ২০ পাউণ্ড ডিস্‌কাউন্টের ডিবেঞ্চার কিনিয়া অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে

দেখা গিয়াছে আবার ৮ পাউণ্ড প্রিমিয়ামের ডিবেঞ্চার কিনিয়াও লোকে আখচারই লাভবান হইতেছে। এইজন্য নূতন ডিবেঞ্চার ডিস্‌কাউণ্টে বিক্রীত হইতেছে কি প্রিমিয়ামে বিক্রীত হইতেছে তাহার দিকে ততটা দৃষ্টি না রাখিয়া আপনার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য—ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা কি ? তাহাব কত লাভ হইতেছে ? লাভ ও স্থাবর সম্পত্তির মূল্য আপনার টাকার যথেষ্ট গ্যারান্টী বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি ?—এইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া দেখা। কোম্পানীর বিবরণ পত্র পড়িয়া যদি এসকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করিয়াও ডিস্‌কাউণ্টে ডিবেঞ্চার কিনিতে পারেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগাই বলিতে হইবে। কিন্তু ও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে খুব বেশী ডিস্‌কাউণ্টেও ডিবেঞ্চার কেনা উচিত নহে।

কোন কোম্পানীর বিবরণ পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সমস্ত বা অধিকাংশ সেয়ারই কোন (Underwriter) সেয়ারের দালাল শতকরা ২ বা ৩ পাউণ্ড কমিশানে কিনিয়া লইয়াছে। ইহার অর্থ নূতন সেয়ার বাজারে কাটতি হউক বা না-ই হউক উক্ত দালাল (Underwriter) কোম্পানীকে সমস্ত টাকাই চুকাইয়া দিবে। কাজেই ইঁহাদের ঝুকি বড় কম নয়। সেইজন্য এই ঝুকি ঘাড়ে লইবার প্রতিদান স্বরূপ কোম্পানী উক্ত দালালকে শতকরা ২।৩ পাউণ্ড কমিশান দিয়া থাকে। কোম্পানীর এইরূপ যাচিয়া ক্ষতি স্বীকার করিবার নানা কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা অনেক ঝঞ্চাটের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যখন কোন নূতন বা পুরাতন কোম্পানী মনে করে যে তাহারা নিজেরা সেয়ার বিক্রয় করিলে, সমস্ত সেয়ার বিক্রীত হইতে অনেক সময় লাগিবে তখন তাহারা কোন ব্যবসায়ী দালালকে সমস্ত সেয়ার বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

যাহা হউক বাজে কথা ছাড়িয়া আবার কাজের কথাই বলি। Underwriter এর কমিশান যদি খুব কম হয় অর্থাৎ ২½ বা ৩ পারসেণ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোম্পানী এবং underwriter এর ধারণা সেয়ার বাজারে সহজেই বিক্রয় হইবে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই এবং উহার সেয়ার নিরাপদেই কেন যাইতে পারে। কিন্তু যখন দেখি underwriter কোম্পানীর নিকট হইতে ৭।৮ পারসেণ্ট কমিশন আদায় করিতেছে তখন ওখানে সেয়ার না কেনাই কর্ত্তব্য। কারণ সমস্ত সেয়ারের উপর ৭।৮ পারসেণ্ট কমিশান বড় অল্প টাকা নহে। যদি কোম্পানীর অবস্থা নির্ভর যোগ্যই হইবে, তাহা হইলে তাহার অত ক্ষতি স্বীকার করিবার কারণ কি ?

যাঁহারা সেয়ার কিনিতে চান তাঁহাদের অত্যন্ত তড়িঘড়ি কাজ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বিচার বিবেচনা যাহা কিছু করিবার সবই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়া ফেলিতে হইবে। নাহিলে টাকা ফেলিয়াও সেয়ার কিনিতে পাইবেন না।

নূতন সেয়ার কিনিবার পূর্ব্বে উল্লিখিত সকল বিষয়েই বিশেষ স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টার কাহারা—বাজারে তাঁহাদের নাম যশ স্বরূপ প্রভৃতি সকল খোঁজ পূর্ব্বাহ্নেই লইতে হইবে। সেয়ার কেনার অর্থ আপনি কোম্পানীকে টাকা ধার দিতেছেন, এবং ধার দিবার সময় যাহাকে ধার দিতেছেন তাহার নাড়ী নক্ষত্রের খবর লইয়া তাহাকে উত্তমরূপে বাজাইয়া দেখাই দস্তর।

হাঁ, আর এক কথা। যে সকল সেয়ার বাজারে প্রায়ই কেনা বেচা হয় না সে সেয়ার কিনিতে নাই। কারণ আপনি আপনার টাকা এক যায়গায় চিরদিন

ফেলিয়া রাখিতে চাহেন না। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিয়া লইতেও চাহেন। কিন্তু কোন্ সেয়ার কিনিলে আর সহজে বিক্রয় করা যাইবে না তাহা জানিব কেমন করিয়া? এ সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

যদি কোন কোম্পানীর সেয়ার Stock Exchangeএ প্রতিদিন কেনা বেচা হয়, তাহা হইলে ঐ কোম্পানীর অন্য যে কোন সেয়ারেরও সম্ভবতঃ সমান ভাবেই কেনা বেচা হইবে।

এই ত গেল পুরাতন কোম্পানীর নূতন সেয়ারের কথা। কিন্তু নূতন কোম্পানীর সেয়ায় সম্বন্ধে অত কথা জানিবার উপায় থাকে না। যাহার অস্তিত্বই ছিল না তাহার অতীতের সমালোচনা করিবেন কেমন করিয়া? কেমন করিয়া বুঝিবেন যে এখানে টাকা খাটাইলে আপনার টাকা নিরাপদে থাকিবে? এস্থলে, আমার মতে, আদৌ সেয়ার বা ডিবেঞ্চার না কেনাই ভাল। নূতন কোম্পানীর সেয়ার স্পেকুলেটারদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আপনি পুরাতন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীর সেয়ার কেনাতেই আপনার অর্থ নিয়োজিত করুন।

---

# দিন-মজুর

ও ভাই—
রোজ মিলেছে গণ্ডা বা'র ফুর্ত্তি কর—ফুর্ত্তি কর,
সরাব পিও! সরাব পিও! কিসের এত ভাবনা কর?
একটী দানা নাই'ক ঘরে; তাহার তরে কি যায় আসে?
শীতে ছেলের নাই যে কাপড়, নয়ন জলে পত্নী ভাসে!
ছেঁড়া মাদুর, গা যে আদুড়, নাই কোন খড় ঘরের চালে,
দরমাগুলো গেছে ভেঙ্গে, হু হু হাওয়া জান্‌লা তলে,
কন্‌কনে সেই পান্তাভাতে নুন ছিটিয়ে কোন্ সকালে—
খেয়ে গেছ, বাঁশী শুনে নদীর পারে--ভোরের কলে।—
ফির্‌ছি ঘরে সঙ্গে করে দীন মজুরী সন্ধ্যা বেলা,
ওরে, জ্বল্‌ছে আলো, লাগ্‌ছে ভা'ল 'সরাব খানার'
দুয়ার খোলা,
চলার গতি থামল' বুঝি, টান্‌লে কে আয় হাতটী ধ'রে,
পথ হারালেম, কি করলেম, সরাব খানায় নেশার ঘোরে!
পায়ের তলে পৃথ্বি টলে, ফিরছি গৃহে শূন্য হাতে,
ভাবনা ধরে কেমন করে চল্‌বে মোদের কাল্‌কে প্রাতে।
ছুট'ল নেশা, ভাঙ্গল আশা, নিভল সকল রঙীণ আলো,
ঘরে'র কোণে প্রদীপ জ্বলে, মনের আঁধার জমাট কালো!

—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

### চামড়ার দ্রব্য

(পি—২৭৫) কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী চামড়ার দ্রব্য, যথা—লাগাম, জিন্, থলে, বাক্স, সুটকেস্, ঘড়ি হাতে বাঁধিবার ফিতে ইত্যাদি খরিদদারগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

### কাঠ বিড়ালের চামড়া ইত্যাদি

(পি—২৭৬) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী নানাবিধ চামড়ার, যথা—কাঠ বিড়ালের চামড়া, ভেড়ার চামড়া, ছাগলের চামড়া, ফাইবার (Palmyra fibre) ইত্যাদি খরিদদারগণের সন্ধান করিতেছেন। (T. G. 271)

### তেল

(পি—২৭৭) পাঞ্জাবের জনৈক সংবাদদাতা সরিষা অথবা তোরী বীজের তেলের ক্রেতার সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G 271)

### রেডিমেড্ ক্লোদিং তৈরী কাটা কাপড়

(পি—২৭৮) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তৈরী কাটা কাপড়ের ক্রেতা এবং রপ্তানিকারিদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 271)

### উলেন ড্রাগেটস্

(পি—২৭৯) বাঙ্গালোর সিটীর জনৈক ব্যবসায়ী উলেন্ ড্রাগেট্স্ (Wollen Druggets) এর ক্রেতা এবং রপ্তানিকারকদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 271)

### এ্যাফিরিডি ওয়াক্স, রোঘান ও কারথামাস তৈল

(পি ২৮০) লণ্ডনের জনৈক সংবাদদাতা, যাঁহারা (Afridi wax, Roghan, Carthamus oil, Sufflour seed oil, Kusum oil অথবা Kardi seed oil) ইত্যাদি তৈল রপ্তানিকারীদের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক। (T. G. 271)

### পাট, থলে, কাপড় ইত্যাদি

(পি—২৮১) যে সকল ব্যবসায়ী পাট, কাঁচা পাট, পাটের দড়ী, পাটের কাপড় বা চট এবং চটের থলে বিদেশে রপ্তানি করেন, চিকাগোর জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 27, 1)

### হরিতকী

(পি—২৮২) ভারতে যাঁহারা হরিতকীর (Myrobalans) ব্যবসায় করেন এবং জার্ম্মানীতে যাঁহাদের এ বিষয়ে এজেন্ট নাই, জার্ম্মানীর জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 271)

### বেলেডোনার শিকড়

(পি—২৮৩) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বেলেডোনা

রুটস্ (Belladonna Roots) ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 3. II).

### বেত

(পি—২৮৪) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী যাহারা মূল সমেত বেত সরবরাহ করেন, তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 3 II).

### ছাল ও বীজ

(পি—২৮৫ যাহারা সোণারী বা আমলতাস্ গাছের ছাল (Cassia Fistula Bark, Sunari Bank, এবং মোয়া বীজ (Mowha seed) ক্রয় করেন, রায়পুরের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 3 II)

### সতরঞ্চ

(পি—২৮৬) বাঙ্গালোর সিটির জনৈক ব্যবসায়ী সতরঞ্চির ক্রেতা ও রপ্তানিকারীদের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক। (T. G. 3 II).

### বীজ

(প—২৮৭) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী, যাহারা বীজ (Eupharbia Thymifolia, Casia, Tora seeds and Margosa seeds (Neem seeds) ক্রয় ও রপ্তানি করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক (T. G. 3 II)

### ভারতীয় গাম কোপাল

(পি—২৮৮) বাণিজ্যের জন্য ভারতীয় গাম কোপাল (Indian Gum copal,) যাহারা সরবরাহ করেন বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 3 II.)

### গুড়

(পি—২৮৯) যাহারা একশালীন পাটকারী দরে গুড় ক্রয় করিতে চাহেন সাজাহানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 3 II)

### চাউল

(পি—২৯০) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী বাঁশমতী টেবল চাউল (Basmati table rice) খরিদদারের সন্ধান করিতেছেন। (T. G. 3 II.)

### কাঠ বিড়ালের চামড়া

(পি—২৯১, মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী কাঠ বিড়ালের চামড়ার খরিদদারের জন্য অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 3. II)

### চায়ের বীজ

(পি—২৯২) আসামের জনৈক ব্যবসায়ী দক্ষিণ ভারতে চা বীজের (Tea seeds) খরিদদারের জন্য অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 3. II)

### কম্বল

(পি—২৯৩) সৈনিক, পুলিস ও কুলিদের ব্যবহারের জন্য ধূসর বর্ণের পশমের কম্বল (Wollen grey blankets) যাহারা খরিদ করেন, বাঙ্গালোর সিটির জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 3. II)

### ঝোলা গুড়

(প—২৯৪) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী ঝোলা গুড় সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 10 II)

### মাখম

(পি—২৯৫) আমেদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী মাখম খরিদদারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 10 II)

### নেকড়েবাঘ ও ভোঁদরের চামড়া

(পি—২৯৬) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী নেকড়ে-

বাঘ ও ভোঁদরের চামড়া সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 10 II)

## সিট্রোনেলা তৈল

(পি—৩০৪) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী সিট্রোনেলা তৈলের (Citronella oil) খরিদদার চাহেন। (T. G. 24, II)

## ধুতুরা পাতা

(পি—৩০৫) কোকনদের জনৈক ব্যবসায়ী ধুতুরা পাতার (Datura Leaf) খরিদদারের সন্ধান চাহেন। (T. G. 24 II)

## মালাবার গাম কাইনো

(পি—৩০৬) মালাবার গাম কাইনো (Malabar gum kino) যাহারা খরিদ করিতে চাহে, স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 24. II)

## কুচিলা ও তেঁতুল

(পি—৩০৭) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী কুচিলা ও তেঁতুলের খরিদ্দার চাহেন।

(T. J. 24 II

## সিল্ক সুতা

(পি—৩০৮) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী কাশ্মীর প্রদেশের সিল্ক সুতা সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 24 II

## চায়ের বীজের খইল

(পি—৩০৯) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী চায়ের বীজের খইল সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 24 II

## গানি বা চট

(পি—৩১০) অষ্ট্রেলিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 24. II)

## খস্‌খস্

(পি—৩১১) প্যারিসের জনৈক ব্যবসায়ী খস্‌খসের (khus khus) রপ্তানিকারকদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 24. II.)

## মাখম্

(পি—২৯৭) এলাহাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী মাখম ক্রেতার অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 17. II.)

## কয়লা

(পি—২৯৮) হায়দ্রাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী কয়লার খরিদ্দারের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 17. II.)

## ফেরো ম্যাঙ্গানিস্

(পি—২৯৯) নদীয়া জেলার জনৈক ব্যবসায়ী Ferro Manganese সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (ঐ দ্রব্যে শতকরা ৭৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিস্ থাকা চাই। (T. J. 17. II.)

## ম্যাঙ্গানিস্ ওর, ব্যারাইটীস্ ইত্যাদি

(পি—৩০০) এলাহাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী ম্যাঙ্গানিস্ ওর (Manganese Ore) ও সাদা ব্যারিটাসের (Barytes) সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 17. II.)

## পডোফিলাম সেনা পাতা ইত্যাদি

( পি—৩০১) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী পডোফিলাম (podophyllum), সেনা পাতা (Senna Leaves), সিনকোনা গাছের লাল ছাল (Cinchona Red Bark), চিনা রুবারব (Chinese Rhubarb) এবং বীজশূন্য তেঁতুলের সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 17. II.)

## বন্য শূকরের চামড়া

( পি—৩০২ ) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বিদেশে বহু পরিমাণে রপ্তানি করিবার জন্য শূকরের চামড়ার সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 17. II.)

## মরিচ ও কফি

( পি—৩০৩ ) টেলিচারী মরিচ (Tellicherry Pepper) এবং মহিশূরের কফি (Mysore Coffee) যাঁহারা রপ্তানি করেন, ফ্রি ষ্টেটের জনৈক ব্যবসাদার তাঁহাদের সহিত কারবার করিতে চাহেন।

(T. G. 3. III.)

## রেড়ীর বীজ

( পি—৩১২ ) রাজপুতনার জনৈক তৈল ব্যবসায়ী রেড়ীর বীজ সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 3. III.)

## সিভেট সুগন্ধি

( পি—৩১৩ ) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী সিভেট সুগন্ধি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছেন। (বাঙ্গলা ভাষায় সিভেটকে গন্ধগকুল কহে)

(T. J. 3. III.)

## কাঁচা ঔষধ

( পি—৩১৪ ) বাঙ্গলা দেশের জনৈক ব্যবসায়ী নানারূপ ঔষধের কাঁচা মালের (Crude Drugs) ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 3. III.)

## মোয়া খইল ও মোয়া খাদ্য

( পি—৩১৫ ) কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী মহুয়ার খইল ( Mocoha oil cake ) ও মহুয়া খইলের গুঁড়া ( Mowha meal ) খরিদ্দারের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 3. III)

## ধান ও চাউল

( পি—৩১৬ ) ইতালীর জনৈক ব্যবসায়ী ধান ও চাউলের রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 3. III.)

## কার্পেট

( পি—৩১৭ ) বাঙ্গালোর সিটির জনৈক ব্যবসায়ী বাঙ্গালোর বাফ্ রিভারসিবল কার্পেট (Bangalore Bnff Reversible Carpets) এর খরিদ্দার চাহেন।

(T. J. 10. III.)

## শান

( পি—৩১৮ ) বেনারস সিটির জনৈক ব্যবসায়ী শনের ক্রেতা ও রপ্তানিকারকদিগের সন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 20. III.)

## শিকড়

( পি—৩১৯ ) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী, পডোফিলাম ইমোদি শিকড় (Podaphyllum Emodi Root) এবং ক্যাসিয়া ফিস্টুলা পডস্ বা আমালতাসের বীচির (Cassia Fistula Pads) এর খরিদ্দার চাহেন।

## মোম

(পি—৩২০) যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্যারাফিন্ (Paraffin Wax) রপ্তানি করেন, ব্রিষ্টলের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের এজেন্ট নিযুক্ত হইতে চাহেন। (T. G. 10 III.)

## ছাগল ও ভেড়ার পাকা চামড়া

(পি—৩২ ) ভারতবর্ষ হইতে ছাগল ও ভেড়ার পাকা চামড়া যাঁহারা বিদেশে রপ্তানি করেন, নিউ-ইয়র্কের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 10 III)

## ধনিচার বীজ

(পি—৩২২) স্থানীয় সংবাদদাতা ধনিচা বীজের (Dhonicha seeds) সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 17. III)

## ছাগলের চুল ও গরুর লেজের চুল

(পি—৩২৩) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী ছাগলের চুল ও গরুর লেজের চুলের খরিদদার চাহেন। (T. G. 17. III.)

## মাদার তুলা

(পি—৩২৪) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী মাদার তুলা (Maddar Cotton) ক্রেতার সংশ্রবে আসিতে চাহেন। (T. G. 17. III)

## ধাতুর বোতাম

(পি—৩২৫) হায়দ্রাবাদের ষ্টেটের জনৈক ব্যবসায়ী ধাতুর বোতামের খরিদদার চাহেন। (T G. 17. III)

## জিরকন বা একরূপ ধাতু যাহা ইলেক্‌ট্রীকে ব্যবহৃত হয়

(পি—৩২৬) মহীশূর ষ্টেটের জনৈক ব্যবসায়ী জিরকন (zircon) ধাতুর রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 17. III.)

## তুলার ছাঁট কাট ইত্যাদি

(পি—৩২৭) ইতালীর জনৈক ব্যবসায়ী তুলা ও সিল্কের ছাট কাট বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট হইতে চাহেন। (T. G. 17, III)

মফঃস্বলের জনৈক গঞ্জির কারখানার মালিক তাঁহার কারখানাজাত গঞ্জি কাটাইবার জন্য নানা স্থানে ভাল ভাল এজেন্ট চা'ন। যাঁহারা গঞ্জি বিক্রয়ের এজেন্সি লইতে চা'ন তাঁহারা দাম, নমুনা, terms ইত্যাদির জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীযুক্ত বি, কে, চৌধুরী,
P.O. Bandar,
Dacca.

## গন্ধ তৈলাদির ব্যবসায়

যাঁহারা উৎকৃষ্ট গন্ধ তৈলাদির এজেন্সি লইতে চা'ন, তাঁহারা ফুলেলিয়া পারফিউমারীর (Fulelia Perfumery) কেমিষ্ট ও স্বত্বাধিকারী Mr. J. Chakravarty, B.Sc., 91 | 1 | B, Manicktola Streetএর সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

তামার থান, পাত, তার, বণ্টু, রাং, সীসা, দস্তা, জার্ম্মাণ সিলভার ইত্যাদি বিক্রয় করিতে চাহিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরামানুজ কর,
বাঁকুড়া।

# ফসলের পূর্ব্বাভাস

## সরিষা

| দেশের নাম | সমগ্র ভারতে ১৯২৬—২৭ সালে যে পরিমাণ সরিষা বোনা হইয়াছে তাহার হিসাব | পূর্ব্ব বৎসর (১৯২৫—২৬) সালে যে পরিমাণ বোনা হইয়াছে তাহার হিসাব (এক একর—৩ বিঘা) |
|---|---|---|
| | একার | একার |
| সংযুক্ত প্রদেশ | ১৪৩,০০০ | ১৩০,০০০ |
| পাঞ্জাব | ৭৭৩,০০০ | ১০০০,০০০ |
| বঙ্গদেশ | ৭৫৯,০০০ | ৭৩৭,০০০ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৭২৬,০০০ | ৭৩৬,০০০ |
| আসাম | ৩৪৪,০০০ | ৩৩০,০০০ |
| বোম্বে | ১৭০,০০০ | ২০৪,০০০ |
| উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ৯৮,০০০ | ২১৬,০০০ |
| দিল্লী | ৩,০০০ | ৫,০০০ |
| বরদা | ২০,০০০ | ১০,০০০ |
| আলওয়ার | ৪৫,০০০ | ৩৯,০০০ |
| হায়দ্রাবাদ | ৪,০০০ | ৩,০০০ |
| মোট | ৩০৮৫০০০ | ৩,৪১০,০০০ |

## মসিনা

| দেশের নাম | ১৯২৬—২৭ সালে যে পরিমাণ মসিনা বোনা হইয়াছে | গতবৎসর ১৯২৫—২৬ সালে যে পরিমাণ বোনা হইয়াছিল |
|---|---|---|
| | একর | একর |
| যুক্তপ্রদেশ | ৩৭৯,০০০ | ৪২৪,০০০ |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার | ১২৩৪,০০০ | ১১৮৫০০০ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৬৩৭,০০০ | ৬৭৫০০০ |
| বোম্বাই | ৮১,০০০ | ১০১,০০০ |
| বঙ্গদেশ | ১২৮০০০ | ১৩৩,০০০ |
| পাঞ্জাব | ৩০,০০০ | ৩২,০০০ |
| হায়দ্রাবাদ | ১৭৮,০০০ | ১৩০,০০০ |
| কোটা ( রাজপুতনা ) | ৬৭,০০০ | ৯৬,০০০ |
| মোট | ২৭৩৪০০০ | ২৭৭৬০০০ |

| শস্য | | আনুমানিক একর |
|---|---|---|
| পাট | বেঙ্গল, বিহার, | ৩৬৩০,০০০ |
| তুলা | উড়িষ্যা, আসাম | ২৪০০৩,০০০ |
| আঁক | যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বে, সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, দিল্লী ও বরদা | ২৭৮৩,০০০ |
| তিল | যুক্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বম্বে ও সিন্ধুপ্রদেশ, বেঙ্গল বিহার ও উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, আজমীর, বরদা ও কোটা | ৩১৫৭,০০০ |
| চীনাবাদাম | মাদ্রাজ, ব্রহ্মদেশ ও বম্বে, | ৩২০২,০০০ |
| নীল | মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বম্বে, সিন্ধুপ্রদেশ, বাঙ্গলাদেশ | ১০০,৪০০ |
| চাউল | বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বর্ম্মা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, বম্বে ও সিন্ধুপ্রদেশ হায়দরাবাদ ও বরদা | ৭৬,৬৩২০০০ |
| সরিষা (প্রথম পূর্ব্বাভাস) | যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বোম্বাই প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ দিল্লী, বরদা, হায়দ্রাবাদ, আলোয়ার | ৩০৮৫০০০ |
| মসিনা (প্রথম পূর্ব্বাভাস) | যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার ও উড়িষ্যা, বোম্বাই, বাঙ্গলাদেশ, পাঞ্জাব হায়দ্রাবাদ, কোটা | ২৭৩৪০০০ |

## কাঠি গালা ( Stick Lac )

ইং ১৯২৬ খৃঃ অব্দে নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্কক হইতে কত পরিমাণ গালা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

| দেশ | পরিমাণ | মূল্য |
|---|---|---|
| | পিকল্‌স্ | টিক্যাল্‌স্ |
| | ১ পিকল্‌স্ = ১৩৩⅓ পাউণ্ড | ১০০ টিক্যাল্‌স্ = ১২১॥০ টাকা |
| সিঙ্গাপুর | ৬৩১২'৫৩ | ৩৫১০১৮ |
| জার্ম্মাণী | ৮৪৮.৪০ | ৪৯১৪০ |
| ইতালী | ৩৩'৬০ | ১৬৮০ |
| ইউনাইটেড ষ্টেটস্ | ৫৯৬'০৪ | ৩১৫৮১ |
| হলাণ্ড | ১২৬ ০০ | ৬৩০০ |
| বেলজিয়ম | ১৬'৮০ | ৮৪০ |
| মোট | ৭৯৩৩'৩৭ | ৪৪৫.৫৫৯ |

উক্ত ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুর হইতে যে পরিমাণ গালা নানা দেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

| দেশ | পরিমাণ—টন হিসাবে | মুল্য—ডলার্স হিসাবে<br>১০০ ডলার্স = ১৫৫॥০ টাকা |
|---|---|---|
| জার্ম্মাণী | ৪০.৩০ | ৩২১৫৮ |
| ফ্রান্স | ১০.০০ | ৭৭২৮ |
| মাদ্রাজ | .১২ | ৯২ |
| কলিকাতা | ৯১.২৮ | ৯১৬০৯ |

আমরা গালার রপ্তানির হিসাব "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশ করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীব্যাপী গালার কি বিরাট ব্যবসায় পড়িয়া আছে, জনসাধারণের নিকট তাহাই প্রকাশ করা এবং এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার জন্য দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করা। গালার ব্যবসায় সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকেরা সেই প্রবন্ধগুলি পুনরায় পড়িবেন।

## বাঙ্গলা দেশে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী

১৯২৬ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে একত্রিশটি নূতন কোম্পানী মোট ৬৫৭৬১০০৲ টাকা লইয়া বাঙ্গলা দেশে রেজেষ্টারীকৃত হইয়াছে। কোম্পানীগুলির বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

| | মোট মূলধন |
|---|---|
| ৩টী ব্যাঙ্ক | ৩৫০০০০৲ |
| ১৩টি ঋণদান | ৮৭০০০০৲ |
| ২টী বীমা কোম্পানী | ২৮০০০০০৲ |
| ১টী ছাপাখানা ও মনোহারী কোং | ১০০,০০০৲ |
| ১টী লোহ ট্রাল ও জাহাজ তৈয়ারী | ৪১১০০০৲ |
| ১টী ইঞ্জিনীয়ারিং | ১০,০০০ |
| ২টী এজেন্সী | ২৫০০০ |
| ২টী বিবিধ ব্যবসা সংক্রান্ত কোং | ১৫০০০। |
| ২টী তুলার কল | ১৩০০০০ |
| ২টী ষ্টেট, জমী ও বাড়ী | ১৭০০০০০৲ |
| ২টী হোটেল, থিয়েটার | ৩০০০০৲ |

# ব্ল্যাক লিষ্ট

ব্যবসা ও বাণিজ্য ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবার অর্ডার দিয়া ফেরৎ দেওয়ায় আমাদিগকে এযাবৎ যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ধাম আমরা গত কয়েকবার প্রকাশ করিয়াছি। এবার আরও তিনজনের নাম ধাম প্রকাশ করিলাম। সুখের বিষয় এই যে, গত তিন মাসের মধ্যে তিনজন ব্যতীত আর কেহ V. P. Order দিয়া তাহা অকারণে ফেরৎ পাঠান নাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অন্যান্য ব্যবসায়ী-দিগকেও যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ধাম আমরা প্রকাশ করিলাম। আমাদিগের আশা এই যে, এইরূপ রটনাদ্বারা দেশ হইতে ধীরে ধীরে এই দুর্নীতি অপসারিত হইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের ভি. পি, ফেরৎকারাদিগের নাম ধাম

১। অশ্বিনী কুমার দেব<br>
পোঃ জালডী<br>
দারোগার হাট<br>
চট্টগ্রাম

২। মহম্মদ আবাদ আলি সিদ্দিক<br>
পোঃ পাব্বতীপুর<br>
গ্রাম অত্রি<br>
দিনাজপুর

৩। রাধামোহন সিংহ<br>
ওরগঞ্জ<br>
পোঃ সাতপকুড়া<br>
মেদিনীপুর

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

অদ্য রঙ্গপুর নবাবগঞ্জ বাজারস্থিত জ্বর বিজয় রস কার্য্যালয়ের লিষ্টের কিয়দংশ পাঠাইলাম। ক্রমশঃ সমস্তই পাঠাইতেছি। আবশ্যক হইলে অপরাপর তথ্যাও সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইতি—

ইতি—বশম্বদ

শ্রীরাধাকান্ত বণিক<br>
রংপুর

# জ্বরবিজয় কার্য্যালয়

## প্রোপ্রাইটারস—শ্রীযুক্ত গৌরদাস সাহা বণিক
## ও
## ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ বণিক, এল, এম, এফ,
## নবাবগঞ্জ বাজার, রঙ্গপুর

| ক্রমিক নম্বর | | গ্রাহকের নাম | জিলা | পোষ্ট | গ্রাম | যতটাকা ভিঃ পিঃ করিতে অর্ডার দিয়াছিলেন | তদ্বারা যে পোষ্টেজ ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মিঃ | ছমিরুদ্দিন | দিনাজপুর | বসন্তনগর | পত্মপুর | ৸৴০ | ।০ |
| ২ | ,, | শশীমোহন সাহা | রঙ্গপুর | বাদিয়খালী | বাদিয়াখালী | ১ ।০ | ।০ |
| ৩ | ,, | সাহেবুল্ল্যা সরদার | রাজসাহী | নন্দিগ্রাম | কুন্দগ্রামহাট দুর্গাপুর | ১।৶০ | ।৴০ |
| ৪ | ,, | হাওয়াজউদ্দিন সরকার | ধুবড়ী | রাধামাধব হাট | বোয়ালীয়া | ২৲ | ||৶০ |
| ৫ | ,, | শাহ তিনু কড়িয়া ফকির | দিনাজপুর | নবাবগঞ্জ | কলমদাপুর | ১,০ | ।০ |
| ৬ | ,, | আমজাদ আলি সিকদার | মৈমনসিংহ | ঝাওয়াইল | ছোটটিয়া | ১||৴০ | ।০ |
| ৭ | ,, | চন্দ্রমোহন মোদক | পূর্ণিয়া | পাঞ্জিপারা | পাঞ্জিপারা | ২৲ | ||০ |
| ৮ | ,, | মহরমআলী কাজি | রঙ্গপুর | মহিমাগঞ্জ | জগদীশপুর | ১৸৴০ | ||০ |
| ৯ | ,, | সারদা প্রসাদ | পূর্ণিয়া | আজিম নগর | আজিম নগর | ১।০ | ।০ |
| ১০ | ,, | জ্যোতিশচন্দ্র মোহন্ত | বগুড়া | গোকুল | আকবারিয়া | ১।০ | ।০ |
| ১১ | ,, | জয়নাল আবেদীন | জলপাই-গুড়ি | রাজগঞ্জ | রাজগঞ্জ | ২।৴০ | ।৴০ |
| ১২ | ,, | আবুল কাসেম খাঁ | রঙ্গপুর | বদরগঞ্জ | বপ্সীগঞ্জ | ৸৵ | ।০ |
| ১৩ | ,, | হাকিম উদ্দিন পোষ্টম্যান | কুচবিহার | হলদীবাড়ী | হলদীবাড়ী | ১।০ | ।০ |
| ১৪ | ,, | পণ্ডরামদাস মাঝি | বগুড়া | সারিয়া কান্দি | চরকুমার পাড়া | ৸৶০ | ।৴০ |
| ১৫ | ,, | জে, এম, সরকার | দিনাজপুর | লাহিড়ী | পঞ্চদুয়াল | ১||০ | ||০ |
| ১৬ | ,, | আজিম উদ্দিন | রঙ্গপুর | জলঢাকা | বালাগ্রাম | ৸৵ | ।০ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আহম্মদ | | | | | |
| ১৭ | ,, | যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল | বগুড়া | কাজিবাড়ী হাটসহর | | ২৲ | ||৴৹ |
| ১৮ | ,, | অর্জ্জুনচন্দ্র পাল | দিনাজপুর | রানিসন-কাইল | অনন্তপুর | ৩||৹ | ৸৵৹ |
| ১৯ | ,, | হাসেন উদ্দিন | দিনাজপুর | বিরামপুর | দুর্গাপুর | ৸৵৹ | |৹ |
| ২০ | ,, | লোকনাথ সরকার | রঙ্গপুর | জলঢাকা | সবরেজেষ্টারী অপিস | ২||৴ | |৹ |
| ২১ | ,, | সদানন্দ কবিরাজ | দিনাজপুর | সানসেমা | মনুরতগুরোগ্রাম | ৸৵৹ | |৹ |
| ২২ | ,, | জারম্যান কবিরাজ | পুর্ণিয়া | গোয়াল পুকুর | প্রতাপপুর | ৬৸৵৹ | ১৸৴ |
| ২৩ | ,, | বাকুরআলী সোনার | বগুড়া | চন্দন কইসা | দোর পোড়া | ২৲ | ||৴৹ |
| ২৪ | ,, | ছমির উদ্দিন আকন্দ | রঙ্গপুর | ধাপের হাট | সুদহ বখসীগঞ্জ | ৫৲ | |৹ |
| ২৫ | ,, | রুহিণীনন্দন চৌধুরী | পুর্ণিয়া | ফরবেশ-গঞ্জ | চাউরা গুরুট্রেনিং স্কুলের হেড পণ্ডিত | ৸৵৹ | |৹ |
| ২৭ | ,, | রহিমদ্দিন মিঞা | রংপুর | মোগলহাট | কর্ণপুর | ২৸৴৹ | |৹ |
| ২৭ | ,, | রামলাল চুনিলাল মাহেশ্রী | কুচবিহার | কুচবিহার | মনোহারী দোকান | ১৬৸৵৹ | ৸৵৹ |
| ২৮ | ,, | বলদেব ময়র | ভাগলপুর | সুখটিয়া বাজার | রঙ্গরা | ৩||৹ | ১৴৹ |
| ২৯ | ,, | সৈয়দ আবদুল গফুর | দার্জ্জিলিং | শিলি-গুড়ি | শিলিগুর | ২৬৲ | ২||৹ |
| ৩০ | ,, | ডিম্বেশ্বর হাজারীকা | নওগা | নওগা | মযিকলং | ১|৹ | |৹ |
| ৩১ | ,, | এস, এম, তৈয়র | মালদহ | ইংরেজ-বাজার | ইংরেজবাজার | ১৩||৹ | ৸৹ |
| ৩২ | ,, | মহম্মদ ফয়েজ উদ্দিন | বগুড়া | দুর্গাহাটা | দুর্গাহাটা | ১৪||৹ | ২৸৵৹ |
| ৩৩ | ,, | বলদেও দাস | বিকানির | রামনগর | মামর খেরা | ৭৸৴৹ | ১৸৵৹ |

ক্রমশঃ

শ্রীরাধাকান্ত বণিক

## মাননীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক
## মহাশয় মান্যবরেষু

মহাশয় !

"ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যার ব্ল্যাক লিষ্ট প্রকাশিত করিয়া অনেকের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। সময়ে সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা হইলে অনেকের শিক্ষা লাভ হইবে এবং অনেকের চৈতন্যোদয় হইবে।

"প্রবাসী"তে আমার "বাঁকুড়া জেলার বিবরণের" বিজ্ঞাপন পড়িয়া আসাম টাঙ্গলার Contractor S. Kakoty এক কপি ভি,পি,তে পাঠাইবার জন্য আমাকে পত্র লিখিলে আমি তাঁহার আদেশ মত ভি, পি, করিলে তিনি তাহা ফেরৎ দিয়াছিলেন। সন ১৩২৯ সালের "প্রবাসী" ( বৈশাখ সংখ্যা ) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া, ৫নং কলুটোলা লেন হইতে প্রকাশিত "সাধনা" মাসিক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা আমাকে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত করিয়া ভি, পিতে পাঠাইতে লিখিলে, তাঁহারা বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা ও পোষ্টেজ খরচ সহ সন ১৩২৯ বৈশাখ সংখ্যা ভি, পিতে পাঠাইলে, আমি ভি, পি, ছাড় করিয়া লই। ১৩২৯ বৈশাখ হইতে সাধনার ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হয়। এই বৈশাখ সংখ্যা ব্যতীত আর এক সংখ্যাও আমি পাই নাই। ইহার পরে ৪।৫ বার কলিকাতা যাইলে, উক্ত ঠিকানায় একটী আস্তাবলের উপর অফিস দেখিতে পাই, সেখানে জনৈক ভদ্রলোক বলেন, "প্লেগের গোল যোগের জন্য কাগজ বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে। নুতন প্রেস বন্দোবস্ত করিয়াছি, শীঘ্রই কাগজ বাহির হইবে।" পরবারে যাইয়া দেখি সেখান হইতে আফিসটী উঠিয়া গিয়াছে। এক বৎসরের মূল্য দিয়া কেবল মাত্র এক কপি পাইয়াছি। শ্রীপরেশনাথ রায় ও আবদুল রসিদ সিদ্দিকী ইহার সম্পাদক।

অনেক দিন হইল কলিকাতার একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার বাঁকুড়ার জনৈক গ্রাহকের নামে আশ্বিন মাসে বার্ষিক মূল্য ভি, পি, দ্বারা আদায় করিয়া আবার চৈত্র মাসে ভি, পি, করিলে এবং উহা ফেরৎ দিলে, তিনি উক্ত গ্রাহকের কাগজ পাঠান বন্ধ করেন। গ্রাহক তাঁহাকে বার্ষিক মূল্য আদায়ের বিষয় লিখিলেও আর কাগজ পান নাই। আমি নিজে তাঁহাদের অফিসে যাইয়া এ বিষয়ে বলিয়াও কিছু করিতে পারি নাই। আপনাদের মাসিক পত্রিকা ভি, পিতে পাঠাইলে এবং গ্রাহক ফেরৎ দিলে এক বারের পোষ্টেজ লোকসান দিতে হয়, ইহার অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না। বাঁকুড়ায় আমার বাসনের কারবার আছে। বাংলা, বিহার, আসাম, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানাস্থানে আমাদের পাইকার আছেন। আমরা এই সকল মোকামের বাসন ব্যবসায়ীদের কাহার নিকট সামান্য মাত্র অগ্রিম কিছু টাকা লইয়া, কাহারও নিকট কিছুমাত্র অগ্রিম না লইয়াই, তাহাদের অর্ডার মত মাল পাঠাইয়া রসিদ ভি, পিতে পাঠাইয়া থাকি। কোন কোন ভি, পি, ফেরৎ আসিলে আমরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হই তাহারই নমুনা দিতেছি। নূতন ব্যবসায়ীগণ এই সমস্ত বিষয় পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশের রাজামন্দ্রির জনৈক ব্যবসায়ী পঁচিশ টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া আমাকে মালের বরাত দেন। রেলে মাল পাঠাইয়া রসিদ ভি, পি করিলে, উহা ফেরৎ আসে এবং তাহার সহিত এবিষয়ে পত্র আদান প্রদান করায় এক মাস অতিবাহিত হয়। শেষে অনন্যোপায় হইয়া মাল ফেরৎ আনাইতে বাধ্য হই। এই মাল বিক্রী হইলে আমার ১২॥• টাকা লাভ হইত, কিন্তু এই মাল পাঠাইতে রেল মাশুল ৩০৲ টাকা

ফেরৎ আনাইবার মাশুল ৩০্, এবং এক মাসের ডিমারেজ ৩০্ মোট ৯০্ টাকা দিতে হইয়াছে। মালগুলি ফেরৎ আনায় কতক ভাঙ্গিয়া যায় তাহাতেও, প্রায় ৬০্ টাকা ক্ষতি হয় মোট ১৫০্ টাকা ক্ষতি হইল।

বগুড়া জেলার হিলি ষ্টেষনে আমার একটী বেপারী মধ্যে মধ্যে মালের বরাত করিতেন। কিছুমাত্র অগ্রিম না লইয়াই তাহার বরাত মত পার্শ্বেলে মাল পাঠাইতাম। পরে গত আষাঢ় মাসে তিনি লিখিলেন যে পার্শ্বেলে অনেক মাশুল দিতে হয়; এজন্য মাল গাড়ীতে মাল পাঠাইতে লিখিলেন। তাহার আদেশ মত মাল গাড়ীতে মাল পাঠাইয়া রসিদ ভি,পি, করিলে, তিনি লিখিলেন মাল পৌছিলে ভি, পি, ছাড় করিবেন। যাহাতে মাল শীঘ্র পৌছে তাহার জন্য ই, বি রেলের ট্রাফিক ম্যানেজারকে ২।৭।২৬ তারিখে লিখিলাম। এদিকে ষ্টেষনে মাল পৌছিলে বেপারী আমাকে লিখিলেন যে তাহার হাতে টাকা নাই রসিদ রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইলে তিন সপ্তাহ পরে টাকা পাঠাইয়া দিবেন। আমি ভি, পি,তে রসিদ পাঠাইয়া তাহাকে লিখিলাম যে তাহার বরাত মত মাল পাঠান হইয়াছে তাহার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায়, ধারে মাল দিতে পারিব না। তিনি ভি, পি, ফেরৎ দিলেন আমি বাধ্য হইয়া আমার বিশ্বাসী স্থানীয় অন্য মহাজনের নিকট রসিদটী পাঠাইয়া তাহাকে লিখিলাম যে বেপারীর নিকট হইতে যেন টাকা লইয়া রসিদ দেওয়া হয় অথবা যদি তাঁহার বিশ্বাস হয়, তবে রসিদ দিয়া পরে টাকা আদায় করিয়া যেন দয়া করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি আমাকে লিখিলেন যে বেপারীকে বিনা টাকায় রসিদ ছাড়িয়া দিতে তাহার বিশ্বাস হয় না এবং সে এক এক বিল্লাও লইতে রাজি হয় না। কাজেই তিনি মাল ছাড় করিয়া তাহার গদিতে তুলিয়া রাখিয়াছেন বিক্রী করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিবেন, ইহার তিন মাস পরে আমি টাকা পাই। ২রা জুলাই তারিখে ই, বি, রেলের ট্রাফিক ম্যানেজারকে সত্বর মাল পৌঁছাইয়া দিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম, ২৬ আগষ্ট তারিখে মাল ছাড় হয়, ২।৵০ টাকা ডিমারেজ দিতে হয়। এই ২রা জুলাইএর পত্রের উত্তরে ৯ই সেপ্টেম্বরের পত্রে ট্রাফিক ম্যানেজার লিখিলেন যে মাল ষ্টেষনে পড়িয়া আছে, ডিমারেজ বৃদ্ধি হইতেছে, অবিলম্বে ছাড় না লইলে, আইনানুসারে ব্যবস্থা হইবে। আমি ট্রাফিক ম্যানেজারকে লিখি যে রেলের দোষেই ডিমারেজ দিতে হইয়াছে, ইহার জন্য আমি দায়ী নাই। ডিমারেজের টাকা ফেরৎ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিলাম, কিন্তু তিনি ২৪।১২।২৬ তারিখের পত্রে আমাকে লিখিলেন যে রেলকোংর কোন দোষ নাই, ডিমারেজ ঠিক আদায় হইয়াছে। ভি, পি,তে মাল প্রেরণ করায় পোষ্ট আফিস ও রেলের দোষে ব্যবসায়ীরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহার বিবরণ, গ্রহণ করিয়া আগামী বারে পাঠাইব। ইতি—

শ্রীরামানুজ কর

# অদ্ভুত লাঙ্গল

এতদিনে—এ-ত-দি-নে বাংলার তথা ভারতবর্ষের অন্নবস্ত্রের ভাবনা ঘুচলো! এইবার নিদ্রাদেবীর আরধনার জন্য "বেকার বাহিনী" সর্ষপ তৈলের যোগাড় দেখুন।

এ আশ্বাসে যাঁরা ভরসা পাচ্চেন না, তাঁরা যেন একটু কষ্ট স্বীকার কোরে পৌষ সংখ্যা কৃষক পত্রিকায় শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক লিখিত ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ" এবং ২১শে মাঘ ১৩৩৩ তারিখের (৪ সংখ্যা) আত্মশক্তি' পত্রিকায় শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার লিখিত "কলের লাঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালীর সাফল্য" দেখেন। কি অমুল্য জিনিষের সন্ধানই এরা এনেচেন! ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং আত্মশক্তির অন্যতম লেখক শ্রীদুর্গাচরণ সিংহ মহাশয় যদি তাঁর প্রবন্ধে ঐ আশ্চর্য্য লাঙ্গলের ব্যবহার সম্বন্ধে ইঙ্গিত না কোরতেন' তা'হোলে এসম্বন্ধে আলোচনা কোরতে ভরসা করতুম না।

ঐ লেখা দুটীর মধ্যে কোনটী বেশী উপাদেয়, তা নিয়ে মস্ত গোলে পড়েচি। অতএব, যেহেতু অনিল বাবুর লেখাটা বেশী বিস্তারিত, সেইটে নিয়ে আলোচনা কোরলে এক সঙ্গে দুটোরই আলোচনা সংঘটিত হবে। তবে, সুধীন্দ্র বাবুর লেখা সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, তাঁর দেওয়া হিসাব, প্রচলিত অঙ্ক শাস্ত্রের নিয়মানুসারে না হওয়ায়, কিছুই বোঝা গেল না। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক লাঙ্গলের হিসাবের জন্য অপর কোনও অসাধারণ বৈজ্ঞানিক অঙ্কশাস্ত্র আছে! সামান্য যে একটা প্রকাণ্ড ভুল দেখা গেল, সেটা হচ্চে এই যে, বলদ-চালিত ও মোটর-চালিত লাঙ্গলের যে তুলনামুলক হিসাব তিনি দেখিয়েচেন, তাতে বলদ হোতে এক বছরে কত গোবর পাওয়া যায় এবং মোটর-লাঙ্গল হোতে এক বছরে কত "মোটর-বর" (?) পাওয়া যায় এবং ঐ দুটী জিনিষের আপেক্ষিক মুল্য manure value কত তা জমা খরচ কোরে হিসাবে ধরেননি। গোবর যে এক বছরে কত পাওয়া যায় এবং তা'তে কিকি সার জিনিস থাকে এবং তার মুল্যই বা কত এ খবর ডাক্তার ভয়েলকার (Dr. Voelcker) প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞের গ্রন্থ নিবদ্ধ আছে। মোটর-বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই সাধারণের নেই। একটা কথা এখানে বলা দরকার মনে করি যে, ভয়েলকার প্রভৃতির নিরূপিত মুল্য কতকটা আপাততঃ অর্থাৎ face value হিসেবে; কিন্তু গোবরের আসল দাম intrinsic value তার চেয়ে শতগুণে বেশী। কারণ বিজ্ঞান-বিদরা বলেন যে"উদ্ভিদ"বস্তু-(Humus) ব্যতিরেকে বৃক্ষলতাদির অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। গোবরে নিহিত এই উদ্ভিদ-বস্তুটীর দাম কসা হয় নি। যাক্; এখন, মোটর-কারের দামটি সুধীন্দ্র বাবু জানিয়ে দিয়ে একটা সংশোধিত হিসাব দিলে, সাধারণের কতকটা বোধগম্য হোতে পারা অসম্ভব নয়।

বাজে কথা থাক্। এইবার অনিল বাবুর আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। এ আবিষ্ক্রিয়া, যাকে বলে একেবারে অসাধারণ বা অলৌকিক, তাই—এতে discoveryর সঙ্গে invention হরি-হরের মতন মিশে রোয়েচে। তিনি লিখ্‌চেন যে মটর লাঙ্গলের দৌলতে ভারতবর্ষের মাটিতে ক্যালিফর্ণিয়ার মত সোণা ফলানো যাবে। ভাল কথা! সোণার খনি খুজে খুজে দেশ বিদেশে আর লোককে ঘুরতেও হবে না বা পরশ-পাথর পাবার দুরাকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত আশা বুকে কোরে মানুষকে ক্লিষ্ট হোতে

* প্রবন্ধ লেখকের সহিত আমাদের মতভেদ আছে। এ দেশে কলের লাঙ্গলের উপযোগীতা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিব।—সম্পাদক।

হবে না। সুতরাং, অস্ত ফলং—ভারতবর্ষের Economical emancipation. অতএব, তস্ত ফলং ভারতবর্ষের—(?)—; কারণ, পণ্ডিতেরা বলেন, আর্থিক প্রাচুর্য্য ঘট্‌লেই জাতীয় জীবনের সব কিছু অপ্রাচুর্য্যই তিরোহিত হয়।

এর জন্যে, চাই শুধু কেবল কলের লাঙ্গল। তারপর আর কি।—বুঝচেন?

ঐ লাঙ্গলটীর দাম যে বেশী, তাও নয়,—মোটে ৬০০০৲"। এ তো যে সে কিনতেই পারে। তারপর, ঐ লাঙ্গলটীর জন্যে জমী যে বেশী পরিমাণে চাই তাও নয়—মাত্র "৩০০০/০ বিঘে' হোলেই হবে। যদি একান্তই ঐ পরিমাণ জমী সংগ্রহ হোয়ে ওঠে তা'তেও চিন্তার কারণ নেই। কেন না, লেখক খুব বিশেষ কোরে ভেবে চিন্তে এমন এক সহজ সুগম উপায় আবিষ্কার কোরে ফেলেচেন যে এই ভারতের একটী প্রাণীকেও না' বলবার যোটী রাখেন নি। তিনি লিখছেন, মাত্র ২০০/০ বিঘে জমী হোলেই হবে। কেমন, সুবিধে না? কোথায় ৩০০০/০ বিঘে আর কোথায় ২০০/০ বিঘে। একেবারে ১৫ ভাগের একভাগ মাত্র!!! আবার, ঐ ২০০/০ বিঘের খরচও যে বেশী তাও নয়। লেখক সাজ সরঞ্জাম মায় তাদের দাম ধরে কোসে দেখিয়ে দিয়েচেন মাত্র ২০০০০৲ টাকা থেকে বড্ড জোর ৩০,০৯০৲ টাকার এক পয়সাও বেশী লাগবে না। এই সামান্য টাকাটা তো যে সে ইচ্ছে কোরলেই খরচ কোরতে পারে। বাকীটা কেবল সোণাটা ফেলিয়ে নেওয়া, এই যা। তারপর, হুঁ হু!!!

সোণার চাষ ছাড়া যে অন্য চাষ ওঁর ঐ টাইটন ট্র্যাক্টরে হয় না এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি আমাদের জানাচ্চেন। নবোঢ়া বধুর লজ্জা-পীড়িত ভাষাটী যেমন হেঁয়ালি-ছন্দে প্রকাশ হয়, সূক্ষ্মী আবিষ্কর্ত্তার বিজয়-বার্ত্তা তেমনি বিনয় নম্রতার ঝাঁজে Reduction and absurdom গোছের প্রমাণ ধারায় বেরিয়ে পোড়েচে। যাঁরা ঘরের পয়সা খরচ কোরে কাগজ পত্র কিনে থাকেন, পাছে তাঁদের বোঝবার ভুল হয়, এই জন্যেই এই টীকা-টীপ্পনীর প্রয়োজন। তা না হোলে, ভুল বুঝলে লেখক মহাশয়ের পরিশ্রমটাও পণ্ড হবে, আর তাঁর রাণাঘাট যাতায়াতের মাশুলটাও জলে যাবে। অতএব, লেখা বাহুল্য যে, চাপ্‌ চাপ্‌ সোণা ছাড়া আর কিছুরই ফসল ঐ লাঙ্গলে হোতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত বেশ বোঝা গেল। যে-টা বোঝা গেল না,সেটা হোচ্চে এই যে ২০০/০ বিঘে চাষ করবার জন্য ৩০০০/০ বিঘে কার্য্যক্ষম লাঙ্গলকে কেন নিয়োজিত কোরতে হবে। একটা ১/ একমণ ভারী বোঝাকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে, একটা মুটে না নিয়ে, একটা মোষের গাড়ী নিযুক্ত কোরতে হবে কেন? লেখক কি ২০০/ বিঘে জমীর উপযুক্ত লাঙ্গলের সন্ধান রাখেন না? কম জমীর জন্য বিমেন প্রভৃতি ছোট লাঙ্গল (Baby tractor) আছে। ভারতের বাজারে Baby, boy, man, woman প্রভৃতি নানা রকম ট্র্যাক্টর চালাবার জন্যে এবং আমেরিকার বীজ ব্যবসা প্রভৃতি হস্তগত করবার জন্য এই যে রাজকীয় কৃষি কমিশনটী নিযুক্ত হয়-নি, এ কথা অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারবো। বোধ হয়, সেই জন্যই লেখক অধিকতর কষ্ট স্বীকার করেন-নি। যাক্।

লেখক, তাঁর নব পরিচিত মল্লিক মশায়ের মারফতে বহুমূল্য সংবাদ দিচ্চেন যে, এই লাঙ্গলে "পাট চাষে কোন তফাৎ দেখি নাই।" বাঁচা গেল। ঐ লাঙ্গল দিয়ে কি না শেষে পাট চাষ? "তফাৎ" যখন নেই, পাট চাষ করবার জন্যে লাঙ্গলেরও দরকার নেই। পাট-কলওয়ালারা জব্দ হোয়ে গেল।

ধান সম্বন্ধে লেখক জানাচ্চেন "জমী জলে ডুবিলে আমাদের তিন টন ভারী টাইটন ট্রাকটর (titon tractor) বা কলের লাঙ্গল উঠিতে নড়িতে পারে না।" বাঃ! এই তো চাই!!! কৃষককে আর রোয়া বা পেঁকী চাষ করায় কে? তারপর লিখ্‌চেন "কলের লাঙ্গল চাষ দেওয়ার পূর্ব্বে ফসল বিঘা প্রতি ধান ৬/ মণ। কলের লাঙ্গলের চাষ করিবার পর বিঘা প্রতি ফসল ধান্য ১২/ মণ জন্মিতেছে।" অর্থাৎ একেবারে ডাবল্। সুতরাং, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার অনেক স্থানে উপযুক্ত সুচাযে যখন ১২/, ১৬/ মন কি ২০/ মণ ধানও সাধারণ লাঙ্গলের কাজে বিঘা প্রতি জন্মায়, সে সব স্থানে অনিল বাবুর কলের লাঙ্গল ব্যবহার কোরলে যথাক্রমে ২৪/, ৩২/ এমন কি ৪০/ মণ ধান পাবার নিশ্চয়তা ঘোচায় কে? এতে কৃষকের মহা বিপদ। এত ধান কৃষক কি কোরবে? এই মস্কিল আসান করবার জন্য, খানিক বাদে তিনি লিখ্‌চেন "ধানের আবাদে বিঘা প্রতি মোট আয় ২৭৲ টাকা খরচ ২০৲।" অর্থাৎ কলের লাঙ্গলে উৎপন্ন ১২/ মণ ধানের দাম ২৭৲ টাকা হোলে, ঐ ধানের প্রতি মণ দর হয় ২।০। কিন্তু সাধারণ লাঙ্গলে উৎপন্ন ধানের মণ বিকায় ৩৷৷০ থেকে ৫৲। ঐটেই একটু মুস্কিলের কথা হোলো; ভাবা গেছলো, হয়ত বা কৃষক রাতারাতি বড়লোক হোয়ে পোড়বে, আর দেশের যত চোর ডাকাতের সে লক্ষ্যীভূত হোয়ে থাকবে। কিন্তু যাক্, তবুও তো ৭৲ টাকা লাভ রইলো! না; ওর পরে আবার লিখচেন "ধানের আবাদে লাভ থাকে যদি নিজেই সব করা যায়।" অর্থাৎ, লোক-জন মজুর দিয়ে কলের লাঙ্গলে চাষ করালে, কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা নেই;—সে কে জানে ৬/ মণের জায়গায় ১২/ মণ ধান আর কে জানে ২০/ মণের জাগায় ৪০/ মণ ধান। সাবাস্ রে লাঙ্গল!

অতএব স্পষ্টই বোঝা গেল বাংলার সর্ব্ব প্রধান যে দুটো চাষ নিয়ে যে কৃষককুল জলে ভিজে, রোদে পুড়ে এত কষ্ট পায়, এই লাঙ্গলের কল্যাণে তারা চিরদিনের জন্যে নিষ্কৃতি পেলে।

কথা উঠতে পারে, ধান ও পাট ছাড়া অন্য কৃষিতে যদি এই লাঙ্গল নিযুক্ত হয়? লেখক সে ভাবনাও ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখ্‌চেন, এই কলের লাঙ্গলে "আলু ৬০/ মণ" হয়। আমরা জানি, সাধারণ লাঙ্গলে সুচাষে আলু ৬০/, ৮০/ ১০০/ মন কি ১১০/ মণও হয়। অতএব আলু গেলেন। তিনি লিখ্‌চেন "ইক্ষু ২০/ মণ" হয়। আমরা জানি, সাধারণ লাঙ্গলে সুচাষে কাজলী ও ধানী জাতীয় আকের গুড় ২০/ মণের বেশী, সামসাড়া ও কামরাঙ্গা জাতীয় আকের গুড় ২৫।২৬ মণও হয়। অতএব ইক্ষু মশাই গেলেন। তা'হোলে রইলেন কে?

রইলেন ছোলা। ছোলা না-কি ঐ লাঙ্গলে ১০/ ফলে। এটা একটা ভাবনার কথা: কারণ, বাংলা দেশে ২/ মণের অধিক ছোলা ফলে না। পশ্চিমে অর্থাৎ ছোলার চাষের উপযুক্ত জমী ও জল বায়ুতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫/ মণের অধিক ফলে না। সুতরাং ১০/ মণ ফলনের কথাটা যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে। এটার ভাবার্থ বুঝ্‌তে পারা গেল না;— পাঠকেরা বুঝে নেবেন।

বৈজ্ঞানিক লাঙ্গলের বৈজ্ঞানিক হিসাব দেখে স্তম্ভিত হোতে হয়। লেখক লিখ্‌চেন, "দেখিলাম, একজন চাষা আসিয়া, তাহার ধানের জমি একবার কলের লাঙ্গল দ্বারা এক ফুট গভীর চষিয়া লইবার জন্য ১৷৷০ টাকা বিঘা বন্দোবস্ত করিল।" পরে, এক টিন কেরোসিন দ্বারা ২ বিঘা চাষ (plough) ৪ বিঘা ডিস্ক হয়। এক টিন কেরোসিনের মূল্য ৩৸৹।" একটু পরেই "বিঘা প্রতি এক ফুট করিয়া

গভীর ফাল দ্বারা চাষে (plough) ৩৲ টাকা খরচ। বিঘা প্রতি ডিস্ক মই বা কালটিপ্যাক এক সঙ্গে মোট খরচ ১৷৷৹ টাকা।" অর্থাৎ একুনে ৪৷৷৹ টাকা? যতই হোক, বিঘা প্রতি "Plough" কোরতে যদি "৩৲ টাকা খরচ" হয়, তা'হোলে চাষীর জমী চষতে "১৷৷৹ টাকা বিঘা বন্দোবস্ত" কি কোরে হোলো? বৈজ্ঞানিক অঙ্ক শাস্ত্র!

"ড্রাইভার যে (Tractor) ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গল চালায়, তার দৈনিক মজুরী ১৲ টাকা। সে জাতিতে গোয়ালা।" চালকের জাতি-পরিচয় উল্লেখ করবার উদ্দেশ্যটা কি? তিনি কি বোল্তে চান, গয়লা জাতের একটী ড্রাইভার ভিন্ন অপর জাতির ড্রাইভার নিযুক্ত কোরলে, ট্রাক্টর জিদ ধোরবে পাদমেকং ন গচ্ছামি? অথবা, তিনি সেই পুরাতন দ্বেষমূলক প্রবাদ বচনটী—৮০ বছর না হোলে গয়লার পোর বুদ্ধি হয় না—আমাদের স্মরণ করিয়ে ইঙ্গিতে বোলতে চাচ্চেন যে দৈনিক মাত্র ১৲ মজুরীতে ট্রাক্টরের মত ভারী গাড়ীর মোটর কল কব্জা পরিচালন ও পরিরক্ষণ করা এক গয়লা ছাড়া অন্য কোনও জাতই স্বীকার কোরবে না?

লেখকের কলমের ডগায় প্রশ্ন হোচ্চে, "আপনাদের বাৎসরিক লাঙ্গলের দরুণ মূল্য হ্রাস (depreciation) কত?" উত্তর হচ্চে 'ভাঙ্গ'চূড়া বাবদ বাৎসরিক প্রায় ২৫০৲ টাকা।" Depreciation বোলতে অনিল বাবু কি বোঝেন? "ভাঙ্গা চুড়া বাবদ" যে খরচা হয়, সে সরঞ্জামী খাতে যায়; তা'কে Contingency খরচা বলে। Depreciation এর খরচা লেখক পান নি। অনিল বাবুর লাঙ্গল যদি বৈজ্ঞানিক লাঙ্গল না হোতো, আমি জিজ্ঞাসা কোরে ফেলতুম, "মশাই, ঝাড়নের খরচা কই, cotton wasteএর খরচা কই, Lubricating oils ইত্যাদি ইত্যাদির খরচা কই?"

লেখকের আবিষ্ক্রিয়ার ব্যবহারিক দিকটা একবার দেখা যাক্। ইনি লিখচেন "উহা এখানে ৪ বৎসর ব্যবহার করার পরও ঠিক আছে;" "প্রথম ২।৩ বৎসর লোকসান যায়," "তারপর...গত দুই বৎসরে তাঁহারা লাভজনক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।" প্রণালীটী কি? "প্রথম বৎসর মনে করুন ইক্ষু আলু, ২য় বৎসর পাট তারপর ৬ মাস যে কোন রবিশস্য, ৩য় বৎসর প্রথম ও ৬মাস পতিত, তারপর ছয় মাস সরিষা বা ঐরূপ তৈলবীজ, ৪র্থ বৎসর পুনরায় ইক্ষু বা আলু পুনরাবৃত্তি।" বোঝা গেল মোট ৪ বছরের ভিতর ৩ বছর তো লোকসান গিয়াছেই, বাকী ২ বছরে (!) লাভের পন্থার আবিষ্কার কোরে ৪ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞান জন্মে গেছে! সাধু!!! কিন্তু "মনে করুন"টা কি? যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হোয়ে থাকে, তা'তে মনে করাকরির কি রইলো? যাক্। ১ম বছরে কলের লাঙ্গলের সাহায্যে ইক্ষু এবং আলু হোচ্চে! কোন্ ফসল কোন্ মাসে বসিয়ে কোন্ মাসে তোলা হয়? ইক্ষু ফলতে কত সময় লাগে এবং কি কি ঋতুর দরকার হয়? ২য় বৎসরে পাট এবং রবিশস্যের মাঝে কোন ফসল হয় না কেন? ৩য় বৎসরে "প্রথম ৬ মাস পতিত" রাখতে হয় কেন, যদি "দেশী গোবর সার যেমন দরকার তেমন" দেওয়া হয় এবং "ফসল রোটেশন" "অনেকটা সারের কাজ" করে এবং "কলিকাতার সার বিক্রয় কোম্পানীগুলি কোন্ ফসলে কি সার দরকার অনুযায়ী কেমিক্যাল সার পাঠাইয়া দেয়?" আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিকতা! "তারপর ছয় মাস সরিষা বা ওরূপ তৈলবীজ।" এতে চাষের খরচ ওঠে তো?

লেখক লিখচেন যে, একবার চাষ একবার ডিস্ক ও একবার মই 'প্রাচীন প্রথা মত ৭ চাষের সমান।" বটে? তারপর, চাষের পর "তখন না বুনিলেও

এক পশলা বৃষ্টির পর, এইরূপ চাষ দিয়া ৩ মাস কাল যাবৎ জমির সরসতা এইভাবে রক্ষা করা যায়। ঐ সময়ের মধ্যে আর একবার ডিস্ক ও কালটিপ্যাক এই তিনটী যন্ত্র যোগাযোগ করিয়া দুইটী চাষের সহিতই শেষ করা যায়।" একে এবং সাতে যত তফাৎ একবার চাষে ও সাতবার চাষে ঠিক তত তফাৎ হয়। ধান কেটে নেবার পর, জমীর যো থাকৃতে থাকৃতে একবার চাষ কোরে এবং পরবর্ত্তী প্রতিমাসে একবার কোরে বা বড় জোর দু'বার করে কর্ষিত মাটী উল্টে পাল্টে দিয়ে রোদ খাওয়াতে হয়। এ দেশের চাষারা এই প্রথাকে 'হাম্‌না' দেওয়া বলে। তা'দের বিশ্বাস জমী এইরূপে হাওয়া, আলো, উত্তাপ প্রাপ্তিতে কেবল যে সারবান্ হোয়ে ওঠে তাই নয়, সারা বর্ষার জল পেয়ে, বাংলার সরস মাটীতে যে অগণিত কীট, পতঙ্গ বাসা বেঁধে ঘর-কন্না পাতে এবং মানুষের খাদ্য-সামগ্রী আত্মসাৎ করবার ষড়যন্ত্র কোরতে থাকে, তাদের হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া, Cultipack দেওয়া জমী ৩ মাস সরস রাখবার ভরষা কৃষকেরা করে না তা'দের বিশ্বাস, এ দেশের জমীর সরসতার লোভ তৃণজাতির খুবই বেশী এবং অন্য আগাছারও বড় কম নয়। চাষারা তাদের স্থূলবুদ্ধি অনুসারে ভাবে যে এই সব তৃণ ও আগাছা কীট পতঙ্গের আবাস স্থানে পরিণত হয়। এজন্য তা'রা ঐ সব তৃণ ও আগাছার জন্ম ও বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে বেয়নেটমুখী লাঙ্গলের ফাল দিয়ে একই কালে কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদের উপর law and order চালায়। অভিজ্ঞ চাষীরা বলে যে ঐরূপ law and order মাঝে মাঝে না চালালে পোকা মাকড়ের উপর moral effect রক্ষা করা যায় না। অতএব দেখা গেল, জমীকে সারবান কোরে তোলা, পোকা মাকড়ের উৎপাত নিরুদ্ধ করা, এবং আগাছার জন্ম ও বৃদ্ধি রুদ্ধ করা—এই তিন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানকার অবৈজ্ঞানিক চাষা কাজ করে এবং তারা বলে, এরূপ না কোরলে, কেবলই "কলিকাতার সার বিক্রয় করিবার কোম্পানীগুলি" তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। মাত্র খননই (Ploughing) তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তা'রা আরও বলে ধান চাষের জন্য এক ফুট গভীর খনন কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকরও হয়। কিন্তু এ সমস্ত অবৈজ্ঞানিক চাষার কথা, বৈজ্ঞানিক মোটর্ ট্রাক্টরের কথা নয়।

একটা মস্ত ধোকা থেকে গেল। Tractor যদি এতই কার্য্যকরী, তা হোলে "আধি বর্গায়" "দেশীয় প্রথায় ধান আবাদ করি" কেন? বর্গায় অর্থাৎ ভাগে চাষ কোরতে গেলে জমীর মালিকের তো জমী কর্ষণের কোন দায়ীত্ব বা বাধ্যবাধকতা নেই। তা' ছাড়া যদি সেই "দেশীয় প্রথায়" "আবাদ" কোরতেই হোলো, তা'হোলে কলের লাঙ্গলের দ্বারা সাশ্রয় হোলো কতটা?

আরও এক কথা, যদি "মজুররা" ফাঁকি দেয় এবং "মজুর পাওয়া যায় না" এবং "লাভ থাকে না", তা'হোলে ধান-ক্ষেতের নিড়ানী কাজ, ইক্ষু আলু প্রভৃতির মাটী টানা প্রভৃতি যাবতীয় চাষের কাজ (ploughing নয়, cultivation) কি কোরে সম্পন্ন হয়, ঐ tractor দিয়ে? প্রাথমিক চাষ অর্থাৎ ফসলের বীজ বা গাছ বপন বা রোপন করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ploughing এর পর tractor কি সাহায্য করে? বীজ যখন ঘন হোয়ে ফুটে ওঠে, এদেশে তখন বলদ বাহিত আঁচড়া ব্যবহারে লাগে। Tractor সে ক্ষেত্রে কি কোরবে, মজুর যখন মেলবার সম্ভাবনা নাই।

আচ্ছা, ধরে নেওয়া গেল, মজুরের অভাবের জন্যেই tractorই রইলো, সেই প্রাচীন যুগের অসভ্য

অকর্ম্মণ্য লাঙ্গলের দরকারই রইলো না। যদি সেই প্রাচীন লাঙ্গলই রইল না, বলদকে কেবা শুধু শুধু খাওয়াবে, আর লোকাভাবে কেই বা তাকে দেখ্‌বে শুন্‌বে? অতএব বলদও গেলেন। অনিল বাবুর বক্তব্যের এইটাই হোচ্চে নিগূঢ় মর্ম্ম। এই কথাটা সুধীন্দ্র বাবু বেশ গুছিয়ে বোলেচেন। তিনি বোলেচেন ... .. অসমর্থ ও কৃশকায় বলদের দ্বারা ভাল কাজ সম্পন্ন হয় না। ... ... যদি এখন কৃষির উন্নতি করিতে হয় তবে গোজাতিরও উন্নতি বিধান করিতে আমরা বাধ্য হইব। অর্থাৎ কৃষির উন্নতির জন্য চাযের লাঙ্গল টানিবার জন্য আরো বেশী বলদের প্রয়োজন। কেবল অধিক সংখ্যক বলদ কেন, ভাল জাতের বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন। কিন্তু কৃষিজাত উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গো-বংশ উন্নতির দিকে লোকের আর তেমন নজর পড়িতেছে না। কারণ গো জাতির খাদ্য সামগ্রী এত বেশী মূল্যের হইয়া চলিতেছে যে ব্যবসায়ী হিসাবে উহার দাম উঠিতেছে না। ... ... কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের শ্রম লাঘবের জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার হইতেছে। অর্থনীতির দিক দিয়াও আমাদের এইদিকে একবার ভাবিয়া লইতে হইবে। ... ... রক্ত মাংসের প্রাণীকে এত না খাটাইয়া তাহার বদলে লৌহময় অচেতন পদার্থকে কাজে নিয়োগ করিলে ... ... গো-প্রজননের কিছু অনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংসার ক্ষেত্রে যোগ্যতমের জয় ও অযোগ্যের পরাজয় এই নীতি অনুসারে ইহার যে আবশ্যকতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"। সাফ্‌ কথা অযোগ্য বলদের স্থান "সংসারক্ষেত্রে" নেই।

আশ্চর্য্য গো-প্রীতি। বলদ না রেখে না পুষে "কেবল অধিক সংখ্যক কেন ভাল জাতের বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন" এঁরা মেটাবেন; কেননা গো জাতির উন্নতি বিধান করিতে" এঁরা "বাধ্য"। একটা কথা অবশ্য বিবেচনা কোরতেই হবে যে, "কৃষিজাত উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গো বংশ উন্নতির দিকে লোকের আর তেমন নজর পড়িতেছে না।" তা' না হোলে, কোন কালে এঁরা উন্নতি কোরে ফেলতে পারতেন। তবে, নেহাৎ কিনা খোল ভুষির দাম চোড়ে গেছে বলেই অনিচ্ছায় বাধ্য হোয়ে মাটীর দরে, মাত্র ৬০০০৲ টাকায়, লৌহময় অচেতন পদার্থ গুলোর দিকে এঁরা লোকের নজর দেওয়াচ্চেন। গুড্‌ বায় মেসার্স রক্ত মাংসওয়ালা বলদ, তোমাদের আমরা চাই না; কিন্তু তোমাদের উন্নতি আমরা কোরবই, কেননা আমরা বাধ্য আছি।

কিন্তু বলদগুলোকে বিদায় দিলে, চোলবে কি কোরে? দেখা যাচ্চে, "কলিকাতায় সার বিক্রয় কোম্পানিগুলি" "নানা প্রকার কেমিক্যাল সারের মিশ্রণ" পাঠালেও, "গোবর সার যেমন দরকার তেমন ব্যবহার করবার প্রয়োজন ঘোচে না। এ "প্রয়োজন" তো বড় সোজা প্রয়োজন নয়। বিঘে ফসল হিসাবে ৪০/০ মণ থেকে ১৫০/০ মণ গোবরের দরকার হয়। গড়ে (average) যদি বিঘে পিছু ৬০/০গোবরের প্রয়োজন ধরা যায়, তাহোলে অনিল বাবুর মল্লিক ভ্রাতৃদ্বয়ের দরকার হয় ৭০০৬০০ = ৪২০০০/০ মন। গরু না রেখেও এই পরিমাণ গোবর যোগান দেওয়া, মাত্র কলের লাঙ্গলের চাষেই সম্ভব হয়। ঐ হস্তী-লাঙ্গলটীর বিচরণ ক্ষেত্র হোচ্চে ৩০০০/০ বিঘে জমী। ঐ পরিমাণ জমীতে লাগ্‌বে ৩০০০ ৬০/০ = ১৮০০০০/ অর্থাৎ এক লক্ষ আশী হাজার মণ। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি বলদ গুলোকে গুড্‌ বায়্‌ কোরে ঐ হাতীগুলোকে পোষা যায়, তা'হোলে গোবর প্রাপ্তির উপায় কি হবে? অবশ্য জবাব হোতে পারে, হাতীগুলো তো নাদবে'।

কিন্তু কৃষিকার্য্যে হাতীর নাদ কতটা কার্য্যকরী তা' কোনও কৃষি ব্যবস্থাপক এ পর্য্যন্ত পাঁতি দিয়ে জানিয়ে দেন্-নি।

এ পর্য্যন্ত যে সব আলোচনা হোলো,তার সব কটা বিষয়ই লেখক যুগলের স্বলিখিত উক্তি থেকে। আমি নতুন কোন প্রশ্ন তুল্‌তে চাই না। হিসাবের খুঁটিনাটীতে (detailed calculation) কোথায় গলদ আছে, কোথায় ন্যায়ের ফাঁকি আছে, সে সকল কথা না তোলাই ভাল। মাঠ যখন ফসলে ভরা থাকে বলদের তখন ক্ষেত্রে কাজ থাকে না বটে, কিন্তু তা'বোলে সে বোসে খায় না। ক্ষেতের কাজ ফুরুলে, সে 'ছালা' বয়, গরুর গাড়ী টানে, শস্য মাড়াই করে, মোট বয়, এটা ওটা সেটা নানা রকম ছোট বড় কাজ সে করে। এসব ধরে তার পোষণ খরচা কত কম পড়তায় হয়, তা দেখবার আমার প্রবৃত্তি নেই; এবং অপর দিকে হস্তী লাঙ্গলের পক্ষে ৩৬৫ দিন কাজ করা সম্ভব কিনা এবং সে অনুপাতে তার দৈনিক খরচা কত বেশী হয়, সে প্রশ্ন আমি তুল্‌চি না। আমি খালি এই কথাটাই বল্‌তে চাই যে আমাদের দেশের জলবায়ু, তাপ, মাটী জমির কিতা (plot) ইউরোপ বা আমেরিকার ঐ ঐ জিনিস থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমাদের দেশের লোকের ধাতু ও আর্থিক অবস্থা ইউরোপ বা আমেরিকার লোকের ধাতু ও আর্থিক অবস্থার সঙ্গে এক নয়। সুতরাং, ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষে যে ব্যবস্থা খাটে, ঠিক সেই ব্যবস্থাই যে আমাদের পক্ষে খাট্‌বে, এমন কোন নিয়ম নেই; বরং না খাটাই স্বাভাবিক।

ঐ যাঃ; কি বোলে আরম্ভ কোরলুম আর কি বোলে শেষ করলুম! এ যে সোণার চাষের কথা। সাধারণ চাষের সঙ্গে সোণার চাষের কথা মিলবে কেন? কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ও সংস্কারকে সম্বল কোরে, যতটুকু দৃষ্টি দিতে পারা যায় তাতে মনে বড়ই সংশয় জাগে। সেইজন্যে সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ কোরচি ঐ লেখা দুটীর বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত কোরতে। কি বিষয়ের মত তা, নীচে নিবেদন কোরলুম।

লেখা দুটো দেখে মনে হোলো, বুঝি বা প্রবন্ধ হবে। পড়ে মনে হোলো এ ট্রাক্টরের বিজ্ঞাপন বা মুল্য-তালিকা না হোয়েই যায় না; কেননা, লেখার বক্তব্য এতই কাঁচা যে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোন কাগজের সম্পাদকই ওগুলোকে প্রবন্ধ হিসাবে গ্রাহ্যই কোরবেন না। অতএব, ও বিজ্ঞাপন না হোয়েই যায় না। কিন্তু—কিন্তু যখন সম্পাদক মাত্রেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কেননা সাধারণের কষ্ট-র্জ্জিত অর্থের বিনিময় ভিন্ন তাঁরা কাগজ বিতরণ করেন না; তখন মনে হোলো এতো বিজ্ঞাপনও হোতে পারে না; কেননা, কাগজের পাঠ্যাংশে লেখা দুটী সন্নিবেশিত থাকায়, ক্রেতা পাঠক ঐ অমূল্য আবিষ্কারের কাহিনী প্রবন্ধ বোলে বিশ্বাস কোরতে বাধ্য হবেনই। এক বন্ধু এই সময়ে আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমায় বোল্লেন যে এ লেখাকে, ইংরাজীতে যাকে paid guest বলে, সেই জাতের অর্থাৎ কিনা paid article. কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলুম, "তুমি কি এটাকে propaganda বোল্‌তে চাচ্চ?" তিনি বোল্লেন, "না; ঠিক ঐ

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও সাদরে আমরা পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুলথাকিয়া যাইতে পারে।

## ২নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার পত্রিকার ১৮৫৫নং গ্রাহক। মাঘ মাসের সংখ্যায় "কলম্বোর পত্র" পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আজ আমরা প্রায় ১০।১১ বৎসর যাবত্ একটি গেঞ্জির কারখানা স্থাপন করিয়া বিশেষ কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমরা বহু চেষ্টা করিয়া আজ পর্য্যন্তও কোন এজেন্সী দিতে পারিলাম না বা গেঞ্জি বিক্রির ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছি না।

কলম্বোর পত্রে দেখিতে পাইলাম যে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় গেঞ্জি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছেন বা এজেন্সি নিতে চান। সতন্ত্র প্যাকেটে একটি গেঞ্জির সেম্পল পাঠাইলাম। তিনি অথবা যদি কলিকাতাতে কেহ এজেন্সী নিতে চান এমন কোন বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন বা সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে বড়ই উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব। গেঞ্জি ১৩৲ টাকা মূল্যে (Exfactory) দিতে পারিব এবং শত করা ১০৲ দশ টাকা হারে কমিশন দিতে রাজী আছি তবে আমাদের গেঞ্জির মূল্য ভিঃ পিঃ যোগে দিতে হইবে আর বিজিনেছ গ্যারান্টি দিতে হইবে। আর যদি ভাল কারণ হয় ব্যাঙ্ক রেফারেন্স দিতে পারেন তবে ব্যাঙ্কের বরাবরেও টাকা দিতে পারিবেন। আমাদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য দানে বাধিত ও উপকৃত করিবেন। ইতি

বি, কে, চৌধুরী
গ্রাহক নং ১৮৫৫

## ২নং পত্রের উত্তর

আমরা আপনার প্রেরিত কোনও গঞ্জির নমুনা আজিও পাই নাই। পাইলে Canvasser দের নিকট যাচাই করিয়া ফলাফল জানাইতে পারি। আমরা "ব্যবসায়ের সন্ধান" শীর্ষক অধ্যায়ে আপনার প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া দেখিব যদি কেহ গঞ্জির এজেন্সী লইতে চা'ন। কলিকাতার বাজারে খুব খারাপ এবং খুব ভাল সকল রকমের গঞ্জিরই গ্রাহক আছে; কিন্তু নিজেরা আসিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিয়া সেইরূপ খরিদদার পাকড়াইতে হয়; অথবা ভাল Canvasser রাখিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি টাকা থাকিলে মাল উৎপন্ন করা কঠিন নহে কিন্তু তাহা গুণে ও দরে অন্যান্য জিনিষের সহিত compete করিয়া কাটানোই শক্ত; সে জন্য হয় নিজেদের অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইবে নচেৎ উপযুক্ত কমিশন দিয়া ভাল দালাল রাখিতে হইবে।

## ৩নং পত্র

মহাশয়,

অগ্রহায়ণ মাসে ৭৫৫ পৃষ্ঠায় ছোট ইলেকট্রিক মোটর শীর্ষক প্রবন্ধটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। প্রবন্ধে লিখিত ছোট ইলেকট্রিক মোটর বলিতে=ইহা হইতে Electric current generate হইয়া অন্য কল চালাইতে পারা যায় বলিয়া বুঝাইতেছে অথবা অন্যত্র উৎপাদিত Electric current ইহাতে সংযুক্ত করিয়া এই মোটর চালাইতে হয় বলিয়া বুঝাইতেছে ?

২। এই সকল মোটরগুলি কম পক্ষে কত মূল্যে বিক্রয় হয় ?

৩। আপনারা এই সকল মোটর আমদানী করিয়াছেন কিনা অথবা আপনারা যদি আমদানী না করেন তবে এই সকল মোটর কোন ঠিকানায় পাওয়া যাইবে ?

৪। ইহা যদি electric current generating motor হয় তবে ইহা আটা ভাঙ্গা কল, সরিষা প্রভৃতি তেলের কল চালাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না ?

১ পাতি কিম্বা কাগজি লেবু পাইকারী দরে এককালীন ৮।১০ হাজার লেবু ক্রয়কারী এমন কোন গ্রাহক পাওয়া যায় কি না ? (অবশ্য আমি এখন লেবু সরবরাহ করিতে প্রস্তুত নই। ভবিষ্যতে যদি কখন লেবু সরবরাহ করিবার সুবিধা করিতে পারি সেই জন্যই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য।)

২। সুপারীর ছোবড়া আবর্জ্জনার ন্যায় ফেলিয়া না দিয়া কোনরূপ কাজে ব্যবহার হয় কি না ? এবং সুপারীর ছোবড়া যদি কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তবে বাজারে তাহার কোন গ্রাহক পাওয়া যায় কিনা ?

আশাকরি প্রশ্নগুলি উত্তর দানে অনুগৃহীত করিবেন। ইতি

শ্রীঅজিতকুমার সিংহ
গ্রাহক নম্বর ১৯৫৭

## ৩নং পত্রের উত্তর

২। এই সকল ইলেকট্রিক মোটর আপনা আপনি চলেনা, কোনও Electric Power station হইতে current বা তাড়িৎ প্রবাহ আনিয়া তবে এই সকল মোটর চালাইতে হবে। এই জন্য যে সকল স্থানে Electric current generating Power station নাই সেখানে এই সকল মোটর ব্যবহার করার উপায় নাই। মফঃস্বলের জন্য এই কারণেই oil Engine ব্যবহার করা সকল দিক দিয়াই সুবিধা। ইহাতে খরচ যেমন কম হয় তেমনি অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

২। পাতী কিম্বা কাগজী লেবু ৮।১০ হাজার কেন, ৪০।৫০ হাজার কিনিবার মত পাইকার অনেক দিতে পারিব। অবশ্য দর এবং জিনিষ ভাল হওয়া চাই।

৩। লড়াইয়ের অব্যবহিত পুর্ব্বে বরিশাল জেলার পাতার হাট মহকুমা হইতে জনৈক গ্রাহক আমাদিগকে কিছু নমুনা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ নমুনা দেখিয়া Otto Sachhe ও Moll Schute নামক German Firms এর মারফৎ আমার দুইটী Sample Consignment জার্ম্মানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম কিন্তু তাহার ফলাফল আর জানিতে পারি নাই; কারণ ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই লড়াই আরম্ভ হইল। আপনি যদি অন্ততঃ ১/০ একমণ মজানো সুপারীর খোসা (অর্থাৎ যে সুপারী পাকা অবস্থায় বড় বড় জালার মধ্যে রাখিয়া জলে পচাইয়া তৈরী হয়) এখানে পাঠাইয়া দেন তবে পুনরায় চেষ্টা দেখিতে পারি।

### ৪নং পত্র

মহাশয়

আমি "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কার্ত্তিক মাসের ১ কপি ভিঃ পিঃ ডাকে লইয়াছি। উহাতে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে, এই পত্রিকায় বহুল প্রচলন বিশেষ আবশ্যক কার্য্য বাঞ্ছনীয়। নিম্নে লিখিত ২টী ব্যবসায়ীর ঠিকানা দিয়া বাধিত করিবেন। উহা আপনাদের ব্যবসায়ের পরিচ্ছদে উত্তর পড়িলাম।
১।—(পি—১৪৪) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী হরিতকী সরবরহকারীদিগের সন্ধান চাহেন। (T. J. 9. IX
২।—(পি—১৫৬) কলিকাতায় জনৈক ব্যবসায়ী পলাশ গঁদ সরবরাহকারীদিগের সন্ধান চাহেন। (T. J. 30. IX) আমি উক্ত ২ প্রকার জিনিষ সরবরাহ করিতে চাই, অতএব উহাদের ঠিকানা জ্ঞাত করিলে বাধিত হইব। কাগজী লেবু Preserve করার প্রণালি জানাইয়া বাধিত করিবেন। ',কেটের কর্ম্মকর্টার চৌসুতীর তৈয়ারী আমি সরবরাহ করিতে পারি। পাইকারী কোন খরিদ্দার থাকিলে জানাইয়া বাধিত করিবেন। নচেৎ ব্যবসায়ের সন্ধান পরিচ্ছেদে পরবর্ত্তি ছাপাইয়া (প্রচার করিবেন) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই পত্রের যথার্থ উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

বশংবদ

**শ্রী মোহিনী মোহন মণ্ডল**

### ৪নং পত্রের উত্তর

আপনি বার্ষিক গ্রাহক হ'ন নাই, সুতরাং আপনার কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না।

### ৫নং পত্র

মান্যবরেষু!

আপনার 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' সংবাদ পত্রে দেখিলাম আপনারা সাইফার কোম্পানীর মুরগী ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল বিষয়ের এজেন্সি লইয়াছেন। আপনারা ডিম পাঠাইবার বাক্স ও ডিম পরীক্ষার কল আলাহিদা বিক্রয় করেন কিনা তাহা জানাবেন। ডিমকে স্থায়ীভবে রাখিতে হইলে, পচন নিবারক কোন উপায় জানেন বা সংবাদ রাখেন কি না তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বড় সুখী হইব এবং যদি জানেন, উপায়টী আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব। নিবেদন ইতি— আবদুর রফিক মোল্লা

### ৫নং পত্রের উত্তর

১। ডিম পাঠাইবার Crate বা বাক্স, ডিম পরীক্ষার কল ইত্যাদি মুরগীর ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় কল এবং সাজ সরঞ্জাম আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

২। ডিম কেমন করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাজা

রাখা যায় সে সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার আমুল বিবরণ সহ বিস্তৃত প্রবন্ধ আগামী বৈশাখ সংখ্যায় বাহির হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ার কোন কোনটীর দ্বারা ৬ মাস পর্য্যন্ত ডিম অবিকৃত থাকে।

## ৬নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনাদের পত্রিকার ১৮১৪ নং গ্রাহক। একটি বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু হইয়া আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতেছি। সহজে অধিক সংখ্যক মেষের লোম ছাঁটা যাইতে পারা যায় এমত কোনও রকম যন্ত্র আছে কি? বর্ত্তমানে ঘোড়ার কেশ ছাঁটার যন্ত্র দিয়া ছাঁটা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে নানা রকম অসুবিধা এবং অধিক সময় নষ্ট হয়, অনুগ্রহ করিয়া কোনও সহজসাধ্য উপায় এবং অন্য কোন প্রকার যন্ত্রের খবর নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব। ইতি

নিঃ—

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দস্তিদার

## ৬নং পত্রের উত্তর

ঘোড়ার চুল ছাটা clip ব্যতীত ভেড়ার লোম ছাটার জন্য পৃথক আর কোনও clip আমরা দেখি নাই; তবে এরূপ কোনও যন্ত্র আছে কিনা এবং থাকিলে দাম ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল সংবাদ পাইবার জন্য আমেরিকা, দক্ষিন আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটী আফিসে পত্র দিয়াছি। কারণ এই সকল দেশে মেষ পালন একটী বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর আসিতে ২।৩ মাস দেরী হইবার সম্ভাবনা।

## ৭নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার পত্রিকার ১৯৯১ নং গ্রাহক। পৌষ সংখ্যায় অল্প মূলধনের ব্যবসায়ে **লিখিত তৈলের কল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর** লিখিয়া সুখী করিবেন।

১। অয়েল ইঞ্জিনের দ্বারা কল পরিচালিত করিতে হইলে দৈনিক কত ব্যয়ে, কোন্ শ্রেণীর, কি পরিমাণ তৈলের বীজ নিপ্পেষণ করিয়া কি পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে ও কতজন লোক খাটিবে? ঐরূপ হস্ত দ্বারা পরিচালিত কলের ব্যয়াদি ও বিস্তারিত ভাবে জানা আবশ্যক।

২। উক্ত উভয় প্রকার কলের কোনটীর মূল্য কত পড়িবে?

৩। কল কোনরূপ অচল হইয়া পড়িলে তাহা মেরামতির সহজ উপায় কি আছে? অর্থাৎ মেরামতির জন্য যদি আবার কলিকাতা দৌড়াইতে হয় তবে আর ইহার সার্থকতা থাকিবে না।

৪। অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে কল চালনা সম্বন্ধে কোন শিক্ষার প্রয়োজন হইবে কি?

সত্বর উত্তর পাওয়ার জন্য এতৎ সঙ্গে এক আনার ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেল। নিবেদন ইতি।

নিবেদক—

শ্রীভরত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

## ৭নং পত্রের উত্তর

১। অয়েল ইঞ্জিন সংক্রান্ত আপনার জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ের উত্তর এই মাসের কাগজে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতে পাইবেন।

২। হস্ত পরিচালিত তেলের কল দ্বারা ব্যবসায় করা সম্ভব নহে, কারণ মজুর দ্বারা কল চালাইতে গেলে এক দিকে যেমন production কম হইবে অপর দিকে তেমনি খরচা পোষাইবেনা। ইহা দ্বারা কেবল গৃহস্থ ঘরে খাঁটী তেল পাবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

৩। তেলের কল অতি সহজ প্রক্রিয়ায় কয়েকটী

দাঁত ওয়ালা চাকার (Toothed wheel) সাহায্যে চালিত হয়। ইহা নষ্ট হইয়া যাইবার কোনও কারণ নাই; সবই লোহার তৈরী; যদি কোন দাঁতের চাকা ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা ক্ষয় হইয়া যায় তবে তাহা বদলাইয়া লইলেই হইল। এই সকল spare partsও আমরা বিক্রয় করি।

৪। যে কোনও লোক একবার দেখিলেই ইহা শিখিতে পারিবে, কারণ নিরক্ষর কুলীরা ইহা চালায়।

৫। এই সকল চালাইবার জন্য যে Oil Engine আছে তাহা যে কোনও মোটর গাড়ী চালক চালাইতে পারিবে এবং যে কোনও লোক ২৩ ঘণ্টার মধ্যেই শিখিয়া লইতে পারিবে।

## ৮নং পত্র

মহাশয়!

আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার আমিও একজন গ্রাহক। আমার গ্রাহক নং 1982. আপনার পৌষ সংখ্যায় পত্রিকার যে **সোডাকলের ও তৈলকলের** ছবি দিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ মূল্য সহ যদি Catalogue থাকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন। কিস্তীতে কিছু কিছু করিয়া দিলে এই সব Machine আনা যাইতে পারে কি না। তৈলের কল বা Soda water making machine কতরকমের এবং কত ২ দরে পাওয়া যায় এবং তাহা আপনারা supply করিতে পারেন কি না জানাইবেন; আর যদি না পারেন কোথা হইতে পাইতে পারি জানাইবেন। দর্জির কাটা কাপড়ে টুকরা সকল রংএর লওয়া হয় কি না এবং কি কি দরে বিক্রীত হয় এবং আপনাদের through বিক্রী করিতে পারি কি না জানাইবেন।

বিনীত—
শ্রীনবকুমার দাস

## ৮নং পত্রের উত্তর

১। এই মাসের কাগজে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে সোডা ওয়াটার মেসিন, তেলের কল ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

২। কিস্তী করিয়া বিক্রয় হয় না। নগদ দাম দিয়া কল নিতে হয়।

৩। দরজীর দোকানের টুকরা এদেশের কোথায়ও নেয় না। জার্ম্মাণী ও আমেরিকায় লিখিয়াছিলাম, তাহারা নমুনা চাহিয়াছে। আপনি অন্ততঃ দশসের পরিমাণ টুকরার নমুনা রেল পার্শ্বেলে পাঠাইয়া দিবেন; তাহা হইলে উহা বিদেশের কয়েকটী কারখানায় পাঠাইয়া চেষ্টা দেখিতে পারি। টুকরা বাছাই করিয়া (sorting) দিবেন। যেন cotton এবং woolen পৃথক পৃথক বাণ্ডিলে বাছাই করা হয়।

## ৯নং পত্র

আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি আপনার সঙ্গে আপনাদের লাল বাজারস্থ অফিসে দেখা করিয়াছিলাম। আমি সব্‌জী চাষের জন্য কিছু জায়গা বা কোন পুরাতন বাগান ভাড়া নেবার সন্ধানে গিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, এযাবৎ সুবিধাজনক সর্ত্তে কোন স্থান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কলিকাতার আসে পাশে নবদ্বীপে এবং চন্দননগরে অনেক ঘুরিয়াছি, কিন্তু পুরাতন বাগানেরও ভাড়া বার্ষিক ২০০৲।৪০০৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। এতাধিক ভাড়াও অনেকে চাহিয়াছেন। কিন্তু আপনি জানেন, আমি পূর্ব্বে প্রকাশিত ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রবন্ধের লিখিত মতেই নিজে খাটিয়া অতি সামান্যভাবে একটী ছোট খাট সবজীর বাগান করিতে চাহি। খুব বেশী মূলধন ফেলিয়া বড় রকমের করা কিন্তু আমার ইচ্ছা নহে এবং সেরূপ শক্তি সামর্থ্যও নাই।

যাহা হউক, আপনি দয়া করিয়া আমাকে কলিকাতার আশে পাশে ৫।৭ বিঘা জমি বা হাজা পুকুর সহ ছোট কোন পুরাতন বাগানের সন্ধান দিয়া চির বাধিত করিবেন। অবশ্য খাজানা বা ভাড়া যত কম হয়, ততই আমি চাই।

"ব্যবসা বাণিজ্যের" কার্ত্তিক সংখ্যায় ১১ নং পত্রে ( ৭৪২ পৃঃ ) একজন ভদ্রলোক তাঁহাদের গ্রামে অনেক পাড়া বাগানের কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি হরিদ্রা, মানকচু, ওল, কলা প্রভৃতির চাষ করিতে চাহেন। ঐ সব জিনিষের চাষ আমাদের প্রণালী তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ঠিকানা উক্ত পত্রে নাই এবং নাম ও ছাপা হয় নাই, গ্রাহক নং তো নাইই। এ অবস্থায় তাঁহার নিকট স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে না পারিয়া মহাশয়ের স্মরণাপন্ন হইতেছি। দয়া করিয়া আপনার ফাইল দেখিয়া উক্ত ভদ্র লোকের নাম ধাম জানাইয়া বাধিত করিবেন। ঠিকানা ইত্যাদি পাইলে আমিই তাঁহাকে পৃথক পত্র লিখিব।

কমলা লেবু preserve করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় কি? কোনরূপ মেসিন বা বেশী কিছু যন্ত্রপাতি ছাড়া cottage Industry স্বরূপ as a trial এবার আমি কিন্তু কমলা preserve করিতে চাহি। আপনার ঐসব principle ভালরূপে জানা আছে। আমি নিজে অর্থহীন ও বর্ত্তমানে বেকার অবস্থায় আছি। আপনি দয়া করিলে preserve করিয়া একটা নূতন ব্যবসায়ের পথ খুলিবার চেষ্টা করিতে পারি। এই দয়াটুকু অবশ্য করিবেন। খোসা ফেলিয়া বীচি বাদ দিয়া চিনির একতারা রসে আস্ত কমলা বা খণ্ড খণ্ড রাখিতে হইবে, দয়া করিয়া উপদেশ দিবেন। বোতল বা টিনের কৌটা যাহাতে সহজে ও অল্প ব্যয়ে হয় তাহাও লিখিবেন। আপনার পত্র পাইলে আমি তদনুযায়ী কার্য্য করিব। চাকুরী ২।৩টা যোগাড় হইয়াছিল ও চেষ্টা করিলে এখনও চাকুরী করিতে পারি। কিন্তু জীবনে আর চাকুরী করিয়া পরের লাথি জুতা খাইবনা, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

বিনীত—

শ্রীকামিনীকুমার রায় চৌধুরী

গ্রাহক নং ২৭০২।

### ৯নং পত্রের উত্তর

১। কলিকাতার নিকটে বাগানবাড়ী সম্বন্ধে সকল বিষয় আপনাকে বাচনিক বলিয়াছি। আমাদের সন্ধানে যে সকল বাগান বাড়ী আছে তাহা ভাড়ার জন্য নহে, বিক্রয়ের জন্য; কারণ আমরা বাড়ী, বাগান বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়েরই কাজ করিয়া থাকি। ভাঁড়ার কাজ করি না। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট একটী বাগান আমাদের হাতে আছে, উহার দাম পাঁচ হাজার টাকা।

২। সে ভদ্রলোকের পত্র ছাপাখানা হইতে হারাইয়া গিয়াছে সুতরাং নাম ঠিকানা পাইবার আর উপায় নাই; সেই জন্য আপনার চিঠি কাগজে ছাপাইয়া দিলাম, যদি তাঁহার নজরে পড়ে, তবে হয়ত আপনাকে পত্র লিখিতে পারেন।

৩। কমলা লেবু প্রিজার্ভ করার প্রণালী ঠিক অন্যান্য ফলের প্রণালীর ন্যায়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি; তাহা মনোযোগ দিয়া পড়িলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। উপরের খোসা ছাড়াইয়া লেবুর প্রত্যেক কোয়াগুলির পাতলা খোসা ছাড়াইয়া বীচি এবং আঁসগুলি একতার বন্ধ চিনির রসে ফেলিয়া প্রিজার্ভ করিবেন। কাঁচের বোতলে অথবা নূতন ভাল টীনের কৌটায় প্রিজার্ভ করিবেন। এইরূপে রক্ষিত কমলা লেবুর রস সহ দুধের মধ্যে ফেলিয়া পাক করিলে অতি সুন্দর কমলার পায়স

হয়। অসময়ে এইরূপ কমলার পায়স যে কিরূপ মুখরোচক তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ পায়স করার প্রণালী (Divetions or Recipe) পক্ষে আরও সুবিধা হয়।

## ১০নং পত্র

মহাশয়,

রংপুর জিলার অন্তর্গত গাইবান্ধা মহকুমার অধীন উক্ত গাইবান্ধা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার উপরেই আমাদের একটী ব্যবসায়ের মোকাম আছে। এই স্থানে ১টী পুলিশ ষ্টেসন, চেরিটেবেল ডিসপেনসারী, রেজেষ্টারী অফিস ও ১টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আমাদের স্বর্গীয় পিতার প্রতিষ্ঠান ও মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও বাঙ্গুনকুঠীর জমিদারের ২টী কাছারী আছে। উক্ত ঠাকুর বাবুদের জমিদারীর মধ্যেই উক্ত বন্দর বহু কালের। পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন ক্রমেই এই বন্দরের উন্নতি হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

এই মোকামটীর প্রধান উৎপন্নজাত শস্য ধান ও পাট; কিন্তু ধান্য অপেক্ষা পাটের আমদানী রপ্তানিই বেশী। প্রতিবৎসর এই মোকামে অনুমান ২ লক্ষ মণ পাট বেচা কিনা হইয়া থাকে। তজ্জন্য এখানকার প্রধান ব্যবসায় পাট তৎপরে সুদী বন্দকী, এবং ধান্য খইল, মুচিগুড়াদি মৌসুম সময়ে খরিদ করিয়া রাখিয়া ২।৪ মাস পরেই রীতিমত মুনাফা দ্বারায় খরিদ বিক্রী হইয়া থাকে ও কাপড় এবং মণিহারী মালেরও রীতিমত কাটতি আছে; কিন্তু এই সকল ব্যবসায় ক্রমেই মাড়োয়ারীদের হস্তগত হইতেছে, বাঙ্গালীর বিশেষ কাজ নাই, কেবল মাত্র আমরাই কোনরূপে চালাইয়া আসিতেছি। আমরা এখানের স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং জোতদার ও জমিদার বলিয়া পরিচিত, উক্ত মোকামে আমাদের ৩।৪টী রীতিমত বাসা গুদামাদি আছে, আমাদের নাবালক অবস্থায় পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় আমরা পাঠাবস্থায় থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যাদির বিষয় অনভিজ্ঞ থাকায়, কর্ম্মচারীদের উপর তেজারতি কাজের ভার ন্যস্ত থাকায় তাঁহারা ব্যবসায়ের কাজে সবিশেষ ক্ষতি দেখাইয়া নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া আমাদের মূলধনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আজ ১০।১২ বৎসর যাবত আমাদের রীতিমত মূলধন অভাবে এবং উপযুক্ত কর্ম্মী লোকের অভাবে কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে না চালাইতে পারায়, ইত্যবসরে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ উপর্য্যুপরি এই কয়েক বৎসর পাট আদি সুদী কারবারে ও রাখি মজুত মালের কারবার করিয়া বিস্তর লাভবান হইয়া ক্রমেই আমাদের হস্ত হইতে ব্যবসাদি তাহাদের হস্তগত করিয়া তাঁহারা দিন দিন উন্নত হইতেছে। কিন্তু আমরা এথাকার পুরাতন মহাজন এবং স্থানীয় জোতদার বলিয়াই এ যাবৎ আমাদের সহিত দাঁড়াইতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে আমাদের সহানুভাবক অভাবে আমরা মাড়োয়ারী-দের প্রতিযোগিতার কাজটী চালাইতে অক্ষম হইয়া দাড়াইতেছি।

তজ্জন্য আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, যদ্যপি কোন উপযুক্ত ব্যবসায়ী লোক আমাদের এই মোকামে আসিয়া মোকামাদি দেখিয়া এবং আমরা কিরূপ প্রকৃতির লোক এবং আমাদের অবস্থা বিস্তারিত সম্যকরূপে অবগত হইয়া, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ হস্তে ক্যাস তহবিল রাখিয়া, আমাদের সহিত সেয়ারে কারবার করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানে ৺পিতৃনাম বজায়ে ভগবান কৃপায় কারবারটী, আশা করি, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় চালাইয়া উন্নত হইতে পারি। মূলকথা, এই মোকামটি সবিশেষ ব্যবসায়ের স্থান, ও বর্ত্তমানে এই মোকামে সুদ বন্ধকাদি ও

কৈরামি কাজে যে সুবিধা আছে তাহা আর এখানকার পার্শ্ববর্ত্তী মোকামাদিতে নাই। কলিকাতা হইতে কাপড় ও নানারূপ মনোহারী মাল এই মোকামে রীতিমত কাটতি হয়। আমাদের বর্ত্তমানেও সকল রকমেরই কারবার আছে এবং পাটের আড়তদারী কারবার আছে, বটে, কিন্তু আশা করি আপনি অনেক ব্যবসায়ী লোকের সহিত পরিচিত। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যে তাঁহারা উপযুক্ত মোকাম অভাবে কাজ করিতে পারেন না, তজ্জন্য আপনার নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে আপনি উপযুক্ত, বিশ্বাসী কোন ব্যবসাকরণেচ্ছুক ব্যবসায়ীর সহিত আমাদের এই কারবারটীর ব্যবস্থা করিয়া দিলে আমরা আপনার নিকট চির ঋণে বাধা থাকিব। মূলকথা ব্যবসা ক্রেডিটের উপর চলে, আমাদিগকেও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ কলিকাতার ধারে কারবার করিতে বলে, কিন্তু উহাদের সহিত আমাদের কারবার না বুঝিয়া করা উচিত নহে বিধায় আমরা উপযুক্ত সহানুভাবক ও কর্ম্মি লোক দ্বারায় কাজ চালাইতে ইচ্ছুক। আশা করি, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া কলিকাতার মত স্থানের উপযুক্ত ব্যবসায়ীর সহিত এই কাজটীর সেয়ার সংগ্রহ করিয়া দিলে চির উপকৃত হইব।—নিবেদন— মেতৎ

নিবেদক—

**শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা**

গ্রাহক নম্বর—১৯৭৭

পত্র মধ্যে বিস্তারিত প্রকাশ করায় অক্ষম বিবায় লিখি আমাদের এই মোকামটী দেখিয়া যে কোন ব্যবসায়ী ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হইবে। আশা করি, তাঁহারা নিজে দেখিয়া কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। পরমাসে এই মোকামে মহাজন বর্গের এবং এই মোকামের বিস্তারিত বিবরণ জানাইব।

Yours Faithfully,

Binode B. Saha

## ১০নং পত্রের উত্তর

আমরা এই পত্র প্রেরকের নাম ধাম এখানে প্রকাশ করিলাম না; কারণ ইহাতে ব্যক্তিগত এমন অনেক কথা আছে যাহার জন্য পত্র লেখকের নাম ধাম প্রকাশ করা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। যদি কেহ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চাহেন কিম্বা কথাবার্ত্তা চালাইতে চাহেন তবে আমাদিগকে লিখিলেই নাম ধামাদি পাঠাইয়া দিব।

কিরূপ টাকা খাটানো যায় এসম্বন্ধে সন্ধান জানিবার জন্য মাঝে মাঝে কেহ কেহ আমাদিগকে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাহাদের অবগতির জন্য আমরা এই পত্র প্রকাশ করিলাম, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা আমাদিগকে জানাইলে তাঁহাদের পত্রাদি আমরা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। বলা বাহুল্য পোষ্টেজ সহ পত্র লেখা চাই।

---

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাকচী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেন্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেন্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষঅভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলাতে বহু টাকার রেশম উৎপন্ন হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং যে সব রেশম থাকিত তাহার দ্বারা অত্র জেলায় বস্ত্র বয়ন হইত। কিন্তু এক্ষণে এই মুর্শিদাবাদে রেশম উৎপন্ন ও বস্ত্র বয়নের যৎপরোনাস্তি অবনতি ঘটিয়াছে। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিলেও রেশম উৎপন্নের বিশেষ সুবিধা ঘটে নাই। ভাল রেশম উৎপন্ন হইত "লুইপেন এণ্ড কোংর" কলে, তাঁহারাও বিদেশ জাত রেশমের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া এবার কার্য্য গুটাইলেন। এই কার্য্য বন্ধ হওয়ায় অনেক দরিদ্রের দরিদ্রতা আরও বাড়িয়া উঠিল। হাজার হাজার মজুর ইঁহাদের কলে কার্য্য করিত। কার্য্য বন্ধ হওয়ায় রেশমের বাজার অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উপস্থিত লোকসান হইল দেশীয় রেশম কাটারদের। এই লোকসানের ফলে, ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদে রেশম উৎপন্ন আরও কমিবে। এত দিন খাঁটি স্বদেশী শিল্প বলিতে গেলে মুর্শিদাবাদের রেশম বস্ত্রই খাঁটী ছিল। কিন্তু দেখিতেছি ভবিষ্যতে

ইহাও নকলে পরিণত হইবে। কারণ ভারতে চীন ও জাপানের রেশম আমদানী হইতেছে। "মুর্শিদাবাদ" রেশম উৎপন্ন করিয়া বস্ত্র বয়ন করিত। এক্ষণে বোধ হয় বিদেশী রেশমে বস্ত্র বয়ন করিতে হইবে। হায়রে দেশের দুর্দ্দশা! ভারত রত্ন প্রসবিনী হইয়াও পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে। পূর্ব্বে ফ্রেঞ্চ কোম্পানী রেশমের কার্য্য গুটাইয়াছেন। এক্ষণে এক মাত্র ছিল—লুইপেন কোম্পানী, তিনিও গেলেন। রেশম উৎপন্ন বুঝি গাঝাড়া দিয়া শয়ন করিল।

বিনীত—

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সরকার

মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীদিগের নামের তালিকা

মেসার্স, "বোগরা" এণ্ড কোং।
পোঃ জিয়াগঞ্জ; মুর্শিদাবাদ।
উৎকৃষ্ট গরদের কাপড় ও মটকার কাপড় প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতা।

এস্ এস্ বাগ্‌চি
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
রেশম বস্ত্র ও কাটা পোষাক বিক্রেতা।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র সাহা
পোঃ ইস্‌মাইলপুর, চক; মুর্শিদাবাদ।
(খোলা) সিল্কের কাপড় প্রস্তুতকারক এবং বৃহৎ কেরানা (মশলা) মালের ব্যবসায়ী

শ্রীহরিলাল বিশ্বাস
পোঃ ইস্‌লামপুর, চক্, মুর্শিদাবাদ
(খোলা) সিল্কের কাপড় প্রস্তুতকারক।

শ্রীকালু রাম শ্রীমাল
পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
রেশম সুতার ব্যবসায়ী

শ্রীদ্বিজপদ দাস
পোঃ জঙ্গীপুর, দফরপুর, মুর্শিদাবাদ
রেশম সুতার ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক

৺ধনঞ্জয় সাহা ও মন্মথ নাথ সাহা
পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
খাগড়াই কাঁসারবাসন ব্যবসায়ী

৺তিনকড়িচন্দ্র সাহা
পোঃ জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
খাগড়াই কাঁসার বাসন ব্যবসায়ী

শ্রীহরিপদ কুণ্ডু।
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
কাঁসার বাসন ব্যবসায়ী।

শ্রীজঙ্গলী সাহা।
পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
উৎকৃষ্ট ষ্টীলট্রাঙ্ক প্রস্তুত কারক।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বিশ্বাস।
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
উৎকৃষ্ট মুর্শিদাবাদের বালাপোষ ব্যবসায়ী।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ন সরকার।
পোঃ জিয়াগঞ্জ, বালুচর, মুর্শিদাবাদ।
উৎকৃষ্ট বালাপোষ ও গরদের কাপড় ব্যবসায়ী

শ্রীগণেশলাল ভাস্কর।
পোঃ জিয়াগঞ্জ, এনতুলীবাগ, মুর্শিদাবাদ
হস্তী দাঁতের খেলানা প্রস্তুত কারক

শ্রীমহেশচন্দ্র ভাস্কর।
পোঃ জিয়াগঞ্জ, এনাতুলীবাগ, মুর্শিদাবাদ
হস্তী দাঁতের খেলানা প্রস্তুত কারক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা।
পোঃ জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
পাট ও চাউলের আড়তদার।

শ্রীধনপৎসিংহ নাওলাক্ষা।
পোঃ আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।
উৎকৃষ্ট ঘৃত ব্যবসায়ী

শ্রীসবদারমলজগমল

পোঃ আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

উৎকৃষ্ট ঘৃত ব্যবসায়ী।

শ্রীগোপীবল্লভ দে।

পোঃ জিয়াগঞ্জ, বালুচর

মুর্শিদাবাদ। উৎকৃষ্ট মসলার বড়দোকান।

জেশরূপ দয়াচাঁদ বোথর।

পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ,

আড়ত লইয়া পাট ভুষিমাল খরিদ করিয়া ব্যাপারি দিগকে দিয়া থাকে।

## রেশমের হাট

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ইস্‌লামপুর গ্রামে প্রতি সোমবারে প্রত্যুষে বহু রেশম আমদানী হয়। খরিদ্দারগণ তথায় গিয়া হাটে রেশম খরিদ করেন। এগার বারটা বেলার সময় হাট ভাঙ্গিয়া যায়।

বালকৃষ্ণ পাঁড়ে B. K. Pandey

পোঃ জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ,

ইনি রক্তামাশয়ের রোগী দিগকে বিনা মুল্যে ঔষধ বিতরন করেন। কেবল ডাকমাশুলের জন্য এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ব্যবস্থাসহ ঔষধ পাঠাইয়া থাকেন। ঔষধটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

জন্য এই প্রর্য্যন্ত লিষ্ট পাটাইলাম উপরি লিখিত ব্যক্তিগণই এখানকার শ্রেষ্ট ও সদাশয় ভদ্র ব্যবসায়ী।

আদেশ পাইলে অন্যান্য সম্বন্ধে দুই একটী প্রবন্ধ পাঠাতে পারি।

হুগলি জেলার বড়া গ্রামের ব্যবসায়ীদের লিষ্ট।

মহাশয়—

আমাদের বড়া গ্রামে যে দুই চারিটি দোকান আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

চাউল ডাইল, ঘৃত, আটা ,ময়দা খইল, ভূষি প্রভৃতি।

১। শ্রীনারানচন্দ্র পাল।

২। শ্রীকেদারনাথ গোস্বামী

৩। শ্রীরাখালচন্দ্র সুর।

৪। শ্রীবিহারীলাল সরকার

### কাপড়

১। শ্রীবিহারীলাল রক্ষক

ষ্টেসনারী দোকান

১। শ্রীউদয়চন্দ্র বসু

সকলের ঠিকানা, পোঃ বড়া জিঃ হুগলি,

নিবেদক

**শ্রীললিতকুমার বসু**

## মহীশূরের গালার চাষ

মহীশূর হইতে গালা সম্বন্ধে ১৯২৬ সালের যে সরকারী বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ :—

কয়েকজন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদ্বারা গালার চাষ আরম্ভ করা হইয়াছিল। ঐ বৎসরে ৪৯১ মণ ৩ সের আন্দাজ গালা পাওয়া গিয়াছিল এবং ইহার মধ্যে ৩৯০ মণ ১০ সের আন্দাজ গালা পরিস্কৃত করা হইয়াছিল। পরিষ্কার করার পর ২১৭ মণ ২॥০ সের উৎকৃষ্ট গালা ও ১৩৩ মণ ৯ সের আন্দাজ ধুলা পাওয়া গিয়াছিল এবং বাদ বাকিটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পরিস্কৃত গালার মধ্যে ১৯৮ মণ ৩ সের ধৌত করা হইয়াছিল এবং ১৬১ মণ ৫॥ সের গালা পাওয়া গিয়াছিল। ৮০ মণ ধৌত গালা ১৪২৯৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল এবং পরের বৎসরের মজুত ৭৩৯।/০ আনা যোগ করিয়া একত্রে মোট ২১৬৮॥/০ আনা হইয়াছিল। গালার ধুলা হইতে পালিশ তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং এ চেষ্টা বিশেষ ভাবে সফল হইয়াছিল। গালার পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে জুতার পালিশ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিয়া সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছিল। ঐ বৎসরে ১০১০০ গাছ গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং ২৬৩৭ বৃক্ষ ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সবিশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

# বাজার দর

## চাল :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বালাম | ৮৲ | হইতে | ৮৷৵০ | মণ |
| শিটা | ৯৲ | " | ৯৷০ | " |
| পাটনাই আতপ পুরাতন | ৯৷৵ | " | ৯৷৷০ | " |
| চিনি শক্কর | ১১৲ | " | ১৩৲ | " |
| দাউদখানি | ৮৲ | " | ৮৸০ | " |
| বাঁকতুলসী | ৭৸৵০ | " | ৮৷৷০ | " |
| কাজলা | ৫৷৷৵ | " | ৬৷০ | " |
| নাগরা | ৭৲ | " | ৭৷৵০ | " |
| রাঢ়ী | ৬৷৷৴০ | " | ৭৷০ | " |
| দুধ কলমা | ৬৸৵০ | " | ৬৷০ | " |
| পাটনাই সিদ্ধ | ৭৸০ | " | ৮৷৷০ | " |

## ডাল :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাসকলাই ডাল | ৭৲ | ৮৲ | মণ |
| অড়হর দেশী " | ৭৷৷০ | ৮৷০ | " |
| ঐ কাণপুরী " | ৮৷৷০ | ১০৷৷০ | " |
| মুগেরডাল ভাজা কাঁচা | ১০৲ | ১১৲ | " |
| ছোলার ডাল | ৭৷০ | ৮৲ | " |
| মশুর দেশী | ৫৷০ | ৬৷৷০ | " |
| ঐ পাটনাই | ৬৷৷০ | ৭৷৷০ | " |
| ঐ খাড়ী | ৮৷৷০ | ৯৷৷০ | " |
| মটর | ৬৲ | ৭৲ | " |
| খেসারী " | ৫৷০ | ৫৸০ | " |
| ছোলা ( আস্ত ) দেশী | ৪৲ | ৫৷৷০ | " |
| ঐ সহরে | ৫৲ | ৫৷০ | " |
| ঐ পাটনা | ৬৲ | ৬৷৷০ | " |
| মটর | ৪৲ | ৪৷৵ | " |
| ঐ সাদা | ৪৷৷০ | ৫৷৵ | " |
| মশুর দেশী | ৪৵০ | ৫৸০ | " |
| ঐ পাটনাই | ৫৷৷০ | ৫৸০ | " |
| অরহর | ৬৲ | ৬৸০ | " |
| ঐ কানপুর | ৬ ০ | ৭৲ | " |
| খেসারী | ৪৲ | ৪৸০ | " |
| মাসকলাই ( দেশী ) | ৫৲ | ৫৷৷০ | " |
| ঐ (পাটনাই) | ৬৸০ | ৭৲ | " |
| কালি কলাই | ৬৵০ | ৬.০ | " |
| সোনা মুগ | ১২৲ | ১২৷৷০ | " |
| হারিমুগ | ৭৲ | ৭৸০ | " |
| কৃষ্ণ মুগ | ৭৲ | ৭৷৷০ | " |
| গম | ৬৲ | ৭৷০ | " |
| যব | ৩৸০ | ৫৷৷০ | " |

## আটা ময়দা ঃ—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অত্যুৎকৃষ্ট ময়দা | | ৮৷৵০ | হইতে | ঃ৷৷০ | মণ |
| গৃহস্থের ব্যবহার্য্য | " | ৮৷৷৵০ | | ৮৷০ | " |
| সাধারণ | " | ৭৸০ | " | ৭৸৵০ | " |
| বি আটা | " | ৮৷৵০ | " | ৮৷৷০ | " |
| ১নং | " | ৮৵০ | " | ৮৷০ | " |
| ৩নং | " | ৬৵০ | " | ৬৷০ | " |
| সুজি | " | ৮৷৷৵০ | " | ৮৸০ | " |

## দেশী মিলের সূতা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১০৷৷০ | প্রতি ৫ পাউণ্ডের মূল্য | ২৷৵১০ | হইতে | ২৸৵১০ |
| ১২৷৷০ | ,, | ২৸১০ | ,, | ৩৲১০ |
| ১৪৷৷০ | " | ২৸৵১০ | " | ৩৭১০ |
| ১৬৷৷০ | " | ৩৲১০ | " | ৩৷০ |
| ২০৷৷০ | " | ৩৶১০ | " | ৩৶১০ |
| ২২৲ | " | ৩৷৴১০ | " | ৩৷৷৵১০ |

## কেরোসিন তৈল

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্নোফ্লেক | ১০/০ | | বাক্স |
| চেষ্টার | ৯৸/০ | | „ |
| বাঁদর মার্কা | ৯৷৵০ | | „ |
| হাতী মার্কা | ৭৷৶১০ | | ২ টীন |
| বর্ম্মা পদ্ম মার্কা | ৯৷৷৵০ | | বাঃ |
| গ্লোব লাইট | ১০/০ | | „ |
| ঐ খদ্যোৎ মার্কা | ৯৷০ | | „ |
| ঐ চক্কর | ৭৶১০ | ৪ | টিন |
| ঐ রাইজিংসান | ৭৶০ | | „ |
| ঐ অর্দ্ধচন্দ্র ও তারকা | ৭১/০ | | „ |
| ভিক্টোরিয়া | ৬/১০ | | „ |
| ঐ সারস | ৬/১০ | | „ |
| ঐ ছাগ | ৭৶১০ | | „ |
| চাবী তালা | ৬/১০ | | „ |
| বোর্ণিও নোঙ্গর | ৭৷৷/১০ | | „ |
| সাপ মার্কা | ৬৵১০ | | „ |

### মশলা ঃ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধনে | ১১৷০ | ১১৷৷০ | „ |
| হরিদ্রা মছলিপত্তন | ৮৷০ | ১০৷৷০ | „ |
| ঐ মাদ্রাজ ও গোপালপুর | ৮৶০ | ১২৵০ | „ |
| ঐ পাবনা কুষ্টিয়া | ৮৷০ | ১২৷৵০ | „ |
| ঐ দেশী | ৭৷৷০ | ১১৲ | „ |
| লঙ্কা লাল | ১৬৷৷০ | ১৭৲ | „ |
| সরিষা কাজলী | ৮৷৷০ | ৯৸০ | „ |
| ঐ শ্বেতী | ১০৲ | ১১৲ | „ |
| পোস্ত | ১০৲ | ১১৷০ | „ |

### পাটের বাজার ঃ—

২১ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার হাটখোলায় পাট আমদানি হইয়াছিল ২৮,০০০ মণ

রপ্তানি বা বিক্রয় হয় ৭,১৬,০০ মণ

বাজারে মজুত ছিল ৬,৯৬,০০০ মণ

গত বৎসর এই সময় পাট মজুত ছিল ৪,১৫,০০০ মণ। পাটের দর ৭ হইতে ১২ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ১১ টাকা হইতে ২০৸৵০ টাকা মণ।

### বিবিধ শস্য।

| | | |
|---|---|---|
| সরিষা কাজলা হুমকা কানপুর | ... | ৮৸০—৯৷৷০ |
| ঐ সেতি | ... | ১০৲—১১৲ |
| ছোলা বা বুট, পাটনাই | ... | ৬৲—৬৷৷০ |
| ছোলা সহরের | ... | ৫৵০—৫৷০ |
| ছোলা দেশী | ... | ৪৸০—৪৸৵০ |
| মাস কলাই, দেশী | ... | ৫৲—৫৷৷০ |
| ঐ পাটনাই | ... | ৬৸৵০—৭৲ |
| মুসুরী কলাই, দেশী | ... | ৪৷৷০—৪৸০ |
| ঐ পাটনাই | ... | ৫৲—৫৷৷০ |
| কালী কলাই | ... | ৬৵০—৬৷০ |
| মুগ সোণা নূতন | ... | ১২৷০—১২৷৷ |
| মুগ কৃষ্ণ দেশী | ... | —৭৷৷০ |
| মুগ পশ্চিমে হালি | ... | ৭—৭৸০ |
| সিঙ্গাপুর মুগ | ... | ৮৲ |
| মটর সাদা | ... | ৫৷০—৫৷৷০ |
| মটর সবুজ | ... | ৪৸০—৫৲ |
| মটর গুলি | ... | ৩৸০—৪৷৷০ |
| অড়হর দেশী | ... | ৫৷৶০—৫৷৷৵০ |
| ঐ কানপুর | ... | ৬৷০—৬৷৷০ |
| ঐ বৈদ্য নাথ (নূতন) | ... | ৬৷৷০ |
| খেসারি নাগপুরে গোটা | ... | ৩৷০—৩৷৷০ |
| ঐ পাটনাই | ... | ৪৷০—৫৷৷০ |
| ঐ দেশী | ... | ৩৲—৩৷০ |
| যব পাটনাই | ... | ৪৲—৪৶০ |
| কে সি বসুর পারল বালী | ... | ১৭৲ |

| | |
|---|---|
| তিসি ঝাড়া (শতকরা ৫/ খাদ) ... | ৭৶০ |
| গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ) | ১৲০ |
| ঐ শির গঙ্গ দুধে (৫/ খাদ) | ... |
| ঐ কানপুর দুধে (৫।/০ নাম) | ৬॥০ |
| ঐ বক্সার দুধে ( ঐ ঐ ) | ৮৸০ |
| ঐ গঙ্গাজলি ( ঐ ঐ ) | ৭॥০—৮৲ |
| পোস্তদানা ( শত ঝাড়াকরা ৫/০ খাদ ) | ৯॥০—১১৲ |
| তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫/০ খাদ ) | ১২৲ |
| তিলসক্সেস | ১৮৲—২০৲ |
| তিল কাট | ১০৲ |
| তিল কৃষ্ণ | ১২॥০ |
| রেড়ী দেশী | ৫৲—৫।/০ |
| ঐ মাদ্রাজী | ৬।০—৭৲ |
| হরীতকী | ২॥০—৩৲ |
| ঐ ভাঙ্গা | ৫৶০—৫।০ |
| মাটবাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৵ খোসা ছাড়ান | ৯৸৵০ |
| তেঁতুল | ৯।০—১১৲ |
| শীমুল তুলা কলঘারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা | ৪৯৲—৫০৲ |
| খোলা ও বীজ সহিত দেড়মণিবস্থার মূল্য | ২৭৲—২৮৲ |

**চাল** ( পরবর্ত্তী সংবাদ )

| | |
|---|---|
| বালাম নূতন | ৮৶০—৯॥০ |
| ঐ পুরাতন | ৯৲—৯।০ |
| সীতা | ৮।০—৮৸০ |
| কাজলা বা | ৫৸০—৬ |
| পাটনাই আতপ পুরাতন | ৯॥০—১০৲ |
| ঐ সিদ্ধ | ৭৲—৭॥০ |
| রেঙ্গুনে আতপ | ৬৸০—৬৲ |
| বাঁক তুলসী | ৯৲—৯॥০ |
| নাগরা | ৭৲—৭।০ |
| চিনি শক্কর | ১০৸—১২৸০ |
| রাড়ী | ৭৲—৭।০ |
| দাদখানী | ৯॥০—৯৸০ |

**ডাল** ( পরবর্ত্তী সংবাদ )

| | |
|---|---|
| অড়হরের ডাল কানপুর | ৮৸০—৯৲ |
| ঐ দেশী | —৮৲ |
| খেসারীর ডাল | ৬॥০—৬৸৵০ |
| ছোলার ডাল | ৬॥০—৬৸৵০ |
| মুসুর ডাল দেশী | ৫৸০—৬৲ |
| ঐ পাটনাই | ৭৲—৭।০ |
| মুসুরের ডাল খাড়া | ৭৲ |
| মটরের ডাল ছোট | ৫৸০ |
| ঐ সাদা | ৬॥৵০ |
| মুগের ডাল | ৯৲—১১।০ |
| ঐ ভাজা নহে | ৮৸০—৯৸০ |
| কালি কলাইয়ের | ৮॥০ |
| কলাই বিউলি | ৮।০—৮॥০ |
| মাষকলাই ডাল দেশী | ৭৲ |
| ঐ পাটনাই | —৮৲ |

**মিছরি**

| | |
|---|---|
| কারখানার মিছরী ১নং | ১৪॥০ |

**চিনি**

| | |
|---|---|
| দোবরা | ২২৲ |
| একবরা | ২১৲ |
| সাদাজাবা | ১৩॥০ |
| হিন্দুস্থান চিনি | ১৯৲ |
| জাবা চিনি লাল | ১১।৵০ |
| বিট চিনি | ১২।৶ |

**বেনে মশলা**

| | |
|---|---|
| ছোট এলাচ রাবিন ১নং | —৫৵০ |
| ঐ ঐ ২নং | —৪৸০ |
| বড় এলাচ ... | ৭৲—৮৲ |
| লবঙ্গ ... | ৫০৲—৫৪৲ |
| জয়ৈত্রী ... | —৬৸০ |
| জায়ফল ... | ৫৫৲ |